Contents

তাহকীক

তাফসীর ইবনু কাসীর

প্রথম খণ্ড

(সূরা ফাতিহাহ ও সূরা বাকারাহ)

ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দিন
আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার বিন
কাসীর আল কারশী আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

Contents

تحقيق تفسير ابن كثير

তাহকীক
তাফসীর ইবনু কাসীর

প্রথম খণ্ড

(সূরা ফাতিহাহ ও সূরা বাকারাহ)

ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার বিন কাসীর আল কারশী আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

Contents

তাহকীক
তাফসীর ইবনু কাসীর
(প্রথম খণ্ড-সূরা ফাতিহাহ ও সূরা বাকারাহ)

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৫, রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-8766-22-6

9 789848 766226

মূল্য: ১১০০ (এক হাজার এক শত) টাকা মাত্র

মুদ্রণ: হেরা প্রিন্টার্স, ২/১, তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

Tahqiq Tafseer Ibnu Kathir 1st part by: Imam Al-Hafiz Allamah Imamuddin Abul Fida Ismail Bin Umar Bin Kathir Al-Qarshi Al-Basri (Rahimahullah). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone: 02-7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website: www.tawheedpublications.com, Email: tawheedpp@gmail.com. Price: 1100 Taka Bangladeshi. 90 Saudi Riyals. 15 US $

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। সূরা আল-ফাতিহাহ ও সূরা আল-বাকারাহ প্রথম খণ্ড হিসেবে পাঠকবৃন্দের করকমলে তুলে দিয়ে পেরে মহান আল্লাহ তাআলার যাবতীয় প্রশংসা করছি। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে চলা গবেষণার পর তাফসীর ইবনু কাস্সীরের তাহকীক, তাখরীজ ও রেজালশাস্ত্র নিয়ে কাজ করে তা **'তাহকীক তাফসীর ইবনু কাস্সীর'** নামে প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ এ গবেষণায় অনেক বিদ্বান তাদের সুপরামর্শ ও মেধা দিয়ে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট উত্তম জাযা' কামনা করছি। বিশেষ করে প্রধান অনুবাদক শাইখ আসাদুল্লাহ মাদানী মাদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে দীর্ঘদিন যাবত অনুবাদকর্মে তার মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। তৎসঙ্গে সুউদী দূতাবাস কর্মকর্তা ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী, দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত সুউদী মুবাল্লিগ শাইখ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউযযামান, অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, শাইখ মুহাম্মাদ আলী গোদাগাড়ী (মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত), শাইখ আল আমীন বিন ইউসুফ – হাফিযাহুমুল্লাহ – সহ যারা এ গ্রন্থটিকে এ পর্যায়ে রূপদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ কাজের জন্য সর্বপ্রথম যিনি উৎসাহিত করেছেন, সেই মুহাতারামাহ সালমা আপার জন্যও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুআ' রইল। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

পাঠকবৃন্দের সুবিধার জন্য ফাদায়িলুল কুরআন অংশটিকে তাফসীরের প্রথম ভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে শেষ ভাগে আম্মা পারার সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নই। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সুহৃদ পাঠক আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে এবং সুপরামর্শ দিলে আমরা সেটিকে কৃতজ্ঞার সঙ্গে স্বাগত জানাবো।

বিনীত
প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮ টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেননি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স لَيْثُ। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব হবে। ফাতহাহ বা যাবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষর সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (‘) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ‘মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (’) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু’মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (’) ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্‌লির ক্ষেত্রে (া) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

আ ই উ	أَ إِ أُ
বা বি বু	بَ بِ بُ
তা তি তু	تَ تِ تُ
ষা ষি ষু	ثَ ثِ ثُ
জা জি জু	جَ جِ جُ
হা হি হু	حَ حِ حُ
খা খি খু	خَ خِ خُ
দা দি দু	دَ دِ دُ
যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
রা রি রু	رَ رِ رُ
যা যি যু	زَ زِ زُ
সা সি সু	سَ سِ سُ
শা শি শু	شَ شِ شُ
স্বা স্বি স্বু	صَ صِ صُ
‘	عْ

দ্বা দ্বি দ্বু	ضَ ضِ ضُ
তা তি তু	طَ طِ طُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ
আ ই উ	عَ عِ عُ
গা গি গু	غَ غِ غُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ
কা কি কু	قَ قِ قُ
কা কি কু	كَ كِ كُ
লা লি লু	لَ لِ لُ
মা মি মু	مَ مِ مُ
না নি নু	نَ نِ نُ
ওয়া বি বু	وَ وِ وُ
হা হি হু	هَ هِ هُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ
’	ءْ

ইমাম ইবনু কাস্নীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আল-হাফিয আল্লামাহ ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন উমার বিন কাস্নীর আল কারশী আল-বুস্‌রাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বুস্‌রা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবূ হাফস্ন শিহাবুদ্দীন উমার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহ্‌হাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সমসাময়িককালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীস্নবেত্তা ও তাফসীরকারক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র যায়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীস্নবেত্তা ছিলেন। মোটকথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তার অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁর আগ্রহের সাথে বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন বিন আবদুর রহমান আল-ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন বিন কাদী শাহবার কাছে ফিকাহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর আত-তাম্বীহ ফী ফুরূইশ শাফিঈয়াহ ও আল্লামা ইবনু হাজিব মালেকীর মুখতাসার নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। এ হতে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস্ন শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহ্‌লাতুল আফাক' ইবনু শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীস্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীস্ন শাস্ত্রে তাঁর অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ হচ্ছেন: বাহাউদ্দীন বিন কাসিম বিন মুজাফফার বিন আসাকির, শায়খুয যাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক বিন ইয়াহইয়া আল-আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন সুওয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিযযী শাফিঈ, শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আহমদ বিন তায়মিয়া আল-হাররানী, আল্লামা হাফিয কামালুদ্দীন যাহাবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিস্ন আল্লামাহ হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-মিযযী আশ-শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে। পরবর্তীকালে তাঁরই কন্যার সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিন শ্বশুরের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস্ন সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীস্ন শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তার নিকটে তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাছাড়া মিস্‌রের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনি তাঁকে মুহাদ্দিস্ন হিসাবে স্বীকৃতিদানপূর্বক হাদীস্নশাস্ত্র শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।

মোট কথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস্ন, মুফাসসির ফকীহবৃন্দের নিকট হতে অধিক জানার আগ্রহ ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস্ন, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীস্ন শাস্ত্রে তো তিনি হুফফাযুল হাদীস্ন-

এর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। তেমনি আরবী ভাষার তিনি একজন খ্যাতিমান কবিও ছিলেন। ইমাম ইবনু কাস্রীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল:

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সূয়ুতী বলেন, "হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি হাদীস্র শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মাহাসিন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন, "হাদীস্র, তাফসীর, ফিকাহ আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিয আবুল মাহাসিন হুসায়নী দিমাশকী বলেন: "ফিকাহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীস্র শাস্ত্রের রিজাল ও ইলাল প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সূতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিয যায়নুদ্দীন ইরাকী বলেন: "হাদীস্রের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান হলেন ইমাম ইবনু কাস্রীর।"

.শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযাহ বলেন: "ইমাম ইবনু কাস্রীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন।"

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন: ইমাম ইবনু কাস্রীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস্র, ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শি ব্যক্তি ছিলেন। হাদীস্রের মতন সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন: "তিনি হাদীস্রের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন: "ইমাম ইবনু কাস্রীর হাদীস্রের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইবনু হুজ্জী বলেন: "আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিস্রকুলের মধ্যে তিনি হাদীস্রের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীস্রের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

আল্লামা হাফিয নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাশকী বলেন: "আল্লামা হাফিয ইবনু কাস্রীর ছিলেন মুহাদ্দিস্রগণের ভরসাস্থল, ঐতিহাসিকদের অবলম্বন ও তাফসীরকারকদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন: হাদীস্রের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকতেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয়। জীবদ্দশায়ই তাঁর গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইবনু কাস্রীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ফতওয়াও প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁর সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁর মহামান্য উস্তাদ আল্লামাহ হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস্র অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তিনি স্বালাত, তিলাওয়াত ও যিকির আযকারে মশগুল থাকতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল সদালাপী সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করতেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁকে উত্তম রসিক বলে আখ্যায়িত করেন।

ইমাম ইবনু কাসীর শাগরিদ হিসেবে দীর্ঘদিন আল্লামা ইমাম ইবনু তায়মিয়ার সান্নিধ্যে থাকার কারণে মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলাতেও তিনি তাঁর অনুসারী হন। ফলে তাঁকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।)

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ আল কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

আল্লামাহ ইমাম ইবনু কাসীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

১। আত-তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস্ সিকাতি ওয়াদ দু'আফা' ওয়াল মুজাহিল। এটা রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারী বিশ্লেষণ বিদ্যা) একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান আল-মিযযীর 'তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দিন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটেছে।

২। আল হাদয়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীসিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থটি জামিউল মাসানীদ নামে খ্যাত। এ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে ইবনু আবী শায়বাহ ও কুতুবুস সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩। তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাঃ এ গ্রন্থে শাফিঈ ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ- এ গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হয়েছে।

৫। তাখরীজু আহাদীসে আদিল্লাতিত তান্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। শারহু সহীহিল বুখারী- বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রেখে যান। এটাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৮। আল-আহকামুল কাবীর- অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিশদ আলোচনা সম্বলিত এ গ্রন্থটিও কিতাবুল হাজ্জ পর্যন্ত লিখার পর অসমাপ্ত থেকে যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস- এটা আল্লামা ইবনুস সালিহ রচিত উলূমুল হাদীস নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। এটার সাথে গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশে বিদেশে এটার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। এটার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খায়ন- এটাতে আবূ বাক্‌র (রাঃ) ও উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

১১। আল-ফুসূলু ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল- এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১২। আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ- এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাস্রার কিতাবুল মাদখাল লি-ইমাম বায়হাকী- এটা ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল মাদখাল এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ- খ্রীস্টানদের আয়াস দূর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাদায়িলিল কুরআন- এটা তাফসীর ইবনু কাস্রীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হয়েছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল- এটাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মাজমা'' ও আবূ ইয়া'লার 'মুসনাদ' এর হাদীস্রগুলোও এটাতে সংযোজিত হয়েছে।

১৮। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইবনু কাস্রীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। এটাতে সৃষ্টির শুরু হতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হতে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। বিশেষত এটার সীরাতুন্নাবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল কারীম। এটাই 'তাফসীরে ইবনু কাস্রীর' নামে খ্যাত।

'তাফসীর ইবনু কাস্রীর' পরিচিতি

ইমাম ইবনু কাস্রীরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম'। সেটাই 'তাফসীরে ইবনু কাস্রীর' নামে জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। এটার প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় লেখকের কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বিদ্যমান।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এ ধরনের তাফসীর আজ পর্যন্ত অন্য কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। রিওয়ায়াত ভিত্তিতে তাফসীরসমূহের মধ্যে এটাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী। মূলত তাফসীরে ইবনু কাস্রীর ইমাম ইবনু কাস্রীরের এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান। প্রাথমিক যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কোন কোন তাফসীরগ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই হয়ত কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থাকারে আলোর মুখ দেখে কালোত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তাফসীরে ইবনু কাস্রীর তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তার দাবীদার। মান্কূলাত তথা রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীর ইবনু কাস্রীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই ধারায় পূর্বে রচিত তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদির বিশিষ্ট দিকগুলোর এটাতে সমাবেশ ঘটেছে। পরন্তু সেই সব তাফসীরের দুর্বল দিকগুলো এটাতে পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপূর্ব রচনাশৈলী, বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দলীল প্রমাণ প্রয়োগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটা পূর্ববর্তী তাফসীরের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। হাদীস্রের সনদ ও মতনের সার্বিক ও যথাযথ বিশ্লেষণ এটাকে অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কুরআন মাজীদের জটিল দুর্বোধ্য অংশগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা ও বিভিন্নার্থক শব্দসমষ্টির আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ এটাকে সুসমৃদ্ধ করেছে। বিশেষত বিভিন্ন ভ্রান্ত ও আজগুবী মতামত দলীল প্রমাণের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে যেভাবে এটাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। মোটকথা এটা বিদআত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালমুক্ত কুরআন সুন্নাহর এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইমাম ইবনু কাস্রীর তাঁর পাণ্ডিত্য বিমণ্ডিত এই তাফসীরে কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেননি। বর্ণনার পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছ-সাবলীলতা ও শাব্দিক প্রাঞ্জলতা তাঁর তাফসীরকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও গতিময় করেছে। যে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা বজায় রেখে নিজ অভিমত পেশ করেছেন। তিনি যা কিছুই বলেছেন, কুরআন হাদীস্রের অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন। কোথাও নিজের ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি। ঠিক এ কারণেই তিনি তাঁর তাফসীরে ইবনু জারীর তাবারীর তাফসীরের ইসরাঈলী আজগুবী কাহিনী ও জাল হাদীস্র ভিত্তিক অলীক উপাখ্যানসমূহ প্রত্যাখান করে বিশুদ্ধ হাদীস্রের আলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর তাফসীরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'তাফসীরে সালাফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাফসীর ইবনু কাস্রীরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লামা হাফিয আবূ আলী মুহাম্মাদ শাওকানী বলেন: "আলোচ্য তাফসীরে তাফসীরকার হাদীস্রের রিওয়ায়াতসমূহ এরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে আহরণ করেছেন যে, কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তেমনি তিনি এটাতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদের প্রাসঙ্গিক হাদীস্র, আস্রার ও কওল এরূপ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে কারও কোন সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।"

তাফসীরে ইবনু কাস্রীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটাতে কুরআনের তাফসীর করতে প্রথমে কুরআন ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর রাসূলের হাদীস্র, অতঃপর স্বাহাবার আস্রার ও পরিশেষে তাবেঈনের

আকওয়াল ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত্র, বর্ণনাকারীর চরিত্র ও হাদীস্রের স্তর ও শ্রেণিভেদের প্রতিটি দিক হতে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। আস্রার ও আকওয়ালের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও তা সত্যাসত্যের কষ্টিপাথরে ভালভাবে যাচাই করে নেয়া হয়েছে। মোটকথা, তাফসীরটিকে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে দাঁড় করাতে যত রকমের সতর্কতা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন তা সবই করা হয়েছে। এর ফলেই তাফসীর জগতের এই অনন্য নির্ভরযোগ্য অমর সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

তাফসীরে ইবনু কাস্রীরকে 'উম্মুত তাফাসীর' বা 'তাফসীর জননী' বলা হয়। মূলত পরবর্তীকালের সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর এই তাফসীর হতেই জন্ম নিয়েছে। এই তাফসীর মুসলিম মিল্লাতের যে অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করেছে, গ্রন্থ জগতে তার তুলনা সত্যিই বিরল। সত্যের শাণিত তরবারি দিয়ে ইমাম ইবনু কাস্রীর পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের ইসরাঈলী কাহিনী ও জাল হাদীস্রের জঞ্জালগুলো কচুকাটা করে মুসলিম মিল্লাতকে মহান কুরআনের এক নির্ভেজাল ভাষ্য উপহার দিয়ে গেছেন।

উদাহরণস্বরূপ সূরাহ বাকারার গাভী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইসরাঈলী উপাখ্যানের কথা বলা যেতে পারে। তিনি একে একে সব উপাখ্যানই তুলে ধরেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্রের অসারতা ও খোদ বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা সুপ্রমাণিত করার পর তিনি সেগুলোকে অলীক ও অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তেমনি সূরাহ কাফ-এর শুরুতে ব্যবহৃত প্রথম কাফ অক্ষরটিকে পূর্বসূরী তাফসীরকারগণ যে সারাবিশ্ব বেষ্টনকারী 'কোকাফ' পাহাড় অর্থে চালিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তদ্রূপ কোন পাহাড়ের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনু কাস্রীর তাঁর এই সুবিস্তারিত তাফসীরে শুধু হাদীস্র শাস্ত্রই ঘাটেননি, ফিকাহ শাস্ত্রেরও বিভিন্ন জরুরী মাসায়েলের বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এখানে তিনি নিরাসক্তভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তুলে ধরেছেন। তবে স্বভাবতই নিজ মাযহাবের প্রতি তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটেনি। সত্যিকার সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সংযমের সাথে মাসআলার যথার্থ সমাধান নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

তাফসীরের শুরুতে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করেছেন। এটাতে তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তার এই ভূমিকাটি পরবর্তী তাফসীরকারদের দিক-নির্দেশনার কাজ দিয়েছে।

ইমাম ইবনু কাস্রীরের এই জগজ্জোড়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর সে শুধু বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তা নয়, পরন্তু এর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংরস্করণও বের হয়েছে। আরবী ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন শায়খ মুহাম্মাদ আলী আস সাবূনী। বৈরূতের 'দারুল কুরআনিল কারীম' প্রকাশনা হতে তিন খণ্ডে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দুতে তার সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয় এবং উর্দু অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহ।

এখানে উল্লেখ্য, এর মূল সংস্করণটি আট খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রতিখণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। তাওহীদ পাবলিকেশন্স এই মূল সংস্করণেরই প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

তাহ্কীক তাফসীর ইবনু কাস্রীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এই তাফসীরটি ইমাম আল-হাফিয ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পূর্ণাঙ্গ তাফসীর 'তাফসীর ইবনু কাস্রীর' এর আলোকে কোন প্রকার সংক্ষেপকরণ ছাড়া সরাসরি আরবী সংস্করণ থেকে অনূদিত।
২. তাফসীর ইবনু কাস্রীর গ্রন্থটি রেওয়ায়াত-এর ভিত্তিতে তাফসীরসমূহের মাঝে জগৎবিখ্যাত। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আম্মা পারার তাফসীর করতে গিয়ে প্রায় ৫০০টি হাদীস্র ও ৭০০টি মত সানাদ নিয়ে এসেছেন।
৩. তাফসীর গ্রন্থটিতে কুরআনের আয়াত ও হাদীস্রের ইবারতের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্পেশাল ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ খুব সহজে অনুধাবন করতে পারেন।
৪. কুরআনের যে আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে তার বঙ্গানুবাদের শুরুতে আয়াত নাম্বার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকৃত আয়াতটির শাওয়াহিদ হিসেবে যে আয়াতগুলো এসেছে সেটির সূরার নাম ও আয়াত নাম্বার ফুটনোটে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫. কুরআনের আয়াতের অনুবাদ বুঝাতে বঙ্গানুবাদটি বোল্ড বা মোটা অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে।
৬. ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আয়াতের তাফসীর করতে যে সব হাদীস্র ব্যবহার করেছেন সেগুলো ক্রমনুসারে বিন্যস্ত করে হাদীস্র নাম্বার দেয়ার পাশাপাশি হাদীস্রের শুরুতেই তাহ্কীক (স্বহীহ্, দঈফ, হাসান, মাওদূ' ইত্যাদি) দেয়া হয়েছে।
৭. প্রতিটি তাফসীর ও হাদীস্রের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাখরীজ এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।
৮. হাদীস্রের নম্বরের ক্ষেত্রে 'আল-মু'জামুল ফাহারিস্র লি আল ফাযিল আহাদীস্র" এর ক্রমধারা অনুযায়ী বুখারীর নম্বর ফাতহুল বারীর নম্বরের সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ শাইখ ফুয়াদ আবদুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকেরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুসনাদ আহমাদের নম্বর এহ্ইয়াউত তুরাস আল-ইসলামীর নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈর নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।
৯. তাফসীর ইবনু কাস্রীরে বর্ণিত সব হাদীস্র ও আস্রারের তাহ্কীক দেয়ার পাশাপাশি হাদীসটি কোন্ কারণে হাসান, দঈফ ও মাওদূ' হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।
১০. তাফসীরকারক তাঁর তাফসীরে যে সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়াত এনেছেন সেগুলো সনাক্ত করার পাশাপাশি সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।
১১. তাফসীরে বর্ণিত গরীব (দুর্বোধ্য) শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
১২. তাফসীরসমূহের আলোচনার বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে শিরোনাম দিয়ে শুরু করা হয়েছে।
১৩. হাদীস্রের তাহ্কীকের ক্ষেত্রে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস্র আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত, হাকিম, আবদুর রায্যাক আল-মাহদীসহ (রাহেমাহুমুল্লাহ) আরও অন্য মুহাক্কিকবৃন্দ কর্তৃক তাহ্কীককৃত।
১৪. প্রতিটি হাদীস্রের সানাদ বাংলায় দেয়ার পাশাপাশি সানাদের রাবীর মাঝে কোন সমস্যা থাকলে সেটিও উল্লেখ করা হয়েছে।
১৫. হাদীস্রের সানাদ ও মাতানকে পাঠকবৃন্দের পড়ার সুবিধার্থে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়েছে।
১৬. গবেষকবৃন্দের গবেষণার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীস্রের আরবী ইবারাত হারাকাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে।
১৭. আরবী শব্দগুলোর সঠিক বাংলা উচ্চারণের জন্য বিশেষ উচ্চারণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে।
১৮. এই তাফসীরটি দীর্ঘ কয়েক বৎসরের গবেষণার ফসল।

তাহক্বীক তাফসীর ইবনু কাসীর এর মুহাক্বিকবৃন্দ

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী।)	আবূ বাকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার (২১৫-২৯২ হিজরী)
মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী (মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী)	আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী (মৃত্যু: ৩৬৫ হিজরী)
আলী বিন আমর বিন আহমাদ, আবুল হাসান আদ দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী)	আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আসবাহানী (মৃত্যু: ৪৩০)
আহমাদ বিন আলী বিন সাবিত, প্রসিদ্ধ নাম, খাতীব আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩)	আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী, আবূ বাকর বায়হাকী (মৃত্যু: ৪৫৮)
মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরী)	আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুআয বিন মা'বাদ আত তামীমী (মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরী)
আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী)	আল মুবারাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হিজরী)
আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (মৃত্যু: ৬২৮ হিজরী)	আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বিন সালিম আল-আসদী আল-কূফী (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)
আবূ হাফস্ উমার বিন শাহীন	আবূ জা'ফার আল-উকায়লী
আবূ বিশর আদ দাওলাবী	আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী
আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী	আবূ যুরআহ আর রাযী
আবূ হাতিম আর রাযী	আবূ দাউদ আস সাজিসতানী
আবূ ঈসা আত তিরমিযী	আহমাদ বিন হাম্বাল
আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী	আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী
আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী	আলী ইবনুল মাদীনী
আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস	আয়্যুব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী
আবদুর রহমান বিন মাহদী	আল-আজালী
আল-মিযযী	ইমাম দারাকুতনী
ইমাম যাহাবী	ইয়াহইয়া বিন মাঈন
ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী	ইসহাক বিন রহওয়ায়
ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান	ইবনু হাজার আল-আসকালানী
ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান	ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ
নূরুদ্দীন আল-হায়সামী	মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ
মাকহুল আশ শামী	মুহাম্মাদ বিন সা'দ
মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী	মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম
মাসলামাহ বিন কাসিম	সুফইয়ান আস সাওরী
সুলায়মান বিন দাউদ আত তায়ালাসী	সুলায়মান বিন মূসা
যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস সাজী	আবদুর রায্যাক আল-মাহদী

হাদীস্থ ও ইলমে হাদীস্থ সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীস্থের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস্থ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস্থ' বলেছেন।[২] রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস্থ।[৩]

মুহাদ্দিস্থগণের পরিভাষায় 'হাদীস্থ' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্থমানী বলেনঃ 'যা কিছু রাসূল (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস্থ বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস্থ বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকা'লানী, নবাব স্রিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীস্থের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস্থ বলা হয়, তেমনি স্রাহাবী, তাবেঈ ও তবে তাবে' তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস্থ বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম (ﷺ), স্রাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটিভাবে হাদীস্থ নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস্থ শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস্থ'। স্রাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আস্থার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'।

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীস্থের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ''। স্রাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু''।[৭]

হাদীস্থের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম (ﷺ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিস্থগণ 'হাদীস্থ' ও 'সুন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস্থ দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

(১) হাদীস্থ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

---

১. আল্মুনজিদ আরোস
২. সূরাহ যুমার ৩৯:২৩, সূরাহ তুর ৫২:৩৫, আন নাজম ৫৩:৫৯
৩. স্রহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদব
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্থমানী কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীস্থঃ পৃঃ ১৯
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ
৬. তাওজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুল মুগীস্থঃ পৃঃ ১২
৭. ইবনু হাজার আসকা'লানী, হাদয়ুস সারী, লেখক- হাদীস্থের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাওজীহুন্নজর, পৃঃ ৩

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরদ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিস্রগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আস্রার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস্র' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস্র আল্লামা আবুল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম (ﷺ) এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরদ। অনুসরণ জায়িয নয়- এমন কাজ হর, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার স্রিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এ উভয় প্রকারের কর্মকাণ্ডের উপর হাদীস্র শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকাণ্ডকে। এ কারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস্র, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস্র সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীস্রের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস্র প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাওলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা জাতিয় হাদীস্রগুলিকে কাওলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীস্রগুলোকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস্র বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীস্রকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ স্রহীহ, হাসান, স্রহীহ লিযাতিহী, স্রহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, দঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস্র বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীস্রের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীস্রের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস্র কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস্রের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীস্রে কুদসী। ইমাম শাফিয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'উলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সুন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সুন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সুন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন নি'।[১২]

হাদীস্রের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফূ'ঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস্রে 'মারফূ'' বলে।

মাওকূফঃ স্রাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীস্রে 'মাওকূফ' বলে।

মাকতূ'ঃ তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস্রে 'মাকতূ'' বলে।

আহাদঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীস্রের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্‌সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস্রঃ ১/৩৭, ৪০

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্‌তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীস্রের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬

মাশহুরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী স্নাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

আযীযঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস্র রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীস্রকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীস্রের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবূল' বলে। হাদীস্রে মাকবূল দুই প্রকার। যথা– স্নহীহ, হাসান।

মাতরূকুল হাদীস্রঃ যে হাদীস্রের রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে তার হাদীস্রকে মাতরূকুল হাদীস্র বলে।

মাজহুলুল হাল/মাসতূর : যে রাবী থেকে দুই বা ততোধিব রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন মুহাদ্দিস্র (স্নিকাহ) শক্তিশালী বলেননি। কারণ তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত।

স্নহীহঃ যে হাদীস্রের সনদ (বর্ণনা সূত্র) মুত্তাস্নিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং দাবৃত[১৫] গুণসম্পন্ন আর যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'স্নহীহ' বলা হয়।

হাসানঃ হাদীস্রে স্নহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীস্রকে 'হাসান' বলে।

স্নহীহ হাদীস্রের স্তরসমূহঃ

স্নহীহ হাদীস্রের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস্রকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস্রকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস্রকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস্র বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীস্রকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস্র স্নহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা দঈফঃ যে হাদীস্রে স্নহীহ ও হাসান হাদীস্রের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীস্রে 'দঈফ' বলে।

সনদঃ হাদীস্রের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীস্রের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তা'দীলঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তা'দীল বলে।

জারহঃ হাদীস্র বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে জারহ বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকাতি'ঃ যে হাদীস্রের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি'' বলে।

---

১৩. মুত্তাস্নিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত

১৬. শুযূয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীস্রটি স্নহীহ বলে গণ্য হয়না

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেঈর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওদূঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওদূ' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসিক, বেদআতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইদতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইদতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন। অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবেঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুআল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্রটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ক্রটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম (ﷺ) আল্লাহর উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী (ﷺ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। [১৮]

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

---

১৮. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩
১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪

বিভিন্ন রাবীদের স্তর পরিচিতি

১ম স্তর: الصحابة (সাহাবী)

২য় স্তর: ثقة ثقة أو ثقة حافظ (স্বিকাহ স্বিকাহ অথবা স্বিকাহ হাফিয)

৩য় স্তর: ثقة أو متقن أو عدل (স্বিকাহ অথবা নির্ভরযোগ্য অথবা ন্যায়পরায়ণ)

৪র্থ স্তর: صدوق أو لَا بأس به (সত্যবাদী অথবা তার মাঝে কোন সমস্যা নেই)

৫ম স্তর: صدوق سيئ الحفظ او يهم (সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল অথবা হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)

৬ষ্ঠ স্তর: مقبول (মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য)

৭ম স্তর: مجهول الحال أو مستور (অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত)

৮ম স্তর: ضعيف (দুর্বল)

৯ম স্তর: لم يوثق أو مجهول (অপরিচিত অথবা তাকে কেউ স্বিকাহ বলেননি)

১০ম স্তর: متروك أو واهي أو ساقط (প্রত্যাখ্যানযোগ্য অথবা দুর্বল অথবা পরিত্যাজ্য)

একাদশ স্তর: إتهم بالكذب (মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত)

দ্বাদশ স্তর: كذاب (মিথ্যুক)

সূচিপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইবনু কাসীরের ভূমিকা

(অগাধ জ্ঞানদীপ্ত অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রাজ্ঞ ইমাম আল্লাহভীরু ও আল্লাহ-প্রেমিক মনীষী) শায়খুল ইমাম আল-আওহাদ, আল-বারিউল হাফিয আল-মুতকিন, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা' ইসমাঈল ইবনুল খাতীব আবূ হাফস্ উমার বিন কাসীর আশ শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি তাঁর কিতাব প্রশংসা (হামদ) দ্বারা শুরু করেছেন: তিনি বলেন:

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝﴾

"যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।"

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝﴾

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, আর তাতে কোন বক্রতার অবকাশ রাখেননি। ২. (তিনি সেটাকে করেছেন) সত্য, স্পষ্ট ও অকাট্য, তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। আর যারা সৎ কাজ করে সেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম প্রতিফল। ৩. তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ৪. আর তাদেরকে সতর্ক করার জন্য যারা বলে, 'আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন।' ৫. এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, আর তাদের পিতৃ-পুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হয় বড়ই সাংঘাতিক কথা। তারা যা বলে তা মিথ্যে ছাড়া কিছুই নয়।[২০]

যিনি হাম্‌দ (তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করেছেন এ কথা বলে যে,

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো, এতদসত্ত্বেও যারা কুফরী করেছে তারা (অন্যকে) তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে।"[২১]

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের গন্তব্য স্থানের উল্লেখ করার পর তিনি তা হামদ দিয়ে এভাবে শেষ করেছেন

﴿وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝﴾

"তুমি ফেরেশতাদেরকে 'আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও প্রশংসা করতে দেখতে পাবে। মানুষের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার-ফয়সালা করা হবে। আর ঘোষণা দেয়া হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।"[২২]

---

২০. সূরাহ কাহফ, ১৮:১-৫

২১. সূরাহ আনআম, ৬:১

তেমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾

"আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ্ নেই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই– প্রথমেও আর শেষেও, বিধান তাঁরই, আর তোমাদেরকে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে।"[২৩]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ﴾

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সব কিছুর মালিক। আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই; তিনি মহা প্রজ্ঞাশীল, সকল বিষয়ে অবহিত।"[২৪]

বস্তুতঃ শুরুতে আর শেষে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন আর যা সৃষ্টি করবেন তার কারণে সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্যই। আল্লাহ তো সেই একক সত্তা যিনি প্রশংসিত সব কিছুর জন্য।

১. (স্বহীহ): যেমন স্বলাতরত একজন মানুষ বলে–

"اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"

"হে আল্লাহ! প্রশংসা তোমারই আকাশ ও পৃথিবীভরা প্রশংসা আর তারপর তুমি যা ইচ্ছা করবে।[২৫] আর এ কারণেই জান্নাতবাসীগণ তাদের জন্য আল্লাহ পাকের প্রদত্ত স্থায়ী নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি দর্শন করে এবং তাঁর বিশাল পরাক্রম ও কুদরত উপলব্ধি করে নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জনের সমসংখ্যক বার আল্লাহর গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"যারা ঈমান আনে আর সৎ আমাল করে, তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের বদৌলতে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। নি'য়ামাতরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ জান্নাতে, তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। তার ভিতরে তাদের দুআ' হবে, "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ"। আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে "শান্তি", আর তাদের দুআ'র সর্বশেষ কথা হবে "সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"।[২৬]

যাবতীয় কৃতজ্ঞতা তাঁরই প্রাপ্য যিনি তাঁর রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন- যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

﴿مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

"সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী যাতে রসূলদের আগমনের পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অজুহাতের সুযোগ না থাকে।"[২৭] এবং তাদের ধারা শেষ করেছেন উম্মী আরবী মাক্কী নাবী পাঠিয়ে যিনি

---

২২. সূরাহ যুমার, ৩৯:৭৫

২৩. সূরাহ কাসাস, ২৮:৭০

২৪. সূরাহ সাবা, ৩৪:১

২৫. মুসলিম ৪৭৬, আবূ দাউদ ৮৪৬, ইবনু মাজাহ ৮৭৮, নাসাঈ ১০৬৬, আহমাদ ২৪৯৪, ১৮৬২৫, ১৮৬৩৯, ১৮৬৫৭, ১৮৬৫৮, ১৮৯১১, মু'জামুল আওসাত ৩২০৮, মু'জামুল কাবীর ১০৩৪৮, ১১৩৪৭, দারাকুতনী ১/৩৪২, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ১৯০৪, ১৯০৬, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২৫৩৮, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৫৪৬, ২৫৪৭, জামিউল আহাদীস্ব ৩৪২৯৯, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ২৮০১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ

২৬. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৯-১০

২৭. সূরাহ নিসা, ৪:১৬৫

স্পষ্ট সরল-সোজা পথ দেখান। আল্লাহ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠিয়েছিলেন- জ্বিন আর মানুষ- তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি তাঁর নাবী জীবনের শুরু থেকে প্রলয় দিবসের প্রারম্ভ ক্ষণ পর্যন্ত।

আল্লাহ বলেছেন–

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল, (সেই আল্লাহ্‌র) যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সেই উম্মী বার্তাবাহকের প্রতি যে নিজে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।"[২৮]

অনুরূপ তিনি আরো বলেন, ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ﴾ "যাতে আমি তার সাহায্যে তোমাদেরকে আর যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি।"[২৯] কাজেই, আরব বা অনারব, কালো, লাল, মানুষ বা **জ্বিন, কুরআনে যার কাছেই পাঠানো হয়েছে,** সবার জন্যই তা সতর্কবাণী। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন– **﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ﴾ "যারাই এটাকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই হল তাদের প্রতিশ্রুত স্থান।"**[৩০] কাজেই যাদের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তাদের যে কেউই কুরআনকে অবিশ্বাস করবে, আল্লাহর কথামত জাহান্নামই হবে তার গন্তব্যস্থল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأُمْلِى لَهُمْ﴾

"কাজেই ছেড়ে দাও আমাকে আর তাদেরকে যারা এ বাণীকে অস্বীকার করেছে। আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে এমনভাবে ধরে টান দিব যে, তারা একটু টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে (লম্বা) সময় দেই।"[৩১]

২. (স্বহীহ): আল্লাহর নাবী (ﷺ) বলেছেন– "بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ" আমি লাল ও কালো (মানুষের) জন্য প্রেরিত হয়েছি।[৩২] মুজাহিদ বলেছেন– "অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিন। এ জন্য মানুষ আর জ্বিন সকল সৃষ্টির জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ) নাবী হিসেবে প্রেরিত, মহান কুরআনে তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে যে, **﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ "মিথ্যা এর কাছে না এর সামনে দিয়ে আসতে পারে, না এর পিছন দিয়ে। এটা অবতীর্ণ হয়েছে মহাজ্ঞানী, সকল প্রশংসার যোগ্য (আল্লাহ)'র পক্ষ হতে।"**[৩৩]

---

২৮. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৮
২৯. সূরাহ আনআম, ৬:১৯
৩০. সূরাহ হূদ, ১১:১৭
৩১. সূরাহ কলাম, ৬৮:৪৪-৪৫
৩২. মুসলিম ৫২১, মু'জামুল আওসাত ৭৪৩৯, দারিমী ২৪৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪৬২, মুস্নান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩১৬৪৩, ৩১৬৪৫, জামিউল আহাদীস ৩৭৫৯, কানযুল উম্মাল ৩২০৬১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৯৯৩৪, ১৩৯৪৪। সানাদের সকল রাবী সিকাহ। **তাহকীক আলবানী: স্বহীহ**
৩৩.সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৪২

কুরআন জানা ও বুঝা জরুরী

বিদ্বানগণের জন্য জরুরী যে, তাঁরা আল্লাহর কথার অর্থগুলোকে ব্যাখ্যা করবেন এবং অর্থগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। তবে শর্ত এই যে, যথাযথ উৎস থেকে অর্থগুলো সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্বানগণের জন্য অর্থগুলো শিক্ষা করা ও পৌঁছে দেয়া জরুরী যেমন আল্লাহ বলেছেন– ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ **"তারা কি কুরআনের মর্ম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত।"**[৩৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ **"এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।"**[৩৫] আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ **"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরে তালা দেয়া আছে"?**[৩৬]

অতএব আল্লাহ তাআলার কালামের অর্থ সঠিকভাবে জানা ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়া এবং তার তাৎপর্য ও রহস্যাবলী মানুষের নিকট তুলে ধরা আলেমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾

"(স্মরণ কর) আল্লাহ আহলে কিতাবদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন– তোমরা অবশ্যই তা (অর্থাৎ কিতাব) মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে আর তা গোপন করবে না, কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করল এবং সামান্য মূল্যে বিক্রি করল, তারা যা ক্রয় করল সে বস্তু কতই না মন্দ"![৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এরা আখেরাতের কোন অংশই পাবে না এবং আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বস্তুতঃ তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও নাসারাদের সমালোচনা করেছেন যারা আমাদের পূর্বে এসেছিল। কারণ তারা তাদের নিকট প্রেরিত কিতাবকে উপেক্ষা করেছিল আর এ দুনিয়ার কাজ কারবারে ডুবে গিয়েছিল। আল্লাহর কিতাবে তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাথেকে তারা বিচ্যুত হয়েছিল।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ যে জন্য আহলে কিতাবদের সমালোচনা করেছেন সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য এবং তাঁর নির্দেশ পালনে দায়িত্ববান হতে হবে। আল্লাহর

---

৩৪. সূরাহ নিসা, ৪:৮২
৩৫. সূরাহ স্বাদ, ৩৮:২৯
৩৬. সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭:২৪
৩৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৮৭
৩৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭৭

নাযিলকৃত কিতাবকে শিখতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন–

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে সময় কি এখনও আসেনি যে আল্লাহ্‌র স্মরণে আর যে প্রকৃত সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে? আর তারা যেন সেই লোকদের মত না হয়ে যায় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের উপর অতিবাহিত হয়ে গেল বহু বহু যুগ আর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ল। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। জেনে রেখ, আল্লাহই জমিনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে নিদর্শন বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৩৯] কাজেই, আগের আয়াতের পর আল্লাহ যে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন তাতে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, মৃত্তিকার মরে যাওয়ার পর তিনি যেমন তাতে জীবন দান করেন, তেমনি পাপ ও ত্রুটি করতে করতে অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি ঈমান ও হেদায়াত দিয়ে তা নরম করে দেন। এই শুভ পরিণতি লাভের জন্য আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি বড়ই দয়ালু, বড়ই মহান।

তাফসীরের উৎস

কেউ যদি তাফসীরের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তাহলে আমরা বলব যে, সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হল কুরআনকে কুরআন দিয়ে ব্যাখ্যা করা। কুরআনে এক জায়গায় সাধারণভাবে যা বলা আছে, দেখা যায় অন্য আয়াতে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারো পক্ষে এটা যদি বের করা সহজ না হয়, তাহলে সুন্নাহর প্রতি তার নজর দেয়া দরকার কারণ সুন্নাতের উদ্দেশ্যই হল কুরআনকে ব্যাখ্যা করা এবং তার অর্থকে বিস্তৃত করা।

আল্লাহ বলেন ঃ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝﴾ **"অবশ্যই আমি সত্য সহকারে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যেন তুমি যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন, সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর এবং খিয়ানতকারীদের পক্ষে তর্ক করো না।"**[৪০] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾ **"আর এখন তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"**[৪১] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾ **"আমি তোমার প্রতি কিতাব এজন্য নাযিল করেছি যাতে তুমি সে সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিতে পার যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, আর (এ কিতাব) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমাতস্বরূপ।"**[৪২]

৩. (সহীহ): এজন্যই রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন "أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ" জেনে রেখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার মতই আরেকটি বিষয় দেয়া হয়েছে।[৪৩] সুন্নাহর ব্যাপারে এ

---

৩৯. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১৬-১৭
৪০. সূরাহ নিসা, ৪:১০৫
৪১. সূরাহ নাহল, ১৬:৬৪
৪২. সূরাহ নাহল, ১৬:৪৪
৪৩. আহমাদ ১৬৭২২, আবূ দাউদ ৪৬০৪, সহীহ আল-জামি' ২৬৪৩, কানযুল উম্মাল ৮৮০। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ

কথা বলা হয়েছে। কুরআনের মত সুন্নাহও ওহী, যদিও তা তিলাওয়াত করা হয় না আর কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বহু সংখ্যক দলীল দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। এ স্থান তা আলোচনার উপযোগী ক্ষেত্র নয়।

উপরের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা আমাদেরকে সর্বপ্রথম কুরআনেই খুঁজতে হবে। সেখানে না পেলে সুন্নাহয় খুঁজতে হবে।

৪. (দঈফ): যেমন:

كَمَا قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: "بِمَ تَحْكُمُ؟". قَالَ: بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟". قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟". قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي. قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رَسُولَ رسولِ اللهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللهِ

সাহাবী মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসক করে পাঠানোর সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের সাহায্যে শাসনকার্য চালাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ কিতাবের সাহায্যে। নাবী (ﷺ) বললেন, সেখানে যদি না পাও? তিনি জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর সাহায্যে। নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, সেখানেও যদি না পাও? তিনি জবাব দিলেন, (কুরআন-সুন্নাহর আলোকে) নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সমাধান বের করতে চেষ্টা করব। নাবী (ﷺ) হৃষ্টচিত্তে তার বক্ষে করাঘাত করে বললেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি স্বীয় রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁর মনোপূত পথ প্রদর্শন করেছেন।[৪৪] হাদীসটি মুসনাদ এবং সুনান সঙ্কলনে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। (এই গ্রন্থে) যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেউ কেউ কুরআনের তাফসীর খুঁজেন কুরআন এবং সুন্নাহ। কেউ যদি কুরআন অথবা সুন্নাহয় তাফসীর বের করতে না পারেন, তার উচিত সাহাবীগণের উক্তির প্রতি নজর দেয়া, যাঁরা ছিলেন তাফসীরের জ্ঞানে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। কেননা পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী তাঁরাই স্বচক্ষে দেখেছেন, আমরা দেখিনি। তাঁদের ছিল গভীরতম বোধশক্তি, নির্ভুল জ্ঞান এবং সর্বাধিক নেক আমল। বিশেষভাবে তাঁদের বিদ্বানগণ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন সত্যপথের অনুসারী চার খলীফা, সত্যপন্থী ইমামগণ এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর আত তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, ❮আবূ কুরায়ব❯❮জাবির বিন নূহ (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আল-আ'মাশ❯❮আবূদ দুহা❯❮মাসরূক❯❮আবদুল্লাহ বিন মাসউদ(রাঃ)❯ বলেছেন -যিনি ছাড়া কোন ইলাহ

৪৪. আবূ দাঊদ ৩৫৯২, তিরমিযী ১৩২৮, আহমাদ ২১৫০২। উক্ত হাদীসের সানাদের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সানাদটি মুত্তাসিল নয়। বুখারী তার 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, হারিস বিন আমর তিনি মুগীরাহ বিন শু'বাহ-এর ভাই। তিনি মুআয বিন জাবাল (রাঃ)-এর কোন এক সঙ্গী-সাথী (নামের বিষয়ে সন্দিহান) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে ইবনু আওন বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনিও বিশুদ্ধ রাবী নন। আর এই মুরসাল সানাদ ছাড়া তার সম্পর্কে জানা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তালখীস' ৪/২০১ গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ উলামা তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ্য করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী তার 'আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ' গ্রন্থে বলেন, উক্ত রাবী বিশুদ্ধ নয় যদিও সকল ফুকাহা হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং তারা সকলে উক্ত হাদীসের উপর নির্ভরশীল। তবে উক্ত হাদীসটি অর্থগতভাবে সহীহ। ইবনু তাহির তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমি উক্ত হাদীসের ব্যাপারে 'আল-মাসানীদুল কিবার ওয়াস সিগার'-এর মাঝে খোঁজ করে দেখেছি এবং আহলে ইলমদের মধ্যে যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু হাদিসটির দু'টি সানাদ ছাড়া ভিন্ন কোন সানাদ পায়নি। প্রথমটি শু'বাহ কর্তৃক ও অপরটি ❮মুহাম্মাদ বিন জাবির❯❮আশআস বিন আবুশ শা'সা'❯❮সাকীফ গত্রের কোন এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)❯❮মুআয (রাঃ)❯ আর তাদের উভয়ের কথা সঠিক নয়। (সংক্ষিপ্ত) বিস্তারিত জানতে দেখুন 'সিলসিলাহ দঈফাহ' (৮৮১)। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

নেই সেই আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই যে তা কার সম্পর্কে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি এমন কোন লোকের কথা জানতাম আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যাঁর আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান আছে আর তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌছানো যায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করতাম।[৪৫] আ'মাশ (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ ওয়াইল এর সূত্রে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে কেউ যদি দশটি আয়াত শিখত তবে সে সেগুলোর অর্থ না বুঝে এবং সেগুলোর উপর আমল না করে পরবর্তী কোন আয়াত শিখত না।[৪৬]

আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী তার কুরআন শিক্ষক সাহাবাবৃন্দ হতে বর্ণনা করেন যে, তার শিক্ষক সাহাবীরা বলেছেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে এই নিয়মে আল-কুরআন শিখতাম যে, দশটি আয়াত শিখার পর আমরা তা পুরোপুরি আমল করতাম এবং তারপর পরবর্তী আয়াত শিখতাম। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশটি আয়াত কার্যকরী না করে পরবর্তী কোন আয়াত শিখতাম না। এভাবে আমরা কুরআনের ইলম ও আমল একই সঙ্গে আয়ত্ত করেছি।[৪৭]

সাহাবা বিদ্বানগণের মধ্যে আরো হলেন, মহাবিদ্বান, জ্ঞানের সমুদ্র, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই, কুরআনের ব্যাখ্যাকার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি হলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আল্লাহর নিকট তাকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহকে) আশীর্বাদধন্য করার জন্য দুআ'র ফলস্বরূপ।

৫. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনু আব্বাসের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন: " اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ" হে আল্লাহ তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর এবং তাকে এর ব্যাখ্যা শিক্ষা দাও।[৪৮]

উপরন্তু, ইবনু জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, «মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩ওয়াকী'⟩সুফইয়ান⟩আ'মাশ⟩মুসলিম⟩আবদুল্লাহ বিন মাসউদ(রাদিয়াল্লাহু আনহু)» বলেছেন– "হ্যাঁ, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুরআনের ব্যাখ্যাকার"।[৪৯] অতঃপর «ইয়াহইয়া বিন দাউদ⟩ইসহাক আল-আম্বরাক⟩সুফইয়ান⟩আল-আ'মাশ⟩মুসলিম বিন সুবায়হ আবুদ দুহা⟩ মাসরূক⟩ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» তিনি বলেন, হ্যাঁ, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুরআনের **ব্যাখ্যাকার। অতঃপর «বুন্দার⟩জা'ফার বিন আওন⟩আ'মাশ⟩মুসলিম⟩আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» সূত্রেও হাদীস্বটি অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সানাদটি ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত স্বহীহ। তিনি ইবনু**

---

৪৫. তাবারী ১/৮০। স্বহীহ কিন্তু লেখকের সানাদটি দুর্বল, সানাদে জাবির বিন নূহ দুর্বল রয়েছে। ইবনু আদী, তাবারানী, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও শায়খ আলবানী (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ সকলে তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। কিন্তু স্বহীহ বুখারীতে (৫০০২) তার তাওয়াবি' হিসেবে উমার বিন হাফস্ব-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৪৬. তাবারী ১/৮০, আহমাদ ২২৯৭১, তাখরীজু আহাদীস্ব ওয়া আস্বার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৫৯০। এটি ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আস্বার, উক্ত আস্বারটি ইবনু জারীর দু'টি সানাদে বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি আ'মাশ থেকে ও অপরটি আতা' ইবনুস সাইব থেকে, সানাদটি নিম্নরূপ: «মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল বিন গাযওয়ান ইবনু জারীর⟩আতা' ইবনুস সাইব (তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)⟩আবূ আবদুর রহমান (স্বায়দ বিন খালিদ)⟩তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক সাহাবী (ইসমু মুবহাম)» থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪৭. তাবারী ১/৮০, কানযুল উম্মাল ৪২১৫

৪৮. স্বহীহ বুখারীর ৭৫ নং হাদীস্বে اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ, শব্দে ও ১৪৩ নং হাদীস্বে اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ, শব্দে এবং মুসলিমে ২৪৭৭ নং হাদীস্বে اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ২৩৯৩, তাবারানী ১/১৯৭, কানযুল উম্মাল ৩৭১৯৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৯/২৭৬, তিনি বলেন, وعلمه التأويل কথাটি ব্যতীত স্বহীহ। তবে আহমাদ, তাবারানী ও বায্যার একাধিক সানাদে ও আহমাদ দুটি সানাদে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন তার সকল রাবী স্বিকাহ। **তাহকীক:** স্বহীহ

৪৯. মুসতাদরাক ৬২৯১, তিনি বলেন, হাদীস্বটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তারা উভয়ে হাদীস্বটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার 'আত তালখীস' গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর শর্তে বর্ণনা করেছেন। তাবারী ১/৯০, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩২২২০, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্বীন ১২৯২

আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ইবারাতটি উল্লেখ্য করেছেন। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে ইবনু মাসউদ (রাঃ) ৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস আরো ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন। অতএব ইবনু মাসউদের পর ইবনু আব্বাস (রাঃ) যে জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন সে সম্পর্কে তুমি কী মনে কর?

আ'মাশ বলেন যে, আবূ ওয়াইল বলেছেন- "একবার 'আলী (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে হজ্জ কাফেলার নেতৃত্বভার অর্পণ করেন। ইবনু আব্বাস মানুষদের জন্য একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি সূরা বাকারাহ (অন্য বর্ণনামতে সূরা নূর) পাঠ করেন ও এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তা যদি রোমক, তুর্কী ও দাইলামিরা শুনত, তাহলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিত।[৫০]

এজন্য ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান আস-সুদ্দী আল-কাবীর তাঁর তাফসীরে অধিকাংশই এ দু'ব্যক্তি ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস হতে সংগ্রহ করেছেন। তবুও তাঁরা ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হতে যা বলেছেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন যে,

৬. (সহীহ): রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দিয়েছেন যে,

بلّغوا عنّي وَلَو آيَةً، وحدّثوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فليتبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়। আর বানী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর, এতে কোন ক্ষতি নেই, আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামে তার বাসস্থান তৈরী করে নিল।[৫১] আবদুল্লাহ বিন আমর বর্ণিত এ হাদীস্র ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন (ফাতহুল বারী ৬ঃ ৫৭২)। এ কারণে ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিনে আবদুল্লাহ বিন আমরের নিকট যখন আহলে কিতাবগণের দু'টো গ্রন্থ ছিল, এ হাদীস্র থেকে যা বুঝেছিলেন সে অনুযায়ী তিনি বর্ণনা করে শোনাতেন যা ঐ গ্রন্থদ্বয়ে ছিল।

ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ও গল্প

তবুও ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ও কিস্সা শুধু প্রকৃত দলীলের সমর্থক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে- সেগুলোকেই দলীল হিসেবে নয়। এসব রিওয়ায়াত ও কাহিনী তিন প্রকারের। **এক প্রকার**: যে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, সেগুলো সঠিক, কেননা আমাদের দ্বীনে এমন কিছু আছে যা সেগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে। **দ্বিতীয় প্রকার** -যেগুলোর মিথ্যে হওয়া সম্পর্কে আমাদের দ্বীনে প্রমাণ আছে। **তৃতীয় প্রকার**:এদু'টির একটিও নয়। কাজেই এ প্রকারটিকে আমরা বিশ্বাসও করব না, আর অবিশ্বাসও করব না, আর এটা বর্ণনা করার অনুমতি আছে ঐ হাদীস্রে যা আমরা উল্লেখ করেছি। এগুলোর অধিকাংশের বর্ণনায় কোন দ্বীনি ফায়দা নেই। যেমন, একটি ইসরাঈলী কাহিনীতে গুহাবাসীদের নাম, সংখ্যা ও তাদের কুকুরের রং-এর উল্লেখ আছে। তাতে আরো আছে মূসার লাঠি কোন্ গাছের তৈরী ছিল, ইবরাহীম আল্লাহর ইচ্ছায় যে পাখীগুলোকে জীবন্ত করেছিলেন সেগুলো কোন্ ধরনের পাখি ছিল, গরুর সেই অংশের কথা যা দিয়ে আঘাত করে মৃত ইসরাঈলীকে জীবন্ত করা হয়েছিল আর যে গাছের মধ্য দিয়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেটি কোন্ ধরনের গাছ ছিল। যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ কুরআন কোন ব্যাখ্যা দেননি, প্রাত্যহিক জীবনে বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন দায়িত্ববান মানুষের জন্য এসব কথা কাহিনী দ্বারা দ্বীন ইসলামের কোন উপকার সাধিত হয় না। তবে এসব মতভেদ উল্লেখ করায় কোন দোষ নেই।

---

৫০. তাবারী ১/৮১, ফাসাবী তার 'তারীখ' গ্রন্থে (১/৪৯৫) আ'মাশ থেকে উল্লেখ করেছেন।
৫১. বুখারী ৩৪৬১; তিরমিযী ২৬৬৯, আহমাদ ৬৪৫০, ৬৮৪৯, ৬৯৬৭, দারিমী ৫৪২। **তাহকীক**: সহীহ

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا﴾

"কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।' আর কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', (এ কথা তারা বলবে) অজানা বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে। আবার তাদের কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, আর তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল, 'তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রতিপালকই বেশি জানেন।' অল্প কয়জন ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কেউ জানে না। কাজেই সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া তাদের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করো না, আর তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করো না।"[৫২] এ আয়াতটি এখানে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে তিনটি কওল উল্লেখ করেছেন। যার প্রথম দুটি কওল দুর্বল ও তৃতীয় কওলটির ব্যাপারে নীরব থাকবে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন বিষয় বাতিল বলে গণ্য হয় তবে প্রথম দুটি কওলের মতই সেটিকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ সম্পর্কে গভীর আলোচনা জানার জন্য প্রবৃত্ত হয়ো না। এমনকি তাদের নিকট এ নিয়ে প্রশ্ন করো না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ **"বল, 'তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রতিপালকই বেশি জানেন।"** এ ব্যাপারে সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া কেউ জানে না, যারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে কেবল তারাই এ ব্যাপারে ধারণা রাখে। এজন্য তিনি বলেন, ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ﴾ **"অল্প কজন ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কেউ জানে না।"** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে স্বল্প সংখ্যক বান্দাকে তাদের সঠিক সংখ্যা জানিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সঠিক সংখ্যা জানে না। তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করলেন, যে কাজে কোন লাভ নেই তাতে শক্তি ব্যয় করে নিজেকে কষ্ট দিও না আর এ সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করো না। কারণ, তারা এ সম্পর্কে আনুমানিক কথা ছাড়া কিছুই জানে না। এই প্রেক্ষিতে জানা গেল, কোন ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করার সর্বোত্তম পন্থা এই যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক তাদের মধ্যকার বাতিল ও ভ্রান্ত অভিমতের পরিণতি বর্ণনা করে মতভেদ জনিত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ পূর্বক সময়ের অপচয় রোধের পন্থা অনুসরণ করতে হবে। তাই যে ব্যক্তি কোন বিরোধমূলক ব্যাপারে যাবতীয় অভিমত উল্লেখ না করে প্রতিকূল অভিমতগুলো বর্জন করে সে ব্যক্তি অপরাধী। কারণ, হয়ত তার বর্জিত অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল অভিমত ছিল। এমতাবস্থায় তার পাঠক বা শ্রোতা তারই কারণে সত্য ও সঠিক বিষয়টি জানার ও তা গ্রহণের সুযোগ হতে বঞ্চিত হল। তেমনি যে ব্যক্তি বিরোধীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক তাদের সঠিক ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করে না, সে ব্যক্তিও অপরাধী। কারণ, সে তার পাঠক বা শ্রোতাকে সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়টি জানতে সাহায্য করে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমতকে সত্য বলে থাকে সে ভ্রান্ত ধারণার পোষক ও প্রচারক। আবার যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মতভেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সে ভ্রান্ত। তেমনি যে ব্যক্তি মূলত একই বস্তুকে বাহ্যত বিভিন্ন রূপে দেখিয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করে সেও ভ্রান্ত। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোক অপ্রয়োজনীয় কার্যে মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটায়। এরা অকার্যকর ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি সমতুল্য। আল্লাহই ন্যায় পথ অনুসরণের তাওফীক দিয়ে থাকেন।

---

৫২. সূরাহ কাহাফ, ১৮:২২

Contents

তাবিঈগণের তাফসীর

কুরআনের তাফসীর কুরআনে, সুন্নাহয় এবং সাহাবাগণের নিকট যেক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে বিদ্বানগণ তাবিঈনদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, যথা মুজাহিদ বিন জাবর, যিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজেই এক বিস্ময়। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আবান বিন সালিহ থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন,

عَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهُ، وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا

"আমি ইবনু আব্বাসের সঙ্গে মুস্হাফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনবার পুনঃ পরীক্ষা করেছি আর এর প্রত্যেকটি আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি।[৫৩]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, [আবূ কুরায়ব] [তালক বিন গান্নাম] [উস্‌মান আল-মাক্কী] [ইবনু আবি মুলায়কাহ] [মুজাহিদ] [ইবনু আব্বাস (রাঃ)] (ইবনু আবী মুলায়কাহ) বলেছেন–

رَأَيْتُ مُجَاهِدًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، وَمَعَهُ أَلْوَاحُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اكْتُبْ، حَتَّى سَأَلَهُ عَنِ التَّفْسِيرِ كُلِّهِ . وَلِهَذَا كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ

"আমি মুজাহিদকে দেখেছি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করতে- যখন তিনি তাঁর লিপি ধারণ করে ছিলেন মুজাহিদ পূর্ণ তাফসীর জিজ্ঞেস করে নিলে ইবনু আব্বাস তাকে বলতেন- "লিখ"। এজন্যই সুফইয়ান সাওরী বলেছেন– "তোমার নিকট যদি মুজাহিদের তাফসীর পৌঁছে থাকে, তবে তোমার জন্য তাই যথেষ্ট।[৫৪]

তাফসীরের বিদ্বানগণের মধ্যে রয়েছেন সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাসের মুক্ত দাস ইকরিমাহ, আতা' বিন আবী রাবাহ, হাসান বাসরী, মাসরূক বিন আজদাহ, সাঈদ বিন মুসায়্যাব, আবূ আলীয়াহ, রবী' বিন আনাস, কাতাদাহ, দহহাক বিন মুজাহিম এবং তাবিঈন ও তৎপরবর্তীদের মধ্যেকার বিদ্বানগণ। তাফসীরের জন্য এ সকল ইমামগণের বক্তব্য উল্লেখ ও উদ্ধৃত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এ সকল বিদ্বান কতকগুলো শব্দের নানা রকম অর্থ করে থাকেন যা থেকে যাদের জ্ঞান স্বল্প তারা মনে করেন যে, এ সকল অর্থ বিপরীতমুখী। এটা ঠিক নয়, কারণ এঁদের কতক বিদ্বান একই কথার বিভিন্ন অর্থ করেছেন আর তাদের কতক সংক্ষিপ্ত অর্থ ব্যবহার করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অর্থ প্রায় একই, যাঁদের গভীর জ্ঞান আছে তারা এটা বুঝতে পারেন। আল্লাহই সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন।

তাবেঈদের অভিমত গ্রহণের প্রশ্নে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ বলেন, যে ক্ষেত্রে শরীআতের কম গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়েই তাবেঈদের অভিমত গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, সেক্ষেত্রে তাফসীরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে তাদের অভিমত গ্রহণ কিরূপে অপরিহার্য হতে পারে? তাই তাবেঈদের তাফসীর গ্রহণ করা অপরের জন্য অপরিহার্য নয়। বস্তুত এটাই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। তবে কোন বিষয়ে তারা যদি অভিন্ন মত পোষণ করেন, তা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তারা যদি বিভিন্ন মত পোষণ করে, তখন এক তাবেঈর মত যেরূপ অন্য তাবেঈর গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, তেমনি অন্য কারও জন্যে তা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয় না। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও আসারের কিংবা আরবী অভিধানের শরণাপন্ন হতে হবে।

---

৫৩. তাবারী ১/৯০
৫৪. তাবারী ১/৯১

নিজে রায় দিয়ে তাফসীর

শুধুমাত্র রায় দিয়ে কুরআনের তাফসীর করা হারাম (নিষিদ্ধ)। মুহাম্মাদ বিন জারীর বর্ণনা করেছেন-

৭. (দঈফ): মুহাম্মাদ বিন বাশশার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সুফইয়ান আবদুল আ'লা বিন আমির আস্র স্রা'লাবী (দুর্বল) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন– مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ যে ব্যক্তি নিজের রায় মুতাবিক অথবা না জেনে কুরআনের ব্যাখ্যা করে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিক। তিরমিযী, নাসাঈ ও আবূ দাউদও এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তিরমিযী বলেন- হাসান।[৫৫]

অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ইয়াহইয়া বিন তালহাহ আল-ইয়ারবূঈ শারীক আবদুল আ'লা থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ হোকাম বিন বাশীর আমর বিন কায়স আল-মুলাঈ আবদুল আ'লা সাঈদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ জারীর লোয়স্র বোকর সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৮. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী হোব্বান বিন হিলাল হায্‌ম-এর ভ্রাতা সুহায়ল আবূ ইমরান আল-জাওনী জুনদুব (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন," مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ" যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, সে ভ্রান্তির শিকার হয়।[৫৬] আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উক্ত হাদীস্রটি সুহায়ল বিন আবূ হায্‌মের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী সেটিকে অসমর্থিত হাদীস্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, উক্ত হাদীস্রের অন্যতম রাবী সুহায়ল সম্পর্কে আহলে ইলমগণ বিরূপভাবে সমালোচনা করেছেন।

৯. (দঈফ): অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِهِ، فَأَصَابَ، فَقَدْ أَخْطَأَ" "যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে **আল্লাহর কিতাবের তাফসীর বর্ণনা করে, সে সঠিক তাফসীর করলেও সে ভ্রান্তিতে পতিত হয়।"[৫৭] নিজ বুদ্ধিতে সঠিক তাফসীর করলেও সে এই কারণে ভ্রান্ত যে, অনুমানের ভিত্তিতে সে কোন বিষয়কে সত্য ও সঠিক বলে দাবী করে। বর্ণিত তাফসীর সঠিক হলেও তার অনুসৃত পন্থাটি ভ্রান্ত। যেহেতু কুরআনের**

---

৫৫. তাবারী ১/৭৭, আহমাদ ২০৭০, ২৪২৫, ইবনুল জাওযী তার 'তালবীসুল ইবলীস' গ্রন্থের ৪৮২ নং পৃষ্ঠায় হিবাতুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ হাসান বিন আলী আবূ বাকর বিন হামদান আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আমার পিতা (আহমাদ) ওয়াকী' স্রাওরী আবদুল আ'লা (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে তিনি أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ কথাটি উল্লেখ করেননি। ইমাম তিরমিযী তার কুরআনের তাফসীর অধ্যায়ে ২৯৫০, ২৯৫১ নং হাদীস্রে তিনি হাসান স্বহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, আবদিল আ'লা বিন আমির আস্র স্রা'লাবীর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাদীস্রটিকে শায়খ আলবানী (রহঃ) দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দঈফ আল-জামি' ৫৭৪৯। আন নাফিলাতু ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১০৯। তিনি বলেন, ইমাম তিরমিযী সানাদটিকে হাসান স্বহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি বলব, সানাদটি দুর্বল, কারণ, সানাদের মাঝে আবদুল আ'লা বিন আমির আস্র স্রা'লাবী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, আবূ যুরআহ ও ইবনু সা'দ, এরা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম, ইবনু মাঈন, নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাহযীব' গ্রন্থে বলেন, হাকিম তার দুর্বলতা সত্ত্বেও তাকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৫৬. ঐ

৫৭. তিরমিযী ২৯৫২, আবূ দাউদ ৩৬৫২,নাসাঈ ১১১, শুআবুল ঈমান ২২৭৭, আন নাফিলাতু ফিল আহাদীস্রিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১১০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫১১, দঈফ আল-জামি' ৫৭৩৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

তাফসীর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা করার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা লঙ্ঘন করে সে সঠিক তাফসীর করা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। যেমন কোন বিচারক অনুমানের ভিত্তিতে বিবদমান বিষয়ে রায় প্রদান করলে সে জাহান্নামী হবে। অবশ্য যে ব্যক্তির অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা সঠিক হবে তার অপরাধ অনুমানভিত্তিক ভুল ব্যাখ্যাদানকারীর চাইতে কম। আল্লাহই ভালো জানেন।

কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপিত করে তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করতে না পারলে আল্লাহ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সে মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ **"যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যেবাদী।"**[৫৮] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারী সত্য অভিযোগ উত্থাপন করলেও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মিথ্যাবাদী ঘোষিত হয়েছে। কারণ যেভাবে অভিযোগটি উত্থাপন তার জন্য বৈধ নয়, সে তাই করেছে। যদিও ব্যাপারটি সত্য। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

জানা থাকলে বলবে, নয়তো চুপ থাকবে

যে বিষয় জানা নেই সে বিষয় ব্যাখ্যা করা হতে সালাফগণ বিরত থাকতেন। যেমন, শু'বাহ সুলায়মান আবদুল্লাহ বিন মুররাহ আবূ মা'মার .... আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন- "আমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যদি এমন কথা বলি, যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে কোন জমিন আমাকে বহন করবে আর কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে?"[৫৯]

আবূ উবায়দ বিন সালাম বলেন, মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আওওয়াম বিন হাওশাব ইবরাহীম আত তায়মী ....আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা।"** আয়াতটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যদি এমন কথা বলি যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে কোন্ জমিন আমাকে বহন করবে আর কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে? (এটা মুনকাতি')"[৬০]

আবূ উবায়দ আরও বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ হুমায়দ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (আনাস বর্ণনা করেছেন যে,) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন মিম্বারে দাঁড়াতেন তখন তিনি ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ **"আর নানান জাতের ফল আর ঘাস-লতাপাতা"**[৬১] এ আয়াত পড়তেন এবং বলতেন- ফল আমরা চিনি, তবে "আব্বা" কী জিনিস? অতঃপর তিনি বলতেন- হে উমার! এই অতিরিক্ত কথার দরকার কী?[৬২]

আবদ বিন হুমায়দ বলেন, সুলায়মান বিন হারব হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার জামার পৃষ্ঠভাগে চারটি তালি ছিল।

---

৫৮. সূরাহ নূর, ২৪:১৩

৫৯. তাবারী ১/৬৮, হাঃ ৭৮, ৭৯, জামিউল আহাদীস ৩৩০০৭, কানযুল উম্মাল ৪১৮৭, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৩০৮১, ফাতহুল বারী ১৩/২৭১, আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সানাদে আন নাখঈ ও আবূ বাকর আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

৬০. ঐ, সানাদে ইবরাহীম আত তায়মী আবূ বাকর আস সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগ পাননি।

৬১. সূরাহ আবাসা, ৮০:৩১

৬২. ফাদাইলুল কুরআন ২২৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩০১০৫, মুসতাদরাক ২/৫১৪, তিনি ইয়াযীদ থেকে হুমায়দ-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, সানাদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু তারা উভয়ে বর্ণনা করেননি। সিলসিলাতু আসসারিস সহীহাহ ১৫৪। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পর্যন্ত সানাদ সহীহ। **তাহকীক:** সহীহ।

তিনি وَفَاكِهَةً وَأَبًّا আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, أَبًّا শব্দের তাৎপর্য কী? অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে উমার! এটা অহেতুক প্রচেষ্টা, তা না জানলে তোমার কী ক্ষতি হবে?[৬৩] এ কথাটির অর্থ হল উমার কেবল أَبّ -এর সত্যিকার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, কারণ এটুকু তাঁর জানাই ছিল যে, ওটা একটা তৃণ যা মাটিতে জন্মে। যেমন আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ "অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি-শস্য, আঙ্গুর, তাজা শাক-সব্জী।"[৬৪]

ইবনু জারীর আরো বর্ণনা করেছেন, ০[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][ইবনু উলায়্যাহ][আয়্যুব][ইবনু আবী মুলায়কাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০ (ইবনু আবী মুলায়কাহ) বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা, "তোমাদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে সে কোন ইতঃস্তত না করে তার তাফসীর করতে লেগে যাবে"। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ সম্পর্কে কিছু বলতে (অর্থাৎ নিজস্ব মতামত থেকে বলতে) অস্বীকার করলেন। এর সানাদটি সহীহ।[৬৫]

আবূ উবায়দ বলেন, ০[ইসমাঈল বিন ইবরাহীম][আয়্যুব][ইবনু আবী মুলায়কাহ বলেন, জনৈক ব্যক্তি][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল ﴿يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ "দিবস যার পরিমাপ হাজার বছর।"[৬৬] ইবনু 'আব্বাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন ﴿يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ "দিবস যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর"[৬৭] এটা কী? লোকটি বলল, "আমি তো আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে উত্তর দেয়ার জন্য।" ইবনু আব্বাস বললেন - "তা হল দু'টো দিন যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন আর ওগুলো সম্পর্কে তাঁরই ভাল জ্ঞান আছে।" তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মন্তব্য করতে অপছন্দ করলেন যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না।[৬৮]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ০[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][ইবনু উলায়্যাহ][মাহদী বিন মায়মূন][আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম][তল্‌ক বিন হাবীব][জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ (ওয়ালীদ বিন মুসলিম) বলেন, তল্‌ক বিন হাবীব জুনদুব বিন আবদুল্লাহ'র নিকট আসলেন, অতঃপর তিনি কুরআনের একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি মুসলিম হয়ে থাকলে তোমাকে কসম দিয়ে বলছি (এ ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার কারণে রাগ করে) তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যেও না।[৬৯]

মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, যখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট কোন আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত, তখন তিনি বলতেন, আমি কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। লায়স বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেছেন—সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব কুরআন সম্পর্কে যেটা জানতেন শুধু তাই ব্যক্ত করতেন অন্যথা কোন কথা বলতেন না।[৭০] শু'বাহ আমর বিন মুররাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-এর নিকট কুরআনের একটি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না।

---

৬৩. ঐ
৬৪. সূরাহ আবাসা, ৮০:২৭-২৮
৬৫. তাবারী ১/৮৬
৬৬. সূরাহ সাজদাহ, ৩২:৫
৬৭. সূরাহ মাআরিজ, ৭০:৪
৬৮. তাবারী ২৩/৬০২, কাসিম বিন সালাম-এর ফাদাইলুল কুরআন ৬৮৯। সানাদটি সহীহ।
৬৯. তাবারী ১/৭৪
৭০. তাবারী ১/৮৬

বরং তুমি প্রশ্ন করো ঐ ব্যক্তিকে যাকে সকলে মনে করে তিনি কুরআনের কোন কিছুই গোপন করেন না। অর্থাৎ ইকরিমাহ (রহিমাহুল্লাহ) কে।[৭১] ইবনু শাওযাব বলেন, ইয়াযীদ বিন আবূ ইয়াযীদ বলেছেন, আমরা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, আর তিনি ছিলেন এ বিষয়ে মানুষের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী। অতঃপর যখনই আমরা তাকে কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি তখনই তিনি চুপ থাকেন যেন তিনি শ্রবণ করেননি।

ইবনু জারীর বলেন, ﴾আহমাদ বিন আবদাহ আদ দবী﴿হাম্মাদ বিন যায়দ﴿উবায়দুল্লাহ বিন উমার﴿ তিনি বলেন, আমরা মদীনার ফুকাহা'দের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তারা নিজেদেরকে কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করার অযোগ্য মনে করে তা থেকে এড়িয়ে চলতেন। তাদের মধ্যে অন্যতম সালিম বিন আবদুল্লাহ, কাসিম বিন মুহাম্মাদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও নাফি'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবূ উবায়দ বলেন, ﴾উবায়দুল্লাহ বিন সালিহ﴿লোয়স﴿হিশাম বিন উরওয়াহ﴿ বলেন, আমি আমার পিতাকে শুধু কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করতে শুনিনি। আইউব, ইবনু আউন এবং হিশাম দাস্তুওয়াই বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন শীরীন বলেছেন - "আমি উবায়দাহ (মানে, সালমানি) কে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, 'কুরআন নাযিলের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান ছিল তারা বিদায় নিয়েছেন, কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক পথের অনুসন্ধান কর।[৭২]"আবূ উবায়দ বলেন, ﴾মুআয﴿ইবনু আওন﴿আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন ইয়াসার﴿তার পিতা (মুসলিম বিন ইয়াসার)﴿ বলেন, "আল্লাহর কালামের কোন আয়াতের আলোচনার পূর্বে তার আগে পরের আয়াত সম্বন্ধে গভিরভাবে গবেষণা করো।"

﴾হুশায়ম﴿মুগীরাহ﴿ইবরাহীম﴿ বলেন, আমাদের যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হতে বিরত থাকতেন। তারা সেটিকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখতেন। শু'বাহ আবদুল্লাহ বিন আবুস সাফার থেকে বর্ণনা করে বলেন, শা'বী বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমার কাছে কুরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু এটা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে বর্ণনা করার কাজ। (তাই তিনি তার উত্তর দানে বিরত ছিলেন।)

আবূ উবায়দ বলেন, ﴾হুশায়ম﴿আমর বিন আবূ যাইদাহ﴿শা'বী﴿মাসরূক﴿ বলেছেন– তাফসীর এড়িয়ে চল, কারণ তা এমন বর্ণনা যা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত।[৭৩]

সাহাবা এবং সত্যপন্থী পূর্বসূরিদের ইমামগণের এ সব প্রামাণ্য বর্ণনা এ কথারই সত্যতা প্রকাশ করে যে, যে বিষয়ের জ্ঞান তাদের ছিল না সে বিষয়ের তাফসীরে প্রবৃত্ত হতে তারা ইতঃস্তত করতেন। যাদের ভাষাগত ও ধর্মীয় জ্ঞান আছে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বললে কোন পাপ হবে না। কাজেই যাঁদের কথা উল্লেখ করলাম তাঁরাসহ বিদ্বান ও ইমামগণ তাফসীর সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন ও কথা বলেছেন যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল। আর যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না তারা তা এড়িয়ে চলেছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান নেই তাতে মত্ত হওয়া থেকে প্রত্যেককেই বিরত থাকতে হবে। আর যে সম্পর্কে কারো জানা আছে, জিজ্ঞেসিত হলে তা জানিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন– ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ **"তোমরা অবশ্যই তা (অর্থাৎ কিতাব) মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে, আর তা গোপন করবে না।"**[৭৪]

---

৭১. তাবারী ১/৭৪ হাঃ ১০১
৭২. তাবারী ১/৮৬
৭৩. তাবারী ১/৮৬
৭৪. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৮৭

১০. (সহীহ): বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে: " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ" **নাবী (ﷺ) বলেছেন,** "যে ব্যক্তি কোন ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর তা গোপন **রাখে কিয়ামতের দিন** তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[৭৫] উক্ত হাদীসটি একাধিক সানাদে বর্ণিত **হয়েছে। প্রসঙ্গত** নিম্নোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করা সমীচীন হবে।

১১. (যঈফ): উক্ত হাদীসটি আবূ জা'ফার বিন জারীর বর্ণনা করেছেন, ⟨আব্বাস বিন আবদুল আযীম⟩ **মুহাম্মাদ বিন খালিদ** বিন আসমাহ⟩জা'ফার বিন মুহাম্মাদ ইবনুয যুবায়র⟩হিশাম বিন উরওয়াহ⟩উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ⟩**আয়িশাহ** (রাঃ)⟩ তিনি বলেন,

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيًا تُعد، عَلَّمَهُنَّ إِيَّاه جِبْرِيْل، عَلَيْهِ السَّلَامُ

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা শিখাতেন তা ব্যতীত অন্য কোন **আয়াতের** ব্যাখ্যা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করতেন না।[৭৬] অতঃপর ⟨আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আত **তারসূসী**⟩মা'ন বিন ঈসা⟩জা'ফার বিন খালিদ⟩হিশাম⟩তার পিতা (উরওয়াহ)⟩আয়িশাহ (রাঃ)⟩ সূত্রেও হাদীসটি **বর্ণনা** করেছেন কিন্তু হাদীসটি মুনকার ও অবান্তর।[৭৭] সানাদের মাঝে জা'ফার হলেন ইবনু মুহাম্মাদ বিন **খালিদ** ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওয়াম আল-কারশী আয যুবায়রী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার **হাদীসের** সমর্থনে অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না। হাফিয আবুল ফাতহ আল আযদী বলেন, তার **বর্ণিত** হাদীস দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিরোধী।

ইমাম আবূ জা'ফার নিম্ন মর্মে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেনঃ যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহর নিকট থেকে না আসা পর্যন্ত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল না, উল্লেখিত হাদীসটি কেবল সেই সকল আয়াতের সময় প্রযোজ্য। তিনি শুধু সেই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর উপর নির্ভর করতেন। আলোচ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ হলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক। কারণ, কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তেমনি কতকগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই জানতে পারেন। কতগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষাভাষী আরবগণ জানতে পারেন এবং কতিপয় আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষার সাহায্যে সকলেই জানতে পারেন। যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩মুআম্মাল⟩সুফইয়ান⟩আবুয যিনাদ⟩আ'রাজ⟩ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ বলেন, তাফসীর চার

---

৭৫. আহমাদ ৭৯৮৮, আবূ দাউদ ৩৬৫৮, তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬৪, মু'জামুল কাবীর ১০০৮৯, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৭৪৪, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১২০, রাওদুন নাদীর ১১৫০-১১৫২, আত-তা'লীকুর রাগীব ১/৭৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৩৪৪২। উক্ত হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। **আহমাদ** ও আবূ দাউদের সানাদটি সহীহ। **কিন্তু** ইমাম তিরমিযীর সানাদে আহমাদ বিন বুদায়ল (যিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ **করেন)** ও উমারাহ বিন যাযান (যিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন।) তাদের দুর্বলতার কারণে তিনি হাসান হিসেবে উল্লেখ **করেছেন। আর** ইবনু মাজাহ-এর সানাদে উমার বিন সুলায়ম (যিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ও ইউসুফ বিন ইবরাহীম **(তার দুর্বলতার** ব্যাপারে সকলে একমত) রয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৭৬. **তাবারী ১/৭৩, মুসনাদ** আবূ ইয়া'লা ৪৫২৮। আবূ ইয়া'লা ও বাযযার-এর সানাদে একজন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তিনি **হলেন, জা'ফার বিন মুহাম্মাদ** আয যুবায়রী। এ সম্পর্কে তাবারী ও ইবনু কাসীর স্পষ্ট করেছেন। তাবারী বলেন, **তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়** না। তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে **যুবায়রী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে** বলেন, ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আল-আযদী **তাকে মুনকার** হিসেবে উল্লেখ **করেছেন। তাহকীক:** দঈফ।

৭৭. তাবারী ১/৮৪, আবূ **ইয়া'লা** তার মুসনাদে (৮/২৩) ও বাযযার স্বীয় মুসনাদে (২১৮৫) উল্লেখ করেছেন।

ধরনের হয়ে থাকে। **প্রথমঃ** আরবী ভাষা জানার মাধ্যমে। **দ্বিতীয়ঃ** এমন তাফসীর যা না বুঝার কোন অজুহাত থাকতে পারে না। **তৃতীয়ঃ** কেবল উলামা বা বিশেষজ্ঞগণই জানতে পারেন। **চতুর্থঃ** এমন তাফসীর যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ব্যতীত কেউ জানতে পারে না।[৭৮]

১২. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি সানাদ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সানাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইউনুস বিন আবদুল আ'লা আস সাদাফী ইবনু ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস্র আল-কিলাবী উম্মু হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ স্বালিহ্ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ: حَلَالٌ وَحَرَامٌ، لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِالْجَهَالَةِ بِهِ. وَتَفْسِيرٌ تفسره [العرب، وتفسيرتُفَسِّرُهُ] الْعُلَمَاءُ. وَمُتَشَابِهٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ سِوَى اللهِ فَهُوَ كَاذِبٌ

কুরআনের বিষয়বস্তুকে চার স্তরে ভাগ করে নাযিল করা হয়েছে। **প্রথম স্তরঃ** হচ্ছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যা না বুঝার কোন কারণ নেই। **দ্বিতীয়ঃ** যা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন। **তৃতীয়ঃ** শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যাখ্যা করতে পারেন। **চতুর্থঃ** মুতাশাবিহা আয়াত যার অর্থ তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যে ব্যক্তি তার অর্থ ও তাৎপর্য জানে বলে দাবি করে সে মিথ্যাবাদী।'[৭৯] ইবনু জারীর বলেন, উপরোক্ত হাদীস্রটির সূত্র দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, তার অন্যতম বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কিলাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে এটা হতে পারে যে, উক্ত বর্ণনাকারী ভুলক্রমে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তিকে স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী (হাদীস্রে মারফূ) বলে ফেলেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাক্কী এবং মাদানী সূরাসমূহ

আবূ বাকর ইবনুল আম্বারী বলেন, ইসমাঈল বিন ইসহাক আল-কাদী হাজ্জাজ বিন মিনহাল হাম্মাম কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, সূরা আল বাকারাহ (২) সূরা আলে ইমরান (৩) সূরা আন্ নিসা (৪) সূরা আল মাইদাহ (৫) বারাআত (৯) আর রা'আদ (১৩) আন্ নাহল (১৬) আল হাজ্জ (২২) আন নূর (২৪) আল আহযাব (৩৩) মুহাম্মাদ (৪৭) আল ফাত্হ (৪৮) আল হুজুরাত (৪৯) আর রহমান (৫৫) আল হাদীদ (৫৭) আল মুজাদালাহ (৫৮) আল হাশ্র (৫৯) আল মুমতাহিনাহ (৬০) আস্ স্বফ (৬১) আল জুমুআহ (৬২) আল মুনাফিকূন (৬৩) আত্ তাগাবূন (৬৪) আত্ তলাক (৬৫) সূরা তাহরীম (৬৬)-এর يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ থেকে ১০ দশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত এবং ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ এবং সূরা নাস্র। কুরআনের এই সূরাগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল; অবশিষ্টগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল মক্কাহ্য়।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা

কুরআনের আয়াত সংখ্যা কমপক্ষে ছয় হাজার। এর উপরের সংখ্যাটি গণনার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, ছয় হাজার, আবার কেউ কেউ দু'শত চার আয়াত যোগ করেছেন, আবার কেউ

---

৭৮. তাবারী ১/৬৬ হাঃ ৭১, আল-ইউওয়াকীতু ওয়াদ দুরারু ফী শারহে নুখবাতি ইবনে হাজার ১/১৭৩।

৭৯. তাবারী ১/৭৬, জামিউল আহাদীস্র ৫৮১২, জামিউল কাবীর ১/৬১২৮, কানযুল উম্মাল ৩০৯৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬১৬৩। **তাহকীক আলবানীঃ** খুবই দুর্বল। মারফূ' সূত্রে-এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদের মাঝে মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

কেউ চৌদ্দ আয়াত যোগ করেছেন। আবার কেউ কেউ দু'শত ঊনিশ যোগ করেছেন, কেউ কেউ আবার দু'শত পঁচিশ বা ছাব্বিশ যোগ করেছেন। আবার কেউ কেউ দু'শত ছত্রিশ যোগ করেছেন, যেমন আবূ আমর আদ-দানী তাঁর কিতাব আল-বায়ানে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

মহান কুরআনের শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যার ব্যাপারে ফজল বিন শাদহান বলেছেন, আতা' বিন ইয়াসার বলেছেন যে, শব্দ সংখ্যা হল সাতাত্তর হাজার চার শত ঊনচল্লিশ।

অক্ষরের সংখ্যার ব্যাপারে আবদুল্লাহ বিন কাস্রীর বলেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, আমাদের গণনায় কুরআনের অক্ষর সংখ্যা তিন লাখ একুশ হাজার একশত আশি। আবার ফজল বলেছেন যে, 'আতা বিন ইয়াসার বলেছেন– কুরআনে তিন লাখ তেইশ হাজার পনরটি অক্ষর আছে। উপরন্তু সালাম আবূ মুহাম্মাদ হামানি বলেছেন, **হাজ্জাজ কুরআনের হাফিয ও লেখকগণকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পূর্ণ কুরআন সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত কর, এতে কতটি অক্ষর আছে বল? তারা বললেন - আমরা গণনা করলাম তিন লাখ চল্লিশ হাজার সাত শত চল্লিশটি অক্ষর।**

কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্তকরণ

তখন হাজ্জাজ বললেন- আমাকে বল- এর মধ্যখানটা কোথায়? তারা দেখলেন মাঝখানটা হল **আল্লাহর কথা**

﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ **"সে যেন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে"**[৮০] আর এক তৃতীয়াংশ হল সূরা বারাআতের (৯) একশততম আয়াত। দুই তৃতীয়াংশ হল সূরা শুআরার একশততম বা একশত একতম আয়াত। আর শেষ তৃতীয়াংশ শেষ হয়েছে কুরআনের শেষে। ১ম সপ্তাংশ শেষ হয়েছে আল্লাহর এ কথার শেষে ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ﴾ **"অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার উপর ঈমান আনল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।"**[৮১]

দ্বিতীয় সপ্তাংশ শেষ হয়েছে সূরা আ'রাফে (৭ ঃ ১৪৭) তাঁর এ কথার শেষ অক্ষরে حَبِطَتْ। তৃতীয় সপ্তাংশ শেষ হয়েছে আল্লাহর কথায় সূরা রা'আদে ﴿أُكُلُهَا﴾ (১৩ ঃ ৩৫) চতুর্থ সপ্তাংশ শেষ হয়েছে সূরা হাজ্জে (২২ ঃ ৩৪) তাঁর ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾এ কথার শেষে। পঞ্চম সপ্তাংশ শেষ হয়েছে সূরা আহযাবে (৩৩ ঃ ৩৬) আল্লাহর কথায় ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ﴾। ষষ্ঠ সপ্তাংশ শেষ হয়েছে সূরা আল-ফাত্হ (৪৮ ঃ ৬) 'এর আল্লাহর কথায় ﴿الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾। শেষ সপ্তাংশ শেষ হয়েছে আল কুরআনের শেষে। অতঃপর সালাম বিন মুহাম্মাদ বললেন - "আমরা চার মাসে এসব তথ্য বের করেছি। কতক লোক বলেন, হাজ্জাজ প্রতি রাতে কুরআনের এক চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করতেন। উল্লেখ করা দরকার যে, প্রথম চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে সূরা আন'আমের (৬) শেষে, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ এ সূরা কাহ্ফ (১৮ ঃ ১৯), তৃতীয় অংশ সূরা যুমারের শেষে এবং শেষ চতুর্থাংশ কুরআনের শেষে। শাইখ আবূ আমর আদ-দানী তাঁর কিতাব 'আল-বায়ান- এ বলেছেন - এ সকল তথ্যের ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে- আল্লাহই ভাল জানেন।

---

৮০. সূরাহ কাহ্ফ, ১৮:১৯
৮১. সূরাহ নিসা, ৪:৫৫

কুরআনের পারা

আল-কুরআনের পারার ব্যাপারে কথা হল, ৩০টি পারা সর্ব পরিচিত যাতে বিভিন্ন মতামতের অধিকারীরা অভ্যস্ত। আমরা হাদীস্র উল্লেখ করেছি যে, সাহাবাগণ কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করতেন- সূরাহয় নয়।

২২৭. (দঈফ): হাদীস্রটি ইমাম আহমাদের মুসনাদ, সুনান আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্য় লিপিবদ্ধ আছে যে, আউস বিন হুজায়ফাহ বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবাবর্গকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাঁরা কুরআনকে কেমন অংশে ভাগ করতেন। তারা বলেছিলেন, এক তৃতীয়াংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক নবমাংশ, এগারোর একাংশ, তেরর একাংশ এবং মুফাস্স্সাল - শেষ পর্যন্ত।[৮২]

সূরার অর্থ

সূরা কথাটির অর্থ আর কী থেকে তা উৎপন্ন এ নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে "সূরাহ" অর্থ উচ্চতা। ইসলাম পূর্ব যুগের প্রখ্যাত কবি নাবিগা[৮৩] (এক রাজার প্রশংসা করার সময়) বলেছিলেন-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أعطاكَ سورَةً   تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونها يَتَذَبْذَبُ

"আপনি কি উপলব্ধি করতে পারেন যে, আল্লাহ আপনাকে এমন সাওরাহ দিয়েছেন, যাথেকে অন্যান্য সকল রাজা বহু নিম্নে অবস্থান করেন।" এ ছাড়া সূরা কথাটি এও বুঝায় যে, পাঠক এক স্তর থেকে আরেক স্তরে যাচ্ছে। এ কথাও বলা হয়েছে, সূরার অর্থ উচ্চতা, দেয়ালের মত যা শহরকে ঘিরে রাখে। এটাও বলা হয়েছে যে, "আসর" শব্দটির সাথে তুলনা করে -যার অর্থ পাত্রে যা থেকে যায়- সূরাহকে এরকম বলা হয়েছে কারণ তা কুরআনের অংশ বিশেষ। এক্ষেত্রে শব্দটির মূলকে উল্টে দেয়া হয়েছে যাতে এখন তা সূরাহ- পড়া হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, সূরাহ বলা হয়েছে কারণ তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, যেমন আরবরা একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর উটকে বলত সূরাহ। আমি বলি যে, সূরার অর্থ অংশগুলোকে একত্র করা বা ঘিরে রাখা- এক্ষেত্রে আয়াতগুলোকে ঘিরে রাখা- যেমন দেয়াল শহর ও তার ঘরবাড়ীকে ঘিরে রাখে। সূরাহ্ শব্দের বহুবচন সূরায়, সূয়ারাত এবং সূরাত।

আয়াতের অর্থ

আয়াত হল চিহ্ন অথবা বিরতি– তা আগে-পরের কথাকে আলাদা করে। এর অর্থ হল এ আয়াত তার আগের ও পরের বাক্য থেকে আলাদা। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ **"তালুতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন।"**[৮৪] কবি নাবিগা বলেন,

تَوَهَّمْتُ آياتٍ لَهَا فَعَرَفْتُها   لستَّةِ أعوامٍ وَذَا العامُ سابعُ

---

৮২. আবূ দাঊদ ১৩৯৩, ইবনু মাজাহ ১৩৪৫, আহমাদ ১৫৭৩৩, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ২/২৬৮, ফাতহুল বারী ৯/৪৩।-এর সানাদে আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত তাইফী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৮৩. তিনি হলেন: যিয়াদ বিন মুআবিয়াহ তার উপনাম আবূ উমামাহ ও আবূ সুমামাহও বলা হয়। আহলে হিজাযরা তাকে নাবিগা উপাধি দিয়েছিল। আর তারা তার নামকরণ করেছিলো আল্লাহর বাণী: فقد نبغت لنا منهم شؤون থেকে।

৮৪. সূরাহ বাকারাহ, ২:৪৮

"তার কতকগুলো চিহ্ন আমি চিনে ফেলেছিলাম, গত ছয় বছর ধরে আমি সেগুলো জেনে আসছি এখন সপ্তম বছরে উপনীত হয়েছি।"

কেউ কেউ বলেন, আয়াতের বহুবচন আয়্যায়্যা, আয়্যাত, আয়্যায়্যা। আয়াত শব্দের অপর অর্থ দল বা বস্তুসমষ্টি। কুরআন মাজীদের এক একটি বাক্য যেহেতু কতগুলো অক্ষরের সমষ্টি, তাই একে আয়াত বলা হয়। দল বা সংঘ অর্থে আয়াত শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষায় পাওয়া যায়, যেমন– خرج القوم باياتهم গোত্রটি সদলবলে বের হয়েছে। কবি বলেন,

خَرَجْنَا مِنَ النَّقبين لَا حَيَّ مِثْلُنا   بِآيَتِنَا نزجي اللقاحَ المَطَافِلا

"আমরা বৎসবিশিষ্ট দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলোকে ধীরে ধীরে চালনা করতে করতে সদলবলে গিরিবর্তদ্বয় হতে বের হলাম। কোন গোত্রই তখন আমাদের সমকক্ষ ছিল না।"

কেউ কেউ বলেন, আয়াত নামে-এর নামকরণ করার কারণ হল: মানুষ অনুরূপ দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক বক্তব্য, **শব্দবিন্যাস ও রচনা নৈপুণ্য সম্বলিত বাক্য রচনা করা মানুষের দ্বারা অসম্ভব।** তাই তা আয়াত নামে অভিহিত **হয়েছে। বিখ্যাত ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ সিবওয়ায়হ-এর মতে** آية **শব্দটি মূলত** أيية **ছিল** شجرة শব্দের ওযনে। **হরকতবিশিষ্ট দুই ইয়ার পূর্বের যবরবিশিষ্ট হামযাহ** আসায় যে উচ্চারণগত জটিলতা সৃষ্টি হয় তা দূর করার **জন্য এক ইয়া আলিফে রূপান্তরিত হয়ে হামযার** সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে أيية এখন آية হয়েছে। প্রসিদ্ধ **ব্যাকরণবিদ কাসায়-এর মতে** آية **শব্দটি মূলত** آمنة-এর ওযনে أيية ছিল। উচ্চারণের সুবিধার্থে প্রথম ইয়াকে **আলিফে পরিবর্তন** করে দুই আলিফের সমন্বয়ের কারণে এক আলিফ বাদ দেয়া হয়েছে। এভাবে أيية শব্দটি آية হয়েছে। খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ ফাররার মতে آية শব্দটি মূলত أَيَّة ছিল। তাশদীদযুক্ত ইয়া উচ্চারণে জটিলতার কারণে বিলুপ্ত হয়ে آية হয়েছে। آية শব্দের বহুবচন أيياي-أيات-أي ব্যবহৃত হয়।

কালিমাহর অর্থ

কালিমাহ অর্থ 'একটি শব্দ' যা দু'টি অক্ষর দিয়ে তৈরি হতে পারে যেমন মা, লা। কালিমাহ্ দশটিরও অধিক অক্ষর দিয়ে গঠিত হতে পারে যেমন ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ (২৪ঃ ৫৫) ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ (১১ঃ ২৮) এবং ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ (১৫ঃ ২২) আবার একটি কালিমাহ দিয়ে একটি আয়াতও গঠিত হতে পারে, যেমন ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (৮৯ঃ ১) ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ (৯৩ঃ ১) এবং ﴿وَالْعَصْرِ﴾ (১০৩ঃ ১)। অনুরূপভাবে -الٓمٓ -طه -يٰسٓ -حمٓ এক একটি কালিমাহ। আবার কুফার বিদ্বানগণ বলেছেন যে, ﴿حم عسق﴾এক একটি কালিমাহ। উপরন্তু আবূ আমর আদ-দানী বলেছেন -আমি মাত্র একটি আয়াতের কথা জানি যা একটি শব্দ, তা হল আল্লাহর কথা مُدْهَآمَّتٰنِ সূরা রহমান (৫৫ ঃ ৬৪)।

কুরআনে কি অনারব শব্দ আছে?

ইমাম কুরতুবি (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন– এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে যে, কুরআন কোন অনারব শব্দ নেই। বিদ্বানগণ একমত যে, কুরআন কতকগুলো অনারব নাম আছে, যেমন ইবরাহীম (আবরাহাম) নূহ (নোয়াহ) এবং লূল। যা একেবারেই অনারব এরকম কিছু তাতে আছে কিনা এ ব্যাপারে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন।

আর বাকিল্লানি ও তাবারী এ ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন এই ব'লে যে, "কুরআনে যেসব অনারব শব্দ আছে যেগুলো বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সূরা ফাতিহার তাফসীর

মক্কায় অবতীর্ণ

প্রথম অধ্যায়

"আল ফাতিহার" অর্থ ও এ সূরার বিভিন্ন নামসমূহ

সূরাটিকে বলা হয় 'আল ফাতিহা' অর্থাৎ কিতাব আরম্ভকারী, ঐ সূরা যা দিয়ে প্রার্থনা শুরু করা হয়। তা এজন্য রাখা হয়েছে যে, তা আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের শুরুতে অবস্থিত এবং-এর দ্বারা সকল স্বলাতের কিরাত শুরু করা হয়। জামহূর আলেমগণ এ সূরাটিকে উম্মুল কিতাব বলে অভিহিত করেছেন। **কিন্তু আনাস উল্লেখ করেছেন** যে, হাসান ও ইবনু সীরীন এ নাম পছন্দ করেননি। তারা বলেন, উম্মুল **কিতাব হচ্ছে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ফলক।** হাসান বলেন: সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ **হচ্ছে উম্মুল কিতাব।** এসব কারণেই তারা উম্মুল কুরআন নামটি পছন্দ করেননি।

২২৮. (স্বহীহ): ইমাম তিরমিজি কর্তৃক লিখিত একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে সেটাকে তিনি স্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রাহ্ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم"

"আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন হচ্ছে- উম্মুল কুরআন, আর উম্মুল কিতাব হলো: আস সাবউল মাসানী ও আল কুরআনুল আযীম।"[৮৫] সূরাটির অপর নাম আল হামদ্। আরেক নাম আস্‌-স্বলাতও বলা হয়।

২২৯. (স্বহীহ): কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে তাঁর প্রতিপালক বলেছেন:

"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي"

স্বলাতকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করেছি। বান্দা যখন বলে الحمد لله رب العالمين 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'[৮৬] আল-ফাতিহাকে স্বলাত বলা হয়, কারণ স্বলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এটির পাঠ পূর্বশর্ত।

সূরাটির অপর নাম الشفاء (আশ-শিফা) অর্থাৎ আরোগ্যদাতা, আরোগ্যের উপায় বা আরোগ্য। কারণ,

২৩০. (মাওদূ'): দারিমী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُمٍّ" ফাতিহাহতুল কিতাব সর্বপ্রকার বিষক্রিয়ার শিফা।"[৮৭]

---

৮৫. **সহীহুল বুখারী** ৪৭০৪, আবূ দাঊদ ১৪৫৭, তিরমিযী ৩১২৪, আহমাদ ৮৪৬৭, দারিমী ৩৩৭২, ৩৩৭৩, আল-জামিউস **সাগীর** ৫৪৯৫, স্বহীহ আল-জামি' ৩১৮৪। আবূ ঈসা আত তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান স্বহীহ। ইমাম আহামদ বলেন, **সানাদটি** স্বহীহ। **শায়খ আলবানী** (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৮৬. মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাঊদ ৮২১, তিরমিযী ২৯৫৩, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/২২৯, নাসাঈ ৯০৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৪, **মুয়াত্তা** মালিক ১৮৯, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৭৭৬, ১৭৮৪, ১৭৯৫, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৫০২, মুস্বান্নাফ আবদুর **রাযযাক ২৭৬৭,** ২৭৬৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৩১. (স্বহীহ): একে আর-রুকয়াহ (প্রতিরোধক)ও বলা হয়, কারণ স্বহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদের বর্ণনা আছে যাতে সাহাবাদের কথা বলা হয়েছে যে, এক গোত্রপতিকে সাপে দংশন করলে তারা সূরা ফাতিহাকে বিষের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত সাহাবীকে বলে وما يدريك إنها رقية তুমি কী করে জানলে যে, এটা রোগের প্রতিষেধক?[৮৮]

শাবী (رحمه الله) ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি এটিকে أساس القرآن (আসাসুল কুরআন) নাম দিয়েছেন যার অর্থ কুরআনের ভিত্তি বা মৌলিক অংশ। তেমনি তিনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমকে أساس الفاتحة (আসাসুল ফাতিহাহ) নাম দিয়েছেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ সূরা ফাতিহাকে الواقية (আল ওয়াকিআহ) নাম দিয়েছেন যার অর্থ হচ্ছে রক্ষক। ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর নাম দিয়েছেন الكافية (আল কাফিয়াহ) অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। কারণ এটা কুরআন মজীদের নির্যাস বিধায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে সমগ্র কুরআনের প্রয়োজন তা পূরণ করতে পারে। পক্ষান্তরে একে বাদ দিয়ে কুরআনের অবশিষ্টাংশ এর প্রয়োজন মিটাতেই পারে না।

২৩২. (দঈফ): যেমন বিচ্ছিন্ন সনদের কোন কোন হাদীস্রে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوَضًا عَنْهَا উম্মুল কুরআন অবশিষ্ট কুরআনের পরিবর্তে কাজ করতে পারে। পক্ষান্তরে এটা ছাড়া অন্যান্য অংশ এর পরিবর্তে কাজ করতে পারে না।[৮৯] এ সূরার এক নাম الصلاة: আস্

---

৮৭. মুসনাদুল ফিরদাউস ৪২৬৪, আদ দুররুল মানসূর ১৯৫ পৃ. এখানে من كل داء শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে, বায়হাকী তার 'আশ-শুআব' গ্রন্থে (২৩৬৮), দারিমী তার ফাদাইলুল কুরআনে (২/৪৪৫) من كل داء শব্দে উল্লেখ করেছেন। সিলসিলাহ দঈফাহ ৩৯৯৭, দঈফ আল-জামি' ৩৯৫৪। আবদুর রহমান বিন নাসর আদ দিমাশকী তার 'আল-ফাওয়াইদ' গ্রন্থে ২/২২৬/২) উল্লেখ করেছেন, ◆খায়স্নামাহ⟩⟨হালকাব বিন মুহাম্মাদ⟩⟨ইসমাঈল বিন আবান আল-ওয়াররাক⟩⟨সালাম আত তাবীল (তিনি হাদীস্ন জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত)⟩⟨যায়দ আল-আম্মী (দুর্বল)⟩⟨মুহাম্মাদ বিন সীরীন⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه)⟩◆ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্নটির একটি শাওয়াহিদ হাদীস্ন পাওয়া যায় কিন্তু তা সন্তুষ্ট করার মত নয় যা দায়লামী (২/৩৩২) ◆মুহাম্মাদ বিন যাকারিয়া (হাদীস্ন জালকারী)⟩⟨আব্বাদ বিন মূসা⟩⟨ইবনু আওন⟩⟨ইবনু সীরীন⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه)⟩◆-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সানাদে ইবনু আওন স্বিকাহ হলেও মুহাম্মাদ বিন যাকারিয়া আল-গিলাবী আল-বাস্রারী সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্ন জালকারী। অর্থাৎ তিনি নিজের থেকে হাদীস্ন বানিয়ে বর্ণনা করতেন। এই হাদীস্নটি ইবনু কাস্নীর ও কুরতুবী (رحمه الله) দারিমী-এর মাধ্যমে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه) থেকে মারফূ' সূত্রে সন্দেহপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাদের দুজনের সন্দেহ করার দুটি কারণ: **প্রথম:** তিনি আবদুল মালিক বিন উমার-এর সূত্রে রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তা মুরসাল, কারণ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (رضي الله عنه)-এর কথা উল্লেখ নেই। **দ্বিতীয়:** তিনি শব্দগতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে রয়েছে من كل داء কিন্তু السم কথাটির উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে বায়হাকী তার 'আশ শুআব' গ্রন্থে ইবনু উমায়র থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'আল-জামিউল কাবীর'-এর মাঝেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** জাল বা বানোয়াট।

৮৮. বুখারী ২২৭৬, ৫৭৪৯, ফাতহুল বারী ৭/১১৯, মুসলিম ১৭২৭, তিরমিযী ২০৬৪, দারাকুতনী ২৪৬, ২৪৭, স্বহীহ ইবনু হিব্বান, ৬১১২, জামিউল আহাদীস্ন ২৫৩২৭, জামিউল উসূল ৫৭২০, কানযুল উম্মাল ২৮৩৬৪, ২৮৪০৯, ইরওয়াউল গালীল ৬/১২, স্বহীহ আল-জামি' ৭১২৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩০৮১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৮৯. মুসতাদরাক ১/২৩৮, তিনি বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, উক্ত হাদীস্নটি যুহরী থেকে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদীস্নের বর্ণনাকারীগণ সকলেই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বিকাহ। এজন্য এ হাদীস্নটির বিভিন্ন শব্দে বিভিন্নভাবে শাওয়াহিদ হাদীস্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবীও অনুরূপ বলেছেন। দারাকুতনী তার 'সুনান' গ্রন্থে (১/৩২২ হাঃ ২০) উবাদাহ বিন স্নামিত-এর হাদীস্ন থেকে বর্ণনা করেছেন। দঈফ আল-জামি' ১২৭৪, আল-জামিউস্ স্নাগীর ৩১৯৯, বায়ানুল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ১৬১১, তিনি বলেন, উক্ত হাদীস্নটিকে স্বহীহ বলা উচিত হবে না। কারণ, সানাদে মুহাম্মাদ বিন খাল্লাদ রাবী সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, আর তার উপর নির্ভর করাও যায় না। ইবনু আবী হাতিম তার পিতা থেকে মুহাম্মাদ বিন খাল্লাদের

স্বলাত অর্থাৎ স্বলাতে অবশ্য পঠনীয় সূরা। এর অপর নাম الكنز। আল-কান্‌য (খনি, আকর)। আল্লামা যামাখশারী তার আল-কাশশাফ নামক তাফসীর গ্রন্থে নাম দুটি ব্যবহার করেছেন।

সূরাতুল ফাতিহাহ মক্কায় নাযিল হয়েছিল। যেমন ইবনু আব্বাস, কাতাদাহ্ ও আবূ আলিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ **"আমি আপনাকে সাতটি পুনঃ পুনঃ পঠিত আয়াত প্রদান করেছি।"**[৯০] অর্থাৎ সূরা ফাতিহা। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরা ফাতিহাহ'র আয়াত সংখ্যা কয়টি?

ইমাম কুরতুবী বলেন, আবূ লায়স্র আস সামারকান্দী বর্ণনা করেন যে, সূরা ফাতিহার প্রথম অংশ মক্কায় ও অপর অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত বর্ণনাটি অবান্তর, তাই তা অগ্রহণযোগ্য। সূরা ফাতিহায় যে সাতটি আয়াত আছে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু আমর বিন উবায়দ বলেন, এর আটটি আয়াত, হুসায়ন আল-জু'ফী বলেন, ছয়টি আয়াত, এদুটি উক্তি শায। 'বিসমিল্লাহ' সূরার আয়াত কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কুফার অধিকাংশ কারী, একদল সাহাবী, তাবিঈন এবং পরবর্তী কতক বিদ্বানের মতে বিসমিল্লাহ্ হচ্ছে সূরাটির প্রথমে আলাদা একটি আয়াত। পক্ষান্তরে মদীনার বিশেষজ্ঞ কারীগণ ও ফকীহগণ বলেন, এটা সূরা ফাতিহার পূর্বে বা প্রথমাংশে অবস্থিত বিধায় তা আদৌ কোন আয়াত নয়। এ ব্যাপারে তিনটি কওল রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা শীঘ্রই যথাস্থানে আলোচনা করব ইন শা-আল্লাহ, আমরা তাঁর উপরই ভরসা রাখি।

সূরা ফাতিহায় শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

বিদ্বানগণ বলেন, সূরা ফাতিহায় ২৫টি শব্দ এবং ১১৩টি অক্ষর রয়েছে।

একে উম্মুল কিতাব বলার কারণ

ইমাম বুখারী তাঁর স্বহীহ বুখারীর কিতাবুত্ তাফসীরের শুরুতে লিখেছেন- "একে উম্মুল কিতাব বলা হয় কারণ আল-কুরআন এ সূরা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং স্বলাত শুরু হয় এ সূরা পাঠের মাধ্যমে।"[৯১] এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সূরাকে উম্মুল কিতাব এ জন্য বলা হয় যে, তাতে আছে পূর্ণ কুরআনের অর্থ।

ইবনু জারীর বলেন যে, কোন ব্যাপক বিষয়কে- যা বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রশাখায় বিস্তৃত- আরবরা أم 'উম্ম" (মা) বলে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ যে চামড়া মাথাকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে তারা أم الرأس উম্মুর রা'স (মাথার মা) বলে। যুর রিম্মার নিম্নোক্ত পংক্তি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন:

عَلَى رَأْسِهِ أُمٌّ لَنَا نَقْتَدِي بِهَا   جِمَاعُ أُمُورٍ لَيْسَ نَعْصِي لَهَا أَمْرًا

"তার (বর্শার) মাথার উপর আমাদের একটি পতাকা রয়েছে যাকে আমরা নেতা মেনে চলি। তা আমাদের কার্যাবলী সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করে রাখে। আমরা এর কোন নির্দেশ অমান্য করি না।"

একাধিক হাদীস্র থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস্র বর্ণনা করেননি। তার জারাহ তা'দীল কোনটিই বর্ণনা করা হয়নি যার ফলে তার অবস্থা অস্পষ্ট। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৯০. সূরাহ হিজর ১৫:৮৭

৯১. ফাতহুল বারী ১২/২৮৪, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৩৮, বুখারী তাফসীরুল কুরআন পর্ব।

যে পতাকা সেনাবাহিনীর পরিচয় বহন করে তাকে তারা উম্ম বলে। তিনি আরও **বলেছেন**– মাক্কাহকে বলা হয় উম্মুল কুরা (জনপদসমূহের জননী) কারণ, মাক্কা হল সকল জনপদের **প্রধান ও** নেতৃস্থানীয়। এ কথাও বলা হয় যে, পৃথিবী মাক্কাহ হতেই সর্বপ্রথম তার কাজ শুরু করেছিল।[৯২] **সূরা** ফাতিহার নাম ফাতিহা হওয়ার কারণ হলো:-এর মাধ্যমেই কিরাত শুরু করা হয় এবং সাহাবাগণ **প্রথম** লিপিবদ্ধ কুরআন মাজীদ এই সূরার মাধ্যমেই শুরু করেছেন। এর এক নাম السبع المثاني (আস সাব**উল** মাস্নানী) অর্থাৎ বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত। নামকরণের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এটি স্বলাতে বারংবার পঠিত হয় অর্থাৎ প্রতি রাকাতে তা পাঠ করা হয়। অবশ্য المثاني শব্দের উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ রয়েছে। ইন শা-আল্লাহ যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে।

২৩৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, (ইয়াযীদ বিন হারুন ও হাশিম বিন হাশিম)(ইবনু আবী যি'ব)(মাকবূরী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সূরা ফাতিহা সম্পর্কে বলেন, هِـيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ তার নাম উম্মুল কুরআন, আস-সাবউল মাস্নানী, ও আল-কুরআনুল আযীম।[৯৩]

২৩৪. (স্বহীহ): আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন জারীর আততাবারী লিখেছেন, (য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহব)(ইবনু আবী যি'ব)(সাঈদ আল-মাকবূরী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন, هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني ওটা উম্মুল কুরআন, কিতাব আরম্ভকারী এবং সাতটি পুনঃ পুনঃ পঠিত আয়াত।[৯৪]

২৩৫. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর আহমাদ বিন মূসা বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেছেন, (আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ)(মুহাম্মাদ বিন গালিব বিন হারিস)(ইসহাক বিন আবদুল ওয়াহিদ আল-মুস্নলী)(আল-মাআফী বিন ইমরান)(আবদুল হামীদ বিন জা'ফার)(নূহ বিন আবী বিলাল)(মাকবূরী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) নবী (সাঃ) বলেছেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سَبْعُ آيَاتٍ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِحْدَاهُنَّ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَهِيَ أُمُّ الْكِتَابِ আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন সাতটি আয়াতের সমষ্টি। উক্ত সাত আয়াতের একটি হল বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম, এর নাম السبع المثاني (আস-সাবউল মাস্নানী), উম্মুল কুরআন ও আল কুরআনুল আযীম।[৯৫] ইমাম দারাকুতনীও উপরোক্ত হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ।

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সকলে سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ হচ্ছে সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের একটি

---

৯২. তাফসীর তাবারী ১/১০৮

৯৩. বুখারী ৪৭০৪, তিরমিযী ৩১২৪, ৩১২৫, আবূ দাউদ ১৪৫৭, আহমাদ ৯৪৯৬, দারিমী ৩৩৭২, ৩৩৭৩, ৩৩৭৪। **তাহকীক:** স্বহীহ। (দ্রষ্টব্য: ২২৮ ও ৯৪৯৬ নং হাদীস।)

৯৪. তাফসীর তাবারী ১/১০৭, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। দ্রষ্টব্য: ২২৮ নং হাদীস। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৯৫. দারাকুতনী ৩১২, হাফিয আবূ বাকর আল-হানাফী বলেন, আমি নূহ বিন আবী বিলাল-এর সাথে পুনরায় দেখা করলে তিনি উক্ত হাদীসটি রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত পৌছাননি। আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) দারাকুতনী থেকে বর্ণনা করে বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। সঠিক কথা হচ্ছে যে, আবদুল হামীদ বিন জা'ফার মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। তবে ইবনু আবী যি'ব মাকবূরী থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে هي أم القرآن : هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم অংশটি উল্লেখ করেননি। আর এই অংশটি ছাড়া বুখারী ৪৭০৪, আবূ দাউদ ১৪৫৭, তিরমিযী ৩১২৪, আহমাদ ৮৪৬৭, দারিমী ৩৩৭২, শারহুস সুন্নাহ ৪/৪৪৫ বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।***

আয়াত। উক্ত হাদীসের পূর্ণ বিবরণ بِسْمِ اللهِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবৃত হবে। আ'মাশ ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, একদা ইবনু মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হলেন, আপনি কেন আপনার কুরআন মজীদের পাণ্ডুলিপিতে সূরা ফাতিহা লিখেননি? তিনি জবাব দিলেন, যদি লিখতাম তাহলে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই লিখতাম। আবূ বকর বিন দাউদ (রহঃ) ইবনু মাসউদের উপরোক্ত জবাবের ব্যাখ্যায় লিখেছেন অর্থাৎ যে স্থানে এটাকে স্বলাতে তিলাওয়াত করা হয়। (উল্লেখ্য সাহাবাগণ স্বলাতে পঠনীয় অন্যান্য সূরাও প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। তার আগে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তেন। অতএব প্রত্যেক সূরার পূর্ববর্তী স্থানই হচ্ছে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের বা লিপিবদ্ধ করার স্থান।) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, যেহেতু মুসলিমদের তা কণ্ঠস্থ রয়েছে তাই লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিনি। কেউ কেউ বলেন, সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে।[৯৬] ইমাম বায়হাকী তার 'দালাইলুন নবুওয়াহ' গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাকিল্লানীও এতদ সম্পর্কিত তিনটি অভিমতের একটি অভিমত হিসেবে তা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ অর্থাৎ সূরা মুদ্দাস্সিির প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি স্বহীহ হাদীসে উক্ত তথ্য পাওয়া যায়।[৯৭] অন্যদের মতে ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ সূরা আলাক প্রথম নাযিল হয়েছে।[৯৮] শেষোক্ত অভিমতই স্বহীহ ও সঠিক। যথাস্থানে তা প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্য কামনা করছি।

সূরা ফাতিহার ফাদীলাত

২৩৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ মুসনাদে উল্লেখ করেছেনঃ ◊ইয়াহইয়া বিন সাঈদ✕শু'বাহ✕খুবায়ব বিন আবদুর রহমান✕হাফস বিন আসিম✕আবূ সাঈদ বিন আল মুআল্লা (রাঃ)◊ বলেন- আমি স্বালাতরত ছিলাম যখন নবী (ﷺ) আমাকে ডাকলেন। কাজেই আমি স্বলাত শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। **অতঃপর আমি স্বলাত আদায় করে তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি বললেন- তোমাকে আসতে কিসে বাধা দিয়েছিল? আমি বললাম- হে আল্লাহর রসূল! আমি স্বলাতরত ছিলাম। তিনি বললেন - আল্লাহ কি বলেননি ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ "ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে।[৯৯]"** অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد (তুমি মসজিদ ত্যাগ করার আগে আমি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিখিয়ে দিব। তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন এবং যখন তিনি মসজিদ ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলেছিলেন যে আপনি আমাকে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ نعم {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته (হাঁ, তা সাতটি পুনঃপঠিত আয়াত এবং

---

৯৬. দালাইলুন নবুওয়াহ ৭/১৪৪, তাবারী ১/৯৪। আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) তার 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে (৩/১০) বায়হাকী থেকে বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীসটি মুরসাল, আর সূরাহ ফাতিহা প্রথম নাযিলকৃত সূরাহ হওয়ার বিষয়টি গরীব।

৯৭. বুখারী ৪৯২৩, ৪৯২৬, ৪৯৫৪, মুসলিম ১৬১। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৯৮. মুসতাদরাক ২৮৭৩, ২৮৭৪, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩০২১৭, ফাতহুল বারী ১/৮। বায়হাকী বলেন, নাবী (ﷺ)-এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের নাযিলকৃত সূরাহ সূরাহ আলাক। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, সেটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর জিবরাঈল-এর ভাষায় সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৯৯. সূরাহ আনফাল, ৮:২৪

মহান কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে।'[১০০]অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী মুসাদ্দাদ ও আলী ইবনুল মাদীনী থেকে তারা দুজন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ শু'বাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী ◊মুহাম্মাদ বিন মুআয আল-আনসারী◊খুবায়ব বিন আবদুর রহমান◊হাফস বিন আসিম◊আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা◊উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৭. (সহীহ): ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ)-এর 'মুয়াত্তা'-এর মাঝে রয়েছে, সতর্কতার জন্য যা করা উচিত, আর তিনি আল-আলা' বিন ইয়া'কূব আল-হুরাকী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমির বিন কুরায়য-এর আযাদকৃত দাস আবূ সাঈদ সংবাদ দিয়েছেন যে, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আহ্বান করলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি মাসজিদে সলাতে রত ছিলেন। সলাত শেষ করে তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। উবাই বিন কা'ব বলেন, নবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় হাত আমার হাতের উপর রাখলেন। তখন তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। আমার হাতে হাত রেখে তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যার সমতুল্য সূরা না তাওরাতে না ইনজীলে না কুরআনে নাযিল হয়েছে। আশা করি এর পূর্বে তুমি মসজিদ থেকে বের হবে না। এরপর আমি আশায় গতি মন্থর করলাম। কিছুক্ষণ পর বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে কোন্ সূরা শিক্ষা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? তিনি প্রশ্ন করলেন, সলাতের শুরুতে তোমরা কোন্ সূরা তিলাওয়াত কর? আমি তাঁকে আলহামদু লিল্লাহ্ সূরাটি শেষ পর্যন্ত শুনালাম। তখন তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে এই সূরা। এটাই السبع المثاني (আস্ সাবউল মাসানী) এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআনুল আযীম।'[১০১]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ সাঈদ এবং তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ ইবনু মুআল্লাহ একই ব্যক্তি নন। ইবনুল আসীর তার জামিউল উসূল গ্রন্থে উভয় আবূ সাঈদকে একই বলে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত আবূ সাঈদ হচ্ছেন একজন আনসার সাহাবা। পক্ষান্তরে শেষোক্ত আবূ সাঈদ হলেন একজন তাবেঈ এবং খুযাআ গোত্রের একজন গোলাম। প্রথমোক্ত হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত হাদীস। পক্ষান্তরে শেষোক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ একজন তাবেঈ। হয়ত তার শুনার সুযোগ না থাকলে তা বিচ্ছিন্ন সনদের حديث منقطع হাদীসে পরিণত হবে। যদি অনুরূপ সুযোগ থাকে তাহলে তা ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্তসমূহে উত্তীর্ণ সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সনদের (حديث متصل) হাদীস বলে বিবেচিত হবে, আল্লাহই সর্বজ্ঞ। উক্ত হাদীসটি উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন:

২৩৮. (সহীহ): ◊আফফান◊আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম◊আল-আলা বিন আবদুর রহমান◊তার পিতা (আবদুর রহমান)◊আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন, একদিন উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে সলাত আদায় করছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আহ্বান করলেন, হে উবাই! উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আড়চোখে তাকালেন, কিন্তু

---

১০০. আহমাদ ১৫৩০২, বুখারী ৪৪৭৪, ফাতহুল বারী ১২/২৮৫, আবূ দাঊদ ১৪৫৮, নাসাঈ ৯১৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫, ইবনু হিব্বান ৭৭৭, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২২৩৭, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৫২। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১০১. আহমাদ ২১১৩৩, দারিমী ৩৩৭২, ৩৩৭৩, ইবনু খুযায়মাহ ৫০০, হাকিম ৩০১৯, তিনি বলেন, এটা মুসলিমের শর্তে সহীহ। বায়হাকী ২৩৪৮, জামিউল আহাদীস ৪৫২১, কানযুল উম্মাল ২৫১৭। **তাহকীক:** সহীহ।

কোন সাড়া দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি স্বালাত শেষ করে রসূল (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আসসালামু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বললেন, ওয়া আলায়কাস সালাম। হে উবাই, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি স্বলাতে রত ছিলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, আমার কাছে আল্লাহ তাআলা যেসব বাণী পাঠিয়েছেন তাতে কি তুমি এই আয়াত দেখনিঃ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡ﴾ **"ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে"।**[১০২] তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ (ﷺ)! এরূপ আর কখনো করব না। নবী (ﷺ) বললেনঃ আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব যার সমতুল্য সূরা তাওরাতে না ইঞ্জীলে না যাবুরে না কুরআনে রয়েছে, তা কি তুমি পছন্দ করো না? উবাই (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি মসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে তা জানিয়ে দিব। অতঃপর নবী (ﷺ) আমার হাত ধরে কথা বলতে বলতে মসজিদের দরজার দিকে আসতে লাগলেন। কথা বলা শেষ হওয়ার পূর্বে যেন তিনি মসজিদের দরজায় পৌঁছে না যান সেজন্য আমি চলার গতি মন্থর করলাম। দরজার নিকট এসে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (ﷺ)! যে সূরাটি আমাকে জানাবেন বলে কথা দিয়েছেন তা কোন্ সূরা? নবী (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, স্বলাতের শুরুতে কোন্ সূরা পড়? আমি তাঁকে উম্মুল কুরআন পড়ে শুনালাম। তিনি তখন বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, ওর সমকক্ষ সূরা আল্লাহ তাআলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যাবুরে, না কুরআনে নাযিল করেছেন। তা হচ্ছে السبع المثاني (আস সাবউল মাস্বানী) (বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত।[১০৩]

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, «কুতায়বাহ» আদ-দারাওয়ার্দী» আল-আলা'» আবদুর রহমান» আবী হুরায়রাহ (রাঃ)» **নবী (ﷺ) বলেন, তা হচ্ছে আমাকে প্রদত্ত আস সাবউল মাস্বানী ও আল কুরআনুল আযীম। ইমাম তিরমিযী হাদীস্বটিকে হাসান স্বহীহ বলেছেন।[১০৪] অন্য অধ্যায়ে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে।**

আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ «ইসমাঈল বিন আবূ মা'মার» আবূ উসামাহ» আবদুল হামীদ বিন জা'ফার» আল-আলা'» তার পিতা (আবদুর রহমান)» আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» উবায় বিন কা'ব (রাঃ)» সূত্রে উপরোক্ত হাদীস্বের ন্যায় লম্বা একটি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

২৩৯. (স্বহীহ): ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ এক সাথে বর্ণনা করেন যে, «আবূ আম্মার হুসায়ন বিন হুরায়স্ব» ফাদল বিন মূসা» আবদুল হামীদ বিন জা'ফার» আল-আলা'» তার পিতা (আবদুর রহমান)» আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» উবাই বিন কা'ব (রাঃ)» নাবী (ﷺ) বলেছেন, উম্মুল কুরআনের সমতুল্য সূরা আল্লাহ তাআলা না তাওরাতে না ইঞ্জীলে নাযিল করেছেন। তা হচ্ছে السبع المثاني (আস সাবউল মাস্বানী)। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি করে বিভক্ত।[১০৫]

---

১০২. সূরাহ আনফাল, ৮:২৪

১০৩. আহমাদ ৯০৮১, তিরমিযী ২৮৭৫, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৫৩। সানাদটি স্বহীহ। ইমাম তিরমিযী হাদীস্বটিকে হাসান বলেছেন, ইবনু খুযায়মাহ ও ইবনু হিব্বান তাদের স্বহীহ গ্রন্থে হাদীস্বটিকে উল্লেখ করেছেন। হাকিম বলেন, এটা ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৪. তিরমিযী ২৮৭৫

১০৫. নাসাঈ ৯১৩, তিরমিযী ৩১২৫। ইমাম তিরমিযী হাদীস্বটিকে হাসান গরীব বললেও শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে স্বহীহ বলেছেন। স্বহীহ নাসাঈ ৮৭৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

এ শব্দগুলো নাসাঈর। ইমাম তিরমিযী সেটিকে একটি মাত্র সনদে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস্ব حسن غريب বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৪০. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ◦[মুহাম্মাদ বিন উবায়দ][হাশিম ইবনুল বারীদ][আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল][ইবনু জাবির (রাঃ)]◦ বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম, তিনি তখন সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এভাবে আমি তিনবার তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু হাঁটছিলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করছিলাম এমনকি তিনি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। আমি মসজিদ গিয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি পবিত্রতা অর্জন করে আমার নিকট এসে আমাকে তিনবার বললেন ওয়ালাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর বললেন, হে আবদুল্লাহ বিন জাবির, তোমাকে কি কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরাটি অবহিত করব? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ। তিনি বললেন, আলহামদু লিল্লাহ সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত কর।[১০৬] সানাদটি উত্তম। হাদীসের অন্যতম রাবী ইবনু আকীলকে বড় বড় ইমামগণ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং তার বর্ণিত হাদীস্বকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। আবদুল্লাহ ইবন জাবির (রাঃ) সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন জাবির আল-আবদী। আল্লাহই ভাল জানেন। হাফিজ ইবনু আসাকির উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন জাবির আল-আনসারী আল-বিয়াযী।

২৪১. (স্বহীহ্): অপর হাদীস্ব: ইমাম বুখারী ফাদাইলুল কুরআনে লিখেছেন: ◦[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না][ওয়াহব][হিশাম][মুহাম্মাদ][মা'বাদ][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)]◦ বলেছেন -আমরা এক অভিযানে ছিলাম যখন এক পরিচারিকা আসল এবং বলল, এই এলাকার নেতা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন আর আমাদের লোকেরা বাইরে আছে। আপনাদের মধ্যে বিষ সারানোর কেউ আছে কি? তখন একজন লোক দাঁড়ালো এ বিষয়ে যার দক্ষতা সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। তিনি পড়ে ফুঁক দিলেন-আর তাতে লোকটি সেরে উঠল। গোত্রপতি তাকে ৩০টি ভেড়া ও কিছু দুধ দিল। লোকটি যখন আমাদের কাছে ফিরে এল, আমরা তাকে বললাম, আপনি ফুঁক নতুন দিলেন, না আপনি এটা আগেও করেছেন? তিনি বললেন, আমি কেবল উম্মুল কিতাব পড়ে ফুঁক দিয়েছি। আমরা বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আর কিছু করবেন না। আমরা মাদীনায় ফিরে গিয়ে যা যা ঘটেছে আল্লাহর রসূলকে তা জানালাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم) (তোমাকে কে জানিয়েছে যে, তা আরোগ্যকারী? এগুলো ভাগ কর এবং আমার জন্য একটা ভাগ রাখ।)[১০৭]

আবূ মা'মার বলেন, ◦[আবদুল ওয়ারিস্ব][হিশাম][মুহাম্মাদ বিন সীরীন][মা'বাদ বিন সীরীন][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)] থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ ◦[হিশাম বিন হাসসান][ইবনু সীরীন]◦-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ভিন্ন সানাদে ইমাম মুসলিম এই হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আর আবূ সাঈদ হলেন তিনি যিনি ঐ সুলায়মের ঝাড়ফুঁক করেছিলেন। এজন্য তাকে তাফাউলা নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

---

১০৬. আহমাদ ১৭১৪৪, মাজমা' আয্‌-যাওয়াইদ ৬/৩১০, আহমাদ বলেন, সানাদের মাঝে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল রয়েছেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তার হাদীস্ব হাসান, শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। স্বহীহ আল-জামি' ২৫৯২। **তাহক্বীক্ব আলবানী:** স্বহীহ।

১০৭. সহীহুল বুখারী ৫০০৭, মুসলিম ২২০১, ফাতহুল বারী ৭/১১৯, তিরমিযী ২০৬৩, আবূ দাঊদ ৩৪১৮, ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ২১৫৬, আহমাদ ১০৬০২, ১০৬৮৬।**তাহক্বীক্ব আলবানী:** স্বহীহ।

২৪২. (স্বহীহ): অপর হাদীস্ব: মুসলিম তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে আবুল আহওয়াসের হাদীস্ব থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ⟨আবুল আহওয়াস সাল্লাম বিন সুলায়ম⟩⟨আম্মার বিন রুযায়ক⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা⟩⟨সাঈদ বিন জুবায়র⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ বলেছেন, জিবরীলের সঙ্গে থাকার সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) উপর থেকে একটি আওয়াজ শুনলেন। জিবরীল আকাশের দিকে নিজের দৃষ্টি উঠালেন এবং বললেন- এটি জান্নাতের একটি দরজা (যা) খোলা হয়েছে যেটা ইতঃপূর্বে কখনও খোলা হয়নি। সেই দরজা দিয়ে একজন ফেরেস্তা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নেমে আসল এবং বলল, আপনি দু'টি আলোর সংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে যা ইতঃপূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি- ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরা বাক্বারার সর্বশেষ (তিনটি) আয়াত। আপনি এর থেকে যে অক্ষরই পাঠ করবেন তার উপকার পাবেন। এ শব্দগুলো নাসাঈ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মুসলিমও অনুরূপ শব্দে উল্লেখ করেছেন।[১০৮]

স্বলাতে সূরা ফাতিহা

২৪৩. (স্বহীহ): মুসলিম ভিন্ন একটি হাদীস্ব উল্লেখ করেছেন: ⟨ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন রাহওয়ায় আল-হানযালী⟩⟨সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ⟩⟨আল-আলা' বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব আল-হুরকী⟩⟨তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব)⟩⟨আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)⟩ বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন– من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام 'যে ব্যক্তি কোন স্বলাত আদায় করলো অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না, তা খিদাজ খিদাজ খিদাজ তথা অসম্পূর্ণ।' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল- যখন আমরা ইমামের পিছনে দাঁড়াই? তিনি উত্তর দিলেন- ওটা মনে মনে পড়, কারণ আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله حمدني عبدي، وإذا قال {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, আমি স্বলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে- তা সে পাবে। এরপর বান্দা যখন বলে, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন) অর্থ: সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য); আল্লাহ তাআ'লা এর জবাবে বলেন- আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ 'আর-রহমানির রহীম' (তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তাআ'লা বলেন- বান্দা আমার তা'রীফ করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ('মালিকি ইয়াওমিদ্দীন) অর্থ: তিনি বিচার দিনের মালিক; তখন আল্লাহ বলেন- আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি এও বলেন, বান্দা সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন) অর্থ: আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা

---

১০৮. মুসলিম ৮০৬, নাসাঈ ৯১২, ইবনু হিব্বান ৭৭৮, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

করি; তখন আল্লাহ বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চায় তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝﴾ (ইহ্দিনাস্ব স্বিরাতাল মুস্তাকীম, স্বিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলায়হিম, গাইরিল মাগদূবি আলায়হিম অলাদ্-দাল্লীন) অর্থ: আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন। যে সব লোকেদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়- তাদের পথেই আমাদের পরিচালনা করুন; তখন আল্লাহ বলেন- এসবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায় তা তাকে দেয়া হবে। এগুলো নাসাঈর শব্দ। আর মুসলিম ও নাসাঈ উভয়েই নিম্নলিখিত শব্দাবলী উল্লেখ করেছেন- فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ-এর অর্ধেকটা আমার জন্য, আর অর্ধেকটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দা যা চায় তা সে পাবে।[১০৯] অনুরূপভাবে ইবনু ইসহাক আল-আলা' থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ইবনু জুরায়জের হাদীস্ব আলা'-এর সূত্রে আবুস সাইব থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী উওয়ায়স আল-আলা' তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) ও আবুস সাইব আবূ হুরায়রাহ সূত্রেও হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী হাদীস্বটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আমি আবূ যুরআহকে এ সকল হাদীস্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উভয়টি স্বহীহ।

২৪৪. ইবনু জারীর বলেন, স্বালিহ বিন মুসমার আল-মারওয়াযী যায়দ ইবনুল হুবাব আম্বাসাহ বিন সাঈদ মুতাররিফ বিন তারীফ সাঈদ বিন ইসহাক বিন কা'ব বিন উজরাহ .... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমি সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করে ভাগ করে দিয়েছি। সে যা চাইবে তা সে পাবে। তাই যখন বান্দা বলে ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করছে। যখন সে বলে ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝﴾ তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমর বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে। যখন সে বলে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার প্রাপ্য অংশ। সূরার অবশিষ্টাংশ তার প্রাপ্য।[১১০] এই হাদীস্বটি উল্লিখিত সানাদে গরীব।

এ হাদীস্বের ব্যাখ্যা

[[প্রথমঃ]]

সর্বশেষ হাদীস্বটিতে "স্বলাত" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কুরআন পাঠ বুঝানোর স্থলে (এ ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা) যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন– ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾ **"তোমার স্বলাতে স্বর উচ্চ করো না, আর তা খুব নীচুও করো না, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।"**[১১১] অর্থাৎ কুরআন পাঠের ব্যাপারে যেমনটি স্বহীহ বুখারী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছে।[১১২]

---

১০৯. মুসলিম ৩৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৪, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসাঈ ৯০৯, আবূ দাউদ ৮২১, আহমাদ ৯৬১৬, মুয়াত্তা মালিক ১৮৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। (দ্রষ্টব্য: ২২৯ নং হাদীস্ব।)

১১০. তাবারী ২২৪, শায়খ আবুল আশবাল (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'তাফসীর তাবারী'-এর তা'লীকে উল্লেখ করেছেন, সানাদটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। অতঃপর তিনি ইবনু কাস্বীর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর কথাটি নকল করে বলেন, উক্ত হাদীস্বটি অর্থগতভাবে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস্ব থেকে প্রমাণিত, আর তাইই উক্ত হাদীস্বকে স্বহীহ করার জন্য শক্তিশালি শাহিদ।

১১১. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:১১০

১১২. বুখারী ৭৫২৫, আহমাদ ১৫৫। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৫. (স্বহীহ): উপরন্তু সর্বশেষ হাদীসটিতে আল্লাহ বলেছেন–

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"আমি স্বলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দুভাগে ভাগ করেছি, অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা তাই পাবে যা সে চেয়েছে।"[১১৩] অতঃপর আল্লাহ এই ভাগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা দ্বারা সূরা ফাতিহার পাঠকে বুঝানো হয়েছে, যা কিনা স্বলাতের বড় বড় স্তম্ভগুলোর একটি। এ জন্য এখানে "স্বলাত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যদিও এর দ্বারা স্বলাতের একটি অংশকেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরআন পাঠ। তদ্রূপ, "পাঠ করা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে "স্বলাত" বুঝানোর জন্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতীয়মান হয়– ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ **"আর ফাজ্‌রের স্বলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজ্‌রের স্বলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়"[১১৪] যা ফজরের স্বলাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্বহীহাইনে উল্লেখ রয়েছে যে,** أَنَّهُ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ **রাতের এবং দিনের ফেরেশ্‌তারা এ স্বলাতে হাজির হন।"[১১৫]**

স্বলাতের প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী

উপরোক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, স্বলাতে কুরআন পাঠ করা জরুরী। এ মতের উপর ঐকমত্য **প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে স্বলাতে কি কুরআনের** যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করা ফরয না নির্দিষ্টভাবে **সূরা ফাতিহা পড়া ফরদ** তা নিয়ে ফুকাহাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও তার **শিষ্যগণসহ** একদল ফুকাহার অভিমত এই যে, স্বলাতে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয় বরং **কুরআন মজীদের** যে কোন স্থান হতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরদ। কারণ, স্বলাতে কিরাআত ফরদ হওয়া **সম্পর্কিত আয়াতে** নির্দিষ্টভাবে সূরাহ ফাতিহার কথা বলা হয়নি। বরং সেখানে সাধারণভাবে কুরআন **মাজীদের যেকোন অংশ** পাঠের কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট, আয়াতটি নিম্নরূপ ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ **"যে কোন স্থান হতে যা সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে।"**

২৪৬. (স্বহীহ): যেমন স্বহীহায়নে প্রমাণিত, স্বলাতে ভুলের ঘটনা বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা **করেছেন** যে, "একদা এক ব্যক্তি যথাযথভাবে স্বালাত আদায়ে অপারগ হলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে **বলেন,** إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ স্বলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বল, অতঃপর কুরআন মাজীদের যতটুকু পার পড়।"[১১৬] তারা বলেন, যা সহজ হয় তা তেলাওয়াত করার নির্দেশ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরা তিলাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং আমরা যা বলেছি তা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় কওল: পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও তাদের অনুসারী ও জামহূর উলামাগণ বলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরদ এবং এ ব্যতীত স্বালাত শুদ্ধ হবে না। আমরা যে হাদীস উল্লেখ করেছি তাও এ সত্যকেই প্রতিপন্ন করে।

---

১১৩. দ্রষ্টব্য: ২৪৩ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১১৪. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:৭৮

১১৫. বুখারী ৬৪৮, ফাতহুল বারী ২/৪৭১, মুসলিম ৬৪৯ ।**তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১১৬. বুখারী ৭৯৩, মুসলিম ৩৯৭, তিরমিযী ৩০৩, নাসাঈ ৮৮৪, আবূ দাউদ ৮৫৬, আহমাদ ৯৩৫২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৭. (স্বহীহ): কারণ নাবী (ﷺ) বলেছেন: " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " যে ব্যক্তি কোনো স্বলাত আদায় করলো অথচ তাতে উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না, তার স্বলাত অসম্পূর্ণ।[১১৭] খিদাজ অর্থ: অপূর্ণ বা অসম্পন্ন।

২৪৮. (স্বহীহ): যেমন ভিন্ন হাদীস্রে এসেছে, অপরিপূর্ণ। স্বহীহাঈন আরো লিপিবদ্ধ করেছে যে, উবাদাহ ইবনুস্র স্বামিত বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " যে ব্যক্তি এমন স্বলাত আদায় করল যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ।[১১৮]

২৪৯. (স্বহীহ): স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ও স্বহীহ ইবনু হিব্বানও উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " (যে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না তার স্বলাত হল না।)[১১৯]

[[দ্বিতীয়ঃ]]

স্বলাতের প্রতি রাকআতেই কি ফাতিহা পাঠ করা ফরয না শুধু এক বা একাধিক রাকআতে ফরদ? ইমাম শাফিঈসহ একদল ফকীহর অভিমত হল প্রতি রাকআতে স্বলাতে ফাতিহা পাঠ করা ফরদ। আরেক দল ফকীহ বলেন, স্বলাতের শুধু অধিকাংশ রাকআতে ফাতিহা পাঠ করা ফরদ। হাসান বাস্রীসহ বস্রা নগরীর অধিকাংশ ফকীহর মতে মাত্র এক রাকআতে ফাতিহা পাঠ করা ফরদ। এই মতের প্রবক্তাগণ দলীল হিসেবে বলেন,

২৫০. (স্বহীহ): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করে না তার স্বলাতই হয় না।[১২০] হাদীস্রে কত রাকআতে ফাতিহা পাঠ করতে হবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। তাই স্বলাতের রাকআতের ন্যূনতম সংখ্যক এক রাকআতে ফাতিহা পাঠ করলেই ফরদ আদায় হবে।

ইমাম আবূ হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তার একদল সঙ্গী-সাথী এবং স্রাওরী ও আওযাঈ বলেন, সূরা ফাতিহার কিরাতকে অনুসরণ করা যাবে না। বরং যদি এর স্থলে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াতও করে তবে তা যথেষ্ট হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ **"যে কোন স্থান হতে যা সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে।"** এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জ্ঞান রাখেন।

২৫১. (দঈফ): ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন, ০[আবূ সুফইয়ান আস সা'দী]x[আবূ নাদরাহ]x[আবূ সাঈদ]০ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا যে ব্যক্তি ফরদসহ অন্যান্য স্বলাতের প্রত্যেক রাকাআতে আলহামদু (সূরা) পাঠ না করে তার স্বলাত আদায় হয় না।[১২১]

---

১১৭. মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাউদ ৮২১, ইবনু মাজাহ ৮৩৮, তিরমিযী ৩১২, আহমাদ ৭৮২৩, রাওদুন নাদীর ৮০০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। (দ্রষ্টব্য: ২৪৩ নং হাদীস্র।)

১১৮. ফাতহুল বারী ৩/১২৩, বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪, আহমাদ ২২৭২৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১১৯. তিরমিযী ২৪৭, ইবনু খুযাইমাহ ৪৯০, ইবনু হিব্বান ১৭৮৯। **তাহকীক:** স্বহীহ। ইবনু হিব্বান বলেন,-এর সানাদটি স্বহীহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত-তালখীস্র' গ্রন্থে (১/২৪৬) বলেন, দারাকুতনী ও ইবনুল কাত্তান একে স্বহীহ বলেছেন।

১২০. দ্রষ্টব্য: ২৪৮ নং হাদীস্র। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২১. ইবনু মাজাহ ৮৩৯,মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৬৩২, মিস্বাহুয যুজাজাহ ৩০৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ১৪৪৪৫, দঈফ আল-জামি' ৬২৯৯। বুস্বায়রী তার মাজমা' আয-যাওয়াইদ (১/১২৯) -এর মাঝে বলেন, সানাদটি দুর্বল। সানাদে আবূ সুফইয়ান আস সা'দীর নাম তারীফ বিন শিহাব। কেউ বলেছেন, তার নাম ইবনু সা'দ। ইবনু আবদুল বার্র বলেন, সকলে তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

তবে উক্ত হাদীস্বের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত ও সংশয়মুক্ত নয়। এই সম্পর্কে আহকামুল কবীর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। (ইনশাআল্লাহ) এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[[তৃতীয়ঃ]]

স্বলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি মুক্তাদীর জন্যও ফরদ? এ সম্পর্কে ফুকাহাদের তিনটি অভিমত পাওয়া যায়:

প্রথম অভিমত: স্বলাতে ফাতিহা পাঠ করা যেরূপ ইমামের উপর ফরয তেমনি মুক্তাদীর উপরও ফরদ। কারণ, উপরোল্লেখিত হাদীস্বসমূহ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের বেলায়ই সমান প্রযোজ্য। কোন হাদীস্বেই স্বলাতে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতাকে শুধু ইমামের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় না।

দ্বিতীয় অভিমত: উচ্চৈঃস্বরে যথা ফজর, মাগরিব, এশা কিংবা নিম্নস্বরে অর্থাৎ যোহর বা আস্বর কোন স্বলাতেই মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরদ নয়। কারণ–

২৫২. (যঈফ): জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত।[122] অবশ্য উক্ত

---

১২২. **আহমাদ ১৪২৩৩, সিলসিলাহ যঈফাহ ২/৫৭, বায়হাকী তার 'আস সুনানুল কুবরা'** গ্রন্থে (২/১৬০) বিভিন্ন সূত্রে হাদীস্বটি উল্লেখ করেছেন **কিন্তু কোনটি দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়।**

যেমন জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস্বটি ইমাম দারাকুতনী তার 'আস সুনান' (১২২০) এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। আর তার **সানাদটি হচ্ছে**– ◊[ইসহাক আল-আওযাঈ][আবূ হানীফাহ][মূসা বিন আবূ আয়িশাহ][আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ][জাবির (রাঃ)]◊ তিনি **রাসূলুল্লাহ** (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী তার 'আল-কামিল' (২/২৯২) এর মাঝে ◊[হাসান বিন উমারাহ][মূসা বিন আবূ **আয়িশাহ**]◊ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, আবূ হানীফাহ ও হুসায়ন বিন উমারাহ এঁরা দু'জন ছাড়া কেউ মূসা **বিন** আবূ আয়িশাহকে সানাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেননি। আর তারা দু'জনই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হুসায়ন বিন **উমারাহ** তার যুগে একজন বড় ফাকীহ ছিলেন কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) তার ব্যাপারে বলেছেন যে, তিনি মাতরূক **(প্রত্যাখ্যানযোগ্য)**। শু'বাহ বলেন, কেউ যদি ইচ্ছে করে যে সে সবচেয়ে মিথ্যুককে একবার দেখবে তবে সে যেন হুসায়ন বিন **উমারাহ** এর দিকে তাকায়। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন 'মীযান' (২/২৬৬)।

অনুরূপভাবে এই হাদীস্বটি সুফইয়ান আস্ব স্বাওরী, শু'বাহ, ইসরাঈল বিন য়ূনুস, শারীক, আবূ খালিদ আদ দালানী, আবুল আহওয়াস, **সুফইয়ান** বিন উইয়ায়নাহ, জারীর বিন আবদুল হামীদসহ অন্যান্যরাও মূসা বিন আবূ আয়িশাহ থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ থেকে মুরসাল সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ (৮৫০) এর মাঝে ◊[আলী][মুহাম্মাদ][উবায়দুল্লাহ বিন মূসা][হাসান বিন স্বালিহ][জাবির (বিন ইয়াযীদ আল-হারিস আল-জু'ফী)][আবুয যুবায়র][জাবির (রাঃ)]◊ সূত্রে উক্ত হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সানাদে জাবির বিন ইয়াযীদ আল-হারিস আল-জু'ফী একজন দুর্বল রাবী। এক্ষেত্রে যদিও জাবির বিন ইয়াযীদ আল-হারিস এর তাবে' হিসেবে ইবনু আদী কর্তৃক রচিত 'আল-কামিল' (২/৮৯) এর মাঝে লায়স বিন আবূ সুলায়ম এর নাম পাওয়া যায় কিন্তু ইবনু আদী তার 'আল-কামিল' (২/৮৭) এর মাঝে লায়স এর জীবনী সম্পর্কে বলেন, ইয়াহইয়া বিন মাঈন লায়সকে দুর্বল রাবী বলেছেন। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ তার পিতা থেকে বলেন যে, লায়স একজন 'মুদতারাব' রাবী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করতেন। ইমাম বায়হাকী তার 'আস সুনান' (২/২২৮) এর মাঝে বলেন, জাবির আল-জু'ফী ও লায়স এদের দু'জনের বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুরূপভাবে হায়স্বামী তার আল-মাজমা' গ্রন্থে (২/১১১) উল্লেখ করেছেন যে, তাবারানী তার 'আল-আওসাত' গ্রন্থে আবূ হারূন আল-আবদীর ব্যাপারে বলেন, তিনি মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। অনুরূপভাবে অন্য সানাদে আবদুল্লাহ বিন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন (১/৩২৬) আর তার মাঝে মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল রয়েছেন, তিনিও মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। ইমাম বায়হাকী তার 'মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আস্বার এর মাঝে বলেন, সালামাহ বিন মুহাম্মাদ আল-ফাকীহ বলেছেন আমি আবূ মূসা আর রাযীকে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীস্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) থেকে উক্ত হাদীস্বটি আমাদের নিকট স্বহীহ নয়। তবে আমাদের শায়খগণ সেটি আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য স্বাহাবী থেকে বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার অনেকগুলো সানাদ থাকলে সেগুলো ত্রুটিমুক্ত নয়।

এই হাদীস্বটি প্রায় আটজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ), আবূ হুরায়রাহ (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), আনাস বিন মালিক (রাঃ)

হাদীসের সানাদটি দুর্বল। ওয়াহাব বিন কায়সানের বরাত দিয়ে ইমাম মালিক তাকে জাবির (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু নাবী ﷺ-এর বরাত দিয়ে বর্ণনাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় অভিমত: নিঃশব্দ স্বলাতে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরদ। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ পূর্বোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসকেই নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন। তারা বলেন, সশব্দে স্বলাতে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরদ নয়। কারণ,

২৫৩. (স্বহীহ): আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে নাবী করীম ﷺ বলেছেন: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا মুক্তাদীর অনুসরণের জন্যই ইমামকে ইমাম বানানো হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরা তাকবীর বল আর যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাক।[১২৩] অতঃপর হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়।

২৫৪. (স্বহীহ): ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا সে (ইমাম) যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাক।[১২৪] ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীসকে স্বহীহ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীস দুটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সশব্দ স্বলাতে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য ফরদ নয়। ইমাম আহমাদ হতে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিহাসংশ্লিষ্ট বিধি বিধানগুলো স্পষ্ট করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত মাসাআলাগুলো আলোচনা করলাম। সূরা ফাতিহা ভিন্ন অন্য কোন সূরার সাথে এতসব মাসায়েল সংশ্লিষ্ট নয়।

এবং আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)। এটি শা'বী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যদিও উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার ইল্লাতের কারণে আহলে ইলমগণ এর দুর্বলতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমন–

- হাফিয দারাকুতনী তার 'আস সুনান' গ্রন্থের কিতাবুস্ সালাত অধ্যায়ে বলেছেন যে, من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة এটি সর্বাবস্থায় দুর্বল।
- ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এই সংবাদটি ইরসাল ও ইনকেতা' (বিচ্ছিন্নতা), এ কারণে আহলে ইলম, আহলে হিজায, আহলে ইরাকসহ অন্যান্যদের নিকট প্রমাণিত নয়। দেখুন– "خير الكلام في القراءة خلف الإمام" (ص/٩) مكتبة الإيمان – الطبعة الثانية – ١٤٠٥هـ
- ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'মুসনাদ' গ্রন্থগুলো উক্ত হাদীসটিকে বিভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার সবগুলোই দুর্বল। তবে একটি বিশুদ্ধ সূত্র পাওয়া যায় কিন্তু সেটিও মুরসাল।
- ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন জাবির (রাঃ), আলী (রাঃ), ইবনু উমার (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং ইমরান বিন হুস্নায়ন (রাঃ) থেকে কিন্তু তার কোনটি প্রমাণিত নয়। দেখুন– 'আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ' ১/৪২৮।
- হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তার কোনটিই নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।
- হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাদীসের সকল হাফিযদের নিকট দুর্বল। এর সকল সানাদ ও ত্রুটি ইমাম দারাকুতনীসহ অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/২৪২)

তিনি আরও বলেন, (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) এটি জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। স্বাহাবীদের একটি দল থেকেও বিভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সকল সানাদই ত্রুটিযুক্ত। দেখুন– 'তালখীসুল হাবীর' (১/২৩২)।

- ইমাম নাবাবী (রহঃ) ও এটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন– 'আল-খুলাসাহ' (১/৩৭৭)।

তাহকীক: দঈফ।

১২৩. মুসলিম ৪১৪, আবূ দাউদ ৬০৪, নাসাঈ ৯২০, ইবনু মাজাহ ৮৪২, আহমাদ ৯১৫১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২৪. মুসলিম ৪০৪, আবূ দাউদ ৬০৪, ইবনু মাজাহ ৮৪৬, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২/৬৫। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। সানাদটি মুহাম্মাদ বিন আজলান-এর কারণে হাসান। ইমাম মুসলিম তার হাদীসকে স্বহীহ বলেছেন। আবূ দাউদ, দারাকুতনী ও বায়হাকী তার হাদীসকে (নাসবুর রায়াহ ২/১৬)-এর মাঝে দুর্বল বলেছেন।

২৫৫. (দ্বঈফ): হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী গাসসান বিন উবায়দ আবূ ইমরান আল-জাওনী আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন যদি সূরা ফাতিহা (আলহামদু লিল্লাহ) ও সূরা ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহু) সূরা পাঠ কর তাহলে তুমি মৃত্যু ভিন্ন অন্য সব বিপদ হতে মুক্ত থাকবে।[১২৫]

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস্ব আছে। কাজেই প্রত্যেক স্বলাতে প্রত্যেক রাক'আতে ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা জরুরী।

الإستعاذة (আশ্রয় প্রার্থনার) ব্যাখ্যা

আল্লাহ বলেছেন–

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾

"ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও আর জাহিলদেরকে এড়িয়ে চল। শয়তান যদি উস্কানি দিয়ে তোমাকে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১২৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝﴾

"মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তাই দিয়ে, তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত। আর বল : 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে তারা আমার কাছে আসতে না পারে।"[১২৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾

"উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল, এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা ভাগ্যবান। শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[১২৮]

এখানে মাত্র তিনটি আয়াত উদ্ধৃত করা হল যেগুলো এ অর্থ বহন করে। আল্লাহ আদেশ করেছেন আমরা যেন মানুষ শত্রুর প্রতি কোমল হই যাতে কারো কোমল প্রকৃতি শত্রুকে তার সহযোগী ও সমর্থকে

---

১২৫. মুসনাদ আল-বাযযার ৭৩৯৩, আন নাফিলাতু ফিল আহাদীস্বিদ দ্বঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১৪৬, আল-জামিউল কাবীর ২৯৫২, কানযুল উম্মাল ৪১২৭৯, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭০৩০, সিলসিলাহ দ্বঈফাহ ৫০৬২, স্বহীহ ও দ্বঈফ আল-জামি' ১৭৩৫, দ্বঈফ আল-জামি' ৭২২, দ্বঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৪৭। বাযযার বলেন, সানাদে গাসসান বিন উবায়দ দুর্বল। যদিও ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। সানাদের বাকি রাবী বিশুদ্ধ। তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বলেন, ইবনু মাঈন ও ইবনু আদীসহ অন্যারাও তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। **তাহক্বীক আলবানী:** দ্বঈফ।

১২৬. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৯৯-২০০

১২৭. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৯৬-৯৮

১২৮. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৩৪-৩৬

পরিণত করে। তিনি আরো আদেশ করেছেন শয়তান শত্রু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে, কারণ আমরা শয়তানের সঙ্গে দয়ার্দ্র ও কোমল ব্যবহার করলেও সে তার শত্রুতায় নরম হবে না। মানব জাতির পিতা আদমের প্রতি তার চরম শত্রুতা ও হিংসার কারণে শয়তান আদমের সন্তানদের ধ্বংস সাধনের পথ খুঁজে বেড়ায়। আল্লাহ বলেন-

﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ﴾

"হে আদাম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিল।"[১২৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾

"শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়।"[১৩০]

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾

"এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে আর তার বংশধরকে অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। যালিমদের এই বিনিময় বড়ই নিকৃষ্ট!"[১৩১]

শয়তান আদমকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সে আদমকে পরামর্শ দিতে চায়, কিন্তু আসলে সে মিথ্যা বলছিল। কাজেই সে আমাদের প্রতি আর কেমন আচরণ করবে যখন সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে,

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾

"আপনার ক্ষমতার কসম! আমি ওদের সব্বাইকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে।"[১৩২]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ﴾

"তুমি যখনি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইবে। যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর তার কোন প্রভাব খাটে না, আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তার প্রভাব কেবল তাদের উপরই খাটে যারা তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আর যারা তাকে আল্লাহ্র শরীক করে।"[১৩৩]

একদল ফকীহ ও কারী বলেন, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শেষে তিলাওয়াতকারী শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইবাদতে নিজের অহঙ্কার দূরীভূত করার জন্য। আর যারা হামযার ঐ কথার দিকে গিয়েছেন, যা তার থেকে ইবনু কালূকা ও আবূ হাতিম আস-সাজিসতানী বর্ণনা করেছেন। আবুল কাসিম ইউসুফ বিন আলী বিন জুবারাহ আল-হুযালী আল-মাগরিবী 'আল-ইবাদাতুল কামিল'

---

১২৯. সূরাহ আ'রাফ ৭:২৭
১৩০. সূরাহ আল-ফাতির ৩৫:৬
১৩১. সূরাহ আল-কাহ্ফ ১৮:৫০
১৩২. সূরাহ স-দ ৩৮:৮২-৮৩
১৩৩. সূরাহ নাহল ১৬:৯৮-১০০

গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি গরীব সূত্রে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উমার আর-রাযী তার তাফসীরে ইবনু সীরীন থেকে উল্লেখ করেছেন। অন্য রেওয়ায়াতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, তা হল ইবরাহীম আন নাখঈ ও দাউদ বিন আলী আল-আস্‌বাহানী আয-যাহিরী-র উক্তি। কুরতুবী আবূ বাকর ইবনুল আরাবী থেকে, তারা সকলে মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, পাঠক সূরা ফাতিহার পরেও আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইবনুল আরাবী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। তৃতীয় উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে ও শেষে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। দুই দলীলকে একত্রিত করে ফাখরুদ্দীন আর রাযী উল্লেখ করেছেন।[১৩৪]

কুর'আন পাঠের পূর্বে আশ্রয় প্রার্থনা

প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে যে, জামহূর উলামা বলেন, মনের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য 'তাআওউয' পাঠ করবে। আর তা হবে তিলাওয়াতের শুরুতে।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ **"তুমি যখনি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।"**[১৩৫] অর্থাৎ তুমি যখন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে..। **তদ্রূপ, আল্লাহ বলেছেন–**

﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন স্বলাতের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্ত দ্বয় ধৌত করবে।"[১৩৬] অর্থাৎ তোমরা স্বলাতে দাঁড়ানোর পূর্বে, যা প্রতীয়মান হয় হাদীস্বগুলো থেকে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

২৫৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন, ০{মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আনাস}{জা'ফার বিন সুলায়মান}{আলী বিন আলী আর রিফাঈ আল-ইয়াশকূরী}{আবুল মুতাওয়াক্কিল আন নাজী}{আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}০ বলেছেন– রাতে যখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাতে দণ্ডায়মান হতেন, তিনি তাঁর স্বলাত শুরু করতেন তাকবীর দিয়ে (আল্লাহু আকবার বলতেন)। অতঃপর অনুনয় বিনয় করে বলতেন, "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা তোমরাই জন্য, বরকতমণ্ডিত হোক তোমার নাম, উচ্চ হোক তোমার ক্ষমতা, নেই সত্যিকার কোন ইলাহ তুমি ব্যতীত। অতঃপর তিনি তিনবার বলতেন- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন ইলাহ নেই। এরপর তিনি বলতেন-

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

(আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও কবিতা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি।)

সুনানের চারজন সঙ্কলক এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটিকে তিরমিযী এ বিষয়ের খুবই প্রসিদ্ধ হাদীস্ব হিসেবে গণ্য করেছেন।[১৩৭]

---

১৩৪. তাফসীরুল কাবীর ১/৫৭, ৫৮।
১৩৫. সূরাহ নাহল ১৬:৯৮
১৩৬. সূরাহ মায়িদাহ ৫:৬

রাবী বলেন, الهمز অর্থ: গলা টিপে হত্যা করা আর النفخ অর্থ অহঙ্কার ও النفث অর্থ কবিতা।

২৫৭. (স্বহীহ লিগায়রিহি): আবূ দাঊদ এবং ইবনু মাজাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ➤শু'বাহ্➤আমর বিন মুররাহ্➤আসিম আল-আনাযী (মাজহূল বা অপরিচিত)➤নাফি' বিন জুবায়র বিন মুতঈম➤তার পিতা (জুবায়র বিন মুতইম) ➤ বলেছেন– আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন স্বলাত আরম্ভ করতেন তিনি বলতেন, اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا আল্লাহু আকবার কাবীরা - ৩ বার, الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا আল-হামদু লিল্লাহি কাস্বীরা ৩ বার, سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 'সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আস্বীলা' অর্থাৎ দিনে রাতে আল্লাহর পবিত্রতা। ৩ বার, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় নিচ্ছি, তার কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও কবিতা হতে। আমর বলেছেন 'হামজ' অর্থ: নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া, নাফ্খ অর্থ: অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য এবং নাফস অর্থ কবিতা।[১৩৮]

২৫৮. (স্বহীহ): ইবনু মাজাহ্ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ➤আলী ইবনুল মুনযির➤ইবনু ফুদায়ল➤আতা' ইবনুস সাইব➤আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী➤ইবনু মাসউদ (রাঃ) ➤ বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে তার কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও কবিতা থেকে। তিনি বলেছেন– হামজ অর্থ মৃত্যু, নাফখ্ অর্থ অহঙ্কার এবং নাফস অর্থ কবিতা।[১৩৯]

২৫৯. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ➤ইসহাক বিন ইউসুফ➤শারীক➤ইয়া'লা বিন আতা'➤জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)➤আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) ➤ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার তিনবার, লা ইলাহা ইল্লাহ তিনবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি তিনবার বলতেন। অতঃপর বলতেন– أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে তার কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও কবিতা থেকে।[১৪০]

---

১৩৭. আহমাদ ১১২৬০, আবূ দাউদ ৭৭৫, তিরমিযী ২৪২, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৭, নাসায়ী ৮৯৯, ৯০০, স্বহীহ ইবনু খুযাইমাহ ৪৭০, ইবনু মাজাহ ৮০৪, ৮০৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৩৮. আবূ দাউদ ৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৮০৭, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৩, ইবনু খুযায়মাহ ৪৬৮, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৭৭। **তাহকীক আলবানী:** ثلاثا শব্দ ব্যতীত স্বহীহ লিগায়রিহি। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে একটি শাওয়াহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। ইবনু খুযায়মাহ বলেন, উক্ত হাদীস্বের সানাদে দু'জন রাবী অপরিচিত আসিম আল-আনাযী ও আব্বাদ বিন আসিম তারা উভয়ে মাজহূল বা অপরিচিত, তাদের স্বহীহ হওয়া সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১৩৯. ইবনু মাজাহ ৮০৮, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪৭২, **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১/২৮৫, তিনি বলেন, সানাদটি দুর্বল, সানাদে আতা ইবনুস সাইব শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল তার সংমিশ্রণ করার পর তার থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। মিস্ববাহুয যুজাজাহ ১/১২৯, তিনি বলেন, সানাদে আতা ইবনুস সাইব শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল তার সংমিশ্রণ করার পর তার থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ বলেন, আবদুর রহমান আস সুলামী ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। তবে আবূ সাঈদ ও জুবায়র বিন মুতঈম থেকে-এর শাওয়াহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়।

১৪০. আহমাদ ২১৬৭৫, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্বীন ৫১৩৯। সানাদটি দুর্বল, সানাদে একজন রাবী রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আন নাতাইজ' (১/৪২২) গ্রন্থে বলেন, ইবনু খুযায়মাহ বলেছেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না তবে তিনি আসিম বা আব্বাদ বিন আসিম হবে। **তাহকীক:** হাদীস্বের শেষের অংশটুকুর শাহিদ পাওয়া যায় কিন্তু কোথাও 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলার কথাটি পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়াংশের শাহেদ থাকায় শুআয়ব আল-আরনাউত সেটিকে হাসান লি গায়রিহি বললেও সানাদের ভিত্তিতে উক্ত হাদীসটি দুর্বল। আবূ দাউদে এটি রাতের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত।

কেউ রাগান্বিত হলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা

২৬০. (সহীহ): হাফিয আবূ ইয়া'লা আহমাদ বিন আলী ইবনুল মুস্নান্না তার মুসনাদে বলেছেন, ⟨আবদুল্লাহ বিন উমার বিন আবান আল-কূফী⟩⟨আলী বিন হাশিম ইবনুল বুরায়দ⟩⟨ইয়াযীদ বিন যিয়াদ⟩⟨আবদুল মালিক বিন উমায়র⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা⟩⟨উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেছেন আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে দু' ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল, অতিরিক্তি রাগের কারণে তাদের একজনের নাক লাল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- إِنِّي لَأَعْلَمُ شَيْئًا لَوْ قَالَهُ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ আমি অবশ্যই কতকগুলো কথা জানি সে যদি সেগুলো বলে তাহলে তা অবশ্যই দূর হয়ে যাবে যা তাকে পেয়ে বসেছে, তা হল: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি। নাসাঈও তার কিতাব আল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ-তে ⟨ইউসুফ বিন ঈসা আল-মারওয়াযী⟩⟨ফাদল বিন মূসা⟩⟨ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জা'দ⟩ এর সূত্রে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪১]

২৬১. উক্ত হাদীস্র ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ⟨আবূ সাঈদ⟩⟨যাইদাহ ও আবূ দাউদ⟩⟨ইউসুফ বিন মূসা⟩⟨জারীর বিন আবদুল হামীদ⟩-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ ⟨বুনদার⟩⟨ইবনু মাহদী⟩⟨আস স্নাওরী⟩⟨আবদুল মালিক বিন উমায়র⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা⟩⟨মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ সূত্রে ইমাম নাসাঈ যাইদাহ বিন কুদামাহ থেকেও বর্ণনা করেছেন। আর তারা তিনজন আবদুল মালিক বিন উমায়র থেকে, তিনি আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা, তিনি মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে ঝগড়া করছিলেন। তাদের একজন ভীষণ উত্তেজিত হল। আমার (মুআয বিন যাবাল) মনে হল ক্রোধে তার নাসিকা ফুলে গেল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তা উচ্চারণ করলে সে যেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে নিশ্চয় **তা দূর হয়ে যাবে। বললাম,** ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা কী? তিনি বলেন, সে পড়বে اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ **(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শয়তানির রাজীম)** অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি বিতাড়িত **শয়তান হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)** তাঁকে এই বাক্যটি পড়তে বললেন। কিন্তু সে তা পড়ল না এবং তার ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল।[১৪২] এ শব্দগুলো আবূ দাউদের। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি مرسل (বিচ্ছিন্ন)। কারণ, আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাত পাননি। কারণ তিনি বিশ হিজরীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

আমি (ইবনু কাস্মীর) **বলছি:** আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সম্ভবত হাদীসটি উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে সরাসরি এবং মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে পরোক্ষভাবে শুনেছেন। কারণ উক্ত ঘটনা একাধিক সাহাবা প্রত্যক্ষ করেছেন।

---

১৪১. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০২২৩। ইবনু হাজার আল-আসকালানী এই হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। উক্ত হাদীসের মাঝে নাকের কথা বলা হলেও অনুরূপ সহীহ হাদীসের কোথাও নাকের কথা বলা হয়নি। সেগুলোতে রাগের কারণে চেহারা লাল হয়ে যাওয়া ও গলার শিরাগুলো ফুলে উঠার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন– বুখারী (৩২৮২), সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪২৫৬, সহীহ আল-জামি' ২৪৯১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৪২. আবূ দাউদ ৪৭৮০, তিরমিযী ৩৪৫২, নাসাঈ ৩০৯ আহমাদ ২১৫৮১, ২১৬০৬, আল-জামিউস সহীহ ২৪৯১, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৬৩। **তাহকীক আলবানী:** فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا কথাটি ব্যতীত সহীহ। এই কথাসহ হাদীসটি দঈফ।

২৬২. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী লিখেছেন যে, «উসমান বিন আবূ শায়বাহ»জারীর»আল-আ'মাশ»আদী বিন স্বাবিত»সুলায়মান বিন সূরাদ» বলেছেন, দু' ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যখন আমরা তাঁর সাথে বসেছিলাম। একজন অন্যজনকে অভিশাপ দিচ্ছিল এবং রাগে তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। নাবী (ﷺ) বললেন- আমি অবশ্যই কতকগুলো কথা জানি, যদি সেগুলো বলে তবে যা তাকে পেয়ে বসেছে অবশ্যই তা দূর হয়ে যাবে। সে বাক্য হলো: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজীম) 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তারা লোকটিকে বললেন- তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা আল্লাহর রসূল কী বলেছেন? লোকটি বলল- আমি পাগল নই। মুসলিম, আবূ দাউদ ও আন্ নাসাঈও এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪৩]

আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস্ব আছে। এ বিষয়টি দুআ ও নেক কাজের ফদীলাত সম্পর্কিত অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কুরআন নিয়ে রসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নিকট প্রথমবার এসে তাঁকে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করার জন্য বলেন।

২৬৩. (দঈফ): ইমাম আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বলেছেন, «কুরায়ব»উসমান বিন সাঈদ»বিশর বিন উমারাহ (দুর্বল)»আবূ রাওক»দহহাক»........»আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)» বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রথমবার কুরআনের বাণী নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: হে মুহাম্মাদ! তাআওউয পাঠ করুন। নাবী (ﷺ) পড়লেন "আসতাঈযু বিস সামীইল আলীম মিনাশ শয়তানির রজীম।" অতঃপর জিবরাঈল বললেন, এবার পড়ুন بسم الله الرحمن الرحيم এরপর বললেন, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এই সূরাই জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ভাষায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রথম সূরা।[১৪৪] অবশ্য উক্ত আস্বারটি গরীব (সমর্থিত নয়), পরিচিতির কারণে এটা আমরা উল্লেখ করেছি। এর সানাদটি দুর্বল ও মুনকাতি। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী)।

ইস্তিআযাহ (আশ্রয় প্রার্থনা) কি জরুরী?

মাসআলাহ: জামহূর উলামা বলেন, (স্বলাতে এবং কুরআন পাঠে) ইস্তিআযাহ পাঠের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা জরুরী নয়। কাজেই তা পাঠ না করলে পাপ হবে না। কিন্তু আর-রাজি উল্লেখ করেছেন যে, আতা' বিন আবী রাবাহ বলেছেন, স্বলাতে এবং কুরআন পাঠের সময় ইস্তিআযাহ জরুরী। ইবনু সীরীন বলেন, জীবনে একবার 'তাআওউয' পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে। আতা' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র কথার সমর্থনে রাযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ আয়াতের সোজাসুজি অর্থের উপর নির্ভর করেছেন- (فاستعذ...) তিনি বলেছেন, আয়াতটিতে একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়িত করতে হবে। নাবী (ﷺ)ও সর্বদা ইস্তিআযাহ পাঠ করেছেন। উপরন্তু ইস্তিআযাহ শয়তানের খারাপি দূর করে দেয়। এটা জরুরী, কারণ সূত্র হল দ্বীনের একটি জরুরী কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয় সেটাও জরুরী। যখন কেউ বলবে- 'আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন এটাই যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন,

---

১৪৩. বুখারী ৬১১৫, ফাতহুল বারী ১৭/২০২, আবূ দাউদ ৪৭৮২, মুসলিম ২৬১০, নাসায়ী কুবরা ৬/১০৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৪৪. তাবারী ১/৯৭ হাঃ ১৩৭। **হাদীস্বটি দুটি কারণে দুর্বল;** প্রথমত: সানাদে বিশর বিন উমারাহ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার। দ্বিতীয়ত: দহহাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাক্ষাৎ পাননি। **তাহকীক:** দঈফ।

ইস্তিআযাহ শুধু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। তার উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফরদ্ব স্বলাতে ইস্তিআযাহ করতেন না। তিনি শুধু রমাদানের প্রথম রজনীতে সুন্নাত (তারাবীহর) স্বলাতে ইস্তিআযাহ করতেন।

মাসআলাহ: ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'ইমলা' গ্রন্থে লিখেছেন, মুস্বল্লীরা সরবে ইস্তিআযাহ পড়বে। তবে নীরবে পড়লে ক্ষতি নেই। কারণ উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিম্নস্বরে ও আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। ইমাম শাফিঈ প্রথম রাকাআত ব্যতীত অন্যান্য রাকাআতে ইস্তিআযাহ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেছেন। অন্যদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেননি। শেষোক্ত মতই সবল। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইস্তিআযাহ'র ফযীলত

ইমাম শাফিঈ ও আবূ হানীফাহ (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, **ইস্তিআযাহ পাঠের জন্য** أعوذ بالله من الشيطان الرجيم **বললেই চলবে।**

অনেকে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত আকারে বলেছেন, أعوذ بالله السميع العليم (আউযু বিল্লাহিস সামীঈল আলীম) **বলবে, অন্যরা বলেন,** বরং বলবে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم এই উক্তিটি **সুফইয়ান স্বাওরী** ও আল-আওযাঈ বলেছেন। পূর্ববর্ণিত আয়াত ও ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)এর হাদীসের **ভিত্তিতে ইস্তিআযাহ** হল: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم তবে উপরোক্ত হাদীস্র অধিকতর অনুসরণযোগ্য। **আল্লাহই** সর্বজ্ঞ।

মাসআলাহ: ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, স্বলাতের মাঝে ইস্তিআযাহ হল তিলাওয়াতের জন্য। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, উক্ত বিধান স্বলাতের জন্যই। তাই মুক্তাদী স্বলাতে কিরাআত পড়বে না বটে, তাআউয পড়বে। তেমনি ঈদের স্বলাতে তাকবীরে তাহরীমার পরও অতিরিক্ত তাকবীরের পর ইস্তিআযাহ পড়তে হবে।

মুখ যে বেহুদা কথায় লিপ্ত হয়েছিল ইস্তিআযাহ তাথেকে তাকে পরিষ্কার করে। ওটা মুখকে পবিত্র করে এবং আল্লাহর কালাম পাঠ করার জন্য মুখকে প্রস্তুত করে। তদুপরি ইস্তিআযাহ পাঠ সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ক্ষমতার স্বীকৃতিকে অনিবার্য করে। বান্দাহর স্বীয় অভ্যন্তরীণ শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য ইস্তিআযাহ তার বিনয়-নম্রতা, দুর্বলতা ও অক্ষমতার ধারণাকে সুদৃঢ় করে। বান্দাহর ঐ শত্রুকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং একমাত্র তিনিই তাকে বিতাড়িত ও পরাজিত করতে সক্ষম। মানুষ শত্রুর বিপরীতে ইবলিস শত্রু দয়ামায়া লাভের আকাঙ্ক্ষী নয়। আল-কুরআনে তিনটি আয়াত আছে যা এ সত্যকে প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেছেন–

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾

"আমার বান্দাহ্দের ব্যাপার হল, তাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না।' কর্ম সম্পাদনে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।"[১৪৫] এ কথা বলা দরকার যে, মানুষ শত্রু যে সব মু'মিনকে হত্যা করে তারা শহীদ হয়, কিন্তু যারা অভ্যন্তরীণ শত্রু শয়তানের খপ্পরে পড়ে তারা ডাকাত হয়। উপরন্তু যে সব মু'মিন ব্যক্তি দৃশ্যমান শত্রু কাফেরের দ্বারা পরাজিত হয় তারা একটা পুরষ্কার লাভ করে, কিন্তু যারা ভিতরের

১৪৫. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭: ৬৫।

শত্রু দ্বারা পরাজিত হয় তারা পাপ অর্জন করে এবং পথভ্রষ্ট হয়। যেহেতু শয়তান মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পায়না, কাজেই এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, বিশ্বাসীগণ শয়তান হতে তাঁরই আশ্রয় নিবে যাঁকে শয়তান দেখতে পায় না। ইস্তিআযাহ আল্লাহর নৈকট্যে আসার এবং সমস্ত খারাপ সৃষ্টির খারাপী হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার একটা রূপ।

ইস্তিআযাহ অর্থ কী?

الإستعاذة অর্থ: কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া। العيادة শব্দটি ক্ষতি প্রতিরোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে العياذ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা অর্থে। কবি মুতানাব্বি যেমনটি কাব্যাকারে উল্লেখ করেছেন:

يا من ألوذ به فيما أؤمله   ومن أعوذ به مما أحاذره

لا يجبر الناس عظما أنت كاسره   ولا يهيضون عظما أنت جابره

"হে সেই সত্তা, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য আমি যার সাহায্য প্রার্থী এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হতে বাঁচার জন্য যার আশ্রয় প্রার্থী; তুমি যে হাড্ডি গুঁড়া কর, তা কেউ জোড়া দিতে পারে না এবং যে হাড্ডি তুমি জুড়ে রাখ তা কেউ ভাঙ্গতে পারে না।"

পরিচ্ছেদ

الإستعاذة শব্দের অর্থ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم অর্থাৎ 'আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাতে সে আমার দ্বীন দুনিয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতি করা থেকে নিবারিত থাকে, যাতে সে আমাকে সেসব কাজ করতে বাধা দিতে না পারে যেগুলো করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি আর আমাকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা করতে আমাকে প্রলুব্ধ করতে না পারে। শয়তানের খারাপি যাতে আদম সন্তানকে স্পর্শ করতে না পারে এটা করতে আল্লাহই কেবল সক্ষম। এ জন্য আল্লাহ আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন আমরা যেন মানুষ শয়তানের প্রতি কোমল ও দয়াদ্র আচরণ করি যাতে সে তার কুকর্ম থেকে বিরত হয়। অন্যদিকে শয়তানের খারাপি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন, কারণ শয়তান ঘুষ গ্রহণ করে না, দয়ামায়া তাকে প্রভাবিত করে না, কারণ সে নির্ভেজাল শয়তান। তাই একমাত্র তিনিই শয়তানের শয়তানি বন্ধ করতে সক্ষম যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। আল কুর'আনের মাত্র তিনটি আয়াতে এ অর্থটি ব্যক্ত হয়েছে। সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেছেন ঃ-

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

"ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দাও আর জাহিলদেরকে এড়িয়ে চল।"[১৪৬]

এটা হল মানুষদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। অতঃপর তিনি একই সূরাতে বলেছেন ঃ

﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

---

১৪৬. সূরাহ আ'রাফ ৭:১৯৯

"শয়তান যদি উস্কানি দিয়ে তোমাকে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১৪৭]

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ①﴾

"মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে।"[১৪৮]

আল্লাহ সূরা মু'মিনূন-এ আরো বলেছেন–

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝﴾

"মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তাই দিয়ে, তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত। আর বল : হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে তারা আমার কাছে আসতে না পারে।"[১৪৯]

অধিকন্তু সূরা হামীম সাজদাহ্‌য় আল্লাহ বলেছেন

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰىهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝﴾

"ভাল আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল, এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা ভাগ্যবান। শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"[১৫০]

শয়তানকে শয়তান বলা হয় কেন?

আরবী ভাষায় শয়তান শব্দটি (شطن) শাতানা থেকে উদ্ভূত যার অর্থ দূরের বস্তু। এজন্য শয়তানের আচরণ মানুষের থেকে আলাদা আর তার পাপের পন্থাগুলো যাবতীয় সৎকাজ থেকে বহু দূরে। এটাও বলা হয়েছে যে, শয়তান 'শাতা' থেকে বুৎপন্ন, কারণ তাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কতক বিদ্বান বলেছেন, উভয় অর্থই সঠিক, যদিও তারা উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম অর্থটি আপাতদৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে প্রদত্ত ঐশ্বর্য ও পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উমায়্যা বিন আবুস সালত বলেন,

أيما شاطن عصاه عكاه   ثم يلقى في الجن والأغلال

যদি শয়তানও তার অবাধ্য হত, তবে তিনি তাকেও গ্রেফতার করে জেলখানায় জিঞ্জিরাবদ্ধ করতেন।

কবি এখানে শয়তানকে বুঝানোর জন্য شاطن (শাতিন) শব্দ ব্যবহার করেছেন। শাতিন শব্দের শব্দমূল ش-ط-ن যদি তার শব্দমূল ش- أ- ط হত তবে তিনি شاطن শব্দের পরিবর্তে شائط শব্দের ব্যবহার করতেন।

---

১৪৭. সূরাহ আ'রাফ ৭:১৯৯
১৪৮. সূরাহ মু'মিনূন ২৩:১
১৪৯. সূরাহ মু'মিনূন ২৩:৯৬-৯৭
১৫০. সূরাহ হা মীম সাজদাহ ৪১:৩৪-৩৬

অনুরূপ কবি নাবিগা যুবয়ানী (যিয়াদ বিন আমর বিন মুআবিয়াহ বিন জাবির বিন যুব্বাব য়্যারবূ বিন মুররাহ বিন সা'দ বিন যুরয়ান) বলেন,

نأت بسعاد عنط نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين

দূরবর্তী পথ সুআদকে তোমার নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেছে। সেখানেই সে নিশিযাপন করেছে। অথচ হৃদয় তার নিকট বন্ধক রয়েছে।

এখানে কবি দূরবর্তী شطون শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তার ধাতু হচ্ছে ن – ط – ش, যদি ن – ا – ش শব্দমূল হত তবে তিনি شطون শব্দের পরিবর্তে شائط শব্দ ব্যবহার করতেন।

উপরন্তু সিবাওয়াইহ (প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ) বলেছেন– যখন কেউ শয়তানের কাজ করে তখন আরবরা বলে- "ওমুক শয়তানি করেছে। শয়তান যদি 'শাতা' থেকে উদ্ভুত হয়ে থাকত তাহলে তারা বলত তাশায়য়্যাতা (তাশায়তান-এর বদলে), কাজেই শয়তান শব্দটি এমন শব্দ থেকে বুৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ "বহু দূরে"। এজন্য মানুষ ও জ্বিনের মধ্যে যারা বিদ্রোহী (বা ধ্বংসকারী) তাদেরকে তারা "শয়তান" বলে। আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا﴾

"এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে।"[১৫১]

২৬৪. (দঈফ): উপরন্তু ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে লিখেছেন -আবূ যার বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

" يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ "، فقلت: أو للإنس شَيَاطِينُ؟ قَالَ: " نَعَمْ "

(হে আবূ যার, মানুষ ও জ্বিন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আবূ যার বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম মানুষ শয়তান আছে নাকি? তিনি বললেন, হাঁ।[১৫২]

২৬৫. (সহীহ): উপরন্তু সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে, আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

" يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ "

নারী, গাধা এবং কালো কুকুর স্বলাতকে কর্তন করে দেয়। আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, "আমি বললাম, কালো কুকুর এবং লাল অথবা হলদে কুকুরে পার্থক্য কী? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কালো কুকুর শয়তান।[১৫৩]

---

১৫১. সূরাহ আনআম ৬:১১২

১৫২. আহমাদ ২১০৩৬, সানাদটি দুর্বল, সানাদে আবূ আমর আদ দিমাশকী দুর্বল ও উবায়দ ইবনুল খাশখাশ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। যদিও এর একটি তাবি' হাদীস্র পাওয়া যায় কিন্তু সেখানেও সানাদে আলী বিন যায়দ বিন জুদআন একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। উপরের মত এই সানাদটিও দুর্বল। **তাহকীক:** দঈফ। সানাদের দিক থেকে হাদীস্রটি দুর্বল হলেও ভাবার্থ সঠিক। কারণ জ্বিনের মাঝেও শয়তান আছে এবং মানুষের মাঝেও শয়তান আছে। এদিক থেকে এর ভাবার্থ ঠিক আছে কিন্তু সানাদের দিক থেকে হাদীস্রটি দুর্বল। যেমনটি কুরআনে আল্লাহ তাআলা সূরাহ আনআমের ১২১ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানতে আয়াতটির তাফসীর দেখুন।

আর ইবনু ওয়াহব বর্ণনা করেছেন যে, [হিশাম বিন সা'দ] [যায়দ বিন আসলাম] [তার পিতা (আসলাম)] [উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)]

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَكِبَ بِرْذَوْنًا، فَجَعَلَ يتبختر به، فجعل لا يَضْرِبُهُ فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا تَبَخْتُرًا، فَنَزَلَ عَنْهُ، وَقَالَ: مَا حَمَلْتُمُونِي إِلَّا عَلَى شَيْطَانٍ، مَا نَزَلْتُ عَنْهُ حَتَّى أَنْكَرْتُ نَفْسِي

একবার উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একটি বারযাউন (বড় উট)-এর উপর আরোহণ করেছিলেন যেটি ঔদ্ধত্য সহকারে চলতে শুরু করল। উমার উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু উটটি তার অহঙ্কার নিয়ে হেঁটেই চলছিল। উমার পশুটি থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন, "কসম আল্লাহর! তুমি তো আমাকে একটা শয়তানের উপর সওয়ার করিয়েছ। আমার অন্তরে বিস্ময়কর কিছু অনুভব না করা পর্যন্ত আমি তাথেকে নামিনি।" এ হাদীসের সনদ সূত্র নির্ভরযোগ্য।[১৫৪]

আর-রাজীম এর অর্থ

الرَّجِيْم অর্থ যাবতীয় কল্যাণ থেকে বিতাড়িত। আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।"[১৫৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন–

﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝﴾

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি, আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। যার ফলে তারা উচ্চতর জগতের কিছু শুনতে পারে না, চতুর্দিক থেকে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিণ্ড) (তাদেরকে) তাড়ানোর জন্য। তাদের জন্য আছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু নেয়।"[১৫৬]

আল্লাহ আরো বলেছেন–

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۝ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۝﴾

"আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি আর দর্শকদের জন্য তা সুসজ্জিত করে দিয়েছি। আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ চুরি করে (খবর) শুনতে চাইলে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তার পশ্চাদ্ধাবণ করে।"[১৫৭] এই একই রকম আয়াত অনেক আছে।

এ কথাও বলা হয় যে, রাজীম অর্থ এমন লোক যে বোমা বা কিছু ছুঁড়ে, কারণ, শয়তান মানুষের অন্তরে সন্দেহ ও কুমন্ত্রণা ছুঁড়ে দেয়। প্রথম অর্থটি অধিক প্রচলিত ও সঠিক।

---

১৫৩. মুসলিম ৫১০, তিরমিযী ৩৩৮, নাসাঈ ৭৫০, আবূ দাউদ ৭০২, ইবনু মাজাহ ৯৫২, দারিমী ১৪১৪ তাবারী ১/১১১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৫৪. তাবারী ১/১১১, সিলসিলাতুল আহাদিস সহীহাহ ১৬০। **তাহকীক:** সহীহ।

১৫৫. সূরাহ মুলক ৬৭:৫

১৫৬. সূরাহ সাফফাত ৩৭:৬-১০।

১৫৭. সূরাহ হিজর ১৫:১৬-১৮।

বিসমিল্লাহ্ সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত

১. (আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

সাহাবীগণ বিসমিল্লাহ দিয়ে আল্লাহর কিতাব আরম্ভ করতেন। বিদ্বানগণ একমত যে, বিসমিল্লাহ সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশবিশেষও বটে (২৭ পারা), তাঁরা এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন যে, এটা কি প্রত্যেক সূরার আগে একটি আলাদা আয়াত নাকি যে সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ আছে এমন সূরার একটি আয়াত নাকি আয়াতের অংশ বিশেষ। অথবা তা সূরা ফাতিহার শুরুতে অবস্থিত একটি আয়াত। তবে অন্য কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত বিসমিল্লাহ সেই সূরার আয়াত কিনা? এ বিষয়টি নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা বিভিন্ন কওলের উপর মতানৈক্য করেছেন। অন্যত্র এসব ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। তবে এখানে 'বিসমিল্লাহ'টি সূরা ফাতিহার আয়াত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল:

২৬৬. (স্বহীহ): আবূ দাউদ-এর মাঝে স্বহীহ সানাদে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে একটি হাদীস্ব বর্ণিত রয়েছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 'বিসমিল্লাহ' আয়াতটি নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সূরা পৃথক করতেন না। অর্থাৎ যখন বিসমিল্লাহ নাযিল হল তখন তিনি সূরাটিকে আলাদা করে লিখতে বলতেন।[১৫৮]

আল-হাকিম আবূ আবদুল্লাহ আন নায়সাবূরী তার মুসতাদরাক গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন জুবায়র হতে مرسل সূত্রে তা বর্ণিত হয়েছে।

২৬৭. (দঈফ): স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ এর মাঝে আছে উম্মু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعَدَّهَا آيَةً

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন এবং তাকে আয়াত হিসাবে গণ্য করতেন।[১৫৯] কিন্তু সানাদের মাঝে আমর বিন হারূন আল-বালখী দুর্বল। তবে ইমাম দারাকুতনী আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাধ্যমে স্বয়ং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হিসাবে অনুরূপ একটি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) প্রমুখ হতে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে।

---

১৫৮. মুসলিম ৫১০, আবূ দাউদ ৭৮৮, তিরমিযী ৩৩৮, ইবনু মাজাহ ৯৫২, ইবনু হিব্বান ২৩৮৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

১৫৯. মুসতাদরাক ১/২৩২, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪৯৩, দারাকুতনী ১/৩০৭। সানাদের মাঝে আমর বিন হারূন এর দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। নাসাঈ বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আহমাদ বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইয়াহইয়া বলেন, তিনি জঘন্যতম মিথ্যুক, ইমাম দারাকুতনী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। **তাহকীক**: দঈফ। বি: দ্র: উক্ত হাদীস্বটি একটি বিতর্কিত হাদীস্ব। সেটিকে কেউ স্বহীহ বলেছেন আবার কেউ দুর্বল বলেছেন। যেমন শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) 'ইরওয়াউল গালীল' (৩৪৩) এর মাঝে হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে স্বহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা শুরু করেছেন। এ মর্মে জানতে দেখুন– মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাউদ (৭৮৩), তিরমিযী (২৪৬), আহমাদ (২৩৫১০)। তিরমিযীতে আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর, উমার, উসমান, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) এঁরা সকলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। আর স্বহীহ মুসলিমে ও আহমাদে রয়েছে যে, আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বালাত শুরু করতেন তাকবীর দ্বারা আর কিরাআত শুরু করতেন 'আল-হামদুলিল্লাহ' দ্বারা। সুতরাং উভয় হাদীস্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে তারা কেউ 'বিসমিল্লাহ' উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না। তবে অন্য হাদীস্ব দ্বারা চুপিস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার ব্যাপারে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া উপরোক্ত হাদীস্ব থেকে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার কথাও স্পষ্ট নয়।

সূরা বারাআত (৯ম পারা) ছাড়া অন্য সকল সূরার ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ একটি আয়াত। এ মতটি সাহাবী ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, ইবনু জুবায়র, আবূ হুরায়রাহ ও আলী [রিদওয়ানুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন] এর। তাবেঈ আতা', তাউস, সাঈদ বিন জুবায়র, মাকহূল এবং জুহুরিরও এ মত। এ মত আবদুল্লাহ বিন মুবারাক, আশ্ শাফিঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল (তাঁর একটি মত অনুযায়ী), ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ, আবূ উবায়দ ও কাসিম বিন সালিমেরও। অপর পক্ষে মালিক, আবূ হানীফা এবং তাঁদের অনুসারীরা বলেছেন, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। দাউদ বলেন, এটা প্রত্যেক সূরার শুরুতে একটি আলাদা আয়াত, কিন্তু কোন সূরারই অংশ নয়। এটা আহমাদ বিন হাম্বালেরও একটি মত। আবূ বাকর আর-রাযী আবুল হাসান আল-কারখী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর তারা দু'জন আবূ হানীফার উল্লেখযোগ্য সাথী ছিলেন।

স্বলাতে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ বলা

যাঁরা বলেন, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তাঁরা বলেন, বাসমালাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে না। **যাঁরা বলেন বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ** (নবম সূরা ব্যতীত) তাঁদের মতামত বিভিন্ন। তাঁদের কতক **যেমন শাফিঈ বলেন, সূরা ফাতিহায় বিসমিল্লাহ** জোরে পড়তে হবে। এ মত অনেক সাহাবী, তাবিঈন এবং **পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক ইমামের।** উদাহরণস্বরূপ এ মত আবূ হুরায়রাহ, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, **মু'য়াবিয়্যাহ, উমার এবং আলী** [রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন]-এর- ইবনু আবদিল বার্র **এবং বায়হাকীর রিপোর্ট অনুযায়ী।** খাতিবের রিপোর্ট অনুসারে চার খালীফাও এ মত পোষণ করতেন- যদিও **তাঁদের মতে ভিন্নতা আছে।** যে সব তাবিঈ বিদ্বান এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে হলেন সাঈদ বিন **জুবাইর, ইকরিমাহ, আবূ কিলাবাহ, জুহুরী,** আলী বিন হাসান, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, সাঈদ বিন মুসাইইয়াব, **আতা, তাউস, মুজাহিদ, সালিম, মুহাম্মাদ** বিন কা'ব আল-কুরাযি, আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর **ইবনু হাযম, আবূ ওয়াইল, ইবনু সিরীন, মুহাম্মাদ** বিন মুনকাদির, আলী বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, তাঁর **ছেলে মুহাম্মাদ, ইবনু উমারের মুক্ত গোলাম নাফী', যায়দ বিন আসলাম, 'উমার বিন আব্দুল আযীয, আযরাক বিন কাইস, হাবীব বিন আবূ সাবিত,** আবূ শা'সাতা, মাকহূল এবং আবদুল্লাহ বিন মা'কিল বিন **মুকাররিন। বায়হাকী আবদুল্লাহ বিন স্বফওয়ান** এবং মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাহর নামও এ তালিকায় যোগ **করেছেন। ইবনু আবদিল বার্র** আমর বিন দীনারের নামও যোগ করেছেন।

এ **সমস্ত** বিদ্বান এই প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন যে, যেহেতু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ, **কাজেই অন্য** অংশের মত বিসমিল্লাহকেও জোরে পড়তে হবে।

২৬৮. (স্বহীহ): নাসাঈ তাঁর সুনানে, ইবনু হিব্বান ও ইবনু খুযায়মাহ তাঁদের স্বহীহ গ্রন্থে এবং হাকিম **তাঁর মুসতাদরাকে** লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আবূ হুরায়রাহ একবার স্বলাত আদায় করলেন এবং জোরে **বিসমিল্লাহ** পড়লেন। স্বলাত শেষে তিনি বললেন-

إِنِّي لَأُشْبِهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তোমাদের মধ্যে আমার স্বলাত নাবী (ﷺ)-এর স্বলাতের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী। দারাকুতনী, খাতীব এবং বায়হাকীসহ অন্যারা এ হাদীসকে স্বহীহ পর্যায়ভুক্ত করেছেন।[১৬০]

---

১৬০. নাসাঈ ৯০৫, ইবনু খুযাইমাহ ৪৯৯, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৮, মুসতাদরাক ৮৪৯, দারাকুতনী ১/৩০৫, হাঃ ১৪, বায়হাকী ২/৪৬ হাকিম বলেন, উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তারা দু'জন হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আর-এর শাহিদ হিসেবে ইমাম যাহাবী তার তালখীসের মাঝে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৯. ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাত শুরু করতেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দ্বারা।[১৬১] ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীসের সানাদ দুর্বল।

২৭০. (স্বহীহ): হাকিম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাতে সরবে বিসমিল্লাহ পড়তেন।[১৬২] হাকিম উক্ত হাদীসকে স্বহীহ বলেছেন।

২৭১. (স্বহীহ): উপরন্তু স্বহীহ বুখারীতে আছে- একবার আনাস বিন মালিককে নাবী (সাঃ)-এর তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন- তাঁর তিলাওয়াত ছিল ধীরে ধীরে। সেটা তিনি পড়ে শুনালেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-কে লম্বা করে পড়লেন।[১৬৩]

২৭২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদের মুসনাদ, সুনানে আবী দাউদ, স্বহীহ ইবনু হিব্বান এবং মুসতাদরাক হাকীম-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে- উম্মু সালামাহ বলেছেন, তিলাওয়াতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেকটি আয়াতকে আলাদা করতেন -

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾

দারাকুতনী এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রকে স্বহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৪]

উপরন্তু ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ ও হাকীম তাঁর মুস্তাদরাকে লিখেছেন যে, মু'আবিয়্যাহ মাদীনায় স্বলাত পরিচালনা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন না। স্বলাতে উপস্থিত মুহাজিরগণ এটার সমালোচনা করলেন। মু'আবিয়্যাহ যখন পরবর্তী স্বলাত পড়ালেন তখন জোরে বিসমিল্লাহ পড়লেন।[১৬৫]

উল্লিখিত হাদীসগুলোই যথেষ্টভাবে এ মতটি প্রমাণ করে যে, বিসমিল্লাহ জোরে পড়া হয়। অন্য পক্ষের প্রমাণপঞ্জি এবং সেগুলোর বর্ণনাসূত্রের দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ সময়ে করা আমাদের ইচ্ছা নয়।

---

১৬১. তিরমিযী ২৪৫, সুনানুল কুবরা ২২৩৩, শারহুস সুন্নাহ ৫৮৫, তুহফাতুল আশরাফ ৬৫৩৭, নাসবুর রায়াহ ১/৩৪৬, ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হাদীসটি দুর্বল, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে (৩৫০) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিকবৃন্দ বলেন, আমরা আবূ দাউদের মুদ্রিত নুসখার মাঝে তা পায়নি। সানাদের মাঝে ইসমাঈল সম্পর্কে উকায়লী বলেন, তার হাদীস অরক্ষিত, আর তিনি মাজহূল। **তাহক্বীক আলবানী:** দুর্বল। এর বিপরীতে স্বহীহ হাদীস বিদ্যমান। দেখুন– নাসাঈ (৯০৭), এর মাঝে আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) এর পেছনে সালাত আদায় করেছি কিন্তু তারা কেউ 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা স্বলাত শুরু করেননি। তাছাড়া উক্ত হাদীসের كان يفتتح صلاته بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ} শব্দগুলো দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহ' বলা বুঝায় না। বিস্তারিত জানতে দেখুন– সিলসিলাহ দঈফাহ (৬৪২৯)।

১৬২. মুসতাদরাক ৭৫০, ৮৫০, ৮৫৩, ৮৫৪, মু'জামুল আওসাত ৩৫, মু'জামুল কাবীর ১০৬৫১, দারাকুতনী ১/৩০৭ হাঃ ২০, কানযুল উম্মাল ২২১৬৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ২৬৩৩। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

১৬৩. বুখারী ৫০৪৬, ফাতহুল বারী ১৪/২৪৭। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৬৪. আহমাদ ২৬০৪৩, আবূ দাউদ ৪০০১, হাকিম ২/২৫২, দারাকুতনী ১/৩০৭, মুসতাদরাক ২৯০৯। দারাকুতনী, হাকিম ও যাহাবী স্বহীহ বলেছেন। তাফসীর শাওকানী ৩০। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৬৫. মুসতাদরাক ১/২৩৩, তিনি বলেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। তিনি আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ও অন্যান্য রাবীদের আদালাতের ব্যাপারে সকলে একমত। মুহাক্কিকগণ বলেন, সানাদের মাঝে আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয-এর কারণে দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, স্বলাতে জোরে বিসমিল্লাহ পড়া উচিত নয়। এটাই চার খলীফার প্রতিষ্ঠিত নীতি, আর এ নীতিই হল আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল এবং তাবিয়ী ও পরবর্তী অনেক বিদ্বানের। এটাই আবূ হানীফা, সাউরী এবং আহমাদ বিন হাম্বালের মত। ইমাম মালিক বলেছেন - বিসমিল্লাহ জোরে বা আস্তে পড়তে হবে না। এ দল তাঁদের মতামতের ভিত্তি করেছেন ঐ হাদীসকে যা ইমাম মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন যে,

২৭৩. (স্বহীহ): আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, আল্লাহর রসূল স্বলাত আরম্ভ করতেন তাকবীর উচ্চারণ করে (আল্লাহ আকবার, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) অতঃপর পাঠ করতেন- ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾।[১৬৬]

২৭৪. (স্বহীহ): আবার সহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছে, আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র, উমার এবং উসমানের পিছনে স্বলাত আদায় করেছি আর তাঁরা স্বলাতের শুরুতে বলতেন- ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾।[১৬৭] মুসলিম আরো উল্লেখ করেছেন, আর তারা بِسْمِ اللهِ বলতেন না। তিলাওয়াতের শুরুতেও না, শেষেও না।[১৬৮] আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সুনানের কিতাবগুলোতে এই একই কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৬৯]

সম্মানিত ইমামগণের মতামতগুলো এই এবং তাঁদের মতামতগুলো এ বিষয়ে একমত যে, যারা সূরা ফাতিহা জোরে বা আস্তে পড়েন তাদের স্বলাত শুদ্ধ। যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হতে।

সূরা ফাতিহার ফযীলাত

২৭৫. (মাওদূ'): আল-ইমামুল আলিম, আল-হিবরুল আবিদ, আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান বিন আবী হাতিম তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, ◦(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(জা'ফার বিন মুসাফির)(যায়দ ইবনুল মুবারাক আস সানআনী)(সালাম বিন ওয়াহব আল-জুনদী (দুর্বল))(তার পিতা (ওয়াহব আল-জুনদী))(তাউস)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◦ একদা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তা আল্লাহ তা'আলার একটি নাম। চোখের পুতুল ও তার শ্বেতাংশ যেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ, আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম নাম ও বিসমিল্লাহ সেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ।[১৭০] আবূ বকর বিন মারদুবিয়্যাও ◦(সুলায়মান বিন আহমাদ)(আলী ইবনুল মুবরাক)(যায়দ ইবনুল মুবারাক)◦-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২৭৬. (মাওদূ'): আল-হাফিয ইবনু মারদুবিয়্যাহ ভিন্ন ভিন্ন দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ◦(ইসমাঈল বিন আয়্যাশ)(ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া)(মিসআর)(আতিয়্যাহ (আল-আওফী))(আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১৬৬. মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাউদ ৭৮৩, ইবনু মাজাহ ৮৬৯, আহমাদ ২৩৫১০, ২৪২৭০, ইবনু হিব্বান ১৭৬৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৬৭. বুখারী ৭৪৩, মুসলিম ৩৯৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৬৮. মুসলিম ৫২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৬৯. তিরমিযী ২৪৪ নাসাঈ ৯০২, ইবনু মাজাহ ৮১৫।

১৭০. হাকিম ২০২৭, শুআবুল ঈমান ২৩২৭, আন নাফিলাতু ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১২৭, **ইলালুল হাদীস ২০২৯,** তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, উক্ত হাদীসটি মুনকার। উক্ত হাদীসের সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে (১/১৮২) সালাম বিন ওয়াহব আল-জুনদী বিন তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার সংবাদটি মুনকার, বরং তা মিথ্যা। উকায়লী তার 'আদ দুআফা'য় (২/১৬২) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, সালাম বিন ওয়াহব আল-জুনদী দুর্বল, তার অনুসরণ করা যাবে না। **তাহকীক:** মাওদূ' বা বানোয়াট।

Contents

إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ إِلَى الكُتَّابِ لِيُعَلِّمَهُ، فَقَالَ الْمُعَلِّمُ: اكتب، قال ما أكتب؟ قال: بسم اللهِ، قَالَ لَهُ عِيسَى: وَمَا بِاسْمِ اللهِ؟ قَالَ الْمُعَلِّمُ: مَا أَدْرِي . قَالَ لَهُ عِيسَى: الْبَاءُ بَهَاءُ اللهِ، وَالسِّينُ سَنَاؤُهُ، وَالْمِيمُ مَمْلَكَتُهُ، وَاللهُ إِلَهُ الْآلِهَةِ، وَالرَّحْمَنُ رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالرَّحِيمُ رَحِيمُ الْآخِرَةِ

ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মাতা তাঁকে শিক্ষকের নিকট অর্পণ করলেন যাতে শিক্ষক তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষক তাঁকে বলেন, লিখ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কী লিখব? শিক্ষক বললেন, بسم الله। তিনি প্রশ্ন করলেন, বিসমিল্লাহর অর্থ ও তাৎপর্য কী? শিক্ষক বললেন, তা আমার জানা নেই। ঈসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, الباء অক্ষরের তাৎপর্য হচ্ছে: بَهَاءُ اللهِ (মহান মর্যাদা), السين অক্ষরের তাৎপর্য হচ্ছে: سَنَاؤُهُ নূর বা জ্যোতি, الميم অক্ষরের তাৎপর্য হচ্ছে: مَمْلَكَتُهُ সার্বভৌম ক্ষমতা, الله শব্দের অর্থ হচ্ছে: إِلَهُ الْآلِهَةِ (সকল প্রভুর প্রভু), الرَّحْمَنُ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুনিয়া আখিরাতের করুণাদাতা এবং الرَّحِيمُ শব্দের অর্থ হচ্ছে আখিরাতে কৃপা বর্ষণকারী।[১৭১]

ইবনু জারীর ইবরাহীম ইবনুল আলা আল-মুলাক্বিব-এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ❖[যিবরীক][ইসমাঈল বিন আয়্যাশ][ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া][ইবনু আবী মুলায়কাহ][জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)][ইবনু মাসঊদ (রাঃ)]❖ ❖[যিবরীক][ইসমাঈল বিন আয়্যাশ][ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া][মিসআর][আতিয়্যাহ (আল-আওফী)][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)]❖ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রগুলো খুবই অবান্তর।[১৭২]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো উক্তি হিসেবে স্বহীহ হতে পারে, আবার এটি ইসরাঈলীদের মনগড়া কাহিনীও হতে পারে, কিন্তু মারফূ' নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইবনু জুয়াইবির অনুরূপ একটি কাহিনী দহহাক থেকে তার নিজস্ব উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

২৭৭. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু মারদুবিয়্যাহ ইয়াযীদ বিন খালিদ এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেন, ❖[সুলায়মান বিন বুরায়দাহ ও আবদুল কারীম আবূ উমায়্যাহ][ইবনু বুরায়দাহ][তার পিতা বুরায়দাহ (রাঃ)]❖ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ غَيْرِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَغَيْرِي، وَهِيَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) ও আমার উপর ব্যতীত অন্য কোন নবীর প্রতি নাযিল হয়নি। আর তা হচ্ছে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'।[১৭৩]

❖[আবদুল কারীম আল-মাআফী বিন ইমরান][তার পিতা (ইমরান)][উমার বিন যার][আতা বিন আবী রাবাহ][জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাঃ)]❖ বলেন, যখন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' নাযিল হল তখন মেঘ

---

১৭১. ফাতহুল কাদীর ১/১৮, তিনি বলেন, সানাদের মাঝে ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া মিথ্যুক। ইবনুল জাওযী তার 'আল-মাওদূআত' (১/২০৪) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। সানাদের মাঝে ইসমাঈল বিন আয়্যাশ শাম দেশ ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, আর এখানে তার শিক্ষক মদীনার সুতরাং তিনিও এই হাদীস্রের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া জাল হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **তাহক্বীক:** মাওদূ' বা বানোয়াট।

১৭২. তাবারী ১/১০৩, তিনি বলেন, সানাদের মাঝে আতিয়্যাহ আল-আওফী দুর্বল। **তাহক্বীক:** এটি একটি বাতিল হাদীস্র, এর কোন মূল ভিত্তি নেই।

১৭৩. আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস্রটি গরীব, এর সানাদ দুর্বল। সিলসিলাহ দঈফাহ (৫৭৭৯)। এর সানাদের রাবীগুলো পরম্পরাগতভাবে দুর্বল। প্রথমত: আবদুল কারীম আবূ উমায়্যাহ -ইবনু আবীল মুখারিক আল-বাস্রী- তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল, অনেকে তাকে বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়ত: সালামাহ বিন স্বালিহ আল-ওয়াস্বিতী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী متروك الحديث বলেছেন। তৃতীয়ত: আবূ ইউসুফ -ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আল-কাদী- সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, ফাল্লাস বলেছেন যে, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, সকলে তাকে বর্জন করেছে। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল)।

পূর্বদিকে সরে গেল, বাতাস প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, সমুদ্র তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, চতুষ্পদ প্রাণিসমূহ উৎকর্ণ হল, অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ শয়তানমুক্ত হল এবং আল্লাহ তাআলা স্বীয় মর্যাদা পরাক্রমের শপথ করে বললেন, তাঁর এই নাম যাতে উৎকীর্ণ হবে তাতেই তিনি বরকত দিবেন।

ওয়াকী' বলেন, আল-আ'মাশ আবূ ওয়াইল ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি কেউ জাহান্নামের উনিশ দারোগার হাত থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্তি পেতে চায় তাহলে সে যেন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এক এক অক্ষরকে তার এক এক দারোগার হাত হতে রক্ষাকারী বানাবেন। ইবনু আতিয়্যাহ এবং কুরতুবীও উক্ত বর্ণনা উধৃত করেছেন। ইবনু আতিয়্যাহ এর তাৎপর্যও বর্ণনা করেছেন।

২৭৮. (স্বহীহ): তিনি এর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস্র পেশ করেছেনঃ

فَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا" لِقَوْلِ الرَّجُلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفًا وَغَيْرُ ذَلِكَ

একদা এক ব্যক্তি رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ, হামদান কাস্রীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহ' দোয়াটি পাঠ করলে নবী (ﷺ) বলেছেন আমি দেখতে পেলাম যে, ত্রিশোর্ধ সংখ্যক ফেরেশতা তা নিয়ে দ্রুত যাচ্ছে। উক্ত দোয়ায় ত্রিশোর্ধ সংখ্যক অক্ষর রয়েছে বলে তার নেকীবাহক ফেরেশতার সংখ্যাও ত্রিশোর্ধ ছিল। ইবনু আতিয়্যাহ (রহঃ) ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর উক্ত অভিমতের সমর্থনে এরূপ আরও হাদীস্র পেশ করেছেন।[১৭৪]

২৭৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে লিখেছেন- মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আসিম আবূ তামীমাহ এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম) যিনি আল্লাহর রাসূলের পেছনে পশু বাহনে চড়ে যাচ্ছিলেন তিনি বলেছেন– 'আল্লাহর রাসূলের পশুটি হোঁচট খেল, তাই আমি বললাম, শয়তান অভিশপ্ত হোক। নাবী (ﷺ) বললেন,

"لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ، وَقَالَ: بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ: بِاسْمِ اللهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذُّبَابِ"

'শয়তান ধ্বংস হোক' বলো না, কারণ যখন তুমি বলবে, শয়তান ধ্বংস হোক তখন শয়তান গর্ব অনুভব করে এবং বলে 'আমি আমার ক্ষমতাবলে তাকে পরাস্ত করেছি। আর তুমি যখন বলবে 'বিসমিল্লাহ' তখন শয়তান মাছির মত ছোট হয়ে যাবে।[১৭৫]

২৮০. (স্বহীহ): উপরন্তু নাসাঈ তাঁর কিতাব اليوم والليلة এবং মারদুবিয়্যাহ তাঁর তাফসীরে খালিদ আল-হাযযা'-এর হাদীস্র থেকে লিখেছেন যে, আবূ তামীমাহ আল-হুজায়মী আবুল মালীহ বিন উসামাহ বিন উমায়র তার পিতা (উসামাহ বিন উমায়র) (রাঃ) বলেছেন–'আমি নাবী (ﷺ)-এর পিছনে পশুতে চড়ে যাচ্ছিলাম এবং তিনি উপরোক্ত হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করলেন। এ বর্ণনায় নাবী (ﷺ) বললেন-

"لَا تَقُلْ هٰكَذَا، فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمُ حَتَّى يَكُونَ كَالْبَيْتِ، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَصْغُرُ حَتَّى يَكُونَ كَالذُّبَابَةِ"

এ রকম বলো না, কারণ তাতে সে ফুলে ঘরের মত হয়ে যায়, বরং বল, 'বিসমিল্লাহ', তাতে সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়।[১৭৬] এই হল বিসমিল্লাহ বলার শুভ ফল।

---

১৭৪. বুখারী ৭৯৯, আহমাদ ৫/৫৯, সানাদটি উত্তম, হাকিম তার মুসতাদরাকে (৪/২২৯) বলেন, সানাদটি স্বহীহ। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১৭৫. আহমাদ ২০০৬৮, মুসতাদরাক ৪/২২৯, তিনি বলেন, সানাদটি স্বহীহ। সানাদের সকল রাবী স্রিকাহ। সাহাবীর নাম অজ্ঞাত হলেও কোন সমস্যা নেই। স্বহীহ আল-জামি' ৭৪০১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৭৬. নাসাঈ ৫৫৫, সুনান নাসাঈ কুবরা ১০৩৮৯, স্বহীহ আল-জামি' ৭৪০১। সানাদটি হাসান। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

যে কোন কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠের পরামর্শ

এই জন্য যে কোন কথা বা কাজ শুরু করার পূর্বে বাসমালাহ (বিসমিল্লাহ বলা)'র পরামর্শ দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ খুৎবার পূর্বে বাসমালার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

২৮১. (দঈফ): যেমনটি হাদীস্রে এসেছে:

كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَهُوَ أَجْذَمُ

বিসমিল্লাহ ব্যতীত কোন কাজ শুরু করা হলে তা বরকতশূন্য থাকে।[১৭৭] শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[১৭৮] এ মর্মে একটি হাদীস্র আছে। উপরন্তু ওযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কারণ ইমাম আহমাদ ও সুনানের সঙ্কলকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আবূ হুরায়রাহ, সাঈদ বিন যায়দ এবং এবং আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন

২৮২. (স্বহীহ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ"

যে উযূতে বিসমিল্লাহ বলে না তার উযূ হয় না।[১৭৯] এ হাদীস্রটি হাসান।

কোন কোন ফকীহ বলেন, স্মরণ থাকলে ওদূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেন, স্মরণ থাকুক আর না থাকুক ওদূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈসহ একদল ফকীহর মতে যবেহ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। আরেক দল বলেন, স্মরণে থাকলে যবেহের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। অন্যদল বলেন, স্মরণ থাকুক বা না থাকুক যবেহ করার আগে তা বলা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে ইন শা-আল্লাহ যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করব। ইমাম রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিসমিল্লাহর ফদীলতের কতিপয় হাদীস্র উদ্ধৃত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস্র এই যে:

২৮৩. (ভিত্তিহিন): আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَسَمِّ اللهَ؛ فَإِنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ كُتِبَ لَكَ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ وَأَنْفَاسِ ذُرِّيَّتِهِ حَسَنَاتٌ

যখন তুমি স্বীয় স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হও তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যদি তোমার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয় তাহলে তার নিজের বংশধরদের নিঃশ্বাসের সমসংখ্যক নেকী তোমাকে প্রদান করা হবে।[১৮০]

উক্ত হাদীস্র ভিত্তিহীন। আমি (ইবনু কাস্বীর) নির্ভরযোগ্য কিংবা অনির্ভরযোগ্য কোন হাদীস্র গ্রন্থে উক্ত হাদীস্র দেখিনি।

২৮৪. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কারণ মুসলিম তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন অবস্থায় শিশু উমার বিন আবী সালামাহকে বলেছিলেন-

---

১৭৭. তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ ১/৬, তারিখে বাগদাদ (৫/৭৭), দঈফ আল-জামি' ৪২১৭। সানাদের মাঝে আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইমরান দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

১৭৮. আওনুল মা'বূদ ১/১৩, তিরমিযী ৬০৬। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গরীব। শব্দগুলো হল: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। স্বহীহ আল-জামি' ৩৬১১।

১৭৯. আহমাদ ১০৯৭৭, আবূ দাউদ ১০২, তিরমিযী ২৫, তুহফাতুল আহওয়াজী ১/৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৯৭, দারিমী ৬৯১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৩৯৮, ৩৯৯, স্বহীহ আল-জামি' ৭৫১৪, ৭৫১৫। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৮০. ইমাম ইবনু কাস্বীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য কিংবা অনির্ভরযোগ্য কোন কিতাবেই আমি খুঁজে পায়নি। **তাহকীক:** ভিত্তিহীন।

"قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"

"বল বিসমিল্লাহ, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও, তোমার পার্শ্ব হতে খাও।"[১৮১] কতক বিদ্বান বলেছেন– খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা জরুরী।

২৮৫. (সহীহ): স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময় বিসমিল্লাহ বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সহীহাইন লিপিবদ্ধ করেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

"لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"

তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট আগমন করে বলে, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ, তবে এই সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[১৮২]

বিসমিল্লাহতে যা উহ্য ধরা হয়

নাহুবিদদের দু'টি মত এখানে উল্লেখ করা হলো। 'بسم الله' তে 'باء'-এর متعلق নির্ধারণ সম্পর্কে। متعلق ইসম 'إسم' নির্ধারণ করা হবে নাকি ফে'ল (فعل)? প্রায় দু'টিই কাছাকাছি বা উভয়ই গ্রহণযোগ্য। **কুরআন প্রত্যেকটির ব্যবহার রয়েছে।**

অতএব একদল اسم কে উহ্য متعلق সাব্যস্ত করে। তাদের মতে بسم الله إبتدائي। যেমন আল্লাহর বাণী: ﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (সূরা হূদ: ৪১) অপর দল فعل কে উহ্য متعلق নির্ধারণ করে। ابْتَدَأْتُ بِبِسْمِ اللهِ। অথবা إبدأ بِبِسْمِ اللهِ যেমন (فعل خبر (ماضي/مضارع হতে পারে। অথবা فعل أمر টি فعل আল্লাহ তাআলার বাণী- ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (সূরা আলাক : ১)। উভয়টি সঠিক। কেননা, فعل-এর জন্য مصدر আবশ্যক। তাই فعل কে উহ্য ধার্য করলে مصدر চলে আসে। আর সে فعل টি হবে পূর্বের কথা অনুসারে। অর্থাৎ কী ধরনের কাজ শুরু করার কামনা করা হচ্ছে সে অনুযায়ী فعل ও مصدر চলে আসবে। যেমন, আমি দাঁড়ানো, বসা, খাওয়া অথবা পান করা অথবা ক্বিরায়াত করা, অযূ করা বা স্বলাত আদায় করা আরম্ভ করছি। তাই শরয়ী বিধান হচ্ছে- কাজের শুরুতে 'بسم الله' পাঠ করা। আর এটা পাঠ করা হবে- বরকতের জন্য, শুভ সূচনাস্বরূপ, কোনো কাজ পূর্ণ করার সাহায্য প্রার্থনায় এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার নিমিত্তে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

২৮৬. (দঈফ): এজন্য ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, ০{বিশর বিন উমারাহ}{ আবূ রাওক}{দহহাক}{..........}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}০ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا مُحَمَّدُ قُلْ: أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَالَ: قُلْ: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ} قَالَ: قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: قُلْ: بِاسْمِ اللهِ يَا مُحَمَّدُ، يَقُولُ: اقْرَأْ بِذِكْرِ اللهِ رَبِّكَ، وَقُمْ، وَاقْعُدْ بِذِكْرِ اللهِ.

নিশ্চয় নবী (ﷺ) এর নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম এই বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়, (হে মুহাম্মাদ) বলুন أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ তাঁর নিকট শয়তান থেকে

---

১৮১. বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ২০২২, ইবনু হিব্বান ৫২১১, আহমাদ ১৫৮৯৫। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

১৮২. বুখারী ৩২৮৩, ফাতহুল বারী ১৪/৪৪৪, মুসলিম ১৪৩৪, আবূ দাউদ ২১৬১, তিরমিযী ১০৯২, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ ১৮৭০, ১৯১১, দারিমী ২২১২। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর বলুন بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাবী বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এর উদ্দেশ্য ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেন তিলাওয়াত, উঠা-বসা এক কথায় সকল কাজই আল্লাহর নামে আরম্ভ করেন।[১৮৩] শব্দগুলো ইবনু জারীরের।

الإسم-এর তাৎপর্য

কোন বস্তুর اسم (নাম) এবং তার مسمى (সত্তা) এই দুইয়ের সম্পর্কে প্রকৃতি নিরূপণ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনটি কওল রয়েছে।

প্রথম: একদল বলেন, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন। আবূ উবায়দা সিবওয়াই (ব্যাকরণবিদ) বাকিল্লানী ও ইবন ফুরক এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম রাযী (মুহাম্মাদ বিন উমার যিনি পরিচিত ইবনুল খতীব আর-রায় নামে) তার তাফসীরের মুকাদ্দামায় বলেন, হাশাবিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ ও আল-আশআরিয়্যাহ সম্প্রদায় বলেন, বস্তুর নাম ও সত্তা অভিন্ন বটে কিন্তু নাম ও নামকরণ (تسمية) এক নয়। পক্ষান্তরে মুতাযিলা সম্প্রদায় বলে, বস্তুর নাম ও নামকরণ অভিন্ন বটে কিন্তু নাম ও সত্তা এক নয়। আমার (ইবন কাস্রীর) মতে এটাই গ্রহণযোগ্য যে বস্তুর اسم তার مسمى নয়, تسمية ও নয়, اسم-ই। অর্থাৎ নাম আদৌ সত্তা নয়, নামকরণও নয়, নাম নামই। (অন্য কিছু) একত্রীকৃত কিছু অক্ষর ও কতিপয় স্বরের সমাহার যে কোন বস্তু সত্তা নয়, তা সহজেই অনুমেয়। যদি কেউ বলেন, বস্তুর নামের তাৎপর্য হচ্ছে তার সত্তা তবে তা অবশ্যই বিতর্কাতীত। তাই তা আলোচনায় সময়ক্ষেপণ নিস্প্রয়োজন।

ইমাম রাযী প্রমাণ করতে চান যে, নাম ও সত্তা পৃথক ও স্বতন্ত্র। তিনি যুক্তি দেখান যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামের অস্তিত্ব মিলে কিন্তু তার সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন المعدوم (অস্তিত্বহীন বস্তু) নামটি। পৃথিবীতে অস্তিত্বহীন বস্তুর নামটি বিদ্যমান বটে কিন্তু তার কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই বস্তুর একাধিক নাম থাকে। যেমন সমার্থক শব্দাবলী। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নামের একাধিক সত্তা বিদ্যমান। যেমন একাধিক অর্থবোধক শব্দাবলী। এই সকল বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর নাম ও তার সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। নাম ও সত্তার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে আরও প্রমাণ রয়েছে। মূলত নাম ও সত্তা এক হলে আগুন ও বরফ এই নাম দুটি মুখে উচ্চারণ করা মাত্র উচ্চারণকারী ওর উষ্ণতা ও শৈত্য অনুভব করতো। অন্যান্য নামের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ **"সুন্দর যত নাম সবই আল্লাহর জন্য। কাজেই তাঁকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে।"**[১৮৪]

২৮৭. (স্বহীহ): নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ اِسْمًا আল্লাহর তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে।[১৮৫] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস্ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার একাধিক নাম রয়েছে অথচ এই সকল নামের সত্তা শুধু একটি আর তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ذات বা সত্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন- ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ **"কাজেই (হে নবী!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের মহিমা ও গৌরব ঘোষণা**

---

১৮৩. তাবারী ১৩৭, ১৩৮। সানাদে বিশর বিন উমারাহ দুর্বল, তাছাড়া দহহাক ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। **তাহকীক:** দঈফ।

১৮৪. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৮০

১৮৫. বুখারী ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

কর।"[১৮৬] উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নামসমূহকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে জিনিস দুইটির স্বাতন্ত্র্য বহাল থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নয়। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক অভিন্ন নয়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ﴿فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ **"কাজেই তাঁকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে।"** যাকে ডাকা হয় এবং যাদ্বারা ডাকা হয় এই দুই ব্যাপার এক নয়। অতএব আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নয়। ইহা দ্বারা নাম ও সত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে যারা বলেন যে, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন, তারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের স্বপক্ষে পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ **"মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের নাম বড়ই বরকতময়।"**[১৮৭] এখানে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বরকতময় আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলার সত্তাই হচ্ছে বরকতময়। অতএব তাঁর নাম ও সত্তা উভয়ই এক। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন। উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও নাম উভয়ই বরকতময়। আল্লাহ তাআলার সত্তার বরকতের কারণেই তাঁর নামও বরকতময়। তাঁর সত্তা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত বলে তাঁর নামও গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাঁর নামকে বরকতময় বলেছেন। নাম ও সত্তাকে যারা অভিন্ন বলেন তাদের অপর যুক্তি হল এই যে, কেউ যদি তার স্ত্রী যয়নাব সম্বন্ধে বলে, 'যয়নাবকে তালাক দিলাম' তাহলে তার স্ত্রী যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। নাম ও সত্তা যদি অভিন্ন না হত এবং তা যদি পরস্পর স্বতন্ত্র হত তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হত না। কারণ লোকটা যয়নাবের সত্তাকে নয় বরং যয়নাব নামক ব্যক্তিকে তালাক দিয়েছে। উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে লোকটির কথায় যয়নাব নাম্নী সত্তা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়।

ইমাম রাযী আরেকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নাম ও নামকরণ এই দুটি এক নয়। কোন সত্তাকে বুঝানোর জন্য নির্ধারিত প্রতীক হল নাম। পক্ষান্তরে নামকরণ হল সেই প্রতীককে নির্ধারিত বস্তুর সাথে সংযোগ কার্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ-এর অর্থ

উচ্চ মহান প্রতিপালকের নাম আল্লাহ। বলা হয় যে, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লাহ। কারণ যখন তাঁর বিভিন্ন গুণবাচক নাম বলা হয় তখন এর দ্বারা আল্লাহকেই বুঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ বলেছেন–

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী, পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকারী,

---

১৮৬. সূরাহ ওয়াকিআহ, ৫৬:৭৪
১৮৭. সূরাহ রহমান, ৫৫:৭৮

উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। সমস্ত উত্তম নামের অধিকারী। আসমান ও যমিনে যা আছে সবই তাঁর গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মহা প্রজ্ঞাবান।"[১৮৮]

কাজেই আল্লাহ তাঁর বিভিন্ন নাম ও গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর আল্লাহ নামের জন্য। তদ্রূপ আল্লাহ বলেন– ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ **"সুন্দর যত নাম সবই আল্লাহ্র জন্য। কাজেই তাঁকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে।"**[১৮৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ﴾

"বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"[১৯০]

২৮৮. (স্বহীহ): স্বহীহাইন লিপিবদ্ধ করেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"

নিশ্চয়ই আল্লাহর তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ লিখিত একটি হাদীসে এ নামগুলো উল্লেখিত হয়েছে আর এ দু' বর্ণনায় অনেকগুলো পার্থক্যও রয়েছে।[১৯১] ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে জনৈক বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর তাআলার পাঁচ হাজার নাম রয়েছে। এক হাজার নাম আল-কুরআন ও স্বহীহ সুন্নাহর ভিতরে, এক হাজার নাম তাওরাত কিতাবে, এক হাজার নাম ইঞ্জীল কিতাবে এবং এক হাজার নাম যাবূর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক হাজার নাম লওহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে।

'আল্লাহ' এমন একটি নাম যা তাঁর ব্যতীত অন্য কারো নামকরণ করা হয়নি। তিনি মহান ও বরকতময়। এজন্যই আরবী ভাষায় তার সমধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ওটা اسم جامد যা গঠনগত দিক দিয়ে একক শব্দ।[১৯২] ইমাম কুরতুবী এই মতের সমর্থক বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, খাত্তাবী, ইমামুল হারামায়ন, গায্যালী প্রমুখ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রয়েছেন।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলীল ও সিবওয়াইহ বলেন, الله শব্দের অন্তর্গত আলিফ ও লাম তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রমাণ স্বরূপ খাত্তাবী এই উদাহরণ পেশ করেন যে, সম্বোধনে আমরা يا الله বলে থাকি কিন্তু يا الرحمن বলি না। এতে বুঝা যায় ال অক্ষরদ্বয় তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা না হলে সেখানে ال বহাল রেখে সম্বোধন অব্যয় স্থাপন করা হত না। কেউ কেউ বলেন الله শব্দটি اسم مشتق যা অন্য শব্দ হতে গঠিত শব্দ। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ কবি রু'বাহ ইবনুল আজ্জাজের নিম্নোক্ত কবিতাংশকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে উপস্থাপন করেনঃ

لِلَّهِ دَرُّ الْغَانِيَاتِ الْمُدَّهِ   سَبَّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تَأَلُّهِي

---

১৮৮. সূরাহ আল-হাশ্র ৫৯:২২-২৪

১৮৯. সূরাহ আ'রাফ ৭:১৮০

১৯০. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:১১০

১৯১. বুখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭, উভয় কিতাবে নামের তালিকা ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী ৩৫০৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৬১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৯২৯, স্বহীহ আল-জামি' ২১৬৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৯২. যে বিশেষ্য বা বিশেষণ না কোন শব্দ হতে গঠিত এবং না তা থেকে কোন শব্দ গঠিত হয় তাকে اسم جامد বলা হয়। পক্ষান্তরে যে বিশেষ্য বা বিশেষণ অন্য শব্দ হতে গঠিত এবং তা থেকে অন্য শব্দ গঠিত হয় তাকে اسم مشتق বলা হয়।

প্রশংসাকারিণী গায়িকাগণ কতই না সৌভাগ্যবতী। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং মা'বুদ বনে যাওয়া হতে ফিরে আসছেন। এখানে কবি تَأَلُّه শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা ا - ل - ه এই তিনটি আরবী অক্ষর দ্বারা গঠিত একটি مصدر তার আরেক রূপ হল الاهة যার সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ হচ্ছে أَلَهَ يَأْلَهُ আল্লাহ শব্দের মূল অক্ষর ا - ل - ه। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ শব্দের ধাতু হতে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসামিপিকা ক্রিয়া তৈরী হয়। অতএব তা اسم مشتق, অনুরূপভাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এরূপ পড়তেনঃ ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ﴾ **"আপনি কি মূসা আর তার জাতির লোকেদেরকে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য ছেড়ে দেবেন আর দেবেন আপনাকে আর আপনার মা'বুদদেরকে বর্জন করতে"?**[১৯৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কিরাআত অনুযায়ী আয়াতে إِلَٰهَةٌ অসমাপিকা ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহ শব্দের সমধাতুজ অসমাপিকা ক্রিয়া।

মুজাহিদও الله শব্দকে اسم مشتق বলেছেন। উক্ত অভিমতের পক্ষে কেউ কেউ নিম্নের আয়াত পেশ করেন। ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ **"আসমানসমূহ আর জমিনে তিনিই আল্লাহ।"**[১৯৪] আল্লাহ তা'আলা আরও **বলেছেনঃ** ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ **"আকাশমণ্ডলে তিনিই ইলাহ, জমিনে তিনিই ইলাহ"**[১৯৫] **প্রথম আয়াতে আল্লাহ শব্দটি দ্বিতীয়** আয়াতে ইলাহ শব্দের মতই اسم مشتق রূপে ব্যবহৃত **হয়েছে। কারণ,** এর সাথে ফিস-সামাওয়তি ও ফিল-আরদি স্থানবাচক শব্দদ্বয় সম্পৃক্ত হয়েছে। এটা اسم مشتق-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সিবওয়ায়হ বিখ্যাত ব্যাকরণবেত্তা খলীল হতে বর্ণনা **করেছেন** الله শব্দটি পূর্বে اله ছিল ওটা فعال ওযনে গঠিত শব্দ ছিল। প্রথম অক্ষর হামযাহ বিলুপ্ত হয়ে **তদস্থলে** ال যুক্ত হয়েছে। সিবওয়াইহ এর নজির হিসাবে দেখান যে, الناس শব্দটি পূর্বে اناس ছিল এবং প্রথম অক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে ناس হয়েছে। কেউ কেউ বলেন الله শব্দটি পূর্বে لاه ছিল। অধিকতর অর্থ প্রকাশার্থে তাতে ال যুক্ত হয়েছে। সিবওয়াইহ-এরও এই মত। নিম্নোক্ত পংক্তিতে এর ব্যবহার দেখা যায়:

لَاهِ ابْنِ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ عَنِّي وَلَا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي

তোমার চাচাত ভাই (কবি নিজে) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আমার উপর না তোমার বংশগত মর্যাদার প্রাধান্য রয়েছে না কোনরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই তুমি আমাকে অপমান করতে পার না।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফাররা বলেন, الله শব্দটি পূর্বে الاله ছিল। মধ্যাক্ষর হামযাহ বিলুপ্ত করে প্রথম- ل কে দ্বিতীয় ل-এর সাথে مدغم (যুক্ত) করা হয়েছে। ফলে الاله শব্দটি الله শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন ﴿لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ **"(আর আমার ব্যাপারে কথা হল) সেই আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক"**[১৯৬] আয়াতের অন্তর্গত لكنا শব্দটি পূর্বে لكن أنا ছিল। দ্বিতীয় শব্দের আদ্যাক্ষরটি ن-এর সাথে مدغم (যুক্ত) করা হয়েছে। এরূপে لكنا হয়েছে। উল্লেখ্য, হাসান এটাকে পূর্বরূপেই পড়তেন।

الله শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন, الله শব্দটি وله শব্দ হতে গঠিত হয়েছে। وله অর্থ হল: সে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শব্দমূল হল الوله অর্থাৎ হতবুদ্ধি হওয়া, বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটা।

---

১৯৩. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১২৭
১৯৪. সূরাহ আন'আম, ৬:৩
১৯৫. সূরাহ যুখরুফ, ৪৩:৮৪
১৯৬. সূরাহ কাহাফ, ১৮:৩৮

যেমন رجل واله ও امرأة ولهى أو مولوهة অর্থ যথাক্রমে মরুপ্রান্তরে পরিত্যক্ত হতবুদ্ধি পুরুষ ও মহিলা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গুণাবলীর কুল-কিনারা পাওয়ার বিষয়ে তিনি মানুষ ও তার চিন্তা শক্তিকে হয়রান করে দেন। তাই তার নাম الله হয়েছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুসারে الله শব্দটি পূর্বে الوله ছিল , و অক্ষরটিকে বিলুপ্ত করে তদস্থলে أ বসানো হয়েছে। যেমন وشاح হতে اشاح ও وسادة হতে اسادة হয়েছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের , و অক্ষরটিকে বিলুপ্ত করে তদস্থলে أ বসানো হয়েছে।

ইমাম আর রাযী বলেন, কারও কারও মতে الله শব্দটি اله ক্রিয়া হতে গঠিত হয়েছে الهت الى فلان আমি অমুকের নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করেছি, কিংবা আমি অমুকের নিকট বসবাস করেছি অথবা আমি অমুকের নিকট স্থিতি লাভ করেছি। আল্লাহ তা'আলা একক সত্তা, সকল গুণের পূর্ণ রূপের তিনি একক অধিকারী। মানুষের আত্মা এবং তার বুদ্ধি-অনুভূতি সেই সর্বগুণাকর পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাঁর স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তাই তার নাম الله হয়েছে। নিম্ন আয়াতে এর সমর্থন মিলে।

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ "জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমেই দিলের সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়।"[১৯৭] ইমাম রাযী আরও বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি لاه- يلوه ক্রিয়া হতে গঠিত হয়েছে। لاه অর্থ সে লুক্কায়িত রয়েছে। যেহেতু আল্লাহর পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি দৃষ্টির নাগালের বাইরে অবস্থিত, তাই তার নাম الله হয়েছে।

ইমাম রাযী আরও বলেন, কেউ কেউ বলেন, الله শব্দ اله ক্রিয়া হতে গঠিত হয়েছে। اله الفصيل أو لع بامه অর্থঃ শাবক তার মাতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে কিংবা শাবক তার মাতাকে আঁকড়ে ধরেছে। যেহেতু বান্দা সর্বাবস্থায় বিনয় ও কান্নাকাটির সাথে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে ছুটে যায় এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরে তাই তার নাম الله হয়েছে।

ইমাম রাযী আরও বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি اله ক্রিয়া হতে গঠিত হয়েছে। اله الرجل يأله অর্থ লোকটি তার উপর আপতিত বিপদে ভীত হয়ে পড়েছে, অতঃপর অমুক তাকে আশ্রয় প্রদান করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, اله ক্রিয়াটি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ভীত হওয়া ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে যাবতীয় বিপদ হতে আশ্রয় প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, **﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ "তিনি (সকলকে) আশ্রয় দেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয়দাতা নেই"**[১৯৮] তেমনি সকল দান ও নি'য়াআমাত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ "যে নি'য়ামাতই তোমরা পেয়েছ তাতো আল্লাহ্‌র নিকট হতেই।"**[১৯৯] আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। তাই তিনি বলেন, **﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ "অথচ তিনিই খাওয়ান, তাঁকে খাওয়ানো হয় না"**[২০০] সকল বস্তু ও ঘটনার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, **﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ "বল, 'সবকিছুই আল্লাহ্‌র তরফ হতে"**।[২০১] এক কথায় আল্লাহ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে বিপদে-বিপাকে আশ্রয় দেন এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। তাই তাঁর নাম الله হয়েছে।

---

১৯৭. সূরাহ রা'দ, ১৩:২৮
১৯৮. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৮৮
১৯৯. সূরাহ নাহল, ১৬:৫৩
২০০. সূরাহ আনআম, ৬:১৪
২০১. সূরাহ নিসা, ৪:৭৮

ইমাম রাযীর ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, الله শব্দটি নিশ্চিতরূপে اسم غير مشتق যা অন্য কোন শব্দ হতে গঠিত নয়। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলীল ও সিবওয়াইহ এবং অধিকাংশ ফকীহ ও ফিকাহর নীতি নির্ধারক বিশেষজ্ঞদের অভিমত এটাই। ইমাম রাযী এ অভিমতের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এর কয়েকেটি প্রমাণ পেশ করছি।

এক- الله শব্দটি اسم مشتق হলে উক্ত শব্দে নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকারী সকল বস্তু বা ব্যক্তি الله নামে অভিহিত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেউ উক্ত নামে অভিহিত নয়, হতে পারে না।

দুই- আল্লাহ তাআলার অন্যান্য নাম الله নামের গুণবাচক নাম হিসোবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলি, আল্লাহ তাআলা الرحمن তিনি الرحيم তিনি الملك তিনি القدوس ইত্যাদি। এতে প্রমাণিত হয় الله শব্দটি اسم مشتق নয়।

তিন- আল্লাহ তাআলা ভিন্ন অন্য কেউ الله নামে অভিহিত নয়। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন, ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ "তুমি কি তাঁর নামের গুণসম্পন্ন অন্য আর কেউ আছে বলে জান"?[২০২] এতেও প্রমাণিত হয়, আল্লাহ শব্দটি ইসমে মুশতাক নয়। ইমাম রাযী বলেন, ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللهِ﴾ "মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত সত্তা আল্লাহ।"[২০৩] আয়াতাংশের অন্তর্গত الله শব্দটিকে কেউ কেউ اعراب الجر (সম্বন্ধকারকের) বিভক্তি দিয়ে পড়েন। সেই ভিত্তিতে তারা বলেন, এখানে الله শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হয়েছে। এটা اسم مشتق-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্লাহ শব্দটি اسم مشتق বটে। ইমাম রাযী বলেন, এটা ঠিক নয়। কারণ, এখানে الله শব্দটি বিশেষণ নয়; বরং عطف بيان (পূর্ববর্তী শব্দের পরিচায়ক সংযোজিত শব্দ)। সুতরাং এই আয়াতাংশ দ্বারা الله শব্দের اسم مشتق হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আমার (ইবনু কাসীর) মতে, الله শব্দের اسم جامد হওয়ার পক্ষে ইমাম রাযীর উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ সবল নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম রাযী বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি আরবী নয়, হিব্রু শব্দ। তিনি এই মতকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলেন। আমার (ইবনু কাসীর) মতেও তা দুর্বল ও বর্জনীয় বটে। ইমাম রাযী বললেন, জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাআলার মা'রিফাত ও পরিচয়ের মহাসমুদ্রে পৌছে তথায় বিচরণ ও পরিভ্রমণ করে বেড়ান। তারা আল্লাহর নূর ও জ্যোতির জগতে মহা সুখে ঘুরে বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআলার মা'রিফাত হতে বঞ্চিত থেকে বিভ্রান্তির অন্ধকারে হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এই দুই শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের দুই মেরুতে অবস্থান করলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। উহা এই যে, উভয় শ্রেণীই আধ্যাত্মিক জগতে ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রয়েছে। তবে এক শ্রেণীর জন্য সেই পরিক্রমা ও ঘূর্ণন সুখকর, আরেক শ্রেণীর জন্য দুঃখজনক। ইমাম রাযীর মতে উপরোক্ত কারণে وله ক্রিয়া হতে الله নামটি সৃষ্টি হওয়াও যুক্তিযুক্ত।

ব্যাকরণবেত্তা খলীল ইবনু আহমাদ বলেন الله শব্দটি اله ক্রিয়া হতে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

---

২০২. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৬৫
২০৩. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:১-২

কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি لاه ক্রিয়া হতে সৃষ্টি হয়েছে। لاه অর্থ সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। বা সে উপরে উঠেছে। لاهن الشمس অর্থ সূর্য উপরে উঠেছে। যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা সর্বগুণে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চে আছেন, তাই তাঁর নাম আল্লাহ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি اله ক্রিয়া হতে গঠিত হয়েছে। اله الرجل অর্থঃ লোকটি অমুককে প্রভু বানিয়েছে। কিংবা লোকটি দাসত্ব করেছে অথবা লোকটি অনুগত হয়েছে। তেমনি تأله الرجل অর্থঃ লোকটি কুরবানী করেছে কিংবা লোকটি ইবাদত করেছে। অথবা লোকটি ত্যাগ স্বীকার করেছে। যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা সকল সৃষ্টির দাসত্ব, আনুগত্য, ইবাদত ও কুরবানী পওয়ার যোগ্য, তাই তাঁর নাম আল্লাহ হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) পড়তেন: وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ তার পাঠ অনুসারে উক্ত আয়াতাংশে যে الاهة তা اله (সে ইবাদত করেছে) সমাপিকা ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপ। আল্লাহ শব্দটি পূর্বে আল ইলাহ ছিল, এর শব্দমূল أ- ل- ه ছিল। আদ্যাক্ষর হামযাহ বিলুপ্ত করে অতিরিক্ত ال-এর ل বর্ণটি শব্দমূলের দ্বিতীয় বর্ণ ل-এর সাথে সংযুক্ত (مدغم) করা হয়েছে। ফলে الا له শব্দটি الله শব্দ হয়েছে। অতঃপর সম্মানার্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত লাম বর্ণের পূর্বে অতিরিক্ত লাম বসিয়ে الله করা হয়েছে।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (রহমান ও রহীম)-এর অর্থ– অতীব দাতা, বড়ই দয়ালু

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ রহমান ও রহীম নাম দু'টো رحمة (দয়া) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। উভয় শব্দ اسم فاعل مبالغة (আধিক্যবোধক বিশেষ্য বা বিশেষণ)। কিন্তু রহীম-এর চেয়ে রহমান বেশি অর্থবোধক যা দয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ইবনু জারীর-এর একটি বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ অর্থের ব্যাপারে মতৈক্য আছে যে, উভয় শব্দই اسم فاعل مبالغة শ্রেণীভুক্ত এবং প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থ রয়েছে। অন্য এক বিশেষজ্ঞও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন الرحمن অর্থ ইহকাল ও পরকাল উভয়জগতে অতিশয় করুণা বর্ষণকারী এবং الرحيم অর্থ হচ্ছে পরকালে অশেষ করুণা বর্ষণকারী।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم جامد কারণ, এটা اسم مشتق হলে এর সাথে مرحوم (কৃপাপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উল্লেখ থাকত। অবশ্য الرحيم শব্দের সাথে ব্যক্তির উল্লেখ ঘটেছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا﴾ **"মু'মিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু।"**[২০৪] এই আয়াতাংশে رحيم-এর مرحوم হল মু'মিনীন। ইবনুল আম্বারী তার الزاهر গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ মুবার্রাদের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে الرحمن আরবী শব্দ নয়, হিব্রু শব্দ। আবূ ইসহাক আয যাজ্জাজ স্বীয় 'মাআনিল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, الرحيم শব্দটি আরবী এবং الرحمن শব্দটি হিব্রু। তাই আল্লাহ তাআ'লা উভয় শব্দ একত্রে প্রয়োগ করেছেন। অতঃপর আবূ ইসহাক মন্তব্য করেন, এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরন্তু কুরতুবী বলেছেন এ নামগুলো যে "رحمة" থেকে উৎপন্ন তার প্রমাণ হল যা তিরমিযী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং স্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন- তা হচ্ছে এই যে,

---

২০৪. সূরাহ আহযাব, ৩৩:৪৩

২৮৯. (সহীহ): আবদুর রহমান ইবনু আউফ রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন-মহান আল্লাহ বলেছেন,

"أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ"

আমি আর-রহমান, আমি রেহেম সৃষ্টি করেছি, আমার এক নাম হতে তার নাম দিয়েছি, যে কেউ তা রক্ষা করবে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করব, যে তা ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[২০৫] অতঃপর তিনি বলেছেন– এ উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم مشتق শ্রেণীভুক্ত। অতএব এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। অতঃপর তিনি বলেছেন– আরবগণ আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে রহমান নামটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল কুরতুবী বলেছেন– বলা হয়েছে যে, রহমান ও রহীম উভয়ের অর্থ একই যেমন নাদমান ও নাদিম শব্দগুলো যেমনটা আবূ উবাইদ বলেছেন।

কেউ কেউ বলেন, **فعلان ও فعيل এই দুই ওজনের শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রথমোক্ত** ওজনের শব্দ শুধু **ক্রিয়ার আধিক্যমূলক কর্তৃবাচক বোধক** اسم فاعل مبالغة হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন رجل غضبان **(অতিশয় রাগান্বিত ব্যক্তি)। পক্ষান্তরে শেষোক্ত** ওজনের শব্দ কখনও কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم فاعل) **এবং কখনও কর্মবাচ্যে** বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم مفعول) হয়।

আবূ 'আলী আল-ফারিসি বলেছেন– রহমান শব্দটি عام (ব্যাপক) যে নামটি আল্লাহর যাবতীয় **গুণাবলীকে সম্পৃক্ত করে**। আর তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষিত। আর রহীম হল যা বিশ্বাসীরা লাভ **করে থাকে**। যেমন আল্লাহ বলেছেন– ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)- রহমান ও রহীম **সম্পর্কে** বলেছেন– এ দু'টো কোমল নাম, একটি আরেকটির চেয়ে বেশি কোমল (অর্থাৎ তার দ্বারা অতিরিক্ত দয়া বুঝায়)[২০৬]

আল-খাত্তাবীসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ارق। শব্দের প্রয়োগের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) সম্ভবত **এরূপ স্থানে** ارق। শব্দ প্রয়োগ করেননি। বরং তিনি ارفق। শব্দ প্রয়োগ করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসেও অনুরূপ স্থানে ارفق। শব্দের সমধাতুজ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছেঃ

২৯০. (সহীহ): নবী (ﷺ) বলেন,

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ وَإِنَّهُ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

আল্লাহ তাআলার নাম رَفِيقٌ (বিনম্র), তিনি সকল কাজে الرِّفْقَ (বিনয়) পছন্দ করেন। তিনি **কঠোর**তায় যা দান করেন না বিনয়ে তা দান করেন।[২০৭]

---

২০৫. তুহফাতুল **আহওয়াযী** ৬/২৯, তিরমিযী ১৯০৭, আবূ দাঊদ ১৬৯৪, হাকিম ৪/১৫৭, সহীহ আল-জামি' ১৩১৪। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২০৬. কুরতুবী ১/১০৬

২০৭. মুসলিম ২৫৯৩, **এখানে** আয়িশাহ (রাঃ) থেকে وما لا يعطى على ما سواه বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে। আবূ দাঊদ ৪৮০৭, আল-বাগাবী ৩৪৯২, **সুনানুল** কুবরা ১০/১৯৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮/১৮। উক্ত হাদীসের শাওয়াহিদ হাদীস অতি শিঘ্রই আসবে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

ইবনুল মুবারক বলেন, الرحمن শব্দের অর্থে এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় যার নিকট কৃপা প্রার্থনা করলে তিনি কৃপা প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে الرحيم শব্দের দ্বারা এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় কৃপা প্রার্থনা না করলে যিনি অসন্তুষ্ট হন।

২৯১. (হাসান): এ মর্মে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ আবূ স্বালিহ আল-ফারিসী আল-খাওযীর মাধ্যমে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন না তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[২০৮] জনৈক কবি বলেন

لَا تَطْلُبَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُغْلَقُ

اللّٰهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يسأل يغضب

আদম সন্তান প্রয়োজনের তাকিদে অবশ্যই প্রার্থনা করে এবং তুমি এমন এক দরজায় প্রার্থনা কর যা কখনও বন্ধ হয় না। আল্লাহ তা'আলার নিকট তুমি প্রার্থনা না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন আর মানুষের নিকট চাইলে অসন্তুষ্ট হয়।"

ইবনু জারীর বলেছেন- [আস-সিররী বিন ইয়াহইয়া আত্ তামীমী] [উস্রমান বিন য়ুফার] [বলেন, আল-আযরামি] কে রহমান ও রহীম সম্পর্কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেন, الرحمن সমস্ত সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে এবং الرحيم বিশ্বাসীদের জন্য।[২০৯] এজন্য আল্লাহর কথা- ﴿ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ اَلرَّحْمٰنُ﴾ **"অতঃপর দয়াময় আরশে সমুন্নত হয়েছেন।"**[২১০] আল্লাহ আরো বলেন, ﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ **"আরশে দয়াময় সমুন্নত আছেন।"**[২১১]

এভাবে আল্লাহ তাঁর রহমান নামসহ ইস্তাওয়া অর্থাৎ আরশে সমুন্নত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এটা বুঝাতে যে, তাঁর দয়া তাঁর সকল সৃষ্টিকুলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছে। আল্লাহ আরো বলেছেন- ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا﴾ **"মু'মিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু।"**[২১২] তাঁর রহীম নাম বিশ্বাসীদেরকে সম্পৃক্ত করে। তাঁরা বলেন, এটা এ সত্যকেই প্রতিপন্ন করে যে, সৃষ্টিকুলের প্রতি উভজগতে তাঁর দয়ার ক্ষেত্রে আর রহমান অধিকতর ব্যাপক অর্থ বহন করে। অন্যদিকে আর রহীম একমাত্র বিশ্বাসীদের জন্য। তথাপি আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে,

২৯২. (হাসান): আস্রারে বর্ণিত একটি দুআ' আছে যা এরকম- رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا রহমান ও রহীম এ দুনিয়ার ও আখিরাতের।[২১৩]

আল্লাহর রহমান নাম একান্তভাবে তাঁরই। তিনি আর কোনো বস্তুরই এ নাম রাখেননি। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ বলেছেন-

---

২০৮. তিরমিযী ৩৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২৭। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ' (১১/৯৫)-এর মাঝে বলেন, সানাদের মাঝে আবূ স্বালিহ আল-খাওযী তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। অন্যত্র ইবনু মাঈন তাকে মজবুতও বলেছেন। ইবনু কাস্রীর (রহঃ) ধারণা করেছেন যে, তিনি হলেন আবূ স্বালিহ আস-সাম্মান, যেমনটি ইমাম আহমাদ তাখরীজে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৫৪। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান।

২০৯. তাফসীর তাবারী ১/১২৭।

২১০. সূরাহ ফুরক্বান ২৫:৫৯

২১১. সূরাহ ত্বহা ২০:৫

২১২. সূরাহ আহযাব, ৩৩:৪৩

২১৩. স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮২১। উক্ত হাদীস্রটি একটি দুআ'র অংশ বিশেষ। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান।

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی﴾

"বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"[২১৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً یُّعْبَدُوْنَ﴾

"আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর (অর্থাৎ তাদের কিতাব দেখ ও তাদের সত্যিকার অনুসারীদের নিকট যাচাই কর) আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম যাদের 'ইবাদাত করতে হবে"?[২১৫]

উপরন্তু মিথ্যাবাদী মুসায়লামাহ যখন নিজেকে ইয়ামামার রহমান বলল, আল্লাহ তাকে পরিচিত করলেন মিথ্যুক হিসেবে এবং তাকে প্রকাশ করে দিলেন। এজন্য যখনই মুসায়লামার নাম উল্লেখ করা হয় তখনই তাকে "মিথ্যুক" বলে বর্ণনা করা হয়। গ্রাম গঞ্জের মানুষের কাছে সে মিথ্যা বলার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে গেল, দৃষ্টান্ত হয়ে গেল মরুভূমির অধিবাসী বেদুনইদের মাঝেও।

তাদের অনেকে ধারণা করেন যে, الرحيم শব্দটি الرحمن শব্দ হতে আধিক্যবোধক শব্দ। কারণ الرحمن শব্দের তাকীদ (التاكيد) হিসাবে الرحيم শব্দ সংযুক্ত হয়েছে। এটা সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি যদি অপরটির তাকীদের জন্য আসে তাহলে তাকীদের জন্য ব্যবহৃত বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে।

মূলত উক্ত অভিমত ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে الرحيم শব্দটি الرحمن শব্দটির শক্তির জন্য তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা صفت (গুণবাচক শব্দ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে صفت গুণ موصوف গুণান্বিত– একে অপরের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজনীয় নয়।

আল্লাহ প্রথমে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন -আল্লাহ - যে নাম একমাত্র তাঁর জন্য। আর এ নামকে রহমান দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যে নামে অন্য কেউই অভিহিত হতে পারবে না, ঠিক যেমন আল্লাহ বলেছেন–

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی﴾

"বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) কেননা সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।"[২১৬] কেবল মুসায়লামাহ আর তার ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা মুসায়লামাকে 'রহমান' বলে অভিহিত করেছিল। আর আল্লাহর নাম রহীম - এ বিষয়ে কথা হল, আল্লাহ অন্যদেরকেও এ নামে অভিহিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ বলেন-

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।"[২১৭] আল্লাহ তাঁর কোন কোন সৃষ্টিকে তাঁর নিজের অন্যান্য নামে আখ্যায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ বলেন: ﴿اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖۗ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِیْعًۢا بَصِیْرًا﴾

---

২১৪. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:১১০
২১৫. সূরাহ যুখরুফ ৪৩: ৪৫
২১৬. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:১১০
২১৭. সূরাহ তাওবাহ ৯:১২৮

“আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।”[২১৮]

উপসংহারে বলা যায়, আল্লাহর অন্যান্য নামগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যরাও নাম হিসেবে ব্যবহার করে। উপরন্তু আল্লাহর কতক নাম একমাত্র তাঁর জন্যই, যেমন আল্লাহ, রহমান, খালিক (সৃষ্টিকর্তা) রাযিক (পালনকর্তা) এরকম আরো।

কাজেই আল্লাহ নামকরণ শুরু করেছেন (যেমন আল্লাহর নামে, যিনি বড়ই দাতা, বড়ই দয়ালু) তাঁর আল্লাহ নাম দিয়ে এবং নিজেকে বর্ণনা করেছেন রহমান বলে (বড়ই দাতা) যে নামটি অধিক নরম ও সার্বজনীন রহীমের চেয়ে। মহা সম্মানিত নামগুলো আগে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লাহ যেভাবে এখানে করেছেন। অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’ বাক্যটিতে প্রথমে আল্লাহ তারপর আর-রহমান ও শেষে আর-রহীম নামটি উল্লেখ করেছেন।

যদি বলা হয়: الرحمن নামে যেহেতু الرحيم হতে গুণের আধিক্য বিদ্যমান তথাপি الرحيم নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল কিসে? এর মাঝে কি অন্য কোন রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে? আতা খোরাসাণী হতে ইমাম ইবনু জারীর উক্ত প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলার কোন সৃষ্টির জন্য الرحمن নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সৃষ্টি উক্ত নাম গ্রহণ করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে আর-রহমান নামের পরে আর-রহীম নাম উল্লেখ করে দ্বৈত ব্যবহারের মাধ্যমে নামটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এখন এই নামে আল্লাহ ভিন্ন অন্য আর কাউকেও বুঝাবে না এবং অন্যের জন্য এই বিশিষ্ট নাম ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অনেকে ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাআলার এই আর-রহমান নামটি আরবদের নিকট অপরিচিত ছিল। এই কারণেই তিনি বলেছেন:

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ﴾

বল, ‘তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো না কেন (সবই ভাল) সকল সুন্দর নামই তো তাঁর।’[২১৯]

২৯৩. (স্বহীহ): হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় নবী (ﷺ) যখন আলী (রাঃ) কে বললেন, লিখ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ (আরম্ভ করছি পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে)। তখন কাফির আরবরা বলে উঠল, আমরা আর-রহমান চিনি না, আর-রহীমও চিনি না। নিম্নোক্ত আয়াতও কাফিরদের এই অজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়।[২২০] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আমরা ইয়ামামার রহমান ছাড়া অন্য কোন রহমানকে চিনি না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۤ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا﴾

“তাদেরকে যখন বলা হয় ‘রহমান’-এর উদ্দেশে সাজদায় অবনত হও, তারা বলে– ‘রহমান আবার কী? আমাদেরকে তুমি যাকেই সেজদা করতে বলবে আমরা তাকেই সেজদা করব নাকি?’ এতে তাদের অবাধ্যতাই বেড়ে যায়।”[২২১]

---

২১৮. সূরাহ দাহর ৭৬:২

২১৯. সূরাহ বানী ইসরাঈল ১৭:১১০

২২০. বুখারী ২৭৩১, ২৭৩২, আহমাদ ৬৫৮, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮৭০। আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-এর লম্বা হাদীস। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২২১. সূরাহ ফুরকান, ২৫:৬০।

আরবদের নিকট الرحمن নামের এই অপরিচিতির কারণে 'বিসমিল্লাহ'এর সাথে الرحيم নাম যুক্ত করে দেয়া হয়। তবে আরবদের নিকট الرحمن নামটি অপরিচিত ছিল এই তথ্যটি সঠিক বলে মানা যায় না। মূলত উক্ত নাম তাদের অবিদিত ছিল না। অবশ্যই তারা তা জানত। তথাপি সত্যের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তারা না জানার ভান করত। জাহেলী যুগের কবিতায় তারা আল্লাহকে 'আর-রহমান' নামে আখ্যায়িত করত। ইমাম ইবনু জারীর বলেন, জাহেলী যুগের জনৈক কবির নিম্ন পংক্তিতে এর প্রমাণ মিলে:

أَلَا ضَرَبَتْ تِلْكَ الفتاةُ هَجِينَهَا أَلَا قَضَبَ الرحمنُ رَبِّي يَمِينَهَا

সেই যুবতী কেন সেই হীনমনা লোকটিকে মারল না? আমার প্রতিপালক প্রভু 'আর রহমান' তার দক্ষিণ হস্ত কেন কর্তন করলেন না? অনুরূপ সালামা বিন জুন্দুব নামক জাহেলী যুগের জনৈক কবির রচনায় দেখতে পাই–

عَجِلتم عَلَيْنَا عَجْلَتَينَا عليكُمُ وَمَا يَشَأُ الرَّحْمَن يَعْقِد ويُطْلِقِ

"আমরা তোমাদের উপরে যেরূপ ত্বরিত হামলা করেছি তেমনি তোমরাও আমাদের উপরে ত্বরিত হামলা করেছ। অবশ্য আর রহমানের ইচ্ছায়-ই দৃঢ়তা বা শৈথিল্য ঘটে থাকে।"

ইবনু জারীর বলেন, ❖{আবূ কুরায়ব}{উসমান বিন সাঈদ}{বিশর বিন উমারাহ}{আবূ রাওক}{দহহাক}{আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (رضي الله عنه)}❖ **বলেন,** الرحمن **শব্দটি** الفعلان ওযনে সৃষ্ট। তা الرحمة শব্দ হতে সংগঠিত। আরবী ভাষায় **এর প্রচলন** রয়েছে। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **শব্দদ্বয়ের** অর্থ হচ্ছে, 'তিনি যার প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও রহমত বর্ষণ করতে চান তার প্রতি অতিশয় কৃপাপরায়ণ ও রহমত বর্ষণকারী। তেমনি তিনি যার প্রতি কঠোর ও শক্ত ব্যবহার করতে চান তার প্রতি অতি কঠোর ও শক্ত। আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নামের তাৎপর্য অনুরূপ হবে। ইবনু জারীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ❖{মুহাম্মাদ বিন বাশশার}{হাম্মাদ বিন মাসআদাহ}{আওফ}{হাসান}❖ **বলেছেন,** আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে الرحمن নামে অভিহিত করা নিষিদ্ধ।[২২২]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❖{আবূ সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান}{যায়দ ইবনুল হুবাব}{আবুল আশহাব}{হাসান}❖ বলেন, 'আর-রহমান নাম ধারণ করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা **উক্ত নাম** শুধু নিজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।'[২২৩]

২৯৪. (স্বহীহ): উম্মু সালামাহ (رضي الله عنها) বর্ণিত একটি হাদীস্রে বলা হয়েছে আল্লাহর রসূল (ﷺ)এর তিলাওয়াত ছিল ধীর ও সুস্পষ্ট, অক্ষরে অক্ষরে।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝﴾

"(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে। যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।"[২২৪]

একদল বিদ্বান এভাবেই তিলাওয়াত করেন। তারা হলেন কূফী। অন্যান্যরা তাসমিয়্যাহ'র মিমকে **আল হামদুর** সঙ্গে যুক্ত করেন। তারা দুটি সাকিন একত্রিত হওয়ায় মীম বর্ণটিকে যের দিয়ে পড়েন। এটি

---

২২২. **তাবারী ১/১০৫**। তাফসীর হাসান বাসরী ১/৬৪, সানাদটি হাসান। اسم ممنوع অর্থ: সরাসরি ঐ নামকরণ করা নিষিদ্ধ তবে তার **সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে** রাখতে পারে।

২২৩. **তাফসীর হাসান বাসরী** ১/৬৪, সানাদের মাঝে আবুল আশহাব সম্পর্কে আল-হাফিয ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে তাকে দুর্বল হিসেবে **আখ্যায়িত** করেছেন।

২২৪. সূরাহ **ফাতিহা,** (১:১-৩), আহমাদ ২৬০৪৩, আবূ দাউদ ৪০০১, হাকিম ২/২৫২, দারাকুতনী ১/৩০৭, মুসতাদরাক **২৯০৯**। দারাকুতনী, **হাকিম** ও যাহাবী স্বহীহ বলেছেন। তাফসীর শাওকানী ৩০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

জমহূর উলামাদের অভিমত। কুফাবাসীর মাধ্যমে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ কাসাঈ বর্ণনা করেছেন যে, কোন কোন আরব বিশেষজ্ঞ বিসমিল্লাহ'র শেষ মীমকে যবর দিয়ে এবং আলহামদু শব্দের হামযাহকে উহ্য করে পড়েন ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ তারা মীম বর্ণকে সাকিন করে হামযাহ বর্ণের যবরকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। যেমন ﴿الٓمَّ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ এখানে الله শব্দের হামযার যবরকে الم আয়াতের মীমে স্থানান্তরিত করে উক্ত রূপে পড়া হয়। ইবনু আতিয়্যাহ অবশ্য বলেছেন, আমার জানা মতে কেউ উক্ত আয়াত দুটি উপরোক্ত নিয়মে পড়েনি।

২. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। | اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢

আল হামদ-এর অর্থ

তাফসীরঃ বিখ্যাত সাতজন কিরাআত বিশেষজ্ঞের[২২৫] সর্বসম্মত অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের اَلْحَمْدُ শব্দের দাল বর্ণে পেশ হরকত হবে। مبتدا ও خبر হিসেবে। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ও রু'বাহ ইবনুল আজ্জাজ হতে বর্ণিত, তারা বলেন, اَلْحَمْدَ لِلّٰهِ পদে এখানে কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবে যবর হবে, 'এর পূর্বে কোন অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রয়েছে এবং اَلْحَمْدَ পদটি তারই কর্মকারক হয়েছে। ইবনু আবী আবালাহ এরূপে পড়তেন اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ অর্থাৎ তিনি اَلْحَمْدُ পদের د বর্ণে পেশ হরকতের সাথে সাদৃশ্য বিধানের জন্য لله পদদ্বয়ের ل বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তেন। আরবী ভাষায় অনুরূপ সাদৃশ্য বিধানের একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এখানে উপরোক্ত নিয়মে পাঠ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের পাঠের পরিপন্থী। হাসান ও যায়দ বিন আলী لِلّٰهِ পদের প্রথম লামের হরকতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে اَلْحَمْدِ পদের শেষ বর্ণ দালে যের দিয়ে পড়তেন﴿اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল হামদুলিল্লাহ'-এর অর্থ (সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহর জন্য) সমস্ত শুকরিয়া খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর স্থলে যাদের ইবাদত করা হয় তাদের জন্য নয়, তাঁর কোন সৃষ্টিরও নয়। এ শুকরিয়া আল্লাহর অসংখ্য নি'য়ামত ও অবদানের জন্য যার পরিমাণ একমাত্র তিনিই জানেন। যে সব বিষয়বস্তু আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টিকে সাহায্য করে সেগুলোও তাঁর অবদানের অন্তর্ভুক্ত। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যা দিয়ে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালন করে, তিনি যে রিয্ক সরবরাহ করেন, আরামদায়ক জীবন যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন এগুলো করতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি বাধ্য করেনি। কী করে মানুষ চিরকালীন সুখশান্তির আবাসে চিরকাল থাকতে পারবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। যাবতীয় শুকরিয়া ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য এ সমস্ত নি'য়ামতরাজির কারণে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।[২২৬]

উপরন্তু ইবনু জারীর বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর অর্থ হল - এমন প্রশংসা যদ্দ্বারা আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। এ জন্য যে, তাঁর বান্দারাও যেন তাঁর প্রশংসা করে। যেন আল্লাহ বলছেন- 'বল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যাবতীয় কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।"

---

২২৫. তারা হলেন, ইবনু আমির, ইবনু কাসীর, আসিম, আবূ আমর, হামযাহ, নাফি' ও আল-কাসাঈ।

২২৬. তাফসীর তাবারী ১/১৩৫

এ কথা বলা হয়েছে যে, ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ আয়াতটি আল্লাহকে তাঁর অতি সুন্দর নামসমূহ ও মহান গুণাবলীর দ্বারা প্রশংসা করা বান্দার জন্য অনিবার্য করে তোলে। যখন একজন ঘোষণা করে- ﴿الشُّكْرُ لِلَّهِ﴾ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য তখন সে যাবতীয় নি'য়ামতরাজির জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।[২২৭]

ইমাম ইবনু জারীর এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সকল আরবী ভাষাবিদ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয়কে সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করে থাকেন। সুফী সম্প্রদায়ের ইমাম জাফর আস্ সাদিক,ইবনু আতা' ও সালমী উক্ত শব্দদ্বয় সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন আব্বাস বলেছেন, প্রত্যেক شاكر ই الحمد لله বলতে পারে অর্থাৎ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক। ইমাম কুরতুবী ইবনু হাজার আল-আসকালানীর কওলকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেন, الحمد لله شكرا বাক্যটি শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এখানেও الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, شكرا শব্দটি এবং এর উহ্য সমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত বাক্যটি ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ বাক্যের তাকীদ অথবা তাফসীরের **জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।**

আমার (ইবনু কাসীর) মতে ইবনু জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, পরবর্তী যুগের **বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এই অভিমত পোষণ করেন যে, শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে** কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন **দক্ষতা বা নৈপুণ্যের কারণে অথবা অপরের প্রতি** তৎকর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতের কারণে কথার মাধ্যমে উক্ত **সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা** তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। পক্ষান্তরে الشكر শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষ হতে অপরের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কারণে মন, মুখ অথবা অন্য কোন অঙ্গের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা উক্ত সত্তার প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। কবি বলেন:

أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحَجَّبَا

আমার তিনটি অঙ্গ তোমাদেরকে নিআমত দান করেছে আমার হস্ত, আমার জিহ্বা ও আমার অদৃশ্য অন্তর।

الحمد ও الشكر (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য

কিন্তু الحمد ও الشكر শব্দদ্বয়ের কোন্‌টির অর্থ ব্যাপকতর সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি কওল রয়েছে। উভয়টির মাঝে আম ও খাসের পার্থক্য। الحمد শব্দটি الشكر শব্দ থেকে বেশি عام (ব্যাপক)। আরেক দল বলেন, الشكر শব্দের অর্থটি الحمد হতে ব্যাপকতর। তবে সঠিক কথা হচ্ছে এর কোনটির অর্থই অন্যটি হতে সার্বিকভাবে ব্যাপকতর নয়; বরং এদের প্রত্যেকটির অর্থই অপরটির অর্থ অপেক্ষা এক দিক দিয়ে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে সঙ্কীর্ণ। (আরবী ভাষায় দুই শব্দার্থের এই সম্পর্ককে বলে 'নিসবাতুল উমূম ওয়াল খুসূস')। যেই কারণে কারও প্রতি الحمد বা الشكر নিবেদিত হয়, সেই কারণের বিবেচনায় الحمد শব্দের অর্থ الشكر শব্দের অর্থ হতে ব্যাপকতর। কারণ কোন ব্যক্তি বা সত্তার অন্তর্নিহিত গুণ কিংবা অপরের প্রতি তার প্রদত্ত নিআমতের কারণে তার প্রতি হামদ নিবেদিত হয়। পক্ষান্তরে শোকর নিবেদিত হয় কেবলমাত্র শেষোক্ত কারণে। পক্ষান্তরে যে সব অঙ্গের মাধ্যমে কারও প্রতি শোকর বা হামদ নিবেদিত হয়, সেই অঙ্গসমূহের বিবেচনায় শোকর হামদ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ শোকর আদায়ে হস্ত, অন্তর, জিহ্বার যে কোন অঙ্গ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হামদ আদায়ে শুধু মাত্র জিহ্বা কাজে আসে। আবার কারও বদান্যতার কারণে যেরূপ হামদ ব্যবহৃত হয় তেমনি তার অশ্ব চালনায়

---

২২৭. তাফসীর তাবারী ১/১৩৭

নৈপুণ্যের জন্যও হামদ ব্যবহার করা যায়। অথচ শোকর কেবল কারও বদান্যতার কারণে আদায় করা যায়, কিন্তু কারও অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্য করা যায় না। পরবর্তী যুগের জনৈক বিশেষজ্ঞের লিখিত অভিমতের এটিই সারকথা। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ নাস্র ইসমাঈল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারী বলেন, الحمد (প্রশংসা) শব্দটি الذم (নিন্দা) শব্দের বিপরীত। যেমন তুমি বলবে حمدت الرجل আমি লোকটির প্রশংসা করেছি। أحمده حمدا ومحمودا (আমি তার যথাযোগ্য প্রশংসা করবো)। সুতরাং সে প্রশংসিত। আর التحميد শব্দটি الحمد থেকে পরিপূর্ণ এবং الحمد শব্দটি الشكر শব্দ থেকে অধিক ব্যাপক। পক্ষান্তরে الشكر-এর ব্যাপারে বলেন, উপকারীর উপকারের কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা। অথবা উপকারীর উপকারের প্রতি আদায়কৃত কৃতজ্ঞতা। যেমন شكرته (আমি তার কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি) এবং شكرت له (আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেছি।) এই উভয়বিধ প্রয়োগই শুদ্ধ। তবে শেষোক্ত প্রয়োগে অধিকতর ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে المدح (প্রশংসা করা) শব্দটির অর্থ الحمد শব্দের অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ জীবিত, মৃত, প্রাণী, অপ্রাণী সকলের প্রতিই উপকারের পূর্বে কি পরে সকল অবস্থায়ই এবং ব্যক্তির নৈপুণ্য-দক্ষতা কিংবা অপরের প্রতি কৃত উপকার ইত্যাকার সকল কারণেই المدح (প্রশংসা) প্রযুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে الحمد অপ্রাণীর প্রতি নয়, বরং শুধু প্রাণীর প্রতি এবং মৃতের প্রতি নয় বরং শুধু জীবিতের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে।

আল হাম্দ সম্পর্কে সালাফদের বক্তব্য

ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (আবূ মা'মার আল-কাতীঈ) (হাফস্) (হাজ্জাজ) (ইবনু আবী মুলায়কাহ) (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা سبحان الله ولا إله إلا الله-এর তাৎপর্য জানি কিন্তু الحمد-এর তাৎপর্য কী? জবাবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ওটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিজের জন্য মনোনীত ও তাঁর মনঃপূত একটি বাক্য।[২২৮] উক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী হাফস্ হতে আবূ মুআম্মার ব্যতীত অন্য এক রাবী এরূপ বর্ণনা করেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সঙ্গীদের বললেন, আমরা لا إله إلا الله এবং الله أكبر-এর তাৎপর্য জানি কিন্তু الحمد لله-এর তাৎপর্য কী? তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ওটি আল্লাহ তাআলার নিজের জন্য মনোনীত ও মনঃপূত একটি বাক্য। তা বার বার পাঠ করা তাঁর নিকট অধিক প্রিয়।[২২৯]

(আলী বিন যায়দ বিন জুদআন) (য়ূসুফ বিন মিহরান) (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেছেন, الحمد لله (আল-হামদু লিল্লাহ) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক বাক্য। বান্দাহ যখন বলে– الحمد لله (আল-হামদু লিল্লাহ) তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে"। ইবনু আবী হাতিম এ হাদীস্ লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৩০] ইবনু জারীরও এ হাদীস্ বর্ণনা করেছেন (বিশর বিন উমারাহ) (আবূ রাওক) (দহহাক) (..............) (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))-এর সূত্রে তিনি বলেন, الحمد لله হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর সৃজন, পথ প্রদর্শন ইত্যাকার নিআমতসমূহের জন্য শোকর আদায় কারা।[২৩১] কা'ব আল-আহবার বলেন, الحمد لله

---

২২৮. সানাদের মাঝে হাজ্জাহ বিন আরতা' সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন।

২২৯. ইবনু আবী হাতিম ১/১৫

২৩০. ইবনু আবী হাতিম ১/১৩

২৩১. সানাদের মাঝে ইনকিতা রয়েছে, কারণ, দহহাক ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। দহহাক বলেন الحمد لله হল আল্লাহ তাআলার চাদর। এ মর্মে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

২৯৫. (খুবই দুর্বল): ইবনু জারীর বলেন, ❮সাঈদ বিন আমর আস সাকূনী❯বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ❯ঈসা বিন ইবরাহীম❯মূসা বিন আবূ হাবীব❯হাকাম বিন উমায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا قُلْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَدْ شَكَرْتَ اللَّهَ، فَزَادَكَ"

যখন তুমি বল ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ **"যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য"** তখন তুমি তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর। তার ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে আরও বেশি নিআমাত দিবেন।[২৩২]

আল-হামদু-এর ফযীলাত

২৯৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল লিখেছেন যে, ❮রাওহ❯আওফ❯হাসান❯আসওয়াদ বিন সারী'❯ বলেছেন "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমি কি আমার মহান প্রভুর প্রশংসাসূচক কথাগুলো আপনার সম্মুখে উচ্চারণ করব যা আমি সংগ্রহ করেছি? তিনি বললেন-

"أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ"

"বস্তুত তোমার প্রতিপালক প্রশংসা ভালবাসেন"।[২৩৩] নাসাঈও এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন ❮আলী বিন হুজর❯ইবনু উলায়্যাহ❯য়ূনুস বিন উবায়দ❯হাসান❯আসওয়াদ বিন সারী'❯ সূত্রে।

২৯৭. (হাসান): উপরন্তু আবূ ঈসা আত তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ❮মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাসীর❯তালহাহ্ বিন খিরাশ❯জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- "أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ" সর্বোত্তম যিক্‌র লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, **সর্বোত্তম দুআ' আল-হামদুলিল্লাহ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।**[২৩৪]

২৯৮. (সহীহ): ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, আনাস বিন মালিক বলেছেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ"

---

২৩২. তাফসীর তাবারী ১/১০৯, হাঃ১৫২, জামিউল আহাদীস ২৫১৭, জামিউল কাবীর ২৫২৮, কানযুল উম্মাল ৬৪৫৩, আন নাফিলাতুল ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১৭২। সানাদে একাধিক দুর্বল রাবী রয়েছে। (১.) ঈসা বিন ইবরাহীম কে ইমাম নাসাঈ ও আবূ হাতিম বর্জন করেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث। (২.) মূসা বিন আবূ হাবীবকে আবূ হাতিম দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (৩.) মূসা বিন আবূ হাবীবকে হাকাম বিন উমায়র এর সাথী বলা হয় কিন্তু তিনি তার সময়যুগের হলেও তার সাথে সাক্ষাত হয়নি। পরিশেষে মূসা তার দুর্বলতা সহকারে সাহাবীর বৃদ্ধ অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটে। ইবনু কাসীর এই হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এর হুকুম সম্পর্কে চুপ থেকেছেন। **তাহক্বীক:** দঈফ জিদ্দান (খুবই দুর্বল)।

২৩৩. নাসায়ী কুবরা ৪/৪১৬, আহমাদ ১৫১৫৯, আদাবুল মুফরাদ ৮৫৯, ৮৬৮, মু'জামুল কাবীর ৮২১। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান। উক্ত হাদীসটিকে আন নাফিলাতু ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ১৭৩-এর মাঝে তিনি দুর্বল বলেছেন। সুতরাং কোনটি সঠিক হবে?

২৩৪. তিরমিযী ৩৩৮৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৬৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৮০০, মুসতাদরাক সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৪৬, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৫২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৯৭, জামউল ফাওয়াইদ ৯৫৩০, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৪৯৬৩, সহীহ আল-জামি' ১১০৪। সানাদের মাঝে মূসা বিন ইবরাহীম সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান।

আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাহকে নেয়ামত দান করেন আর সে বলে আল-হামদুলিল্লাহ তাহলে তাকে সে নিজে যা অর্জন করেছে তার চেয়ে আরো উত্তম বস্তু দান করা হয়।[২৩৫]

২৯৯. (মাওদূ'): ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ও নাওয়াদিরুল উসূল গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নবী (ﷺ) বলেছেন,

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

আমার উম্মতের কারো অধিকারে যদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ এসে যায় অতঃপর সে বলে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদুলিল্লাহ) তাহলে তার اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (আল-হামদুলিল্লাহ) বাক্যটি উক্ত ধনসম্পদ হতে মূল্যবান হবে।[২৩৬]

কুরতুবীসহ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তির আল-হামদুলিল্লাহ বলা তার প্রাপ্ত পার্থিব ধনসম্পদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হবে। কারণ পার্থিব সম্পদ স্থায়ী নয়, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে আল-হামদুলিল্লাহ'র নেকী ও সওয়াব স্থায়ী, তা ধ্বংস হবে না। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

"ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হল উৎকৃষ্ট আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম।"[২৩৭]

৩০০. (দঈফ): সুনান ইবনু মাজাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, একদা আল্লাহ তাআলার এক বান্দা বলল:

يَا رَبِّ، لَكَ الْحَمْدُ كما ينبغي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعَدَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَا يَا رَبِّ، إِنَّ عَبْدًا قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللهُ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ-: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. فَقَالَ اللهُ لَهُمَا: اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا"

হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তোমার মহা পরাক্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি যেরূপ হামদ-এর যোগ্য তোমার প্রতি সেরূপ হামদ (প্রশংসা) নিবেদন করছি। এতদশ্রবণে কিরামান কাতেবীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তারা এর পরিবর্তে কত নেকী লিখবেন তা নির্ণয় করতে পারলেন না। তারা আল্লাহ তাআলার নিকট আরয করলেন, হে আমাদের প্রভু! জনৈক বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করেছে। এর পরিবর্তে কত নেকী লিখব তা আমাদের জানা নেই। বান্দা কী বাক্য উচ্চারণ করেছে তা আল্লাহ তাআলা ভালরূপে জানতেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বান্দা কী বাক্য উচ্চারণ করেছে? ফেরেশতাদ্বয় বললেন, হে আমাদের প্রভু! বান্দা বলেছে, 'ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু কামা য়্যাম্বাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি

---

২৩৫. ইবনু মাজাহ ৩৮০৫, মিস্‌বাহুয যুজাজাহ ২৩৩১, সিলসিলাহ দঈফাহ ২০১১, সহীহ আল-জামি' ৫৫৬৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ১০৫০০। সানাদটি হাসান, সানাদের মাঝে শাবীব বিন বিশর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৩৬. ইবনু আসাকির ২/২৭৬/১৫, তারিখে বাগদাদ ৫/৪৬৭, জামিউল আহাদীস ১৮৯১৮, জামউল জাওয়ামি' ১/১৬৮৪৪, **কানযুল** উম্মাল ৬৪০৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ৮৭৫, ৮৭৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ১০২৬৯, দঈফ আল-জামি' ৪৮০০। **তাহকীক আলবানী:** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

২৩৭. সূরাহ কাহাফ, ১৮:৪৬।

সুলতানিকা।' তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন, আমার বান্দা যা বলেছে তা অবিকল লিখে রাখ। সে যখন আমার নিকট আসবে তখন আমি তার প্রতিদান দিব।[২৩৮]

ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন ঃ একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন বলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতে অধিকতর নেকীর কাজ। কারণ, আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন বাক্যে তাওহীদ ও হামদ দুটি বিষয় নিহিত। আর শেষোক্ত বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মাঝে শুধু তাওহীদের ঘোষণা রয়েছে। পক্ষান্তরে আরেক দল বলেন, শেষোক্ত বাক্য প্রথমোক্ত বাক্য হতে শ্রেষ্ঠতর। কারণ, তা দ্বারা মানুষের মুমিন হওয়া বা কুফরী হওয়া নির্ণীত হয়। এর দাবীতে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম জাতির পক্ষ হতে অমুসলিম জাতির নিকট তা মেনে নেয়ার দাবী জানানো হয় এবং তা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে যতক্ষণ না তা মেনে নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।[২৩৯]

৩০১. (হাসান): অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে: নবী (ﷺ) বলেন, "أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" আমার পূর্ববর্তী নবীগণ ও আমি যত কথা উচ্চারণ করেছি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কথা হচ্ছে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু"** অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই।'[২৪০]

৩০২. (হাসান): ইতঃপূর্বেও জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ নবী (ﷺ) বলেছেন, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সর্বোত্তম যিক্‌র লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, সর্বোত্তম দুআ' আল-হামদুলিল্লাহ। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪১]

الحمد। আল হামদ-এর আলিফ-লাম সবকিছুকে শামিল করার জন্য

হাম্‌দ-এর পূর্বে আল শব্দটি যাবতীয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে সম্পৃক্ত করে হামদ শব্দের পূর্বে **আলিফ ও লাম অক্ষর দু'টি যাবতীয় প্রশংসা ও স্বীকৃতি প্রকাশকে মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে।**

৩০৩. (দঈফ): যেমন হাদীসে এসেছে-

"اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ"

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসাই তোমার প্রাপ্য। সকল আধিপত্যই তোমার জন্য সংরক্ষিত। সকল মঙ্গলই তোমার হাতের মুঠোয়। তাই সকল কাজই তোমার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হয় .... (অসমাপ্ত)।[২৪২]

---

২৩৮. ইবনু মাজাহ ৩৮০১, মুসনাদ আল-জামি' ৮১০০, মিসবাহুয যুজাজাহ ১৩৩৬, আত-তা'লীকুর রাগীব ২/২৫৩, জামউল ফাওয়াইদ ৯৫৫৬। এখানে কুদামাহ বিন ইবরাহীমের নিজস্ব উক্তি রয়েছে, আর সানাদে সাদাকাহ বিন বাশীর-এর জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৩৯. বুখারী ২৫৮, মুসলিম ২২।

২৪০. তিরমিযী ৩৫৮৫, আল-আমালুস সালিহ ৫৫৮, জামিউল আহাদীস ৩৯৯৩, বায়হাকী ৯২৫৬, তালখীসুল হাবীর ১০৪২, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৫৩৬, সহীহাহ ১৫০৩, সহীহ আল-জামি' ৩২৭৪, আল-জামি' আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহ ৫৫৮৫। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

২৪১. পূর্বে বর্ণিত ২৯৭ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

২৪২. তাফসীর কুরতুবী ১/১৩৯, শুআবুল ঈমান ৪৪০০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৭/৯৭ হাঃ ৮, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৯৬৩, হায়সামী তার 'আল-মাজমা'' গ্রন্থে বলেন, সানাদের মাঝে একজন রাবী রয়েছে যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

রব্ব- প্রতিপালক-এর অর্থ

﴿رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **জগৎসমূহের প্রতিপালক**। রব্ব হচ্ছে মালিক -সম্পদ সম্পত্তিতে যার পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। ভাষাগত দিক থেকে রব্ব-এর অর্থ কর্তৃত্বশীল বা যার পরিচালনা করার অধিকার আছে। এ সবগুলো অর্থই আল্লাহর জন্য সঠিক। শব্দটি যখন অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে, তখন রব্ব শব্দটি একমাত্র আল্লাহকেই বুঝায়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে এটা এভাবে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন রব্বুদ্ দার, এই এই জিনিসের মালিক। উপরন্তু এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, রব্ব হল আল্লাহর সবচেয়ে বড় নাম।

'আলামীন-এর অর্থ

﴿الْعٰلَمِيْنَ﴾ (আলামীন) শব্দটি عالم (আলাম)-এর বহুবচন, যা দ্বারা আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় অস্তিত্বশীলকে বুঝায়। আলাম শব্দটিই বহুবচনের শব্দ যার কোন একবচন নেই। আলামীন হল নানান সৃষ্টি, যারা আকাশসমূহে আর পৃথিবীতে জলে ও স্থলে বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রতিটি বংশধরকে একটি আলাম বলা হয়।

বিশর বিন উমারাহ বলেন, ০[আবূ রাওক][দেহহাক][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য"**-এর তাৎপর্য হচ্ছে সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যকার সকল জানা ও অজানা বস্তুর মালিক ও প্রভু।

সাঈদ বিন জুবায়র ও ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রব্বুল আলামীনের তাৎপর্য হচ্ছে জ্বিন ও মানবমণ্ডলীর রব (প্রতিপালক প্রভু)। সাঈদ বিন জুবায়র, মুজাহিদ ও ইবনু জুরায়জ এর অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। আলী (রাঃ) হতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনু আবী হাতিম এর সনদকে অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কুরতুবী উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পেশ করেছেন: ﴿لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾ **"যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"**[২৪৩]

আল-ফাররা' ও আবূ উবায়দাহ বলেছেন– আলাম সবকিছুকে সম্পৃক্ত করে যার عقل (আকল বা মন) আছে, জ্বীন, মানবজাতি, ফেরেশ্তা এবং শয়তান, কিন্তু পশুরা নয়। যায়দ বিন আসলাম ও আবূ আমর ইবনুল আলা' বলেছেন– 'আলাম সবকিছুকে বুঝায় যাকে আত্মা দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

الجعد (নীচাশয় ব্যক্তি) ও الحمار (গর্দভ) নামে খ্যাত উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকামের জীবনীতেও হাফিজ ইবনু আসাকির লিখেছেন মারওয়ান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সতের হাজার মাখলুক (عالم)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এর একটি। অবশিষ্ট আলামসমূহের খবর একমাত্র আল্লাহই রাখেন। ক্বাতাদাহ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ সম্পর্কে বলেছেন– প্রত্যেক সৃষ্টিই একটি 'আলাম।

আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রব্বুল আলামীন-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানব জাতি একটি 'আলাম। জিন জাতি একটি আলাম। এতদ্ব্যতীত আঠার হাজার অথবা চৌদ্দ হাজার আলাম রয়েছে (রাবীর সঠিক সংখ্যা স্মরণ নেই)। ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে রয়েছে। পৃথিবীর চারটি দিক রয়েছে, প্রত্যেক দিকে সাড়ে তিন হাজার আলাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। এই বাক্যটি গরীব। আর তা স্বহীহ দলীল বা প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা যায়না।

---

২৪৩. সূরাহ ফুরকান, ২৫:১।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨হিশাম বিন খালিদ⟩⟨আল-ওয়ালী বিন মুসলিম⟩⟨আল-ফুরাত ইবনুল ওয়ালীদ⟩⟨মুআত্তাব বিন সুময়্যা⟩⟨তুবায়' আল-হিময়ারী⟩ তিনি رَبُّ الْعَالَمِينَ সম্পর্কে বলেছেন– পৃথিবীতে এক হাজার আলাম আছে। তন্মধ্যে ছয়শত আছে জলে ও চারশত স্থলে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অনুরূপ মারফূ' সূত্রে যেমন হাফিয আবূ ইয়া'লা আহমাদ বিন আলী ইবনুল মুসান্না তার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

৩০৪. (মাওদূ'): ⟨মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না⟩⟨উবায়দ বিন ওয়াকিদ আল-কায়সী আবূ আব্বাদ (দুর্বল)⟩⟨মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন কায়সান (দুর্বল)⟩⟨মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)⟩ বলেন, উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় একবার রাষ্ট্রে পঙ্গপাল দেখা দিল। তিনি লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, এই দেশে কেউ পঙ্গপাল দেখেনি, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পঙ্গপাল সম্পর্কে জানার জন্য ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাকে লোক পাঠালেন। ইয়ামানের সংবাদ সংগ্রাহক সেখান হতে কতগুলো পঙ্গপাল ধরে এনে তাঁর সম্মুখে রাখল। তিনি তা দেখে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। অতঃপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন,

خَلَقَ اللهُ أَلْفَ أُمَّةٍ، سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ الْجَرَادُ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ

আল্লাহ তাআলা এক হাজার প্রজাতির উম্মত সৃষ্টি করেছেন। তার ছয়শত জলভাগে আছে ও চারশত আছে স্থলভাগে। আর এদের মধ্যে হতে প্রথম বিলুপ্ত হবে পঙ্গপাল। এর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর একের পর এক সকল প্রজাতি এরূপ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যেভাবে ছিন্নমালার দানাগুলো পর পর দ্রুত পতিত হয়।[২৪৪] উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন কায়সান একজন দঈফ বা দুর্বল রাবী।

বাগাবী বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, আল্লাহ তাআলা এক হাজার আলাম সৃষ্টি **করেছেন। সেগুলোর মধ্য হতে ছয়শত জলভাগে এবং চারশত রয়েছে স্থলভাগে।** ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বলেন, **আল্লাহ তাআলা আঠারো হাজার আলাম সৃষ্টি করেছেন।** দুনিয়া এদের মধ্যকার একটি আলাম। মুকাতিল বলেন, আলামের সংখ্যা হচ্ছে আশি হাজার। কা'ব আল-আহবার বলেন, আলামের সংখ্যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। ইমাম বাগাবি উপরোক্ত অভিমতসমূহ তুলে ধরেছেন। ইমাম কুরতুবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা চল্লিশ হাজার আলাম সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র দুনিয়া এদের মধ্যে হতে মাত্র একটি আলাম।

যাজ্জাজও বলেছেন - আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকেই আলাম বলে, ইহকালে আর পরকালে। কুরতুবী বলেছেন -এটাই সঠিক অর্থ যে, আল্লাহ উভয় জগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন 'আলাম দ্বারা তার সবকিছুকে বুঝায়। তেমনই আল্লাহ বলেছেন–

---

২৪৪. ইবনু আদী তার 'আল-কামিল' গ্রন্থে ৫/৩৫২, খাতীব আল-বাগদাদী তার 'তারীখে' (১১/২১৮) উল্লেখ করেছেন। আন-নাফিলাতু ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ৩২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৭/৩২২, তিনি বলেন, আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, সানাদের মাঝে উবায়দ বিন ওয়াকিদ আল-কায়সী দুর্বল। মুহাক্কিকবৃন্দ বলেন, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার তাকরীব গ্রন্থে বলেন, সানাদে মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন কায়সান দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث আবূ যুরআহ বলেন, তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তার থেকে ইবনুল মুনকাদির আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করত। **তাহকীক:** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾﴾

"ফেরাউন বললঃ 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কী?' মূসা বললঃ '(যিনি) আসমান ও জমিন ও এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক– যদি তোমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হও।"[২৪৫]

সৃষ্টিকে আলাম বলা হয় কেন?

العالم (আলাম) শব্দটি العلامة আলামাহ থেকে বুৎপন্ন, কারণ, ওটা এমন একটা চিহ্ন যা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের এবং তাঁর একত্বের সত্যতা জ্ঞাপন করে। যেমন কবি ইবনুল মু'তামির বলেন,

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلٰهُ ... أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

কী আশ্চর্য! মানুষ কিভাবে স্বীয় প্রভুর নাফারমানী করে অথবা নাস্তিক কিভাবে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? প্রত্যেকটি বস্তুতেই তো তার অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে। উক্ত নিদর্শন বলে দেয় যে, তিনি এক অদ্বিতীয়।

৩. যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। | الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾

বাসমালায় আমরা এ নামগুলো ব্যাখ্যা করেছি। কুরতুবী বলেছেন– 'আলামীনের প্রতিপালক' বলার পর আল্লাহ নিজেকে রহমান ও রহীম বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই তাঁর কথার ভিতরে একটা সাবধান বাণী আছে অতঃপর আছে প্রেরণা। তেমনি আল্লাহ বলেছেন–

﴿نَبِّئْ عِبَادِيْٓ أَنِّيْٓ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ﴿٥٠﴾﴾

"আমার বান্দাহ্দেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। আর আমার শাস্তি– তা বড়ই ভয়াবহ শাস্তি।"[২৪৬]

আল্লাহ আরো বলেন–

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"তোমার রব্ব তো শাস্তি দানে দ্রুত (ব্যবস্থা গ্রহণ করেন) আর তিনি অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৪৭] তিনি বলেন, এজন্য রব্ব-এ আছে সতর্কবাণী আর রহমান ও রহীম-এ উৎসাহ।

৩০৫. (স্বহীহ): মুসলিম তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

« لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي جَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌ »

'মু'মিন যদি জানতো যে আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ শাস্তি রয়েছে তবে সে জান্নাতের কামনা করতো না। অন্যদিকে কাফির যদি জানতো যে, আল্লাহর নিকট কী পরিমাণ রহমত রয়েছে তবে সে রহমত হতে নিরাশ হতো না।[২৪৮]

---

২৪৫. সূরাহ শুআরা, ২৬:২৩
২৪৬. তাফসীর কুরতুবী ১/১৩৯, সূরাহ হিজর ১৫:৪৯-৫০
২৪৭. সূরাহ আনআম ৬:১৬৫

৪. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

বিচার দিবসের সকল ক্ষমতার অধিকারী

একদল তাফসীর বিশেষজ্ঞ: ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ আয়াতের প্রথম শব্দকে مٰلِكِ এবং আরেকদল বিশেষজ্ঞ مَالِكِ রূপে পড়েছেন। উভয় কিরাআতই শুদ্ধ এবং বিখ্যাত সাত কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ একে লামে সাকিন দিয়ে مَلْكِ এবং কেউ مليك রূপেও পড়েছেন। কিরাআত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ নাফে' এর শেষে ي বর্ণ যুক্ত করে ملكي রূপে পড়েছেন। একদল বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত দুই কিরাআতের মধ্য হতে প্রথম কিরাআতকে ও অন্যদল বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় কিরাআতকে অর্থগত দিকে দিয়ে শ্রেয়তর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলেছেন, তবে উভয় কিরাআতকেই তারা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা যামাখশারী ملك রূপ কিরাআতকে শ্রেয় বলেছেন, কারণ, তা পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের কিরাআত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ **"(সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে) আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার"?**[২৪৯] কিংবা ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ **"তাঁর কথাই প্রকৃত সত্য। সেদিন কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই হাতে।"**[২৫০] এই দুই আয়াতে কিয়ামতের দিনে الملك রাজত্ব একমাত্র **তাঁরই বলা হয়েছে। উক্ত الملك-এর অধিকারী সত্তাকে** الملك বলাই শ্রেয়। ইমাম আবূ হানীফা হতে বর্ণিত **হয়েছে যে,** তিনি একে ﴿مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ রূপে পড়তেন। কারণ, এটা থেকে فعل (ক্রিয়া) فاعل (কর্তা) مفعول (কর্ম) এই তিনরূপ শব্দই গঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য এটি নিতান্তই শায ও অবান্তর।

৩০৬. (দঈফ): আবূ বাকর বিন আবী দাঊদ অনুরূপ একটি গরীব সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, [আবূ আবদুর রহমান আল-আযারী] [আবদুল ওয়াহহাব বিন আদী ইবনুল ফাদল] [আবুল মুতাররিফ] [ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ)] বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বাকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), উসমান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু), মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ও তৎপুত্র ইয়াযীদ এঁরা সকলে ﴿مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ পড়তেন।[২৫১] উক্ত রিওয়ায়াতের সমর্থনে অন্য কোন রিওয়ায়াত নেই। ইবনু শিহাব আরও বলেন, সর্বপ্রথম মারোয়ান ওকে مٰلِكِ-এ রূপান্তরিত করেন।

(আমি ইবনু কাসীর) বলি মারওয়ানের নিকট ﴿مَلَكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾-এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ ছিল বলেই তিনি একে ঐরূপ পড়েছেন। ইবন শিহাব এ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৩০৭. ইবনু মারদুবিয়্যাহ কর্তৃক উদ্ধৃত একাধিক সনদে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একে مالك يوم الدين রূপে পড়তেন।[২৫২] مالك শব্দটি الملك মালিকানা স্বত্ব শব্দ হতে গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّا

---

২৪৮. বুখারী ৬৪৬৯, মুসলিম ২৭৫৫, তিরমিযী ৩৫৪২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৫, ৬৫৬, জামিউল আহাদীস ১৯১৪৮, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৩৭৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৩৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৪৬৯, সহীহ আল-জামি' ৫৩৩৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৪৯. সূরাহ গাফির, ৪০:১৬

২৫০. সূরাহ আনআম, ৬:৭৩

২৫১. সানাদের মাঝে ইবনু আদী ইবনুল ফাদল সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে বলেন, আবূ হাতিম বলেছেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। একজন ব্যতীত সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

২৫২. ইবনু মারদুবিয়্যাহ এটি বর্ণনা করেছেন। সকল অবস্থায় উভয় কিরাত প্রমাণিত। দেখুন– সিফাতু সলাতুন নাবী (১/২৯৭), আবূ বাকর বিন আবী দাউদ সংকলিত 'আল-মাসাহিফ' (১০৫ পৃ.), মুসতাদরাক (২/২৩২)।

﴿نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ **"জমিন আর জমিনের উপর যারা আছে তাদের মালিকানা আমারই থাকবে, আর তারা আমার কাছেই ফিরে আসবে"**।[২৫৩] তিনি আরও বলেন, ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ﴾ **বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির।"**[২৫৪] অপরদিকে দেখা যায় مَلِكِ শব্দটি الْمُلْك শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾

"(সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে) আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার? (উত্তর আসবে) এক ও একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র।"[২৫৫] তিনি আরও বলেন, ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ **"তাঁর কথাই প্রকৃত সত্য। সেদিন কর্তৃত্ব থাকবে তাঁরই হাতে।"**[২৫৬] তিনি আরও বলেন,

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾

"সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)'র এবং কাফিরদের জন্য দিনটি হবে কঠিন।"[২৫৭]

আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে তাঁর সর্বময় ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথা যাবতীয় অন্যান্য বিষয়ের উপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে বাতিল করেনা। কারণ আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি যাবতীয় অস্তি ত্বশীলের প্রভু, দুনিয়ার এ জীবনের ও পরকালের। আল্লাহ এখানে শুধু বিনিময় প্রদানের দিনের কথা বলেছেন কারণ, সেদিন তিনি ছাড়া অন্য কেউ কোন কিছুর মালিকানা দাবি করতে পারেনা। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেদিন কাউকে কথা বলতে দেয়া হবে না। যথা আল্লাহ বলেছেন–

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾

"সেদিন রূহ (জিবরাঈল) আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন, আর সে যথার্থ কথাই বলবে।"[২৫৮] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

"দয়াময়ের সম্মুখে সেদিন যাবতীয় আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে (এমনভাবে) যে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।"[২৫৯] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾

"আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন, সে দিন যখন আসবে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবে না, তাদের কেউ হবে হতভাগা, আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান।"[২৬০]

দাহ্হাক বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেছেন– ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ অর্থাৎ- সেদিন কেউই কোন কিছুর মালিক থাকবে না দুনিয়াতে যা কিছুর সে মালিক ছিল।

---

২৫৩. সূরাহ মারইয়াম, ১৯:৪০
২৫৪. সূরাহ নাস, ১১৪:১-২
২৫৫. সূরাহ গাফির, ৪০:১৬
২৫৬. সূরাহ আনআম, ৬:৭৩
২৫৭. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৬
২৫৮. সূরাহ নাবা ৭৮:৩৮
২৫৯. সূরাহ ত্বহা ২০:১০৮
২৬০. সূরাহ হূদ ১১:১০৫

ইয়াউমিদ্দীন-এর অর্থ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন– ইয়াউমুদ্দীন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রতিশোধ পাওয়ার দিন যার অর্থ বিচারের দিন। সেদিন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কাজের হিসাব নিবেন, মন্দের জন্য মন্দ, ভালর জন্য ভাল, তাদের ব্যতীত যাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। এ ছাড়া অন্য অনেক সাহাবা, তাবিঈন এবং সালাফী বিদ্বানগণ একই রকম বলেছেন, কারণ আয়াত থেকে এ অর্থ সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট।

অবশ্য ইমাম ইবনু জারীর কোন তাফসীরকার হতে বর্ণনা করেন ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত ঘটিয়ে বিচার দিবস কায়েমের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ইমাম ইবনু জারীর এ উদ্ধৃতি দেয়ার পর বলেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল ও গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু মূলত আয়াতের উভয়বিধ তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া উভয় পক্ষ উভয় তাফসীরকেই শুদ্ধ মনে করেন। তবে আয়াতের পূর্বাপর আয়াত বিবেচনা করলে প্রথমোক্ত তাৎপর্যই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আয়াতের প্রথমোক্ত তাৎপর্যের সাথে নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ﴾ **"সেদিন সত্যিকারের কর্তৃত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)'র।"**[২৬১] পক্ষান্তরে **আয়াতের শেষোক্ত তাৎপর্যের সদৃশ্য নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায়।** ﴿وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ **"আর যখনই তিনি বলবেন, (কিয়ামাত) 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে।"**[২৬২]

আল্লাহ আল মালিক (বাদশাহ অথবা মালিক)

আল্লাহ (প্রত্যেক জিনিসের ও প্রত্যেক ব্যক্তির) প্রকৃত মালিক। আল্লাহ বলেছেন– ﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ﴾ **"তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, পূর্ণ শান্তিময়।"**[২৬৩]

৩০৮. (সহীহ): সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিমে) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَلَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ আল্লাহ তা'লার নিকট বান্দার ঘৃণ্যতম আখ্যা হচ্ছে ملك الأملاك (শাহানশাহ) আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ মালিক বা শাহানশাহ নয়।[২৬৪]

৩০৯. (সহীহ): আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন–

"يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟"

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনকে নিজ হাতে ধারণ করে বলবেন, আমিই **শাহানশাহ** (الملك)। কোথায় পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ (ملوك)? কোথায় পরাক্রমশালী আমীর উমারাবৃন্দ (الجبارون)? কোথায় দাম্ভিক নাফারমানকুল (المتكبرون)?[২৬৫]

---

২৬১. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৬
২৬২. সূরাহ আনআম, ৬:৭৩
২৬৩. সূরাহ হাশর, ৫৯:২৩
২৬৪. বুখারী ৬২০৬, **মুসলিম** ১৬৮৮, তিরমিযী ২৮৩৭, মুসনাদ আল-জামি' ১৪০০০। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
২৬৫. বুখারী ৪৮১২, ৬৫১৯, মুসলিম ২৭৮৭, ইবনু মাজাহ ১৯২, আহমাদ ৮৬৪৬, দারিমী ২৭৯৯। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ **"(সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে) আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার? (উত্তর আসবে) এক ও একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র।"**[২৬৬] দুনিয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে যে বাদশাহ বলা হয় তা (মাজাযী) প্রচলিত কথার হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ বলেছেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা (ملك) করে পাঠিয়েছেন।"**[২৬৭] অন্যত্র বলেন, ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ **"আর তাদের পশ্চাতে জনৈক রাজা ছিল"**[২৬৮] আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ **"স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন।"**[২৬৯]

৩১০. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন আরো লিখেছে .... مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ সিংহাসনরূঢ় বাদশাহদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে.... ।[২৭০]

الدين আদ্ দ্বীন-এর অর্থ

আদ্ দ্বীন-এর অর্থ হিসাব নিকাশ করা, পুরস্কার অথবা শাস্তি। যেমন, আল্লাহ বলেছেন: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ **"আল্লাহ সেদিন তাদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পুরোপুরিই দেবেন।"**[২৭১] তিনি আরো বলেন, ﴿أَئِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ **"(অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন) আমাদেরকে কি সত্যই কর্মফল দেয়া হবে"?**[২৭২] অর্থাৎ হিসাব নেয়া হবে ও তার প্রতিদান দেয়া হবে?

৩১১. (দঈফ): একটি হাদীস্বে আছে : اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজেই করে এবং মরণোত্তর জীবনের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ সে হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।[২৭৩] উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহু) আরো বলেছেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَأَهَّبُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}

"তোমাদের হিসাব নেয়ার আগেই নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর। তোমাদের আমল ওজন হওয়ার আগে নিজেরা নিজেদের আমল ওজন করে নাও এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেই

---

২৬৬. সূরাহ মু'মিন, ৪০:১৬
২৬৭. সূরাহ বাকারাহ , ২:২৪৭
২৬৮. সূরাহ কাহাফ, ১৮:৭৯
২৬৯. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:২০
২৭০. বুখারী ২৮৭৭, মুসলিম ১৯১২, তিরমিযী ১৬৪৫, নাসাঈ ৩১৭১, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৬৭। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।
২৭১. সূরাহ নূর, ২৪:২৫
২৭২. আস সাফফাত, ৩৭:৫৩
২৭৩. তিরমিযী ২৪৫৯, তিনি বলেন, হাদীস্বটি হাসান। ইবনু মাজাহ ৪২৬০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৩১৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ৯৭৮৮, দঈফ আল-জামি' ৪৩০৫, রাওদুন নাদীর ৩৫৬, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৯৫৯। মুসতাদরাক ১/৫৭, ৪/২৫১, তিনি বলেন, ইমাম বুখারীর শর্তে স্বহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন, আল্লাহর শপথ আবূ বাকর দুর্বল, তিনি আশ্চর্য ধরনের হাদীস্ব বর্ণনা করেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীব গ্রন্থে বলেন, আবূ বাকর বিন আবূ মারইয়াম দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে আবূ দাউদ তিমরমিযী ও ইবনু মাজাহ থেকে বলেন, তিনি তাদের নিকট দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস্ব বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হয় না। ইবনু আদী বলেন, তার একাধিক হাদীস্ব রয়েছে স্বালিহ, কিন্তু তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ ও অন্যান্যরা তার অধিক গাফলতির কারণে দুর্বল বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

বড় উপস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ **"সেদিন তোমাদেরকে (বিচারের জন্য) হাজির করা হবে আর তোমাদের কোন কাজই- যা তোমরা গোপন কর- গোপন থাকবে না।"**[২৭৪]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

৫. আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

তাফসীরঃ বিখ্যাত সাত কিরাআত বিশেষজ্ঞসহ অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ إِيَّاكَ শব্দের ي কে তাশদীদ (দ্বিত্ব) সহকারে পড়েছেন। আমর বিন ফাইদ নামক জনৈক কিরাআত বিশেষজ্ঞ একে তাশদীদ ছাড়া প্রথম বর্ণ (হামযাহ)কে যের দিয়ে পড়েছেন। আর এটি শায (ব্যতিক্রম)। বিধায় তার উক্ত কিরাআত প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কেননা إِيَا শব্দের অর্থ সূর্যের কিরণ। আবার কেউ কেউ হামযাহকে যবর দিয়ে ও ي কে তাশদীদ দিয়ে أَيَّاكَ পড়েছেন। কেউ কেউ أ-এর স্থলে ه বসিয়ে ي কে তাশদীদ দিয়ে **هَيَّاكَ পড়েছেন। আরবী সাহিত্যে অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন কবি তার কবিতায় বলেছেন:**

فَهَيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَرَاحَبَتْ مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهُ

সাবধান কোন কাজের প্রবেশ পথ সুগম হলেও যদি এর নিষ্ক্রমণ পথ দুর্গম হয় তবে তা হতে দূরে **থেকো।**

ইয়াহইয়া বিন ওয়াস্সাব ও আ'মাশ ব্যতীত অন্য সকল বিশেষজ্ঞ نَسْتَعِينُ শব্দের প্রথম ن এ যবর দিয়ে পড়েছেন। আর উক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় একে যের সহকারে পড়েছেন। অবশ্য বানী আসাদ, রাবীআহ ও বানী তামীম গোত্রত্রয় অনুরূপভাবেই উচ্চারণ করে থাকে।

ইবাদত-এর ভাষাগত ও ধর্মগত অর্থ

العبادة শব্দের আভিধানিক অর্থঃ বশীভূত, হীনতা, নত হওয়া। যেমন طريق المعبد অর্থাৎ বাঁধানো রাস্তা, পাকা রাস্তা, প্রস্তুতকৃত রাস্তা, পদদলিত রাস্তা। তেমনিভাবে بعير معبد অর্থঃ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পদার্পণ করে, পরিত্যক্ত উট।

শারীয়তের পরিভাষায় العبادة অর্থঃ মহব্বত, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টি।

مفعول কে (কর্মকারককে فعل এর) পূর্বে নেওয়া ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার উপকারিতা

এ আয়াতের মাঝে إياك শব্দটি مفعول (কর্মকারক) কে (فعل)-এর পূর্বে নিয়ে আসা হয়েছে গুরুত্বকে দ্বিগুণ করা ও সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এখানে إياك শব্দটির অর্থ হবে 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই উপর ভরসা করি অন্য কারো ইবাদত ও কারো প্রতি ভরসা করি না'। এটাই আনুগত্যের উত্তমরূপ আর এ দু'টি ভাবধারা দিয়ে গোটা দীনকেই বোঝানো হয়েছে। কতক সালাফ বলেছেন, কুরআনের গোপনীয় রহস্য হল ফাতিহা, আর ফাতিহার গোপন রহস্য হলো ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ এ শব্দগুলো। সুতরাং প্রথম অংশটি হল শিরক হতে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা, আর দ্বিতীয় অংশটি অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার ঘোষণা দিচ্ছে, আর স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, যাবতীয় কার্যাবলী আল্লাহ একাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। কুরআনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ অর্থটি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেছেন–

---

২৭৪. সূরাহ আল-হাক্কাহ, ৬৯:১৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৪৪৫৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ১২০১।**তাহকীক আলবানী:** মাওকূফ।

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"কাজেই তুমি তাঁরই 'ইবাদাত কর, আর তাঁর উপরই নির্ভর কর, তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক মোটেই বে-খবর নন।"[২৭৫] এবং

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾

"বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁর উপরেই ঈমান রাখি, আর তাঁর উপরেই নির্ভর করি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে আছে (আমরা না তোমরা)।"[২৭৬]

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾

"(তিনি) পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বময় কর্তা, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি তোমার কার্য সম্পাদনকারী বানিয়ে নাও।"[২৭৭] অনুরূপভাবে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ **"আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"**

উল্লেখ করা দরকার যে, এ আয়াতে বাচনভঙ্গি থার্ড পারসন থেকে إياك শব্দে "কাফ" ব্যবহার করে সরাসরি কথাবার্তায় পরিবর্তিত হয়েছে। এর কারণ, আল্লাহর প্রশংসা করা এবং ধন্যবাদ দেয়ার পর বান্দাহ দাঁড়িয়ে যায় প্রভুর সামনে আর সোজাসুজি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে- ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ **আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।**

সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা করার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে। এটা প্রত্যেক স্বলাতে জরুরী।

সূরা ফাতিহার প্রথম অংশে সুন্দর গুণাবলী সহকারে আল্লাহর নিজের দ্বারা নিজের প্রশংসা রয়েছে, যা তাঁর বান্দাহদের প্রতি ইংগিত করে যে, তোমাদেরও উচিত একই পদ্ধতিতে তাঁর প্রশংসা করা। এজন্য কেউ সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার স্বলাত বাতিল যদি সে পাঠ করতে পারে।

৩১২. (স্বহীহ): স্বহীহাইন উল্লেখ করেছে, 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" যে ব্যক্তি স্বলাতে সূরা ফাতিহাহ পাঠ করে না তার স্বলাত হয় না।[২৭৮]

৩১৩. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে আছে যে, আবূ হুরায়রাহ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

"يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الْفَاتِحَةِ: ٢] قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الْفَاتِحَةِ: ٣] قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الْفَاتِحَةِ: ٤] قَالَ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الْفَاتِحَةِ: ٥] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الْفَاتِحَةِ: ٦، ٧] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ"

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি স্বলাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর বান্দা যা চাইবে- তা সে পাবে। এরপর বান্দা যখন বলে, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ আল-হামদু লিল্লাহি

---

২৭৫. সূরাহ হূদ, ১১:১২৩

২৭৬. সূরাহ মুলক, ৬৭:২৯

২৭৭. সূরাহ মাযযাম্মিল, ৭৩:৯

২৭৮. বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪, আবূ দাউদ ৮২২, তিরমিযী ২৪৭, নাসাঈ ৯১০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ। (দ্রষ্টব্য: ২৪৮ নং হাদীসে আলোচনা অতীত হয়েছে)

রব্বিল আলামীন (অর্থ: সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন- আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾ 'আর রহমানির রহীম' (তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়) আল্লাহ তা'আলা বলেন- বান্দা আমার তা'রীফ করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (অর্থ: তিনি বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন- আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। তিনি এও বলেন, বান্দা সমস্ত কাজ আমার উপর সোপর্দ করেছে। সে যখন বলে, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (অর্থ: আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন- এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চায় তাই দেয়া হবে। যখন সে বলে, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদূবি আলায়হিম অলাদ-দাল্লীন' (অর্থ: **আমাদের সরল-সঠিক ও স্থায়ী পথে পরিচালনা করুন। যে সব লোকেদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়- তাদের পথেই আমাদের পরিচালনা করুন**), তখন আল্লাহ বলেন- **এসবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায়** তা তাকে দেয়া হবে।[২৭৯]

তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ

দহ্হাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেছেন, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ অর্থঃ আমরা একমাত্র তোমাকেই একক হিসেবে স্বীকার করি, যাঁকে আমরা ভয় করি, যাঁর থেকে আমরা আশা করি, একমাত্র তুমিই আমাদের প্রভু, অন্য কেউ নয়।

তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই) তোমার আনুগত্য করার জন্য আর আমাদের যাবতীয় কাজে (তোমার সাহায্য কামনা করছি)। কাতাদাহ বলেছেন ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ এ আয়াত একনিষ্ঠভাবে তাঁর 'ইবাদত করার জন্য আর সকল কাজে তাঁর সাহায্য চাওয়ার জন্য। এতে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর হুকুম। ﴿وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ কে ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾-এর পূর্বে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, কারণ এখানে উদ্দেশ্য হল 'ইবাদত, আর আল্লাহর সাহায্য হল সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার হাতিয়ার। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেয়, অতঃপর যা কম গুরুত্বপূর্ণ, আর এ বিষয়ে আল্লাহ ভাল জানেন।

প্রশ্ন হতে পারে আলোচ্য আয়াতের ক্রিয়াদ্বয়ের জন্য বহুবচন কর্তা ব্যবহারের কারণ কী? স্বলাতে প্রত্যেক মুসল্লিই একক ও স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনার সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা জানায়, এমতাবস্থায় ক্রিয়ার কর্তা তো একাধিক নয়, একজন। অনেক সময় সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বহুবচন ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন হলে তার পদবাচ্য একবচন হয়, এটা সেরূপ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রও নয়। তাই তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাফসীরকারকগণ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, প্রত্যেক মুসল্লিই জামাআতে হোক কিংবা একাকী হোক ইমাম কিংবা মুক্তাদী

---

২৭৯. মুসলিম ৩৯৫। **তাহ্কীক আলবানী:** সহীহ। (দ্রষ্টব্য: ২৪৩ নং হাদীসে আলোচান অতীত হয়েছে)

হোক যেরূপেই স্বলাত আদায় করুক না কেন সে নিজের ও তার মুমিন ভাইদের পক্ষ হতেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার এবং কেবলমাত্র তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে বলেই বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হয়ত এক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্তা একজনই। কিন্তু সম্মানার্থে তার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। বান্দা যখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয় তখন সম্মানিত বান্দায় পরিণত হয়, তাই আল্লাহ যেন তাকে বলছেন, স্বলাতরত অবস্থায় তুমি সম্মানিত,কিন্তু স্বলাতের বাইরে তোমার সাথে লক্ষ লক্ষ বান্দা থাকলেও অন্যান্য বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন নিবেদন পেশ করো না বরং নিজের একার পক্ষ হতে কর। তখন أعبد কিংবা أستعين ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার কর। কারণ, প্রত্যেক বান্দাই আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী।

অনেকে উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আল্লাহ যেরূপ মহান তেমনি তাঁর ইবাদতও মহৎ কাজ। এই কারণে উক্ত মহৎ কার্য সম্পাদনকারীকে সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষাই এখানে দেয়া হয়েছে। অনেকের নিকট প্রিয়জনের দাসত্বও সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। কবি বলেনঃ

لَا تَدْعُنِي إِلَّا بِيَا عَبْدَهَا ۝ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي

তোমরা আমাকে 'হে তাঁর দাস' বলেই সম্বোধন কর, কারণ, এটাই আমার অধিকতর সম্মানিত নাম।'

আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-কে একজন বান্দাহ বলে অভিহিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলার ইবাদত অত্যন্ত মর্যাদার কাজ, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বিভিন্ন সময় আবদ বা বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর উপর কিতাব নাযিল করার সময়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।"[২৮০] রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাতরত অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾

"আরো এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] যখন তাঁকে আহ্বান করার জন্য দাঁড়াল।"[২৮১] রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করানোর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾

"পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন।"[২৮২] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে আবদ হিসেবে নামকরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব নাযিল করার সময়, আল্লাহকে আহ্বান জানানোর জন্য নাবীর কাজকর্মের কথা, এবং ইসরা'র কথা (রাতে মক্কা থেকে জেরুযালেম অতঃপর সাত আসমানের উপর গমনের) কথায় উল্লেখ করেছেন। আর এগুলো হচ্ছে নাবীর জীবনের সবচেয়ে সম্মানজনক কাজকর্ম।

---

২৮০. সূরাহ কাহাফ, ১৮:১
২৮১. সূরাহ জিন, ৭২:১৯
২৮২. সূরাহ ইসরা, ১৭:১

বিপদের সময় ইবাদতের কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ পরামর্শ দিয়েছেন যে, যখন তাঁর নাবী অবিশ্বাসীদের কারণে যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের কর্তৃক বিপদ বোধ করেন তখন তিনি যেন 'ইবাদতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝﴾

"আমি জানি, তারা যে সব কথা-বার্তা বলে তাতে তোমার মন সঙ্কুচিত হয়। কাজেই প্রশংসা সহকারে তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর, আর সাজদাহ্কারীদের দলভুক্ত হও। আর তোমার রব্বের 'ইবাদাত করতে থাক তোমার সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত।[২৮৩]

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর[২৮৪] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ বলেন, مقام العبودية (দাসত্বের স্থান) مقام الرسالة (রিসালাতের স্তর) হতে উর্ধ্বে অবস্থিত। কারণ, রিসালাত আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রদত্ত হয় আর উবূদিয়াত বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর নিকট নিবেদিত হয়। তাছাড়া রসূল **স্বীয়** উম্মতের **কল্যাণ সাধন করেন আর আল্লাহ তাআলা নিজেই** স্বীয় **বান্দাদের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইমাম রাযীর উদ্ধৃত উপরোক্ত অভিমত ও এর সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।** আশ্চর্যের বিষয় এই যে, **ইমাম রাযী একে দুর্বল বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেননি।**

একদল আধ্যাত্মিক সাধক সুফী বলেন, নেকী লাভ অথবা আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয় **তা অনর্থক ইবাদত।** কারণ, তা এক ধরনের স্বার্থপরতা। তেমনি যদি আল্লাহ তাআলার বিধি নিষেধ পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইবাদত করা হয়, তাও নিম্নস্তরের ইবাদত। পক্ষান্তরে সকল মহৎ গুণের পূর্ণতার অধিকারী মহান পবিত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসার কারণে ও তাঁর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয় তা উত্তম ইবাদত। এ কারণেই মুসল্লিরা স্বলাতের নিয়্যত أصلي لله (আমি আল্লাহর জন্য স্বলাত আদায় করছি) বলে থাকে। নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে স্বলাত আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

একদল তত্ত্ববিদ উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত করা এবং নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা একই কথা। এটা পরস্পর বিরোধী নয়। এই দুই ধারণা একই সঙ্গে অন্তরে পোষণ করে স্বলাত আদায় করা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একদিন এক বেদুইন আরয করল আমি আপনার ন্যায় অথবা মুআযের ন্যায় সুন্দরভাবে স্বীয় নিবেদন নীরবে আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করতে পারি না। আমি শুধু আল্লাহর নিকট জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম হতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করি।

৩১৪. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ আমিও জান্নাত ও জাহান্নামের আশে পাশে ঘুরে থাকি।[২৮৫] অর্থাৎ আমরাও তার কাছাকাছি বা তাকে কেন্দ্র করে নিবেদন জানাই।

---

২৮৩. আল-হিজ্‌র, ১৫:৯৭-৯৯

২৮৪. তাফসীরুল কাবীর/মাফাতীহুল গায়ব ১/২০২।

২৮৫. আবূ দাউদ ৭৯২, ইবনু মাজাহ ৯১০, আহমাদ ১৫৪৬৮, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৮৬৮, আল-জামিউল কাবীর ১২১২০, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্বীন ৫৩১৪, মিস্‌বাহুয যুজাজাহ ৩৩৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৪৭৪, স্বহীহ আল-জামি' ৩১৬৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৬. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর। | اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ۶

তাফসীরঃ জামহূর উলামা الصراط কে ص দিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার একে ز দিয়ে الزراط রূপে পড়েছেন। বিখ্যাত ভাষাবিদ ফাররা' বলেন, বানী আযরাহ ও বানী কালব, الصراط শব্দকে الزراط রূপে উচ্চারণ করে থাকে।

প্রশংসার উল্লেখ আগে করা হল কেন

যেহেতু বান্দা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণার্থে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমনভাবে হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, فَنِصۡفُهَا لِي وَنِصۡفُهَا لِعَبۡدِي، وَلِعَبۡدِي مَا سَأَلَ (অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাহর জন্য এবং আমার বান্দাহ তাই পাবে যা সে চেয়েছে।) সাহায্য চাওয়ার এটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি, যাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে প্রথমে তার প্রশংসা করতে হবে অতঃপর তার সাহায্য চাইতে হবে। আর নিজের জন্য এবং মুসলিম ভাইদের জন্য সাহায্য চাইতে হবে এই বলে- ﴿اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ﴾ **"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।"** প্রার্থনার পক্ষে উত্তর লাভের জন্য এ পদ্ধতি অধিক সঠিক ও কার্যকর আর এ জন্যই আল্লাহ অধিকতর এই ভাল পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রার্থনাকারী কোন্ অবস্থায় আছে তা জানিয়েও সাহায্য চাইতে পারে। যেমন নাবী মূসা (আলায়হিস সালাম) বলেছিলেন- ﴿رَبِّ اِنِّيۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٍ فَقِيۡرٌ﴾ **"হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই করবে আমি তো তারই ভিখারী।"**[২৮৬] আবার যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন-য়ূনুস (আলায়হিস সালাম) বলেছিলেন- ﴿لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ۖ اِنِّيۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ﴾ **"তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তোমারই পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করছি; বাড়াবাড়ি আমিই করেছি।"**[২৮৭] প্রার্থনার আরেকটি পদ্ধতি এই যে, সে নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ না করেও আল্লাহর প্রশংসা করতে পারে। যেমন কবি বলেনঃ

أأذكر حاجتي أم قد كفاني   حياؤك أن شيمتك الحياء

إذا أثنى عليك المرء يوما   كفله من تعرضه الثناء

"আমি কি আমার প্রয়োজনকে উল্লেখ করব অথবা আপনার মহা সম্ভ্রমবোধই আমার জন্য যথেষ্ট? নিঃসন্দেহে আপনার স্বভাব হচ্ছে লজ্জা। কেউ আপনার একবার প্রশংসা করলে তার আর কিছু বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না।"

সূরায় উল্লেখিত الهداية শব্দের অর্থ

সূরায় উল্লেখিত الهداية দ্বারা বুঝানো হয়েছে সফলতার পথ। আল্লাহ বলেন- ﴿اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ﴾ **"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।"** এখানে الهداية

---

২৮৬. সূরাহ কসাস, ২৮:২৪
২৮৭. সূরাহ আম্বিয়া, ২১:৮৭

শব্দের অর্থ, আমাদেরকে ইলহাম করো অথবা আমাদেরকে সঠিক পথে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান কর অথবা আমাদেরকে রিযিক দান করো অথবা আমাদেরকে সক্ষমতা দান করো। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾ **"আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি।"**[২৮৮] অর্থাৎ আমি তাকে ভালো ও মন্দের দুটি পথ সম্পর্কে বর্ণনা করে দিয়েছি। কখনো هدية শব্দটি إلى-এর দিকে متعدى বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ **"আল্লাহ তাকে বেছে নিয়েছিলেন আর তাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন।"**[২৮৯] ﴿فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ﴾ **"আর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।"**[২৯০] এখানে হেদায়াত অর্থ পথ প্রদর্শন করা ও রাস্তা বাতলে দেয়া। অনুরূপভাবে আল্লাহ আরো বলেন– ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ **"তুমি নিশ্চিতই (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ।"**[২৯১] কখনো هدية শব্দটি ل-এর দিকে متعدى বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন জান্নাতীদের কথা হবে: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا﴾ **"আর তারা বলবে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন।"**[২৯২] অর্থাৎ আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, পরিচালিত করেছেন এবং ভাগ্যবান করেছেন এ পথের দিকে অর্থাৎ ফেরদাউসের পথ।

স্বিরাতল মুসতাকীম-এর অর্থ -সরল সোজা পথ

স্বিরাতল মুসতাকীম-এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেছেন - "উম্মাত ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, আরবদের ভাষা অনুসারে স্বিরাতুল মুসতাকীম হচ্ছে: সম্পূর্ণরূপে বক্রতামুক্ত সরল সুস্পষ্ট পথ। সকল আরব গোত্রই এ অর্থে ওটা ব্যবহার করে। কবি জারীর ইবনু আতিয়্যাহ আল-খাতফী নিম্ন পংক্তিতে এটিকে উক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেনঃ

أمير المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد مستقيم

"যখন সব পথ বক্র হয়ে যায়, আমীরুল মু'মিনীন তখনও বক্রতামুক্ত সরল পথে অবস্থান করেন।

তাবারী আরো বলেছেন যে, 'এর পক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। আরবরা الصراط শব্দকে রূপকভাবে কথা, কাজ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদির অর্থে ব্যবহার করে থাকে। বক্র কথা, কাজ, গুণ বা অবস্থা বুঝার জন্য তারা উক্ত শব্দের সাথে المعوج (বক্র) বিশেষণ প্রয়োগ করে। صراط المستقيم সরল কথা, কাজ, গুণ বা অবস্থা। صراط معوج বক্র কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা। কুরআন উল্লেখিত সোজা পথ দ্বারা ইসলামকে বুঝায়।

তাফসীরকারকগণ বিভিন্নরূপে ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের শব্দ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকলেও তাৎপর্য একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ সকলের কথার তাৎপর্য হল এই যে, সিরাতুল মুস্তাকীম হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পথ। একদল তাফসীরকার বলেন, ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন।

৩১৫. (মাওকূফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹হাসান বিন আরাফাহ⌘ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান⌘হামযাহ আয যায়্যাত⌘সা'দ আবুল মুখতার আত তাঈ⌘হারিস আল-আ'ওয়ার-এর ভাতিজা (মাজহুল বা অপরিচিত) ⌘আলী বিন আবী

২৮৮. সূরাহ বালাদ, ৯০:১০
২৮৯. সূরাহ নাহল, ১৬:১২১
২৯০. সূরাহ স্বফফাত, ৩৭:২৩
২৯১. সূরাহ শূরা, ৪০:৫২
২৯২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:৪৩

তালিব (রাঃ)] রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ كِتَابُ اللهِ অর্থাৎ সিরাতাল মুসতাকীম হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার কিতাব'।[২৯৩]

৩১৬. অনুরূপভাবে ইবনু জারীর (রহঃ) হামযাহ বিন হাবীব আয যায়্যাত-এর হাদীস থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর তা ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী হারিস আল-আ'ওয়ার-এর সূত্রে আলী (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المستقيم

আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার শক্ত রজ্জু আর তা সূক্ষ্ম জ্ঞানে পরিপূর্ণ উপদেশ গ্রন্থ এবং এটাই হচ্ছে সিরাতুল মুসতাকীম।[২৯৪] উক্ত বর্ণনা মওকূফ হাদীস রূপে আলী (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এটা স্বয়ং নাবী (ﷺ)-এর বাণী হওয়ার পরিবর্তে আলী (রাঃ)-এর উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

[সাওরী][মানসূর][আবূ ওয়াইল][আবদুল্লাহ (রাঃ)] বলেন, الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার কিতাব। কেউ বলেছেন, الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ হল: ইসলাম। দহহাক (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, জিবরাঈল (আঃ) মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বলুন, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ **আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।**[২৯৫] অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, আমাদেরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করুন, আর তা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন যার মাঝে কোন বক্রতা নেয়। মায়মূন বিন মিহরান ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেটি হচ্ছে ইসলাম। [ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান আস সুদ্দী আল-কাবীর] বলেন, আবূ মালিক][আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস][মুররাহ আল-হামদানী][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) সহ একদল সাহাবা] থেকে বর্ণনা করেন, তারা সকলে বলেছেন, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ হল: ইসলাম। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ সম্পর্কে বলেন, সেটি হল: ইসলাম। তা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান থেকেও প্রশস্ত। ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ হচ্ছে আল্লাহর সেই দ্বীন (ধর্ম) যা ব্যতীত তিনি অন্য কোন দ্বীন (ধর্ম) কবুল করেন না। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ হচেচ্ছ ইসলাম।

---

২৯৩. তাবারী ১৭৪, ইবনু আবী হাতিম ১/২০, সানাদের মাঝে হারিস আল-আ'ওয়ারকে শা'বী মিথ্যুক বলেছেন, আর তার ভাতিজা মাজহূল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। শায়খ আলবানী উক্ত হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। কিন্তু তাবারী ১৭৬ নং হাদীসে হারিস-এর সূত্রে আলী (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সেটাই অধিক বিশুদ্ধ। **তাহকীক:** মাওকূফ।

২৯৪. উক্ত হাদীসটি মারফূ' হিসেবে দঈফ কিন্তু মাওকূফ হিসেবে সঠিক। তিরমিযী ২৯০৬, তিনি বলেন, সানাদটি মাজহূল বা অপরিচিত, সানাদের মাঝে হারিস সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। দারিমী ৩৩৩১, শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, সানাদটি খুবই দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, হারিসকে শা'বী মিথ্যুক বলেছেন, তিনি আরও বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া ও আবূ হাতিম তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ বাক্যটির শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। যা সূরাহ আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হবে। আর তা অর্থগতভাবে সঠিক। কিন্তু হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে প্রামাণ্য। যেমনটি মুসান্নিফ মাওকূফ হিসেবেই প্রাধান্য দিয়েছেন। **তাহকীক:** মারফূ' হিসেবে দুর্বল কিন্তু সেটি মাওকূফ হিসেবে সঠিক।

২৯৫. এখানে দহহাক (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ পাননি এবং তার থেকে উক্ত হাদীসটিও শ্রবণ করেননি। উভয়ের মাঝে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে।

৩১৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হাসান বিন সাওওয়ার আবুল আলা' লায়স বিন সা'দ মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুর রহমান বিন জুবায়র বিন নুফায়র তোর পিতা জুবায়র বিন নুফায়র নাওওয়াস বিন সামআন (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন :

"ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُّوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: وَيْحَكَ، لَا تَفْتَحْهُ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. فَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ"

আল্লাহ একটি উদাহরণ দিচ্ছেন : একটি সোজা পথ, দুপাশে দুটো দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালে আছে অনেক খোলা দরজা যা পর্দা দিয়ে ঢাকা। সোজা পথটির দরজায় একজন আহ্বানকারী আছেন যিনি আহ্বান জানাচ্ছেন, "হে লোকেরা, এ সোজা পথে একত্রে প্রবেশ কর এবং এখেকে বিচ্যুত হয়োনা। আরেকজন আহ্বানকারী সোজা পথের উপর হতে ডাকছে। যখনই কোন লোক দরজাগুলোর যে কোনটি খোলার ইচ্ছা করছে, তখন বলছে, তুমি ধ্বংস হও। ওটা খোলনা, কারণ তুমি যদি ওটা খোল, তাহলে তুমি তাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম, আর দেয়াল দু'টি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা আর খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধসমূহ। সরলপথের প্রবেশ মুখের আহ্বানকারী আল্লাহর কিতাব আর রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে অবস্থিত আল্লাহর (ব্যাপারে) ওয়াজকারী।[২৯৬]

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর লায়স বিন সা'দ হতে উর্ধ্বতন সনদে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ একত্রে আলী বিন হুজর বাকিয়্যাহ বুজায়র (বাহীর) বিন সাঈদ খালিদ বিন মা'দান জুবায়র বিন নুফায়র নাওওয়াস বিন সামআন (রাঃ) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, সানাদটি হাসান সহীহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মুজাহিদ বলেন, ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছে الحق। সত্য। তাই ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾-এর অর্থ আমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন কর। উক্ত তাৎপর্য অধিক ব্যাপক এবং তা পূর্বোক্ত তাৎপর্যসমূহের বিরোধী নয়। ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, আবুন নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম হামযাহ ইবনুল মাগীরাহ আসিম আল-আহওয়াল আবুল আলিয়াহ বলেন, ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ হল: নাবী (সাঃ) এবং তাঁর পরবর্তী দুই খলীফা। আসিম বলেন, আমরা আবুল আলীয়ার এ ব্যাখ্যা হাসান বাসরীর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আবুল আলিয়াহ সত্যই বলেছেন, এবং তিনি তাদের উপদেশ দিলেন।

উপরে বর্ণিত তাফসীরসমূহের প্রত্যেকটি শুদ্ধ ও সঠিক, সেগুলো একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষশীল নয়। বরং তাদের একটি আরেকটির আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একটি আরেকটির সমর্থক ও পরিপূরক। কারণ, যে ব্যক্তি নাবী (সাঃ), আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) ও উমার (রাঃ) কে অনুসরণ করে সে ব্যক্তি

---

২৯৬. আহমাদ ১৭১৮২, তিরমিযী ২৮৫৯, মুসতাদরাক ২৪৫, শুআবুল ঈমান ৭২১৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১২৩৩, জামিউল আহাদীস ১৩৮৬৮, কানযুল উম্মাল ৯২১, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৩৪৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৩৩৪, সহীহ আল-জামি' ৩৮৮৭। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

সত্যকেই অনুসরণ করে। তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামকে অনুসরণ করে সে কুরআনকেই অনুসরণ করে। আল কুরআন হল আল্লাহর কিতাব, তাঁর মজবুত রশি এবং তাঁর সরল ও সোজা পথ। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই প্রাপ্য।

তাবারানী বলেন, ∘(মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল আস সাকতী)(ইবরাহীম বিন মাহদী আল-মুস্‌সায়সী)(ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবী যাইদাহ)(আল-আ'মাশ)(আবূ ওয়াইল)(আবদুল্লাহ (রাঃ))∘ বলেছেন, ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ হল: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পথ। এজন্যই ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমার নিকট ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾-এর অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাৎপর্য হচ্ছে এইঃ

(হে প্রভু) তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও দানে ধন্য বান্দাদের জন্য তুমি যে সব কথা ও কাজ পছন্দ ও মনোনীত করে তাদেরকে তা করার তাওফীক দান করেছ, আমাদেরকে তার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার তাওফীক দান কর। মূলত উপরোক্ত পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম। কারণ নাবীগণ সিদ্দীকগণ শহীদগণ সহ অন্যান্য নেককার বান্দা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান নিআমতে ভূষিত ছিলেন। তাই তাদেরকে অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য যারা লাভ করে তারা রসূলগণকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আল্লাহ তাআলার কিতাবকে আঁকড়ে থাকার, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করার এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য নেককার বান্দাকে অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য লাভ করে। আর এটাই হচ্ছে ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ **"সরল সঠিক পথ।"**

مؤمن (মু'মিন) ব্যক্তিই হেদায়াত চায় আর তা মেনে চলে

কেউ যদি প্রশ্ন করে- مؤمن (বিশ্বাসী) ব্যক্তি প্রত্যেক স্বলাতে এবং অন্যান্য সময়ে আল্লাহর কাছে কেন পথের দিশা প্রার্থনা করে এমতাবস্থায় যে, সে তো সঠিক পথেই আছে? সে কি পথের দিশা পায়নি?

জবাব:একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির পথ নির্দেশ পাওয়ার জন্য রাত-দিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার যদি দরকার না হত, তাহলে আল্লাহ তা পাওয়ার জন্য তাঁকে ডাকার নির্দেশ দিতেন না। সত্য পথে দৃঢ় থাকার জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য বান্দাহর জন্য প্রয়োজন। আর এ পথে আরো দৃঢ় ও অব্যাহত থাকার জন্যও আল্লাহর সাহায্য দরকার। নিজের লাভ বা ক্ষতি করার বান্দার কোন ক্ষমতা নাই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। এজন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে অব্যাহতভাবে ডাকার জন্য, যাতে তিনি বান্দাহকে সাহায্য, দৃঢ়তা ও সফলতা দান করেন। সত্যিকার সুখী ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পথ দেখান তাঁকে ডাকার জন্য। আর বিশেষভাবে এমন ব্যক্তির ব্যাপারটা এ রকম দিনে বা রাতে জরুরীভাবে যার আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূলের, তাঁর রসূলের নিকট তিনি অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাবের এবং পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আন।"[২৯৭] কাজেই, এ আয়াতে আল্লাহ ঈমানদারদের ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ আদেশ অপ্রয়োজনীয় নয়, কারণ এখানে যা বলা হয়েছে তা হল সৎকাজ করার জন্য দৃঢ়তা ও অব্যাহত সাধনা যা একজনকে ঈমানের পথে থাকতে সাহায্য করবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

---

২৯৭. সূরাহ নিসা, ৪:১৩৬

আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন-

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! সৎ পথ প্রদর্শনের পরে তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না, আমাদেরকে তোমার নিকট হতে রহমত প্রদান কর, মূলতঃ তুমিই মহান দাতা।"[২৯৮]

আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাগরিবের স্বলাতের তৃতীয় রাকাআতে ফাতিহা পড়ার পর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কাজেই তার বাণীর অর্থঃ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ **"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।"** এখন আয়াতটির অর্থ হলোঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের উপর অটল ও স্থির রাখুন এবং তা হতে আমাদেরকে অপসারিত করবেন না।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

৭. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) নয় ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন ঘোষণা করে ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ **"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর"** থেকে শেষ পর্যন্ত। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা তাই পাবে যা সে চায়।[২৯৯] আল্লাহর কথা ঃ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ **"তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।"** মূলত এটি ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾-এর ব্যাখ্যা। ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদদের মতে এটি الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ-এর بدل (বদল), অবশ্যই তা الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَএর عطف بيانও হতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ **"আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন"** সূরা নিসায় তিনি তাদের পরিচয় দিয়েছেনঃ

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۝﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামাত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! ৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ, সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৩০০]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দাহহাক বর্ণনা করেছেন ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছে: তোমার দাসত্ব ও আনুগত্যের দানে যাদের ধন্য করেছ তাদের পথ; তারা হলেন, তোমার ফেরেশতাবৃন্দ, নবীকুল, সিদ্দীকগণ ও নেককার সম্প্রদায়।

নিম্নোক্ত আয়াতও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ:

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নি'মাত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!"[৩০১] রাবী'বিন আনাস

---

২৯৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৮
২৯৯. মুসলিম ৩৯৫। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ। (দ্রষ্টব্য:-এর তাখরীজ পূর্বে আলোচনা হয়েছে।)
৩০০. সূরাহ নিসা, ৪:৬৯-৭০
৩০১. সূরাহ নিসা, ৪:৬৯

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বর্ণনা করেন ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾-এর তাৎপর্য হল শুধু নবীগণ। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেন ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾-এর তাৎপর্য হল মু'মিনগণ। মুজাহিদও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' বলেন,তারা হলেন মুসলমান-গণ। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন,তারা হচ্ছেন নবীকুল ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দ। মূলত ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও প্রশস্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ **"তাদের পথ নয়, যারা গযবপ্রাপ্ত (ইয়াহূদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান)।"** অর্থাৎ আমাদেরকে সরল সোজা পথে পরিচালিত কর, যাদের উপর তুমি তোমার দয়া বর্ষণ করেছ, আর তারা হলেন আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী সৎ ও আল্লাহর অনুগত বান্দারা এবং তাঁর পয়গম্বরগণ। তাঁরা ঐ সব লোক যাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে, এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তাথেকে বিরত থাকে। কিন্তু তাদের পথ পরিহার করতে আমাদেরকে সাহায্য করুন যাদের উপর (হে আল্লাহ) তুমি ক্রুদ্ধ, যাদের উদ্দেশ্য অসৎ, যারা সত্যকে জেনেও তাথেকে বিচ্যুৎ। ঐ লোকেদের পথও পরিহার করতে সাহায্য করুন যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যারা প্রকৃত শিক্ষাকে হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরছে। সঠিক পথ খুঁজে নিতে অপারগ। আল্লাহ নিশ্চিত করে বলেছেন যে, দু'পথের তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন উভয়টি ভ্রান্তপথ, কারণ তিনি "না" কথাটি পুনর্বার উল্লেখ করেছেন। এ দু'পথ হচ্ছে খ্রীষ্টান ও ইয়াহূদীদের পথ।

এক দল নাহুবিদ বলেন, আয়াতে غَيْرِ শব্দটি استثناء (ইস্তিস্নাা') হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাকে استثناء ধরলে তা استثناء منقطع হবে। কারণ, অভিশপ্ত শ্রেণী ও পথভ্রষ্ট শ্রেণী উভয়ই আল্লাহর দানে বিভূষিত শ্রেণি হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

আয়াতের الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ও الضَّالِّينَ শব্দ দু'টির প্রত্যেকটির পূর্বে তার مضاف হিসাবে صراط শব্দটি উহ্য রয়েছে। বাক্যটির পূর্ণরূপ হলঃ

غير صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين

অর্থাৎ (আমাদেরকে সরল পথ দেখাও- যাদের তুমি বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেছ তাদের পথ) যে পথ অভিশপ্তদের পথ হতে ভিন্ন এবং পথভ্রষ্টদের পথ নয়। পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, যাদের তুমি অনুগ্রহে ভূষিত করেছ তাদের পথ দেখাও। উক্ত বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করলে আলোচ্য আয়াতের পূর্বোল্লেখিত আয়তদ্বয়ের পূর্বে صراط শব্দকে তাদের مضاف হিসাবে উহ্য মানাই সঙ্গত। সাহিত্যে موصوف কে উহ্য রেখে শুধু তার صفت কে উল্লেখ করার প্রথা রয়েছে। যেমন কবি বলেন,

مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ　　يُقَعْقِعُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ

তুমি যেন বনু উকায়শ গোত্রের একটি উষ্ট্র যা দুই পায়ের সাথে একটি মশক নিয়ে চলে।

উক্ত চরণের বাক্যটি ছিল এরূপ

كأنك جمل من جمال بني أقيش

جمل শব্দটি من جمال শব্দের موصوف অথচ তাকে উহ্য রেখে শুধু এর صفت উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে صراط শব্দটি একবার المغضوب عليهم ও একবার الضالين শব্দের مضاف হয়েছে। তা উহ্য রেখে শুধু مضاف إليه উল্লেখ করা হয়েছে।

একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, وَلَا الضَّالِّيْنَ শব্দের لا শব্দটি অতিরিক্ত। এখানে এটা কোন অর্থ প্রদান করেনি। বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ الضَّالِّيْنَ﴾ সাহিত্যে এরূপ ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। যেমন কবি আজ্জাজ বলেন,

فِي بِئْرٍ لَا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرَ

যে অজ্ঞাতসারে দৌড়ে কূপে পড়ে গেল। এখানে حُورٍ শব্দের পুর্ববর্তি لَا শব্দটি অতিরিক্ত। তা কোন অর্থ প্রদান করেনি। মূল বাক্যটি এরূপ ছিল:

فِي بِئْرٍ حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرَ

মূলত উক্ত বিশেষজ্ঞদের এ মতটি ভ্রান্ত। আমি ইতঃপূর্বে উক্ত শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য ও রহস্য বর্ণনা করেছি, তাই সঠিক ও শুদ্ধ। এখানে لَا শব্দটি অতিরিক্ত ও অর্থহীন নয় বলে উমার (রাঃ) لَا শব্দের জায়গায় এর সমার্থক শব্দ غير এনে আয়াতটি এরূপে পড়তেন

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّآلِّيْنَ

আসওয়াদ হতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ ও আবূ মুআবিয়ার একটি বর্ণনার ভিত্তিতে আবূ উবায়দ কাসিম বিন সালাম স্বীয় فضائل القرآن গ্রন্থে বর্ণনা করেন: উমার (রাঃ) এরূপ পড়তেন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ غَيْرِ الضَّآلِّيْنَ; **উক্ত বর্ণনার সূত্র শুদ্ধ।**

উবাই বিন কা'ব সম্বন্ধেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনিও আলোচ্য আয়াতটি উক্তরূপে পড়তেন। তাদের এরূপ **পড়ার** ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয় যে তারা তা আদত হিসাবে নয় বরং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে **উক্তরূপে** পড়তেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত ও অনর্থক নয়। কেউ যাতে الضالين শব্দকে الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-এর و দ্বারা সংযোজিত বিধায় একই অর্থবোধক না মনে করে, তজ্জন্যও বিশেষত শব্দ দুটি যে দুটি পৃথক শ্রেণির জন্য ব্যবহৃত তা বুঝানোর জন্য الضالين শব্দের পূর্বে لا শব্দ বসানো হয়েছে।

তাথেকে মু'মিনকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সে তাদেরকে পরিহার করতে পারে। মু'মিনদের পথ **হচ্ছে** সত্যের জ্ঞান আর সেটাকে মান্য করা। এর তুলনায়, ইয়াহুদীগণ ধর্মের অনুশীলন পরিত্যাগ **করেছিল** আর খ্রীষ্টানরা প্রকৃত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে ইয়াহুদীদের উপর "ক্রোধ" নেমে এসেছিল আর "পথভ্রষ্ট হয়েছিল" বলে যাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেটা খ্রীষ্টানদের জন্য অধিক যথার্থ। যারা জানে, কিন্তু সত্যকে কার্যে পরিণত করেনা তারা ক্রোদের উপযুক্ত পাত্র। এরা ওদের মত নয় যারা অজ্ঞ। খ্রীষ্টানগণ সত্য জ্ঞান খুঁজে বের করতে চায় কিন্তু তা বের করতে অপারগ কারণ তারা যথাযথ উৎস থেকে তা খুঁজে না। এজন্য তারা পথহারা হয়ে গেছে। এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদী উভয়ই ক্রোধভাজন হয়েছে আর পথভ্রষ্ট কিন্তু ক্রোধের ব্যাপারটি ইয়াহুদীদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। **আল্লাহ** ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলেছেন– ﴿مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ **"যাকে আল্লাহ লা'নাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন।"**[৩০২] খ্রীষ্টানরা যে বৈশিষ্ট্যের অধিক দাবীদার তা হচ্ছে তাদের পথভ্রষ্টতা, যেমন **আল্লাহ** তাদের সম্পর্কে বলেছেন– ﴿قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ﴾ **"যারা ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।"**[৩০৩] এ বিষয়ে **অনেক হাদীস** ও বর্ণনা সালাফদের নিকট হতে রয়েছে।

---

৩০২. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:৬০
৩০৩. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:৭৭

৩১৮. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ০[মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][সিমাক বিন হারব][আব্বাদ বিন হুবায়শ][আদী বিন হাতিম]০ বলেছিলেন–

جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا، فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُفُّوا لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَاءَ الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، قَالَ: "مَنْ وَافِدُكِ؟" قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: "الَّذِي فَرَّ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ!" قَالَتْ: فمنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعَ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ، تَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ، قَالَ: سَلِيهِ حُمْلانا، فَسَأَلَتْهُ، فَأَمَرَ لَهَا، قَالَ: فَأَتَتْنِي فَقَالَتْ: لَقَدْ فَعَلَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ، وَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكِ كسرى ولا قيصر، فقال: "يَا عَدِيُّ، مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ: مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فَهَلْ شَيْءٌ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ؟". قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ: "الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى"

"আল্লাহর রাসূলের অশ্বারোহী যোদ্ধারা আমার ফুফু আর অন্যান্য লোকদেরকে আটক করেছিল। যখন তারা তাদেরকে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসল তাদেরকে তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল। আমার ফুফু বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমার তত্ত্বাবধানকারী বহু দূরে,আমার সন্তান হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা, সেবা করার যোগ্য নই, আমাকে দয়া করুন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করবেন। নবীজী বললেন- কে তোমার তত্ত্বাবধায়ক? মহিলা বলল- আদী বিন হাতিম। তিনি বললেন- ঐ লোক যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে পালিয়ে গেছে। মহিলা বলল- "অতঃপর নাবী (ﷺ) আমাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি যখন ফিরে আসলেন, তাঁর পাশে একটা লোক ছিল মনে হয় তিনি 'আলী, তিনি আমাকে বললেন, তাঁর কাছে যানবাহন চাও।" মহিলা নাবী (ﷺ)এর কাছে চাইল, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন মহিলাকে একটি পশুবাহন দেয়া হোক। অতঃপর 'আদী বলেন- 'পরে মহিলা আমার কাছে আসল এবং বলল- "তিনি (মুহাম্মাদ (ﷺ)) এমন দয়া করেছেন যা তোমার পিতা কখনো করেনি (যিনি ছিলেন একজন দাতা ব্যক্তি)। ওমুক ওমুক লোক তাঁর কাছে আসল আর তিনি তাকে দয়া করলেন। ওমুক ওমুক লোক তাঁর কাছে আসল আর তিনি দয়া করলেন।' কাজেই আমি নাবী (ﷺ)এর নিকট গেলাম তখন দেখলাম কতক স্ত্রীলোক ও শিশুরা তাঁর কাছে জড় হয়েছে এমনই কাছে যে, আমি বুঝতে পারলাম (পারস্যের রাজা) কিসরা বা কাইসারের মত তিনি রাজা নন। তিনি বললেন- ও 'আদী কেন পালিয়েছিলে, যাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণা দিতে না হয় এজন্য? আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ আছে কি? কেন পালিয়েছিলে যাতে আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে না হয়? আল্লাহর চেয়ে বড় কিছু আছে কি? আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। আমি দেখলাম আনন্দে নাবী (ﷺ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন যাদের উপর ক্রোধ পতিত হয়েছে তারা হচ্ছে ইয়াহূদী আর পথভ্রষ্টরা হচ্ছে নাসারা। এ হাদীস্ব তিরমিযীও সঙ্কলন করেছেন এবং একে হাসান গারীব বলেছেন।[৩০৪]

৩১৯. (হাসান): আমি (ইবনু কাস্বীর) বলব: ০[হাম্মাদ বিন সালামাহ][সিমাক][মুররী বিন কাতারিয়্যা][আদী বিন হাতিম]০ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ(ﷺ) কে ﴿غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলে, তিনি

৩০৪. তিরমিযী ২৯৫৩, ২৯৫৪, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৭২০৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০৩৫২ স্বহীহ আল-জামি' ৮২০২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

বললেন তারা হল ইয়াহুদী সম্প্রদায়। এবং وَلَا الضَّآلِّيْنَ হল নাসারা সম্প্রদায়, আর তারা পথভ্রষ্ট।[৩০৫] ◊(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)(ইসমাঈল বিন আবী খালিদ)(শা'বী)(আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ সূত্রেও অনুরূপ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আদী বিন হাতিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আলোচ্য হাদীস্রটি একাধিক সূত্রে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর উল্লেখ দীর্ঘ হবে বলে এখানে তা পরিত্যক্ত হল।

৩২০. (হাসান): আবদুর রায্যাক বলেন, ◊(মা'মার)(বুদায়ল আল-উকায়লী)(আবদুল্লাহ বিন শাকীক)◊ বলেন, ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান দিয়ে একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাচ্ছিলেন, বনু কায়ন গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল; হে আল্লাহর রসূল! اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ এবং الضَّآلِّيْنَ কারা? তিনি বললেন, اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হল ইয়াহুদী জাতি এবং الضَّآلِّيْنَ হল নাসারা জাতি।[৩০৬] জুরায়রী, উরওয়াহ ও খালিদ আল-হাযযা" তারা সকলে আবদুল্লাহ বিন শাকীক থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কে শ্রবণ করেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্যত্র উরওয়াহর এক রিওয়ায়াতের সনদে আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩২১. (সহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি ◊(ইবরাহীম বিন তাহমান এর হাদীস্র থেকে)(বুদায়ল বিন মায়সারাহ)(আবদুল্লাহ বিন শাকীক)(আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ قَالَ: "اَلْيَهُوْدُ"، [قَالَ] قُلْتُ: الضَّآلِّيْنَ قَالَ: "النَّصَارَى"

আমি একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْএর পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **ইয়াহুদী জাতি। আমি বললাম:** الضَّآلِّيْنَকারা? তিনি বললেন, নাসারা জাতি।[৩০৭]

সুদ্দী বলেন, ◊(আবূ মালিক)(আবূ সালিহ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ ◊(আবূ মালিক)(মুররাহ আল-হামদানী)(আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সহ একদল সাহাবী)◊ থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ বলেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হল ইয়াহুদী জাতি এবং وَلَا الضَّآلِّيْنَ হচ্ছে নাসারা জাতি। দহ্হাক ও ইবুন জুরায়জ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হচ্ছে ইয়াহুদী জাতি ও وَلَا الضَّآلِّيْنَ হচ্ছে নাসারা জাতি। রাবী' বিন আনাস ও আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ও অন্যান্য তাফসীরকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও وَلَا الضَّآلِّيْنَ-এর উপরোক্ত তাফসীর ব্যতীত ভিন্ন কোন তাফসীর করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই।

---

৩০৫. মুসনাদ আল-হুমায়দী ২/৪০৬, তাবারী ১৯৫, ২০৯, সানাদটি কিছুটা দুর্বল, সানাদের মাঝে মুররী মাকবূল। শা'বী তার তাওয়াবি' বর্ণনা (১৯৩ নং) করেছেন। **তাহকীক:** হাসান।

৩০৬. আহমাদ ২০২১২, বায়হাকী ৪৩২৯, তাবারী ১/৬১, ফাতহুল কাদীর ১/২৯, মাজমা' ৬/৩১০। সানাদটি হাসান, কিন্তু একজন ব্যতীত মুরসাল। যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু উক্ত হাদীস্রটি শাওয়াহিদ-এর ভিত্তিতে হাসান। তাফসীর শাওকানী ৬৭-৭০। **তাহকীক:** হাসান।

৩০৭. **তাখরীজুত** তহাবিয়াহ ৫৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩২৬৩, হাদীস্রের শেষের অংশটি (৭১৬২) নং হাদীস্রের মাঝে পাওয়া যায়। **হাফিয** ইবনু হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক রচিত 'আল-ফাতহ' (৮/১৫৯) এর মাঝে ইবনু মারদুবিয়্যাহ একটি হাসান **সানাদে আবূ** যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বিন তাহমান এর উর্ধতন রাবী সকলে স্বিকাহ কিন্তু **কেউ ইবনু** তাহমানকে ছাড়া সানাদ ওয়াকফ করেননি। এমতাবস্থায় তার হাদীস্র মাওকূফ, মাকতূ' সূত্রে বর্ণিত শাওয়াহিদ এর **ভিত্তিতে হাসান**। বায়হাকী (৬/৩৩৬) ◊(ইউসুফ বিন ইয়া'কূব আল-কাদী)(আবদুল ওয়াহিদ বিন গিয়াস)◊ সূত্রে বর্ণনা **করেছেন। আল্লামাহ** আল-বুসায়রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদের সকল বর্ণনাকারী স্বিকাহ। দেখুন- (مختصر إتحاف السادة) ১/৭১-৭২, **ইমাম হায়সামী** (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন এবং সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। দেখুন- মাজমা' (১/৪৮-৪৯), আত তা'লীকাতুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৪৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

উপরোল্লেখিত আলোচনায় ইমামগণ যা কিছু বলেছেন যে, ইয়াহুদী জাতি গযবপ্রাপ্ত ও নাসারা জাতি পথ ভ্রষ্ট, এসকল হাদীস্র পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় যা বলেছেন তা উক্ত হাদীস্রসমূহের শাওয়াহিদ। আল্লাহ বলেন,

﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

"তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশে তারা তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এজন্য যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্দের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন, অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল এবং কাফিরদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[৩০৮] সূরা মায়িদাহ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"বল, আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব যা আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান হিসেবে আছে? (আর তা হল) যাকে আল্লাহ লা'নাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন আর যারা তাগুতের 'ইবাদাত করেছে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের লোক এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত।"[৩০৯] তিনি আরও বলেন:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে (উচ্চারিত কথার দ্বারা) অভিশাপ দেয়া হয়েছে। এটা এই কারণে যে তারা অমান্য করেছিল আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যে সব অসৎকর্ম করত তাথেকে একে অন্যকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট!"[৩১০]

সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ؛ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الشَّامِ يَطْلُبُونَ الدِّينَ الْحَنِيفَ، قَالَتْ لَهُ الْيَهُودُ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ الدُّخُولَ مَعَنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ. فَقَالَ: أَنَا مِنْ غَضَبِ اللهِ أَفِرُّ. وَقَالَتْ لَهُ النَّصَارَى: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ الدُّخُولَ مَعَنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ سَخَطِ اللهِ فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُهُ. فَاسْتَمَرَّ عَلَى فِطْرَتِهِ، وَجَانَبَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَدِينَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَدْخُلْ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى، وَأَمَّا أَصْحَابُهُ فَتَنَصَّرُوا وَدَخَلُوا فِي دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ وَجَدُوهُ أَقْرَبَ مِنْ دِينِ الْيَهُودِ إِذْ ذَاكَ، وَكَانَ مِنْهُمْ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، حَتَّى هَدَاهُ اللهُ بِنَبِيِّهِ لَمَّا بَعَثَهُ آمَنَ بِمَا وَجَدَ مِنَ الْوَحْيِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ইসলাম-পূর্ব যুগে যখন যায়দ বিন 'আমর বিন নুফাইল তাঁর কতক বন্ধুবর্গকে নিয়ে সত্য দ্বীন খোঁজার জন্য সিরিয়ায় গেলেন তখন ইয়াহুদীরা তাঁকে বলল- "আমরা আল্লাহর ক্রোধের যে অংশ বহন করছি

৩০৮. সূরাহ বাকারা, ২:৯০
৩০৯. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৬০
৩১০. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৭৮-৭৯

এরকম অংশ বহন না করা পর্যন্ত তুমি ইয়াহূদী হতে পারবেনা। তিনি বললেন "আমি তো আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার পথ খুঁজছি। আর খ্রীষ্টানরাও তাঁকে বলল– "তুমি যদি আমাদের একজন হও তবে আল্লাহর বিরাগের অংশ তোমার ঘাড়ে পড়বে।" "তিনি বললেন– "আমি তা বহন করতে পারিনা।" কাজেই তিনি তাঁর বিশুদ্ধ প্রকৃতিতেই রয়ে গেলেন এবং পুতুল ও নানান জিনিসের পূজা পরিহার করে চললেন। তিনি না হলেন ইয়াহুদী আর না খ্রীষ্টান। তাঁর বন্ধুরা খ্রীষ্টান হয়ে গেল কারণ তারা দেখল ওটা ইয়াহুদী ধর্ম থেকে বেশি পবিত্র। ওয়ারাকা বিন নওফেল এ লোকদেরই একজন ছিলেন যদ্দিন না আল্লাহ তাঁকে তাঁর নাবী (ﷺ)-এর হাত দিয়ে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন যখন তিনি নবুওতপ্রাপ্ত হলেন এবং ওয়ারাকা সেই ওহীতে বিশ্বাস করলেন যা নাবী (ﷺ)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহ তার উপর রাজী হোন।[৩১১]

আরবী বর্ণ ض ও ظ-এর উচ্চারণগত ব্যবধান খুবই সামান্য। এদের উচ্চারণ স্থান পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত। ض-এর উচ্চারণ স্থান হচ্ছে জিহ্বার তিন দিকের প্রান্তভাগ এবং তৎসন্নিহিত দন্তমূল। পক্ষান্তরে ظ-এর উচ্চারণ স্থান হচ্ছে জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরস্থ মাড়ির সম্মুখের দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ। তদুপরি الحروف المجهورة ও الحروف المطبقة বর্ণদ্বয় উভয়ই حروف الرخوة শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত কারণে তার উচ্চারণগত পার্থক্য নিরূপণ করা এবং তদনুযায়ী তাদের সঠিক উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাই একদল ফকীহ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উক্ত বর্ণদ্বয়ের একটির উচ্চারণ স্থানে অপরটি উচ্চারণ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত হবে। উক্ত অভিমতই সঠিক ও শুদ্ধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩২২. (ভিত্তিহিন): একটি হাদীস: أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ অর্থাৎ ض বর্ণকে আমিই অধিকতর শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে থাকি।[৩১২] নাবী (ﷺ)-এর বাণী বলে কথিত এ উক্তিটি ভিত্তিহীন। তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাণী নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরা ফাতিহার সারমর্ম

মহান সূরা ৭ আয়াতবিশিষ্ট যাতে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া তাঁর সবচেয়ে সুন্দর নাম ও গুণাবলীর সাহায্যে তাঁর গরিমার ঘোষণা। এতে আছে পরকালের উল্লেখ, যেটি হল উত্থান দিবস। এ সূরা আল্লাহর বান্দাহদেরকে শিক্ষা দেয় তাঁরই কাছে চাইতে, তাঁকেই ডাকতে আর ঘোষণা দেয় যে, সর্বপ্রকার শক্তির উৎস একমাত্র তিনিই। এ সূরা খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহকে ডাকার আহ্বান জানায়, দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর এককত্ব প্রকাশ করে, গুণাবলীর সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁর অবস্থান, অংশীদারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত, নেই কোন বিরোধী পক্ষ, নেই কোন সমকক্ষ। সূরা ফাতিহা সঠিক পথ পাওয়ার জন্য মু'মিনদের প্রতি আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ দেয়, সেটাই সত্য দ্বীন, সারা জীবন সঠিক পথের উপর থাকতে তাদেরকে সাহায্য করে, যাতে তারা বিচারের দিন পুলসিরাত পার হতে পারে (যা সবাইকে পাড়ি দিতে হবে)। সেদিন নাবী, ওলী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আরাম আয়েশের বাগানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা ফাতিহা সৎ কাজের প্রেরণা দেয়, যাতে পুনরুত্থানের দিন মু'মিনরা সৎকর্মশীলদের সঙ্গী

---

৩১১. ইবনু হিশামের সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ ১/২২৪, বুখারী ৩৮২৭

৩১২. কাশফুল খাফা ৬০৯, তালখীসুল হাবীর ৪/১৪, আল-আসরার আল-মারফূআহ ২৫৪৮, আল-ফাওয়াইদ আল-মাজমূআহ ১/৩২৭ হাঃ ২৬, আদ দুররুল মানসূর ১/৫৬ হাঃ ৩৭। উক্ত হাদীসটি অর্থগতভাবে সঠিক কিন্তু-এর কোন মূল ভিত্তি পাওয়া যায় না।-এর সানাদ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ইমাম শাওকানী তার 'আল-ফাওয়াইদ আল-মাজমূআহ' গ্রন্থে বলেন,-এর কোন ভিত্তি নেই কিন্তু অর্থটি সঠিক।

হতে পারে। ভ্রষ্ট পথে চলার ব্যাপারে এ সূরা সতর্ক করে দেয়, যাতে কাউকে পাপে লিপ্ত মানুষদের সঙ্গে পুনরুত্থানের দিন একত্রিত হতে না হয়, যারা ক্রোধে পতিত হয়েছে আর যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের সঙ্গী হতে না হয়।

অনুগ্রহ আসে আল্লাহর পক্ষ হতে, বিচ্যুতি (আল্লাহর পক্ষ হতে) আসেনা,কাদারিয়াদের এই ধারণা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা এখানে ভালো কাজ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যাতে তারা কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের সাথী হতে পারে। অপরদিকে বাতিলকে বর্জন করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে পাপাচারী লোকদের সাথে হাশর না হয়। আর তারা হল আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তাআলার বর্ণনারীতি কতই না চমৎকার! আলোচ্য সূরায় أنعمت বাক্যে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং أنعمت বলা হয়েছে। কিন্তু غضب-এর ইসনাদ করা হয়নি বরং এখানে (الفاعل) কর্তাকে বিলুপ্ত করে তার اسم مفعول অর্থাৎ مغضوب عليهم ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। الغضب ক্রিয়াটির প্রকৃত কর্তা যে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন- ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ **"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত"।**[৩১৩] অনুরূপভাবে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তাদের কথা উল্লেখ করেছেন যদিও তারা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তিক্রমেই পথবিচ্যুৎ হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন- ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾ **"আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখান সে সঠিকপথপ্রাপ্ত আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তার জন্য তুমি কক্ষনো সৎপথের দিশা দানকারী অভিভাবক পাবে না।"**[৩১৪] আল্লাহ আরো বলেন, ﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ **"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হিদায়াত নেই। তিনি তাদেরকে তাদের বিদ্রোহী ভূমিকায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খেতে ছেড়ে দেন।"**[৩১৫] উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট করেন। القدرية সম্প্রদায় ও তার অনুসারীগণ বলেনঃ বান্দা নিজেই হিদায়াতের অথবা গোমরাহীর পথ গ্রহণ করে থাকে। সে এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন।

কাদারিয়া সম্প্রদায়ের উপরোক্ত মতবিশ্বাস ভ্রান্ত ও বাতিল। তারা নিজেদের বিদআতী বিশ্বাসের সমর্থনে কুরআন মাজীদের متشابه আয়াত পেশ করে থাকে। অথচ যে সকল আয়াত দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে তাদের উক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত, তারা তা পরিত্যাগ করে। গোমরাহ ফির্কার অবস্থাই এরূপ।

৩২৩. (স্বহীহ): যেমন একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

"إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ"

অর্থাৎ "কোন দলকে কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পশ্চাতে পড়তে দেখলে তোমরা বুঝবে আল্লাহ তাআলা তাদের কথাই (সূরা আলে ইমরানে) বলেছেন। অতএব তোমরা তাদের নিকট থেকে দূরে

---

৩১৩. সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮:১৪
৩১৪. সূরাহ কাহাফ, ১৮:১৭
৩১৫. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৮৬

থাকবে।[৩১৬] নাবী (ﷺ) আল্লাহর এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন- ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ **"কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।"**[৩১৭] আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, কুরআন মাজীদে বিদআতীদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রকৃত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কারণ, কুরআন মাজীদ এসেছে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিল পৃথক করে দিতে। এতে কোনরূপ স্ববিরোধিতার লেশমাত্র নেই। কারণ, তা সর্বজন প্রশংসিত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।

আমীন বলা

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর আমীন বলা মুস্তাহাব। آمين শব্দটি يٰسٓ-এর ওযনে আবার কেউ أ-এর উপর মদ ছাড়া أمين পড়েছেন فعيل (এর ওজনে)। আমীন অর্থ - "হে আল্লাহ! আমাদের প্রার্থনা কবূল কর।" আমীন বলার প্রমাণস্বরূপ ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী উল্লেখ করেছেন যে-

৩২৪. (সহীহ): ওয়াইল বিন হুজর বলেছেন- আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাঠ করতে শুনলাম ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ আর তিনি উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘ করে আমীন বললেন।[৩১৮] আবূ দাউদের বিবরণে আরো আছে- তাতে তিনি তাঁর আওয়াজ উচ্চ করলেন।[৩১৯] অতঃপর তিরমিযী মন্তব্য করেছেন- এ হাদীসটি হাসান এবং তা 'আলী ও ইবনু মাসউদও বর্ণনা করেছেন।[৩২০]

৩২৫. (দঈফ): আবূ হুরায়রাও বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নাবী (ﷺ) যখনই ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ পাঠ করতেন তখন তিনি আমীন বলতেন এমনভাবে যে, তাঁর পেছনে প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনতে পেত।[৩২১] আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে আরো আছে- (যারা নাবী (ﷺ)-এর পিছনে থাকত তাদের) আমীন বলার কারণে মসজিদ প্রকম্পিত হত।[৩২২] দারাকুতনিও এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং একে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।[৩২৩]

---

৩১৬. সহীহুল বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ২৬৬৫, তিরমিযী ২৯৯৪, আবূ দাউদ ৪৫৯৮, ইবনু মাজাহ ৪৭, আহমাদ ২৪৪০৮, ২৫৬৬৫, দারিমী ১৪৫। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩১৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭।

৩১৮. আহমাদ ১৮৩৬৩, বাদরে মুনীর ৩/৫৭৭, মুসনাদ আল-জামি' ১২০৮৩, আরশীফু মুলতাকা আহলুল হাদীস ৫৮৫৬০, ২১৮১৬, ফাতহুল গাফফার আল-জামিউল আহকাম ১০৬০, তানকীহুত তাহকীক ১২৪, ৭৩৩, দারাকুতনী ১/৩৩৪ হাঃ ৫, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন, ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সানাদটি সহীহ। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩১৯. আবূ দাউদ ৯৩২। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩২০. তিরমিযী ২৪৮। **তাহকীক আলবানী:** سفيان عن سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر সূত্রে হাদীসটি সহীহ, شعبة عن سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر সূত্রে হাদীসটি শায।

৩২১. আবূ দাউদ ৯৩৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৯৫২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৮৪৭, দঈফ আল-জামি' ৪৩৬৬, দঈফ আবী দাউদ ১৬৬। সানাদের মাঝে আবূ আবদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না ও বিশর বিন রাফি' সম্পর্কে বলেন, তিনি দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩২২. আবূ দাউদ ৯৩৪, ইবনু মাজাহ ৮৫৩, মিসবাহুয যুজাজাহ ৩১৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৯৫২, তানকীহুত তাহকীক ৭৩৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩২৩. দারাকুতনী ১/৩৩৫ হাঃ ৭।

৩২৬. (দঈফ): বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন তিনি বললেন- يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تسبقني بآمين "হে আল্লাহর রসূল। আমি আমীন বলাতে যোগ না দেয়া পর্যন্ত আপনি আমীন বলা শেষ করবেন না।" এ হাদীসটি আবূ দাঊদ লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩২৪]

উপরন্তু আবূ নাস্‌র কুশাইরী বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ও জাফার আস্‌ স্বাদিক আমীন-এর মধ্যে মীম-এর উপর তাশদীদ দিয়ে পড়েছেন। যেমন, آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ এ আয়াতের آمِّينَ শব্দটি।[৩২৫]যারা সূরা ফাতিহা পড়ছে কিন্তু স্বলাতরত নয় তারাও আমীন বলবে। আর যারা একাকী বা ইমামের পিছনে স্বলাতরত তাদের আমীন বলার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৩২৭. (স্বহীহ): স্বহীহাইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও মালাইকাহ্‌র 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হয়।[৩২৬]

৩২৮. (স্বহীহ): মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

"إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

যখন তোমাদের কেউ স্বলাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফিরিশতারা আকাশের উপর আমীন বলবেন এবং উভয়টি একই সময় হবে, তখন তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।[৩২৭] কেউ বলেন, যদি ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মুসল্লীদের আমীন এক সাথে মিলে যায়। আবার কেউ এ বাক্যের তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন, যদি উভয়ের আমীন কবূল হয়ে যায়। আরেক দল এর তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন: যখন ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমীন বলার ব্যাপারে ফেরেশতাগণ ও মুসলিমগণ সমানভাবে নিষ্ঠাবান হবে।

৩২৯. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে আবূ মূসা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "إِذَا قَالَ، يَعْنِي الْإِمَامَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقُولُوا: آمِينَ. يُجِبْكُمُ اللهُ" আর ইমাম যখন 'গায়রিল মাগদূবি আলায়হিম ওলাদ দাল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে; এতে আল্লাহ তোমাদের দুআ' কবুল করবেন।[৩২৮]

৩৩০. জুওয়ায়বির বলেন, দহহাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! آمِينَ শব্দের অর্থ কী? তিনি জবাবে বললেন: হে আমার প্রতিপালক তুমি তা

---

৩২৪. আবূ দাঊদ ৯৩৭, আহমাদ ২৩৪০৩, মুসতাদরাক ৭৯৭, মু'জামুল আওসাত ৭২৪৩, মু'জামুল কাবীর ১১২৪, ১১২৫, মুস্বান্নাফ আবদুর রায্যাক ২৬৪০। সানাদটি দুর্বল, সানাদে আসিম বিন বাহদালাহ সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তাছাড়া সানাদে আবূ উস্‌মান ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে ইরসাল করা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ উস্‌মান বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। **তাহকীক আলবানী**: দঈফ।

৩২৫. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:২।

৩২৬. বুখারী ৭৮০, মুসলিম ৪১০ তিরমিযী ২৫০, নাসাঈ ৯২৭, আবূ দাঊদ ৯৩৫, ইবনু মাজাহ ৮৫১, মালিক ১৯৫, দারিমী ১২৪৬। সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৫৩৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৯৬, স্বহীহ আল-জামি' ৩৯৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

৩২৭. মুসলিম ৪১০, মুসনাদ আল-জামি' ১৩০৫৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

৩২৮. মুসলিম ৪০৪, আবূ দাঊদ ৯৭২, নাসাঈ ৮৩০, দারিমী ১৩১২, মুস্বান্নাফ আবদুর রায্যাক ৩০৬৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ২৬৬৬, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৫১৬। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

কবুল কর।[৩২৯] জাওহারী বলেন, آمِينَ অর্থ: হে আল্লাহ, আমাদের দুআ' কবুল কর। এ ছাড়া তিরমিযী বলেছেন– আমীন মানে "আমাদের আশাকে নিরাশ করোনা", কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানগণ বলেছেন আমীন মানে "আমাদের আহ্বানে সাড়া দাও। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেছেন, মুজাহিদ, ইমাম জা'ফর আস্ সাদিক এবং হিলাল বিন ইয়াসাফ বলেন, آمِينَ শব্দটি আল্লাহ তাআলার একটি নাম। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৩৩০] কিন্তু আবূ বাকর ইবনুল আরাবী সেটিকে অশুদ্ধ ও অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার মতে এটা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী নয়। ইমাম মালিক-এর শিষ্যবর্গ বলেন, ইমাম আমীন বলবে না, তবে মুক্তাদী আমীন বলবে। কারণ–

৩৩১. (স্বহীহ): ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন ০[সুমায়্যা][আবূ স্বালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন বলে وَلَا الضَّآلِّيْنَ তখন তোমরা বলবে: آمِينَ।[৩৩১]

৩৩২. (স্বহীহ): এতদ্ব্যতীত আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ইমাম যখন وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়বে তখন মুক্তদীরা آمِينَ বলবে।[৩৩২]

৩৩৩. (স্বহীহ): ইতঃপূর্বে বুখারি ও মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন آمِينَ বলে তোমরাও তখন آمِينَ বলবে।[৩৩৩] অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ﴾ **পাঠ করার পর آمِينَ বলতেন।**

সরব স্বলাতে মুক্তাদী সরবে آمِينَ বলবে না নীরবে বলবে, তা নিয়ে আমাদের (শাফিঈ) মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতভেদের সারসংক্ষেপ এই যে ইমাম যদি آمِينَ বলতে ভুলে যান,তাহলে মুক্তাদী জোরে আমীন বলবে। এটা আমাদের (শাফিঈ) মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত। ইমাম যদি জোরে আমীন বলে তাহলে ইমাম আবূ হানীফাহর অভিমত অনুযায়ী মুক্তাদী আস্তে আমীন বলবে। ইমাম মালিক হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বলেন, آمِينَ শব্দটি একটি যিকর। স্বলাতের মধ্যে অন্যান্য যিকর যেরূপ জোরে পড়া হয় না তেমনি এটিও জোরে পড়বে না। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ হাম্বাল এর অভিমত অনুযায়ী ইমাম মুক্তাদী উভয়েই জোরে আমীন বলবে। ইমাম মালিক হতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৪. (দঈফ): তিনি দলীল হিসেবে পূর্বোক্ত হাদীস পেশ করেছেন: حَتّٰى يَرْتَجَّ الْمَسْجِدُ এমনকি তা মসজিদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত।[৩৩৪]

আমাদের (শাফিঈ) তৃতীয় একটি অভিমত রয়েছে। তা এই যে, যদি মসজিদ ছোট হয়, তবে মুক্তাদীগণ জোরে আমীন বলবেন না। কারণ, সকল মুক্তাদীই ইমামের পাঠ শুনতে পায়। কিন্তু মসজিদ বড় হলে মুক্তাদীরাও জোরে আমীন বলবে, যাতে মসজিদের সর্বত্র আমীন শব্দের ধ্বনি পৌঁছে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

---

৩২৯. আদ দুররুল মানসূর ১/৪৫। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল, সানাদে জুওয়ায়বির বিন সাঈদ তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর দহহাক ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

৩৩০. মারফূ' সূত্রে-এর কোন ভিত্তি নেই। মুস্বান্নাফ আবদুর রায্যাক (২৬৫১) আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে যে সানাদে বর্ণনা করেছেন সেখানেও একজন মাতরূক রাবী রয়েছে। আর তিনি ২৬৫০ নং হাদীসে হিলাল বিন ইয়াসাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন তাবেঈ, কিন্তু সেটিও বাতিল হাদীস।

৩৩১. দ্রষ্টব্য: ৩২৭ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৩২. দ্রষ্টব্য: ৩২৯ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৩৩. দ্রষ্টব্য: ৩২৭ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৩৪. দ্রষ্টব্য: ৩২৫ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৩৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْيَهُودُ، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَنْ يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى الْجُمُعَةِ التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ: آمِينَ

একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ইয়াহুদী জাতির বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জুমুআর নামাজের মত এক নিআমত দান করেছেন যা হতে ইয়াহুদীগণ বঞ্চিত রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কিবলা দান করেছেন, যা হতে তারা বঞ্চিত রয়েছে। ইয়াহুদীগণ আমাদের জুমআর স্বলাত, আমাদের কিবলা ও ইমামের পিছনে আমাদের آمِينَ বলার প্রতি যে পরিমাণ ঈর্ষা পোষণ করে তারা অন্য কিছুতেই সে পরিমাণ ঈর্ষা পোষণ করে না।[৩৩৫] ইমাম ইবনু মাজাহও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো হল: مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইয়াহুদীগণ তোমাদের সালাম বিনিময় করা এবং آمِينَ বলার কারণে তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে সেরূপ আর কিছুতে ঈর্ষা পোষণ করে না।[৩৩৬]

৩৩৬. (দঈফ জিদ্দান) ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ: آمِينَ، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: "آمِينَ

তোমাদের آمِينَ বলার কারণে ইয়াহুদীগণ তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে সেরূপ ঈর্ষা অন্য কোন কারণে করে না। অতএব তোমরা বেশী করে آمِينَ বল।[৩৩৭] এ হাদীসের সনদে তলহাহ বিন আমর একজন দুর্বল রাবী।

৩৩৭. (দঈফ): আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন,রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, آمِينَ : خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ আমীন হচ্ছে মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত 'মহর'।[৩৩৮]

৩৩৮. (দঈফ): আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৩৩৫. আহমাদ ২৪৫০৮, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৯৭৯, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৫১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৯১, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনুল আশআস ব্যতীত সকলেই সিকাহ। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আর একটি দল তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন উর্ধ্বতন তাবেঈ। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি হাদীস তার এই হাদীসের শাওয়াহিদ হিসেবে পাওয়া যায়। রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৫২১৮, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আন নাতাইজ' গ্রন্থে (২/২৫) বলেন, উক্ত হাদীসটি গরীব, এই শব্দে আমার জানা নেই। তবে-এর আমীন সম্পর্কিত কিছু তাওয়াবি' হিসেবে হাদীসটি হাসান। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীসটি সহীহ। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩৩৬. ইবনু মাজাহ ৮৫৬, আল-আমালুস সালিহ ১১২৫, জামিউল আহাদীস ২০০৩০, মিসবাহুয যুজাজাহ ৩১৬, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৫১৫, আত-তা'লীকুর রাগীব ১/৯৭৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৯১, সহীহ আল-জামি' ৫৬১৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৫৫০। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩৩৭. ইবনু মাজাহ ৮৫৭, জামিউল আহাদীস ২০০২৯, আল-জামিউল কাবীর ১/২০৮৩১ হাঃ ৬৭৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৫২২১, মিসবাহুয যুজাজাহ ৩১৭, আত-তা'লীকুর রাগীব ১/১৭৮-১৭৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৮৩৭, দঈফ আল-জামি' ৫০৫৩, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৭০। সানাদে তলহাহ বিন আমরের দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

৩৩৮. তাবারানী কর্তৃক রচিত 'আদ দুআ' ২১৯, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৫২২২, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৪৮৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০২৯, দঈফ আল-জামি' ১৬। উক্ত হাদীসটিকে সুয়ূতী দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেন, সানাদে মুআম্মাল বিন আবদুর রহমান আস সাকাফী ও ইসমাঈল বিন ইয়া'লা আস সাকাফী উভয়ে দুর্বল। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আন-নাতাইজ' গ্রন্থে (২/৩২) বলেন, তারা উভয়েই দুর্বল, কেউ তাদের সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেননি। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

أُعْطِيتُ آمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الدُّعَاءِ، لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسَى، كَانَ مُوسَى يَدْعُو، وَهَارُونُ يُؤَمِّنُ، فَاخْتِمُوا الدُّعَاءَ بِآمِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُهُ لَكُمْ

আমাকে স্বলাতের মধ্যে ও অন্যত্র দোয়ার পরে آمِينَ বলার বিধান প্রদান করা হয়েছে। আমার পূর্বে মূসা (আলায়হিস সালাম) ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত বিধান প্রাপ্ত হননি। মূসা (আলায়হিস সালাম) দোয়া করতেন আর হারূন (আলায়হিস সালাম) آمِينَ বলতেন। সুতরাং তোমরা দোয়ার পর آمِينَ বলবে। তাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দোয়া কবুল করবেন।[৩৩৯]

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** উপরোক্ত হাদীস্বের আলোকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পরবর্তী বিষয় প্রমাণ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

"মূসা বলল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফির'আওন আর তার প্রধানদেরকে এ পার্থিব জগতে চাকচিক্য আর ধন সম্পদ দান করেছ আর এর দ্বারা হে আমাদের রব্ব! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করছে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও, আর তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দাও, যাতে তারা ভয়াবহ 'আযাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনতে সক্ষম না হয় (যেহেতু তারা বার বার আল্লাহ্র নিদর্শন দেখেও সত্য দ্বীনের শত্রুতায় অটল হয়ে আছে)। ৮৯. আল্লাহ তা'আলা জবাব দিলেন, "তোমাদের দু'জনের দু'আ' কবূল করা হল, কাজেই তোমরা মজবুত হয়ে থাক, আর তোমরা কক্ষনো তাদের পথ অনুসরণ করো না যারা কিছুই জানে না।"[৩৪০]

উক্ত আয়াতের ﴿قَالَ مُوسَىٰ﴾ দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলার নিকট দোআটি করেছিলেন মূসা (আলায়হিস সালাম) একাই। অথচ আয়াতের ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা উভয়ই দু'আ' করেছিলেন। এর সমন্বয় পাওয়া যায় পূর্বোক্ত হাদীস্বে। আয়াতের পরস্পর বিরোধীরূপে প্রতিভাত বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া পেশ করেছেন মূসা (আলায়হিস সালাম) এবং হারূন (আলায়হিস সালাম) آمِينَ বলে দুআয় শরীক হয়েছেন। এই কারণে তিনিও দোয়াকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হল বলে তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কেউ দোয়া করতে থাকলে যারা আমীন বলে তারাও দোআকারীরূপে গণ্য হয়। অতএব মুক্তাদী ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়বেনা কারণ, তার آمِين বলাই ফাতিহা পাঠের স্থলাভিষিক্ত হবে।[৩৪১]

৩৩৯. (দঈফ): এই কারণেই হাদীস্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ। যাদের ইমাম আছে ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত।[৩৪২] উক্ত হাদীস্ব ইমাম আহমদ

৩৩৯. ইবনু খুযায়মাহ ১৫৮৬, ইবনু আদী কর্তৃক রচিত 'আদ দুআফা' ৩/২৪০, দঈফ আল-জামি' ১৫৫৮। সানাদে যুরাবী আবূ আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাকে মুনকার বলেছেন। ইবনু আদী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪০. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৮৮-৮৯।

৩৪১. উক্ত উক্তিটি উলামাদের সঠিক উক্তির বিপরীত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। দ্রষ্টব্য: ইমাম বুখারীর জুযউল কিরাত ১৫-২৭।

কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, বিলাল (রাঃ) বলতেন, لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ হে আল্লাহর রসূল! আমার পূর্বে আপনি آمِينَ বলবেন না।[৩৪৩] উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সরব স্বলাতে কিরাআত পড়া মুক্তাদীর জন্য ফরদ নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৪০. **(দঈফ)** এজন্য ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেছেন, ০(আহমাদ ইবনুল হাসান)(আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সালাম)(ইসহাক বিন ইবরাহীম)(জারীর)(লায়স (বিন আবী সুলায়ম) (দঈফ বা দুর্বল))(কা'ব)(আবূ হুরায়রাহ(রাঃ))০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فَقَالَ: آمِينَ، فَتَوَافَقَ آمِينَ أَهْلِ الْأَرْضِ آمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غَفَرَ اللهُ لِلْعَبْدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَثَلُ مَنْ لَا يَقُولُ: آمِينَ، كَمَثَلِ رَجُلٍ غَزَا مَعَ قَوْمٍ، فَاقْتَرَعُوا، فَخَرَجَتْ سِهَامُهُمْ، وَلَمْ يَخْرُجْ سَهْمُهُ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ يَخْرُجْ سَهْمِي؟ فَقِيلَ: إِنَّكَ لم تقل: آمين

ইমাম যদি غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলে آمِينَ বলে, আর ইমামের آمِينَ-এর সাথে বিশ্ববাসী ও আকাশের বাসিন্দাদের آمِينَ যদি মিলে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা বান্দার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি آمِينَ না বলে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার সমতুল্য, যে ব্যক্তি একটি দলের সাথে মিলে যুদ্ধ করে জয়ী হল। অতঃপর দলের লোকেরা লটারী করে প্রত্যেকের গনীমতের অংশ বুঝে নিল। সে জিজ্ঞেস করল, আমার অংশ কেন পেলাম না? উত্তর আসল, তুমি آمِينَ বলনি তাই।[৩৪৪]

---

৩৪২. দ্রষ্টব্য: ২৫২ নং হাদীস। ইবনু মাজাহ ৮৫০, আহমাদ ১৪২৩৩, ইরওয়া ৮৫০। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযাজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪৩. দ্রষ্টব্য: ৩২৬ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪৪. মুসনাদ আবী ইয়া'লা ৬৪১১, ইতহাফুল খায়রাহ ১২৬১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ২৬৬৪, তিনি বলেন,-এর কিছু অংশ সহীহ। দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৬৯। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সূরা বাকারার তাফসীর

(সূরা নং ২)
মাদীনায় অবতীর্ণ

সূরা বাকারায় ফাদীলাত

৩৪১. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◦[আরিম][মু'তামির][তোর পিতা (সুলায়মান)][জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত)][তোর পিতা][মা'কীল বিন ইয়াসার (রাঃ)]◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الْبَقَرَةُ سَنَام الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُه، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا، وَاسْتُخْرِجَتْ: "اللهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" [الْبَقَرَة: ٢٥٥] مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِهَا، أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَيس: قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ له، واقرؤوها عَلَى مَوْتَاكُمْ

সূরা বাকারা কুরআনের শীর্ষভাগে অবস্থিত সর্বোন্নত চূড়া। এর প্রত্যেকটি আয়াতের সঙ্গে আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছেন। "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হায়্যুল কায়্যুম" শীর্ষক আয়াতটি আরশের নীচ থেকে বের করে সূরা বাকারায় শামিল করা হয়েছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয় সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক সুফল লাভের জন্য তা পাঠ করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। এমনকি তোমরা মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে সূরাটি পড়িও। উক্ত সানাদটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৪৫]

৩৪২. (দঈফ) ইমাম আহমাদ অনুরূপ একটি সানাদে বলেন, ◦[আরেম (মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল)][আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক][সুলায়মান আত তায়মী][আবূ উসমান (তবে আন নাহদী নয়)][তোর পিতা (মাজহূল বা অপরিচিত)][মা'কীল বিন ইয়াসার (রাঃ)]◦ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: اقرؤوها عَلَى مَوْتَاكُمْ সূরাটি মরণাপন্ন ব্যক্তির সম্মুখে পাঠ করো। অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন।[৩৪৬] এই হাদীসের সানাদে পূর্বোক্ত সানাদের বেনামী ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হয়েছে এবং এই সানাদে আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

৩৪৩. (দঈফ): ইমাম তিরমিযী হাকীম বিন জুবায়রের হাদীস থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ◦[হাকীম বিন জুবায়র (দঈফ)][আবূ সালিহ][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◦ বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَام الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ

প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষ আছে। আল কুরআনের শীর্ষ হল সূরা বাকারা এবং শ্রেষ্ঠতম আয়াত (আয়াতুল কুরসী বিদ্যমান।"[৩৪৭]

---

৩৪৫. আহমাদ ১৯৭৮৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৮৪৩, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৭৮, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০৮১৬, জামিউল আহাদীস ১০৫১৮। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি অজ্ঞাত ব্যক্তি ও তার পিতার কারণে দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪৬. আহমাদ ১৯৭৯০, আবূ দাউদ ৩১২১, ইবনু মাজাহ ১৪৪৮, মু'জামুল কাবীর ১৬৯০৪, তাখরীজ ও তাহকীক কিতাবু মুফরাদাতিল কুরআন ১/৩০, আল-ইরওয়া' ৬৮৮, দঈফ আল-জামি' ১০৭২। ইবনুল কাত্তান কারণ হিসেবে বলেন, সানাদে ইদতিরাব, মাওকূফ ও জাহালাত রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সানাদটি ইদতিরাব ও মাতানটি মাজহূল বা অপরিচিত। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪৭. তিরমিযী ২৮৭৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৪৮, দঈফ আল-জামি' ৪৭২৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০১৯৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৪৪. (স্বহীহ): মুসনাদ আহমাদ, স্বহীহ মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসাঈতে লিপিবদ্ধ আছে, আবূ হুরায়রাহ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

" لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يدخله الشيطان "

তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না। যে-ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে।[৩৪৮] ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

৩৪৫. (ভাষাগত কারণে দঈফ): আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সাল্লাম বলেন, ইবনু আবী মারইয়াম ইবনু লাহীআহ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সিনান বিন সা'দ (দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ নিশ্চয় শয়তান যে গৃহে সূরা বাকারা পড়তে শুনে সে গৃহ থেকে বের হয়ে যায়।[৩৪৯] সিনান বিন সা'দকে কেউ কেউ বিপরীতভাবে সা'দ বিন সিনান বলেছেন। ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বালসহ অন্যান্যরা তার হাদীসকে মুনকার বলেছেন।

আবূ উবায়দ বলেন, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সোলামাহ বিন কুহায়ল আবুল আহওয়াস আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُسْمَعُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. "শয়তান সেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় যেখানে সূরা বাকারাহ শুনা যায়। নাসাঈতে দিনে ও রাতের কথাটি উল্লেখ আছে।[৩৫০] হাকিম তার মুসতাদরাকে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর সানাদ স্বহীহ যদিও স্বহীহাইন তা সংগ্রহ করেনি।[৩৫১]

৩৪৬. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আহমাদ বিন কামিল আবূ ইসমাঈল আত তিরমিযী আয়্যুব বিন সুলায়মান বিন বিলাল আবূ বাকর বিন আবূ উওয়ায়স সুলায়মান বিন বিলাল মুহাম্মাদ বিন আজলান আবূ ইসহাক আবূল আহওয়াস আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُم، يَضَع إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَتَغَنَّى، وَيَدَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ يَقْرَؤُهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ أَصفَرَ الْبُيُوتِ، الْجَوْفُ الصِّفْر مِنْ كِتَابِ اللهِ

তোমাদের কাউকেও যেন এরূপ দেখতে না পাই যে, পায়ের উপর পা উঠিয়ে গান করছে, এবং সূরা বাকারা পাঠ ছেড়ে দিয়েছে। নিশ্চয় শয়তান সেই ঘর হতে পালায় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। আর

---

৩৪৮. মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭, আহমাদ ৭৭৬২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮০১৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

৩৪৯ কাসিম বিন সাল্লাম কর্তৃক রচিত 'ফাদাইলুল কুরআন' ৩৩৮, দঈফ আল-জামি' ১০৩৪। উক্ত সানাদটি ১. সা'দ বিন সিনানের কারণে দুর্বল। কেউ বলেছেন, তিনি হলেন সিনান বিন সা'দ। ২. ইবনু লাহীআহও এখানে দুর্বল। **তাহকীক**: হাদীসটি ভাষাগত কারণে দুর্বল। কারণ, কোথাও يَخْرُجُ (অর্থাৎ শয়তান বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়) এই শব্দে পাওয়া যায় না তবে يَفِرُّ (অর্থাঃ শয়তান বাড়ি থেকে পলায়ন করে) শব্দে পাওয়া যায়। সুতরাং ইয়াখরুজ শব্দে দুর্বল কিন্তু ইয়াফিররু শব্দে স্বহীহ। ইয়াফিররু শব্দের হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোকে কবরস্থান বানিওনা। নিশ্চয় যে বাড়িতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সেই বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে। দেখুন– মুসলিম (৭৮০), তিরমিযী (২৮৭৭)।

৩৫০. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৮০০।

৩৫১. মুসতাদরাক ২/২৬০।

নিকৃষ্টতম সেই ঘর যেখানে কুরআন তিলাওয়াত হয় না।[৩৫২] ইমাম নাসাঈ তাঁর 'আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' নামক সঙ্কলন গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন নাস্র-এর সূত্রে আয়্যুব বিন সুলায়মান হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

দারিমী স্বীয় মুসনাদে লিখেছেন যে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا مِنْ بَيْتٍ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ . وَقَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا، وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ. وَرَوَى -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَرْبَعٌ مِنْ أَوَّلِهَا وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَانِ بَعْدَهَا وَثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا وَفِي رِوَايَةٍ: لَمْ يَقْرَبْهُ وَلَا أَهْلَهُ يَوْمَئِذٍ شَيْطَانٌ وَلَا شَيْءٌ يَكْرَهُهُ وَلَا يُقْرَآنِ عَلَى مَجْنُونٍ إِلَّا أَفَاقَ.

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন - যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেখান থেকে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পালায়।[৩৫৩] তিনি আরও বলেন, প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষভাগ আছে এবং আল-কুরআনের শীর্ষভাগ হল সূরা বাকারা। তেমনি প্রত্যেকটি বস্তুরই নির্যাস আছে এবং আল-কুরআনের নির্য়াস হল মুফাসসাল (বড় বড়) সূরাগুলো।[৩৫৪]

অন্য বর্ণনায় শা'বী'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার ১০টি আয়াত তিলাওয়াত করে, সে ঘরে ঐ রাতে শয়তান প্রবেশ করে না। (সে ১০টি আয়াত হল) সূরা বাকারার প্রথম ৪টি আয়াত, আয়াতাল কুরসী ও তার পরের ২টি আয়াত এবং সূরার শেষের তিনটি আয়াত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে সে রাতে শয়তান তার ও তার পরিবারের নিকটবর্তী হতে পারে না। আর তার অপছন্দনীয় কোন কিছু তাকে স্পর্শ করবেনা। আবার এ আয়াতগুলো অজ্ঞান বা পাগল (অসুস্থ) কোন লোকের উপর পাঠ করা হলে, সে জ্ঞান (সুস্থতা) ফিরে পায়।[৩৫৫]

৩৪৭. (দঈফ): সাহল বিন সা'দ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

" إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يدخله الشَّيْطَانُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ".

সব কিছুরই একটি চূড়া আছে, বাকারা হচ্ছে কুরআনের সর্বোচ্চ চূড়া, যে কেউ তার বাড়িতে রাতে বাকারাহ পড়বে, সে বাড়িতে শয়তান তিন রাত্রি প্রবেশ করতে পারবে না, যে ব্যক্তি তা দিনে তার বাড়িতে পাঠ করে সে বাড়িতে শয়তান তিন দিন প্রবেশ করতে পারবেনা।[৩৫৬] আবুল কাসিম আত তাবারানী, আবূ

---

৩৫২. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৭৯৯, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ ৯৬৩, তুহফাতুল আশরাফ ৯৫২৩। **তাহকীক আলবানী:** মারফূ' সূত্রে হাদীসটি দঈফ। কিন্তু মাওকূফ সূত্রে সহীহ। মাওকূফ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তুহফাতুল আশরাফ (৯৪৯৭)-এর মাঝে।

৩৫৩. দারিমী ৩৩৭৫, মুসনাদ আল-জামি' ৯২৫৮, ইতহাফুল খায়রাহ ১৩০৮৮। **তাহকীক:** মাওকূফ।

৩৫৪. দারিমী ৩৩৭৭, ইকদুদ দুরার ফীমা সহহা ফী ফাদাইলুস সুওয়ার ১/২৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৬৩৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৮। **তাহকীক আলবানী:** মাওকূফ সূত্রে হাসান। আসিম বিন আবুন নাজূদ-এর কারণে সানাদটি হাসান। তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন, কারণ তিনি হাদীস মুখস্থ করার পূর্বে বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।

৩৫৫. দারিমী ৩৩৮৩, ইতহাফুল খায়রাহ ১২৭৩৭, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭০১৩। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাহযীব' গ্রন্থে বলেন, শা'বী সরাসরী আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ সানাদে শা'বী ও আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে।

৩৫৬. ইবনু হিব্বান ১৭২৭, কানযুল উম্মাল ২৫৪৯, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০৮১৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৮৯, দঈফ আল-জামি' ১৯৩৩। সানাদে খালিদ বিন সাঈদ আল-খুযাঈ দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

হাতিম, ইবনু হিব্বান স্বীয় সহীহতে এবং মারদুবিয়্যাহ্ এ হাদীসটি ◇(আল-আযরাক বিন আলী-এর হাদীস থেকে)(তিনি হাসসান বিন ইবরাহীম)(খালিদ বিন সাঈদ)(আবূ হাযিম)(সাহল)◇-এর সূত্রে আর ইবনু হিব্বান খালিদ বিন সাঈদ আল-মাদীনী-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৩৪৮. (দঈফ): তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এঁরা সকলে লিপিবদ্ধ করেছেন ◇(আবদুল হামীদ বিন জা'ফার-এর হাদীস থেকে)(তিনি সাঈদ আল-মাকবূরী)(আবূ আহমাদ-এর আযাদকৃত দাস আতা')(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◇ বলেন,

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ ذَوُو عَدَدٍ، فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَاسْتَقْرَأَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، يَعْنِي مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ: " مَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟ " قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: " أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْبَقَرَةَ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَلَّا أَقُومَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلَ مَنْ تَعَلَّمَهُ، فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ "

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক লোককে একটা অভিযানে পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছিলেন কুরআনের কতটা তাদের মুখস্থ আছে। নাবী (সাঃ) সব থেকে ছোটদের একজনের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন - 'বৎস, তুমি কতটা মুখস্থ করেছ? সে বলল- 'আমি ওমুক ওমুক সূরা মুখস্থ করেছি এবং সূরা বাকারাও। নাবী (সাঃ) বললেন- "তুমি সূরা বাকারাহ্ মুখস্থ করেছ? সে বলল- হ্যাঁ। নাবী (সাঃ) বললেন - "তাহলে তুমি তাদের কমাণ্ডার। একজন নেতৃস্থানীয় লোক মন্তব্য করলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি এই ভয়ে সূরা বাকারাহ মুখস্থ করিনি যে, আমি তা বাস্তবায়ন করতে পারব না"। নাবী (সাঃ) বললেন - কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পাঠ কর, কারণ, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে পাঠ করে, আর তাতে লেগে থাকে তার উপমা মিশ্ক ভর্তি একটি থলের মত যার সুগন্ধ বাতাসকে ভরে দেয়। যে ব্যক্তি কুরআন শিখে আর ঘুমিয়ে থাকে অথচ কুরআন তার স্মৃতিতে আছে তার উপমা মিশক ভর্তি একটি থলের মত যা শক্ত ভাবে বন্ধ আছে।[৩৫৭] এ শব্দগুলো তিরমিযীর, তিনি এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। আরেকটি বর্ণনায় এ হাদীসটিকে তিরমিযী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩৪৯. (সহীহ): বুখারীতে আছে– লায়স বলেন, ◇(ইয়াযীদ ইবনুল হাদি)(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম)(উসায়দ বিন হুদায়র (রাঃ))◇ বলেছেন,

بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ، فسكنت، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ، فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ، فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا. فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّا أَخَذَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ". قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا، قَالَ: " وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ

৩৫৭. তিরমিযী ২৮৭৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৭৪৯, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৬৪, দঈফ আত তিরমিযী ৫৪১, দঈফ আল-জামি' ২৪৫২। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

এক সময় তিনি সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করছিলেন আর তার ঘোড়াটি তার পাশে বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি কিছুটা গোলমাল শুরু করল। উসাইদ যখন তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, ঘোড়াটিও ছটফট করা বন্ধ করল। তিনি যখন আবার তিলাওয়াত শুরু করলেন, তখন ঘোড়াটি আবার ছটফট করা শুরু করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করেন, ঘোড়াটি ছটফট করা বন্ধ করে, যখন তিনি তিলাওয়াত শুরু করলেন, তখন ঘোড়াটি আবার ছটফট করা শুরু করে দেয়। ইতোমধ্যে তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটবর্তী হল এবং সে ভয় করল যে, ঘোড়াটি হয়ত তার উপর চড়াও হবে। যখন তিনি তাঁর ছেলেকে পিছনে সরিয়ে নিলেন, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন যে এক খণ্ড মেঘ থেকে আলোক রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তা বাতির মত দেখাচ্ছে। সকাল বেলায় তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট গেলেন এবং যা ঘটেছে বর্ণনা করলেন অতঃপর বললেন হে আল্লাহর রসূল! আমার ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটবর্তী হয়েছিল এবং আমি ভয় করেছিলাম যে ঘোড়াটি তার উপর চড়াও হবে। আমি যখন তার কাছে গেলাম **এবং আকাশের দিকে তাকালাম এবং এক খণ্ড মেঘ দেখলাম যাতে বাতির মত আলো ছিল। তখন আমি চললাম কিন্তু আর তা দেখতে পেলামনা। নাবী (ﷺ) বললেন- তুমি কি জান ওটা কী ছিল? তিনি উত্তর দিলেন না। নাবী (ﷺ) বললেন, তারা ছিল মালায়িকাহ।** তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে **এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত** করতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত।[৩৫৮] ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম বিন সাল্লাম তাঁর কিতাব 'ফাদাইলুল কুরআন'-এর মাঝে আবদুল্লাহ বিন সালিহ ও ইয়াহইয়া বিন বুকায়র উভয়ে লায়স-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অন্যত্র উসায়দ বিন হুদায়র থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৫০. সাবিত বিন কায়স বিন শিমাস (রাঃ)-এর ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং আবূ উবায়দ আল-কাসিম ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন: «[আব্বাদ বিন আব্বাদ][জারীর বিন হাযিম][জারীর বিন ইয়াযীদ]» বলেছেন যে, তাঁকে মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন, তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন:

أَلَمْ تَرَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ؟ لَمْ تَزَلْ دَارُهُ الْبَارِحَةَ تُزْهِرُ مَصَابِيحَ، قَالَ: " فَلَعَلَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ". قَالَ: فَسُئِلَ ثَابِتٌ، فَقَالَ: قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ

আপনি কি দেখতে পেয়েছেন যে, সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের গৃহটি সারারাত্রি দীপমালার আলোকে ঝলমল করছিল? রসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বললেন, সম্ভবত সে সূরা বাকারা পড়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি সাবিতকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি সূরা বাকারা পড়েছিলাম।[৩৫৯] এই সানাদটি উত্তম। অবশ্য কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। হাদীসটি মুরসাল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সূরা বাকারাহ ও আল ইমরানের ফযীলাত

---

৩৫৮. বুখারী ৫০১৮ (মুআল্লাক সূত্রে), মুসলিম ৭৯৬। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩৫৯. আবূ উবায়দ কর্তৃক রচিত 'ফাদাইলুল কুরআন' ২৭ পৃ. রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৭০৯, ফাতহুল বারী ৯/৫৭। জারীর বিন য়াযদ **মদীনার তার কোন** এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার শায়খ-এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল, জারীর বিন **যায়দ কোন সাহাবী থেকে** হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং এখানে তিনি সাহাবী থেকে ইরসাল করেছেন। তবে সঠিক কথা **হচ্ছে যে, এই ঘটনাটি ছিল** উসায়দ বিন হুদায়র-এর যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৫১. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেছেন, {আবূ নুআয়ম}{বাশীর বিন মুহাজির}{আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ}{তার পিতা (বুরায়দাহ)} বর্ণনা করেছেন যে, "আমি নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে বসেছিলাম এবং আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ

" تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ". قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: " تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلَ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ، يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ. فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا "

তোমরা সূরা বাকারা শিখ। এটা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে আক্ষেপ মিলে, তার উপর বাতিল শক্তির কোন ক্ষমতা চলে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। অতঃপর বললেন- সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখ। কারণ, এরা দুটি আলোকপিণ্ড। কিয়ামতের দিন এদের পাঠকমণ্ডলীকে শামিয়ানা, মেঘপুঞ্জ কিংবা পাখীর ঝাঁকের মত মাথার উপরে এসে ছায়া দিবে। কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠক কবর হতে উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কুরআন এক তরূণের বেশে তার সামনে হাজির হয়ে বলবে আমাকে চিনেছ কি? সে বলবে না, আমি তোমাকে চিনি না। তখন সেই তরূণ বলবে, আমি তোমার সহচর কুরআন। আমি তোমাকে দিনের ক্ষুৎপিপাসা ও রাতের নিদ্রা হতে বঞ্চিত রেখেছিলাম। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে লাগে। আজ সকল ব্যবসা তোমার পেছনে জড়ো হয়েছে। তারপর তার ডানে প্রশস্ত রাজ্য এবং বামে স্থায়ী নিকেতন জান্নাত প্রদত্ত হবে। তার মস্তকে মহামর্যাদার মুকুট স্থাপন করা হবে। তার পিতামাতাকে এমন পোষাকে অলংকৃত ও সজ্জিত করা হবে পৃথিবীবাসী তাদের সামনে কখনও যা উপস্থিত করতে পারে না। তারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করবে আমাদেরকে কেন তা পরানো হল? জবাব আসবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে জান্নাতের সিঁড়ির ধাপগুলি অতিক্রম করে উপরে উঠতে থাক। যত উর্ধ্বে গিয়ে তার তিলাওয়াত শেষ হবে তত উর্ধ্বে তার কক্ষ নির্ধারিত থাকবে। তিলাওয়াত ধীরে চলুক কি দ্রুত, ফল একইরূপে পাবে।[৩৬০]

ইবনু মাজাহও হাদীসটির অংশ বিশেষ বিশর বিন মুহাজির হতে লিপিবদ্ধ করেছেন আর এই সনদ সূত্রটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাসান। কারণ, ইমাম মুসলিম বাশিরের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

৩৬০ ইবনু মাজাহ ৩৭৮১, আহমাদ ২২৪৪১, দারিমী ৩৩৯১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩০০৪৫, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৫৭৬২। শায়খ শুআয়ব আল-আরনাউত বলেন, সানাদটি বাশীর বিন মুহাজির এর কারণে হাসান। কারণ তার মুতাবাআত ও শাহিদ পাওয়া যায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেও তা বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসটির প্রথম অংশের সহীহ শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। যা মুসলিমে (৮০৪) আবূ উমামাহ আল-বাহিলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এই সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তপূর্ণ করে। এটি হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন। ইমাম হায়সামী (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'মাজমা' আয যাওয়াইদ' (৭/১৫৯) এর মাঝে বলেন, এটি ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। সানাদের সকল রাবী বিশুদ্ধ। আর তার হাদীসের শাওয়াহিদ হিসেবে আবূ উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস পাওয়া যায়। **তাহকীক:** হাসান।

ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণে দোষ নেই। অবশ্য ইমাম আহমাদ তার বর্ণিত এই হাদীস্রকে মুনকার বলেছেন। তবে তার হাদীস্র মু'তাবার বটে, কিন্তু তা দলীল হিসেবে কখনও পেশ করা হয় না। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র অনুসৃত হয় না। দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস্র শক্তিশালী নয়।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** অন্যান্য হাদীস্র দ্বারাও হাদীস্রটির অংশবিশেষ সমর্থিত হয়েছে।

৩৫২. (স্বহীহ): যেমন ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, ০(আবদুল মালিক বিন আমর)(হিশাম)(ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর)(আবূ সাল্লাম)(আবূ উমামাহ আল-বাহিল (রাঃ))০ বলেছেন যে, তিনি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন

اقرؤوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرؤوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كأنهما فِرْقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما " ثم قال : " اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها الْبَطَلَةُ "

আমি নাবী (ﷺ) **কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পড়। কিয়ামতের দিন কুরআন** তার **পাঠকদের জন্য** শাফাআতকারী **হবে। তোমরা যুগ্ম আলোকপিণ্ড অর্থাৎ আল বাকারা ও আলে** ইমরান তিলাওয়াত কর। কিয়ামতের **দিন তারা দুই খণ্ড মেঘ কিংবা শামিয়ানা** কিংবা পাখীর ঝাঁক হয়ে পাঠকারীর মাথার উপর ছায়া দিবে। **অতঃপর তিনি বললেন,** সূরা বাকারা পড়। তা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে দুঃখ দেখা দেয় এবং কোন **যাদুকর তার উপর প্রভাব বিস্তার** করতে পারে না।[৩৬১]

ইমাম মুসলিমও স্বলাত অধ্যায়ে এ হাদীস্রটি ০(মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম)(তার ভাই যায়দ বিন সাল্লাম)(তার দাদা আবূ সাল্লাম মামতূর আল-হাবশী)(আবূ উমামাহ সুদায়্য বিন আজলান আল-বাহিলী (রাঃ))০-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৬২]

উক্ত হাদীস্রে আযযাহরাওয়ান অর্থ: আলোকপিণ্ডদ্বয়। আল-গায়ায়াত অর্থ: উপরে ছায়াদায়ক **শামিয়ানা।** আল-ফিরক অর্থ: খণ্ড বস্তু। আস্র স্বাওয়াফ অর্থ: ঝাঁক বাঁধা। আল-বুতলাত অর্থ: যাদু। লা **তাসতাতীউহা** অর্থ: এটা আয়ত্ত করতে পারে না। কেউ বলেন, তার পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৩৫৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ০(ইয়াযীদ বিন আবদু রাব্বিহ)(আল-ওয়ালীদ বিন **মুসলিম**)(মুহাম্মাদ বিন মুহাজির)(আল ওয়ালীদ বিন আবদুর রহমান আল-জুরশী)(জুবায়র বিন নুফায়র)(তিনি বলেন, **আমি** নাওয়াস বিন সামআন আল-কিলাবী (রাঃ))০ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ) কে বলতে **শুনেছি যে,** তিনি বলেছেন,

" يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ ". وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: " كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا "

কিয়ামতের দিন কুরআন ও তার আমল বা পাঠকদের একত্রিত করা হবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান **তাদের অগ্রভাগে** থাকবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন এমন তিনটি উদাহরণ পেশ করলেন যা আমি ভুলিনি। **তিনি বললেন,** সূরা দুটি দু'খণ্ড মেঘ, শামিয়ানা কিংবা দুই **ঝাঁক** পাখীর মত পাঠকদের মাথার

---

৩৬১. আহমাদ **২১৬৪২, মুসলিম** ৮০৪, মুস্বান্নাফ আবদুর রাযযাক ৫৯৯১, ইবনু হিব্বান ১১৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।
৩৬২. মুসলিম **৮০৪। তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

উপর থেকে ছায়া দান করবে।[৩৬৩] এটি সহীহ মুসলিমেও ইসহাক বিন মানসূর থেকে ইয়াযীদ বিন আবদু রাব্বিহ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী আল-ওয়ালীদ বিন আবদুর রহমান আল-জুরশী-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করে একে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ উবায়দ বলেন: ﴾হাজ্জাজ﴿হাম্মাদ বিন সালামাহ﴿আবদুল মালিক বিন উমায়র﴿ ﴾হাজ্জাজ ﴿হাম্মাদ বিন সালমাহ﴿আবূ মুনীব﴿তোর চাচা﴿ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি সলাতে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়ল। সলাত শেষে কা'ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান পড়েছ? সে বলল: হ্যাঁ। কা'ব বললেন যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! নিশ্চয় এর ভিতর আল্লাহর এমন নাম রয়েছে সেই নামে কোন কিছু প্রার্থনা করলেই কবুল হয়। লোকটি বলল: ঐ নাম সম্পর্কে আমাকে বলুন, তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে তা বলব না। কারণ, আমার ভয় হয় তুমি তা দ্বারা এমন কিছু প্রার্থনা করবে, যা তোমার ও আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আবূ উবায়দ বলেন, ﴾আবদুল্লাহ বিন সালিহ﴿মুআবিয়াহ বিন সালিহ﴿সুলায়ম বিন আমির﴿তিনি আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ)﴿ কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের এক ভাই স্বপ্নে দেখল, মানুষ দল বেঁধে পাহাড়ের উপত্যকায় বিচরণ করছে। পাহাড়ের চূড়ায় দু'টি সবুজ গাছ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসছে তোমাদের মধ্যে সূরা বাকারার পাঠক আছে কি? তোমাদের ভিতরে সূরা আলে ইমরানের পাঠক আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি বলল: হ্যাঁ,তৎক্ষণাৎ গাছ দুটি তাঁর দিকে ফলসহ ঝুঁকে পড়ল। তখন সে গাছটিতে ঝুলে পড়ল। তাঁকে নিয়ে গাছ দু'টি আবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। আবূ উবায়দ বলেন, ﴾আবদুল্লাহ বিন সালিহ﴿মুআবিয়াহ বিন সালিহ﴿আবূ ইমরান﴿তিনি উম্মু দারদা'কে﴿ বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করত। একবার সে তার প্রতিবেশির উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করল। ফলে সেও পাকড়াও হল এবং নিহত হল। সে দিন হতে প্রতিদিন তার নিকট থেকে একটি করে সূরা বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল আল বাকারা ও আল ইমরান। এক সপ্তাহ পর আল ইমরান বিদায় নিল। আল বাকারা পরবর্তী সপ্তাহও অপেক্ষা করল। তখন তাকে বলা হল- ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ **"আমার কথা কক্ষনো পরিবর্তন হয় না, আর আমি আমার বান্দাহদের প্রতি যুলমকারীও নই।"**[৩৬৪] অতঃপর সূরা বাকারাও বিশাল মেঘখন্ডে রূপান্তরিত হয়ে বিদায় নিল। আবূ উবায়দ বলেন, আমার মনে হয় সূরা দুটি তার সঙ্গে কবরে থেকে তাকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করছিল। সূরা দুটি শেষ প্রহরী হিসেবে কাজ করছিল।

তিনি আরও বলেন, ﴾আবূ মুসহির আল-গাসসানী﴿সাঈদ বিন আবদুল আযীয আত তানূখী﴿ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-জুরাশী﴿ বলতেন, যে ব্যক্তি দিনে সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান পাঠ করে সে নিফাক হতে সন্ধা পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং যে ব্যক্তি সূরা দুটি রাতে পাঠ করে, সে ফজর পর্যন্ত নিফাক হতে বেঁচে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, ﴾ইয়াযীদ﴿ওয়ারকা বিন ইয়াস﴿সাঈদ বিন জুবায়র﴿বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)﴿ বলেছেন,যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পাঠ করে, সে অনুগতদের তালিকাভুক্ত হয়।' উক্ত সানাদে ইনকিতা' হয়েছে।

৩৫৪. (সহীহ): কিন্তু হাদীসটি সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিমে) প্রমাণিত যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهِمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ রসূলুল্লাহ (ﷺ) একই রাকআতে সূরাদ্বয় (রাতের নামাজে) পাঠ করতেন।[৩৬৫]

---

৩৬৩. আহমাদ ১৭১৮৫, মুসলিম ৮০৫, তিরমিযী ২৮৮৩, আল-আমালুস সালিহ ৭৯১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
৩৬৪. সূরাহ কাফ, ৫০:২৯।
৩৬৫. মুসলিম ৭৭২, আবূ দাউদ ৮৭১, তিরমিযী ২৬২, নাসাঈ ১১৩৩, ইবনু মাজাহ ১৩৫২, ইবনু হিব্বান ২৬০৯। **তাহকীক:** সহীহ।

দীর্ঘ সাত সূরার ফাদীলাত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

৩৫৫. (সহীহ): আবূ উবায়দ বলেন, {হিশাম বিন ইসমাঈল আদ-দিমাশকী}{মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব}{সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ)}{কাতাদাহ}{আবুল মালীহ}{ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أُعْطِيتُ السَّبْعَ الطُّوال مَكَانَ التَّوْرَاةِ وَأُعْطِيتُ الْمِئِينَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ، وَأُعْطِيتُ الْمَثَانِيَمَكَانَ الزَّبُورِ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ

আমাকে তাওরাতের স্থলে সাতটি দীর্ঘ সূরা ও ইঞ্জীলের স্থলে দু'শ আয়াতবিশিষ্ট সূরা ও যবুরের স্থলে বারংবার পঠনীয় সূরাসমূহ প্রদান করা হয়েছে এবং দীর্ঘ সূরাগুলো দিয়ে আমাকে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।[৩৬৬]

এ হাদীসটি গরীব এবং সাঈদ বিন বাশীর-এর মাঝে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। অনুরূপ আবূ উবায়দও বর্ণনা করেছেন {আবদুল্লাহ বিন সালিহ}{লায়স}{সাঈদ বিন আবূ হিলাল} সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) .... অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৫৬. (হাসান): অতঃপর তিনি বলেন, {ইসমাঈল বিন জা'ফার}{আমর বিন আবূ আমর}{হাবীব বিন হিন্দ আল-আসলামী}{উরওয়াহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)} তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ حَبْرٌ যে ব্যক্তি দীর্ঘ সাতটি সূরা পড়ল সে হৃষ্টচিত্ত হল।[৩৬৭] এ হাদীসটিও গরীব। {হাবীব বিন হিন্দ বিন আসমা' বিন হিন্দ বিন হারিসাহ আল-আসলামী}{তার নিকট থেকে আমর বিন আমর ও আবদুল্লাহ বিন আবী বাকরাহ} হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী তার উল্লেখ করেছেন কোন ত্রুটির কথা বলেননি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল উক্ত হাদীস সুলায়মান বিন দাউদ ও হুসায়ন হতে, তারা উভয়ে ইসমাঈল বিন জা'ফার থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৫৭. (হাসান): এটি ছাড়াও তিনি {আবূ সাঈদ}{সুলায়মান বিন বিলাল}{হাবীব বিন হিন্দ}{উরওয়াহ}{আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)}-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, من أَخَذَ السَّبْعَ الأُول مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ যে ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাতটি সূরা ধারণ করল, সে পরিতুষ্ট হল।[৩৬৮] ইমাম আহমাদ {হুসায়ন}{ইবনু আবী যিনাদ}{আ'রাজ}{আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}-এর সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, কিতাবে এভাবে আছে অথচ আমি দেখেছি তিনি তার পিতা হতে ও তিনি আল-আ'রাজ হতে বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা কি পূর্ব সনদে বেখেয়াল হলেন, না সেটি ঠিক তা বলতে পারি না। হাদীসটি মুরসাল।

৩৫৮. (দঈফ): ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ক্ষুদ্র অভিযান পাঠাতে গিয়ে সূরা বাকারা মুখস্থ করার কারণে এক কিশোরকে উক্ত

---

৩৬৬. আল-আমালুস সালিহ ৭৫২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৬২৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৮০, সহীহ ও দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৫৭, সহীহ আল-জামি' ১০৫৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৯৩৯। উক্ত সানাদটি সাঈদ বিন বাশীর আল-আযদী-এর কারণে দুর্বল। জামহূর উলামা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন, কিন্তু শু'বাহ ও দুহায়ম তাকে সিকাহ বলেছেন। তবে ইমরান আল-কাত্তান থেকে তার তাওয়াবি' পাওয়া যায়। (আহমাদ ১৬৫৩৪।) শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, হাদীসটি সকল সানাদের সমন্বয়ে সহীহ। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৩৬৭. আস সুনান আস সুগরা ৯৮০, শুআবুল ঈমান ২৪১৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৬৪৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৯২৩, সহীহ আল-জামি' ৫৯৭৯। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

৩৬৮. আহমাদ ২৩৯২২, মুসতাদরাক ২০৭০, আল-আমালুস সালিহ ৭৬৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩০৫। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ যাও, তুমিই দলের নেতা।[৩৬৯] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আবূ উবায়দ বলেন, ⟨হুশায়ম⟩⟨আবূ বিশর⟩⟨সাঈদ বিন জুবায়র⟩ থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ **"আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত সপ্ত আয়াত।"**[৩৭০] এটি হল: সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদাহ, সূরা আনআম, সূরা আ'রাফ ও সূরা ইউনুস।

মুজাহিদ বলেন, এটা দীর্ঘ সাত সূরা। মাকহূল আতিয়্যাহ বিন কায়স, আবূ মুহাম্মাদ আল-ফারেসী, শাদ্দাদ বিন আওস ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস আয যিমারী প্রমুখ উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তার সংখ্যাগত বিন্যাসে সূরা ইউনুস সপ্তম সূরা।

সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, সূরা বাকারাহ্ সম্পূর্ণত মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। উপরন্তু বাকারাহ হল মাদীনায় অবতীর্ণ প্রথমদিকের সূরাগুলোর একটি। কিন্তু আল্লাহর বাণী: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ আয়াতটি শেষদিকে অবতীর্ণ আয়াত বলে মনে করা হয়। তেমনি সুদ সংক্রান্ত আয়াতটিও সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর একটি। খালিদ বিন মা'দান বাকারাকে বলতেন কুরআনের তাঁবু। কতক বিদ্বান বলেছেন যে, এতে এক হাজারটি সংবাদ আছে, এক হাজার আদেশ আছে এবং এক হাজার নিষেধাজ্ঞা আছে। গণনাকারীরা বলেছেন বাকারার আয়াত সংখ্যা দু'শ সাতাশি, এর শব্দ সংখ্যা ছয় হাজার দু'শ একুশ। এর অক্ষর সংখ্যা পঁচিশ হাজার পাঁচশ। আল্লাহ ভাল জানেন।

ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেছেন আতা' বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন - সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।[৩৭১] খাসিফ মুজাহিদ থেকে বলেছেন যে, 'আবদুল্লাহ বিন জুবায়র বলেছেন– সূরা বাকারাহ মাদীনায় অবতীর্ণ হয়।[৩৭২] অনেক ইমাম ও তাফসীরের বিদ্বান একই কথা বলেছেন আর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

৩৫৭. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন মু'তামির⟩⟨হাসান বিন আলী ইবনুল ওয়ালীদ আল-ফারিসী⟩⟨খালফ বিন হিশাম⟩⟨ঈসা বিন মায়মূন (দঈফ বা দুর্বল)⟩⟨মূসা বিন আনাস বিন মালিক⟩⟨তার পিতা আনাস বিন মালিক (রাঃ)⟩ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَا تَقُولُوا : سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَلَا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ، وَلَا سُورَةُ النِّسَاءِ، وَكَذَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ، وَلَكِنْ قُولُوا: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَكَذَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ

তোমরা সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসা এবং কুরআনের অন্যান্য সূরাগুলো নামকরণ এভাবে করো না। বরং তোমরা বল: গাভী সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হয়েছে, কিংবা ইমরান গোত্র সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচনা হয়েছে। এভাবে কুরআনের সূরাগুলোর উল্লেখ কর।[৩৭৩] এ হাদীসটি

---

৩৬৯. দ্রষ্টব্য: ৩৪৮ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৭০. সূরাহ হিজর, ১৫:৮৭।

৩৭১. আদ দুররুল মানসূর ১/৪৭।

৩৭২. আদ দুররুল মানসূর ১/৪৭।

৩৭৩. জামিউল আহাদীস ১৬৭৬৬, শুআবুল ঈমান ২৫৮২, তাখরীজুল আহাদীস ওয়াল আসার আল-ওয়াকিআহ ১/১৭৩, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৭২৬, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৬১৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৬০৮। সানাদে ঈসা বিন মায়মূন হল মুনকার,

গরীব। এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য হতেই পারে না। কারণ, ঈসা বিন মায়মূন হল আবূ সালামাহ আল খাওয়াস। তার রিওয়ায়াত দঈফ এবং তা কোন দলীল হতে পারে না।

৩৬০. (স্বহীহ): তবে স্বহীহায়নে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বায়তুল্লাহকে ডানে এবং মীনাকে বামে রেখে বাতনে ওয়াদী হতে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এর পর তিনি বললেন, এটি সেই স্থান যেখানে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।[৩৭৪]

৩৬১. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন- শু'বাহ আকীল বিন তালহাহ উতবাহ বিন মারসাদ বর্ণনা করেন, "নাবী (ﷺ) দেখলেন তাঁর এক সাহাবী প্রথম কাতারে নেই (বিলম্ব করেছেন), তিনি বললেন "يا أصحاب سورة البقرة" ওহে সূরা বাকারার সঙ্গীরা। আমার মনে হয় এ ঘটনাটি হুনায়ন যুদ্ধের সময় ঘটেছিল যখন সাহাবীবর্গ পশ্চাতে অপসরণ করেছিলেন। তখন নাবী (ﷺ) (তাঁর চাচা) আব্বাস (রাঃ) কে আদেশ করলেন জোরে চিৎকার করতে "يا أصحاب الشجرة" ওহে বৃক্ষের সঙ্গীরা অর্থাৎ যারা বায়'আত রিযওয়ানে (গাছের নীচে) অংশ গ্রহণ করেছিলে। অন্য বর্ণনায়, 'আব্বাস চিৎকার করে বলেছিলেন - "يا أصحاب سورة البقرة" 'ওহে সূরা বাকারার সঙ্গীরা! তাদেরকে উৎসাহদানের উদ্দেশে, ফলে সব দিক থেকে তারা ফিরে আসলেন।[৩৭৫] আবার মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামার বাহিনীতে অনেক সঙ্গী থাকার কারণে প্রথমে সাহাবাগণ পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। মুহাজির ও আনসারগণ একে অপরকে চিৎকার করে বললেন− "يا أصحاب سورة البقرة" "ওহে সূরা বাকারার মানুষেরা।" তখন আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে বিজয় দান করলেন। আল্লাহ তাঁর সকল নাবীগণের সকল সঙ্গীগণের উপর সন্তুষ্ট হোন।[৩৭৬]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ, লাম, মীম। | الٓمٓ ﴿۱﴾

অসংযুক্ত অক্ষরগুলোর আলোচনা

কুরআনের কতকগুলো সূরার শুরুতে স্বতন্ত্র অক্ষরগুলো সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের মধ্যে একদল বলেন, সে সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র তিনিই জানেন। তাই এর অর্থ তাঁর হাতেই ন্যস্ত থাকবে। কোন মানুষ এর অর্থ করবে না। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী ও ইবনু মাস'উদ [রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] সকলের এ মত বলে উল্লেখ করেছেন। আমির আশ শা'বী, সুফইয়ান আস্র স্রাওরী ও রাবী' বিন খুস্রায়ম এবং আবূ হাতিম বিন হিব্বান সকলে এই মত পছন্দ করেছেন।

অপর দল তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্য তারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, এটা সংশ্লিষ্ট সূরার নাম। আল্লামাহ আবুল

অনেকে তাকে মাতরূক ও দঈফ বলেছেন। তার হাদীস্র সঠিক নয়। আর এই উক্তিগুলো ইবনু উমার (রাঃ)-এর কওল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৩৭৪. বুখারী ১৭৪৭, মুসলিম ১২৯৬, তিরমিযী ৯০১, নাসাঈ ৩০৭০, আবূ দাঊদ ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৩০৩০, আহমাদ ৪০৫১, ৪৩৪৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৭৫. মু'জামুল কাবীর ১৩৭৭৩, মুস্রান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৩৫৭২, মাজমা' আয যাওযাইদ ৯৬৭৩। সানাদে শু'বার নিকট থেকে আলী বিন কুতায়বাহ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি দুর্বল। হায়স্রামী তাকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

৩৭৬. মুস্রান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৬৯৮৯।

কাসিম মাহ্‌মূদ বিন উমার আয্‌ যামাখশারী তার তাফসীরে বলেন, উক্ত মতই অধিকাংশের মত। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবওয়াইহর মতে এর সমর্থনে দলীল রয়েছে।

৩৬২. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم السجدة، وهل أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

রসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআহ'র দিন ফজরের স্বলাতে আলিফ লাম মীম আস সাজদা ও হাল আতা আলাল ইনসান (সূরা দাহর) পাঠ করতেন।[৩৭৭] ◆[সুফইয়ান আস্ত্র স্বাওরী][বলেন, মুজাহিদ][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ]◆ তিনি বলেছেন আলিফ লাম মীম, হা মীম, আলীফ লাম মীম স্বোয়াদ ও স্বোয়াদ ইত্যাদি কুরআনের কুঞ্জী। আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা কুরআন শুরু করেছেন। মুজাহিদ থেকে অন্যরাও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। মুজাহিদের অন্য এক বর্ণনা– ◆[আবূ হুযায়ফাহ][মূসা বিন মাসঊদ][শিবলী][ইবনু আবী নাজীহ]◆ এরূপ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলিফ লাম মীম কুরআনের নামসমূহের অন্যতম নাম। কাতাদাহ এবং যায়দ বিন আসলামও অনুরূপ বলেছেন। এ মতটি আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামের মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। 'কুরআনের নাম' ও 'সূরার নাম' এই দুই মতে মূলত পার্থক্য নেই। কারণ, কুরআনের সূরাও কুরআন নামে অভিহিত হতে পারে। অবশ্য উক্ত মতটি অবাস্তব। কারণ, আলিফ লাম মীম স্বোয়াদ বলতে সূরা আ'রাফকে বুঝায়, সম্পূর্ণ কুরআন বুঝায় না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক দল বলেন, তা আল্লাহ তাআলার নামসমূহের একটি নাম। আশ-শাবী বলেন, আল্লাহ তাআলার সাংকেতিক নামে সূরা শুরু করা হয়েছে। সালিম বিন আবদুল্লাহ ও ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান (আস-সুদ্দী আল-কবীর) উক্ত একই কথা বলেছেন। আস সুদ্দী হতে শু'বাহ বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,'আলিফ লাম মীম' আল্লাহ তাআলার একটি প্রধান নাম। শু'বার হাদীস্রের বরাত দিয়ে ইবনু আবী হাতিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ◆[বুন্দার][ইবনু মাহাদী][শু'বাহ][সুদ্দী][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◆ (শু'বাহ) বলেন, আমি সুদ্দীকে হামীম,তোয়া সীন ও আলিফ লাম মীম সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তা আল্লাহর বিশেষ নাম।[৩৭৮]

ইবনু জারীর বলেন, ◆[মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নান্না][আবুন নু'মান][শু'বাহ][ইসমাঈল আস সুদ্দী][মুররাহ আল-হামদানী][বলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)]◆ বলেছেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন। আলী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, এটা কসম বিশেষ। আল্লাহ তাআলা এটা দ্বারা কসম করেছেন। মূলত এটা আল্লাহর নাম। ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন ◆[ইবনু উলায়্যাহ-এর হাদীস্র থেকে][খালিদ আল-হাযযা'][ইকরিমাহ]◆ বলেছেন,'আলিফ লাম মীম' একটি শপথ বাক্য। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম ◆[শরীক বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল)][আতা' ইবনুস সাইব (হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)][আবুদ দুহা][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◆ হতে বর্ণনা করেন, 'আলিফ লাম মীম' অর্থ: আনাল্লাহু আ'লামু (আমি আল্লাহ অধিক জ্ঞাত)।[৩৭৯] সাঈদ বিন জুবায়রও এরূপ বলেছেন। ◆[আস সুদ্দী][বলেন, আবূ মালিক ও আবূ স্বালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◆ ◆[মুররাতুল হামদানী][ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও অন্য এক সাহাবীর]◆ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন: 'আলিফ লাম মীম' বর্ণ বিশেষ এবং আল্লাহ তাআলার নাম।[৩৮০]

---

৩৭৭. বুখারী ৮৯১, মুসলিম ৮৮০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৭৮. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (১৪/ হাঃ ২৩৩) হাদীস্রটিকে মু'দাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩৭৯. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (১৪/ হাঃ ২৩৮) সানাদে শারীক দুর্বল ও আতা ইবনুস সাইব হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন।

৩৮০. তাবারী ২৪০, সানাদের মাঝে আমর বিন হান্নাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, আসবাত বিন নাসরকে একাধিক মুহাক্কিক দুর্বল বলেছেন। অনুরূপ ইসমাঈল আস সুদ্দীকেও। অপর রাবী আবূ স্বালিহ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করে তা বর্ণনা করেন। ইবনু মাহদী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। **তাহকীক:** মাওকূফ দঈফ।

আবূ জা'ফর আর রাযী ❁রাবী' বিন আনাস❁আবুল আলিয়াহ❁ হতে আল্লাহ তা'আলার কওল 'আলিফ লাম মীম'-এর ব্যাপারে বলেন, অক্ষর তিনটি আরবী ঊনত্রিশটি অক্ষরেরই অন্তর্ভুক্ত অক্ষর। তবে এতে সব রকম স্বাদই নিহিত। তার প্রত্যেক অক্ষরই আল্লাহর নামের অন্তর্ভুক্ত অক্ষর। এর প্রত্যেক অক্ষরই আল্লাহর নামের কুঞ্জী। উক্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই আল্লাহর নি'আমাত ও আযাবের পরিচায়ক, এতে কোন জাতির আবির্ভাবকাল ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কিত তত্ত্বও বিদ্যমান। ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) সবিস্ময়ে বললেন, আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মানুষ তাঁর নাম দ্বারা কথা বলে ও তাঁর রুজী খেয়ে বেঁচে থাকে তারপরও কী করে তাঁর বিদ্রোহী হয়? ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, (الف) অক্ষরটি 'আল্লাহ' নামের, লাম অক্ষরটি আল্লাহর 'লাতীফ' (মেহেরবান) নামের এবং মীম অক্ষরটি আল্লাহর মাজীদ (মহীয়ান) নামের প্রথম অক্ষর। সুতরাং আলিফ দ্বারা 'আলাউল্লাহ' (আল্লাহর নিয়ামত), লাম দ্বারা 'লুতফুল্লাহ' (আল্লাহর কৃপা), ও মীম দ্বারা 'মাজদুল্লাহ' (আল্লাহর মহানুভবতা) প্রকাশ পায়। তাছাড়া আলিফ দ্বারা এক বছর, লাম দ্বারা ত্রিশ বছর ও মীম দ্বারা চল্লিশ বছর বুঝায়।[৩৮১] এই শব্দগুলো ইবনু আবী হাতিম এর।

ইবনু জারীরও অনুরূপ বলেছেন। অতঃপর তিনি এই সমস্ত বক্তব্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে সবগুলোর সমন্বয় সাধন করেছেন। মূলত এগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। একই সঙ্গে সূরার নাম ও আল্লাহর নাম দু'টিই হতে পারে। যেন আল্লাহর নামেই সূরার নাম রাখা হল। এর প্রত্যেকটি অক্ষরই তাঁর নাম ও গুণের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা অনেক সূরাই তাঁর হামদ, তাসবীহ ও তা'যীম সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা শুরু করেছেন। তিনি আরও বলেন, উক্ত অক্ষরগুলোর মাধ্যমে কোথাও আল্লাহর নাম, কোথাও তাঁর **গুণ**, কোথাও বা তাঁর নির্ধারিত কোন কাল ইত্যাদি বুঝানো হলে কোনই অসুবিধা দেখা দেয় না। যেমন **রাবী'** বিন আনাস আবুল আলীয়াহ হতে বর্ণনা করেন, একই শব্দ স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত **হতে পারে।** উম্মত শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উম্মত শব্দ দ্বারা দ্বীন বুঝানো হয়েছে। **যেমন আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ "আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত পেয়েছি।"[৩৮২] কুরআনে উম্মত শব্দটি অনুগত অর্থে ব্যবহারের উদাহরণঃ**

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"ইবরাহীম ছিল আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[৩৮৩] (জামাআত) দল অর্থে উম্মত ব্যবহারের নমুনা: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ **"সে একদল লোককে দেখল (তাদের জন্তুগুলোকে) পানি পান করাতে।"[৩৮৪]** আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় জাতি বা সম্প্রদায় অর্থও নিয়েছেন: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا﴾ **"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি।"[৩৮৫]** কখনও তিনি উম্মত শব্দটি 'কাল' অর্থে ব্যবহার করেছেন যেমনঃ ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ **"দু'জনের মধ্যে যে জন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল আর দীর্ঘকাল পর যার স্মরণ হল।"[৩৮৬]** এখানে উম্মত শব্দের অর্থ কাল গ্রহণই সঠিক মত। সুতরাং উক্ত অক্ষরগুলোও এরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

---

৩৮১. তাবারী (২৪৩) আবুল আলিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদে একাধিক দুর্বল রাবী রয়েছে। উক্ত কথাগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়াত। আর এটা গুপ্তচর সদৃশ। উক্ত কথাগুলো একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সকল সানাদই দুর্বল।

৩৮২. সূরাহ আয-যুখরুফ, ৪৩:২২।

৩৮৩. সূরাহ নাহল, ১৬:১২০।

৩৮৪. সূরাহ কাসাস, ২৮:২৩।

৩৮৫. সূরাহ নাহল, ১৬:৩৬।

৩৮৬. সূরাহ ইউসুফ, ১২:৪৫।

ইবনু আবী হাতিমের সমগ্র বিশ্লেষণের এটিই সারকথা। কিন্তু আবুল আলিয়ার অভিমতের সাথে এর মিল নেই, আবুল আলিয়াহ মনে করেন, উক্ত অক্ষর একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু উম্মত কিংবা এই ধরনের শব্দ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত, একই সঙ্গে নয় বরং পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। একই সঙ্গে তার বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর নয়। এই প্রশ্নে উসুলবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তা সবিস্তারে আলোচনার স্থান এখানে নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তারপর উম্মত শব্দটি তার প্রতিটি অর্থ প্রকাশ করে পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে। কিন্তু উক্ত অক্ষরগুলো একই সঙ্গে বিভিন্ন নামের সমমর্যাদার অর্থ প্রদান করে। চিন্তা ভাবনা ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হওয়ার নয়। এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্দ্বিধায় অনুসরণের মত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। বিভিন্ন অর্থবোধক অক্ষরের যে একই সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির ইঙ্গিত ছাড়াই সকল অর্থ সমভাবে প্রকাশের ক্ষমতা রয়েছে তা সুপ্রমাণিত সত্য নয়। যেমন কবি বলেনঃ

قُلْنَا قِفِي لَنَا فقالت قاف لا تَحْسَبِي أنا نَسينا الْإِيجَافَ

আমরা বললাম, দাঁড়াও। সে বলল, দাঁড়াচ্ছি। ভাবিও না গর্ত ভুলে গেছি।

অন্য কবি বলেন:

مَا لِلظَّلِيمِ عَالَ كَيْفَ لَا يَا يَنقَدُّ عَنْهُ جِلْدُهُ إِذَا يَا

ইবনু জারীর বলেন, এখানে কবি যেন বলতে চাচ্ছেন, যখন এই কাজ করবে তখন যে তা করবে তার জন্য তাই যথেষ্ট হবে।

অপর কবি বলেন:

وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَا بِالْخَيْرِ خَيْرَاتٌ وَإِنْ شَرًّا فَا

ভাল করলে ভাল পাবে, মন্দ করলে মন্দ পাবে। তুমি মন্দ না চাইলে আমি মন্দের ইচ্ছা রাখি না। কবি এখানে 'ফা' অক্ষর ফাশাররুন এবং ওয়া অক্ষর তাশাও অর্থে গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, এই অর্থ পরিবেশ পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেকই গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৬৩. (দঈফ জিদ্দান): ইমাম কুরতুবী প্রসঙ্গত এই হাদীস্ব পেশ করেছেন: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ সুফইয়ান-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হত্যার জন্য সামান্য কথা দিয়েও সাহায্য করে।[৩৮৭] অর্থাৎ أُقْتُلْ (হত্যা কর) শব্দের শুধু أُقْ বলে তাহলেও উপরোক্ত হাদীস্বের নির্দেশিত ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ অক্ষরগুলো কতক সূরার নাম। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এগুলো সূরার প্রারম্ভ যা দিয়ে আল্লাহ কুরআনের সূরা আরম্ভ করা পছন্দ করেছেন। খাসীফ বলেন, মুজাহিদ বলেছেন - "সূরাগুলোর প্রারম্ভে যেমন কাফ, স্বদ, ত্বা, সীন, মীম এবং আলিফ, লাম, র এগুলো বর্ণমালার কতকগুলো অক্ষর মাত্র। কতক ভাষাবিদও বলেছেন– এগুলো বর্ণমালার কতকগুলো অক্ষরমাত্র আর আল্লাহ এভাবে বর্ণমালার ২৮টি অক্ষর আনেননি। ব্যাপার এইমাত্র। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেছেন– "আমার ছেলে পড়ে আলিফ, বা, তা, সা....."। সে বুঝাতে চায় যে পুরা বর্ণমালা যদিও সে বাকিগুলো না বলে থেমে যায়। ইবনু জারীর এ মতের উল্লেখ করেছেন।[৩৮৮]

---

৩৮৭. কুরতুবী ১/১৫৬, ইবনু মাজাহ ২৬২০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫০৩, আর রাদ্দু আলাল বালীক ২০২, জামেউল জাওয়ামি' ৪০৫৪, তালখীসু কিতাবুল মাওদূআত ৭৭৭। সানাদটি ইয়াযীদ বিন আবী ইয়াযীদ-এর কারণে দুর্বল। মাজমা' আয যাওয়াইদে বলেন, তিনি দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। এমনকি অনেকে তাকে হাদীস্ব জালকারীও বলে আখ্যায়িত করেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)

৩৮৮. তাবারী ১/২০৮।

সূরাগুলোর প্রথমে অক্ষরগুলো

পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে সূরাগুলোর প্রথমে ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দ ঃ আলিফ, লাম, মীম, স্বদ, র, কাফ, হা, ইয়া, ‘আইন, ত্ব, সীন, হা, ক্বফ, সুতরাং এসকল অক্ষরগুলোর সামষ্টিক রূপ হলো: نص حكيم قاطع له سر এগুলো মোট অক্ষরের অর্ধেক। যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বর্জিত থেকে উত্তম।

এই অক্ষরগুলোর শব্দ ও পদ প্রকরণের বর্ণনা মাত্র।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অক্ষর উচ্চারণগত দিক থেকে যে কয়টি শ্রেণীবিভাগ আরবী বর্ণমালার ক্ষেত্রে রয়েছে তার সবগুলোই জুড়ে রয়েছে। যেমন আল-মাহমুসাত ওয়াল মাজহুরাত, আর রুখওয়াত ওয়াশ শাদীদাহ, আল-মুতবাকাত ওয়াল মাফতুহাত, আল-মুস্তা‘লিয়াত ওয়াল মানখাফাদাহ ও কলকলা। তিনি এগুলো সবিস্তারে বিশ্লেষণের পর বলেন সেই মহান সত্ত্বার পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁর প্রত্যেকটি কাজে অজস্র কলাকৌশল নিহিত রয়েছে।

উপরন্তু বিদ্বানগণ বলেছেন: “এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কৌতুক আর তামাশা করার জন্য এ অক্ষরগুলো অবতীর্ণ করেননি। কতক মূর্খ লোক বলেছে যে, কুরআনের কিছু অংশ এমন যার কোন অর্থ নাই (যেমন এসব অক্ষরগুলো) এ কথা বলে তারা মহা ভুল করেছে। এর বিপরীতে এ অক্ষরগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। এ ছাড়া নাবী (ﷺ) হতে প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত এগুলোর ব্যাখ্যাদানকারী কোন বক্তব্য যদি আমরা পাই, তাহলে নাবী (ﷺ)-এর বক্তব্যকে আমরা আলিঙ্গণ জানাবো। নতুবা আমরা থেমে যাব সেখানে আমাদেরকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে আর ঘোষণা করব ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ **“আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে।”**[৩৮৯] এ ব্যাপারে **বিদ্বানগণ** কোন একক অভিমত বা ব্যাখ্যায় মতৈক্যে পৌছেননি। কাজেই কেউ যদি মনে করেন যে, কোন **এক বিদ্বানের মত সঠিক** তবে তিনি পালন করতে বাধ্য, নতুবা এ ব্যাপারে কোন রায় দেয়া থেকে বিরত **থাকা উচিত। আল্লাহই ভাল জানেন।**

এ অক্ষরগুলো কুরআন অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করে

যারা মনে করেন যে, সূরার প্রারম্ভে সংযুক্ত অক্ষরগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই এবং সেই উদ্দেশ্যে সংযুক্তও হয়নি, তাদের মতও বিভিন্ন। তাদের একদল বলেন, শুধু সূরাকে বৈশিষ্ট্য ও পরিচিত প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু জারীর এই মত ব্যক্ত করেছেন। এ মতটি দুর্বল। কারণ উক্ত অক্ষরগুলো ছাড়াও সূরার পার্থক্য ও বিভক্তি সুস্পষ্ট। এমন সূরাও আছে যার শুরুতে তা ব্যবহৃত হয়নি। কোন সূরা পড়ায় এবং সূরা লিখায় বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরুর ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের অন্যদল বলেন, এটা দ্বারা শুরুর মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণই উদ্দেশ্য। মুশরিকরা কুরআন শুনত না এবং অপরকেও না শোনার জন্য উপদেশ দিত। কারণ, তা শুনলেই আকৃষ্ট হত। এই মতও ইবনু জারীর উদ্ধৃত করেন। এটিও দুর্বল অভিমত। কারণ, এ যুক্তি সত্য হলে সকল সূরায় তা প্রযুক্ত হত। অন্তত অধিকাংশ সূরায় অবশ্যই হত। তা তো হয়নি। আরেক কথা, শ্রোতার মনোযোগের জন্য হলে শুধু সূরার শুরুতে কেন, যেকোন আয়াতের শুরুতে এর প্রয়োগ ঘটতে পারত। তাছাড়া যে সকল সূরায় এটা সংযুক্ত হয়েছে যথা: সূরা বাকারা ও আলে ইমরান মাদানী সূরা এবং মদীনায় মুশরিকদের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারটি ছিল অনুপস্থিত।

---

৩৮৯. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭।

সুতরাং এই যুক্তি ভ্রান্তিকর। অপর দল বলেন, কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা ও অপরিসীম তাৎপর্যময়তা প্রকাশের জন্যই সূরা শুরুর উক্ত অক্ষরগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। কোন সৃষ্টি যেন তার মোকাবিলা করতে না পারে। কারণ, উক্ত মুকাত্তাআত হুরূফের তাৎপর্য উদ্ধার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** ইমাম আর রাযী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি তার তাফসীরে এটা মুবার্রাদের বরাতে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। বিশেষজ্ঞদের এই সম্পর্কিত অভিমতও তিনি একত্রিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফর্রা ও ভাষাবিদ কুতরাব হতেও এই অভিমত উদ্ধৃত করেন। যামাখশারী তাঁর কিতাব কাশ্‌শাফে এ অভিমতের প্রতি সম্মতি দিয়েছেন। উপরন্তু ইমাম ও বিদ্বান আবূ আব্বাস ইবনু তাইমিয়া ও আমাদের শাইখ (উসতায) হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যীও এ অভিমতে সম্মত হয়েছেন। মিয্‌যী আমাকে বলেছেন যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহরও এটাই অভিমত।

যামাখশারী বলেছেন যে, এ অক্ষরগুলো কুরআনের শুরুতে সবগুলো একসাথে উল্লেখ করা হয়নি। বরং তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (এ রকম সৃষ্টি করার) চ্যালেঞ্জকে আরো কঠিনভাবে ব্যক্ত করার জন্য। তেমনি, কুরআনে অনেক গল্প পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে বার বার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে (কুরআনের মত কিছু সৃষ্টি করার জন্য)। কখনও একসাথে একটা অক্ষরই উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন স্বদ, নূন, ক্বফ। কখনও দু'টি অক্ষর একসাথে এসেছে, যেমন حم হা-মীম (৪৪:১) কখনও তিনটি অক্ষর উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন الم আবার কখনও চার অক্ষর যেমন المر (১৩: ১) এবং المص (৭: ১) কখনও পাঁচ অক্ষর উল্লেখ করা হয়েছে যেমন كهيعص (১৯: ১) এবং حم عسق (৪২: ১-২)এর কারণ হল, কথাবার্তায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণত: এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

(আমি বলব) এ সকল অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া প্রত্যেকটি সূরা কুরআনের অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে। এ সব ব্যাপারে যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী তাঁরাই এ সম্পর্কে অবহিত। এ সূরাগুলোর সংখ্যা উনত্রিশ। যেমন, আল্লাহ বলেন:

﴿الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

"আলিফ, লাম, মীম। এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।"[৩৯০]

﴿الم * اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

"আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি সত্য সহকারে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা পূর্বতন কিতাবের সমর্থক।"[৩৯১]

﴿المص * كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾

"আলিফ, লাম, মীম, স্বাদ। এটি একটি কিতাব যা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ না হয়, (এটা নাযিল করা হয়েছে অমান্যকারীদেরকে)-এর দ্বারা ভয় প্রদর্শনের জন্য এবং মু'মিনদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য।"[৩৯২]

﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾

---

৩৯০. সূরাহ বাকারা, ২:১-২।
৩৯১. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১-৩।
৩৯২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১-২।

"আলিফ-লাম-র, একটা কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসতে পার আলোর দিকে– মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিতের পথে।"[৩৯৩]

﴿الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"আলিফ-লাম-মীম, এ কিতাব বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।"[৩৯৪]

﴿حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

"হা-মীম। পরম দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ।"[৩৯৫]

﴿حم * عسق * كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হা-মীম। আইন-সীন-কাফ। এভাবেই মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি ওয়াহী নাযিল করেন।"[৩৯৬] অন্যান্য আরো অনেক আয়াত আছে যা আমাদের কথা প্রমাণিত করে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। আল্লাহই ভাল জানেন।

যারা অক্ষরগুলোকে কালনির্দেশক মনে করেন এবং তা হতে তারা দুর্যোগ দুর্বিপাক ও ঘটনা প্রবাহের কাল নির্ণয় করেন তাদের দাবী প্রত্যাখ্যাত। তারা বেঘাটে নেমেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসও দঈফ (দুর্বল)। স্বহীহ মেনে তা দ্বারাও তাদের মতবাদ বাতিলের প্রমাণ মিলে।

৩৬৪. (মাওদূ'): কিতাবুল মাগাযী প্রণেতা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, «আল কালবী» «আবূ স্বালিহ» «ইবনু আব্বাস (রাঃ)» «জাবির বিন আবদুল্লাহ বিন রুআব (রাঃ)» এ হাদীস শুনিয়েছেন যে, একদা আবূ ইয়াসার বিন আখতাব একদল ইয়াহুদী সহকারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসেন। তখন **তিনি সূরা বাকারার** ﴿الٓمٓ ۚ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ﴾ (আলিফ লাম মীম, যালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফীহ) **আয়াত পাঠ করছিলেন। তারপর** সে তার ভাই হুয়াই বিন আখতাবের কাছে আসল। সেও তখন একদল **ইয়াহুদী পরিবৃত ছিল। তখন সে তার ভাইকে বলল: ভাইজান! আল্লাহর কসম আমি মুহাম্মাদকে আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াত আলিফ লাম মীম, যালিকাল** কিতাবু লা রায়বা ফীহ পড়তে শুনেছি। হুয়াই বিন আখতাব প্রশ্ন করল তুমি তা নিজের কানে শুনেছ? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর হুয়াই বিন আখতাব সমবেত ইয়াহুদী সমভিব্যাহারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, সে কি আপনার উপর অবতীর্ণ 'আলিফ লাম মীম, যালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করতে শুনেছে? জবাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তখন সে প্রশ্ন করল, তা নিয়ে কি আপনার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল এসেছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, অতীতের যত নবীর কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে, কাউকে তাদের জাতি ও রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জানানো হয়নি। এই বলে সে দাঁড়িয়ে তার দলের মধ্যে গেল এবং বলল, আলিফে এক, লামে ত্রিশ ও মীমে চল্লিশ একত্রে মোট একাত্তর বৎসর। তোমরা কি এমন নাবীর দীন কবুল করবে যার উম্মত ও হুকুমতের আয়ুষ্কাল মাত্র একাত্তর বছর? তারপর সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে প্রশ্ন করল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট এটা ছাড়াও কি

---

৩৯৩. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:১।
৩৯৪. সূরাহ সাজদাহ, ৩২:১-২।
৩৯৫. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:১-২।
৩৯৬. সূরাহ শূরা, ৪২:১-৩।

কোন আয়াত এসেছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করল, তা কী? তিনি বললেন, 'আলিফ লাম মীম স্বোয়াদ। সে বলল, এ তো অধিকতর ভারী ও দীর্ঘ। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও সোয়াদে নব্বই একত্রে একশত একষট্টি বৎসর হল। আবার সে প্রশ্ন করল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট এ ছাড়াও কি কোন আয়াত এসেছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সে বলল, তা কী? তিনি বললেন, 'আলিফ লাম মীম রা।' সে বলল, এটা তো আরো ভারী ও লম্বা হল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, রা এ দুইশত মোট দুই শত একত্রিশ বৎসর হল। সে পুনরায় প্রশ্ন করল, হে মুহাম্মাদ! আপনার কাছে কি আরো আয়াত এসেছে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করল তা কী? তিনি বলেন, 'আলিফ লাম মীম রা'। সে বলল, এ তো অনেক ভারী ও দীর্ঘ হয়ে গেল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও রা এ দুইশত মোট দুইশত একাত্তর বৎসর হয়ে গেল। হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে ব্যাপারটা ঘোলাটে হয়ে গেল। আপনাদের আয়ুষ্কাল কি সর্বোচ্চটি না সর্বনিম্নটি তা বুঝা গেল না। অতঃপর সে দলবলকে বলল, তাঁর নিকট থেকে চল। আবূ ইয়াসার তখন তার ভাই হুয়াই বিন আখতাব ও দলবলকে বলল, মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মতের জন্য উক্ত সকল সংখ্যা মিলিয়ে মোট সাত শত চার বৎসর আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হয়েছে। তারা বলল: আমাদের কাছে ব্যাপারটি ঘোলাটে হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩৯৭] এই প্রেক্ষিতেই একদল মনে করেন-

﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ﴾

"তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক, সুস্পষ্ট অর্থবোধক; এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়"[৩৯৮] আয়াতটি উপরোক্ত দলের উক্ত মন্তব্য উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। অবশ্য উপরোক্ত হাদীস্রের মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল কালবী হতে বর্ণিত একক সূত্রের হাদীস্র কখনও দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়না। তাছাড়া এ হাদীস্রকে নির্ভরযোগ্য ধরা হলে কুরআনে ব্যবহৃত চৌদ্দটি মুকাত্তাআত হুরুফই গণনা করতে হবে। তাহলে আয়ুষ্কাল অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তারপর পুনরাবৃত্তি গণনায় আনলে তো আরও বেশী দীর্ঘ হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

২. এটা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই; আল্লাহভীরুদের জন্য পথ নির্দেশক।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

কুরআনে কোন সন্দেহ নেই

তাফসীরঃ ইবনু জারীর বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ অর্থ: এই কিতাব। তা ছাড়া মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ বিন জুবায়র, আস সুদ্দী, মুকাতিল বিন হায়্যান, যায়দ বিন আসলাম ও ইবনু জুরায়জ এই মত পোষণ করেছেন। তারা বলেন ذٰلِكَ নিকট ও দূর উভয় ইঙ্গিতবহ বিধায় আরবরা هٰذَا অর্থেও ব্যবহার করে এবং একটির স্থলে অবাধে অপর শব্দটি ব্যবহার করে। তাদের বাগবিধিতে এই রীতি সুপ্রচলিত। ইমাম বুখারী ﴾মুআম্মার ইবনুল মুস্নান্না﴿ ﴾আবূ উবায়দাহ﴿ সূত্রে অনুরূপ অভিমতই উদ্ধৃত করেছেন।

---

৩৯৭. তাবারী ২৪৬, তারীখুল কাবীর ২/২০৮ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস্র থেকে। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, স্রাওরী বলেছেন, কালবী আমাকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি আবূ স্রালিহ থেকে যে সকল হাদীস্র তোমার নিকট বর্ণনা করি সেগুলো মিথ্যা। (লিসানুল মীযান ৭৫৭৪) সুয়ূতী তার আদ দুররুল মানস্রূর-এর মাঝেও বলেন, হাদীস্রটি মাওদূ' তথা জাল হাদীস্র। **তাহকীক:** মাওদূ' (বানোয়াট)

৩৯৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, ذَٰلِكَ শব্দ দ্বারা الٓمٓ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ **"যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়- মধ্য বয়সী।"**[৩৯৯] (আয়াতে ذَٰلِكَ শব্দটি আয়াতাংশের শুরুর দিকে ইঙ্গিত করেছে) কিংবা ﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ **"এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।"**[৪০০] (আয়াতে ذَٰلِكُمْ আয়াতের শুরুর দিকে ইঙ্গিত করেছে) অথবা ذَٰلِكُمُ اللَّهِ এখানেও প্রথমোক্ত যালিকুম পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইমাম কুরতুবীসহ একদল তাফসীরকার বলেন ذَٰلِكَ দ্বারা আল কুরআনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কারণ, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তা নাযিলের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন, এর ইঙ্গিত তাওরাতের দিকে। কেউ বলেন, ইঞ্জীলের দিকে। এভাবে দশটি মত পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ মতই দুর্বল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

الْكِتَابُ অর্থাৎ আল-কুরআন। ইবনু জারীরসহ অন্যান্যারা বলেন, ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীল বুঝানোর যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন তা অবাস্তব কথা ও অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কেবলমাত্র অজ্ঞরাই এরূপ অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

এবং رَيْب (রায়ব) **অর্থঃ সন্দেহ। সুদ্দী বলেছেন–** ◇[আবূ মালিক ও আবূ স্বালিহ][ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)]◇ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ◇[মুর্রাহ আল-হামাদানী][ইবনু মাসঊদ ও আল্লাহর রাসূলের অন্যান্য সাহাবা]◇ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ যে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আবূ দারদা, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما), মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ মালিক, নাফি', আতা', আবূ আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস, মুকাতিল বিন হায়্যান, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং ইসমাঈল বিন আবী খালিদ একই কথা বলেছেন। উপরন্তু ইবনু আবি হাতিম বলেছেন - "এই ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন মতভেদের কথা আমি জানিনা।"

কখনও الرَّيب শব্দটি التُّهمة (অপবাদ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবি জামীল বলেন:

بُثَيْنَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ أَرَبْتَنِي فَقُلْتُ كِلَانَا يَا بُثَيْنُ مُرِيبُ

বুসায়না অভিযোগ করল, হে জামীল! তুমি আমাকে অপবাদ দিয়েছ। আমি জবাবে বললাম, হে বুসায়না, আমরা উভয়ই উভয়কে অপবাদ দিয়েছি।

কখনও প্রয়োজন অর্থে আসে যেমন অপর কবি বলেন:

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ وَخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَعْنَا السُّيُوفَا

তেহামা ও খায়বার প্রান্তরেই সব প্রয়োজন মিটালাম। অতঃপর আমরা তরবারি গুটিয়ে নিলাম।

এই কিতাব অর্থ: কুরআন। কিতাবটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যেমন সূরা সাজদায় আল্লাহ বলেছেন:

﴿الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"আলিফ-লাম-মীম, এ কিতাব বিশ্বজগতের পালনকর্তার নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।"[৪০১]

কতক বিদ্বান বলেছেন যে, এ আয়াত لَا رَيْبَ একটা নিষেধাজ্ঞা ধারণ করছে যা হল: "এ কুরআনে সন্দেহ পোষণ করনা"। আবার কুরআনের কতক ক্বারী لَا رَيْبَ পাঠে থেমে যায়, অতঃপর তারা পাঠ

---

৩৯৯. সূরাহ বাকারা, ২:৬৮।
৪০০. সূরাহ মুমতাহিনাহ, ৬০:১০।
৪০১. সূরাহ সাজদাহ, ৩২:১-২।

চালিয়ে যান فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ পর্যন্ত। অবশ্য لَا رَيْبَ فِيهِ এখানে থামা বেশি ভাল। কারণ এক্ষেত্রে هدي (দিক নির্দেশনা) কুরআনের একটি গুণ, আর তা فيه هدي-এর চেয়ে বেশি ভাল অর্থ প্রদান করে।

যাদের তাকওয়া আছে কেবল তাদেরকেই هداية (দিক নির্দেশনা) দেয়া হয়

هداية (সঠিক পথনির্দেশ) শব্দটিকে কেবল মুত্তাকীদের জন্যই খাস করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾

"বল– যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এ কুরআন সঠিক পথের দিশারী ও আরোগ্য (লাভের উপায়)। যারা ঈমান আনে না তাদের কানে আছে বধিরতা, আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। (যেন) বহু দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।"[৪০২] এবং

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

"আমি কুরআন হতে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[৪০৩] এরূপ বহু আয়াতের ভিতর এ আয়াতটি একটি নমুনা যা ব্যক্ত করে যে, মু'মিনরা বিশেষভাবে কুরআন থেকে সুফল প্রাপ্ত হয়। এর কারণ হল: কুরআন নিজেই এক রকমের দিক নির্দেশনা যা কেবল সৎকর্মশীলরা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নাসীহাত আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রহমাত।"[৪০৪] সুদ্দী বলেন, [আবূ মালিক ও আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] [মুর্রাহ আল-হামদানী][ইবনু মাসঊদ এবং অন্যান্য সাহাবীরা] বলেছেন: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ نُورًا لِّلْمُتَّقِينَ (যাদের তাকওয়া আছে তাদের জন্য আলো)।

المتقين (মুত্তাকীন)-এর অর্থ

শা'বী বলেন, ভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াত লাভ করা। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, এটা মুত্তাকীদের জন্য বিস্তারিত তথ্যভাণ্ডার, আর এসকল কওলগুলো বিশুদ্ধ। সুদ্দী বলেন, [আবূ মালিক ও আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] [মুর্রাহ আল-হামদানী][ইবনু মাসঊদ এবং অন্যান্য সাহাবীরা] ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস বলেছেন– তারা হল: মু'মিনগণ। [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেন, لِّلْمُتَّقِينَ-এর অর্থ: "যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, যা ঘটবে যদি তারা সত্য পথ নির্দেশকে পরিত্যাগ করে, যে পথ তারা চিনে ও জানে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর দয়ার আশা পোষণ করে"।

[আবূ রাওক][দহহাক][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ সম্পর্কে বলেন, মুত্তাকী হল সেই সকল ঈমানদার যারা শির্ক পরিহার করে আল্লাহর অনুগত থেকে নেক আমল করে। [সুফইয়ান আস

৪০২. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৪৪।
৪০৩. সূরাহ ইসরা' ১৭:৮২।
৪০৪. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৫৭।

স্রাওরী)(জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত))(হাসান আল-বাসরী)◊ لِلْمُتَّقِينَ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন সে সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকে ও আল্লাহ তাদের উপর যা ফরদ করেছেন সে সকল বিষয় যথাযথভাবে আদায় করে। আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বলেন, আ'মাশ আমাকে الْمُتَّقِينَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি যা জানি তা তাকে বললাম। তিনি বললেন, আল-কালবীকে জিজ্ঞেস কর। আমি আল-কালবীর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যারা কাবীরা গুনাহ এড়িয়ে চলে তারা মুত্তাকী। আমি এই জবাব আ'মাশের কাছে বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, অবশ্য এই ধরণেরই। মোটকথা তিনি তা অস্বীকার করলেন না। কাতাদাহ বলেছেন: الْمُتَّقِينَ তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾

"যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত কায়িম করে।"[৪০৫] আর এর পরবর্তী আয়াতও। ইবনু জারীর বলেছেন আয়াতটি সমস্ত অর্থই বুঝায় যা বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন আর এটিই সঠিক মত।

৩৬৫. (দঈফ): তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছে, ◊(আবূ আকীল আবদুল্লাহ বিন আকীল)(আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল))(রাবীআহ বিন ইয়াযীদ ও আতিয়্যাহ বিন কায়স)(আতিয়্যাহ (বিন উরওয়াহ) আস সা'দী (রাঃ))◊ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

" لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ

কোন বান্দা ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বৈধ অক্ষতিকর বিষয় ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুত্তাকীদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না।[৪০৬] অতঃপর তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব"।

৩৬৬. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আবদুল্লাহ বিন ইমরান)(ইসহাক **বিন সালমান** আর রাযী)(আল-মুগীরাহ বিন মুসলিম)(মায়মূন আবূ হামযাহ)(আবূ আফীফ)(মুআয বিন জাবাল (রাঃ))◊ **(মায়মূন)** বলেন, আমি আবূ ওয়াইল এর নিকট বসেছিলাম। অতঃপর একজন লোক আমাদের নিকট **প্রবেশ করল। তাকে আবূ আফীফ বলা** হত, তিনি মুআয (রাঃ) এর একজন সাথী। শাকীক বিন সালামাহ **তাকে বললেন, হে আবূ আফীফ! মুআয বিন জাবালের এর নিকট থেকে কি আমাদেরকে কোন হাদীস শুনাবেন না? তিনি বলেন,**

بَلَى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُحْبَسُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي بَقِيعٍ وَاحِدٍ فَيُنَادِي مُنَادٍ: أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟ فَيَقُومُونَ فِي كَنَفٍ مِنَ الرَّحْمَنِ لَا
يَحْتَجِبُ اللهُ مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَتِرُ. قُلْتُ: مَنِ الْمُتَّقُونَ؟ قَالَ: قَوْمٌ اتَّقُوا الشِّرْكَ وَعِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ الْعِبَادَةَ فَيَمُرُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ

হ্যাঁ। আমি তাকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক জায়গায় সকলকে আবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করা হবে। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, মুত্তাকীরা কোথায়? তখন মুত্তাকীরা দয়াময় আল্লাহর এক বাহুতে দন্ডায়মান হবে। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাদের মাঝখানে কোন পর্দা থাকবে না এবং তিনিও তখন অদৃশ্য থাকবেন না। আমি তখন প্রশ্ন করলাম, মুত্তাকী কারা? তিনি উত্তরে বললেন, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাকে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করে তারাই জান্নাতে যাবে।[৪০৭]

---

৪০৫. সূরাহ বাকারা, ২:৩।

৪০৬. তিরমিযী ২৪৫১, ইবনু মাজাহ ৪২১৫, শুআবুল ঈমান ৫৭৪৫, জামিউল আহাদীস ১৭৪১১, আন নাফিলাতু ফিল আহাদীসিদ দঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ ৯০, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৩২৫৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৪৬৪, দঈফ আল-জামি' ৬৩২০, গায়াতুল মারাম ১৭৮, আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/১৭, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১০৮১। **তাহকীক আলবানী: দঈফ।**

৪০৭. এই হাদীস সম্পর্কে শায়খগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। তাদের একজন বলেন, মায়মূন আবূ হামযাহ আল-আ'ওয়ার এর সূত্রে মুআয (রাঃ) এর আসার, আর আবদুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, মায়মূন আবূ হামযাহ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে বর্জন করেছেন। দেখুন– 'আল-মাজরূহূন' (২/৩১, ৩/৬)।

হিদায়াত দু' প্রকার

এখানে هدى (হুদা) অর্থ ঈমান যা অন্তরে বাস করে এবং একমাত্র আল্লাহই বান্দাহদের অন্তরে তা সৃষ্টি করতে পারেন। আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ **"তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।"**[৪০৮] তিনি আরো বলেন, ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ **"তাদেরকে ঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়।"**[৪০৯] তিনি আরো বলেন, ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ **"আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।"**[৪১০]এবং ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ **"আল্লাহ যাকে সৎপথ দেখান সে সঠিকপথপ্রাপ্ত আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তার জন্য তুমি কক্ষনো সৎপথের দিশা দানকারী অভিভাবক পাবে না।"**[৪১১] এসব আয়াত প্রমাণ করে, অন্তরে স্থিতিশীল ঈমান সৃষ্টি করা আল্লাহর কাজ এবং তা করার ক্ষমতা কোন বান্দার নেই। কখনও উক্ত শব্দ দ্বারা সত্য প্রকাশ ও তার ব্যাখ্যাদানের অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে সত্যের দিকে ইঙ্গিত দান ও তার জন্য দলীল প্রদানই হিদায়াত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ **"তুমি নিশ্চিতই (মানুষদেরকে) সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করছ।"**[৪১২] তিনি আরো বলেন, ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ **"আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।"**[৪১৩] তিনি বলেন, ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ **"আর সামূদের অবস্থা এই যে, আমি তাদেরকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"**[৪১৪] এ সত্য প্রতিপন্ন করে আল্লাহ আরো বলেছেন- ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ **"আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি।"**[৪১৫] এ হল বিদ্বানদের অভিমত যাঁরা বলেছেন যে, দু'টি পথের অর্থ হল সৎকর্মশীলদের পথ ও অন্যায়কারীদের পথ, এ ব্যাখ্যাটিও সঠিক। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

التقوى তাকওয়া-এর অর্থ

তাকওয়া'র বুৎপত্তিগত অর্থ হল মানুষ যা অপছন্দ করে তা পরিহার করা। কেননা এর মূল ছিল وقوي الوقاية মাসদার থেকে। কবি নাবিগাহ বলেন ঃ

سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ   فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

"ইনসাফের পতন হল যদিও তুমি তার পতন চাও না। অগত্যা আমাদের হাত খানাপিনা বাঁচিয়ে চলল"। অন্য কবি বলেন-

فَأَلْقَتْ قِنَاعًا دُونَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ   بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفٌّ وَمِعْصَمُ

মুররাহ বলেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। যেমনটি 'তাহযীবুত তাহযীবে' উল্লেখিত রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি উপনামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, তিনি দুর্বল। **তাহক্বীক:** দঈফ।

৪০৮. সূরাহ কসাস, ২৮:৫৬।
৪০৯. সূরাহ বাকারা, ২:২৭২।
৪১০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৮৬।
৪১১. সূরাহ কাহাফ, ১৮:১৭।
৪১২. সূরাহ শূরা, ৪২:৫২।
৪১৩. সূরাহ আর রা'দ, ১৩:৭।
৪১৪. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:১৭।
৪১৫. সূরাহ বালাদ, ৯০:১০।

"সে ওড়না উড়িয়ে সূর্য কিরণ আড়াল করল এবং স্বীয় হাত ও তালু দিয়ে সুন্দরভাবে নিজেকে বাঁচাল।

বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব(রাঃ)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই (রাঃ) বললেন: "আপনি কি কখনও কাঁটাযুক্ত পথে হেঁটেছেন? উমার বললেন "হাঁ"। উবাই বললেন, "তখন আপনি কী করেন? "তিনি উত্তর দিলেন- "আমি আমার আস্তিন গুটিয়ে নেই এবং (নিজেকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য) খুব চেষ্টা করি। উবাই বললেন- "ওটাই তাকওয়া"। ইবনুল মু'তায তার কবিতায় এ অর্থেই এটা ব্যবহার করেছেন, তিনি বলেন,

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى
وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى
إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً

"ছোট বড় সব পাপ ছাড়, এটাই তাকওয়া। কাঁটাযুক্ত পথে চলতে পথিক যে সতর্কতা অবলম্বন করে তাই কর। ছোট পাপ উপেক্ষা করো না। নিশ্চয় ক্ষুদ্র কাঁকর হতে পাহাড়ের সৃষ্টি।

একদা আবূ দারদা' এই চরণ আবৃত্তি করেন:

يُرِيدُ الْمَرْءُ أَنْ يُؤْتَى مُنَاهُ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا مَا أَرَادَا
يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِي وَمَالِي وَتَقْوَى اللهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

"মানুষের কামনা যে, তার মনস্কাম পূর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যা চাননা তা হয় না, মানুষ বলতে থাকে, আমার স্বার্থ আমার সম্পদ। অথচ সকল স্বার্থ ও সম্পদের চেয়ে তাকওয়া উত্তম।

৩৬৭. (হাসান): সুনানে ইবনু মাজাহ'য় আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

مَا اسْتَفَادَ الْمَرْءُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

মানুষের সেরা উপকারী তাকওয়া, এরপর নেককার স্ত্রী। স্বামী তাকে দেখলে তৃপ্ত হয়। তাকে সে হুকুম করলে আমল করে। কোন কসম করলে তা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও নিজের সতীত্বকে হেফাজত করে।[৪১৬]

৩. যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, | الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

ঈমানের অর্থ

আবূ জা'ফার আর রাযি বলেছেন, "(আল-আলা' ইবনুল মুসাইয়্যাব বিন রাফি')(আবূ ইসহাক)(আবূ আহওয়াস)(আবদুল্লাহ(রাঃ)) বলেছেন– الإيمان التصديق "ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা"।[৪১৭] আলী বিন আবী

৪১৬. ইবনু মাজাহ ১৮৫৭, জামিউল আহাদীস ১৯৭৪৩, মিস্‌বাহুয যুজাজাহ ৬৬৫, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১২০৫। বুসায়রী তার আয-যাওয়াইদ গ্রন্থে বলেন, সানাদে আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং উসমান বিন আতিকাহ তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। কিন্তু এই হাদীসের শাওয়াহিদ হাদীস সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা-এর মাঝে (৮৯৬১) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে পাওয়া যায়। আর এই সানাদটি সহীহ। যেমনটি আল-ইরাকী তার 'আল-ইহইয়া' গ্রন্থে (২/৩৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। সানাদে যদিও একজন দুর্বল রাবী রয়েছে তবে অর্থগতভাবে সহীহ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (সূরাহ নিসা: ৩৪) فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ। **তাহকীক:** যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) দঈফ বলেছেন কিন্তু শাওয়াহিদ-এর কারণে হাদীসটি হাসান।

৪১৭. তাবারী ১/২৩৫।

তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন يُؤْمِنُونَ অর্থ: يصدقون তারা বিশ্বাস করে।[৪১৮] মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেন, ঈমান হলো কিছু কাজ।[৪১৯] আবূ জা'ফার আর রাযী বলেছেন যে, রাবী' বিন আনাস বলেছেন يُؤْمِنُونَ "তাদের বিশ্বাস আছে-এর অর্থ: يخشعون তারা (আল্লাহকে) ভয় করে।[৪২০]

ইবনু জারীর আত তাবারীসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন– "অধিকতর পছন্দনীয় মত হচ্ছে এই যে, তারা মুখে, কাজে ও আকীদায় গায়বের প্রতি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ভয় ঈমানের সাধারণ অর্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে নিম্নলিখিত মুখের কথাগুলোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কাজেই ঈমান একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নাবী রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস এবং মুখ যা উচ্চারণ করে ও প্রত্যয়িত করে সেগুলোর বাস্তব প্রতিফলনে লেগে থাকা।

(আমি ইবনু কাস্রীর বলছি) ভাষাগত দিক থেকে চূড়ান্ত অর্থে ঈমান কেবল বিশ্বাসকেই বুঝায় এবং কুরআন কোথাও কোথাও এ অর্থ বুঝাতেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন–

﴿يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"সে আল্লাহ্য় বিশ্বাস রাখে, আর মু'মিনদেরকেও বিশ্বাস করে।"[৪২১] নাবী ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলেছিল:

﴿وَمَآ أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ﴾

"কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, আমরা সত্যবাদী হলেও।"[৪২২] আবার ঈমান শব্দটি কখনও কখনও কর্মসহ উল্লেখিত হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾

"কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে।"[৪২৩] যা হোক ঈমান শব্দটি যখন অসঙ্কীর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা আক্বীদা-বিশ্বাস আমল এবং মুখের কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৪২৪] এখানে বলা দরকার যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা ও হাদীস্র বিদ্যমান, যা আমরা স্হীহ বুখারীর ব্যাখ্যার প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি, যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ হতে। কতক বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈমান মানেখাশী'আহ (আল্লাহর ভয়)। যেমন আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ﴾ **যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে।**[৪২৫] তিনি আরো বলেন, ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ﴾ **"যে না দেখেই দয়াময় (আল্লাহকে) ভয় করত, আর আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বিনয়ে অবনত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হত।"**[৪২৬] ঈমান ও ইল্ম-এর অন্তঃস্থল হল (আল্লাহর) ভয়, যেমন মহান

৪১৮. তাবারী ১/২৩৫।
৪১৯. তাবারী ১/২৩৫।
৪২০. তাবারী ১/২৩৫।
৪২১. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৬১।
৪২২. সূরাহ ইউসুফ, ১২:১৭।
৪২৩. সূরাহ তীন, ৯০:৬।
৪২৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫।
৪২৫. সূরাহ মূলক, ৬৭:১২।
৪২৬. সূরাহ কাফ, ৫০:৩৩।

আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا﴾ **“আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী।”**[৪২৭]

তাদের একদল বলেন, ঈমানদাররা গায়বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যেমন তারা শাহাদাতের মাধ্যমে ঈমান আনয়ন করেছে (অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয়ভাবে আস্থা স্থাপন করে) এবং তাদের ঈমান মুনাফিকের মত নয়। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾

“যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, ‘আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র’।”[৪২৮] তিনি আরও বলেনঃ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

“মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।’ আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী।”[৪২৯] **এই প্রেক্ষিতে আয়াতের অন্তর্গত** بِالْغَيْبِ কথাটি حالا বা অবস্থা প্রকাশের জন্য **ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ হতে যা অদৃশ্য** অবস্থায় বিরাজ করছে।

الغايب ‘গাইব’র অর্থ

এখানে গাইবের অর্থের ব্যাপারে সালাফগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন যেগুলোর সবই সঠিক যার **সাধারণ অর্থ** অভিন্ন-একই। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর এ আয়াত يؤمنون بالغيب (যারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস **রাখে) সম্পর্কে আবুল আলিয়াহ** থেকে আবূ জা'ফার আর-রাযি রাবী' বিন আনাসের বক্তব্য উদ্ধৃত **করেছেন “তারা আল্লাহর, তাঁর** ফেরেশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, নাবীগণে, শেষ দিবসে, তাঁর জান্নাত **জাহান্নামে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাস করে।** তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এবং পুনরুত্থানেও বিশ্বাস **করে। এ সবগুলো হল গাইব। কাতাদাহ বিন দাআমাহও অনুরূপ বলেছেন।**[৪৩০]

সুদ্দী বলেছেন, ০[আবূ মালিক ও আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ ০[মুর্রাহ আল-হামদানী][ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও নাবী (ﷺ)-এর কিছু সাহাবী]০ থেকে বর্ণনা করেন, الغيب বলতে বান্দার দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত বস্তু তথা জান্নাত-জাহান্নামসহ কুরআন বর্ণিত অদৃশ্য বিষয়সমূহকে বুঝায়। ০[মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][ইকরামাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ তিনি الغيب সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে। ০[সুফইয়ান আস্ সাওরী][আসিম][যির বিন হুবায়শ]০ বলেন, الغيب অর্থ: আল-কুরআন। আতা'বিন আবী রাবাহ বলেন, আল্লাহর উপর যে ঈমান আনে সে অবশ্যই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনল। ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ বলেনঃ গায়বের উপর ঈমান আনা অর্থ ইসলামের নির্দেশিত অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা। যায়দ বিন আসলাম বলেন, গায়বের উপর ঈমান অর্থ– তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন। এই সকল অভিমত পরস্পর সন্নিহিত এবং তাৎপর্যগতভাবে একই। কারণ, উপরোক্ত সকল অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

---

৪২৭. সূরাহ ফাতির ৩৫:২৮।

৪২৮. সূরাহ বাকারা, ২:১৪।

৪২৯. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:১।

৪৩০. তাবারী ১/২৩৬।

∞[সাঈদ বিন মানসূর][আবূ মুআবিয়াহ][আ'মাশ][উমারাহ বিন উমায়র][আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ][বলেন, আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (رضي الله عنه)]∞-এর নিকট বসেছিলাম যখন আমরা উল্লেখ করলাম, আল্লাহর রাসূলের সাহাবী এবং তাদের আমল আমাদের থেকে ভাল। আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বললেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যারা তাঁকে দেখেছিল। তাঁর শপথ! যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, 'গায়বের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে ভাল ঈমান কেউ কোনদিন অর্জন করতে পারবেনা।' অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

﴿الٓمٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾

"১. আলিফ, লাম, মীম। ২. এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।৩. যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত কায়িম করে এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে। ৪. আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।৫.তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম।"[৪৩১] ইবনু আবূ হাতিম, ইবনু মারদুবিয়্যাহ এবং হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪৩২] হাকীম মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস্রটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তাঁরা উভয়ে তা সংগ্রহ করেননি।

৩৬৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ একই অর্থবোধক একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন, ∞[আবুল মুগীরাহ][আল-আওযাঈ][আসদ বিন আবদুর রহমান][খালিদ বিন দুরায়ক][ইবনু মুহায়রীয][বলেছেন– আমি আবূ জুমআহ (رضي الله عنه)]∞-কে বললাম আমাদের জন্য একটি হাদীস্র বর্ণনা করুন যা আপনি আল্লাহর রাসূলের নিকট হতে শুনেছেন। তিনি বললেন- "ঠিক আছে, আমি তোমাদের জন্য একটা চমৎকার হাদীস্র বর্ণনা করব। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে দুপুরের খানা খেলাম। আবূ উবাইদাহ্ - যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন- বললেন- "হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের চেয়ে ভাল লোক আছে কি? আমরা আপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: "نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي" হ্যাঁ। তোমাদের পরে যারা আমাকে না দেখে ঈমান আনবে তারা উত্তম।[৪৩৩]

৩৬৯. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্রে: আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যা তার তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, ∞[আবদুল্লাহ বিন জা'ফার][ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ][আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল)][মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ][স্বালিহ বিন জুবায়র][রিজা' বিন হায়ওয়াহ (رضي الله عنه)]∞ (স্বালিহ বিন জুবায়র) বলেন,

---

৪৩১. সূরাহ বাকারা, ২:১-৫।

৪৩২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪, মুসতাদরাক ২/২৬০।

৪৩৩. আহমাদ ১৬৫২৮, দারিমী ২৭৪৪, তাবারানী ৩৫৩৭, ৩৫৩৮, মু'জামুল কাবীর ৩৫৪১, শায়খ আলবানী কর্তৃক তাহকীককৃত মিশকাতুল মাসাবীহ ৬২৮২, হাকিম এটিকে স্বহীহ বলেছেন (৪/৬৯৯২), ইমাম যাহবীও অনুরূপ বলেছেন। ইমাম বুখারীর 'তারীখুল কাবীর' ২৫৮৫, তিনি বলেন, যে মুসহাফে আসদ লিখা রয়েছে সেখানে হবে উসায়দ। হায়স্বামী তার মাজমা' গ্রন্থে (১০/১৬৬৯৩) বলেন, হাদীস্রটি একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে আহমাদের সানাদটি স্বিকাহ। আর তিনি সেই সানাদটিকে হাসান বলেছেন। শাওয়াহিদ হাদীস্র জানতে দেখুন– ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত 'খালকু আফআলুল ইবাদ' (১/১৭৭/হা. ১৭১), সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩৩১০। এই হাদীস্রের শাওয়াহিদ হিসেবে পরবর্তী হাদীস্রও ব্যবহার হয়ে থাকে। **তাহকীক :** স্বহীহ।

একদা বায়তুল মাকদাসে স্বলাত আদায় উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাহাবী আবু জুমআ আনস্বারী আমাদের মাঝে আসলেন। আমাদের সঙ্গে তখন রিজা' বিন হায়ওয়াহ ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্য হতে চলে যেতে উদ্যত হলেন আমরাও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য সঙ্গে গেলাম। তাকে এগিয়ে দিয়ে যখন ফিরে আসতে উদ্যত হলাম তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদেরকে আমি এক উদ্দীপনামূলক বিনিময় হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর একটি হাদীস্র শুনাতে চাই। আমরা বললাম আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আপনি তা শুনান। তিন বললেন:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَاشِرُ عَشَرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَّا؟ آمَنَّا بك واتبعناك، قال: مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يَأْتِيكُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، بَلْ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا" مَرَّتَيْنِ

আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলাম আমাদের সঙ্গে মুআয বিন জাবাল (رضي الله عنه) ও ছিলেন। উহা **ছিল অন্তরঙ্গ পরিবেশে উত্তম সাহচর্য। তাই আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল!** এমন কোন মানব গোষ্ঠী **আছে কি যারা আমাদের চেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী?** আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং **আপনার অনুসরণ করছি। তিনি বলেন, এতে তোমাদের** অসুবিধা কি তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসুল **বিদ্যমান এবং তোমাদের নিকট আসমান হতে** ওহী নাযিল হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের পরবর্তী যে **মানব গোষ্ঠী তা গ্রন্থাকারে পেয়ে ঈমান** আনবে এবং তার বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তারা তোমাদের দ্বিগুণ **সওয়াব পাবে।**[৪৩৪] এ হাদীস্রটি তিনি দুমরাহ বিন রবীআহ-এর হাদীস্র থেকে ভিন্ন সূত্রেও ০(মারযূক বিন নাফি')(স্বালিহ বিন জুবায়র)(আবূ জুমআহ (رضي الله عنه))০ অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেন। এ হাদীস্র দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় আমলের সাওয়াবে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এ প্রশ্নে হাদীস্র শাস্ত্রবিদদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। আমি **স্বহীহুল** বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম দিকে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। পরবর্তীদের প্রশংসা এই **বিশেষ ক্ষেত্রেই** নির্ধারিত, সাধারণভাবে পূর্বসূরিরা উত্তম।

৩৭০. (হাসান): অনুরূপ আরেকটি হাদীস্র হাসান বিন উরফাহ আল-আবদী বর্ণনা করেছেন, **০(ইসমাঈল বিন আয়্যাশ আল-হিমস়ী (তিনি শাম ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল))**(আল-মুগীরা বিন কায়স আত-**তামিমী (দঈফ বা দুর্বল))(আমর বিন শুআয়ব)(তার** পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর **ইবনুল আস) (رضي الله عنه))০** হতে বর্ণনা করেন একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন,

أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟". قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ. قَالَ: "وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟". قَالُوا: فَالنَّبِيُّونَ. قَالَ: "وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟". قَالُوا: فَنَحْنُ. قَالَ: "وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟". قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا إِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا

তোমাদের নিকট কাদের ঈমান বিস্ময়কর? সাহাবারা জবাব দিলেন, ফেরেশতাদের। তিনি বললেন, তাদের ঈমান না আনার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, তারা আল্লাহর নিকটেই রয়েছেন। তারা বললেন, নবীগণের। তিনি বললেন, তাদের ঈমান না আনার প্রশ্নই আসেনা। কারণ, তাদের নিকট ওহী নাযিল হয়। তারা বললেন, তাহলে আমাদের। তিনি বললেন, তোমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে

৪৩৪. মু'জামুল কাবীর ৩৫৪০, মীযানুল ই'তিদাল ৩৭৭৭, সানাদে ১. স্বালিহ বিন জুবায়র সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি পরিচিত নন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। ২. আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ ব্যতীত সকলেই স্বিকাহ। তাকে সকলে দুর্বল বলেছেন কিন্তু তার তাওয়াবি' পাওয়া যায়। আল-আমালী আল-মুতাল্লাকাহ ৮২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৬৬৯২, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩৩১০। শায়খ আলবানী (رحمه الله) বলেন, সানাদটি জায়্যেদ (উত্তম) কারণ, সানাদে লায়স্র এর লেখক আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ দুর্বল। কিন্তু তার তাওয়াবি' পাওয়া যায়। শাওয়াহিদ হাদীস্র জানতে দেখুন- ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত 'খালকু আফআলুল ইবাদ' (১/১৭৭/হা. ১৭১), সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩৩১০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

পারে? আমি স্বয়ং তোমাদের সামনে দীপ্যমান। অতঃপর তিনি বললেন, জেনে রাখ, আমার কাছে তাদের ঈমান বিস্ময়কর, যারা তোমাদের পরে আসবে এবং গ্রন্থাকারে আল্লাহর কিতাব পেয়ে ঈমান আনবে ও তার বিধি-বিধান আমল করবে।[৪৩৫] আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, আল-মুগীরা বিন কায়স আল বাস্রীর হাদীস্র মুনকার হিসেবে অভিহিত হয়।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** কিন্তু আবূ ইয়া'লা তার 'মুসানাদে' ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে ❮মুহাম্মদ বিনআবী হুমায়দ (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)❯যায়দ বিন আসলাম❯তোর পিতা (আসলাম)❯উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)❯ হতে ও তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে অনুরূপ কিংবা তার কাছাকাছি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন, সানাদটি স্বহীহ কিন্তু স্বহীহায়নে তা উদ্ধৃত হয়নি।[৪৩৬] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে মারুফূ' হাদীস্র হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৭১. (মাওদূ'): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮আমার পিতা (আবূ হাতিম)❯আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুসনাদী❯ইসহাক বিন ইদরীস (মিথ্যুক ও হাদীস্র জালকারী)❯ইবরাহীম বিন জা'ফার বিন মাহমূদ বিন সালমাহ আল-আনসারী❯জা'ফার বিন মাহমূদ❯তোর দাদী নুওয়ায়লা বিনতু আসলাম❯ বলেছেন, আমি জোহর কি আসরের স্বলাত বানী হারিস্রার মসজিদে আদায় করছিলাম। ঈলিয়া মসজিদ (বায়তুল মাকদাস) আমাদের কিবলা ছিল। সবেমাত্র দুই রাকাআত পড়েছি এমন সময় খবর আসল রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিবলা পরিবর্তন করে বায়তুল হারামের দিকে মুখ করেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেলাম। এবং মেয়েদের জায়গায় পুরুষ ও পুরুষের জায়গায় মেয়েরা ঠাঁই নিল। তারপর আমরা বাকী দুই রাকআত স্বলাত বায়তুল হারামকে কিবলা করে আদায় করলাম। ইবরাহীম বলেন, বানী হারিস্রার এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই খবর শুনে বললেন, أولئك قوم آمَنُوا بِالْغَيْبِ তারাই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান এনেছে।'[৪৩৭] হাদীস্রটি একই সূত্রে বর্ণিত বিধায় 'গারীব' শ্রেণিভুক্ত।

وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

স্বলাত কায়িম করে এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে।

(إقامة الصلاة) ইকামাতিস্র স্বালাহ'র অর্থ

ইবনু 'আব্বাস বলেছেন- ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ﴾ তারা স্বলাত সম্পাদন করে অর্থাৎ "যত শর্ত আছে সেগুলো পালন করে স্বলাত আদায় করে।[৪৩৮] দাহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন-

---

৪৩৫. তানবীহুল কারী আলা তাকবিয়াতে মা দ'আফাহুল আলবানী ১২, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ৬৪৭, এখানে তিনি সানাদটিকে দুর্বল বলেছেন। কারণ, সানাদে ইসমাঈল বিন আয়্যাশ শাম ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। এবং মুগীরাহ বিন কায়স তিনিও দুর্বল। আবহাস্রু গায়রা মুকতালিমাতিন ফিত তারাজুআত ১/৭ হাঃ১০, শায়খ আলবানী হাদীস্রটিকে প্রথমে দঈফ বলেছেন, কিন্তু তিনি পরবর্তীতে হাসান বলেছেন, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩২১৫, তিনি বলেন, আমি উক্ত হাদীস্রটিকে দুর্বল বলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করলাম। কারণ হাদীস্রটির দুটি সানাদের মধ্যে ২য় সানাদের চেয়ে ১ম সানাদটি উত্তম। তারাজুআতুশ শায়খ আলবানী মিন খিলালি মাওকিই আদ দুরারুস সুন্নিয়্যাহ ২০। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

৪৩৬. মুসতাদরাক ৪/৮৫, তিনি বলেন, সানাদটি স্বহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী সানাদের রাবী মুহাম্মাদকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা'' (১০/৬৫) গ্রন্থে আবূ ইয়া'লা থেকে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেন, সঠিক হল: তিনি যায়দ বিন আসলাম থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪৩৭. মু'জামুল কাবীর ৪৩/২৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৯৭৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৬২৫। সানাদে ইসহাক বিন ইদরীস কে ইবনু মাদীনী বর্জন করেছেন। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি কিছুটা দুর্বল। ইমাম বুখারী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। **তাহকীক আলবানী:** মাওদূ' (বানোয়াট)।

৪৩৮. তাবারী ১/২৪১।

ইকামাতুস্ স্বালাহ্ মানে রুকু, সাজদাহ্, তিলাওয়াত, বিনয়-নম্রতা ও স্বলাতে উপস্থিতি পূর্ণরূপে করা।"[৪৩৯] কাতাদাহ বলেছেন যে, ইকামাতুস্ স্বালাহ্ মানে 'স্বলাতের সময়ের, তার উযু, তার রুকু', তার সাজদাহর হিফাযাত করা।[৪৪০] মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন– ইকামাতুস্ স্বালাহ্ মানে "যথাসময়ে নিয়মিত স্বলাত আদায়ের হিফাযাত করা, তার জন্য পবিত্রতা পূর্ণভাবে অর্জন করা, রুকু', সাজদাহ ও কুরআন তিলাওয়াত, তাশাহ্হুদ ও নাবী (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পূর্ণভাবে করা। এ হল তার ইকামাহ।[৪৪১]

এ আয়াতে الإنفاق "খরচ করা" দ্বারা উদ্দেশ্য

আলী বিন আবী তালহাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ সম্পর্কে বলেছেন, "তাদের সম্পদে প্রদেয় যাকাত।"[৪৪২] সুদ্দী বলেছেন আবূ মালিক ও আবূ স্বালিহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং মুর্রাহ ইবনু মাসউদ ও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ "আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাত্থেকে তারা খরচ করে"-এর অর্থ: একজন মানুষ যা তার পরিবারের জন্য খরচ করে। এটা ছিল ফরদ যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে।"[৪৪৩] জুওয়ায়বির দাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন কারো বুদ্ধি বিবেচনা ও ক্ষমতা অনুসারে "সাধারণ ব্যয় (দান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম)। সূরা বারাআতের (নবম পারা) ৭টি আয়াতে ফরদ যাকাতের বিধান নাযিলের পূর্বে এটি ছিল। আয়াতগুলো পূর্বের অবস্থাকে রহিত করে দেয়।[৪৪৪]

কাতাদাহ বলেন, ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা সবই খরচ কর। এই সম্পদ তোমার কাছে আমানত ঋণস্বরূপ এসেছে। হে আদম সন্তান! অচিরেই এই সম্পদ ও তোমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে।

ইবনু জারীর এই অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, এ আয়াতাংশ দ্বারা যাকাত ও পারিবারিক খরচপত্র **উভয়ই বুঝানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন,** এ আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হল পারিবারিক, সামাজিক ও **জাতীয় প্রয়োজনের সকল খাতে তা খরচ করা। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দুঃখী ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সকল ক্ষেত্রে খরচের জন্যই আল্লাহ তাআলা তা সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন।** তবে সব ধরনের **খরচের মধ্যে যাকাত অধিক প্রশংসিত ও উত্তম।**

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলব: বহু স্থানে আল্লাহ স্বলাত ও ধন সম্পদ ব্যয়কে একই সাথে উল্লেখ করেছেন। স্বলাত হল আল্লাহর অধিকার আর তাঁর ইবাদত করার একটি মাধ্যম। এতে আছে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আল্লাহকে আলাদা করে নেয়া, তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, তাঁর নিকট অনুনয় বিনয় করা, তাঁকে ডাকা, আর তা তাঁর প্রতি কারো নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করে। ব্যয় হল সৃষ্টির প্রতি এক প্রকার দয়া, তাদেরকে এমন জিনিস প্রদান করে যা তাদের উপকার সাধন করে। আর এ দান প্রাপ্তির সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, চাকর-বাকর অতঃপর অন্যান্য লোক। কাজেই সব ধরণের প্রয়োজনীয় দান ও প্রয়োজনীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আল্লাহর কথা ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾-এর মাঝে।

---

৪৩৯. তাবারী ১/২৪১।
৪৪০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭।
৪৪১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭।
৪৪২. আত তাবারী ১/২৪৩।
৪৪৩. তাবারী ১/২৪৩।
৪৪৪. তাবারী ১/২৪৩।

৩৭২. (স্বহীহ): স্বহীহাইন লিপিবদ্ধ করেছে:ইবনু উমার বলেছেন যে, আল্লাহর নাবী (ﷺ) বলেছেন:

"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ"

ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি যথা: (১) 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই' একথার সাক্ষ্য প্রদান করা (২) স্বলাত আদায় করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রামাদান মাসে সিয়াম পালন করা (৫) বায়তুল্লাহ'য় হজ্জ করা।[৪৪৫] এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস্ব আছে।

স্বলাত-এর অর্থ

আরবি ভাষায় স্বলাত অর্থ দুআ' যেমনটি কবি আল-আশা বলেছেন:

لَهَا حَارِسٌ لَا يبرحُ الدهرَ بَيْتَهَا   وَإِنْ ذُبِحَتْ صَلَّى عَلَيْهَا وزَمْزَمَا

وَقَالَ أَيْضًا وَقَابَلَهَا الرِّيحُ فِي دَنِّهَا   وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَارْتَسَمَ

কবি আরও বলেন:

تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا   يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الأوصابَ والوَجَعَا

عليكِ مثلُ الَّذِي صليتِ فَاغْتَمِضِي   نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنبِ الْمَرْءِ مُضْطجعا

শারঈ পরিভাষায়: স্বলাত বলতে বুঝায় নির্ধারিত সময়ে রুকু', সাজদাহ, তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কার্যাবলী, এমন পরিস্থিতি, বৈশিষ্ট্য ও যা যা দরকার সেগুলো সহকারে যা সকলের নিকট সুপরিচিত এবং এর প্রকারগুলো সকলের নিকট সুপরিচিত। ইবনু জারীর বলেন, স্বলাতকে এই জন্য স্বলাত বলা হয় যে, মুসল্লি স্বলাতের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআ'লার নিকট সাওয়াব কামনা করে এবং নিজ প্রভুর কাছে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। কেউ কেউ বলেন, صلوة শব্দটি صلوين (মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ শিরাদ্বয়) শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। যেহেতু স্বলাতের ভিতর রুকু সিজদার সময়ে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের শিরা দুটি নড়াচড়া করে তাই একে স্বলাত বলা হয়। তা হতে ঘোড়ার স্তনের পেছনের অংশকে المصلي বলা হয়। এটা বিতর্কিত মত। কেউ কেউ একে الصلي হতে উৎপন্ন বলে থাকেন। এর অর্থ বস্তুর পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা সংযোজন। যেমন আল্লাহ বলেন: ﴿لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى﴾ **"জঘন্য পাপী ব্যতীত কেউই জাহান্নামে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকবে না।"**[৪৪৬] কেউ কেউ বলেন, صلوة শব্দটি تصلية শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। মানুষ জাহান্নামের তাসলিয়া (কাষ্ঠ) হবে। কিন্তু স্বলাত তার বিনিময় হয়ে মানুষকে মুক্তি দিবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, ﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾ **"স্বলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)।"**[৪৪৭] মূলত দুআ' অর্থের স্বলাত হতেই এর উৎপত্তি। এটাই স্বাভাবিক ও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইন শা-আল্লাহ শীঘ্রই যথাস্থানে করা হবে।

৪. আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেছেন যে, ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ অর্থাৎ **"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাতে তারা বিশ্বাস করে, আর পূর্বের নাবীদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাতেও বিশ্বাস করে।"**

---

৪৪৫. বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, নাসাঈ ৫০০১, আহমাদ ৪৭৮৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৪৪৬. সূরাহ লাইল, ৯২:১৫।

৪৪৭. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৫।

(বিশ্বাসের ব্যাপারে) তাদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করেনা, আর তারা যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এনেছিল তা প্রত্যাখ্যান করেনা।[৪৪৮] ﴿وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾ তা হল পুনরুত্থান (পুনরুত্থানের দিন) উঠে দাঁড়ানো, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব এবং আমাল মাপার দাঁড়িপাল্লা (মীযান)।[৪৪৯] আখিরাত নাম এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তা এই পার্থিব জগতের পরে আসবে।

মু'মিনদের গুণাবলী

এখানে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে আল্লাহ যাদের বর্ণনা দিয়েছেন পূর্বের আয়াতে তিনি বলেন, ﴿اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾ **যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত কায়িম করে এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে।** তারা কারা? মুফাসসিরগণ তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনটি কওলের উপর ইখতিলাফ করেছেন। ইবনু জারীর এ তিনটি মত উদ্ধৃত করেছেন।

প্রথমঃ প্রথমে যাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয়বারেও তাদেরই গুণ বর্ণিত হয়েছে, তারা হল সকল স্তরের মু'মিন, হোক আরব মুমিন কিংবা আহলে কিতাবসহ অন্যান্য মু'মিন। এই মত ব্যক্ত করেছেন মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ।

দ্বিতীয়ঃ তারা একই দল এবং তারা আহলে কিতাবের মু'মিনগণ। প্রথমোক্ত দল ও দ্বিতীয় দলের গুণ বর্ণনার মাঝে واو ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন:

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝﴾

"১. তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৩. যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন। ৪. যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন। ৫. অতঃপর তাকে কাল আবর্জনায় পরিণত করেছেন।" যেমন জনৈক কবি তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ولَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

এখানেও একই মওসুফের বিভিন্ন সিফাতের একটির সাথে অন্যটির সংযোগের জন্য واو ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয়: প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলির অধিকারী আরব মু'মিনগণ এবং পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা মু'মিনগণ। আস-সুদ্দী তার তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য বহু সাহাবার এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও এই মত গ্রহণ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ **"আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে"** আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে। সুদ্দী তার তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তা ইবনু জারীর সমর্থন করেছেন। তিনি এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলার এই বাণী উল্লেখ করেছেন:

﴿وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ﴾

৪৪৮. তাবারী ১/২৪৪।
৪৪৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯।

"আহ্লে কিতাবদের মধ্যেকার কিছু লোক নিঃসন্দেহে এমনও আছে, যারা আল্লাহ্র উপর এবং তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখে, তারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত, তারা আল্লাহ্র আয়াতকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে না।"[৪৫০] অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ۝٥٢ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ۝٥٣ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٥٤﴾

"এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা (অর্থাৎ তাদের কতক লোক) তাতে বিশ্বাস করে। ৫৩. তাদের নিকট যখন তা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে- আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ সত্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত), এর পূর্বেই আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। ৫৪. তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু'বার দেয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে।"[৪৫১]

৩৭৩. (স্বহীহ):-এর সমর্থন স্বহীহায়নে প্রমাণিত, শা'বী-এর হাদীস থেকে আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي، وَرَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

তিন দলকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। (১) আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ও আমার উপর ঈমান এনেছে। (২) যে গোলাম আল্লাহর হক ও তার মালিকের হক দুটিই যথাযথভাবে আদায় করে। (৩) যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে আদব কায়দা ভালভাবে শিক্ষা দিয়ে আযাদ করত বিবাহ দিয়ে দিল।[৪৫২]

ইবনু জারীর (রহঃ) তার মতের সমর্থনে যে দলীল পেশ করেছেন তার সাথে কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনারও সম্পর্ক রয়েছে। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআ'লা মুমিন ও কাফিরের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে যেভাবে তিনি কাফিরের দুই শ্রেণি দেখিয়েছেন কাফির ও মুনাফিক, তেমনি মুমিনের দুই শ্রেণি দেখালেন আরব মু'মিন ও কিতাবী মু'মিন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, মুজাহিদের অভিমত সুস্পষ্ট। তিনি স্বাওরী হতে তিনি এক ব্যক্তি হতে ও তিনি মুজাহিদ হতে অভিমতটি উদ্ধৃত করেন।

মুজাহিদ একবার বলেছেন - "সূরা বাকারাহর প্রথম চার আয়াতে মু'মিনদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, দু'টি আয়াতে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা এসেছে এবং তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের বর্ণনা আছে।"[৪৫৩] এখানে যে চার আয়াতের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ এবং তা আরব, অনারব, পূর্বের কিতাবের অনুসারী, জিন্ন হোক বা মানুষ হোক প্রতিটি বিশ্বাসীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ সব গুণাবলী একটি অপরটির পরিপূরক এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য গুণাবলীও দরকার। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহর রসূল (সাঃ) ও পূর্বের নাবীদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তাতে বিশ্বাস না ক'রে গায়বের প্রতি বিশ্বাস করা, স্বলাত আদায় করা এবং যাকাত দেয়া সম্ভব নয়। তেমনি আখিরাতের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সঠিক হতে পারেনা। কেননা, আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৪৫০. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯৯।

৪৫১. সূরাহ কস্বাস, ২৮:৫২-৫৪।

৪৫২. বুখারী ৯৭, মুসলিম ১৫৪, তিরমিযী ১১১৬, নাসাঈ ৩৩৪৪, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯১০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৪৫৩. তাবারী ১/২৩৯।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূলের, তাঁর রসূলের নিকট তিনি অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাবের এবং পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আন।"[৪৫৪] এবং

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ﴾

"উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবধারীদের সাথে তর্ক- বিতর্ক কর না; তবে তাদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করে তারা বাদে। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আর তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর; আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই, আর তাঁর কাছেই আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।"[৪৫৫]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم﴾

"ওহে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে! আমি যা নাযিল করেছি তার উপর তোমরা ঈমান আন যা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী।"[৪৫৬]এবং

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾

"বল, হে গ্রন্থধারীগণ! তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল আর তোমাদের রবের নিকট হতে যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান নও।"[৪৫৭] আরো, মহান আল্লাহ মু'মিনদের বর্ণনা দিয়েছেন

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾

"রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না"[৪৫৮] **এবং**

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।"[৪৫৯] এটা ঐ সব আয়াতের নমুনা যাতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত বিশ্বাসীরা সকলেই আল্লাহয়, তাঁর রসূলগণে ও কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে।

আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসীগণের এখানে গুরুত্ব রয়েছে, যেহেতু তারা তাদের কিতাবে বিশ্বাস করে এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটিতেও। অতএব যখন এই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহে বিশ্বাস করে তখন তারা দু'টো পুরস্কার পাবে। অন্যেরা সাধারণভাবে আগেকার দ্বীনের শিক্ষাসমূহের প্রতি ঈমান রাখবে।

---

৪৫৪. সূরাহ নিসা, ৪:১৩৬।
৪৫৫. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৬।
৪৫৬. সূরাহ নিসা, ৪:৪৭।
৪৫৭. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:৬৮।
৪৫৮. সূরাহ বাকারাহ, ২:২৮৫।
৪৫৯. সূরাহ নিসা, ৪:১৫২।

৩৭৪। (সহীহ): দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবী (ﷺ) বলেছেন–

"إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ"

"আহলে কিতাব যদি তোমাদের নিকট কিছু বর্ণনা করে তবে মিথ্যা বলো না, সত্যও বলো না। এই কথা বল যে, আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি।"[৪৬০]

অবশ্য ইসলামের উপর– যেমনটি তা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল– অনেক আরবের ঈমান আহলে কিতাবের ইসলাম গ্রহণকারীর ঈমানের চেয়ে বেশি পূর্ণাঙ্গ (যাবতীয় বিষয়াবলীকে) পরিবেষ্টনকারী এবং অধিক মজবুত। কাজেই আহলে কিতাবের ইসলাম গ্রহণকারী যদি দুটি পুরস্কার পায় তবে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলিমগণ এমন পুরস্কার পাবেন যা আহলে কিতাবের মুসলিমগণের দুটি পুরস্কারের সমান হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম।

মু'মিনগণ হিদায়াত ও সাফল্যের পুরস্কারে ভূষিত হন

আল্লাহ বলেন, اولئك (তারা) তাদেরকে বুঝাচ্ছে যারা গায়বে বিশ্বাস করে, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাথেকে ব্যয় করে, আল্লাহ নাবীর প্রতি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস করে, আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং সৎকাজ করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ ক'রে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের প্রস্তুতি নেয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন- على هدى (হিদায়াতের উপর) অর্থাৎ তারা অনুসরণ করছে একটি আলোর, হিদায়াতের এবং আল্লাহর নিকট হতে তারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ অর্থাৎ ইহজগতে ও পরজগতে। ❮মুহাম্মাদ বিন ইসহাক❯মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ❯ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র❯ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ হতে বর্ণনা করেনঃ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নূর ও তার ধারক কুরআনের উপর স্থিতি লাভ। আর ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং তাথেকে বেঁচে যাবে যাথেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। ইবনু জারীর বলেন, সুতরাং ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে প্রাপ্ত আলো ও দলীলের সাহায্যে দৃঢ়তা সহকারে সঠিক পথে চলার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ অর্থাৎ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ, রাসুল ও কিতাবের প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করার মাধ্যমে তারা যা কিছু আশা করেছে তা পেয়েছে। কাজেই তারা পাবে পুরস্কার জান্নাতে অনন্ত জীবন আর আল্লাহ তাঁর শত্রুদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তাথেকে নিরাপত্তা।

ইবনু জারীর অন্য এক দলের এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন যে, أُولَٰئِكَ ইঙ্গিতবহ পদটির পুনরাবৃত্তিমূলক ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ও ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ দ্বারা আহলে কিতাবদের ইয়াহূদী মু'মিন ও নাসারা মু'মিনদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই অভিমত ঠিক নয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বরং তা আরবী, আজমী, কিতাবী অকিতাবী সর্বস্তরের ঈমানদারদের প্রতি ইঙ্গিতবহ। উক্ত অবস্থায়

---

৪৬০. সহীহুল বুখারী ৪৪৮৫, ৭৩৬২, ৭৫৪২। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ পূর্বের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে মুবতাদা হিসাবে মারফূ' বিশিষ্ট হয় এবং তার খবর হিসেবে ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ আসে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত আস-সুদ্দী উদ্ধৃত করেছেন। তিনি [আবূ মালিক][আবূ স্বালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] [মুররাহ আল হামদানী][ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা] হতে বর্ণনা করেন যে, ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ দ্বারা আরব মু'মিনদের এবং ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ দ্বারা আহলে কিতাবের মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। অতঃপর দু'দলকে একত্রিত করে আল্লাহ বলেন, ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ **"তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম।"** পূর্বেই বলা হয়েছে, মু'মিনদের জন্য চার আয়াতে বর্ণিত সকল গুণাবলি সর্বপ্রকারের মু'মিনদের থাকতে হবে। মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ থেকে এই অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৭৫. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আমার পিতা (আমার পিতা (আবূ হাতিম)][ইয়াহইয়া বিন **উসমান বিন স্বালিহ আল**-মিস্রী][আমার পিতা (উসমান বিন স্বালিহ][ইবনু লাহীআহ][উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ][আবুল **হায়সাম সুলায়মান বিন আমর**][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)] নাবী (ﷺ) হতে এই হাদীস শুনান। একদিন নবী **কারীম (ﷺ) কে বলা হল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)!** আমরা কুরআন হতে তিলাওয়াত করি এবং **আশান্বিত হই। আর এমন কিছু আয়াত তিলাওয়াত** করি যাতে নিরাশ হয়ে পড়ি। তখন তিনি বললেন:

أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ؟". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "{الٓمٓ * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} " إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْمُفْلِحُونَ} هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ". قَالُوا: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَكُونَ هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ: "{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ} " إِلَى قَوْلِهِ: {عَظِيمٌ} هَؤُلَاءِ أَهْلُ النَّارِ". قَالُوا: لَسْنَا هم يا رسول الله. قال: "أجل

আমি কি তোমাদের কারা জান্নাতী ও কারা জাহান্নামী তা বলব? সবাই বলল হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল **বলুন। তখন তিনি** الٓمٓ * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ হতে الْمُفْلِحُونَ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, তারা জান্নাতী। আমি **আশা করি তোমরা তাদের দলে।** অতঃপর তিনি إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ হতে عَظِيمٌ পর্যন্ত পাঠ করে **বললেন, তারা হল জাহান্নামী। তারা বলল:** হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাদের মত নই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) **বললেন-হ্যাঁ।**[৪৬১]

৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦

আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ **"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে"** অর্থাৎ সত্যকে ঢেকে দিয়েছিল এবং তা গোপন করেছিল। যেহেতু আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে তারা সেটা করবে, কাজেই (হে মোহাম্মাদ (ﷺ)) তাদেরকে সতর্ক কর আর না কর তাতে কিছু যায় আসেনা, তোমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে তারা অবিশ্বাস করবেই। একইভাবে আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝﴾

"তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না, এমনকি তাদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও– যে পর্যন্ত না তারা ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"[৪৬২]

৪৬১. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০। সানাদে ইবনু লাহীআহ ও উসমান বিন আবী স্বালিহ-এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

৪৬২. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৯৬-৯৭।

আহলি কিতাবের বিদ্রোহী লোকেদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ **"আর যদি তুমি কিতাবধারীদের সামনে সমুদয় দলীল হাজির কর, তবুও তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না।"**[৪৬৩]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, আল্লাহ যাদের ব্যাপারেই লিখে দিয়েছেন যে, তারা দুর্দশাগ্রস্ত, সুখ-শান্তির পথ দেখানোর জন্য তারা কক্ষনো কাউকে পাবেনা, আর আল্লাহ যাকেই ভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করেন, নিজেকে পথ দেখানোর জন্য সে কাউকে কক্ষনো পাবেনা। কাজেই হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! তুমি তাদের জন্য দুঃখ করনা, তাদের কাছে বাণী পৌঁছে দাও। অবশ্যই তাদের মধ্যে যে কেউই বাণীকে গ্রহণ করে নিবে সে অবশ্যই উত্তম পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা প্রত্যাখ্যান করে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, কারণ ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ **"তোমার দায়িত্ব হল প্রচার করে দেয়া, আর হিসেব নেয়ার কাজ হল আমার।"**[৪৬৪] এবং ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ **"তুমি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী, যাবতীয় কাজ পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহর।"**[৪৬৫]

আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস বলেছেন: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦﴾ **"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।"** "আল্লাহর রসূল (ﷺ) আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, সকল লোক তা বিশ্বাস করুক ও অনুসরণ করুক যা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, যার জন্য সুখ-শান্তির কথা আল্লাহ প্রথমেই বলে দিয়েছেন, তারা ছাড়া অন্য কেউ বিশ্বাস করবেনা। আর যাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা আল্লাহ প্রথমেই বলে দিয়েছেন তারা ছাড়া অন্য আর কেউ পথভ্রষ্ট হবে না।[৪৬৬]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ◊[মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊ বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ অর্থাৎ তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যারা অস্বীকার করে এবং বলে, তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর আমরা ঈমান রাখি ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ **"তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।"** অর্থাৎ তারা তোমাকে অস্বীকার করে নিজেদের কিতাবই অস্বীকার করেছে। কারণ, তাদের কিতাবে তোমার উল্লেখ রয়েছে। তাদের নিকট হতে যে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করা হয়েছে তারা তার বিরোধী হয়েছে। তারা যখন নিজেদের উপর ও তোমার উপর অবতীর্ণ উভয় কিতাব অস্বীকার করেছে, তখন তারা তোমার সতর্কতার প্রতি কী করে কর্ণপাত করবে? তারা তো জেনে শুনেই কুফরী করছে।

◊[আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন][রাবী' বিন আনাস][আবুল আলিয়াহ]◊ হতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় আহযাবের যুদ্ধের সেই সব নেতা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝٢٨ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾

"তুমি কি তাদের ব্যাপারে চিন্তা কর না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করে আর তাদের জাতিকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে আনে। (তা হল) জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে।"[৪৬৭]

---

৪৬৩. সূরাহ বাকারা, ২:১৪৬।
৪৬৪. সূরাহ আর রা'দ, ১৩:৪০।
৪৬৫. সূরাহ হূদ, ১১:১২।
৪৬৬. তাবারী ১/২৫২। সানাদটি দুর্বল, কারণ, আলী বিন আবী তালহাহ তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি।
৪৬৭. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:২৮-২৯।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ সম্পর্কে আলী বিন আবূ তালহাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে যা বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক ও সুস্পষ্ট। আমি তা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। অবশিষ্ট আয়াতের তাৎপর্যও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৭৬. (দঈফ): এ প্রসঙ্গে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সালিহ আল-মিসরী আমার পিতা (উসমান বিন সালিহ) ইবনু লাহীআহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ আবুল হায়সাম আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলা হলঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে অত্যন্ত আশান্বিত হই, আবার কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে নিরাশ হয়ে পড়ি। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয় দিব? সকলেই বললেন, হ্যাঁ দিন। তখন তিনি ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ **"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না"** পাঠ করে বললেন এরা জাহান্নামী। তারা বললঃ হে আল্লাহর রসূল আমরা তাদের **মত** নই? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪৬৮]

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ لَا يُؤْمِنُونَ পূর্বের বিষয়ের তাকীদজনিত বাক্য আর ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ **"তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না"** অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায়ই কাফির থাকবে। তাই আল্লাহ لَا يُؤْمِنُونَ বলে তাতে তাকীদ সংযোগ করলেন। لَا يُؤْمِنُونَ আবার খবরও হতে পারে। তখন إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا হবে মুবতাদা। সেক্ষেত্রে ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾ বাক্যটি জুমলাই মু'তারিদা (বাক্যের মধ্যে স্বতন্ত্র বাক্য) হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭. আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আছে আবরণ আর তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি।	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ختم (খাতামা) শব্দের অর্থ:

সুদ্দী বলেছেন যে, ختم الله অর্থঃ "আল্লাহ সীল মেরে দিয়েছেন।[৪৬৯] কাতাদাহ বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হল "যখন তারা শয়তানের কথা মান্য করল তখন শয়তান তাদেরকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। কাজেই আল্লাহ তাদের অন্তরে, শ্রবণশক্তিতে এবং দৃষ্টিশক্তিতে সীল লাগিয়ে দিলেন, এখন তারা পথ দেখতেও পাবেনা, শুনতেও পাবেনা, বুঝতেও পারবেনা।[৪৭০]

ইবনু জুরায়জ বলেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ অর্থাৎ পাপের কালিমা। এটা ঘটে যখন পাপ অন্তরে বাসা বাঁধে, আর চতুর্দিক থেকে অন্তরকে ঘিরে ফেলে, আর অন্তর পাপে ডুবে যাওয়ার ফলে একটা স্ট্যাম্প তৈরী হয় অর্থাৎ একটা সীল।"[৪৭১] ইবনু জুরায়জ আরো বলেন, মুজাহিদ বলেছেনঃ ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ "দাগটি স্ট্যাম্পের সমান খারাপ নয় আর স্ট্যাম্প তালার সমান খারাপ

---

৪৬৮. দ্রষ্টব্যঃ ৩৭৫ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।
৪৬৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৪৪।
৪৭০. ইবনু আবী হাতিম ১/৪৪।
৪৭১. ইবনু আবী হাতিম ১/৪৪।

নয় যা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[৪৭২] ইবনু জুরায়জ বলেন, সেই মোহরটি অন্তর ও কর্ণের উপর দেয়া হবে। ইবনু জুরায়জ আরো বলেন, আবদুল্লাহ বিন কাসীর আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি মুজাহিদকে বলতে শুনেছেন: الرأن শব্দটি الطبع হতে সহজতর ও الطبع শব্দ اقفال হতে সহজতর এবং اقفال কুরআনে ব্যবহৃত তিন শব্দের মধ্যে কঠিনতর অর্থ প্রকাশ করে। আ'মাশ বলেছেন– "মুজাহিদ যখন বলছিলেন তখন হাত দিয়ে দেখাচ্ছিলেন "তারা বলতেন যে, অন্তর ঠিক এরকম, মানে, খোলা হাতের তালুর মত। যখন বান্দাহ একটা পাপ করে, তখন অন্তরের একটা অংশ গুটিয়ে যায়, আর তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলি গুটিয়ে নিলেন। যখন বান্দাহ আরেকটি পাপ করে, তখন অন্তরের আরেকটি অংশ গুটিয়ে যাবে'- তখন তিনি আরেকটি আঙ্গুল গুটালেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর হাতের সবগুলো আঙ্গুল গুটালেন। অতঃপর তিনি বললেন- "তখন অন্তর সীল হয়ে যাবে। মুজাহিদ এও বলেছেন যে, এই হল রা'আন-এর ব্যাখ্যা।[৪৭৩]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ‹আবূ কুরায়ব› ‹ওয়াকী'› ‹আল-আ'মাশ› ‹মুজাহিদ› সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর আরও বলেন, কেউ কেউ বলেন, ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ বাক্যটির দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের অহঙ্কারবশত ঘাড় ফিরানোর খবর দিলেন। সত্যের ডাক শুনে তারা দম্ভভরে ঘাড় ফিরিয়ে নিল। যেমন বলা হয়, অমুক তা যেন শুনতেই পায় না। এটা তখনই বলা হয়, যখন কেউ কথা শুনতেই রাযী হয় না এবং দম্ভভরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। ইবনু জারীর বলেন, উক্ত অভিমত ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো খবর দিয়েছেন তাদের অন্তরে ও কর্ণ কুহরে তারাই মোহর মেরেছে।

এক্ষেত্রে আমার (ইবনু কাসীর) বক্তব্য এই, ইমাম ইবনু জারীরের এই অভিমত খণ্ডনের জন্য আল্লামা যামাখশারী সুদীর্ঘ বহাস্র করেছেন। তিনি আয়াতটির পাঁচটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর প্রত্যেকটিই অত্যন্ত দুর্বল। তার মু'তাযিলী ধ্যান ধারণা তাকে এই ধরণের ভুল ব্যাখ্যা দানে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বান্দার অন্তরে মোহর লাগিয়েছে একথাটি তার কাছে খারাপ লেগেছে। আল্লাহ তা'আলা খারাপ কিছু করতে পারেন না বলে তিনি সেই সব ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীগুলো বুঝতে চেষ্টা করতেন তাহলে অনুরূপ ভুল করতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ **"অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন।"**[৪৭৪] অন্যত্র তিনি বলেনঃ

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

"আর আমিও এদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহকে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দেব, আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার ঘূর্ণিপাকে অন্ধের মত ঘুরে মরার সুযোগ দেব।"[৪৭৫] এ ধরণের আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে আল্লাহ তা'আলা নিজেই অন্তরসমূহে মোহর মেরেছেন, ফলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় না। এটাই সঠিক বিচার। যেহেতু সে জেনে শুনে সত্য ত্যাগ করে বাতিলের অনুসরণ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে ইনসাফ করেছেন। এটা তাঁর কোন খারাপ কাজ নয়, ইনসাফ তো সুন্দর কাজ। তিনি যদি এটুকু জানতে ও বুঝতে পারতেন তা হলে যা বলেছেন তা বলতেন না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কুরতুবী বলেছেন– "উম্মাহ্র মতৈক্য রয়েছে যে, কাফেরদের কুফরির কারণে তাদের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদের অন্তরকে সীল করার এবং বন্ধ করে দেয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তেমনি

---

৪৭২. তাবারী ১/২৫৯।
৪৭৩. তাবারী ১/২৫৮।
৪৭৪. সূরাহ সাফ, ৬১:৫।
৪৭৫. সূরাহ আনআম, ৬:১১০।

আল্লাহ বলেন: ﴿بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ **"বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন।"**[৪৭৬]

৩৭৭. (স্বহীহ্): অতঃপর তিনি অন্তর পরিবর্তন করা সম্পর্কিত হুযায়ফাহ'র হাদীস্রটি উল্লেখ করেছেন (যাতে নাবী (ﷺ) প্রার্থনা জানিয়েছেন, وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ।[৪৭৭]

৩৭৮. (স্বহীহ্): তিনি স্বহীহ্ বুখারীতে লিখিত হুযায়ফার হাদীস্রও উল্লেখ করেছেন যাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ على قلبين على أبيض مثل الصفا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادٌّ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ معروفا ولا ينكر منكرا

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পাটি বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। কোনো অন্তরে তা গেঁথে গেলে তাতে একটি করে কাল দাগ পড়বে। আর কোনো অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করলে তাতে একটি করে উজ্জ্বল সাদা চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও জমিন থাকা অবধি কোনো ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উপুড় করা কাল কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা ঢুকিয়ে দিয়েছে তা ব্যতীত ভালমন্দ বলতে সে কিছুই চিনেনা।[৪৭৮]

ইবনু জারীর বলেছেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হল যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রামাণ্য হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে।

৩৭৯. (হাসান): মুহাম্মাদ বিন বাশশার ◄ স্বফওয়ান বিন ঈসা ◄ ইবনু আজলান ◄ কা'কা' ◄ আবূ স্বালিহ্ ◄ আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) **বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:**

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন মু'মিন যখন একটি পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তাওবা করে ও অনুতপ্ত হয়, তখন তা মুছে যায়। পক্ষান্তরে যদি পাপ বাড়তেই থাকে তখন কালো দাগ বৃদ্ধি পেয়ে অন্তর গ্রাস করে ফেলে। আর সেটিই অন্তরের মরিচা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ **"কক্ষনো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।"**[৪৭৯] তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্ এ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন হাদীস্রটি হাসান স্বহীহ।[৪৮০]

---

৪৭৬. সূরাহ নিসা, ৪:১৫৫।

৪৭৭. তিরমিযী ২১৪০, আদাবুল মুফরাদ ৬৮৩, মুসতাদরাক ১৯২৬, ইবনু মাজাহ ১৯৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৪৭৮. বুখারী ৬৪৯৭, মুসলিম ১৪৪, তিরমিযী ২১৭৯, ইবনু মাজাহ ৪০৫৩, ইবনু হিব্বান ৬৭৬২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৪৭৯. তাবারী ১/২৬০, সূরাহ কিয়ামাহ, ৮৩, ১৪।

৪৮০. শুআবুল ঈমান ৭২০৩, তিরমিযী ৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৪, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩১৪১, আহমাদ ৭৮৯২। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

ইবনু জারীর বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পাপ যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয় তখন অন্তরকে তালাবদ্ধ করে দেয়। তখনই তাতে আল্লাহর তরফ হতে মোহর লেগে যায়। ফলে সেই অন্তরে ঈমান প্রবেশের কোন রাস্তা থাকে না। আর কুফরও সেখান থেকে বের হতে পারে না। এটাই মোহর লাগানো ও ছাপ মারা যা আল্লাহ তাআলা ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ﴾ **"আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর করে দিয়েছেন"** আয়াতে প্রকাশ করেছেন। মোহর লাগানো ও সীল মারা পাত্র না ভেঙ্গে যে কোন কিছু ঢুকানো ও বের করা যায় না তা তো সকলেই দেখে থাকে। তেমনি মোহর লাগানো ও সীল মারা অন্তরেও তার সীল ও মোহর অপসারণ না করা পর্যন্ত ঈমান ঢুকতে কিংবা কুফর বের হতে পারে না।

غِشَاوَةٌ গিশাওয়াহ্'র অর্থ

﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ﴾ আয়াতটি পড়ে, অতঃপর থেমে ﴿وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾-এর তিলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া নির্ভুল, কারণ অন্তরে ও শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্ট্যাম্প বসিয়ে দেয়া হয় আর গিশাওয়াহ্- ঢাকনা- যথোপযুক্তভাবে চোখে লাগিয়ে দেয়া হয়। সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে বলেছেন যে, আল্লাহর আয়াত ﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ﴾ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ বলেছেন, فلا يعقلون ولا يسمعون "যাতে তারা না বুঝতে পারে আর না শুনতে পায়। আল্লাহ আরো বলেছেন, তিনি তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে দিয়েছেন অর্থাৎ চোখ, এ জন্য তারা দেখতে পায়না।[৪৮১]

ইবনু জারীর বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন সা'দ ⟩⟨ আমার পিতা (সা'দ) ⟩⟨ হুসায়ন বিন হাসান ⟩⟨ তার পিতা (হাসান) ⟩⟨ দাদা ⟩⟨ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ◊ হতে এই বর্ণনা করেন। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল: আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগিয়েছেন এবং তাদের চক্ষে পর্দা ফেলে দিয়েছেন।" তিনি আরও বলেন, ◊কাসিম ⟩⟨ হুসায়ন বিন দাউদ ⟩⟨ হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ আল-আ'ওয়ার ⟩⟨ ইবনু জুরায়জ ◊ বলেছেনঃ মোহর হল অন্তর ও কর্ণে এবং পর্দা হল চক্ষে।[৪৮২] যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ ﴿فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ﴾ **"আল্লাহ চাইলে তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতেন।"**[৪৮৩] তিনি আরও বলেন, ﴿وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً﴾ **"আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা।"**[৪৮৪]

ইবনু জারীর বলেন, কেউ কেউ جعل ক্রিয়াকে উহ্য ধরে غِشَاوَةً শব্দটিকে নসবযুক্ত করেন। যেমন কুরআনের حور عين আয়াতাংশেও এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কবি বলেন:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا   حَتّٰى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

এই চরণে سقيتها উহ্য থেকে ماء باردا কে নসবযুক্ত করেছে। অন্যত্র কবি বলেন,

وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى   متقلّدًا سَيْفًا ورُمْحًا

এই চরণে معتقلا শব্দ উহ্য থেকে رمحا শব্দকে নসবযুক্ত করেছে।

---

৪৮১. তাবারী ১/২৬৬।

৪৮২. তাবারী ১/৩০৬, সানাদে হুসায়ন বিন দাউদ তিনি ইমামাত ও পরিচিতির দিক থেকে দুর্বল।

৪৮৩. সূরাহ আশ শূরা, ৪২:২৪।

৪৮৪. সূরাহ আল-জাসিয়াহ, ৪৫:২৩।

মুনাফিকগণ

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সূরা বাকারার প্রারম্ভিক চার আয়াতে মু'মিনদের বর্ণনা আছে। পরবর্তী দু' আয়াতে কাফিরদের বর্ণনা আছে। অতঃপর আল্লাহ মুনাফিকদের বর্ণনা শুরু করেছেন যারা ঈমান প্রদর্শন করে আর অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে। যেহেতু মুনাফিকদের বিষয়টি অস্পষ্ট এবং বহু লোকই তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেনা, তাই আল্লাহ বিস্তারিতভাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য- যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন- মুনাফেকীর একেকটি ধরণ। আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে সূরা বারাআহ (নবম সূরা) ও সূরা মুনাফিকূন নাযিল করেছেন। তিনি সূরা নূর (২৪) ও অন্যান্য সূরাতেও তাদের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে তাদের সম্পর্কে জানতে পারা যায় এবং তাদের পথ ও ভুলভ্রান্তি এড়ানো যায়। আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨

৮. মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

৯. তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।

নিফাক'র অর্থ

নিফাক মানে মিল দেখানো অথবা মতৈক্য আর খারাপিকে লুকিয়ে রাখা। নিফাক কয়েক প্রকারের- আকীদাহ গত নিফাক যার পরিণতি জাহান্নামে চির বাস। 'আমলে নিফাক যা কাবীরা গুনাহ্ সমূহের অন্যতম যা আমরা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ। ইবনু জুরায়জ মুনাফিক সম্পর্কে বলেছেন যে, যা সে বলে সে তাথেকে তার প্রকৃত কাজ আলাদা, যা সে ব্যক্ত করে তাথেকে আলাদা যা সে লুকিয়ে রাখে। তার অনুপ্রবেশ ও উপস্থিতি তার প্রস্থান ও অনুপস্থিতির মত নয়।[৪৮৫]

মুনাফিকীর শুরু

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আয়াত মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কারণ, মক্কায় কোন মুনাফিক ছিলনা। বরং মক্কায় উল্টো অবস্থা বিরাজ করছিল, কেননা, কতক লোককে এমন ভান করতে বাধ্য করা হয়েছিল যে তারা কাফির, তাদের অন্তর ঈমানকে লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীতে আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাত করলেন যেখানে আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের আনসারগণ বাস করতেন। ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগে তারা পুতুল পূজা করত অন্যান্য পুতুল পূজক আরবদের মত। মাদীনায় তিনটি ইয়াহূদী গোত্র বাস করত, বানু কাইনুকা'- খাজরাজদের মিত্র, বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইজাহ- আউসদের মিত্র। আউস ও খাজরাজের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করল। অবশ্য, খুব অল্প সংখ্যক ইয়াহূদী ইসলামে প্রবেশ করল যেমন আবদুল্লাহ ইবনু সালাম। মাদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে কোন মুনাফিক ছিলনা, কেননা তখন পর্যন্ত তারা এমন শক্তির অধিকারী ছিলনা যে, কেউ তাদের ভয় করবে। বরং-এর উল্টো, আল্লাহর নাবী

---

৪৮৫. তাবারী ১/২৭০।

(ﷺ) মাদীনার চুতুস্পার্শ্বস্থ ইয়াহূদী ও অন্যান্য কতক আরব গোত্রের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। খুব শীঘ্রই বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল এবং আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমবৃন্দকে বিজয় দান করলেন। 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল মাদীনার একজন নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন খাজরাজদের নেতা এবং জাহিলী যুগে তিনি- আউস ও খাজরাজ -দু' গোত্রেরই প্রভুত্বকারী ছিলেন। তারা তাকে তাদের রাজা বানাতে উদ্যত হয়েছিল এমন সময় ইসলামের বাণী মাদীনায় পৌঁছল এবং সেখানে অনেক লোক ইসলাম কবূল করল। ইবনু সালূলের অন্তর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষে ভরে গেল। যখন বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হল তখন সে বলল- " আল্লাহর দ্বীন প্রকাশিত হয়ে গেছে"। কাজেই সে তার মত আরো অনেক এবং গ্রন্থধারীদের অনেকের সঙ্গে মুসলিম হওয়ার ভান করল। তখন থেকে মাদীনা ও আশেপাশের যাযাবর গোত্রগুলোর মধ্যে মুনাফিকী শুরু হল।

মুহাজিরদের ব্যাপারে বলতে হলে, তাদের কেউই মুনাফিক ছিলনা, কারণ তারা স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিল (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে) বরং যখন কোন মুসলিম মক্কা থেকে হিজরত করত তখন সমস্ত সম্পদ, সন্তানাদি ও জমিজমা ছেড়ে যেতে তাকে বাধ্য করা হত: আর আখিরাতে আল্লাহর পুরস্কার লাভের জন্য তারা তাই-ই করত।

(২:৮) আয়াতের তাফসীর

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ০(মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ)X(ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র)X(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেছেন: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়"** এ আয়াত আউস ও খাজরাজের মুনাফিকদেরকে এবং তাদের মত যারা করত তাদেরকে বুঝাচ্ছে।[৪৮৬] আবূ আলিয়াহ, হাসান, কাতাদাহ ও সুদ্দী এভাবেই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লাহ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন, যাতে মু'মিনগণ তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রতারিত না হয়, আর এভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে বড় খারাপি থেকে রক্ষা করেছেন। নতুবা মু'মিনগণ ভাবত যে মুনাফিকরা মু'মিন, যখন প্রকৃতপক্ষে তারা অবিশ্বাসী। পাপীদেরকে নেক্কার মনে করা চরম বিপজ্জনক। আল্লাহ বলেন: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।"** অর্থাৎ তারা এ সব মিথ্যা কথা কেবল মুখেই উচ্চারণ করে, যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ﴾ **"মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল।"**[৪৮৭] এ আয়াত বুঝাচ্ছে যে, মুনাফিকরা এ সব কথা উচ্চারণ করে যখন তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, এ কারণে নয় যে, তারা যা বলে তাতে তারা সত্যিই বিশ্বাস করে। মুনাফিকরা তাদের মুখের কথার সাহায্যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাসের উপর জোর দেয়, আসলে ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। কাজেই আল্লাহ বলেছেন যে, মুনাফিকরা তাদের বিশ্বাসের প্রমাণে মিথ্যে

৪৮৬. তাবারী ১/২৬৯।
৪৮৭. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:১।

কথা বলে, যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ﴾ **"আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী।"**[৪৮৮] এবং ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾ **কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।"**[৪৮৯]

আল্লাহ বলেন, ﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ **"তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে।"** অর্থাৎ মুনাফিকরা অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে বাহ্যিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা মনে করে, এটা করে তারা আল্লাহকে ঠকাতে পারবে কিংবা এ সব কথা বলে তারা আল্লাহর নিকট সাহায্য লাভ করবে, এটা হল তাদের নিরেট মূর্খতার আলামত। তারা মনে করে তাদের এ আচরণের দ্বারা আল্লাহ প্রতারিত হবেন, যেমনভাবে তা কতক মুসলিমকেও প্রতারিত করবে। তেমনি আল্লাহ বলেন– ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ﴾ **"আল্লাহ যেদিন তাদের সবাইকে আবার জীবিত করে উঠাবেন, তখন তারা আল্লাহ্র কাছে ঠিক সে রকম শপথই করবে, যেমন শপথ তারা তোমাদের নিকট করে, আর তারা মনে করে যে, তাদের কিছু (কোন ভিত্তি) আছে। জেনে রেখ, তারা খুবই মিথ্যেবাদী।"**[৪৯০] কাজেই আল্লাহ তাদের পন্থাকে বাতিল করে দিয়েছেন এই বলে যে, ﴿وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ **"আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।"** আল্লাহ বলেছেন যে, এ রকম আচরণের দ্বারা তারা তাদের নিজেদেরকেই কেবল প্রতারিত করছে, যা তারা বুঝতে পারছেনা। আল্লাহ আরো বলেন ঃ ﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ **"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন।"**[৪৯১]

ইবনু জারীর বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ এবং মুমিনদের কী করে ধোঁকা দেয়? **তারা তো বাঁচার জন্য মনের** বিপরীত কথা মুখে বলে থাকে। জবাবে বলা যায়, আরবে বাঁচার জন্যও যদি **কেউ এরূপ বলে তাকেও প্রতারক বলে** আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ভাষারীতি অনুসারে ঠিকই হয়েছে। **দুনিয়ার নিরাপত্তার জন্য তারা আল্লাহ ও মুমিনদের প্রতারণামূলক কথা শুনাচ্ছে।** মূলত তা তাদের পরকালের **নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত করছে। বিধায় তারা নিজেদেরকই প্রতারিত করছে।** তারা বাহ্যিক ঈমানের কথা **বলে আশা করছে পরকালেও তারা পার পাবে এবং তার সকল** সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু পরকালে গিয়ে দেখবে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও কঠিন শাস্তি তাদেরকে অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার শিকার করবে। সুতরাং তাদের মন যা বুঝিয়েছিল তা তাদের কাছে চরম প্রতারণা হয়ে ধরা দিবে। ভাল আশা করে মন্দ পাওয়াই তো প্রতারিত হওয়া। খারাপ কাজ করে ভাল আশা করাটাই তো প্রতারণামূলক ব্যাপার। এ কারণেই বলা হয়েছে: ﴿وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ﴾ **"আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।"** এ আয়াত দ্বারা মু'মিনদেরকে জানানো হয়েছে যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা তাদের নিজেদের প্রতি প্রতারণা করেছে আল্লাহকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তারা উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত।

ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, (আলী ইবনুল মুবারাক) (যায়দ ইবনুল মুবারাক) (মুহাম্মাদ বিন স্রাওর) (ইবনু জুরাইজ) আল্লাহর এ কথা ﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ﴾ সম্পর্কে বলেছেন যে, "আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য

৪৮৮. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:১।
৪৮৯. সূরাহ বাকারা, ২:৮।
৪৯০. সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮:১৮।
৪৯১. সূরাহ নিসা, ৪:১৪২।

কেউ নেই মুনাফিকরা যে সব সময় কুফরী লুকিয়ে রেখে এ কথা ঘোষণা করে তা কেবল নিজেদের রক্ত ও সম্পদের পবিত্রতা নিশ্চিত করার উদ্দেশে।"[৪৯২]

সাঈদ বলেছেন যে, কাতাদাহ বলেছেন–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। ৯. তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না"

এই হল একজন মুনাফিকের বর্ণনা। সে সাধারণ পথ থেকে বিচ্যুত, সে তার মুখ দিয়ে সত্য কথা বলে আর তার অন্তর ও কার্যকলাপ তা প্রত্যাখ্যান করে। সে যে অবস্থায় ঘুমাতে যায় অন্য অবস্থায় জেগে উঠে, আর সে যে অবস্থায় জেগে উঠে ভিন্ন অবস্থায় ঘুমাতে যায়। সে তার মন পরিবর্তন করে ঠিক একটা জাহাজের মত যা বাতাসের সাথে এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে নেয়।[৪৯৩]

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

১০. তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যেবাদী।

এ আয়াতে উল্লেখিত "রোগ"-এর অর্থ

সুদ্দী আবূ মালিক থেকে আবার আবূ সালিহ থেকে ও ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও এবং মুর্রাহ আল-হামদানী, ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ এ আয়াতে রোগ মানে "সন্দেহ" এবং ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾-এর মানেও "সন্দেহ"। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান আল-বাসরী, আবূ আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস এবং কাতাদাহও এ কথাই বলেছেন। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾-এর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন - "দ্বীনের ক্ষেত্রে রোগ, শারীরিক রোগ নয়। তারা মুনাফিক এবং রোগ হল সন্দেহ যা তারা ইসলামে প্রবিষ্ট করেছে। ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ মানে লজ্জাজনক আচরণে তাদেরকে বর্ধিত করেছেন।[৪৯৪] তিনি আরো তিলাওয়াত করেছেন:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾

"(মুনাফিকরা জেনে রাখুক) যারাই ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় আর তারা এতে আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের নাপাকীর উপর আরো নাপাকী বাড়িয়ে দেয়।"[৪৯৫] এবং মন্তব্য করেছেন "খারাপীর সঙ্গে খারাপী এবং ভ্রষ্টতার সঙ্গে ভ্রষ্টতা। আবদুর রহমানের এ কথা সত্য আর তা পাপের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে, ঠিক এমন কথা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণও বলেছেন। তেমনি আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝﴾ **"যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের সৎপথ প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দেন আর তাদেরকে তাক্বওয়া দান করেন।"**[৪৯৬]

---

৪৯২. ইবনু আবী হাতিম ১/৪৬।
৪৯৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৪৭।
৪৯৪. তাবারী ১/২৮০।
৪৯৫. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১২৪-১২৫।
৪৯৬. সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭:১৭।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ **"কারণ তারা মিথ্যেবাদী"**। মুনাফিকদের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, তারা মিথ্যা বলে, আর গায়বকে অস্বীকার করে।

ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তাফসীরকার 'রসূলুল্লাহ (ﷺ) জানতে পেরেও কেন মুনাফিকদের হত্যা করেন না' এ প্রশ্নের জবাবে স্বহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হাদীস্রটি পেশ করেন।

৩৮০. (স্বহীহ): তাতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উমার (রাঃ) কে বলেন, أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করেন, একথা আরবরা বলাবলি করুক তা আমি পছন্দ করি না।[৪৯৭] তিনি ভয় পেতেন যে, এর ফলে বহু আরব ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকবে। কারণ, মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুসলমান নামে পরিচিত। তাদের অন্তরের কুফরী আল্লাহ তা'আলাই জানেন, সাধারণ মানুষ জানে না। সুতরাং কী কারণে তাদের হত্যা করা হল তা বুঝানো কঠিন হবে। এই ভুল বুঝাবুঝির ফলে সাধারণ আরবরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে। তারা বলে বেড়াবে যে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদেরও কখন কী কারণে হত্যা করে তা কেউ জানতে পারে না। কুরতুবী বলেন, আমাদের আলিম সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অভিমত এটাই। মুনাফিকদের অন্তরের কলুষতা জানা সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতেন। ইবনু আতিয়্যাহ বলেন, ইমাম মালিকের অনুসারীবৃন্দের নীতি এটিই। মুহাম্মাদ ইবনুল জুহম কাজী ইসমাঈল আল-আবহারী ও ইবনুল মাজিশুন এ মতের ভিত্তিতে দলীল পেশ করেছেন। একটি দলীল: ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে এটাই জানিয়ে দিলেন যে, বিচারক কখনও তার জানার উপর ভিত্তি করে রায় দিবেন না। ইমাম কুরতুবী বলেন, অন্যান্য মাসআলায় মতভেদকারী সর্বস্তরের আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, বিচারক নিজের অবগতির উপর ভিত্তি করে রায় দিবেন না। তিনি বলেন, ইমাম শাফিঈ (রহঃ)ও এটা হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকদের অন্তরের কথা জানা সত্ত্বেও মুখে ইসলাম প্রকাশ করায় তাদের হত্যা কার্য হতে বিরত ছিলেন। কারণ, বিচার অন্তরের কথার ভিত্তিতে হবে না, হবে মুখের কথার ভিত্তিতে।

৩৮১. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন ও অন্যান্য হাদীস্র সঙ্কলনে এর সমর্থনে বহু হাদীস্র বর্ণিত হয়েছেঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ

আমি (অবিশ্বাসী) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। যতক্ষণ তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু না বলবে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে। যখন তা বলবে তখন আমার হাত হতে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হবে। হ্যাঁ, কিসাসের প্রশ্ন ভিন্ন। আর তাদের অন্য কোন ব্যাপার থাকলে তার হিসাব তারা আল্লাহর কাছে দিবে।"[৪৯৮] উক্ত হাদীস্রের তাৎপর্য এই, যখনই কেউ মুখে কলেমা বলবে তখন তাকে মুসলমান ধরা হবে এবং সে ইসলামী বিধানের আওতায় আসবে। অন্তরে তার যাই থাকুক না কেন। যদি তা ভাল হয় পরকালেও তার সুফল পাবে। যদি অন্তর খারাপ হয় তাহলে দুনিয়ায় মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হয়েও কোন লাভ হবে না। ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের কারণে তারা চরম শাস্তি পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, বিপন্ন মুনাফিকরা মু'মিনদের ডেকে বলবে আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমরাই তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রেখে বিপদগ্রস্ত করেছ এবং তোমাদের ভ্রান্ত প্রত্যাশা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। এখন তো আল্লাহর ফয়সালা এসে গেছে।" তারা হাশরের মাঠে একত্রে উঠলেও যখন আল্লাহর ফয়সালা জারী হবে, তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন হাদীস্রে আছে, তারা মু'মিনদের সাথে

---

৪৯৭. বুখারী ৪৯০২, মুসলিম ৩৩১৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।
৪৯৮. বুখারী ২৫, মুসলিম ২২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

আল্লাহ তাআলার নিকট সিজদাবনত হতে ব্যর্থ হবে। একদল অবশ্যই বলেন, যেহেতু রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদ্যমান ছিলেন তাই তাদের ক্ষতি সাধনের সুযোগ ছিল না বিধায় তাদের নিফাক জানা সত্ত্বেও হত্যা করা হয়নি। কিন্তু নাবী (ﷺ) এর পরে অবস্থা বিধায় যাদের নিফাকী প্রকাশ হয়ে যাবে এবং সকল মুসলমানও জানতে পারবে, তাদেরকে হত্যা করতে হবে। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের মুনাফিকরা এ যুগের কাফির।

এক্ষেত্রে **আমার** (ইবনু কাস্রীর) **বক্তব্য** এই: কোন মুসলমানের কুফরী প্রকাশ পেলে তার হত্যার ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তাকে কি তওবা করতে বলা হবে, না সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে? তার কুফরী কি একবার প্রকাশ পেলেই হবে, না বারংবার প্রকাশ পেতে হবে? তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা ভয়ে ইসলামে প্রত্যাবর্তন এর কোন্‌টির কী বিধান? এরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। তা তাফসীরে আলোচনার স্থান নয়। ফিকাহ গ্রন্থেই তা আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

সতর্কতাঃ যারা বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) তাঁর সময়ের মুনাফিকদেরকে চিনতেন, হুযাইফাহ বিন ইয়ামানের হাদীস্র তাদের একমাত্র প্রমাণ। এতে তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ে নাবী (ﷺ) তাকে চৌদ্দ জন মুনাফিকের নাম বলেছিলেন। রাতের বেলা ঐ এলাকার একটা পাহাড়ে ঐ মুনাফিকরা নাবী (ﷺ)-কে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল। তারা নাবী (ﷺ)-এর উটটিকে উত্তেজিত করার পরিকল্পনা করেছিল যাতে উটটি তাঁকে পাহাড়ের নীচে ফেলে দেয়। আল্লাহ নাবী (ﷺ) কে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং নাবী (ﷺ) হুযাইফাকে তাদের নাম বলেছিলেন। অন্যান্য মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾

"তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে কতক বেদুঈন হল মুনাফিক, আর মাদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিকীতে অনড়, তুমি তাদেরকে চেন না, আমি তাদেরকে চিনি।"[৪৯৯] এবং

﴿لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا﴾

"মুনাফিকরা আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আর শহরে গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে তেজোদীপ্ত করব, অতঃপর তারা তোমার প্রতিবেশী হিসেবে এ শহরে থাকতে পারবে না। তবে অল্পদিনের জন্য থাকবে অভিশপ্ত অবস্থায়; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং হত্যা করার মতই হত্যা করা হবে।"[৫০০] এ সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, নাবী (ﷺ)-কে তাঁর সময়ের প্রত্যেকটি মুনাফিক সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়নি। বরং তাঁকে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানানো হয়েছিল এবং তিনি ধারণা করতেন যে, কতকগুলো লোকের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান আছে। যেমন আল্লাহ বলেন– ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ **"আমি যদি ইচ্ছে করতাম তাহলে আমি তোমায় ওদেরকে দেখিয়ে দিতাম। তুমি তাদের মুখ দেখে অবশ্যই চিনতে পারবে আর তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তুমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই চিনতে পারবে।"**[৫০১]

---

৪৯৯. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১০১।

৫০০. সূরাহ আহ্‌যাব, ৩৩:৬০- ৬১।

৫০১. সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭:৩০।

সে সময়ের কুখ্যাত মুনাফিক ছিল 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল, যায়দ বিন আরকাম; সাহাবাগণ এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত প্রমাণ পেশ করেছেন।

৩৮২. (সহীহ): উপরন্তু উমার ইবনুল খাত্তাব একবার ইবনু সালূল এর ব্যাপারটি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন– إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه "আরবরা বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে, আমি এটা পছন্দ করি না।"[৫০২] তথাপি ইবনু সালূল মারা গেলে নাবী (ﷺ) তার জানাযা পড়লেন এবং তার দাফনে অংশ গ্রহণ করলেন, যেমনভাবে তিনি অন্যান্য মুসলিমের জানাযা পড়তেন।

৩৮৩. (সহীহ): সহীহ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে যে, নাবী (ﷺ) বলেছিলেন– أني خيرت فاخترت আমাকে যে কোনটি করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তাই আমি একটি বেছে নিয়েছি।

অন্য একটি বর্ণনায়, নাবী (ﷺ) বলেছিলেন: لو أعلم إني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت আমি যদি জানতাম, তার জন্য সত্তর বারের বেশী ক্ষমা চাইলে সে ক্ষমা পাবে তাহলে আমি তাই করতাম।[৫০৩]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'; তারা বলে, 'আমরা তো সংশোধনকারী'।

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।

ফাসাদ-এর অর্থ

স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ মন্তব্য করেছেন ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾ **"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'; তারা বলে, 'আমরা তো সংশোধনকারী"** তারা মুনাফিক। ﴿لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ﴾-এর অর্থ হল কুফরী **এবং নাফরমানির কাজ।**[৫০৪] **আবূ জা'ফার বলেছেন,** রাবি' বিন আনাস বলেছেন আবূ 'আলিয়্যাহ বলেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ﴾ অর্থাৎ "দুনিয়াতে নাফরমানির কাজ করনা। তাদের ফাসাদ হল আল্লাহকে অমান্য করা, কারণ যে কেউই দুনিয়াতে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়, সেইই দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহকে মান্য করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি নিশ্চিত (এবং অর্জিত) হয়।[৫০৫] রাবি' বিন আনাস ও কাতাদাহ এ রকমই বলেছেন।[৫০৬]

ইবনু জুরায়জ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেনঃ ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ﴾ **"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না"** অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর নাফরমানী করে তখন তাদেরকে বলা হয়, এ সকল কাজ করো না। তারা জবাবে বলে, আমরা তো হিদায়াতের উপর থেকে মীমাংসাকারীর

---

৫০২. দ্রষ্টব্য ৩৮০ নং হাদীস। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৫০৩. উভয়টি সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, ১৩৬৬, তিরমিযী ৩০৯৭। এ সম্পর্কে সূরাহ তাওবায় আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৫০৪. তাবারী ১/২৮৮।

৫০৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৫০।

৫০৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৫১।

কাজ করছি। ◇[ওয়াকী‘, ঈসা বিন য়ূনুস ও আস্‌স্রাম বিন আলী][আ'মাশ][মিনহাল বিন আমর][আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আসদী][সোলমান আল-ফারিসী]◇ তিনি ﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾ সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতের চরিত্রসম্পন্ন লোক পরবর্তীতে আর আসেনি।

ইবনু জারীর বলেন: ◇[আহমাদ বিন উস্‌মান বিন হাকীম][আবদুর রহমান বিন শারীক][তার পিতা (শারীক)][আল-আ'মাশ][যায়দ বিন ওয়াহব সহ অন্যান্যরা][সোলমান আল-ফারিসী]◇ হতে আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। ইবনু জারীর বলেন, সালমান আল-ফারিসী হয়ত এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্রের অধিকারী মহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুনাফিক নাবী -এর যামানায় ছিল, আমাদের যামানায় সেরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক অনুপস্থিত।

মুনাফিকদের সৃষ্ট ফাসাদের ধরণ

ইবনু জারীর বলেছেন, "মুনাফিকরা দুনিয়াতে আল্লাহকে অমান্য করার এবং নিষিদ্ধ কাজ করে যাওয়ার মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ যা অবশ্য করণীয় করেছেন তারা তা পরিহার করে এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস এবং এর সত্যতায় নিশ্চয়তা ছাড়া কারো কোন কাজ গ্রহণ করেননা। মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও ইতস্ততি লালন করে, এর উল্টো ধরণের কথা দ্বারা তারা মু'মিনদের নিকট মিথ্যে কথা বলে। আল্লাহর অনুগত বন্ধুদের বিরুদ্ধে তারা তাদের সাধ্যমত সাহায্য করে, আর যারা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও তাঁর নাবীদের অস্বীকার করে তাদের প্রতি সমর্থন জোগায়। এভাবে তারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে আর তারা মনে করে যে, তারা দুনিয়াতে সৎ কাজ করছে।[৫০৭]

হাসান অনুরূপ বলেন, কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টির একটা ধরণ। আল্লাহ বলেন– ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ﴾ **"আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।"**[৫০৮] এভাবে আল্লাহ আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাফের ও মুমিনদের মাঝে বিভক্তি রেখা টেনে দেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে চাও"?[৫০৯] অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾ **"মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি তাদের জন্য কক্ষনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।"**[৫১০] মুনাফিক যেহেতু বাহ্যতঃ ঈমান প্রদর্শন করে, এর দ্বারা সে প্রকৃত মু'মিনদেরকে ভুল বুঝাতে সক্ষম হয়। কাজেই মুনাফিকের শঠতাপূর্ণ আচরণও ফাসাদের কাজ, কারণ তারা মু'মিনদের ঠকায়, মুখে এমন দাবী করে যাতে তারা বিশ্বাস করেনা এবং যেহেতু তারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সমর্থন জোগায় এবং আনুগত্য প্রদর্শন করে। (মুসলিম

---

৫০৭. তাবারী ১/২৮৯।
৫০৮. সূরাহ আনফাল, ৮:৭৩।
৫০৯. সূরাহ নিসা, ৪:১৪৪।
৫১০. সূরাহ নিসা, ৪:১৪৫।

হওয়ার ভান না করে) মুনাফিক যদি কাফের হয়ে থাকে, তাহলে তার থেকে ক্ষতি কম হবে। এর চেয়ে ভাল, মুনাফিক যদি আল্লাহর প্রতি সত্যিকার বিশ্বাসী হয় আর তার কথা তার কাজের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে সে সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ বলেন ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ **"তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'; তারা বলে, 'আমরা তো সংশোধনকারী'।"** অর্থাৎ বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী আমরা উভয় দলের বন্ধু হতে চাই, এবং উভয় দলের সঙ্গে শান্তি চাই। তেমনি [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক] [মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ] [ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র] [ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেছেন ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ অর্থাৎ "আমরা ঈমানদারদের ও আহলি কিতাবদের মধ্যে সংশোধন করতে চাই।[৫১১]"

আল্লাহ বলেছেন, ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ **"মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"** এ আয়াতের অর্থ হল এই যে, মুনাফিকদের আচরণ এবং তাদের দাবী যে তা শান্তির জন্য, এটাই একটা ফাসাদ, যদিও তাদের মূর্খতার কারণে তারা সেটাকে ফাসাদ হিসেবে দেখতে পায়না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সব লোক ঈমান এনেছে তাদের মতো তোমরাও ঈমান আন, তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব'? আসলে তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা' বুঝতে পারে না।

আল্লাহ বলেছেন যে, মুনাফিকদেরকে যখন বলা হয় ﴿آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ অর্থাৎ, "তেমনি বিশ্বাস কর যেমন ঈমানদাররা আল্লাহয়, তাঁর ফেরেশ্‌তাসমূহে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসূলগণে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মান্য করে তাঁদের নির্দেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। তবুও মুনাফিকরা এই বলে জবাব দেয় যে ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ **"তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব"?** তারা (আল্লাহ মুনাফিকদের প্রতি লা'নাত বর্ষণ করুন)-এর দ্বারা আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গীসাথীদের বোঝাতে চায়। এই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবূ আলিয়াহ এবং সুদ্দী তার তাফসীরে, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবীগণ হতে একটি বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে। রাবী' বিন আনাস এবং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামেরও তাফসীর এটাই। মুনাফিকরা বলেছিল "আমাদের ও তাদের একই মর্যাদা, একই পথের অনুসারী, কিন্তু তারা বোকা"। "বোকা" হল মূর্খ, সাদা দিলের লোক, লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে যার জ্ঞান কম। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এ কারণেই আল্লাহ নাবালকদের ক্ষেত্রে বোকা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন– ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ **"এবং তোমরা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্নদেরকে নিজেদের মাল প্রদান করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপকরণ করেছেন এবং সে মাল হতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের**

---

৫১১. ইবনু আবী হাতিম ১/৫২। সানাদটি দুর্বল। কারণ, সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আনআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ মাজহূল বা অপরিচিত। তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সঙ্গে দয়ার্দ্র ন্যায়ানুগ কথা বলবে।"[৫১২] এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ মুনাফিকদের কথার জবাব দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ এখানে বলেছেন ﴿اَلَآ اِنَّهُمۡ هُمُ السُّفَهَآءُ﴾ **আসলে তারাই নির্বোধ**।আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, মুনাফিকরা প্রকৃতই বোকা, ﴿وَلٰكِنۡ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ﴾ কিন্তু তারা জানে না। যেহেতু তারা পূর্ণ মাত্রায় অজ্ঞ, কাজেই তারা তাদের ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার মাত্রা সম্পর্কে অনবহিত, আর এ অবস্থা আরো বিপজ্জনক, আরো বেশি অন্ধত্ব; একজন অবহিত ব্যক্তির চেয়ে সত্যের আরো দূরবর্তী।

১৪. যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র'।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا مَعَكُمۡ ۙ اِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৫. আল্লাহ তাদের সঙ্গে (জবাবে) উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত তাদেরকে ঘুরে মরার অবকাশ দেন।

اَللّٰهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۵﴾

মুনাফিকদের চাতুরী ও শঠতা

আল্লাহ বলেছেন যে, মুনাফিকরা যখন মু'মিনদের সঙ্গে মিলিত হয়, তারা তাদের ঈমানের ঘোষণা দেয় এবং ঈমানদার, অনুগত ও বন্ধু হওয়ার ভান করে। তারা তা করে মু'মিনদেরকে ভুল বুঝানো এবং ঠকানোর জন্য। মুনাফিকরা ঐ সমস্ত লাভ ও সুবিধাদির একটা ভাগ পেতে চায় মু'মিনদের যা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তথাপি ﴿وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ﴾ **"আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয়"** অর্থাৎ যখন তারা একমাত্র তাদের শয়তানদের সঙ্গে থাকে, যেমন তাদের নেতা, ইয়াহূদী রাব্বীদের প্রভাবশালী ব্যক্তি, মুনাফিক ও পুতুল পূজারী। خَلَوۡا ব্যবহৃত হয়েছে إنصرفوا অর্থে এবং إلى-এর সাথে متعدي হয়েছে। ফলে গোপন দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যাবর্তনের অর্থ প্রকাশ করছে। অবশ্য কেউ কেউ إلى এখানে مع অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। ইমাম ইবনু জারীরের বক্তব্য তাই।

আস সুদ্দী আবূ মালিক হতে বর্ণনা করেন, خَلَوۡا অর্থ مضوا (গমন করে) এবং شياطينهم অর্থ ইয়াহুদী ও মুশরিক সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আস সুদ্দী তাঁর তাফসীরে {আবূ মালিক}{আবূ স্বালিহ}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)} {মুররা আল হামদানী}{ইবনু মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)} হতে বর্ণনা করেনঃ ﴿وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ﴾ অর্থাৎ কাফির নেতৃবৃন্দের নিকট যখন যায়।

দহহাক (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : ﴿وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ﴾ অর্থাৎ যখন তারা তাদের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হয়। তারাই তাদের কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান। {মুহাম্মাদবিন ইসহাক}{বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ}{ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)} হতে বর্ণনা করেন, ﴿وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ﴾ অর্থাৎ ইয়াহুদী। তারাই রসূল (সাঃ)-এর রিসালাতপ্রাপ্তি ও ওহী মিথ্যা বলে থাকে। মুজাহিদ বলেন, ﴿وَاِذَا خَلَوۡا اِلٰى شَيٰطِيۡنِهِمۡ﴾ দ্বারা তাদের মুনাফিক ও মুশরিক সহচরবৃন্দের কথা বুঝানো হয়েছে।

---

৫১২. সূরাহ নিসা, ৪:৫।

কাতাদাহ বলেন, ﴿وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ﴾ বলে তাদের মুশরিক ও পাপিষ্ঠ নেতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবূ মালিক, আবুল আলীয়া, আস সুদ্দী ও রাবী'বিন আনাস প্রমুখ তার অনুরূপ তাফসীর করেছেন।

মানুষ ও জ্বিন শয়তান

ইবনু জারীর বলেছেন "প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে শয়তান তারাই যারা ক্ষতিকারক। শয়তান মানুষের মধ্যেও আছে আর জ্বিনের মধ্যেও আছে। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا﴾ **"এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে।"**[৫১৩]

৩৮৪. **(দঈফ):** মুসনাদের মাঝে আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"

আমরা জ্বিন ও ইনসান শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল ইনসানও কি শয়তান হয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ।[৫১৪]

ঠাট্টা করার অর্থ

আল্লাহতাআলার বাণী : ﴿قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ﴾ **"আমরা তোমাদের সাথেই আছি।"** মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ "আমরা তোমাদের সাথে আছি" ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ অর্থাৎ আমরা মানুষদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) ঠাট্টা করি এবং তাদেরকে ঠকাই। দহ্হাক বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস বলেছেন যে, ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ 'আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র'। এ আয়াতের অর্থ "আমরা (মুনাফিকরা) মুহাম্মাদের সঙ্গীসাথীদেরকে ঠাট্টা করছিলাম। রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ একই রকম বলেছেন। আল্লাহর কথা ﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾ মুনাফিকদের কথার জবাব দেয় এবং তাদের আচরণের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়। ইবনু জারীর মন্তব্য করেছেন "আল্লাহ উল্লেখ করেছেন পুনরুত্থানের দিন তিনি তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন, যেমন তিনি বলেছেন

﴿يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۗ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۗ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে- 'তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের জ্যোতি থেকে আমরা কিছুটা নিয়ে নেই।' তাদেরকে বলা হবে- 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, আর আলোর খোঁজ কর।' তখন তাদের মাঝে একটি আড়াল খাড়া করে দেয়া হবে যার থাকবে একটি দরজা। তার ভিতর ভাগে থাকবে রহমত আর বহির্ভাগের সর্বত্র থাকবে 'আযাব।"[৫১৫] এবং ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا﴾

---

৫১৩. সূরাহ আনআম, ৬:১১২।

৫১৪. আহমাদ ২১০৩৬, ইবনু আবী হাতিম ৭৮১৩। সানাদে আল-মাসউদী দঈফ বা দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ। তবে মানুষ যে শয়তানের আচরণ করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা সূরাহ আনআমের ১১২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য: সূরাহ আনআমের ১১২ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। (ইনশাআল্লাহ)

৫১৫. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১৩।

"কাফিরগণ যেন কিছুতেই এ ধারণা পোষণ না করে যে, তাদেরকে আমি যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক; আমি তাদেরকে শুধু এজন্য অবকাশ দেই যে, যেন তাদের পাপের পরিমাণ বেড়ে যায়।"[৫১৬] অতঃপর তিনি বলেছেন "এই আর এ রকম হচ্ছে মুনাফিক আর মুশরিকদেরকে আল্লাহর ঠাট্টা করা।"

এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে سخرية - مكر - خديعة ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু জারীর বলেন একদল বলেন يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ বলা হয়েছে মুনাফিকদের সতর্কীকরণের জন্য। তাদের পাপাচারকে ভর্ৎসনা করার জন্যই অনুরূপ পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। ইবনু জারীর আরও বলেন ধোঁকা ও উপহাস শব্দটির ব্যবহার এভাবে ঘটেছে যে, কোন ধোঁকাবাজ ধোঁকা দিতে ব্যর্থ হয়ে পাকড়াও হলে যেমন পাকড়াওকারী বলে থাকে 'ধোঁকা দিতে এসে তুমি নিজেই ধোঁকা খেয়েছ'– এটিও তেমনি। কেউ উপহাস করতে গিয়ে নিজেই উপহাসের পাত্র হলে যা হয় এও তাই। এই আলোকেই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ﴾ **"এবং তারা কৌশল করেছিল এবং আল্লাহও (জবাবে) কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ"।**[৫১৭] ﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ **"আল্লাহ তাদের সঙ্গে (জবাবে) উপহাস করেন"** আল্লাহ তাআলার ইস্তিহযাও এই অর্থে। কারণ, মকর বা ইস্তিহযা আল্লাহ তাআলার কাজ নয়। আল্লাহ তাআলার কাজ তার প্রতিবিধান করা। এই প্রতিবিধান করাটাই তাদের জন্য উক্ত অর্থ প্রদান করছে।

অন্য একদল বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ﴾ **"আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র"।** এবং ﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ **"আল্লাহ তাদের সঙ্গে (জবাবে) উপহাস করেন"** কিংবা ﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ **"আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন"**[৫১৮] ও ﴿فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ﴾ **"আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদেরকে জবাবে বিদ্রূপ করেন"**[৫১৯] এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ **তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।**[৫২০]

নিজেদের চক্রান্তের কারণে মুনাফিকদের ভোগান্তি

এটা আল্লাহ তাআলার সংবাদ যে, তিনি মুনাফিকদের ঠাট্টার জন্য তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তিনি তাদের শাস্তি ও তাঁর শাস্তির জন্য একই শব্দ ব্যবহার করেছেন যদিও তার অর্থ ভিন্ন। তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ﴾ **"অন্যায়ের প্রতিবিধান হল অনুরূপ অন্যায়। অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং সমঝোতা করে, তার প্রতিদান দেয়া আল্লাহর যিম্মায়।"**[৫২১] এবং ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ﴾ **"কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর।"**[৫২২] প্রথম কাজটি একটা অন্যায় কাজ, আর দ্বিতীয় কাজটি একটি ন্যায়

---

৫১৬. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৭৮।
৫১৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৫৪।
৫১৮. সূরাহ নিসা, ৪:১৪২।
৫১৯. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৭৯।
৫২০. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৬৭।
৫২১. সূরাহ আশ শূরা, ৪২:৪০।
৫২২. সূরাহ বাকারা, ২:১৯৪।

কাজ। উভয় কাজ একই নাম বহন করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আলাদা। বিদ্বানগণ শঠতা, চাতুর্য ও ঠাট্টার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যখন তা কুরআনে আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইবনু জারীর আরও বলেন, একদল লোক বলেন, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের ব্যাপারে খবর হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে তারা কী করছে এবং তার স্বাভাবিক ফল তারা কী পাবে তা বলা হয়েছে। তা এই যে, তারা তাদের মন্ত্রণাদাতাদের কাছে গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের নীতিতেই অটল থেকে মুহাম্মাদ ও তার উপর অবতীর্ণ ওহী মিথ্যা বলে বিশ্বাস করছি। তবে আমরা তাদের কাছে গিয়ে যা বলেছি তা ঠাট্টা হিসাবে বলেছি। তাই আল্লাহ তা'আলা জানালেন, এর ফলে তারা পার্থিব জীবনে জান-মালের নিরাপত্তা পাবে বটে, কিন্তু পরকালে তারা বিপরীত ফল দেখে নিজেরাই ঠাট্টার শিকার হবে। তারা চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করবে। অবশেষে ইবনু জারীর উক্ত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ধোঁকা-উপহাস, খেল-তামাশা ও কুটচক্রান্ত ইত্যাদি শাব্দিক অর্থে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ব্যবহার হতে পারে না। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ কতক অন্যায় কাজের প্রতিশোধ এমন শাস্তি দানের মাধ্যমে নিয়ে থাকেন যার ধরণ ঐ কাজটির মতই। নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা দরকার যে, বিদ্বানদের ঐকমত্যে আল্লাহ খেলার আনন্দে এ সব কাজ করেন না, কিন্তু কতকগুলো কাজের উপযুক্ত **শাস্তি** হিসেবেই করে থাকেন। ∞(আবূ কুরায়ব)(আবূ উসমান)(বিশর)(আবূ রাওক)(দহহাক)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))∞ হতে বর্ণনা করেনঃ ﴿اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ **"আল্লাহ তাদের সঙ্গে (জবাবে) উপহাস করেন"** অর্থাৎ তাদের তামাশার প্রতিদানমূলক তামাশা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾ **"তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত তাদেরকে ঘুরে মরার অবকাশ দেন।"** আয়াতাংশ সম্পর্কে আস সুদ্দী ইবনু মাসউদ থেকে ও অন্যান্য সাহাবা হতে **বর্ণনা করেন,** يَمُدُّهُمْ-এর তাৎপর্য হল, তাদেরকে ঢিল দেয়া, সময় দেয়া।[৫২৩] মুজাহিদ বলেন, তাদেরকে **বাড়িয়ে দেয়া।**[৫২৪] **যেমন আল্লাহ বলেন,**

﴿اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ۝﴾

"তারা কি ভেবে নিয়েছে আমি যে তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদির প্রাচুর্য দিয়ে সাহায্য করেছি এর দ্বারা কি তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।"[৫২৫] ইবনু জারীর মন্তব্য করেছেন - "এ আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে , আমরা তাদেরকে বাড়িয়ে দেই সুযোগ দানের মাধ্যমে এবং তাদেরকে ভ্রষ্টতা ও বিদ্রোহের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে।" যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝﴾ **"আর আমিও এদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহকে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দেব, আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার ঘূর্ণিপাকে অন্ধের মত ঘুরে মরার সুযোগ দেব।"**[৫২৬] এ আয়াতে উল্লেখিত 'তুগইয়ান' অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন ﴿اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ۝﴾ **"(নূহের বানের) পানি যখন কূল ছাপিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করালাম।"**[৫২৭]

---

৫২৩. তাবারী ১/৩১১।
৫২৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৫৭।
৫২৫. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৫৫-৫৬।
৫২৬. সূরাহ আনআম, ৬:১১০।
৫২৭. সূরাহ আল-হাক্কাহ, ৬৯:১১।

Contents

ইবনু জারীর বলেছেন যে, এ আয়াতে 'আমাহ' মানে পথভ্রষ্টতা। তিনি আল্লাহর উক্তি ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ সম্পর্কে আরো বলেন– "ভুল পথ-নির্দেশ এবং কুফরী তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে যা তাদেরকে হতবুদ্ধি এবং তাথেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম করে দিয়েছে। এর কারণ হল, আল্লাহ তাদের অন্তরে স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছেন, সীল করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই তারা সঠিক পথ চিনতে পারেনা এবং ভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ পায়না।"[৫২৮]

তাদের কেউ কেউ বলেন, عمي হল চোখের অন্ধত্ব এবং عمه হল অন্তরের অন্ধত্ব। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অন্তরের অন্ধত্বের জন্য عمي ও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয়, বরং বুকের ভিতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ।[৫২৯]এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই عمه শব্দের বহুবচন عموها এবং চূড়ান্ত বহুবচন হল عُمَّهٌ যখন কারো উট নিরুদ্দেশ হলে বলা হয় ذهبت إبله العمهاء তার উট হারিয়ে গেছে।

১৬. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে, কিন্তু তাতে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সৎপথপ্রাপ্তও নয়।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

স্বীয় তাফসীরে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসউদ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ এ আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "তারা ভ্রষ্টপথ অনুসরণ করেছে এবং সঠিক পথ পরিত্যাগ করেছে। ০(মুহাম্মাদ বিন ইসহাক)(বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ)(ইকরিমাহ ও সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ **"তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে"** অর্থাৎ ঃ ঈমানের বিনিময়ে কুফরী খরিদ করা। মুজাহিদ বলেন, ঈমান এনে পুনরায় কাফির হল। মুজাহিদ বলেছেন– "তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে অতঃপর অবিশ্বাসী হয়েছে। কাতাদাহ বলেছেন– "তারা সঠিক পথের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে বেশি পছন্দ করেছে। কাতাদাহর কথা সামুদদের সম্পর্কে আল্লাহর কথার মত একই অর্থ বহন করে। ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ﴾ **"আর সামুদের অবস্থা এই যে, আমি তাদেরকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সঠিক পথে চলার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাকেই পছন্দ করেছিল।"**[৫৩০]

সংক্ষেপে আমরা তাফসীরের বিদ্বানগণের যে সকল বক্তব্য পেশ করেছি তাথেকে বুঝা যায় যে, ভাল কাজের পরিবর্তে অন্যায় কাজ করে মুনাফিকরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং পথভ্রষ্টতাকে অধিক পছন্দ করে। এ অর্থ আল্লাহর এ কথার ব্যাখ্যা দান করে ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ অর্থাৎ সঠিক পথের বিনিময়ে তারা মিথ্যা পথ কিনে নিয়েছে। এ রকম অর্থ তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রথমে ঈমান এনেছিল অতঃপর অবিশ্বাস করল, আল্লাহ যাদের বিবরণ দিয়েছেন। ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ **"তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।"**[৫৩১] এ আয়াত তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা সঠিক পথের পরিবর্তে ভ্রষ্টপথকে

---

৫২৮. তাবারী ১/৩০৯।

৫২৯. সূরাহ হাজ্জ, ২২:৪৬।

৫৩০. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:১৭।

৫৩১. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:৩।

অধিক পছন্দ করেছিল। মুনাফিক কয়েক প্রকারের আছে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾ অর্থাৎ তাদের ব্যবসা সফল হয়নি আর এতে তারা সৎকর্মপরায়ণ ছিলনা আর সঠিক পথেও ছিলনা। উপরন্তু ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, কাতাদাহর ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ﴾ এ আয়াতের উপর মন্তব্য যে, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে দেখেছি সঠিক পথ ত্যাগ করে বিচ্যুত হতে, জামা'আত (মু'মিনদের সমাজ) ছেড়ে ধর্মসম্প্রদায়ে ভিড়তে, নিরাপত্তা ছেড়ে বিপন্ন হতে এবং সুন্নাত ত্যাগ করে বিদ'আত গ্রহণ করতে।[৫৩২] ইবনু আবি হাতিমও এ রকম কথা বর্ণনা করেছেন।[৫৩৩]

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করে দিলেন এবং তাদেরকে এমন ঘন অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা বধির, মূক, অন্ধ; কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত

আরবী ভাষায় مَثَلٌ কে مِثْلٌ বলা হয়। বহুবচনে امثال হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾﴾

"এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝে।"[৫৩৪] আর এ সকল উপমা যা মানুষের জন্য উপস্থাপিত হয় তা আলিমগণ ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। মুনাফিক যখন হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহি ক্রয় করে আর নিরেট অন্ধত্ব তাকে পেয়ে বসে এমন মুনাফিকের আল্লাহ তুলনা করেছেন এমন লোকের সঙ্গে যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন জ্বলল আর চতুর্দিক আলোকিত করল তখন লোকটি তাথেকে উপকৃত হল এবং নিরাপত্তা বোধ করল। অতঃপর আগুন হঠাৎ নিভে গেল। পূর্ণ অন্ধকার লোকটিকে ছেয়ে ফেলল, এখন সে আর কিছুই দেখতে পায়না আর তাথেকে বের হওয়ার পথও পায়না। উপরন্তু লোকটি শুনতেও পায়না আর কথাও বলতে পারেনা। আর সে এমন অন্ধ হল যে, আলো থাকলেও আর দেখতে পাবেনা। এজন্য সে ঐ অবস্থায় আর ফিরে আসতে পারছেনা, এ সব ঘটার পূর্বে সে যে অবস্থায় ছিল। এই হল মুনাফিকের অবস্থা যে হিদায়াতের উপর গুমরাহিকে পছন্দ করে নিয়েছে। এ দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, মুনাফিকরা প্রথমে ঈমান এনেছিল, অতঃপর কুফরী করল, যেমন আল্লাহ কুরআনের অন্যত্র বলেছেন।আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বোজ্ঞ।

আমি যা বর্ণনা করলাম তা ইমাম রাযী তার তাফসীরে আস সুদ্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন এখানে ব্যবহৃত উপমাটি অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে। কারণ, তারা ঈমান এনে প্রথমে আলো অর্জন করল। পরবর্তীকালে নিফাক অনুসরণ করে আলো হারিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। অর্থাৎ তারা চরম

---

৫৩২. তাবারী ১/৩১৬।
৫৩৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৬০।
৫৩৪. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৩।

পেরিশানীর মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগল। কারণ দীনের ক্ষেত্রে পেরেশানীর চেয়ে বড় পেরেশানী আর কিছুই নাই। ইবনু জারীর মনে করেন এই উপমার উপমিত মুনাফিকগণ কখনই ঈমান আনেনি। তার দলীল এই আয়াতঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়।"[৫৩৫] এখানে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, মুনাফিকগণ আদৌ মু'মিন নয়। সুতরাং তাদের ঈমান আনার প্রশ্ন কোথায়?

আসলে সঠিক ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা এই উপমা তাদের নিফাক ও কুফর উভয় অবস্থার জন্য তুলে ধরেছেন। সুতরাং তাদের সাময়িক ঈমান অর্জনের ব্যাপারটি থেকে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। পরে অবশ্য এই ঈমান বিলুপ্ত হয়েছে। এবং তাদের অন্তরে সীল মারা হয়েছে। ইবনু জারীর প্রাসঙ্গিক এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেননি। যেমনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾

"তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না"[৫৩৬] এ কারণেই অনুরূপ উপমা এসেছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে: মুখে কলেমা উচ্চারণ করে তারা দুনিয়ার জীবন আলোকিত করল। কিন্তু কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত হবে।

তিনি আরও বলেন, তেমনি جماعة (দল)-কে বহুবচনের পরিবর্তে একবচনে ব্যবহারও ঠিক হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾

"তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে।"[৫৩৭] অর্থাৎ তাদের চোখ ছানাবড়া হওয়ায় মনে হচ্ছে তাদের উপর মৃত্যু চেপে বসেছে। এখানেও বহুবচনের পরিবর্তে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। দলের একজনকে সম্বোধন করে পূর্ণ দলকে বুঝানোর দৃষ্টান্ত হল:

﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একজন মানুষের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতই।"[৫৩৮] তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

"যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি (অর্থাৎ তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)।"[৫৩৯] অর্থাৎ তাদের তাওরাত বহনের উপমা হল গাধার বোঝা বহনের মত।

---

৫৩৫. সূরাহ বাকারা, ২:৮।
৫৩৬. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:৩।
৫৩৭. সূরাহ আহযাব, ৩৩:১৯।
৫৩৮. সূরাহ লুকমান, ৩১:২৮।
৫৩৯. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:৫।

একদল বলেন, ﴿مَثَلَ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ মূলত ছিল مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا অপর দল বলেন, অগ্নি প্রোজ্জ্বলক এখানে দলের পক্ষ হতে আগুন জ্বালাল। আরেক দল বলেন, الذي এখানে الذين অর্থ প্রকাশের জন্য এসেছে। যেমন কবি বলেনঃ

وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ　　هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ

এ প্রসঙ্গে **আমার** (ইবনু কাসীর) **বক্তব্য** এই: আলোচ্য আয়াতেও দেখতে পাই আল্লাহ তা'আলা একবচন ব্যবহার করে বহুবচনের অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি একবচনে ﴿فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ﴾ এর জবাবে বহুবচনে ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ﴾ ব্যবহার করেছেন। তেমনি ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ﴾ আয়াতাংশেও বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এ ধরণের বাক্য সর্বাধিক অলঙ্কারিক বলে বিবেচিত। আল্লাহর কথা ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ﴾ মানে যা তাদেরকে উপকৃত করছিল আল্লাহ তা সরিয়ে নিলেন, এটাই হচ্ছে আলো, আর যা তাদের ক্ষতি করে তার মধ্যে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন, তা হল অন্ধকার, আর ধোঁয়া। আল্লাহ বলেন, ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ﴾ তাহল তাদের সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং মুনাফিকী। لَّا يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তারা সঠিক পথ **দেখতে বা তার দিক চিহ্নিত করতে অক্ষম।** উপরন্তু তারা صُمٌّ আর এজন্য তারা পথের নির্দেশনা শুনতে **পারেনা** بُكْمٌ **কথা বলতে পারেনা যা তাদেরকে উপকার দিত** عُمْىٌ ঘোর অন্ধকার আর ভ্রষ্টতায়। তেমনি **আল্লাহ বলেছেন** ﴿فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ﴾ **"প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয়, বরং বুকের ভিতর যে হৃদয় আছে তা-ই অন্ধ।"**[৫৪০] এ জন্য হিদায়াতের যে অবস্থানে তারা পূর্বে ছিল সেখানে আর ফিরে **যেতে পারছেনা, কারণ**, তা তারা ভ্রষ্টতার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরিদের বক্তব্য

সুদ্দী তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন: ০[আবূ মালিক][আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ ০[মুর্রাহ আল-হামদানী][ইবনু মাসউদ (রাঃ)] **ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)**]০ তারা সকলে ﴿فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ﴾ আয়াতটির **ব্যাপারে বলেন, মদীনায় দলে দলে লোক যখন নাবী (ﷺ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করল,** তখন তারাও **ইসলামে প্রবেশ করল। অতঃপর তারা মুনাফিক হল।** এ ব্যাপারটি সেই ব্যক্তির মত, যে লোক আগুন **জ্বালিয়ে চারদিক আলোকময় করল,** ভাল-মন্দ দেখে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করল। হঠাৎ আগুন **নিভে গেল।** এখন আর সে ভাল-মন্দ দেখতে পায় না এবং নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে না। **মুনাফিকদের** এই দশা। তারা শির্কের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন ইসলাম গ্রহণ করল, ভাল, মন্দ, হালালা হারাম সবকিছু চিনতে পারল। তারপর আবার যখন কাফির হল, ভাল-মন্দ ও হালাল, হারাম বোধ হারিয়ে ফেলল। মুজাহিদ বলেন, ﴿فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ﴾ বলতে মু'মিনের সঙ্গে হিদায়াতের দিকে তাদের অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়। আতা আল-খুরাসানী বলেন, ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ আয়াতাংশ হল মুনাফিকদের উদাহরণ। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ দেখে ও চিনে বটে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হওয়ায় তা কবুল করতে পারে না। ইবনু আবূ হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ, হাসান, সুদ্দী রাবী' বিন আনাস প্রমুখ হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন।

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا....﴾ আয়াতাংশের শেষ পর্যন্ত - অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেছেন। তিনি বলেন, এগুলো হল: মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। যখন তারা ঈমান

---

৫৪০. সূরাহ হাজ্জ, ২২:৪৬।

আনল, তাদের অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হল, যেভাবে আগুন জ্বালালে চারদিক আলোকিত হয়। তারপর যখন কাফির হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের আলো বিলুপ্ত করে দিলেন, যেভাবে আগুন নিভে গেলে বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা অন্ধকারে পতিত হয়ে কিছু দেখতে পায় না।ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আওফী বলেন, নূর হল তাদের মুখে উচ্চারিত ঈমানের কথা এবং জুলমাত হল তাদের মুখের কুফরী ও নিফাকের বাক্যাবলী। তারা হিদায়াতে ছিল এবং পরে তারা পথ হারিয়েছে।

ইবনু জারীরের বক্তব্যের সমর্থনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি বর্ণনা আলী বিন আবূ তালহা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, আলোচ্য উপমাটি আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য প্রদান করেছেন। তারা মুখে ইসলামের কথা বলে মুসলমানরূপে গণ্য হয়। তাদের সমাজে বিবাহ-সাদী করে। তাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাদের গনীমতের মালের অংশ পায়। যখন মুনাফিকদের মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তার এই সম্মান ও অধিকার লোপ করেন। ঠিক আগুন নিভে গেলে যেভাবে আলো লোপ করা হয় তেমনি।

আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, {রাবী' বিন আনাস}{আবুল আলিয়াহ} থেকে বর্ণিত, ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ এই উপমার তাৎপর্য হল: আগুন নিভে গেলে যেভাবে আলো চলে যায়, তেমনি মুনাফিকের ঈমানের আলো কুফরীতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। যখন মুনাফিক মুখে শাহাদাত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করে, তখন সে আলো পায়। যখন আবার সংশয় জাগে, অমনি অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। দহহাক বলেন, ﴿ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ﴾ **"আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করে দিলেন।"** অর্থাৎ তারা ঈমানের কথা বলে যে নূর অর্জন করেছিল তা আল্লাহ তুলে নেন। আবদুর রায্যাক মা'মারের বরাতে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ اَضَاۤءَتْ مَا حَوْلَهٗ﴾ **"তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল"** আয়াতটির তাৎপর্য হলঃ শাহাদাত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাদেরকে আলো দান করল। দুনিয়ায় মু'মিন সাজল। ফলে তারা দুনিয়ায় পানাহার অর্জন করল। তাদের বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা হল। জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা হল। যখন মারা যাবে আল্লাহ তা'আলা সেই আলো কেড়ে নিয়ে তাদেরকে চরম অন্ধকারে নিক্ষেপ করবেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পাবে না।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাঈদ কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন: মুনাফিকরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দুনিয়ার জীবন আলোকময় করে। মু'মিনদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করে। তাদের গনীমতের সম্পদের ভাগ পায়। তাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাদের হাতে জান-মালের নিরাপত্তা পায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিক এই পার্থিব আলো হতে বঞ্চিত হয়। কারণ, তার অন্তরে ঈমান নেই। তার আমলও সঠিক নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ﴾ **"এবং তাদেরকে এমন ঘন অন্ধকারে ফেলে দিলেন"** আলী বিন আবূ তালহা ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ﴾ **"এবং তাদেরকে এমন ঘন অন্ধকারে ফেলে দিলেন"** অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী আযাবের অন্ধকারে। {মুহাম্মাদ বিন ইসহাক}{মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ}{ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} হতে বর্ণনা করেন, ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ﴾ অর্থাৎ তারা কুফরীর অন্ধকার ছেড়ে ঈমানের আলোতে এসে সব কিছু দেখতে পেয়েছিল। অতঃপর আবার কুফরী ও নিফাক গ্রহণ করে সেই আলো নিভিয়ে দিল। ফলে হিদায়াতের পথ দেখতে পায় না এবং সত্যের উপর কায়েম থাকতে পারছে না। আস-সুদ্দী তার তাফসীরে স্বসানাদে বর্ণনা করেন, ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ﴾ অর্থাৎ তাদের নিফাকীর অন্ধকারে। হাসান আল-বাসরী বলেন, ﴿وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا

﴿يُبْصِرُوْنَ﴾ অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুনাফিকদের বদ আমলগুলো অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। কোন নেক আমল সে পাবে না যা প্রমাণ দিবে যে, সে শাহাদাৎ প্রদানকারিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আস সুদ্দী স্বসানাদে বর্ণনা করেন, ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ **"তারা বধির, মূক, অন্ধ"** অর্থাৎ তারা হেদায়াতের কথা শুনে না, সুপথ দেখে না এবং তা বুঝেও না। আবুল আলিয়াহ ও কাতাদাহ বিন দাআমাহ এ মত ব্যক্ত করেছেন। ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ﴾ **"কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না।"** আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হিদায়াতের পথে ফিরবে না। রাবী' বিন আনাসও অনুরূপ কথা বলেছেন। আস সুদ্দী স্বসানাদে বলেন, ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ﴾ অর্থাৎ তারা ইসলামে ফিরে আসবে না। لَا يَرْجِعُوْنَ সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন, তারা তাওবা করবে না আর উপদেশও লাভ করবে না।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর মেঘ, যাতে আছে গাঢ় অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক, বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

২০. বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়, যখনই বিদ্যুৎ-চমক তাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তখনই তারা পথ চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে পারতেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুনাফিকদের আরেকটি দৃষ্টান্ত

এটা মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহর দেয়া আরেকটি দৃষ্টান্ত, যারা কখনও সত্যকে চিনতে পারে এবং তাতে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। যখন তারা সন্দেহ সংশয় আর কুফরীতে ভুগে তখন তাদের অন্তরগুলো كَصَيِّبٍ অর্থাৎ "বৃষ্টি" যেমনটি ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী[৫৪১] আর তেমনি, আবূ আলিয়্যাহ, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবাইর, 'আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ, আতিয়্যাহ, আওফী, 'আতা খুরাসানী, সুদ্দী এবং রবী' বিন আনাস দৃঢ়ভাবে বলেছেন।[৫৪২] দহ্হাক বলেছেন - "তা হল মেঘ।"[৫৪৩] তবে অধিক গৃহীত মত হচ্ছে তার অর্থ বৃষ্টি যা নেমে আসে وَّرَعْدٌ এ, এখানে যার অর্থ সন্দেহ, কুফরী ও মুনাফিকী। যা অন্তরকে ভয়ে প্রকম্পিত করে। মুনাফিকরা সাধারণতঃ ভয়ে ভীত ও আতঙ্কিত থাকে, যেমন আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন– ﴿يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾

"কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল)।"[৫৪৪]এবং

---

৫৪১. তাবারী ১/৩৩৪।
৫৪২. ইবনু আবী হাতিম ১/৬৬।
৫৪৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৬৭।
৫৪৪. সূরাহ মুনাফিকূন, ৬৩:৪।

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝﴾

"তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই মধ্যের লোক, তারা কক্ষনো তোমাদের মধ্যের লোক নয়, প্রকৃতপক্ষে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত লোক। তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার জায়গা পেলে কিংবা গিরিগুহা বা ঢুকে থাকার মত জায়গা পেলে সেখানেই তারা ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে যেত।"[৫৪৫]

البرق (বিদ্যুৎ) হল ঈমানের আলো যা কখনও কখনও মুনাফিকদের অন্তরে অনুভূত হয়।

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝﴾

"বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" অর্থাৎ তাদের সতর্কতা তাদেরকে কোন ফল দেয়না কেননা তারা আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ۝﴾

"তোমার কাছে কি সৈন্য বাহিনীর খবর পৌঁছেছে? ফেরাউন ও সামূদের? (আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের লোক-লস্কর কোন কাজে আসেনি)। তবুও কাফিররা সত্য প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে। আর আল্লাহ্‌ আড়াল থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছেন।"[৫৪৬]

الصواعق শব্দটি صاعقة -এর বহুবচন।আর তা কঠিন বজ্রধ্বনির সময় আসমান থেকে পতিত হয়। আল-খালীল বিন আহমাদ صاعقة-এর ব্যাপারে কিছু কিছু মুফাসসির থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন, তা صاعقة - صعقة- صاقعة -এর বহুবচন। যেমনটি হাসান আল-বাসরী বর্ণনা করেছেন, তিনি তিলাওয়াত করেন, من الصواقع حذر الموت এ বাক্যে ق কে পূর্বে এনে পাঠ করেছেন। যেমন আবূ নাজম তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

يَحْكُوكَ بِالْمَثْقُولَةِ الْقَوَاطِعِ شَفَقُ الْبَرْقِ عَنِ الصَّوَاقِعِ

নাহ্হাস বলেন, এটি বানী তামীম ও বানী রাবীআহ গোত্রের কিছু কিছু লোকের ভাষা। আর কুরতুবীও তার তাফসীরে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ **"বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়"** অর্থাৎ যেহেতু বিদ্যুৎ নিজেই খুব শক্তিশালী এবং যেহেতু তাদের বোধশক্তি দুর্বল, তা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেয়না। 'আলী বিন 'আবী তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ এ আয়াতের উপর মন্তব্য করেছেন যে, "কুরআন মুনাফিকদের প্রায় সকল গোপন কথা উল্লেখ করেছে।[৫৪৭] আলী বিন আবূ তালহাহ্ আরো বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস বলেছেন ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ﴾-এর অর্থ: "যখনই মুনাফিকরা ইসলামের বিজয়ের অংশ লাভ করে, তখন তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়। ইসলাম যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন তারা কুফরীতে ফিরে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়।[৫৪৮] যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যারা শেষ সীমায় অবস্থান করে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে। অতঃপর তার কল্যাণ হলে, তা নিয়ে সে তৃপ্ত**

---

৫৪৫. সূরাহ তাওবা ৯:৫৬-৫৭।
৫৪৬. সূরাহ বুরূজ, ৮৫:১৭-২০।
৫৪৭. তাবারী ১/৩৪৯।
৫৪৮. তাবারী ১/৩৪৯।

থাকে।" মুহাম্মাদ বিন ইসহাকও বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ **"যখনই বিদ্যুৎ চমক তাদের সামনে প্রকাশিত হয়, তখনই তারা পথ চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়"** তারা সত্যকে চিনতে পারে এবং এর সম্পর্কে বলাবলি করে। কাজেই তাদের বলাবলি করাটা সঠিক, কিন্তু তারা যখন আবার কুফরীতে ফিরে যায় তারা আবার ধোঁকায় পড়ে যায়।[৫৪৯] এ কথা আবূ আলিয়্যাহ, হাসান বাসরী, কাতাদাহ, রবী' বিন আনাস এবং সুদ্দীও সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেছেন, আর এটা খুবই স্পষ্ট ও সঠিক মত। আল্লাহই ভাল জানেন।[৫৫০]

ফলস্বরূপ, বিচারের দিনে নিজেদের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে ঈমানদারগণ আলো প্রাপ্ত হবে। কারো আলো কয়েক মাইল আলোকিত করবে, কারো বেশি, কারো কম। কারো আলো কখনও জ্বলে উঠবে, কখনও নিভে যাবে। তারা (জাহান্নামের উপরস্থিত) পুলসিরাতে আলোর মধ্যে হাঁটবে, আর থেমে যাবে যখন আলো নিভে যাবে। কতক লোকের মোটেই আলো থাকবেনা, এরা হল সেই সমস্ত মুনাফিক যাদের **বর্ণনায় আল্লাহ বলেছেন:**

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে- 'তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের জ্যোতি থেকে আমরা কিছুটা নিয়ে নেই।' তাদেরকে বলা হবে- 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও আর আলোর খোঁজ কর'।"[৫৫১] এবং তিনি মু'মিনদের হাক্ক সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمٰنِهِم بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ﴾

"সে দিন তুমি মু'মিন ও মু'মিনাদের দেখবে, তাদের সামনে আর তাদের ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।"[৫৫২] এবং

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"সে দিন আল্লাহ নবীকে আর তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। (সেদিনের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে মু'মিনদের রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে তাদের সামনে আর তাদের ডান পাশে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও আর আমাদেরকে ক্ষমা কর; তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৫৫৩]

প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ

৩৮৫. (দঈফ): সাঈদ বিন আবূ আরুবা কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেন, ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ﴾ আয়াতটি সম্পর্কে নাবী (ﷺ) বলেছেন,

---

৫৪৯. তাবারী ১/৩৪৬।
৫৫০. ইবনু আবী হাতিম ১/৭৫।
৫৫১. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১৩।
৫৫২. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১২।
৫৫৩. সূরাহ আত তাহরীম, ৬৬:৮।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يُضِيءُ نُورُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَدَنَ، أَوْ بَيْنَ صَنْعَاءَ وَدُونَ ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُضِيءُ نُورُهُ إِلَّا مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ

মু'মিনদের কারও নূর এত বেশি হবে যে, মদীনা হতে আদন পর্যন্ত স্থান আলোকময় হবে। কারও নূর আবার এত কম হবে যে শুধু দু' কদম স্থান আলোকময় হবে।[৫৫৪] ইবনু জারীর ও ইবনু আবূ হাতিম ইমরান বিন দাউদ আল কাত্তান-এর হাদীস্র থেকে কাতাদাহ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

মিনহাল বিন আমর কায়স ইবনুস সুকান আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন প্রত্যেক ঈমানদারকে তার ঈমান অনুপাতে নূর প্রদান করা হবে। কেউ একটা খেজুর বৃক্ষ আলোকিত করার মত নূর পাবে। কেউ আবার তার বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ নূর পাবে যা কখনও জ্বলবে আবার কখনও নিভে যাবে।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, ইবনুল মুসান্না ইবনু ইদরীস তার পিতা (ইদরীস) মিনহাল হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা (আবূ হাতিম) মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফিসী ইবনু ইদরীস আমার পিতা (ইদরীস) মিনহাল বিন আমর কায়স ইবনুস সাকান আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ﴿نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ﴾ এ আয়াতের উপর মন্তব্য করেছেন যে, "তাদের 'আমল অনুপাতে তারা সিরাত পার হবে। কেউ আলো পাবে পাহাড়ের সমান বেশি, আবার অন্যদের আলো হবে খেজুর গাছের সমান। সবচেয়ে কম আলো পাবে তারা যাদের বৃদ্ধাঙ্গুলে নূর থাকবে আর তা একবার আলোকিত হবে আরেকবার নিভে যাবে।[৫৫৫]

ইবনু আবী হাতিম আরো বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আহমাসী আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী উতবাহ ইবনুল ইয়াকযান ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "পুনরুত্থানের দিন তাওহীদের অনুসারী প্রত্যেক লোক আলো প্রাপ্ত হবে। মুনাফিকের আলো নিভে যাবে। যখন ঈমানদারগণ মুনাফিকদের আলো নিভে যেতে দেখবে, তখন তারা শংকিত হয়ে যাবে। তখন তারা অনুনয় বিনয় করে বলবে ﴿رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও।"**[৫৫৬]

দহ্হাক বিন মুযাহিম বলেছেন, "পুনরুত্থানের দিনে প্রত্যেককেই আলো দেয়া হবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। যখন তারা সিরাতে পৌঁছবে তখন মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে। বিশ্বাসীরা যখন তা দেখবে তখন শংকিত হয়ে পড়বে এবং দুআ' করবে ﴿رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও।"**

মু'মিন ও কাফেরদের প্রকারভেদ

আমলের ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন প্রকারের। সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াতে (২:২-৫) মু'মিনদের বর্ণনা আছে। পরবর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের বর্ণনা আছে। মুনাফিক আছে দু'প্রকারের ঃ পুরোপুরি মুনাফিক - যাদের উল্লেখ করা হয়েছে আগুনের দৃষ্টান্তে, আর ইতস্ততকারী মুনাফিক যাদের বিশ্বাসের আলো কখনও জ্বলে কখনো নিভে যায়। বৃষ্টির উদাহরণ নাযিল হয়েছিল এই প্রকারের মুনাফিক সম্পর্কে যারা প্রথম প্রকারের মত খারাপ নয়।

---

৫৫৪. তাবারী ৩৩৬১৪, ৩৩৬১৫। উক্ত হাদীস্রটি কাতাদাহ থেকে মাকতূ' সূত্রে বর্ণিত, আর তার মাঝে অস্পষ্টতা থাকায় তার উপর নির্ভর করা যায়না। **তাহকীক:** দঈফ। দ্রষ্টব্য সূরাহ হাদীদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৫৫৫. তাবারী ৩৩/১৭৯।

৫৫৬. সূরাহ আত তাহরীম, ৬৬:৮।

এটি ঐ দৃষ্টান্তগুলোর মত যা সূরা নূরের মধ্যে আছে (২৪) ঐ মু'মিন এবং আল্লাহ তার অন্তরে যে বিশ্বাস রেখে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্তের মত যাকে তুলনা করা হয়েছে উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে যা উদীয়মান নক্ষত্রের মত। এই হল সেই মু'মিন যার অন্তর বিশ্বাসে গঠিত আর তা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে তার কাছে অবতীর্ণ আসমানী আইন বিধান দ্বারা কোন প্রকার অপবিত্রতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াই- যে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আমরা জানতে পারব।

আল্লাহ কাফিরদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যারা মনে করে যে, তাদের কাছে কিছু আছে, কিন্তু বাস্তবে তাদের কাছে কিছুই নেই, এরা হচ্ছে এ সব লোক যাদের আছে মূর্খতার উপর মূর্খতা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا﴾

"আর যারা কুফুরী করে তাদের কাজকর্ম হল বালুকাময় মরুভূমির মরীচিকার মত। পিপাসার্ত ব্যক্তি সেটাকে পানি মনে করে অবশেষে সে যখন তার নিকটে আসে, সে দেখে ওটা কিছুই না।"[৫৫৭]

অতঃপর আল্লাহ মূর্খ কাফিরদের উদাহরণ দিয়েছেন, যারা সাদাসিধে মূর্খ। আল্লাহ বলেন,

﴿اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ﴾

"অথবা (কাফিরদের অবস্থা) বিশাল গভীর সমুদ্রে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘ, একের পর এক অন্ধকারের স্তর, কেউ হাত বের করলে সে তা একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই।"[৫৫৮]

কাজেই আল্লাহ কাফিরদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করেছেন, কুফরির পথে ওকালতিকারী আর অনুসারী। সূরা হজ্জের প্রথমে আল্লাহ এ দু'টি দলের উল্লেখ করেছেন

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ﴾

"কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে, আর প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।"[৫৫৯] এবং

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ﴾

"তবুও মানুষের মধ্যে এমন আছে যারা জ্ঞান, পথের দিশা ও কোন আলোকপ্রদানকারী কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।"[৫৬০]

আবার আল্লাহ সূরা ওয়াকিয়াহর (৫৬) প্রথমে এবং শেষে মু'মিনদের দল ভাগ করেছেন। তিনি সূরা ইনসানে (৭৬) তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, সাবিকীন (অগ্রগামী) তারা নিকটবর্তী (মুকাররিবূন) এবং আসহাবুল ইয়ামীন (ডানদিকের সঙ্গী) আর তারা সৎকর্মশীল (আবরার)।

সংক্ষেপে, এ আয়াতগুলো মু'মিনদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, নিকটবর্তীগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। আবার অবিশ্বাসীরাও দু'প্রকারের প্রবক্তা ও অনুসারী। মুনাফিকরাও দু'প্রকারের খাঁটি মুনাফিক এবং যাদের মধ্যে কিছু মুনাফিকী আছে।

৩৮৬. (সহীহ): সহীহাইন লিপিবদ্ধ করেছে আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

---

৫৫৭. সূরাহ আন নূর, ২৪:৩৯।
৫৫৮. সূরাহ আন নূর, ২৪:৪০।
৫৫৯. সূরাহ হাজ্জ, ২২:৩।
৫৬০. সূরাহ হাজ্জ, ২২:৮।

"ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: مَنْ إِذَا حَدَّث كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"

"তিনটি চরিত্র যার মাঝে রয়েছে সে কট্টর মুনাফিক। আর যার মাঝে তার একটি চরিত্র পাওয়া যাবে তা বর্জন না করা পর্যন্ত সে মুনাফিক চরিত্রের লোক। সেই চরিত্র তিনটি হলো: (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে, (৩) যখন সে আমানত রাখে খেয়ানত করে।"[৫৬১] কাজেই, মানুষের মাঝে আংশিক ঈমান এবং আংশিক মুনাফিকী থাকতে পারে হয় কাজে যেমন এ হাদীস উল্লেখ করে, নয়তবা বিশ্বাসে যা আয়াত (২:২০) বর্ণনা করে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে যেমন ঈমানী চরিত্র বিদ্যমান থাকে তেমনি মুনাফিকী চরিত্রও বিদ্যমান থাকতে পারে। এটা যেমন আকীদা-বিশ্বাসে দেখা দিতে পারে, তেমনি দেখা দিতে পারে আমল আখলাকে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় এবং পূর্বসূরি আলিমগণ এই অভিমতই পোষণ করতেন। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা ইনশাআল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

অন্তরের প্রকারভেদ

৩৮৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ∘[আবূ নাদর][আবূ মুআবিয়াহ শায়বান][লায়স (বিন আবূ সুলায়ম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন)][আমর বিন মুর্রাহ][আবুল বাখতারী][............][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)]∘ বলেছেন যে, আল্লাহর নাবী (সাঃ) বলেছেন:

"الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدُ، فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِر، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلَافِهِ، وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ، وَقَلْبٌ مُصَفَّح، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ، عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، ومَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ، يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدّها الْقَيْحُ وَالدَّمُ، فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ"

মানুষের আত্মা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী: প্রদীপের মত উজ্জ্বল এবং হীরকের মত স্বচ্ছ ধবধবে। দ্বিতীয়: আত্মা আবৃত ও রুদ্ধ। তৃতীয়: অন্ধত্বের রোগে আক্রান্ত ও চতুর্থ শ্রেণীর: ঈমান ও নিফাকের সংমিশ্রণে ঘোলাটে বর্ণ। প্রথম শ্রেণীর আত্মা মু'মিনদের যা ঈমানের নূরে দীপ্ত সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা কাফিরদের যাতে আলো প্রবেশের কোন পথ নেই। তৃতীয় শ্রেণীর আত্মা কট্টর মুনাফিকদের যা ইসলামের আলো পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছে। চুতর্থ শ্রেণীর আত্মা সাধারণ মুনাফিকদের যাতে ঈমানের আলো ও কুফরীর অন্ধকারে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। ঈমানের উদাহরণ হল সেই সবুজ শস্যটি যা পবিত্রতম পানির আদ্রতা লাভ করে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। আর মুনাফিকীর উদাহরণ হল সেই বিষ ফোঁড়া বা ক্ষতস্থানটি যা হতে অহরহ পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ দুটি মৌল জিনিসের মধ্যে যেটি বিজয়ী হয়, সেটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।[৫৬২] উক্ত হাদীসের সানাদ বিশুদ্ধ ও উত্তম।

---

৫৬১. সহীহুল বুখারী ৩৪, মুসলিম ৫৮। **তাহক্বীক্ব আলবানী:** সহীহ।

৫৬২. আহমাদ ১০৭৪৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫১৫৮। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানদটি লায়স-এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল ও আবুল বাখতারী তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি। উল্লেখ যে, মুসান্নিফ সানাদে বর্ণিত লায়সকে লায়স বিন সা'দ মনে করে তিনি সানাদটিকে হাসান বলেছিলেন। কিন্তু সানাদে বর্ণিত লায়স-এর নাম লায়স বিন আবূ সুলায়ম। তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল হিসেবে পরিচিত (মাজমা' আয-যাওয়াইদ ২২৪)। **তাহক্বীক্ব আলবানী:** দঈফ।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾ **"আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে পারতেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"**

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ ইকরিমাহ অথবা সবাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ﴾ সম্পর্কে বলেছেন যে, "যেহেতু জ্ঞান লাভের পর তারা সত্যকে পরিত্যাগ করেছিল।"

﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾ **"আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"** সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন– "আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে শাস্তিদানে বা ক্ষমা করতে সক্ষম যেভাবে তিনি চান।"[৫৬৩]

ইবনু জারীর বলেন, "আল্লাহ যে এ আয়াতে নিজেকে সবকিছু করতে সক্ষম বলে বর্ণনা করেছেন তা হল মুনাফিকদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী এবং নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতে সক্ষম।[৫৬৪]

ইবনু জারীর এবং তাফসীরের আরো অনেক বিদ্বানগণ বলেছেন যে, এ দুটো দৃষ্টান্ত একই প্রকারের মুনাফিকদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। কাজেই ﴿اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ﴾ এতে "অথবা" ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا﴾ **"আর তাদের মধ্যেকার পাপাচারী অথবা কাফিরের আনুগত্য কর না"**[৫৬৫] মুনাফিকদের জন্য যে কোন একটি উদাহরণ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। কুরতুবি বলেছেন যে, "অথবা" শব্দটি দু'টি দৃষ্টান্তেরই যথাযোগ্যতা দেখানোর জন্য যেমন কেউ বলে- "হাসান অথবা ইবনু শিরিনের সাথে বসো'। যামাখশারীর মতে– "কাজেই-এর অর্থ এ লোকগুলোর প্রক্যেকেই অন্যের সমান, অতএব তুমি তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে বসতে পার। "অথবা"-এর অর্থ হয়েছে "যে কোন একজন"। আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে এ দুটো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কারণ দৃষ্টান্ত দুটো যথাযথভাবে তাদের ধরণ বর্ণনা করছে।"

আমি (ইবনু কাসীর) বলব: এ বর্ণনাগুলো মুনাফিকদের ধরণ সম্পর্কিত, কারণ তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা আমরা পূর্বেই বলেছি। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ এ ধরণগুলো সূরা বারা'আতে (৯) উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি এবং তাদের মধ্যে কথাটি তিনবার বলেছেন যাতে তাদের ধরণ, বৈশিষ্ট্য, কথা ও কাজের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে উল্লেখিত দুটি দৃষ্টান্ত দু'রকমের মুনাফিকের বিবরণ দিচ্ছে যাদের বৈশিষ্ট্য একই রকম। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ সূরা নূর-এ দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, একটি কুফরীর প্রবক্তাদের জন্য, অন্যটি কুফরির অনুসারীদের জন্য। তিনি বলেছেন: ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ﴾ **"আর যারা কুফরী করে তাদের কাজকর্ম হল বালুকাময় মরুভূমির মরীচিকার মত"** থেকে ﴿اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ﴾ **"অথবা (কাফিরদের অবস্থা) বিশাল গভীর সমুদ্রে গভীর অন্ধকারের ন্যায়"**[৫৬৬] পর্যন্ত।

প্রথম উদাহরণটি নেতৃস্থানীয় অনুসৃত কাফিরদের যাদের অজ্ঞতা জটিল ধরণের আর দ্বিতীয়টি অনুসারীদের জন্য যাদের অজ্ঞতা সাদাসিধে। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

৫৬৩. ইবনু আবী হাতিম, ১/৭৬।
৫৬৪. তাবারী ১/৩৬১।
৫৬৫. সূরাহ ইনসান, ৭৬:২৪।
৫৬৬. সূরাহ আন নূর, ২৪:৩৯-৪০।

২১. হে মানুষ! 'তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী (পরহেযগার) হতে পার'।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

তাওহীদ উলূহিয়্যাহ

অতঃপর আল্লাহ নিজের এককত্বের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, অনস্তিত্ব থেকে জীবন দান করে তিনি তাঁর বান্দাহদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাদেরকে দয়ামায়ায় ঘিরে রেখেছেন যা গোপনীয় এবং দৃশ্যমান। তিনি পৃথিবীকে তাদের জন্য বিশ্রামের জায়গা বানিয়েছেন, ঠিক বিছানার মত, সুদৃঢ় পর্বতরাজি দিয়ে যাকে সুস্থির রেখেছেন। وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً অর্থাৎ "একটা ছাদ"। তেমনি আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন– ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ﴾ **"আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু এ সবের নিদর্শন থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।"**[৫৬৭] ﴿وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ **"আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে"** অর্থাৎ মেঘের মাধ্যমে, যখন তাদের বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। যার ফলে মানুষ ও গরুবাছুরের খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন প্রকার শাকশজি ও ফলফলাদি জন্মে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে দানের কথা আল্লাহ বার বার বলেছেন।

এ আয়াতের মতই আরেকটি আয়াত আছে, তা হল, আল্লাহর কথা

﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে করেছেন মেঝে, আর আকাশকে করেছেন ছাদ। তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদেরকে রিযক দান করেন। এ হলেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই মহিমা গৌরব আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।"[৫৬৮] এ সকল আয়াতের উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। সমগ্র বিশ্বময় বসবাসকারী জীবকুল ও ছড়ানো সীমাহীন সম্পদের একমাত্র প্রভুত্ব ও মালিকানা তাঁরই। সুতরাং তিনিই ইবাদত লাভের একমাত্র অধিকারী এবং অন্য কারও এতে বিন্দুমাত্র অংশ নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিলেন: ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ **"কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না।"**

৩৮৮. (সহীহ): সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিমে) ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

---

৫৬৭. সূরাহ আম্বিয়াহ, ২১:৩২।
৫৬৮. সূরাহ মু'মিন, ৪০:৬৪।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وهو خلقك"

তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় পাপ কোন্টি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করা অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।[৫৬৯]

৩৮৯. (স্বহীহ): অনুরূপ অর্থে মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি হাদীস্র: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন: " أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ أَنْ يَعْبُدُوهُ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" তোমরা কি জান, বান্দার কাছে আল্লাহ তা'আলার বড় দাবী কী? অতঃপর বললেন, তা হল একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং কোনভাবেই কাউকে তাঁর অংশীদার না করা।[৫৭০]

৩৯০. (স্বহীহ): ভিন্ন আরেকটি হাদীস্র: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ لِيَقُلْمَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ"

তোমরা কখনও এরূপ বলো না, আল্লাহ ও অমুক যা চান, বরং এরূপ বল, আল্লাহ যা চান, অতঃপর অমুক যা চান।[৫৭১]

৩৯১. (স্বহীহ): হাম্মাদ বিন সালামাহ বলেন, ০[আবদুল মালিক বিন উমায়র][রিবঈ বিন হিরাশ][তুফায়ল বিন সাখবারাহ (তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই)]০ বলেন, আমি একদিন স্বপ্নে একদল দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলল- আমরা ইয়াহুদী। অতঃপর আমি প্রশ্ন **করলাম, তোমরা উযায়র (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর** পুত্র বল কেন? তারা পাল্টা প্রশ্ন করল: তোমরা "আল্লাহ যা চান ও মুহাম্মাদ যা চান" বল কেন? অতঃপর আরেকদল লোক দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমরা কারা? তারা উত্তরে বলল: আমরা খৃষ্টান। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহর পুত্র বল কেন? তারা পাল্টা প্রশ্ন করল তোমরা "আল্লাহ ও মুহাম্মাদ যা চান" বল কেন? অতঃপর সকাল বেলা আমি কয়েকজনকে এই স্বপ্নের কথা বললাম এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে সম্পূর্ণ স্বপ্ন বিবৃত করলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই স্বপ্ন আর কাউকেও শুনিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে উপস্থিত সকলকে বললেন,

"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ طُفيلا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ

এই বালক একটি স্বপ্ন দেখেছে, আমি তা তোমাদেরকে জানাচ্ছি। তা এই, তোমরা এমন সব কথা বলে থাক, যা তোমাদেরকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং 'আল্লাহ ও মুহাম্মাদ যদি চান' এমন কথা আর কখনও বলো না। বরং তোমরা বল: "একমাত্র আল্লাহ যা চান"।[৫৭২] ইবনু মারদুবিয়্যাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাম্মাদ বিন সালামাহ-এর হাদীস্র থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ ভিন্ন সানাদে আবদুল মালিক বিন উমায়র থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

---

৫৬৯. সহীহুল বুখারী ৪৭৬১, মুসলিম ৮৬, তিরমিযী ৩১৮২, ৩১৮৩, নাসাঈ ৪০১৩, ৪০১৪, আবূ দাউদ ২৩১০, আহমাদ ৩৬০১, ৪৪০৯, ইবনু হিব্বান, ৪৪১৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৫৭০. সহীহুল বুখারী ২৮৫৬, ৬৫০০, ৭৩৭৩, মুসলিম ৩০, তিরমিযী ২৬৪৩, ইবনু মাজাহ ৪২৯৬, আহমাদ ২১৪৮৬, ২১৪৯৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৫৭১. আবূ দাউদ ৪৯৮০, আহমাদ ২২৭৫৪, ২২৮৭২, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লা ৯৮৫, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১৩৭, স্বহীহ আল-জামি' ৭৪০৬, রাওদাতুল মুহাদ্দিসী ৩৫২১, ৪৮২৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩৩৬৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৫৭২. ইবনু মাজাহ ২১১৮, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১৩৭। সানাদটি ইমাম বুখারীর শর্তে স্বহীহ। যেমনটি বুস্রায়রী বলেছেন, জাবির বিন সামূরাহ থেকে ইবনু হিব্বানে (৫৭২৫) উক্ত হাদীস্রের শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। আর ইমাম ইবনু মাজাহ হুযায়ফাহ-এর হাদীস্র থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৩৯২. (স্বহীহ): সুফইয়ান বিন সাঈদ আস্ব স্বাওরী বলেন, আজলাহ বিন আবদুল্লাহ আল-কিন্দী ইয়াযীদ ইবনুল আস্বাম্ম ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান'। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করছ? বরং তুমি বল: 'একমাত্র আল্লাহ যা চান'।[৫৭৩] ইবনু মারদুবিয়্যাহ, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ তারা সকলে ঈসা বিন যূনুস-এর হাদীস্ব থেকে আজলাহ-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত হাদীস্বসমূহে আল্লাহ তা'আলার একত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকে সমতুল্য অংশীদার বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ **"হে মানুষ! 'তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদাত কর"** আয়াতটি কাফির ও মুনাফিক উভয় গ্রুপের জন্য নাযিল করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে "তোমাদের প্রতিপালক শুধু তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তা নন, এমনকি তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না এবং এককভাবে তাঁরই প্রভুত্ব স্বীকার কর। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং কাউকে তাঁর সমতুল্যও ভেবো না। কারণ, তারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটিই করতে পারে না। তারা তোমাদের প্রতিপালকও নয় এবং তোমাদেরকে ও অন্যান্যকে জীবিকাও সরবরাহ করতে পারে না। তোমরাও একথা ভালভাবেই জান। তোমরা এও ভাল করে জান যে, আল্লাহর রসূল তোমদেরকে যে নির্ভেজাল একত্ববাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আহমাদ বিন আমর বিন আবূ আস্বিম আবূ আমর আবূ দহহাক বিন মাখলাদ আবূ আস্বিম শাবীব বিন বিশর ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾ সম্পর্কে বলেন, আনদাদ অর্থ শিরক। আর তা হচ্ছে রাতের আঁধারে কাঁকর বিছানো পথে চলমান পিপীলিকার চেয়েও শির্ক অতিশয় গুপ্ত ও সূক্ষ্ম জিনিস। মানুষ বলে থাকে, 'আল্লাহর কসম ও তোমার জীবনের কসম! এই কুকুরটি না থাকলে আমার ঘরে চোর আসত এবং ঘরে হাঁসগুলো না থাকলে সবকিছু চুরি হয়ে যেত, ইত্যাদি। এগুলো শির্কী কথা এবং আল্লাহর সাথে শরীক করার শামিল। অপর ব্যক্তির কথা:'যা আল্লাহ চান ও যা তুমি চাও' এ ধরনের বাক্যও শির্কী বাক্য এবং তাওহীদের পরিপন্থী। আরেক ব্যক্তির কথা: আল্লাহ না হলে এবং তুমি নাহলে (আমার সর্বনাশ হত) এরূপ কথাও শির্কী কথা। তোমরা এসকল কথা বলো না। কারণ, এ ধরণের সকল বাক্যই শির্কী বাক্য।

৩৯৩. (স্বহীহ): যেমন হাদীস্বে এসেছে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, 'আল্লাহ ও আপনি যা চান', ফলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানাচ্ছো?[৫৭৪]

৩৯৪. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্বে আছে: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ

আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করলে তোমরা উত্তম জাতি। কিন্তু তোমরা এরূপ বলে থাক যে, 'আল্লাহ যা চান ও অমুক যা চায়' এটা শিরকী বাক্য।[৫৭৫]

---

৫৭৩. দ্রষ্টব্য: ৩৯০ নং হাদীস্ব। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।
৫৭৪. দ্রষ্টব্য: ৩৯০ নং হাদীস্ব। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।
৫৭৫. দ্রষ্টব্য: ৩৯০ নং হাদীস্ব। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

আবুল আলিয়াহ বলেন, ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকেও শরীক কর না এবং কাউকে তাঁর সমতুল্যও ভেব না। রাবী' বিন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ মালিক ও ইসমাঈল বিন খালিদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে একক ও অদ্বিতীয় সত্তা এবং কোন দিক দিয়ে কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়, একথা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করেও তোমরা জানতে পেরেছ। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও তাঁর অংশীদার বানাবে না।

উক্ত আয়াতে কারীমার সমর্থনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্র থেকে বর্ণনাঃ

৩৯৫. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ০[আফফান][আবূ খালফ মূসা বিন খালফ][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর][যায়দ বিন সালাম][তার দাদা মামতূর][হারিস্র আল-আশআরী]০ হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম) কে তার নিজের আমল ও বানী ইসরাঈলদের আমল করার জন্য পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছিলেন। ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) বেখেয়ালে তা বানী ইসলাঈলদের জানাতে বিলম্ব করায় ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা** আপনার চলার ও বানী ইসরাঈলদের দিক **নির্দেশনা দেয়ার জন্য যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ** দিয়েছেন, তা তো এখনও আপনি তাদের জানালেন না। **তা কি আমি তাদের জানাব? তিনি বিব্রত হয়ে বললেন,** আমিই জানাব। আপনি জানালে আমার ভয় হয় **যে, আমার উপর আযাব আসবে,** হয়তো জমিন আমাকে গ্রাস করে নিবে। অতঃপর ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম) বানী ইসরাঈলদের বায়তুল মাকদাসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানালে তথায় জনসমাগমে পরিপূর্ণ হল। তখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন ও গুণগান করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ও তোমাদের অনুসরণের জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন। **প্রথম:** একমাত্র আল্লাহ **তা'আলার ইবাদত করবে** এবং কাউকেও তাঁর সাথে শরীক করবে না। এর দৃষ্টান্ত: এক ব্যক্তি রৌপ্য বা **স্বর্ণের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় করল** এবং তাকে আয়-উপার্জনের কাজে নিয়োগ করল। কিন্তু সে **উপার্জিত সম্পদ নিজ প্রভুর পরিবর্তে অন্যকে দিয়ে দিল, তবে কি তোমরা** দাসটির এই আচরণে সন্তুষ্ট **হতে পার? তাই যেই আল্লাহ তা'আলা** তোমাদের সৃষ্টি করে জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকেও শরীক করো না। **দ্বিতীয়:** স্বলাত কায়েম করা। স্বলাতে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা এদিক-ওদিক না তাকিয়ে মনোযোগের সাথে স্বলাত পড়বে। **তৃতীয়:** তোমরা সিয়াম পালন করবে, এর দৃষ্টান্ত: এক ব্যক্তির নিকট একটি মিশকের পাত্র রয়েছে এবং তার সঙ্গীরা তা থেকে সুঘ্রাণ লাভ করছে। তেমনি রোযাদারের মুখ হতে আল্লাহ তা'আলা মিশক হতেও বেশী সুঘ্রাণ লাভ করেন। **চতুর্থ:** দান-সাদকা করা। এর দৃষ্টান্ত এক ব্যক্তিকে গলায় রশি দিয়ে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন তার যা কিছু সম্পদ আছে তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল। **পঞ্চম:** সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। এর দৃষ্টান্ত: এক ব্যক্তি তার পশ্চাতে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাল। মানুষ আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল হলে শয়তানের আক্রমণ হতে এভাবে রক্ষা পেয়ে থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমিও তোমাদের এমন পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তা হল: সংঘবদ্ধ থাকা,

নেতার কথা শ্রবণ করা, নেতার অনুগত হওয়া, আল্লাহর জন্য হিজরত করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধতা ছেড়ে এক বিঘত দূরে সরল, সে তার গর্দান হতে ইসলামের রজ্জু ছুঁড়ে ফেলল। অবশ্য ফিরে আসলে অন্য কথা। যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের পথে ডাকবে, সে জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হবে। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি সে স্বলাত পড়ে রোযা করে তবুও? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে স্বলাত পড়ে রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান ভাবে তবুও। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যেভাবে মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহর বান্দা ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন, তোমরাও তাদের সেই সব নামে সম্বোধন করবে। কখনও জাহিলী নামে ডাকবে না।[৫৭৬]

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে স্বহীহ হাসান বলেছেন। এ হাদীস দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।

আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শনসমূহ

রাযী এবং অন্যান্যসহ কতক তাফসীরবিশারদ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি হিসেবে এ আয়াতগুলোকে ব্যবহার করেছেন আর তা যুক্তিপ্রদর্শন করার খুবই যথাযোগ্য পদ্ধতি। বস্তুতঃ যে কেউই অস্তিত্বশীল জিনিসের ব্যাপারে চিন্তা করবে উচ্চ ও ইতর শ্রেণীর সৃষ্ট প্রাণী, তাদের বিচিত্র আকার, রং, আচার আচরণ, তাদের ভূ প্রকৃতিগত ভূমিকা ও উপকার, তখন সে তাদের সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, নিপুণতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে পারবে। একবার এক বেদুইনকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সে উত্তর দিয়েছিল "সকল প্রশংসা আল্লাহর! উটের গোবর উটের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, পদ চিহ্ন প্রমাণ করে যে সে হাঁটছিল। যে আকাশ বিশাল তারকারাজিকে ধরে রাখে, যে জমিনে আছে সুন্দর রাস্তাঘাট, আর উর্মিমালাসমন্বিত সমুদ্র এ সব কি প্রমাণ করেনা যে, বড়ই দয়াবান বড়ই জ্ঞানবান আল্লাহ বিদ্যমান।[৫৭৭]

ইমাম রাযী আরও বলেন, বাদশাহ হারূন আর রাশীদ ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন, মানুষের ভাষা, কণ্ঠস্বর ও সুর বৈচিত্রের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান।

তেমনি ইমাম আবূ হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে কতিপয় নাস্তিক আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিলেন, এসব কথা এখন রাখ। আমি এখন অন্য এক চিন্তায় নিমগ্ন। একদল লোক বলে গেল, বাণিজ্যিক মালামাল বোঝাই বিরাট এক নৌকা আপনা আপনি চলছে এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে যাচ্ছে। অথচ তার কোন চালক নেই। প্রশ্নকারী নাস্তিকগণ বলল, আপনি কি চিন্তায় অযথা সময় নষ্ট করছেন? কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে কি এমন কথা বলা সম্ভব? এত বড় নৌকা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে নাবিক ছাড়া কী করে চলতে পারে? তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন, তোমাদের জ্ঞানের কথা ভেবে আমারও অনুশোচনা জাগে। একটি নৌকা যদি নাবিক ছাড়া না চলতে পারে তাহলে

---

৫৭৬. তিরমিযী ২৮৬৩, আহমাদ ১৬৭১৮, মু'জামুল কাবীর ৩৪২৭, আবূ ইয়া'লা ১৫৭১, ইবনু খুযায়মাহ ১৮৯৫, ইবনু হিব্বান ৬২৩৩, স্বহীহ কুনূযুস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ ১/১৭৯ হা/৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ২৬০৪, স্বহীহ আল-জামি' ১৭২৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৫৭৭. আর-রাযী ২/৯১।

এই বিশাল ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডলী ও এর অসংখ্য সৃষ্টিকূল কী করে পরিচালক ছাড়া সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে? জেনে রাখ, সেই পরিচালকই হলেন নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ তা'আলা। নাস্তিকরা তার জবাবে বিস্মিত হয়ে হতভম্ভ হল এবং জবাবের সারবত্তা ও সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হয়ে গেল।

ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিলেন, তুঁত গাছের পাতা এক, তার রং এক, স্বাদ এক, রসও এক। গরু-ছাগল, হরিণ, মাকড়, মৌমাছি, গুটি পোকা ইত্যাকার বহু প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ তার পাতা খায় ও রস পান করে। অথচ গুটি পোকা দেয় রেশম, মৌমাছি দেয় মধু, ছাগল-গরু দেয় দুধ ও গোবর এবং হরিণ মিশক উপহার দেয়। একই পাতায় এভাবে বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টির পেছনে কি কোন কুশলী স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না? তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর নিকট এক সময় আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দাবী করা হলে তিনি জবাব দিলেন, মনে কর এখানে এমন একটি সুদৃঢ় দুর্গ রয়েছে যার অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণের প্রভায় দীপ্যমান। ডান-বাম ও উপর-নীচ দিয়ে দুর্গটি আবদ্ধ। এতে জীব-জানোয়ার তো দূরের কথা সামান্য বাতাসও **প্রবেশ করতে পারে না। হঠাৎ তার একটি** দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল। অমনি তাথেকে চক্ষু-কর্ণবিশিষ্ট সুন্দরকায় **এমন এক প্রাণী বের হল যার কণ্ঠে** রয়েছে মন ভুলানো মিষ্টি মধুর কল-কাকলি। বলতো সেই **আবদ্ধ দুর্গে সৃষ্ট এই জীবের কোন স্রষ্টা** রয়েছেন কিনা? সেই সৃষ্টিকর্তাই হলেন মানব সত্তার অতীত এক **মহান সত্তা**। তাঁর ক্ষমতা ও শক্তি কি সীমিত না সীমাহীন? তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

ইমাম সাহেব ডিমকে দুর্গের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি বড় প্রমাণ। আবূ নুআস (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কাব্যের মাধ্যমে জবাব দিলেন:

تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْظُرْ   إِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ

عُيُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ   بِأَحْدَاقٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ

عَلَى قُضُبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ   بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ

'আকাশ হতে বারি বর্ষণ, তা দ্বারা ধরার বুকে ফসল, ফলমূল ও গাছপালা-তরুলতার জন্মলাভ ও কচিকচি **ডগায় নানাবিধ ফুলের সমারোহ আল্লাহর অস্তিত্ব** ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।' ইবনুল মু'তায বলেন,

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ   أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ   تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বিকার ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কথা ভাবলে মনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। মানুষ কতই না বেপরোয়া হওয়ার প্রয়াস চালায়। অথচ তার আশে পাশের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

অতএব যে কেউই আকাশের অসীমতা ও বিস্তৃতি, তাতে বিদ্যমান নানান রকমের গ্রহ-নক্ষত্র, যাদের কোনটিকে আকাশে স্থির হয়ে থাকতে দেখা যায় - যে কেউ সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে যা চতুর্দিক থেকে জমিনকে ঘিরে রেখেছে, আর পর্বতশ্রেণীর প্রতি পৃথিবীকে সুস্থির রাখার জন্য যেগুলোকে সংস্থাপিত করা হয়েছে, যাতে যারাই পৃথিবীতে বাস করে আর তাদের আকৃতি ও রং যাই হোক না কেন, তারা যেন বেঁচে থাকতে পারে, বর্দ্ধিত হতে পারে, সে কেউই আল্লাহর বাণী পাঠ করে−

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا﴾

"পাহাড়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ- সাদা, লাল আর নিকষ কালো। তেমনিভাবে মানুষ, জীব-জন্তু আর গৃহপালিত পশুদের মধ্যেও রয়েছে তাদের বিভিন্ন রং। আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী।"[৫৭৮] মানুষের উপকার সাধনার্থে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ছুটে চলা নদীর প্রতি যারাই লক্ষ করে, আল্লাহ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি যারাই গভীরভাবে চিন্তা করে, বিভিন্ন প্রাণী, বিচিত্র স্বাদ, গন্ধ, আকার ও রঙের তৃণলতা যা মাটি ও পানির অভিন্নতার ফল বিশেষ, যারাই এ সব বিষয়ে চিন্তা করবে, সে জানতে পারবে যে, এ সব কিছুই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের, তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা, জ্ঞান, দয়া, মায়া, বদান্যতার, সৃষ্টির প্রতি তাঁর সর্বব্যাপী দয়ার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই, তাঁর উপরই আমরা ভরসা করি, আর অনুশোচনায় আমরা তাঁরই কাছে ফিরে আসি। এ বিষয়ে কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি আমার বান্দাহ্‌র প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।

আল্লাহ্‌র নাবীর বাণী সত্য

আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই একথা বলার পর আল্লাহ নবুওতের সত্যতার প্রমাণ করা আরম্ভ করেছেন। আল্লাহ মু'মিনদের বলেছেন- ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا﴾ **"আমি আমার বান্দাহ্‌র প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ করো"** অর্থাৎ এখানে বান্দা বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। তবে ﴿فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ﴾ **"তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও"** অর্থাৎ তার মত যা তিনি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন। কাজেই, তোমরা যদি দাবী কর যে, যা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে আসেনি, তাহলে তিনি যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন তার মত কিছু তোমরা হাজির কর, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ইচ্ছেমত যে কোন ব্যক্তির সাহায্য নাও। এতে তোমরা সফল হবে না। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, ﴿شُهَدَآءَكُمْ﴾ অর্থঃ তোমাদের সাহায্যকারীগণ।[৫৭৯] সুদ্দী বলেছেন, আবূ মালিক বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ "তোমাদের অংশীদারগণ, অর্থাৎ অন্য লোক যারা এ কাজে তোমাদেরকে সাহায্য করবে। মানে, তাহলে যাও এবং তোমাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য তোমাদের দেবতাদের সাহায্য চাও।"[৫৮০] মুজাহিদ

---

৫৭৮. সূরাহ ফাতির, ৩৫:২৭-২৮।
৫৭৯. তাবারী ১/৩৭৬।
৫৮০. ইবনু আবী হাতিম ১/৮৪।

বলেছেন ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ অর্থ: "লোকেদের অর্থাৎ জ্ঞানী ও বাগ্মী লোক যারা তোমাদেরকে প্রমাণ সংগ্রহ করে দেবে যা তোমরা খুঁজছ।"[৫৮১]

চ্যালেঞ্জ

আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেমন, আল্লাহ সূরা ক্বাসাসে বলেছেন–

﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্র নিকট হতে এমন কিতাব নিয়ে এসো যা সত্যপথ নির্দেশ করার ব্যাপারে এ দু' (কিতাব) হতে অধিক উৎকৃষ্ট, আমি সে কিতাবের অনুসরণ করব।"[৫৮২]

আল্লাহ সূরা ইসরায় বলেছেন–

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

"বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।"[৫৮৩]

আল্লাহ সূরা হুদ-এ বলেছেন–

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তারা কি বলে সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] ওটা রচনা করেছে? বল, "তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আন, আর (এ কাজে সাহায্য করার জন্য) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক।"[৫৮৪]

সূরা ইউনূসে বলেছেন–

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত নয়। উপরন্তু তা পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার সমর্থক আর বিস্তারিত ব্যাখ্যাকৃত কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে (নাযিলকৃত)। তারা কি এ কথা বলে যে, সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] এটা রচনা করেছে? বল, তাহলে তোমরাও এর মত একটা সূরাহ (রচনা করে) নিয়ে এসো আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাকে পার তাকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক [যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই তা রচনা করেছেন]।"[৫৮৫] আয়াতগুলো সবই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

মাদীনায় অবতীর্ণ আয়াতেও আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন– ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ অর্থাৎ সন্দেহ। ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ **"আমি আমার বান্দাহ্র প্রতি যা নাযিল করেছি"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ

---

৫৮১. ইবনু আবী হাতিম ১/৮৫।
৫৮২. সূরাহ কাসাস, ২৮:৪৯।
৫৮৩. সূরাহ ইসরা', ১৭:৮৮।
৫৮৪. সূরাহ হূদ, ১১:১৩।
৫৮৫. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৩৭-৩৮।

(ﷺ)-এর উপর। ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ **"তোমরা তার মত কোন সূরাহ এনে দাও"** অর্থাৎ কুরআনের মত। এটাই মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনু জারীর তাবারী, যামাখশারী এবং রাযীর তাফসীর। ইমাম আর রাযী বলেছেন যে, এটাই উমার, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, হাসান আল-বাস্রী এবং অধিকাংশ বিদ্বানের তাফসীর। তিনি এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ এককভাবে ও দলগতভাবে কী শিক্ষিত কী অশিক্ষিত সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, আর চ্যালেঞ্জকে সত্যিকারভাবে পূরণ করে দিয়েছেন আর এ রকম চ্যালেঞ্জ বেশি সাহসিকতাব্যঞ্জক সাধারণ চ্যালেঞ্জের চেয়ে যা এমন অবিশ্বাসীদের প্রতি দেয়া হয় যারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী নাও হতে পারে। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন– ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ﴾ **"তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আন।"**[৫৮৬] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ **"তারা তার মত আনতে পারবে না।"**[৫৮৭] কাজেই এটা আরবের অবিশ্বাসীদের প্রতি একটা সাধারণ চ্যালেঞ্জ যারা সকল জাতির মধ্যে সেরা বাগ্মী। আল্লাহ মক্কায় ও মাদীনায় আরবের অবিশ্বাসীদের প্রতি অনেকবার চ্যালেঞ্জ করেছেন বিশেষভাবে যখন থেকে তারা নাবী (ﷺ) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেছিল। কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জের উত্তর দানে সফল হয়নি, আর এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন– ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا﴾-এর দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কক্ষনো এ চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। এটা আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার যাতে আল্লাহ নিঃসন্দেহভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এ কুরআন তার সমান কিছুর দ্বারা কোনকালেই বিরোধিতা বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না। এটা একটা সত্য ঘোষণা আজ পর্যন্ত যার পরিবর্তন হয়নি আর কোনদিন পরিবর্তন হবেও না। কুরআনের মত কিছু কেউ কেমন করে আনতে সক্ষম হবে যা হল আল্লাহর কথা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির কথা স্রষ্টার কথার সমান হবে কেমন করে?

কুরআনের অলৌকিকতার উদাহরণ

কুরআনকে যে কেউই গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে সেইই এর সর্বোৎকৃষ্টতার প্রমাণ দেখতে পাবে এবং শব্দে এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় অর্থে। আল্লাহ বলেছেন–

﴿الٓر كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

"আলিফ, লাম, রা; এটা এমন একটা গ্রন্থ, এর আয়াতগুলো সুদৃঢ়, অতঃপর সবিস্তারে ব্যাখ্যাকৃত মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞের নিকট হতে।"[৫৮৮] কাজেই কুরআনে যা বলা হয়েছে তা সত্য সঠিক আর এর অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু কুরআনের প্রত্যেকটি শব্দ এবং অর্থ প্রাঞ্জল আর একে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়।

কুরআন অতীতের লোকেদের কাহিনী বর্ণনা করেছে, আর এসব বিবরণ ও ঘটনা কুরআন যেভাবে বলেছে হুবহু সেভাবেই ঘটেছিল। কুরআন প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দিয়েছে আর প্রত্যেকটি অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন– ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾। **"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ।"**[৫৮৯]

---

৫৮৬. সূরাহ হূদ, ১১:১৩।
৫৮৭. সূরাহ ইসরা', ১৭:৮৮।
৫৮৮. সূরাহ হূদ, ১১:১।
৫৮৯. সূরাহ আনআম, ৬:১১৫।

অর্থাৎ কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্য আর আইন বিধানের ক্ষেত্রে। কুরআন সত্য, ন্যায়সঙ্গত এবং হিদায়াতে পরিপূর্ণ। এতে নেই কোন অতিরঞ্জন, মিথ্যে ও মিথ্যেচার, এটা আরবী ও অন্যান্য কবিতার মত নয় যাতে আছে মিথ্যে কথন। এ সব কবিতা সেই প্রবাদ বাক্যকে সত্য প্রমাণিত করে- "সব চেয়ে মিষ্ট সেই কথা যাতে আছে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা। কখনও এমন দীর্ঘ কবিতা দেখা যায় যাতে আছে প্রধানতঃ নারী, ঘোড়া ও মদের কথা। অথবা সে কবিতাতে আছে কোন মানুষের, ঘোড়ার, উটের, যুদ্ধের কোন ঘটনার, ভয়ের, সিংহের বা অন্য কোন বিষয়ের প্রশংসা বা বর্ণনা। এ সব প্রশংসা কবিতা, কবির কবিত্ব শক্তি ও প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বের প্রমাণ দেয়া ছাড়া আর কোন উপকার সাধন করেনা। দেখ যাবে দীর্ঘ কবিতায় মাত্র দু'একটি পংক্তি কবিতার মূল বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছে, আর বাকী অংশ অনুল্লেখ্য বর্ণনা আর পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু কুরআনে সম্পূর্ণ অতি চমৎকারভাবে বাগ্মিতায় পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে এবং আরবী ভাষার পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি যারা বুঝেন তারা একমত। কেউ যখন কুরআনের কাহিনীগুলো পড়বে, তখন সেটা তার কাছে ফলদায়ক প্রমাণিত হবে, কাহিনীগুলো বিস্তারিতই হোক বা সংক্ষিপ্তই হোক, পুনরাবৃত্ত হোক আর নাই বা হোক। এগুলো যত বেশি বার বলা হবে ততবেশি ফল দিবে, তত সুন্দর লাগবে। বার বার পড়লেও কুরআন পুরনো মনে হয় না, বিদ্বানগণ এতে বিরক্তি বোধ করেন না। কুরআন যখন কোন বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বা প্রতিজ্ঞা করে, তখন তা নিশ্ছিদ্র সুদৃঢ় পর্বতমালাকেও প্রকম্পিত করে তোলে, কাজেই যে অন্তর কুরআন বুঝে বা অনুধাবন করে তার কথা আর কী বলব? কুরআন যখন কোন প্রতিজ্ঞা করে, তখন তা অন্তর আর কানকে খুলে দেয়, শান্তির আবাস ফিরদাউস লাভের এবং দয়াময়ের আরশের নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আকাংক্ষী করে **তোলে। যেমন** প্রতিজ্ঞা করে আগ্রহী করার জন্য কুরআন বলেছে, ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ **"কোন ব্যক্তিই (এখন) জানে না চোখ জুড়ানো কী (জিনিস) তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে।"**[৫৯০] এবং ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ **"সেখানে তা-ই আছে মন যা চাইবে, আর চোখ যাতে তৃপ্ত হবে। তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে।"**[৫৯১]

সতর্কতার ক্ষেত্রে বলেছেন- ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ **"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগেই জমিনের মধ্যে ধ্বসিয়ে দিবেন না।"**[৫৯২] এবং

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝﴾

"তোমরা কি তোমাদেরকে নিরাপদ মনে করে নিয়েছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনে বিধ্বস্ত করে দিবেন না যখন তা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকবে? কিংবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? যাতে তোমরা জানতে পারবে যে, কেমন (ভয়ানক) ছিল আমার সতর্কবাণী।"[৫৯৩]

---

৫৯০. সূরাহ সাজদাহ, ৩২:১৭।
৫৯১. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:৭১।
৫৯২. সূরাহ ইসরা, ১৭:৬৭।
৫৯৩. সূরাহ মূলক, ৬৭:১৬-১৭।

কুরআন হুমকি দিয়েছে- ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ **"ওদের প্রত্যেককেই আমি তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম।"**[৫৯৪]

কুরআন নরম সুরে উপদেশ দিচ্ছে-

﴿أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ۝ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ۝﴾

"তুমি কি ভেবে দেখেছ আমি যদি তাদেরকে কতক বছর ভোগ বিলাস করতে দেই,অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ের ও'য়াদা দেয়া হত তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের বিলাসের সামগ্রী তাদের কোন উপকারে আসবে না।"[৫৯৫] কুরআনের প্রাঞ্জলতা, সৌন্দর্য ও উপকারের এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

কুরআন যখন আইনকানুন, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তা প্রত্যেক প্রকারের সঠিক, ভাল, আনন্দদায়ক ও উপকারী কাজের নির্দেশ দেয়। তা প্রত্যেক প্রকার মন্দ, অপছন্দনীয় ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। ইবনু মাসউদ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বলেছেন - "যখন তুমি শুন আল্লাহ কুরআন বলছেন- ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ তখন গভীর মনোযোগে কান পেতে শুন, কারণ, হয় এতে আছে কোন সৎ কাজের আদেশ, নয়ত বা মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।"

যেমন আল্লাহ বলেন-

﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ﴾

"সে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে, তাদের থেকে গুরুভার সরিয়ে দেয় আর সেই শৃংখল (হালাল-হারামের বানোয়াট বিধি-নিষেধ) যাতে ছিল তারা বন্দী।"[৫৯৬] যখন এ আয়াতগুলো পুনরুত্থান, দুঃখ দুর্দশা যা সেদিন ঘটবে, জান্নাত, জাহান্নাম, আনন্দ ও নিরাপদ আশ্রয়ের কথা যা আল্লাহ তাঁর আনুগত্যশীল বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন, আর তাঁর শত্রুদের জন্য শাস্তি ও জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে, তখন এ আয়াতগুলোতে থাকে সুসংবাদ অথবা সাবধানবাণী। তখন এ আয়াতগুলো ভাল কাজ করে, মন্দ কাজ পরিহার করে এ দুনিয়ার জীবনকে কম আরামদায়ক করে পরকালের জীবনকে শান্তিময় করার আহ্বান জানায়। এগুলো সঠিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্বদা অন্তরকে অভিশপ্ত শয়তানের খারাবী থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর সঠিক পথ ও নির্ভুল বিধানের দিকে পরিচালিত করে।

কুরআন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা

৩৯৬. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছেঃ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

প্রত্যেক নাবীকে তাঁর যুগের প্রয়োজন মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াহী- যা আল্লাহ্ আমার প্রতি

---

৫৯৪. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪০।
৫৯৫. সূরাহ আশ শুআরা, ২৬:২০৫-২০৭।
৫৯৬. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৫৭।

অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই আমি আশা করি, কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক অধিক হবে।[৫৯৭] বর্ণিত শব্দগুলো মুসলিমের। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, " وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا" নাবীগণের মধ্যে তাঁকে অলৌকিক কুরআন দেয়া হয়েছে যা মানুষ জাতির কাছে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে কুরআনের মত কিছু আনার জন্য। অনেক বিদ্বানদের মতে, অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলো অলৌকিকতাপূর্ণ ছিলনা। আল্লাহই ভাল জানেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নানান চিহ্ন ও আলামত দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল তাঁর নবুওয়াত এবং যা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তার সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য। যাবতীয় শুকরিয়া ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল-কুরআনের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মু'তাযিলা শাস্ত্রবিদগণ অনেক যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরেছে। তাদের বক্তব্যের সারকথা হল এই, কুরআন মূলতই সৃষ্টিকর্তার অবতীর্ণ কিতাব বিধায় কোন সৃষ্টির পক্ষে এর মত কিছু রচনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তার অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্য। পক্ষান্তরে যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় যে, কুরআন স্রষ্টার অবতীর্ণ গ্রন্থ নয় তাই তার মত কিছুটা রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব, তা হলেও কুরআনের বারংবার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তার কট্টর বিরোধীরাও অদ্যাবধি তার মত কিছু রচনা করতে চরম অপারগতা প্রকাশ করায় কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্যে পরিণত হল। ইমাম রাযী এ প্রসঙ্গে কুরআনের ক্ষুদ্রতর সূরা 'আল-আসর'-এর অনুরূপ কিছু রচনা করতেও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

"পাথর"-এর অর্থ

আল্লাহ বলেন, ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ **"তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"**[৫৯৮] কাঠ ও তার মত দ্রব্যাদি **"জ্বালানি" যা আগুন জ্বালাতে ও জ্বালিয়ে রাখতে ব্যবহৃত হয়।** যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾

"আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।"[৫৯৯] এবং

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"তোমরা (কাফিররা) আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর সেগুলো জাহান্নামের জ্বালানি। তাতে তোমরা প্রবেশ করবে। তারা যদি ইলাহ হত, তাহলে তারা তাতে প্রবেশ করত না, তাতে তারা সবাই স্থায়ী হয়ে থাকবে।"[৬০০] এখানে যে পাথরগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা বুঝানো হয়েছে বড়, পচা, কালো, সালফিউরিক পাথরকে যা উত্তপ্ত করলে প্রচণ্ডতম তাপ সৃষ্টি হয়, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এ জঘন্য পরিণতি থেকে রক্ষা করেন।

০[আবদুল মালিক বিন মায়সারাহ আয যাররাদ][বলেন, আবদুর রহমান বিন সাবিত][আমর বিন মায়মূন][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)]০ ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বলেন, বিরাট কালো গন্ধক পাথর। আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই কাফিরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে

৫৯৭. বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ১৫২ **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
৫৯৮. সূরাহ বাকারা, ২:২৪।
৫৯৯. সূরাহ জীন, ৭২:১৫।
৬০০. সূরাহ আম্বিয়া ২১:৯৮-৯৯

দিয়েছেন। ইবনু জরীরও একই ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হাতিমও তা উদ্ধৃত করেন। হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে তা বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি সহীহায়নের শর্তে সহীহ। আস সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে {আবূ মালিক ও আবূ সালিহ} ইবনু আব্বাস} {মুর্রাহ} ইবনু মাসউদ ও একদল সাহাবা (ﷺ)} হতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাতে বলা হয়: আয়াতাংশের অর্থ হল- তোমরা সেই অনলকুণ্ড হতে বেঁচে থাক যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এখানে পাথর বলতে কালো গন্ধক পাথরের কথা বুঝানো হয়েছে। তা দ্বারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করে শাস্তি দেয়া হবে। মুজাহিদ বলেন, মৃত লাশের দুর্গন্ধের চাইতেও গন্ধক পাথরের দুর্গন্ধ তীব্রতর হবে। আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী বলেন, এখানে পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর বুঝানো হয়েছে। ইবনু জুরায়জ বলেন, জাহান্নামে কালো গন্ধক পাথর থাকবে। আমাকে আমর বিন দীনার বলেছেন, এ দ্বারা বিশাল কালো গন্ধক পাথরের কথা বলা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এখানে উল্লেখিত পাথরগুলো হল পুতুল আর বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করত। যেমন, আল্লাহ বলেন- ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ **"তোমরা (কাফিররা) আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর সেগুলো জাহান্নামের জ্বালানী।"**[৬০১] ইমাম কুরতুবী ও ইমাম রাযী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা উভয়েই এই ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা বলেন, গন্ধক পাথর দ্বারা আগুন জ্বালানো কোন নতুন কথা নয়। সুতরাং এখানে প্রতিমা ও দেবদেবীর আকারবিশিষ্ট পাথর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য তাদের এই যুক্তি শক্তিশালি নয়। গন্ধক পাথরের জ্বালানো আগুন অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে জ্বালানো আগুনের তুলনায় অনেক বেশি তীব্র। তার উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতা সর্বাধিক। সুতরাং প্রথমোক্ত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের অভিমতই গ্রহণযোগ্য। মূলত আয়াতের উদ্দেশ্য হল জাহান্নামীদের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতার তীব্রতা বর্ণনা করা। সেক্ষেত্রে প্রতিমা মূর্তির সাধারণ পাথরের চাইতে গন্ধক পাথর বহুগুণ কার্যকর। তাই প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيرًا﴾ **"যখনই তার আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমি তাদের জন্য অগ্নির দহন শক্তি বৃদ্ধি করে দেব।"**[৬০২] ইমাম কুরতুবীও এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে এখানে সেই পাথরকেই বুঝানো হয়েছে যা আগুনের তীব্রতা ও দহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর। কারণ, জাহান্নামীদেরকে কঠোর শাস্তি দান এখানে উদ্দেশ্য।

৩৯৭. (মাওদূ'): এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর নিকট হতে বর্ণিত অনেক হাদীস পাওয়া যায়, তিনি বলেন, كُلُّ مُؤْذٍ فِي النَّارِ প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিসই জাহান্নামে থাকবে।[৬০৩] ইমাম কুরতুবী বলেন, হাদীসটির অর্থ দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। **এক.** মানুষকে কষ্টদায়ক প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে। **দুই.** জাহান্নামে প্রত্যেক শ্রেণির কষ্টদায়ক বস্তু থকবে। অবশ্য হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত ও সুপরিচিত নয়।

আল্লাহর বাণী: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِينَ﴾ **"যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"** এটা স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে, এটা জাহান্নামকে বুঝাচ্ছে যা জ্বালানো হবে মানুষ আর পাথর দিয়ে, আবার এর দ্বারা শুধু পাথরকেই বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এ দু'মতের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই, কারণ, এরা পরস্পরের উপর

---

৬০১. সূরাহ আম্বিয়া ২১:৯৮।

৬০২. সূরাহ ইসরা, ১৭:৯৭।

৬০৩. জামিউল আহাদীস ১৫৬৮৯, আল ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ ১২৫১, কানযুল উম্মাল ৩৯৪৮৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪২৩৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭৩২, দঈফ আল-জামি' ৪২৪৮। **তাহকীক আলবানী:** মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

নির্ভরশীল। "প্রস্তুত" মানে তা "রাখা আছে" এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে (ﷺ) যারা অবিশ্বাসী অবশ্যই তা তাদেরকে স্পর্শ করবে। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ বলেছেন, ইকরিমাহ বা সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ﴾ **"যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"** তাদের জন্য যারা কুফরী গ্রহণ করে নিয়েছে যা তোমরা (কাফিররা) গ্রহণ করেছ।[৬০৪]

জাহান্নাম এখন বিদ্যমান আছে

সুন্নাহ'র অনেক ইমাম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, জাহান্নামের আগুন এখন বর্তমান আছে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, أُعِدَّتْ অর্থাৎ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং রাখা আছে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস্ব আছে।

৩৯৮. (স্বহীহ): যেমন নাবী (ﷺ) বলেছেন, "تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ" জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়া করেছিল।[৬০৫]

৩৯৯. (স্বহীহ) : নাবী (ﷺ) আরো বলেছেন " اسْتَأْذَنَتِ النَّارُ رَبَّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأْذَنْ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ" জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ বলে নালিশ করেছিলো, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ্তাআলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব কর তাই।[৬০৬]

৪০০. (স্বহীহ) : ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, সাহাবীগণ একটি বস্তুর শব্দ শুনতে পেলেন যা পতিত হচ্ছিল। যখন তাঁরা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন নাবী (ﷺ) **বললেন,** "هَذَا حَجَرٌ أُلْقِيَ بِهِ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً الْآنَ وَصَلَ إِلَى قَعْرِهَا" এটা সত্তর বৎসর পূর্বে **জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথরের** জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়াজ। এ হাদীস্বটি স্বহীহ মুসলিমে **আছে।**[৬০৭] **এ বিষয়ে অনেক মুতাওয়াতির** (বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত) হাদীস্ব আছে যেমন (সূর্য বা চন্দ্র) **গ্রহণের স্বলাত সম্পর্কিত, ইসরার রাত্রি ইত্যাদি।** তবে মু'তাযিলাগণ অজ্ঞতাবশত তা স্বীকার করে না। **অবশ্য** স্পেনের কাজী মুনযির বিন সাঈদ আল-বালূতী তা স্বীকার করেছেন। মু'তাযেলী হয়েও তিনি জান্নাত জাহান্নাম বর্তমান থাকার অভিমত সমর্থন করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

﴿فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ﴾ আলোচ্য আয়াতাংশ ও সূরা য়ূনুসের ﴿بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ﴾ আয়াতাংশের বক্তব্য হতে বুঝা যায় যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ এর ছোট বড় যে কোন সূরার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, ব্যকরণবিদদের মতে শর্তের সাথে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যুক্ত হলে তার যে কোন অংশের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ছোট বড় সকল সূরাই যে অবিসংবাদিতার দাবীদার তা প্রমাণিত হল। তাই এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ শ্রেণি নির্বিশেষে মতৈক্য পোষণ করেন।

---

৬০৪. তাবারী ১/৩৮৩।

৬০৫. বুখারী ৪৮৫০, মুসলিম ২৮৪৬, ইবনু হিব্বান ৭৪৪৭। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৬০৬. বুখারী ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম ৬১৫, ৬১৭।**তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৬০৭. মুসলিম ২৮৪৪, আহমাদ ৮৬২২, ইবনু হিব্বান ৭৪৬৯, বায়হাকী ৪৮২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

ইমাম রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে তার মীমাংসা প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ চ্যালেঞ্জের আওতায় সূরা আল আসর, সূরা কাওসার, সূরা কাফিরুন-এর মত ক্ষুদ্র সূরা শামিল করা হলে এই ধরনের কিংবা তার কাছাকাছি সূরা রচনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে এগুলোকে চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা দীনের উপর অপবাদ চাপানোর নামান্তর নয় কি? এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ সকল সূরা যদি ভাষালঙ্কারের বিচারেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলে তা হলেও আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট। অবশ্য এ জবাব আমাদের নিকট দুর্বলতর বিবেচিত হতে পারে। তার আরেক জবাব হল যদি তা সম্ভব বলে আপতত মানাও হয় তথাপি তার চরম বিরুদ্ধবাদীরাও তা করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সঠিক কথা হল: কুরআনের সকল সূরাই মু'জিযাহ বা অলৌকিক। তাই তাঁর ছোট-বড় কোন সূরার সমকক্ষ কোন সূরা তৈরী করা কোন সৃষ্টির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মানুষ যদি শুধু সূরা আল আসর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে কুরআনের যে কোন অংশের অবিসংবাদী হওয়া সম্পর্কে তারা নিশ্চিত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

"১. কালের শপথ ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, ৩. কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।"

আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদল প্রতিনিধিসহ মুসায়লামাতুল কায্যাবের কাছে গিয়েছিলেন। মুসায়লামা তাকে প্রশ্ন করল তোমাদের মক্কার বন্ধুর নিকট সদ্য কি কোন ওহী নাযিল হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, তার নিকট অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ এক অনুপম সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। সে প্রশ্ন করল তা কী? তিনি জবাব দিলেন, ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল: আমার উপরও তদ্রূপ একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তা কোন সূরা? সে জবাবে পাঠ করলঃ يَا وَبْرِ يَا وَبْرِ، إِنَّمَا أَنْتَ أُذُنَانِ وَصَدْرٌ، وَسَائِرُكَ حَقْرٌ فَقْرٌ "হে ইঁদুর! হে ইঁদুর! তোর কাছে শুধু দু'টি কান ও বুক। আর তো সবই তোর নগণ্য ও হীন" এই বাক্যটি পাঠ করে সে জিজ্ঞেস করল হে আমর! সূরাটি কেমন হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম তুমি অবশ্যই জান যে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে জানি।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৫. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

সৎকর্মশীল মু'মিনদের পুরস্কার

আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতি এবং রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী, তাঁর দুর্দশাগ্রস্ত শত্রুদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তার উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাঁর সুখী, অনুগত বান্দাহদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যারা আল্লাহয় ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে, ঈমানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং সৎ কাজ করে। বিদ্বানগণের সঠিক মতের ভিত্তিতে এ কারণেই কুরআনকে মাছানী বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। মাছানী মানে ঈমান অতঃপর কুফরির উল্লেখ কিংবা এর বিপরীত। আর একই জিনিসের উল্লেখকে বলা হয় তাশাবুবুহ যা আমরা জানব, ইনশা'আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ﴿وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾ **"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।"** প্রসঙ্গতঃ আল্লাহ বলেছেন, ফিরদাউসে নদী আছে যা তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে, অর্থাৎ তার গাছ ও ঘরবাড়ীর নীচ দিয়ে।

৪০১. (মাওকূফ) : হাদীস্রসমূহ থেকে জানা যায় যে, أَنَّ أَنْهَارَهَا تَجْرِي مِنْ غَيْرِ أُخْدُودٍ ফিরদাউসের নদীগুলো উপত্যকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় না।[৬০৮]

৪০২. আর কাউস্রারের (ফিরদাউসে নাবী (ﷺ)-এর হ্রদ) সম্পর্কে বলা হয়েছে,

أَنَّ حَافَّتَيْهِ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، وَطِينُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ، نَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ [وَكَرَمِهِ] إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

পাড় ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ দিয়ে তৈরী। ফিরদাউসের বালু সুগন্ধময় মৃগনাভির তৈরী আর তার পাথর মণিমুক্তার তৈরি। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ফিরদাউস দান করেন, কারণ তিনি অত্যন্ত দাতা, বড়ই দয়ালু।[৬০৯]

৪০৩. (সহীহ) : ইবনু আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন, ০(রাবী' বিন সুলায়মান)(আসদ বিন মূসা)(ইবনু স্রাওবান)(আতা' বিন কুর্রাহ)(আবদুল্লাহ বিন দমরাহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ **বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تُفَجَّرُ مِنْ تَحْتِ تِلَالٍ -أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ- الْمِسْكِ" জান্নাতের নহরগুলো টিলার তলদেশ কিংবা মিশকের পাহাড়ের নিচ থেকে প্রবাহিত হয়।**[৬১০]

---

৬০৮. এটি আনাস (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কথা। দেখুন- আত-তারগীব ৫৪৮২, ৫৪৮৪। **তাহকীক:** মাওকূফ।

৬০৯. উক্ত হাদীস্রের শব্দগুলো একত্রে একসাথে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এর কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন- حَافَّتَيْهِ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ الْمُجَوَّفِ একটি সহীহ হাদীস্রের অংশ। দেখুন- ইবনু হিব্বান (৬৪৭৪), মুসলিম (২৪৩২), অন্যত্র حافتاه قباب اللؤلؤ শব্দেও এসেছে। দেখুন- বুখারী (৪৯৬৪), তিরমিযী (৩৩৫৯) এ হাদীস্রকে ইমাম তিরমিযী হাসান সহীহ বলেছেন এবং সহীহ আল-জামি' আস সগীর (২৮৫৭), শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন। তবে وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا অংশটি হাদীস্রের ভাষা নয়। এটি ইবনু কাসীর (রহঃ) এর ভাষা। وَالْجَوْهَرُ শব্দটিও হাদীস্রের শব্দ নয়। তবে الياقوت শব্দে সহীহ হাদীস্রে পাওয়া যায়। হাদীস্রটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ أُخْدُودٌ فِي الْأَرْضِ، لَا وَاللّٰهِ إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، أَحَدُ حَافَتَيْهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْأُخْرَى الْيَاقُوتُ وَطِينُهُ الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ». قُلْتُ: مَا الْأَذْفَرُ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا خَلْطَ لَهُ».

এ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবিদ দুনয়া কর্তৃক রচিত 'সিফাতুল জান্নাহ ৬৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫১৩, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৭২৩। হাদীস্রটিকে শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন। উপরোক্ত (ইবনু কাসীর ৪০২ নং) হাদীস্রে বর্ণিত نَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ [وَكَرَمِهِ] إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ অংশটুকুও হাদীস্রের অংশ নয়।

৬১০. ইবনু আবী হাতিম ১/৮৭, সিফাতুল জান্নাহ ৩১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬২২, সিফাতুল জান্নাহ ৩১৩, আল-উকায়লী ২/৩২৬, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীস্র থেকে বর্ণিত হয়েছে। সানাদে আবদুর রহমান বিন স্রাবিত বিন স্রাওবান আশ শামী তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। দুহায়ম, আল-ফাল্লাহ ও আবূ হাতিম তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার মাঝে

তিনি আরো বলেন, ❁আবূ সাঈদ⟩ওয়াকী'⟩আল-আ'মাশ⟩আবদুল্লাহ বিন মুর্রাহ⟩মাসরূক⟩আবদুল্লাহ(রাঃ)❁ বলেছেন : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ جَبَلِ مِسْكٍ "নিচে অবস্থিত মৃগনাভির পর্বত হতে ফিরদাউসের নদীগুলোর উৎপত্তি হয়েছে।"[৬১১]

ফিরদাউসের ফলগুলো একই রকমের

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন–

﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾

"তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো।" আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুদ্দী তার তাফসীর গ্রন্থে ❁আবূ মালিক ও আবূ সালিহ⟩ইবনু আব্বাস (রাঃ)❁ ❁মুর্রাহ⟩ইবনু মাসউদ (রাঃ) ও একদল সাহাবা❁ এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেনঃ পূর্বেও আমাদেরকে এটা দেয়া হয়েছে। কথাটির তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জগতের ফল-মুলের অনুরূপ ফলমূল জান্নাতে পেয়ে তারা বলবে, এটা তো আমরা দুনিয়াতেও পেয়েছিলাম। কাতাদাহ এবং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইবনু জারীরও এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। ﴿قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরিমাহ বলেন, এর অর্থ হল: গতকাল যা পেয়েছিলাম আজও তাই পেলাম। রাবী'বিন আনাস এ ব্যাখ্যার সমর্থক। মুজাহিদ বলেন,এটাতো পূর্বের মতই দেখায়। ইবনু জারীরও এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, জান্নাতে প্রদত্ত ফল-মূলের পারস্পরিক সাদৃশ্য এত বেশী থাকবে যে ভিন্ন ভিন্ন ফলমূল দেখেও জান্নাতীরা বলবে, এটাতো পূর্বে পেয়েছি। ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে সুনায়দ বিন দাঊদ বলেন, ❁আহলে মাসীসার শায়েখ⟩আওযাঈ⟩ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর❁ এই বর্ণনাটি শুনানঃ জান্নাতীগণকে খাঞ্চাপূর্ণ আহার্য দান করা হলে তা ভক্ষণ করবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা হলে তারা বলবে এই বস্তুই তো আমাদেরকে পূর্বে দেয়া হত। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, আকার আকৃতি একরূপ হলেও স্বাদ ও প্রকৃতি ভিন্ন।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, ❁আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩সাঈদ বিন সুলায়মান⟩আমির বিন ইয়াসাফ⟩ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর❁ বলেছেন "ফিরদাউসের ঘাস জাফরানের তৈরী, এর পাহাড়গুলো মৃগনাভির তৈরী এবং চির কিশোরেরা মু'মিনদের নিকট ফল পরিবেশন করবে যা তারা খাবে। অতঃপর তাদের কাছে আবার একই ধরণের ফল আনা হবে, তখন জান্নাতিরা মন্তব্য করবে, "এতো একই রকম ফল যা তোমরা আমাদের জন্য আগে এনেছিলে।" বালকেরা তাদেরকে উত্তর দিবে, "খান, রং একই কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। এ জন্য আল্লাহর কথা ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ **"একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে"**।[৬১২]

আবূ জা'ফার রাযী বর্ণনা করেছেন, রবী' বিন আনাস বলেন, আবূ আলিয়াহ বলেছেন, ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ **"একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে"** অর্থাৎ সেগুলো দেখতে সব একই রকম, কিন্তু স্বাদ বিভিন্ন।"[৬১৩]

কোন সমস্যা নেই। পরবর্তীতে তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসাঈ তাকে লায়্যিন বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার একাধিক হাদীস মুনকার। ইবনু আদী তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) ইবনু আবী শায়বাহ ১৩/৯৬, ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬১১. ইবনু আবী হাতিম ১/৮৮, জামিউল আহাদীস ৪০১২৫, কানযুল উম্মাহ ৩৯৭৭২, বায়হাকী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আরশীফু মুলতাকা আহলুল হাদীস-১, ৫৫/৩৭৩। **তাহক্বীক:** সহীহ।

৬১২. ইবনু আবী হাতিম ১/৯০।

৬১৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৯০।

আবার ইকরিমাহ বলেছেন– এর অর্থ: "সেগুলো এ দুনিয়ার ফলের মতই, কিন্তু জান্নাতের ফল বেশি সুস্বাদু।"[৬১৪] (সুফইয়ান আস্ সাওরি)(আ'মাস)(আবূ যবইয়ান)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) বলেছেন, "জান্নাতের কোন জিনিসই এ দুনিয়ার কোন জিনিসের মত নয়, কেবল নামটাই একই রকম।" অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস বলেছেন, "যা দুনিয়াতে আছে আর জান্নাতে আছে তাদের নামগুলোই শুধু একই রকম।"[৬১৫]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, (সাওরী ও ইবনু আবী হাতিম)(মুআবিয়াহ-এর হাদীস থেকে)(তিনি আল-আ'মাশ)(আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম) বলেন, ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ **"একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে"** অর্থাৎ জান্নাতীরা দুনিয়ার ফল-মূলের মতই জান্নাতী ফলমূল দেখেই বলতে পারবে এটি আঙ্গুর, এটি আপেল ইত্যাদি। তাই তারা বলবে এটাতো আমরা দুনিয়াতেও খেয়েছি। সুতরাং জান্নাতের ফলমূল দৃশ্যত দুনিয়ার ফলমূলের মতই হবে। তবে স্বাদ হবে ভিন্নতর।

জান্নাতীদের নারী, স্ত্রীরা পবিত্রা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ **"সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিণী।"**

ইবনু আবী তালহাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র।"[৬১৬] আবার মুজাহিদ বলেছেন, "ঋতুস্রাব, পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু, শুক্র এবং গর্ভবতী হওয়া থেকে।"[৬১৭] আবার কাতাদাহ বলেছেন "অপবিত্রতা ও পাপ থেকে পবিত্র।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "ঋতুস্রাব ও গর্ভবতী হওয়া থেকে।"[৬১৮] আবার, আতা', হাসান, দহ্হাক, আবূ স্বালিহ, আতীয়্যাহ ও সুদ্দী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরাও একই রকম কথা বলেছেন।[৬১৯]

ইবনু জরীর বলেন, (যূনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহাব)(আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম) হতে বর্ণনা করেন: জান্নাতের হুরগণ এমন পূত পবিত্র হবেন যে, তাদের কখনও ঋতুস্রাব হবে না। হাওয়া (আলাইহিস সালাম) কে তদ্রূপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি আল্লাহর নাফরমানী করলে আল্লাহ তাআলা তাকে বললেনঃ আমি তোমাকে জান্নাতে পূত **পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলাম। শীঘ্রই তোমাকে এই (গন্দম) বৃক্ষের মতই ঋতু প্রভাবাধীন ও ফলপ্রসূ করব। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল (গরীব)**

৪০৪. হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, (ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ বিন হারব ও আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-জাওযী)(মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আল-কিন্দী)(আবদুর রায্যাক বিন উমার আল-বাযীঈ)(আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক)(শু'বাহ)(কাতাদাহ)(আবূ নাদরাহ)(আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)) থেকে বর্ণিত, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ আয়াতাংশ সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জান্নাতিরা মল-মুত্র, হায়েয-নিফাস, সর্দি-কাশি, থুথু-বমি ইত্যাকার ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র ও মুক্ত থাকবে।[৬২০] এ হাদীসটিও সনদের দিক দিয়ে

---

৬১৪. তাবারী ১/৩৯১।
৬১৫. তাবারী ১/৩৯২।
৬১৬. তাবারী ১/৩৯৫।
৬১৭. তাবারী ১/৩৯৬।
৬১৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৯১।
৬১৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৯২।
৬২০. আবূ নুআয়ম কর্তৃক রচিত 'সিফাতুল জান্নাহ' ৩৬৩, ইবনু হিব্বান তার 'আল-মাজরূহীন' (২/১৬০) গ্রন্থে আবূ সাঈদ থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আবদুর রায্যাক আল-বাযীঈ তিনি সংবাদকে বিকৃত করতেন ও সানাদে ইরসাল করতেন। যার ফলে তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যখন তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করবেন তখন তার হাদীস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা বলে স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতাই রাখে না।

Contents

দুর্বল (গরীব)। অবশ্য হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে ◊(মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব)(হাসান বিন আলী বিন আফফান)(মুহাম্মাদ বিন উবায়দ)◊-এর সূত্রে বলেন, সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। কিন্তু তার এ দাবী পর্যালোচনা সাপেক্ষ বটে। কারণ, আবদুর রায্‌যাক বিন আমর আল বাযীঈ বলেছেন এ হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ হাতিম বিন হিব্বান আল-বুস্তীর বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, হাদীসের বর্ণনার সাথে ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত কাতাদার বর্ণিত হাদীসের সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। (ওয়াল্লাহ আ'লাম বা আল্লাহই ভালো জানেন।)

আল্লাহর কথা ﴿وَهُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ﴾ **"তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।"** অর্থাৎ চূড়ান্ত সুখ, কারণ বিশ্বাসীরা চিরকালীন আনন্দ উপভোগ করবে, তারা মৃত্যু ও সুখভঙ্গ হতে নিরাপদ থাকবে, কারণ তা কখনও শেষ হবেনা, বন্ধ হবে না। আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই, কারণ তিনি বড়ই দাতা, বড়ই দয়ালু এবং অতি দয়াশীল।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্‌তো মশা অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না; অতএব যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা বলে যে, আল্লাহ কী উদ্দেশে এ উদাহরণ পেশ করেছেন? (আসল ব্যাপার হল) তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

স্বীয় তাফসীরে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ এবং কতক সাহাবী বলেছেন "আল্লাহ যখন মুনাফিকদের এ দু'টি উদাহরণ দিয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর কথা ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ **"তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো"** এবং ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ﴾ **"অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর মেঘ"** মুনাফিকরা বলেছিল ঃ এ রকম উদাহরণ দেয়া থেকে আল্লাহ বহু উর্দ্ধে। তখন আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করেন (২:২৬-২৭) هم الخاسرون (তারাই ক্ষতিগ্রস্ত) পর্যন্ত।[৬২১]

◊(আবদুর রাযযাক)(মা'মার)(কাতাদাহ)◊ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআ'লা যখন কুরআনে মাকড়শা ও মশা-মাছির দৃষ্টান্ত দিলেন, তখন মুশরিকরা বলল, আল্লাহ কুরআনে মাকড়শা ও মশা-মাছির মত ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের উপমা দিবেন কেন? তখন আল্লাহ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ আয়াতটি নাযিল করেন।

---

৬২১. তাবারী ১/৩৯৮।

সাঈদ বলেছেন যে, কাতাদাহ বলেছেন "আল্লাহ যখন কোন বিষয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উল্লেখ করেন তখন লজ্জার কারণে সত্য কথা বলা হতে বিরত হননা, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হোক আর না হোক। আল্লাহ যখন স্বীয় কিতাবে মাছি ও মাকড়শার কথা উল্লেখ করলেন তখন পথভ্রষ্ট লোকেরা বলল, আল্লাহ কেন এ সব জিনিস উল্লেখ করেছেন।" তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ্ মশা অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।"**[৬২২]

এ দুনিয়ার জীবনের একটি দৃষ্টান্ত

আবূ জা'ফার রাযী বর্ণনা করেছেন, রবী' বিন আনাস এ আয়াত (২:২৬) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ এ দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে দিয়েছেন। মশার যদ্দিন খাদ্যের প্রয়োজন হয় তদ্দিন সে বাঁচে, আর যখন সে মোটা হয়ে যায় তখন মারা যায়। এটি ঐ লোকেদের উদাহরণ আল্লাহ যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যখন তারা দুনিয়া সংগ্রহ করে (এবং তার আনন্দ জমা করে) আল্লাহ তখন তাদেরকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ **"তাদেরকে যে নাসীহাত করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য যাবতীয় নি'আমাতের দরজা খুলে দিলাম।"**[৬২৩] এ আয়াতে (২:২৬) আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কোন জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জা করেন না বা ইতস্তত করেন না - কেউ বলেছেন তিনি দৃষ্টান্ত প্রদান করতে ভয় করেন না, সে দৃষ্টান্তটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত হোক বা তুচ্ছ বিষয় সম্পর্কিতই হোক, ছোট বা বড় হোক।

এই আয়াতাংশে ما শব্দটি স্বল্পতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের বদলের নিয়ম মাফিক بعوضة শব্দটি যবরের স্থানে অবস্থান করছে। আরবীতে لأضربن ضربا ما অর্থ: আমি অবশ্যই খুব অল্প মারব। সুতরাং এখানে ما দ্বারা ক্ষুদ্রাকায় বস্তু বুঝানো হয়েছে। অথবা এখানে بعوضة শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য এবং بعوضة শব্দটি তার বিশ্লেষণরূপে এসেছে। ইবনু জরীরের মতে এখানে ما শব্দটি اسم موصولة (সংযোজক বিশেষ্য) এবং بعوضة শব্দটি তদনুসারে হরকত গ্রহণ করেছে। আরবী ভাষায় ما ও من শব্দদ্বয় নিজ নিজ অবস্থানুসারে صلة কে হরকত প্রদান করে। কারণ তা কখনও نكرة হয় এবং কখনও معرفة হয়। যেমনটি হাসসান বিন সাবিত তার কাব্যের মাধ্যমে বলেছেন:

وَكَفَى بِنَا فَضْلا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا   حُبُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا

(মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য ভালবাসায় আমাদের অন্তর যে পরিপূর্ণ অন্যান্যের উপর আমাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এটিই যথেষ্ট।)

কারও মতে এখানে জেরদায়ক শব্দ উহ্য থাকায় بعوضة জবরবিশিষ্ট হয়েছে। মুল বাক্যটি ছিল: مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফাররা এই অভিমত পছন্দ করেছেন। দহহাক ও ইবরাহীম বিন আবলাহ পেশ দিয়ে بعوضة পড়েন। ইবনু জিন্নীর মতে بعوضة সংযোজক বিশেষ্য ما-এর صلة হিসাবে বিরাজ করেছে। যেমন কুরআনে রয়েছে: ﴿تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ **পুণ্যবানকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে।**[৬২৪] সিবওয়ায়হ বলেন, এখানে ما শব্দটি الذي শব্দের সমার্থক। সুতরাং-এর অর্থ দাঁড়ায়: সমালোচক তোমার নিকট যা বলে আমি তদ্রূপ নই।

---

৬২২. তাবারী ১/৩৯৯।
৬২৩. সূরাহ আনআম, ৬:৪৪।
৬২৪. সূরাহ আনআম, ৬:১৫৪।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ এখানে-এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি মত দেখা যায়। **প্রথম মত** হল: এই ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিক দিয়ে এ হতেও ক্ষুদ্রতর ও তুচ্ছতর বস্তুর উপমা দিতেও আল্লাহ তা'আলা সংকোচ বোধ করেন না। যেমন কেউ কারো কৃপণতা বা নীচতা সম্পর্কে কোন উপমা পেশ করলে শ্রোতারা বলে উঠে, সেই ব্যক্তি তার চেয়েও অধম। কাসাঈ, আবূ উবায়দ প্রমুখ এই অভিমতের প্রবক্তা।

৪০৫. (হাসান): হাদীসেও بعوضة শব্দ ব্যবহৃত হয়ে অনুরূপ অর্থ প্রদান করেছে। নাবী (ﷺ) বলেনঃ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ পার্থিব জগতের মূল্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যদি মশার একটি ডানা সমতুল্য হত তা হলেও তিনি কাফিরদেরকে তার এক গ্লাস পানিও পান করতে দিতেন না।[৬২৫]

দ্বিতীয় মত: আল্লাহর কথা, ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ অর্থ: মশার থেকে বড় কোন কিছুর- যা প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বহীন ও ক্ষুদ্র।

৪০৬. (সহীহ:) মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আয়িশাহ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ"

কোন মুসলমান একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে কিংবা তা হতে কোন বড় আঘাত পেলে তার বিনিময়ে তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।[৬২৬]

কাজেই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, এমন কোন বিষয় নেই যা ক্ষুদ্রতম হওয়ার কারণে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে যদিও তা মশা বা মাকড়সার মত গুরুত্বহীন নয়। আল্লাহ বলেন−

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ﴾

"হে মানুষ! একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে, সেটা মনোযোগ দিয়ে শোন। আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কক্ষনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এজন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা তার থেকে তা উদ্ধারও করতে পারে না, প্রার্থনাকারী আর যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই দুর্বল।"[৬২৭] এবং

﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾

"যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার মত। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানত।"[৬২৮] এবং

---

৬২৫. তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০, হাকিম ৪/৩০৬, তিনি সাহল বিন সা'দ-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি যাকারিয়্যাহ বিন মানযূর-এর কারণে দুর্বল। কিন্তু তিরমিযী ও হাকিম সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। যাহাবী যাকারিয়্যাহ-এর ব্যাপারে বলেছেন, তিনি দুর্বল। অনুরূপ আল-বুসায়রী বলেন, সানাদটি দুর্বল কিন্তু মাতানটি সহীহ। মাতানটির শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। 'মুখতাসার মিনহাজুল কাসিদীন' ২৪৮। **তাহকীক:** হাসান।

৬২৬. বুখারী ৫৬৪০, মুসলিম ২৫৭২, আহমাদ ২৩৫৯৪, মুয়াত্তা মালিক ১৭৫১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৬৯৭, সহীহ আল-জামি' ৫৭৫৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৬২৭. সূরাহ হাজ্জ, ২২:৭৩।

৬২৮. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪১।

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝﴾

"তুমি কি দেখ না কিভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। ২৫. তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে। মানুষদের জন্য আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ২৬. মন্দ বাক্য মন্দ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগেই যাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। ২৭. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর অবলম্বনে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর যালিমদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করেন।"[৬২৯]

আল্লাহ বলেন- ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ **"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ অন্যের মালিকানাভুক্ত এক দাস যে কোন কিছু করারই ক্ষমতা রাখে না।"**[৬৩০] অতঃপর তিনি বলেন,

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾

"আল্লাহ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দু'ব্যক্তির তাদের একজন হল বোবা, কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়।"[৬৩১] আবার আল্লাহ বলেন,

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ আমি তোমাদেরকে যে রিযৃক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা কি অংশীদার যার ফলে তাতে তোমরা সমান?"[৬৩২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

"আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ এক ব্যক্তি যার মুনিব অনেক- যারা পরস্পরের বিরোধী। আরেক ব্যক্তি যার সম্পূর্ণ মালিকানা একজনের (উপর ন্যস্ত), তুলনায় এ দু'জন কি সমান? যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই (যে তিনি আমাদেরকে নানান দেবদেবীর কবল থেকে রক্ষা ক'রে একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন), কিন্তু মানুষদের অধিকাংশ (এ আসল সত্যটা) জানে না।"[৬৩৩] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝﴾

"এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল আলিমরাই তা বুঝে।"[৬৩৪] এরূপ দৃষ্টান্ত কুরআনে অনেক রয়েছে।

---

৬২৯. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:২৪-২৭।
৬৩০. সূরাহ নাহল, ১৬:৭৫।
৬৩১. সূরাহ নাহল, ১৬:৭৬।
৬৩২. সূরাহ আর রূম, ৩০:২৮।
৬৩৩. সূরাহ যুমার, ৩৯:২৯।
৬৩৪. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৩।

সালাফদের কোন একজন বললেন, আমি কুরআনের কোন এক উপমার তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হলে অনুশোচনায় কেঁদে ফেলি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ **"এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল আলিমরাই তা বুঝে।"**[৬৩৫] মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মু'মিনগণ এসব দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করে, তা বৃহৎ বিষয় সংক্রান্ত হোক বা ক্ষুদ্র, কারণ, তারা জানে যে, তা তাদের প্রভুর নিকট হতে আগত আর আল্লাহ এ সব দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈমানদারগণকে হিদায়াত দান করে থাকেন।[৬৩৬]

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ আয়াতটি সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন, ঈমানদারগণ জানে যে এ উপমা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ, হাসান ও রাবী'বিন আনাস অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আবুল আলীয়াহ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ ঈমানদারগণ জানে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সঠিক উপমা। ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ আয়াতাংশের অনুরূপ আয়াত সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও এসেছে : ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾

"আমিই কেবল ফেরেশতাদেরকে জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক করেছি। আর তাদের (এই) সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরীক্ষা বানিয়ে দিয়েছি (কেননা তারা এ কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না যে মাত্র উনিশ জন ফেরেশতা বিশাল জাহান্নামের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে) আর যেন কিতাবধারীগণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আর ঈমানদারদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবধারীগণ ও ঈমানদারগণ যেন কোন রকম সন্দেহের মধ্যে না থাকে। যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আর কাফিররা যাতে বলে উঠে, "এ ধরণের কথা দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?" এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী (কারা এবং-এর সংখ্যা কত সে) সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। (জাহান্নামের) এ (বর্ণনা দেয়া হল) কেবল মানুষের নসীহত লাভের জন্য।"[৬৩৭] অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন, ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ **"তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।"**

সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং সাহাবীগণের অন্যান্যরা বলেছেন ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾ **"তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেন"** অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে। আল্লাহ এ সব দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈমানদারগণকে হিদায়াত দান করেন আর আল্লাহ মুনাফিকদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেন যখন তারা দৃষ্টান্তগুলো সত্য জেনেও প্রত্যাখ্যান করে যেগুলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেন।[৬৩৮] ﴿وَيَهْدِي بِهِ﴾ অর্থাৎ এ সব দৃষ্টান্তের দ্বারা كثير (অনেক) ঈমানদার ও দৃঢ়প্রত্যয়ী লোকেদের মধ্য হতে। আল্লাহ তাদের হিদায়াতের উপর

---

৬৩৫. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৩।
৬৩৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৯৩।
৬৩৭. সূরাহ মুদ্দাসসির, ৭৪:৩১।
৬৩৮. তাবারী ১/৪০৮।

হিদায়াত এবং বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস বাড়িয়ে দেন, কারণ তাঁরা যা সত্য জানে তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে অর্থাৎ দৃষ্টান্তসমূহ যা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এ হচ্ছে হিদায়াত যা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾ **"বস্তুতঃ তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।"** অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে।

আবুল আলীয়াহ ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, ফাসিক বলতে মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। রাবী ইবনু আনাসও এ অভিমত প্রকাশ করেন। মুজাহিদ ইবনু জুরায়জ ইবনু আব্বাস ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾ সম্পর্কে বলেন, এখানে ফাসিক অর্থ কাফির। কারণ, এই উপমার তাৎপর্য তারা বুঝেও অস্বীকার করছে।কাতাদাহ ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর উপমা শুনেও তারা মানে না বিধায় ফাসিক আখ্যা পেয়েছে। তাদের ফাসেকী কার্যের দরুণ তাদেরকে পথভ্রষ্ট রাখা হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) ইসহাক বিন সুলায়মান আবূ সিনান আমর বিন মুররাহ মুস্আব বিন সা'দ সা'দ এই বর্ণনা শুনান যে, ﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ আয়াতাংশ দ্বারা খারেজী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

শু'বাহ আমর বিন মুর্রাহ মুস্আব বিন সা'দ সা'দ (মুস্আব বিন সা'দ) বলেন, আমি আমার পিতাকে ﴿الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর দ্বারা হরুরীয়াদেরকে বুঝানো হয়েছে। সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাসের সূত্রে উক্ত হাদীসের সনদ যদিও শুদ্ধ, তথাপি ব্যাখ্যাটিকে শাব্দিক বলা হয় না। ওটাকে মর্মগত ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। কারণ, নাহরাওয়ানে যারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দল ত্যাগ করে খারেজী হয়েছিল তারা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে খারেজীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু-এর শানে নুযুল খারেজীদের সম্পর্কে নয়। ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ ও শরীয়াত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্জনের কারণে তাদেরকে উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

الفاسق (ফাসিক)-এর আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য থেকে যে বের হয়ে যায়।আরবরা বলে : খেজুর ফাসাকাত হয়ে গেছে যখন তা ছাল থেকে বেরিয়ে যায়। আর তারা ইঁদুরকে বলে ফাওয়াইস্রিকাহ কারণ তা ক্ষতি করার জন্য তার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

৪০৭. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে,

"خَمسٌ فَوَاسِقَ يُقتلن فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العقور"

আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।[৬৩৯] ফাসিক-এর মধ্যে কাফির ও পাপাচারী অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাফিরের ফিস্ক সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আর এ আয়াতে এ ধরণের ফাসেকেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)। দলীলস্বরূপ আল্লাহ তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন:

﴿الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۝﴾

৬৩৯. বুখারী, ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮, তিরমিযী ৮৩৭, নাসাঈ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ ৩০৮৭, আহমাদ ২৩৫৩২ ।**তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

“যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ্‌ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” এগুলোই কাফিরদের বৈশিষ্ট্য আর তা ঈমানদারদের গুণের বিপরীত। অনুরূপভাবে আল্লাহ সূরা রা'আদে বলেছেন,

﴿اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝﴾

“১৯. যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে ২০. যারা আল্লাহ্‌কে দেয়া তাদের ও'য়াদা রক্ষা করে আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। ২১. তারা সে সব সম্পর্ক সম্বন্ধ বহাল রাখে যা বহাল রাখার জন্য আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছেন। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয়াবহ হিসাব নিকাশকে ভয় পায়। ২২. তারা তাদের প্রতিপালকের চেহারা (সন্তুষ্টি) কামনায় ধৈর্য ধারণ করে, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। পরকালের ঘর প্রাপ্তি এদের জন্যই নির্দিষ্ট। ২৩. তা হল স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পিতৃ পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা সকল দরজা দিয়ে তাদের কাছে হাযির হয়ে সংবর্ধনা জানাবে (এই বলে যে)– ২৪. “তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর!” ২৫. আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে শক্ত ও'য়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্‌ যা বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের প্রতি অভিশাপ, তাদের জন্য আছে অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।”[৬৪০]

তাফসীর বিশারদগণ الهدي-এর অর্থ নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন, তাদের **একদল** বলেন, এই বিপথগামী লোকেরা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছে তা হল স্বীয় সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর চুক্তি অর্থাৎ তাঁকে মান্য করা আর পাপ পরিহার করা যাথেকে তিনি নিষেধ করেছেন। আল্লাহর কিতাবসমূহে আর রসূলগণের কথায় এ চুক্তির কথা বার বার বলা হয়েছে। এ চুক্তি উপেক্ষা করা তা ভঙ্গ করার শামিল।

দ্বিতীয় দল বলেন :আয়াতটি (২:২৭) আহলে কিতাবদের অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা যে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল তা হল তাওরাতের সেই প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ তাদের নিকট থেকে নিয়েছিলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মান্য করার জন্য যখন তিনি নাবী হিসেবে প্রেরিত হবেন আর তাঁকে ও যা নিয়ে তিনি প্রেরিত হবেন তাতে বিশ্বাস করার জন্য। এক্ষেত্রে আল্লাহর চুক্তি ভঙ্গ করার ঘটনা ঘটেছিল তখন যখন আহলে কিতাবগণ নাবী (ﷺ) সম্পর্কে সত্য জানার পরও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তারা আল্লাহর নিকট শপথ করেছিল যে, তারা তা মেনে চলবে। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা চুক্তিকে তাদের পিঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলেছিল আর অতি নগণ্য মূল্যে তা বিক্রি করে দিয়েছিল। এ ব্যাখ্যা মুকাতিল বিন হায়্যান প্রদান করেছেন আর তা ইবনু জারীর পছন্দ করেছেন।

---

৬৪০. সূরাহ রা'দ ১৯-২৫।

তৃতীয় দল বলেন : আয়াতটি সকল অবিশ্বাসী, পুতুলপূজারী ও মুনাফিকদেরকে বুঝাচ্ছে। আল্লাহ স্বীয় প্রভুত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করে তাঁর একত্বে বিশ্বাস করার জন্য তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আদেশসমূহ মান্য করার জন্য এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্যও তাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এ কথা জেনেই যে, তাঁর রসূলগণ এমন সব প্রমাণ ও মু'জিযা নিয়ে আসবেন যা তাঁর সৃষ্টির কেউই আনতে পারবেনা। এ সব অলৌকিকতা আল্লাহর রসূলদের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেল যখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল যা তাদের কাছে সত্য সঠিক বলে প্রমাণিত হল, তারা আল্লাহর নাবী ও কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তারা জানত যে, ওগুলো সত্য। মুকাতিল বিন হায়্যান এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন, এটা খুব ভাল তাফসীর। এ অভিমত যামাখশারীও পোষণ করেন। তিনি বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসের অঙ্গীকার নিয়েছেন? জবাবে আমি বলব, মানুষের জ্ঞানজগতে আল্লাহর একত্ববাদের যে প্রমাণ নিহিত রয়েছে মানুষ তা মেনে চলবে। এই অঙ্গীকারই আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট হতে গ্রহণ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَاَشۡهَدَهُمۡ عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ ۚ اَلَسۡتُ بِرَبِّکُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰی﴾ **"আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ;"**[৬৪১] অতঃপর তাদেরকে যত কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে তাতেও অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ﴿وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِیۡۤ اُوۡفِ بِعَهۡدِکُمۡ﴾ **"আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব"**[৬৪২]

চতুর্থ দল বলেন : আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভাষ্য দ্বারা পৃথিবীতে আসার আগে মানুষের রূহসমূহ হতে যে অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন তা ভঙ্গের কথা বুঝানো হয়েছে। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে আত্মাসমহূকে বের করার সময়ে আল্লাহ তাদের নিকট হতে তাঁর একক প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নেন। তিনি বলেন :

﴿وَاِذۡ اَخَذَ رَبُّکَ مِنۡۢ بَنِیۡۤ اٰدَمَ مِنۡ ظُهُوۡرِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ وَاَشۡهَدَهُمۡ عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ ۚ اَلَسۡتُ بِرَبِّکُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰی ۚۛ شَهِدۡنَا ۚۛ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ اِنَّا کُنَّا عَنۡ هٰذَا غٰفِلِیۡنَ ﴿۱۷۲﴾ اَوۡ تَقُوۡلُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَشۡرَکَ اٰبَآؤُنَا مِنۡ قَبۡلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّۃً مِّنۡۢ بَعۡدِهِمۡ ۚ اَفَتُهۡلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ ﴿۱۷۳﴾﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এটা এজন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'। অথবা তোমরা এ কথা না বল যে, 'পূর্বে আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই শিরক্ করেছে আর তাদের পরে আমরা তাদেরই সন্তানাদি (যা করতে দেখেছি তাই করছি) তাহলে ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা যা করেছে তার জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?"[৬৪৩] সুতরাং আলোচ্য আয়াতে এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কথাই বলা হয়েছে। মুকাতিল বিন হায়্যান এই মতকেও সমর্থন করেছেন। ইবনু জারীর তার তাফসীরে উপরে বর্ণিত সকল মতই উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, ◊[রাবী' বিন আনাস][আবুল আলিয়াহ]◊ তিনি আল্লাহর বাণী: ﴿الَّذِیۡنَ یَنۡقُضُوۡنَ عَهۡدَ اللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ مِیۡثَاقِهٖ ۪ وَیَقۡطَعُوۡنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنۡ یُّوۡصَلَ وَیُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۲۷﴾﴾

---

৬৪১. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৭২।
৬৪২. সূরাহ বাকারা, ২:৪০।
৬৪৩. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৭২-১৭৩।

"যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত" সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ, আর মুনাফিকীর পরিচয় হল নিম্নবর্ণিত ছয়টি চরিত্র ঃ তারা বিজিত অবস্থায় থাকলে, **এক.** কথা বললে মিথ্যা বলে। **দুই.** ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। **তিন.** আমানত রাখলে খিয়ানত করে। তারা বিজয়ী অবস্থায় থাকলে, **চার.** আল্লাহকে দেয়া প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। **পাঁচ.** আল্লাহ নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। **ছয়.** ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। সুদ্দী তার তাফসীরে এই সূত্রে ﴿الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ﴾ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, কুরআনের বিধি নিষেধ পাঠ করা এবং সেটিকে সত্য বলে জানার পর তা অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

আল্লাহর পরবর্তী কথা ﴿وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ﴾ **"এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ আল্লাহ করেছেন, তা ছিন্ন করে।"** আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে যেমনটি ক্বাতাদাহ (রহ.) ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ﴾ **"ক্ষমতা পেলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।"**[৬৪৪] এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।[৬৪৫]

ইবনু জারীর এ অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের (২ ঃ ২৭) অর্থ এখানে অধিক সর্বজনীন। কাজেই যা কিছু আল্লাহ পালন করার আদেশ দিয়েছেন আর তা মানুষ ভঙ্গ করে, সবই এ আয়াতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

الخسران (ক্ষতি) দ্বারা উদ্দেশ্য

মুকাতিল বিন হায়্যান ﴿اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, **তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।** অর্থাৎ 'পরকালে'। তেমনি আল্লাহ বলেন, ﴿اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾ **"তাদের জন্য আছে অভিশাপ আর তাদের জন্য আছে অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।"**[৬৪৬]

দহ্হাকও বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলছেন, মুসলিম ছাড়া অন্যদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ যার বিবরণ দিয়েছেন- যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া- এর দ্বারা কুফরীকে বুঝায়। কিন্তু ওগুলো যখন মুসলিমদের সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়, তখন এ সব শব্দ দ্বারা পাপ বুঝায়।[৬৪৭] ইবনু জারীর ﴿اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, "خاسرون" শব্দটি خاسر-এর বহুবচন, শব্দটি এমন প্রত্যেক লোকের জন্য প্রযোজ্য যে আল্লাহকে অমান্য করার কারণে নিজের জন্য আল্লাহর দয়ার ভাগকে কমিয়ে নিয়েছে, যেমন কোন ব্যবসায়ী ব্যবসায় ক্ষতির দ্বারা নিজের মূলধনকে কমিয়ে দেয়। মুনাফিক ও কাফিরের ব্যাপারটিও এই রকম যারা নিজেদের জন্য আল্লাহর দয়ার ভাগকে নষ্ট করে দেয় যা তিনি কিয়ামতের দিনে তাঁর বান্দাহদের জন্য জমা করে রেখেছেন। আর সেটা হবে তখন যখন কাফের ও মুনাফিক চরমভাবে আল্লাহর দয়ার প্রয়োজনে পতিত হবে। জারীর বিন আতিয়্যাহ বলেন:-

إن سليطا في الخسار إنه　　　　أولاد قوم خلقوا أقنه

কর্কশভাষী সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, মানব জাতির সন্তান সন্ততিকে দাস রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

৬৪৪. সূরাহ মুহাম্মাদ,
৬৪৫. তাবারী ১/৪১৬।
৬৪৬. সূরাহ আর রা'দ, ১৩:২৫।
৬৪৭. তাবারী ১/৪১৭।

২৮. তোমরা আল্লাহ্‌কে কিভাবে অস্বীকার করছ অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আবার জীবিত করবেন, তারপর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

পুনর্জীবনের প্রমাণ

আল্লাহ তাঁর অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিপন্ন করছেন আর বলছেন যে, তিনিই স্রষ্টা ও লালনপালনকারী এবং তাঁর বান্দাহদের উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, ﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ﴾ কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব কিভাবে অস্বীকার করতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে অন্যেরও 'ইবাদত করতে পারে যখন ﴿كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ﴾ অর্থাৎ তিনি অনস্তিত্ব থেকে তাদেরকে জীবন দান করেছেন। তেমনি, আল্লাহ বলেন, ﴿اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿۳۶﴾﴾ **"তারা কি এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা? ৩৬. নাকি তারা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়।"**[৬৪৮] এবং ﴿هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿۱﴾﴾

"মহাকালের মধ্য হতে মানুষের উপর কি এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখ করার যোগ্য কোন বস্তুই ছিল না?"[৬৪৯] এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। সুফইয়ান আস্‌ স্রাওরী বলেন, আবূ ইসহাক, আবুল আহওয়াস, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হাশরের ময়দানে কাফিরদের বক্তব্য হবে : ﴿رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি দু'বার আমাদের মৃত্যু দিয়েছ (জন্মের আগের মৃত অবস্থা আর জীবন শেষের মৃত্যু) আর আমাদেরকে দু'বার জীবন দিয়েছ। সুতরাং আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করছি।"**[৬৫০] এবং আলোচ্য ﴿وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ﴾ আয়াতাংশের বক্তব্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

ইবনু জারীর 'আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, ﴿كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ﴾ **"অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন"** অর্থাৎ আগে তোমার অস্তিত্ব ছিলনা। আল্লাহ সৃষ্টি করার পূর্বে তুমি কিছুই ছিলেনা, তিনি তোমাকে মৃত্যু দিবেন, আবার পুনরুত্থানের সময় তোমাকে জীবন্ত করবেন। অতঃপর ইবনু 'আব্বাস বলেন, "এটা আল্লাহর এ কথার মত ﴿اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ **"তুমি দু'বার আমাদের মৃত্যু দিয়েছ (জন্মের আগের মৃত অবস্থা আর জীবন শেষের মৃত্যু) আর আমাদেরকে দু'বার জীবন দিয়েছ।"**[৬৫১] দহহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, তোমরা সৃষ্টির পূর্বে মাটি ছিলে অর্থাৎ মৃত ছিলে। অতঃপর তোমাদেরকে প্রাণ দেয়া হল। এটা তোমাদের প্রথম জীবন। অতঃপর তোমাদের মৃত করা হবে এবং তোমরা কবরে যাবে। এটি তোমাদের দ্বিতীয় মৃত্যু। অবশেষে পুনরুত্থান দিবসে তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এটি তোমাদের দ্বিতীয় জীবন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এ দু'বার মৃত্যু ও

---

৬৪৮. সূরাহ আত তূর, ৫২:৩৫-৩৬।
৬৪৯. সূরাহ ইনসান, ৭৬:১।
৬৫০. সূরাহ গাফির, ৪০:১১।
৬৫১. সূরাহ আল-মু'মিন, ৪০:১১।

দু'বার জীবিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, ∘[আবূ মালিক ও আবূ স্বালিহ][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)]∘ ∘[মুররাহ][ইবনু মাসঊদ(রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)]∘ ∘[আবুল আলীয়াহ][আল হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ স্বালিহ,দহহাক ও আতা' আল-খুরাসানী]∘ হতে তাদের স্ব স্ব সানাদে আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সুদ্দী ও আবূ সালিহের উদ্ধৃতি দিয়ে সুফইয়ান আস্র স্নাওরী আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, কবরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন আবার মৃত করবেন।

ইবনু জারীর বলেন, ∘[য়ূনুস][ইবনু ওহাব][আবদুর রহমান বিন য়ায়দ বিন আসলাম]∘ হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টি করেন। সেখানে তিনি তাদের নিকট হতে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে তাদেরকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাদেরকে মৃত করেন। অতঃপর তাদেরকে মৃত্যু দান করে বিচার দিবসে আবার তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটাই আল কুরআনের ﴿رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثۡنَتَيۡنِ وَاَحۡيَيۡتَنَا اثۡنَتَيۡنِ﴾ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই হাদীস্রটি সনদের বিচারে গরীব শ্রেণিভুক্ত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও একদল তাবেঈনের যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলোই সঠিক ও বিশুদ্ধ। তাদের বর্ণনার সাথে নিম্ন আয়াতের মিল রয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلِ اللّٰهُ يُحۡيِيۡكُمۡ ثُمَّ يُمِيۡتُكُمۡ ثُمَّ يَجۡمَعُكُمۡ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ﴾

"বল– আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[৬৫২] মুশরিকদের উপাস্য দেব মূর্তিগুলোকেও আল্লাহ তাআলা মৃত বলেছেনঃ

﴿اَمۡوَاتٌ غَيۡرُ اَحۡيَآءٍ ۚ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ ۙ اَيَّانَ يُبۡعَثُوۡنَ﴾

"তারা প্রাণহীন, জীবিত নয়, তাদের কোনই চেতনা নেই কবে তাদেরকে (পুনর্জীবিত করে) উঠানো হবে।"[৬৫৩] আল্লাহ তাআলা ভূমির জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الۡاَرۡضُ الۡمَيۡتَةُ ۚۖ اَحۡيَيۡنٰهَا وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَاۡكُلُوۡنَ﴾

"মৃত (অনুর্বর) জমিন তাদের জন্য একটা নিদর্শন। তাকে আমি জীবিত (উর্বর) করি আর তাথেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য যাথেকে তারা খায়।"[৬৫৪]

এখানে মৃত্যুর মাধ্যমে পূর্বের অস্তিত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে, তারা তখন কোন প্রকার অনুভব ছাড়া তাঁর সাথে কাউকে শরিক করত না। যেমন আল্লাহ তাআলা মূর্তিগুলোর ব্যাপারে বলেন, ﴿اَمۡوَاتٌ غَيۡرُ اَحۡيَآءٍ﴾ **"তারা প্রাণহীন, জীবিত নয়।"** আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الۡاَرۡضُ الۡمَيۡتَةُ ۚۖ اَحۡيَيۡنٰهَا وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبًّا فَمِنۡهُ يَاۡكُلُوۡنَ﴾ **"মৃত (অনুর্বর) জমিন তাদের জন্য একটা নিদর্শন। তাকে আমি জীবিত (উর্বর) করি আর তাথেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য যাথেকে তারা খায়।"**[৬৫৫]

---

৬৫২. সূরাহ জাস্রিয়াহ, ৪৫:২৬।
৬৫৩. সূরাহ নাহল, ১৬:২১।
৬৫৪. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৩৩।
৬৫৫. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৩৩।

২৯. পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۟

আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ

আল্লাহ যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ কথার প্রমাণ আর এর প্রমাণ হিসেবে তারা নিজেদের মধ্যে কী দেখতে পায় তার উল্লেখ করার পর, তিনি আরেকটি প্রমাণের উল্লেখ করেছেন যা তারা দেখতে পায়, আর তা হচ্ছে আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন ﴿هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ﴾ **"পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।"** অর্থাৎ তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, ﴿فَسَوّٰىهُنَّ﴾ অর্থাৎ তিনি আকাশ সৃষ্টি করলেন, সপ্ত আকাশ। আল্লাহ বলেন, ﴿فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۟﴾ অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান তাঁর সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রেখেছে, যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন ﴿اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ **"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন না?"**[৬৫৬]

সৃষ্টির সূচনা

এ আয়াতটি (২:২৯) সূরা হামীম সাজদাহ্য় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۟ۚ وَ جَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِیْهَا وَ قَدَّرَ فِیْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِیْۤ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِیْنَ ۟ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَیْنَا طَآئِعِیْنَ ۟ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ وَ اَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ ۖۗ وَ حِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۟﴾

"বল- তোমরা কি তাঁকে অস্বীকারই করছ যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে আর তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ? তিনিই তো বিশ্বজগতের রব্ব। (জমিন সৃষ্টির পর) তার বুকে তিনি সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, জমিনকে বরকতমণ্ডিত করেছেন আর তাতে প্রার্থীদের প্রয়োজন মুতাবেক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত করেছেন চার দিনে। তারপর নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে যখন তা ছিল ধোঁয়া ('র মত)। তখন তিনি আকাশ আর পৃথিবীকে বললেন- আমার অনুগত হও, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হলাম। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন দু'দিনে আর প্রত্যেক আকাশকে তার বিধি-ব্যবস্থা ওয়াহীর মাধ্যমে প্রদান করলেন। আমি আলোকমালার সাহায্যে দুনিয়ার আকাশের শোভাবর্ধন করলাম আর সুরক্ষার (ও ব্যবস্থা করলাম)। এ হল মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর সুনির্ধারিত (ব্যবস্থাপনা)।"[৬৫৭]

এ আয়াতগুলো জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ জমিন সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনি আসমান তৈরি করেন সাত আসমান। এটা সেভাবেই সাধারণত নির্মাণ যেভাবে শুরু হয়, প্রথমে নীচের তলাগুলো, অতঃপর উপরের তলাগুলো, এ কথা বিদ্বানগণ বার বার ব্যক্ত করেছেন, যা আমরা পরে জানতে পারব, ইনশা'আল্লাহ।

---

৬৫৬. সূরাহ মুলক, ৬৭:১৪।
৬৫৭. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৯-১২।

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا ۝ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ۝ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ۝﴾

"তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন। তার ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন, অতঃপর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। তিনি তার রাতকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছেন, আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি। পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ সমস্ত তোমাদের আর তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর জীবিকার সামগ্রী।"[৬৫৮] অতঃপর বলা হয়েছে যে, আয়াতে (ثم) কথাটি যে সংবাদ দেয়া হয়েছে কেবল তা পাঠ করার ক্রম বুঝাচ্ছে, এর দ্বারা এটা বুঝায়না যে উল্লেখিত ঘটনাগুলো এই ক্রমধারায় সংঘটিত হয়েছিল, একথা ইবনু আব্বাস হতে আলী বিন আবী তালহাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৬৫৯] যেমন কবি বলেনঃ

قُلْ لِمَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَٰلِكَ جَدُّهُ

যে লোক নেতা হয়েছে তার পিতাও নেতা ছিল আর এর পূর্বে তার পিতামহও নেতা ছিল, তাকেই বল।

উক্ত চরণে ثم শব্দটি পূর্বাপর না বুঝিয়ে শুধু সংযোগ রক্ষা করেছে ও পুরুষানুক্রমিক নেতৃত্বের খবর পরিবেশনের কাজ দিয়েছে। একদল ব্যাখ্যাকার আয়াতদ্বয়ের আপাত বৈসাদৃশ্য দূরীকরণার্থে বলেছেন, এ আয়াতে পৃথিবীর সম্প্রসারণ ও বিন্যাস কার্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা সৃষ্টির কথা বলা হয়নি। সুতরাং আমাদের আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করে পরে আকাশ সৃষ্টি এবং এ আয়াতে তার পর পৃথিবীকে পরিপূর্ণরূপে বিন্যস্ত করা বুঝা যাচ্ছে। ফলে কোন বৈপরীত্য ঘটছে না। কেউ কেউ বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পরপরই তার সংস্থাপন কার্য করা হয়। এ অভিমতটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে আলী ইবনু আবূ তালহাহ বর্ণনা করেন।

বলা হয়েছে, আসমান ও যমিন সৃষ্টি করার পর তা বিস্তৃত করা হয়েছে। আর এটা আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আস সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে ❮আবূ মালিক ও আবূ স্বালিহ❯ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ ❮মুর্রাহ❯ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)❯[৬৬০] হতে বর্ণনা করেন, তিনি ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ সম্পর্কে বলেন, সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলার আরশ পানির উপর সমুন্নত ছিল। পানির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোন বস্তুই সৃষ্টি করেননি। সুতরাং সৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম তিনি পানি হতে বাষ্প সৃষ্টি করলেন। তা ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বলোকে উত্থিত হল এবং উত্থিত বাষ্প ছাদরূপ পরিগ্রহণ করে আকাশে পরিণত হল। এজন্য তার নাম হল (উর্ধ্বলোক) অতঃপর পানি শুকিয়ে একটি ভূখন্ড দেখা দিল। তখন তাকে সপ্তখন্ডে বিভক্ত করা হল। রবি, সোম দুই দিনে এই

৬৫৮. সূরাহ নাযিআত, ৭৯:২৭-৩৩।

৬৫৯. তাবারী ১/৪৩৭।

৬৬০. এই আসারটি স্বহীহ নয়, এটা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত নয় বরং তা প্রত্যাখ্যাত ইসরাঈলী বর্ণনা। আর সানাদে আবদুর রহমান আস সুদ্দী সম্পর্কে সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার তাফসীরে একাধিক মুনকার হাদীস্ব উল্লেখ করেছেন। সানাদের অপর রাবী আবূ স্বালিহ যার নাম বাযাম, তিনি একাধিক বানোয়াট হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

সপ্তখন্ড সৃষ্টি হল। অতঃপর পৃথিবীকে সেই মৎসের উপর স্থাপন করা হল যার বর্ণনা সূরা نٓ وَالْقَلَمِ এ উল্লেখিত হয়েছে। মৎসটি পানির মধ্যে এবং পানির নীচে সিফাত জাতীয় পদার্থ বা পরিচ্ছন্ন মৃত্তিকা শিলা বিদ্যমান। সিফাতটি (মৃত্তিকা শিলা) রয়েছে ফেরেশতার পিঠের উপর। ফেরেশতা দণ্ডায়মান এক খণ্ড পাথরের উপর এবং পাথরখণ্ডটি বায়ুমন্ডলের উপর ভাসমান রয়েছে। লুকমান হাকীম এই পাথরটুকরার কথাই বলেছেন। তা আকাশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও স্থাপিত নয়। মৎসটি নড়াচড়া করা মাত্র পৃথিবী কম্পিত হয় এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। তাই পৃথিবীকে পাহাড় চাপা দেয়া হল। ফলে পৃথিবী সুস্থির হল। পর্বত তাই পৃথিবীর কাছে নিজের বড়াই করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন ; ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ **"আর পৃথিবীকে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পবর্তমালা স্থাপন করেছি।"** পাহাড়-পর্বত, ফল-মূল, প্রাণীকুল, গাছ-পালা ইত্যাদি যা কিছু পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ছিল সব কিছু তিনি মঙ্গল বুধ বারে সৃষ্টি করেছেন। এ কথাই আল্লাহ তাআলা সূরা ফুসসিলাতে উদ্ধৃত করেছেন-

﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا﴾

"বল- তোমরা কি তাঁকে অস্বীকারই করছ যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে আর তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ? তিনিই তো বিশ্বজগতের রব্ব। (জমিন সৃষ্টির পর) তার বুকে তিনি সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, জমিনকে বরকতমণ্ডিত করেছেন।"[৬৬১] অতঃপর তিনি গাছ থেকে ফল বের করা সম্পর্কে বলেন, ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ **"প্রয়োজন মুতাবেক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত করেছেন"** এ সব সৃষ্টি করতে যে মোট চার দিন লেগেছে তা তিনি ব্যক্ত করলেন ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ আয়াতাংশের মাধ্যমে। আলোচ্য ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ **"তারপর নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে যখন তা ছিল ধোঁয়া ('র মত)।"** আয়াতাংশের ধোঁয়া বা বাষ্প হল পানির নিঃশ্বাস। তা দ্বারা প্রথমে এক আকাশ ও পরে তা হতে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এ কাজ বৃহস্পতি ও শুক্র দুই দিনে সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তাআলা শুক্রবারে একত্রিত করেছেন তাই এ দিনের নাম ইয়াওমুল জুমুআ হয়েছে। ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ **"আর প্রত্যেক আকাশকে তার বিধি-ব্যবস্থা ওয়াহীর মাধ্যমে প্রদান করলেন।"**[৬৬২] আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, নদ-নদী, বরফের পাহাড় ও নানাবিধ অজানা বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর নিকটতর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে এক দিকে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা বর্ধন ও অন্যদিকে শয়তানের অনাচার হতে উর্ধ্বলোককে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাঁর পরিকল্পিত বস্তুসমূহ সৃষ্টি শেষে স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত হলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ **"ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন।"**[৬৬৩] তিনি আরো বলেন, ﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ **"অতঃপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম, আর প্রাণসম্পন্ন সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।"**[৬৬৪]

---

৬৬১. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৯-১০।
৬৬২. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:১২।
৬৬৩. সূরাহ আ'রাফ, ৭:৫৪।
৬৬৪. সূরাহ আম্বিয়া ২১:৩০।

ইবনু জারীর বলেন, ◊[মুসান্না][আবদুল্লাহ বিন সালিহ][আবূ মা'শার][সাঈদ বিন আবূ সাঈদ][আবদুল্লাহ বিন সালাম]◊ হতে এই বর্ণনা শুনান। আল্লাহ তা'আলা রবিবার সৃষ্টি কাজ আরম্ভ করেন এবং রবি সোম দুইদিনে পৃথিবীর সপ্তখন্ড সৃষ্টি করেন। পর্বতরাজি ও জীবিকার শক্তি ও উপকরণ সৃষ্টি করেন মঙ্গল বুধবার দুই দিনে। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেন। শুক্রবার দিন শেষভাগে তিনি অবসর হলেন। তখনই কালবিলম্ব না করে আদমকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই শেষ সময়টিতেই সৃষ্টি ধ্বংসের কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৬৬৫]

আকাশের পূর্বে জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর বাণী- ﴿هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا﴾ **"পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ আকাশের পূর্বে জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর যখন তিনি জমিন সৃষ্টি করলেন, তখন তার থেকে ধোঁয়া বিস্ফোরিত হল, এ জন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ﴾ **"তারপর নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে যখন তা ছিল ধোঁয়া ('র মত)।"**[৬৬৬] অর্থাৎ একটার উপর আরেকটা, আর "সাত জমিন" মানে একটার নীচে আরেকটা। আয়াতটি এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে যে, আকাশের আগে জমিন সৃষ্টি হয়েছিল, যেমনটি আল্লাহ হামীম সাজদাহ্র আয়াতে বলেছেন : ﴿قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝﴾

"বল- তোমরা কি তাঁকে অস্বীকারই করছ যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে আর তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ? তিনিই তো বিশ্বজগতের রব্ব। (জমিন সৃষ্টির পর) তার বুকে তিনি সৃদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, জমিনকে বরকতমণ্ডিত করেছেন আর তাতে প্রার্থীদের প্রয়োজন মুতাবেক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত করেছেন চার দিনে। তারপর নজর দিয়েছেন আকাশের দিকে যখন তা ছিল ধোঁয়া ('র মত)। তখন তিনি আকাশ আর পৃথিবীকে বললেন- আমার অনুগত হও, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হলাম। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন দু'দিনে আর প্রত্যেক আকাশকে তার বিধি-ব্যবস্থা ওয়াহীর মাধ্যমে প্রদান করলেন। আমি আলোকমালার সাহায্যে দুনিয়ার আকাশের শোভাবর্ধন করলাম আর সুরক্ষার (ও ব্যবস্থা করলাম)। এ হল মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর সুনির্ধারিত (ব্যবস্থাপনা)।"[৬৬৭]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, পৃথিবীকে নভোমণ্ডলের আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। আলিমদের ভিতর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেবলমাত্র ইবনু জারীর কাতাদাহর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

---

৬৬৫. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (১/হাঃ ৫৯৫) উল্লেখ করেছেন। সানাদটি দুর্বল। আবূ মা'শার-এর নাম নাজীহ আস সুন্দী তিনি দুর্বল। আর সাঈদ বিন আবূ সাঈদ ইবনু সালাম থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে তার শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। যা আবদুর রাযযাক আবূ সাঈদ থেকে তিনি ইকরিমাহ থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ' (৮/৪২০)-এর মাঝে বলেন, সানাদটি আবূ সাঈদ আল-বাক্কাল-এর কারণে দুর্বল।

৬৬৬. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:১১।

৬৬৭. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৯-১২।

যেখানে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর আগে নভোমণ্ডলি সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরতুবী তার তাফসীরে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা হতে বিরত রয়েছেন। কারণ, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۝ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝﴾

"তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন। তার ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন, অতঃপর তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। তিনি তার রাতকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছেন, আর তার দিবালোক প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি। পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৬৬৮] তাই তারা বলেন এখানে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে আকাশের পরে পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হয়েছে।

আকাশ সৃষ্টির পর জমিনকে বিস্তৃত করা

সহীহ বুখারী লিপিবদ্ধ করেছে যে, ইবনু আব্বাস (ﷺ)-কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে, আকাশের পূর্বে জমিনকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর আকাশ সৃষ্টির পরেই জমিনকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী এবং ইদানিং কালের অনেক তাফসীরবিদও একই কথা বলেছেন, যা আমরা সূরা নাযি'আতের (৭৯) তাফসীরে ব্যাখ্যা করেছি। সে আলোচনার ফলাফল এই যে, 'দাহা' (উপরে যার অনুবাদ করা হয়েছে "বিস্তৃত করা হয়েছে) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল্লাহর বাণীতে :

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝﴾

"অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি। পবর্তকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৬৬৯]

কাজেই "দাহা"-র অর্থ জমিনে আর আকাশে যা বাস করবে তাদের সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করার পর পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহকে মৃত্তিকার উপরিভাগে আনা হয়েছিল। জমিন যখন "দাহা" হল, তখন তার পানি উপরিভাগে এসে পড়ল এবং বিভিন্ন প্রকার রং ও আকৃতির বৃক্ষ-তৃণলতা জন্মাল। নক্ষত্রগুলো গ্রহের সাথে ঘুরতে লাগল যা তাদের চতুর্দিকে ঘুরে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৪০৮. ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যা স্ব স্ব তাফসীরে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র উদ্ধৃত করেছেন। ⟨ইবনু জুরায়জ⟩বলেন, ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ ⟩আয়্যুব বিন খালিদ⟩আবদুল্লাহ বিন রাফি' (উম্মু সালামাহ-এর আযাদকৃত দাস)⟩আবূ হুরায়রাহ (ﷺ)⟩ বলেন, "রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করলেন, রবিবারে পাহাড় সৃষ্টি করলেন, সোমবারে গাছপালা সৃষ্টি করলেন, মঙ্গলবারে অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করলেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করলেন, বৃহস্পতিবারে প্রাণীকুল সৃষ্টি করলেন এবং আদমকে শুক্রবার আসরের পর সৃষ্টি করলেন। তা ছিল শুক্রবার দিবসের শেষ প্রহর অর্থাৎ আস্র ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।[৬৭০] **সহীহ** মুসলিমের শর্তে

---

৬৬৮. সূরাহ নাযিআত, ৭৯:২৭-৩২।

৬৬৯. সূরাহ নাযিআত, ৭৯:৩০-৩২।

৬৭০. ইবনু আবী হাতিম ১/১০৩, মুসলিম ২৭৮৯, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০১০, ইমাম বুখারী তার তারীখে (১/৪১৩) উল্লেখ করেছেন, অনেকে উক্ত হাদীস্রের ব্যাপারে বলেন, আবূ হুরায়রাহ (ﷺ) কা'ব আল-আহবার-এর কওল উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি গরীব। আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, ইমাম বুখারী ও কতিপয় হাদীস সংরক্ষকও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা তাকে কা'বের বক্তব্য বলে স্থির করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কা'ব আল-আহবার হতে তা শুনেছেন। কোন কোন বর্ণনার সাথে এর কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার কারণে হাদীসটিকে মারফূ' করে ফেলেছেন। ইমাম বায়হাকী এই অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।

আদম ও তার সন্তানাদি বংশ পরম্পরায় পৃথিবীতে বাস করছে

আল্লাহ আদম সন্তানের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা পুনরাবৃত্তি করেছেন যখন তিনি বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে উচ্চতার শীর্ষে তাদের উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ﴾ **"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন"** এ আয়াতের অর্থ, "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে কী বলেছিলেন তা আপনার লোকেদের নিকট উল্লেখ করুন।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, আরবী ভাষাবিদ আবূ উবায়দাহ মনে করেন, উক্ত বাক্যে إذ শব্দটি অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। আসল বাক্যটি হবে وقال ربك অতঃপর ইবনু জারীর আবূ উবায়দার উক্ত বক্তব্য বর্জন করেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, সকল তাফসীরকারই আবূ উবায়দার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয যুজাজ বলেন, এটা আবূ উবায়দার চরম দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা।

﴿اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"** অর্থাৎ বংশের পর বংশ, শতাব্দী পর শতাব্দী মানুষ জন্মিতে থাকবে, যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ﴾ **"তিনিই**

আর এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি ইসমাঈল বিন উমায়্যাকে ইবরাহীম বিন আবূ ইয়াহইয়া ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে গ্রহণ করতে দেখিনি। বায়হাকী বলেন, মূসা বিন উবায়দাহ আর রাবযী আয়্যূব বিন খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূসা দুর্বল রাবী। আর তার থেকে ইবরাহীমের সূত্রে বাকর বিন সুরদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনিও দুর্বল। অনুরূপ তিরমিযী তার ইলাল-এর মাঝে তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইবনু তায়মিয়্যাহ তার 'আল-ফাতওয়াহ' (১৭/২৩৬)-এর মাঝে বলেন, তার হাদীস ত্রুটিপূর্ণ, তাকে একাধিক ব্যক্তি দুর্বল বলেছেন। আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ)ও তাকে ত্রুটিপূর্ণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তার বক্তব্য আল্লাহর বাণীর সাথে বৈপরিত্য রাখে। আল্লাহর বাণী: ﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ﴾ **"আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'এর মাঝে যা কিছু আছে ছ' দিনে সৃষ্টি করেছেন।"** (সূরাহ সাজদাহ, ৩২:৪) এ সম্পর্কিত আয়াত অনেক এসেছে। যদি ইমাম মুসলিমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকতো তবে অবশ্যই আমি হাদীসটিকে দুর্বল বলতাম। যদিও আলী ইবনুল মাদীনী, আয যাহলী, বুখারী, বায়হাকী, ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনু কাসীর সহ অন্যান্য মুহাক্কিকবৃন্দ দুর্বল বলেছেন। (ওয়াল্লাহু আ'লাম বা আল্লাহই সর্বজ্ঞ।) **তাহকীক:** গারাইবুস সহীহ।

তোমাদেরকে পৃথিবীতে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন।"[৬৭১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ﴾ **"আর তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন?"**[৬৭২] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ **"আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা পয়দা করতে পারি যারা পর পর উত্তরাধিকারী হবে।"**[৬৭৩] এবং আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ **"তাদের পরে (পাপিষ্ঠ) বংশধরগণ তাদের স্থলাভিষিক্ত।"**[৬৭৪] (إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً) আয়াতাংশে খলীফা শব্দটিকে খুলাইফা পড়ার ব্যাপারটি খুবই বিরল। আল্লামাহ যামাখশারী প্রমুখ তার উল্লেখ করেছেন। যায়দ বিন আলী হতে ইমাম কুরতুবী অনুরূপ পাঠের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

এটা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ 'খলীফা' বলে বিশেষভাবে আদমকে বুঝাননি, তা না হলে তিনি ফেরেশ্তাদেরকে এমন কথা বলতে দিতেন না, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴾ **"তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"** ফেরেশ্তাগণ বুঝাতে চেয়েছিল যে, এ ধরণের প্রাণী সাধারণতঃ অত্যন্ত নৃশংসতা ঘটায় যেমনটি তারা উল্লেখ করেছে। **মানুষের স্বভাব সম্পর্কে ফেরেশ্তাদের জানা থাকার কারণে প্রকৃত ঘটনা তারা জানত, কারণ আল্লাহ বলেছিলেন যে, তিনি কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করবেন। অথবা ফেরেশ্তারা "খলীফা" শব্দ থেকেই ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিল,** যা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি মানুষের মাঝে সংঘটিত ঝগড়ার বিচার **করেন। তাদেরকে** অন্যায় ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেন, যেমনটি কুরতুবী বলেছেন।

ফেরেশ্তাগণের কথা আল্লাহর সঙ্গে মতানৈক্যের জন্য ছিলনা, আর আদম সন্তানের প্রতি হিংসা বিদ্বেষের জন্যও নয়, যদিও কেউ কেউ ভুলবশতঃ ভেবে থাকেন। আল্লাহ তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তারা কথায় আল্লাহর আগে বেড়ে যায়না, অর্থাৎ তারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট কোন কিছু জিজ্ঞেস করেনা। আল্লাহ যখন তাদেরকে জানালেন যে, তিনি পৃথিবীতে একটা সৃষ্টি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, আর তাদের জানা ছিল যে, এই সৃষ্টিটি দুনিয়াতে অনিষ্ট সাধন করবে, - যেমন কাতাদাহ উল্লেখ করেছেন তারা **বলল:** ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴾ **"তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এটা **ছিল একটি প্রশ্ন** মাত্র, যেন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রভু! এমন প্রাণী সৃষ্টি করার হিকমত কী, যেহেতু দুনিয়াতে তারা সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং রক্ত ঝরাবে?[৬৭৫] "এ কাজের পেছনে যদি এ হিকমত থেকে থাকে যে, আপনার ইবাদত করা হবে, তাহলে আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি (অর্থাৎ আপনার নিকট প্রার্থনা করছি) আমরা কক্ষনো অনিষ্টে লিপ্ত হইনা, তবে কেন অন্য সৃষ্টি সৃষ্টি করবেন?

আল্লাহ ফেরেশ্তাদের প্রশ্নের জবাবে তাদেরকে বললেন ﴿إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ অর্থাৎ "আমি জানি যে, তোমরা যে ক্ষতির কথা উল্লেখ করলে এ ধরণের প্রাণী সৃষ্টির উপকারিতা তার চেয়ে বেশি, যে ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি তাদের মাঝে নাবী সৃষ্টি করব এবং দূত পাঠাব। আমি তাদের মাঝে সিদ্দীক, শহীদ, সৎকর্মশীল ঈমানদার, 'আবেদ, ভদ্র, ধার্মিক বিদ্বান যারা তাদের জ্ঞান কাজে লাগাবে, বিনয়ী মানুষ এবং এমন সব লোকও সৃষ্টি করব যারা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং তাঁর নাবীগণের অনুসরণ করবে।"

---

৬৭১. সূরাহ আন'আম, ৬:১৬৫।
৬৭২. সূরাহ আন নামল, ২৭:৬২।
৬৭৩. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:৬০।
৬৭৪. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৯।
৬৭৫. তাবারী ১/৪৬৪।

৪০৯. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, ফেরেশ্‌তাগণ যখন বান্দাহদের 'আমলের রেকর্ড নিয়ে আল্লাহর নিকট উঠবে, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন- যদিও তিনি ভাল করেই জানেন-

كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

"তোমরা আমার বান্দাহদেরকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা বলবে, "আমরা তাদের নিকট এসেছিলাম যখন তারা স্বলাতরত ছিল, আর তাদেরকে ছেড়ে এসেছি যখন তারা স্বলাতরত ছিল।"[৬৭৬]- এর কারণ হল, ফেরেশ্‌তাগণ মানুষের মাঝে শিফ্‌টে (পালাক্রমে) কাজ করে, তারা ফজর ও আস্বর স্বলাতের সময় শিফ্‌ট পরিবর্তন করে। যে ফেরেশ্‌তারা নেমে আসেন তারা আমাদের সাথে থেকে যান আর যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা আমাদের 'আমল নিয়ে উঠে যান।

৪১০. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل দিনের পূর্বেই রাতের সকল আমল তার নিকট উত্থিত করা হয় এবং রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল তাঁর নিকট উত্থিত করা হয়।[৬৭৭] কাজেই ফেরেশ্‌তাদের কথা "আমরা তাদের কাছে এসেছিলাম যখন তারা স্বলাতরত ছিল আর আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে গেলাম তখন তারা স্বলাতরত ছিল", তাদের জন্য আল্লাহর বাণী: ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ আয়াতটির ব্যাখ্যা–

বলা হয়েছে যে,আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তর প্রদানের জন্য বলেছেন, ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ অর্থাৎ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"** এ কথার অর্থ এই যে, "তাদের সৃষ্টির মাঝে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে, যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই।" আবার অনেকে বলেছেন, ﴿وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ অর্থাৎ **"আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি"** এই উক্তির জবাবে আল্লাহ বললেন: ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না"** অর্থাৎ "আমি জানি যে, ইবলিস তোমাদের মত নয়, যদিও সে তোমাদের মাঝেই আছে।"

অনেকে বলেছেন: ﴿أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ অর্থাৎ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"** এটি ছিলো তাদের অনুরোধ যে, আদম সন্তানের বদলে তাদেরকে যেন পৃথিবীতে বাস করতে দেয়া হয়। তাই আল্লাহ তাদেরকে বললেন ﴿إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"** তোমাদের জন্য আকাশে বাস করা ভাল, এবং যথোপযুক্ত।" এই উক্তিটি আর-রাযী ও অন্যান্যরা করেছেন।এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক ভাল জানেন।

মুফাসসিরদের পর্যালোচনা

ইবনু জারীর বলেন, ⟨কাসিম ইবনুল হাসান⟩⟨আল-হুসায়ন⟩⟨হাজ্জাজ⟩⟨জারীর বিন হাযিম ও মুবারাক⟩⟨হাসান ও বাকর ও কাতাদাহ⟩ তারা সকলে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বললেন: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি এটি করছি। এর অর্থ তিনি যে বিষয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সে বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দিলেন মাত্র।

আস সুদ্দী বলেন, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের অভিমত চাওয়া হয়েছে। ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করে বলেন, কাতাদাহ হতে অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে আমার মতে প্রথমটিই উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

---

৬৭৬. সহীহুল বাখারী ৫৫৫, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৬৩৩০, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৩৬, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩২১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৬৭৭. মুসলিম ১৭৯, ইবনু মাজাহ ১৯৫, মুসনাদ আল-বাযযর ৩০১৮, মুসনাদ আত তায়ালিসী ৪৯১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৪১১. (দঈফ জিদ্দান): فِي الْأَرْضِ-এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম আবূ সালমাহ)[হাম্মাদ)[আতা' ইবনুস সাইব)[আবদুর রহমান বিন সাবিত]০ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

دُحِيَتِ الْأَرْضُ مِنْ مَكَّةَ، وَأَوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَ اللهُ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، يَعْنِي مَكَّةَ

মক্কা হতে পৃথিবীর বিস্তার শুরু হয়েছে। মক্কার ঘরে প্রথম তাওয়াফ করেন ফেরেশতাগণ। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে চাই অর্থাৎ মক্কায়।[৬৭৮] হাদীসটি মুরসাল। সানাদে দুর্বলতা ও মুদরাজ বিদ্যমান। অর্থাৎ বর্ণনার ভিতর অর্থাৎ মক্কায় কথাটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এটা সুস্পষ্ট যে, আরদ শব্দটির অর্থ ব্যাপক।

خَلِيفَةً শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আস সুদ্দী তার তাফসীরে ০[আবূ মালিক ও আবূ সালিহ)[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ ০[মুর্রাহ আল হামদানী)[ইবনু মাসউদ ও একদল সাহাবা (রাঃ)]০ হতে নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে বললেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"** তখন ফেরেশতা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! সেই খলীফা কিরূপ হবে? তিনি বললেন তার সন্তান সন্ততি হবে এবং তারা ঝগড়া ফাসাদ ও হিংসা বিভেদে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে।[৬৭৯]

ইবনু জারীর বলেন, এই প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা: খলীফা জ্বিন ইনসানের ভিতর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তার বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করবেন। তাই প্রথম খলীফা হলেন আদম (আলাইহিস সালাম) এবং পরবর্তি খলীফারা হলেন তার সেইসব উত্তরাধিকারী যারা আল্লাহর বিধানানুসারে বানী আদমের মাঝে ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করবে। পক্ষান্তরে যারা হিংসা, বিভেদ ও রক্তারক্তি অনুসরণ করবে তারা আল্লাহর খলীফা হওয়ার যোগ্যতা হারাবে।

ইবনু জারীর বলেন, এখানে আল্লাহ তাআলার ব্যবহৃত খলীফা শব্দের অর্থ হল যুগের পর যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে চলা। তিনি বলেন خليفة শব্দটি فعيلة ওযনে সৃষ্ট। অর্থ **হল: স্থলাভিষিক্ত** বা উত্তরাধিকারী। কেউ যদি কোন ব্যাপারে কারও পরে তার স্থলাভিষিক্ত হয় তাহলে **বলা হয় অমুক অমুকের খলীফা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা সম্প্রদায়গত খিলাফত প্রসঙ্গে বলেনঃ**

﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾

"অতঃপর তাদের পর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এটা দেখার জন্য যে, তোমরা কী রকম আমাল কর।"[৬৮০] এই কারণেই শাসকবর্গের প্রধান ব্যক্তিকে খলীফা বলা হয়। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকের দায়িত্ব পালন করেন বলে তাকে খলীফা বলা হয়। ইবনু জারীর বলেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"** আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলতেন, এখানে আল্লাহ বলেছেন, পৃথিবীতে তারা একের পর এক বসবাস করবে এবং পৃথিবী আবাদ করবে অথচ তারা তোমাদের মত নয়।

ইবনু জারীর[৬৮১] বলেন, ০[আবূ কুরায়ব)[উসমান বিন সাঈদ)[বিশর বিন উমারাহ)[আবূ রাওক)[দহহাক)[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ বলেন, পৃথিবীতে প্রথম বসবাসকারী সম্প্রদায় হল জ্বিন জাতি। তারা অবশেষে পৃথিবীতে

৬৭৮. তাবারী ৫৯৯, আদ দুররুল মানসূর ১/৪৬। সানাদে আতা' ইবনুস সাইব তিনি ইবনু সাবিত থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আতা' নির্ভরযোগ্য নয়। মুসান্নিফ তার হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত কথাগুলো ইবনু সাবিতের কথা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে যা আতা' বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)

৬৭৯. ইতঃপূর্বে সুদ্দীর তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে, তবে এই সানাদের উপর নির্ভর করা যায় না।

৬৮০. সূরাহ য়ূনুস, ১০:১৪।

৬৮১. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (১/হাঃ ৬০১) বলেন, সানাদটি দুর্বল। সানাদে বিশর বিন উমারাহ একজন দুর্বল রাবী। আর দহহাক ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি।

ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করল এবং রক্তপাত ঘটিয়ে চলল। এমনকি পরস্পরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হল। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন ইবলীসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠালেন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, ফলে ইবলীস ও তার সঙ্গীরা তাদের সকলকে হত্যা করল। কিন্তু অল্প সংখ্যক জ্বিন সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে বেঁচে গেল। অতঃপর আদম জাতিকে সৃষ্টি করলেন এবং বিশেষভাবে তাদেরকে পৃথিবীর বাসিন্দা করলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"**

সুফইয়ান আস্ সাওরী বলেন, আতা' ইবনুস সাইব তিনি ইবনু সাবিল থেকে বর্ণনা করেনঃ ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ আয়াত দ্বারা মূলত বানী আদমকেই বুঝানো হয়েছে। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে নতুন এক মাখলূক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেছি এবং সেখানে তাকে আমার খলীফা বানাব। তখন শুধু ফেরেশতারাই তার সামনে মাখলূক হিসাবে ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে সেরূপ কোন মাখলূক ছিল না। তাই ফেরেশতারা বললেন,

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?" ইতঃপূর্বে আস সুদ্দীর বর্ণনায় উদ্ধৃতি হয়েছে তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদম সন্তানের কার্যাবলি সম্পর্কে জানালে তারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। কিছু আগেই দহহাকের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, যেহেতু জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করেছিল তাই তার উপর কিয়াস করে ফেরেশতারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{আলী বিন মুহাম্মাদ আত তনাফিসী}{আবূ মুআবিয়াহ}{আল-আ'মাশ}{বুকায়র ইবনুল আখনাস}{মুজাহিদ}{আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ হতে বর্ণনা করেন বানী আদমের আগমনের আগে দুই হাজার বৎসর কাল জ্বিন জাতি পৃথিবীতে বসবাস করে। অতঃপর তাদের ভিতর ফিতনা ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতা বাহিনী পাঠালেন। তারা তাদেরকে ধ্বংস করলেন এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গিয়ে আত্মগোপন করল। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"** তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করলেন: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"** তাদের প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"**[৬৮২]

আবূ জা'ফার আর রাযী বলেন, রাবী আবুল আলীয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ থেকে ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা বুধবারে, জ্বিন বৃহস্পতিবারে, আর শুক্রবারে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন, জ্বিন জাতি যখন বিদ্রোহী হল তখন আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করে তাদেরকে হত্যা করলেন। কারণ, পৃথিবীকে তারা ফাসাদপূর্ণ করেছিল। তাই তারা বললেন, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ **"আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তাদের মতই রক্তপাত ঘটাবে?"**[৬৮৩]

---

৬৮২. তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩২১। **তাহকীক:** সহীহ।

৬৮৩. তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩২২, তাবারী ৬০২।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∞{হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ}{সাঈদ বিন সুলায়মান}{মুবারাক বিন ফুদালাহ}{হাসান}∞ বলেন, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তাআলা বললেন, ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"** অর্থাৎ তিনি তাদের বললেন, নিশ্চয় আমি এটা করতে যাচ্ছি। ফলে তারা তাদের **প্রতিপালকের** নিকট ঈমান আনলে আল্লাহ তাদেরকে কিছু ইলম দান করলেন ও কিছু ইলম গোপন **রাখলেন যা** তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেননি। যার ফলে তাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত ইলম দ্বারা বললেন, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ **"আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তাদের মতই রক্তপাত ঘটাবে?"** তাদের উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"**

আল হাসান বলেন, জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এই কথা উদ্রেক করলেন যে, শীঘ্রই তা আবার ঘটবে। সুতরাং তারা যা জানত তাই মুখে প্রকাশ করল। ∞{আবদুর রায্যাক}{মো'মার}{কোতাদাহ}∞ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এই জ্ঞান দান করেছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবেরা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করবে। এ কারণেই তারা প্রশ্ন করেছিলেন: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ **"আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে?"**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∞{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{হিশাম আর রাযী}{ইবনুল মুবারাক}{মা'রূফ বিন খাররাবূয আল-মাক্কী}{তিনি আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী}∞ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেনঃ আস-সাজল নামক এক ফেরেশতা আছেন। তার দুই সহচর হলেন হারুত ও মারুত। তাদের প্রতিদিন তিনবার লাওহে মাহফুজের দিকে দৃষ্টিপাত করার অনুমতি ছিল। একদিন তিনি এমন সময়ে দৃষ্টিপাত করলেন যখন তাদের জন্য অনুমতি ছিল না। তখন তিনি আদম সৃষ্টির সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ অবলোকন করলেন এবং সংগোপনে হারুত মারুতকে তা জানালেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে আদম সৃষ্টির ব্যাপারে বললেন,

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?" তখন তারা দুজন উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৬৮৪] এই আসারটি গারীব। আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন আল-বাকির-এর বর্ণনা হিসেবে যদি সহীহ হয়েও থাকে তবে বলতে হয় যে, তিনি আহলে কিতাদের নিকট থেকে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সেখানে ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তাই উক্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) করে দেয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম বা আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তা ছাড়া এই বর্ণনায় দেখা যায় প্রশ্নকারী ফেরেশতা ছিলেন মাত্র দু'জন। তা আয়াতের তাৎপর্যের পরিপন্থী। ইবনু আবী হাতিম থেকে-এর চেয়েও অধিক গরীব একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি বলেন, ∞{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ}{আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর}{বলেন, আমার পিতা (ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর)}∞ কে বলতে শুনেছি যে, যেসকল ফেরেশতা বলেছিল ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার**

৬৮৪. উক্ত বর্ণনাটি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত।

প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি" তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগুন এসে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিল। এ বর্ণনাটি ইসরাঈলী মুনকার রেওয়ায়াত পূর্বের বর্ণনার মত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনু জুরায়জ বলেন,আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদম সৃষ্টি হতে উদ্ভুত সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার পর তাদেরকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তারা বললেন,

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?" ইবনু জারীর বলেন, অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ফেরেশতারা কেবল উক্ত প্রশ্ন করেছিল কারণ, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে বানী আদমের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার পর প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করলে তারা আশ্চর্যের সাথে প্রশ্ন করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা কী করে আপনার নাফরমানী করবে? তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"** অর্থাৎ আমি তাদের বিষয়ে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী কিছু জানি। আর তোমরা জাননা যে, তাদের ভিতর অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হবে। ইবনু জারীর বলেন, অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ফেরেশতারা এ ব্যাপারে অজানা বিষয় জানার জন্য উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তারা যেন বললেন: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সম্যক অবহিত করুন। সুতরাং এটা অস্বীকারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং অবগতির উদ্দেশ্যে। ইবনু জারীর এ মতটি পছন্দ করেছেন।

কাতাদাহ হতে সাঈদ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?" আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মতামত যাচাইয়ের জন্য তাদের মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। তাই তারা বললেন: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ **"আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তাদের মতই রক্তপাত ঘটাবে?"** কারণ, তারা জানতেন আল্লাহ তাআলার নিকট ফিতনা-ফাসাদ ও খুন খারাবীর চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে তাঁর প্রিয় কাজ হল ইবাদত। তাই তারা বললেন: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ **"আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।"** আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে বললেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইলমে রয়েছে যে এই খলীফা হতে আম্বিয়া, রসূল, নেককার ইত্যাকার জান্নাতী লোক সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে আমাদেরকে নিম্নোক্ত বর্ণনা শুনানো হয়েছে, তিনি বলেছেন: ফেরেশতারা যখন বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের চেয়ে কোন মর্যাদাশীল ও উত্তম জীবন সৃষ্টি করেননি। এবং আমাদের চেয়েও তাঁর কোন সৃষ্টিই জ্ঞানী নয়। তখন আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করে তাদেরকে পরীক্ষা করলেন। আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকেই এরূপ পরীক্ষায় ফেলেন, যেমন আসমান ও জমিনকেও তিনি আনুগত্যের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাই বললেন: ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ **"তিনি আকাশ আর পৃথিবীকে বললেন- আমার অনুগত হও, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হলাম।"**

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ **"আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি"** আয়াতটি সম্পর্কে আবদুর রায্যাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি **বলেন,** তাসবীহ বলতে তাসবীহ পাঠ এবং তাকদীস বলতে স্বালাত বুঝতে হবে। আস সুদ্দী **বলেন,** ০(**আবূ মালিক** ও আবূ স্বালিহ)(ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما))০ ০(মুর্রাহ আল-হামদানী)(ইবনু মাসউদ(رضي الله عنه)) ও অন্যান্য সাহাবা (رضي الله عنهم))০ হতে বর্ণনা করেন, ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ **"আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি"** অর্থাৎ ফেরেশতারা বলেছেন, আপনার জন্য আমরা স্বলাত আদায় **করছি। উক্ত** আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন, আমরা আপনার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছি। **দহ্হাক** বলেন, তাকদীস অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, এর অর্থ হচ্ছে: আমরা **আপনার** নাফরমানী করছি না এবং আপনার অপছন্দনীয় কোন কাজ করব না। ইবনু জরীর বলেন, তাকদীস অর্থ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। এটা হতেই তাদের বক্তব্য সুব্বুহুন কুদ্দূসুন-এর উৎপত্তি হয়েছে। সুব্বুহুন অর্থ তাঁর নিষ্কলুষতা বর্ণনা এবং কুদ্দূসুন অর্থ তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা। এই কারণে পবিত্র ঘরকে বায়তুল মাকদাস বলা হয়। সুতরাং ফেরেশতাদের বক্তব্য ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ অর্থাৎ মুশরিকরা আপনার নামের সাথে যে সব কথাগুলো যুক্ত করছে সেগুলো হতে আমরা আপনার অস্তিত্ব ও গুণাবলির সাথে এবং যে নীচ ধ্যান ধারণা ও ইতর আচার-আচরণমূলক কথাবার্তার সংযোজন ঘটিয়েছে তা হতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছি।

৪১২. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে আবূ যার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন **করল উত্তম** বাক্য কোন্‌টি? তিনি জবাবে বললেন: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ আল্লাহ তাআলা **ফেরেশতাদের** জন্য যা পছন্দ করেছেন তাই উত্তম এবং তা হল: 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।[৬৮৫]

৪১৩. (দঈফ): আবদুর রহমান ইবনু কারাত হতে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন– মিরাজের রাত্রিতে **রসূলুল্লাহ (ﷺ)** উর্ধ্বাকাশে যে তাসবীহ শুনেছেন তা হল: سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "সুবহানাল **আলিয়্যিল আ'লা সুবহানাহু ওয়া তাআলা"**।[৬৮৬]

﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"** আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন, **তাঁর ইলমে এ কথা বিদ্যমান ছিল যে, এই খলীফার মধ্যে হতে** নবী-রসূল, নেককার বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হবে। উক্ত আয়াতের রহস্যাবলী সম্পর্কে ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه), ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) ও অন্যান্য সাহাবা (رضي الله عنهم) এবং তাবেঈন (رحمهم الله) যা কিছু বলেছেন শীঘ্রই তা আলোচিত হবে।

খলীফা নিযুক্ত করার দায়িত্ব ও কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

কুরতুবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে বিরোধের বিচার ও অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য, ইসলামী দণ্ডবিধি চালু ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করার জন্য এ আয়াত খলীফা নিয়োগ করার বাধ্য বাধকতা প্রমাণ করে। আরো অনেক কাজ আছে যেগুলো ইমাম নিয়োগের দ্বারাই পূর্ণ করা সম্ভব, আর একটা দায়িত্ব পালন করার জন্য যা দরকার সেগুলোও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বলা দরকার যে, কারো নামের উল্লেখ করে ইমামত প্রতিষ্ঠা করা যায়, যেমন আহলে

---

৬৮৫. মুসলিম ২৭৩১, সুনান আন নাসাঈ ১০৬৬০, আল-আমালুস্ স্বালিহ ৮৪৪। তাহক্বীক আলবানী: স্বহীহ।

৬৮৬. হিলয়াতুল আওলিয়াহ ২/৭, মু'জামুল আওসাত ৩৭৪২, জামিউল কাবীর ১৩১৮১। সানাদে মিসকীন বিন মায়মূন সম্পর্কে ইমাম যাহাবী মুনকার বলেছেন। (রাজেউল মীযান ৪/১০১, উক্ত রাবীর ব্যাপারে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী নিরবতা পালন করেছেন। আল-ইসাবাহ (৫১৮৬)। **তাহক্বীক:** দঈফ।

সুন্নাহ্র একদল বিদ্বান বলেছেন যে, এটা আবূ বকরের ক্ষেত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল, অথবা কারো প্রতি ইংগিত করেও ইমাম নিযুক্ত করা যায়। অথবা বর্তমান খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফার নামোল্লেখ করবেন যেমন আবূ বাক্‌র 'উমারের ক্ষেত্রে করেছিলেন। কিংবা খলীফা বিষয়টি মুসলিমবৃন্দের মজলিসে শুরার উপর কিংবা সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের একটি দলের উপর ছেড়ে দিতে পারেন যেমন 'উমার করেছিলেন। অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কোন ব্যক্তিকে ঘিরে জড় হয়ে তার প্রতি তাদের আনুগত্যের শপথ নিবেন, কিংবা তাঁরা নিজেদের মধ্যের একজনকে বাছাই করে নিবেন- অধিকাংশ বিদ্বানের এটাই মত।উক্ত বিষয়ে ইমামুল হারামায়ন বলেন, এর উপর উম্মাতের ইজমা রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। যদি কেউ জবরদস্তির মাধ্যমে খিলাফাতের মসনদ অলঙ্কৃত করেন, তাহলেও উম্মাতের ঐক্য বহাল রাখা ও রক্তারক্তি হতে উম্মাতকে রক্ষার জন্য তিনি বৈধ খলীফা হিসেবে স্বীকৃত হবেন। ইমাম শাফিঈ এ মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন:

খিলাফত বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী প্রয়োজন? এ প্রশ্নে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলেন, সাক্ষী শর্ত নয়। অপরদল বলেন, সাক্ষী শর্ত তবে দুজন সাক্ষীই যথেষ্ট। আল জুবাঈ বলেন, চারজন সাক্ষী ও প্রস্তাবক ও প্রস্তাবিত নিয়ে মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব। তার দলীল হল: উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মনোনীত ছয় সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে শূরা। সেখানে চারজন সাক্ষী ছিলেন, তা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আবদুর রহমান বিন আওফ ও প্রস্তাবিত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এ মতটি বিতর্কিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

খলীফা হবেন একজন দায়িত্ব সচেতন মুসলিম পুরুষ লোক, ইজতিহাদে (স্বাধীনভাবে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত দিতে) সক্ষম, শারীরিক যোগ্যতার অধিকারী, সৎ, যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতির জ্ঞানসম্পন্ন। সঠিক মতে তিনি হবেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত কিন্তু বনূ হাশিম গোত্র থেকে হওয়া অথবা ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি নয়, যেমনটি রাফিযি (শিয়ারা) মিথ্যা দাবী করে থাকে। খলীফা ফাসিক (অন্যায়কারী) হয়ে গেলে তার কি বিচার করতে হবে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সঠিক মত হল, তাকে সরানো যাবেনা। কারণ,

৪১৪. (সহীহ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফ্‌রী দেখ তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা।[৬৮৭]

খলীফার কি নিজের পদ ত্যাগ করার অধিকার আছে? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। এটা সত্য যে, হাসান বিন 'আলী নিজেকে খিলাফাতের পদ হতে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তা মু'য়াবিয়ার নিকট সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এটা ঘটেছিল আর এ কাজের জন্য হাসান প্রশংসিত হয়েছিলেন।

একই সময়ে দুনিয়ার জন্য দুই বা ততোধিক ইমাম নিযুক্ত করার অনুমতি নাই। এটা করা যাবেনা এজন্য যে:

৪১৫. (সহীহ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন "مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ" যখন তোমাদের মাঝে কোন কাজ সম্মিলিভাবে হতে যাচ্ছে এমন সময় কেউ যদি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তবে তাকে হত্যা কর, সে যে কেউ হোক না কেন।[৬৮৮] এটি জামহূর উলামাদের মত। ইমামুল হারামায়নকে বাদ দিলে এর উপর উম্মতের ইজমা প্রমাণিত হয়। কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় বলেন, একই সঙ্গে দু'জন খলীফা

---

৬৮৭. বুখারী ৭০৫৬, মুসলিম ১৭০৯, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৩০৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪১৮। **তাহকীক আলবানী**: সহীহ।

৬৮৮. মুসলিম ১৮৫২, আবূ দাউদ ৪৭৬২, নাসাঈ ৪০৩২। **তাহকীক আলবানী**: সহীহ।

থাকা বৈধ। যেমন একই সঙ্গে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআবিয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা ছিলেন এবং উভয়ের আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। এক সঙ্গে একাধিক নবীর অবস্থান বৈধ ছিল, এখন একাধিক খলীফার অবস্থানও বৈধ। কারণ, নবুওয়াত তো সর্বসম্মতভাবে খিলাফতের চাইতে বেশী মর্যাদা রাখে। ইমামুল হারামায়ন বলেছেন যে, আবূ ইসহাক দুই বা ততোধিক ইমাম নিয়োগের অনুমতি দিতেন যখন প্রদেশগুলো পরস্পর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। অবশ্য ইমামুল হারামায়ন স্বয়ং এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছি:-এর উদাহরণ হল সমসাময়িক কালে ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরের ফাতেমী খিলাফত ও স্পেনের উমাইয়া খিলাফত। আমি ইনশাআল্লাহ কিতাবুল আহকাম-এর শেষভাগে এটা সবিস্তারে আলোচনা করব।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. এবং তিনি আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন সে এ সকল নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত'?

ফেরেশতাদের উপর আদমের মর্যাদা

আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের উপর আদমের মর্যাদার কথা বলেছেন, কারণ তিনি তাদেরকে নয়, আদমকেই সব কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন। তারা আদমকে সাজদা করার পর এটা ঘটেছিল। এখানে ঐ ঘটনার পূর্বে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে তার মর্যাদা এবং খলীফা সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশ্‌তাদের অজ্ঞানতা প্রদর্শনের উদ্দেশে যখন তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কাজেই আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি জানেন যা তারা জানেনা এবং আদম যে জ্ঞানে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা দেখানোর জন্য এটার উল্লেখ করলেন। আল্লাহ বলেন ﴿وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ **"এবং তিনি আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।"** দহ্‌হাক বলেছেন, ইবনু আব্বাস এ আয়াতের উপর মন্তব্য করেছেন, ﴿وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ "অর্থাৎ মানুষেরা যে সব নাম ব্যবহার করে, যেমন, মানুষ, প্রাণী, আকাশ, পৃথিবী, মাটি, সমুদ্র, ঘোড়া, বানর ইত্যাদি প্রজাতিসহ।[৬৮৯]

---

৬৮৯. তাবারী ১/৪৫৮।

ইবনু আবি হাতিম এবং ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, আসিম বিন কুলায়ব বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন মা'বাদ হতে যে, ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, "আল্লাহ কি তাঁকে থালা বাটির নামও বলে দিয়েছিলেন? "তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, এমনকি নিঃশব্দে বায়ু নির্গমনের নাম পর্যন্ত।[৬৯০]

মুজাহিদ বলেন: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ **"তিনি আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।"** অর্থাৎ তাকে তিনি পশু-পাখীসহ সকল কিছুর নাম শিখালেন। সাঈদ বিন জুবায়র ও কাতাদাহসহ সালাফগণ উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, যাবতীয় কিছুর নাম শিখালেন। রাবী' বলেন, ফেরেশতাদের নাম শিক্ষা দিলেন। হুমায়দ আশ শামী বলেন, নক্ষত্ররাজির নাম শিখালেন। আবদুর রহমান বিন যায়দ বলেন, তার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখালেন।

ইবনু জারীরের অনুসৃত অভিমত হল এই যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম)কে সকল ফেরেশতার ও তার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিক্ষা দিয়েছেন। ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ **"তারপর সেগুলো উপস্থাপন করলেন"** আয়াতাংশে هم সর্বনামটি বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই তিনি উক্ত অভিমতকে প্রাধ্যন্য দিয়েছেন। অবশ্য هم সর্বনাম শুধু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য নির্দিষ্ট তা জরুরী নয়। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণী বা বস্তুও তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আরবী ভাষায় তাগলীব হিসেবে তা করা হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আল্লাহ পানি হতে সমস্ত জীবন সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক পেটের ভরে চলে, কতক দু'পায়ের উপর চলে, আর কতক চার পায়ের উপর চলে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।" আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) عَرَضَهُمْ-এর স্থলে عَرَضَهُنَّ পাঠ করতেন। উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে عَرَضَهَا পাঠ করতেন অর্থাৎ নামসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, আল্লাহ আদমকে সব কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাদের আসল নাম, তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের কাজ, ইবনু 'আব্বাস যেমন বলেছেন এমনকি বায়ু ছাড়ার নাম পর্যন্ত।

৪১৬. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবের তাফসীর অধ্যায়ে এ আয়াতের তাফসীরে আনাস বিন মালিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ

---

৬৯০. তাবারী ১/৪৮৫।

تَعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ

ক্বিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মালায়িকাহ দ্বারা আপনাকে সাজদাহ্ করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসূল (আলাইহিস সালাম) যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সে কথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহ্‌র খলীল (ইব্‌রাহীম) (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। তোমরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল এবং আল্লাহ্‌র বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। **তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে যাও।** তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা **করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন** আমি **আমার** রবের কাছে যাব এবং অনুমতি **চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন** আমি সাজদাহ্য় **লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন।** তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান, দেয়া হবে, বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন আগের মত সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আর আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব। এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী অনেক আছে যাদের উপর জাহান্নামে চিরবাস অবধারিত হয়ে গেছে।[৬৯১] এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্ও সংগ্রহ করেছেন।

---

৬৯১. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৬, ৬৫৬৫, ৭৪১০, ৭৫১০, ৭৫১৬, মুসলিম ১৯৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১২৪৩, ইবনু মাজাহ ৪৩১২ ।**তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

আমরা এখানে এ হাদীসটি উল্লেখ করলাম তার কারণ, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা " فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ" অর্থাৎ তারা সকলে আদাম (আলাইহিস সালাম)এর নিকট এসে বলবে: আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছে ও আল্লাহ আপনাকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়েছেন।[৬৯২] হাদীসের এ অংশটুকু-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করে যে, আল্লাহ আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল সৃষ্টির নাম বলে দিয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَٰئِكَةِ﴾ **"তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন।"** অর্থাৎ বস্তুগুলো বা সৃষ্টিসমূহ। আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন, মা'মার বলেছেন যে, কাতাদাহ বলেছেন, "আল্লাহ ফেরেশ্তাদের সম্মুখে বস্তুসমূহের প্রদর্শনী করেছিলেন। ﴿فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ **"এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"**

সুদ্দী তার তাফসীরের মাঝে বলেন, ∘(আবূ মালিক ও আবূ সালিহ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))∘ ∘(মুর্রাহ আল-হামদানী)(আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা)∘ তারা সকলে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ **"তিনি আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন"** অতঃপর তিনি ফেরেশতাদের সামনে সৃষ্ট বস্তুগুলো উপস্থাপন করলেন। ইবনু জুরায়জ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, عَرَضَهَاثُمَّ অতঃপর নাম নির্দেশিত সৃষ্টিসমূহ ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন।

ইবনু জারীর বলেন, ∘(কাসিম)(হুসায়ন)(হাজ্জাজ)(জারীর বিন হাযিম ও মুবারাক বিন ফুদালাহ)(আবূ বাকর আল-হাসান ও কাতাদাহ)∘ তারা উভয়ে বলেন, তাকে তিনি সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সেগুলোকে শ্রেণিবদ্ধভাবে পেশ করা হয়েছে। এ সানাদে হাসান ও কাতাদাহ উভয়ে ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, আমি এমন কোন কিছু সৃষ্ট করিনি যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের ভালভাবে জানা নেই। তথাপি যদি তোমরা (তোমাদের প্রকাশিত অভিমতে) সত্য হয়ে থাক তাহলে সেগুলোর নাম বল।

দহহাক ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ অর্থাৎ যদি তোমাদের এই জানা সত্য হয় যে, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করব না? সুদ্দী বলেন, ∘(আবূ মালিক ও আবূ সালিহ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))∘ ∘(মুর্রাহ আল-হামদানী)(ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা)∘ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ অর্থাৎ বানী আদম পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করবে বলে তোমরা যে ধারণা করেছ, তাতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ইবনু জারীর বলেন, এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিশ্লেষণই উত্তম। আল্লাহর কথার অর্থ হল, "তোমাদের সামনে যে সব বস্তু দেখানো হল এগুলোর নাম বলে দাও হে ফেরেশ্তারা তোমরা যারা বলেছিলে ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে?"** তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে, "আপনি কি আমাদের মধ্য হতে খলীফা নিয়োগ করছেন না অন্য সৃষ্টি হতে? আমরাই প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি।" তখন আল্লাহ বললেন, "তোমরা যদি সত্যই বলে থাক যে, আমি যদি ফেরেশ্তাদের বাইরে থেকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করি, তবে তারা ও তাদের সন্তানেরা আমাকে অমান্য করবে, অনিষ্ট সাধন করবে এবং রক্তপাত করবে, কিন্তু আমি যদি তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করি তাহলে তোমরা আমাকে মান্য করবে, আমার

---

৬৯২. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৬, মুসলিম ১৯৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১২৪৩, ইবনু মাজাহ ৪৩১২ ।**তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

নির্দেশ পালন করবে, এবং আমার গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি যে বস্তুগুলো তোমাদের সামনে দেখালাম যেহেতু তোমরা সেগুলোর নাম বলতে পারলেনা, কাজেই দুনিয়াতে যা ঘটবে যা এখন অস্তিত্বহীন, সে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান খুব কমই আছে।"

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ﴾ **"তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"** এখানে ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর পবিত্রতা ও যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির উর্দ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে আর দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন অংশই কোন প্রাণীর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, আর আল্লাহ যা জানান, তার বাইরে কেউ কিছুই জানেনা। এজন্যই তারা বলেছিল ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ﴾ **"আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"** অর্থাৎ সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহরই আছে, সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ জ্ঞানভিত্তিক, যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দেন, যাকে ইচ্ছে বঞ্চিত করেন। বস্তুত সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর জ্ঞান ও বিচার সর্বোৎকৃষ্ট।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ][হাফস্‌ বিন গিয়াস][হাজ্জাজ][ইবনু আবী মুলায়কাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি سبحان الله সম্পর্কে বলেন, তা আল্লাহ তাআ'লার সর্ববিধ গর্হিত ব্যাপার হতে পবিত্রতা বর্ণনামূলক শব্দ। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন সহচর পরিবেষ্টিত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ তো জানি কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ'র অর্থ কী? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, তা আল্লাহ তাআ'লার নিজের জন্য মনোনীত একটি বাক্য। ওটা পাঠ করাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। ইবনু আবী হাতিম আরও বলেন, [আমার পিতা (আবূ হাতিম)][ইবনু নুফায়ল][আন নাদ্বর বিন আরাবী] বলেন, এক ব্যক্তি মায়মূন বিন মিহরানকে 'সুবহানাল্লাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তা এমন একটি নাম যা দ্বারা আল্লাহ তাআ'লার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণিত।

আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর জ্ঞানের মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে

আল্লাহর বাণীঃ

﴿قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾

"তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন সে এ সকল নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত"?

যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, "আপনি জিবরীল, আপনি মীকাঈল, আপনি ইসরাফীল, শেষে তিনি কাকের নাম পর্যন্ত বললেন।"[৬৯৩] মুজাহিদ বলেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿یٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآىِٕهِمْ﴾ **"হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও।"** পায়রার নাম, কাকের নাম এবং সব কিছুর।"[৬৯৪] একই অর্থের কথা সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান এবং কাতাদাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[৬৯৫]

৬৯৩. ইবনু আবী হাতিম ১/১১৮।
৬৯৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১১৯।

ফেরেশ্তাদের উপর যখন আদমের মর্যাদা প্রকাশিত হয়ে গেল, কারণ তিনি নামগুলো বলে দিলেন যা আল্লাহ তাকে শিখিয়েছিলেন, আল্লাহ তখন ফেরেশ্তাদের বললেন, ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত"?** এর অর্থ, "আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি দৃশ্য অদৃশ্য বিষয় জানি।"তেমনি আল্লাহ বলেছেন : ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى﴾ **"যদি তুমি উচ্চৈঃকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন।"**[৬৯৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুদহুদ সম্পর্কে বলেছেন যে, সে সুলাইমানকে বলেছিল,

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [السجدة]

"(শয়তান বাধা দিয়ে রেখেছে) যাতে তারা আল্লাহ্কে সেজদা না করে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর আর তোমরা যা প্রকাশ কর। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ্ নেই, (তিনি) মহান 'আরশের অধিপতি।"[৬৯৭]

আল্লাহর উক্তি সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তা হতে ভিন্ন মন্তব্যও তাদের আছে, ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত'।"** দহ্হাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত"**। অর্থাৎ "আমি গোপন বিষয় জানি, ঠিক যেমনভাবে দৃশ্যমান বিষয় জানি, ইবলিস নিজের অন্তরে যে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার লুকিয়ে রেখেছিল সেটাও জানি।আবূ জা'ফার আর-রাযী বর্ণনা করেছেন যে, রাবী' বিন আনাস বলেছেন– ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"তোমরা য়া প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত।"** অর্থাৎ "তারা যা বলেছিল তার প্রকাশিত অংশটুকু ছিল, "তুমি কি তাতে এমন কিছু সৃষ্টি করবে যারা অনিষ্ট সাধন করবে এবং রক্তপাত করবে? "লুকিয়ে রাখা অর্থটা ছিল, "আমাদের প্রভু যা কিছু সৃষ্টি করবেন তাদের চেয়ে আমাদের জ্ঞান ও সম্মান বেশি।" কিন্তু তারা জানতে পারল যে, জ্ঞান ও সম্মানের ক্ষেত্রে আল্লাহ আদমকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।"

ইবনু জারীর বলেন, ∘[য়ূনুস][ইবনু ওহাব][আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম]∘ হতে ফেরেশতা ও আদম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কিত কাহিনী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, যেভাবে তোমরা এ সকল বস্তুর নামসমূহ জান না তেমনি তোমরা বানী আদমের ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারটি জানলেও তাদের মধ্যে যে বহু অনুগত বান্দা হবে তা তোমরা জান না। কারণ,নাফরমানীর ব্যাপারটি তোমাদেরকে জানতে দিলেও ফরমাবরদারীর দিকটা তোমাদের কাছে গোপন রয়েছে। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা আগেই নাফরমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ **"আমি জাহান্নামকে জ্বিন আর মানুষ দিয়ে অবশ্য অবশ্যই ভরে দেব"।**[৬৯৮] অথচ ফেরেশতারা সেটাও জানতেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদমকে যা

---

৬৯৫. ইবনু আবী হাতিম ১/১১৯।
৬৯৬. সূরাহ তাহা, ২০:৭।
৬৯৭. সূরাহ আন নামল, ২৭:২৫-২৬।
৬৯৮. সূরাহ সাজদাহ, ৩১:১৩, সূরাহ হূদ, ১১:১১৯।

দান করেছেন তা দেখে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। ইবনু জারীর বলেন, ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ **"তোমরা যা প্রকাশ কর সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত"** এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমতই উত্তম। তিনি বলেন,এর অর্থ: আমি আমার আসমান জমিনের সকল গায়বী ব্যাপারে ইলমের সাহায্যে তোমরা যা বলেছ আর যা গোপন করেছ, সকল কিছুই ভালভাবে জেনেছি। বানী আদমের যে নাফরমানীর কথা বল তা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমাদের মধ্যকার ইবলীসের নাফরমানী ও অহঙ্কারের কথাও। তিনি আরও বলেনঃ ইবলীসের গোপন মনোভাবটি সকলকে জড়িয়ে বলার রীতি আরবী ভাষায় বিদ্যমান, তারা দলের দু-একজন নিহত বা পরাজিত হলে বলে قتل الجيش وهزموا কিন্তু এখানে একজন নিহত হওয়ার কথা বা পরাজিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তার সংবাদটি সকলে পরাজিত হওয়ার কথা থেকে অথবা একজনের নিহত হওয়ার কথা থেকে বের হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ **"যারা তোমাকে হুজরার বাইরে থেকে (উচ্চৈঃস্বরে) ডাকে"**[৬৯৯] এখানে উদ্দিষ্ট মাত্র একজন। তিনি বনু তামীমের লোক। সেভাবেই ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত"** আয়াতটিও শুধু ইবলীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪. যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদামকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

ফেরেশ্তাগণ কর্তৃক আদমকে সাজদা করার মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এ আয়াতে আদমের মহা সম্মানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা তিনি তাকে দিয়েছেন, আর এ বিষয়টি আল্লাহ আদম সন্তানদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দিলেন আদমের সামনে সাজদা করার জন্য, এ আয়াতও বহু হাদীসের সত্যতা প্রতিপন্ন করে, যে সুপারিশ সংক্রান্ত হাদীস যা আমরা আলোচনা করেছি।

৪১৭. (সহীহ): একটা হাদীস আছে যাতে মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রার্থনা করেছেন,

رَبِّ، أَرِنِي آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا ونفسه مِنَ الْجَنَّةِ"، فَلَمَّا اجْتَمَعَ بِهِ قَالَ: "أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ

"হে আমার প্রভু! আমাকে দেখাও আদমকে যে আমাদেরকে আর তাঁর নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। মূসা আলাইহিস সালাম যখন আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত পেলেন, তিনি তাঁকে বললেন, "আপনি কি আদম যাঁকে আল্লাহ নিজ হাতে তৈরি করেছেন, জীবন ফুঁকে দিয়েছেন, আর ফেরেশ্তাদের তাঁর সামনে সাজদা করতে বলেছেন?[৭০০] উক্ত হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসবে ইনশা আল্লাহ।

---

৬৯৯. সূরাহ হুজরাত, ৪৯:৪।

৭০০. বুখারী ৩৪০৯, মুসলিম ২৬৫২, তিরমিযী ২১৩৪, আবূ দাউদ ৪৭০১, ইবনু মাজাহ ২৬৫২, আহমাদ ৮৯২৫। **তাহ্কীক আলবানী:** সহীহ।

ইবনু জারীর বলেন ঃ ∘(আবূ কুরায়ব)(উসমান বিন সাঈদ)(বিশর বিন উমারাহ (দঈফ বা দুর্বল))(আবূ রাওক)(দহহাক)(..............)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))∘ বলেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি গোত্রভুক্ত ছিল। তবে তারা ছিল আগুনের সৃষ্টি। এ গোত্রটিকে জ্বিন বল হত। তার নাম ছিল হারিস্র। সে জান্নাতের খাযিন তথা প্রহরী ছিল। তিনি আরও বলেন, এ গোত্র ছাড়া অন্য সব ফেরেশতারা ছিলেন নূরের সৃষ্টি। কুরআন বর্ণিত জ্বিনরা অগ্নিশিখা হতে সৃষ্টি। তা উর্ধ্বগামি হয় এবং জ্বিন জাতি পৃথিবীতে যখন চরম ফিতনা ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করল এবং মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হল তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতা বাহিনীর মাধ্যমে পৃথিবীর জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করলেন এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এই বিজয় ইবলীসের মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করল। সে মনে মনে বলল আমি যা করলাম তা আর কেউ কখনও করতে পারেনি। আল্লাহ তার মনের এই অবস্থা জানতে পারলেন কিন্তু ফেরেশতাগণকে তা জানাননি।এরপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ **"আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"**। জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে"?** অর্থাৎ জ্বীন জাতি যেমন পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটিয়েছিলো। বরং আপনি তাদের পরিবর্তে যদি আমাদেরকেই সেখানে প্রেরণ করেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"**। অর্থাৎ আমি জানি ইবলীসের অন্তর সম্পর্কে যা তোমরা জান না। তার অন্তর অহঙ্কারে পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি আদম সৃষ্টির জন্য মাটি আনতে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আদমকে 'লাযিব' মাটি দ্বারা সৃষ্টি করলেন। 'লাযিব' বলা হয় পবিত্র ছানা মাটিকে। মাটিকে ছেনে মাটি দ্বারা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করলেন। মাটির দেহ সৃষ্টি করে চল্লিশ রাত্রি রেখে দিলেন। অতঃপর ইবলীস এসে তাকে লাথি মেরে ওলট-পালট করে দেখে যে, কোথাও ফাঁপা আছে কিনা অর্থাৎ কোন আওয়াজ হয় কিনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ **"পোড়া মাটির মত শুকনা পচা কাদা হতে"**[৭০১] অর্থাৎ দোআঁশ মাটির গড়া পাত্রের মত, তাই তা আঘাত পেয়ে আওয়াজ করত। তখন ইবলীস তার মুখ দিয়ে ঢুকে মলদ্বার দিয়ে বের হত এবং মলদ্বার দিয়ে ঢুকে মুখ দিয়ে বের হত। অতঃপর বলত, তুমি কোন বস্তুই নও। কারণ, তোমাকে নগণ্য এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি যদি তোমার উপর কর্তৃত্ব পাই, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে অমান্য করব। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে প্রাণ প্রবিষ্ট করলেন, তা যেহেতু মাথার দিক হয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে, তাই পূর্ণ দেহ তখনও সক্রিয় হয়নি। শুধু সর্বাঙ্গে গোশত ও রক্ত সৃষ্টি হয়েছিল। যখন প্রাণ নাভি পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আদম (আলাইহিস সালাম) নিজ দেহের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন এবং তখনই উঠার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তাই আল্লাহ বললেন, ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ **"মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী।"**[৭০২] অর্থাৎ ভাল-মন্দ কোন ক্ষেত্রেই তার ধৈর্য থাকে না। অবশেষে যখন সর্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হল, তখন তিনি হাঁচি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বললেন। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইয়ারহামুকাল্লাহ ইয়া আদাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইবলীস ও তার সঙ্গী ফেরেশতাগণকে (আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে নয়) হুকুম দিলেন- আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা

---

৭০১. সূরাহ আর রাহমান, ৫৫:১৪।

৭০২. সূরাহ ইসরা' ১৭:১১।

করলেন, শুধু ইবলীস দম্ভভরে তা অস্বীকার করল। যখন তার অন্তরে অহঙ্কার ও বড়াই জাগ্রত হল, তখন সে বলল, আমি তাকে সিজদা করব না। আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আমি তার বয়োজ্যেষ্ঠ। সৃষ্টির দিক দিয়েও আমি অধিক শক্তিশালী। তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দ্বারা। আর আগুন মাটি হতে শক্তিশালী।

ইবলীস যখন সিজদা দিতে অস্বীকার করল, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে ইবলীস বলে আখ্যা দিলেন, অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণ হতে বিদূরিত ও বঞ্চিত করলেন। অনন্তর তার নাফারমানীর শাস্তিস্বরূপ তাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম) কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, যা মানুষের নিকট সচরাচর পরিচিত। তার মাঝে ছিল: মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু, জমিন, সমুদ্র, পাহাড় ও গাধা এরূপ আরো অনেক কিছু। অতঃপর এই সব বস্তু ইবলীসের সঙ্গী অগ্নিসৃষ্ট ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ﴿أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ "এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও" অর্থাৎ এসকল বস্তুর নাম সম্পর্কে আমাকে অবগত কর। ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ "যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" যদি তোমরা বলতে পার তবে আমি পৃথিবীতে খলীফাহ প্রেরণ করব না।

অতঃপর ফেরেশতারা যখন জানতে পারলেন যে, না জেনে ভবিষ্যতের গায়বী কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়েছেন, তখন তারা সকলে বলল: আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়বের কথা জানে এরূপ অপবিত্র ধারণা হতে আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾ "মূলত আপনি যা শিখিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নেই।" অর্থাৎ গায়বি জ্ঞান সম্পর্কে আমরা মুক্ত তবে আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন যেমনটি আদমকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত। তখন আল্লাহ বললেন, ﴿يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ﴾ 'হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন আদম (আলাইহিস সালাম) সেগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ﴾ "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি" যে, ﴿إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত" এবং আমি ছাড়া তা আর কেউ জানে না। ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ "এবং তোমরা যা প্রকাশ কর" অর্থাৎ প্রকাশ্যে কথা বা কাজ করে থাক তা যেমন জানি, তেমনি ﴿وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ "তোমরা যা গোপন কর আমি তাও অবগত" অর্থাৎ ইবলীসের অন্তর্নিহিত দম্ভ ও অহঙ্কারের খবরও রাখি। এই হাদীসটি গরীব। এর মাঝে একাধিক বিষয় রয়েছে যা প্রশ্নাতীত। মাশহূর তাফসীরে এ সানাদে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৭০৩]

সুদ্দী তার তাফসীরে বলেন, ‹আবূ মালিক ও আবূ সালিহ› ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) › ‹মুর্রাহ আল-হামদানী› ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহীব› নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর পছন্দনীয় সৃষ্টি সম্পন্ন করে আরশে সমুন্নত হলেন, তখন ইবলীসকে আসমান ও জমিনের আধিপত্য প্রদান করলেন। সে ফেরেশতা ছিল। জান্নাতের প্রহরির দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল বলে তাকে জ্বিন বলা হত। এই বিশাল দায়িত্বভার তার অন্তরে এই গর্ব সৃষ্টি করল যে, ফেরেশতাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। অন্তর্যামী তা জানতে পেরে ফেরেশতাদেরকে ডেকে বললেন, ﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ "আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি"। তারা প্রশ্ন করলেন, হে

---

৭০৩. ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। -এর মাতানটি মুনকার। তাছাড়া সানাদে দুটি ইল্লত রয়েছে। এক. বিশর বিন উমারাহ তিনি দুর্বল। দুই. সানাদে ইনকিতা হয়েছে অর্থাৎ দহহাক ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সাক্ষাৎ পাননি। ইহা ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাতে মাওদূ'ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সংবাদটি কখনই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমাদের প্রতিপালক! সেই খলীফা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তার সন্তান-সন্ততি হবে, তারা পারস্পরিক হিংসায় লিপ্ত হয়ে একে-অপরকে হত্যা করবে। তারা তখন বললেন, ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি"**। তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"আমি যা জানি, তোমরা তা জান না"**। অর্থাৎ তোমাদের ইবলীসের অবস্থাও জানি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) কে পৃথিবী থেকে মাটি আনার জন্য পাঠালেন। কিন্তু পৃথিবী বলল, তুমি আমার থেকে মাটি কমিয়ে সঙ্কুচিত করবে, এ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তখন জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) মাটি না নিয়ে ফিরে আসলেন, এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবী আপনার নিকট আশ্রয় চাওয়ায় আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মিকাঈল (আলায়হিস সালাম) কে পাঠালেন, তার কাছেও পৃথিবী অনুরূপ বলায় তিনিও ফিরে আসলেন এবং জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর মত তিনি একই ওজর পেশ করলেন। অতঃপর মালিকুল মাওত আযরাঈল (আলায়হিস সালাম) কে পাঠালেন। তার কাছেও পৃথিবী পূর্বানুরূপ বলল। তখন তিনি বললেন, আমিও আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর হুকুম পালন না করে ফিরে যাওয়া হতে পানাহ চাচ্ছি। এই বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি রঙের মাটি একত্র করে নিয়ে গেলেন। এ কারণে আদম সন্তানগণ বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। অতঃপর মাটিকে ছেনে খামীর বানানো হল এবং তিনি ফেরেশতাগণকে বললেন:

﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝﴾

"আমি কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যাবে।"[৭০৪] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করলেন, উদ্দেশ্য ইবলীস যেন আদম সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে কোন রূপ অহঙ্কারের সুযোগ না পায়। যেন বলা হল: সে আমার নিজ হাতের সৃষ্টির ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে অথচ আমি তার থেকে কখনো অহঙ্কার করি না। এরপর তিনি আদমের দেহ সৃষ্টি করে চল্লিশ বছর রাখলেন। ফেরেশতারা তা দেখে বিস্মিত হল। তাদের মধ্যে ইবলীস বেশি অস্থির হল। সে যখন তার পাশ দিয়ে যেত, তখন আঘাত করত, সঙ্গে সঙ্গে তা পাতিল, হাঁড়ির মত আওয়াজ করত। তখন সে বলত: ﴿مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ **"পোড়া মাটির মত শুকনা পচা কাদা হতে এটা কী বস্তু বানানো হয়েছে"?**[৭০৫] অতঃপর সে তার মুখ দিয়ে ঢুকে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে বের হত। অতঃপর ফেরেশতাগণকে বলত, এ হতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাদের প্রভু অভাবমুক্ত এবং এটা পেটসর্বস্ব। যদি আমি এর উপর আধিপত্য লাভ করি, তাহলে ধ্বংস করে ফেলব।

অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা আদমের দেহে প্রাণ সঞ্চার করার ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাগণকে বললেন, যখন আমি তাতে আমার প্রাণ হতে প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে। যখন এর রূহ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হল, তখন আদম (আলায়হিস সালাম) হাঁচি দিলেন। তখন ফেরেশতারা তাকে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে বললেন, তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে বললেন, 'ইয়ারহামুকা রাব্বুকা'। যখন তার চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হল, তখন তিনি জান্নাতের ফল-মূল দেখতে পেলেন। যখন তার পেটে প্রাণ সঞ্চারিত হল, তখন তিনি জান্নাতের ফল-মূল খেতে উদ্যোগী

---

৭০৪. সূরাহ স্বাদ, ৩৮:৭১-৭২।

৭০৫. সূরাহ আর রাহমান, ৫৫:১৪।

হলেন। অথচ তখনও তার পদদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা বললেন, ﴿خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ **"মানুষকে তাড়াহুড়াকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"**[৭০৬] দেহে পূর্ণ প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ায় ﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ﴾ **তখন ফেরেশতারা সবাই সাজদাহ করল। ইবলীস বাদে, সে সাজদাহ্কারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানাল।** অর্থাৎ সে অস্বীকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে সিজদা করতে বাধা দিল? অথচ আমি সিজদা করার নির্দেশ প্রদান করেছি ও নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি যাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তাকে আমি সিজদা করব না। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, বের হয়ে যাও এখান থেকে, ﴿فَمَا يَكُوْنُ لَكَ﴾ **"এর মাঝে তোর কোন স্থান নেই।"**[৭০৭] অর্থাৎ তোর জন্য উচিতই নয় যে, ﴿اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ﴾ **"এর ভিতরে থেকে অহঙ্কার করবে তা হতে পারে না, অতএব বেরিয়ে যা, অধমদের মাঝে তোর স্থান।"** আয়াতে الصغار অর্থ: الذل অর্থাৎ লাঞ্ছিত, অপমানিত।

আল্লাহ তা'লা বলেন, ﴿وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ﴾ **"এবং তিনি আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন"** এরপর **আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট সকল বস্তুগুলো** ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, বানী **আদাম দুনিয়াতে শুধু ফিতনা-ফাসাদ আর খুন**-খারাবী করবে, তোমাদের এই জানা যদি সত্য হয় তবে: ﴿اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ **"এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তখন তারা বলল:**

﴿قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ﴾

"তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" এরপর আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালাম) কে নির্দেশ দিলেন, ﴿يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾

"তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন সে এ সকল নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত"? বর্ণনাকারী বলেন, তাদের প্রকাশ্য উক্তি ছিল: ﴿اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا﴾ **"আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে"** আর তাদের অপ্রকাশ্য কথা সম্পর্কে বলেন, ﴿وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ﴾ **"তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত"** অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরে লুকানো অহঙ্কার।

আর সুদ্দীর তাফসীরে উক্ত সাহাবায়ে কিরামের বরাতে উদ্ধৃত এ হাদীস্বটি মাশহূর বটে; কিন্তু এর মাঝে কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা রয়েছে। সম্ভবত তা মুদরাজ অর্থাৎ বর্ণনাকারীর কিছু বক্তব্যও প্রবিষ্ট হয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামদের বক্তব্য নয়। অথবা তা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ হতে তারা গ্রহণ করেছেন। হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে একই সানাদে এটা উদ্ধৃত করে বলেছেন, হাদীস্বটি বুখারীর শর্ত পূরণ করে।[৭০৮]

---

৭০৬. সূরাহ আম্বিয়া' ২১:৩৭।

৭০৭. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৩।

৭০৮. মুসতাদরাক ২/২৬১। সুদ্দীর পূর্ণ নাম: ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান। তিনি ইমাম বুখারীর শর্তের বাইরে, কিন্তু ইমাম মুসলিম তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তাকে একাধিক জন দুর্বল বললেও অন্যান্যরা তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস্ব ও ইসরাঈলী রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

আদমকে সাজদা করার জন্য যাদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ইবলিসও ছিল যদিও সে ফেরেশ্তা ছিলনা

আল্লাহ যখন ফেরেশ্তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন আদমকে সাজদা করার জন্য তখন ইবলিসও এ নির্দেশের মধ্যে শামিল ছিল। সে যদিও ফেরেশ্তা ছিলনা, সে চেষ্টা করছিল আর ভান করছিল ফেরেশ্তাদের আচার আচরণ নকল করার জন্য, এজন্য আদমের সম্মুখে সাজদা করার নির্দেশে সেও অন্ত র্ভুক্ত ছিল। সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার জন্য শয়তানের সমালোচনা করা হয়, যা আমরা ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব যখন আমরা ﴿إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓ﴾ এ (১৮:৫০) আয়াতটির তাফসীর উল্লেখ করব। তেমনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস বলেছেন, "পাপের রাস্তা ধরার আগে ইবলিস ফেরেশ্তাদের সাথে ছিল, তাকে বলা হত "আযাযীল"। সে ছিল দুনিয়ার বাসিন্দাদের একজন আর ফেরেশ্তাদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে 'আবেদ ও জ্ঞানীদের অন্যতম। যার কারণে সে অহঙ্কারী হয়ে গেল। ইবলিস ছিল "জিন্ন" নামক প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত।[৭০৯]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, {আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{সাঈদ বিন সুলায়মান}{আব্বাদ ইবনুল আওয়াম}{সুফইয়ান বিন হুসায়ন}{ইয়া'লা বিন মুসলিম}{সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বলেন, ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল, সে আগে ইলম ও ইজ্জতের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিল। এটাই তাকে অহঙ্কারী করল। অতঃপর সে নাফারমানির কারণে ইবলীস নামে আখ্যা পেয়েছে। ফেরেশতাদের জ্বিন গোত্রে সে জন্ম নিয়েছিল। সুনায়দ বলেন, {হাজ্জাজ}{ইবনু জুরায়জ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বলেন, ইবলীস পূর্বে ফেরেশতাদের মাঝে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে জান্নাতের প্রহরী ও নিকটবর্তী আসমান ও জমিনের উপর তার পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

দহহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আত তাওআমাহ'র 'মাওলা' সালিহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ফেরেশতাদের জ্বিন নামক একটি গোত্র আছে। ইবলীস সেই গোত্রের ফেরেশতা। আসমান ও জমিনে তার আধিপত্য ছিল। যখন সে নাফারমান হল, তখন আল্লাহ ত'আলা তা লোপ করে তাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করলেন। এ বর্ণনাটি ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলীস ছিল প্রথম আসমানের ফেরেশতাদের সর্দার।

ইবনু জারীর বলেন, {মুহাম্মাদ বিন বাশশার}{আদী বিন আবূ আদী}{আওফ}{হাসান} তিনি বলেন, ইবলীস কখনও ফেরেশতা ছিল না। মাটির সৃষ্টি আদমের মতই সে অগ্নিসৃষ্ট জ্বীন। অর্থাৎ মানুষ যেরূপ ফেরেশতা নয়, জ্বিনও তেমনি ফেরেশতা নয়। হাসান থেকে তা বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

শাহর বিন হাওশাব বলেন, ফেরেশতারা যে জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করেছে, ইবলীস তাদেরই একজন। ফেরেশতারা তাকে লুকিয়ে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল। ইবনু জারীরও এটা বর্ণনা করেছেন। সুনায়দ বিন দাউদ বলেন, {হুশায়ম}{আবদুর রহমান বিন ইয়াহইয়া}{মূসা বিন নামীর ও উসমান বিন সাঈদ বিন কামিল}{সা'দ বিন মাসউদ} বলেন, ফেরেশতারা যখন জ্বিনদের সাথে লড়াই করছিল, ইবলীস তখন শিশু ছিল। তখন ফেরেশতারা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন যেন সে তাদের সংশ্রবে ইবাদতগার হয়। কিন্তু আদমকে যখন

৭০৯. তাবারী ১/৫০২।

সিজদা করার হুকুম আসল, তখন সে অস্বীকার করল। তাই আল্লাহ তাআ'লা বললেন, ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ **"ইবলীস ছাড়া (সকলেই সিজদা করল) সে ছিল জ্বিন।"**

ইবনু **জারীর** বর্ণনা করেন,[৭১০] ∘(মুহাম্মাদ বিন সিনান আল-কাযযায (দঈফ বা দুর্বল))(আবূ আসিম)(**শোরীক**)(**এক** ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম বা নাম অজ্ঞাত))(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস)∘ বলেন, আল্লাহ **তাআ'লা সৃষ্ট** এক শ্রেণীকে নির্দেশ দিলেন, আদমকে সিজদা করার জন্য। তারা অস্বীকার করলে তিনি **আগুন পাঠিয়ে** তাদেরকে ভস্মীভূত করলেন। অতঃপর আরেক দল সৃষ্টি করে তাদেরকেও অনুরূপ আদেশ **করায় তারাও** অস্বীকার করল। তাই তাদেরকেও আগুনে ভস্মীভূত করা হল। অবশেষে তাদেরকে আবার **সৃষ্টি করে** অনুরূপ আদেশ করলে তারা সকলেই সিজদা করল। শুধু ইবলীস অস্বীকার করল। মূলত সে অস্বীকারকারী সৃষ্টিরই একজন ছিল।[৭১১] হাদীস্রটি শুধু গরীবই নয়, এর সানাদটি ত্রুটিপূর্ণ। সানাদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবী রয়েছেন। এধরণের সানাদে বর্ণিত হাদীস্র কখনও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

সাজদা ছিল আদমের সম্মুখে কিন্তু আনুগত্য ছিল আল্লাহর প্রতি

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ এ আয়াতটি সম্পর্কে কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "আনুগত্য ছিল আল্লাহর জন্য আর সাজদা ছিল আদমের সম্মুখে। আল্লাহ আদমকে সম্মান দিলেন এবং ফেরেশ্তাদেরকে তার সামনে সাজদা করতে বললেন।"[৭১২]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ﴾ **"ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"** অর্থাৎ **ইবলীস** আল্লাহর **শত্রু** হিসেবে আদমের ব্যাপারে হিংসায় পরিপূর্ণ হল, আল্লাহ তাআ'লার আনুগত্য থেকে **দূরে থাকায় সম্মান থেকে বঞ্চিত হল। সে বলেছিল:** আমি আগুনের সৃষ্টি আর সে মাটির সৃষ্টি। তার এই **অহঙ্কারই হল পাপাচার সৃষ্টির প্রথম ধাপ। সে আ দমকে অহঙ্কারবশত** সিজদা করতে অস্বীকার করায় **আল্লাহর শত্রুতে পরিণত হল।**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∘(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(আবূ উসামাহ)(সালিহ বিন হায়্যান)(আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ)∘ বলেন, আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ﴾ **"কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।** অর্থাৎ যারা অস্বীকার করার ফলে আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল। আবূ জা'ফার বলেন, আবুল আলিয়াহ থেকে রাবী' বিন আনাস বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ﴾ অর্থ: সে অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সুদ্দী বলেন, ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ﴾ অর্থাৎ সেদিন যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা ধ্বংস করেননি তারা এবং তাদের পরবর্তী বংশধরগণ। মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, আল্লাহ তাআ'লা ইবলীসকে প্রথমে কুফরীর উপরে সৃষ্টি করেন। অতঃপর সে ফেরেশতার সাহচর্যে ভাল কাজ

---

৭১০. **ইবনু জারীর** তার তাফসীরে (হাঃ ৬৯৬) উল্লেখ করেছেন। তবে সানাদটি দুর্বল, সানাদে মুহাম্মাদ বিন সিনান আল-কাযযায **একজন মুদাল্লিস** রাবী। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীবের মাঝে তাকে দুর্বল হিসেবে **আখ্যায়িত করেছেন।** এছাড়াও সানাদে একজন রাবী রয়েছে যার নাম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৭১১. **উক্ত আসারটি বিশুদ্ধ** নয় যেমনটি ইবনু কাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)ও বলেছেন। সানাদের মাঝে একজন রাবী রয়েছেন, যার নাম জানা যায় না। উক্ত **সনদে বর্ণিত হাদীস্র** দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া সানাদটি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমভাবে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর **বরাতে বর্ণনা করা** হয়েছে। যদি আলোচনা লম্বা হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তবে আমি অবশ্যই তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতাম।

৭১২. তাবারী ১/৫১২।

করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। তাই আল্লাহ তাআলা বললেন, ﴿وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ অর্থাৎ সে আগেও কাফির ছিল।

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ﴾ এ আয়াতটি সম্পর্কে কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আনুগত্য ছিল আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সিজদা ছিল আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য। ফেরেশতাদেরকে দিয়ে সিজদা করিয়ে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। কতক লোক বলেছেন যে, এ সাজদা ছিল স্বাগত জানানো, শান্তি ও সম্মান দেখানোর সাজদা, কাজেই আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا﴾ **"সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠিয়ে নিল আর সকলে তার সম্মানে সাজদাহ্য় ঝুঁকে পড়ল। ইউসুফ বলল, 'হে পিতা! এ-ই হচ্ছে আমার সে আগের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব্ব একে সত্যে পরিণত করেছেন।"**[৭১৩] আগের জাতিগুলোর জন্য সাজদার রীতি অনুমোদিত ছিল, কিন্তু আমাদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে।

৪১৮. (সহীহ): মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন, "আমি সিরিয়ায় গেছি এবং দেখেছি যে, তারা তাদের পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সামনে সাজদা করে। হে আল্লাহর রসূল! আপনি সাজদা পাওয়ার অধিক হকদার।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন– " لَا لَوْ كُنْتُ آمِرًا بَشَرًا أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا" না, যদি কোন মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তবে অবশ্যই আমি প্রত্যেক নারীকে তাদের স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ করতাম। কারণ সেই বেশি হকদার।[৭১৪] ইমাম আর রাযী এ মতের প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

একদল বলেন, সিজদা ছিল আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আদম (আলাইহিস সালাম) কে কিবলা বানানো হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ﴾ **"সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে সলাত প্রতিষ্ঠা কর"**[৭১৫] অবশ্য এ উপমাটি প্রশ্নাতীত নয়। মূলত প্রথম মতটিই উত্তম। আদমকে সিজদা দেয়া হয়েছে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন হয়েছে। ইমাম রাযী তার তাফসীরে এ মতটির উপর জোর দিয়েছেন এবং বিপরীত মত দু'টিকে দুর্বল প্রতিপন্ন করেছেন। কারণ, কিবলা বানানোর মধ্যে মর্যাদা প্রকাশের ব্যাপার অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিনয় প্রকাশের জন্য মাটিতে মাথা ঠেকানোর ব্যাপারটিও দুর্বল।

---

৭১৩. সূরাহ ইউসুফ, ১২:১০০।

৭১৪. তিরমিযী ১১৫৯, ইবনু মাজাহ ১৮৫৩, ইবনু হিব্বা, ৪১৭১, আবদুর রায্যাক ২০৫০৯৬, বায্যার ১৪৬১, তাবারানী ৭২৯৪, বায়হাকী ৭/২৯২, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ৪/৩১০। কাসিম আশ শায়বানী থেকে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সানাদের মাঝে ফাতারাহ একজন মুদতারাব রাবী। ইবনু আবী আওফা বর্ণনা করেন, কখনও ⟨মুআয⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা⟩⟨তার পিতা (আবূ লায়লা)⟩ সূত্রে আবার কখনও ⟨মুআয⟩⟨ইবনু আবী লায়লাহ⟩⟨তার পিতা (আবূ লায়লা)⟩⟨সুহায়ব⟩⟨মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আর তা বায্যার (১৪৬৮, ১৪৬৯, তাবারানী ৫১১৬, ৫১১৭) ⟨কাসিম⟩⟨যায়দ বিন আরকাম⟩⟨মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সকলে কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কাসিম-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। যেমনটি আল-মীযান-এর মাঝে আবূ হাতিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করে থাকেন অর্থাৎ নিজের বক্তব্য প্রবিষ্ট করেন। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব'-এর মাঝে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। সুতরাং আমি বলব: এই মাতানে উক্ত রাবী ইদতিরাব করেছেন। কিছু বর্ণনায় এভাবে আছে যে, أراد أن يسجد للنبي صل الله عليه وسلم অন্য বর্ণনায় فسجد বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনাগুলো ইয়ামানে আগমনের পূর্বে বর্ণনা করেছেন, শামে নয়। এজন্যই শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সহীহ ইবনু মাজাহ (১৫০৩)-এর মাঝে বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে বিশুদ্ধ হল তা শক্তিশালী নয়। উক্ত হাদীসটি মারফূ' সূত্রে সহীহ। হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। আবদুর রায্যাক আল-মাহদী কর্তৃক তাহকীক কৃত কুরতুবী (৩৭৪)-এর মাঝে-এর শাওয়াহিদ হাদীসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৭১৫. সূরাহ ইসরা, ১৭:৭৮।

ইবলীসের অহঙ্কার

আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَسَجَدُوٓا اِلَّآ اِبۡلِيۡسَ ؕ اَبٰى وَاسۡتَكۡبَرَ ٭ وَكَانَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ﴾ **"তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"** এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন "আল্লাহর দুশমন ইবলিস আদমের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কারণ আল্লাহ আদমকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। সে বলেছিল "আমি আগুন থেকে সৃষ্ট হয়েছি, আর কাদা থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' কাজেই কারো দ্বারা সর্বপ্রথম যে ভুল সংঘটিত হয়েছিল তা হল ঔদ্ধত্য, কেননা আল্লাহর দুশমন এতই উদ্ধত ছিল যে, সে সাজদা করেনি।" আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছিঃ

৪১৯. (সহীহ): সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ্য আছে "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ" যার অন্তরে সামান্যতম অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৭১৬] ইবলিসের ছিল অবিশ্বাস, ঔদ্ধত্য এবং বিদ্রোহ, এ সব কিছুই তাকে আল্লাহর মহান নৈকট্য ও তাঁর দয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, ﴿وَكَانَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ﴾ অর্থাৎ وصار من الكافرين (সে কাফির হল) যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿فَكَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِيۡنَ﴾ **"আর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।"**[৭১৭] তিনি আরও বলেন, ﴿فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ﴾ **"তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।"**[৭১৮] কবি বলেন,

بِتَيْهَاءَ قَفْرٍ وَالْمَطِيُّ كَأَنَّهَا   قَطَا الْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخًا بُيُوضُهَا

এখানেও كانت শব্দটি صارت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু ফাওরাক[৭১৯] বলেন, ওর তাৎপর্য হলঃ তার কুফরী আল্লাহ তাআলার ইলমে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কুরতূবী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এখানে তিনি একটি মাসআলার উল্লেখ করেছেন। আমাদের আলিমগণ বলেন, নাবী ছাড়া যারা কারামাত ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করে থাকে, তা তাদের ওলী হওয়ার দলীল হয় না। কোন কোন সূফী ও রাফেযী বিপরীত মত পোষণ করেন। তেমনি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন ঈমানের পরিপূর্ণতারও দলীল নয়। ইবলীস বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কাফির ছিল।

এক্ষেত্রে আমার অভিমত হলঃ এই ওলী ছাড়াও অন্য কেউ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে। এমনকি কাফির, ফাসিক দ্বারাও তা সম্ভব। ইবুন স্রায়্যাদ কাফির হয়েও তা করেছিল। ﴿فَارۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَاۡتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيۡنٍ﴾ **"অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে যা সুস্পষ্ট (ভাবে দেখা যাবে)।"**[৭২০] আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা প্রকাশ না করে ইবনু স্রায়্যাদকে প্রশ্ন করলেন, বল তো আমার অন্তরে কী লুকানো রয়েছে? সে তক্ষুনি জবাব দিল 'আদ দুখ'। তেমনি সে যখন ক্রুদ্ধ হত তখন তার দেহ স্ফীত হয়ে পথ রুদ্ধ করে ফেলত। আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তাকে হত্যা করেন। বহু হাদীস্র দ্বারাও প্রমাণিত যে, দাজ্জাল অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। তার নির্দেশে

---

৭১৬. **মুসলিম ৯১**, তিরমিযী ১৯৯৮, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৯০৩, ৩৯৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৮০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬৫৭৮, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৫১। **তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।**

৭১৭. **সূরাহ হূদ**, ১১:৪৩।

৭১৮. **সূরাহ বাকারা**, ২:৩৫।

৭১৯. **তিনি আলিম** হিসেবে সৎ ব্যক্তি ছিলেন, তার নাম ছিলঃ আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন ফাওরাক আল- আসবিহানী। **তিনি আকীদাগতভাবে** আশআরী ছিলেন।

৭২০. **সূরাহ আদ দুখান**, ৪৪:১০।

আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, পৃথিবী শস্য উৎপন্ন করবে, খণিগুলো খণিজদ্রব্য উৎক্ষিপ্ত করবে, এমনকি সে এক যুবককে হত্যা করে পুনর্জীবিত করবে ইত্যাদি।

য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা আস্র স্বাদফী বলেন, ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে বললাম যে, লায়স্র বিন সা'দ বলেছেন, তুমি যদি কোন ব্যক্তিতে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে কিংবা হাওয়ায় উড়তে দেখ, তাহলেও কুরআন সুন্নাহর সাথে তার কার্যকলাপ না মিলিয়ে তাতে মুগ্ধ হয়ো না। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বললেন, লায়স্র বিন সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ঠিকই বলেছেন। তবে কিছু কম বলেছেন।

ইমাম রাযী প্রমুখ সিজদাকারীগণ সম্পর্কে আলিমদের দু'টি মত উদ্ধৃত করেছেন। আদম (আলায়হিস সালাম) কে সিজদা দানের নির্দেশ কি শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতার জন্য ছিল? যদিও একদল আলিম শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাদের জন্য উক্ত নির্দেশ নির্দিষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তথাপি তা দুর্বল অভিমত। কুরআনের প্রকাশ্য বক্তব্য সকল ফেরেশতাকে উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন: ﴿فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝ اِلَّآ اِبْلِيْسَ﴾ **"তখন ফেরেশতারা সবাই সাজদাহ করল। ইবলীস বাদে"**[৭২১] উক্ত নির্দেশটি ব্যাপক হওয়ার পক্ষে চারটি যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣٥

৩৫. আমি বললাম, 'হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে'।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝٣٦

৩৬. কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা দু'জন যেখানে ছিল, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল; আমি বললাম, 'নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু, দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে'।

আদমকে আবার সম্মানিত করা হল

আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে আদমের সম্মুখে সাজদা করার আদেশ দিয়ে তাকে সম্মানিত করলেন, কাজেই ইবলিস ছাড়া সবাই আদেশ পালন করল। আল্লাহ তখন আদমকে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে থাকতে এবং যা ইচ্ছে খাওয়ার অনুমতি দান করলেন।

৪২০. (হাসান): হাফিয আবূ বাক্র বিন মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, আবূ যার বলেছেন, "আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আদম কি নাবী ছিলেন? তিনি বললেন, "نَعَمْ، نَبِيًّا رَسُولًا كَلَّمَهُ اللهُ قِبَلًا" অর্থাৎ হ্যাঁ, তিনি নাবী ও রসূল ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্বেই কালেমা শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, ﴿اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ **"তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে বসবাস কর।"**[৭২২]

---

৭২১. সূরাহ আল-হিজ্‌র, ১৫:৩০-৩১।

৭২২. আল-উযমাহ ৫/১৫৫৩, ইবনু সাঈদ 'আত তাবাকতুল কুবরা' (১/১০)-এর মাঝে ◊আবূ আমর আশ শামী◊উবায়দ ইবনুল খাশখাশ◊আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)◊ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুশ শায়খ 'আল-উযমাহ' (১০১৬)-এর মাঝে জা'ফার ইবনুয যুবায়র◊কাসিম◊আবূ উমামাহ◊আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)◊ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের মাঝে কোন সমস্যা নেই।

আদম (আলায়হিস সালাম) জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল

আদম (আলায়হিস সালাম) কোন্ জান্নাতে ছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সেই বেহেশত কি আকাশে বিদ্যমান, না পৃথিবীর কোথাও? অধিকাংশের মত তা আকাশে। ইমাম কুরতুবী মু'তাযিলাহ ও কাদারিয়্যাদের মত উদ্ধৃত করে বলেন তা পৃথিবীতে। ইনশাআল্লাহ সূরা আ'রাফে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। (২:৩৫) আয়াত থেকে জানা যায় আদম জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেমনটা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেছেন, "আল্লাহ ইবলিসের সমালোচনা করার এবং আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন ﴿يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ﴾ 'হে আদাম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও' হতে ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾ "নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়" পর্যন্ত।

অতঃপর আদম (আলায়হিস সালাম) ঘুমিয়ে পড়লেন, যেমন আহলে কিতাব এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ যেমন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন। আল্লাহ আদমের বাম পাঁজরের একটা হাড় নিলেন, আর তদস্থলে আবার তা নতুনভাবে গজিয়ে দিলেন যখন আদম ছিলেন ঘুমন্ত ও সংজ্ঞাহীন। আল্লাহ তখন আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে আদমের স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে একটি স্ত্রীলোক বানালেন, যাতে সে আদমের জন্য শান্তিদায়িনী হতে পারে। আদম যখন জেগে উঠলেন এবং তাঁর পাশে হাওয়াকে দেখলেন, দাবী করা হয় যে, তিনি বললেন, "আমার গোস্ত, আমার রক্ত, আমার স্ত্রী।" কাজেই আদম হাওয়ার সঙ্গে অর্ধশায়িত হলেন। আল্লাহ আদমের সাথে হাওয়ার বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং তাকে শান্তি দান করলেন। আল্লাহ তাকে সরাসরি বললেন– ﴿يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ **"হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।"**

আল্লাহ আদমকে পরীক্ষা করেন

একদল বলেন, আদমের জান্নাতে প্রবেশের পর হাওয়া (আলায়হিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আস সুদ্দী ০[আবূ মালিক ও আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ ০[মুর্রাহ আল-হামদানী][ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা]০ হতে বর্ণনা করেন, ইবলীসকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করা হল এবং আদমকে জান্নাতে রাখা হল। তিনি সেখানে নিঃসঙ্গ চলাফেরা করতেন, সাহচর্য ও তৃপ্তি দানের জন্য কোন স্ত্রী ছিল না। একবার গভীর নিদ্রামগ্ন হলে এবং জেগে তার মাথার পাশেই এক নারীকে বসা দেখতে পেলেন। তাকে আদমেরই পাঁজরের হাড় হতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আদম (আলায়হিস সালাম) তাকে প্রশ্ন করলেন তুমি কে? হাওয়া (আলায়হিস সালাম) বললেনঃ নারী। আদম (আলায়হিস সালাম) প্রশ্ন করলেন, কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হল? হাওয়া (আলায়হিস সালাম) বললেন, আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভের জন্য। যেসব ফেরেশতারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন, তারা প্রশ্ন করলেন হে আদম! তার নাম কী? তিনি বললেন, হাওয়া। তারা বললেন, হাওয়া কেন হল? তিনি জবাব দিলেন, তা (حي) জীবিত কিছু হতে সৃষ্টি বিধায় এই নাম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বললেনঃ

﴿يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾

ভিন্ন সানাদে ইবনু হিব্বান (৩৬১) লম্বা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে ইবরাহীম বিন হিশাম আল-গাসসানী তিনি দুর্বল। কিন্তু তার তাওয়াবি' হিসেবে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ-এর হাদীস ইবনু আদী (৭/২৬৯৯) বায়হাকী তার সুনানে (৪/৯), আবূ নুআয়ম (১/১৬৮) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-কারশী দুর্বল।-এর আরও একটি সানাদ রয়েছে 'রাজিউল ইহসান' (১/১৬০) গ্রন্থে শায়খ শুআয়ব আল-আরনাওয়াত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর সানাদে আল-মাসউদী তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। **তাহকীকঃ** হাসান।

"হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে যেয়ো না।"

আদমের প্রতি আল্লাহর কথা ﴿لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ **"এই গাছের নিকটে যেয়ো না"** আদমের জন্য এটি একটি পরীক্ষা। এখানে যে গাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আস সুদ্দী অন্য আরেক রাবীর বরাতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, আদম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য যে গাছ নিষিদ্ধ হল তা আঙ্গুর গাছ। সাঈদ বিন জুবায়র, আস সুদ্দী, আশ শা'বী, জা'দাহ বিন হুবায়রাহ ও মুহাম্মাদ বিন কায়সও এ মত পোষণ করেন।

আস সুদ্দী ⟨আবূ মালিক ও আবূ সালিহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)⟩ ⟨মুর্রাহ আল-হামদানী⟩⟨ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবা⟩ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ **"এই গাছের নিকটে যেয়ো না" অর্থাৎ** সেটি ছিল আঙ্গুর গাছ। ইয়াহুদীদের ধারণা নিষিদ্ধ গাছটি গম গাছ।

ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ আল-আহমাসী⟩⟨আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী⟩⟨আন নাদর আবূ উমার আল-খায্যায⟩⟨ইকরিমাহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)⟩ বলেন, নিষিদ্ধ গাছটি হল: সরিষা গাছ।

আবদুর রায্যাক বলেন, ⟨ইবনু উওয়ায়নাহ ও ইবনুল মুবারাক⟩⟨হাসান বিন উমারাহ⟩⟨আল-মিনহাল বিন আমর⟩⟨সাঈদ বিন জুবায়র⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)⟩ বলেন, তা সরিষা গাছ।[৭২৩] মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ⟨আহলে ইলমদের কোন একজন থেকে⟩⟨হাজ্জাজ⟩⟨মুজাহিদ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)⟩ বলেন, তা গম গাছ।[৭২৪]

ইবনু জারীর বলেন, ⟨আল-মুসান্না বিন ইবরাহীম⟩⟨মুসলিম বিন ইবরাহী⟩⟨কাসিম⟩⟨বানী তামীম গোত্রের কোন এক ব্যক্তি⟩ বর্ণনা করেন,ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আবুল জা'দকে প্রশ্ন লিখে পাঠালেন যে, কোন্ গাছ আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন্ গাছের কাছে গিয়ে তিনি তাওবা করেন? তিনি জবাবে লিখেছেন, প্রথমটি হল সরিষা গাছ আর দ্বিতীয়টি হল যায়তুন গাছ। হাসান আল-বাসরী, ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ, আতিয়্যাহ আল-আওফী, আবূ মালিক, মুহারিব বিন দিসার ও আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক কোন এক ইয়ামানবাসী থেকে তিনি ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন, তা গম গাছ। তবে তা জান্নাতের বিশেষ ধরণের গম গাছ।

সুফইয়ান আস্ সাওরী হুসায়ন থেকে তিনি আবূ মালিক থেকে বর্ণনা করেন, ﴿لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ **"এই গাছের নিকটে যেয়ো না"** অর্থাৎ সে গাছটি ছিল খেজুর গাছ। মুজাহিদের বরাত দিয়ে ইবনু জারীর বলেন, তা তীন গাছ। কাতাদাহ ও ইবনু জুরায়জও অনুরূপ বলেছেন।

আবূ জা'ফার আর-রাযী রাবী' বিন আনাসের বরাতে আবুল আলীয়া হতে বর্ণনা করে বলেন, তা সেই বৃক্ষ যার ফল খেলে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় আর জান্নাতে অপবিত্রতা নিষিদ্ধ। আবদুর রায্যাক বলেন, উমার বিন আবদুর রহমান বিন মিহরান বলেন, আমি ওয়াহব বিন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)কে সস্ত্রীক বেহেশতে বসবাসের অনুমতি দিয়ে যে গাছটির ফল খেতে নিষেধ করলেন, তা শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গাছ ছিল এবং ফেরেশতারা সেটির ফল খেয়ে অমরত্ব লাভ করত।

---

৭২৩. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (হাঃ ৭২৫) উল্লেখ করেছেন। সানাদে হাসান বিন উমারাহ সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৭২৪. উক্ত আসারের সানাদে শায়খ ইবনু ইসহাক মুবহাম বা অজ্ঞাতনামা। আর হাজ্জাজ বিন আরতাহ দুর্বল।

উক্ত গাছ সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত ছয়টি মত দেখা যায়। ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেছেন "সঠিক মত হচ্ছে আল্লাহ্ আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাতের একটা গাছ হতে খেতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তারা তাথেকে খেয়ে ফেলল। আমরা জানি না ওটা কী গাছ ছিল, কারণ, আল্লাহ্ কুরআন বা সুন্নাহয় ওটার ধরণ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। বলা হয়েছে যে, ওটা যব, আঙ্গুর বা ডুমুর গাছ। হতে পারে ওটা এগুলোর একটার গাছ ছিল। তথাপি এটা এমন জ্ঞান যা কোন ফায়দা দেয়না, আর এটা না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।" এ মতটা ঐ রকমের যা রাযী তার তাফসীরে **উল্লেখ করেছেন** আর এটাই সঠিক মত।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ **"কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা দু'জন যেখানে ছিল, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল; আমি বললাম, 'নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু, দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে।"** আয়াতের عَنْهَا শব্দের 'হা' দমীর (সর্বনাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হল: জান্নাত। আর সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে শয়তান আদম (আলাইহিস সালাম) ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দিল যেমনটি আসিম বিন বাহদালাহ পাঠ করেছেন। এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত নিষিদ্ধ গাছকে বুঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে যা হাসান ও কাতাদাহ বলেছেন فَأَزَلَّهُمَا "সে তাদেরকে বিচ্যুত করল।"

এক্ষেত্রে ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ **"কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল।"** অর্থাৎ "গাছের কারণে, যেমন আল্লাহ বলেছেন: ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ **"যারা সেই (সত্য) মানতে ভুল করে তারাই গুমরাহ।"**[৭২৫] অর্থাৎ বিচ্যুৎ লোক এক পার্শ্বে সরে পড়ে - কিংবা পা পিছলে যায়- সত্য থেকে এই এই কারণে। এই কারণে আল্লাহ তখন বললেন- ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ **"তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল"** অর্থাৎ পোষাক পরিচ্ছদ, প্রশস্ত বাসস্থান এবং আরামদায়ক খাদ্যপানীয় থেকে। ফলে আল্লাহ বললেন, ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ **"আমি বললাম, 'নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু, দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে।" অর্থাৎ বাসস্থান, খাদ্যপানীয় এবং সীমিত জীবনের জন্য পুনরুত্থানের দিন শুরু পর্যন্ত**। পূর্বসূরি তাফসীরকার **আসসুদ্দী, আবুল আলীয়া,** ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ প্রমুখ বিভিন্ন সনদে ইসরাঈলী বর্ণনা হতে সাপ-ইবলীসের চমকপ্রদ কিসসা, ইবলীসের কৌশলে বেহেশতে প্রবেশ ও কুমন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমি তা সূরা আ'রাফে বর্ণনা করব। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দেয়ার মালিক।

আদম (আলাইহিস সালাম) খুব লম্বা ছিলেন

৪২১. (দঈফ): ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন, ০[আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ইশকাব][আলী বিন **আসিম**][সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ][কাতাদাহ][হাসান][............][উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন:**

"إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ رَجُلًا طُوَالًا كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ سَقَطَ عَنْهُ لِبَاسُهُ فَأَوَّلُ مَا بَدَا مِنْهُ عَوْرَتُهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُّ فِي الْجَنَّةِ، فَأَخَذَتْ شَعْرَهُ شَجرةٌ، فَنَازَعَهَا، فَنَادَاهُ الرَّحْمَنُ: يَا آدَمُ مِنِّي تَفِرُّ! فَلَمَّا سَمِعَ كَلَامَ الرَّحْمَنِ قَالَ: يَا رَبِّ، لَا وَلَكِنِ اسْتِحْيَاءً"

৭২৫. সূরাহ আয যারিয়াত, ৫১:৯।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদাম (আলাইহিস সালাম)-কে দীর্ঘদেহী ও সতেজ খেজুর বৃক্ষের মত দীর্ঘ ঘন কেশ বিশিষ্ট করে তৈরী করেছেন। যখন তিনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন, তখন আল্লাহ তাদের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে দিলেন। সেদিন প্রথম তার নগ্নতা প্রকাশ পায়। যখন তিনি তা দেখতে পেলেন, তখন লজ্জায় জান্নাতে ছুটাছুটি শুরু করলেন। ফলে তার দীর্ঘ চুল গাছে জড়িয়ে গেল। তিনি যখন তা ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, হে আদম। তুমি আমার নিকট থেকে পালাচ্ছ? তিনি সহজ জবাব দিলেন, হে আমার প্রতিপালক তা নয়, বরং আমি লজ্জায় ফিরছি।[৭২৬]

৪২২. (মু'দাল): তিনি আরও বলেন, (জা'ফার বিন আহমাদ ইবনুল হাজকাম আল-কারশী)(সুলায়মান বিন মানসূর বিন উমারাহ)(আলী বিন আসিম)(সাঈদ)(কাতাদাহ)(............)(.........)(উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَمَّا ذَاقَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ فَرَّ هَارِبًا؛ فَتَعَلَّقَتْ شَجَرَةٌ بِشَعْرِهِ، فَنُودِيَ: يَا آدَمُ، أَفِرَارًا مِنِّي؟ قَالَ: بَلْ حَيَاءً مِنْكَ، قَالَ: يَا آدَمُ اخْرُجْ مِنْ جِوَارِي؛ فَبِعِزَّتِي لَا يُسَاكِنُنِي فِيهَا مَنْ عَصَانِي، وَلَوْ خَلَقْتُ مِثْلَكَ مِلْءَ الْأَرْضِ خَلْقًا ثُمَّ عَصَوْنِي لَأَسْكَنْتُهُمْ دَارَ الْعَاصِينَ

আদম (আলাইহিস সালাম) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ছুটতে লাগলেন। তখন জান্নাতের গাছের সাথে তার চুল জড়িয়ে গেল। অমনি গায়বী আওয়াজ হল- হে আদম! আমার নিকট হতে পালাচ্ছ? তিনি বললেন, আপনার লজ্জায় পালাচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি আমার প্রতিবেশী হতে বের হয়ে যাও। আমার ইজ্জতের কসম! আমার নাফারমান আমার প্রতিবেশী হতে পারে না। তোমার মত আদম সৃষ্টি করে যদি আমি পৃথিবী ভরে ফেলি আর তারা সবাই তোমার মত নাফারমান হয়, তাহলে আমি তাদেরকে নাফারমানের নিবাসে ঠাঁই দেব।[৭২৭]

হাদীসটি গরীব ও তার সূত্রে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে। এমনকি কাতাদাহ ও উবায় বিন কা'ব-এর সাক্ষাৎকার অসম্ভব মনে করা হয়।

আদম কতক্ষণ জান্নাতে ছিলেন

হাকীম লিখেছেন যে, (আবূ বাকর বিন বালুওয়ায়হ)(মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন নাদর)(মুআবিয়াহ বিন আমর)(যাইদাহ)(আম্মার বিন মুআবিয়াহ আল-বাজালী)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)) বলেছেন, "আদমকে জান্নাতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল 'আসরের স্বলাত থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অতঃপর হাকীম বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে স্বহীহ। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৭২৮] আবদুর রহমান বিন হুমায়দ তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন,

---

৭২৬. ইবনু আবী হাতিম ৩৮৮, ৮২৯৯, তানবীহুল হাজিদ ইলা মা ওয়াকা'আ মিনান নাদরে ফী কুতুবুল আমাজিদ ৩৬৬। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ' (৬/৩৬৭)-এর মাঝে বলেন, ইবনু আবী হাতিম হাদীসটি উক্ত সানাদে বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি মুনকার,-এর সানাদ দুর্বল। সানাদে ১. আলী বিন আসিম তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করে থাকেন। ২. সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন করে থাকেন। ৩. আলী বিন আসিম তিনি সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেননি। ৪. কাতাদাহ একজন মুদাল্লিস রাবী। ৫. হাসান আল-বাসরী উবায় বিন কা'ব থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। **তাহকীক:** দঈফ তবে-এর অর্থ কুরআনের সূরাহ আ'রাফে ২২ নং আয়াতে প্রমাণিত।

৭২৭. ইবনু আবী হাতিম ৩৮৯। হাদীসটি গারীব সানাদে ইনকিতা' হয়েছে, বরং এখানে ই'দাল হয়েছে। কাতাদাহ তার উর্ধ্বতন ২জন রাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। যা ইনকিতা'-এর চেয়েও বড় অপরাধ।

৭২৮. মুসতাদরাক ৩৯৯৩। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তারা উভয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

◆(রাওহ)(হিশাম)(হাসান)◆ বলেন, আদম (আলায়হিস্ সালাম) পৃথিবীর দিন হিসেবে একশ ত্রিশ বছর জান্নাতে ছিলেন। আবূ জা'ফার আর রাযী রাবী' বিন আনাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, আদম (আলায়হিস্ সালাম) নয় কি দশ ঘটিকায় জান্নাত হতে বহির্গত হন। তার হাতে ছিল জান্নাতী বৃক্ষের একটি শাখা ও মাথায় ছিল জান্নাতী পাতায় গড়া তাজ।

আস সুদ্দী বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ **"তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও"** ফলে তারা সবাই পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। আদম (আলায়হিস্ সালাম) হাজরে আসওয়াদ ও জান্নাতের গাছের পাতা নিয়ে হিন্দে (ভারত উপমহাদেশে) অবতরণ করেন। তিনি উক্ত গাছের পাতা সেখানে ছড়িয়ে দেন। তা হতেই সুগন্ধী পাতার গাছ জন্ম নেয়। জান্নাত ত্যাগের সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সেই পাতাগুলো ছিঁড়েছিলেন। ◆(ইমরান বিন উওয়ায়নাহ)(আতা' ইবনুস সাইব)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◆ বলেন, আদম (আলায়হিস্ সালাম) হিন্দের (ভারত উপমহাদেশের) 'দাহনা' নামক স্থানে অবতরণ করেন। আবার ইবনু আবী হাতিম লিখেছেন ◆(আবূ যুরআহ)(উস্মান বিন আবূ শায়বাহ)(জারীর)(আতা')(সাঈদ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◆ বলেছেন "আল্লাহ আদমকে পৃথিবীর যে জায়গায় পাঠিয়েছিলেন তাকে 'দাহনা' বলা হয় যা মক্কা ও তায়েফের মধ্যে।[৭২৯] হাসান বাসরী বলেছেন যে, আদমকে হিন্দে (ভারতে) আর হাওয়াকে জেদ্দায় পাঠানো হয়েছিল। ইবলিসকে নীচে পাঠানো হয়েছিল দুস্তুমীসান-এ, বসরার কয়েক মাইল দূরে।আবার সাপকে ফেলা হয়েছিল 'আসবাহান' অর্থাৎ স্পেনে। ইবনু আবি হাতিম এ বিবরণ দিয়েছেন।[৭৩০]ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◆(মুহাম্মাদ বিন আম্মার ইবনুল হারিস)(মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন সাবিক)(আমর বিন আবূ কায়স)(ইবনু আদী)(ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◆ বলেন, আদম (আলায়হিস্ সালাম) কে স্বফা ও হাওয়া (আলায়হিস্ সালাম) কে মারওয়ায় প্রেরণ করেন। রাজা' বিন আবূ সালামাহ বলেন, আদম (আলায়হিস্ সালাম) হাঁটু ভর করে নিচু মাথায় নামলেন এবং ইবলীস আকাশের দিকে মাথা তুলে আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে অবতরণ করল। আবদুর রায্যাক বলেন, ◆(মা'মার)(আওফ)(কোসামাহ বিন যুহায়র)(আবূ মূসা)◆ হতে বর্ণনা করেন, **আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আলায়হিস্ সালাম) কে জান্নাত হতে নামিয়ে দিলেন তখন তাকে সকল কারিগরী বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন এবং পথের সম্বল হিসাবে বেহেশতের কিছু ফলমুল দিলেন। তা দুনিয়ার ফলমূলের মতই ছিল। তবে দুনিয়ার ফল নষ্ট হয়, আর ওটা নষ্ট হয় না।**

৪২৩. (স্বহীহ): যুহরী বলেন, আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

সর্বোত্তম দিন শুক্রবার। সেদিন আদাম (আলায়হিস্ সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেইদিন তাকে বেহেশতে রাখা এবং সেইদিনই তাকে বেহেশত থেকে বের করা হয়েছে।[৭৩১] ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৭২৯. ইবনু আবী হাতিম ১/১৩১। সানাদে জারীর বিন আবদুল্লাহ আতা ইবনুস সাইব থেকে শ্রবণ করেছেন এরপর সানাদে সংমিশ্রণ করেছেন।

৭৩০. ইবনু আবী হাতিম ১/১৩২।

৭৩১. মুসলিম ৮৫৪, আবূ দাউদ ১০৪৬ নাসাঈ ১৩৭৩, মুসতাদরাক ১০৩০, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৭২৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৬৪৫, স্বহীহ আল-জামি' ৩৩৩৪, কানযুল উম্মাল ২১০৫১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

ইমাম রাযী বলেন, এই আয়াতটিতে নাফরমানের জন্য বিভিন্ন কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। কারণ, প্রথমত লক্ষ্যণীয় যে আদম (আ)-এর একটিমাত্র পদস্খলনের জন্য কত বড় শাস্তি প্রদান করা হল। তাই কবি বলেনঃ

يَا نَاظِرًا يَرْنُو بِعَيْنَيْ رَاقِدٍ وَمُشَاهِدًا لِلْأَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ
تَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي دَرَجَ الْجِنَانِ وَنَيْلَ فَوْزِ الْعَابِدِ
أَنَسِيتَ رَبَّكَ حِينَ أَخْرَجَ آدَمًا مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ

অর্থাৎ হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি! চোখ খুলে সজাগ দৃষ্টিতে ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। পাপের পর পাপ করে চলছ আর জান্নাতের সাফল্য অর্জনের আশা করছ? তোমার প্রভু এত প্রিয় আদমকে একটি মাত্র পাপের জন্য জান্নাত হতে তাড়িয়ে দিলেন। ইবনুল কায়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

ولكننا سبي العدو فهل تري نعود إلى أوطننا ونسلم

অর্থাৎ তুমি কি দেখছ এখানে আমরা শত্রুর হাতে বন্দী রয়েছি? এখন দেখ কখন আমরা নিরাপদে আমাদের স্বদেশে ফিরতে পারি।

আর-রাযী বলেন, ফাতহুল মূসিলী বলেছেন, আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ছিলাম, শয়তান আমাদেরকে বন্দী করে দুনিয়ায় এনেছে।তাই এখানে আমাদের জন্য দুঃখ দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। যতদিন আমরা যেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি সেখানে ফিরে না যাব ততদিন আমাদের শান্তি নাই।

একটি সন্দেহ ও তা খণ্ডন

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, "জান্নাত থেকে আদমকে ফেলে দেয়া হয়েছিল তা যদি আকাশে হয় যা অধিকাংশ বিদ্বানগণের মত- তাহলে ইবলিসের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা কি সম্ভব, কারণ সে তো আল্লাহর নির্দেশেই তাথেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল (যখন সে আদমের সম্মুখে সাজদা করতে অস্বীকার করেছিল)?"

মূলতঃ এর উত্তর এই যে, আদম যে জান্নাতে ছিল তা আকাশে, জমিনে নয়, যা আমরা আমাদের কিতাব 'বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া'-এর শুরুতে ব্যাখ্যা করেছি। অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, আদতে শয়তানের জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু এক সময় সে গোপনে জান্নাতে ঢুকে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ তাওরাতে আছে- ইবলিস সাপের মুখের ভিতর লুকিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। কতক বিদ্বান বলেছেন, সম্ভবতঃ শয়তান জান্নাতের বাইরে পথিমধ্যে আদম ও হাওয়াকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কতক বিদ্বান বলেছেন, শয়তান আদম ও হাওয়াকে পথভ্রষ্ট করেছিল যখন সে পৃথিবীতে ছিল আর তারা ছিল জান্নাতে- যেমন এটা যামাখশারী বলেছেন। কুরতুবী এ স্থলে অনেক উপকারী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন সাপ এবং সাপকে মেরে ফেলা সম্পর্কে।

৩৭. তারপর আদাম (আলায়হিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَتَلَقَّىٰٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

আদম অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানায়

বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি আল্লাহর এ কথার দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত হয়েছে ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ **"তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি**

অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[৭৩২]

যেমনটা, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাযী, খালিদ বিন মা'দান, আতা আল-খুরাসানী এবং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন।[৭৩৩] বনু তামীমের এক ব্যক্তির সনদে আবূ ইসহাক আস সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, উক্ত ব্যক্তি বলেন, আমার কাছে ইবনু আব্বাস (আ) আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম আদম (আলাইহিস সালাম) কে তার প্রভু কোন্ কথা শিখিয়েছিলেন? তিনি বললেন, হজ্জ সম্পর্কিত কথা।[৭৩৪]

সুফইয়ান আস্‌স্র স্রাওরী বলেন, আবদুল আযীয বিন রুফায়' বলেছেন উবায়দ বিন উমায়র হতে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন (অন্য রিওয়ায়াতে মুজাহিদ) যে তিনি বলেনঃ আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি যে ভুল করেছি তাকি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি লিপিবদ্ধ করেছেন, না আমি আমার পক্ষ থেকে নিজেই এই অপরাধের সুত্রপাত করেছি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জবাব দিলেন, তা তোমার সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি যেহেতু তা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা বললেন: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ **"তারপর আদাম (আলাইহিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন।"** সুদ্দী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, "আদম বলেছিল, 'হে প্রভু! তুমি কি আমাকে তোমার নিজ হাতে সৃষ্টি করনি?" আল্লাহ বললেন, "হাঁ"। আদম বললেন, "আর আমার ভিতর জীবন ফুঁকে দাওনি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। আদম বললেন, "আর আমি যখন হাঁচি দিলাম, তখন তুমি বললে, 'আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। তোমার রহম কি তোমার রাগ থেকে এগিয়ে যায়নি?' তাকে বলা হল, "হ্যাঁ"। আদম বললেন, "এই অন্যায় কাজ আমি করব তা তুমিই আমার ভাগ্যে রেখেছিলে?" তাকে বলা হল, "হ্যাঁ"। আদম বললেন, "আমি যদি অনুতপ্ত হই, তাহলে কি তুমি আমাকে আবার জান্নাতে পাঠিয়ে দিবে?" আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ"।[৭৩৫] একইভাবে আউফী, সাঈদ বিন জুবায়র, সাঈদ বিন মা'বাদ এবং ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৭৩৬] হাকীম এ হাদীস্র স্বীয় মুসতাদরাকে ইবনু জুবায়র থেকে উল্লেখ করেছেন, আর তিনি তা বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। হাকীম বলেছেন, "এর সনদ স্বহীহ কিন্তু তারা (বুখারী ও মুসলিম) এটা লিপিবদ্ধ করেননি।"[৭৩৭] সুদ্দী ও আতিয়্যাহ আল-আওফী অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

৪২৪. (দঈফ) ইবুন আবী হাতিম এ প্রসঙ্গে তার কাছাকাছি একটি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ❮আলী ইবনুল হাসান বিন ইশকাব❯❮আলী বিন আস্বিম❯❮সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ❯❮কাতাদাহ❯❮হাসান❯ ....❮উবায় বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আদম (আলাইহিস সালাম) বলেন, আমি যদি তওবা করি, তাহলে কি আপনি আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে নিবেন? প্রভু বলেন, হ্যাঁ। এই প্রেক্ষিতেই তিনি বললেন, ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ **"তারপর আদাম (আলাইহিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু**

---

৭৩২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:২৩।
৭৩৩. ইবনু আবী হাতিম ১/১৩৬।
৭৩৪. ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইহা সঠিক নয়, ইহা একটি নতুন ব্যাখ্যা।
৭৩৫. তাবারী ১/৫৪৩।
৭৩৬. তাবারী ১/৫৪২।
৭৩৭. হাকিম ২/৫৪৫।

বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন।"[৭৩৮] হাদীস্রটি গরীব, সানাদের মাঝে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে।

আবূ জা'ফার আর রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ **"তারপর আদাম (আলাইহিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন"** সম্পর্কে তিনি বলেন, আদম (আলাইহিস সালাম) যখন অপরাধ করে ফেললেন তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যদি তাওবা করে ঠিক হই তাহলে কী করবেন? তিনি বললেন, তখন তোমাকে জান্নাতে নিব। এ সেই কথাগুলো। এছাড়াও নিম্ন আয়াতটি ওর অন্তর্ভুক্তঃ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"**[৭৩৯]

ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ **"তারপর আদাম (আলাইহিস সালাম) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন"** সম্পর্কে বলেন, উক্ত বাক্যগুলোর অর্থ হচ্ছে:

اللّٰهُمَّ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللّٰهُمَّ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فرحمني إنك خير الراحمين، اللّٰهُمَّ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমিই পবিত্র। প্রশংসা তোমারই, আমি আমার উপর জুলুম করেছি। অনন্তর তুমি আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি। অতএব তুমি আমাকে দয়া কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই। আমি আত্মপীড়ক হয়েছি। তুমি আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠতম তওবা কবুলকারী।

আল্লাহর বাণী: ﴿اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ **"তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** অর্থাৎ যে কেউই তার ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে আসে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। এর অর্থ আল্লাহর এ কথার মত যে, ﴿اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ﴾ **"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের (অনুশোচনাপূর্ণ) ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করে থাকেন।"**[৭৪০] এবং ﴿وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ﴾ **"যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে কিংবা নিজের আত্মার প্রতি যুলম করে"**[৭৪১] এবং ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ **"আর যে ব্যক্তি তাওবাহ করে আর সৎ কাজ করে।"**[৭৪২] উক্ত আয়াতগুলো এ কথাই প্রতিপন্ন করে

---

৭৩৮. ইবনু আবী হাতিম ৪০৬। উক্ত সানাদের মাঝে ইনকিতা' সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া কাতাদাহ একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আন আন' সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আর আলী বিন আস্রিম মধ্যমপন্থার রাবী তাকে অনেকে দুর্বল বলেছেন আবার অনেকে স্রিকাহ বলেছেন। তার থেকে একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (৩/১৩৫-১৩৭)। **তাহকীক: দঈফ।**

৭৩৯. সূরাহ আ'রাফ, ৭:২৩।

৭৪০. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১০৪।

৭৪১. সূরাহ নিসা, ৪:১১০।

৭৪২. সূরাহ ফুরকান, ২৫:৭১।

যে, যে কেউই **অনুতপ্ত** হয়, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি ও বান্দাহদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করে তার পাপরাশি **ক্ষমা করে দেন**। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

৪২৫. (দঈফ জিদ্দান): আল মুসনাদুল কাবীর-এর মাঝে উল্লেখিত রয়েছে, ✪সুলায়মান বিন সুলায়মান **সুলায়মান বিন বুরায়দাহ** তোর পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, **তিনি বলেন, আল্লাহ** তাআলা যখন আদম (আলাইহিস সালাম) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহকে **সাতবার তাওয়াফ** করলেন। অতঃপর মাকামের পেছনে দু' রাকাত স্বলাত আদায় করে বললেনঃ হে **আল্লাহ! তুমি** আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয় জান, সুতরাং আমার প্রার্থনা কবূল কর। আমার **প্রয়োজন** সম্বন্ধেও তুমি জান, সুতরাং তুমি আমাকে আমার চাওয়া অনুপাতে তা দান কর। আর আমার **মাঝে** যা রয়েছে তাও তুমি জান সুতরাং আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। আমি তোমার কাছে এমন ঈমানের প্রার্থনা করি যা আমার অন্তরে সত্যিকার ইয়াকীন এনে দেয়। এমনকি ঈমান এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যে, তুমি যা লিখে দিয়েছ তা ব্যতীত আমার উপর ভাল-মন্দ কোন কিছু বর্তাবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার উপর ওহী করলেন যে, তুমি আমাকে এমনভাবে ডেকেছ যে, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব, আর যারা পরবর্তীতে এভাবে ডাকবে তাদের ডাকেও আমি সাড়া দিব। আমি তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, আর তার চক্ষুদ্বয়ের সামনে থেকে অভাব দূর করে দিলাম। দুনিয়ার সৌন্দর্য হলঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ বাক্য, যদি তা কমবেশি না করে।[৭৪৩]

৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার নিকট হতে তোমাদের কাছে সৎ পথের নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎ পথের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

আল্লাহ বলেছেন যে, যখন তিনি আদম, হাওয়া ও শয়তানকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন, তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তিনি কিতাব অবতীর্ণ করবেন এবং তাদের কাছে নাবী ও রসূল পাঠাবেন, অর্থাৎ তাদের বংশধরদের নিকট। আবূ আলিয়াহ বলেছেন, "হুদা দ্বারা নাবী, রসূল, স্পষ্ট নিদর্শন এবং সরল সোজা ব্যাখ্যাকে বুঝায়।"[৭৪৪]

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ অর্থাৎ আমার কিতাবগুলোতে যা আছে এবং আমি নাবী রসূলগণকে যা দিয়ে প্রেরণ **করি**, যে কেউ এ সবগুলোকে মেনে নেয়, ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ তার কোন ভয় নেই পরকালের ব্যাপারে, ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ এবং চিন্তিতও হবে না এ দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে। একইভাবে সূরা ত্বা, হা-য় আল্লাহ **বলেছেনঃ** ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾﴾
"তিনি বললেন, 'তোমরা দু'জনে (আদাম ও ইবলীস) একই সঙ্গে নীচে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের

---

৭৪৩. **জামিউল** মাসানীদ ওয়াস সুনান ৭৪২, মু'জামুল আওসাত ৫৯৭৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০/১৮৬। হায়সামী বলেন, সানাদের **মাঝে** আন নাদর বিন তাহির দুর্বল। অনেকে তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

৭৪৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৩৯।

শত্রু। অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে সঠিক পথের নির্দেশ আসবে, তখন যে আমার পথ নির্দেশ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।"[৭৪৫] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মন্তব্য করেছেন, "এ দুনিয়ার জীবনে সে পথভ্রষ্ট হবেনা, অথবা পরকালেও দুর্দশাগ্রস্ত হবে না।"

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى﴾ **"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সঙ্কীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।"**[৭৪৬] এ আয়াতটি নিম্নলিখিত আয়াতের মত:

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

"আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী" সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অর্থাৎ তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে আর তাথেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ পাবেনা।

এ প্রসঙ্গে ইবনু জারীর একটি হাদীস্ উদ্ধৃত করেছেন। তা দুটি সানাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মাসলামাহ সাঈদ বিন ইয়াযীদ আবূ নাদরাহ আল-মুনযির বিন মালিক বিন কাতআহ আবূ সাঈদ (সা'দ বিন মালিক বিন সিনান) আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، لَكِنَّ أَقْوَامًا أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِخَطَايَاهُمْ، أَوْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ

স্থায়ী জাহান্নামীরা সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না, আবার জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যারা পাপের কারণে সাময়িক দোযখে যাবে, তাদের উপর মৃত্যু ঐ সময় পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ তারা শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তিলাভ না করে।[৭৪৭] এ হাদীস্টি ইমাম মুসলিম শু'বাহ থেকে তিনি আবূ সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় إهباط শব্দের ব্যবহার দ্বারা মূলত প্রথম বার হতে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। একদল মনে করেন তা তাগাদা ও জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কাউকে জোর দিয়ে উঠতে বললে বলা হয়, উঠ। অন্যদল বলেন প্রথম إهباط বলা হয়েছে জান্নাত হতে পৃথিবীর আকাশে নামার জন্য এবং দ্বিতীয় إهباط বলা হয়েছে, পৃথিবীর আকাশ হতে পৃথিবীতে নামার জন্য। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৪০. হে বানী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ

৪১. আর তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের নিকট আছে তার প্রত্যয়নকারী এবং তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

---

৭৪৫. সূরাহ ত্বাহা, ২০:১২৩।

৭৪৬. সূরাহ ত্বাহা, ২০:১২৪।

৭৪৭. তাবারী ১/৫৫২, মুসলিম ১৮৫। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

ইসলাম গ্রহণের জন্য বানী ইসরাঈলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের প্রতি ইসলাম গ্রহণ ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে মান্য করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে তাদের পিতা ইসরাঈল, আল্লাহর নাবী ইয়া'কূবের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে যেন বলছেন "ওহে সেই ধর্মপরায়ণ, আল্লাহকে যে মান্য করত, আল্লাহর সেই সৎকর্মশীল বান্দাহর সন্তানগণ। সত্যকে অনুসরণ করে তোমাদের পিতার মত হও। এ কথাটা কোন ব্যক্তির এমন কথা বলার মত, "ওহে ওমুক দানশীল ব্যক্তির ছেলেরা! এটা কর, ওটা কর," অথবা "ওহে বীরের সন্তানেরা! শক্তিশালী যোদ্ধাদেরকে কাজে লাগাও, অথবা "ওহে বিদ্বান ব্যক্তির ছেলে, জ্ঞান অন্বেষণ কর" এই রকম। তেমনি আল্লাহ বলেন: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ **"তোমরা তো তাদের সন্তান! যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করিয়েছিলাম, সে ছিল এক শুকরগুজার বান্দা।"**[৭৪৮]

ইসরাঈল হচ্ছে নাবী ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-এর উপাধি

ইসরাঈল হলেন নাবী ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম), কারণ আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "একদল ইয়াহূদী নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসেছিল, তিনি তাদেরকে বললেন,

" هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبُ؟ ". قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهُمَّ اشْهَدْ

তোমরা কি জান যে, ইসরাঈল হচ্ছে ইয়াকূব? তারা বলল, "হাঁ, আল্লাহর শপথ!, তিনি বললেন, اللّهُمَّ الشهد (হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক)।[৭৪৯] ইমাম তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "ইসরাঈল অর্থ আবদুল্লাহ অর্থাৎ 'আল্লাহর দাস'।

ইয়াহূদীদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ "আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি।" মুজাহিদ বলেন, "ইয়াহূদীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তিনি **পাথর হতে পানি উৎসারিত করেছেন, তাদের জন্য** মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছেন এবং ফিরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"[৭৫০] আবূ আলিয়াহ আরো বলেছেন "এখানে আল্লাহর অনুগ্রহের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, তাদের মাঝে তাঁর নাবী ও রসূল প্রেরণ এবং তাদের কাছে কিতাব অবতীর্ণ করণ।"[৭৫১]

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** যে, এ আয়াত তারই মত যা মূসা বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, ﴿يٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ **"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'মাত স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন আর তোমাদেরকে তিনি এমন কিছু দিয়েছেন যা বিশ্বভুবনে অন্য কাউকে দেননি।"**[৭৫২] অর্থাৎ তাদের সময়কালে। আবার মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)

---

৭৪৮. সূরাহ ইসরা, ১৭:৩।
৭৪৯. আবূ দাউদ ৩৫৬।
৭৫০. তাবারী ১/৫৫৬।
৭৫১. তাবারী ১/৫৫৬।
৭৫২. সূরাহ মাইদাহ, ৫:২০।

বলেছেন, ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি।"** অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষদের প্রতি আমার পৃষ্ঠপোষকতা, "অর্থাৎ তাদেরকে ফির'আউন ও তার লোকজন থেকে রক্ষা করা।

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর সঙ্গে তাদের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহর কথা, ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ **"আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব।"** অর্থাৎ "নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট থেকে যে ওয়াদা নিয়েছিলাম, যখন সে তোমাদের নিকট প্রেরিত হবে যাতে আমি তোমাদেরকে দিতে পারি যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদের সঙ্গে করেছিলাম, যদি তোমরা তাকে বিশ্বাস কর ও তাকে মান্য কর তখন আমি তোমাদের হতে সে সব শৃংখল ও বাধা দূর করে দিব তোমাদের ভুল ভ্রান্তি করার কারণে যা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৭৫৩] আবার হাসান বলেছেন "ওয়াদা" হচ্ছে আল্লাহর এ কথার সঙ্গে সম্পর্কিত

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾

"আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, আর তাদের মধ্যে বারজন প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা স্বলাত কায়িম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা কর আর আল্লাহকে ঋণ দান কর উত্তম ঋণ, তাহলে আমি তোমাদের পাপগুলো অবশ্য অবশ্যই দূর করে দেব, আর অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাব যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এরপরও তোমাদের মধ্যে যারা কুফরী করবে তারা সত্য সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে।"[৭৫৪]

অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন, "ওয়াদা যা তাওরাতে আল্লাহ তাদের নিকট থেকে নিয়েছিলেন যে, তিনি একজন মহান নাবীকে পাঠাবেন, অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইসমাঈলের বংশধরের মধ্য হতে যাকে তামাম লোক মান করবে। কাজেই যে কেউ তাকে মান্য করবে, আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাকে দু'টি পুরস্কার দিবেন।" এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণের আনীত অনেকগুলো সংবাদের কথা রাযী উল্লেখ করেছেন। আবূ আলিয়াহ বলেছেন وأوفوا بعهدي (এবং পূর্ণ কর তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের সঙ্গে করা আমার চুক্তির ব্যাপারে) অর্থাৎ তাঁর বান্দাহদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল ইসলাম গ্রহণ করা আর তাতে সংযুক্ত থাকা।" দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, 'আমি তোমাদের প্রতি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করব' অর্থাৎ 'আমি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করব।"[৭৫৫] সুদ্দী, দহ্হাক, আবূ আলিয়াহ এবং রাবী' বিন আনাস একই কথা বলেছেন।

---

৭৫৩. তাবারী ১/৫৫৫, ৫৫৮।
৭৫৪. সূরাহ মাইদাহ, ৫:১২।
৭৫৫. ইবনু আবী হাতিম, ১/১৪৩।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ **"তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।"** অর্থাৎ "সেই শাস্তিকে ভয় কর যা আমি তোমাদেরকে দিতে পারি যেমনভাবে আমি দিয়েছিলাম তোমাদের পিতৃপুরুষকে, যেমন বানরে পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি। এ আয়াতে আছে উৎসাহ প্রদান, অতঃপর আছে সতর্কীকরণ। আল্লাহ প্রথমে উৎসাহদানের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে ডাক দিয়েছেন, অতঃপর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যাতে তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মান্য করে, কুরআনের আদেশ নিষেধে কান দেয়, আর তাতে যা আছে তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ যাকে চান সত্য পথে পরিচালিত করেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ **"আর তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের নিকট আছে তার সত্যায়নকারী।"** অর্থাৎ কুরআন যা আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নিরক্ষর 'আরবী নাবী, তিনি সুসংবাদবাহক, সতর্ককারী এবং আলোকবর্তিকা। কুরআনে আছে আল্লাহর নিকট হতে আগত সত্য এবং পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে এ কুরআন সত্যায়িত করে। আবুল আলিয়াহ বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী: ﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ **"আর তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের প্রতি, যা তোমাদের নিকট আছে তার সত্যায়নকারী।"** অর্থাৎ হে গ্রন্থধারীগণ! আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস কর আর তা তোমাদের নিকট যা আছে তাকে সত্য প্রতিপন্ন করে' এ কারণেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বর্ণনা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পেয়েছিল। একই রকম বক্তব্য মুজাহিদ, রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ থেকে এসেছে।[৭৫৬]

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ **"আর তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।"** ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, "কুরআন বা (মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি) অবিশ্বাস করার ব্যাপারে তোমরাই প্রথম হয়োনা যেহেতু অন্যান্য লোকেদের চেয়ে তোমাদেরই এতে বেশি জ্ঞান আছে।"[৭৫৭] আবুল আলিয়াহ বলেন, "মুহাম্মাদ (ﷺ)-র প্রতি অবিশ্বাসী হওয়াতে তোমরাই প্রথম হয়োনা, অর্থাৎ কিতাবধারীদের মধ্য হতে, 'একথা জানার পর যে তাঁকে নাবী করে পাঠানো হয়েছে।"[৭৫৮] একই কথা হাসান, সুদ্দী এবং রবী' বিন আনাস থেকে এসেছে।[৭৫৯] ইবনু জারীর বলেছেন, (২ : ৪১) আয়াতটি দ্বারা কুরআনকে বুঝাচ্ছে যা আয়াতের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে بما أنزل আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে (এই কুরআনে) উভয় বক্তব্যই সঠিক কারণ তারা পরস্পর যুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, যে কেউই কুরআন অবিশ্বাসী সেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এ অবিশ্বাসী আর যে কেউই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এ অবিশ্বাসী, সেই ই কুরআন অবিশ্বাসী। আল্লাহর কথা أول كافر به এতে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে প্রথম-মানে, এতে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম হয়োনা, কারণ কুরাইশদের মধ্যে এবং সাধারণ আরবদের মধ্যে লোক ছিল যারা আহলে কিতাবের মধ্যেকার লোকেদের মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অবিশ্বাসের পূর্বে তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এ আয়াত বিশেষভাবে বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে কথা বলছে, কারণ বানী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম মাদীনার ইয়াহূদীদেরকেই কুরআন আহ্বান জানিয়েছে, এ জন্য কুরআন তাদের অবিশ্বাসের অর্থই হল তাতে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের মধ্যে তাদের প্রথম হওয়া।

---

৭৫৬. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৫।
৭৫৭. ঐ
৭৫৮. ঐ
৭৫৯. ঐ

আল্লাহর কথা ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ **"আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না।"** অর্থাৎ আমার আয়াত ও আমার নাবীতে বিশ্বাস করার পরিবর্তে এ দুনিয়ার জীবন ও লালসাকে গ্রহণ করোনা যা খুবই নগণ্য এবং ধ্বংস হতে বাধ্য।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, ০(আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন জাবির)(হারূন বিন ইয়াযীদ)(হাসান আল-বাসরী (রহঃ))০ কে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহই ثَمَنًا قَلِيْلًا(নগণ্য মূল্য)। ইবনু লাহীআহ বলেন, আতা ইবনু দীনার সাঈদ বিন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ আয়াতাংশের ايات অর্থ তাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ ও ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থ দুনিয়া ও তার লোভ লালসা।

আস সুদ্দী বলেন, ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তোমরা নগণ্য লালসার শিকার হয়ে আল্লাহর বাণী গোপন করো না। এই লালসাই ثَمَنًا (মূল্য)। আবূ জা'ফার বলেন, রাবী' বিন আনাস আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইলমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করো না। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের পূর্ব গ্রন্থেও রয়েছে যে, হে يا بني آدم علم مجانا كما علمت مجانا (হে আদম সন্তান! তুমি বিনামূল্যে অপরকে শিক্ষা দান কর যেমন তুমি শিক্ষালাভ করেছ।) অর্থাৎ ইলমের বিনিময় গ্রহণ করা বানী আদমের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একদল এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এর তাৎপর্য এই যে, বয়ান-দারস কিংবা মানব কল্যাণের ইলমের বিনিময় গ্রহণ অবৈধ। তেমনি নগণ্য ও অস্থায়ী পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হাসিলের জন্য ইলম গোপন করাও অবৈধ।

৪২৮. (সহীহ): সুনান আবী দাউদে বর্ণিত রয়েছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব স্বার্থে শিক্ষা দান করে সে কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধমাত্রও পাবে না।[৭৬০] বিনিময় নিয়ে শিক্ষা দানের প্রশ্নে এটা ঠিক যে, বিনিময় নির্ধারণপূর্বক শিক্ষা দান অবৈধ। তবে হ্যাঁ, যদি শিক্ষাদানে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনের খাতিরে কাউকে তার প্রয়োজনীয় ভাতা বায়তুলমাল হতে প্রদানপূর্বক নিয়োজিত করা হয়, তবে তা বৈধ হবে। যেহেতু তা প্রত্যেক শিক্ষকের প্রয়োজনভিত্তিক ভাতা, তাই তা নির্ধারিত ভাতারূপে গণ্য নয়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও অধিকাংশ আলিমের মত এটাই।

৪২৯. (সহীহ): সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এক হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড় ফুঁক করার বিনিময়ে কিছু বকরী লাভের ঘটনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ তোমরা যত কিছুর বিনিময় গ্রহণ কর আল্লাহর কিতাব তার মধ্যে সর্বাধিক হকদার।[৭৬১]

---

৭৬০. আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ২৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৮, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬১২৭, জামিউল আহাদীস ২১৮১১, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১০৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১১০৪, সহীহ আল-জামি' ৬১৫৯, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৭৬১. বুখারী ৫০০৭, সুনান আস সুগরা ২৬৭০, দারাকুতনী ২৪৭, ২৪৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৪৬, জামিউল আহাদীস ৬০০৩, তানকীহুত তাহকীক আহাদীসুত তা'লীক ১৬৪৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৪২৮, সহীহ আল-জামি' ১৫৪৮, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১২৪। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৪৩০. (স্বহীহ্): তেমনি এক বিবাহের মহরানা নির্ধারণে নাবী (ﷺ) পাত্রের জ্ঞাত কুরআন মজীদ পাত্রীকে শিক্ষাদানকেই মহরানা সাব্যস্ত করে বলেনঃ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ তোমার নিকট কুরআনের যে জ্ঞান রয়েছে তা শিক্ষাদানের বিনিময়ে আমি তার সাথে তোমার বিবাহ দিলাম।[৭৬২]

৪৩১. (স্বহীহ্): পক্ষান্তরে উবাদাহ বিন সামিতের হাদীসে দেখা যায় তিনি আহলে সুফফার একজনকে কিছু কুরআন শিক্ষাদানের হাদিয়াস্বরূপ একটি তীর গ্রহণ সম্পর্কে নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেনঃ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُطَوَّقَ بِقَوْسٍ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهُ যদি তুমি আগুনের তীর গলায় জড়িত হওয়া পছন্দ কর, তাহলে তা গ্রহণ কর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বর্জন করেন।[৭৬৩] হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে। এতে উবায় বিন কা'বের অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। যদি সেটির সানাদ বিশুদ্ধ হয়, তাহলে আবূ উমার বিন আবদুল বার্রসহ বহু আলিম এর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে শিক্ষা দান করে, তাহলে সওয়াবই তার কাম্য হবে এবং নগণ্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে অমূল্য সওয়াব নষ্ট করা তার জন্য জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ শুরুতেই পার্থিব স্বার্থের জন্য শিক্ষাদান করে, তাহলে তার জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ। উবাদাহ বিন সামিতের হাদীস প্রথম ক্ষেত্রে ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) ও সাহলের হাদীস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ **তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।** ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, ০[আবূ উমার আদ দাওরী][আবূ ইসমাঈল আল-মুআদ্দিব][আসিম আল-আহওয়াল][আবুল আলিয়াহ][তলক বিন হাবীব]০ বলেছেন, "তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আলোয়, আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর অনানুগত্য ত্যাগ ক'রে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় ক'রে আল্লাহর আনুগত্যে কাজ করা।[৭৬৪] আল্লাহর কথা: ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ **"তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।"** অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য গোপন করার জন্য, উল্টো কথা প্রচার করার জন্য এবং নাবী (ﷺ)-কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল্লাহ আহলে কিতাবদের সতর্ক করছেন।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তোমরা স্বলাত কায়িম কর, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর।

সত্য গোপন এবং মিথ্যা দিয়ে তা বিকৃত করার উপর নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার সাহায্যে সত্যকে বিকৃত করা, সত্য গোপন করা ও মিথ্যা ছড়ানো থেকে নিষেধ করেছেন। ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ **"তোমরা সত্যকে**

---

৭৬২. বুখারী ৫১৪৯, আবূ দাউদ ২১১১, তিরমিযী ১১১৪, দারাকুতনী ২১, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীসু মানারিস সাবীল ১৮২৩, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪০৮১। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

৭৬৩. আবূ দাউদ ৩৪১৬, বায়হাকী ৬/১২৫, আল-মুনযিরী তার মুখতাসার (৩২৭৪)-এর মাঝে বলেন, সানাদের মাঝে মুগীরা বিন যিয়াদকে ওয়াকী' ও ইয়াহইয়া স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তিনি একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকটি হাদীস তার উর্ধ্বতন রাবীকে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তার হাদীস মুনকার হিসেবে ধরা হয়। আবূ যুরআহ বলে, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে উক্ত হাদীসটির শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। মুসতাদরাক ২২৭৭, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২০৮৪৩, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১/৫১২, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ওয়া মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৪৮৩৮। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

৭৬৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৭।

মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" কাজেই আল্লাহ তাদেরকে দু'টো জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি তাদেরকে সত্য জানান দেয়ার এবং তা ব্যাখ্যা করার আদেশ করেছেন। দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ **"তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না"** আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে এবং প্রকৃত বিষয়কে অসত্যের সঙ্গে মিশ্রিত করোনা।"[৭৬৫]

আবুল আলিয়াহ বলেন, আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ **"তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না"** অর্থাৎ তোমরা হককে বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ কর না এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মতের কাছে সঠিক উপদেশ উপস্থাপন কর। সাঈদ ইবনু জুবায়র ও রাবী' বিন আনাস হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদাহ্ বলেছেন, ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ **"তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না"** অর্থাৎ "ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদকে ইসলামের সঙ্গে মিশ্রিত করোনা, ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ **"জেনে শুনে"** যে আল্লাহ্র দ্বীন ইসলাম আর ইয়াহূদীবাদ ও খৃষ্টবাদ নতুন বিষয় যা আল্লাহ্র নিকট হতে আসেনি।[৭৬৬] হাসান বাসরী থেকেও অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭৬৭]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ)(ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেছেন, ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ **"জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।"** অর্থাৎ "আমার প্রেরিত রসূল এবং যা দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে তোমাদের যে জ্ঞান আছে তা গোপন করবে না। তার বিবরণ যে সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে তা তোমাদের নিকট রক্ষিত কিতাবেই লিখিত দেখতে পাওয়া যাবে।"[৭৬৮] আবুল আলিয়াহ থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রাবী' বিন আনাস বলেন, ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিচয়।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছি: وَتَكْتُمُوا শব্দটি যেমন জযমযুক্ত হতে পারে, তেমনি নসবযুক্তও হতে পারে। অর্থাৎ এটা ও ওটা একত্র করো না। যেমন বলা হয় মাছ খেও না এবং দুধ পান কর। আয যামাখশারী বলেন, ইবনু মাসাউদ (রাঃ)-এর কুরআন পঠনে وتكتمون الحق রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়: তোমাদের সত্য গোপন করার অবস্থায়। পরবর্তী অংশ হবে وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ যে অবস্থায় তোমরা সত্য জেনেছ। তখন তার অর্থ দু'রূপ হতে পারে। এ সত্য গোপনের বিরাট ক্ষতি সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। এর ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা তা প্রকাশ করলে মানুষ সহজেই পথ প্রাপ্ত হত। অথচ তোমরা সত্য গোপন করে মিথ্যা প্রকাশের দ্বারা সত্যানুসারীর বিপরীত কাজ করছ। এভাবে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাচ্ছ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ۝﴾ **"তোমরা স্বলাত কায়িম কর, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর।"** মুকাতিল বলেছেন, আহলে কিতাবের প্রতি আল্লাহর কথা ﴿أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ﴾ **"তোমরা স্বলাত কায়িম কর"** নাবী (ﷺ)-এর পিছনে স্বলাত আদায়ের জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ﴿وَآتُوا الزَّكٰوةَ﴾ **"যাকাত দাও"** তাদেরকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট যাকাত প্রদান

---

৭৬৫. তাবারী ১৪/৫৬৯।
৭৬৬. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৭।
৭৬৭. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৭।
৭৬৮. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪৮।

করার আদেশ দিচ্ছে এবং ﴿وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ **"রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর"** তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে ওদের সঙ্গে **মাথা** নত করতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের মধ্যে যারা মাথা নত করে। অতএব আল্লাহ আহলে কিতাবকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের সংগী ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।[৭৬৯]

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করে বলেন, যাকাতের মাঝে আল্লাহর ইবাদত ও **ইখলাস্ব দু'টিই** রয়েছে।

ওয়াকী' বলেন, {আবূ জানাব}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)} তিনি ﴿وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾ **"যাকাত দাও"** **আয়াতাংশের** ব্যাপারে বলেন, যাকাত কখন ওয়াজিব হবে? তিনি বলেন, দুইশত বা ততোধিক দিরহামের **জন্য যাকাত** ওয়াজিব। আর হাসান হতে মুবারাক বিন ফুদালাহ ﴿وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾ **"যাকাত দাও"** আয়াতাংশের **ব্যাপারে** বলেন, যাকাত ফরদ; আর কোন আমলই কল্যাণকর হয় না যাকাত ও স্বলাত ছাড়া। ইবনু আবী হাতিম {আবূ যুরআহ}{উস্রমান বিন আবী শায়বাহ}{জোরীর}{আবূ হায়্যান আল-আজামী আত তায়মী}{হারিস্র আল-উকালী} তিনি ﴿وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾ **"যাকাত দাও"** আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন, স্বাদাকাতুল ফিতর।

উপরন্তু আল্লাহর কথা ﴿وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ﴾ **"রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর"** অর্থাৎ "মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা তাদের কাজে সবচেয়ে ভাল কাজ করে, যেমন প্রধানত স্বলাত।" অনেক বিদ্বান বলেছেন এ আয়াতটি (২ ঃ ৪৩) জামা'আতবদ্ধ হতে (পুরুষদের জন্য) স্বলাত আদায়ে বাধ্যবাধকতার প্রমাণ। এই হুকুমটি কিতাবুল আহকামুল কাবীরে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব ইনশা'আল্লাহ।

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾

সৎকাজ না ক'রে অন্যকে সৎ কাজ করার নির্দেশ দান নিন্দনীয়

আল্লাহ বলেছেন, (ওহে আহলে কিতাব, এটা কেমন ব্যাপার যে, তোমরা মানুষকে بر **(সৎকাজ) করার নির্দেশ দাও যার ভেতর সকল ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত,** আর নিজেদের কথা ভুলে যাও, এবং অন্যকে যা **করতে বল নিজেই তাতে কোন কান দাওনা?** আর তোমরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাত) পড়, আর তোমরা জান যে, যারা আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করেনা তাদের প্রতি এই কিতাব কিসের প্রতিশ্রুতি দেয়। ﴿اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ **"তবে কি তোমরা বুঝ না"?** তোমরা নিজেদের প্রতি যা করছ সে ব্যাপারে, যাতে তোমরা তোমাদের তন্দ্রা থেকে সচেতন হয়ে যাও এবং অন্ধত্ব ঘুচিয়ে আলোর দিকে ফিরে আসো।" আবদুর রায্যাক বলেছেন, মা'মার বলেছেন যে, কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, "বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলাকে মান্য করত, তাঁকে ভয় করত এবং ভালো কাজ করার জন্য লোকেদেরকে আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা এ আদেশের বিপরীত করত। কাজেই আল্লাহ এ ব্যাপারটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।[৭৭০] সুদ্দী এরকমই বলেছেন। ইবনু জুরায়জ বলেছেন, ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ এ আয়াতটি "আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের সম্পর্কে। তারা মানুষদেরকে স্বলাত আদায় ও সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিত। কিন্তু তারা অন্যদেরকে যা নির্দেশ দিত নিজেরা তা করতনা। আল্লাহ তাদের এ আচরণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে মানুষকে ভাল কাজ করার নির্দেশ

৭৬৯. কাশশাফ ১/১৩৩।
৭৭০. মুস্বান্নাফ আবদুর রায্যাক ১/৪৪।

দেয়, সে নিজেই যেন এ আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি হয়।[৭৭১] আবার মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ অর্থাৎ "তোমরা নিজেরাই তা পালন করতে ভুলে যাও, ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ তোমরা মানুষকে নবুওয়াত এবং তাওরাতে তোমাদের সঙ্গে যে চুক্তির কথা তোমরা বল তা প্রত্যাখ্যান করতে নিষেধ কর, কিন্তু তোমরা নিজেরাই তা ভুলে গেছ। অর্থাৎ, "তোমরা সেই চুক্তির কথা ভুলে গেছ যা আমি তোমাদের সঙ্গে করেছি যে, তোমরা আমার নবীকে গ্রহণ করে নিবে। তোমরা আমার চুক্তি লঙ্ঘন করেছ আর আমার কিতাবে যা আছে বলে তোমরা জান তা প্রত্যাখ্যান করেছ।"

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে দহহাক বর্ণনা করেন, তোমরা কি লোকদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন গ্রহণ করতে ও স্বলাত কায়েমের জন্য বল নি? আর এখন তোমরা নিজেরাই তা করছনা।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ⟨আলী ইবনুল হাসান⟩⟨মুসলিম আল-জারমী⟩⟨মোখলাদ ইবনুল হুসায়ন⟩⟨আয়্যূব আস সাখতিয়ানী⟩⟨আবূ কিলাবাহ⟩ তিনি বলেন, ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ﴾ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ দারদা' (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজ প্রবৃত্তি ও আল্লাহর শত্রুর সাথে শত্রুতায় লিপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে যথার্থ বিজ্ঞ হতে পারে না।

উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, আয়াতে সেই সকল ইয়াহুদীর নিন্দা করা হয়েছে, যাদের কাছে কোন লোক কিছু ঘুষ ছাড়া অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার জন্য ফাতোয়া চাইলে তখন ন্যায়ভাবে ফতোয়া দান করত। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ **"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?"**

কাজেই আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে এই আচরণের জন্য তিরষ্কার করেছেন এবং ভাল কাজের আদেশ দিয়ে এবং নিজেদেরকে তা থেকে বিরত রেখে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে যে পাপ কাজ করে যাচ্ছিল তা থেকে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। এ কথা বলা দরকার যে, সৎ কাজের নির্দেশ দানের জন্য আল্লাহ আহলে কিতাবদের সমালোচনা করেননি, কারণ সৎ কাজের নির্দেশ করাও সৎ কাজের অংশ বিশেষ আর এটা আলেমগণের উপর একটা দায়িত্ব বিশেষ। কিন্তু স্বয়ং আলেমকেও তাতে মনোযোগ দিতে হবে, পালন করতে হবে যার প্রতি অন্যকে সে আহ্বান জানাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাবী শুআয়ব (আলায়হিস সালাম) বলেছিলেন–

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

"আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সেটা তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছায় নয়, আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহরই পক্ষ হতে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই মুখ করি।"[৭৭২] কাজেই ভাল কাজের আদেশ দেয়া আর ভাল কাজ করা দুটোই দরকার। একটি কাজ সম্পাদনের দ্বারা অপরটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়না। এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের (ইসলামের প্রথম তিন যুগের পর যে সকল আলেম ও বিদ্বানগণ আগমন করেছেন) স্বহীহ-শুদ্ধ মত। অবশ্য একদল আলিম বলেন, কোন পাপীর পুণ্যের নির্দেশ দান ঠিক নয়। এ মতটি দুর্বল

---

৭৭১. তাবারী ২/৮।

৭৭২. সূরাহ হূদ, ১১:৮৮।

এবং উপরোক্ত আয়াত হতে তাদের দলীল গ্রহণও দুর্বলতামুক্ত নয়। এতে তাদের মতের সমর্থন নেই। বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আলিম ব্যক্তি ন্যায় কাজ না করলেও ন্যায়ের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ করলেও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। তাতে অন্তত একটির জন্য সওয়াব পাবে। সাঈদ বিন জুবায়র হতে রাবীআর সূত্রে মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যে ব্যক্তি ন্যায়কাজের নির্দেশ দিল ও অন্যায় কাজে বাধা দিল সে তা আমল না করলেও উক্ত ওয়াজিবের সওয়াব পেল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমলও করল না এবং আমলের জন্যে উপদেশও দিল না সে তো কিছুই পেল না। যে ব্যক্তি কিছুই পেল না সে কি ঠিক কাজ করল?

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছি: আলিমের জন্য আমল না করে উপদেশ দান নিন্দনীয়। কারণ, তারা জেনে বুঝে ওর বিপরীত করছে। গায়ের আলিম ও আলিম এক নয়। তাই হাদীসেও এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

৪৩২. (সহীহ): আবুল কাসিম আত তাবারানী তার মু'জামুল কবীর সঙ্কলনে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেনঃ ০[আহমাদ ইবনুল মুআল্লা আদ দিমাশকী][আল-আ'মাশ][আবূ তামীমাহ উল-হুজায়মী][জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقُ نَفْسَهُ

আলিম নিজে নেক কাজ করে না অথচ অপরকে নেক কাজের উপদেশ দেয় তার উদাহরণ হল, সেই প্রদীপ, যা অপরকে আলো দেয় অথচ নিজে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়।[৭৭৩] এ হাদীসটি গরীব। কারণ এটা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত।

৪৩৩. (হাসান): অপর হাদীসঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তার মুসনাদ সঙ্কলনে উদ্ধৃত করেনঃ ০[ওয়াকী'][হাম্মাদ বিন সালামাহ][আলী বিন স্বায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ شِفَاهُهُمْ تُقْرَضُ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ " قَالُوا: خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

মি'রাজের রাত্রে আমি আগুনের কাঁচি দ্বারা একদল লোকের ওষ্ঠ কর্তন করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? উত্তর আসল: আপনার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তাগণ। তারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা করত না। অথচ তারা কিতাব পড়ত তারা কি তা বুঝত না?[৭৭৪] আবদবিন হুমায়দ তার মুসনাদ ও তাফসীরে উক্ত হাদীস আল হাসান বিন মূসা থেকে তিনি হাম্মাদ বিন সালমার সনদে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ আল-মুআদ্দাব ও

---

৭৭৩. মু'জামুল কাবীর ১৬৮১, আয় যুহদু লি আবী দাউদ ৩৭৭, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮৭১, হায়সামী বলেন, সানাদে আলী বিন সুলায়মান কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম তার ব্যাপারে বলেন, তার হাদীসে কোন সমস্যা দেখিনা, তবে তিনি প্রসিদ্ধ নন। আল-মুনযিরী তার তারগীবের মাঝে (১/১২৬-১২৭) বলেন, ইনশাআল্লাহ সানাদটি হাসান। মুহাক্কিক বৃন্দ বলেন, সানাদে আ'মাশের 'আন আন' সূত্রে বর্ণনা রয়েছে অথচ তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী সুতরাং সানাদটি দুর্বল। তাবারানী তার আওসাত (৬৯৩)-এর মাঝে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হায়সামী ইবনু লাহীআহর কারণে তা দুর্বল বলেছেন। তবে উক্ত হাদীসটির শাহিদ রয়েছে, সেখানে وَلَا يَعْمَلُ بِهِ-এর স্থলে وَيَنْسَى نَفْسَهُ রয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন– আল-আমালুস স্বালিহ ১০০০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৭৭০, সহীহ আল-জামি' ৫৮৩১, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৩১, ২৩২৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৭৭৪. আহমাদ ১১৭৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৬৫৭৬, জামিউল আহাদীস ২১১০১, সহীহ আল-জামি' ১২৯। **তাহকীক** সানাদে আলী বিন স্বায়দ-এর কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু তার তাওয়াবি' পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে আসবে। **আলবানীস ঃ** হাসান।

হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে তারা উভয়ে হাম্মাদ বিন সালামাহ-এর সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ বিন হারূনও হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে অনুরূপ হাদীস্ব উল্লেখ করেছেন।

৪৩৪. (স্বহীহ): অতঃপর ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম মূসা বিন হারূন ইসহাক বিন ইবরাহীম আত তাসতারী মাক্কী বিন ইবরাহীম উমার বিন কায়স আলী বিন যায়দ সুমামাহ আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى أُنَاسٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ " قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ

মি'রাজের রাত্রে আমি আগুনের কাঁচি দ্বারা একদল লোকের ওষ্ঠ কর্তন করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! তারা কারা? তিনি বললেন: আপনার উম্মাত, তারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করতে ভুলে যেত।[৭৭৫]

৪৩৫. (হাসান): ইবনু হিব্বান তার স্বহীহ গ্রন্থে, ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ তা পুনরায় হিশাম আদ দাস্তওয়ায়ী মুগীরাহ বিন হাবীব মালিক বিন দীনার সুমামাহ মালিক বিন আনাস (রাঃ) বলেন, মি'রাজের রাত্রে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে উপস্থাপন করা হল যাদের আগুনের কাঁচি দ্বারা ওষ্ঠ কর্তন করা হচ্ছিল, তখন তিনি বললেন:

يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ " قَالَ: هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ؛ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

হে জিবরীল তারা কারা? তিনি উত্তর দিলেন, তারা আপনার উম্মত, তারা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দিত কিন্তু নিজেরা তা করতে ভুলে যেত; তারা কি তা বুঝত না?[৭৭৬]

৪৩৬. (স্বহীহ): ভিন্ন হাদীস্ব: ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ইয়া'লা বিন উবায়দ আল-আ'মাশ আবূ ওয়াইল বলেছেন "আমি যখন উসামার পেছনে চড়ে যাচ্ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করা হল, উস্মান (রাঃ)-কে পরামর্শ দিচ্ছেন না কেন?" তিনি বললেন "তুমি কি মনে কর যে, আমি যদি তাকে পরামর্শ দেই তাহলে আমি তোমাকে তা শুনতে দেব? আমি তাকে গোপনে পরামর্শ দেই, আমি এমন কিছু শুরু করবনা যা শুরু করার ব্যাপারে প্রথম হওয়াকে আমি ঘৃণা করি। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যা বলতে শুনেছি অতঃপর আমি কোন মানুষকে বলবনা। 'আপনি সবচেয়ে ভাল লোক যদি তিনি আমার নেতাও হন। তারা বলল ঃ তিনি কী বলেছেন?' উসামা বললেন, আমি তাকে বলতে শুনলাম:

"يُجَاء بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ بِهِ أَقْتَابُهُ، فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا أَصَابَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ"

কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি!

---

৭৭৫. মু'জামুল আওসাত ৮২২৩, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১২১৮০, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৯১, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৩২৭। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৭৭৬. স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫, ইবনু আবী হাতিম ১/১৫১, সানাদটি মুগীরাহ বিন হাবীব-এর কারণে দুর্বল। কিন্তু তার তাওয়াবি' হিসেবে আলী বিন যায়দ-এর হাদীস্ব পাওয়া যায় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না; আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম।[৭৭৭] এ হাদীস্ব বুখারী ও মুসলিমও লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪৩৭. (মুনকার): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊সায়্যার বিন হাতিম ◊জা'ফার বিন সুলায়মান ◊স্বাবিত ◊আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ يُعَافِي الْأُمِّيِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَا يُعَافِي الْعُلَمَاءَ আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সাধারণ মুসলিমদেরকে এমন অনেক ব্যাপারে ক্ষমা করবেন যে সব ব্যাপারে আলিমগণকে ক্ষমা করবেন না।[৭৭৮]

কোন কোন আস্বারেও বর্ণিত হয়েছে যে:

أَنَّهُ يَغْفِرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعِينَ مَرَّةً حَتَّى يَغْفِرَ لِلْعَالِمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ.

আল্লাহ তাআ'লা আলিমগণ হতে সত্তর গুণ বেশি ক্ষমা করবেন জাহিলগণকে। কারণ, আলিম ও জাহিল কখনও এক নয়।[৭৭৯] স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ **"বলে দাও আলিম ও গায়ের আলিম কি সমান? নিঃসন্দেহে জ্ঞানীরাই উপলব্ধি করে।"**

৪৩৮. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আসাকির ওয়ালিদ বিন উকবার জীবন চরিত্রে নাবী (ﷺ)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন:

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطَّلِعُونَ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفْعَلُ

নাবী (ﷺ) বলেন, একদল জান্নাতী একদল জাহান্নামীকে দেখে বলবে, তোমরা কেন জাহান্নামী হয়েছ? আল্লাহর কসম! তোমাদের শিক্ষা না পেলে আমরা জান্নাতী হতে পারতাম না। তারা জবাব দিল, **আমরা যা বলতাম তা করতাম না।**[৭৮০] **ইবনু জারীর আত-তাবারীও** ◊আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল খুব্বায আর **রামলী** ◊**যুহায়র বিন আব্বাদ আর রাওয়াসী** ◊আবূ বাকর আদ দাহির আবদুল্লাহ বিন হাকীম (অত্যন্ত দুর্বল) ◊ইসমাঈল **বিন আবী খালিদ** ◊**আশশা'বী** ◊**ওলীদ বিন উকবাহ**◊ সূত্রে উক্ত হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

---

৭৭৭. বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯, আহমাদ ২১২৭৭, জামিউল আহাদীস্ব ২৬৫৫৭, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৯২, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১২৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩৯৮২, স্বহীহ আল-জামি' ৮০২২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৭৭৮. আল মুন্তাখাব মিন ইলালিল খাল্লাল ৭৭, আল-ইলালুল মুতানাহি ২০৪, জামিউল কাবীর ২৭১৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩১৫৪। সানাদে সায়্যার বিন হাতিম তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আল-আযদী বলেন, তিনি মুনকার। তার উসতায জা'ফার বিন সুলায়মান সম্পর্কে বলেন, তিনি দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** মুনকার।

৭৭৯. আবূ নুআয়ম বলেন, সাওরী ও ইবনুল মুবারাকের হাদীস্ব থেকে এটা গারীব, আমরা এই সূত্র ব্যতীত হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করিনি। খাতিব আল-বাগদাদী বলেন, হাদীস্বটি মুনকার। ইবনুল জাওযী তার 'আল ওয়াহিয়াত'-এর মাঝে বলেন, খাতীব আল-বাগদাদী উক্ত হাদীস্বটিকে মুনকার বলেছেন। আল-মীযানে বলা হয়েছে উক্ত সংবাদটি বাতিল, সানাদে আস সুলামী একজন জাহিল রাবী রয়েছে। উক্ত আসারটি মারফূ' সূত্রে তার কোন ভিত্তি নেই, তবে উক্তিটি কোন সালাফের হতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই সর্বজ্ঞ)।

৭৮০. মু'জামুল আওসাত ৯৯, মু'জামুল কাবীর ৪০৫, জামিউল আহাদীস্ব ৭৫৮৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৮৭৫, ১২১৭৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ১২৬৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৬২৯, দঈফ আল-জামি' ১৮১৯, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১০১, ১৩৯৬। সানাদে আবূ বাকর (আবদুল্লাহ বিন হাকীম) আদ দাহিরী খুবই দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে দহ্হাক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলল: হে ইবনু আব্বাস! আমি "আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার"-এর দায়িত্ব পালন করতে চাই। তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি কি সেই স্তরে পৌঁছেছ? সে বলল এটা আমার আকাঙ্ক্ষা। তিনি বললেন, যদি তুমি কুরআনের তিন আয়াতের মর্মে পাকড়াও হওয়ার ভয় না রাখ তা হলে করতে পার। সে প্রশ্ন করল তা কোন্ কোন্ আয়াত? তিনি বললেন **এক.** ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ **"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে।"**[৭৮১] **দুই.** ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।"**[৭৮২] **তিন.** ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ **"আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সেটা তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছায় নয়, আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই।"**[৭৮৩] অতঃপর প্রশ্ন করলেন তুমি কি এগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছ? সে জবাব দিল, না। তখন বললেন, তাহলে নিজের ব্যাপারেই সেই দায়িত্ব শুরু কর। ইবনু মারদুবিয়্যা তার তাফসীরে উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

৪৩৯. (দঈফ): তাবারানী বলেন, [আবদান বিন আহমাদ] [যোয়দ ইবনুল হারীশ] [আবদুল্লাহ বিন খিরাশ] [আল-আওওয়াম বিন হাওশাব] [সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বিন রাফি'] [ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَلَمْ يَعْمَلْ هُوَ بِهِ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ سُخْطِ اللهِ حَتَّى يَكُفَّ أَوْ يَعْمَلَ مَا قَالَ، أَوْ دَعَا إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি মানুষকে কোন কথা বা কাজে আহ্বান জানায় অথচ সে নিজে তা করে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কথা বা কাজ নিজে বাস্তবায়িত না করে ততক্ষণ সে আল্লাহর অসন্তোষ বহন করে চলে।[৭৮৪] হাদীস্রটির সনদ দুর্বল।

ইবরাহীম আন নাখঈও বলেছেন ঃ 'তিনটি আয়াতের কারণে আমি লোকেদেরকে উপদেশ দানে ইতস্তত করি; ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।"**[৭৮৫] এবং আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, নবী শু'আয়ব (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

"আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করি সেটা তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছায় নয়, আমি তো সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কাজের সাফল্য তো আল্লাহ্রই পক্ষ হতে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, আর তাঁর দিকেই মুখ করি।"[৭৮৬]

---

৭৮১. সূরাহ বাকারা, ২:৪৪।

৭৮২. সূরাহ স্বাফ, ৬১:২-৩।

৭৮৩. সূরাহ হূদ, ১১:৮৮।

৭৮৪ জামিউল আহাদীস্র ২২১৬৬, জামউল জাওয়ামি' ৪৮৯৭, জামউল ফাওয়াইদ ৭৯১১, মাজমা' আয্ যাওয়াইদ ১২১৮৩। সানাদটি দুর্বল। হায়স্রামী বলেন, আবদুল্লাহ বিন খিরাশকে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। জামহূর উলামা তাকে দঈফ বা দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'আল-মীযান' গ্রন্থে ইমাম দারাকুতনী সহ অন্যান্যরা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

৭৮৫. সূরাহ আস্র স্বাফ, ৬১:২-৩।

৭৮৬. সূরাহ হূদ, ১১:৮৮।

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾
৪৬. যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে ধৈর্য ধারণ ও স্বলাতের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, 'এ আয়াতের অর্থ "পরকাল প্রাপ্তির জন্য ধৈর্য ও স্বলাতকে কাজে লাগাও। তাঁরা বলেন ঃ 'এখানে ধৈর্য মানে রোযা রাখা।'[৭৮৭] মুজাহিদ থেকেও এরকম বর্ণনা আছে। কুরতুবী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, এ জন্যই রমাদানকে ধৈর্যের মাস বলা হয়।[৭৮৮] হাদীস্র সাহিত্যে যেমনটি উল্লেখিত আছে।

৪৪০. (দঈফ): সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, {আবূ ইসহাক}{জুরায় বিন কুলায়ব}{বাণী সুলায়ম এর কোন এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)} তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ স্বওম হচ্ছে স্ববরের অর্ধেক।[৭৮৯]

এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতে "ধৈর্য"-র অর্থ মন্দ থেকে বিরত থাকা, এ জন্যই ইবাদাতের কাজ বিশেষভাবে এবং প্রধানত স্বলাতের সঙ্গে "ধৈর্য"-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনু হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, {আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{উবায়দুল্লাহ বিন হামযাহ বিন ইসমাঈল}{ইসহাক বিন সুলায়মান}{আবূ সিনান}{উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)} বলেছেন ঃ **"ধৈর্য হচ্ছে দু'প্রকার, ভাল ধৈর্য, যখন বিপদ আঘাত করে, আর অধিকতর ভাল ধৈর্য যখন আল্লাহর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।"**[৭৯০]

ইবনু হাতিম বলেছেন যে, হাসান বাসরীও একই কথা বলেছেন বলে বর্ণিত আছে।[৭৯১]

ইবনুল মুবারাক বলেন, {ইবনু লাহীআহ}{মালিক বিন দীনার}{সাঈদ বিন জুবায়র (রহঃ)} বলেন, 'স্ববর' অর্থ যা কিছু ঘটে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে বলে বান্দা তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার আশা করে। কারণ, যে ব্যক্তি বিপদে অস্থির হয়ে পড়ে তারও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ ছাড়া পথ থাকে না। ﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলীয়াহ বলেন, 'স্ববর' হল আল্লাহর মর্জীর উপর তাঁকে খুশি করার জন্য ধৈর্য ধারণ। জেনে রাখ এটাও আল্লাহর আনুগত্য।

---

৭৮৭. ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৪।

৭৮৮. কুরতুবী ১/৩৭২।

৭৮৯. ইবনু আবী হাতিম ৪৭৫, হাদীস্র সুফইয়ান আস সাওরী ২৮৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬২৫৮, দঈফ আল-জামি' ২৫০৯, ৩২২২৮, তাখরীজু আহাদীসি ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন ৬৬০। আল-ইরাকী বলেন, ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান বলেছেন। সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ তবে সাহাবীর নাম অজ্ঞাত থাকায় কোন সমস্যা নেই। আর আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে উক্ত হাদীস্রের শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। দেখুন ইবনু মাজাহ (১৭৪৫), তিরমিযী (৩৫১৯) এর মাঝেও এই অংশটুকু পাওয়া যায়। তার সানাদটি মূসা বিন উবায়দাহ'র কারণে দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৭৯০. তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৪৮৪, ৮৮২৭, জামিউল আহাদীস্র ৩০২৭৭, কানযুল উম্মাহ ৮৬৫৩।

৭৯১. ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৫।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ والصلوات (এবং স্বলাত) স্বলাত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়গুলোর একটি। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾

"তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা পাঠ কর আর স্বলাত প্রতিষ্ঠা কর; স্বলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।"[৭৯২]

৪৪১. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, (খালফ ইবনুল ওয়ালীদ) (ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যাহ বিন আবূ যাইদাহ) (ইকরিমাহ বিন আম্মার) (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আদ দুওয়ায়লী) (বলেন, হুযায়ফার ভাই আবদুল আযীয) (হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কাজে পেরেশান হলে স্বলাত আদায় করতেন।[৭৯৩] আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন, (মুহাম্মাদ বিন ঈসা) (যাকারিয়্যা) (ইকরিমাহ বিন আম্মার) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শীঘ্রই তা সবিস্তারে আলোচিত হবে।

৪৪২. (হাসান): ইবনু জারীরও বর্ণনা করেছেন, (ইবনু জুরায়জ এর হাদীস থেকে) (তিনি ইকরিমাহ বিন আম্মার) (মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন আবী কুদামাহ) (আবদুল আযীয ইবনুল ইয়ামান) (হুযায়ফাহ (রাঃ)) হতে বর্ণনা করেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কারণে কাজে যখন অস্থির হতেন তখন স্বলাতে দাঁড়াতেন।[৭৯৪] একদল বর্ণনাকারী হুযায়ফার ভাই আব্দুল আযীযের বরাতে নাবী (সাঃ) হতে তা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।

৪৪৩. (হাসান): মুহাম্মাদ বিন নাস্‌র আল মারূযী তার কিতাবুস স্বলাতে বলেন: (সাহল বিন উসমান আল আসকারী) (ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ) (বলেন, ইকরিমাহ বিন আম্মার) (মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন আবী কুদামাহ) (আবদুল আযীয ইবনুল ইয়ামান) (হুযায়ফাহ (রাঃ)) হতে বর্ণনা করেন

رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ فِي شَمْلَةٍ يُصَلِّي، وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

আহযাবের রাত্রিতে আমি নাবী (সাঃ) এর নিকট প্রাত্যাবর্তন করলাম। তিনি চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় তখন স্বলাতে রত ছিলেন। যখনই কোন কাজে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন স্বলাতে দাঁড়াতেন।[৭৯৫]

৪৪৪. (হাসান): তিনি আরও বলেন, (আবদুল্লাহ বিন মুআয) (তার পিতা (মুআয)) (শু'বাহ) (আবূ ইসহাক) (হারিসা বিন মাদরাব) (আলী (রাঃ)) বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتَنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ويدعو حتى أصبح

আমি বদরের রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া আমাদের সকলকেই নিদ্রামগ্ন দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকাল পর্যন্ত স্বলাতে নিরত ছিলেন।[৭৯৬]

---

৭৯২. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৫।

৭৯৩. আবূ দাঊদ ১৩১৯, শুআবুল ঈমান ৩১৮১, ৩১৮২, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৮৩২, স্বহীহ আল-জামি' ৪৭০৩, তানবীহুল কারী ১৭৩। **তাহকীক আলবানী**: হাসান।

৭৯৪. মুসনাদ আহমাদ ৫/২৬, তাখরীজু আহাদীসু ওয়া আসারু কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১৩। সানাদটি দুর্বল। সকল সূত্রই মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আদ দুওয়ায়লী থেকে তিনি আবদুল আযীয ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তারা উভয়েই মাজহূল বা অপরিচিত। তবে আবূ দাউদে (১৩১৯) إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এর সানাদটিকে তিনি হাসান বলেছেন। **তহকীক আলবানী**: হাসান।

৭৯৫. তা'যীমু কাদরিস সলাহ ২১২, আহমাদ ২২৭৮৮, আবূ দাউদ ১৩১৯। পর্বোক্ত সানাদের মতই এই সানাদটিও দুর্বল তবে হাদীসটির শাওয়াহিদ হিসেবে সুহায়ব এর হাদীস পাওয়া যায় যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এর শাওয়াহিদ পরবর্তীতেও আসবে। **তাহকীক আলবানী**: হাসান।

৪৪৫. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, রাসুল (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি পেট কচলাচ্ছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন اشكنب درد তোমার কি পেট ব্যথা করছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ شِفَاءٌ উঠ, স্বলাত পড়। নিশ্চয় স্বলাত রোগ প্রতিষেধক।[৭৯৭]

ইবনু জারীর বলেন, ❮মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম❯❮ইবনু উলায়্যাহ❯❮উওয়ায়নাহ বিন আবদুর রহমান❯❮তার পিতা (আবদুর রহমান)❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ তিনি এক সফরের সময় তার ভাই কুস্বামের মৃত্যুর খবর শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইন্না লিল্লাহ' পড়ে পথিপার্শ্বে উট থামিয়ে দু রাকাত স্বলাত আদায় করলেন। স্বলাতের বৈঠকে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাটালেন। স্বলাত শেষে তিনি সওয়ারীর দিকে যাওয়ার পথে পাঠ করলেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ﴾ **"তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।"** সুনায়দ হাজ্জাজের সানাদে ইবনু জুরায়জ হতে বর্ণনা করেন, ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ অর্থাৎ স্বলাত ও সবর আল্লাহর রহমতের সহায়ক। এ আয়াতে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম وإنها لكبيرة (প্রকৃতপক্ষে তা অত্যন্ত ভারি ও কঠিন) দ্বারা স্বলাতকে বুঝাচ্ছে। যেমন মুজাহিদ থেকেও বর্ণিত আছে। আর ইবনু জারীরও এটাই পছন্দ করেছেন। এতে হতে পারে সর্বনামটি উপদেশকেও বুঝাচ্ছে- ধৈর্যধারণের ও স্বলাত আদায়ের- যা এ আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেছেন—

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الصّٰبِرُونَ﴾

"যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল— 'ধিক তোমাদের প্রতি, আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর সত্যপথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না।"[৭৯৮] আবার আল্লাহ বলেছেন—

﴿وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

"ভাল আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল, এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা ভাগ্যবান।"[৭৯৯] এতদুভয় ক্ষেত্রে يلقاها শব্দের ها সর্বনামটি الوصية শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে। অর্থাৎ এ আদেশ কেবল তারাই কার্যে পরিণত করবে যারা ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবান। উভয় অবস্থায় وإنها لكبيرة অর্থ আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য তা কঠিন ও কষ্টকর কাজ। إلا عَلَى الخاشعين (খাশিঈন ব্যতীত)। ইবনু আবী তালহাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, (খাশিঈন) তারাই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে যারা বিশ্বাস করে।"[৮০০]মুজাহিদ বলেন, 'খাশিঈন' হলঃ যথার্থ

---

৭৯৬. তা'যীমু কাদরিস সলাহ ২১৩, সুনানুল কুবরা ৮২৩, ইবনু হিব্বান ২২৫৭, আসলু সিফাতি সলাতিন নাবী (ﷺ) ১/১২০। **সানাদটি স্বহীহ।** ইমাম নাসাঈ সানাদটিকে হাসান বলেছেন। **তাহক্বীক:** হাসান।

৭৯৭. **তাবারী ২/১৩,** আহমাদ ৯২২৯, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৮, আল-ইলালুল মুতানাহি ২৭১, মুসনাদ আল-জামি' ১২৮১৩, মীযানুল ই'তিদাল ২/৩২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪০৬৬। সানাদে ইবনু উলায়্যাহ ও লায়স্ব বিন সুলায়ম তারা উভয়েই দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম যাওয়াদ-এর মাঝে বলেছেন, হাদীস্বটি অত্যন্ত মুনকার। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

৭৯৮. **সূরাহ কাস্বাস্ব,** ২৮:৮০।

৭৯৯. সূরাহ **ফুস্বস্বিলাত,** ৪১:৩৪-৩৫।

৮০০. তাবারী ২/১৬।

মুমিনগণ। আবুল আলিয়াহ বলেন, 'খাশিঈন' অর্থ খাইফীন (সন্ত্রস্তগণ)। মুকাতিল বিন হায়্যান বলেন, 'খাশিঈন' অর্থ বিনয়ীগণ। দহহাক বলেন, وإنها لكبيرة অর্থাৎ অবশ্যই তা দুরূহ তবে যারা সত্যানুসারে বিনয়ী, আল্লাহভীরু তাদের জন্য তা ভারী কাজ নয় । কারণ, তাদের সামনে প্রতিশ্রুতি ও হুশিয়ারি বিদ্যমান। এই তাৎপর্যটি হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪৪৬. (হাসান): যেমন রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে উক্ত ভারী কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ তুমি বড় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, নিশ্চয় যার জন্য আল্লাহ তা সহজ করেন শুধু তার জন্যই সহজ।[৮০১]

ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতের وَاسْتَعِينُوا শব্দের তাৎপর্য হল: হে আহলে কিতাবের পাদ্রীবৃন্দ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ ও অনাচার ব্যভিচার বিদূরক স্বলাত কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ, এটাই আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। তবে-এর জন্য তোমাদেরকে আল্লাহভীরু বিনয়ী নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। তিনি আরও বলেন, যদিও আয়াতটি বানী ইসরাঈলগণকে সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি ওর তাৎপর্য সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য। বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলেও তা ব্যাপক অর্থ প্রদান করছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾ **"যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।"** আল্লাহর এ কথা ঐ বিষয়েই চলছে যা পূর্বের আয়াতে শুরু হয়েছিল। কাজেই স্বলাত কিংবা তা আদায় করার উপদেশ খুব ভারি ﴿اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ﴾ **"আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন। যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই।"** অর্থাৎ, তারা জানে যে, পুনরুত্থানের দিন তাদেরকে একত্রিত করা হবে আর তারা তাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করবে। ﴿وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾ **"এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।"** অর্থাৎ, তাদের কার্যকলাপ তাঁর ইচ্ছার অধীন আর তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সঠিকভাবে স্থির করেন। যেহেতু তারা নিশ্চিত যে, তারা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে এবং তাদের হিসেব নেওয়া হবে তাই আল্লাহকে মান্য করার কাজ করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য সহজ।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ﴾ **"যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই।"** এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু জারীর বলেন, "নিশ্চিত করে বা সন্দেহযুক্ত উভয়কেই আরবরা বলে "যান্‌ন"। আরবী ভাষায় এরকম উদারহণ আছে যে, কোন বিষয়কে আর ঠিক তার উল্টো বিষয়কে একই নাম দেয়া হয়েছে। এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের একটি উদাহরণ হল: صدفة অর্থাৎ আলো ও অন্ধকার। তেমনি صارخا শব্দটি বাদী ও বিচারক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ আরও শব্দ আছে যা পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন দুরায়দ ইবনুস সিমাত বলেন:

فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمْ فِي الفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ

এখানে যান্ন অর্থ: দৃঢ় বিশ্বাস করা। কবি উমায়ের বিন তারিক বলেনঃ

بِأَنْ يَعْتَزُواقَوْمِي وأقعُدَ فِيكُمُ وأجعلَ مِنِّي الظنَّ غَيْبًا مُرَجَّمَا

---

৮০১. ইবনু মাজাহ ৩৯৭৩, আহমাদ ২১০০৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১৩৯৪, সহীহ আত-তারগীব ৭৩৯। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

এখানে আয যান্ন অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। ইবনু জারীর বলেন, কবিদের কবিতায়ও যানুন অর্থ একীন অর্থে নেয়া হয়েছে। তাই ওর অর্থ শুধুই ধারণা মাত্র নয়। জ্ঞনীদের জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ বলেন– ﴿وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا﴾ **"অপরাধীরা আগুন দেখতে পাবে আর মনে করবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে।"**[৮০২]

ইবনু জারীর বলেন, ∝[মুহাম্মাদ বিন বাশশার][আবূ আসিম][সুফইয়ান][জাবির][মুজাহিদ]∝ বলেন, কুরআনের প্রত্যেকটি ظن অর্থই একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন, ∝[আল-মুসান্না][ইসহাক][আবূ দাউদ আল-হাফারী][সুফইয়ান][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]∝ বলেন, কুরআনের প্রতিটি ظن শব্দই علم অর্থ প্রদান করে। সনদটি সহীহ।

আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস হতে ও তিনি আবুল আলীয়াহ হতে বর্ণনা করেন ﴿اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ﴾ আয়াতে উল্লেখিত الظن অর্থ একীন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুজাহিদ, আসসুদ্দী, রাবী'বিন আনাস ও কাতাদাহ উক্ত শব্দের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইবনু জুবায়রের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। ﴿اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ﴾ অর্থাৎ তারা জানে যে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রভুর সম্মুখীন হবে। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও এর অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৪৪৭. (সহীহ): সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أُزَوِّجْكَ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي

পুনরুত্থানের দিন, আল্লাহ এক বান্দাহকে বলবেন "আমি কি তোমাকে বিয়ে করাইনি, সম্মান দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার বশীভূত করে দেইনি আর তোমাকে একজন প্রধান ও প্রভুত্বশালী করিনি?" সে বলবে : "হ্যাঁ"। **আল্লাহ বলবেন,** "তোমার কি 'যান্‌ন' (চিন্তা-ভাবনা-ধারণা) ছিল যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে?" সে বলবে : "না"। আল্লাহ বলবেন : "আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব ঠিক যেমনভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।[৮০৩]

ইনশা'আল্লাহ উক্ত বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ **"তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন"**[৮০৪] এ আয়াতের তাফসীরে।

---

৮০২. সূরাহ কাহাফ, ১৮:৫৩।

৮০৩. তিরমিযী ২৪২৮, শুআবুল ঈমান ২৬৬, সহীহ ইবনু হিব্বান, ৭৪৪৫, মুসনাদ আল-জামি' ৪৭৪৪, কানযুল উম্মাল, ৩৮৯৮৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ১৩৯৫৭, সহীহ আল-জামি' ৩০৯১-৭৯৯৭, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪০২, জামিউল উসূল ৭৯৭২, জামিউল আহাদীস ২৬৪৬৭। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৮০৪. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৬৭।

৪৭. হে বানী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং পৃথিবীতে সকলের উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴿۴۷﴾

বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, অন্যান্য জাতির চেয়ে তাদেরকে বেশি সম্মান দেয়া হয়েছিল

আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই অনুগ্রহের কথা যা তিনি তাদের পিতৃপুরুষ ও পিতামহদের প্রতি করেছিলেন, কিভাবে তিনি অন্যান্য জাতির চেয়ে অধিক সংখ্যকহারে তাদেরই মধ্য হতে তাদের নিকট নাবী প্রেরণ করে এবং তাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করে তাদেরকে অধিক সম্মান দান করেছিলেন। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"আমি জেনে বুঝেই বিশ্বজগতের উপর তাদেরকে (অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে) বেছে নিয়েছিলাম।"**[৮০৫] এবং আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ﴾

"স্মরণ কর, যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'য়ামাত স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন আর তোমাদেরকে তিনি এমন কিছু দিয়েছেন যা বিশ্বভুবনে অন্য কাউকে দেননি।"[৮০৬] আবূ জা'ফার আর-রাযী বর্ণনা করেছেন, রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, ﴿وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ সম্পর্কে আবূ আলিয়াহ বলেছেন, এর অর্থ "বাদশাহী, নবুওয়াত ও কিতাব যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, সেকালে বিদ্যমান অন্যান্য রাজ্যকে দেয়ার পরিবর্তে, কেননা প্রত্যেক যুগেই কোন জাতি বিদ্যমান ছিল।"[৮০৭] এটাও বর্ণিত আছে যে, মুজাহিদ, রবী' বিন আনাস, কাতাদাহ এবং ইসমাঈল বিন আবী খালিদ এ রকম কথাই বলেছেন।[৮০৮]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাত বানী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম

আলোচ্য আয়াতটিকে বুঝার এটাই একমাত্র পথ। কেননা এ উম্মত তাদের উম্মাতের চেয়ে উত্তম। যেমন আল্লাহ বলেছেন

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য ভাল হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক।"[৮০৯]

---

৮০৫. সূরাহ আদ দুখান, ৪৪:৩২।
৮০৬. সূরাহ মাইদাহ, ৫:২০।
৮০৭. তাবারী ২/২৪।
৮০৮. ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৮।
৮০৯. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১১০।

৪৪৮. (হাসান): মুসনাদ এবং সুনান হাদীস সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করেছে যে, মু'আবিয়াহ বিন হাইদাহ কুশাইরি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ (তোমরা মুসলিমরা) ৭০তম জাতি, কিন্তু তোমরা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সম্মানিত আল্লাহর দৃষ্টিতে।)[৮১০] এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে, আর এগুলো উল্লেখ করা হবে যখন আল্লাহর আয়াত ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ আমরা আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে বানী ইসরাঈল জাতির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে তা **শুধু বিশেষ** কোন দিক দিয়ে সেই যুগের সব জাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। তা দ্বারা কোনক্রমে প্রমাণিত **হয় না** যে তারা সর্বদিক দিয়ে সর্বযুগের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিল। ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ কেউ আবার বলেন, বানী ইসরাঈল জাতি সর্বযুগের সর্বজাতির উপরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে হতে বিপুল **সংখ্যক ব্যক্তিকে নবুওতের** মহাসম্মানে সম্মানিত করেছেন। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উপরোক্ত **ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সকল জাতি কথাটি ব্যাপক।** অথচ **বানী ইসরাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে** আগত নাবী ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন তাদের সকল নাবী অপেক্ষা **শ্রেষ্ঠতর। আবার তাদের আগমনের** পর আগত নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (ﷺ) ছিলেন সকল সৃষ্টির মধ্যে **শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন** দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বকালের সর্বদেশের সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলার শান্তি ও রহমতের ধারা তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

৪৮. তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না এবং কারও সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারও নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না আর তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে যে সব অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর তিনি হাশরের **দিন তাদেরকে যে শাস্তি দিবেন তার ভয়াবহতা** সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করছেন। তিনি বলেছেন وَاتَّقُوا يَوْمًا **একটা দিনকে ভয় কর, অর্থাৎ** পুনরুত্থানের দিনকে ﴿لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ **"যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না"** অর্থাৎ সেদিন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপকারে আসবেনা। তেমনি, আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ **"কোন বহনকারী অন্যের (পাপের) বোঝা বইবে না।"**[৮১১] আল্লাহ বলেন, ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ **"সেদিন তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।"**[৮১২] আল্লাহ আরো বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ **"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আর ভয় কর সে দিনের, যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না। সন্তানও পিতার কোনই উপকার করতে পারবে না।"**[৮১৩] এ ব্যাপারটি বড় **সতর্কতা হিসেবে** কাজ করবে যে,পিতা আর পুত্র উভয়ই সেদিন পরস্পরের কোন সাহায্যে আসবেনা।

---

৮১০. **তিরমিযী** ৩০০১, ইবনু মাজাহ ৪২৮৭, ৪২৮৮, আহমাদ ১৯১৬২, মু'জামুল কাবীর ১০১২, আল-আমালুস্ সালিহ ১৫২৮, ১৮০০, **জামিউল** আহাদীস ৮৭৫৫, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ১৫০০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪০৬৫, সহীহ আল-জামি' ২৩০১। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

৮১১. সূরাহ ফাতির, ৩৫:১৮।

৮১২. সূরাহ আবাসা, ৮০:৩৭।

৮১৩. সূরাহ লুকমান, ৩১:৩৭।

কাফেরদের পক্ষ হতে কোন সুপারিশ, কোন বিনিময় বা সাহায্য গ্রহণ করা হবেনা

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ **"এবং কারও সুপারিশ গৃহীত হবে না"** অর্থাৎ কাফেরদের নিকট হতে, তেমনি, আল্লাহ বলেন, ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ **"তখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।"**[৮১৪] অনুরূপভাবে জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা বলবে, ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ **"কাজেই আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই।"**[৮১৫]

আল্লাহর বাণী : ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ **"কারও নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না"** অর্থাৎ আল্লাহ কাফিরদের নিকট হতে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করেনু না, যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে মুক্ত করে নিতে পারে। তেমনি আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ﴾

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং সেই কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, তাদের কেউ পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও বিনিময় স্বরূপ প্রদান করতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কক্ষনো গ্রহণ করা হবে না।"[৮১৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা কুফরী করেছে দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব যদি তাদের হয় এবং আরো সমপরিমাণও হয় ক্বিয়ামাত দিবসের শাস্তি থেকে পরিত্রাণের মুক্তিপণ হিসেবে, তবুও তা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না; তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৮১৭] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾

"(মুক্তির) বিনিময়ে সব কিছু দিতে চাইলেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না।"[৮১৮] আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ﴾

"আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর যারা কুফুরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। তোমাদের বসবাসের জায়গা জাহান্নাম, সেটাই তোমাদের যথাযোগ্য স্থান।"[৮১৯] আল্লাহ বলেছেন যে, লোকেরা যদি তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যা দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহলে যখন তারা পুনরুত্থানের দিন কাফের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তাদের পারিবারিক মর্যাদা এবং/অথবা তাদের প্রভুদের সুপারিশ মোটেও তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেনা। তারা যদি পৃথিবী-ভরা স্বর্ণ তাদের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চায় তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তেমনি আল্লাহ বলেন,

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ﴾

---

৮১৪. সূরাহ মুদদাসসির, ৭৪:৪৮।
৮১৫. সূরাহ শুআরা, ২৬:১০০-১০১।
৮১৬. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৯১।
৮১৭. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৩৬।
৮১৮. সূরাহ আনআম, ৬:৭০।
৮১৯. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১৫।

"সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না।"[৮২০] এবং ﴿لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ﴾ **"যেদিন না চলবে কোন কেনা-বেচা আর না কোন বন্ধুত্ব।"**[৮২১]

সুনায়দ বলেন, (হাজ্জাজ)(ইবনু জুরায়জ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় **বলেন,** عَدْلٌ অর্থ: বিনিময় বা মুক্তিপণ। সুদ্দী বলেন কোনরূপ عَدْلٌ মুক্তিপণই আল্লাহ তাআলাকে عَدْلٌ (ন্যায় বিচার) হতে বিরত রাখতে পারবে না। কাফির ব্যক্তি পৃথিবীর সমপরিমাণের **স্বর্ণও যদি** স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে দিতে চায় তবুও তা গৃহীত হবে না। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন **আসলামও অনুরূপ** ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেছেন, (রাবী' বিন আনাস)(আবুল আলীয়া) বলেন, ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ অর্থ: মুক্তিপণ।

ইবনু আবী হাতিম বলেন,আবূ মালিক, হাসান, সাঈদ বিনজুবায়র, কাতাদাহ, এবং রাবী'বিন আনাস হতে উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রাযযাক বলেন, (আস স্রাওরী)(আল-আ'মাশ)(ইবরাহীম আত তায়মী)(তার পিতা (ইয়াযীদ বিন শারীক আত তায়মী))(আলী (রাঃ)) লম্বা হাদীস্র বর্ণনায় তিনি বলেন, الصرف এবং العدل শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যথাক্রমে নফল ইবাদত ও ফরয ইবাদত। আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন, (উস্রমান বিন আবুল আতিকাহ)(উমায়র বিন হানী) অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত শব্দের ঐরূপ তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এটাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। নিম্নোক্ত হাদীস্র দ্বারাও আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়েছে।

৪৪১. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, (নাজীহ বিন ইবরাহীম)(আলী বিন হাকীম)(হুমায়দ বিন আবদুর রহমান)(তার পিতা (আবদুর রহমান))(আমর বিন কায়স আল-মুলায়ী)(উমায়্যাহ বংশীয় এক ব্যক্তি) হতে বর্ণনা **করেন, একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ)** জিজ্ঞাসিত হলেন, হে আল্লাহর রসূল! العدل কী? তিনি বলেন, العدل হচ্ছে **الفدية মুক্তিপণ।**[৮২২]

আল্লাহর পরবর্তী কথা ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ "আর না তাদেরকে সাহায্য করা হবে" অর্থাৎ "কোন লোকই **তাদের পক্ষ নিয়ে রাগান্বিত হবেনা অথবা উদ্বিগ্ন** হবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করতে চাইবেনা, অথবা **আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার** চেষ্টা করবেনা।" যেমন তা আগে বলা হয়েছে, না কোন আত্মীয় আর না কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি কাফেরদের জন্য দুঃখ অনুভব করবে, আর না কোন মুক্তি বিনিময় মূল্য তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে। ফলশ্রুতিতে অন্যের নিকট হতে তারা কোন সাহায্য পাবেনা, আর তারা নিজেরা নিরূপায় হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন : ﴿فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ **"সেদিন মানুষের না থাকবে নিজের কোন সামর্থ্য, আর না থাকবে কোন সাহায্যকারী।"**[৮২৩] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কারো কোন **ফিদয়া গ্রহণ** করবেন না, শুপারিশ কবূল করবেন না, না কেউ তাদের শাস্তি কমাতে পারবে। আল্লাহ **তাআলা** বলেন, ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ **"তিনি (সকলকে) আশ্রয় দেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয়দাতা**

---

৮২০. **সূরাহ বাকারা, ২৫৪।**

৮২১. **সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৩১।**

৮২২. **তাবারী ৮৮৭,** সানাদটি মাজহূল বা অপরিচিত এবং মু'দাল। সানাদে আমর বিন কায়স আল-মুলায়ী তিনি শামের কোন এক **ব্যক্তি থেকে বর্ণনা** করেছেন। কিন্তু তিনি সাহাবী থেকে বর্ণনা করতে পারেন না। কারণ, তিনি তাবিঈ থেকে বর্ণনাকারী। আল-**জারহু ওয়াত তা'দীল** ৬/২৫৪, আর তার উসতাযও মাজহূল বা অপরিচিত। সানাদে একাধিক রাবী মাজহূল। **তাহকীক:** দঈফ **জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।**

৮২৩. **সূরাহ তারিক, ৮৬:১০।**

নেই।"[৮২৪] আল্লাহ বলেন, ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ **"অতঃপর সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।"**[৮২৫] এবং ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ **"তোমাদের হয়েছে কী, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ না কেন?' বরং আজ তারা (বিচারের সামনে) আত্মসমর্পণ করবে।"**[৮২৬] এবং ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ **"আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশে আল্লাহ ব্যতিরেকে যাদেরকে তারা ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা (অর্থাৎ কল্পিত ইলাহ) তাদের থেকে হারিয়ে গেল।"**[৮২৭]

আবার ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে দহ্হাক বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণী : ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ **"তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ না কেন"?** অর্থাৎ "আজকের দিনে তোমরা আমার নিকট কোন আশ্রয় পাবেনা। আজকের দিনে নয়।[৮২৮]

ইবনু জারীর বলেছেন, আল্লাহর কথা **ولاهم ينصرون** অর্থাৎ সেদিন না তারা কোন সাহায্যকারী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, না কেউ তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। শাস্তি রদ করা হবেনা, কোন বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা হবেনা, তাদের প্রতি ভদ্র আচরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে। সেদিন কোন প্রকার সাহায্য অথবা সহযোগিতা তাদের জন্য পাওয়া যাবেনা। সেদিন বিচার হবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাত্রায়, সবচেয়ে ন্যায্য, যার বিরুদ্ধে কোন সুপারিশকারী অথবা সাহায্যকারী সাহায্য করতে পারবেনা। সেদিন খারাপ কাজের বিনিময় তিনি সমপরিমাণ দিবেন আর ভাল কাজের বিনিময় বাড়িয়ে দিবেন। এটা আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার মত : ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ **"অতঃপর ওদেরকে থামাও ওদেরকে তো প্রশ্ন করা হবে- ২৫. 'তোমাদের হয়েছে কী, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ না কেন?' বরং আজ তারা (বিচারের সামনে) আত্মসমর্পণ করবে।"**[৮২৯]

৪৯. স্মরণ কর, আমি যখন তোমাদেরকে ফেরাউন গোষ্ঠী হতে মুক্তি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা ক'রে আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যাতনা দিত আর এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ছিল মহাপরীক্ষা।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৫০. স্মরণ কর, যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

---

৮২৪. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৮৮।
৮২৫. সূরাহ ফাজর, ৮৯:২৫-২৬।
৮২৬. সূরাহ স্বাফফাত, ৩৭:২৫-২৬।
৮২৭. সূরাহ আহকাফ, ৪৬:২৮।
৮২৮. তাবারী ২/৩৬।
৮২৯. সূরাহ স্বাফফাত, ৩৭:২৪-২৬, তাবারী ২/৩৫।

বানী ইসরাঈল ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী হতে রক্ষা পেয়েছিল যারা ডুবে মরেছিল

আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ﴾ **"স্মরণ কর, আমি যখন তোমাদেরকে ফেরাউন গোষ্ঠী হতে মুক্তি দিয়েছিলাম,যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যাতনা দিত।"** অর্থাৎ "আমি আল্লাহ তাদের থেকে তোমাদেরকে **রক্ষা করেছিলাম** আর তারা তোমাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চালানোর পর তোমাদেরকে তাদের হাত **থেকে রক্ষা** করে মূসার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম।" এই অনুগ্রহ এসেছিল সেই ঘটনার পরে যখন অভিশপ্ত **ফির'আউন** স্বপ্নে দেখেছিল যে, বাইতুল মাকদিস হতে আগুন বের হয়ে এল অতঃপর আগুন মিশরের কিবতীদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করল বানী ইসরাঈল ব্যতীত। এর তাৎপর্য এই যে, বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির দ্বারা তার বাদশাহির পতন হবে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, ফিরআউনের পরিষদের কতক বলেছিলেন যে, বানী ইসরাঈল আশা করেছিল যে, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির উত্থান ঘটবে যিনি তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করবেন। ইনশা'আল্লাহ সূরা তাহা (২০) ব্যাখ্যা করার সময় আমরা এ বিষয়ের হাদীস উল্লেখ করব। স্বপ্ন দেখার পর ফির'আউন হুকুম দিল যে, বানী ইসরাঈলের প্রতিটি নবজাতক শিশু পুত্রকে হত্যা করতে হবে আর শুধু কন্যা শিশুদের ছেড়ে দিতে হবে। সে আরো নির্দেশ দিল যে, ইসরাঈল সন্তানদেরকে কঠোর পরিশ্রমের আর সবচেয়ে নিম্নস্তরের কাজ দিতে হবে।

এখানে ভীষণ কষ্ট দ্বারা শিশু পুত্র হত্যার কথা বুঝানো হয়েছে। সূরা ইবরাহীমে (১৪) এর অর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ﴾ **"যারা তোমাদেরকে জঘন্য রকমের শাস্তিতে পিষ্ট করছিল। তোমাদের পুত্রদেরকে তারা হত্যা করত আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত।"**[৮৩০] ইনশা আল্লাহ সূরা কাসাসের প্রথমে আমরা এ আয়াতের **ব্যাখ্যা করব। তাঁর উপরই ভরসা করি। তাঁর প্রতিই আস্থা রাখি।** يسومونكم-এর অর্থ তোমাদেরকে **উৎপীড়ন করা হচ্ছিল, অর্থাৎ "তারা তোমাদেরকে অপমানিত করছিল"** যেমন আবূ উবাইদাহ তার ঐরূপ **অর্থ বর্ণনা করেছেন। আরবরা বলে,** سامه خطة خسف সে তার গায়ে অত্যাচারের চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে, **সে তার উপর অত্যাচার চালিয়েছে। কবি আমর বিন কুলসুমী বলেছেন :**

إِذَا مَا الْمُلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفًا   أَبَيْنَا أَنْ نُقِرَّ الْخَسْفَ فِينَا

বাদশাহ্ যখন প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায় আমরা তখন কোন ক্রমে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে দিব না।

এটাও বলা হয়েছে যে, কুরতুবীর মতে এর অর্থ "তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করত। আল্লাহ যেমন বলেছেন ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ﴾ **"তোমাদের পুত্রদেরকে তারা হত্যা করত আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত।"** এ কথাটি আল্লাহর ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ﴾ এ কথার ব্যাখ্যা করে। তখন এটা আল্লাহর অনুগ্রহেরও ব্যাখ্যা করে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন যেমনটি তাঁর নিম্নোক্ত কথায় উল্লেখিত হয়েছে ﴿ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম।"** আর সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ যা বলেছেন : ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ﴾ **"আর তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে ঘটিত অতীতের ঘটনাবলী দিয়ে উপদেশ দাও।"**[৮৩১] অর্থাৎ

---

৮৩০. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৬।
৮৩১. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৫।

অনুগ্রহ ও দয়া যা তিনি তাদের প্রতি বর্ষণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ﴾ **"যারা তোমাদেরকে জঘন্য রকমের শাস্তিতে পিষ্ট করছিল। তোমাদের পুত্রদেরকে তারা হত্যা করত আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত।"** কাজেই আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর বহুবিধ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সন্তানদেরকে জবহ করা হতে রক্ষা করার কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে বলা দরকার যে, মিশরের প্রত্যেক কাফের শাসককে পদবী দেয়া হয়েছিল "ফারাও' (ফির'আউন), সে আমালিক (কিন'আনী) হোক বা অন্য কেউ, যেমন কাইজার (কাইসার) পদবী ছিল প্রত্যেক কাফের রাজার যারা রোম ও দামেস্ক শাসন করত। আবার খোসরু (কিসরা) পদবী ছিল পারস্য শাসনকারী রাজাদের, ইয়েমেনের রাজাদের পদবী ছিল তুব্ব'আ আর আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)-র রাজাদেরকে বলা হল নেগাস (নাজ্জাসী)। অনুরূপভাবে بطليموس (বাতলায়মূস) শব্দটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। যা হোক মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের নাম ছিল وليد بن مصعب بن الريان ওয়ালীদ বিন মুস্‌আব ইবনুর রায়্যান)। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল মুস্‌আব ইবনুর রায়্যান। সে ছিল আমালীক বিন দাউদ বিন ইরাম বিন সাম বিন নূহ-এর বংশধর। তার উপনাম ছিল আবূ মুররা। মূলত সে ছিল পারস্য দেশিয় ইসতাখার হতে আগত। সে যা হোক তার প্রতি আল্লাহর লানত নিপতিত হোক।

আল্লাহর বাণী : ﴿وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ **"এটা ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এক কঠিন পরীক্ষা।"** ইবনু জারীর বলেন, আয়াতের এ অংশের অর্থ "ফির'আউনের হাতে যে শাস্তি তারা ভোগ করছিল তা থেকে আমরা যে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে রক্ষা করেছিলাম এটা তোমাদের প্রতিপালকের বিরাট অনুগ্রহ।"[৮৩২] আলী বিন আবূ তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ﴿بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ আয়াতের بَلَآءٌ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে : একটি বড় নিয়ামত বা অনুগ্রহ। মুজাহিদ বলেন, ﴿بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি বিশাল অনুগ্রহ। আবুল আলিয়াহ, আবূ মালিক ও সুদ্দীসহ অনেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ করা দরকার যে, অনুগ্রহ ও কষ্টের মাঝে রয়েছে একটা পরিক্ষা। কারণ,আল্লাহ বলেছেন ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ **"আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি।"**[৮৩৩] এবং ﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ **"সুখ আর দুখ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যাতে তারা (আল্লাহর নির্দেশের পথে) ফিরে আসে।"**[৮৩৪]

কবি যুহায়র বিন আবী সালমা বলেনঃ

جَزَى اللهُ بِالْإِحْسَانِ مَا فَعَلَا بِكُم　　　وَأَبْلَاهُمَا خَيْرَ البَلاءِ الَّذِي يَبْلُو

তারা দু'জনে তোমাদের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মঙ্গল দান করুন এবং তিনি নিআমত ও মঙ্গল দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন তাদেরকে সেই নিআমত ও মঙ্গল দান করুন।

---

৮৩২. তাবারী ২/৪৮।
৮৩৩. সূরাহ আম্বিয়া' ২১:৩৫।
৮৩৪. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৮।

ইবনু জারীর বলেন, এ স্থানে কবি উভয় অর্থেরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কারণ, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে নিআমাত দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন তাদের দু'জনকেই যেন সেই নিআমাত দান করেন। **কেউ কেউ বলেন,** ﴿وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ﴾ এই আয়াতাংশের بَلَآءٌ শব্দসমষ্টি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের **পক্ষ হতে বানী** ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত সেই মহা বিপদের অর্থাৎ তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা ও **কন্যা সন্তানদেরকে** জীবিত রাখার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, بَلَآءٌ শব্দের **শেষোক্ত** ব্যাখ্যাই হচ্ছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা। শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য **আয়াতাংশের** তাৎপর্য হচ্ছে আর তাতে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর **পক্ষ** থেকে আগত **মহাবিপদ**মূলক পরীক্ষা নিহিত ছিল।

আল্লাহর বাণী : ﴿وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۝﴾ **"স্মরণ কর, যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।"** অর্থাৎ "ফির'আউনের হাত থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করার এবং মূসার সঙ্গে নিরাপদে তোমাদের পালিয়ে যাবার পর ফির'আউন তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল আর আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিলাম।" আল্লাহ এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যা ইনশা'আল্লাহ আমরা জানতে পারব। এ কাহিনীর ব্যাপারে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলোর একটি হল আল্লাহর এ কথা فَاَنْجَيْنٰكُمْ অর্থাৎ "আমি তাদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলাম, তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়ে যা তোমরা দেখেছিলে, যা তোমাদের অন্তরে স্বস্তি এনে দিয়েছিল আর তোমাদের শত্রুদের জন্য এনেছিল অসম্মান।"

আবদুর রাযযাক বলেন, ◊[মা'মার][আবূ ইসহাক আল-হামদানী][আমর বিন মায়মূন আল-আওদী]◊ আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ থেকে وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ পর্যন্ত আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর বানী **ইসরাঈল জাতিকে সঙ্গে নিয়ে মিশর** ত্যাগ করার সংবাদ ফিরাউনের কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীয় **লোকজনকে আদেশ দিল রাত্রিতে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে** মূসা ও তার লোকজনের পশ্চাদ্ধাবনের **উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে রওনা হতে হবে। সেদিন রাত্রিতে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে** তার লোকজন জেগে **উঠল। সে একটি ছাগল যবেহ করে লোকদেরকে আদেশ করল,** আমি এই ছাগলের কলিজা ভক্ষণ শেষ করার পূর্বেই ছয় লক্ষ কিব্‌তীকে আমার পার্শ্বে সমবেত দেখতে চাই। আদেশ অনুযায়ী তার যবেহকৃত ছাগল ভক্ষণ শেষ হওয়ার পূর্বেই কিবতি বংশীয় ছয় লক্ষ লোক তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হল। এদিকে মূসা (আলাইহিস সালাম) দরিয়ার নিকট পৌঁছলে যূশা' বিন নূন নামক জনৈক সঙ্গী বলল, আপনার প্রভু আমাদেরকে কোন্ দিকে অগ্রসর হতে বলেছেন? তিনি দরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার সম্মুখ দিকে। এতে লোকটি স্বীয় অশ্বকে জোর করে সমুদ্রে প্রবেশ করাল। যা তাকে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছল। অতঃপর তা তাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে সে পুনরায় মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলল : হে মুসা! আপনার প্রভু আমাদেরকে কোন্‌দিকে অগ্রসর হতে আদেশ করেছেন? আল্লাহর কসম! আপনি মিথ্যা বলেন না, আপনি মিথ্যা বলেননি। এরূপে সে তিনবার সমুদ্রের তলদেশে অশ্ব নামিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ওহী পাঠালেন : ﴿اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ **"তুমি স্বীয় লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিকে আঘাত করো।"** তিনি তাই করলেন। ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ﴾ **"সমুদ্রের পানি বিভক্ত হয়ে গেল। পানির প্রত্যেকটি ভাগ বিরাট পর্বতের ন্যায় উচ্চ হয়ে গেল।"**[৮৩৫] মূসা (আলাইহিস সালাম) সঙ্গীসহ সমুদ্র পার

---

৮৩৫. সূরাহ শুআরা, ২৬:৬২।

হয়ে গেলেন। ফিরাউন সদলবলে মূসা (আলায়হিস্ সালাম) ও তার সঙ্গীদের পশ্চাতে চলল। মূসা (আলায়হিস্ সালাম) ও তার সঙ্গীদের সমুদ্র অতিক্রম করার পর ফিরাউন ও তার দলবল যখন সমুদ্রের মধ্যে আসল তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রের পানির উভয় খণ্ডকে পরস্পর মিলিত করে দিলেন। তা-ই وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এ আয়াতাংশে বিবৃত হয়েছে। পূর্বসূরি একাধিক ব্যাখ্যাকার অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন, তা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা

বলা হয়েছে যে, যেদিন বানী ইসরাঈল ফির'আউনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিল সেদিনকে (আশুরা) বলা হয়।

৪৫০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ❮আফফান❯❮আবদুল ওয়ারিস❯❮আয়্যূব❯❮আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন জুবায়র❯❮তার পিতা (সাঈদ বিন জুবায়র)❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আসলেন আর দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশুরার দিনে রোযা রাখছে, তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَ؟ "তোমরা রোযা রাখছ এ দিনটি কী?" তারা বলল ঃ "এটা একটা ভাল দিন যেদিন আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু হতে রক্ষা করেছিলেন এবং মূসা এ দিনে রোযা রাখতেন।" রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ মূসার উপর তোমাদের চেয়ে আমাদেরই বেশি হক আছে।" এ জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দিনে সিয়াম পালন করেছেন আর তাতে সিয়াম পালন করতে বলেছেন।[৮৩৬] **এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজাহও আয়্যূব আস সাখতিয়ানীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।**

৪৫১. (দঈফ) : আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী বলেন, ❮আবুর রাবী'❯❮সাল্লাম বিন সুলায়ম❯❮যায়দ আল-আম্মী (দুর্বল)❯❮যায়দ আর রাক্কাশী (দুর্বল)❯❮আনাস (রাঃ)❯ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, فَلَقَ اللهُ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ আল্লাহ তা'আলা আশুরায় অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে বানী ইসরাঈল জাতির জন্যে সমুদ্রের পানিকে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন।[৮৩৭] উক্ত হাদীস সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কারণ তার অন্যতম রাবী যায়দ আল-আম্মী একজন দুর্বল রাবী। তার উসতাদ ইয়াযীদ রাক্কাশী তদপেক্ষা অধিক দুর্বল রাবী।

৫১. যখন মূসার উপর চল্লিশ রাতের ওয়া'দা করেছিলাম (কিতাব প্রদানের জন্য), তার (চলে যাওয়ার) পর তোমরা তখন বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, বস্তুতঃ তোমরা তো ছিলে যালিম।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথ অবলম্বন কর।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

---

৮৩৬. বুখারী ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, মুসলিম ১১৩০, আবূ দাঊদ ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৪, ইবনু হিব্বান ৩৬২৫, কানযুল উম্মাল ২৪২৪৬, জামিউল আহাদীস ৫৬২৯। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৮৩৭. আবূ ইয়া'লা ৪০৯৪, জামিউল আহাদীস ১২৬৮৩, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৫১৩২। **তাহকীক:** দঈফ।

বানী ইসরাঈল বাছুর পূজা করেছিল

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, "আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের দ্বারা বাছুরের পূজা করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।" এটা ঘটেছিল এ ঘটনার পর যখন মূসা নির্ধারিত চল্লিশ দিনের পর তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভের স্থানে গিয়েছিলেন। এই চল্লিশ দিনের কথা সূরা আ'রাফে উল্লেখিত আছে। সেখানে আল্লাহ বলেছেন ﴿وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ﴾ **"আমি মূসার জন্য (সিনাই পর্বতের উপর) ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করলাম। অতঃপর আরো দশ (বাড়িয়ে) দিয়ে (সেই সময়) পূর্ণ করলাম।"**[৮৩৮] কেউ কেউ বলেছেন, এই চল্লিশ দিন ছিল যুলকা'দাহ এবং যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশদিন ফির'আউনের নিকট হতে মুক্তি পাওয়ার পর যখন বানী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র পার হয়েছিল।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ﴾ **"স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম"** অর্থাৎ তাওরাত ﴿وَالْفُرْقَانَ﴾ **"এবং মানদণ্ড"** অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করে, পার্থক্য করে হিদায়াত ও গোমরাহির। ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার পর। যেমন সূরা আ'রাফের একটি আয়াত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَاۤئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

"আমি পূর্ববর্তী অনেক মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম- মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা, সত্যপথের নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৮৩৯]

এইস্থলে الكتاب ও الفرقان উভয় শব্দের তাৎপর্য একই অর্থাৎ তাওরাত কিতাব। কেউ কেউ বলেন, الفرقان শব্দের পূর্বে অবস্থিত و বর্ণটি অতিরিক্ত। প্রকৃতপক্ষে الفرقان শব্দটি পূর্ববর্তী الكتاب শব্দটির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত ধারণা অগ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় শব্দের পদবাচ্য এক হলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির সাথে সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযোজিত معطوف হয়েছে। একই পদবাচ্যের নির্দেশক একাধিক সমার্থক শব্দের একটিকে অপরটির সাথে সংযোজক অব্যয় حرف العطف দ্বারা সংযোজিত করার প্রক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত। কবি বলেন:

وَقَدَّمَتِ الْأَدِيمَ لِرَاقِشِيهِ   فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا

আর আমি (লিখিত) পরিপক্ক পশু চর্মকে তার লেখকের সম্মুখে উপস্থাপিত করলাম। সে তার (সেই মহিলাটির) কথাকে মিথ্যা ও অসত্য বলে দেখতে পেল। كذب এবং مين শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এখানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা শব্দের একটিকে অপরটির সাথে সংযোজিত করেছেন। আরেক কবি বলেনঃ

أَلَا حَبَّذَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْدُ   وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ وَالْبُعْدُ

শুনো হিন্দ নামীয় মহিলাটি এবং সে যে স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানটি কতই না ভালো। হিন্দের অনুপস্থিতির কারণে বিরহ ও বিচ্ছেদ নেমে এসেছে। النأي এবং البعد উভয় সমার্থক শব্দ। কবি এস্থলে সংযোজক অব্যয় দ্বারা তাদের একটিকে অপরটির সাথে সংযোজিত করেছেন। কবি আনতারাহ বলেন:

حُيِّيتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُهُ   أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الْهَيْثَمِ

---

৮৩৮. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৪২।
৮৩৯. সূরাহ কসাস, ২৮:৪৩।

আমি তো বসত বাটির পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দেখে বেঁচে আছি। উম্মে হায়স্রাম নামীয় মহিলার মৃত্যুর পর তা বিরান ও জনশূন্য হয়ে রয়েছে।

الأقفار এবং الأقواء শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এ স্থানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা তার একটিকে অপরটির সাথে সংযোজিত করেছেন।

৫৪. স্মরণ কর, মূসা যখন আপন কওমের লোককে বলল, 'হে আমার কওম! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ক'রে তোমরা নিজেদের প্রতি কঠিন অত্যাচার করেছ, কাজেই তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তাওবাহ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে (নিরাপরাধীরা অপরাধীদেরকে) হত্যা কর, তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

অনুশোচনায় বানী ইসরাঈলেরা একে অপরকে হত্যা করে

বাছুরের পূজা করার কারণে বানী ইসরাঈলকে এ অনুশোচনা করতে হয়েছিল। ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ **"স্মরণ কর, মূসা যখন আপন কওমের লোককে বলল, 'হে আমার কওম! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ক'রে তোমরা নিজেদের প্রতি কঠিন অত্যাচার করেছ।"** আল্লাহর এ আয়াতের ব্যাপারে হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, "যখন তাদের অন্তরগুলো বাছুর পূজার কথা চিন্তা করেছিল।" ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا۟ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۟ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ **"অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল আর বুঝতে পারল যে তারা পথহারা হয়ে গেছে, তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর দয়া না করেন আর আমাদেরকে ক্ষমা না করেন।"**[৮৪০] এটা তখন যখন মূসা তাদেরকে বলেছিলেন, ﴿يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ **"হে আমার কওম! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ ক'রে তোমরা নিজেদের প্রতি কঠিন অত্যাচার করেছ।"** আবূ আলিয়াহ সাঈদ বিন জুবাইর এবং রবী' বিন আনাস বলেন, ﴿فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ﴾ **"কাজেই অনুশোচনাভরে তোমরা তোমাদের বারীর দিকে প্রত্যাবর্তন কর"**-এর অর্থ হল, "তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে।" আল্লাহর বাণী ﴿إِلَىٰ بَارِئِكُمْ﴾ **"তোমাদের বারী সৃষ্টিকর্তা-র দিকে"** বানী ইসরাঈলকে তাদের ভুলের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে আর এ কথা বুঝাচ্ছে, "তোমরা ইবাদতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করার পর তাঁর কাছে অনুশোচনা কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। নাসাঈ, ইবনু জারীর ও ইবনু আবি হাতিম উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযীদ বিন হারূন, আসবাগ বিন যায়দ আল-ওয়াররাক, কাসিম বিন আবূ আয়্যুব, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, তাদের অনুশোচনা এই হবে যে, তারা যাকে পাবে তাকেই তরবারী দ্বারা হত্যা করবে, সে পিতাই হোক আর সন্তানই হোক, তারা পরওয়া করবেনা কাকে তারা হত্যা করছে। মূসা ও হারূন জানতেন না কারা তাদের ভুলের জন্য দোষী, কিন্তু দোষী

৮৪০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৪৯।

ব্যক্তিরা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করল এবং তাদেরকে যা করতে বলা হল তারা তা করল। কাজেই আল্লাহ হত্যাকারী ও নিহত উভয়কেই ক্ষমা করলেন।"[৮৪১] এটা হচ্ছে বিচার সংক্রান্ত হাদীস্বের অংশবিশেষ যা আমরা সূরা ত্বহায় (২০) উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, আবদুল কারীম ইবুল হায়স্বাম ইবরাহীম বিন বাশশার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবূ সাঈদ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন যে, "মূসা (আলায়হিস সালাম) তাঁর লোকেদেরকে বললেন: ﴿فَتُوبُوٓا۟ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ **"কাজেই তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তাওবাহ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে (নিরাপরাধীরা অপরাধীদেরকে) হত্যা কর, তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** আল্লাহ মূসা (আলায়হিস সালাম)-কে আদেশ করলেন তার লোকদেরকে নির্দেশ দেয়ার জন্য যে, তারা একে অপরকে হত্যা করবে। যারা বাছুর পূজা করেছিল তিনি তাদেরকে বসতে বললেন আর যারা বাছুর পূজা করেনি তাদেরকে বললেন তাদের হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে। যখন তারা তাদেরকে হত্যা করা শুরু করল তখন এক ভয়াবহ অন্ধকার তাদেরকে ছেয়ে ফেলল। অন্ধকার যখন উঠিয়ে নেয়া হল দেখা গেল তারা তাদের সত্তর হাজারকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে যারা নিহত হল তাদেরকে ক্ষমা করা হল আর যারা জীবিত থাকল তাদেরকেও ক্ষমা করা হল।"[৮৪২]

ইবনু জুরায়জ বলেন, কাসিম বিন আবূ বায্যাহ সাঈদ বিন জুবায়র ও মুজাহিদ ﴿فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ আয়াত সম্পর্কে তারা উভয়ে বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশের পর বানী ইসরাঈল জাতির লোকেরা আপন -পর নির্বিশেষে তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। এক সময়ে মূসা (আলায়হিস সালাম) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করত হত্যাকার্য বন্ধ করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। তারা অস্ত্র ফেলে দিল। দেখা গেল **সত্তর হাজার লোক** নিহত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যেমে মূসা (আলায়হিস সালাম) কে জানিয়ে দিলেন, আর **নয়, তুমি স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেছ।** এ সময়েই মূসা (আলায়হিস সালাম) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইশারা করত হত্যাকার্য বন্ধ **করার জন্য বানী ইসরাঈলদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।** আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

কাতাদাহ বলেন, বানী ইসরাঈল জাতির প্রতি কাঠোর নির্দেশ প্রদত্ত হল। নির্দেশ অনুযায়ী তারা ছোরা **দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল।** তাদের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত আল্লাহ তাআলার নিকট গৃহীত হল। অতঃপর তাদের হাত থেকে ছোরাসমূহ ভূমিতে পতিত হল। এভাবে হত্যা প্রক্রিয়া বন্ধ হল। জীবিত ব্যক্তিগণের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা এবং নিহত ব্যক্তিদের জন্যে শাহাদাত লিখিত হল। হাসান আল-বাস্বরী বলেন, এক সূচিভেদ্য অন্ধকার বানী ইসরাঈল জাতিকে ছেয়ে ফেলল। তারা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। এক সময়ে অন্ধকার তিরোহিত হয়ে গেল। উক্ত হত্যা ক্রিয়া তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা হিসেবে গৃহীত হল। সুদ্দী বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসার পর অপরাধী ও নিরাপরাধ সকলেই তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করতে লাগল। অপরাধী ও নিরাপরাধ উভয় শ্রেণির সকল নিহত ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার নিকট শহীদ বলে পরিগণিত হল। এতে বানী ইসরাঈল জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হল। এই সময়ে মূসা (আলায়হিস সালাম) ও হারূন (আলায়হিস সালাম) দোয়া করলেন হে প্রভু বানী ইসরাঈল জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছ। হে প্রভু! অবশিষ্ট লোকদেরকে তুমি বাঁচাও। এতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে আদেশ দিলেন এবং তাদের তাওবা কবুল করলেন।

---

৮৪১. সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ৬/৪০৪, ৪০৫।
৮৪২. তাবারী, ২:৭৩।

অপরাধী নিরাপরাধ উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হতে যারা নিহত হল তারা শহীদ বলে আল্লাহ তাআ'লার নিকট পরিগণিত হল। আর যারা বেঁচে রইল তাদের গুনাহ মাফ হয়ে গেল। ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ এই আয়াতাংশে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘটনাই বিবৃত হয়েছে।

যুহরী বলেন, বানী ইসরাঈল জাতির প্রতি যখন পরস্পরকে হত্যা করার নির্দেশ আসে তখন তারা মূসা (আলায়হিস সালাম) সহ ময়দানে সমবেত হয়ে একে অপরকে তরবারি ও ছোরা দ্বারা হত্যা করতে লাগল। এই সময়ে মূসা (আলায়হিস সালাম) হাত উঠিয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট দোয়া করতে ছিলেন। এক সময়ে তাদের কেউ কেউ ঝিমিয়ে পড়লে তারা মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর হাত ধরে তাদের পাপ বুঝতে পেরে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি সহকারে তাকে বলল: হে আল্লাহর নাবী! আমাদের জন্য দোয়া করুন। তারা এরূপ করতে থাকলে এক সময় আল্লাহ তাআ'লা তাদের তওবা কবুল করলেন এবং তাদের পরস্পরের হাতকে পরস্পর হতে বিরত ও অক্ষম করে দিলেন। তারা স্বীয় হস্ত হতে অস্ত্র ফেলে দিল। এই গণহত্যা কার্যে বানী ইসারাঈল এবং মূসা (আলায়হিস সালাম) বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাতে আল্লাহ তাআ'লা মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট ওহী পাঠালেন: হে মূসা তুমি কেন চিন্তিত হয়ে পড়েছ? এদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়েছে তারা আমার নিকট জীবিত আছে, তারা এখানে রিযিক পেয়ে আসছে। আর যারা জীবিত রয়ে গেছে আমি তাদের তওবা কবুল করেছি। এতে বানী ইসরাঈল এবং মূসা (আলায়হিস সালাম) আনন্দিত হলেন। ইবনু জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) **(আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক নির্দিষ্ট চল্লিশ দিনব্যাপী বিশেষ সাধনা ব্রত পালন সমাপ্ত করত) বানী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করার এবং বানী ইসরাঈল কর্তৃক পূজিত** গো বৎসটি পুড়িয়ে তা নদীতে **নিক্ষেপ করার পর স্বীয় জাতি হতে মনোনীত কিছু সংখ্যক লোক সঙ্গে** নিয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট দোয়া **পেশ করার** এবং তাঁর নিকট **হতে নির্দেশ** লাভ করার নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। ইত্যবসরে বজ্রপাত صاعقة তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। আল্লাহ তাআ'লা পুনরায় তাদেরকে জীবিত করলেন। মূসা (আলায়হিস সালাম) বানী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমার আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাআ'লা বললেন, তারা পরস্পরকে হত্যা করলে তাদের জন্য তওবা কবুল ও অপরাধ মার্জনা হতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় তাদের তওবা কবুল এবং অপরাধ মার্জনা হবে না। ইবনু ইসহাক বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, এতে বানী ইসরাঈল জাতি মূসা (আলায়হিস সালাম) কে বলল: আমরা ধৈর্য সহকারে আল্লাহর নির্দেশ পালন করব। মূসা (আলায়হিস সালাম) আদেশ দিলেন- যারা গো বৎস পূজা করেনি তারা গো বৎস পুজকদেরকে হত্যা করবে। তাই তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হল এবং লোকেরা তাদের গর্দানে তলোয়ার চালাতে লাগল। বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হওয়ার কারণে মূসা (আ) বিমর্ষ ও বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। নারী ও শিশুগণ তাঁর নিকট এসে কাঁদতে লাগল। তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। আল্লাহ বানী ইসরাঈল জাতির তওবা কবুল করলেন এবং তাদেরকে মাফ করে দিলেন। মূসা (আলায়হিস সালাম) তলোয়ার চালানো বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। ফলে তলোয়ার চালানো বন্ধ হল।

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাদেরকে গো বৎস পূজায় লিপ্ত দেখে বললেন, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতিশ্রুতির (আযাবের) দিকে অগ্রসর হও। উল্লেখ্য যে, মাত্র সত্তর জন লোক গো বৎস পূজা হতে বিরত ও পবিত্র থাকায় তারা হারুন (আলায়হিস সালাম)-এর সঙ্গে রয়ে গিয়েছিলেন। মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর কথায় অপরাধীগণ বলল: হে মূসা! তওবার কি কোন পথ নাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, ﴿فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

"তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এটিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এতে তিনি তোমাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। তিনি নিশ্চয় তওবা কবুলকারী কৃপাপরায়ণ।" তারা একে অপরের উপর তরবারি ও ছোরা চালাতে লাগল। এই **সময়ে তাদের উপর** ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছিল। তারা অন্ধকারে হাতড়ে একে অপরকে ধরে হত্যা **করতে লাগল।** লোকেরা অন্ধকারে নিজেদের অজান্তে স্বীয় পিতা ও স্বীয় ভ্রাতাকেও হত্যা করতে লাগল। **তারা উচ্চৈঃস্বরে** বলছিল: যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও আনুগত্য গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ **এবং আনুগত্য** প্রদর্শন করে যাবে, তার প্রতি আল্লাহ কৃপা প্রদর্শন করুন। এরূপে যারা জীবিত রইল **তাদের** তওবা কবুল হল। অতঃপর আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ **"অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না'। তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করেছিল আর তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে আবার জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

বানী ইসরাঈলের সর্বোত্তম লোকেরা আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল ঃ পরবর্তীতে তাদের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ।

আল্লাহ বলেছেন, "আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন তোমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে চাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করেছিল অতঃপর আমি তোমদেরকে পুনর্জীবিত করেছিলাম। কারণ তোমরা বা অন্য কেউই আল্লাহর সরাসরি দর্শন সহ্য করতে পারবেনা বা লাভ করতে পারবেনা। ইবনু জুরাইজ এ কথা বলেছেন। ইবনু আব্বাস বলেছেন ঃ 'এ আয়াত ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾ **"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না।"** অর্থাৎ 'লোকচক্ষুর সামনে'[৮৪৩] 'যাতে আমরা আল্লাহকে **দেখতে পাই।'**[৮৪৪] আবার উরওয়াহ বিন রুওয়াইম বলেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿وأنتم تنظرون﴾ **"যখন তোমরা দেখছিলে"** মানে, "তাদের কতক বিদ্যুতে আবিষ্ট হয়েছিল আর কতক দেখছিল।"[৮৪৫]আল্লাহ **তাদেরকে পুনর্জী**বিত করলেন আর বিদ্যুৎ দিয়ে অন্যদেরকে আঘাত করলেন।

---

৮৪৩. তাবারী ২/১৮১।
৮৪৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭০।
৮৪৫. ইবনু আবী হাতিম, ১/১৭২।

﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّٰعِقَةُ﴾ **"তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করেছিল।"** এ আয়াত সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, "তারা মারা গেল, তখন মূসা কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলেন আর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক ! তুমি বানী ইসরাঈলের সবচেয়ে ভাল লোকগুলোকে মেরে ফেললে, এখন আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে কী জবাব দিব? ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّٰيَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّآ﴾ **"তুমি ইচ্ছে করলে তো এদেরকে আর আমাকেও আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে! আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা যা করেছে তার জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে?"** আল্লাহ মূসার নিকট প্রকাশ করলেন যে, এই সত্তরজন লোক তাদেরই অন্তর্গত যারা বাছুর পূজা করেছিল। পরে, আল্লাহ একজন একজন করে তাদেরকে জীবিত করলেন আর অন্যরা চেয়ে চেয়ে দেখছিল কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করছেন। এজন্য আল্লাহ বলছেন ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ **"অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে আবার জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"**[৮৪৬] রাবী' বিন আনাস বলেছেন, "মৃত্যু ছিল তাদের শাস্তি, আর মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হয়েছিল যাতে তারা তাদের (নির্ধারিত) জীবন শেষ করতে পারে।"[৮৪৭] কাতাদাহও এটাই বলেছেন।[৮৪৮]

ইবনু জারীর বলেন, ০[মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ][সালামাহ ইবনুল ফুদায়ল][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক]০ বলেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) বানী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাদেরকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখে, স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আলায়হিস সালাম) ও সামেরী নামীয় গো বৎস পূজার প্ররোচক ব্যক্তিকে যা বলার তা বলে এবং পূজিত গো-বৎস পুড়িয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর তাদের মধ্যে হতে শীর্ষস্থানীয় সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করত তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট চল, স্বীয় অপরাধের জন্যে তাঁর নিকট তওবা কর এবং যারা এই স্থানে থেকে যাচ্ছ তাদের জন্যেও আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর। তোমরা রোজা রাখ, শরীরকে পাক কর এবং কাপড়কে পবিত্র কর। তারা তার আদেশ পালন করল। তিনি তাদেরকে নিয়ে সিনাই অঞ্চলের তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এইস্থানে নির্দিষ্ট সময় ধরে (চল্লিশ দিন পর্যন্ত) বিশেষ ইবাদাতে লিপ্ত থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন। উক্ত আদেশ পালন করার নিমিত্তেই তিনি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ না পেয়ে তিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হতেন না। উক্ত সত্তর ব্যক্তি পথিমধ্যে তাকে বলল: হে মূসা! আমরা স্বকর্ণে স্বীয় প্রভুর কালাম শুনতে চাই। তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য দাবী জানাবে। মূসা (আলায়হিস সালাম) বললেন, আমি তা করব। যখন তিনি পর্বতের নিকটে পৌঁছলেন তখন এক খন্ড মেঘ তার মাথার উপর আসল। অতঃপর তা সমগ্র পর্বতকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মূসা (আলায়হিস সালাম) পর্বতের মধ্যে চলে গেলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে তার নিকটে যেতে বললেন। আল্লাহ তাআলা যখন মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে কথা বলতেন তখন তার কপালে একটি প্রশস্ত জ্যোতি বা নূর পতিত হত। উক্ত জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি নিজের সম্মুখে পর্দা টেনে দিলেন। তার সঙ্গীগণ তার নিকটে চলে গেল, তারা মেঘের ছায়ার তলে পৌঁছে সিজদায় রত হল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাকে কোন কার্য করতে আদেশ করলেন, কোন কার্য করতে নিষেধ করলেন, বললেন এটা কর

---

৮৪৬. ইবনু আবী হাতিম, ১/১৭৩।
৮৪৭. ইবনু আবী হাতিম, ১/১৭৩।
৮৪৮. ইবনু আবী হাতিম, ১/১৭৩।

ওটা করো না। কালাম শেষ হওয়ার পর মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর মাথার উপর হতে মেঘ সরে গেল এবং তিনি সঙ্গীদের নিকট ফিরে আসলেন। তারা তাকে বলল, আমরা আল্লাহকে চর্ম চক্ষে না দেখে তোমার কথায় বিশ্বাস করব না। এতে তাদের উপর বজ্র পতিত হয়ে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিল। মূসা (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তাআলার নিকট কাকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের মধ্য হতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করেছে তজ্জন্য তুমি কি আমার অনুগামী এই সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিবে আমি যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তাদের কেউ জীবিত নেই। বানী ইসরাঈল জাতির নিকট ফিরে গিয়ে আমি তাদেরকে কী উত্তর দিব? তারা কিসের ভিত্তিতে আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কি আমাকে বিশ্বাস করবে? হে প্রভু! আমরা তোমার নিকট তওবা করছি। তিনি এরূপে আল্লাহ তাআলার নিকট কান্নাকাটি ও কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। তার দোয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনর্জীবিত করলেন। মূসা (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট বানী ইসরাঈল জাতির পক্ষে তাদের গো বৎস পূজার অপরাধ ক্ষমা করার জন্য আবেদন জানালেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করলে একমাত্র সেই অবস্থায় তাদের অপরাধের মার্জনা হতে পারে।

ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান আস সুদ্দী আল-কাবীর বলেন, বানী ইসরাঈল জাতি পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের গো-বৎস পূজার মহাপাপ হতে তওবা করার এবং আল্লাহ তাআলা তাদের সেই তওবা কবুল করার পর আল্লাহ তাআলা মূসা (আলায়হিস সালাম) কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন বানী ইসরাঈল জাতির সকল লোককে নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তারা তথায় গো বৎস পূজা এবং মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাইবে। মূসা (আলায়হিস সালাম) উক্ত নির্দেশ মুতাবিক তাদের মধ্যে হতে সত্তর জন লোককে বেছে নিজের সম্মুখে আনলেন। তারা স্বীয় অপরাধের **জন্যে ক্ষমা চাইবে এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর নিকট রওয়ানা হলেন।** অতঃপর **সুদ্দী পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।**

উপরোল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ **"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না"** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈল জাতির স্বচক্ষে আল্লাহ দর্শন সম্পর্কিত অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবীর কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সমগ্র বানী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ তাআলাকে চর্ম চক্ষে দেখার জন্য দাবী জানিয়েছিল এবং জিদ করেছিল উক্ত আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা খুব কম তাফসীরকারই বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে যাদের উপরোক্ত অযৌক্তিক জিদ ও দাবীর কথা বর্ণিত হয়েছে তারা ছিল মূসা (আলায়হিস সালাম) কর্তৃক মনোনীত ও আল্লাহর নিকট উপস্থাপিত সত্তর জন শীর্ষস্থানীয় বানী ইসরাঈল গোত্রীয় লোক। ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এই স্থলে একটি অদ্ভুত কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি উপরোক্ত সত্তর ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, তারা পুনর্জীবিত হওয়ার পর মূসা (আলায়হিস সালাম) কে বলল, ওহে মূসা, তুমি আল্লাহর কাছে যা চাও তিনি তাই তো তোমার জন্য মঞ্জুর করে থাকেন, তুমি দোয়া কর যেন তিনি আমাদেরকে নবী বানিয়ে দেন। মূসা (আলায়হিস সালাম) তাই করলেন এবং আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেন। ইমাম রাযী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর যুগে তার ভাই হারুন (আলায়হিস সালাম) অতঃপর য়ুশা' বিন নূন (আলায়হিস সালাম) ছাড়া অন্য কেউ নবীর পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এরূপ কথা জানা যায় না। আহলে কিতাবগণ আরেক

অদ্ভূত কথা বলেছে, তারা বলেছে উক্ত সত্তর ব্যক্তি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছিল, তাদের উক্ত দাবী একটা চরম ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। কারণ, স্বয়ং মূসা (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐরূপ আবেদন জানিয়ে বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সেই সত্তর জন লোক কিরূপে তা লাভ করতে পারে।

এ আয়াতের উপর আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম মন্তব্য করেছেন, "মূসা তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করার পর সে কাষ্ঠ ফলকগুলো বয়ে নিয়ে আসলেন যাতে আল্লাহ তাওরাত লিখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তারা বাছুর পূজা করছে। ফলত নিজেদেরকে হত্যা করার জন্য তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন। তারা তা পালন করল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "কাষ্ঠ ফলকগুলোতে আছে আল্লাহর কিতাব, তাতে আছে যা তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" তারা বলল, "তুমি বলছ এজন্যই কি আমরা এতে বিশ্বাস করে নিব, আল্লাহর শপথ, আমরা আল্লাহকে খোলাখুলি না দেখা পর্যন্ত এতে বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তিনি নিজেকে দেখা দেন আর বলেন, "এটা আমার কিতাব, কাজেই এটা মান্য করে চল। ওহে মূসা তিনি যেভাবে তোমার সাথে কথা বলছেন সেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না কেন?" তখন তিনি (আবদুর রহমান বিন যাইদ) আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন ﴿لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾ এবং বললেন, "কাজেই আল্লাহর গজব তাদের উপর পতিত হল, বজ্রপাত তাদেরকে আঘাত করল আর তারা সবাই মরে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দানের পর আবার জীবিত করলেন।" অতঃপর তিনি (আবদুর রহমান) আল্লাহর এ কথা পাঠ করলেন ﴿ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ এবং বললেন, "মূসা তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহর কিতাব লও, তারা বলল, 'না'।' মূসা বললেন, 'তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, "আমরা মরে গিয়েছিলাম এবং জীবন ফিরে পেয়েছি'। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাব লও, তারা বলল 'না'।' কাজেই আল্লাহ কতক ফেরেশ্‌তা পাঠালেন যারা তাদের উপর পাহাড়কে তুলে ধরল।'[৮৪৯]

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলকে পুনরায় জীবিত করার পর আল্লাহর নির্দেশাবলী মান্য করা তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু মাওয়ারদী বলেছেন যে, এ ব্যাপারে দু'টি মত আছে। প্রথম মতটি হচ্ছে এই যে, বানী ইসরাঈল যেহেতু এ সব অলৌকিক ঘটনাবলী দেখেছিল, তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করা হয়েছিল, কাজেই নির্দেশাবলী মান্য করা তাদের প্রয়োজন ছিলনা। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে যে, নির্দেশ মান্য করা তাদের জন্য আবশ্যক ছিল, কেননা কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। কুরতুবী বলেছেন, সঠিক এটাই, কারণ, তিনি বলেছেন, যদিও বানী ইসরাঈল এসব ভয়াবহ দুর্দশা ও ঘটনাবলী দেখেছিল, তার অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে আর নির্দেশাবলী পালন করতে হবে না। বরং তা পালন করাই তাদের দায়িত্ব এটা স্পষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।

৮৪৯. তাবারী ২/৮৮।

৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম, (আর বললাম) তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে বৈধ বস্তুগুলো খাও, আর মূলত তারা আমার প্রতি কোন যুল্‌ম করেনি, বরং তারা নিজেদের প্রতিই যুল্‌ম করেছিল।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

ছায়া, মান্না ও সালওয়া (কোয়েল)

যে সব দুর্দশা থেকে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করেছিলেন সেগুলো উল্লেখ করার পর যেসব অনুগ্রহ তিনি তাদের প্রতি করেছিলেন সেগুলো উল্লেখ করে বলেছেন ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ এ আয়াতে সাদা মেঘের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহ বানী ইসরাঈলদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন, যা তাদের ঘুরে বেড়ার বছরগুলোতে তাদেরকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করেছিল। পরীক্ষা সংক্রান্ত হাদীসে নাসাঈ লিখেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ঃ "বানী ইসরাঈলের ঘুরে বেড়ানোর বছরগুলোতে আল্লাহ তাদেরকে মেঘ দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন।"[৮৫০] ইবনু আবূ হাতিম বলেছেন, "ইবনু আব্বাসের বর্ণনার মত ইবনু উমার, রবী' বিন আনাস, আবূ মিযলাজ, দহ্হাক ও সুদ্দীও বর্ণনা করেছেন।"[৮৫১] হাসান এবং কাতাদাহ বলেছেন যে, ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ **"আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম।"** 'এটা ঘটেছিল যখন তারা মরুভূমিতে ছিল আর মেঘ তাদেরকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করেছিল।'[৮৫২] ইবনু জারীর বলেছেন, অনেক বিদ্বান বলেছেন যে, "আয়াতে যে ধরণের মেঘের কথা উল্লেখ করা হয়েছে "তা ছিল ঠাণ্ডা আর আমরা যে মেঘের কথা জানি তা থেকে ভাল"।[৮৫৩]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (আবূ হুযায়ফাহ) (শিবলি) (ইবনু আবী নাজীহ) (**মুজাহিদ** ...)◊ **তিনি ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ "আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম" আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, উল্লেখিত মেঘমালা আকাশে** দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না। বরং তা ছিল সেই **মেঘমালা যার মাঝে অবস্থান করে কিয়ামতের** দিনে আল্লাহ তা'আলা আগমন করবেন। পৃথিবীতে বানী **ইসরাঈল জাতি** ছাড়া অন্য কারো উপর আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত মেঘমালা দিয়ে ছায়া প্রদান করেননি। **ইবনু** জারীর ◊(আল-মুসান্না বিন ইবরাহীম) (আবূ হুযায়ফাহ)◊ থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। সাওরীসহ **অন্যান্য** তাফসীরকারক ইবনু আবী নাজীহ-এর সূত্রে মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ **তা'আলা** সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে, উক্ত মেঘমালা সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না। বরং তা এই **সকল** মেঘ হতে অধিকতর সুদৃশ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক ছিল। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। যেমন সুনায়দ তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, ◊(হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ) (ইবনু জুরায়জ) (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◊ বলেন, ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ আয়াতে যে মেঘমালার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তা ছিল আকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অপেক্ষা অধিকতর শীতল আরামদায়ক। নিম্নোক্ত আয়াতে যে মেঘমালার কথা বিবৃত হয়েছে তা ছিল সেই মেঘমালা: ﴿هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ﴾ **"এরা কি এজন্য অপেক্ষা**

---

৮৫০. নাসাঈ ৬/৪০৫।
৮৫১. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৪।
৮৫২. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৪।
৮৫৩. তাবারী ২/৯১।

করছে যে, মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন?" ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) আরও বলেন, উক্ত মেঘমালার মধ্য থেকেই বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ আগমন করেছেন। তিনি আরো বলেন, উক্ত মেঘমালা তীহ মরু প্রান্তরে বানী ইরাঈলের সাথে ছিল।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ﴾ **"তোমাদের নিকট মান্না অবতীর্ণ করেছিলাম"**। আলী বিন তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, "মান্না তাদের জন্য গাছের উপর পড়ত এবং তারা ইচ্ছে মত খেত"। আবার কাতাদাহ বলেছেন, "মান্না ছিল দুধ হতে সাদা আর মধু হতে মিষ্ট" যা বানী ইসরাঈলের জন্য বর্ষিত হত, ঠিক তুষারপাতের মত প্রত্যুষে সূর্য উঠা পর্যন্ত। সেদিনের জন্য প্রত্যেকে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারত। কারণ তা প্রয়োজনের বেশি হলে নষ্ট হয়ে যেত। ষষ্ঠ দিনে শুক্রবারে, কেউ ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনের জন্য যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ সংগ্রহ করত। সপ্তম দিন সাবাত, সেদিন কেউই রুজি সংগ্রহের জন্য বা অন্য কাজের জন্য গৃহ ত্যাগ করতনা। এ সবই ঘটেছিল তাদের ঘুরে বেড়ানোর সময়।

রাবী' বিন আনাস বলেন, المن হচ্ছে মধুর ন্যায় এক প্রকারের পানীয় যা বানী ইসরাঈলের জন্য তাদের উপর নাযিল হত, তারা সেগুলোকে পানির সাথে মিশ্রিত করে পান করত। ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 'মান্না' পাতলা রুটির ন্যায় এক প্রকারের স্বচ্ছ আহার্য।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন ইসহাক)(আবূ আহমাদ)(ইসরাঈল)(জাবির)(আমির আশ শা'বী)০ বলেন, মধু হচ্ছে সত্তর প্রকারের মান্না-এর মধ্যে হতে এক প্রকার। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, মান্না হচ্ছে মধু। কবি উমাইয়া বিন আবীস্ স্বালত-এর কবিতায় তার উল্লেখ করেছেন:

لَا بِذِي مَزْرَعٍ وَلَا مَثْمُورَا — فَرَأَى اللهُ أَنَّهُمْ بِمَضِيعِ

وَتَرَى مُزْنَهُمْ خَلَايَا وَخُورَا — فَسَنَاهَا عَلَيْهِمِ غَادِيَاتٍ

وحليبا ذا بهجة مرمورا — عَسَلًا نَاطِفًا وَمَاءً فُرَاتًا

আল্লাহ তাআলা দেখলেন তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো একস্থানে অবস্থান করছে। সে স্থানে না আছে খাওয়ার মতো কোন শস্য, না আছে কোন ফল। তাই তিনি তা (মান্না) নাযিল করলেন। তা ভোরবেলায় তাদের নিকট আসত। তাদের নিকট আগত মেঘ প্রকৃতপক্ষে মধুর চাক ছিল। তা ছিল প্রবহমান মধু, সুমিষ্ট পানি এবং মশক ভরে নেয়ার মতো সদ্য দুহিত দুগ্ধ।

মোটকথা এই যে, তাফসীরকারকগণ উক্ত শব্দে পরস্পর কাছাকছি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ এটাকে পানীয় বলে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যত বলা যায় আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈল জাতিকে বিনা পরিশ্রমের দান হিসেবে যে খাদ্য বা পানীয় অথবা অন্য কোন নিআমাত দান করেছিলেন সেটাই হচ্ছে المن (মান্ন) ।আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। আমরা যে মান্নার কথা জানি শুধু তা খেলেও খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট কারণ, তা পুষ্টিকর ও মিষ্ট। পানির সাথে মিশিয়ে তা হয়ে যায় মিষ্টি পানীয়। অন্য খাদ্যের সাথে মিলালে তার গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা মাত্র এক প্রকারেরই নয়, এর প্রমাণ এই যে:

৪৫২. (স্বহীহ): বুখারী বর্ণনা করেছেন, ০(আবূ নুআয়ম)(সুফইয়ান)(আবদুল মালিক)(আমর বিন হুরায়স)(সাঈদ বিন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ আল কামাআতু (ব্যাঙের ছাতা) মান্না জাতীয়। আর তার পানি চোখের রোগের প্রতিষেধক। ইমাম আহমাদও

এ হাদীস্র সংগ্রহ করেছেন। একদল হাদীস্র সংগ্রাহকও এটি সংগ্রহ করেছেন আবূ দাঊদ বাদে। আর তিরমিযী বলেছেন: হাদীস্রটি হাসান স্বহীহ।[৮৫৪]

৪৫৩. (হাসান স্বহীহ): তিরমিযী লিখেছেন, আবূ উবায়দাহ বিন আবুস সাফার ও মাহমূদ বিন গায়লান সাঈদ বিন আমির মুহাম্মাদ বিন আমর আবূ সালমাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ শুকনা খেজুর (এসেছে) জান্নাত থেকে আর তা বিষের প্রতিষেধক, আল কাম'আহ এক প্রকার মান্না আর তা চোখের জন্য আরোগ্য।[৮৫৫] একমাত্র তিরমিযী এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৫৬] অতঃপর তিনি বলেন, হাদীস্রটি হাসান গরীব। সানাদে মুহাম্মাদ বিন আমর সাঈদ বিন আমির থেকে এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৪৫৪. (স্বহীহ): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আহমাদ ইবনুল হাসান বিন আহমাদ আল-বাসরী আসলাম বিন সাহল কাসিম বিন ঈসা তালহাহ বিন আবদুর রহমান (দুর্বল) কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ব্যাঙের ছাতা এক প্রকার মান্না, তার রস চোখের রোগের পক্ষে উপকারী।[৮৫৭] উপরোক্ত হাদীস্রটি মাত্র একটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত সনদের অন্যতম রাবী তালহাহ বিন আবদুর রহমান হচ্ছেন তালহাহ বিন আবদুর রহমান সালমী আল-ওয়াসিতী। তার আরেক নাম আবূ মুহাম্মাদ। কেউ কেউ বলেন, উক্ত তালহাহ বিন আবদুর রহমান হলেন আবূ সুলায়মান আল মুআদ্দাব। হাফিজ আবূ আহমদ বিন আদী তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন-তালহাহ বিন আবদুর রহমান কাতাদাহ হতে অসমর্থিত অনেক কথা বর্ণনা করেন।

৪৫৫. (স্বহীহ): ইমাম তিরমিযী বলেন, মুহাম্মাদ বিন বাশাশার মুআয বিন হিশাম আমার পিতা (হিশাম) কাতাদাহ শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল ও সন্দেহ করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বলেন, ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। **এতে নবী (সাঃ) বলেন,**

الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ

ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। ওটার রস চক্ষের পক্ষে হিতকর। আর খেজুর জান্নাতের ফল, তা বিষনাশক।[৮৫৮]

ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস্রকে উপরোক্ত রাবী মুহাম্মাদ বিন বিশার গুনদার (মুহাম্মাদ বিন জা'ফার) শু'বাহ আবূ বিশর জা'ফার বিন ইয়াস শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক

---

৮৫৪. বুখারী ৪৪৭৮, ৪৬৩৯, ৫৭০৮, মুসলিম ২০৪৯, তিরমিযী ২০৬৭, সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ৬৬৬৭, ১০৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৩, রাওদুন নাদীর ৪৪৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৭৪২, স্বহীহ আল-জামি' ৪৬১৩। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

৮৫৫. তিরমিযী ২০৬৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০১৭১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৫৭৫, স্বহীহ আল-জামি' ৪১২৬। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

৮৫৬. তিরমিযী ২০৬৬, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০১৪৭১, স্বহীহ আল-জামি' ৪১২৬। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান স্বহীহ।

৮৫৭. সানাদে তালহাহ বিন আবদুর রহমান-এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল তবে মাতানটি স্বহীহ। **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্র।

৮৫৮. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৬৬৭১, আহমাদ ১১০৬১, তিরমিযী ২০৬৮, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ৮৩০৪, মিস্‌বাহুয যুজাজাহ ২/১৯২। শাহর বিন হাওশাবের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল, তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি তার থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। তবে উক্ত হাদীস্রের মাতানটি বিভিন্ন সানাদে মাহফূয ও-এর শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

ইরসাল ও সন্দেহ করেন)⟩আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩৹-এর সূত্রে এবং ৹⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩আবদুল আ'লা⟩খালিদ আল-হাযযা"⟩শাহর বিন হাওশাব⟩৹ থেকে শুধু ব্যাঙের ছাতার অংশ উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ ৹⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার-এর হাদীস্ব থেকে⟩আবূ আবদিস্ব স্বামাদ বিন আবদুল আযীয বিন আবদুস্ব স্বামাদ⟩মাতার আল-ওয়াররাক⟩শাহর⟩আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩৹ সূত্রে ইমাম নাসাঈ তার শুধু খেজুর সম্পর্কিত অংশ এবং ইমাম ইবনু মাজাহ তার ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত ও খেজুর সম্পর্কিত উভয় অংশই বর্ণনা করেছেন। তবে শাহর বিন হাওশাব যেহেতু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে হাদীস্ব শুনার সুযোগ পাননি, তাই তৎকর্তৃক আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতের সনদ منقطع (বিচ্ছিন্ন)। নিম্নোক্ত হাদীস্ব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

৪৫৬. (স্বহীহ্): ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান সঙ্কলনের ওয়ালীমাহ (বিবাহোত্তর ভোজ) পর্বে বর্ণনা করেছেন ৹⟨আলী ইবনুল হুসায়ন আদ দিরহামী⟩আবদুল আ'লা⟩সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ⟩কোতাদাহ⟩শাহর বিন হাওশাব⟩আবদুর রহমান বিন গানম⟩আবূ হুরায়রা (রাঃ)⟩৹ বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদল সাহাবীর নিকট আগমন করে তাদের একজনকে এই বলতে শুনলেন, ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। (একথা শুনে) তিনি বললেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না, এর রস চোখের পক্ষে উপকারী।[৮৫৯]

৪৫৭. (স্বহীহ্): উপরোক্ত হাদীস্ব শাহর বিন হাওশাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এবং জাবির (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ৹⟨আসবাত বিন মুহাম্মাদ⟩আল-আ'মাশ⟩জা'ফার বিন ইয়াস⟩শাহর বিন হাওশাব⟩আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) ও জাবির (রাঃ)⟩৹ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন:

اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ

ছত্রাক উদ্ভিদ হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। এর নির্যাস চক্ষু রোগের নিরাময়ক। আর খেজুর হচ্ছে জান্নাতের ফল। তা বিষনাশক।[৮৬০]

৪৫৮. (স্বহীহ্): ইমাম নাসাঈ তার সুনান গ্রন্থে ওয়ালীমাহ'র অধ্যায়ে ৹⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟩শু'বাহ⟩আবূ বিশর জা'ফার বিন ইয়াস⟩শাহর বিন হাওশাব⟩আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) এবং জাবির (রাঃ)⟩৹ তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ছত্রাক উদ্ভিদ হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। তার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।[৮৬১]

৪৫৯. (স্বহীহ্): ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইবনু মাজাহ আবার উক্ত হাদীস্বটি ৹⟨সাঈদ বিন মুসলিমের হাদীস্ব থেকে⟩তিনি আ'মাশ⟩জা'ফার বিন ইয়াস⟩আবূ নাদর⟩আবূ সাঈদ⟩৹ ইমাম নাসাঈ ৹⟨সাঈদ বিন মুসলিমের হাদীস্ব থেকে⟩আ'মাশ⟩জা'ফার বিন ইয়াস⟩আবূ নাদর⟩আবূ সাঈদ ও জাবির (রাঃ)⟩৹ নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ছত্রাক উদ্ভিদ হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। তার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।[৮৬২] ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, ৹⟨আহমাদ বিন উস্বমান⟩আব্বাস আদ দাওরী⟩লাহিক বিন স্বওয়াব⟩আম্মার বিন রুযায়ক⟩আ'মাশ⟩৹-এর সূত্রে ইমাম ইবনু মাজাহ'র ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

---

৮৫৯. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্ব।
৮৬০. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫৫ নং হাদীস্ব।
৮৬১. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্ব।
৮৬২. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্ব।

৪৬০. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে ইমাম ইবনু মারদুবিয়্যাহ আরও বলেন, ❮আহমাদ বিন উস্রমান❯আব্বাস আদ দাওরী❯হোসান ইবনুর রাবী'❯আবুল আহওয়াস❯আল-আ'মাশ❯আল-মিনহাল বিন আমর❯আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা❯আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)❯ বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَمَأَتٌ، فَقَالَ: "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট আসলেন, ছত্রাক উদ্ভিদ হাতে নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করত বললেন, ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। তার নির্যাস চক্ষুর পক্ষে হিতকর।[৮৬৩]

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন ❮আমর বিন মানসূর ❯হোসান ইবনুর রাবী'❯-এর সূত্রে। অতঃপর ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, ❮আবদুল্লাহ বিন ইসহাক❯হোসান বিন সাল্লাম❯উবায়দুল্লাহ বিন মূসা❯শায়বান❯আল-আ'মাশ❯-এর সূত্রে। অনুরূপ ইমাম নাসাঈ ❮আহমাদ বিন উস্রমান বিন হাকীম❯উবায়দুল্লাহ বিন মূসা❯-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৪৬১. অনুরূপভাবে আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর হাদীস্র থেকে যেমনটি ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম❯হামদূন বিন আহমাদ❯হাওস্রারাহ বিন আশরাস❯হাম্মাদ❯ শুআয়ব ইবনুল হাবহাব❯আনাস (রাঃ)❯ থেকে বর্ণিত, একদা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মজীদে উল্লেখিত ছিন্নমূল বৃক্ষ الشَّجَرَةِ الَّتِي اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বলেন, সম্ভবত কুরআন মজীদে উক্ত ছিন্নমূল গাছটি ছত্রাক গাছ (الْكَمْأَةُ) হবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ من الجنة، وفيها شفاء من السم

ছত্রাক গাছ হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। এর নির্যাস চোখের পক্ষে উপকারী। আর খেজুর হচ্ছে জান্নাতের ফল। তা বিষনাশক।[৮৬৪] উপরোক্ত হাদীস্রের সবটুকু উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ সালামার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তারই মাধ্যমে তার অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন। **আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।**

৪৬২. (স্বহীহ): উপরোক্ত হাদীস্রটি শাহর বিন হাওশাব ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম নাসাঈ তার সুনান গ্রন্থে 'আল-ওয়ালীমাহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, ❮আবূ বাকর আহমাদ বিন আলী বিন সাঈদ❯আবদুল্লাহ বিন আওন আল-খাররায❯আবূ উবায়দাহ আল-হাদ্দাদ❯আবদুল জালীল বিন আতিয়্যাহ ❯শাহর❯আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)❯ তিনি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ছত্রাক উদ্ভিদ হচ্ছে এক শ্রেণির মান্না। তার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।[৮৬৫]

উপরোল্লিখিত কয়েকটি রিওয়ায়াতের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাবী শাহর বিন হাওশাব সরাসরি কোন কোন সাহাবী হতে আলোচ্য হাদীস্রকে বর্ণনা করেছেন। আর তার একটি সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে শাহর বিন হাওশাব সরাসরি সাহাবীর নিকট হতে নয় বরং অপর এক রাবীর মাধ্যমে সাহাবী হতে আলোচ্য হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার (ইবনু কাস্রীরের) অভিমত এই যে, শাহর বিন হাওশাব সম্ভবত একই হাদীস্রকে কখনো সরাসরি সাহাবীর মুখে শুনে এবং কখনো অপরের মুখে শুনে বর্ণনা করেছেন। তাই তার উভয়রূপ বর্ণনাই স্বহীহ ও সঠিক। আমার এরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ এই যে, শাহর

---

৮৬৩. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্র।

৮৬৪. আহমাদ ৯৪৪৬, ইবনু আদী ২/৩৭০। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্রে 'শাজারাহ' অর্থাৎ গাছের ঘটনা ব্যতীত হাদীস্রটি হাসান। অন্যান্য মুহাক্বিবৃন্দও বলেছেন যে, পূর্বোক্ত হাদীস্রগুলোর শাওয়াহিদের ভিত্তিতে হাদীস্রটি হাসান।

৮৬৫. **দ্রষ্টব্য:** ৪৫২ নং হাদীস্র।

বিন হাওশাব একজন সত্যবাদী রাবী। তার সাথে সংশ্লিষ্ট সনদসমূহ উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। যা হোক, ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মূল হাদীসটি সাহাবী সাঈদ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে তর্কাতীতভাবে বর্ণিত রয়েছে।

আলোচ্য কোয়েল (সালওয়া) সম্পর্কে, আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "সালওয়া এক প্রকার পাখি যা দেখতে কোয়েলের মত।[৮৬৬] সুদ্দী বলেন, ∘{আবূ মালিক ও আবূ সালিহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∘ ∘{মুর্রাহ আল-হামদানী}{ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} ও অন্যান্য সাহাবী}∘ বলেন, সালওয়া দেখতে কোয়েল পাখির মত।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∘{হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ}{আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস}{কুররাহ বিন খালিদ}{জাহদম}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}∘ বলেন, আস সালওয়া হলোঃ কোয়েল পাখি। একই অভিমত বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ, শা'বী, দহ্হাক, হাসান, ইকরিমাহ এবং রাবী' বিন আনাস থেকে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।[৮৬৭] আবার ইকরিমাহ বলেছেন যে, সালওয়া জান্নাতের একটা পাখি চড়ুইয়ের মত, সে সময় একজন ইসরাঈলী এক দিনের জন্য যা যথেষ্ট হয় এমন পরিমাণ কোয়েল ধরতে পারত নতুবা রান্না করা গোস্ত নষ্ট হয়ে যেত। ষষ্ঠ দিনে শুক্রবারে ষষ্ঠ ও সপ্তম সাবাতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংগ্রহ করতে পারত, কেননা সাবাতের দিনটি ছিল ইবাদতের দিন, খাদ্য অন্বেষণের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলনা।

ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বলেন, আস সালওয়া হচ্ছে কোয়েল পাখির ভুনা গোশত। আর তা আসত শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বর্ণনা করেছেন, বানী ইসরাঈল জাতি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট নিজেদের জন্যে গোশত চাইল। আল্লাহ তাআ'লা বললেন, আমি তাদেরকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখির গোশত ভক্ষণ করাব। তিনি তাদের নিকট বায়ু প্রেরণ করলেন, এটা সাল্ওয়া নামক এক প্রকারের পক্ষীকে তাদের বাসস্থানের নিকট একত্রিত করল। السلوى হচ্ছে السماني অর্থাৎ ভারুইপাখি। উক্ত পাখি এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়ে থাকত। তাদের ঘনত্ব ও গভীরতা ছিল মাটি হতে উপরের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করলে তা যতদুর যায় ততদুর পর্যন্ত। তারা তা গোপনে পরবর্তী দিনের জন্যেও ধরে রাখত। এতে তাদের রুটি ও গোশত উভয়ই পচে যেত।

সুদ্দী বলেন, বানী ইসরাঈল জাতি তীহ মরু প্রান্তরে পৌঁছে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বললঃ এখানে আমরা জীবনধারণ করব কিরূপে? এখানে খাদ্য কোথায়? তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করলেন। তা আকাশ হতে আদা গাছের পাতায় পতিত হত। তিনি তাদের উপর সালওয়া অবতীর্ণ করেন। তা দেখতে ভরত পাখির মতো এক প্রকারের পক্ষী। তবে আকারে ভারুই পাখি অপেক্ষা কিঞ্চিত বড় হয়ে থাকে। উক্ত পাখি বানী ইসরাঈলের বাসস্থানের নিকট একত্রিত হত। তাদের মধ্যে হতে হৃষ্টপুষ্ট ও তরতাজা পাখিগুলো যবেহ করত এবং অপুষ্ট গোশতবিহীন পাখিগুলোকে ছেড়ে দিত। সেগুলো হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার পর আবার তাদের নিকট আসত। পুনরায় তারা বলল, এটিতো খাদ্য, পানীয় কোথায়? ফলে আল্লাহ তাআ'লা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার আদেশ করেন। তিনি তাই করেন। ফলে সেখান থেকে বারোটি ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। বানী ইসরাঈল জাতির বারোটি শাখার লোকেরা পৃথকভাবে উপরোক্ত বারোটি ঝর্ণার পানি পান করতে লাগল। পুনরায় তারা বলল। এটাতো হল পানীয়,

---

৮৬৬. তাবারী ২/৯৬।
৮৬৭. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৮।

এখানে ছায়া কোথায়? এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর মেঘপুঞ্জ রেখে তাদেরকে ছায়া প্রদান করলেন। অতঃপর তারা বলল, এটাতো ছায়া, পরিধেয় বস্ত্র কোথায়? ফলে এমন এক পোষাক পেল, শিশুরা যেভাবে ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাদের সে দেহের পোষাকও সেরূপে তাদের দেহ-বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকত। পক্ষান্তরে তাদের কোন পোষাকই পুরাতন হত না, বা ছিঁড়ে যেত না। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বানী ইসরাঈল জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ﴾ **"আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম"** এবং

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾

"স্মরণ কর, যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তার কওমের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর'। ফলে সেখান থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানের জায়গা চিনে নিল।"[৮৬৮] ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ ও আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও সুদ্দীর মতো বর্ণনা করেছেন।

সুনায়দ বলেন, ০(হাজ্জাজ)(ইবনু জুরায়জ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))০ বলেছেন, তীহ ময়দানে আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের জন্য এমন পোষাক তৈরী করলেন যা কখনো ছিঁড়ে যাবে না এবং ময়লা হবে না। ইবনু জুরায়জ বলেন, বানী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মান্না ও সালওয়া পরিমিত খাদ্য ব্যতীত অতিরিক্ত খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য গ্রহণ করলো। তারা জুমু'আর দিন শনিবারের জন্য তা গ্রহণ করেছিল। ফলে শনিবার দিনটি হত ফাসাদপূর্ণ একটি সকাল।

ইবনু আতিয়্যাহ বলেন, সকল মুফাসসিরের ইজমা' অনুসারে সালওয়া হচ্ছে এক প্রকারের পাখি। **তবে আল-হুযালী ভুলক্রমে বলেছেন,** সালওয়া হচ্ছে মধু। যেমনটি তিনি কবিতার মাধ্যমে উদ্ধৃতি প্রদান **করেছেন:**

وَقَاسَمَهَا بِاللهِ جَهْدًا لَأَنْتُمُ أَلَذُّ مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا أَشُورُهَا

আর সে তাকে (সেই স্ত্রীলোকটিকে) দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কসম দিয়ে বলল- আমি যখন মৌচাক থেকে সালওয়া (মধু) আহরণ করি, তখন সেটি যতটা সুস্বাদু থাকে, নিশ্চয় তুমি তারচেয়েও বেশি সুস্বাদু।

উক্ত চরণদ্বয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কবি মধুকে সালওয়া শব্দের সমর্থক মনে করেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, সর্বসম্মতরূপে সালওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে পক্ষী, এ কথা ঠিক নয়। কারণ, বিশিষ্ট তাফসীরকার ও ভাষাবিদ মুআররিজ বলেছেন,- সালওয়া অর্থ হচ্ছে মধু। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি আল-হুযালীর উপরোক্ত কবিতার চরণদ্বয় উপস্থাপিত করে থাকেন। কারণ, সালওয়া শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শান্তিদায়ক বস্তু। মধু যেহেতু একটি শান্তিদায়ক বস্তু, তাই একে সালওয়া বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে عين سلوان তৃপ্তিদায়ক ঝর্ণা। জাওহারী বলেন, السلوى শব্দের অর্থ হচ্ছে মধু। তিনিও স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে কবি হুযালীর উপরোক্ত চরণদ্বয় উল্লেখ করেছেন। السلوانة অর্থ মুক্তার দানা। মধুর সাথে বৃষ্টির পানি মিশিয়ে কোন প্রেমিক সেটি পান করলে আরবরা বলত سلا অর্থাৎ সে পানিমিশ্রিত মধু পান করেছে। কবি বলেন,

شربت على سلوانه ماء مزنة فلا وجد يد العيش يأمى ما اسلو

---

৮৬৮. সূরাহ বাকারা, ২:৬০।

আমি মধুর সাথে বৃষ্টির পানি মিশ্রণ করে তা পান করেছি। আমি যা পান করি তার আনন্দ নিশ্চয় যে কোন সুখময় জীবনের আনন্দকে হার মানিয়ে দেয়।

বৃষ্টির পানি মিশ্রিত মধুকে আরবগণ السلوان নামে অভিহিত করে থাকে। কেউ কেউ বলেন, السلوان হচ্ছে হৃদরোগে ব্যবহৃত একপ্রকার তরল ঔষধ। হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তা সেবন করে আরোগ্য পেয়ে থাকে। চিকিৎসকগণ তাকে مفرح অর্থাৎ হৃদরোগের উপশমক নাম দিয়ে থাকেন। একদল ভাষাবিদ বলেন, السماني শব্দটি যেরূপে একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়, السلوى সেরূপে একবচন বহুবচন উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ويليا শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ খলীল বলেন, السلويا শব্দটির একবচন হচ্ছে السلواة; স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় উপস্থাপন করেছেন:

وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ السَّلْوَاةُ مِنْ بلل القطر

মধুর সাথে বৃষ্টির পানি মিশালে তা যেভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, নিশ্চয়ই তোমার কথা মনে পড়লে আমার মনও সেভাবেই আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন, السلوى শব্দটি হচ্ছে একবচন। বহুবচন হচ্ছে السلاوى, উপরোক্ত উক্তিগুলো ইমাম কুরতুবী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ **"তোমাদেরকে আমি যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে পবিত্র বস্তুগুলো আহার কর।"** এ ধরণের আদেশ দ্বারা কেবল অনুমতি বুঝানো হয়েছে। ভালর দিকে পথ দেখানো। অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ **"(কিন্তু তারা আমার নির্দেশ অমান্য করে) আমার প্রতি কোন যুল্‌ম করেনি, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের উপরই যুল্‌ম করেছিল।"** অর্থাৎ 'আমরা যা তাদেরকে দিয়েছিলাম তা থেকে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর ইবাদাতের কাজ করতে (কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল)।' এ আয়াত আল্লাহর নিম্নোক্ত কথার মত ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ **"(তাদেরকে বলেছিলাম) তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"**[৮৬৯] তথাপি বানী ইসরাঈল স্পষ্ট নিদর্শন, মহা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও অসাধারণ ঘটনাবলী দেখার পরও বিদ্রোহ করল, অবিশ্বাস করল এবং নিজেদের বিরুদ্ধে জুলুম করল।

অন্যান্য সকল নাবীর সঙ্গি সাথিদের উপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গিদের মর্যাদা

এখানে অন্যান্য নাবীদের সংগীসাথীদের উপর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সংগীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনের উপর দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং ঔদ্ধত্যশূন্যতা এর অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। যদিও নাবী (ﷺ)-এর সংগীগণ তাঁর সঙ্গে সফরে ও যুদ্ধে গমন করেছেন, যেমন তাবুকের যুদ্ধে প্রচণ্ড গরম আর কষ্টের মধ্যে তারা তাঁকে কোন মু'জিযা দেখাতে বলেননি, যদিও আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা তাঁর জন্য সহজ ছিল। সাহাবীরা যখন ক্ষুধার্ত হয়েছেন, তারা তখন কেবলমাত্র নাবী (ﷺ)-কে আল্লাহর নিকট দু'আ' করতে বলেছেন যাতে তিনি খাদ্যে বরকত দেন। তাদের কাছে যে খাদ্য ছিল তারা তা একত্রিত করেছেন এবং তা নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে এসেছেন এবং তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন তাতে বরকত দেয়ার জন্য অতঃপর প্রত্যেককে কিছু খাবার নিয়ে যেতে বলেছেন আর তাতে তাদের প্রতিটি পাত্র ভর্তি হয়ে গেছে। যখন তাদের বৃষ্টির দরকার হয়েছে তখন নাবী (ﷺ) বৃষ্টি নামানোর

---

৮৬৯. সূরাহ সাবা, ৩৪:১৫।

জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছেন আর বৃষ্টির মেঘ এসে গেছে। তারা পানি পান করেছেন, উটকে পান করিয়েছেন, আর তাদের পানির মশক বোঝাই করে নিয়েছেন। তারা যখন চতুর্দিকে দেখেছেন দেখতে পেয়েছেন যে, মেঘ কেবল তাঁদের তাঁবুর উপরই বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এগুলো তাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, সেখানে যা ইচ্ছে আহার কর, দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রবেশ কর এবং বল; 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯. কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল, কাজেই যালিমদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

বিজয় লাভের পর ইয়াহূদীরা কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিদ্রোহী হয়ে গেল

জিহাদ পরিত্যাগ ও পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ না করার জন্য আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে তিরস্কার করেছেন যখন তাদেরকে তা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল যে সময় তারা মূসার সঙ্গে মিশর থেকে এসেছিল। তাদেরকে পবিত্র ভূমিতে সে সময়ে বসবাসরত অবিশ্বাসী আমালিক (কেনানী)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে চায়নি, কারণ তারা ছিল দুর্বল এবং ক্লান্ত। আল্লাহ **তাদেরকে পথ ভুলে যাওয়ার এবং ঘুরতে থাকার শাস্তি** দিলেন, যা তিনি সূরা মায়েদাহতে (৫) উল্লেখ **করেছেন। এখানে উল্লেখিত পবিত্র ভূমি"র অর্থ সম্পর্কে সঠিক মত** এই যে তা ছিল বাইতুল মাকদিস **(যেরুযালেম) যেমনটা সুদ্দী, রবী'** বিন আনাস,[৮৭০] **কাতাদাহ,** আবূ মুসলিম ইস্পাহানী এবং অন্যান্যরা বলেছেন। মূসা বললেন: ﴿يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا﴾ **"হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি আল্লাহ নির্দিষ্ট করেছেন তাতে প্রবেশ কর আর পশ্চাতে ঘুরে দাঁড়িও না।"**[৮৭১]

অবশ্য কতক বিদ্বান বলেছেন যে, পবিত্র ভূমির অর্থ জেরিকো (আরিহা) আর এ মত উল্লেখিত হয়েছে ইবনু আব্বাস ও আবদুর রহমান বিন যায়দ হতে।

চল্লিশ বছর ধরে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরা যখন শেষ হল তখন আল্লাহ ইউশা' বিন নূন (যোশুয়া)-এর সাথে এক শুক্রবারের শেষ প্রহরে বানী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমি জয় করার সাফল্য দিলেন। সেদিন কিছু সময়ের জন্য সূর্যকে অস্ত যাওয়া হতে বারিত রাখা হয়েছিল যতক্ষণ না বিজয় অর্জিত হয়। বানী ইসরাঈল যখন পবিত্র ভূমি জয় করল, তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল গেটে প্রবেশ করতে سُجَّدًا সাজদারত অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যেহেতু তিনি তাদেরকে করেছিলেন বিজয়ী, এবং তিনি তাদেরকে হারিয়ে যাওয়া ও ঘুরে মরার অবস্থা থেকে উদ্ধার করে স্বীয় ভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আউফী বলেছেন

---

৮৭০. ইবনু আবী হাতিম ১/১৮১।
৮৭১. সূরাহ মাইদাহ, ৫:২১, আর-রাযী ৩/৮২।

যে, ইবনু 'আব্বাস বলেছেন ﴿وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ **"দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রবেশ কর"** অর্থাৎ "মাথা নত অবস্থায়"।[৮৭২]

ইবনু জারীর বলেন, মুহাম্মাদ বিন বাশশার আবূ আহমাদ আয যুবায়রী সুফইয়ান আল-আ'মাশ আল-মিনহাল বিন আমর সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহর বাণী: ﴿وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ **"দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রবেশ কর"** অর্থাৎ 'একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে মাথা নত অবস্থায়।' হাকীম এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু আবী হাতিম যোগ করেছেন যে, 'আর তারা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল পেছন ফিরে।' হাসান আল-বাসরী বলেছেন যে, তাদেরকে মুখের ভরে সাজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল যখন তারা শহরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু রাযী এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। এটাও বলা হয়েছে যে, এখানে উল্লেখিত "সুজূদ"-এর অর্থ "বিনয়াবনত অবস্থা", কারণ সাজদা করতে করতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

খাসিফ বলেছেন, ইকরিমাহ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন "এখানে উল্লেখিত দরজা কিবলামুখী ছিল।" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং দহ্হাক বলেছেন যে, দরজাটি হচ্ছে ইলিয়াতে হিত্তার দরজা, যা হচ্ছে যেরুযালেমে। রাযীও সংবাদ দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ বলেছেন ওটা ছিল কিবলার দিকে একটি দরজা। খাসিফ বলেন, 'ইকরিমা বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "বানী ইসরাঈল পার্শ্বপদগুলো দিয়ে দরজায় প্রবেশ করেছিল। সুদ্দী আবূ সাঈদ আযদী আবূ কানুদ আবদুল্লাহবিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ﴿وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ **"দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রবেশ কর**।" কিন্তু তার পরিবর্তে যখন তারা প্রবেশ করেছিল তখন অবজ্ঞায় তারা মাথা উঁচু করে রেখেছিল।[৮৭৩]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ﴾ **"এবং বল, 'ক্ষমা চাই'।"** স্রাওরী আল-আ'মাশ আল-মিনহাল সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, ﴿وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও।"[৮৭৪] আতা', হাসান, কাতাদাহ ও রাবী' বিন আনাস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

দহ্হাক ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ﴾ **"এবং বল 'ক্ষমা চাই"** ন্যায়সঙ্গতভাবে। অর্থাৎ তোমরা বলবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন তা ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইকরিমাহ বলেন, তোমরা বলবে لا إله إلا الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। ইমাম আল-আওযাঈ বলেন, একদা এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তার অর্থ হচ্ছে: তোমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করো। হাসান এবং কাতাদাহ বলেছেন যে, এর অর্থ, 'বল, আমাদের ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন।'[৮৭৫]

﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ **"আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব**।" এখানে আছে আল্লাহর আদেশ পালনের পুরস্কার। এ আয়াতের অর্থ, "তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তা যদি কর্মে পরিণত কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করে দিব এবং তোমাদের সৎ কাজকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিব।" সংক্ষেপে, বিজয় লাভের পর, বানী ইসরাঈলকে কথায় এবং কাজে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তাদের পাপের কথা স্বীকার

---

৮৭২. তাবারী ২/১১৩।
৮৭৩. ইবনু আবী হাতিম ১/১৮৩।
৮৭৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৮৩।
৮৭৫. ইবনু আবী হাতিম ১৮৫।

করে ক্ষমা চাইতে এবং তাদের প্রতি রহম বর্ষণের কারণে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে বলা হল। আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝﴾

"১. যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও (ইসলামের চূড়ান্ত) বিজয়, ২. আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে, ৩. তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।"[৮৭৬]

উপরোক্ত সূরার ব্যাখ্যায় কোন কোন সাহাবী বলেন, এতে বিজয়কালে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ইন্তিকালের পূর্বাভাস প্রদান করেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)ও অনুরূপ ব্যাখা প্রদান করেন। বস্তুত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক ও শুদ্ধ। উক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা একদিকে বিজয়ের জন্য তাকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংনা বর্ণনা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং অপরদিকে তাঁর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হওয়ারও সংবাদ প্রদান করেছেন। তাই উভয় ব্যাখ্যার মাঝে কোনরূপ বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা নেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়কালে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পবিত্র মক্কায় সানিয়াতুল উলিয়া নামক পথ দিয়ে প্রবেশ করেন এবং প্রবেশকালে তিনি স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে এরূপ বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তাঁর শশ্রু মুবারক উটের পৃষ্ঠ স্পর্শ করেছিল। শহরে প্রবেশের পর তিনি আট রাকাআত স্বলাত পড়েন। তখন বেলা এক প্রহর। তাই কেউ কেউ বলেন, তা ছিল স্বলাতুদ দুহা বা চাশ্তের স্বলাত। অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, তা ছিল স্বলাতুল ফাতহ বা বিজয়ের স্বলাত। তাই তারা বলেন, মুসলিম বাহিনী কোন জনপদ অধিকার করলে তাতে প্রবেশের পর আট রাকআত স্বলাতুশ শোকর বা কৃতজ্ঞতাসূচক স্বলাত পড়া অধিনায়কের জন্য মুস্তাহাব। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের পর আট রাকআত স্বলাতুশ শোকর আদায় করেন। কেউ কেউ বলেন, আট রাকআত স্বলাতুশ শোকর একই সালামে আদায় করা উচিত। সঠিক অভিমত এই যে, আট রাকআত স্বলাত দুই দুই রাকআত ক'রে চার সালামে আদায় করা উচিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ **"কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল।"**

৪৬৩. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ⟨মুহাম্মাদ⟩⟨আবদুর রহমান বিন মাহদী⟩⟨ইবনুল মুবারাক⟩⟨মা'মার⟩⟨হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمْ، فَبَدَّلُوا وَقَالُوا: حِطَّةٌ: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ"

বানী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সাজদাহ্ অবস্থায় নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حِطَّةٌ (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এবং শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা।[৮৭৭] নাসাঈ এ অংশটি ⟨মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম⟩⟨আবদুর রহমান বিন মাহদী⟩ থেকে মাওকূফ সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে তার একটি সনদ আছে।

---

৮৭৬. সূরাহ নাসর, ১১০:১-৩।

৮৭৭. সহীহুল বুখারী ৪৪৭৯।তাহকীকঃস্বহীহ।

আল্লাহর কথা حطة (হিত্তাহ) ব্যাখ্যার ব্যাপারে নাবী (ﷺ) বলেছেন, "কিন্তু তারা বিচ্যুত হল এবং বলল "হাব্বাহ"।"[৮৭৮]

৪৬৪. (স্বহীহ): আবদুর রায্যাক বলেন, ⟪মা'মার⟫হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ⟫আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟫ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

قَالَ لِلْهِلْبَنِي إِسْرَائِيلَ: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ} فَبَدَّلُوا، وَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمْ، فَقَالُوا: حَبَّةٌ فِيشَعْرَةٍ.

আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলকে বললেন, তোমরা সাজদাহ্ অবস্থায় নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حِطَّةٌ (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এবং শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা।[৮৭৯] হাদীসটির সানাদ বুখারীও সংগ্রহ করেছেন। মুসলিম ও তিরমিযী এ হাদীসে একই বিবরণ দিয়েছেন।তিরমিযী বলেছেন হাসান-স্বহীহ।

৪৬৫. (স্বহীহ): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ⟪স্বালিহ বিন কায়সান⟫আত তাওমাহ'র মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম স্বালিহ⟫আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟫ ⟪স্বালিহ বিন কায়সান⟫জনৈক বিশ্বস্ত রাবী⟫ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟫ বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেনঃ

دَخَلُوا الْبَابَ -الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ سُجَّدًا- يَزْحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: حِنْطَةٌ فِي شُعَيْرَةٍ

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলা সিজদার অবস্থায় সদর দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে বলেন। কিন্তু তারা বসা অবস্থায় নিতম্ব ঘষতে ঘষতে ও حنطة في شعيرة (যবের মধ্যে গম কাম্য) বলতে বলতে শহরের দরজা পার হল।[৮৮০]

৪৬৬. (হাসান স্বহীহ): ইমাম আবূ দাউদ বলেন, ⟪আহমাদ বিন স্বালিহ ও সুলায়মান বিন দাউদ⟫আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⟫হিশাম বিন সা'দ⟫যায়দ বিন আসলাম⟫আতা' বিন ইয়াসার⟫আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⟫ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেনঃ

قال الله لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ}

আল্লাহ তাআলা ইসরাঈলগণকে বলেন, তোমরা সিজদার অবস্থায় নগর দ্বার অতিক্রম কর এবং বল (ক্ষমাই কাম্য)।[৮৮১] অতঃপর ইমাম আবূ দাউদ তা ⟪জা'ফার বিন মুসাফির⟫ইবনু আবী ফুদায়ক⟫হিশাম বিন সা'দ⟫ সূত্রে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

৪৬৭. (হাসান): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ⟪আবদুল্লাহ বিন জা'ফার⟫ইবরাহীম বিন মাহদী⟫আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির আল-কাযযায⟫মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আবূ ফুদায়ক⟫হিশাম বিন সা'দ⟫যায়দ বিন আসলাম⟫আতা' বিন ইয়াসার⟫আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⟫ বলেনঃ আমারা নাবী (ﷺ) এর সাথে সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিতে আমরা যাতুল হানযাল নামক পার্বত্য পথ পার হলাম। তা অতিক্রম করার সময় নাবী (ﷺ) বললেন,

---

৮৭৮. সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ৬/২৮৬।

৮৭৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/২৯১, বুখারী ৪৬৪১, মুসলিম ৩০১৫, তিরমিযী ২৯৫৬, ইবনু হিব্বান, ৬২৫১, জামিউল উসূল ৯৪৭, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ওয়া মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৭৩৯৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৮৮০. তাবারী ১০২১, ১০২২,। সানাদের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তাছাড়া-এর শাওয়াহিদ জানতে দেখুন– স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৬২৫১, বুখারী ৩৪০৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৯৮৯, মুসলিম ৩০১৫, এগুলোর মাধ্যমে উক্ত হাদীসটিকে আরও শক্তিশালী করে। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৮৮১. আবূ দাউদ ৪০০৬। **তাহকীক আলবানী:** হাসান স্বহীহ।

مَا مَثَلُ هَذِهِ الثَّنِيَّةِ اللَّيْلَةَ إِلَّا كَمَثَلِ الْبَابِ الَّذِي قَالَ اللهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

আল্লাহ তা'অলা যে নগর দ্বার সম্পর্কে বানী ইসরাঈলগণকে সিজদারত অবস্থায় অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং হিত্তুন বলতে আদেশ করেছেন আজকের রাত্রির পার্বত্য পথ অতিক্রমের ব্যাপারটি তার সমতুল্য।[৮৮২]

সুফইয়ান আস্ স্রাওরী বলেন, আবূ ইসহাক বারা' বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বারা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ সেই নির্বোধরা হচ্ছে ইয়াহুদী সম্প্রদায়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তোমরা রুকুর অবস্থায় শহরের দরজা অতিক্রম করবে এবং বলতে থাকবে حِطَّةٌ (ক্ষমাই কাম্য), কিন্তু তারা পিছন ফিরে নগর দ্বার পার হল এবং বলতে থাকল حنطة (যব মিশ্রিত লাল গমই কাম্য)। বারা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন, তাদের উক্ত রদবদলের কথাই ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ আয়াতাংশে বলা হয়েছে।

স্রাওরী বলেন, ০{সুদ্দী}{আবূ সাঈদ আল-আযদী}{আবুল কানূদ}{ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন وَقُولُوا حِطَّةٌ অর্থাৎ তোমরা বল: হিত্তুন, কিন্তু তারা বলল: হিন্তাতুন (যব মিশ্রিত লাল গমই কাম্য)। ফলে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ **"কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল"** তাদের এই পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে। আসবাত বলেন, ০{সুদ্দী}{মুররাহ}{ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ বর্ণনা করেন, বাণী ইসরাঈলগণ তাদের ভাষায় বলেছিলেন هطي سمعاتا أزبة مزبا-এর আরবীরূপ হল: حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء অর্থাৎ কালো সূতায় গাঁথা লাল গম চাই। তাদের এই রদবদলের কথাই ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ আয়াতাংশে বলা হয়েছে।

স্রাওরী বলেন, ০{আল-আ'মাশ}{আল-মিনহাল}{সাঈদ}{ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ "দরজা দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রবেশ কর" অর্থাৎ ইসরাঈলগণকে অনুচ্চ **প্রবেশদ্বার দিয়ে রুকুরত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করতে বললেন।** কিন্তু তারা তদস্থলে সম্মুখে নিতম্ব ফিরিয়ে **'হিন্তাতুন' বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করল।** তাদের এই পরিবর্তনের কথাই ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ আয়াতাংশে বলা হয়েছে। আতা', মুজাহিদ, ইকরিমাহ, দহহাক, হাসান, রাবী' বিন আনাস, ইয়াহইয়া বিন রাফি' হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়।

বিদ্বানগণ যা বলেছেন, তার সংক্ষেপ হল এই যে, বানী ইসরাঈল কথায় ও কাজে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল, বিনত মস্তকে তাদেরকে নগরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা পাছার ভরে হেঁচড়িয়ে মাথা উঁচু করে প্রবেশ করেছিল। তাদেরকে হিত্তাহ বলার

---

৮৮২. মুসনাদ আল-বায্যার ১৮১২, তিনি ০{ইসহাক বিন বুহলূল}{মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আবী ফুদায়ক}০ এর সূত্রে অনুরূপ **হাদীস বর্ণনা** করেছেন। ইমাম হায়সামী তার মাজমা' আয যাওয়াইদ (৬/১৪৪) এর মাঝে বলেন, সানাদের সকল রাবী **সিকাহ। তিনি** সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। যেহেতু সানাদটি সহীহ সেহেতু বাযযার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর শায়খ (উসতায) সিকাহ। **দেখুন– তারীখু** বাগদাদ (৬/৩৬৬), তার শায়খ শায়খায়নের রাবীদের মাঝে সত্যবাদী (২/১৪৫), যায়দ ও আতা' উপরোক্ত **হাদীসের দু'জন** তাবে'। আর তারা উভয়ে সিকাহ। সুতরাং হিশাম এককভাবে হাদীস বর্ণনায় حسن الحديث আর যায়দ থেকে **হাদীস বর্ণনায়** তিনি মানুষের মাঝে অধিক নির্ভরযোগ্য। যেমনটি আবূ দাঊদ বলেছেন। দেখুনঃ আত তাহযীব (১১-৩৯)। **তাহকীক:** এটি হাসান বা সহীহ হাদীস।

আদেশ দেয়া হয়েছিল যার অর্থ "আমাদের ভুলভ্রান্তি ও পাপ ক্ষমা করুন।" কিন্তু তারা এ আদেশকে বিদ্রূপ করেছিল আর বলেছিল 'হিন্তাহ' শস্যদানা। শা'ইরাহ্তে (অর্থাৎ যবে)। এটা ছিল তাদের চরম সীমার বিদ্রোহ ও নাফরমানি আর এজন্য আল্লাহ তাঁর রাগ প্রকাশ করলেন এবং শাস্তি দিলেন, যা সবই ছিল তাদের পাপ ও নাফরমানির ফলশ্রুতি। আল্লাহ বলেন ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ **"কাজেই যালিমদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।"** দহ্হাক বলেন, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "আল্লাহর কিতাবে যেখানেই 'রিজয' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হল "শাস্তি।"[৮৮৩] মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী, হাসান ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছেন, রিজয অর্থ: "তীব্র যন্ত্রণা"।[৮৮৪] আবুল আলীয়াহ বলেন, الرجز শব্দের অর্থ হচ্ছে: গযব। শা'বী বলেন, الرجز শব্দের অর্থ: মহামারী, শিলাবৃষ্টি। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, الرجز শব্দের অর্থ: মহামারী।

৪৬৮. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, ∝আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ⌘ওয়াকী'⌘সুফইয়ান⌘হাবীব বিন আবূ স্বাবিত⌘ইবরাহীম বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস⌘সা'দ বিন মালিক, উসামাহ বিন যায়দ ও খুযায়মাহ বিন স্বাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)⌘∝ তারা সকলে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: " الطَّاعُونُ رِجْز عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ من كَان قَبْلَكُمْ" (প্লেগ (মহামারি) হচ্ছে 'রিজয', এমন একটা শাস্তি যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।)[৮৮৫] নাসাঈও হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৮৮৬]

৪৬৯. (স্বহীহ): উপরন্তু স্বহীহাইনে লিপিবদ্ধ হয়েছে এ হাদীসের মূলকথা: " إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا" (কোন দেশে যখন প্লেগের কথা শুন, তখন সেখানে প্রবেশ করোনা)।[৮৮৭]

৪৭০. (স্বহীহ): ইবনু জারীর লিখেছেন, ∝য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা⌘ইবনু ওয়াহব⌘য়ূনুস⌘যুহরী⌘আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস⌘উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ)⌘∝ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: " إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ وَالسَّقَمَ رِجْز عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ" (এই মহা বিপদ ও রোগ (অর্থাৎ প্লেগ) একটা 'রিজয'-এর দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন জাতিকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। স্বহীহাইনে এ হাদীসের মূল কথাটি সংগৃহীত হয়েছে।[৮৮৮]

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তার কওমের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর'। ফলে তাথেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানের জায়গা চিনে নিল, (বললাম) 'আল্লাহ প্রদত্ত রিয্ক হতে তোমরা পানাহার কর এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না'।

---

৮৮৩. তাবারী ২/১১৮।

৮৮৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৮৭।

৮৮৫. ইবনু আবী হাতিম ১/১৮৬, মুসলিম ২২১৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ২৫২৩। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৮৮৬. সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ৪/৩৬২।

৮৮৭. বুখারী ৫৭২৮, মুসলিম ২২১৮, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৭৮৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬১৮, ৬১৯, স্বহীহ আল-জামি' ৬১৬, ৬১৭। **তাহকীক:** স্বহীহ।

৮৮৮. তাবারী ১০৩৭, বুখারী ৩৪৭৩, ৬৯৭৪, মুসলিম ২২১৮, ইবনু হিব্বান ২৯৫২। **তাহকীক:** স্বহীহ।

বারটি ঝর্ণা উৎসারিত হল

আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের নাবী মূসার প্রার্থনার জবাব দিয়েছিলাম যখন সে তোমাদের জন্য আমার কাছে পানি চেয়েছিল। পাথর থেকে উৎসারিত করে আমি তোমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছিলাম। পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা বের হয়েছিল। তোমাদের বারটি গোত্রের প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্ধারিত ঝর্ণা। তোমরা মান্না আর কোয়েল খেয়েছিলে আর পানি পান করেছিলে যা আমি তোমাদের জন্য সরবরাহ করেছিলাম- যার জন্য তোমাদেরকে কোন রকম চেষ্টা ও কষ্ট করতে হয়নি। কাজেই একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছিলেন। ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ﴾ **"এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অর্থাৎ** কৃতজ্ঞতার বিনিময় অবাধ্যতার কাজের দ্বারা দিওনা, কেননা তাতে অনুগ্রহ হারিয়ে যাবে। ইবনু **আব্বাস বলেছেন, "বানী ইসরাঈলের"** একটা চার কোণা পাথর ছিল যাতে মূসাকে তার লাঠি দিয়ে আঘাত **করতে বলা হয়েছিল আর ফলস্বরূপ পাথর থেকে** বারটি ঝর্ণা বের হয়েছিল, প্রত্যেক পার্শ্ব হতে তিনটি **করে। তাদেরকে কখনও তাদের এলাকার বাইরে** যেতে হয়নি, তারা একই খাবার একইভাবে **প্রথম জায়গাতেই পেত। এ বিবরণ হল সেই দীর্ঘ** হাদীসের অংশ বিশেষ যা নাসাঈ, ইবনু জারীর ও ইবনু **আবি হাতিম** পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৮৯] উক্ত রিওয়ায়াতটুকু একটি সুদীর্ঘ রিওয়ায়াতের অংশমাত্র। পূর্ণ রিওয়ায়াতটি ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনু জারীর ও ইমাম ইবনু আবী হাতিম নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মূলত তা ফিতনা সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়াতের অংশ বিশেষ। আতিয়্যাহ আল-আওফী বলেন, বানী ইসরাঈলদের জন্য গরুর মাথার মত একখন্ড পাথর তৈরী করা হয়েছিল। তা একটি গরুর পিঠে বহন করা হত। তারা কোথাও অবতরণ করলে তা নামিয়ে রাখত। তখন **মূসা (আলাইহিস সালাম) নিজ লাঠি দ্বারা** তাতে আঘাত করতেন। অমনি তা থেকে বারটি ঝর্ণা সৃষ্টি হত। পুনরায় তারা **যাত্রা আরম্ভ করলে তা আবার গরুর পিঠে তুলে নিত। তখন তার প্রস্রবণ** বন্ধ হয়ে যেত। **উসমান বিন আতা' আল-খোরাসানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলদের নিকট একখন্ড পাথর ছিল। হারুন (আলাইহিস সালাম) তা কোথাও স্থাপন করতেন। অতঃপর মূসা** (আলাইহিস সালাম) স্বীয় লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতেন। কাতাদাহ বলেন, বানী ইসরাঈলদের কাছে রক্ষিত পাথরটি তারা তুর পাহাড় হতে সঙ্গে করে এনেছিল। তারা যেখানেই যেত তা সঙ্গে নিয়ে যেত। কোথাও যাত্রা বিরতি হলে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাতে লাঠির আঘাত করে পানির প্রয়োজন মিটাতেন। প্রসঙ্গত আল্লামা যামাখশারী নিম্ন অভিমতগুলো উদ্ধৃত করেন। কথিত আছে তা একটি মর্মর পাথর ছিল। তার আয়তন এক বর্গহাত ছিল। একদল বলেন, আকৃতি ছিল মানুষের মাথার মত। অপরদল বলেন, তা জান্নাত হতে আগত একখানা পাথর ছিল। তার উচ্চতা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উচ্চতার মতই দশহাত ছিল। তাতে দুটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, স্থান দু'টি হতে আলো নির্গত হত। তা একটি গাধার পিঠে বহন করা হত। কোন বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে তার মালিক হয়ে আসছিল। এক সময়ে তা শুআয়ব (আলাইহিস সালাম)-এর অধিকারে আসে। তিনি লাঠিসহ তা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে প্রদান করেন। কেউ আবার বলেন, মূসা (আলাইহিস সালাম) যে পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করেছিলেন তা সেই পাথর। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেছেন, পাথরখানা আপনি সাথে নিন। তাতে বিশেষ গুণ নিহিত রয়েছে। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) তার মালপত্রের সাথে তাও তুলে নিলেন।

---

৮৮৯. তাবারী ২/১২০।

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী বলেন, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত الحجر শব্দের ال নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক عهدي না হয়ে শ্রেণিবাচক جنسي হলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়: তুমি তোমার লাঠি দ্বারা প্রস্তর শ্রেণিতে আঘাত কর।

হাসান আল-বাসরী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলায়হিস সালাম) কে নির্দিষ্ট কোন পাথরে আঘাত করতে বলেননি। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কুদরত ও মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর মু'জিযা অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। মূসা (আলায়হিস সালাম) যখনই স্বীয় লাঠি দ্বারা কোন পাথরে আঘাত করতেন তখনই তা হতে ঝরনা নির্গত হত। পুনরায় তাতে আঘাত করলে তা শুষ্ক হয়ে যেত। বানী ইসরাঈলরা বলল: এই পাথর হারিয়ে গেলে তো আমরা পিপাসায় মারা যাব। তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলায়হিস সালাম) কে লাঠির আঘাত না করে পাথরকে পানি প্রদানের জন্য মৌখিক নির্দেশ দিতে বললেন। তাতেও ঝরনা সৃষ্টি হবে। ফলে বানী ইসরাঈলদের আস্থা সৃষ্টি হবে। ইয়াহইয়া বিন নাদ্বর বলেন, একদিন আমি জুওয়ায়বিরকে জিজ্ঞেস করলাম– বানী ইসরাঈলদের প্রত্যেকটি শাখা নিজ নিজ ফোয়ারা কিরূপে চিনতে পারল? তিনি জবাব দিলেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) পাথরটি স্থাপন করে আঘাত হানার সময়ে বার শাখার বারজন প্রতিনিধি তার পাশে দাঁড় করাতেন। প্রস্রবণ নির্গত হওয়ার সময়ে যার গায়ে যেই প্রস্রবণের পানির ছিঁটা পড়ত সে তাকে নিজেদের প্রস্রবণ বলে জানত। তখন সে নিজ শাখার অন্যদের তা হতে পানি ব্যবহারের জন্য আহ্বান করত।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দহহাক বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈল যখন তীহ প্রান্তরে যাযাবর জীবন-যাপন করছিল, তখন আল্লাহ তাদের জন্য পাথর হতে ঝরনা প্রবাহিত করেন। সুফইয়ান আস স্বাওরী বলেন, {আবূ সাঈদ}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বর্ণনা করেনঃ বানী ইসরাঈলদের জন্য পাথর হতে ঝরনা প্রবাহিত হত তীহ প্রান্তরে। মূসা (আলায়হিস সালাম) নিজ লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করতেন। অমনি বারটি ঝরনার সৃষ্টি হত। বার গোত্রের প্রত্যেকের জন্য একেকটি ঝরণা নির্ধারিত ছিল। তারা ওটা হতে পানি পান করত। মুজাহিদও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

এ কাহিনী সূরা আ'রাফের উল্লেখিত কাহিনীর মতই যদিও ঐ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা আ'রাফে আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বানী ইসরাঈলের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ (থার্ড পারসন) ব্যবহার করেছেন এবং যা দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মাদীনায় অবতীর্ণ এই সূরা বাকারায় আল্লাহ বানী ইসরাঈলের প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত করে কথা বলেছেন। সূরা আ'রাফে আল্লাহ আরো বলেছেন: ﴿فَانۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ اثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنًا﴾-**এর ফলে তাথেকে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত হল।**[৮৯০] পানি যখন বের হতে শুরু করল তখন প্রথম কী ঘটেছিল তার বর্ণনা দিয়ে সূরা বাকারার আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে কী ঘটেছিল অর্থাৎ পানি যখন পূর্ণ শক্তিতে উৎসারিত হচ্ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দশটি বর্ণনাগত পার্থক্য বিদ্যমানঃ তার কোনটি শব্দগত ও কোনটি অর্থগত। আল্লামা যামাখশারী নিজ তাফসীরে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। উভয় আয়াতে একই ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক আয়াতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানের আধার।

৮৯০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬০।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ

৬১. স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কক্ষনো ধৈর্য ধারণ করব না, কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দু'আ' কর, তিনি যেন ভূমি হতে উৎপাদিত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন'। মূসা বললঃ 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও, তবে কোন নগরে প্রবেশ কর; তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে'।

বানী ইসরাঈল মান্না ও সালওয়ার (কোয়েলের) চেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য পছন্দ করেছিল

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলাম মান্না ও কোয়েল, একটা উত্তম, পবিত্র, উপকারী ও সহজলভ্য খাদ্য। আর তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তার জন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতার কথাও স্মরণ কর। মনে কর কিভাবে তোমরা মূসাকে বললে এই উত্তম খাদ্যের বদলে শাকসবজি ইত্যাদির মত খাদ্য দিতে।" হাসান বাসরী বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেছেন, "তাদেরকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হত তাতে তারা বিরক্ত ও অধৈর্য্য হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের আগের জীবন যাপনের কথা মনে করছিল যখন তাদের খাদ্যে থাকত মসূর ডাল, পিঁয়াজ, রসূন ও বিভিন্ন শাক। তারা বলল: ﴿يَٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ "**হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কক্ষনো ধৈর্য ধারণ করব না, কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দু'আ' কর, তিনি যেন ভূমি হতে উৎপাদিত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।**" তারা বলেছিল ﴿عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ﴾ "**একই রকম খাদ্য**" অর্থাৎ, মান্না ও সালওয়া (কোয়েল), কারণ তারা একই খাবার খেত দিনের পর দিন। আয়াতে ডাল, পিঁয়াজ, রসুন ও শাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ সবগুলো জানাশোনা খাবার। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَفُومِهَا﴾ আর ফুম, ইবনু মাসউদ এটাকে পড়েছেন সুম (রসুন)। আবার ইবনু হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, ফুম অর্থ: রসুন। তিনি আরো বলেছেন আগের লোকেদের ভাষায় "ফুমু লানা" কথাটির অর্থ, "আমাদের জন্য সেঁকে দিন।' ইবনু জারীর বলেন, "এটা যদি সত্য হয়, তাহলে "ফুম" ঐ সকল শব্দের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর উচ্চারণ বদলে গেছে, 'ফা' অক্ষরটি "ছা" অক্ষর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কারণ এগুলো শুনতে একই রকম।"[৮৯১] আল্লাহই ভাল জানেন।অন্যেরা বলেছেন, 'ফুম' হচ্ছে গম যা দিয়ে রুটি তৈরী হয়। বুখারী বলেছেন, "তাদের কতক বলেছেন ফুম যাবতীয় শস্যদানা বুঝায় যা খাওয়া হয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨ইউনুস বিন আবদুল আ'লা⟩⟨ইবনু ওয়াহব⟩⟨নাফি' বিন আবূ নুআয়ম⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ (নাফি') বলেন, একদা এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট জিজ্ঞেস করল وَفُومِهَا অর্থ কী? তিনি জবাবে বললেন: গম। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি উহায়হাহ ইবনুল জাল্লাহ'র নিম্নোক্ত চরণ দুটি শুনালেন:

৮৯১. তাবারী ২/১৩০।

قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فوم

আমি মানুষকে একটি মাত্র লোকের সাহায্যে সম্পদশালী করে দিতাম। লোকটি গমের চাষ ত্যাগ করে শহরে এসেছিল।

ইবনু জারীর বলেন, ০(আলী ইবনুল হাসান)(মুসলিম আল-জুরামী)(ঈসা বিন য়ূনুস)(রিশদীন বিন কুরায়ব)(তার পিতা (কুরায়ব))(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))০ থেকে বর্ণনা করেন, বানী হাশিমের ভাষায় وَفُوْمِهَا অর্থ: গম। আলী বিন তালহাহ দ্বহ্হাক এবং ইকরিমাহ থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। মুজাহিদ ও আতা' হতে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেন وَفُوْمِهَا অর্থ গমের আটার রুটি। হুশায়ম বলেন, ০(য়ূনুস)(হাসান ও হুসায়ন)(আবূ মালিক)০ বলেন, وَفُوْمِهَا অর্থ গম। সুদ্দী, হাসান আল-বাস্রী, কাতাদাহ,আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম প্রমুখও তার উক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন। আল-জাওহারী বলেন, الفوم অর্থ গম। ইবনু দুরায়দ বলেন, الفوم অর্থ শস্যের ছড়া বা ফল। আতা' ও কাতাদাহ হতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন, যে সকল শস্য হতে রুটি হয় তাকে فوم বলা হয়।

আল্লাহর কথা: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ﴾ **"মূসা বললঃ 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও।"** নিকৃষ্ট খাদ্য চাওয়ার জন্য ইয়াহূদীদের সমালোচনা করা হয়েছে যদিও তারা সুস্বাদু, উপকারী এবং পবিত্র খাদ্য খেয়ে সহজ জীবন যাপন করছিল।" আল্লাহ বললেন, ﴿اِهْبِطُوْا مِصْرًا﴾ **"তবে কোন নগরে প্রবেশ কর"** অর্থাৎ "যে কোন শহর" যেমনটি ইবনু আব্বাস বলেছেন।[৮৯২] ইবনু জারীর সংবাদ দিয়েছেন, আবূ আলিয়াহ ও রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, আয়াতটি মিসরকে বুঝাচ্ছে, ফিরআউনের মিসর।[৮৯৩]

ইবনু জারীর বলেন, مصر শব্দটিকে منصرف হিসেবে تنوين সহকারে পড়লেও এর তাৎপর্য ফিরাউনের মিশর হতে পারে। কারণ, সূরা দাহরের অন্তর্গত قواريرا শব্দটি মূলত غير منصرف হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মাজীদের মূল সঙ্কলনে তা তানবীনযুক্ত অবস্থায় লিখা আছে বলে আমরা সকলেই তদ্রূপ পাঠ করি। مصر শব্দটিকেও সেই একই কারণে منصرف রূপে পাওয়া যেতে পারে।

সত্য এটাই যে, আয়াতটি যে কোন শহর বুঝাচ্ছে যেমন ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন।কাজেই বানী ইসরাঈলের প্রতি মূসার কথার অর্থ হল, "তোমরা যে জিনিস চাচ্ছ তা সহজলভ্য, কারণ তা প্রচুর পরিমাণে যে কোন শহরে পাওয়া যায়, যেখানে তোমরা যেতে পার, তোমরা যা চাচ্ছ যেহেতু তা সকল গ্রাম ও শহরেই পাওয়া যায়, কাজেই তা পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহকে বলবনা, বিশেষভাবে এই কারণে যে, তা নিকৃষ্ট খাদ্য।" এজন্য মূসা তাদেরকে বললেন: ﴿أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ﴾ **"তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে বদল করতে চাও, তবে কোন নগরে প্রবেশ কর; তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে।"** যেহেতু তাদের অনুরোধ করাটা ছিল বিরক্তি ও ঔদ্ধত্যের ফল, আর যেহেতু তা পূর্ণ করার কোন প্রয়োজন ছিলনা, কাজেই তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হল। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

৮৯২. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৪।
৮৯৩. তাবারী ২/১৩৪।

৬১. এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত করা হল ও তারা আল্লাহ্র কোপে পতিত হল। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

ইয়াহূদীদের অপমান ও দুর্দশার কবলগ্রস্ত হওয়া

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ এ আয়াতটি জানাচ্ছে যে, বানী ইসরাঈল অবমাননার কবলে পতিত হয়েছিল আর তা চলতেই থাকবে, অর্থাৎ কক্ষনো শেষ হবে না। তারা যাদের সাথে কাজ-কারবার করবে তাদের কাছেই অপমানিত হতে থাকবে, সাথে সাথে তারা অপমানের অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকবে। হাসান মন্তব্য করেছেন, "আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছেন, তারা কোন উদ্ধারকারী পাবেনা। আল্লাহ তাদেরকে মুসলিমদের পদতলে রেখেছিলেন যে মুসলিমরা এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিল যখন অগ্নিপুজকরা (জোরাস্ট্রিয়ানরা) ইয়াহূদীদের নিকট হতে জিয্ইয়া (ট্যাক্স) আদায় করছিল।[৮৯৪] আবার আবূ আলিয়াহ রবী' বিন আনাস এবং সুদ্দী বলেছেন যে, আয়াতে ব্যবহৃত দুর্দশা দ্বারা দারিদ্র বুঝানো হয়েছে।[৮৯৫] আতিয়্যাহ আল-আউফী বলেছেন যে, দুর্দশা মানে ট্যাক্স প্রদান।[৮৯৬]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ﴾ সম্পর্কে দহ্হাক বলেন যে, "তারা আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধের হকদার হয়ে গেল।"[৮৯৭] আবার ইবনু জারীর বলেছেন,এর অর্থ: "তারা প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল, যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْٓأَ بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ﴾ "আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপের বোঝা বহন কর" অর্থাৎ আমার স্থলে তুমি আমার ও তোমার পাপ বহন করে শেষ করবে। এভাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, "তারা আল্লাহ্র রাগ নিয়ে ফিরে গেল, "আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ তাদের উপর পতিত হল, তারা আল্লাহর রাগের হকদার হয়ে গেল।"

আল্লাহর বাণী: ﴿ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ "তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং নাবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত।" 'এটা এমন একট বিষয় যা দিয়ে আমি বানী ইসরাঈলকে পুরস্কৃত করেছিলাম ঃ অপমান ও দুর্দশা।' আল্লাহর রাগ যা বানী ইসরাঈলের উপর পতিত হয়েছিল তা ছিল তাদের অর্জিত অপমানের একটি অংশ। এর কারণ ছিল তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান, আল্লাহর আয়াতে অবিশ্বাস এবং আল্লাহর আইনের বাহক অর্থাৎ নাবী ও তাঁদের অনুসারীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। বানী ইসরাঈল রসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এমনকি তাদেরকে হত্যা করেছিল। সত্যি, আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাস করা এবং আল্লাহর নাবীগণকে হত্যা করার চেয়ে জঘন্য আর কোন পাপ আর নেই।

---

৮৯৪. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৫, ১৯৬।
৮৯৫. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৬।
৮৯৬. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৬।
৮৯৭. তাবারী ২/১৩৮।

কিব্‌র-এর অর্থ

৪৭১. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে স্বহীহ গ্রন্থে লিখিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, " الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وغَمْطُ النَّاسِ।" (কিব্‌র অর্থ সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষের অমর্যাদা (তুচ্ছ জ্ঞান) করা।[৮৯৮]

৪৭২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, (ইসমাঈল)(ইবনু আওন)(আমর বিন সাঈদ)(হুমায়দ বিন আবদুর রহমান)(ইবনু মাসঊদ (রাঃ)) বর্ণনা করেন, আমার জন্য নাবী (ﷺ)-এর গোপন আলোচনা শোনার অনুমতি ছিল। একদিন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর নিকট মালিক বিনমুর্রাহ আর রাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন নাবী (ﷺ)-এর সাথে আলোচনায় রত ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর শেষ কথাটি শুনতে পেলাম। মালিক বিন মুর্রাহ বলছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বিপুল সংখ্যক উট প্রদান করেছেন। কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ হতে দুটি জুতার ফিতা পরিমাণ নগণ্যতম সম্পদ বেশি পাবে তা আমি পছন্দ করিনা। আমার এই মানিসকতা কি (খোদাদ্রোহিতা) হবে? নাবী (ﷺ) বলেন, لَا لَيْسَ ذَٰلِكَ مِنَ الْبَغْيِ، وَلَٰكِنَّ الْبَغْيَ مَنْ بَطَرَ -أَوْ قَالَ: سَفِهَ الْحَقَّ-وغَمط النَّاسَ না তা খোদাদ্রোহিতা নয়, কিন্তু البغي হল بطر বা সত্যকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।[৮৯৯] বানী ইসলাঈলগণকে এই অপরাধে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত করা হয়েছে এবং পরকালের চরম লাঞ্ছনাও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

আবূ দাঊদ আত তায়ালিসী বলেন, (শু'বাহ)(আল -আ'মাশ)(ইবরাহীম)(আবূ মা'মার)(আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)) হতে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলগণ দিনের প্রথমভাগে তিনশত নাবী হত্যা করে দিনের শেষভাগে মহানন্দে শাক সব্জীর হাট বসাত।[৯০০]

৪৭৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ লিখেছেন, (আবদুস্ব স্বামাদ)(আবান)(আস্বিম)(আবূ ওয়াইল)(আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এমন লোককে যাকে কোন নাবী হত্যা করেছেন কিংবা যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে, অন্যায়কারী শাসককে এবং যে মৃতকে বিকৃত করে।[৯০১]

আল্লাহর বাণী: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ **"অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল।"** আরো একটি কারণ যে জন্য বানী ইসরাঈলকে এভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, তারা নাফরমানি করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। নাফরমানি হচ্ছে যা নিষিদ্ধ তা করা আর সীমালঙ্ঘন হচ্ছে জায়েয ও নাজায়েযের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

৮৯৮. মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৯। **তাহক্বীক:** স্বহীহ। পূর্ণাঙ্গ হাদীস্ব পরবর্তীতে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

৮৯৯. আহমাদ ৩৬৪৪, গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীস্বুল হালাল ওয়াল হারাম ১১৪। শায়খ শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্ব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

৯০০. সিলসিলাহ দঈফাহ ১১/৮১৩, মাওসূআতুল আলবানী ফিল আক্বীদাহ ৮/১৪৩। তিনি বলেন, সানাদটি স্বহীহ, আবূ দাঊদ আত তায়ালিসীর সানাদটি প্রমাণিত কিন্তু তিনি তা তার মুসনাদে উল্লেখ করেননি। কেননা সেটি তার শর্তে পড়ে না। সেটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যদি তাঁর থেকে স্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েও থাকে তবে তা ইসরাঈলী বর্ণনা যা বাতিল ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপকৃত বর্ণনা।

৯০১. আহমাদ ৩৮৫৮, জামিউল উসূল ২৯৫৭, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৮১, মুসনাদ আল-জামি' ৯৪২৭, স্বহীহ আল জামি' ১০০০, আল-জামিউস্ব স্বাগীর ১০০২। তাছাড়া উক্ত হাদীস্বটির একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান।

৬২. **নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন– যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

চিরকালই ঈমান ও সৎ কাজ মানেই মুক্তি

যারা তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর নিষেধাবলিতে জড়িয়ে পড়ে এবং নিষিদ্ধ কাজ করে সীমালঙ্ঘন করে তাদের অবস্থা ও শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ বলেছেন যে, অতীতের জাতিরা যারা ধার্মিক ও অনুগত ছিল তারা তাদের সৎকাজের পুরস্কার পেয়েছিল। পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত এ নিয়ম চলবে। কাজেই যারাই নিরক্ষর রসূল ও নাবীকে অনুসরণ করবে, তারাই অনন্ত সুখ লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে এ সম্পর্কে তাদের কোন ভয় থাকবেনা, এবং অতীতে যা হারিয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ থাকবেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেন: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾ **"জেনে রেখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।"**[৯০২] ফেরেশ্তাগণ মৃত্যুমুখী ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, যেমন উল্লেখিত হয়েছে

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾

"যারা বলে– আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর (সে কথার উপর) সুদৃঢ় থাকে, ফেরেশতারা তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় আর বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না, আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার ওয়া'দা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।"[৯০৩]

৪৭৪. (দুর্বল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(ইবনু আবী উমার আল-আদানী)(সুফইয়ান)(ইবনু আবী নাজীহ)(মুজাহিদ)(................)(সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))৹ বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ دِينٍ كُنْتُ مَعَهُمْ، فذكرتُ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

আমি আমার পূর্ব ধর্মাবলম্বীদের পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করে তাদের নামাজ ও ইবাদাতের কথা করলাম। ফলে এর জবাবে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন– যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে......।"** (আয়াতের শেষে পর্যন্ত)। সুদ্দী বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا......الخ﴾ সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের পরিণতি জানার জন্য নাবী(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট আরয করিলেন এবং তাদের সংবাদ তাঁকে দিলেন যে, তারা স্বলাত পড়ত, রোযা রাখত ও আপনার প্রতিঈমান রাখত এবং সাক্ষ্য দিত যে অতিশিঘ্রই ভবিষ্যতে আপনি আগমন করবেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, يَا سَلْمَانُ، هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ হে সালমান! তারা দোযখবাসী হবে। এতে সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বিষন্ন হয়ে পড়িলেন। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল।[৯০৪]

---

৯০২. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৬২।

৯০৩. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৩০।

৯০৪. মুজাহিদ ও সালমান আল-ফারিসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মাঝে ইনকিতা' হওয়ার কারণে সানাদটি দুর্বল। যেমনটি এসেছে জামিউত তাহসীল (৩৩৬, ৩৩৭ পৃ.), হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী আল-উজাব গ্রন্থে (১/২৫৬) বলেন, ইবনু আবী হাতিম একটি স্বহীহ সানাদে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে ইনকেতার ব্যাপারে সতর্ক করেননি। **তাহকীক: দঈফ।**

আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পর হতে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল বানী ইসরাঈল তাওরাত কিতাব ও মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ মেনে চলেছে তারা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজাত পাবে। অতঃপর যে সকল বানী ইসরাঈল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইঞ্জীল ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সুন্নাহ মেনে চলেছে তারাও মু'মিন এবং নাজাতপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে বানী ইসরাঈলদের যে সকল লোক তাদের সমসাময়িক কালে আসমানী কিতাব ও নাবীর উপর ঈমান আনেনি তারা কাফির এবং আযাবপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর সায়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির যারা তাঁর উপর ঈমান এনে কুরআন ও সুন্নাহ'র অনুসরণ করে চলবে, তারাই কেবল মু'মিন ও নাজাতপ্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যারা তা অস্বীকার করবে তারা কাফির এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইবনু আবী হাতিম বলেন,সাঈদ বিন জুবায়র হতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

মু'মিন বা বিশ্বাসী'র অর্থ

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব**: এ আয়াতের সাথে কোন বিরোধ রাখে না যে, 'আলী বিন আবী তালহাহ্ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন– যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে"**[৯০৫] এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, পরবর্তীতে আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ **"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে।"**[৯০৬] ইবনু আব্বাসের এ উক্তি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ কোন আমাল বা কাজ গ্রহণ করেন না যা মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানোর পর। এর পূর্বে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় নাবীর নির্দেশের অনুসরণ করেছে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে, সঠিক পথ নির্দেশের অনুসরণ করেছে এবং মুক্তি পেয়েছে।

ইয়াহূদীদেরকে "ইয়াহূদ" বলা হয়

ইয়াহূদীরা মূসা নাবীর অনুসারী, যারা তাওরাত অনুসারে বিচারকার্য চালাত। ইয়াহূদ শব্দটির অর্থ "অনুশোচনাকারী" যেমন মূসা বলেছেন, ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ **"নিশ্চিতই আমরা আপনার নিকট হুদনা করেছি"** অর্থাৎ আমরা আপনার নিকট অনুশোচনা করছি। এখেকে বুঝা যায় তাদেরকে প্রথমে ইয়াহূদ বলা হত কারণ তারা অনুশোচনা করেছিল এবং তারা পরস্পর দয়াপরবশ ছিল। এটাও বলা হয়েছে যে, নাবী ইয়া'কূবের বড় ছেলে ইয়াহূদা (Judah)র সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তাদেরকে ইয়াহূদ বলা হত। আবূ আমর ইবনুল আলা' বলেছেন যে, তারা তাওরাত পাঠের দ্বারা মানুষের উপর শাসন চালাত। এ জন্য তাদেরকে ইয়াহূদ বলা হত।

---

৯০৫. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৮।
৯০৬. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৮৫।

খৃষ্টানদেরকে নাসারা বলা হত কেন?

ঈসাকে যখন পাঠানো হল, তখন বানী ইসরাঈলের উপর দায়িত্ব বর্তালো তাঁর অনুসরণ করা ও তাঁকে মান্য করা। ঈসার অনুসারী ও সঙ্গিদেরকে নাসারা বলা হয় কারণ তারা একে অন্যের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন যোগাত। তাদেরকে আনস্বার (সাহায্যকারী)ও বলা হয় যেমন বলেছেন, ﴿مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ﴾ **"আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?' হাওয়ারীরা উত্তরে বলেছিল- 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী (হব)।"**[৯০৭] এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে "নাসারা" বলা হত কারণ তারা নাসিরা (নাজারেথ) নামক স্থানে বাস করত, যেমনটা কাতাদাহ, ইবনু জুরাইয ও ইবনু আব্বাস বলেছেন বলে জানানো হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন। নাসারা কথাটি নিশ্চিতভাবে নাসরান-এর বহুবচন। যেমন نشاوى শব্দটির বহুবচন نشوان অনুরূপ سكارى শব্দটির বহুবচন سكران ব্যবহার হয়। আর মহিলাদেরকেও نصرانة বলা হয়ে থাকে যেমন কবি বলেন,

نَصْرَانَةٌ لَمْ تَحَنَّفِ

আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সর্বশেষ নাবী ও রসূল করে সকল আদম সন্তানদের নিকট পাঠালেন তখন মানুষ জাতির কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাকে মান্য করা, আর তিনি যা করতে নিষেধ করলেন তা থেকে বিরত থাকা। যারা এসব করে তারা প্রকৃত মু'মিন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে তাঁদের ঈমানের গভীরতা ও দৃঢ়তা এবং সকল পূর্ববর্তী নাবী ও গায়বের প্রতি বিশ্বাসের কারণে মুমিনীন (বিশ্বাসীগণ) নামে ভূষিত করা হয়।

আবুল আলিয়া, রাবী' বিন আনাস, আবুশ শা'স্বা', জাবির বিন যায়দ ও দহ্‌হাক বলেন, সাবেঈনরাও আহলে কিতাবের একটি শাখা। তারা দাউদ (আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ 'যাবূর' কিতাব তিলাওয়াত করে। এ ব্যাখ্যার আলোকেই ইমাম আবূ হানীফাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন, সাবেঈদের জবাই করা গোশত খাওয়া ও তাদের কন্যাকে বিবাহ করায় কোন অসুবিধা নেই। মুতার্রিফের বরাত দিয়ে হিশাম **বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, একদা আমরা হাকাম** বিন উতবাহর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন কূফার **এক ব্যক্তি বললেন যে, হাসান আল-বাস্বরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন,** সাবেঈগণ অগ্নিপূজকদের মতই এক **সম্প্রদায়। এটা শুনে হাকাম বললেন,** আমি কি ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট এটা বর্ণনা করিনি? আবদুর **রহমান** বিন মাহদী **বলেন,** মুআবিয়্যাহ বিন আবদুল কারীম হাসান আল-বাস্বরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, তারা ফেরেশতা উপাসক সম্প্রদায়।

ইবনু জারীর বলেন, ◊[মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা][মু'তামির বিন সুলায়মান][তার পিতা (সুলায়মান বিন তারখান)][হাসান আল-বাস্বরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]◊ বলেন, একদা কূফার শাসনকর্তা যিয়াদের নিকট বলা হল, সাবেঈগণ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত পড়ে। তাই তাদের জিযয়া কর প্রত্যাহার করা হোক। তা শুনে তিনি জিযয়া প্রত্যাহারের ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তার নিকট খবর আসলো যে, তারা ফেরেশতা উপাসক সম্প্রদায়। আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, সাবেঈগণ ফেরেশতার পূজা করে, 'যাবূর' তিলাওয়াত করে ও কিবলামুখী হয়ে স্বলাত পড়ে। কাতাদাহ হতে সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][ইবনু আবী যিনাদ][তার পিতা (আবূ যিনাদ)]◊ বলেন, সাবেঈগণ ইরাকের নিকটবর্তী 'কূস্বা' নামক স্থানের অধিবাসী। তারা সকল নবীর উপর ঈমান রাখে, বৎসরে ত্রিশদিন রোযা রাখে ও প্রতিদিন পাঁচবার ইয়ামান দেশের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করে।

---

৯০৭. সূরাহ স্বাফ, ৬১:১৪।

একদা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ'র নিকট সাবেঈদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তারা একত্ববাদী। তাদের নিকট আমল করার কোন কিতাব নেই। তথাপি তারা কোন কুফরী করে না। আবদুর রহমান বিন যায়দ হতে আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব বর্ণনা করেন, সাবেঈরা 'মাওস্লিল' দ্বীপের অধিবাসী এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং তারা উচ্চারণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, অর্থাৎ তারা একত্ববাদী। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, এই বাক্যটিই কেবল তারা জানে ও মানে। তারা কোন নাবী বা আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে না। তাদের এই একত্ববাদের সাথে মুসলমানের সাদৃশ্যের কারণে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে সাবেঈ বলত।

সাবিউন বা সাবীঈগণ

সাবীঈগণের পরিচিতির ব্যাপারে মতভেদ আছে, সুফইয়ান সাউরী বলেছেন, লাইস বিন আবূ সুলাইম বলেছেন যে মুজাহিদ বলেছেন, "সাবীঈগণ মাজূস, ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের বিশেষ কোন ধর্ম নেই।"[৯০৮] ইবনু আবী নাজিহ হতেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে।[৯০৯] আতা' এবং সাঈদ বিন জুবাইরের প্রতিও একই কথা আরোপ করা হয়।[৯১০] তাঁরা (অন্যান্যরা) বলেন যে, সাবীঈগণ আহলে কিতাবদের একটি ফিরকা। যারা যাবূর (ধর্মসঙ্গীত) পড়ত, অন্যরা বলেন যে, তারা ঐ সব লোক যারা ফেরেশতা অথবা নক্ষত্রের পূজা করত। মনে হয় সত্যের নিকটবর্তী অভিমত হচ্ছে আল্লাহই ভাল জানেন, মুজাহিদ আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা একমত যেমন ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ-এর কথা যে, সাবীঈরা ইয়াহূদীও নয়, খৃষ্টানও নয় এবং মাজূসও নয় আবার, বহু ঈশ্বরবাদীও নয়; বরং তাদের বিশেষ কোন ধর্ম ছিলনা যা তারা অনুসরণ ও কার্যকরী করত, কারণ তারা স্বাভাবিক ধর্মের (সহজাত প্রবৃত্তির) উপর জীবন-যাপন করত। এজন্য যারাই ইসলাম গ্রহণ করত পৌত্তলিকরা তাদেরকেই 'সাবীঈ' বলত। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্ম ত্যাগ করেছে। কতক বিদ্বান বলেছেন, সাবীঈ তারাই যাদের কাছে কক্ষনো কোন নাবীর বাণী পৌঁছেনি। আল্লাহই ভাল জানেন।

৬৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যেন তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার'।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. এরপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যেতে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

---

৯০৮. তাবারী ২/১৪৬।
৯০৯. তাবারী ২/১৪৬।
৯১০. ইবনু আবী হাতিম ১/১৯৯।

ইয়াহূদীদের থেকে ওয়া'দা গ্রহণ

আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের অঙ্গীকার, তাদের ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। একমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাস কোন অংশি ছাড়াই এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে যা তিনি তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেছেন যে, যখন তিনি তাদের নিকট হতে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের মাথার উপর পর্বতকে তুলে ধরেছিলেন যাতে তারা আল্লাহর প্রতি দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ় করে এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে তা পালন করে। এজন্য আল্লাহর কথা

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"স্মরণ কর, আমি যখন পাহাড়কে বানী ইসরাঈলদের উপর তুলে ধরলাম তা যেন একটা সামিয়ানা। তারা ভাবল, ওটা তাদের উপর বুঝি পতিত হবে। (এমত অবস্থায় তাদেরকে বললাম) 'তোমাদেরকে যা দিলাম তা শক্তভাবে ধারণ কর আর তাতে যা আছে তা মনে রেখ, যাতে তোমরা তাক্বওয়া লাভ করতে পার।"[৯১১] এখানে সে পর্বতের কথা বলা হয়েছে তা হল তূর পর্বত। সূরা আ'রাফে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যার তাফসীর করেছেন ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আতা', ইকরিমা, হাসান, দাহ্হাক, রবী' বিন আনাস এবং অন্যান্যরা।[৯১২] এটা বেশি সুস্পষ্ট। আরেকটি বিবরণ আছে যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "যে পর্বতের উপর তৃণলতা জন্মে তাকে তূর বলা হয়, তৃণলতা না জন্মিলে তাকে তূর বলা হয়না।" পরীক্ষা সংক্রান্ত হাদীসে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যখন তারা (ইয়াহূদীরা) মানতে অস্বীকার করল, আল্লাহ তাদের মাথার উপর পর্বতকে তুলে ধরলেন যাতে তারা মান্য করে।" সুদ্দী বলেন, তারা সিজদা করতে অসম্মত হলে আল্লাহ পর্বতকে তাদের উপর নিপতিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পর্বত তাদেরকে প্রায় আবৃত্ত করে ফেলল। তখন তারা সিজদায় পড়ে গেল। তারা দেহের এক পার্শ্ব মাটিতে রেখে সিজদা করছিল ও অন্য পার্শ্ব উপরের দিকে রেখে পতনোন্মুখ পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলেন। তাদের উপর হতে পর্বত অপসারণ করলেন। তখন তারা বলল আল্লাহর কসম যে সিজদার ফলে গযব ও আযাব অপসৃত হল কোন সিজদাই আল্লাহর নিকট সেটি হতে প্রিয় হতে পারে না। তাই এখনও তারা সেরূপেই সিজদা করে থাকে। এ ঘটনাই ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে।

হাসান আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ **"আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর"** অর্থাৎ তাওরাত।[৯১৩] মুজাহিদ বলেছেন, আয়াতটি নির্দেশ করছে, "দৃঢ়ভাবে এতে লেগে থাকা"[৯১৪] আবূ আলিয়াহ ও রবী'আহ বলেছেন ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ **"আর তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ"** অর্থাৎ তাওরাত পাঠ কর এবং তা আমল কর।[৯১৫] আল্লাহর কথা ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ **"এরপরেও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে"** অর্থাৎ "দৃঢ় অঙ্গীকার করার পরেও তোমরা বিচ্যুত হলে এবং তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে। ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ **"আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না**

---

৯১১. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৭১।
৯১২. ইবনু আবী হাতিম ১/২০৩।
৯১৩. ইবনু আবী হাতিম ১/২০৪।
৯১৪. ইবনু আবী হাতিম ১/২০৫।
৯১৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২০৫।

থাকলে" তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে এবং তোমাদের নিকট নাবী ও রসূল প্রেরণ ক'রে।﴿لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ **"তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যেতে।"** অর্থাৎ তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এ দুনিয়ায় ও পরকালে।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে তোমরা অবশ্যই জান, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও'।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

ইয়াহূদীরা সাবাতের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছিল

আল্লাহ বলেন ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ﴾ **"তোমরা অবশ্যই জান।"** এ আয়াতের অর্থ, ওহে ইয়াহূদীরা! আল্লাহর ঐ মহা বিপদের কথা স্মরণ কর যা সেই জনপদের উপর পাঠানো হয়েছিল যারা তাঁকে অমান্য করেছিল এবং সাবাতের পবিত্রতা রক্ষা করার ব্যাপারে নিজেদের অঙ্গীকার যারা ভঙ্গ করেছিল। মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সাবাতের আগে তারা জাল, দড়ি ও পানির ডোব কেটে সাবাতের পবিত্রতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য শঠতাপূর্ণ উপায় অবলম্বন শুরু করল। শনিবারে মাছ যখন নিয়মমাফিক প্রচুর পরিমাণে আসত তখন সেগুলো শনিবারের বাকি সময়ের জন্য দড়ি ও জালে আটকে রাখা হত। সাবাত শেষ হলে রাতের বেলা তারা মাছগুলো সংগ্রহ করে নিত। যখন তারা এটা করল আল্লাহ তাদেরকে মানুষ থেকে বানরে পরিবর্তিত করে দিলেন, যে প্রাণীর আকৃতি মানুষের আকৃতির সবচেয়ে নিকটবর্তী। দৃশ্যতঃ তাদের মন্দ কার্যকলাপ ও শঠতা আইনসঙ্গত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল দুষ্ট। এ কারণে তাদের শাস্তি তাদের অপরাধের উপযোগী ছিল। সূরা আ'রাফে এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঐ জনবসতি সম্পর্কে যা সমুদ্রের উপকূলে বিদ্যমান ছিল। তারা শনিবারের সীমালঙ্ঘন করেছিল। শনিবার পালনের দিন মাছগুলো প্রকাশ্যতঃ তাদের নিকটে আসত। আর যেদিন শনিবারের অনুষ্ঠান থাকত না সেদিন সেগুলো আসত না। এটা হত এজন্য যে, তারা অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকার কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলাম।"[৯১৬]

সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটির নাম 'আয়লা'। কাতাদাহও তাই বলেন, সূরা আ'রাফে ইনশাআল্লাহ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকারের মতামত সবিস্তারে আলোচনা করব। এ ব্যাপারে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করছি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ অর্থাৎ **"তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও"**। ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{আবূ হুযায়ফাহ}{শিবল}{আবূ নাজীহ}{মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)}০ সেই

৯১৬. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৩।

ইয়াহুদীরা বাহ্যত বানর হয়নি। তবে তাদের অন্তঃকরণ বানরের অন্তঃকরণ হয়ে গিয়েছিল। তা আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ ও সাদৃশ্যমূলক নির্দেশ ছিল যার অর্থ বানরের চরিত্রের অধিকারী হও। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরূপ উদাহরণমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন, ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ **"তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)।"**[৯১৭] ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, আল-মুসান্না, আবূ হুযায়ফাহ ও মুহাম্মাদ বিন আমর আল-বাহিলী, আসিম, ঈসা, ইবনু আবী নাজীহ, মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মুজাহিদ থেকে তার সানাদ নির্ভরযোগ্য। তবে আলোচ্য আয়াত ও এতদ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টত যা প্রতীয়মান হয় মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা তার পরিপন্থী। তাই অন্যান্য তাফসীরকার তার ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ﴾

"বল, আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব যা আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসেবে আছে? (আর তা হল) যাকে আল্লাহ লা'নাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন আর যারা তাগুতের 'ইবাদাত করেছে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের লোক এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত।"

স্বীয় তাফসীরে 'আউফী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ﴾ **"তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।"** অর্থাৎ "আল্লাহ তাদের চেহারাকে বানর ও শূকরের চেহারায় পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। যুবকেরা বানরে আর বয়োঃবৃদ্ধরা শূকরে পরিবর্তিত হয়েছিল।[৯১৮] শায়বান আন নাহবী বলেছেন যে, ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ﴾ **"তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও"** এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন, "এই লোকগুলো পুরুষ ও স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও লেজওয়ালা চিৎকারকারী বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।" আতা আল-খুরাসানী বলেন, তাদেরকে বলা হল: ﴿كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ﴾ **"তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।"** তারা তাই হল। তাদেরকে যারা সীমালঙ্ঘন করতে বারণ করেছিল তারা তাদের নিকট গিয়ে বলল: হে অমুক! আমরা কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? তারা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিল।

বর্তমানে যে বানর ও শূকর বিদ্যমান তারা রূপান্তরিতদের বংশধর নয়

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনুল হুসায়ন, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন রাবীআহ, মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আত-তাইফী, ইবুন আবী নাজীহ, মুজাহিদ, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, "যারা সাবাতের পবিত্রতা ভঙ্গ করে বানরে পরিণত হয়েছিল তারা সন্তানাদির জন্ম না দিয়েই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে বানরে পরিণত করেছিলেন। তারা দুনিয়াতে তিন দিন বেঁচে ছিল। কারণ কোন রূপান্তরিত মানুষই তিনদিনের বেশি বাঁচেনা। তারা খেত না, তারা পান করত না অথবা তারা সন্তানাদির জন্ম দেয় নি। আল্লাহ তাদের আকারকে বানরের আকারে বদলে দিয়েছিলেন। তিনি যা চান তাই করেন, যার ব্যাপারে চান, যার ইচ্ছে করেন তার চেহারা বদলে দেন। অন্যদিকে, আল্লাহ বানর, শূকর এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে (সৃষ্টির) ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

---

৯১৭. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:৫।
৯১৮. ইবনু আবী হাতিম ১/২১০।

আবূ জা'ফার আর রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন, ﴿كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ﴾ **"তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও"** অর্থাৎ ঘৃণ্য বানর সকল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস ও আবূ মালিক থেকেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, দাউদ ইবনুল হুসায়ন, ইকরিমাহ, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য যেভাবে জুমুআহ'র দিনকে সাপ্তাহিক উৎসবের দিন বানিয়েছেন তেমনি বানী ইসরাঈলদের জন্যও তাকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করে শনিবারকে তাদের উৎসবের দিন বানাল। সেই দিনটাকে তারা বিরাট মর্যাদার দিন মনে করত। তাদের এই মনগড়া মর্যাদার দিনটি তারা কিছুতেই ছাড়তে রাযী হল না। তাই আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ অন্যান্য দিন যা তাদের জন্য বৈধ ছিল শনিবারে তা অবৈধ করলেন। তারা ছিল 'আয়লা' ও 'তূর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাদায়েন এলাকার বাসিন্দা। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার, ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন অথচ শনিবারেই সমুদ্র উপকূলবর্তী তাদের এলাকার জলাশয়ে মৎস্যকুল বিপুল সংখ্যায় এসে একত্রিত হত। শনিবার পার হলেই সেগুলো অদৃশ্য হত। আবার শনিবার আসলে সংগোপনে একত্রিত হত। এভাবে দীর্ঘদিন দেখে মৎস্যানুরাগীরা ধৈর্য হারাল। একদিন তাদের একজন গোপনে একা শনিবারে একটি মাছ ধরে তা সুতায় বেঁধে একটি খুঁটির সাথে রাখল। পরদিন সেটি তুলে বাড়ী নিয়ে গেল। ভাবখানা এই যেন সে শনিবারে মাছ ধরেনি। এরূপে সে পরবর্তী শনিবারেও করল। ইত্যবসরে তার মৎস্য পাক ও ভক্ষণের ঘ্রাণ পেয়ে অন্যরা বলল, আমরা তোমাদের চালাকি বুঝতে পেরেছি। অতঃপর তারাও সেই পথ অনুসরণ করল। এভাবে কিছুদিন গোপন করে চলল। তখনও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কোন শাস্তি প্রদান করলেন না। অতঃপর তারা বেপরোয়া হয়ে শনিবারে প্রকাশ্যে মাছ ধরে হাট-বাজারে বেচাকেনা শুরু করল। এতদ্দর্শনে তাদের পুণ্যবানরা বলল: তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মাছ ধরা অব্যাহত রাখল। আর অপর দল যারা মাছ খেত না আবার যারা সেই কাজ করত তাদেরকে নিষেধও করত না। এক পর্যায়ে তারা নিষেধকারীগণকেও ব্যর্থ চেষ্টা না করে নীরব ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানাল। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ﴾- **"তোমরা এমন লোকদেরকে কেন নাসীহাত করছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন'। নাসীহাতকারীগণ বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (দায়িত্ব পালন না করার) অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।"**[৯১৯] তাদের যুক্তি ছিল এই যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শস্তি দিবেন কিংবা ধ্বংস করবেন তারা কিছুতেই উপদেশ শুনবে না। কিন্তু বারণকারীরা যুক্তি দেখাল যে তারা শুনুক বা না শুনুক আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য আল্লাহর নিকট পাকড়াও হব না, ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾ **"আর তারা যাতে তাক্বওয়া অবলম্বন করে।"** অর্থাৎ তাছাড়া উপদেশ শুনতে শুনতে হয়ত তাদের ভাল বুদ্ধি (উপদেশ গ্রহণ করার বুদ্ধি) আসতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, একদিন বানী ইসরাঈলরা একত্রিত হলে বারণকারীগণ নাফরমানদেরকে অনুপস্থিত দেখতে পেয়ে নিজেরা পরস্পর বলাবলি করে তাদের খোঁজখবর নিতে গেল। তারা ভেবেছিল হয়ত কোন জরুরী কাজে জড়িয়ে সেই লোকগুলো উপস্থিত হতে পারেনি। কিন্তু তারা গিয়ে দেখল, তারা রাত্রে যে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুম গিয়েছিল সে সব দরজা বন্ধই রয়েছে। তাই দরজার ফাঁক দিয়ে তারা দেখতে পেল যে, তাদের নর-নারী

---

৯১৯. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৪।

ও শিশু সকলেই বানর হয়ে গেছে। অবশেষে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট না জানাতেন যে, তাদের নিষেধকারীরা মুক্তি পেয়েছে, তাহলে বলতাম আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই ধ্বংস করেছেন। তিনি আরো বলেন, ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ **"তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঐ জনবসতি সম্পর্কে যা সমুদ্রের উপকূলে বিদ্যমান ছিল"**[৯২০] আয়াতাংশে যে জনপদের কথা বলা হয়েছে তারা সেই জনপদের অধিবাসী। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে দাহহাকও প্রায় অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সুদ্দী বলেন, ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ **"তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে তোমরা অবশ্যই জান, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।'"** আয়াতে উল্লেখিত বানী ইসরাঈলগণ 'আয়লাহ' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। উক্ত জনপদটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি জনপদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের জন্য **শনিবারে কোন কাজ করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। অথচ সেদিন সমুদ্রের প্রচুর** মাছ এসে তাদের এলাকায় **জমা হতো। সংখ্যাধিক্যের কারণে সেগুলোর গোঁফ** পানিতে ভাসতে থাকত। শনিবার পার হলেই তারা **গভীর সমুদ্রে চলে যেত। এই মাছ সম্পর্কিত ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঐ জনবসতি সম্পর্কে যা সমুদ্রের উপকূলে বিদ্যমান ছিল। তারা শনিবারের সীমালঙ্ঘন করেছিল। শনিবার পালনের দিন মাছগুলো প্রকাশ্যতঃ তাদের নিকটে আসত। আর যেদিন শনিবারের অনুষ্ঠান থাকত না সেদিন সেগুলো আসত না।"[৯২১] অর্থাৎ তারা শুধু শনিবারে একত্রিত হত এবং অন্যান্য দিন সমুদ্রে চলে যেত। এতদ্দর্শনে কিছু লোক মাছের প্রতি প্রলুব্ধ হল। তারা সমুদ্রোপকূলে জলাশয় তৈরী করে সমুদ্রের সাথে সংযোগ হিসেবে খাল কাটল। শনিবারে তা খোলা রাখত। সমুদ্রের ঢেউ মাছগুলোকে সংযোগ খাল দিয়ে জলাশয়ে পৌঁছাত। ঢেউ নেমে গেলে সংযোগ খালে পানির স্বল্পতার দরুন মাছগুলো আর যেতে পারত না। রবিবার দিন তারা মাছগুলোকে ধরত। তাদের বাড়িতে যখন মাছ ভাজা হত তখন মাছের গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশিরা তা জানতে পেরে তারাও সেভাবে মাছ ধরা শুরু করত। এভাবে গোটা এলাকায় শনিবারে মাছ ধরার কাজ ছড়িয়ে পড়ল। তাদের এই পাপাচারে শংকিত আলিমগণ তাদেরকে বললেন, হায় হায়! শনিবারে মাছ ধরা তোমাদের জন্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তা করছ? তারা জবাব দিল, কৈ না তো? আমরা তো রবিবারে মাছ ধরি। আলিমরা বললেন, তোমরা যেহেতু শনিবারে সংযোগ খাল খোলা রেখে মাছ ঢুকিয়ে শনিবারেই তা বন্ধ করে মাছ আটক কর, তাই শনিবারেই তোমাদের মাছ ধরা হয়েছে বলে গণ্য হবে। তারা আলিমদের এই যুক্তি মানল না এবং নির্দ্বিধায় পাপ কাজ করতে থাকল। এই নিষেধকারী আলিমগণকে অন্য একদল আলিম বললেন, ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ **"তোমরা এমন লোকদেরকে কেন নাসীহাত করছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন।"**[৯২২] অর্থাৎ কেন অনর্থক সেই জাতিকে উপদেশ দিতে যাও যারা উপদেশ শুনেনা? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তখন সেই আলিমগণ বললেন, ﴿مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ **"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (দায়িত্ব পালন না**

---

৯২০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৩।
৯২১. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৩।
৯২২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৪।

করার) অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। আর তারা যাতে তাক্বওয়া অবলম্বন করে।"[৯২৩] তারা যখন নাফরমানদেরকে কোনভাবেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন তারা বললেন, আমরা তোমাদের সাথে এক সঙ্গে বাস করব না। এই বলে তারা দেয়াল উঁচু করে জনপদটি বিভক্ত করে নিলেন। ফলে তাদের ও নাফরমানদের যাতায়াতের সদর দরজাও পৃথক হয়ে গেল। একদিন অনুগত দল গ্রামে বের হয়ে অবাধ্যদের কাউকে দেখতে পেলনা এমন কি তাদের সদর দরজাও বন্ধ দেখতে পেল। তখন তারা দেয়ালের উপর দিয়ে সেখানে গিয়ে দেখল তারা সকলেই বানর হয়ে গেছে এবং একটি অপরটির উপর লাফিয়ে পড়ছে। তখন অনুগত দল অবাধ্য ব্যক্তিদের সদর দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলো বের হয়ে জঙ্গলে চলে গেল। আল্লাহ তাআ'লা এ প্রসঙ্গে বলেন, ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ﴾ **"যখন তারা চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে ঐ কাজগুলো করতে থাকল যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন তাদের উদ্দেশে বললাম, 'ঘৃণিত অপমানিত, বানরে রূপান্তরিত হয়ে যাও।"** নিম্নোক্ত আয়াতেও তাদের অভিশপ্ত হওয়ার কথা রয়েছে। ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ **"বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে (উচ্চারিত কথার দ্বারা) অভিশাপ দেয়া হয়েছে।"** অর্থাৎ বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আমি (ইবনু কাছীর) **বলছি:** বিভিন্ন তাফসীরকারের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও ঘটনাবলি উল্লেখ করে আমি এর প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ যা বলেছেন তা সকল তাফসীরকারের ব্যাখ্যা বিরোধী। সুতরাং মুজাহিদ বলেছেন তারা দৈহিক নয় মানসিক দিক দিয়ে বানর হয়েছিল তা ঠিক নয়। সঠিক অভিমত হচ্ছে: তারা দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ **"আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।"** فجعلناها আয়াতাংশের ها সর্বনামটি কোন্ পদটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ে তাফসীরকারদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলেন, তা القرد (বানরগুলো) পদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অপরদল বলেন, তা الحيتان মাছগুলোর শব্দের পরিবর্তে এসেছে। কেউ বলেন, العقوبة শাস্তি পদটির প্রতিনিধিত্ব করছে। কেউ আবার বলেন, তা القرية পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর তার তাফসীরে এই মতগুলো বর্ণনা করেছেন। তবে সঠিক হল: সর্বনামটি القرية-এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ আল্লাহ এই জনপদের লোকদেরকে বানরে পরিণত করলেন, যারা সাবাতের পবিত্রতা ভঙ্গ করেছিল। نَكَالًا (একটা দৃষ্টান্ত) যেভাবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ ফির'আউনের সম্পর্কে বলেছেন: ﴿فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى﴾ **"পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার 'আযাবে পাকড়াও করলেন।"**[৯২৪]

আল্লাহর বাণী: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ **"সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের জন্য"** অর্থাৎ অন্যান্য জনপদের জন্য। ইবনু আব্বাস বলেন, "অর্থাৎ এই জনপদকে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জনপদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত করলাম যে পদ্ধতিতে সেখানের লোকদেরকে শাস্তি দিলাম তার দ্বারা। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾ **"আমি ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদ। আমি নানাভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।"**[৯২৫]

---

৯২৩. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬৪।
৯২৪. সূরাহ নাযিআত, ৭৯:২৫।
৯২৫. সূরাহ আহকাফ, ৪৬:২৭।

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا﴾ **"তারা কি দেখে না আমি তাদের জন্য জমিনকে চার দিক থেকে সঙ্কীর্ণ করে আনছি?"**[৯২৬]-এর পরেও কি তারা জয়ী হবে? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ তাদের সামনে ও পেছন দিক থেকে। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ০{দাঊদ ইবনুল হুসায়ন}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}০ থেকে বর্ণনা করেন, যখন তাদের সামনে থেকে কোন গ্রাম ও পেছন থেকে কোন গ্রাম সংকীর্ণ করা হল। সাঈদ বিন জুবায়র অনুরূপভাবে ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা সেই সময় উপস্থিত ছিল।

ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, কাতাদাহ ও আতিয়্যাহ আল-আওফী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সকলে ﴿فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন,তার পূর্ববর্তী লোকগণ।

আবুল আলিয়াহ, রাবী' ও আতিয়্যাহ বলেন, ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ অর্থাৎ অবাধ্যগণের ধ্বংসের পর অবশিষ্ট বানী ইসরাঈলগণ। উক্ত তাফসীরকারদের মতে ﴿فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ অর্থ এই দাঁড়ায়, আল্লাহ তাআলা তাকে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের লোকদের জন্যে উপদেশের বস্তু বানিয়েছেন। **উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য উদাহরণ অবশ্যই হতে পারে কিন্তু তার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশের বিষয় হতে পারে না।** এরূপ ব্যাখ্যাকে **কেউই বাস্তব ও সঠিক ব্যাখ্যা মনে করতে পারে না।** তাই বলা যায় যে ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ইবনু **জুবায়রের ব্যাখ্যাই বাস্তবসম্মত** ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ জা'ফার আর-রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ﴿فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ আল্লাহ তাআলা তাদের অতীতের পাপসমূহের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান করলেন। ইমাম ইবনু আবী হাতিম বলেন, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, ফাররা এবং ইবনু আতিয়্যাহ এরা সকলে বলেছেন, উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হলঃ আল্লাহ তাআলা তাদের এই অপরাধ ও পরবর্তীকালের লোকদের অনুরূপ অপরাধের জন্য উক্ত শাস্তি নির্ধারিত করলেন।

ইমাম রাযী উক্ত আয়াতাংশের বিভিন্ন তাফসীরকারক বর্ণিত তিনটি তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন।

১। আল্লাহ তাআলা এটিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালের লোকদের জন্য উপদেশ বানিয়েছেন। পূর্ববর্তীকালের লোকেরা কিরূপে উপদেশ লাভ করল? তারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে পরবর্তী কালের এই ঘটনা জেনে উপদেশে গ্রহণ করেছিল।

২। আল্লাহ তাআলা উক্ত জনপদকে তার আশে পাশের জনপদের জন্য উদাহরণ দাঁড় করালেন।

৩। আল্লাহ তাআলা উক্ত শাস্তিকে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বানালেন।

আমি (ইবনু কাছীর) **বলছি,** ইমাম রাযীর উদ্ধৃত তিনটি তাৎপর্যের মাঝে দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই সঠিক ও বাস্তব। অনুরূপ অর্থে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ﴿وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى﴾ **"আমি ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদ।"**[৯২৭] তিনি আরও বলেনঃ ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ﴾ **"যারা কুফুরী করে তাদের কার্যকলাপের কারণে তাদের উপর কোন না কোন বিপদ আসতেই থাকে।"**[৯২৮] অন্যত্র তিনি বলেন,﴿اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا﴾ **"তারা কি দেখছে না যে, আমি তাদের দেশকে চারপাশের (তাদের নিয়ন্ত্রিত) সীমান্ত হতে সঙ্কুচিত করে আনছি?"**[৯২৯] কাজেই, আল্লাহ

---

৯২৬. সূরাহ রা'দ, ১৩:৪১।
৯২৭. সূরাহ আহকাফ, ৪৬:২৭।
৯২৮. সূরাহ রা'দ, ১৩:৩১।
৯২৯. সূরাহ আম্বিয়া, ২১:৪৪।

তাদেরকে দৃষ্টান্ত করলেন যারা ঐ সময়ে বাস করত তাদের জন্য এবং যারা পরে আসবে তাদের জন্য। স্মরণিকা হিসেবে তাদের কাহিনী সংরক্ষণের মাধ্যমে। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ একটা স্মরণিকা।

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ **"মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।"** মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ❮দাউদ ইবনুল হুসায়ন❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ থেকে বর্ণিত, ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আসবে তাদের সকলের জন্য আমি এটিকে উপদেশের বস্তু বানিয়েছি। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ তাদের পরবর্তীদের জন্য, ফলে তারা আল্লাহর গযব থেকে আল্লাহকে ভয় করত ও সতর্ক থাকত। সুদ্দী ও আতিয়্যাহ আল-আওফী বলেন, ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব:** এখানে مَوْعِظَةً শব্দটির অর্থ হবে الزاجر অর্থাৎ সতর্ককারী বস্তু বা বিষয়। তাই আয়াতটির অর্থ, 'সেই ভয়াবহ মহা শাস্তি যা সেই জনপদের লোকেরা ভোগ করেছিল তা ছিল তাদের আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন ও শঠতার ফল। কাজেই, যাদের তাকওয়া আছে তাদের মন্দ আচরণ হতে সাবধান হওয়া উচিত, যাতে তাদের উপর সেই রকম শাস্তি নেমে না আসে যা ঐ জনপদের উপর এসেছিল।

৪৭৫. (দঈফ): ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বিন বাত্তাহ সংবাদ দিয়েছেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন "لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ" সর্বনিম্ন স্তরের প্রতারণার মাধ্যমে ইয়াহূদীরা আল্লাহর নিষিদ্ধকে যেভাবে হালাল করে নিয়েছিল সেভাবে তোমরা তা করোনা।[৯৩০] এই হাদীসের সনদ উত্তম (জায়্যিদ)। আল্লাহ ভাল জানেন।

৬৭. স্মরণ কর, যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন'; তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো'? মূসা বলল, আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

নিহত একজন ইসরাঈলী ও গরুর কাহিনী

আল্লাহ বলেন, "হে বানী ইসরাঈল স্মরণ কর কিভাবে আমি গাভী সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা দিয়ে তোমাদের প্রতি দয়া করেছিলাম যা ছিল হত্যাকারীর পরিচয় লাভের উপায় যখন নিহত ব্যক্তিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছিল।" ইবনু আবূ হাতিম লিখেছেন, উবাইদাহ সালমানী বলেছেন, বানী ইসরাঈলের মধ্যে পুরুষত্বহীন একটি লোক ছিল, তার ছিল অনেক সম্পদ, তার একমাত্র ভাতিজা তার সম্পত্তির

---

৯৩০. ইবনু আবী হাতিম ৬৮৬, গদায়াতুল মারাম ১১, ইরওয়াউল গালীল ১৫৩৫, তারাজুআতুল আলবানী ৬১। হাফিয ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদটি জায়্যিদ তথা উত্তম। কারণ, সানাদে আহমাদ বিন মুসলিম সম্পর্কে আল-খাতীব তার তারীখের মাঝে তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং অন্যান্য রাবী মাশহূর ও সিকাহ। ইমাম তিরমিযী সেটিকে একাধিক সানাদের কারণে সহীহ বলেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল-খাতীব-এর তারীখের মাঝে ইবনু মুসলিমের পরিচিতি সম্পর্কে কোন কিছুই পাইনি। **তাহক্বীক আলবানী:** আদাবুয যিফাফে (১২০পৃ.) বলেছেন, সানাদটি উত্তম, পরবর্তীতে তিনি ইরওয়াউল গালীলে (১৫৩৫) বলেছেন, হাদীসটি দঈফ।

উত্তরাধিকারী ছিল। কাজেই তার ভাতিজা তাকে হত্যা করে রাতে লাশ সরিয়ে ফেলল এবং এক লোকের বাড়ির দরজায় রেখে আসল। সকাল বেলা ভাতিজা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চেঁচামেচি করতে লাগল, লোকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে একে অপরকে মারতে উদ্যত হল। তাদের মধ্যে এক জ্ঞানী লোক বলল, 'তোমরা কেন একে অপরকে হত্যা করবে, তোমাদের মাঝে তো আল্লাহর রসূল বর্তমান আছেন?' কাজেই তারা মূসার নিকট গেল এবং ঘটনাটি তাঁর নিকট জানালো। মূসা বললেন ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন'; তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো'? মূসা বলল, আল্লাহ্র আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।"** তারা যদি বাদ-প্রতিবাদ না করত তাহলে যে কোন গাভী যবেহ করা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা বাদানুবাদ করল এবং বিষয়টিকে আরো জটিল করে ফেলল, শেষ অবধি তারা খোঁজ করতে লাগল সেই বিশেষ ধরণের গাভীকে পরে যা তাদেরকে জবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা সেই বিশেষ ধরণের গাভী একটি লোকের নিকট পেল, এই গাভী একমাত্র তার কাছেই ছিল। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ, এটা আমি বিক্রি করব একমাত্র এর চামড়াভর্তি স্বর্ণের বিনিময়ে। কাজেই তারা গাভীর চামড়াভর্তি স্বর্ণ দিল, ওটিকে জবেহ করল, আর ওর একটা অংশ দিয়ে মৃত লোকটিকে স্পর্শ করল। সে দাঁড়িয়ে গেল। তারা একে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কে হত্যা করল?' সে বলল, 'ঐ লোক' বলে তার ভাতিজার দিকে ইঙ্গিত করে সে আবার মরে গেল। তার ভাতিজাকে তার সম্পদের উত্তরাধিকার দেয়া হলনা। কাজেই যে কেউ উত্তরাধিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে হত্যা করত, তাকে উত্তরাধিকার দেয়া হতনা। ইবনু জারীর এরকমই কিছু ◦(আয়্যুবের হাদীস থেকে)(তিনি মুহাম্মাদ বিন সীরীন)(উবায়দাহ)◦ থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে ইয়াযীদ বিন হারূন থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আদাম বিন আবূ ইয়াস তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, ◦(আবূ জা'ফার আর রাযী)(হিশাম বিন হাসসান)◦ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তার তাফসীরে আরো উল্লেখ করেছেন যে, ◦(আবূ জা'ফার আর রাযী)(রবী' (বিন আনাস))(আবুল আলিয়াহ)◦ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, বানী ইসরাঈলের মধ্যে নিঃসন্তান এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার এক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি তার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। একদিন সে আশু সম্পদ লাভের আশায় তাকে হত্যা করে চৌরাস্তার মোড়ে লাশটি রেখে দিল। অতঃপর সে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর নাবী! আমার নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নিহত হয়েছে। ফলে আমার উপর এক বড় বিপদ নেমে এসেছে। আমার আত্মীয়ের হত্যাকারীকে আপনি ছাড়া কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না।

মূসা (আলায়হিস সালাম) তখন সকলকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, এই ব্যাপারে কারও কিছু জানা থাকলে সে যেন অবশ্যই আমাকে জানায়। তাদের কেউ এ ব্যাপারে কিছু জানা না থাকায় তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। তখন নিহতের নিকটাত্মীয় ব্যক্তিটি বলল, হে আল্লাহর নাবী! আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার আত্মীয়ের হত্যাকারীর নাম বলে দেন। সে মতে মূসা (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন"** একথা বললে তারা সকলে আশ্চর্য হয়ে বলল, ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ **"তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো?"** মূসা (আলায়হিস সালাম) তাদের জবাবে

বললেন, ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ **"আল্লাহ্র আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।"** এরপর তারা বলল: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ﴾ **"আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কিরূপ?"** মূসা (আলাইহিস সালাম)কে আল্লাহ তাআ'লা নির্দেশ শুনালেন, ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ﴾ **"আল্লাহ বলছেন, তা এমন এক গরু যা বৃদ্ধও নয়"** অর্থাৎ বয়স্ক নয়, ﴿وَلَا بِكْرٌ﴾ অর্থাৎ কম বয়সীও নয়, ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ মধ্য বয়সী, অর্থাৎ কম বয়স ও বেশী বয়সের মাঝামাঝি হবে। এরপর তারা আবার বলল: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ **"আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল ওর রং কী'? মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়।"** অর্থাৎ তার রং হবে পরিষ্কার। ﴿تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ **"যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।"** যা দর্শকদের অবাক করবে। তারা আবার বলল:

﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾

"তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কেমন? কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান, আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব।" মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, ﴿يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ﴾ **"তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা কোন কাজে ব্যাবহার করা হয়নি।"** ﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ জমি চাষের কাজেও নয়, ﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ জমির পানি সেচের কাজেও নয়, ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾সেটি হবে সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, ﴿لَّا شِيَةَ فِيهَا﴾ আর তাতে কোন প্রকার দাগ থাকবে না। অর্থাৎ সেটি হবে সুস্থ ও নিখুঁত' ।তখন তারা বলল, ﴿الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ **"এখন তুমি সত্য প্রকাশ করেছ"** ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ **"অতঃপর তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের তা করার ইচ্ছে ছিল না।"**

অতঃপর আবুল আ'লিয়াহ বলেন, বানী ইসরাঈলরা গাভী যবেহ করতে আদিষ্ট হয়ে যদি কোন প্রশ্ন না তুলে যে কোন একটি গাভী যবেহ করত তাহলে তাতেই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হত। কিন্তু তা না করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে সহজ কাজটি কঠোর ও জটিল করে নিয়েছে। তাই আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে কঠোরতা ও জটিলতায় নিপতিত করলেন। অবশেষে যদি তারা ইনশা আল্লাহ গাভী চিনতে পারব কথাটি না বলত, তাহলে কোনদিনই সেই গাভী পেত না।

আবুল আ'লিয়াহ আরও বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাভী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া আর কারও নিকট ছিলনা। মহিলাটিকে কতকগুলো ইয়াতীম শিশু-কিশোরের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হত। যখন সে জানতে পারল যে, তার গাভীটি ছাড়া তাদের অন্য কোন গাভীতে কাজ সঠিক হবে না, তখন সে তার জন্য চড়া মূল্য চেয়ে বসল। তারা বিষয়টি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট বললে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তো তোমাদেরকে একটি সহজ কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তোমরা নিজেরা তা জটিল করে নিয়েছ। এখন মহিলা যে দাম চায় সেই দাম দিয়েই ক্রয় কর। তারা অনুপায় হয়ে তাই করল। অতঃপর তারা সেটিকে যবেহ করলে মূসা (আলাইহিস সালাম) তার একটি অংশ নিয়ে নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম বলে দিল। তারপর আবার সে মৃত হল। হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হল। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে এসেছিল সে ব্যক্তিই হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাআ'লা এরূপে তার পাপের শাস্তি প্রদান করলেন।

মুহাম্মাদ বিন জারীর বলেন,[৯৩১] (মুহাম্মাদ) ইবনু সা'দ (দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আতিয়্যাহ আল-আওফী) (দুর্বল) আমার চাচা (আল-হুসায়ন ইবনুল হাসান বিন আতিয়্যাহ) (দুর্বল) তিনি

---

৯৩১. আল-'মাত্বালিবুল আ'লিয়াহ' ১৫/২৩৩। সানাদটি পরম্পরাগতভাবে সকলে দুর্বল।

বলেন, আমার পিতা (হাসান বিন আতিয়্যাহ) (দুর্বল) ⟩⟨ তার পিতা (আতিয়্যাহ আল-আওফী) (দুর্বল) ⟩⟨ দাদা (সা'দ বিন জুনাদাহ) ⟩⟨ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ⟩॰ থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর কালে বানী ইসরাঈলদের মাঝে জনৈক সিঃসন্তান ধনাঢ্য বৃদ্ধ ছিল। তার কতিপয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তারা ছিল দরিদ্র। তারাই তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিল। তারা বলাবলি করল- আহা, আমাদের চাচা যদি মারা যেত তাহলে আমরা এক্ষুণি তার সম্পত্তি পেয়ে যেতাম। কিন্তু এই সব আলোচনার পর যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে মরল না, তখন তারা ধৈর্য হারাল। এই সুযোগে শয়তান এসে তাদেরকে পরামর্শ দিল- তোমরা কি তোমাদের চাচাকে হত্যা করে একদিকে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে ও অন্যদিকে তাকে পার্শ্ববর্তী শহরের কাছে ফেলে এসে সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে পার না? উল্লেখ্য যে, তৎকালে বানী ইসরাঈলগণ পাশা-পাশি দুটি শহরে বাস করত। কোন নিহত ব্যক্তির লাশ দুই শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় পাওয়া গেলে তা যে শহরের অধিকতর নিকটে পাওয়া যেত, হত্যাকারীর হদিস না পাওয়া গেলে সেই শহরের বাসিন্দাগণকেই নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হত। যা হোক বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাকে হত্যা করে রাতের আঁধারে তার লাশ পার্শ্ববর্তী শহরের প্রবেশ দ্বারে রেখে গেল। সকালে গিয়ে তারা সেই শহরবাসীগণকে বলল- তোমরা আমাদের চাচাকে হত্যা করেছ। এখন আমাদেরকে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। তারা বলল- আল্লাহ কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং কে হত্যা করেছে তাও আমরা জানি না। এমনকি গত রাতে ফটক বন্ধ করার পর আর তা খুলিওনি। বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাতে নিরস্ত না হওয়ায় শহরবাসীগণ গিয়ে মূসা (আলায়হিস সালাম) কে ঘটনা অবহিত করলেন। তখন তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ তাআলা তাকে ওহীর মাধ্যমে খবর পাঠালেন যে, তুমি তাদেরকে বলঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"** অতঃপর তার একাংশ দিয়ে নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করতে বলেছেন।

সুদ্দী বলেন, বানী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার একটি কন্যা ও একটি দরিদ্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। একদা ভ্রাতুষ্পুত্রটি তার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তার নিকট প্রস্তাব পাঠাল। চাচা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তার চাচাকে হত্যা করে কন্যা ও সম্পদ সবই হস্তগত করবে। একদিন একদল ব্যবসায়ী বানী ইসরাঈলদের অন্য শাখার নিকট তাদের পণ্য সম্ভার বিক্রয়ের জন্য আসল। তখন যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধের নিকট গিয়ে বলল চাচা, আপনি আমাকে সঙ্গে করে ব্যবসায়ীদের নিকট গিয়ে ব্যবসার জন্য আমাকে কিছু পণ্য সম্ভার দিতে বললে তারা দিবে এবং আমি তাতে বেশ লাভবান হব। চাচা ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় সম্মত হয়ে রাত্রি বেলায় তার সাথে বাড়ি থেকে বের হল। ভাতিজা তাদের এলাকায় পৌঁছে তাকে হত্যা করে সেখানে রেখে আসল। সকালে তাকে তালাশ করার নামে সেখানে পৌঁছে এমন ভাব দেখাল যে, সে কিছুই জানে না। লাশের পাশে যারা ভীড় জমিয়েছিল সে তাদেরকে অভিযুক্ত করে বলল, তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করেছ। অতএব তোমরা আমাকে এখন ক্ষতিপূরণ প্রদান কর। এই বলে সে 'চাচা' 'চাচা' বলে বিলাপ শুরু করল এবং নিজের মাথায় ধূলা লাগাতে লাগল। অতঃপর সে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 'চাচা' হত্যার অভিযোগ দায়ের করল। মূসা (আলায়হিস সালাম) অভিযুক্তদের নির্দেশ দিলেন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি লোকটির হত্যাকারীর নাম আমাদেরকে জানিয়ে দেন। তাহলে প্রকৃত হত্যাকারী শাস্তি পাবে। আল্লাহর কসম! নিহত ব্যক্তির

ক্ষতিপূরণ দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এই যুবকটির কারণে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ধিকৃত জীবন-যাপান করতে লজ্জাবোধ করছি।

এই অবস্থাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ **"স্মরণ কর, তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন।"** যা হোক, মূসা (আলায়হিস সালাম) তখন তাদেরকে বললেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"** একথা শুনে তারা বলল: আমরা আপনাকে হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে বলছি আর আপনি আমাদেরকে গাভী যবেহ করতে বলছেন। তবে কি আপনি আমাদের সাথে মস্কারা করছেন? তিনি বললেন, ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ **"আল্লাহ্র আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।"** ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, যদি তারা বাড়াবাড়ি না করে যে কোন একটি গাভী যবেহ করত তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করে কঠিন করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাআলা মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জটিলতার মাঝে ফেলে দিলেন।তারা বলল:

﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾

"তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, ওর রং কী'? মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়'।" তারা আবার বলল:

﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا﴾

"তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কেমন? কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব।' মূসা বলল, 'তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি এবং তাতে কোন দাগও নেই।" অর্থাৎ সাদা না লাল না কালো কোনটিই হবে না। ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ **"তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য প্রকাশ করেছ'।"** তারা উদ্দিষ্ট বিশেষ গাভীর সন্ধানে বের হল। কিন্তু কোথাও সেই গাভী পাচ্ছিল না।

তখন বানী ইসরাঈলদের মাঝে অতিশয় পিতৃভক্ত একটি লোক ছিল। একদিন তার পিতা ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, আমার এই মহা মূল্যবান মুক্তাটি বিক্রয় করব। তুমি কি এটি সত্তর হাজার মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করবে? সে বলল হ্যাঁ, আমি আশি হাজার মুদ্রায়ই ক্রয় করব। তবে তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমার ঘুমন্ত পিতার মাথার নিচে আমাদের চাবি। তিনি ঘুম হতে উঠলে আমি তোমাকে মুদ্রা প্রদান করব। লোকটি বলল: তোমার পিতাকে ঘুম হতে এক্ষুণি জাগিয়ে আমাকে মুদ্রা দিতে পারলে আমি ষাট হাজারে বিক্রি করব। কিন্তু তাতেও লোকটি রাজী হল না। ফলে সে আরও কমাতে কমাতে ত্রিশ হাজারে নামল। তথাপি লোকটি তার পিতার ঘুম ভাঙ্গাতে রাজী হল না। পরন্তু পিতার ঘুম পূর্ণ করার জন্য সে মুক্তার দাম বাড়াতে বাড়াতে এক লক্ষ মুদ্রায় পৌছল। তার পরেও যখন বিক্রেতা তার পিতার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য পীড়াপীড়ি চালাল, তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার মুক্তাটি কখনও কোন মূল্যে খরিদ করব না। লোকটি তার পিতৃভক্তির কারণে যখন একটি মহামূল্যবান মুক্তা অল্প দামে ক্রয় করার সুযোগ হারাল, তখন পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকে একটি গাভী দান করলেন। সেই গাভীটির মাঝেই শুধু বানী ইসরাঈলদের অভিষ্ট গাভীর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে বানী ইসরাঈলগণ এই গাভীর সন্ধান পেল। তারা গাভীর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তা দেখতে পেয়ে মালিকের নিকট গেল এবং বলল, তোমার গাভীটি আমাদেরকে দাও। আমরা এর বিনিময়ে তোমাকে একটি ভাল গাভী দিব। সে তাতে রাজী হল না। তখন তারা দুটি গাভী দিতে চাইল তাতেও সে সম্মত হল না। তারা বাড়াতে বাড়াতে দশটি গাভী পর্যন্ত পৌঁছল। তথাপি তাকে সম্মত করতে পারল না। তখন তারা সুপারিশের জন্য মূসা (আলাইহিস সালাম) কে ধরল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমার গাভীটি তাদেরকে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার গাভীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক আমিই। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর বানী ইসরাঈলের সেই লোকদেরকে বললেন, যেভাবে পার তোমরাই তাকে সন্তুষ্ট করে গাভীটি ক্রয় কর। তারা অগত্যা তাকে উক্ত গাভীর সমান ওজনের স্বর্ণ দিতে চাইল। তাতেও যখন সে রাজী হল না, তখন তারা বাড়াতে বাড়াতে দশগুণ স্বর্ণ দিয়ে তা ক্রয় করল।

তারা যখন গাভীটি এনে জবাই করল, তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) তার একটি অংশ নিয়ে নিহত ব্যক্তির লাশে **লাগাতে বললেন, তারা গাভীর দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশটি নিয়ে লাশের সাথে লাগানো মাত্র নিহত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হল। উপস্থিত লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলল: আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সম্পদ কুক্ষিগত ও কন্যাকে বিবাহ করার জন্য আমাকে হত্যা করেছে। এটা শুনে তারা তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করল।**

সুনায়দ বলেন, «[হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ][ইবনু জুরায়জ][মুজাহিদ ও হাজ্জাজ][আবূ মা'শার][মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী ও মুহাম্মাদ বিন কায়স]» তারা উভয়ে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলে একটি গোত্রের সংখ্যালঘু নেককাররা এক সময় বিভিন্ন গোত্রের সংখ্যাগুরু বদকারদের সংশ্রবমুক্ত থাকার জন্য পৃথক নগরের পত্তন করে ও পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যার পর তারা কাউকেও নগরের বাইরে থাকতে দিতেন না। তাদের নেতা সকালে শহরের সদর দরজা খোলার সময়ে ভালভাবে দেখে নিতেন তাদের সম্মুখে কিছু আছে কিনা? নগরবাসীরা সারাদিন বাইরে কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যা হওয়া মাত্র শহরে ফিরত।

বানী ইসরাঈলগণের মধ্যে তখন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার একমাত্র ভাই ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধনাঢ্য ব্যক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মরছে না দেখে তার ভাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করল। অতঃপর লাশটি সংগোপনে উক্ত শহরের ফটকের সম্মুখে রেখে এসে স্বাভাবিক কাজ কর্মে লিপ্ত হল। সকালে উক্ত নগর প্রধান দরজা খুলে উক্ত লাশ দেখতে পেয়ে দরজা আবার বন্ধ করে দিলেন। ইত্যবসরে নিহত ব্যক্তির ভাই লোকজনসহ দরজার কাছে লাশটি ঘিরে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগল হায়, হায়, তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করে এখন সদর দরজা বন্ধ করে বসে আছ?

বানী ইসরাঈলদের মাঝে তখন হত্যাকাণ্ড বেশ বেড়ে গিয়েছিল। তাই মূসা (আলাইহিস সালাম) জানালেন নিহতের লাশ যাদের এলাকায় পাওয়া যাবে তাদেরকেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হবে। উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যখন নিহত ব্যক্তির ভাই দলবলসহ ও উক্ত শহরবাসীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ লেগে যাওয়ার উপক্রম দেখা দিল, তখন তাদের বিজ্ঞজনদের পরামর্শক্রমে নিরস্ত্র হয়ে তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট উপস্থিত হল। নিহতের ভাইয়ের দলবল বলল, হে মূসা! অমুক শহরবাসীরা লোকটিকে হত্যা করে সদর দরজার বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন সেই শহরবাসীরা বলল: হে আল্লাহর রসূল! আপনি জানেন যে, খারাপ লোকদের সংশ্রব এড়াতে আমরা একটি পৃথক নগরী তৈরী করে সেখানে বসবাস করছি। আল্লাহর কসম! আমরা লোকটিকে হত্যা করিনি এবং কে করেছে তাও আমরা জানি না।

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ আসল: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"**

উবাদাহ সালমানী, আবুল আলিয়া, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণিত উপরোক্ত সকল ঘটনার মাঝে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য ও আপাত বিরোধ বিদ্যমান। সাধারণত বানী ইসরাঈলদের বিভিন্ন লোকের বর্ণনা হতে তা উদ্ধৃত হয়েছে। তাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা বৈধ হলেও আমরা সেটিকে সত্যও বলতে পারি না, মিথ্যাও বলতে পারি না। তাই উক্ত ঘটনার মধ্য হতে আমরা ততটুকুই গ্রহণ করতে পারি যতটুকু আমাদের সত্য দীনের পরিপন্থী নয়। তাছাড়া সবটুকই বর্জনীয়।(ওয়াল্লাহু আ'লাম) আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কিরূপ'? মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা এমন এক গরু যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়- মধ্য বয়সী। সুতরাং যা (করতে) আদিষ্ট হয়েছ, তা পালন কর'।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, ওর রং কী'? মূসা বলল, 'আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়'।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কেমন? কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব।'

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

৭১. মূসা বলল, 'তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং সুস্থ ও নিখুঁত'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য প্রকাশ করেছ'। অতঃপর তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের তা করার ইচ্ছে ছিল না

গাভীর ব্যাপারে ইয়াহূদীদের একগুঁয়েমি ঃ আল্লাহ বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন করে দিয়েছিলেন

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের একগুঁয়েমি এবং তারা তাদের নাবীগণকে যে নানান প্রশ্ন করেছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। কাজেই তারা যখন জেদি হয়ে গেল, আল্লাহ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত কঠিন করে দিলেন। তারা যদি একটা গাভী জবেহ করত, যে কোন গাভী তাহলে তাইই তাদের জন্য যথেষ্ট হত, যেমন ইবনু আব্বাস ও উবাইদাহ বলেছেন, তার পরিবর্তে তারা বিষয়টি কঠিন করে ফেলল, এ জন্য আল্লাহ সেটি তাদের জন্য আরো কঠিন করে দিলেন। তারা বলল ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ **"তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কিরূপ?"** অর্থাৎ গাভীটি কী এবং কী তার বর্ণনা'।

ইবনু জারীর বলেন, ∘[আবূ কুরায়ব][আস্সাম বিন আলী][আল-আ'মাশ][আল-মিনহাল বিন আমর][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]∘ হতে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলরা যদি একটি সাধারণ গাভী যবেহ করত, তাতেই তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হত। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা ডেকে আনল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দুঃসাধ্য বোঝা চাপিয়ে দিলেন। সানাদটি স্বহীহ।বর্ণনাটি একাধিক বর্ণনাকারী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। উবায়দাহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহপ্রমুখ ব্যক্তি অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

৪৭৬. (দুর্বল): ইবনু জুরায়জ বলেন যে, আতা' একদিন আমাকে বললেন, বানী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করলেই আল্লাহ নিতের্দশ পালিত হত। ইবনু জুরায়জ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّمَا أُمِرُوا بِأَدْنَى بَقَرَةٍ، وَلَكِنَّهُمْ لَمَّا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ؛ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوا مَا بُيِّنَتْ لَهُمْ آخِرَ الْأَبَدِ

বানী ইসরাঈলগণকে একটি সাধারণ গাভী যবেরহ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কঠোরতা ও জটিলতা চাইতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কঠোর বোঝা চাপিয়ে দিলেন। **আল্লাহর কসম! যদি** তারা 'ইনশা আল্লাহ' না বলত তাহলে কোনদিনই তারা গাভী চিনতে পারত না।[৯৩২]

মূসা (আঃ) বললেন, ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ﴾ **"আল্লাহ বলছেন, তা এমন এক গরু যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয়।"** অর্থাৎ ওটা বুড়োও নয় আর বাচ্চা দেয়ার কম বয়সেরও নয়। এটা হচ্ছে আবূ আলিয়াহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতিয়্যাহ, আওফী, আতা' আল-খুরাসানি, ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ, দহহাক, হাসান, কাতাদাহ এবং ইবনু আব্বাসের মত।[৯৩৩] দহ্হাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ﴾ **"মধ্য বয়সী"** অর্থাৎ 'বুড়োও নয় বাছুরও নয়; বরং গাভীটি এমন বয়সের যখন তা থাকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও উপযোগী।[৯৩৪] ইকরিমাহ, মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস, আতা' আল-খুরাসানী ও দহহাক প্রমুখ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুদ্দী বলেন, ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ﴾ **'মধ্য বয়সী'** অর্থাৎ অতি বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কার মধ্যবর্তী গাভী, যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান রয়েছে। হুশায়ম বলেন, ∘[জুওয়ায়বির][কোস্বীর বিন যিয়াদ][হাসান]∘ হতে বর্ণনা করেন, বানী ইসরাঈলগণকে একটি বন্য গাভী যবেহ করতে বলা হয়েছিল। ইবনু জুরায়জ বলেন, আতা' (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হলুদ রঙের জুতা পরিধান করবে, সে যতদিন তা পরিধান করবে, ততদিন সুখী ও আনন্দিত থাকবে। ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ﴾ **"যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়"** আয়াতাংশে উক্ত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মুজাহিদ এবং ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, صفراء অর্থাৎ গাভীটির গোটা দেহ হলুদ বর্ণের হবে। উমার (রাঃ) বলেন, صفراء অর্থাৎ গাভীটির পায়ের খুর হলুদ রঙবিশিষ্ট হবে। সাঈদ বিন জুবায়র বর্ণনা করে, صفراء অর্থাৎ গাভীটির শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙবিশিষ্ট হবে।

---

৯৩২ তাবারী ১২৪৬, সানাদটি তাবউল আতবা' (তাবে' তাবেঈ) থেকে মু'দাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শায়ক আহমাদ শাকের বলেন, এটা মুরসাল, এর দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **তাহক্বীক:** দঈফ।

৯৩৩. ইবনু আবী হাতিম ১/২১৬।

৯৩৪. ইবনু আবী হাতিম ১/২১৬।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⌂আমার পিতা (আবূ হাতিম)⌂নাস্‌র বিন আলী⌂নূহ বিন কায়স⌂আবূ রাজা'⌂হাসান⌂ হতে বর্ণনা করেন, ﴿بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ **"তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়"** অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণা গাভী। উক্ত ব্যাখ্যা অসমর্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক। صفراء অর্থ হলুদ বর্ণের আর ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ অর্থ তার রঙ অত্যন্ত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। صفراء শব্দের উপর জোর দেয়ার জন্য তাকীদ হিসেবে ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ ব্যবহৃত হয়েছে। আতিয়্যা আল-আওফী বলেন, ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ অর্থাৎ তার বর্ণ গাঢ় হলুদ হওয়ার কারণে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হবে। সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ অর্থাৎ তার রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। আবুল আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী, হাসান ও কাতাদাহ প্রমুখ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শারীক বলেন, মাগরা' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ অর্থাৎ পরিষ্কার। আওফী স্বীয় তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, ﴿فَاقِعٌ لَّوْنُهَا﴾ **তার রং উজ্জ্বল গাঢ়** 'একটা গাঢ় হলদে রং'।[৯৩৫] সুদ্দী বলেছেন ﴿تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ﴾ **"যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।"**[৯৩৬] এটা আবুল আলিয়াহ, কাতাদাহ ও রবী' বিন আনাসেরও মত।[৯৩৭] উপরন্তু, ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেন, 'তুমি যদি গরুর চামড়ার দিকে তাকাও মনে হবে তার চামড়ার ভেতর দিয়ে সূর্য রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে।'[৯৩৮] তাওরাতে আধুনিক সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত গাভীটি ছিল লাল, কিন্তু এটা ভুল। অথবা হতে পারে যে, গাভীটি এত হলদে ছিল যে, সেটা কাল বা লাল রঙের মত মনে হত। ওয়াল্লাহু আ'লাম। ওয়াহব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: যার দিকে তাকাবে মনে হবে যে, সেটি থেকে সূর্য রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا﴾ **"কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান"** অর্থাৎ যেহেতু গাভীতো অনেক আছে, কাজেই এই গাভীটির আমাদের জন্য আরো বিবরণ দিন। ﴿وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ﴾ **"আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে"** যদি আপনি আমাদের জন্য এর আরো বর্ণনা দেন, তবে ﴿لَمُهْتَدُوْنَ﴾ **"নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব।"**

৪৭৭. (মুনকার): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⌂আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আল-আওদী আস সূফী⌂আবূ সাঈদ আহমাদ বিন দাউদ আল-হাদ্দাদ⌂সুরূর ইবনুল মুগীরাহ আল-ওয়াসিতী⌂মানসূর বিন যাযান-এর ভাতিজা⌂আব্বাদ বিন মানসূর (দুর্বল)⌂হাসান⌂আবূ রাফি'⌂আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⌂ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "لَوْلَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: {وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} لَمَا أُعْطُوا، وَلَكِنِ اسْتَثْنَوْا" বানী ইসরাঈলগণ যদি ইনশা আল্লাহ না বলত তাহলে তাদের নিকট তার পরিচয় স্পষ্ট হত না। কিন্তু তারা 'ইনশা আল্লাহ' বলেছিল।[৯৩৯]

৪৭৮. (মুনকার): আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, ⌂সুরূর ইবনুল মুগীরাহ আল-ওয়াসিতী⌂মানসূর বিন যাযান এর ভাতিজা⌂আব্বাদ বিন মানসূর (দুর্বল)⌂হাসান⌂আবূ রাফি'⌂আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⌂ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

৯৩৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২২১।
৯৩৬. ইবনু আবী হাতিম ১/২২২।
৯৩৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২২২।
৯৩৮. তাবারী ২/২০২।
৯৩৯. ইবনু আবী হাতিম ৭১৭, কাশফুল খাফা ১৫৪০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৫৫৫, তাখরীজু আহাদীসুল কাশশাফ ৪৮। তিনি বলেন, সানাদে তিনটি ইল্লাত রয়েছে। **প্রথম:** হাসান আল-বাসরী তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **দ্বিতীয়:** আব্বাদ বিন মানসূর তিনিও আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীবের মাঝে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তার কাদারিয়্যাহ হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে, শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। **তৃতীয়:** সারূর ইবনুল মুগীরা তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি একজন সমালোচিত রাবী। **তাহক্বীক আলবানী:** মুনকার।

لَوْلَا أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: {وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} مَا أُعْطُوا أَبَدًا، وَلَوْ أَنَّهُمُ اعْتَرَضُوا بَقَرَةً مِنَ الْبَقَرِ فَذَبَحُوا لَأَجْزَأَتْ عَنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

বানী ইসরাঈলরা যদি 'ইনশা আল্লাহ' না বলত, তাহলে গাভীটির পরিচয় কখনও তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট হত না। তারা যে, কোন একটি গাভী যবেহ করলে তারদের কার্য হাসিল হত। কিন্তু তারা তা না করে নিজেদের উপর নিজেদের জন্য কঠোরতা কামনা করল। ফলে আল্লাহ তা'লা তাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলেন।[৯৪০]

উপরোক্ত হাদীস্রটি আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে তাই সেটিকে বড় জোর তার নিজস্ব উক্তি বলা যায়। সুদ্দী হতেও অনুরূপ তার নিজস্ব উক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ **"মূসা বলল, 'তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি"** অর্থাৎ এটা চাষের কাজে বা পানি তোলার কাজে লাগানো হয়নি। বরং এর মর্যাদা দেয়া হয় এবং দেখতে সুন্দর। আবদুর রায্যাক বলেছেন যে, মা'মার বলেছেন, তিনি বলেছেন, কাতাদাহ বলেছেন مسلمة (সুস্থ-সবল) মানে, 'গাভীটির কোন রকমের খুঁত নেই।'[৯৪১] এটা আবূ আলিয়াহ এবং রবী'রও মত। মুজাহিদ বলেছেন যে, আয়াতের অর্থ হল গাভীটি ত্রুটি থেকে মুক্ত।[৯৪২] আবার আতা'আল-খুরাসানী বলেছেন যে, مسلمة অর্থ: তার পা ও শরীর لَّا شِيَةَ فِيهَا বাহ্যিক ত্রুটিমুক্ত।[৯৪৩]

মুজাহিদ বলেন, لَّا شِيَةَ فِيهَا অর্থাৎ তাতে সাদা বা কালো দাগ থাকবে না। আবুল আলীয়াহ, রাবী', হাসান ও কাতাদাহ বলেন, لَّا شِيَةَ فِيهَ অর্থাৎ তাতে কোন সাদা দাগ থাকবে না। আতা'আল-খুরাসানী বলেন, لَّا شِيَةَ فِيهَ অর্থাৎ তা অবিমিশ্র রং-বিশিষ্ট হবে, তাতে অন্য কোন রং মিশ্রিত হবে না। আতিয়্যাহ আল-আওফী, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সুদ্দী বলেন, لَّا شِيَةَ فِيهَ অর্থাৎ তাতে সাদা-কালো বা লাল কোন রঙের দাগ থাকবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ প্রায়ই এক। কেউ কেউ বলেন ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ﴾ অর্থাৎ তা শ্রমের কারণে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হবে না। ﴿تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ তা চাষাবাদে ব্যবহৃত হলে সেচকার্যে ব্যবহৃত হবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী تُثِيرُ الْأَرْضَ ব্যাক্যাংশটি পূর্ববর্তী ذَلُولٌ শব্দের বিশ্লেষণ না হয়ে ذَلُولٌ-এর পূর্ববর্তী بَقَرَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ হয়েছে। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, تُثِيرُ الْأَرْضَ বাক্যাংশটি ذَلُولٌ শব্দের বিশেষণরূপে তার তাৎপর্যকে সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করেছে। তদ্রূপ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ বাক্যংশের অন্তর্ভুক্ত لَا শব্দটি তার পরে উহ্যভাবে অবস্থিত ذَلُولٌ শব্দের বিশ্লেষণরূপে বাক্যের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট স্বাভাবিক করেছে। ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকার অনুরূপ স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করেছেন এবং তাকেই সঠিক বলে প্রমাণিত করেছেন।

﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ অর্থাৎ তারা বলল, এক্ষণে আপনি সঠিক পরিচয় প্রদান করলেন। কাতাদাহ বলেন, ﴿الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ অর্থাৎ এখন আপনি বাঞ্ছিত পরিচয় প্রদান করেছেন। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম

৯৪০. সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৫৫, সানাদে তিনটি ইল্লাত রয়েছে। (১) হাসান আল-বাসরী একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (২) আব্বাদ বিন মানসূর দুর্বল এবং তিনিও আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। (৩) সুরূর ইবনুল মুগীরাহ প্রশিদ্ধ রাবী নন। ইবনু আবী হাতিম তার আল-জারাহ (২/১/৩২৫)। **তাহকীক আলবানী:** মুনকার।

৯৪১. তাবারী ২/২১৪।

৯৪২. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৫।

৯৪৩. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৬।

বলেন, ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ অর্থাৎ বাণী ইসরাঈলদের আদিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যরা বলল: আল্লাহর কসম! এখন তাদের নিকট উদ্দিষ্ট পরিচয় এসেছে।

দহ্হাক বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ **"অতঃপর তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের তা করার ইচ্ছে ছিল না।"** আয়াতটির অর্থ "তারা ওটা জবেহ করতে চায়নি।"এর অর্থ এই যে, গাভীটির বর্ণনা সম্পর্কে এতসব প্রশ্নোত্তরের পরও ইয়াহূদীরা এটা জবেহ করতে অনিচ্ছুক ছিল। কুরআনের এ অংশটি ইয়াহূদীদের আচরণের জন্য তাদের সমালোচনা করেছে। কারণ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একগুঁয়ে হওয়া এবং এজন্য তারা সেটা জবেহ না করার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। উবাইদাহ, মুজাহিদ, ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ এবং আবূ আলিয়াহ এবং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আনাসও বলেছেন, 'ইয়াহূদীরা বহু টাকার বিনিময়ে গাভীটি কিনে নিয়েছিল।" এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৯৪৪]

আবদুর রায্যাক বলেন, ⟨ইবনু উইয়ায়নাহ⟩⟨মুহাম্মাদ বিন সূকাহ⟩⟨ইকরিমাহ⟩ বর্ণনা করেনঃ গাভীটির মূল্য মাত্র তিন দীনার ছিল। রিওয়ায়াতটির সানাদ স্বহীহ। অবশ্য তা ইকরিমাহ'র নিজস্ব উক্তি এবং তাও ইসরাঈলী রেওয়ায়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

ইবনু জরীর বলেছেন যে অপর একদল তাফসীরকার বলেন, বানী ইসরাঈলরা এই কারণে তা যবেহ করতে ইচ্ছুক ছিল না যে, তার ফলে প্রকৃত হত্যাকারীর নাম উদঘাটিত হবে এবং তদ্দরুন তারা তিরস্কৃত ও নিন্দিত হবে। কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ইবনু জারীর তা বলেননি। পরিশেষে ইবনু জারীর বলেন, একদিকে গাভীটির অত্যধিক মূল্য ও অপরদিকে তার ফলে তাদের গোপন রহস্য উদঘাটিত হলে তারা নিন্দিত হবে এই দ্বিবিধ কারণেই তারা তা যবেহ করতে ইচ্ছুক ছিল না। ইবনু জারীরের এই ব্যাখ্যাও সঠিক নয়। ইবনু আববাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে দহ্হাক এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাই সঠিক যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী, তাঁরই কাছে তাওফীক চাই।

মাসআলাঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম আওয়াঈ, ইমাম লায়ছ এক কথায় পূর্বসূরি ও উত্তর সূরি অধিকাংশ ফুকাহা বলেন, গবাদি পশুতেও 'বায় এ সালাম' বৈধ। ফকীহগণ তাদের অভিমতের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতদ্বয় পেশ করেন। তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে যেরূপ একটি গাভীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তেমনি অদৃশ্য কোন পশুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করা যায়। এরূপে বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর গরু, উট, বকরী ইত্যাদি যে কোন শ্রেণির পশু বায়-এ সালাম-এর পণ্য হতে পারে। উক্ত ফকীহবৃন্দ আরও বলেন:

৪৭৯. (স্বহীহ্): বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا কোন নারী যেন তার স্বামীর কাছে অন্য কোন নারীর এরূপ বর্ণনা প্রদান না করে, যাতে তার স্বামীর মনে হয় যে, সেই নারীটিকে সে স্বচক্ষে দেখছে।[৯৪৫] এই হাদীস্র দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন অদেখা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে তা শ্রোতার নিকট সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত করা যায়। এরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অনিচ্ছাকৃত হত্যা (قتل خطا) ও ভুলক্রমে হত্যার জন্য (قتل شبه عمد) ক্ষতিপূরণ আদায়ের যোগ্য উট সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

---

৯৪৪. তাবারী ২/২২১।

৯৪৫. বুখারী ৫২৪০, ৫২৪১, মুসলিম ৩৩৮, আবূ দাউদ ৫১৫০, তিরমিযী ২৭৯২, ইবনু হিব্বান ৪১৬০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩১৫৩, স্বহীহ আল-জামি' ৭১৯৭, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৪৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ, সুফইয়ান আস্স স্সাওরী ও কুফাবাসী ফকীহবৃন্দের মতে পশুর ক্ষেত্রে بيع سلم (আগাম মূল্যে অদেখা বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ নয়। কারণ, বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে কোন পশুকে এতখানি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, যার মাঝে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ও আবদুর রহমান বিন সামুরাহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ফকীহবৃন্দ হতে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا ؕ وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ ﴿۷۲﴾

৭২. স্মরণ কর, তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে, তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন।

فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحۡىِ اللّٰهُ الۡمَوۡتٰى وَيُرِيۡكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۷۳﴾

৭৩. আমি বললাম, 'তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর'। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন, আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা জ্ঞানলাভ করতে পার।

নিহত লোকটিকে আবার জীবন দেয়া

ইমাম বুখারী বলেন, ﴿فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا﴾ অর্থাৎ 'তারা মতভেদ করল।'[৯৪৬] অনুরূপ মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যা ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) আবূ হুযায়ফাহ শিবলি ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ﴿وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا﴾ অর্থাৎ তোমরা মতভেদ করেছ। আতা' আল-খুরাসানী এবং দহ্হাক বলেছেন যে, 'বিষয়টি নিয়ে মতভেদ করেছিল।"[৯৪৭] ইবনু জুরাইজ বলেছেন যে, ﴿وَاِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسًا فَادّٰرَءۡتُمۡ فِيۡهَا﴾ **"স্মরণ কর, তোমরা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে"** অর্থাৎ 'তাদের কতক বলেছিল, "তোমরা এটাকে হত্যা করেছ"। উত্তরে তারা বলেছিল, "না, তোমরাই তাকে হত্যা করেছ।"[৯৪৮] এটা আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামেরও তাফসীর।

মুজাহিদ বলেছেন, ﴿وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ﴾ **"তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন।"** অর্থাৎ তোমরা যা লুকাচ্ছিলে। ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমর বিন আসলাম আল-বাস্সারী মুহাম্মাদ ইবনুত তুফায়ল আল-আবদী সাদাকাহ বিন রুসতুম আল-মুসাইয়্যাব বিন রাফি' বলেন, কোন ব্যক্তি সাত তবক আবরণের মধ্যে থেকেও যদি কোন নেক কাজ করেন আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। তেমনি কেউ যদি সাত তবক আবরণে গোপনে কোন পাপ কাজ করে তাও আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দেন ﴿وَاللّٰهُ مُخۡرِجٌ مَّا كُنۡتُمۡ﴾ আয়াতাংশটি তার দলীল।

আল্লাহ বললেন, ﴿فَقُلۡنَا اضۡرِبُوۡهُ بِبَعۡضِهَا﴾ **"আমি বললাম, 'তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর।"** অর্থাৎ গাভীর যে কোন অংশ অলৌকিক কাণ্ডের জন্য দিবে। (যদি তারা তা দিয়ে)

---

৯৪৬. বুখারী ৩৪০৬।
৯৪৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৯।
৯৪৮. তাবারী ২/২২৫।

মৃত লোকটিকে আঘাত করে।" তারা গরুর কোন্ অংশ ব্যবহার করেছিল এটা আমাদেরকে বলা হয়নি, কেননা এটা জীবন বা ধর্ম কোন ক্ষেত্রেই আমাদেরকে কোন উপকার দিবেনা, নতুবা আল্লাহ ওটা আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিতেন। আল্লাহ ওটা অস্পষ্ট রেখেছেন এ কারণে আমরা ওটা অস্পষ্ট ছেড়ে দিলাম।

এ জন্য ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আহমাদ বিন সিনান)(আফফান বিন মুসলিম)(আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ)(আল-আ'মাশ)(আল-মিনহাল বিন আমর)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) বলেন, বানী ইসরাঈলগণ চল্লিশ বৎসর ধরে উক্ত গাভী সন্ধান করছিল। অতঃপর তারা এক ব্যক্তির কতিপয় গরুর মাঝে তা দেখতে পেল। স্বভাবতই তা মালিকের অত্যন্ত প্রিয় গাভী ছিল। তারা তার বিনিময়ে অধিক মূল্য দিতে চাইলেও সে সম্মত হল না। ফলে মূল্য বৃদ্ধি করে তার চামড়ায় যত স্বর্ণ মুদ্রা ধরে ততগুলো স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তারা তা খরিদ করল। তারপর জবাই করে তার একটি অংশ দিয়ে যখন নিহতের লাশে আঘাত করল অমনি সে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এমনকি তার ঘাড়ের শিরাগুলোর ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। উপস্থিত লোকজন প্রশ্ন করল: তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে জবাব দিল, আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে। লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত বর্ণনায় গাভীর কোন নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে হাসান ও আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামের বর্ণনায়ও গাভীর অংশটি নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাতেও শুধু অংশ বিশেষ বলা হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় গাভীটির নরম হাড়সংলগ্ন মাংসপিন্ডের কথা বলা হয়েছে মাত্র। আবদুর রায্যাক বলেন, (মা'মার)(আয়্যুব)(ইবনু সীরীন)(উবায়দাহ) হতে বর্ণনা করেন, তারা গাভীর অংশ বিশেষ দ্বারা লাশটিকে আঘাত করল। মা'মার বলেন, কাতাদাহ বলেছেন, তারা গাভীটির রানের মাংসপিণ্ড দ্বারা লাশটিকে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হয়ে বলল, আমাকে অমুক হত্যা করেছে। আবূ উসামাহ বলেন, নাদর বিন আরাবী ইকরিমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ **"আমি বললাম, 'তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর।"** এ আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেন, তারা গাভীটির রানের একটি অংশ দ্বারা তাকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে উঠে বলল: আমাকে অমুক হত্যা করেছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইকরিমাহ্ হতে অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুদ্দী বলেন, তারা গাভীটির স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড দ্বারা নিহত ব্যক্তির লাশে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হল। তারা জিজ্ঞেস করল কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বলল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করেছে। আবুল আলিয়াহ বলেন, মূসা (আলায়হিস সালাম) তার একখানা হাড় নিয়ে তাদেরকে লাশে আঘাত করতে বললে তারা তাই করল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার হল। অতঃপর তাদের নিকট তারা হত্যাকারীর নাম বলে সে মারা গেল। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, তারা গাভীটির একটি আস্ত অংশ নিয়ে লাশে লাগিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন তারা তার জিহ্বা নিয়ে লাশে স্পর্শ করেছিল। আবার কেউ বলেনঃ তারা তার লেজের গোড়ার অংশ দিয়ে লাশ স্পর্শ করেছিল।

আল্লাহর বাণী ﴿كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ﴾ **"এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন"** অর্থাৎ "তারা লোকটিকে তা দিয়ে আঘাত করল আর সে জীবন ফিরে পেল।" এ আয়াত মৃতকে জীবন ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ ইয়াহূদীদের কাছে প্রমাণ তুলে ধরেছেন যে, পুনরুত্থান ঘটবে, আর মৃত লোকটির ব্যাপারে তাদের মতভেদ ও একগুঁয়েমির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ সূরা বাকারায় পাঁচটি স্থানে মৃতকে জীবন দেয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমঃ আল্লাহ বলেছেন, ﴿ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ **"অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে আবার জীবিত করলাম।"**[৯৪৯] অতঃপর তিনি গরুর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়: আল্লাহ তাদের কাহিনীও উল্লেখ করেছেন যারা তাদের দেশে মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছিল যারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার। তৃতীয়: তিনি সেই নাবীর কাহিনীও উল্লেখ করেছেন যিনি এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ অতিক্রম করেছিলেন। চতুর্থ: ও পঞ্চম: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও চারটি পাখীর কাহিনী। এ সকল ঘটনা ও কাহিনী আমাদেরকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, পচে গলে যাওয়ার পর শরীর আবার গোটা হয়ে যাবে।

৪৮০. (দঈফ): ইমাম আবূ দাউদ আত তায়ালিসী বলেন, (শু'বাহ)(ইয়া'লা বিন আতা')(ওয়াকী' বিন উদুস)(আবূ রাযীন আল-উকায়লী) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কিরূপে মৃত ব্যাক্তিকে জীবিত করবেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

"أَمَا مَرَرْتَ بِوَادٍ مُمْحِلٍ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ خَضِرًا؟" قَالَ: بَلَى. قَالَ: "كَذَلِكَ النُّشُورُ". أَوْ قَالَ: "كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى"

তুমি কি কোন উপত্যকা ভূমিকে পূর্বে বিশুষ্ক ও মৃত অবস্থায় দেখে পরে কি তা সুজলা সুফলা হতে দেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তা আমি দেখেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এভাবেই মৃতদেব পুনর্জীবন ঘটবে। অথবা তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এইভাবেই মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করবেন।[৯৫০] নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত হাদীসের সমর্থন আছে:

﴿وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝﴾

"মৃত জমিন তাদের জন্য একটা নিদর্শন। তাকে আমি জীবিত করি আর তাথেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য যাথেকে তারা খায়। আর আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরি করি, আর তাতে প্রবাহিত করি ঝর্ণাধারা। যাতে তারা তার ফল খেতে পারে– যা তারা তাদের হাত দিয়ে বানায়নি। তাহলে কেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?"[৯৫১]

মাসআলাঃ ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিহত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কারও নাম বলে গেলে তার জবানবন্দী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। তিনি স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন।

৪৮১. (সহীহ): আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَنْ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَرَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَدَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

একদা জনৈক ইয়াহুদী তার কতগুলো রৌপ্যালঙ্কার নিখোঁজ হওয়ায় জনৈক দাসীকে হত্যা করল। সে দাসীটিকে দুই পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করেছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় দাসীটিকে তার হত্যাকারী সম্পর্কে নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে যখন ইয়াহুদীর নাম বলা হল, তখন সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল।

---

৯৪৯. সূরাহ বাকারা, ২:৫৬।

৯৫০. আত তায়ালিসী ১০৮৯, আহমাদ ১৫৭৬০, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৭৬৭৬। ইয়া'লা বিন আতা' এর কারণে সানাদটি কিছুটা দুর্বল, ইমাম ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মাকবূল বলেছেন, কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। শুআয়ব আল-আরনাউত এটিকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

৯৫১. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৩৩-৩৫।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ইয়াহুদীকে গ্রেফতার করা হল এবং শেষ পর্যন্ত সে তার অপরাধ স্বীকার করল। তখন নাবী (ﷺ) তার মাথাও দুই পাথরের মাঝে রেখে চূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন।[৯৫২]

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দীর গুরুত্ব রয়েছে বিধায় তার জবানবন্দীর ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের নিকট হতে হলফ নিতে হবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদ ইমাম মালিকের এই মত সমর্থন করেননি। তারা বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দী অতিরিক্ত গুরুত্বের অধিকারী হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, তা পাথর কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। কতক পাথরও এমন আছে যে তা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, ফেটে যাওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এমন যা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে পড়ে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখেয়াল নন।

ইয়াহূদীদের কঠোরতা

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের সমালোচনা করেছেন কারণ তারা মৃতকে জীবিত করাসহ আল্লাহর ভয়ানক নিদর্শন ও আয়াত দেখেছিল, তথাপি ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ **"এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল"** কাজেই তাদের হৃদয় ছিল পাথরের মত যা কখনও নরম হয়নি। এজন্য আল্লাহ মু'মিনদেরকে ইয়াহূদীদের মত করতে নিষেধ করে বলেছেন:

﴿اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾﴾

"যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে সময় কি এখনও আসেনি যে আল্লাহ্র স্মরণে আর যে প্রকৃত সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে? আর তারা যেন সেই লোকদের মত না হয়ে যায় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তাদের উপর অতিবাহিত হয়ে গেল বহু বহু যুগ আর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়ল। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"[৯৫৩] স্বীয় তাফসীরে আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'মৃত লোকটিকে যখন গাভীর একটা অংশ দিয়ে আঘাত করা হল তখন সে দাঁড়িয়ে গেল এবং এমন তাজা হল যেমনটা সে কক্ষনও ছিলনা। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, "কে তোমাকে হত্যা করেছিল?" সে উত্তর দিল, "আমার ভাতিজারা আমাকে হত্যা করেছিল।" তখন সে আবার মরে গেল। আল্লাহ লোকটির জীবন নেওয়ার পর তার ভাতিজারা বলেছিল, "আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি?" তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল, যদিও তারা সেটা জানত। আল্লাহ বলেছেন ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ **"এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল"** অলৌকিক ঘটনাবলী

---

৯৫২. বুখারী ৬৮৭৯, মুসলিম ১৬৭২, সুনান আস্‌ সুগরা ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ২৬৬৬, দারাকুতনী ২৪৯, নাসাঈ ৪৭৪০, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৫৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

৯৫৩. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:১৬।

ও নিদর্শন দেখার পরও সময়ের গতিধারায় বানী ইসরাঈলের নসীহত মান্য করার সম্ভাবনা ছিলনা। ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েছিল, কখনও নরম হবে সে আশাও ছিলনা। কখনও কখনও পাথর থেকে ঝর্ণা ও নদী উৎসারিত হয়, কখনও পাথর থেকে পানি বের হয়, আবার কখনও পর্বতচূড়া থেকে পাথর পতিত হয় আল্লাহর ভয়ে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا﴾

"সাত আসমান, জমিন আর এগুলোর মাঝে যা আছে সব কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন জিনিসই নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না কিভাবে তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরম সহিষ্ণু, বড়ই ক্ষমাপরায়ণ।"[৯৫৪]

ইবনু আবী নাজীহ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেনঃ কোন পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া কিংবা পানি নির্গত হওয়া এবং পর্বত শৃঙ্গ হতে পাথর বিচ্যুত হওয়া এসকল ঘটনা আল্লাহ ভীতির কারণেই ঘটে থাকে। তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন:

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾

"কতক পাথরও এমন আছে যে তা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, ফেটে যাওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এমন যা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে পড়ে।" অর্থাৎ "কতক পাথর তোমাদের অন্তর থেকে নরম, তারা সেই সত্য স্বীকার করে যার দিকে তোমাদেরকে ডাকা হয়েছে, ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ **"তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বেখেয়াল নন।"**

আবূ আলী আল-জাবাঈ তার তাফসীরে ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, অনেক শিলাখন্ড আল্লাহর ভয়ে মেঘ হতে জমিনে পতিত হয়। আল-কাদী আল-বাকিল্লানী মন্তব্য করেছেন আবূ আলী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা একটি কল্পিত ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হলে বিনা প্রমাণে শব্দের বাহ্য অর্থ পরিত্যাগ করতে হয়। ইমাম রাযীও তাকে কল্পিত ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম)X হিশাম বিন আম্মার X হোকাম বিন হিশাম আস্ স্রাকাফী X ইয়াহইয়া বিন আবূ তালিব ইয়াহইয়া বিন ইয়া'কূব)০ ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ﴾ আয়াতাংশে মানুষের অতিরিক্ত ক্রন্দনের বিষয় এবং ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ আয়াতাংশে তার স্বল্প ক্রন্দনের বিষয় আর ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ﴾ আয়াতাংশে অশ্রুপাত ব্যতীত শুধু অন্তরে ঘটিত তার ক্রন্দনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

নিরেট জড়পদার্থের কিছুটা বোধশক্তি আছে

কতক দাবি করেন যে, আয়াতটিতে রূপক হিসেবে পাথরকে বিনীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿يُرِيْدُ أَنْ يَّنْقَضَّ﴾ কিন্তু রাজী, কুরতুবী ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, এরকম ব্যাখ্যার কোন দরকার নেই। কেননা আল্লাহ পাথরের ভেতর বিনয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ

৯৫৪. সূরাহ ইসরা', ১৭:৪৪।

বলেন ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ **"আমি আসমান, জমিন ও পর্বতের প্রতি (ইসলামের বোঝা বহন করার) আমানাত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল, তারা তাতে আশঙ্কিত হল।"**[৯৫৫] আল্লাহ বলেন, ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ﴾ **"সাত আসমান, জমিন আর এগুলোর মাঝে যা আছে সব কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে।"**[৯৫৬] আল্লাহ বলেন, ﴿وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ﴾ **"তৃণলতা গাছপালা (তাঁরই জন্য) সাজদায় অবনত।"**[৯৫৭] এবং ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ﴾ **"তারা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করে না, যার ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি সাজদার অবস্থায়"**[৯৫৮] এবং ﴿قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ﴾ **"উভয়ে বলল- আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হলাম।"**[৯৫৯] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ﴾ **"আমি যদি এ কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম।"**[৯৬০] এবং ﴿وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوْآ أَنْطَقَنَا اللهُ﴾ **"তারা তাদের চামড়াকে বলবে– আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ? তারা উত্তর দিবে– আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন।"**[৯৬১]

৪৮২. (সহীহ): সহীহ বুখারীতে রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ 'এই পর্বত আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।'[৯৬২] এই (উহুদ) পাহাড় আমাদের ভালবাসে, আর আমরা তাকে ভালবাসি।

৪৮৩. (সহীহ): وَكَحَنِيْنِ الْجِذْعِ الْمُتَوَاتِرِ خَبَرُهُ তেমনি, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খেজুর গাছের গুঁড়ির অনুরাগ,[৯৬৩] যা নিশ্চিতভাবে বর্ণিত আছে।

৪৮৪. (সহীহ): সহীহ মুসলিমে আছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: إِنِّيْ لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ الْآنَ **আমার নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যে পাথরখানা আমাকে সালাম দিত, আমি তাকে** এখনো চিনি।[৯৬৪]

৪৮৫. (সহীহ): কালো পাথর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন তা তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যারা তাকে চুম্বন করবে।[৯৬৫] এ অর্থের আরো উদ্ধৃতি আছে।

আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ আল্লাহর এ কথার অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ তবে এ কথায় তারা মতৈক্য করেছেন যে, এখানে 'অথবা' দ্বারা সন্দেহ বুঝায়না। কতক বিদ্বান বলেছেন এখানে 'অথবা'র অর্থ 'এবং' তাহলে অর্থ হয় 'পাথরের মত শক্ত এবং তার চেয়েও শক্ত।' যেমন

---

৯৫৫. সূরাহ আহযাব, ৩৩:৭২।

৯৫৬. সূরাহ আল-ইসরা, ১৭:৪৪।

৯৫৭. সূরাহ রহমান, ৫৫:৬।

৯৫৮. সূরাহ আন নাহল, ১৬:৪৮।

৯৫৯. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:১১।

৯৬০. সূরাহ হাশর, ৫৯:২১।

৯৬১. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:২১।

৯৬২. বুখারী ২৮৮৯, ২৮৯৩, ৩৩৬৭, ৪০৮৩, ৪০৮৪, ৫৪২৫, ৭৩৩৩, মুসলিম ১৩৬৫, তিরমিযী ৩৯২২, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩৬৭৭৩, মিসবাহুয যুজাজাহ ২/১৪০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৯৪৮, সহীহ আল-জামি' ৬৯৯২। তাহকীক আলবানী: সহীহ।

৯৬৩. বুখারী ৩৫৮৩, ৯১১৮, তিরমিযী ৫০৫, নাসাঈ ১৩৯৫, ইবনু মাজাহ ১৪১৫, আহমাদ ২২৩৬। **তাহকীক:** সহীহ।

৯৬৪. মুসলিম ২২৭৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩১৭০৫, মুসনাদ আল-জামি' ২১২৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪২৫২, সহীহ আল-জামি' ২৪৮৭। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

৯৬৫. তিরমিযী ৯৬১, ইবনু মাজাহ ২৯৪৪, আহমাদ ২৩৯৪, দারিমী ১৮৩৯। **তাহকীক:** সহীহ।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا تُطِعۡ مِنۡهُمۡ اٰثِمًا اَوۡ كَفُوۡرًا﴾ **"আর তাদের মধ্যেকার পাপাচারী অথবা কাফিরের আনুগত্য কর না।"**[৯৬৬] ও ﴿عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا﴾ **"(বিশ্বাসী লোকদেরকে) ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য আর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করার জন্য।"**[৯৬৭] যেমন কবি নাবিগাহ আয যুবয়ানী বলেন,

أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الحمامُ لَنَا   إِلَى حَمامتنا أَوْ نِصفُه فَقدِ

মহিলাটি **বলল** আহা, এই গোসলখানাটি যদি আমাদের মালিকানাধীন হত এবং তা আমাদের মালিকানাধীন উষ্ণ ফোয়ারাগুলোর সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অধিকারভুক্ত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করত তবে কতই না ভাল হত। আর তার অর্ধাংশ তো নষ্ট হয়ে গেছে।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন এখানে কবি أَوْ শব্দটিকে وَ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি জারীর ইবনু আতিয়্যাহ বলেন,

نَالَ الخِلافَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا   كَمَا أَتَى رَبَّه مُوسَى عَلَى قَدَرِ

তিনি খিলাফত লাভ করলেন যেরূপে মূসা (আলায়হিস সালাম) সম্মানিত হয়ে স্বীয় প্রভুর নিকট আগমন করেছেন তা সেরূপে তার জন্য সম্মানজনক হল।

কতক বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'অথবা'-র অর্থ 'বরং'। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় পাথরের মত শক্ত, বরং আরো শক্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ النَّاسَ كَخَشۡيَةِ اللّٰهِ اَوۡ اَشَدَّ خَشۡيَةً﴾ **"তখন তাদের একদল মানুষকে এমন ভয় করতে লাগল যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত, বরং তার চেয়েও বেশী।"**[৯৬৮] ও ﴿وَاَرۡسَلۡنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلۡفٍ اَوۡ يَزِيۡدُوۡنَ﴾ **"অতঃপর তাকে এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি লোকের কাছে পাঠালাম।"**[৯৬৯] এবং ﴿فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ اَوۡ اَدۡنٰى﴾ **"ফলে [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও জিবরাঈলের মাঝে] দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো কম।"**[৯৭০] অপর দল বলেন, তাদের অন্তর পাষানের ন্যায় কঠিন এবং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন এই দুই রূপের একরূপ কঠিন হয়ে গেছে। ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, তাদের অন্তর কোনরূপ কঠিন হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সুনির্দিষ্ট থাকলেও শ্রোতার নিকট তা অনির্দিষ্ট রাখার জন্য এখানে أَوْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কবি আবুল আসওয়াদ বলেন,

أُحِبُّ مُحَمَّدًا حُبا شَدِيدًا   وعبَّاسا وحمزةَ وَالْوَصِيَّا

আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে, আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে, হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এবং (আল্লাহর নবীর বিশেষ) অস্রী (আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) কে অতিশয় ভালবাসি। তাদেরকে ভালবাসা যদি নেক কাজ হয় তবে আমি তার ফল পাব। আর তাদেরকে ভালবাসা যদি বাজে কাজ হয় তবে তার ফলও আমাকে ভোগ করতে হবে।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, একথা নিশ্চিত যে, কবি আবুল আসওয়াদ এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহযুক্ত ছিলেন যে, কবিতায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ভালবাসা একটি নেক কাজ। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কবিতায় শ্রোতার নিকট তাকে অনির্দিষ্ট রেখেছেন। ইমাম ইবনু জারীর আরও বলেন- কবি আবুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত রয়েছে তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর তাকে প্রশ্ন করা হল: তোমার মনে কি সন্দেহ রয়েছে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে সন্দেহ নেই, আর তা থাকতে পারে না। অতঃপর তিনি স্বীয়

---

৯৬৬. সূরাহ দাহার, ৭৬:২৪।
৯৬৭. মুরসালাত, ৭৭:৬।
৯৬৮. সূরাহ নিসা, ৪:৭৭।
৯৬৯. সূরাহ আস্ সফফাত, ৩৭:১৪৭।
৯৭০. সূরাহ নাজম, ৫৩:৯।

বাগধারার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উদ্ধৃত করলেন। ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ **"আর নিশ্চয় আমরা ও তোমরা হয় সত্য পথে চলমান না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছি।"**[৯৭১]

অন্য কতক বিদ্বান বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ: তাদের অন্তর কেবল দু'প্রকার ঃ পাথরের মত শক্ত অথবা পাথরের চেয়ে শক্ত। আবার ইবনু জারীর মন্তব্য করেছেন যে, এ তাফসীরের অর্থ হল, তাদের কিছু অন্তর পাথরের মত শক্ত, আর কতক পাথরের চেয়েও শক্ত।[৯৭২] ইবনু জারীর বলেছেন যে, তিনি এই শেষের তাফসীর পছন্দ করেন যদিও অন্যান্যগুলো আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি** যে, শেষের তাফসীরটি আল্লাহর এ কথার মত ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ **"তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো।"**[৯৭৩] অতঃপর তাঁর কথা ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ **"অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর মেঘ"**[৯৭৪] যেমন আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ﴾ **"আর যারা কুফুরী করে তাদের কাজকর্ম হল বালুকাময় মরুভূমির মরীচিকার মত।"**[৯৭৫] অতঃপর তাঁর কথা ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾ **"অথবা (কাফিরদের অবস্থা) বিশাল গভীর সমুদ্রে গভীর অন্ধকারের ন্যায়।"**[৯৭৬] তখন এটার অর্থ হবে, তাদের কতক প্রথম উদাহরণের মত, আর অন্য কতক দ্বিতীয় উদাহরণের মত। আল্লাহই ভাল জানেন।

৪৮৬. (দঈফ): আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম মুহাম্মাদ বিন আয়ূ্যব মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবুস্র স্বালজ আলী বিন হাফস্ ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিব আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

তোমরা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অন্য কোন কথা বেশী পরিমাণে বলো না। কারণ, আল্লাহর যিকর ব্যতীত অন্য কথা বেশী বললে অন্তর শক্ত ও কঠিন হয়ে যায়। আর যার অন্তর শক্ত ও কঠিন আল্লাহর নিকট হতে সে বহু দূরে থাকে।[৯৭৭] ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস্রকে স্বীয় সঙ্কলনের যুহদ অধ্যায়ে, ইমাম আহমাদের সহচর অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবুস্র স্বালজ হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাকে উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হারিস্র বিন হাতিব হতে উপরোক্ত বর্ণনা করেন। তিনি মন্তব্য করেছেন উক্ত হাদীস্র ইবরাহীম (ইবনু আবদুল্লাহ)-এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই।

৪৮৭. (দঈফ): ইমাম বাযযার আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسِيُّ الْقَلْبِ، وَطُولُ الْأَمَلِ، والحرص على الدنيا"

চারটি অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (১) চক্ষু হতে অশ্রুপাত না ঘটা। (২) অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া (৩) আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়া (৪) দুনিয়ার ভোগবিলাসের প্রতি লোভ হওয়া।[৯৭৮]

---

৯৭১. সূরাহ সাবা, ৩৪:২৪।
৯৭২. তাবারী ২/২৩৬।
৯৭৩. সূরাহ বাকারা, ২:১৭।
৯৭৪. সূরাহ বাকারা, ২:১৯।
৯৭৫. সূরাহ নূর, ২৪:৩৯।
৯৭৬. সূরাহ নূর, ২৪:৪০।
৯৭৭. তিরমিযী ২৪১১, জামিউল আহাদীস্র ১৬৮৭৬, সিলসিলাহ আহাদীস্রুদ দঈফাহ ৯২০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৪১৩, দঈফ আল-জামি' ৬২৬৫, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৭১৮। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।
৯৭৮. জামিউল আহাদীস্র ৩০৮৬, মুসনাদ আল-বাযযার ৩২৩০, মাজমা' আয্-যাওয়াইদ ১০/২২৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৫২২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৭৭০, দঈফ আল-জামি' ৭৫৮। সানাদে হানী ইবনুল মুতাওয়াক্কিল দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত ও বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۭ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে? তোমরা কি বুঝ না'?

أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ্ তা জানেন?

নাবী (ﷺ)-এর যুগে যে সব ইয়াহূদী বাস করত তারা ঈমান আনবে বলে তেমন কোন আশাই ছিলনা

আল্লাহ বলেছেন ﴿أَفَتَطْمَعُوْنَ﴾ **"তোমরা কি এই আশা কর"** অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কি খুব লোভ কর যে) ﴿أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ﴾ **"যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে"** অর্থাৎ, এ লোকগুলো তোমাকে মান্য করবে? তারা ইয়াহূদীদের পথভ্রষ্ট ফেরকা যাদের পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট নিদর্শন দেখেছিল কিন্তু তাদের দিল পরে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ﴾ **"অথচ তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত অতঃপর তা বিকৃত করত।"** অর্থাৎ তার অর্থকে বিকৃত করেছিল ﴿مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ﴾ **"তারা তা বুঝার পর"** তারা ভাল করেই জানত কিন্তু তবুও তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করত। ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ জেনে বুঝে তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও দুর্নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে। এ কথাটি আল্লাহর এ কথার মত ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ﴾ **"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নাত করেছি আর তাদের হৃদয়কে আরো শক্ত করে দিয়েছি, তারা শব্দগুলোকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করেছিল।"**[৯৭৯]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ❮[মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ]❯[ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র]❯[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]❯ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বললেন, ﴿أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ﴾ **"তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত।"** অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালাম তাওরাতকে শ্রবণ করছিল। তাদের উক্ত শ্রবণ তূর পর্বতে ঘটেছিল। আর তূর পর্বতে তা শ্রবণ করেছিল, বানী ইসরাঈল জাতির সকলে নয় বরং কিছু সংখ্যক লোক যারা মূসা (আঃ)-এর নিকট দাবী জানিয়েছিল যে, তিনি

৯৭৯. সূরাহ মাইদাহ ৫:১৩।

যেন তাদের জন্য আল্লাহকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করেন। আর তদ্দরুণ আকাশ হতে পতিত বজ্র তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।

অতএব আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ **"তাদের একটি দল"** শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈল জাতির উপরোক্ত দলকে বুঝিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন যে, জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদা বানী ইসরাঈল জাতির কিছু সংখ্যক লোক মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলল হে মূসা! আমরা আল্লাহ তা'আলাকে তো দেখতে পাই না। আপনার সাথে আল্লাহ তা'আলা যখন কথা বলেন তখন আপনি আমাদেরকে তাঁর কথা শুনাবেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আবেদন জানালেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ, আমি তাদেরকে আমার কথা শুনাব। তুমি তাদেরকে বলো তারা যেন স্বীয় শরীর পবিত্র করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করে এবং রোযা রাখে। তারা তাই করল। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তুর পর্বতে গমন করলেন। তথায় মেঘ তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেললে মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে সিজদায় পড়ে যেতে বললেন। তারা তাই করল। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কালাম (কথোপকথন) করলেন। তারা আল্লাহর কালাম শুনল। তারা শুনল আল্লাহ তাদেরকে কোন কোন কাজ করতে আদেশ করছেন এবং কোন কোন কাজ করতে নিষেধ করছেন। তারা শুনল ও বুঝল। অতঃপর মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে নিয়ে বানী ইসরাঈল জাতির অপর লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে তারা ফিরে এসে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পরিবর্তন করে দিল। মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন বানী ইসরাঈল জাতিকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অমুক অমুক কাজ করতে আদেশ করছেন তখন তারা সেই আদেশ-নিষেধকে পরিবর্তন করে বলল, আল্লাহ অমুক অমুক কাজ করতে আদেশ করেছেন এবং অমুক অমুক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আলোচ্য আয়াতাংশে তাদের উপরোক্ত তাহ্‌রীফ বা আল্লাহর কালাম পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

সুদ্দী বলেন ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ **"অথচ তাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করত ও তা বিকৃত করত।"** আলোচ্য আয়াতাংশে বানী ইসরাঈল জাতির লোকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তাওরাত কিতাবে আনীত তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে।

উপরে সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আয়াতাংশে বানী ইসরাঈল জাতির লোকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তাওরাত কিতাবে আনীত তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে। উপরে সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা উল্লেখিত হল তা ইবনু আব্বাস ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ইমাম ইবনু জারীর সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। তাই আয়াতাংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। একথা সুস্পষ্ট যে আলোচ্য আয়াতাংশে বানী ইসরাঈলের লোকদের আল্লাহর কালাম শুনার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কালামকে মূসা (আলাইহিস সালাম) যেরূপে সরাসরি তাঁর নিকট হতে শুনেছিলেন তাঁর কালামকে সেরূপে সরাসরি তার নিকট হতে না শুনলে যে তা শুনা হয় না তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম অর্থাৎ তাঁর কিতাবকে যে কোন ভাবে শুনলেই তা আল্লাহর কালামকে শুনা বলে পরিগণিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ **"মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শোনার সুযোগ পায়"** অর্থাৎ তার নিকট পৌঁছে দেয়। এজন্য কাতাদাহ মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ **"অতঃপর বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।"** তারা হচ্ছে ইয়াহূদী সম্প্রদায় যারা আল্লাহর কথা শুনত অতঃপর তা জানা ও বুঝার পর তা বদলে দিত।[৯৮০] মুজাহিদ বলেছেন, "ওরা যারা তা বদলে দিত এবং তার সত্যতাকে

---

৯৮০. ইবনু আবী হাতিম ১/২৩৬।

গোপন করত, তারা ছিল তাদের পণ্ডিতগণ।"[৯৮১] আবুল আলিয়াহ বলেন, আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে, তারা তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে উল্লেখিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী তথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণাবলী ও পরিচয় তা হতে তুলে দিত।

সুদ্দী বলেন, ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ অর্থাৎ তারা জানত যে, তাদের তাহরিফ বা পরিবর্তনের কাজ জঘন্য পাপ ও অপরাধ। আবার ইবনু ওয়াহ্হাব বলেছেন যে, ইবনু যায়দ বলেন, ﴿يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ﴾ **"তারা আল্লাহর কথা শুনত, অতঃপর তারা তা বদলে দিত।"** "তারা তাওরাত বদলে দিয়েছিল যা আল্লাহ তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন, তাওরাতকে দিয়ে বলানো হয়েছিল যে, আইন সিদ্ধটা আইন বিরুদ্ধ এবং নিষিদ্ধটা জায়েয, সত্যটাই মিথ্যা আর যেটা মিথ্যা সেটাই সত্য। অতঃপর যখন কোন ব্যক্তি সত্যকে জানার জন্য ঘুষ নিয়ে তাদের কাছে আসত তারা আল্লাহর কিতাব মোতাবেক তার বিচার করত, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করার জন্য তাদের কাছে ঘুষ নিয়ে আসত, তারা অন্য (অর্থাৎ বিকৃত) বইটি বের করত, যাতে লিখা আছে যে, তার কাজটা সঠিক। এমন কেউ যখন তাদের কাছে আসত যে সত্য জানতে চাইছেনা আর ঘুষও দিচ্ছেনা তখন তারা তাকে সৎকাজের নির্দেশ দিত। এ জন্য আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন: ﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾ **"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?"**[৯৮২]

ইয়াহূদীরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্যকে জানত, কিন্তু তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ﴾ **"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়।"** মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, ﴿وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا﴾ **(যখন কোন ইয়াহূদীরা তাদের সাথে দেখা করে যারা ঈমান এনেছিল তখন ইয়াহূদীরা বলে আমরা** বিশ্বাস করি) **"তারা বিশ্বাস করে যে,** মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, কিন্তু তিনি একমাত্র তোমাদের (আরবদের) জন্য প্রেরিত হয়েছেন।"[৯৮৩] কিন্তু তারা যখন পরস্পর নিজেদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারা বলে, 'আরবদের কাছে এই নবীর ব্যাপারে খবর জানিয়ে দিওনা। কারণ তোমরা আল্লাহর কাছে চাইতে যে, তিনি যখন আসবেন তখন তুমি আরবদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো, কিন্তু তিনি তো তাদের মাঝে এসেছেন (তোমাদের মধ্যে নয়)।" অতঃপর আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন: ﴿وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ﴾ **"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে?"** অর্থাৎ, "তোমরা যদি তাদের কাছে স্বীকার কর যে, তিনি একজন নাবী, একথা জেনে শুনে যে, আল্লাহ এই নাবীকে মানার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন,

---

৯৮১. তাবারী ২/২২৫।
৯৮২. সূরাহ বাকারা, ২:৪৪।
৯৮৩. তাবারী ২/২৫০।

তখন তারা জেনে ফেলবে যে, মুহাম্মাদ সেই নাবী যাঁর জন্য আমরা (ইয়াহূদীরা) অপেক্ষা করছিলাম এবং যাঁর আগমন সম্পর্কে আমাদের কিতাবে আগেই সংবাদ দেয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর প্রতি ঈমান এনোনা এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান কর। আল্লাহ বলেন ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ **"তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন?"**

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে দহহাক উক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তারা হল ইয়াহূদী মুনাফিক। তারা যখন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করত তখন বলত: آمنا অর্থাৎ আমরা ঈমান এনেছি। সুদ্দী বলেন, তারা হল ইয়াহূদী সম্প্রদায় যারা ঈমান আনার পর নিফাকী করেছে। রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহসহ একাধিক সালাফগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৮৮. (দঈফ জিদ্দান): আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম থেকে ইবনু ওয়াহব বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেন, لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْنَا قَصَبَةَ الْمَدِينَةِ إِلَّا مُؤْمِنٌ মু'মিন ব্যতীত অন্য কেউ যেন মদীনা শহরে প্রবেশ না করে। এতে মুনাফিক ও অন্যান্য কাফির নেতৃবৃন্দ তাদের লোকদেরকে শিক্ষা দিল যে, তোমরা মদীনায় প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে বলবে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার মদীনা হতে প্রত্যাবর্তন করে যথাপূর্ব কাফির হয়ে যাবে। অতঃপর তারা নাবী (সাঃ)-এর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলত, আমার ঈমান এনেছি। আবার সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে যথাপূর্ব কাফির হয়ে যেত। অতঃপর এই ঘটনার সত্যতার সমর্থনে আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন:

﴿وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

"আহলে কিতাবের একটা দল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর দিনের শুরুতে তোমরা ঈমান আন এবং দিনের শেষে অস্বীকার (কুফরী) কর, হয়ত তারা (ইসলাম ত্যাগ করে) ফিরে আসবে।"[৯৮৪]

রাবী আবদুর রহমান বলেন, এক সময় আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উক্ত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে নাবী (সাঃ)কে অবহিত করলেন। তারপর তাদের মদীনায় প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেল। তারা যখন মদীনায় আসত তখন মু'মিনগণ তাদেরকে মু'মিন মনে করে বলত, আল্লাহ তা'আলা কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদেরকে অমুক অমুক কথা বলেননি? তারা বলত হ্যাঁ, তিনি বলেছেন। তারা স্বজাতির নিকট ফিরে গেলে তাদের নেতারা তাদেরকে বলত আল্লাহ যা তোমাদের নিকট বলেছেন তা তোমরা কিরূপে তাদের নিকট প্রকাশ করে দাও? এরূপ করলে তো তারা তোমাদের প্রভুর নিকট তার সাহায্যে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও বিতর্ক করবে। তোমাদের কি বুদ্ধি নেই?[৯৮৫]

আবুল আলিয়াহ বলেনঃ ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও"** অর্থাৎ তোমাদের কিতাবে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদের যে পরিচয় ও গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তা তোমরা কিরূপে মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করে দাও? আবদুর রায্যাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

---

৯৮৪. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৭২।

৯৮৫. তাবারী ১৩৫২, সানাদে আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম-এর কারণে সানাদটি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। সানাদের অপর ইল্লাত হচ্ছে সানাদে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)

﴿عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে?"** কতক আহলে কিতাব বলত অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হবেন। এতে অন্যান্য আহলে কিতাব তাদের নিজেদের মাঝে একে অপরের মধ্যে বলাবলি করত: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও?"**

৪৮৯. (দঈফ): فتح (ফাতহ) দ্বারা উদ্দেশ্যসম্পর্কে ভিন্ন কওল: ইবনু জুরায়জ বলেন, কাসিম বিন আবূ বারযাহ তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন,আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান চালানোর দিনে নাবী (ﷺ) তাদের দুর্গের নিচে বসে তাদেরকে ডেকে বললেন, يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَيَا عَبَدَةَ الطَّاغُوتِ হে বানর, শুকর, শয়তান দাসদের ভ্রাতৃগণ! এতে তারা একে অপরকে বলতে লাগল- এই তথ্যটি **মুহাম্মাদকে কে জানাল? ইহা তোমাদের মুখ ছাড়া অন্য কারো মুখ হতে প্রকাশিত হয়নি।** তারা আরো বলল: ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও?"** অর্থৎ আল্লাহ যে সব কথা প্রকাশ করতে **তোমাদেরকে আদেশ** দিয়েছেন তা তোমরা কিরুপে তাদের নিকট প্রাকশ করে দাও? এখানে فَتَحَ শব্দের **অর্থ হচ্ছে:** প্রকাশ করতে আদেশ করেছেন। মুজাহিদ হতে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেন উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল যখন নাবী (ﷺ) আলী (রাঃ) কে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ফলে তারা নবী (ﷺ)-কে কষ্ট দিয়েছিল।[৯৮৬]

সুদ্দী বলেন, ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও?"** তারা আযাব সম্পর্কে খবর দিত, ﴿لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ﴾ **"যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে?"** একদা কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী ঈমান আনার পর মুনাফিক হয়ে গিয়েছিল। তারা মু'মিনদের নিকট তাদের পিতৃপুরুষদের উপর অবতীর্ণ আযাবের কথা প্রকাশ করে দিত। এতে অপর ইয়াহুদীগণ তাদেরকে বলল- ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন [মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে] তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও?"** এরূপ করলে তো তারা বলবে যে, আমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। আর তারা তার সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করবে--? আতা'আল-খুরাসানী বলেন, ﴿أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে ফয়সালা বা আদেশ দিয়েছেন তৎসম্বন্ধে তাদেরকে কেন অবগত করতে যাও?

হাসান আল-বাস্রী বলেছেন, "ইয়াহূদীরা যখন মু'মিনদের সঙ্গে মিলিত হত তখন বলত, আমরা বিশ্বাস করি। যখন তারা নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত তখন তাদের কেউ বলত, তোমাদের কিতাবে আগে যে বিষয়ে সংবাদ দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথীকে কিছু বলোনা যাতে এ সংবাদ (যে মুহাম্মাদ হচ্ছে শেষ নাবী) তাদের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট একটা দলীল হয়ে না যায়, এর ফলে বিচারে তোমরাই জয়ী হয়ে যাবে।"[৯৮৭] আবার আবূ আলিয়াহ এ কথার

---

৯৮৬ ইবনু আবী হাতিম ৭৮২, তাবারী ১৩৪৮। মুজাহিদের সূত্রে হাদীসটি মুরসাল। **তাহকীক:** মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।
৯৮৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২৩৯।

ব্যাপারে বলেছেন ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ **"তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন?"** 'অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাদের গোপন প্রত্যাখ্যান যদিও তারা তাঁর আগমন তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছিল। এটা ক্বাতাদাহরও তাফসীর। হাসান ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ **"আল্লাহ জানেন তারা কী গোপন করে"**-এ সম্পর্কে বলেছেন, "যা তারা গোপন করত" কথাটি দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, যখন তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গীদের থেকে দূরে নিজেদের মধ্যে মিলিত হত তখন তারা নিজেদেরকে নিষেধ করত সে খবর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গী-সাথীদেরকে জানিয়ে দিতে– যা আল্লাহ তাদের জন্য তাদের কিতাবে অবতীর্ণ করেছিলেন– এই ভয়ে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গী-সাথীরা এ খবরটি তাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিপালকের সামনে ব্যবহার করবে।" ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ **"আর যা সব প্রকাশ করত"**[৯৮৮] অর্থাৎ যখন তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গীদেরকে বলত ﴿آمَنَّا﴾ **"আমরা বিশ্বাস করি"** যেমনটি আবূ আলিয়াহ, রবী' এবং ক্বাতাদাহ বলেছেন।[৯৮৯]

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. তাদের মাঝে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল অলীক ধারণা পোষণ করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং নিকৃষ্ট মূল্য লাভের জন্য বলে এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে।

উম্মী'র অর্থ

আল্লাহ বলেন: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ **"তাদের মাঝে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে"** অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে, যেমনটা মুজাহিদ বলেছেন। 'উম্মীয়ূন' এটা হচ্ছে উম্মী'র বহুবচন, তা এমন লোক যে লিখতে জানেনা। আবূ আলিয়াহ, রাবী', ক্বাতাদাহ, ইবরাহীম আন নাখঈ ও অন্যান্যরা যেমন বলেছেন। এ অর্থ স্পষ্ট হয়েছে আল্লাহর কথা দ্বারা ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ﴾ **"যাদের কিতাবের কোন জ্ঞানই নেই"** অর্থাৎ কিতাবে কী আছে সে সম্পর্কে যারা অবহিত নয়। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিচয় তিনি ছিলেন উম্মী, কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ **"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি, আর তুমি নিজ হাতে কোন কিতাব লেখনি, এমন হলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করত।"**[৯৯০]

৪৯০. (স্বহীহ): নাবী (ﷺ) বলেছেন, "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا" আমরা এক মূর্খ জাতি। লিখতেও জানিনা, হিসাব করতেও জানিনা (চন্দ্র মাস) হয় এরকম, এরকম আর এরকম। (ত্রিশ দিনে বা ঊনত্রিশ দিনে)।[৯৯১]

---

৯৮৮. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪০।
৯৮৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪০।
৯৯০. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৮।
৯৯১. বুখারী ১৯১৩, মুসলিম ১০৮০, ফাতহুল বারী, ৪/১৫১, আবূ দাউদ ২৩১৯, নাসাঈ ২১৪০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪০৪৬, স্বহীহ আল-জামি' ২২৮২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

এ হাদীস্রের বক্তব্য হল, মুসলিমরা তাদের 'ইবাদাতের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কিতাব বা হিসাবের উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ আরো বলেছেন: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ **"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে।"**[৯৯২]

ইবনু জারীর বলেন, আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে তার পিতার দিকে সম্পর্কিত না করে তার মাতার দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। কারণ, নিরক্ষর ব্যক্তি নিরক্ষতার দিক দিয়ে স্বীয় মাতার সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন, فلان ابن فلانة অমুক মহিলার পুত্র অমুক। أمي অর্থ মাতার সাথে সম্পর্কিত। ইমাম ইবনু জারীর বলেন- অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে উক্ত কওলের বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন ০(আবূ কুরায়ব)(উসমান বিন সাঈদ)(বিশর বিন উমারাহ)(আবূ রাওক)(দহহাক)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))০[৯৯৩] থেকে বর্ণিত, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ অর্থ হচ্ছে: একটি জাতি যারা না কোন রাসুলের উপর আর না কোন আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে। তারা মনগড়া কিতাব রচনা করে জাহিল ও অজ্ঞ লোকদেরকে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরও বলেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা أُمِّيُّونَ **সম্বন্ধে বলেছেন,** يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ অর্থাৎ তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে। এ আয়াত দ্বারা **প্রমাণিত হয় যে, তারা লিখতে জানা সত্ত্বেও** أُمِّيُّونَ। **অতএব বলা যায়,** তারা যেহেতু আল্লাহর কিতাবসমূহ **এবং তাঁর রসূলগণকে অবিশ্বাস করে তাই তারা** أُمِّيُّونَ নামে অভিহিত হয়েছে।

ইমাম ইবনু জারীর ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করেছেন ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত أُمِّيُّونَ শব্দ সম্পর্কিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় প্রচলিত এতদসম্পর্কিত অর্থের বিরোধী। কারণ, আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকেই أُمِّيُّونَ বলে থাকে।

আমি (ইবনু কাছীর) **বলছি-** ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদের বিশুদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নয়। বরং তার সনদও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

أَمَانِيَّ (আমানী)'র ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ সম্পর্কে দহ্হাক বলেন, ইবনু 'আব্বাস বলেছেন যে, إِلَّا أَمَانِيَّ (কিন্তু তারা আমানীর উপর আস্থা রাখে) অর্থাৎ "ওটা কেবল একটা মিথ্যে কথা যা তারা তাদের মুখে উচ্চারণ করে।"[৯৯৪] এটাও বলা হয়েছে যে, আমানী মানে "ইচ্ছা ও আশা।" মুজাহিদ মন্তব্য করেছেন "আল্লাহ উম্মীউন-এর পরিচয় দিয়েছেন যে, মূসার নিকট প্রেরিত কোন কিতাব তারা বুঝতনা, তবুও তারা মিথ্যা সৃষ্টি করত।"[৯৯৫] কাজেই এখানে উল্লেখিত আমানী শব্দটি মিথ্যা বলা ও মিথ্যাচারকে বুঝাচ্ছে। মুজাহিদ বলেছেন আল্লাহর কথা ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ **"তারা কেবল অনুমানই করে"** অর্থাৎ "তারা মিথ্যে বলে।"[৯৯৬] কাতাদাহ, আবুল আলিয়াহ ও রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, এর অর্থ "আল্লাহ সম্পর্কে তাদের খারাপ মিথ্যা ধারণা আছে।"[৯৯৭] আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে আমরাই কিতাবের ধারক বাহক, তারা নয়।

---

৯৯২. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:০২।
৯৯৩. সানাদটি দুর্বল, সানাদে বিশর বিন উমার দুর্বল ও দহহাক ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি।
৯৯৪. তাবারী ২/২৬১।
৯৯৫. তাবারী ২/২৬২।
৯৯৬. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪২।
৯৯৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪২।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে দহহাক أماني শব্দের যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন তাই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। মুজাহিদ বলেন, এস্থলে أُمِّيُّونَ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলা সেই সকল লোককে বুঝিয়েছেন যারা মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের কিছুই বুঝে না। কিন্তু মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলে লোকদের নিকট চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আর أماني শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে মনগড়া মিথ্যা কথা أماني শব্দের সমধাতুজ শব্দ হচ্ছে التمني।উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উক্ত التمني শব্দটি মনগড়া মিথ্যা কথা বলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ما تغنيت وما تمنيت আমি কোন দিন গানও গাইনি আর মিথ্যা কথাও বলিনি। কেউ কেউ বলেন, أماني শব্দটি তাশদীদ না দিয়েও পড়া যায়। তখন উক্ত শব্দের অর্থ হবে তিলাওয়াত ও পাঠ। অর্থাৎ উম্মীগণ কিতাবের তিলাওয়াত ছাড়া কিছুই বুঝে না। তাদের কথা অনুযায়ী এ স্থলে إلا শব্দ দ্বারা সূচিত إستثناء টি হচ্ছে منقطع শ্রেণির إستثناء তারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন: ﴿إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ﴾ **"তাদের কেউ যখনই কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে ......।"**[৯৯৮] কিন্তু যখন সে তিলাওয়াত করে তখন শয়তান তার তিলাওয়াতে (ওহী বহির্ভূত কথা) প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। কবি কা'ব বিন মালিক বলেন,

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلَة   وآخرَها لاقَى حَمَامَ المَقَادرِ

রাত্রির প্রথম ভাগে সে আল্লাহর কিতাবকে তিলাওয়াত করল। আর তার শেষ ভাগে নির্ধারিত মৃত্যুবরণ করল। আরেক কবি বলেন,

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلَة   تمنى داود الكتاب على رسل

দাঊদ (আলায়হিস সালাম) যেরূপ রসূলগণের সম্মুখে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতেন সে রাত্রির শেষ ভাগে সেরূপে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করল।

ইয়াহূদীদের মধ্যে অপরাধিদের প্রতি অভিশাপ

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ **"সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং নিকৃষ্ট মূল্য লাভের জন্য বলে এটা আল্লাহর নিকট হতে।"** এটা ইয়াহূদীদের মধ্যেকার আরেক প্রকারের লোক যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার মাধ্যমে গোমরাহীর পথে ডাকত, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস করে সমৃদ্ধিশালী হত।" 'ওয়াইলুন' (অভিশাপ) ধ্বংস হওয়ার অর্থ বহন করে, আরবী ভাষায় এটা একটা সর্বপরিচিত শব্দ।

সুফইয়ান আস সাওরী বলেন, যিয়াদ বিন ফায়্যাদ আবূ ইয়াদকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, ويل জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত রক্ত মিশ্রিত পুঁজ। আতা' বিন ইয়াসার বলেন, الويل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। তা এতো উত্তপ্ত যে তাতে কতগুলো পর্বত নিক্ষেপ করলে তা গলে প্রবাহিত হতে থাকবে।

৪৯১. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨ইউনুস বিন আবদুল আ'লা⟩⟨ইবনু ওয়াহব⟩⟨আমর ইবনুল হারিস⟩⟨দাররাজ⟩⟨আবুল হায়সাম⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

وَيْلٌ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ

---

৯৯৮. সূরাহ হজ্জ, ২২:৫২।

وَيْل হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নিম্নভূমি। তা এতো গভীর যে কাফির ব্যক্তি তাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার তলদেশে তার পৌঁছতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হবে।[৯৯৯] ইমাম তিরমিযীও ০{আবদ বিন হুমায়দ}{হাসান বিন মূসা}{ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী তবে তার কিতাব সমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)}{দাররাজ}০-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উক্ত রিওয়ায়াত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি উক্ত হাদীস্রটি সম্পর্কে বলেন, হাদীস্রটি গারীব, এটা ইবনু লাহীআহ ব্যতীত অন্য কারো থেকে জানা যায় না।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি:** উক্ত রিওয়ায়াতটি ইবনু লাহীআহ ব্যতীত অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে, ইমাম ইবনু আবী হাতিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত সনদ দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও তার সানাদে সমস্যা রয়েছে। উক্ত সমস্যা ইবনু লাহীআহ'র পরবর্তী রাবীর মধ্যে। উক্ত হাদীস্রটি একটি দুর্বল হাদীস্র। স্বহীহ সনদে তার বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস্র বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

৪৯২. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, ০{আল-মুস্রান্না}{ইবরাহীম বিন আবদুস সালাম বিন স্বালিহ আল-**উশায়রী}{আলী** বিন **জারীর}{হাম্মাদ** বিন **সালমাহ}{আবদ** আল-হুমায়দ বিন জা'ফার}{কিনানাহ আল-আদাবী}{ ....}**{উস্রমান বিন আফফান (রাঃ)}০** থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَقَالَ: "الْوَيْلُ جَبَلٌ فِي النَّارِ. وَهُوَ الَّذِي أُنْزِلَ فِي الْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ، زَادُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا، وَمَحَوْا مِنْهَا مَا يَكْرَهُونَ، وَمَحَوْا اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّوْرَاةِ. وَلِذَلِكَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَرَفَعَ بَعْضَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে।" তিনি বলেন, الويل হল: জাহান্নামের একটি পাহাড়, আর সেখানে ইয়াহূদীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ, তারা যা ভাল মনে করত তাই তাওরাতে বেশি করে লিখত আর যা খারাপ মনে করত তা মুছে দিত। এমনকি তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নামটিও তাওরাত থেকে মুছে দিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেন, ﴿فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ **"তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে।"**[১০০০] হাদীস্রটি নিতান্তই অবান্তর।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে الويل অর্থ: কঠোর শাস্তি। খালীল বিন আহমাদ বলেন, الويل অর্থ: অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবাঞ্ছিত বিষয় বা বস্তু। সিবওয়ায়হ বলেন, الويل অর্থ: ধ্বংসে পতিত হওয়ার অবস্থা, পক্ষান্তরে ويح ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা। আল-আস্রমাঈ বলেন الويل শব্দটি কারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে তাতে বক্তার মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বিদ্যমান থাকেনা। পক্ষান্তরে ويح শব্দটি কারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তাতে কথকের মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি

---

৯৯৯. তিরমিযী ৩১৬৪, ইবনু হিব্বান ৬৪৬৭, মুসতাদরাক ৮৭৬৪, জামিউল আহাদীস্র ২৫৩৯৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৩০৪, দঈফ আল-জামি' ৬১৪৮, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২১৩৬, আত-তা'লীকুর রাগীব ৪/২২৯। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

১০০০. জামিউল আহাদীস্র ৩১৯৪২, কানযুল উম্মাহ ৪২৩৪, তাবারী ১৩৮৯, ১৩৯৮। সানাদে কিনানাহ আল-আদাবী তিনি উস্রমান (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি। তাদের মাঝে ইনকিতাহ হয়েছে। এবং আলী বিন জারীর-এর পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবদুল হামীদ বিন জা'ফারকে সাওরী দুর্বল বলেছেন, কিন্তু অন্যান্যরা তাকে স্রিকাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সঠিক কথা হচ্ছে الويل অর্থ আযাবের এক প্রকার আযাব। যেমনটি আহলুল লুগাহগণ বলেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

সহানুভূতির ভাব বিদ্যমান থাকে। কেউ কেউ বলেন ويل অর্থ দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আল-খলীল বলেন, ويل - ويح - ويه - ويش - ويك এবং ويب এই শব্দগুলো সমার্থক শব্দ। আবার কেউ কেউ তাদের অর্থ পার্থক্য করে থাকেন। কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, ويل শব্দটি نكرة (অনির্দিষ্টবাচক) হওয়া সত্ত্বেও এই স্থলে তা এই কারণে বাক্যের مبتدأ (আরবী বাক্যের ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপিত উদ্দেশ্য) হতে পেরেছে যে, বাক্যটি একটি প্রার্থনাসূচক دعائية বাক্য। কেউ কেউ বলেন, এই স্থলে ويل শব্দটিকে কার্মকারকের বিভক্তি نصب দিয়ে ويلا রূপেও পাঠ করা যায়। এই রূপ অবস্থায় তার পূর্বে الزم (আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন) ক্রিয়াটিকে উহ্য ধরতে হবে।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** ويل শব্দটিকে এ স্থলে কেউই ويلا রূপে পাঠ করেননি।ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইকরিমাহ ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيْهِمْ﴾ **"সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে"** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের উলামা সমাজের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলে প্রচার করে। কাতাদাহ হতে সাঈদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতে ইয়াহুদী জাতির লোকদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুফইয়ান আস সাওরী বলেন, আবদুর রহমান বিন আলকামাহ বলেছেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেছি ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِأَيْدِيْهِمْ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে, তিনি বলেন, আয়াতটি মুশরিক ও আহলে কিতাবের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। সুদ্দী তার ব্যাখ্যায় বলেন, একদল ইয়াহুদী মনগড়া কতগুলো মিথ্যা কথা লিখে আরবের লোকদের নিকট এই বলে বিক্রি করত যে, তা আল্লাহর বাণী। এরূপে মিথ্যার বিনিময়ে তারা মানুষের নিকট হতে সামান্য কিছু পয়সা কামাই করত।

যুহরী বলেছেন, "উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, "ওহে মুসলিম, তোমরা আহলে কিতাবকে কোন বিষয়ে কেমন করে জিজ্ঞেস করতে পার, যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব (কুরআন) তাঁর থেকে আগত সর্বশেষ কিতাব আর তোমরা তা এখনও তাজা তাজা পাঠ করছ? আল্লাহ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহর কিতাবকে বদলে দিয়েছে, পরিবর্তন করেছে আর নিজেদের হাত দিয়ে আরেকটা কিতাব লিখে নিয়েছে। তারপর তারা বলেছে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে আগত কিতাব,' যাতে এর দ্বারা তারা সামান্য উপকার লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা কি ওদের নিকট কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেনা? আল্লাহর শপথ আমি তাদের কাউকে দেখিনি তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে।"[১০০১] বুখারীও এ হাদীস সংগ্রহ করেছেন।[১০০২] হাসান বাসরী বলেছেন, এখানে 'তুচ্ছ' অর্থ দ্বারা দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে বুঝাচ্ছে।"[১০০৩]

আল্লাহর বাণী: ﴿فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ﴾ **"তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে।"** অর্থাৎ "তারা যা তাদের নিজ হাত দিয়ে লিখেছে তার জন্য তাদের প্রতি অভিশাপ। মিথ্যা বলা এবং পরিবর্তন করে দেয়া ইত্যাকার অন্যায়ভাবে তারা যে সম্পদ সংগ্রহ করেছে তার জন্য তাদের প্রতি অভিশাপ। দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿فَوَيْلٌ لَّهُمْ﴾ **"তাদের প্রতি অভিশাপ"** অর্থাৎ তাদের হবে মহা শাস্তি

১০০১. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪৫।
১০০২. বুখারী ২৬৮৫, ৭৩৬৩, ৭৫২৩।
১০০৩. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪৭।

নিজ হস্ত দ্বারা মিথ্যা কথা লেখার কারণে। ﴿وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ **"এবং তাদের প্রতি অভিশাপ তার দ্বারা যা তারা অর্জন করে তার জন্য"** যা তারা অন্যায়ভাবে মানুষের নিকট হতে সংগ্রহ করেছিল, তারা সাধারণ লোকই হোক বা অন্য কেউ।"[১০০৪]

৮০. তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছো যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ভঙ্গ করবেন না? কিংবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না'।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

ইয়াহূদীরা আশা করে যে, জাহান্নামে তারা মাত্র কয়েকদিন থাকবে

আল্লাহ ইয়াহূদীদের দাবির কথা উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন মাত্র কয়েকদিনের জন্য তাদেরকে স্পর্শ করবে অতঃপর তারা তা থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তাদের এ দাবি রদ করে দিচ্ছেন **এই বলে যে** ﴿قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ **"বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছো" কাজেই** এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, "এ জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি যদি থাকে তাহলে তা আল্লাহ কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেননা। কিন্তু এমন প্রতিশ্রুটি কক্ষনো ছিলনা, বরং তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলছ যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। এবং তোমরা তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছ। 'আউফী বলেছেন যে ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ **"তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না"** এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, "ইয়াহূদীরা বলত, আগুন আমাদেরকে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য স্পর্শ করবে।" অন্যরা আরো যোগ করেছেন যে, এই পরিমাণ সময়ের জন্য ইয়াহূদীরা বাছুর পূজা করেছিল।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ❮সায়ফ বিন সুলায়মান❯❮মুজাহিদ❯❮ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)❯ থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহুদীগণ বলত, এই দুনিয়া সাত হাজার বৎসর টিকে থাকবে। আর প্রতি এক হাজার বৎসরের পরিবর্তে আমাদেরকে একদিন দোযখে পুড়তে হবে। এই হিসাবে আমাদেরকে মাত্র সাত দিন দোযখে থাকতে হবে। এটা স্বল্প কয়েকটি দিন মাত্র। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন: ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ **"তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।"** উক্ত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল-আওফী বলেন, ﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ **"তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা বলত, আমাদেরকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকতে হবে। তাদের উক্ত দাবীর অসত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণে কথিত হয়েছে যে, উক্ত চল্লিশ রাত হচ্ছে তাদের গো-বৎস পূজার স্থায়িত্বের কালের সমান। ইমাম কুরতুবীও উপরোক্ত রিওয়ায়াতকে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

১০০৪. তাবারী ২/২৮৩।

এবং কাতাদা হতে বর্ণনা করেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দহহাক বর্ণনা করেছেন ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, তারা তাওরাত কিতাবে এ কথা লিপিবদ্ধ দেখতে পেয়েছে যে, জাহান্নামের উপরিভাগ হতে তার তলদেশ পর্যন্ত (যে স্থানে যাক্কুম বৃক্ষ অবস্থিত) চল্লিশ বৎসরের পথ। আল্লাহর শত্রুরা (ইয়াহুদীরা) বলত, উক্ত যাক্কুম বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে যতদিন লাগবে আমাদেরকে মাত্র ততদিন পর্যন্ত জাহান্নাম ধ্বংস ও বিলীন করবে। আবদুর রাযযাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ **"তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না"** অর্থাৎ যতদিন আমরা গো-বৎস পূজা করেছি ততদিন মাত্র।

৪৯৩. ইকরিমাহ বলেন,

خَاصَمَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: لَنْ نَدْخُلَ النَّارَ إِلَّا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَسَيَخْلُفُنَا إِلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، يَعْنُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى رُءُوسِهِمْ: "بَلْ أَنْتُمْ خَالِدُونَ مُخَلَّدُونَ لَا يَخْلُفُكُمْ إِلَيْهَا أَحَدٌ". فَأَنْزَلَ اللهُ:(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً)

ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপবাদ দিয়ে বলল: আমাদেরকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকতে হবে। অতঃপর অন্য এক জাতি আমাদের পরিবর্তে তাতে প্রবেশ করবে। অন্য এক জাতি দ্বারা তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীগণকে বুঝাতে চেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় হস্ত তাদের মস্তকে রেখে বললেন,না, বরং তোমাদেরকে তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের পরিবর্তে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে না এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ **"তারা বলে, 'গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।"**[১০০৫]

৪৯৪. (সহীহ্): আবার হাফিয আবূ বাক্‌র বিন মারদুইয়াহ সংবাদ দিয়েছেন যে, ∝আবদুল্লাহ বিন জা'ফার⌘মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন স্বাখার⌘আবূ আবদুর রহমান আল-মুকরী⌘লায়স বিন সা'দ⌘সাঈদ বিন আবূ সাঈদ ⌘আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)∝ বলেছেন: খাইবার যখন বিজয় হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাদীয়াস্বরূপ একটি (ভুনা) বক্‌রী পাঠানো হয়। এর মধ্যে ছিল বিষ। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ

"اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ مِنَ الْيَهُودِ هَاهُنَا" فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَن أَبُوكُمْ؟" قَالُوا: فُلَانٌ. قَالَ: "كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ". فَقَالُوا: صَدَقْتَ وبَرِرْتَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: "هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟". قَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟" فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخسأوا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا". ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟". قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: "هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟". فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟". فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ نَسْتَرِيحَ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

এখানে যত ইয়াহূদী আছে আমার কাছে তাদের একত্রিত কর। তাঁর কাছে সকলকে একত্র করা হল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উদ্দেশে বললেন ঃ আমি তোমাদের নিকট একটি ব্যাপারে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ

১০০৫. তাবারী ১৪০৯, ১৪১০, ইকরিমাহ মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** এটি মুরসাল হওয়ার কারণে বর্ণনা সূত্রে দুর্বল। তবে শানে নুযুল গুলো সালাফদের থেকে অথবা মুফাসসিরীনে কিরাম দের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তোমাদের পিতা কে? তারা বলল ঃ আমাদের পিতা অমুক। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা মিথ্যে বলেছ বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বলল ঃ আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তাহলে কি তোমরা সেক্ষেত্রে আমাকে সত্য কথা বলবে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বললেন ঃ জাহান্নামী কারা? তারা বলল ঃ আমরা সেখানে অল্প কয়দিনের জন্যে থাকব। তারপর আপনারা আমাদের স্থানে যাবেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরাই সেখানে অপমানিত হয়ে থাকবে। আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনও সেখানে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। এরপর তিনি তাদের বললেন ঃ আমি যদি তোমাদের কাছে আর একটি বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে কি তোমরা সে বিষয়ে আমার কাছে সত্য কথা বলবে? তারা বলল ঃ হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এ ছাগলের মধ্যে বিষ মিশিয়েছ? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কিসে তোমাদের এ কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে? তারা বলল ঃ আমরা চেয়েছি, যদি আপনি মিথ্যাচারী হন, তবে আমরা আপনার থেকে রেহাই পেয়ে যাব। আর যদি আপনি (সত্য) নাবী হন, তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না।[১০০৬] আহ্মাদ, বুখারী, নাসাঈ লায়স্র বিন সা'দের হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮১. তবে হাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

তোমরা যা ইচ্ছা কর আর আশা কর তাই হবে না। বরং যে কেউ মন্দ কাজ করবে, জেনে বুঝে **অন্যায় কাজ করেই যাবে, কিয়ামতের দিন** কোন সৎ কাজ নিয়ে হাজির হবেনা, কেবল থাকবে মন্দ কাজ, তাহলে তারাই আগুনের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ **"আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে"** অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করে, এবং শরীয়ত মুতাবিক ভাল কাজ করে তারা জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" এরকমই আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾﴾

"তোমাদের বাসনা আর আহলে কিতাবদের বাসনা কোন কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম করবে, সে তার বিনিময় প্রাপ্ত হবে, সে আল্লাহ ছাড়া তার জন্য কোন অভিভাবক পাবে না, কোন সাহায্যকারীও না।পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎ কাজ করবে আর সে ঈমানদারও বটে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি তিল পরিমাণও অন্যায় করা হবে না।"[১০০৭]

১০০৬. বুখারী ৫৭৭৭, মুসলিম ১৮৪০, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৩৫২০, দারিমী ৬৯। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
১০০৭. সূরাহ নিসা, ৪:১২৩-১২৪।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ❖সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ❖ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊ থেকে বর্ণনা করেন, ﴿بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ অর্থাৎ তাদের কুফরীর ন্যায় কুফরী করে ও তাদের কর্মকাণ্ডের ন্যায় কর্ম করে। এমনকি তাদেরকে কুফরী বেষ্টন করে ফেলেছে। সুতরাং তাদের জন্য কোন ভাল (নেক) আমল থাকবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ভিন্ন একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, سيئة অর্থ: الشرك শিরক।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ ওয়াইল, আবুল আলিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান ও সুদ্দী বলেন, السيئة অর্থ: কবীরাহ গুনাহ। ইবনু জুরায়জ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ﴾ **"এবং তার পাপ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে"** তার অন্তরের পাপ তাকে ঘিরে ফেলবে ফলে তার কোন ভাল (নেক) আমল থাকবে না। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ), আবূ ওয়াইল, 'আতা এবং হাসান বলেছেন যে, ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ﴾ **"এবং তার পাপ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে"** 'তার শির্ক তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।'[১০০৮] আবার, আ'মাস আবূ রাজিন থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রবী' বিন খুযাইম বলেছেন, ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ﴾ "যে কেউ তার পাপ হতে ক্ষমা না চেয়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।"[১০০৯] সুদ্দী এবং আবূ রাজিন একই কথা বলেছেন।[১০১০] আবূ আলিয়াহ, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, এবং রবী' বিন আনাস বলেছেন যে, ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ﴾ বড় পাপকে বুঝায়। এ সকল কথা একই অর্থ বহন করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে গেলে ধ্বংস ডেকে আনে

৪৯৫. (হাসান): এখানে আমরা ইমাম আহমাদ সংগৃহীত হাদীসটি লিপিবদ্ধ করছি যাতে ◊সুলায়মান বিন দাউদ❖আমর বিন কাতাদাহ❖আবদুর রাব্ব❖আবূ ইয়াদ❖আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)◊ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"إِيَّاكـم وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ". وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا، وَأَجَّجُوا نَارًا، فَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا

সাবধান! তোমরা ছোট ছোট গুনাহকে অবহেলা করো না, বরং তা থেকে দূরে থাক। কারণ, ছোট ছোট গুনাহ কারো মধ্যে একত্রিত হলে তা তাকে ধ্বংস করে দেয়। প্রসঙ্গত নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেনঃ একদল লোক একটি প্রান্তরে উপস্থিত হল। তথায় তাদের খাদ্য উপস্থিত হল। অতঃপর তাদের প্রত্যেকে একখানা করে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে একস্থানে জড়ো করল। তারপর ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। উক্ত আগুনে তারা যা নিক্ষেপ করল তাই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল।[১০১১]

১০০৮. ইবনু আবী হাতিম ১/২৫২।

১০০৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২৫২।

১০১০. ইবনু আবী হাতিম ১/২৫৩।

১০১১. আহমাদ ৩৮০৮, মু'জামুল কাবীর ৫৮৭২, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪৭০, জামিউল আহাদীস ৯৮১৪, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৪৫৯, আর রাওদুন নাদীর ৩৫১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৪৫২, সহীহ আল-জামি' ২৬৮৭। হায়সামী বলেন, আহমাদ ও তাবারানী তার আওসাতে উল্লেখ পূর্বক তাদের উভয়ের সানাদের রাবী সহীহ তবে সানাদে ইমরান বিন দাউদ আল-কাত্তান ব্যতীত, তিনি তাকে وثق অর্থাৎ সমর্থন দিয়েছেন। শায়খ আহমাদ শাকির (রহঃ) বলেন, ইহা হাফিয আল-হায়সামীর কিছুটা শিথিলতা। সানাদে আবদুর রাব্ব তিনি সহীহায়নে কোন বর্ণনা করেননি। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, {মুহাম্মাদ} সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ্ {ইবনু আব্বাস (রাঃ)} বলেছেন: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ "আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।" অর্থাৎ "তোমরা (ইয়াহূদীরা) যাতে বিশ্বাস কর না, তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং মুহাম্মাদের ধর্ম হতে পালন করে যা তোমরা পালন করনা তারাই চিরকালের জন্য জান্নাতে যাবে। আল্লাহ বলেছেন যে, ভাল বা মন্দ কাজের বদলা মানুষের সঙ্গে চিরকাল থাকবে, কক্ষনো তা বিচ্ছিন্ন হবে না।"

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. আর স্মরণ কর, যখন বানী ইসরাঈলের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, অনাথ ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, স্বলাত কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আল্লাহ বানী ইসরাঈলের নিকট হতে যে ওয়া'দা নিয়েছিলেন

আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সব নির্দেশ তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন আর সেগুলো মান্য করে চলার জন্য তিনি তাদের নিকট হতে যে অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং কিভাবে তারা ইচ্ছাকৃত জেনে বুঝে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং ইবাদাতে অন্য কাউকে শরীক না করার জন্য যেমনভাবে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, কারণ আল্লাহ তাদেরকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾﴾ **"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওয়াহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।"**[১০১২] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ﴾ **"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।"**[১০১৩] এটা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার যে, একমাত্র তাঁরই 'ইবাদত করা হোক কোন অংশীদার ছাড়াই।

অতঃপর আসে সৃষ্টিকুলের অধিকার, সর্বাগ্রে পিতামাতার অধিকার। সাধারণতঃ আল্লাহ নিজের অধিকারের সাথে সাথেই পিতামাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। যেমন, আল্লাহ বলেছেন ﴿اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴾ **"আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সকলের) প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে"**[১০১৪] আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا﴾ **"তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করো না, আর পিতা-**

১০১২. সূরাহ আম্বিয়া ২১:২৫।
১০১৩. সূরাহ নাহল, ১৬:৩৬।
১০১৪. সূরাহ লুকমান, ৩১:১৪।

মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো"[১০১৫] থেকে ﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ﴾ **"আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও"**[১০১৬] পর্যন্ত।

৪৯৬. (স্বহীহ্): স্বহীহাইন লিপিবদ্ধ করেছে ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ"

হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন, সময় মত স্বলাত আদায় করা। আমি আবার বললাম তারপর? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার বললাম: তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[১০১৭]

৪৯৭. (স্বহীহ্): এজন্য স্বহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: "أُمَّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أباك. ثم أدناك أدناك

একদা এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। তিনি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা, অতঃপর তিনি আবার বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়রা।[১০১৮]

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ﴾ **"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করবে না।"** আল্লামাহ যামাখশারী বলেন, ﴿لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ﴾ এ বাক্যটি দৃশ্যত সংবাদসূচক خبرية বাক্যের মত হলেও এস্থলে তা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এরূপ অবস্থায় অনুজ্ঞাসুচক অর্থে অধিকতর জোর ও শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেন বাক্যটি মূলত এই ছিল وَاِنْ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللهَ ও পূর্ব যুগীয় কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ তাকে ঐরূপেও পড়েছেন। বাক্যের اَنْ শব্দটিকে তুলে দেয়ায় আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিশেষ সূত্র অনুযায়ী তার রূপ لَا تَعْبُدُوْ اِلَّا اللهَ হয়েছে।

উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং ইবনু মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাকে এরূপে পড়তেনلَا تَعْبُدُوْ اِلَّا اللهَ উপরে لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللهَ বাক্যের যে ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে, ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে তাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সিবওয়ায়হ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সিবওয়ায়হ উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। ইমাম কুরতুবী আরও বলেছেন যে ব্যাকরণবিদ কাসাঈ এবং ব্যাকরণবিদ ফার্‌রা সিবওয়ায়হ-এর উক্ত বিশ্লেষণকে সমর্থন করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন। ﴿وَالْيَتٰمٰى﴾ পিতৃহীন, অর্থাৎ শিশুরা যাদের পিতা নেই যারা তাদের খরচ নির্বাহ করবে। ﴿وَالْمَسٰكِيْنِ﴾ [এবং মাসাকীন (গরীব)] মিসকীন-এর বহুবচন, নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য যা দরকার তা যে পায়না, আমরা এ সব ক্যাটেগরি আলোচনা করব যখন আমরা ব্যাখ্যা করব সূরা

১০১৫. সূরাহ ইসরা ১৭:২৩।

১০১৬. সূরাহ ইসরা ১৭:২৬।

১০১৭. বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, ১৮৯৮, ইবনু হিব্বান ১৪৭৭, শুআবুল ঈমান ৪২১৯, আহমাদ ৩৮৮০। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১০১৮. বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ৫৯৭১, আদাবুল মুফরাদ ৫, আবূ দাউদ ৫১৩৯, ৫১৪০, ইরওয়াউল গালীল ২১৬৯, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪৯৯, গায়াতুল মারাম ২৭৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

নিসার নিম্নোক্ত আয়াত: ﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا﴾ **"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"**

আল্লাহর বাণী ﴿وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ **"মানুষের সঙ্গে ভাল কথা বল"** অর্থাৎ তাদের প্রতি ভাল কথা বল, তাদের প্রতি কোমল হও, সৎকাজের আদেশ, মন্দ থেকে নিষেধ-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বাণী ﴿وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ -এর ব্যাপারে হাসান বাসরী বলেছেন, 'ভাল কথা অর্থাৎ ভাল করার আদেশ করা এবং মন্দ হতে নিষেধ করা, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হওয়া। "মানুষের নিকট ভাল কথা বলা," আল্লাহ যার আদেশ দিয়েছেন, এতে সকল প্রকার ভাল ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।[১০১৯]

৪৯৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, রাওহ আবূ আমির আল-খাযযায আবূ ইমরান আল-জাওনী আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত আবূ যার (রাঃ) বলেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْطَلِقٍ কোন ভাল কাজকেই ছোট মনে করনা, তুমি যদি তোমার ভাই-এর সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করা ছাড়া আর কোন ভাল কাজ না পাও তবে সেটাই কর।[১০২০] মুসলিম তাঁর সহীহ-তে এ হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং তিরমিযী, যিনি এটাকে সহীহ পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের প্রতি সদয় হওয়ার পর তাদেরকে ভাল কথা বলার নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে দু'ধরণের আচরণ জড়িত : ভাল কথা এবং ভাল আচরণ, অতঃপর তিনি সলাত ও যাকাতের আদেশ দানের মাধ্যমে তাঁর ইবাদাত করার ও ভাল কাজ করার নির্দেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾ **"এবং সলাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও।"**

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আহলে কিতাবগণ সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যতীত এসব নির্দেশ অবজ্ঞা করেছিল, অর্থাৎ তারা জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো পরিত্যাগ করেছিল। সূরা নিসায় আল্লাহ একইভাবে এ উম্মাতের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا﴾

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহঙ্কারী, দাম্ভিক।"[১০২১]

এ সব নির্দেশের ভিতর এ উম্মাত যতটা পালন করেছে, আগের কোন উম্মাত তা পালন করেনি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

এই স্থলে ইমাম ইবনু আবী হাতিম একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা (আবূ হাতিম) মুহাম্মাদ বিন খালফ আল-আসকালানী আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আত তানীসী খালিদ বিন সুবায়হ হুমায়দ বিন উকবাহ আসাদ বিন ওয়াদাআহ হতে বর্ণনা করেন, আসাদ বিন ওয়াদাআহ পথ চলার সময় মুসলিম, ইয়াহুদী-নাসারা প্রত্যেককে সালাম দিতেন। একদা তাকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি ইয়াহুদী ও নাসারাকে কেন সালাম দেন? তিনি বললেন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ **"এবং মানুষের সাথে সদালাপ**

১০১৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২৫৮।

১০২০. আহমাদ ২১০০৮, মুসলিম ২৬২৬ তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু হিব্বান ৪৬৮, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৬৮২, ইবনু হিব্বান ৪৬৮। **তাহকীক:** সহীহ।

১০২১. সূরাহ নিসা ৪:৩৬।

করবে।" তিনি বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সালাম দিতে আদেশ করেছেন। আতা' আল-খুরাসানী হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না।[১০২২] আল্লাহ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না এবং স্বজনদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. পরন্তু তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে পরস্পরের সহযোগিতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট হাজির হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ আদায় কর, মূলতঃ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ; তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং ক্বিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। কাজেই তাদের শাস্তি কম করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

ওয়া'দার শর্তসমূহ এবং তাদের তা ভঙ্গ করা

আল্লাহ ইয়াহূদীদের সমালোচনা করেছেন যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়কালে মাদীনায় বাস করত। মাদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের কারণে ইয়াহূদীরা শাস্তি ভুগতো। ইসলামের পূর্বে আউস ও খাযরাজ পুতুল পূজা করত এবং তাদের মাঝে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে সময় মাদীনায় তিনটি ইয়াহূদী গোত্র ছিল, বানী কাইনুকা ও বানু নাযীর- খাযরাজের মিত্র, এবং বানু

১০২২. আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি উক্ত কথা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, لَا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إلى أضيقه এই হাদীসের দিকে। মুসলিম ১৭০৭, তিরমিযী ২৭০০।

কুরাইযাহ-আউসের যারা মিত্র হয়ে থাকত। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যখন যুদ্ধ বেধে যেত, তখন তাদের ইয়াহূদী মিত্ররা তাদেরকে সাহায্য করত। ইয়াহূদীরা আরব শত্রুকে হত্যা করত এবং কখনও তারা ইয়াহূদীদেরকেও হত্যা করত যারা ছিল অন্য আরব গোত্রের মিত্র যদিও তাদের কিতাবের স্পষ্ট শিক্ষা অনুযায়ী তাদের পরস্পরকে হত্যা করা হতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা পরস্পরকে নিজেদের ঘরবাড়ী হতে তাড়িয়ে দিত এবং জিনিসপত্র ও টাকা পয়সা যা পারত লুট করে নিত। যুদ্ধ শেষ হলে, তাওরাতের বিধান অনুযায়ী বিজয়ী দল পরাজিত দল হতে বন্দীদের মুক্ত করত। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ **"তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর?"** অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ﴾ **"আর যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না এবং স্বজনদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না।"** অর্থাৎ "একে অন্যকে হত্যা করনা, একে অন্যকে তাদের ঘরবাড়ী হতে বের করে দিওনা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিওনা।" আল্লাহ এখানে **"তোমাদের নিজেদের" কথাটি উল্লেখ করেছেন যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন:** ﴿فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ **"কাজেই তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তাওবাহ কর এবং তোমরা নিজেদেরকে (নিরাপরাধীরা অপরাধিদেরকে) হত্যা কর, তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়।"** কেননা, একই দ্বীনের অনুসারীরা এক আত্মার ন্যায়।

৪৯৯. (সহীহ): রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالحمى والسهر

মু'মিনগণ তাদের পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তাবোধের দিক দিয়ে সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র দেহের সমতুল্য। তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে অন্যান্য অঙ্গ উত্তেজিত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হয় এবং রাত্রি জাগরণ করে তার রোগ যন্ত্রণায় সাড়া দিয়ে থাকে।[১০২৩]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ﴾ **"তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।"** অর্থাৎ "তোমরাই সত্যায়িত করেছ যে, তোমরা ওয়াদা সম্পর্কে জান আর তোমরা এর সাক্ষী।"

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ﴾ **"পরন্তু তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ।"** মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার সংবাদ দিয়েছেন যে, "আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ﴾ **"পরন্তু তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ"**[১০২৪] সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তারা কী করছিল আর একথাও যে, তাওরাতে তিনি তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত করা হতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতে বলেছেন। এখন মাদীনায় তারা দু'শিবিরে বিভক্ত, বানু কাইনুকা' যারা ছিল খাযরাজের মিত্র এবং বানু নাযীর ও কুরাইযাহ যারা ছিল আউসের মিত্র। আউস ও খাযরাজের মধ্যে যখন যুদ্ধ বেধে যেত, বানু কাইনুকা' খাযরাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করত। এক শিবিরের ইয়াহূদীরা অন্য শিবিরের তাদের

১০২৩. বুখারী ৬০১১, মুসলিম ২৫৮৫, ইবনু হিব্বান ২৩৩। **তাহকীক:** সহীহ।

১০২৪. ইবনু আবী হাতিম ১/২৬১।

ইয়াহূদী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। তারা একে অপরের রক্তপাত করত যদিও তাদের কাছে তাওরাত ছিল এবং তারা তাদের অধিকার ও প্রাপ্য সম্পর্কে জানত। তখন আউস ও খাযরাজ ছিল মুশরিক এবং তারা পুতুল পূজা করত। তারা জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান, আসমানী কিতাব, হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানতনা। যখন যুদ্ধ থেমে যেত তখন ইয়াহূদীরা মূল্য দিয়ে তাদের বন্দী মুক্ত করত এবং তাওরাতকে কার্যে পরিণত করত। ফলে, বানী কাইনুকা' তাদের বন্দী মুক্ত করে নিত যারা আউস কর্তৃক ধৃত হত, আর বানু নাযীর ও কুরাইযা তাদের বন্দী মুক্ত করত যেগুলো খাযরাজ কর্তৃক ধৃত হত। তারা রক্ত মূল্যও চাইত। যুদ্ধের সময় তারা যাকে পারত (ইয়াহূদী বা আরব) হত্যা করত, এভাবে নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে তারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করত। তাই আল্লাহ এ সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ **"তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর?"** অর্থাৎ 'তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তোমরা কি পণের বিনিময়ে বন্দী মুক্তি কর, আবার তাদেরকে হত্যাও কর, অথচ তাওরাত তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছে? তাওরাত তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে মুশরিক ও ইবাদাতে যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাদেরকে সাহায্য কর না। দুনিয়ার জীবন লাভের জন্য তোমরা এ সব করে থাক।' আমাকে জানানো হয়েছে যে, আউস ও খাযরাজের প্রতি ইয়াহূদীদের আচরণই এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।"

সুদ্দী হতে আসবাত বর্ণনা করেছেন, মদীনার কুরায়যাহ নামক ইয়াহুদী গোত্র আওস নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের এবং নাদীর নামক ইয়াহুদী গোত্র খাযরাজ নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। কুরায়যাহ ও নাদীর গোত্রদ্বয়ের প্রত্যেক শাখা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পরস্পরিক যুদ্ধে স্ব স্ব মিত্র গোত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে এক ইয়াহুদী গোত্রের লোকেরা অপর ইয়াহুদী গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করত। তাদেরকে বন্দী করত, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিত এবং তাঁদেরকে গৃহ হতে নির্বাসিত করত। যুদ্ধ শেষ হলে তারা বিপক্ষ দলের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত। এতে আরবের অন্যান্য লোক তাদেরকে লজ্জা দিয়ে বলত, তোমরা কিরূপে তোমাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় কর? তারা বলত, মুক্তিপণ গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রতি তাওরাতে আদেশ রয়েছে তবে যুদ্ধ করা তাতে নিষিদ্ধ রয়েছে। লোকে বলত, তবে কেন যুদ্ধ কর? তারা বলে, আমরা আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (তাওরাত কিতাবের অংশবিশেষ মান্য করার এবং অংশবিশেষ অমান্য করার জন্য) তিরস্কৃত করেছেন। তিনি বলেছেন: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ﴾ **"পরন্তু তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ।"** সুদ্দী থেকে শা'বী বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে কায়স ইবনুল খাতীম-এর ব্যাপারে:

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"পরন্তু তোমরাই সেই লোক যারা পরস্পর নিজেদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন করে পরস্পরের সহযোগিতা করছ।"

আসবাত বলেন, সুদ্দী আবদু খায়র থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা সুলায়মান বিন রাবীআহ আল-বাহিলীর সেনাপতিত্বে 'বালানজার' নামক স্থানে জিহাদে গমন করলাম। তার অধিবাসীদেরকে কিছুদিন

অবরুদ্ধ রাখার পর আমরা তা জয় করলাম। আমাদের বিজয়ের কারণে তাদের অনেক লোক আমাদের হাতে বন্দী হল। আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাদের মধ্যে হতে একটি ইয়াহুদী দাসীকে সাতশত মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলেন। তিনি (رأس الجالوت) 'রা'সুল জালূত' নামক জনৈক ইয়াহুদীর নিকট দিয়ে যাওয়ার কালে তাকে বললেন: হে 'রা'সুল জালূত'! আমার নিকট তোমার স্বধর্মীয় একটি বৃদ্ধ দাসী রয়েছে তুমি কি তাকে খরিদ করবে। সে বলল: হ্যাঁ, আমি তাকে খরিদ করতে চাই। তিনি বললেন, আমি সাতশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেছি। সে বলল, আমি আপনাকে তার মূল্য হিসেবে চৌদ্দশত দিরহাম প্রদান করব। তিনি বললেন, আমি হলফ করেছি যে, চার হাজার দিরহামের কমে তাকে বিক্রয় করব না। সে বলল তাকে আমার খরিদ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তাকে তোমার খরিদ না করা তোমার নিজের ধর্মকেই অস্বীকার তথা অমান্য করা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি আরও বললেন, আমার কাছে আস। সে তার আরও কাছে আসলে তিনি তার কানের কাছে মুখ রেখে তাকে তাওরাত কিতাবের একটি বাণী শুনালেন যে, ﴿وَاِنۡ یَّاۡتُوۡکُمۡ اُسٰرٰی تُفٰدُوۡهُمۡ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیۡکُمۡ اِخۡرَاجُهُمۡ﴾ **"এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট হাজির হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ আদায় কর, মূলতঃ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।"** সে বলল, তুমি কি আবদুল্লাহ বিন সালাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবদুল্লাহ বিন সালাম। এতে সে চার হাজার দিরহাম এনে আব্দুল্লাহ বিন সালামের হাতে দিল। তিনি সেখান থেকে দুই হাজার দিরহাম রেখে অবশিষ্ট দুই হাজার দিরহাম তাকে ফেরত দিলেন।

আদাম বিন আবূ ইয়াস তার তাফসীরে বলেন, ০(আবূ জা'ফার আর রাযী)(রাবী' বিন আনাস)(আবুল আলিয়াহ)০ বর্ণনা করেছেন যে, একদা আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুফা নগরীতে বসবাসকারী (رأس الجالوت) 'রা'সুল জালূত' নামক জনৈক ইয়াহুদীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইয়াহুদী লোকটি অনারব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনত। কিন্তু আরব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনত না। আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বললেন, তোমার নিকট রক্ষিত তাওরাত কিতাবে কি এটা লিপিবদ্ধ নেই যে, উভয় দাসীদেরকে তুমি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনবে?[১০২৫]

এ মহান আয়াত ইয়াহুদীদের সমালোচনা করেছে তাওরাতকে কখনও পালন এবং অন্য সময় প্রত্যাখ্যান করার জন্য, যদিও তারা তাওরাতে বিশ্বাস করত এবং তারা জানত যে, তারা যা করছে তা সঠিক নয়। এজন্য তাওরাতকে সংরক্ষণ করা বা পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তাদের উপর আস্থা স্থাপন করা যাবে না। উপরন্তু, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংক্রান্ত বর্ণনা, তাঁর আগমন, তাঁর স্বদেশ থেকে তাঁর নির্বাসন,তাঁর হিজরাত এবং বাকী অন্যান্য খবরাদি যা পূর্বের নাবীগণ তাঁর সম্পর্কে ইয়াহূদীদেরকে জানিয়েছিলেন, এ সব ব্যাপারেও তাদেরকে বিশ্বাস করা যাবেনা, যা সবই তারা গোপন করেছিল। ইয়াহূদীরা- আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন- নিজেদের মধ্যে এ সব সকল বিষয়ই গোপন করেছিল, যে জন্য আল্লাহ বলেন ﴿فَمَا جَزَآءُ مَنۡ یَّفۡعَلُ ذٰلِکَ مِنۡکُمۡ اِلَّا خِزۡیٌ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا﴾ **"অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে?"** কারণ তারা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল ﴿وَیَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یُرَدُّوۡنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الۡعَذَابِ﴾ **"এবং ক্বিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে"** তাদের কাছে আল্লাহর যে কিতাব ছিল তা প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি

১০২৫. সানাদে আবূ জা'ফার আর-রাযী হলেন: ঈসা বিন আবূ ঈসা আবদুল্লাহ বিন মাহান। তার সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

হিসেবে। ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ﴾ **"আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন।তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে।"** অর্থাৎ তারা পরকালের চেয়ে এ জীবনকেই বেশি পছন্দ করেছিল। কাজেই ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ **"তাদের শাস্তি (এক মুহূর্তের জন্যও) কম করা হবে না।"** ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ﴾ **"এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না"** অর্থাৎ এই যে অনন্ত শাস্তি তারা ভোগ করবে, তাথেকে বাঁচার জন্য তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা। আর তাথেকে তাদেরকে কেউ আশ্রয়ও দিবেনা।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ۝

৮৭. এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে ক্রমান্বয়ে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং 'পবিত্র আত্মা'যোগে (জিব্রীলের মাধ্যমে) তাকে শক্তিশালী করেছি, অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।

ইয়াহূদীদের ঔদ্ধত্য যারা তাদের নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান ও হত্যা করেছিল

নিজেদের লালসা ও ইচ্ছার অনুসরণে নাবীগণের প্রতি আল্লাহ বানী ইসরাঈলের রূঢ়তা, বিদ্রোহাচরণ, প্রত্যাখ্যান ও ঔদ্ধত্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূসাকে তাঁর কিতাব তাওরাত দিয়েছিলেন কিন্তু ইয়াহূদীরা তার অর্থকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছিল, তার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার অর্থ পাল্টেও দিয়েছিল। মূসার পর আল্লাহ নাবী ও রসূল পাঠিয়েছিলেন যাঁরা তার বিধান অনুসরণ করেছিল, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ﴾

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল সঠিক পথের দিশা ও আলো। অনুগত নাবীগণ এর দ্বারা ইয়াহূদীদেরকে ফায়সালা দিত। দরবেশ ও আলিমরাও (তাই করত) কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল আর তারা ছিল এর সাক্ষী।"[১০২৬] এজন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ﴾ **"তার পরে ক্রমান্বয়ে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি।"** যেমন সুদ্দী বলেছেন যে, আবূ মালিক বলেছেন, কাফ্‌ফায়না মানে 'পশ্চাদনুবর্তী'।[১০২৭] আবার অন্যরা বলেছেন "অনুসৃত।' উভয় অর্থ সমার্থবোধক, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, ﴿ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا﴾ **"এরপর একাদিক্রমে আমি আমার রসূলদেরকে পাঠিয়েছি।"**[১০২৮]

তাই আল্লাহ বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা ইবনু মারইয়ামকে পাঠালেন যিনি কতক বিধান নিয়ে প্রেরিত হলেন যেগুলো ছিল তাওরাত হতে ভিন্ন। এজন্য আল্লাহ ঈসার পৃষ্ঠপোষকতায় মু'জিযাও

১০২৬. সূরাহ মায়িদাহ, ৫:৪৪।
১০২৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২৬৮।
১০২৮. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৪৪।

পাঠালেন। এগুলোর মধ্যে ছিল মৃতকে পুনর্জীবিত করা, কাদা দিয়ে পাখীর আকার বানিয়ে তাতে ফুঁৎকার দেয়া অতঃপর তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে জীবন্ত পাখী হয়ে যাওয়া, রোগীদেরকে আরোগ্য করা, অদৃশ্য সম্পর্কে খবর দেয়া, যেমনটি ইবনু 'আব্বাস বলেছেন।[১০২৯] আল্লাহ তাকে রূহুল কুদূস দিয়েও সাহায্য করেছিলেন যা জিবরীলকে বুঝায়। এ সকল নিদর্শন 'ঈসার ও যা দিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল তার সত্যতা প্রতিপন্ন করেছিল। তবু বানী ইসরাঈল তার প্রতি অধিক প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্বেষী হয়ে গেল এবং তাওরাতের একাংশের প্রতিও ভিন্ন মত পোষণ করতে তারা চাইলনা, যেমন আল্লাহ 'ঈসা সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"যেন তোমাদের জন্য কোন কোন জিনিস হালাল করে দেই যা তোমাদের প্রতি হারাম ছিল এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট এসেছি।"** এজন্য বানী ইসরাঈল নাবীগণের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছিল, কতককে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর কতককে হত্যা করেছিল। এ সব ঘটেছিল এ কারণে যে, নাবীগণ ইয়াহূদীদেরকে তাদের ইচ্ছা ও মতামতের বিরুদ্ধে আদেশ দিত। নাবীগণ তাওরাতের বিধানকে তুলে ধরতেন ইয়াহূদীরা যা পরিবর্তন করে ফেলেছিল, এজন্য এ সব নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। কাজেই তারা নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের কতককে হত্যা করেছিল। আল্লাহ বলেছেন: ﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۡ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ﴾ **"অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।"**

জিবরীল রুহুল কুদূস

জিবরীল রূহুল কুদূস, তার প্রমাণ হল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাস'উদের কথা।[১০৩০] এটা ইবনু 'আবাস, মুহাম্মাদ ইবনু কা'আব, ইসমাঈল বিন খালিদ, সুদ্দী, রবী' বিন আনাস, 'আতীয়্যাহ 'আউফী এবং কাতাদাহ্রও মত।[১০৩১]

উপরন্তু আল্লাহ বলেছেন: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝﴾ **"বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"**[১০৩২]

৫০০. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন: ইবনু আবিয যিনাদ তার পিতা (আবুয যিনাদ) উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ أَيِّدْ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَمَا نَافَحَ عَنْ نَبِيِّكَ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে একটি মিম্বার তৈরী করেছিলেন যার উপরে হাসসান বিন সাবিত (বিখ্যাত কবি) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) জবাব দিতেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: اللَّهُمَّ أَيِّدْ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ كَمَا نَافَحَ عَنْ نبيك (হে আল্লাহ! রুহুল কুদূস দিয়ে হাসানকে সাহায্য কর, কারণ, সে

১০২৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২৬৮।
১০৩০. ইবনু আবী হাতিম ১/২৬৯।
১০৩১. ইবনু আবী হাতিম ১/২৭০।
১০৩২. সূরাহ শুআরা, ১৯৩-১৯৪।

তার নাবীর পক্ষ হতে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।)[১০৩৩] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তা'লীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে লুওয়ায়ন-এর সূত্রে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন[১০৩৪], তিরমিযীও «আলী বিন হুজর ও ইসমাঈল বিন মূসা আল-ফুযারী⟫আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ⟫তার পিতা (আবুয যিনাদ) ও হিশাম বিন উরওয়াহ⟫ উরওয়াহ⟫আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)» সূত্রে বর্ণনা করে হাদীসটিকে হাসান সহীহ পর্যায়ভুক্ত করেছেন।[১০৩৫]

৫০১. (সহীহ): সহীহায়নে বর্ণিত রয়েছে, «সুফইয়ান আস সাওরীর হাদীস থেকে⟫যুহরী⟫সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব⟫আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)» একদা হাসসান বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে নববীতে বসে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। এমন সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে নববীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করলে হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি এই মাসজিদে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করতাম। তখন আপনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকতেন। তরপর তিনি (হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)) আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি তাকিয়ে তাকে বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আপনি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন? যে, أَجِبْ عَنِّي، اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "(হে হাসসান)! তুমি আমার পক্ষ হতে কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার উত্তর প্রদান কর, হে আল্লাহ তুমি তাকে রুহুল কুদুস-এর মাধ্যমে সাহায্য কর"। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! হ্যাঁ।[১০৩৬] কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন: اهْجُهُمْ -أَوْ: هَاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَكَ তুমি তাদের নিন্দা বর্ণনা কর। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তোমার সাথে রয়েছেন।[১০৩৭] হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কবিতার দু'টি চরণ হচ্ছে এই:

وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللهِ يُنَادِي وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আর রুহুল কুদুসের বিষয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নাই।

৫০২. (দঈফ): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, «আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ হুসায়ন আল-মাক্কী⟫শাহর বিন হাওশাব আল-আশআরী» বর্ণনা করেন, একদা একদল ইয়াহুদী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলল الروح কে তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বলেন:

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ؟ وَهُوَ الذِي يَأْتِينِي؟" قَالُوا: نَعَمْ

আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলছি এবং বানী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিআমতসমূহের দোহাই দিয়ে বলছি তোমরা কি জান না যে الروح হচ্ছেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আর তিনি হচ্ছেন সেই ফেরেশতা, যিনি আমার নিকট এসে থাকেন। তারা বলল: হ্যাঁ।[১০৩৮]

১০৩৩. ফাতহুল বারী ১০/৫৬২, ইমাম আল-মিযযী তার আতরাফের মাঝে বলেন, ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসটিকে তা'লীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি সহীহ-এর মাঝে তা পায়নি। আমি তা অনুসন্ধানও করেছি তবুও তা পায়নি। তবে হাদীসটি সুনান আবূ দাউদে পাওয়া যায় (৫০১৫), আহমাদ ২৩৯১৬, তিরমিযী ২৮৪৬, তিনি ইবনু আবিয যিনাদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সানাদের সকল রাবী সিকাহ। হাকিম (৪৮৭) সহীহ বলেছেন আর তা ইমাম যাহাবী সমর্থন করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

১০৩৪. আবূ দাউদ ৫/২৭৯।

১০৩৫. তিরমিযী ২৮৪৬।

১০৩৬. বুখারী ৩২১২, মুসলিম ২৪৮৫, নাসাঈ ৭১৬, ইবনু হিব্বান ৭১৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৩০৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৩৩, আত-তা'লীকুল হিসান আলা সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৫১, সহীহ আল-জামি' ২৫২২। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১০৩৭. বুখারী ৩২১৩, মুসলিম ২৪৮৬, সুনান আস সুগরা ৪৬৮৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৬০২৫। **তাহকীক:** সহীহ।

১০৩৮. তাবারী ১৪৯২, সানাদটি দুর্বল। সানাদে শাহর বিন হাওশাব দুর্বল ও মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

৫০৩. (সহীহ): আবার ইবনু হিব্বান স্বীয় সহীহতে লিখেছেন, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أنه لن تموت نفس حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ রুহুল কুদূস আমাকে জানিয়েছেন যে, কোন আত্মাই তার নির্ধারিত রিয্ক ও সময় শেষ না করা পর্যন্ত মরবেনা, অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং যথার্থ উপায়ে রিয্ক অনুসন্ধান কর।[১০৩৯]

ভিন্ন উক্তি: ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∢আবূ যুরআহ⟩মিনজাব ইবনুল হারিস⟩বিশর⟩আবূ রাওক⟩দহহাক⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ অর্থাৎ আমরা তাকে ইসমে আযম দিয়ে সাহায্য করেছি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন, ঈসা (আলাইহিস সালাম) উক্ত ইসমে আযমের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করতেন। ইমাম ইবনু জারীর ও উপরোক্ত রাবী মিনজাবের নিকট হতে উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবী হাতিম বলেন, সাঈদ বিন জুবায়র হতে উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেছেন, উবায়দ বিন উমায়র বলেন, রুহুল কুদ্দুস হচ্ছে ইসমে আযম। ইবনু আবী নাজীহ বলেন আররুহ হচ্ছে ফেরেশতাদের একজন নেতার নাম। রাবী'বিন আনাস হতে আবূ জা'ফর আর রাযী বর্ণনা করেন, আল কুদ্দুস হচ্ছেন মহান আল্লাহ। কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ এবং হাসান হতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন যে, আল কুদুস হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআলা আর রূহুল কুদুস হচ্ছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। সুদ্দী বলেন, আল কুদুস (القدس)অর্থ: বরকত, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আল-আওফী বর্ণনা করেছেন যে, আল কুদুস অর্থ পবিত্রতা।

ইবনু জারীর বলেন, ∢য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা⟩ইবনু ওয়াহব⟩ইবনু যায়দ⟩ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ সম্পর্কে বলেন, রুহুল কুদুস হচ্ছে ইঞ্জীল কিতাব।.﴿وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ অর্থাৎ আমি তাকে কিতাব দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। এরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদকে রুহ নামে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যত্র বলেছেনঃ ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ **"আর এভাবেই আমি তোমার নিকট আমার নির্দেশ সহকারে রুহকে (আল কুরআনকে) নাযিল করেছি।"**

ইবনু যায়দ বলেন, এরূপে কুরআন মাজীদ ও ইঞ্জীল কিতাব উভয়ই রুহ। অতঃপর ইমাম ইবনু **জারীর মন্তব্য করেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে রুহুল কুদুস**-এর তাৎপর্য জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) হওয়াই অধিকতর **সহীহ ও সঠিক। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন:**

﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾

"যখন আল্লাহ বলেন, "হে ঈসা বিন মারইয়াম! তুমি তোমার প্রতি আর তোমার মায়ের প্রতি আমার নি'মাতের কথা স্মরণ কর। আমি তোমাকে রূহুল কুদুস (জিব্রীল) দিয়ে শক্তিশালী করেছি, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় আর পূর্ণ বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলেছ। স্মরণ কর আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।"[১০৪০] ইমাম ইবনু জরীর বলেন, রুহুল কুদুস-এর তাৎপর্য যদি ইঞ্জীল কিতাব হয় তবে মানতে হবে যে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা একটি বিষয়কে অহেতুকভাবে দু'বার উল্লেখ করেছেন। একবার বলেছেন ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ **"যখন আমি তোমাকে ইঞ্জীল কিতাব**

১০৩৯. শুআবুল ঈমান ১১৮৫, জামিউল আহাদীস ১৯৯৬৫, জামিউল উসূল ৭৫৮৫, জামউল জাওয়ামি' ৬০৯, আল-ঈমাউ ইলা যাওয়াইদিল আমালী ওয়াল আজযা' ৪১৩৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৬৬, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৭০২, সহীহ আল-জামি' ২০৮৫, আল-জামি' আস সাগীর ৩৮৪৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১০৪০. সূরাহ মাইদাহ ৫:১১০।

দিয়ে সাহায্য করেছি" আবার ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ﴾ আর যখন আমি তোমাকে কিতাব হিকমত তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি।ইমাম ইবনু জারীর বলেন, মহান আল্লাহ উপরোক্তরূপ অহেতুক পুনরাবৃত্তি করা হতে পবিত্র। অতএব রুহুল কুদুস-এর তাৎপর্য ইঞ্জীল কিতাব হতে পারে না। এর তাৎপর্য জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম)।

আমি (ইবনু কাস্বির) **বলছি:** উপরোক্ত আলোচনার প্রথমাংশে যে হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রুহুল কুদুস হচ্ছে জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতে নিবেদিত।

আল্লামাহ যামাখশারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, بِرُوْحِ الْقُدُسِ পবিত্র রুহ। যেমন حاتم الجود দানবীর হাতিম তাঈ رجل صدق সৎ লোক। উপরোক্ত তিনটি শব্দ বাহ্যত مركب إضافي (সম্বন্ধ পদ ও মুখ্য পদের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি) হলেও অর্থের দিকে দিয়ে তারা مركب توصيفي (বিশেষ্য ও বিশেষণের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি)। আবার অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) কে روح منه (তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ রূহ) নামে আখ্যায়িত করেছেন। সেই স্থলে আল্লাহর সাথে রুহকে সম্পর্কিত করার কারণ হল: সংশ্লিষ্ট রুহটি যে আল্লাহর নিকট বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং তা যে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী তা প্রকাশ করা। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, যেহেতু ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর রুহের সাথে পুরুষের শুক্র এবং ঋতুবতী নারীর অপবিত্র ঋতুস্রাব মিশ্রিত হয়নি, তাই আল্লাহ তাআ'লা তাকে روح منه নামে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামাহ যামাখশারীর কথার তাৎপর্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা স্বয়ং ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) কে روح القدس (পবিত্র আত্মা) নামে আখ্যায়িত করেছেন।) অতঃপর আল্লামাহ যামাখশারী বলেন কেউ কেউ বলেন, রুহুল কুদুস অর্থ জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম), আবার কেউ কেউ বলেন 'রুহুল কুদুস' অর্থ: ইঞ্জীল কিতাব। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদকে অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা রুহ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ ﴿وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ **"আর এভাবেই আমি তোমার নিকট আমার নির্দেশ সহকারে রুহকে (আল কুরআনকে) নাযিল করেছি।"** আর এভাবেই তোমার নিকট আমার ব্যবস্থাসহ রূহকে (কুরআন মজীদকে) নাযিল করেছি। আবার কেউ কেউ বলেন, রুহুল কুদুস অর্থ ইসমে আযম যা উচ্চারণ করে ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করতেন।

ইয়াহূদীরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ﴾ **"এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।"** এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামাহ জামাখশারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, এখানে আল্লাহ বলেননি, "হত্যা করেছিল: কারণ ইয়াহূদীরা তখনও চেষ্টা করেছিল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভবিষ্যতে হত্যা করতে বিষ এবং যাদুক্রিয়ার দ্বারা।"

৫০৪. (স্বহীহ্): মৃত্যুর পূর্বের অসুখের সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي فَهٰذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي খায়বারে যে বিষ মিশ্রিত গোশতের টুকরাটি আমি খেয়েছিলাম আমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া ক্রমশ তীব্রতর হয়ে আসছে। এখন আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত।[১০৪১] আমি (ইবনু কাস্বীর) বলছি, উক্ত হাদীস্ব স্বহীহ বুখারীসহ একাধিক হাদীস্ব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১০৪২]

১০৪১. ইবনু আদী ৩/৪০৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৫৬৬, স্বহীহ আল-জামি' ৫৬২৯। সানাদটি সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াররাক-এর কারণে দুর্বল। তার তাওয়াবি' হিসেবে মুসতাদরাক (৩/২২০) একটি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন আর তা হাকিম স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। তার সনাদটি হাসান। তার একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে কিন্তু এই শব্দে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি। তবে ভিন্ন শব্দে বুখারী (৪৪২৮) বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১০৪২. ফাতহুল বারী ৭/৭৩৭, বুখারী ৪৪২৮।

৮৮. তারা দাবী করেছিল যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত', বরং কুফরী করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, অতএব তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: ﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ﴾ **"তারা দাবী করেছিল যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।"** অর্থাৎ "আমাদের হৃদয়গুলো আচ্ছাদিত।"[১০৪৩]

মুজাহিদও বলেছেন এ আয়াতের অর্থ "ওগুলো আবৃত"।[১০৪৪] ইকরিমাহ বলেছেন "ওগুলোর উপর মোহর আছে"।[১০৪৫] আবূ 'আলিয়াহ বলেছেন, "তারা বুঝতে পারেনা"।[১০৪৬]

মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেছেন ইবনু আব্বাস আয়াতটি এভাবে পড়তেন غُلُفٌ শব্দের (ل) বর্ণে পেশ যোগে) যার অর্থ দাঁড়ায়, "আমাদের অন্তরে সব রকমের জ্ঞান আছে আর ঐ জ্ঞানের দরকার নেই যা (হে মুহাম্মাদ) তোমার আছে।"[১০৪৭] আতা এবং ইবনু আব্বাসের এটাই মত।

﴿بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ **"বরং কুফরী করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন"** অর্থাৎ, "আল্লাহ তাদেরকে বহিষ্কার করেছেন এবং যাবতীয় পুণ্য থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। কাতাদাহ বলেছেন, ﴿فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ **"অতএব তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।"** এ আয়াতের অর্থ, "তাদের কেবল অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে।"[১০৪৮]

﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ﴾ আয়াতটি ﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ﴾ **"তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার দিকে ডাক দিচ্ছ তাথেকে আমাদের দিল আবরণে ঢাকা আছে"**[১০৪৯] আয়াতের ন্যায়। অর্থাৎ "তারা যা দাবী করে, তা নয়; বরং তাদের অন্তরগুলো অভিশপ্ত ও মোহরযুক্ত।"

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, غُلْفٌ অর্থাৎ আপনি যে দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ দিয়ে ঢাকা তাই আপনি যা কিছু বলুন তা অন্তরে প্রবেশ করবে না। তিনি পাঠ করলেন, ﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ﴾ **"তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার দিকে ডাক দিচ্ছ তাথেকে আমাদের দিল আবরণে ঢাকা আছে।"**[১০৫০]

ইমাম ইবনু জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত তাৎপর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসকে উপস্থাপিত করেছেন: আমর বিন মুররাহ আল-জামালী, আবুল বাখতারী, হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মানুষের অন্তর চার প্রকারের হতে পারে। অতঃপর তিনি চার প্রকারের অন্তরের মধ্যে এক প্রকারের অন্তরের পরিচয় দিয়েছেন। তা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ হয়ে থাকে ও তা আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত অন্তর। আর সেটিই হল কাফিরের অন্তর।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-আরযামী, আমার পিতা (আবদুর রহমান আল-আরযামী), দাদা (মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ), কাতাদাহ, হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ﴿قُلُوْبُنَا غُلْفٌ﴾ অর্থাৎ আমাদের অন্তর চর্মাবৃত।

১০৪৩. তাবারী ২/৩২৬।
১০৪৪. তাবারী ২/৩২৬।
১০৪৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২৭৪।
১০৪৬. ইবনু আবী হাতিম ১/২৭৩।
১০৪৭. কুরতুবী ২/২৫।
১০৪৮. ইবনু আবী হাতিম ১/২৭৪।
১০৪৯. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৫।
১০৫০. সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১:৫।

আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা বলত: হে মুহাম্মাদ তোমার কথা অন্তঃসারশূন্য। আমাদের অন্তর সংরক্ষিত। অতএব তোমার কথা প্রবেশ করতে পারবে না। তাই তুমি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা:ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে দহহাক বর্ণনা করেছেন ﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ﴾ অর্থাৎ আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ। মুহাম্মাদ বা তার ন্যায় লোকদের পক্ষ হতে আসবে এমন জ্ঞানের কোন প্রয়োজন তাদের নেই। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আতিয়্যাহ আল-আওফী বর্ণনা করেছেন ﴿وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلُفٌ﴾ আয়াতাংশের ﴿غُلُفٌ﴾ শব্দের (ل) বর্ণে পেশ যোগে। غلاف শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ আমাদের অন্তরে জ্ঞানের অবস্থান গ্রহণ করার জন্য কোন স্থান নেই। যেমন তাওরাতের ইলমে পরিপূর্ণ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ **"বরং কুফরী করার কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, অতএব তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।"** অর্থাৎ না, বরং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ তাদেরকে যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল হতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করেছেন। ঠিক যেমন আল্লাহ সূরা নিসায় বলেছেন: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ **"তাদের এ কথা বলার কারণে– বরং তাদের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোতে মোহর মেরে দিয়েছেন। যে কারণে তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না।"**[১০৫১]

﴿فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ **"কাজেই তারা বিশ্বাস করে অল্পই"** ও ﴿فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ **"কাজেই তাদের কিছু সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করেনা"** আল্লাহর এ বাণীদ্বয়ের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কতক বিদ্বান বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করবে, অথবা তাদের বিশ্বাস খুব অল্প, কারণ তারা পুনরুত্থান ও আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে যা মূসা পূর্বেই বলেছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস তাদের উপকার দিবেনা কারণ তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা এনেছেন তার প্রতি অবিশ্বাস দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে। কতক বিদ্বান বলেছেন যে, আসলে ইয়াহূদীরা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করেনি আর আল্লাহ যে বলেছেন قليلا ما يؤمنون-এর অর্থ তারা বিশ্বাস করেনা। এর অর্থ ঐ আরবী কথার মত, "আমি-এর মত কোন জিনিস কদাচিৎ দেখেছি" যার অর্থ "আমি-এর মত কোন জিনিস কক্ষনো দেখিনি"।প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন, কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ব্যভিচার বা যিনা করলে আরবগণ সেই স্থান সম্বন্ধে বলে থাকে قلما تنبت অর্থাৎ এ স্থানটিতে কোন উদ্ভিদ জন্মিবে না। ইবনু জারীর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৮৯. তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক কিতাব যখন আল্লাহ্র নিকট থেকে আসল, যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, আর যখন তা তাদের নিকট আসল তখন সেটাকে তারা চিনতেও পারল, তবুও তারা তা অবিশ্বাস করল; সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

১০৫১. সূরাহ নিসা, ৪:১৫৫।

ইয়াহুদীরা নাবী (ﷺ)-এর আগমণের অপেক্ষায় ছিলো অতঃপর যখন তাঁর আগমণ ঘটল, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল

আল্লাহ বলেন ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ﴾ **"যখন তাদের কাছে আসল"** অর্থাৎ ইয়াহূদীদের কাছে, ﴿كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ **"আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব"** অর্থাৎ কুরআন যা আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট অবতীর্ণ করেছিলেন, ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ **"তাদের কাছে যা আছে তাকে সত্যায়িত করে"** অর্থাৎ তাওরাতকে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"যদিও পূর্বে (মুহাম্মাদের আগমনের জন্য) তারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করত অবিশ্বাসীদের উপর বিজয় লাভের জন্য।"** অর্থাৎ, এই রসূল তাদের নিকট আসার পূর্বে তারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাত তাঁর আগমন দ্বারা তাদেরকে তাদের মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। তারা মুশরিকদেরকে বলত, "দুনিয়া শেষ হওয়ার ঠিক পূর্বে একজন নাবী আসবেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে মিলে তোমাদেরকে নির্মূল করব যেমনভাবে 'আদ ও ইরাম জাতিরা নির্মূল হয়েছিল।"

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ‹আসিম বিন উমার বিন কাতাদাহ আল-আনসারী› কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আনসার সাহাবা› থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমাদের এবং ইয়াহুদীদের মধ্যেকার ঘটনা উপলক্ষে

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ﴾

"তাদের কাছে যা আছে, তার সমর্থক কিতাব যখন আল্লাহ্র নিকট থেকে আসল, যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, আর যখন তা তাদের নিকট আসল তখন সেটাকে তারা চিনতেও পারল, তবুও তারা তা অবিশ্বাস করল" এ আয়াত নাযিল হয়েছে। জাহেলী যুগে **দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইয়াহুদীদের উপর বিজয়ী ছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক** আর তারা ছিল আহলে **কিতাব। তারা আমাদেরকে বলত, অদূর ভবিষ্যতে একজন নবী প্রেরিত হচ্ছেন।** তাঁর আবির্ভাবের সময় **সুমপস্থিত। তাঁর আবির্ভাবের পর আমরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে** তাঁর সাহায্যে তোমাদেরকে আদ জাতি ও ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা কুরায়শ বংশ হতে তাঁর নবীকে প্রেরণ করলেন এবং আমরা তাঁকে বরণ করে নিলাম তখন তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের উক্ত আচরণ এবং তার শাস্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾ **"আর যখন তা তাদের নিকট আসল তখন সেটাকে তারা চিনতেও পারল, তবুও তারা তা অবিশ্বাস করল; সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত।"**

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে দহহাক বর্ণনা করেছেন ﴿وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত"** অথাৎ ইতঃপূর্বে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। তারা বলত: আমরা তাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদকে সাহায্য করব। অথচ তারা করেছে তার উল্টা। তারা তাঁর আগমনের পর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আবার মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, ‹মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ› ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র› ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)› বলেছেন, "ইয়াহূদীরা (মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের জন্য) নাবী (ﷺ)-এর আগমণের পূর্বে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাত যাতে তারা আউস ও খাযরাজের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে। যখন আল্লাহ তাঁকে আরবদের মাঝে পাঠালেন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং তারা তাঁর

সম্পর্কে যা বলত তা অস্বীকার করল। এজন্য মু'আজ বিন জাবাল এবং বানী সালামাহ্ গোত্রের বিশর বিন বারা' বিন মা'রুর তাদেরকে বলেছিলেন, 'ওহে ইয়াহূদীরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আমরা যখন পর্যন্ত কাফের ছিলাম তখন তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাতে এবং তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, তিনি আসবেন এবং আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় দিবেন।' বানী নাযীর-এর সারাম বিন মুশকিম জবাব দিয়েছিল, 'তিনি এমন কিছু আনেননি যা আমরা চিনতে পারি। আমরা তোমাদেরকে যার সম্পর্কে বলেছিলাম তিনি সেই নাবী নন।' আল্লাহ তখন তাদের কথার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۘ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾

"তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক কিতাব যখন আল্লাহ্র নিকট থেকে আসল, যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, আর সেটাকে তারা চিনতেও পারল, তবুও যখন তা তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা অবিশ্বাস করল; সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত।"[১০৫২]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আল-আওফী বর্ণনা করেছেন, ﴿وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"যদিও পূর্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত"** অর্থাৎ ইতঃপূর্বে কিতাবধারীগণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের সাহায্যে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করত। কিন্তু যখন তারা দেখল যে তাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হতে আল্লাহ নাবী পাঠিয়েছেন তখন তারা হিংসায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল।

আবূ আলিয়াহ বলেছেন, "ইয়াহূদীরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণ করার জন্য যাতে তারা আরবের কাফেরদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে। তারা বলত, 'হে আল্লাহ! আমরা তাওরাতে যে নাবীর কথা পড়ি তাঁকে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা তাঁর চারপাশে যে সব অবিশ্বাসী আছে তাদেরকে তীব্র জ্বালাতন করতে ও মেরে ফেলতে পারি। যখন আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠালেন এবং তারা দেখল যে, তিনি তাদের মধ্যে নন, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আরবদের হিংসা করতে লাগল যদিও তারা জানত যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۘ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾ **"আর যখন তা তাদের নিকট আসল তখন সেটাকে তারা চিনতেও পারল, তবুও তারা তা অবিশ্বাস করল; সুতরাং অবিশ্বাসকারীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত।"**

৯০. তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে, তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশে তারা তা প্রত্যাখ্যান করত শুধু এজন্য যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্দের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন, অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল এবং কাফিরদের জন্যই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

১০৫২. তাবারী ২/৩৩৩।

মুজাহিদ বলেছেন, ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ﴾ **"তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছে,(তারা নিজেদেরকে যার জন্য বিক্রি করে দিয়েছে তা কতই না মন্দ।)"** 'ইয়াহূদীরা মিথ্যা কেনার জন্য সত্য বিক্রি করেছিল এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সত্য গোপন করেছিল।'[১০৫৩] এ আয়াত সম্পর্কে সুদ্দী বলেন, 'ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছিল।'[১০৫৪] অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছিলেন তাতে অবিশ্বাস করে তাঁকে বিশ্বাস, সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে যা নিকৃষ্ট তাই তারা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছিল। তাদের এ আচরণ ছিল তাদের অন্যায়, হিংসা ও বিদ্বেষের ফল, ﴿اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ﴾ **"এই রাগের বশবর্তী হয়ে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহগণের মধ্যে যার উপর ইচ্ছে তাঁর রহমত বর্ষণ করেন।"** এথেকে খারাপ হিংসা আর নেই। কাজেই ﴿فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ﴾ **"কাজেই তারা নিজেদের উপর অভিশাপের উপর অভিশাপ টেনে এনেছে।"** ইবনু 'আব্বাস এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, "আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন, **কারণ** তারা তাওরাতের কিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের নিকট প্রেরিত নাবীকে অবিশ্বাস করেছিল।"[১০৫৫]

আমি (ইবনু কাসীর) বলছি: بَآءُوْ **"তারা নিজেদের উপর টেনে এনেছিল"**-এর অর্থ এই যে, তারা রাগের উপর রাগের উপযুক্ত হয়েছিল এবং তা অর্জন করেছিল। আবার, আবূ আলিয়াহ বলেছেন, "আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তারা ইঞ্জিল ও ঈসার প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং তিনি তাদের উপর আবার রাগান্বিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কুরআন অবিশ্বাস করেছিল।"[১০৫৬] একই কথা ইকরিমাহ ও কাতাদাহ বলেছেন।[১০৫৭]

সুদ্দী বলেন, তাদের গো-বৎস পূজা করার কারণে তাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে। আবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে। এভাবে তাদের উপর গযবের পর গযব নাযিল হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾ **"এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব রয়েছে"**। যেহেতু **তাদের অবিশ্বাস ছিল তাদের বাড়াবাড়ি ও হিংসার ফল,** যার কারণ ছিল ঔদ্ধত্য, তাই তাদেরকে দুনিয়া ও **আখিরাতে লাঞ্ছনা অপমানের শাস্তি দেয়া হয়েছিল।** তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ﴾ **"যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার 'ইবাদাত করে না, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"** অর্থাৎ, "অপমানিত, মর্যাদাহীন, অপদস্থ।"

৫০৫. (হাসান): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, ∘[আমর বিন শু'আয়ব][তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)][দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাঃ)]∘ বলেছেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ النَّاسِ يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسُ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أهل النار

১০৫৩. **তাবারী** ২/৩৪০।
১০৫৪. **ইবনু আবী** হাতিম ১/২৭৭।
১০৫৫. **ইবনু আবী** হাতিম ১/২৭৯।
১০৫৬. **ইবনু আবী** হাতিম ১/২৭৮।
১০৫৭. **ইবনু আবী** হাতিম ১/২৭৯।

অহঙ্কারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিনে মানুষের আকৃতিতেই পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব করে জীবিত করা হবে। সকল ক্ষুদ্র বস্তুই তাদের অপেক্ষা বৃহত্তর হবে। তারা জাহান্নামের বুলুস (بُوْلَسُ) নামক একটি কয়েদখানায় প্রবেশ করবে। উত্তপ্ততম অগ্নি তাদের মস্তকের উপর লেলিহান শিখা বিস্তার করবে। তাদেরকে জাহান্নামীদের চেয়ে বিষাক্ত ও গাঢ় পুঁজ-রক্ত পান করানো হবে।[১০৫৮]

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন'; তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি'। অথচ পরবর্তী কিতাবকে (কুরআনকে) তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন তোমরা পূর্বে নাবীদেরকে হত্যা করেছিলে'?

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

৯২. এবং নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে, তারপরেও তোমরা যালিম সেজে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

ইয়াহূদীরা যদিও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাসী হওয়ার দাবী করত

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ﴾ **"এবং যখন তাদেরকে বলা হত"** অর্থাৎ ইয়াহূদী ও আহলে কিতাবদেরকে, ﴿اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ **"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁকে অনুসরণ কর, ﴿قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ **"তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি"** অর্থাৎ আমাদের প্রতি তাওরাত ও ইঞ্জিলে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর এ পথই আমরা বেছে নিই, ﴿وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ﴾ **"আর তার পরে যা এসেছে তাতে তারা অবিশ্বাস করে।"** ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ **"অথচ তা সত্য এবং তা সত্যায়ন করে তাদের কাছে যা আছে।"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা জেনেও, ﴿الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ **"এটা সত্য আর সত্যায়ন করে তাদের কাছে যা আছে।"**-এর অর্থ এই যে, যেহেতু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যা পাঠানো হয়েছে তা আহলে কিতাবের প্রতি যা পাঠানো হয়েছিল তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কাজেই এ বিষয়টি তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করছে। তেমনি, আল্লাহ বলেন: ﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ﴾ **"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের পুত্রদেরকে।"**[১০৫৯] অতঃপর আল্লাহ বলেন: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ **"যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন**

১০৫৮. তিরমিযী ২৪৯, আহমাদ ৬৬৩৯, আল-আমালুস্ সালিহ ১৪০৭, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২৯১১, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪০০০, সহীহ আল-জামি' ৮০৪০। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

১০৫৯. সূরাহ বাকারা, ২:১৪৪।

তোমরা পূর্বে নাবীদেরকে হত্যা করেছিলে'?"-এর অর্থ "তোমাদের দাবী যে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তোমরা বিশ্বাস কর যদি সত্য হয়, তাহলে তাওরাতের বিধানাবলীকে সত্যায়িত করার জন্য যে সব নাবী তোমাদের কাছে এসেছিলেন তাদেরকে তোমরা হত্যা করলে কেন, যদিও তোমরা জানতে যে, তাঁরা প্রকৃতই নাবী? তোমরা বাড়াবাড়ি ও একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে আল্লাহর রসূলদেরকে হত্যা করেছিলে। কাজেই তোমরা কেবল তোমাদের লালসা, অভিমত ও ইচ্ছারই অনুসরণ কর।" অনুরূপভাবে আল্লাহ বলেছেন: ﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ **"অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহঙ্কার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।"**[১০৬০] আবার সুদ্দী বলেছেন "এ আয়াতে আল্লাহ আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করেছেন। ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ **বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন তোমরা পূর্বে নাবীদেরকে হত্যা করেছিলে'?**[১০৬১]

আবূ জা'ফার বিন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি বানী ইসরাঈলদের ইয়াহুদীদেরকে যখন বলবেন: ﴿ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ **"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন'; তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি।"** তখন আপনি তাদেরকে বলুন: তবে যে সকল নবীকে অনুসরণ করার পক্ষে তাওরাতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে তোমরা কেন সেই সকল নবীকে হত্যা করতে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে নাবীদেরকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, এমনকি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন নাবীদের অনুসরণ করে চলতে ও তাকে সত্যায়ন করতে। আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত তাদেরকে লজ্জা দিয়েছেন।

﴿وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ **"এবং নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে"** অর্থাৎ স্পষ্ট চিহ্ন ও স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। স্পষ্ট নিদর্শন বা মু'জিযা, যার কথা এখানে বলা হয়েছে তা হল বান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি ও হাত। মূসার মু'যিজার মধ্যে আরো রয়েছে সমুদ্রকে বিভক্ত করা, মেঘ দিয়ে ইয়াহূদীদেরকে ছায়া দান করা, মান্না ও কোয়েল, পাথর হতে ঝর্ণা উৎসারিত হওয়া ইত্যাদি। ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ **"তথাপি তোমরা বাছুরের পূজা করলে"** অর্থাৎ মূসার সময়কালে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য হিসেবে বাছুরের পূজা করলে। আল্লাহর বাণী: ﴿مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾ **"মূসার যাওয়ার পর"** অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য মূসার তূর পর্বতে যাওয়ার পর। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ﴾ **"মূসার অনুপস্থিতিতে তার জাতির লোকেরা তাদের অলঙ্কারের সাহায্যে গো-বৎসের একটা অবয়ব তৈরি করল যা গরুর ন্যায় 'হাম্বা' আওয়াজ করত।"**[১০৬২]

﴿وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ﴾ **"আর তোমরা ছিলে যালিম।"** অর্থাৎ বাছুর পূজার এ আচরণে তোমরা ছিলে অন্যায়কারী, যদিও তোমরা জানতে যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য উপাস্য নেই। তেমনি, আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا۟ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۟ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ **"অতঃপর যখন**

১০৬০. সূরাহ বাকারা ২:৮৭।
১০৬১. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮১।
১০৬২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৪৮।

তারা অনুতপ্ত হল আর বুঝতে পারল যে তারা পথহারা হয়ে গেছে, তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর দয়া না করেন আর আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১০৬৩]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের শপথ নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উর্ধ্বে তুলেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'যা দিলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর'। তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। কুফুরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস-প্রীতি শিকড় গেড়ে বসেছিল। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট'!

আল্লাহ ইয়াহূদীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণের পর তারা বিদ্রোহী হয়েছিল এবং তিনি তাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করেছিলেন

আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে তাদের ভুলভ্রান্তি, ও'য়াদা ভঙ্গ, সীমালঙ্ঘন এবং প্রত্যাখ্যানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যখন তিনি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলেন যাতে তারা বিশ্বাস করে এবং অংগীকারের শর্তাবলীতে সম্মত হয়। অতঃপর শীঘ্রই তারা তা ভংগ করে এইভাবে যে, ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ **"তারা বলল, "আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।"** আমরা এ বিষয়ের তাফসীর আগেই উল্লেখ করেছি। 'আবদুর রায্যাক বলেছেন, মা'মার বর্ণনা করেছেন যে, কাতাদাহ বলেছেন, ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ **"কুফুরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বৎস-প্রীতি শিকড় গেড়ে বসেছিল।"** অর্থাৎ, "তারা বাছুরের ভালবাসা ধারণ করেছিল, শেষ পর্যন্ত তার ভালবাসা তাদের অন্তরে বাসা বেঁধেছিল।"[১০৬৪] এটা আবূ 'আলিয়াহ ও রাবী' বিন আনাসের মত।[১০৬৫]

৫০৬. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◇ইসাম বিন খালিদ◇আবূ বাকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মারইয়াম আল-গাসসানী◇খালিদ বিন মুহাম্মাদ আস্ সাকাফী◇বিলাল বিন আবূ দারদা'◇আবূ দারদা' (রাঃ)◇ হতে বর্ণনা করেন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمّ কোন বস্তুকে তুমি প্রকৃতই ভালবাসলে তার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দিবে।[১০৬৬]

ইমাম আবূ দাউদও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আবূ বকর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মারইয়াম আল-গাসসানী হতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং উক্ত আবূ বকর হতে ধারাবাহিকভাবে বাকিয়্যাহ ও হায়ওয়াহ বিন শুরায়হের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন। সুদ্দী বলেন, বানী ইসরাঈল জাতি যে স্বর্ণ নির্মিত বাছুরটিকে পূজা করেছিল মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে করাত দিয়ে কেটে টুকরা

১০৬৩. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৪৯।

১০৬৪. মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ১/৫২।

১০৬৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮৩।

১০৬৬. আবূ দাউদ ৫১৩০, জামিউল উসূল ৯৩৯৮, সিলসিলাতুল আহাদীসুল ওয়াহিয়াহ ১৮১, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ১৮৬৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৪৩৪, দঈফ আল-জামি' ২৬৮৮। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

টুকরা করে দরিয়ায় ছিটিয়ে দিলেন। ফলে তৎকালে প্রবহমান সকল দরিয়াতেই তার কিছু না কিছু অংশ পতিত হল। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তোমরা দরিয়ার পানি পান কর। তারা তাই করল। এতে যাদের অন্তরে গো-বৎস-পূজা-প্রীতি রয়ে গিয়েছিল তাদের গোঁফ সোনালী রং ধারণ করল। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে তাদের উক্ত গো-বৎস প্রীতির বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, <আমার পিতা (আবূ হাতিম) <আবদুল্লাহ বিন রাজা' <ইসরাঈল <আবূ ইসহাক < **উমারাহ বিন আবদুল্লাহ** ও আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী <আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন বানী **ইসরাঈল** জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করেছিল, মূসা (আলায়হিস সালাম) দরিয়ার কিনারায় **বসে** তাকে করাত দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করে দরিয়ায় ফেলে দিলেন। অতঃপর তার পূজারীদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই সেই দরিয়ার পানি পান করল, তারই চেহারা স্বর্ণ বর্ণের ন্যায় হয়ে গেল।

সাঈদ বিন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, বানী ইসরাঈল জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করেছিল মূসা (আলায়হিস সালাম) তাকে পুড়িয়ে করাত দিয়ে টুকরা টুকরা করে দরিয়ায় নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তারা দরিয়ার পানি স্পর্শ করলে তাদের মুখমণ্ডল যাফরানী রং-বিশিষ্ট হয়ে গেল। ইমাম কুরতুবী কুশায়রীর কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন, যারা গো-বৎস পূজা করেছিল তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তিই উক্ত পানি পান করেছিল সেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেছিলেন এ সকল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং এ স্থলে তাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, বানী ইসরাঈল জাতির লোকদের গো-বৎস পূজার সময়ে গো-বৎস-প্রীতি ও গো-বৎস-পূজা তাদের অন্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং তা তাদের হৃদয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশে গিয়েছিল। অথচ উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, গো-বৎস-পূজা-প্রেমের চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর ইমাম কুরতুবী কবি নাবিগা কর্তৃক স্বীয় স্ত্রী **আসমাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার** নিমিত্ত রচিত নিম্নোক্ত কবিতাচরণ কয়টি উদ্ধৃত করেছেন:

تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ فِي فُؤَادِي فَبَادِيهِ مَعَ الْخَافِي يَسِيرُ

تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ شَرَابٌ وَلَا حَزَنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ

أَكَادُ إِذَا ذَكَرْتُ الْعَهْدَ مِنْهَا أَطِيرُ لَوَ انَّ إِنْسَانًا يَطِيرُ

আমার হৃদয়ে আসমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করেছে। এখন হৃদয়ের ভালবাসার তুলনায় বাহ্য **ভালবাসা** তুচ্ছ। উক্ত ভালবাসা এরূপ স্থানে প্রবেশ করেছে যেখানে মদাসক্তি, দুঃখ-তাপ, আনন্দ-আহ্লাদ **কিছুই** প্রবেশ করতে পারে না। তার সাথে জীবন যাপন করার স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন তার নিকট **উড়ে যেতে** ইচ্ছা হয়। আহা! মানুষ যদি উড়তে পারত!

উক্ত কবিতায় যেভাবে প্রেয়সীর ভালবাসা কবির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করার কথা ব্যক্ত **হয়েছে আলোচ্য** আয়াতাংশে সেরূপে বানী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তরের সাথে গো–বৎস-পূজা **সম্পূর্ণরূপে মিশে** যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ **"বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয়, তা কতই না নিকৃষ্ট!"** অর্থাৎ "তোমরা অতীতে আল্লাহর আয়াতকে **অস্বীকার ক'রে** এবং নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে যে আচরণ করেছ এবং এখনও করছ তা সবচেয়ে **নিকৃষ্ট। তোমরা** মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও অবিশ্বাস করেছ যা তোমাদের নিকৃষ্টতম কাজ ও সবচেয়ে কঠিন **পাপ যা তোমরা** করেছ। তোমরা সর্বশেষ নাবীকে অবিশ্বাস করেছ যিনি সকল নাবী ও রসূলগণের নেতা,

যাঁকে গোটা মানুষ জাতির নিকট পাঠানো হয়েছে। তোমরা কিভাবে দাবী করছ যে, তোমরা বিশ্বাস কর, যখন তোমরা আল্লাহর ওয়াদাভঙ্গের মত পাপ করছ, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করছ এবং আল্লাহর পরিবর্তে বাছুরের পূজা করছ?

৯৪. বল, 'যদি আল্লাহ্র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যলোক ছাড়া কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'।

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কক্ষনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬. অবশ্যই তুমি তাদেরকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সকল মানুষ এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও অধিক লোভী দেখতে পাবে, তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারবে না, তারা যা করে, আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

অন্যায়কারী দলটিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাতে ইয়াহূদীদের প্রতি আহ্বান

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ⟪মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ⟫ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র⟫ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟫ বলেছেন যে, "আল্লাহ তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছেন:

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

"বল, 'যদি আল্লাহ্র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যলোক ছাড়া কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'।" অর্থাৎ (মুসলিম ও ইয়াহূদী) দু'শিবিরের মধ্যে মিথ্যাবাদি শিবিরটিকে মৃত্যু দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাও'। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ আহ্বানে ইয়াহূদীরা রাজি হয়নি।[১০৬৭]

﴿وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾ **"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কক্ষনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।"** অর্থাৎ, "তারা জানে যে, তারা তোমাকে চিনে, তথাপি তোমাতে অবিশ্বাস করে।" সেদিন যদি তারা মৃত্যু কামনা করত, তাহলে দুনিয়ার বুকে কোন ইয়াহূদী জীবিত থাকতনা। উপরন্তু দহ্হাক বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ **"তাহলে মৃত্যু কামনা কর"** অর্থাৎ "(আল্লাহকে) ডাকো মৃত্যু দেয়ার জন্য।[১০৬৮] আবার আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন যে, ⟪মা'মার⟫আবদুল কারীম আল-জাযারী⟫ইকরিমাহ⟫বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟫

১০৬৭. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮৪।
১০৬৮. তাবারী ২/৩৬৬।

বলেছেন, ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ অর্থাৎ "ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যু দেয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকত তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেত।"[১০৬৯]

আবার ইবনু আবী হাতিম লিখেছেন, ◊(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফিসী)(আম্মার)(আল-আ'মাশ)(মিনহাল)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))◊ বলেছেন, "ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যু কামনা করত তাহলে তাদের একজন নিজেরই শ্বাসরোধ করে দিত।"[১০৭০] এ সকল কথা ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত প্রামাণ্য সনদসূত্রে রয়েছে।

৫০৭. (সহীহ): ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে বলেছেন, "আমাদের বলা হয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন,**

لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا. وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُباهلون رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا

যদি ইয়াহূদীরা মৃত্যুর জন্য দোয়া করত তবে তারা নিশ্চয় মৃত্যু বরণ করত এবং নিজেদের অবস্থান জাহান্নামে দেখতে পেত। আর যাদেরকে আল্লাহর রসূল মোবাহালা (পরস্পর মিলিতভাবে মিথ্যানুসারীর উপর লা'নতের জন্য বদ দোয়া করা) করতে বলেছিলেন, তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের পরিবার পরিজন এবং মাল-দৌলত কিছুই দেখতে পেত না।[১০৭১]

◊(আবূ কুরায়ব)(যাকারিয়্যা বিন আদী)(উবায়দুল্লাহ বিন আমর)(আবদুল কারীম)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))◊ তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ◊(ইসমাঈল বিন যায়দ আর রাক্কী)(আবূ যায়দ)(ফুরাত)(আবদুল কারীম)◊-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(হাসান বিন আহমাদ)(ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন বাশশার)(সুরূদ ইবনুল মুগীরাহ)(আব্বাদ বিন মানসূর)(বেলেন, হাসান আল-বাসরী)◊-এর নিকট وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ **এই আয়াতাংশ উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়াহূদীদেরকে যখন** বলা হয়েছিল যে, তবে তোমরা মৃত্যু **কামনা কর তখন যদি তারা মৃত্যু কামনা করত** তবে কি তারা মারা যেত? হাসান আল-বাসরী বললেন, **তারা মৃত্যু কামনা করলেও তারা মরত না। বস্তুত** তারা আদৌ মৃত্যু কামনাই করত না। আল্লাহ তাআলা **কী বলেছেন তা তো জানই। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ**

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّٰلِمِينَ۝﴾

"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কক্ষনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।"

উক্ত রিওয়ায়াত একটি মাত্র মাধ্যমে হাসান আল-বাসরী হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাই তার বিশুদ্ধ তা সংশয়পূর্ণ।)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ এই আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাই উক্ত আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তাহলে তোমরা ইয়াহুদী ও

১০৬৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮৫। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ।

১০৭০. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮৪।

১০৭১. তাবারী ১৫৬৯, আহমাদ ২২২৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৬১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৩৮৭৩, তাখরীজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৮৪৯। **তাহকীক:** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুসলমানের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী অনির্দিষ্টরূপে সেই দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্য বদ দোয়া কর। ইমাম ইবনু জারীর কাতাদাহ, আবুল আলিয়াহ এবং রাবী'বিন আনাস হতেও উক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

এই আয়াতের দৃষ্টান্ত সূরা জুমুআহ'র আয়াতের মতই, আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾

"বল– 'হে ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকেরা! তোমরা যদি মনে কর যে, অন্য সব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ৭. কিন্তু তাদের হাত যে সব (কৃতকর্ম) আগে পাঠিয়েছে, সে কারণে তারা কক্ষনো মৃত্যুর কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। ৮. বল- 'তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাচ্ছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী (আল্লাহ)'র নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে; অতঃপর তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।"[১০৭২] তাই তারা দাবি করেছিল যে, তারা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয় পাত্র আর তারা বলেছিল, "যারা খৃষ্টান ও ইয়াহূদী কেবল তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কাজেই মিথ্যুক দলটিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, সে দলটি তারাই হোক কিংবা মুসলিমরা। যখন ইয়াহূদীরা রাজি হলনা তখন সকলেই তাদের ভুলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, কারণ তারা তাদের দাবির ব্যাপারে যদি নিশ্চিত থাকত, তাহলে তারা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নিত। অভিশাপের প্রার্থনা জানানোর প্রস্তাবকে অস্বীকার করায় তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

তেমনি, নাজরানের খৃষ্টানের একটি দলকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আহ্বান জানিয়েছিলেন অভিশাপের প্রার্থনা জানানোর জন্য যখন তিনি তাদের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন যাতে তারা একগুঁয়েমি ও প্রত্যাখ্যান প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾﴾

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে (ঈসার সম্বন্ধে) বিতর্ক করবে তাকে বল, 'আসো, আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমাদের পুত্রদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি, অতঃপর আমরা মুবাহালা করি আর মিথ্যুকদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষণ করি।"[১০৭৩]

খৃষ্টানরা যখন মুবাহালার আহ্বানের কথা শুনল, তখন তাদের কতক পরস্পর বলাবলি করল, "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এই নাবীর সঙ্গে তা কর, তাহলে তোমাদের কারো এমন একটা চোখ থাকবেনা যা পিক পিক করে জ্বলে। তখন তারা সন্ধি করল এবং তুচ্ছ হয়ে জিযিয়া (ট্যাক্স) দিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জিযিয়া গ্রহণ করলেন এবং একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে আবূ উবাইদাহ বিন জার্‌রাহকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সঙ্গে পাঠালেন। এ অর্থের মত মুশরিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়ার জন্য নাবীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। ﴿قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ **"বল, যারা গুমরাহীতে পড়ে**

১০৭২. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:৬-৮।

১০৭৩. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৬১।

আছে, দয়াময় তাদের জন্য (রশি) ঢিল দিয়ে দেন।"[১০৭৪] অর্থাৎ, "আমাদের মধ্যে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহ তার ভ্রষ্টতাকে বর্ধিত ও দীর্ঘ করুন। ইনশা আল্লাহ আমরা এ বিষয়টি পরে উল্লেখ করব।

মোবাহালাহকে (মিথ্যাবাদিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা) এখানে 'ইচ্ছা করা' বলা হয়েছে, কারণ প্রতিটি সত্যপন্থি মানুষ ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ যেন তাঁর বিরুদ্ধবাদি অন্যায়পন্থিকে ধ্বংস করেন যে তাঁর বিরুদ্ধে তর্ক করেছে, বিশেষ করে সৎপন্থি মানুষটির নিকট যখন সত্যের সুষ্ঠু ও দৃশ্যমান প্রমাণ থাকে যার দিকে সে ডাকছে. মোবাহালাতেও অন্যায় পন্থি দলটির মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নিকট আহ্বান জানানো হয়, কারণ কাফেরদের নিকট এ জীবন হল সবচেয়ে বড় পুরস্কার বিশেষতঃ মৃত্যুর পর তাদের খারাপ গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে তারা যখন অবহিত থাকে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন,

(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾)

"বল, 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যলোক ছাড়া কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক'। আয়াতাংশে বর্ণিত মৃত্যু কামনার তাৎপর্য হচ্ছে ইয়াহুদীদের নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্য মৃত্যু কামনা করা। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা দাবী করছ যে, তোমরা আল্লাহর অতি প্রিয় পাত্র। আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। তোমরা ভিন্ন অন্য কেউ তা ভোগ করতে পারবে না। তোমাদের মুখের দাবী যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস হয় তবে তোমরা নিজেদের জন্য মৃত্যু কামনা কর। এরূপ করলে যদি তোমরা মরে যাও তবে দুনিয়ার দুঃখ ও অশান্তি হতে শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে কিছু পূর্বেই আখিরাতের রিজার্ভ সুখ শান্তি ভোগ করা শুরু করতে পারবে। আর যদি না মর তবে মানুষের নিকট তোমাদের মিথ্যাবাদী এবং বাতিলপন্থী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। ব্যাখ্যাকারগণ আরও বলেন, ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় উক্ত মৃত্যু কামনা হতে বিরত রইল। কারণ, তারা জানত যে, তারা যে আকীদা ও আমলের অধিকারী তাতে মৃত্যুর পর আখিরাতের আযাব তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। মৃত্যু কামনার উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, **উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে মৃত্যু কামনা করতে বলে নিরুত্তর করা যায় না। কেননা, তাদের পক্ষে বলা যায় ইয়াহুদীগণ তাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী হলে যে তাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে হবে এমন কথা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি নেককার হলে তার জন্য নিজের মৃত্যু কামনা করা জরুরী নয় বরং নেককার ব্যক্তির মৃত্যু যত দেরীতে আসে সে তত বেশী উপকৃত ও লাভবান হয় কারণ, তাতে সে অধিকতর নেকী অর্জন করে আল্লাহ** তাআলার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করে বেহেশতে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা পেতে পারে।

৫০৮. (সহীহ): হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ যার বয়স দীর্ঘ এবং আমল নেক, সেই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।[১০৭৫]

৫০৯. (সহীহ): সহীহ হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ

১০৭৪. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৭৫।

১০৭৫. তিরমিযী ২৩৩০, হাকিম ১/৩৩৯, আহমাদ ৫/৪৬, আবূ বাকরাহ-এর হাদীস থেকে, এই সানাদের সকল রাবী সিকাহ। তিরমিযী ২৩২৯, আবদুল্লাহ বিন বিসর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, হাসান গরীব, কিন্তু জাবির (রাঃ) থেকে উক্ত হাদীসের শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়, হাকিম ১/৩৩৯, তিনি তাকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। কাশফুল খাফা ১২৩১, সহীহ আল-জামি' ৩২৬২, ৩২৯৭। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভাল লোক হলে (বয়স দ্বারা) তার নেক আমাল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে সে তাওবাহ করার সুযোগ পাবে।[১০৭৬] এতদ্ব্যতীত এটাও বলা যায় যে, ওহে মুসলমানগণ! তোমরাও তো ধারণা পোষণ করে থাক যে, মৃত্যুর পর তোমরা জান্নাতের সুখ শান্তি ভোগ করবে। অথচ তোমরা তো নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না, তোমরা নিজেরা যে অবস্থায় নিজেদের জন্য মৃত্যু কামনা কর না সেই অবস্থায় আমাদেরকে নিজেদের জন্য মৃত্যু কামনা করতে বলছ কেন? আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে গ্রহণ করলে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলো দেখা যায়।

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তাতে এরূপ কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় দল কোন দলকে নির্দিষ্ট না করে অনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্য বদ দোয়া করবে। প্রত্যেক দলই আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করবেঃ হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও মিথ্যাবাদী তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। এতে ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। কারণ, উভয় দলকে একই বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সে যা হোক ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত মৃত্যু কামনা হতে দূরে রইল। তারা জানত যে, তারা মিথ্যাবাদী। তারা জানত তাদের আমল জঘন্যতর। তারা মৃত্যু কামনা করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। পরন্তু তারা মৃত্যু কামনা করলে দোযখের আগুন যে সময়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলত তার পূর্বেই তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

কাফেরগণ ইচ্ছা করে তারা যেন দীর্ঘদিন বাঁচে

এজন্য আল্লাহ বলেছেনঃ ﴿وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾ **"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কক্ষনো তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুবই অবহিত।"** অর্থাৎ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার ব্যাপারে লোভী, কারণ তারা তাদের মন্দ পরিণতি এবং আল্লাহর নিকট তাদের একমাত্র পুরস্কার যে মহা ক্ষতি এ সম্পর্কে জানে। বিশ্বাসীদের জন্য এ জীবন কারাগার আর কাফেরদের জন্য জান্নাত। কাজেই আহলে কিতাবগণ চায় পরকালকে সম্ভাব্য পরিমাণে বিলম্বিত করতে। কিন্তু তারা যা এড়াতে চাচ্ছে তারা তার অবশ্যই সম্মুখীন হবে। তারা পরকালকে আরো বেশি বিলম্বিত করতে চায় এমনকি মুশরিকদের চেয়েও যাদের কাছে কোন আসমানি কিতাব নেই।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আহমাদ বিন সিনান] [আবদুর রহমান বিন মাহদী] [সুফইয়ান] [আল-আ'মাশ] [মুসলিম আল-বাতীন] [সাঈদ বিন জুবায়র] [ইবনু আব্বাস (রাঃ)] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﴿وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا﴾ **"এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও"** আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, তারা অধিক বয়সের জন্যে এমনকি অনারবগণ অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।[১০৭৭] অনুরূপভাবে হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেননি।[১০৭৮]

১০৭৬. বুখারী ৫৬৭৩, মুসলিম ২৬৮০, নাসাঈ ১৮১৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১০৭৭. ইবনু আবী হাতমি ১/২৮৬।
১০৭৮. হাকিম ২/২৬৩।

হাসান আল-বাস্রী বলেন, ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ﴾ **"অবশ্যই তুমি তাদেরকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সকল মানুষ এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও অধিক লোভী দেখতে পাবে"** ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ﴾ অর্থাৎ প্রত্যেক ইয়াহুদী কামনা করে যে, আহা!যদি হাজার বৎসর বয়স পেত! এস্থলে أَحَدُهُمْ-এর هُمْ শব্দের পদবাচ্য যে ইয়াহুদী তা আয়াতের বক্তব্য বিষয় দ্বারা সহজেই বুঝা যায়। আবুল আলীয়াহ বলেন, ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ﴾ অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্নি উপাসক কামনা করে, আহা! সে যদি হাজার বৎসর হায়াত পেত! আবুল আলীয়া কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ইয়াহুদীরা অধিক বয়সের জন্যে মুশরিকদের অর্থাৎ অগ্নি উপাসকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। আর অগ্নি উপাসকদের প্রত্যেকে কামনা করে আহা! সে যদি হাজার বৎসর আয়ু পেত!

﴿لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ **"যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত"** এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ∝আল-আ'মাশ⪤মুসলিম আল-বাতীন⪤সাঈদ বিন জুবায়র⪤ইবনু আব্বাস (রাঃ)∘ বর্ণনা করেছেন এখানে পারসিক অগ্নি উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে এমনকি তাদের কেউ কেউ দশ হাজার বৎসর বয়স পাওয়ার জন্যও অভিলাষী হয়ে থাকে। স্বয়ং সাঈদ ইবনু জুবায়র হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জারীর বলেন, ∝মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক⪤আমার পিতা (আলী ইবনুল হাসান)⪤আবূ হামযাহ⪤আল-আ'মাশ⪤মুজাহিদ⪤ইবনু আব্বাস (রাঃ)∘ বর্ণনা করেছেন, ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ **"তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত"** আয়াতাংশে অনারব (পারসিক) অগ্নি উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তারা বলে থাকে আহা! যদি প্রতিটি দিন উৎসবের দিনের ন্যায় আনন্দমুখর হত এবং এরূপ আনন্দমুখর দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাজার বৎসর আয়ু পেতাম।[১০৭৯]

মুজাহিদ বলেন, ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ **"তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হত" অর্থাৎ** তাদের পাপাচার থেকে তাদের দীর্ঘ জীবন যাপন করাটাই তাদের নিকট খুব প্রিয় হতো।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাপারে ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ **"কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদেরকে শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারবে না"** অর্থাৎ "দীর্ঘ জীবন তাদেরকে মহা শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবেনা। নিশ্চয়, মুশরিকরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেনা, আর তারা দীর্ঘ জীবন ভোগ করতে চায়। জেনে বুঝে সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে পরকালে যে শাস্তি ভোগ করতে হবে ইয়াহূদীরা সে কথা জানে।[১০৮০] আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, "ইয়াহূদীরা এ জীবনের জন্য খুবই আকাংক্ষী। তারা ইচ্ছা করে তারা যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু হাজার বছরের জীবন তাদেরকে মহাশাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, যেমন, কাফের হওয়ার কারণে ইবলিস শয়তানের দীর্ঘজীবন তার উপকারে আসেনি।"[১০৮১] ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ **"তারা যা করে, আল্লাহ তার দ্রষ্টা।"** আল্লাহ জানেন তাঁর বান্দাহরা কী করছে ভাল না মন্দ - এবং সেই অনুসারে তাদেরকে প্রতিশোধ দিবেন।

১০৭৯. তাবারী ১৫৯৪, সানাদটি সহীহ।
১০৮০. ইবনু আবী হাতিম ১/২৮৮।
১০৮১. তাবারী ২/৩৭৬।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহ্র হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাতে ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ রয়েছে'।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।

জিবরীল (আলায়হিস্ সালাম) ইয়াহূদীদের শত্রু

ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর তাবারি বলেছেন, "তাফসীরের বিদ্বানগণ একমত যে, (২ ঃ ৯৭ - ৯৮) আয়াত ইয়াহূদীদের জবাব দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল যারা দাবী করত যে, জিবরীল ইয়াহূদীদের শত্রু আর মীকাঈল তাদের বন্ধু।"[১০৮২] তবে ইয়াহূদীদের কোন্ ঘটনা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে তাফসীরকারগণ মতভেদ করেছেন।

৫১০. (হাসান): আবূ কুরায়ব – য়ূনুস বিন বুকায়র – আবদুল হামীদ বিন বাহরাম – শাহর বিন হাওশাব – ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন একদা একদল ইয়াহূদী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: হে আবুল কাসিম! আপনি আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আল্লাহর নাবী ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারবে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

سَلُوا عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَـكِنِ اجعلوا لِيذِمَّةً وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ، لَئِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لتتابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ". فَقَالُوا: ذَلِكَ لَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ

তোমরা আমার নিকট যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা করতে পার। তবে ইয়াকুব (আলায়হিস্ সালাম) যেরূপে স্বীয় পুত্রদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন আমিও সেরূপ তোমাদের নিকট হতে একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করব। আমি তোমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে তো? তারা বলল হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এখন তোমরা তোমাদের প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করতে পার। তারা বলল: আমরা আপনার নিকট চারটি প্রশ্ন উপস্থাপন করব–

প্রথম প্রশ্নঃ তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্ধ করেছিলেন?

দ্বিতিয় প্রশ্নঃ নারীর বীর্য ও পুরুষের বীর্য কোনটির বৈশিষ্ট্য কী আর সন্তান কোন কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়?

তৃতীয় প্রশ্নঃ তাওরাত কিতাবে উল্লেখিত নিরক্ষর নবীর (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর) বৈশিষ্ট্য কী?

চতুর্থ প্রশ্নঃ কোন ফেরেশতা সেই নবীর নিকট ওহী নিয়ে আসেন?

১০৮২. তাবারী ২/৩৭৭।

নবী ﷺ বলেন, তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি তোমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারলে তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনবে তো? তারা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল যে, নবী ﷺ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। নাবী ﷺ বললেন, যেই সত্ত্বা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন আমি তোমাদেরকে সেই সত্ত্বার কসম দিয় বলছি এটা কি সত্য নয় যে, একদা ইয়া'কুব (আলাইহিস সালাম) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তার রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট মানত করলেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হন, তবে যে খাদ্য ও যে পানীয় তার নিকট অধিকতর প্রিয় তা তিনি বর্জন করবেন। তার সেই প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয় কি ছিল না যথাক্রমে উটের গোশত ও উটের দুধ। ইয়াহুদীগণ বলল: হ্যাঁ এটা সত্য। নাবী ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের কথার সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাদেরকে বললেন: যেই আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এটা কি সত্য নয় যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা হয়ে থাকে এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে হয়ে থাকে। আর পুরুষ ও নারী এই উভয়ের মধ্যে হতে যার বীর্য অপরজনের বীর্যের উপর জয়ী হয় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সন্তান তারই সমলিঙ্গ ও সমআকৃতির হয়। পিতার বীর্য মাতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সন্তান পুরুষ ও পিতার সমআকৃতির হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মাতার বীর্য পিতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হলে আল্লাহ তা'আলর হুকুমে সন্তান নারী ও মাতার সম আকৃতির হয়ে থাকে। তারা বলল: হ্যাঁ,এটি সত্য। নাবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বললেন, এটা কি সত্য নয় যে, সেই নিরক্ষর নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তারা বলল: হ্যাঁ, এটাও সত্য। নাবী ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও। তারা বলল: এবার আপনার নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন তা বলুন। আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর আমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে আপনার সাথে মিলিত হব অথবা যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় থাকব। নাবী ﷺ বললেন, আমার নিকট ওহী নিয়ে আসেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তিনি সকল নবীর নিকটই ওহী নিয়ে আসতেন। ইয়াহুদীগণ বলল: আমরা ইসলাম গ্রহণ করব না। জিবরাঈল ব্যতীত অন্য কোন ফেরেশতা যদি আপনার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করতাম। নাবী ﷺ বললেন, তাকে সত্যবাদী বলে জানতে তোমাদের আপত্তি কেন? তারা বলল: সে আমাদের শত্রু। এতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ "বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে" থেকে ﴿لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ "যদি তারা জানত!" পর্যন্ত। এরূপে ইয়াহুদীগণ গযবের উপর গযব নিয়ে ফিরে গেল।[১০৮৩] ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে আবূ নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে আহমাদ বিন য়ূনুস থেকে, তারা উভয়ে আবদুল হামীদ বিন বাহরাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযীর সূত্রে তিনি আবদ আল-হুমায়দ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৮৩. আহমাদ ২৫১০, আত তায়ালিসী ২৭৩১, তাবারী ১৬০৮, বায়হাকী ৬/২৬৬, সানাদটি হাসান। সানাদে শাহর বিন হাওশাব তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। তবে তার তাওয়াবি' হিসেবে তাবারী (১১৬১০) কাসিম বিন আবূ বাযযাহ মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুরসাল হচ্ছে দুর্বলতার একটি প্রকার, কিন্তু তার শাওয়াহিদের কারণে স্বহীহ হিসেবে গণ্য। বিস্তারিত পরবর্তীতে আসবে। **তাহকীক:** হাসান।

৫১১. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ হুসায়ন তিনি শাহর বিন হাওশাব থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন,সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে তবে তার বর্ণনা অনুযায়ি ইয়াহুদীগণ ও নবী (ﷺ) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষাংশ নিম্নরূপ:

قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عن الروح قال: "أنشدكم بالله وبآياته عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِينِي؟" قَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ لَنَا عَدُوٌّ، وَهُوَ مَلَكٌ إِنَّمَا يَأْتِي بِالشِّدَّةِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، فَلَوْلَا ذَلِكَ اتَّبَعْنَاكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نزلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}

ইয়াহুদীগণ বলল: এবার আপনি রূহ (الروح) কী? সেটি বলুন: নাবী (ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অবতীর্ণ তার নি'আমাত সমূহের দোহাই দিয়ে বলছি এটা কি সত্য নয়? যে, রূহ হচ্ছে জিবরাঈল আর জিবরাঈল হচ্ছেন সেই ফেরেশতা যিনি আমার নিকট ওহী নিয়ে এসে থাকেন। ইয়াহুদীগণ বলল: হ্যাঁ, ইহা সত্য কিন্তু তিনি আমাদের শত্রু। তিনি বালা-মুসীবত এবং রক্তারক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। আপনার নিকট ওহী আনায়নকারী ফেরেশতা জিবরাঈল না হয়ে অন্য কেউ হলে আমার ঈমান আনতাম। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতাসমূহ নাযিল করলেন: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ **"বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে"** থেকে ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ **"যদি তারা জানত!"** পর্যন্ত।[১০৮৪]

৫১২. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◆আবূ আহমাদ✖আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-বাজালী✖বুকায়র বিন শিহাব✖সাঈদ বিন জুবায়র✖ইবনু আব্বাস (রাঃ)◆ বর্ণনা করেন। একদা ইয়াহুদীগণ নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল: হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার নিকট পাঁচটি প্রশ্ন উপস্থাপন করব। যদি আপনি আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারেন তবে বুঝব যে, আপনি প্রকৃতই একজন নাবী। এমতাবস্থায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তখন ইসরাঈল (আলাইহিস সালাম) স্বীয় পুত্রদের নিকট হতে যেরূপে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সূরা ইউসুফে যার বর্ণনা রয়েছে, ইয়াহুদীদের কথায় নবী (ﷺ) তাদের নিকট হতে সেরূপ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের প্রশ্নগুলো উপস্থাপন কর। তারা বলল: নবীর আলামত ও বৈশিষ্ট্য কী? তিনি বলেন, নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তার অন্তর ঘুমায় না। তারা বলল: সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন্ কারণে নারী হয়? তিনি বলেন, নারী ও পুরষ উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হওয়ার পর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হলে সন্তান পুরুষ হয়। পক্ষান্তরে উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হওয়ার পর নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হলে সন্তান নারী হয়। তারা বলল: ইসরাঈল (আলাইহিস সালাম) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য হারাম করে নিয়েছিলেন? তিনি বলেন: একদা ইসরাঈল (আলাইহিস সালাম) দূরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিশেষ পশুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতে তিনি উক্ত রোগ হতে উপশম পেতেন না। (ইমাম আহমদ বলেন জনৈক রাবী বলেছেন, উটের দুধ ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম বোধ করতেন না।) এতে তিনি নিজের জন্যে তার গোশত হারাম করেছিলেন। তারা বলল: আপনি যা বলেছেন তা সত্য। এবার বলুন রা'দ (الرعد) কী? তিনি বললেন, রা'দ একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘে আঘাত করে তা আল্লাহ যেখানে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন, সেখানে নিয়ে যান। তারা বলল: আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই তা কিসের আওয়াজ? তিনি বলেন, তা তার

১০৮৪. তাবারী ১৬০৯। **তাহকীক:** এটি মুরসাল হওয়ার কারণে বর্ণনা সূত্রে দুর্বল। তবে শানে নুযুল গুলো সালাফদের থেকে অথবা মুফাসসিরীনে কিরাম দের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আওয়াজ। তারা বলল: আপনি যা বলেছেন তা সত্য। আর মাত্র একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। আপনি তার উত্তর দিতে পারলেই আমরা আপনাকে নবী বলে মেনে নিব। প্রত্যেক নাবীর নিকট একজন ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসতেন। আপনার নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন? তিনি বলেন, আমার নিকট ওহী নিয়ে আসেন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)। তারা বলল: জিবরাঈল? সে তো আমাদের শত্রু। সে যুদ্ধ বিগ্রহ ও আযাব নিয়ে আসে। আপনার নিকট যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা ঈমান আনতাম। মিকাঈল ফেরেশতা রহমতের বৃষ্টি ও ফসলাদি নিয়ে আসেন। তাদের জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ **"বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে** থেকে لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ **যদি তারা জানত।"** পর্যন্ত।[১০৮৫] ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ-এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান গরীব বলে উল্লেখ করেছেন।

৫১৩. সুনায়দ তার তাফসীরে বলেছেন, ০{হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ}{ইবনু জুরায়জ}{কাসিম বিন আবী বায্যাহ}০ হতে বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ يَهُودَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ. قَالَ: "جِبْرِيلُ". قَالُوا: فَإِنَّهُ لَنَا عَدُوٌّ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا بِالشِّدَّةِ وَالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ. فَنَزَلَ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} الْآيَةَ.

একদা ইয়াহুদীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞাসা করল: কোন ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী নিয়ে আসেন? তিনি বললেন, জিবারাঈল ফেরেশতা আমার নিকট ওহী নিয়ে আসেন। তারা বলল: সে তো আমাদের শত্রু। সে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অনভিপ্রেত বিষয় নিয়ে আসে। এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ **"বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে"** থেকে ﴿لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ **"যদি তারা জানত।"** পর্যন্ত।[১০৮৬]

মুজাহিদ হতে ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, একদা ইয়াহুদীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলল হে **মুহাম্মাদ! জিবরাঈল ফেরেশতা যখনই নাযিল** হয় তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অবাঞ্ছিত **বিষয় সঙ্গে নিয়ে আসে। তাই সে আমাদের শত্রু।** তাদের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ **"বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে"** থেকে ﴿لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ **"যদি তারা জানত।" পর্যন্ত।**

৫১৪. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেছেন,আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ **"যে কেউ জিবরীলের শত্রু"** (সে তার গোস্বায় মরে যাক)। ইকরিমাহ বলেছেন, "জিবর, মীক ও ইসরাফ ও সবগুলোর অর্থ বান্দা, আর ঈল অর্থ আল্লাহ।"[১০৮৭] ০{আবদুল্লাহ বিন মুনীর}{আবদুল্লাহ বিন বাকর}{হুমায়দ}{আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)}০ বলেছেন, "আবদুল্লাহ বিন সালাম যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনায় আগমণের কথা শুনলেন, তিনি তার ক্ষেতে কাজ করছিলেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন "আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি যা নাবী ছাড়া কেউ জানেনা। **এক.** কিয়ামাতের প্রথম আলামত কী? **দুই.**

১০৮৫. আহমাদ ১/২৭৪, তিরমিযী ৩১১৭। সানাদে বুকায়র বিন শিহাবের জাহালাতের কারণে দুর্বল। তবে রা'দ-এর উল্লেখ ব্যতীত হাদীস্রটির শওয়াহিদ পাওয়া যায়। আর তা তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সেটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিস্তারিত পরবর্তিতে আসবে। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

১০৮৬. তাবারী ১৬১০, এই হাদীস্রটিও মুরসাল। **তাহক্বীক:** আস্রার গুলো দুর্বল কিন্তু ইয়াহুদীরা জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দুর্বল মনে করত এটি সহীহ।

১০৮৭. তাবারী ১৬৩১।

জান্নাতীদের প্রথম খাবার কী হবে? **তিন.** শিশু দেখতে বাপের মত কেন হয়, কেন মায়ের মত হয়? ' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "এই মাত্র আমাকে জিবরীল উত্তরগুলো বলে দিলেন। 'আবদুল্লাহ বললেন, 'তিনি (অর্থাৎ জিবরীল) সব ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু।" রসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়াত তিলাওয়াত করলেন: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ **"যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে।"**

অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ [مَاءَ الرَّجُلِ] نَزَعَتْ

অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন– **এক.** কিয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে একটি আগুন, যা পূর্বদিক হতে লোকদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমের দিকে একত্রিত করবে। **দুই.** জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হচ্ছে মাছের কলিজার বর্ধিত অংশ। **তিন.** পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হলে সন্তান পুরুষ হয় এবং নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হলে সন্তান নারী হয়। এতে 'আবদুল্লাহ বিন সালাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহর রসূল।' 'আবদুল্লাহ বিন সালাম আরো বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদীরা মিথ্যাবাদী, আপনি যদি তাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তারা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে, তাহলে তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে।' ইয়াহূদীরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসল আর 'আবদুল্লাহ ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) (ইয়াহূদীদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, "আবদুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, "তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আমাদের মধ্যের সর্বোত্তম লোকের সন্তান, আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তোমরা কী মনে কর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে?" ইয়াহূদীরা বলল, "আল্লাহ তাকে তা থেকে রক্ষা করুন।" তখন 'আবদুল্লাহ বিন সালাম বলতে বলতে তাদের সামনে বেরিয়ে এলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য হওয়ার অধিকার কারো নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল।" তখন তারা বলল, "সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টের সন্তান। এবং তারা তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলতেই থাকল। ইবনু সালাম বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি এই ভয়ই করছিলাম।এই সনদসূত্রে একমাত্র বুখারীই এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[১০৮৮] সহীহাঈন অন্য সনদে আনাস (رضي الله عنه) থেকে এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছে।[১০৮৯]

কতক লোক বলেন, "ঈল মানে উপাসনাকারী আর যে শব্দই তার সাথে যুক্ত করা হয় তা হয় আল্লাহর নাম, কারণ এই যুক্তিতে ঈল কথাটি অপরিবর্তিত। এটা ঐ সব নামের মত যেমন আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আব্দুল মালিক, আব্দুল কুদ্দূস, আব্দুস সালাম, আব্দুল কাফী, আব্দুল জালীল ইত্যাদি। এ সব সংযুক্ত নামে 'আব্দ অপরিবর্তিত আর বাকি অংশ প্রত্যেক নামে আলাদা। জিবরীল, মীকাঈল, আযরাঈল, ইসরাফীল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আল্লাহই ভাল জানেন।

১০৮৮. সহীহুল বুখারী ৪৮০।
১০৮৯. বুখারী ৩৩২৯, ৩৯৩৮, মুসলিম ৩১৫।

Contents

কতক ফেরেশ্‌তা বাদে কতক ফেরেশ্‌তাকে বিশ্বাসের জন্য বেছে নেওয়া কুফরী যেমন নাবীদের মধ্যে কতককে বিশ্বাসের জন্য বেছে নেয়া

৫১৫. [মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না] [রিবঈ বিন উলায়্যাহ] [দাউদ বিন আবূ হিন্দ] [আশ শা'বী] বলেন, একদা উমার (রাঃ) 'রওহা' নামক স্থানে গমন করে দেখলেন লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করে একটি প্রস্তর রাশির পাশে অবস্থিত এক জায়গায় গিয়ে স্বলাত আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই সকল লোক এরূপ দৌড়াদৌড়ি করে ঐ স্থানে স্বলাত আদায় করতে যাচ্ছে কেন? লোকেরা বলল: মানুষ বলে যে, নবী (সাঃ) ঐ স্থানে স্বলাত আদায় করেছিলেন। উমার (রাঃ) বললেন, এটাতো কুফরী। নবী (সাঃ) উপত্যকায় অবস্থান করার সময় যখন যেখানে স্বলাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হত তিনি তখন সেখানেই স্বলাত আদায় করে সেই স্থানকে সেভাবেই রেখে যেতেন। অতঃপর উমার (রাঃ) লোকদের সাথে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, ইয়াহুদীগণ যখন তাওরাত কিতাব পড়ত তখন আমি তাদের নিকট উপস্থিত থাকতাম। দেখে আপশ্চর্যান্বিত হতাম যে, কুরআনে মজীদ এবং তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করছে। একদা তাদের তাওরাত পড়ার সময় আমি তাদের নিকট উপস্থি ছিলাম। তারা আমাকে বলল: হে খাত্তাব পুত্র উমার! তুমি আমাদের নিকট যে কোন সঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর প্রয়ো, তুমি আমাদের নিকটে মাঝে মাঝেই আস। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদের নিকট এসে এটা দেখে আশ্চয হয় যে, কুরআনে মজীদ ও তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করে। এই সময়ে নবী (সাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা বলল ওই তোমাদের বন্ধু যাচ্ছেন। তুমি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হও। আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমাদেরকে তার কসম দিয়ে এবং তিনি যে কর্তব্যসমুহ তোমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন ও যে তাওরাত কিতাব তোমাদের নিকট নাযিল করেছেন, সেই কর্তব্যসমুহ ও তাওরাত কিতাবের দোহই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি: তোমরা কি জান না যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল? আমার কথা শুনে তারা চুপ রইল। এতে তাদের বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি অন্য লোকদেরকে বলল: এই ব্যক্তি বড় শব্দের কসম ও দোহাই দিয়েছে। তোমরা তার কথার উত্তর দাও। তারা বলল: আপনি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি। আপনিই তার কথার উত্তর দিন। তখন প্রবীণ লোকটি বলল: তুমি যখন এত বড় কসম ও দোহাই দিয়েছ, তখন আমাকে সত্য কথা বলতেই হচ্ছে, শুন!আমরা জানি যে তিনি (নবী (সাঃ)) প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল। আমি বললাম তবে তো তোমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। তারা বলল: না, আমাদের সর্বনাশ হবে না। আমি বললাম: তিনি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল এই কথা জেনেও তোমরা তাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করছ না ও মান্য করছ না এমতাবস্থায় তোমাদের সর্বনাম হবে না কেন? তারা বলল: ফেরেশতাদের মধ্য হতে একজন ফেরেশতা আমদের শত্রু এবং একজন ফেরেশতা আমদের বন্ধু আছেন। এই লোকটির নিকট আমাদরে সেই শত্রুটি ওহী নিয়ে আসে। আমি বললাম কোন ফেরেশতা তোমাদের শত্রু এবং কোন ফেরেশতা তোমাদের বন্ধু? তারা বলল– আমাদের শত্রু হচ্ছে জিবরাঈল আর আমাদের বন্ধু হচ্ছে মিকাঈল। জিবারাঈল আযাব, শাস্তি, বালা-মুসীবত, বিপদাপদ ইত্যাদির ফেরেশতা। পক্ষান্তরে মিকাঈল রহমত, নিয়ামত, দয়া-শান্তি ইত্যাদির ফেরেশতা। আমি বললাম তাদের প্রভূর নিকট তাদের কার কি মর্যদা রয়েছে? তারা বলল: একজন তার ডানে এবং অন্যজন বামে রয়েছেন। আমি বললাম: যেই সত্তা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তার কসম! জিবরাঈল ও মিকাঈল এবং যিনি তাদের মাঝখানে আছেন তাদের সকলেই সেইসব লোকের শত্রু যারা জিবরাঈল মিকাঈলের সঙ্গে শত্রুতা রাখে। আবার

তাদের সকলেই সেইসব লোকের বন্ধু যারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। আর যে ব্যক্তি মিকাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে তার সাথে জিবরাঈল কোন ক্রমেই বন্ধুত্ব রাখে না, রাখতেও পারেন না। আবার যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে তার সাথে মিকাঈল কোনক্রমে বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখতেও পারেন না।উমার (রাঃ) বললেন, ইয়াহুদীদেরকে এই কথা বলে আমি নবী (সাঃ)এর নিকট চলে আসলাম। তিনি তখন একটি গ্রহের বাইরে অবস্থান করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا أُقْرِئُكَ آيَاتٍ نَزَلْنَ قَبْلُ হে ইবনুল খাত্তাব কিছুক্ষণ পূর্বে আমার প্রতি এই আয়াতগুলি নাযিল হয়েছে সেগুলো কি তোমাকে শিখিয়ে দিব না? তিনি আমার নিকটে তিলাওয়াত করলেনঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।" আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হইক, যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার কসম! আপনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে সংঘঠিত একটি ঘটনা জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু দেখলাম সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা আপনাকে পূর্বেই জিনিয়ে দিয়েছেন।[১০৯০]

৫১৬. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◄আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ►◄আবূ উসামাহ►◄মুজালিদ (দুর্বল)►◄আমির আশ শা'বী► বর্ণনা করেছেনঃ একদা উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) ইয়াহুদীদের নিকট গিয়া বললেন:

أَنْشُدُكُمْ بِالذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى: هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِي كُتُبِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ؟ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ رَسُولًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كِفْلا وَإِنَّ جِبْرِيلَ كَفَلَ مُحَمَّدًا، وَهُوَ الذِي يَأْتِيهِ، وَهُوَ عَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمِيكَائِيلُ سِلْمُنَا؛ لَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ هُوَ الذِي يَأْتِيهِ أَسْلَمْنَا. قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى: مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ قَالُوا: جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ عُمَرُ: وَإِنِّي أَشْهَدُ مَا يَنْزِلَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ، وَمَا كَانَ مِيكَائِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُوَّ جِبْرِيلَ، وَمَا كَانَ جِبْرِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُوَّ مِيكَائِيلَ. فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: هَذَا صَاحِبُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَأَتَاهُ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ}

যে সত্তা মুসা (আঃ) এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি তোমাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম ও তার আগমনের ভবিষ্যদ্বানী দেখতে পাও? তারা বলল: হ্যাঁ, আমরা আমাদের কিতাবসমূহে তার নাম, আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী দেখতে পাই। তিনি বললেন: তবে কেন তোমরা তাকে মান্য করছনা ও তার প্রতি ঈমান আন না? তারা বলল: প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ একজন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করে থাকেন। মুহাম্মাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে জিবরাঈল। সে তার নিকট ওহী নিয়ে আগমন করে থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে সে আমাদের শত্রু। পক্ষান্তরে মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের মিত্র। মিকাঈল যদি তার নিকট ওহী নিয়ে আসত তবে আমরা মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনতাম। উমার (রাঃ) বললেন যে, আল্লাহ মুসা (আঃ) এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম

১০৯০. তাবারী ১৬১১, হাদীস্টি মুরসাল, আশ শা'বী তিনি উমার (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। **তাহক্বীক:** এটি মুরসাল হওয়ার কারণে বর্ণনা সূত্রে দুর্বল। তবে শানে নুযুল গুলো সালাফদের থেকে অথবা মুফাসসিরীনে কিরামদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

দিয়ে প্রশ্ন করছি, আল্লাহর নিকট উভয় ফেরেশতার কার কিরূপ মর্যদা রয়েছে? তারা বলল: জিবরাঈল আল্লাহর ডানে এবং মিকাঈল তার বামে অবস্থান করেন। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাদের কেউই আল্লাহর নির্দেশ ব্যাতিরেকে অবতীর্ণ হন না। হতে পারে না। আর যারা জিবরঈলের সাথে শত্রুতা রাখে মিকাঈল কোনক্রমেই তাদের সাথে মিত্রতথ রাখেন না, রাখতে পারেনা। অনুরুপভাবে যারা মিকাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে, জিবরাঈলও কোন-ক্রোমেই তাদের সাথে মিত্রতা রাখেন না, রাখতেও পারেন না। উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ইয়াহুদীদের নিকট থাকা অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) কে বলল, হে খাত্তাব পুত্র! তোমার বন্ধু যাচ্ছে। তখন তিনি তাদের নিকট হতে চলে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিলিত হলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন;

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।" উপরোক্ত রিওয়ায়াতদ্বয়ের সানাদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শা'বী তা উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রিওয়ায়াতদ্বয়ের সানাদ দুটিতে ইনকিতা' হয়েছে অর্থাৎ আমির আশ শা'বী ও উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, শা'বী উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর সমসাময়িক ছিলেন না, বিধায় সরাসরি তার নিকট হতে কোন হাদীস্ব বর্ণনা করেননি। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।[১০৯১]

৫১৭. ইবনু জারীর বলেন, ◆[বিশর][ইয়াযীদ বিন যুরায়']][সাঈদ][কাতাদাহ]◆ বলেন, আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে,

ذُكِر لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْيَهُودِ. فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ رَحَّبُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ مَا جِئْتُ لِحُبِّكُمْ وَلَا لِلرَّغْبَةِ فِيكُمْ، وَلَكِنْ جِئْتُ لِأَسْمَعَ مِنْكُمْ. فَسَأَلَهُمْ وَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: مَنْ صَاحِبُ صَاحِبِكُمْ ؟ فَقَالَ لَهُمْ: جِبْرِيلُ. فَقَالُوا: ذَاكَ عَدُوُّنَا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، يُطلع مُحَمَّدًا عَلَى سِرِّنَا، وَإِذَا جَاءَ جَاءَ الْحَرْبُ والسَّنَة وَلَكِنْ صَاحِبُ صَاحِبِنَا مِيكَائِيلُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ جَاءَ الْخِصْبُ وَالسِّلْمُ. فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُونَ جِبْرِيلَ وَتُنْكِرُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَفَارَقَهُمْ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَتَوَجَّهَ نَحْوَ النبي صلى الله عليه وسلم لِيُحَدِّثَهُ حَدِيثَهُمْ، فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نزلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ}

একদা উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ইয়াহুদীদের নিকট গেলেন। তারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট আমার আসার কারণ হল: আমি তোমাদেরকে ভালবাসি বা তোমাদের প্রতি আমার মনে টান বা আকর্ষণ আছে। তাইতো তোমদের নিকট আমি মাঝে মাঝে এসে থাকি। তবে আমি তোমাদের থেকে কিছু তথ্য জানব। অতঃপর তিনি তাদের নিকট প্রশ্ন করলেন এবং তারা তার নিকট প্রশ্ন করল। এক পর্যায়ে তারা তার নিকট জিজ্ঞাসা করল। তোমাদের বন্ধুর (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বন্ধু কে? তিনি বললেন, জিবরাঈল, তারা বলল: ফেরেশতাদের মধ্য একমাত্র সেই আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মাদকে আমাদের গোপন কথা জানিয়ে দেয়। আর যখন পৃথিবীতে আসে তখন যুদ্ধ বিগ্রহ

১০৯১. ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ দু'টি সানাদে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শা'বী উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু মূলত উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) ও শা'বীর মাঝে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। শা'বী উমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। তাছাড়া সানাদে মুজালিদ বিন সাঈদ একজন দুর্বল রাবী।

ও আকাল দুর্ভিক্ষ সঙ্গে নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে আমাদের বন্ধুর (মুসা (আলায়হিস সালাম)) বন্ধু ছিলেন মিকাঈল (আলায়হিস সালাম)। তিনি যখন পৃথিবীতে আসতেন তখন শান্তি ও ফসলাদির প্রাচুর্য সঙ্গে নিয়ে আসতেন। ইহা শুনে তিনি বললেন, আচ্ছা! তোমরা জিবরাঈলকে চিনকিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিন না, এই বলে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঘটনাটি জানানোর উদ্দেশ্যে তার খেদমতে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ইতিমধ্যে তার উপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ **"যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।"**[১০৯২]

ইবনু জারীর আরও বলেন, ◇[আল-মুসান্না][আদাম][আবূ জা'ফার][কাতাদাহ]◇ বলেন, আমাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইয়াহূদীদের নিকট গেলেন অতঃপর উপরোক্ত রেওয়ায়াতের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তবে তা মুনকাতি' অর্থাৎ সানাদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে আসবাত সুদ্দী থেকে তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মুনকাতি' ভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◇[মুহাম্মাদ বিন আম্মার][আবদুর রহমান আদ দাশতাকী][আবূ জা'ফার][হুসায়ন বিন আবদুর রহমান][আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা]◇ থেকে বর্ণনা করেছেন। একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে জনৈক ইয়াহুদীর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে বলল: তোমাদের বন্ধু (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) যে জিবরাঈল ফেরেশতার কথা আলোচনা করে থাকেন, সে তো আমাদের শত্রু। এতে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা ঠিক উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কথাকেই কুরআন মাজীদের আয়াত হিসাবে নাযিল করলেন। আবদ বিন হুমায়দ আবূ নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম থেকে তিনি আবূ জা'ফার থেকে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর বলেন, ◇[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][হুশায়ম][হুসায়ন বিন আবদুর রহমান][ইবনু আবী লায়লা]◇ হতে বর্ণনা করেছেন مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, একদা ইয়াহুদীগণ মুসলমানদেরকে বলল: যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী নিয়ে তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হত তবে আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম। কারণ, সে রহমত ও মেঘ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিবরাঈল ফেরেশতা আযাব ও শাস্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এই কারণে সে আমাদের শত্রু। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল।

ইয়াকূব বলেন, ◇[হুশায়ম][আবদুল মালিক][আতা']◇-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাযযাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন,ইয়াহূদীরা বলে, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। কেননা সে নাযিল হয় যুদ্ধ ও আযাব নিয়ে, পক্ষান্তরে মীকাঈল রহমাত, মেঘ ও প্রচুর ফসলাদি নিয়ে আগমন করে থাকেন। সুতরাং জিবরাঈল আমাদের শত্রু। ফলে আল্লাহ তাআলা বললেন: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ﴾ **"যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে।"**

আল্লাহ বলেছেন, ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ **"বল, 'যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে"** অর্থাৎ যে কেউ জিবরীলের শত্রু হয় সে জেনে নিক যে, তিনি রূহুল কুদূস যিনি আল্লাহর

১০৯২. সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ ও পরিচিত রাবী কিন্তু সানাদে কাতাদাহ ও উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে।

অনুমতিক্রমে আল্লাহর নিকট হতে তোমার অন্তরে গৌরবান্বিত যিক্র (কুর'আন) নিয়ে এসেছেন, কাজেই তিনি আল্লাহর দূত। যে কেউ একজন দূতকে শত্রু মনে করবে, সে সকল দূতকেই শত্রু মনে করবে। আর যে কেউ একজন দূতকে বিশ্বাস করবে সকল দূতের প্রতি তাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যে কেউ একজন দূতকে প্রত্যাখ্যান করে সে সকল দূতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ﴾ **"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকার করে আর আল্লাহ ও রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় আর বলে (রসূলদের) কতককে আমরা মানি আর কতককে মানি না,"**[১০৯৩] আল্লাহ ফায়সালা দিচ্ছেন যে, তারা কাফের, কারণ তারা কতক নাবীতে বিশ্বাস করে, আর অন্যদের প্রত্যাখ্যান করে। আর এই একই কথা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা জিবরীলকে শত্রু গণ্য করে, কারণ জিবরীল নিজে থেকে তাঁর কাজ গ্রহণ করেননি। তিনি তার প্রতিপালকের নির্দেশেই অবতীর্ণ হন। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ﴾ **"(ফেরেশতাগণ বলে) 'আমরা আপনার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না"** এবং

﴿وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾﴾

"অবশ্যই এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল) একে নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[১০৯৪]

৫১৮. (সহীহ): ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) লিপিবদ্ধ করেছেন, আবূ হুরায়রাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِيْ بِالْحَرْبِ (আমার কোন বন্ধুকে যে শত্রু গণ্য করবে, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে)।[১০৯৫] কাজেই যারা জিবরীলকে শত্রু গণ্য করেছিল আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ **"যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক।"** অর্থাৎ আগের কিতাবগুলোর ﴿وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ **"এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশিকা ও সুসংবাদ"** অর্থাৎ তাদের অন্তরের পথ নির্দেশিকা এবং জান্নাতের সুসংবাদবাহক, যা একমাত্র বিশ্বাসীদের জন্য। তেমনি, আল্লাহ বলেন: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ﴾ **"বল– যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এ কুরআন সঠিক পথের দিশারী ও আরোগ্য (লাভের উপায়)।"**[১০৯৬] এবং ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ **"আমি কুরআন হতে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত।"**[১০৯৭]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ **"যে ব্যক্তি আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের ও তাঁর রসূলগণের এবং জিবরীলের ও মীকাইলের শত্রু সাজবে, নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।"** যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাগণ ও তাঁর রসূলগণকে শত্রু গণ্য করে তাহলে ফেরেশ্তা ও মানুষ আল্লাহর দূতগণের অন্তর্ভুক্ত, কারণ আল্লাহ বলেছেন: ﴿اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ﴾ **"আল্লাহ ফেরেশতাগণের মধ্য হতে বাণীবাহক মনোনীত করেন আর**

১০৯৩. সূরাহ নিসা, ৪:১৫০।
১০৯৪. সূরাহ শুআরা, ২৬:১৯২-১৯৪।
১০৯৫. বুখারী ৬৫০২।
১০৯৬. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৪৪।
১০৯৭. সূরাহ ইসরা, ১৭:৮২।

মানুষদের মধ্য হতেও"[১০৯৮] আল্লাহ বলেন ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ আল্লাহ বিশেষভাবে জিবরীল ও মীকাঈলের কথা বলেছেন যদিও তারা সেই ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হলেন দূত- এই কারণে যে, এ আয়াতে জিবরীলের সমর্থন করা হয়েছে যিনি আল্লাহ ও রসূলদের মাঝে গুপ্ত সংবাদ বহনের কাজ করেন। আল্লাহ এখানে মীকাঈলেরও কথা উল্লেখ করেছেন কারণ ইয়াহূদীরা দাবী করত যে জিবরীল তাদের শত্রু আর মীকাঈল তাদের বন্ধু। আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে কেউ তাদের একজনের শত্রু সে অন্যজন এবং আল্লাহরও শত্রু। এখানে বলা দরকার যে, মীকাঈল কখনও কখনও আল্লাহর কতক নাবীদের নিকট অবতীর্ণ হতেন, যদিও তাঁর কাজের পরিধি ছিল জিবরীল থেকে কম, কেননা প্রধানতঃ এ কাজ ছিল জিবরীলের,আর ইস্রাফীল বিচার দিবসে পুনরুত্থান শুরুর জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৫১৯. (স্বহীহ্): স্বহীহ্ বুখারীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই রাত্রে জেগে উঠতেন তিনি প্রার্থনা করতেন:

اللهُمَّ رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السموات وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اختُلِف فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় বিষয়ে অবগত। তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতভেদ করে, সে বিষয়ে তুমিই তাদের মধ্যে ফায়সালা প্রদান কর। যে সত্যের বিষয়ে মতভেদ করা হয়, তুমি স্বীয় আদেশে আমাকে সেই সত্য দেখাও। তুমি যাকে সত্যপথ দেখাতে চাও , নিশ্চয় তাকে তা দেখাতে পার।[১০৯৯]

ইবনু জারীর ইকরিমাহ থেকে বর্ণনা করেন, جبر - ميك অর্থ: উবায়দ তথা ছোট বান্দা, আর إيل অর্থ: আল্লাহ।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আহমাদ বিন সিনাননআবদুর রহমান বিন মাহদী)(সুফইয়ান)(আল-আ'মাশ)(ইসমাঈল বিন রাজা')(ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))◊ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, جبريل শব্দটি عبد الله ও عبد الرحمن শব্দের ন্যায়। বলা হয়েছে, جبر অর্থ আবদ বা বান্দা আর إيل অর্থ আল্লাহ।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, যুহরী আলী ইবনুল হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা কি জান, জিবরাঈল নামটি তোমাদের ভাষার কোন্ নামের সমার্থক শব্দ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ। তিনি আরও বললেন, তোমরা কি জান, মীকাঈল নামটি তোমাদের ভাষার কোন্ নামের সমার্থক শব্দ? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ। অনুরূপভাবে প্রত্যেক إيل শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হবে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, দহহাক ও ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি আরও বলেন, ◊(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী)(আবদুল আযীয বিন উমায়র)◊ বলেন, জিবরাঈল ফেরেশতার নাম খাদিমুল্লাহ (আল্লাহর সেবক)। রাবী বলেন, উক্ত রেওয়ায়াতটি আমি আবূ সুলায়মান আদ দারানীর নিকট বর্ণনা করলে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন,

---

১০৯৮. সূরাহ হজ্জ, ২২:৭৫।

১০৯৯. মুসলিম ৭৭০, আবূ দাউদ ৭৬৭, তিরমিযী ৩৪২০,ইবনু মাজাহ ১৩৫৭, আল-বাগাবী ৯৫২, ইবনু হিব্বান ২৬০০, সকলেই আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

আমার নিকট এ রেওয়ায়াতটি আমার সম্মুখে উপস্থিত এই বৃহৎ পাণ্ডুলিপিটির অন্তর্গত যে কোন রেওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।

جبريل ও ميكئيل শব্দদ্বয় বিভিন্নরূপে লিখিত ও উচ্চারিত হয়ে থাকে। অভিধান পুস্তক ও কিরাআত সম্পর্কিত পুস্তকে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরূপ বিষয়সমূহের যতটুকু সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত শুধু ততটুকু এই কিতাবে আমি আলোচনা করে থাকি। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা এড়িয়ে চলে থাকি। আল্লাহই ভরসাস্থল। তাঁরই নিকট সাহায্য চাই।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহও (এসব) কাফিরদের শত্রু।"** আয়াতাংশকে আল্লাহ তাআলা ﴿فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ রূপে না বলে ﴿فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ﴾ রূপে বলেছেন। এখানে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করে বিশেষ্যপদ ব্যবহার করেছেন। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দার সাথে শত্রুতা রাখে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের শত্রু এবং আল্লাহ যার শত্রু, তার পরিণাম ভয়াবহ, এই বিষয়টি কাফিরদের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা সর্বনাম পদ ব্যবহার না করে বিশেষ্য পদ ব্যবহার করেছেন। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করে বিশেষ্য পদকেই পুনরুল্লেখ করার রীতি সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। যেমন কবি বলেন,

لَا أَرَى الموتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيْءٌ   نَغَّص الموتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرَا

আমি মৃত্যুর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় কাউকেও জয়ী হতে দেখিনা। মৃত্যু ধনী-নির্ধন সকলের নিকটই দ্রুত পৌছে যায়। এখানে কবি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার الموت শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করে الموت শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করেছেন। আরেক কবি বলেন,

لَيتَ الغرابَ غَدَاةَ يَنعَبُ دَائِبًا   كَانَ الغرابُ مقطَعَ الْأَوْدَاجِ

আহা কাক যদি ভোর বেলায় অবিরতভাবে কা-কা রব করতে থাকত, তবে কাক (বিরক্তিকর কা-কা শব্দে) শ্রোতার গর্দানের রগসমূহ কেটে দিত। এখানে কবি দ্বিতীয়বার الغراب শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করে الغراب শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করেছেন। এখানে কাফেরদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন বন্ধুকে শত্রু মনে করবে, সে আল্লাহকেই শত্রু হিসেবে গণ্য করে নিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে,সে অবশ্যই আল্লাহর শত্রু হবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু, সে দুনিয়া ও পরকালের অর্থাৎ উভয় জগতের কল্যাণ হারাবে।

৫২০. (সহীহ): যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ (যে কেউ আমার কোন বন্ধুকে শত্রু গণ্য করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব)।[১১০০]

৫২১. অন্য হাদীসে আছে: إِنِّي لَأَثْأَرُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَثْأَرُ اللَّيْثُ الْحَرِبُ নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সিংহ যেরূপ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে, আমি সেরূপ আমার প্রিয় বান্দাদের পক্ষে থেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি।[১১০১]

১১০০. বুখারী ৬৫০২, ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮, ইবনু হিব্বান ৩৪৭।

১১০১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে উক্ত শব্দে হাদীসটি পাওয়া যায় না। তবে ভিন্ন শব্দে আবূ নুআয়ম তার 'আল-হিলয়াহ' (১/১০, ১১) এর মাঝে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে সুফইয়ান বিন ওয়াকী' (দুর্বল) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন সেখানে রয়েছে: وأنا الثائر لأوليائي يوم القيامة এটি আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদও তার 'আয যুহদ' (১/৫৩/৬৩) এর মাঝে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫২২. (দঈফ): আরেক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: নাবী (ﷺ) বলেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَن كُنتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ আমি যার বিরুদ্ধে থাকি তার উপর বিজয়ী হয়ে থাকি।[১১০২]

৯৯. এবং আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. এটা কি নয় যে তারা যখনই কোন অঙ্গীকার করে, তখনই তাদের কোন না কোন দল সেই অঙ্গীকারকে বর্জন করে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে না।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত তবে আল্লাহ্‌র নিকট শ্রেষ্ঠতর সুফল ছিল, যদি তারা জানত!

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

১১০২. জামিউল আহাদীস ২১২২১, গায়াতুল মারাম ৪৭০, দঈফ আল-জামি' ৫৩১৪, আল-জামি' আস সাগীর ১২০৯৩, দঈফ আল-জামি' ৫৩১৪। তাহকীক আলবানী: দঈফ।

মুহাম্মাদ নবুওতের প্রমাণপঞ্জি

ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ **"এবং আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি।"** (আমি প্রকৃতই তোমার নিকট স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি) অর্থাৎ "হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার নিকট স্পষ্ট নিদর্শন পাঠিয়েছি যা তোমার নবুওতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে।" এই আয়াতগুলো আল্লাহর কিতাব (কুর'আন) এ আছে যা ইয়াহূদীদের জানা গোপনীয় বিষয়সমূহের বিবরণ দেয় যা তারা লুকাত, এবং তাদের পূর্ববর্তী বংশাবলীর কাহিনীরও (বিবরণ দেয়)। ইয়াহূদীদের কিতাবে যা লেখা ছিল আল্লাহর কিতাব তারও উল্লেখ করে যা তাদের রাব্বী ও পণ্ডিতদেরই জানা। যে সব জায়গায় তারা তাওরাতের বিধানকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করেছিল সে সবও আল্লাহর কিতাব উল্লেখ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট অবতীর্ণ তাঁর কিতাবে এ সবেরই উল্লেখ করেছেন, একমাত্র এ বিষয়টিই সব লোকেদের নিকট যথেষ্ট প্রমাণ যারা নিজেদের নিকট বিশ্বাসী এবং যারা **শত্রুতা এবং সীমালঙ্ঘনের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ধ্বংস সাধনকে পরিহার করতে চায়। উপরন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি সত্য প্রতিপন্ন করে যে সত্য নিয়ে মুহাম্মাদ** (ﷺ)-কে পাঠানো **হয়েছিল এবং যে সব স্পষ্ট নিদর্শন তিনি** এনেছিলেন তা তিনি মানুষের নিকট শিখেননি বা অর্জন **করেননি। দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস** (رضي الله عنهما) বলেছেন ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ **"এবং অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি"** অর্থাৎ "তুমি রাত দিন কিতাব তিলাওয়াত কর এবং তা তাদের কাছে পৌছে দাও যদিও তুমি একজন উম্মী (নিরক্ষর) যে কোন দিন কিতাব পড়েনি। তথাপি তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও তাদের কাছে কী আছে (তাদের কিতাবে)। আল্লাহ বলেছেন যে, এ ব্যাপারটিই তাদের বিরুদ্ধে একটা দৃষ্টান্ত, একটা স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ, তারা যদি জানত!"[১১০৩]

ইয়াহূদীরা তাদের ও'য়াদা ভঙ্গ করে

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ০[মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু **আব্বাস** (رضي الله عنهما)]০ বলেন, ইবনু সূরীয়া আল-ফাতয়ূনী নামক কাফির ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলল: হে **মুহাম্মাদ! আপনি** এমন কোন বিষয় নিয়ে আসেননি যা আমাদের নিকট পরিচিত।আর আল্লাহ আপনার প্রতি স্পষ্ট আয়াতও নাযিল করেননি যার ফলে আমরা আপনার অনুসরণ করব। তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ **"এবং আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না।"** রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন পাঠানো হল এবং আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে তাঁর সঙ্গে কৃত ও'য়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, বিশেষতঃ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যাপারে, মালিক বিন সায়ীফ বলল, "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের ব্যাপারে আল্লাহ কক্ষনো আমাদের সঙ্গে কোন ও'য়াদা করেননি, আর তিনি আদৌ আমাদের নিকট হতে কোন অংগীকার গ্রহণ করেননি।" আল্লাহ তখন জানিয়ে দিলেন ﴿أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُوا۟ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم﴾ **"এটা কি নয় যে তারা যখনই কোন অঙ্গীকার করে, তখনই তাদের কোন না কোন দল সেই অঙ্গীকারকে বর্জন করে?"** (ব্যাপার কি এ রকম নয় যে, যখনই তারা কোন ও'য়াদা করে, তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে?)[১১০৪] হাসান বাসরী বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ **"বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান রাখে**

১১০৩. তাবারী ২/৩৯৭।
১১০৪. তাবারী ২/৪০০।

না।” অর্থাৎ, তারা এমন কোন ও'য়াদা করেনা যা তারা ভংগ ও পরিত্যাগ করেনা। তারা আজ একটা ও'য়াদা করে এবং কালই তা ভঙ্গ করে।”[১১০৫]

সুদ্দী তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, অধিকাংশ লোক মুহাম্মাদ (ﷺ) কর্তৃক আনীত মহা সত্যকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছে। কাতাদাহ বলেন, نبذه فريق منهم অর্থাৎ তাদের একদল তাকে (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে) ভঙ্গ করেছে।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, لنبذ অর্থ: নিক্ষেপ করা, ফেলে দেয়া, منبذ অর্থ: নিক্ষিপ্ত নবজাতক النبيذ পানীয় প্রস্তুত করার নিমিত্তে পানিতে নিক্ষিপ্ত শুষ্ক খেজুর বা শুষ্ক আঙ্গুর। আবুল আসওয়াদ দুয়ালী বলেন:

نظرتُ إِلَى عُنْوَانِهِ فَنبذْتُهُ كَنَبْذِكَ نَعْلًا أَخْلَقَتْ مِنْ نَعَالِكَا

আমি সেটির ভূমিকার উপর চোখ বুলিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলাম যেরূপ তুমি তোমার পুরাতন জীর্ণ জুতাকে নিক্ষেপ করে থাক।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** আলোচ্য আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে নিন্দা করছেন। তাদের নিকট অবতীর্ণ পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে আল্লাহ তাআলা মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (ﷺ)-এর আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার গুণাবলি ও পরিচয় বর্ণনা করেন। উক্ত কিতাবসমূহে নবী (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনার পক্ষে তাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। এখানে তাদের এই সত্য বিদ্বেষের বিষয় উল্লেখ করে তাদেরকে নিন্দা করেন। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে নবী (ﷺ)-এর পরিচয় এবং গুণাবলি বর্ণিত থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ؗ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝﴾

“যারা প্রেরিত উম্মী নাবীকে অনুসরণ করবে যা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পাবে। সে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে, পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করে, অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে, তাদের থেকে গুরুভার সরিয়ে দেয় আর সেই শৃংখল (হালাল-হারামের বানোয়াট বিধি-নিষেধ) যাতে ছিল তারা বন্দী। কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আর তার উপর অবতীর্ণ আলোর অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।”[১১০৬] এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝﴾

“এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না।” অর্থাৎ কিতাবধারী জাতিসমূহের নিকট যে তাওরাত ও

১১০৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২৯৫।
১১০৬. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৭।

ইঞ্জীল বিদ্যমান রয়েছে তাদের সত্যতার সমর্থক হয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাদের নিকট আগমন করেছে। তখন তারা তাওরাত ও ইঞ্জীল তথা তাতে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিচয় ও গুণাবলীসহ তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য নির্দেশ রয়েছে। অতএব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাদের ঈমান না আনা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিত্যাগ করারই শামিল। তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এমনভাবে দূরে নিক্ষেপ করেছে যেন তারা তাতে কী লিখা রয়েছে তা জানে না। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান তো আনেইনি বরং তাঁর প্রতি যাদু প্রয়োগ করে তাঁর ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়েছিল। তারা بئر اروان (আরওয়ান কূপ) নামক একটি কূপের পাথরের নীচে চিরুনী, বস্ত্র পরিষ্কারক ব্রাসের পরিত্যক্ত অংশ পুরুষ খেজুর গাছের কাঁদির খোলসে রেখে দিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করেছে। এই কাজে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল লাবীদ বিন আসম নামক জনৈক পাপিষ্ঠ। তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে এতদসম্বন্ধে অবহিত করত তাঁকে তা হতে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। উক্ত ঘটনা বুখারী ও মুসলিমে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। এই কিতাবে তা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

ইয়াহূদীরা আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছিল এবং যাদু বিদ্যার চর্চা করেছিল

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ **"এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক।"** এ আয়াতের ব্যাপারে সুদ্দী বলেন, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাদের কাছে আসলেন,তারা তাওরাত ব্যবহার করে তাঁর সাথে বিরোধিতা করতে চাইল। কিন্তু তাওরাত ও কুর'আন একে অন্যকে সত্যায়ন করে। কাজেই ইয়াহূদীরা তাওরাত ব্যবহার পরিত্যাগ করল এবং আ-সাফের কিতাব ও হারূত মারূতের যাদুর দিকে ঝুঁকে পড়ল, যা আসলে কুর'আনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই আল্লাহ বলেন, ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ **"যেন তারা জানতনা।"**[১১০৭] **আবার, কাতাদাহ বলেছেন যে, ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ "যেন তারা জানতনা"** অর্থাৎ,"তারা সত্যকে জানত, **কিন্তু তারা তা পরিত্যাগ করেছিল,** গোপন করেছিল এবং তাদের কাছে যে তা ছিল এটাই তারা অস্বীকার করেছিল।"[১১০৮]

আল-আওফী তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল......।"** আয়াতটি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর একদল জ্বিন ও মানুষ ইসলাম ত্যাগ করত কুপ্রবৃত্তির বংশবদ ভৃত্য হয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর লোকেরা যখন ইসলামের আওতায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন তিনি তাদের (যাদুর) পুস্তকসমূহ আবিষ্কার ও উদ্ধার করত স্বীয় সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখলেন। তার মৃত্যুর পর দূরাচারী মানুষ ও জ্বিনগণ উক্ত পুস্তকসমূহ উদ্ধার করত লোকদের নিকট এরূপ প্রচারণা চালাতে লাগল যে, এই কিতাবকে আল্লাহ সুলায়মানের উপর নাযিল করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে আমাদের নিকট হতে গোপন রেখেছিলেন। এতে

১১০৭. তাবারী ২/৪০৪।
১১০৮. তাবারী ২/৪০৪।

লোকেরা সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে গ্রহণ করত তাকেই নিজেদের দীন বানিয়ে নিল। উক্ত পুস্তকে আল্লাহর স্মরণ হতে মানুষের মনকে ফিরিয়ে রাখার ব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের উপরোক্তরূপ আচরণের বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূল আসল যে এদের নিকট যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পিঠের পিছনে ফেলে দিল, যেন তারা কিছুই জানে না।" তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত। অর্থাৎ শয়তান তাদের নিকট যা বলত তাই অনুসরণ করত। আর সেগুলো ছিল বাদ্যযন্ত্র ও খেলনা বিশিষ্ট ইত্যাদি যেগুলো আল্লাহর যিকির থেকে দূরে রাখে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◆(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(আবূ উসামাহ)(আল-আ'মাশ)(আল-মিনহাল)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◆ বর্ণনা করেছেন আসিফ (اصف) ছিলেন সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর প্রধান সচিব। তিনি ইসমে আযম জানতেন। তিনি সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দেশে প্রতিটি বিষয় লিখে তার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখতেন। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা তা বের করত তার দুই ছত্রের ফাঁকে যাদু ও কুফরী কালাম লিখে লোকদেরকে বলতে লাগল এ সকল বিষয়ের উপর সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) আমল করতেন। তাতে জাহিল লোকেরা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে কাফির বলতে এবং গালি দিতে লাগল, আর আলিমগণ তার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা হতে বিরত রইলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন–

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত– আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না। এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!"

ইবনু জারীর বলেন, ◆(আবুস সাইব সালম বিন জুনাদাহ আস সাওয়াই)(আবূ মু'আবিয়াহ)(আল-আ'মাশ)(আল-মিনহাল)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◆ বর্ণনা করেছেন– সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) যখন বায়তুল খালা (মলত্যাগ করতে) যাওয়ার ইচ্ছা করতেন অথবা কোন স্ত্রীর নিকট গমন করার পূর্বে স্বীয় আংটিটি জারাদাহ (الجرادة) নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রেখে যেতেন। এক সময় তার সামনে আল্লাহ তা'আলার

পরীক্ষা উপস্থিত হল। একদা স্বীয় আংটিটি জারাদাহর নিকট রেখে যাওয়ার পর শয়তান তাঁর রূপ ধরে এসে জারাদাহর নিকট হতে আংটিটি নিয়ে গেল। সে তা পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান জ্বিন ও মানুষ তার প্রতি অনুগত হয়ে গেল। এদিকে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এসে জারাদাহর নিকট স্বীয় আংটিটি চাইলে সে বলল: তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি সুলায়মান নও। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা উপস্থিত। এই সময়ে শয়তানরা যাদু ও কুফরসম্বলিত কতগুলো পুস্তক রচনা করত সেগুলো সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখল। এক সময় তারা উক্ত পুস্তকগুলো বের করে জনগণের সামনে পাঠ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, এ সকল কিতাবের সাহায্যে সুলায়মান লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং শাসন চালিয়েছে। জনগণ তাদের কথা বিশ্বাস করল এবং সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কাফির বলতে লাগল। তাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল।"**

ইবনু জারীর বলেন, ০(ইবনু হুমায়দ)(জারীর)(হুসায়ন বিন আবদুর রহমান)(ইমরান ইবনুল হারিস)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ **(ইমরান) বলেন, একদা আমরা ইবনু আব্বাস** (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একটি **লোক তার নিকট আগমন করল।** তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? লোকটি বলল আমি ইরাক হতে এসেছি। তিনি বললেন, ইরাকের কোন্ অঞ্চল হতে? সে বলল কুফা শহর হতে। তিনি বললেন, কী সংবাদ নিয়ে এসেছেন? সে বলল, কুফার লোক বলছে: আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) মৃত্যু বরণ করেননি। তিনি অদুর ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন। এতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) আতংকিত হয়ে বললেন, কী বলছ! আলী (রাঃ) মৃত্যু বরণ না করলে আমরা না তার স্ত্রীদেরকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম, আর না তার **সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের** মধ্যে বন্টন করে দিতাম। শুনুন, এ বিষয়ে আপনাকে একটি তথ্য প্রদান **করছি। সুলায়মান** (আঃ)**-এর যুগে শয়তানগণ** (দূরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে গোপনে কান পেতে কখনও **কখনও দু' একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করত। অতঃপর** তারা একটি সত্যের সাথে সত্তরটি মিথ্যা যুক্ত করে **লোকদের নিকট প্রচার করত। লোকেরা সেগুলো বিশ্বাস** করে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান দিত। এক সময় **আল্লাহ তাআলা সুলায়মান** (আলাইহিস সালাম) কে এ সকল মিথ্যা কথা সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তিনি সেগুলো স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখলেন। তার মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকদেরকে বলল: হে লোকসকল! তোমরা শুন! সুলায়মানের অতুলনীয় সম্পদ তার সিংহাসণের নিচে সংরক্ষিত রয়েছে। তার কথায় লোকেরা সেখান থেকে সেগুলো বের করলে শয়তান বলল: এগুলো হচ্ছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষাণুক্রমে সেগুলো সংরক্ষণ ও বর্ণনা করে আসছে। তারই একাংশ ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করে বেড়ায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধেই আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন:

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল।"

হাকিম তার মুসতাদরাকে ০(আবূ যাকারিয়্যাহ আল-আম্বারী)(মুহাম্মাদ বিন আবদুস সালাম)(ইসহাক বিন ইবরাহীম)(জারীর)০-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-এর পূর্বে যাদুবিদ্যা ছিল

সুদ্দী বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী: ﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾ **"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত।"** অর্থাৎ, "নাবী সুলাইমানের সময়কালে।" পূর্বে শয়তানরা আকাশে আরোহণ করত এবং পৃথিবীতে মৃত্যু, অর্থাৎ ঘটনাবলী ও গায়েবী ব্যাপার কী ঘটবে সে সম্পর্কিত ফেরেশ্তাদের কথা আড়ি পেতে শুনত। এ সংবাদ তারা ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে বলে দিত আর ভবিষ্যদ্বক্তারা তা লোকেদেরকে জানিয়ে দিত। ভবিষ্যদ্বক্তাদের কথা লোকেরা সত্য বলে বিশ্বাস করত। ভবিষ্যদ্বক্তারা যখন শয়তানদেরকে বিশ্বাস করল, তখন শয়তানরা তাদের নিকট মিথ্যা কথা বলতে শুরু করল এবং যে সত্য সংবাদ তারা শুনল তার সঙ্গে অন্য কথাও যোগ করতে লাগল এমনকি তারা একটা সত্য কথার সঙ্গে সত্তরটি মিথ্যা যোগ করল। লোকেরা এসব কথার কতকগুলো কিতাবে লিপিবদ্ধ করল। অতি শীঘ্র বানী ইসরাঈল বলল যে, জ্বীনেরা গায়েব জানে। সুলাইমানকে যখন নাবী হিসেবে পাঠানো হল, তিনি এসব কিতাবকে একটা বাক্সে ভরলেন এবং তা সিংহাসনের নিচে পুঁতে দিলেন, কোন শয়তান বাক্সের নিকটে যাওয়ার সাহস করলে পুড়ে যেত। সুলায়মান বললেন, "যে কেউ বলবে যে, শয়তানরা গায়েব জানে, আমি তার মাথা না কেটে ছাড়বনা।" সুলাইমান যখন মারা গেল আর যে বিদ্বানগণ সুলাইমানের ব্যাপারে সত্য কথাটি জানত তারাও মারা গেল, তখন নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটল। শয়তান তাদের কাছে মানুষের রূপ ধরে এসে বানী ইসরাঈলের কতক লোককে বলল, "তোমাদেরকে কি আমি এমন ধনভাণ্ডারের কথা বলে দেব যা তোমরা কোন দিন শেষ করতে পারবেনা?" তারা বলল, হাঁ। তারা বলল, "এই সিংহাসনের নিচে খনন কর, সে তাদের সঙ্গে গেল এবং সুলাইমানের সিংহাসন দেখিয়ে দিল। তারা তাকে বলল, আরো কাছে এস। সে বলল, "না, আমি তোমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করব, তোমরা যদি ধনভাণ্ডার না পাও তাহলে আমাকে হত্যা করো।" তারা খনন করল এবং পুঁতে রাখা কিতাবগুলো পেয়ে গেল। শয়তান তখন তাদেরকে বলল, "সুলাইমান এ যাদুর বলে মানুষ, শয়তান ও পাখিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত।" কাজেই এ খবর মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল যে, সুলাইমান একজন যাদুকর ছিল। বানী ইসরাঈল এ কিতাবগুলো গ্রহণ করল। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আসলেন, তখন এই কিতাবের উপরে নির্ভর করে তারা তাঁর সঙ্গে মতভেদ করল। তাই আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا﴾ **"মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল।"**

রাবী' বিন আনাস বলেন, এক সময় কিছু দিন ধরে এরূপ ঘটতে দেখা গেল যে, ইয়াহূদীগণ তাওরাত কিতাব সম্বন্ধে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যে প্রশ্নই করত, আল্লাহ তাআ'লা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সেগুলোর উত্তর জানিয়ে দিতেন। এভাবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিতর্কে তাদের উপর বিজয়ী হতে লাগলেন। এর ফলে তারা বলল: এই ব্যক্তি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে। এক পর্যায়ে তারা যাদু সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। ফলে আল্লাহ তাআ'লা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেনঃ

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-এর যুগে দুরাচারী জ্বিনেরা অদৃশ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করে রাখল। বস্তুত তিনি কোনরূপ গায়েব জানতেন না। তার মৃত্যুর পর তারা সেটিকে বের করে লোকদের নিকট বলতে লাগল: এই বিদ্যাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় সুলায়মান তাদের বিষয়ে অবহিত

লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাই তাদের নিকট হতে তা গোপন রেখে ছিলেন। রাবী'বিন আনাস বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উপরোক্ত প্রকৃত তথ্যটি জানালেন। এতে তারা নির্বাক হয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে ফিরে গেল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের যুক্তিকে মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণ করলেন।

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে শয়তানরা গোপনে আকাশে কান লাগিয়ে ওহী সংগ্রহ করত, তারা একটি সত্যের সাথে দুইশত মিথ্যা সংমিশ্রণ করে লোকদের নিকট প্রচার করত। এক সময় তিনি তাদের নিকট হতে উক্ত মিথ্যা বাক্যাবলী লিখিত আকারে সংগ্রহ করে (একস্থানে) আবদ্ধ রাখলেন। তার মৃত্যুর পর শয়তানরা তা উদ্ধার করত লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগল। বস্তুত তা ছিল যাদু।

সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) অনুসন্ধান চালিয়ে শয়তানদের হাতে রক্ষিত যাদুসমূহ সংগ্রহ করত স্বীয় সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় প্রোথিত করে রাখতেন। শয়তানরা তাঁর নিকটবর্তী হতে পারত না। একদা তারা মানুষের নিকট এসে বলল: ওহে লোকসকল! যে বিদ্যার সাহায্যে সুলায়মান জ্বিন, বাতাস, ইত্যাদিকে বশীভূত করেছিলেন সেগুলো কি তোমরা আয়ত্ত করতে চাও? তারা বলল: হ্যাঁ, আমরা তা আয়ত্ত করতে চাই। শয়তানরা বলল: তা তার সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় রক্ষিত রয়েছে। এর ফলে লোকেরা সেই স্থানটি খনন করে তা বের করত প্রয়োগ করতে লাগল। হিজাযের লোকেরা বলত এগুলোতো যাদু, আর সুলায়মান তা প্রয়োগ করতেন। আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দোষিতার বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন–

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত"

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বলেন, শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুর কথা জানতে পেরে নানারূপ যাদু সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনা করে সেটির শেষে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নামে নকল মোহর (সিল) লাগাল এবং পরিচিত স্থানে তা বাদশাহ সুলায়মান বিন দাউদ-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাফ বিন বারখায়া কর্তৃক প্রণীত একটি জ্ঞান ভাণ্ডার এই কথাটি লিখে সেটিকে তার সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখল। উক্ত যাদু পুস্তকে লিখিত ছিল, কেউ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করতে চাইলে সে যেন এই করে ...., কেউ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করতে চাইলে সে যেন এই করে ইত্যাদি। অতঃপর এক সময়ে বানী ইসরাঈল জাতির লোকেরা তা তুলে তার সাথে নতুন নতুন যাদু সংযোজিত করে লোকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল। এরূপ ইয়াহুদীদের সমাজে যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ঘটল এবং বিদ্যায় তারা অন্য সকল জাতিকে ছাড়িয়ে গেল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ওহী পেয়ে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে একজন নবী হিসাবে বর্ণনা করলেন। তখন মদীনার ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, ওহে তোমরা শুনেছ! মুহাম্মাদ বলছে সুলায়মান বিন দাউদ একজন নবী ছিলেন। কত বড় আশ্চর্যকর কথা, আল্লাহর কসম! সে একজন যাদুকর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের উক্ত কথায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন:

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত ....।"

ইবনু জারীর বলেন, {কাসিম}{হুসায়ন}{হাজ্জাজ}{আবূ বাকর}{শাহর বিন হাওশাব} হতে বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) সিংহাসনচ্যুত থাকা অবস্থায় তার অনুপস্থিতির সুযোগে শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) একখানা যাদুর পুস্তক রচনা করল। তারা তাতে লিখল, যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাই সে যেন সূর্যের দিকে

মুখ করে ......, যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাই সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করে......... ইত্যাদি। তারা উক্ত পুস্তকের পরিচিতি স্থানে লিখল এই পুস্তকখানা সুলায়মান বিন দাউদের নির্দেশে আসাফ বিন বারখায়া (اصف بن برخيا) কর্তৃক লিখিত একটি জ্ঞান ভাণ্ডার। তারা সেটিকে তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখল। তার মৃত্যুর পর ইবলীস জনগণকে বলল: ওহে লোক সকল! সুলায়মান কোন নবী ছিল না। সে ছিল একজন যাদুকর। তোমরা তার ঘরে রক্ষিত তার সম্পদরাজির মধ্যে তার যাদুকে সন্ধান কর। অতঃপর সে তাদেরকে উক্ত নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দিল। তারা সেখান থেকে তা বের করে এনে দেখল তাতে যাদু লিখিত রয়েছে। এতে তারা বলল: আল্লাহর কসম! সুলায়মান একজন যাদুকর ছিল। এই হচ্ছে তার যাদু। আমরা এগুলোকে শক্ত করে ধরব, আর এগুলোকে আঁকড়ে থাকব। মু'মিনগণ বলল: না, তিনি যাদুকর ছিলেন না; বরং তিনি নবী ছিলেন। অতঃপর নবী (মুহাম্মাদ ﷺ) আবির্ভূত হয়ে যখন দাঊদ (আলাইহিস সালাম) ও সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে নবী হিসাবে উল্লেখ করলেন তখন ইয়াহুদীরা বলতে লাগল– দেখ, মুহাম্মাদ কী বলে! সে সত্যের সাথে মিথ্যাকে সংমিশ্রণ করছে। সে সুলায়মানকে নবী বলে আখ্যায়িত করে। সুলায়মান তো কোন নবী ছিল না; সে ছিল একজন যাদুকর। যাদুর সাহায্যে হাওয়ায় উড়ত। এতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেছেনঃ

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত ....।"

ইবনু জারীর বলেন, ⟪মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা আস সানআনী⟫⟪আল-মু'তামির বিন সুলায়মান⟫⟪ইমরান বিন হুদায়র⟫⟪আবূ মিজলায⟫ বর্ণনা করেছেন সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) প্রতিটি জন্তু হতে (কাউকেও যন্ত্রণা না দেয়ার পক্ষে) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর কোন লোক কোন প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে আক্রমণকারী জন্তুটিকে উক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লোকেরা ব্যাপক আকারে ছন্দোবদ্ধ কথা ও যাদুর প্রচলন ঘটাল। তারা বলতে লাগল, সুলায়মান বিন দাঊদ এই সকল যাদু প্রয়োগ করে কার্য সিদ্ধ করতেন। তাদের মিথ্যা দাবীর অপনোদনে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ **"মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত ....।"**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟪আসিম বিন রাওওয়াদ (দুর্বল)⟫⟪আদাম⟫⟪আল-মাসউদী⟫⟪ইবনু মুসআবের আযাদকৃত দাস যিয়াদ⟫⟪হাসান⟫ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ﴾ তিনি আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, তারা এক তৃতীয়াংশ কবিতা, এক তৃতীয়াংশ যাদু, এক তৃতীয়াংশ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কথা লিখল।[১১০৯]

ইবনু আবী হাতিম আরও বলেন, ⟪হাসান বিন আহমাদ⟫⟪ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন বাশশার আল-ওয়াসিতী⟫⟪সুরূর ইবনুল মুগীরাহ⟫⟪আব্বাদ বিন মানসূর (দুর্বল)⟫⟪হাসান আল-বাসরী⟫ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ﴾ তিনি আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর যুগের পূর্বেও পৃথিবীতে যাদুর প্রচলন ছিল। তবে ইয়াহূদীরা যাদুকে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর সুশাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল। আলোচ্য আয়াতাংশে তার সুশাসনের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের যাদু প্রয়োগ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

উপরে পূর্বযুগীয় বিভিন্ন ইমাম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও ঘটনা উল্লেখিত হল। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই তা সূক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন। আল্লাহই হিদায়াতের মালিক।

১১০৯. সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইসাম বিন রাওওয়াদ রয়েছেন, তার সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম তার মীযান গ্রন্থে (৩/৬৬) বলেন, তিনি দুর্বল। আদাম বিন উওয়ায়নাহ আল-হিলালী তিনি সুফইয়ান-এর ভ্রাতা। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যেমনটি ইমাম যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে (১/১৭০) উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾ অর্থাৎ ইয়াহুদীরা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রত্যাখ্যান পূর্বক সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে শয়তানগণ কর্তৃক প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়কে (অর্থাৎ যাদুকে) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে। ﴿مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছে শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যে যাদু লোকদেরকে পড়ে শুনাত। এই স্থলে على শব্দটি 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু تَتْلُوْا শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে: তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে লোকদেরকে যাদু বাক্য পড়ে শুনাত। তাই على শব্দকে 'বিরুদ্ধে'অর্থে ব্যবহৃত বলে গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়। ইবনু জারীর বলেন, এখানে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদনুসারে ﴿مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ﴾-এর তাৎপর্য হচ্ছে শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে লোকদেরকে যা পড়ে শুনাত। ইবনু জুরায়জ এবং ইবনু ইসহাক হতেও ইমাম ইবনু জারীর এস্থলে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছি: এস্থলে على শব্দকে 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত বলে গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তি **সঙ্গত। আল্লাহ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।**

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর যুগের পূর্বেও পৃথিবীতে যাদু প্রচলিত ছিল। হাসান আল-বাস্রীর এ উক্তি নিশ্চিতরূপে **সত্য ও সঠিক। কারণ, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে যে লোকদের মধ্যে** যাদু প্রচলিত ছিল, তা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টরূপে **উল্লেখিত রয়েছে। আর সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)** এবং তার পিতা দাউদ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পরে আগত নবী। **আল্লাহ তাআলা বলেছেন,**

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ..........الخ﴾

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বানী ইসরাঈলের প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করনি? তারা তাদের নাবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করুন, যাতে আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করি।" উক্ত **আয়াতে উল্লেখিত 'একদল লোক'-এর ঘটনা** উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর যুগের **পূর্বেও প্রচলিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ রয়েছে।** ﴿وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ **"দাউদ জালূতকে হত্যা করল এবং আল্লাহ দাউদকে রাজ্য ও হেকমত দান করলেন।"** সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) ছিলেন বানী **ইসরাঈল গোত্রের লোক। আর বানী ইসরাঈল** গোত্র হচ্ছে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পৌত্র ইয়া'কুব (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর। **সালেহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)**-এর পূর্বে আগত নবী। তার সম্বন্ধে তার কওম বা জাতি উক্তি করেছিল। ﴿اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ﴾ **"তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া আ কিছুই নয়।"** উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, **সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)**-এর যুগের পূর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।

হারূত মারূতের গল্প, এবং এই ব্যাখ্যা যে, তারা ফেরেশ্তা ছিল।

আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ﴾

"তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না, এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো" এই কাহিনীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। একথা বলা

হয়েছে যে, এ আয়াত অস্বীকার করেছে যে, দুই ফেরেশতার নিকট কিছু পাঠানো হয়েছিল যা কুরতুবী বলেছেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ﴾ **"সুলাইমান কুফরী করেনি"** এই বলে যে, উভয় ক্ষেত্রেই না বাচক প্রযোজ্য। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ **"বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌছানো হয়েছিল**।" ইয়াহূদীরা দাবি করল যে, জিবরীল ও মিকাঈল যাদু এনে দিয়েছিল ফেরেশ্তাদের নিকট কিন্তু আল্লাহ এই মিথ্যা দাবি বাতিল করে দিয়েছেন।"আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ﴾ **"হারূত এবং মারূত"** বাক্যটি শায়াতীন শব্দ থেকে বদল হয়েছে। আর এটি সঠিক যে,আরবী সাহিত্যে কখনো দ্বিবচনকে বহুবচন ধরে তার বিপরীতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهٗ إِخْوَةٌ﴾ কিন্তু যদি তার কোন ভাই-বোন থাকে।[১১১০] হারূত ও মারূত-এর বিপরীতে বহুবচন শব্দ ব্যাবহার হওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, হারূত ও মারূত ছাড়া অন্যান্য শয়তানও কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তারা দুজনে কুফরে অন্য সকলকে টেক্কা মেরেছিল, তাই এ স্থলে তাদের দুজনের নাম উল্লেখিত হয়েছে। সকল শয়তান মিলে যেহেতু দুইয়ের অধিক ছিল, তাই তাদের প্রতি বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইবনু জারীর সংবাদ দিয়েছেন, আউফী বলেছেন যে, ﴿وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ﴾ **"যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতার উপর পৌছানো হয়েছিল"** এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "আল্লাহ যাদুবিদ্যা পাঠাননি।"[১১১১] রাবী' বিন আনাস ﴿وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ﴾ **"যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতার উপর পৌছানো হয়েছিল"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, "আল্লাহ তাদের নিকট যাদু পাঠাননি।"[১১১২] ইবনু জারীর মন্তব্য করেছেন যে, "এ আয়াতের ব্যাপারে এটাই সঠিক ব্যাখ্যা।" ﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ **"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত"** অর্থাৎ যাদু। সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) অবিশ্বাসও করেননি, আর আল্লাহ দু'ফেরেশ্তার মাধ্যমে যাদুও পাঠাননি। অপরপক্ষে শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল এবং হারূত মারূতের ব্যবিলনের লোকেদেরকে যাদু শিখিয়েছিল।

ইবনু জারীর আরো লিখেছেন, "এ আয়াতের এরকম ব্যাখ্যার ব্যাপারে কেউ যদি প্রশ্ন করে তাহলে আমরা বলব: ﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ **"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত"-এর** অর্থঃ যাদু। সুলাইমান অবিশ্বাসও করেনি আর আল্লাহ দুই ফেরেশ্তার মাধ্যমে যাদুও পাঠাননি। বরং শয়তানরা অবিশ্বাস করেছিল আর হারূত মারূতের ব্যবিলনে লোকেদেরকে যাদু শিখিয়েছিল। আর আয়াতের ملكين-এর অর্থ জিবরীল ও মীকাঈল, কারণ ইয়াহূদী যাদুকররা দাবি করত যে, আল্লাহ জিবরীল ও মীকাঈলের কথার দ্বারা দাউদের পুত্র সুলাইমানের নিকট যাদু পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ এ মিথ্যা দাবির প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছেন, জিবরীল ও মীকাঈলকে যাদু দিয়ে পাঠানো হয়নি। আল্লাহ সুলাইমানের প্রতি যাদু চর্চার অপবাদ খণ্ডন করেছেন যা শয়তানরা দু'জন লোক হারূত মারূতের মাধ্যমে ব্যবিলনের লোকদেরকে শিখিয়েছিল। কাজেই হারূত ও মারূত ছিল দু'জন সাধারণ লোক। (তারা ফেরেশতাও নয়, জিবরীল ও মীকাঈলও নয়।"[১১১৩] এগুলো তাবারীর কথা আর এ ব্যাখ্যা বাকচাতুর্যে মনোহর এমনটি নয়।

১১১০. সূরাহ নিসা, ৪:১১।
১১১১. তাবারী ২/৪১৯।
১১১২. তাবারী ২/৪১৯।
১১১৩. তাবারী ২/৪১৯।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ◊[উবায়দুল্লাহ বিন মূসা][ফুদায়ল বিন মারযূক][আতিয়্যাহ]◊ বর্ণনা করেছেন, ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল করেননি। ◊[ফুদায়ল বন শাযান][মুহাম্মাদ বিন ঈসা][ইয়া'লা বিন আসাদ][বাকর বিন মুস্রআব][হাসান বিন আবূ জা'ফার][আবদুর রহমান বিন আবযা]◊ তিনি ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾-এর স্থলে ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ পড়তেন।

﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়াহ বর্ণনা করেছেন, তাদের দু'জনের (দাউদ ও সুলায়মানের) প্রতি যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি বরং তাদেরকে ঈমান ও কুফর এই দু'টি বিষয়ের পরিচয় শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। বস্তুত কুফর হচ্ছে যাদু। তারা মানুষকে কুফরের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিতেন। এটা ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত أنزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত (ما) শব্দটি اسم موصول আয়াতে উল্লেখিত হারূত ও মারূত দু'জন ফেরশতার নাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে **মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাঠিয়েছিলেন।** তিনি একদিকে যাদু **শিখতে ইচ্ছুক মানুষকে যাদু শিক্ষা** দেয়ার জন্য ফেরেশতাদ্বয়কে আদেশ দিয়েছিলেন এবং অন্যদিকে তা **শিক্ষা করতে নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে** নিষেধ করেছিলেন। বস্তুত তা ছিল মানুষের জন্যে একটি পরীক্ষা। আর হারূত ও মারূত ছিলেন উক্ত পরীক্ষার নিছক মাধ্যম। তারা যা করতেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করতেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এইঃ শয়তানগণ যা (যে যাদুবাক্য) সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তার রাজত্বকালে) পাঠ করে শুনাত আর বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যা (যে যাদু বাক্য) নাযিল করা হয়েছিল। তাই তারা (ইয়াহুদীগণ) অনুসরণ করেছে। ইমাম ইবনু জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা যুক্তি হতে দুরে অবস্থিত। ইবনু হযম প্রমুখ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, হারূত ও মারূত হচেছ জ্বিন জাতির দু'টি গোত্রের নাম। এই ব্যাখ্যাও যুক্তি হতে অনেক দূরে। দহ্হাক বিন মুযাহিম হতে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ আয়াতাংশের অন্তর্গত ٱلْمَلِكَيْنِ শব্দের লাম বর্ণটিকে (كسرة) যের দিয়ে পড়তেন এবং তিনি বলতেন, হারূত-মারূত কাফির বাদশাহ'র নাম। প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারূত ও মারূত কাফির হলে তাদের প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল কিভাবে? দহ্হাক ও তার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এখানে أنزل ক্রিয়াটি 'ওহী নাযিল করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং তা الخلق (সৃষ্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত শব্দ উপরোক্ত অর্থে অন্যত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ﴾ **"আর তিনি তোমাদের জন্য আট শ্রেণির চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন।"** আরও বলেছেন, ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ **"আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি।"** তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا﴾ **"আর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযক অবতীর্ণ করেন।"**

৫২৩. (সহীহ্): নবী (ﷺ) বলেন, مَا أَنزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ دَوَاءً আল্লাহ প্রতিটি রোগের জন্যই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।[১১১৪] এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষায় কথিত হয়ে থাকে: أَنزَلَ اللهُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ আল্লাহ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই সৃষ্টি করেছেন।

১১১৪. ইবনু মাজাহ ৩৪৩৮, ইবনু হিব্বান ৬০৬২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৬৮৬৩, মিস্রবাহুয যুজাজাহ ১১৯৮, রাওদুন নাদীর ৯৯৩। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

ইমাম কুরতুবী ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আবযা, দহহাক, হাসান আল-বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা পড়তেন: وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلِكَيْنِ অর্থাৎ ٱلْمَلِكَيْنِ-এর লাম বর্ণকে (كسرة) যের দিয়ে পড়তেন। ইবনু আবযা বলেন,তারা দু'জন হচ্ছে: দাঊদ (আলায়হিস সালাম) এবং সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে ما পদটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, একদল তাফসীরকার বলেন, يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ-এর অন্তর্গত ٱلسِّحْرَ শব্দের পর ওয়াকফ বা বিরতি হবে। তারপর وَمَآ أُنزِلَ হতে পৃথক কথা আরম্ভ হয়েছে। এমতাবস্থায় أُنزِلَ শব্দের পূর্বে অবস্থিত مَا শব্দটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় বলে ধরতে হবে।

ইবনু জারীর বলেন, ◊[য়ূনুস][ইবনু ওয়াহব][লোয়স][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][কাসিম বিন মুহাম্মাদ]◊-এর নিকট এক ব্যক্তি ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ﴾ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করল: তারা দু'জনে কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয় এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয় এমন বিষয়ের যে কোনটি মানুষকে শিক্ষা দিত? তিনি বললেন, لَا أُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ كَانَ، إِنِّي آمَنْتُ بِهِ তাদের যেটাই হোক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর বাণীর প্রতি ঈমান রাখি।

সালাফদের অনেকেই বলেছেন যে, হারূত ও মারূত ছিল দু'জন ফেরেশ্‌তা যারা আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল এবং যা করার করেছিল যা আয়াতে বলা হয়েছে। ফেরেশ্‌তারা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত- এ কথার সঙ্গে উপর্যুক্ত অভিমতকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য আমরা বলি যে, এ ফেরেশ্‌তারা কী করবে সে সম্পর্কে আল্লাহর চিরস্থায়ী জ্ঞান ছিল, যেমন তাঁর চিরস্থায়ী জ্ঞান ছিল ইবলিস সম্পর্কে যে, সে কী করবে যেমনটা সে করেছিল, যখন আল্লাহ তাকে ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। এবং ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾ **"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম, 'তোমরা আদামকে সেজদা কর,' তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল, সে অমান্য করল।"**[১১১৫] অতঃপর হারূত ও মারূত যা করেছিল তা ইবলিস যা করেছিল তারচেয়ে কম মন্দ, আল্লাহ ইবলিসকে অভিশাপ করুন। আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, কা'ব আল-আহবার, সুদ্দী এবং কালবী হতে কুরতুবী এ অভিমত উদ্ধৃত করেছেন।[১১১৬]

হারূত-মারূত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত পর্যালোচনা

৫২৪. (মুনকার): ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বলেন, ◊[ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র][যুহায়র বিন মুহাম্মাদ][মূসা বিন জুবায়র][নাফি'][আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আলায়হিস সালাম) কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন তখন ফেরেশতাগণ বলল- হে আমাদের প্রভু! আপনি কি তথায় এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যে জাতি ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরাই তোমার প্রশংসা বর্ণনা করব এবং তোমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় আমি এমন বিষয়ে অবগত আছি যে বিষয়ে তোমরা অবহিত নও। তারা বলল: আমরা বানী আদম অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তোমার প্রতি অনুগত। আল্লাহ তা'আলা বললেন: তোমরা দু'জন ফেরেশতা উপস্থিত কর। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেখব তারা কেমন কার্য করে। তারা বলল:হে আমাদের প্রভু! হারূত ও মারূতকে আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত করছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত

১১১৫. সূরাহ ত্বাহা, ২০:১১৬।
১১১৬. কুরতুবী ২/৫১।

ফেরেশতাদ্বয়কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করে যুহরা নক্ষত্রকে অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারীরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন। সে তাদের নিকট আসলে তারা তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য তার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে বলল: আল্লাহর কসম! তোমরা এই কালেমা (কথাটি) উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের কোন কথা শুনব না। সে 'এই কথাটি'র স্থলে একটি শিরকমূলক বাক্য উচ্চারণ করল। হারূত ও মারূত বলল: না আল্লাহর কসম! আমরা কখনও আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করব না। এতে সুন্দরী নারীটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে একটি শিশুকে কোলে করে তাদের নিকট এলে তারা পূর্বোল্লেখিত ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সে বলল: আল্লাহর কসম! তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা না করলে আমি তোমাদের কথা শুনব না। তারা বলল: আল্লাহর কসম! আমরা তাকে কোনক্রমেই হত্যা করব না। এতে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে এক পেয়ালা শরাব নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হল। তারা তার নিকট পূর্বোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সে বলল: আল্লাহর কসম! তোমরা এই শরাব পান না করলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব না। তারা শরাব পান করল। অতঃপর মাতাল অবস্থায় তারা ব্যভিচার করল এবং শিশুটিকে হত্যা করল। তাদের জ্ঞান আসার পর সে তাদেরকে বলল: আল্লাহর কসম! তোমরা যে সকল পাপ করতে পূর্বে অসম্মতি **জানিয়েছিলে মাতাল অবস্থায়** তাদের প্রত্যেকটিই করেছ। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দুনিয়ার **শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তির** যে কোন একটি বেছে নিতে বললেন। তারা দুনিয়ার শাস্তিকেই বেছে **নিল।**[১১১৭] **ইমাম আবূ হাতিম বিন হিব্বান** স্বীয় স্বহীহ সঙ্কলনে উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি ০(হাসান বিন সুফইয়ান)(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র)০-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত রিওয়ায়াত ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে একমাত্র নাফি' বর্ণনা করেছেন। মূসা বিন জুবায়র ছাড়া তার সনদের সকল রাবীই বিশ্বস্ত। তাদের মাধ্যমে বুখারী এবং মুসলিমে হাদীস্র বর্ণিত রয়েছে। উক্ত মূসা বিন জুবায়র হচ্ছেন মূসা ইবনু জুবায়র আল-আনস্বারী আস সুলামী।তার মালিক হচ্ছে মাদীনী আল হাযযা'। সে (মূসা বিন জুবায়র) ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ উম্মাহ বিন সাহল বিন হানীফ, নাফি' এবং আবদুল্লাহ বিন **কা'ব বিন মালিক এ সকল ব্যক্তির নিকট হতে** হাদীস্র বর্ণনা করেছেন আর তার (মূসা বিন জুবায়রের) **থেকে তার পুত্র আব্দুস সালাম, বিকর** বিন মুযার, **যুহায়র বিন মুহাম্মাদ,** সাঈদ বিন সালামাহ,আবদুল্লাহ বিন **লাহীআহ, আমর ইবনুল হারিস্র এবং ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব এ সকল ব্যক্তি হাদীস্র** বর্ণনা করেছেন। **ইমাম ইবনু আবী হাতিম** كتاب الجرح والتعديل (রাবীদের সমালোচনা সম্পর্কিত পুস্তক) নামক গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাতে তার পক্ষে বা বিপক্ষে কারো কোন মন্তব্য উদ্ধৃত করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।[১১১৮]

১১১৭. আহমাদ ৬১৪৩, ইবনু হিব্বান ১৭১৭, মুসনাদ আল-জামি' ৭৮৮০, আল-মাওদূআত ১/১৮৭, মাজমা' আয্‌-যাওয়াইদ ৮১৭৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৭০, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৬৫১, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল ১/২/৫৯০, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪১৬, মাওসূআতুল আলবানী ফিল আক্বীদাহ ৮/১৮, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৫৩। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত সানাদটি দুর্বল, কারণ সানাদে মূসা বিন জুবায়র রয়েছেন, তাকে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও সংমিশ্রণ করে থাকেন। ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচিতি বা অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম নাসাঈ ও ইবনু আবদুল বার্র তাকে দুর্বল বলেছেন। 'আল-মীযান' ২৯১৮, ইবনু কাস্ৰীর (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আল-বিদায়াহ' (১/৩৩-৩৪)-এর মাঝে বলেন, উক্ত ঘটনাটি কা'ব আল-আহবার থেকে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর যারা এটিকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করবে তা হবে একটি ভুল ও সন্দেহ পূর্ণ বর্ণনা। **তাহকীক আলবানী:** মুনকার (বাতিল)। (বিস্তারিত মূল কপি)

১১১৮. তাহযীবুত তাহযীবে উল্লেখ রয়েছে যে, ইবুন হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন ও অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্রের বিরোধী হাদীস্র বর্ণনা করতেন। ইবনু কাত্তান তার সম্পর্কে বলেন, তার পরিচয় জানা যায় না।

উক্ত রেওয়ায়াত স্বয়ং নবী (ﷺ)-এর বাণী حديث مرفوع হিসেবে আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে তার গোলাম নাফে'র মাধ্যম ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি। তবে তাকে নাফি' হতে মূসা বিন জুবায়র ব্যতীত অন্য এক রাবীও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন ◊(দা'লাজ বিন আহমাদ)(হিশাম বিন আলী বিন হিশাম)(আবদুল্লাহ বিন রাজা)(সাঈদ বিন সালামাহ)(মূসা বিন সারজিস)(নাফি')(ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ লম্বা হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।[১১১৯]

৫২৫. (বাতিল): আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ◊(কাসিম)(আল-হুসায়ন (সুনায়দ বিন দাউদ))(আল-ফারাজ বিন ফুদালাহ)(মুআবিয়াহ বিন সালিহ)(নাফি)(ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ (নাফি') বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে সফর করছিলাম। একদিন রাত্রির শেষভাগে তিনি আমাকে বললেন, হে নাফি'! দেখতো লাল নক্ষত্রটি (ভোর বেলায় পূর্বদিকে উদিত নক্ষত্র) উদিত হয়েছে কিনা? আমি বললাম, তা এখনও উদিত হয়নি। এভাবে তিনি দু'বার বা তিনবার আমাকে তা উদিত হয়েছে কিনা তা দেখতে বললেন এবং আমি তাকে তা উদিত না হওয়ার সংবাদ দিলাম। অতঃপর এক সময়ে তাকে বললাম, তা উদিত হয়েছে। শুনে তিনি বললেন, তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! সেটিতো আমাদের সেবায় নিয়োজিত, আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগত একটি নক্ষত্র। তিনি বললেন, শুন! আমি নবী (ﷺ)-এর পবিত্র মুখ হতে যা শুনেছি শুধু তাই তোমাকে বলছি। একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহর তা'আলার নিকট আরয করল: يَا رَبِّ، كَيْفَ صَبْرُكَ عَلَى بَنِي آدَمَ فِي الْخَطَايَاوَالذُّنُوبِ؟ হে আমাদের প্রভু! তুমি বানী আদমের পাপ ও গুনাহের ব্যাপারে কিভাবে ধৈর্য ধারণ কর? আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি তাদেরকে পাপ ও গুনাহ করার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করেছি। পক্ষান্তরে তোমাদেরকে তার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করিনি। তারা বলল: আমরা তাদের স্থানে থাকলে তোমার নাফরমানী করতাম না। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতেই দু' জন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তারা অনেক যাচাই বাছাই করে হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত করল।[১১২০]

উপরোক্ত রিওয়ায়াত দু'টিও উপরোক্ত রাবী নাফি' ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি। উক্ত রিওয়ায়াতটি ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত হওয়ার পরিবর্তে কা'ব আল-আহবার হতে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। তাফসীরকার আবদুর রাযযাক স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে তাকে কা'ব আল-আহবার হতে ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত রিয়ায়াত হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

১১১৯. মতনটি বাতিল আর সানাদটি নিতান্তই দুর্বল। তার দুর্বলতার চারটি কারণ রয়েছে: ১. হিশাম বিন আলী বিন হিশাম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান অপরিচিতদের মধ্য থেকে তাকে তিনি স্বিকাহ বলেছেন। ২. আর তার উসতায আবদুল্লাহ বিন রাজা'-এর ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে। ৩. সাঈদ বিন সালামাহ থেকে যদিও ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তারপরও ইমাম নাসাঈ তার প্রসঙ্গে বলেন, তিনি একজন দুর্বল রাবী। মূলত আমরা তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছি অতিরিক্ত হাদীস্রের ক্ষেত্রে। আবূ হাতিম বলেন, আমি ইবনু মাঈনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে চিনতে পারেননি। ৪. মূসা বিন সারজিস মাজহূল বা অপরিচিত। সুতরাং এই সানাদ দিয়ে কখনো দলীল পেশ করা যায় না। আল-হাফিয ইবনু কাস্বীর (রাহিমাহুল্লাহ) সানাদটিকে অবান্তর (غريب جدا) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, এটি একটি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত।

১১২০. ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত 'আল-মাওদূআত' ১/১৮৭, তিনি সুনায়দ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফারাজ বিন ফাদালাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সানাদে পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন ও মাতানে স্বহীহ সানাদ দ্বারা প্রমাণিত এমন বর্ণনার সাথে তার সন্দেহের কথা প্রবিষ্ট করে থাকেন। তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। সুনায়দ বিন দাউদকে ইমাম আবূ দাউদ দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি স্বিকাহ নয়। পূর্বোক্ত সানাদের ন্যায় এই সানাদটিকেও ইমাম ইবনু কাস্বীর (রাহিমাহুল্লাহ) গরীব বলেছেন। **তাহক্বীক:** বাতিল। তবে কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি স্বহীহ।

নিম্নে আবদুর রাযযাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত হচ্ছে। «স্রাওরী⁝মূসা বিন উকাবাহ⁝সালিম⁝ইবনু উমার⁝কা'ব আল-আহবার»-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা ফেরেশতাগণ বানী আদমের পাপ ও গুনাহের বিষয় উল্লেখ করলে তাদেরকে আদেশ দেয়া হল– তোমরা তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতা মনোনীত কর। তারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করল। আল্লাহ তাদেরকে (হারূত ও মারূতকে) বললেন, আমি বানী আদমের নিকট রসূল পাঠিয়ে থাকি; কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন রসূল থাকবেনা। তোমরা পৃথিবীতে যাও। আমার সাথে কাউকেও শরীক করো না। যিনা করো না আর শরাব পান করো না। কা'ব বলেন, আল্লাহর কসম যেদিন তারা পৃথিবীতে অবতরণ করল সেই দিনেই নিষিদ্ধ সকল কাজ করে ফেলল। ইমাম ইবনু জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়াতকে দুটি মাধ্যমে আবদুর রাযযাক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবূ হাতিম তা উপরোক্ত রাবী সুফইয়ান স্রাওরী হতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং সুফীয়ান স্রাওরী হতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আহমদ বিন ইসামের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনু জারীর আবার তাকে দু'টি সানাদে আবদুর রাযযাক থেকে ও ইবনু আবী হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, «আহমাদ বিন ইসাম⁝মুআম্মাল⁝সুফইয়ান আস স্রাওরী»-এর সূত্রে। ইবনু জারীর আরও বলেন, «আল-মুআল্লা বিন আসাদ⁝আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার⁝মূসা বিন উকবাহ⁝স্রালিহ⁝ আবদুল্লাহ⁝কা'ব আল-আহবার» (এই স্থলে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছে।) শেষোক্ত রিওয়ায়াতগুলোর সনদে দেখা যাচ্ছে যে, কা'ব আল-আহবার হতে ধরাবাহিকভাবে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তৎপুত্র সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত হচ্ছে। সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত শেষোক্ত রিওয়ায়াতগুলো নাফি'র মাধ্যমে বর্ণিত পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও স্বহীহ। সালিম হচ্ছেন ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুত্র, আর নাফি' হচ্ছে তার গোলাম। সালিম, নাফি' অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াত কা'ব আল-আহবার কর্তৃক বানী ইসরাঈল জাতির গ্রন্থাবলী হতে সংগৃহীত ও বর্ণিত রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিবৃত বিবরণ

ইবনু জারীর বলেন, «আল-মুসান্না⁝হাজ্জাজ⁝হাম্মাদ⁝খালিদ আল-হাযযা'⁝উমায়র বিন সা'দ⁝আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» (উমায়র বিন সা'দ) বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, যুহরা ছিল পারস্য দেশীয় এক সুন্দরী রমণী। সে একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচারপ্রার্থিণী হয়েছিল। তারা তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইলে সে এই শর্তে সম্মত হল যে, তারা তাকে আকাশে উঠার দোয়া বা মন্ত্র শিক্ষা দিবে। ফেশেতাদ্বয় তার শর্ত মেনে নিল। যুহরা মন্ত্র পড়ে আকাশে উঠে গেল। সেখানে সে তারকায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।[১১২১] উক্ত রিওয়ায়াতের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে তা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে উমর বিন সাঈদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেনি। সানাদটি অত্যধিক গরীব।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «আল-ফাদল বিন শাযান⁝মুহাম্মাদ বিন ঈসা⁝ইবরাহীম বিন মূসা⁝আবূ মুআবিয়াহ⁝ইবনু আবী খালিদ⁝উমায়র বিন সাঈদ⁝আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» থেকে বর্ণিত, ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ﴾ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত দু'জন ملك হচ্ছে আকাশের ফেরেশতা।[১১২২]

১১২১. তাবারী ১৬৮৩, সানাদে খালিদ বিন মিহরান আল-হাযযা রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন।

১১২২. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটা সঠিক নয়। উমায়র বিন সাঈদ থেকে এটি বর্ণিত রয়েছে, ইবনু হাযম তার প্রতি দোষারোপ করেছেন। উক্ত সংবাদটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা।

৫২৬. (মাওদূ'): আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেন, ০(মুগীস)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ-এর আযাদকৃত দাস)(তার পিতা)(দাদা)(আলী ﷺ)০ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ لعن الله الزهرة، فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت আল্লাহ তাআলা যুহরা তারকার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন! কারণ, সে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়কে গুনাহে লিপ্ত করেছে।[১১২৩] অনুরূপভাবে এই রেওয়ায়াতটিও সহীহ নয়। এটি নিতান্তই অবান্তর। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ইবনু জারীর বলেন, ০(আল-মুসান্না বিন ইবরাহীম)(হাজ্জাজ বিন মিনহাল)(হাম্মাদ)(আলী বিন যায়দ)(আবূ উসমান আন নাহদী)(ইবনু মাসঊদ ﷺ ও ইবনু আব্বাস ﷺ)০ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন অধিক হয়ে গেল এবং তারা যখন গুনাহ করতে লাগল, তখন ফেরেশতাগণ তাদের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং পর্বতসমূহের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে লাগল। তারা বলতে লাগল যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে অবকাশ দিও না। এতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের প্রতি এই ওহী পাঠালেন যে, আমি তোমাদের অন্তর হতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে দুরে রেখেছি। পক্ষান্তরে বানী আদমের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে অবতীর্ণ করেছি। তোমরাও পৃথিবীতে অবতরণ করলে তাদের ন্যায় পাপ করবে। এতে ফেরেশতাগণ বলাবলি করতে লাগল, আমরা পরীক্ষায় পতিত হলে পাপমুক্ত থাকতাম। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট এই ওহী পাঠালেন যে, ঠিক আছে, তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দু'জন অতি উত্তম ফেশেতাকে মনোনীত কর। তারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে যুহরা তারকাকে পারস্য দেশীয় নারীরূপে তাদের নিকট পাঠালেন। লোকদের নিকট সে বায়দাখত নামে পরিচিত ছিল। উক্ত ফেরেশেতাদ্বয় তার সাথে ব্যভিচার করল। ইতঃপূর্বে ফেরেশতাগণ শুধু মু'মিনদের জন্যে দোয়া করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দিয়ে সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছ, কাজেই যারা তাওবাহ করে ও তোমার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা কর।"**[১১২৪] তারা (ফেরেশতাগণ) শুধু মু'মিনদের জন্য দোয়া করত। এরপর যখন হারূত ও মারূত পাপ কার্যে লিপ্ত হল তখন তারা পৃথিবীবাসী সকল লোকদের জন্যে দোয়া করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ **"আর ফেরেশতারা যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করে।"**[১১২৫] আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়কে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললেন। ফলে তারা দুনিয়ার আযাব বেছে নিল।

১১২৩. আল-ফাতহুল কাবীর ৯৭২৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ৯১৩, আল-জামি' আস সাগীর ও যিয়াদাতুহ ১০১৫৬, দঈফ আল-জামি' আস সাগীর ৪৬৮৫। **তাহক্বীক আলবানী**: মাওদূ' (বানোয়াট)। মারফূ' সূত্রে এটি সঠিক নয়। সানাদে মুগীস সম্পর্কে আল-আব্বদী বলেন, তিনি একজন মিথ্যুক। ইবনুল জাওযী ১/১৮৮, তাবারানী ১৮১, বর্ণনা করেছেন, তাবারানী দুটি সানাদে বর্ণনা করেছেন। জাবির আল-জু'ফী থেকে তিনি আবূত তুফায়ল তিনি আলী ﷺ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে আয যুহরা-এর উল্লেখ নেই। সেখানে রয়েছে لعن الله سهيلا إنه كان عشارا فمسخه الله شهابا ইবনুল জাওযী বলেন, আলী বিন জাবির আল-জু'ফী হাদীস গ্রহণে শিথিল। আবূ হানীফাহ ﷺ বলেন, আমি তার থেকে বড় মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বলেন, আমরা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করিনি। মুসান্নিফ ﷺ বলেন, তিনি জঘন্যতম মুনকার। সুতরাং আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে, আয যুহরাহ-এর হাদীসটি একটি সন্দেহপূর্ণ হাদীস।-এর দ্বারা দলীল কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি সঠিক। সেখানে তিনি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ কিফায়াহ-এর মাঝে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১১২৪. সূরাহ গাফির, ৪০:৭।

১১২৫. সূরাহ শূরা, ৪২:৫।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৺আমার পিতা (আবূ হাতিম)ঌআবদুল্লাহ বিন জা'ফার আর রাক্কীঌউবায়দুল্লাহ বিন আমরঌযায়দ বিন আবূ আম্বাসাহঌআল-মিনহাল বিন আমরও ও যূনুস বিন খাব্বাবঌমুজাহিদঌআবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ৹ (মুজাহিদ) বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। একদিন রাতে তিনি স্বীয় গোলামকে বললেন, দেখতো الحمراء (প্রভাতী তারা) উদিত হয়েছে কিনা? তার প্রতি কোন অভিনন্দন নেই, সেটি নিপাত যাক! সেটি ফেরেশতাদ্বয়ের (হারূত ও মারূতের) ব্যভিচারের সঙ্গিণী ছিল। একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করল আদম জাতির পাপীদেরকে আপনি কিরূপে অবকাশ প্রদান করেন? তারা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করে, আপনি যে সকল কাজ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন তা করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ তাআলা বললেন: আমি তাদেরকে পরীক্ষায় পতিত করেছি; তোমাদেরকেও তাদের ন্যায় পরীক্ষায় পতিত করলে তোমরাও ঐরূপ করতে। ফেরেশ্তারা বলল, না এরূপ করতাম না। আল্লাহ তাআলা বললেন– বেশ! তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হতে অতি উত্তম দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাব। তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা শিরক করবে না, যিনা করবে না এবং খিয়ানত করবে না। অতঃপর তিনি অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে পৃথবীতে অবতীর্ণ করলেন এবং যুহরা তারকাকে একজন বিদূষী সুন্দরী নারীর রূপ দিয়ে তাদের নিকট অবতীর্ণ করেন। সে তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে সচেষ্ট রইল। একদা তারা তার সাথে ব্যভিচার করার জন্যে তার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে বলল: আমি যে ধর্মের অনুসারিণী তার নির্দেশ এই যে, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী কাউকে আমি দেহ দান করতে পারব না। তারা বলল: তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী? সে বলল: আমি অগ্নি উপাসনার ধর্মের অনুসারিণী। তারা বলল: শিরক? আমরা তার কাছেও যাব না। এতে রমণীটি কিছুদিন তাদের নিকট থেকে দূরে রইল। অতঃপর পুনরায় তাদের পেছনে লাগল। তারা পুনরায় তার নিকট পূর্বোক্ত বাসনা প্রকাশ করল। সে বলল- বেশ! তাই হবে। তবে কথা এই যে, আমার স্বামী রয়েছে। তার কানে সংবাদটি পৌছলে আমি অপমানিত হব। তোমরা আমার ধর্মকে গ্রহণ করলে এবং আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব। তারা কথা মেনে নিয়ে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। অতঃপর তাকে নিয়ে আকাশে উঠতে লাগল। পথিমধ্যে তাকে তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের ডানাগুলো কেটে দেয়া হল। তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়ে গেল এবং তারা কাঁদতে লাগল। সে সময় পৃথিবীতে একজন নবী ছিলেন। তিনি দুই জুমুআর মধ্যবর্তী দিনগুলোতে দোয়া করতেন। এটা পরবর্তি জুমুআয় কবুল হত। পাপী ফেরেশতাদ্বয় হারূত ও মারূত ভাবল, আমরা অমুক নবীর নিকট গিয়ে যদি তাকে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করতে বলি আর তিনি যদি তাঁর নিকট আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেন তবে হয়ত আমাদের গুনাহ মাফ হতে পারে। তারা উক্ত নবীর নিকট উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে রহম করুন! পৃথিবীবাসী কিভাবে আকাশবাসীর জন্য ইস্তিগফার করবে? তারা তাকে বললেন, আমরা গুনাহ করেছি। আল্লাহর নবী বলেন, আচ্ছা তোমরা আগামী জুমুআহ'র দিন আমার নিকট এসো। তারা তাই করল। আল্লাহর নবী বললেন, তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার জন্য অনুমতি পেয়েছ। তবে তোমরা দুনিয়ার আযাব বেছে নিলে আখিরাতের আযাব মাফ হয়ে যাবে, এরূপ নিশ্চয়তা নেই। সেটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এতে তাদের একজন বলল, দুনিয়ার বয়সের সামান্য অংশ অতিবাহিত হয়েছে। এই দুনিয়া দীর্ঘদিন টিকে

থাকবে। আমি দুনিয়ার আযাবকে বেছে নিব না। অন্যজন বলল- ইতোপূর্বে আমি তোমার কথা মেনেছি। এবার তুমি আমার কথা মান। অস্থায়ী আযাব স্থায়ী আযাবের সমতুল্য নয়। প্রথমজন বলল, আমরা দুনিয়ার আযাব বেছে নিলেও তো আখিরাতের আযাবের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়জন বলল, আশা করি, আল্লাহ যখন দেখবেন যে, আমরা আখিরাতের আযাবের ভয়েই দুনিয়ার আযাবকে বেছে নিয়েছি, তখন তিনি আমাদেরকে আখিরাতের আযাব দিবেন না। অতঃপর তারা দুনিয়ার আযাবকে বেছে নিল। এর ফলে তাদের মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে রেখে অগ্নিপূর্ণ একটি কূপের মধ্যে শিকলের সাহায্যে তাদেরকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উক্ত রিওয়ায়াতের সনদ স্বহীহ। তবে মনে রাখতে হবে তা স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি বরং ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে।[১১২৬] এখানে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত একটি কথা পাঠকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, ইতঃপূর্বে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাফি'র সূত্রে ইমাম ইবনু জারীর কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীস স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী হিসেবে উল্লেখ করার পর পাঠকদের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে যে, উক্ত মারফূ' হাদীস অপেক্ষা কা'ব আল-আহবার হতে ধারাবাহিকভাবে ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তৎপুত্র সালিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সনদের দিক দিয় অধিকতর স্বহীহ ও প্রামাণ্য। এ স্থলে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিও ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কা'ব আল-আহবার থেকে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। যুহরা তারকাটি একটি সুন্দরী রমণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল– আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে এবং ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতদ্বয়ে উল্লেখিত এই উক্তি যুক্তি হতে বহুদূরে অবস্থিত।[১১২৭]

এব্যাপারে ইবনু আবী হাতিম যা বর্ণনা করেছেন সেটিই অনেকটা গ্রহণযোগ্যতার কাছাকাছি। তিনি বর্ণনা করেন, ◊ইসাম বিন রাওয়াদ⟩আদাম⟩আবূ জা'ফার⟩রোবী' বিন আনাস⟩কোয়স বিন আব্বাদ⟩ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩◊ বর্ণনা করেছেন– আদম (আলাইহিস সালাম) এরপর মানুষ যখন কুফর ও আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হল তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নিকট আরয করল: হে আমাদের প্রভু! যে মানব জাতিকে তুমি শুধু তোমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছ তারা তো কুফর, নরহত্যা, হারাম মাল ভক্ষণ, যিনা, চুরি ও শরাবপানে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের প্রতি বদ দুআ করতে লাগল। তাদের অন্তরে পাপী মানুষের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি রইল না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন, মানুষতো আমাকে দেখে না। (তাইত তারা পাপ করতে সাহস পায়) এতেও ফেরেশতাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন রকম দরদ বা সহানুভূতি আসল না। (তারা তাদেরকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করতে লাগল।) এতে আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দু'জন অতি উত্তম ফেরেশতাকে মনোনীত কর। আমি তাদেরকে আমার আদেশ নিষেধসহ দুনিয়াতে পাঠাব। তারা হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে মনোনীত করল। আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মানুষের ন্যায়-কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন। আর তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাকেও শরীক করবে না। অন্যায়ভাবে কাকেও হত্যা করবে না, হারাম মাল ভক্ষণ করবে না এবং শরাব পান করবে না।

তারা পৃথিবীতে এসে কিছুকাল লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ ফয়সালা জারী করল। তখন ছিল ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ। সে সময় একটি রমণী ছিল। যুহরা তারকা যেমন সৌন্দর্যে সকল তারকার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় উক্ত রমণীটি ছিল সেরূপ সৌন্দর্যে সকল রমণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। একদা তারা ঐ রমণীর

১১২৬. তিনি কা'ব আল-আহবার থেকে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যা ইমাম ইবনু কাস্বীরসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।
১১২৭. উভয়টিই ইয়াহুদীদের থেকে নেওয়া।

নিকট এসে তার সাথে যিনা করার বাসনা প্রকাশ করল। তারা তাদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন জানাল। সে বলল, তোমরা আমার ধর্ম গ্রহণ করলে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারি। তারা বলল: তোমার ধর্ম কী? সে তাদেরকে একটি মূর্তি দেখিয়ে বলল: আমি এটিকে পূজা করি। এটিই আমার ধর্ম। তারা বলল: তার পূজা করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এই বলে তারা চলে গেল। কিছু দিন এরূপেই কাটল। অতঃপর তারা পুনরায় রমণীটির নিকট এসে পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করল। সে তাদেরকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। অতঃপর পুনরায় তারা তার নিকট এসে পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করল। রমণীটি যখন দেখল যে তারা তার শর্তকে মেনে নিচ্ছে না তখন সে তাদেরকে বলল, তোমরা তিনটি কাজের মধ্যে হতে যে কোন একটি কাজ করলেই আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব। হয় তোমরা এই মূর্তিটিকে পূজা করবে নতুবা এই মানুষটিকে হত্যা করবে অথবা এই শরাবটুকু পান করবে। তারা বলল: এগুলোর কোনটিই হালাল নয়, তবে শরাব পান করাই এগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য হারাম কাজ। এই বলে তারা শরাব পান করল। অতঃপর রমণীটির সাথে যিনা করল। যিনা করার পর তাদের ভয় হল যে, তাদের নিকট উপস্থিত লোকটি মানুষকে তাদের পাপের কথা জানিয়ে দিবে। তাই তারা তাকে হত্যা করল। হুঁশ আসার পর তারা আকাশে ফিরে যেতে চাইল কিন্তু ফিরতে পারল না। তাদের ও আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যকার পর্দা তুলে নেয়া হয়েছিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল যে, যারা আল্লাহকে দেখে না তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় কম থাকা স্বাভাবিক। এই ঘটনার পর হতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর সকল লোকের জন্য ইসতিগফার করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ **"আর ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করে।"**[১১২৮] অতঃপর অপরাধী হারূত ও মারূতকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা **দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দু'টির যে কোন** একটিকে বেছে নাও। তারা বলল: দুনিয়ার **আযাব অস্থায়ী পক্ষান্তরে আখিরাতের আযাব স্থায়ী**। তাই তারা দুনিয়ার আযাবকেই বেছে নিল। এতে **আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যাবিলন শহরে** রেখে দিলেন। সেখানেই তারা আযাব ভোগ করে আসছে।[১১২৯] উক্ত রিওয়ায়াতটি হাকিম মুসতাদরাক গ্রন্থে লম্বাকারে ০(আবূ যাকারিয়্যা আল-আম্বারী)(মুহাম্মাদ বিন আবদুস সালাম)(ইসহাক বিন রাহওয়ায়)(হাকাম বিন সালম আর রাযী)(আবূ জা'ফার আর রাযী)০-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, সানাদটি সহীহ। কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। সুতরাং যুহরা সম্পর্কে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটিই যুক্তির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(মুসলিম)(আল-কাসিম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দানী)(ইয়াযীদ আল-ফারিসী)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন– একদা দুনিয়ার আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণ পৃথিবীবাসী মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখল যে, তারা পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করল হে প্রভু! পৃথিবীবাসী মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা তো আমাকে দেখছ; কিন্তু তারা তো আমাকে দেখে না। অতঃপর তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতে তিনজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তারা তাই করল। মনোনীত

১১২৮. সূরাহ শূরা, ৪২:৫।

১১২৯. এটি ইসরাঈলী বর্ণনা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) কা'ব আল-আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন।

ফেরেশতাদের নিকট হতে এ বিষয়ে সম্মতি নেয়া হল যে, তারা পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং তথায় মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দিয়ে বললেন, তোমরা পৃথিবীতে গিয়ে শরাব পান করবে না, মানুষ খুন করবে না, যিনা করবে না এবং মূর্তি পূজা করবে না। এতে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করা থেকে অব্যাহতি চাইলে তাকে অব্যাহতি দেয়া হল। অপর দু'জন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করল। একদা তাদের নিকট মুনাহিয়াহ (مناهية) নাম্নী একজন বিদূষী সুন্দরী আগমন করল। তার প্রতি উভয় ফেরেশতার মনে লোভ জন্মিল। তারা তার গৃহে এসে তাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করার জন্য তার নিকট আবেদন জানাল। সে বলল, তোমরা শরাব পান করলে, আমার প্রতিবেশীর পুত্রকে হত্যা করলে এবং মূর্তি পূজা করলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করতে পারি। তারা বলল, আমরা মূর্তি পূজা করব না। তারা শুধু শারাব পান করল। তৎপর মানুষ খুন করল এবং মূর্তি পূজাও করল। আকাশের ফেরেশ্তাগণ তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের অবস্থা দেখল। রমণীটি তাদেরকে বলল: তোমরা যে বচনটি উচ্চারণ করে আকাশে উড়ে যাও আমাকে তা শিখাও। তারা তাকে তা শিখাল। সে তার সাহায্যে আকাশে উঠে গেলে সেখানে সে একটি অগ্নিপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেই অগ্নিপিণ্ডটিই যোহরা তারকা নামে পরিচিত। আর সেই ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দু'টির যে কোন একটি বেছে নিতে বললেন। তারা দুনিয়ার আযাবকে বেছে নিল। তারা এখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তি স্থানে ঝুলন্ত রয়েছে।

উক্ত রিওয়ায়াতে অনেক অতিরিক্ত কথা এবং উদ্ভট উক্তি উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহই সঠিক ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবদুর রাযযাক বলেন, মা'মার বলেছেন, কাতাদাহ ও আয যুহরী উভয়ে উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ থেকে ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, হারূত ও মারূত ছিল দু' জন ফেরেশতা। একদা ফেরেশতাগণ বানী আদম জাতির বিচারকমণ্ডলীকে নিয়ে উপহাস করার ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত ফেশেতাদ্বয়কে বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। একদা জনৈকা মহিলা কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিনী হয়ে তাদের নিকট আসলে তারা তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তৎপর তাদেরকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দুটির যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হলে তারা দুনিয়ার আযাবকেই বেছে নিল। মা'মার বলেন, কাতাদাহ বলেছেন, হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাদের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা যাকেই যাদু শিক্ষা দিবে তাকেই পূর্বে বলবে যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যম মাত্র। তোমরা কুফরী করো না।

সুদ্দী হতে ইসবাত বর্ণনা করে বলেন, একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় পৃথিবীবাসী মানুষের বিচার কার্যকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করল। এতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি বানী আদমের অন্তরে দশ প্রকারের কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে রেখেছি। তারা সে কারণেই পাপ করে। হারূত ও মারূত বলল: হে প্রভু! তুমি আমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলে আমরা নিশ্চয় ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করব। আল্লাহ তা'আলা বললেন– বেশ। আমি তোমাদের অন্তরে সে সকল কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দিলাম। তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ কর। তথায় তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করবে। তারা দীনাওয়ান্দ (ديناوند) রাজ্যের অন্তর্গত বাবিল শহরে অবতরণ করল। তারা সারাদিন বিচারকার্য সম্পাদন করে সন্ধ্যার দিকে আকাশে

ফিরে যেত। একদা জনৈকা মহিলা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে তাদের আদালতে আগমন করল। তার অপরূপ সৌন্দর্য তাদেরকে বিমোহিত করল। তার নাম আরবী ভাষায় যুহরা (الزهرة) নাবাতী ভাষায় বায়দাখত (بيدخت) এবং ফারসী ভাষায় আনাহীদ (اناهيد) ছিল। তাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বলল, মহিলাটির সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অন্যজন বলল, আমার অবস্থাও তাই। আমি তোমার নিকট তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু লজ্জার কারণে পারিনি। প্রথমজন বলল: তবে কি তার নিকট আমাদের বাসনাটি প্রকাশ করব? দ্বিতীয়জন বলল: হ্যাঁ, তাই কর। কিন্তু এতে যে আমাদেরকে আল্লাহর আযাব ভোগ করতে হবে। প্রথমজন বলল: আশা করি তিনি স্বীয় রহমতে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। পরের দিন মহিলাটি যখন স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তাদের আদালতে উপস্থিত হল তখন তারা নিজেদের যৌন বাসনাটির কথা তার নিকট ব্যক্ত করল। মহিলাটি বলল: তোমরা যদি বিচারাধীন মামলায় আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান তবে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব। তারা তাই করল। সে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে যেতে বলল। তারা তথায় যাওয়ার পর তাদের মধ্য হতে একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিলে মহিলাটি বলল: তোমরা যে কালাম পাঠ করে আকাশে উঠে থাক এবং যে কালাম পাঠ করে আকাশ হতে নেমে থাক যতক্ষণ তা আমাকে না শিখাবে ততক্ষণ আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব না। তারা তাকে তা শিখাল। সে কালাম পড়ে আকাশে উঠে গেল কিন্তু নামার কালাম আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলিয়ে দিলেন। অতএব সে সেখানেই রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করে দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) যখনই উক্ত নক্ষত্রটি দেখতেন তখনই তার প্রতি লা'নতের বদ দোয়া করতেন এবং বলতেন এই নক্ষত্রটিই হারূত ও মারূতকে পাপে লিপ্ত করেছিল।[১১৩০] অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় রাত্রিতে যখন আকাশে উঠতে চাইল তখন আর উঠতে পারল না। তারা বুঝতে পারল তাদের সর্বনাশ ঘটেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললেন। তারা দুনিয়ার আযাবকেই বেছে নিল। তাতে তাদেরকে বাবিল শহরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হল এবং এই অবস্থায় তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগল।

মুজাহিদ হতে ইবনু আবী নাজীহ বর্ণনা করেছেন। একদা ফেরেশতাগণ আদম জাতির নিকট রসূল, কিতাব এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তাদেরকে জুলুম অত্যাচার এবং অন্যায় অবিচারে লিপ্ত দেখে বিস্ময় প্রকাশ করল। এতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দু' জন ফেরেশতাকে বেছে নাও। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করব। তারা সেখানে গিয়ে লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবে। তারা অনেক অনুসন্ধান চালিয়ে হারূত ও মারূতকে মনোনীত করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠালেন। পাঠানোর সময় তাদেরকে বললেন, বানী আদম জাতি আমাকে দেখে না। এ অবস্থায় তাদের নিকট রসূল ও কিতাব যাওয়া সত্ত্বেও তারা পাপ করে দেখে বিস্মিত হয়েছ। শুন! আমি তোমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাব না। তোমাদেরকে সরাসরি বলে দিচ্ছি যে, তোমরা অমুক অমুক কাজ করবেনা এবং অমুক অমুক কাজ থেকে দূরে থাকবে। তারা পৃথিবীতে এসে কিছুকাল অত্যন্ত নেককার হিসেবে জীবন যাপন করল। সেই সময়ে তাদের অপেক্ষা অধিকতর নেককার কোন লোক পৃথিবীতে ছিল না। তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করত। তারা সারাদিন ধরে বিচার সম্পাদন করার পর সন্ধ্যাকালে আকাশে উঠে যেত। রাত্রিতে সেখানে তারা ফেরেশতাদের সাথে রাত্রি যাপন করত। একদা আল্লাহ তা'আলা যোহরা তারকাকে অতিশয় সুন্দরী নারীর বেশে তাদের নিকট অবতীর্ণ করলেন। সে তাদের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিণী হয়ে আগমন করল। তারা তার

১১৩০. বর্ণনাটি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে সঠিক নয়, তবে সুদ্দী এখানে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বিরুদ্ধে রায় দিল। তার প্রস্থানের সময় উভয়ের অন্তরেই তার প্রতি লোভ জন্মিল। তারা একে অপরের নিকট অন্তরের লোভের কথা ব্যক্ত করল। অতঃপর তারা তার নিকট অন্তরের লোভের কথা ব্যক্ত করল। অতঃপর তারা তার নিকট সংবাদ পাঠাল তুমি পুনরায় আমাদের আদালতে হাজির হও। আমরা তোমার পক্ষে রায় দিব। সে পুনরায় তাদের আদালতে হাজির হলে তারা তাকে নিজেদের অন্তরের লোভের কথাটি জানিয়ে দিয়ে তার পক্ষে রায় দিল। অতঃপর উভয়ে তার সাথে যিনা করল।

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করার প্রক্রিয়া মানুষের যৌন বাসনা পূর্ণ করার ন্যায় ছিল না। তাদের যৌনাঙ্গ তাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। যা হোক অতঃপর যুহরা সেতারা আকাশে উড়ে গেল। সে আকাশে পূর্বে যে স্থানে অবস্থান করছিল সেখানে অবস্থান গ্রহণ করল। এদিকে সন্ধ্যাবেলায় হারূত ও মারূত আকাশে চড়তে গেলে পথিমধ্যে তারা বাধাপ্রাপ্ত হল। তারা ধমক খেল ও উপরে উঠতে অনুমতি পেল না। তাদের ডানাগুলো তাদেরকে আর উপরে নিয়ে গেল না। তারা আদম জাতির একটি লোকের সাহায্যপ্রার্থী হল। তারা তাকে বলল: আপনি স্বীয় প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, পৃথিবীর অধিবাসী (মানুষ) কিভাবে আকাশের অধিবাসীর (ফেরেশতা) জন্য সুপারিশ করবে। তারা বলল: আমরা আকাশে আপনার প্রভুকে আপনার প্রশংসা করতে শুনেছি। এতে তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট একটি দিনে তার নিকট আসতে বলে আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের জন্য দুআ করতে লাগলেন। এক সময়ে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন। তাদেরকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এ দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হল। তাদের একজন অন্য জনের মতামত জানতে চাইলে সে বলল, আখিরাতের আযাব চিরস্থায়ী। আর সেখানকার আযাব বিভিন্ন শ্রেণির। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আযাব অস্থায়ী। তার আযাব আখিরাতের আযাবের নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। (তারা দুনিয়ার আযাবকেই বেছে নিল।) তাদেরকে বাবিল শহরে নামতে বলা হল। সেখানে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হল। তাদের শাস্তি শেষ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে লোহার সাথে জড়িয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারা এখনও সেখানে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

বিপুল সংখ্যক তাবেঈ হতে হারূত মারূত সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান আল-বাস্রী, কাতাদাহ, আবুল আলিয়াহ, যুহরী, রাবী' বিন আনাস ও মুকাতিল বিন হায়্যান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় বিপুল সংখ্যক তাফসীরকারও স্ব স্ব তাফসীর গ্রন্থে তাদের কিস্সা বর্ণনা করেছেন। তবে এ সকল বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনীর উৎস হচ্ছে বানী ইসরাঈল জাতি কর্তৃক বর্ণিত কিসসা-কাহিনি। এ সকল কিসসা-কাহিনী স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস্র দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত নয়। আর কুরআন মজীদে হারূত ও মারূতের ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে সংক্ষিপ্তরূপে। তাতে তাদের ঘটনা বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে যা বলেছেন আমরা তার প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহই প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারূত ও মারূত সম্বন্ধে অদ্ভুত ও আজব একটা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করছি: ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ◆রাবী' বিন সুলায়মান ⟩⟨ ইবনু ওয়াহব ⟩⟨ ইবনু আবযি যিনাদ ⟩⟨ হিশাম বিন উরওয়াহ ⟩⟨ তার পিতা (উরওয়াহ) ⟩⟨ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ⟩◆ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের অল্প কিছুদিন পর একদা দাওমাতুল জানদাল (دومة الجندل) নামক স্থান হতে একটি স্ত্রীলোক আমার নিকট আগমন করল। স্ত্রীলোকটি যাদু শিখেছিল; কিন্তু তা কোথাও প্রয়োগ করেনি। যাদু শিখার কারণে তার উপর কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। সে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করে তার সমাধান নেয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেছিল। যখন সে শুনল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তিকাল করেছেন তখন সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। তার কান্নায় আমার মনে তার প্রতি করুণার উদ্রেক হল। সে বলল, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার সর্বনাশ

ঘটেছে। একদা আমার স্বামী আমাকে রেখে উধাও হয়ে গেল। এই অবস্থায় একটি বৃদ্ধ মেয়েলোক আমার নিকট আসল। আমি তাকে আমার বিপদের কথা জানালে সে বলল, আমি তোমাকে যা করতে বলব তুমি তা করলে তোমার স্বামী তোমার নিকট ফিরে আসবে। (আমি তার কথা মানতে সম্মত হলাম।) রাত্রিতে বৃদ্ধাটি কালো কুকুর নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হল। তাদের একটিতে সে এবং অন্যটিতে আমি আরোহণ করলাম। মুহূর্তে আমরা বাবিল শহরে পৌঁছলাম। সেখানে দেখি দুটি লোক মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে থাকা অবস্থায় ঝুলন্ত রয়েছে। তারা আমাকে বলল: তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, যাদু শিখার উদ্দেশ্যে এসেছি। তারা বলল: আমরা পরীক্ষার মাধ্যম ছাড়া কিছুই নই। অতএব তুমি কুফরী করো না, যে অবস্থায় এসেছ সেই অবস্থায় ফিরে যাও। আমি তাদের পরামর্শ মেনে নিতে অসম্মতি জানালাম। তারা বলল: তবে ঐ উনানটির কাছে গিয়ে তাতে পেশাব কর। আমি তার কাছে গিয়ে ভয়ে পেশাব না করেই ফিরে আসলাম। তারা বলল: পেশাব করেছ তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, করেছি। তারা বলল: কিছু দেখেছ কি? আমি বললাম, না কিছু দেখিনি। তারা আবারও বলল: তবে এই উনানটির কাছে গিয়ে তাতে পেশাব কর। আমি তার কাছে গেলে ভয়ে আমার লোম শিহরে উঠল। আমি পেশাব না করে তাদের নিকট ফিরে আসলাম। বললাম, পেশাব করেছি। তারা বলল: কী দেখলে? আমি বললাম, কিছুই না। তারা বলল: তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি পেশাব করনি। যাও দেশে ফিরে যাও। কুফরী করো না, তুমি কিন্তু শেষ প্রান্তে এসে গেছ। অর্থাৎ তোমার ঈমান চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি তাদের পরামর্শ মানতে অসম্মতি জানালাম। তারা বলল, বেশ তবে এই উনানটির কাছে গিয়ে তাতে পেশাব কর। আমি তার কাছে গিয়ে তাতে পেশাব করলাম আর দেখলাম, এক মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তি আমার দেহের মধ্য হতে বের হয়ে আকাশে উধাও হয়ে গেল। অতঃপর তাদের নিকট ফিরে এসে বললাম, আমি পেশাব করেছি। তারা বলল: কিছু দেখলে? আমি যা দেখেছি, তা বললাম। তারা বলল: এবার সত্য বলেছ। মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তিটিই হচ্ছে তোমার ঈমান। তা তোমার মধ্য হতে বের হয়ে গেছে। এখন দেশে ফিরে যাও। আমি আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকটিকে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই শিখিনি এবং কিছুই জানি না। তারা আমাকে কিছুই শিখায়নি। সে বলল: না, না, তোমার শেখা হয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি যা ঘটাতে চাইবে তাই ঘটবে। নাও এই গমের দানাটি নাও। তাকে নিয়ে বপন কর। আমি তা তার নিকট হতে নিয়ে বপন করলাম অতঃপর বললাম, মাটি থেকে ফুঁড়ে বের হও। সে বীজটি তাই করল। আমি বললাম, 'পাতা ছড়াও' সেটি তাই করল। আমি বললাম, 'পেকে যাও'। সেটি তাই করল। আমি বললাম, 'শুকিয়ে যাও'। সেটি তাই করল। আমি বললাম, 'পিষে আটা হয়ে যাও'। সেটি তাই হয়ে গেল। আমি বললাম: 'রুটি হয়ে যাও'। সেটি তাই হয়ে গেল। আমি যখন দেখলাম যে, আমি যা ঘটাতে চাই তাই ঘটে যায় তখন আমি লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম। হে উম্মুল মু'মিনীন, আল্লাহর কসম! আমি উক্ত যাদু আর প্রয়োগ করিনি এবং করবও না।

উক্ত রিওয়ায়াতটি ইমাম ইবনু আবী হাতিমও উপরোক্ত রাবী রবী' বিন সুলায়মান হতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তার রিওয়ায়াতে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কথাগুলো উল্লেখিত রয়েছে: আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি সাহাবীদের নিকট তার সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর তখন বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি। বিপুল সংখ্যক সাহাবী তখন মদীনায় উপস্থিত। কিন্তু তারা তাকে কী সমাধান দিবে তা খুঁজে পেল না। তারা সকলে এই ভয়ে ভীত ছিল যে, তারা কোন ফতোয়া দিলে তা ভ্রান্তও হতে পারে। তবে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অথবা তার কোন এক সহচর স্ত্রীলোকটিকে বলেছিল আহা! তোমার মাতাপিতা অথবা উভয়ের একজন যদি জীবিত থাকত তবে সেটিই তোমার জন্য যথেষ্ট হত।

উক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী হিশাম বলেন, 'আমাদের অবস্থা এই যে, স্ত্রীলোকটি আমাদের নিকট এসে ফতোয়া প্রার্থনা করলে আমরা যামীন হয়ে তাকে ফতোয়া দিতাম।' রাবী ইবনু আবুয যিনাদ বলেন, হিশাম বলতেন, সাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। তাদের মধ্যে ছিল তাকওয়া পরহেযগারী। আমাদের নিকট অনুরূপ কোন মহিলা এসে ফতোয়া প্রার্থনা করলে আমরা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জেনে না বুঝে অনুমানের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। উক্ত রিওয়ায়াতের সানাদ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পর্যন্ত উত্তম।[১১৩১]

যাদুর প্রভাব

যাদুর ক্ষমতা কতটুকু? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাদু প্রকৃতই এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। তারা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াতটিকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, যাদুকর মহিলাটি একটি গমের কণাকে বপন করে যাদুর সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তা হতে গাছ ও ফল উৎপন্ন করেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বস্তুকে প্রকৃতই পরিবর্তিত করে দেয়ার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে রয়েছে। আরেক দল বিশেষজ্ঞ বলেন, এক বস্তুকে প্রকৃতই অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করে দেয়ার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে নেই। যাদু শুধু দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রুতি বিভ্রম ইত্যাদি ঘটিয়ে দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদির মনে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হিসাবে প্রতীয়মান করতে পারে। এতে দর্শক শ্রোতা ইত্যাদি ব্যক্তি শুধু এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করে। যাদুর কারণে ভ্রান্ত ধারণায় এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত যাদুর কারণে বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসতে পারে না। তারা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিপক্ষ যাদুকরদের যাদুর বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন: ﴿سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ **"যখন তারা বান ছুঁড়ল তখন লোকজনের চোখ যাদুগ্রস্ত হয়ে গেল, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বড়ই সাংঘাতিক এক যাদু দেখাল।"**[১১৩২] অর্থাৎ তারা (যাদুকররা) লোকদের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করে দিল এবং তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিল। আর তারা মহা এক যাদু উপস্থাপিত করল। তিনি আরও বলেছেন, ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ **"তাদের রশি আর লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।"**[১১৩৩] অর্থাৎ তাদের যাদুর কারণে তার (মূসার) নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তা (যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ বস্তু) দৌড়াচ্ছে। উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনার কোন ক্ষমতা যাদুর মধ্যে নেই। তা শুধু

১১৩১. বরং-এর সানাদটি দুর্বল ও মাতানটি বাতিল। আবদুর রহমান বিন আবুয যিনাদ হাদীস গ্রহণে ও বর্ণনায় শিথিল। ইবনু মাঈন, আহমাদ, আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু মাহদী, আল-ফাল্লাস, আস সাজী, ইমাম নাসাঈ, ইবনু সা'দ, আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আদী তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর তা ইমাম যাহাবী সমর্থন করেছেন। তিনি আল-মীযানে উক্ত হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। আর তার সংবাদটি বাতিল ও বানোয়াট। যদি উক্ত সংবাদটি সঠিক হত তবে তা প্রসিদ্ধতা পেয়ে আকাশে ছড়িয়ে যেত এবং মানুষেরা বাবিল শহরের অমুক অমুক শহরের দিকে দেখার জন্য ছুটত। কিন্তু-এর কোনটিই হয়নি। সঠিক কথা হচ্ছে ইবনু আবিয যিনাদ বাগদাদের কোন একজনের থেকে ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, বাগদাদীরা কোন কিছু বর্ণনা করলে তা ফাসাদ সৃষ্টির জন্যই করে থাকে। তাদের বর্ণনা সঠিকতার বহুদূরে। ঘটনার সাথে সম্পর্কিত উক্ত মহিলা একজন অপরিচিত, সে কখনো কখনো ভাগ্যগণনাকারিণী হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিন্তু সেটি সহীহ'র বিপরীত।

১১৩২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১১৬।

১১৩৩. সূরাহ তাহা, ২০:৬৬।

Contents

মানুষের খেয়াল ও ধারণার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে তার নিকট এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান করার ক্ষমতা রাখে। একদল তাফসীরকার বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত বাবিল শহরটি দীনাওয়ান্দ (دیناوند) রাজ্যে অবস্থিত বাবিল নয় বরং তা ইরাকে অবস্থিত বাবিল। সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকার উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে আয়িশাহ হতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি পেশ করেন। ইমাম ইবনু আবী হাতিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বাবিল শহরটি ইরাকে অবস্থিত বাবিল।

৫২৭. (দুর্বল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আলী ইবনুল হুসায়ন)(আহমাদ বিন সালিহ)(ইবনু ওয়াহব)(ইবনু লাহীআহ ও ইয়াহইয়া বিন আযহার)(আম্মার বিন সা'দ আল-মুরাদী)(আবূ স্বালিহ আল-গিফারী)(..........)(আলী বিন আবূ তালিব) (আবূ স্বালিহ আল-গিফারী) বলেনঃ

أَنَّ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنه بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ] قَالَ: إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ [بِأَرْضِ الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ] بِبَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ

একদা আলী সফর অবস্থায় বাবিল শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে মুয়ায্‌যিন এসে তাকে আস্‌রের স্বলাতের ওয়াক্ত হওয়ার কথা জানাল। তিনি তথায় স্বলাত আদায় না করে শহর অতিক্রম করে চলে গেলেন। অতঃপর মুয়ায্‌যিনকে স্বলাতের ইকামাতদিতে নির্দেশ দিলেন এবং শহরের বাইরে স্বলাত আদায় করলেন। নামায শেষ করে বললেন: আমার হাবীব নবী আমকে কবরস্থানে ও বাবিল শহরে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বাবিল শহরে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ, তা একটি অভিশপ্ত শহর।[১১৩৪]

৫২৮. (দঈফ): আবূ দাউদ বলেন, (সুলায়মান বিন দাউদ)(ইবনু ওয়াহব)(ইবনু লাহীআহ ও ইয়াহইয়া বিন আযহার)(আম্মার বিন সা'দ আল-মুরাদী)(আবূ স্বালিহ আল-গিফারী)(আলী) (আবূ স্বালিহ আল-গিফারী) বর্ণনা করেন, একদা সফর অবস্থায় আলী বাবিল শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময়ে মুয়াযযিন এসে তাকে আস্‌রের স্বলাতের ওয়াক্ত হওয়ার কথা জানাল। তিনি তথায় স্বলাত আদায় না করে শহর অতিক্রম করে গেলেন। অতঃপর মুয়ায্‌যিনকে স্বলাতের ইকামত দিতে বললেন এবং শহরের বাইরে স্বলাত আদায় করলেন। স্বলাত শেষ করে বললেন, আমার হাবীব নবী আমাকে কবরস্থানে এবং বাবিল শহরে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। বাবিল শহরে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তা একটি লা'নতপ্রাপ্ত শহর।[১১৩৫]

১১৩৪. আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ তবে সানাদে আবূ সালিহ আল-গিফারী (সাঈদ বিন আবদুর রহমান) ও আলী বিন আবী তালিব এর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। ইবনু য়ূনুস বলেন, তার বর্ণনাটি আলী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, আর আমি মনেও করিনা যে, তিনি তার থেকে কোন হাদীস্র শ্রবণ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ' (১/৪২১) এর মাঝে সেটিকে দুর্বল বলেছেন। এ হাদীস্রটি বায়হাকী (২/৪৫১) এর মাঝে মুসান্নিফের (ইবনু কাসীর) সূত্রে বর্ণনা করে সেটিকে দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দেখুন– দঈফ আবী দাউদ (৪৯০), দঈফ আবী দাউদ (আল-উম্ম) ৭৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

১১৩৫. আবূ দাউদ ৪৯০, ৪৯১। আলী থেকে দুটি সানাদে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-মুনযিরী তার মুখতাসার ৪৬১-এর মাঝে বলেন, আবূ স্বালিহ হলেন: সাঈদ আবদুর রহমান আল-গিফারী আল-মিস্‌রী। খাত্তাবী বলেন, এই সানাদটি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। আর আমরা কোন উলামার থেকে জানিনা যে, বাবিল শহরে সালাত আদায় করা হারাম। বরং স্বহীহ হাদীস্র দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নাবী বলেছেন: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে সিজদার স্থান ও পবিত্র হিসেবে বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব'-এর

∝(আহমাদ বিন স্বালিহ)(ইবনু ওয়াহব)(ইয়াহইয়া বিন আযহার ও ইবনু লাহীআহ)(হাজ্জাজ বিন শাদ্দাদ)(আবূ স্বালিহ আল-গিফারী)(আলী ﷺ)∞ সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান বিন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত রিওয়ায়াতটি ইমাম আবূ দাউদের নিকট হাসান হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি তা বর্ণনা করার পর তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মন্তব্য করেননি। উক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাবিল শহরে স্বলাত আদায় করা মাকরুহ। যেমন মাকরুহ স্বামূদ জাতির আবাস ভূমিতে স্বলাত আদায় করা। উল্লেখ্য যে, নবী ﷺ স্বামূদ জাতির আবাস ভূমিতে প্রবেশ করতে হলে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করতে আদেশ দিয়েছেন।

ভূগোল শাস্ত্রবিদগণ বলেন: আটলান্টিক মহাসাগর হতে ইরাকে অবস্থিত ব্যাবিলন শহরের দূরত্ব হচ্ছে সত্তর ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ। পক্ষান্তরে বিষুব রেখা হতে তার দূরত্ব হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

যাদু শিক্ষা করা কুফরী

আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ **"এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।"** আবূ জা'ফার রাযী বলেছেন, ∝(রাবী' বিন আনাস)(কোয়স বিন আব্বাদ)(ইবনু আব্বাস ﷺ)∞ বলেছেন, **"যখন কেউ ফেরেশ্তাদের কাছে যাদু শিখতে আসত, তখন সে তাকে নিরুৎসাহিত করত এবং তাকে বলত যে, আমরা কেবল পরিক্ষা মাত্র, কাজেই অবিশ্বাসের মধ্যে পতিত হয়োনা।" ভাল আর মন্দ, ঈমান আর কুফরী কাকে বলে** এ জ্ঞান তাদের ছিল, তাই তারা জানত যে, **যাদু এক ধরণের কুফরী। কেউ যাদু শিখতে এসে তা শিখার** জন্য জেদ ধরত তখন তারা তাকে ওমুক ওমুক **জায়গায় যেতে বলত, সেখানে সে গেলে, শয়তান তার** সঙ্গে দেখা করত এবং তাকে যাদু শিখাত। যখন লোকটা যাদু শিখত তখন (ঈমানের) **আলো তার থেকে** চলে যেত এবং সে দেখতে পেত তা আকাশে জ্বলজ্বল করছে (আর উড়ে চলে যাচ্ছে)। **তখন সে** খেদোক্তি করত, হাইরে আমার দুঃখ! আমার সর্বনাশ হোক! এখন আমি কী করব?"[১১৩৬] হাসান আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ, "ফেরেশ্তাদেরকে যাদু দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যাতে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তাদেরকে পরিক্ষা করা যেতে পারে। আল্লাহ তাদের (অর্থাৎ ফেরেশ্তাদ্বয়ের) থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, প্রথমে এ কথা ঘোষণা না করে তারা কাউকে শিক্ষা দিবেনা যে, "আমরা তোমাদেরকে পরিক্ষা করার জন্য, সুতরাং কুফরীতে নিমজ্জিত হয়োনা।"[১১৩৭] এটা ইবনু আবি হাতিম লিপিবদ্ধ করেছেন। আবার, কাতাদাহ বলেছেন, "আল্লাহ তাদের নিকট থেকে ও'য়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা একথা না বলা পর্যন্ত কাউকে শিখাবেনা, "আমরা একটা পরিক্ষা, কাজেই কুফরীতে পতিত হয়োনা।"[১১৩৮]

মাঝে বলেন, ইবনু য়ূনুস বলেছেন, তার রেওয়ায়াতটি আলী ﷺ থেকে মুরসাল। আর তার থেকে আম্মার আল-মুরাদী বর্ণনা করেছেন। তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। তার তাবি' হিসেবে হাজ্জাজ বিন রাশিদ-এর বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু তিনিও মাজহূল। সুতরাং আমাদের উসতায জামিউল উসূল (৫/৪৭৫)-এর মাঝে বলেন, সানাদের মাঝে সমস্যা রয়েছে। সঠিক হচ্ছে সংবাদটি মুনকার ও দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

১১৩৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১২।

১১৩৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১০।

১১৩৮. তাবারী ২/৪৪৩।

সুদ্দী বলেছেন, "যখন কোন লোক দুই ফেরেশ্‌তার নিকট আসত তখন তারা তাকে উপদেশ দিত, কুফরীতে পতিত হয়োনা, আমরা একটা পরীক্ষা। যখন লোকটি তাদের উপদেশ উপেক্ষা করত, তখন তারা বলত, ঐ ছাইয়ের গাদার নিকট যাও এবং ওর উপর পেশাব কর। যখন ছাইয়ের উপর পেশাব করত তখন একটা আলো, অর্থাৎ ঈমানের আলো তার কাছ থেকে চলে যেত এবং তা আকাশে প্রবেশ না করা পর্যন্ত জ্বলজ্বল করত। তখন ধুয়ার মত কালো একটা জিনিস নেমে আসত আর তার কান ও অবশিষ্ট শরীরে প্রবেশ করত। মূলত সেটি হল: আল্লাহর গোস্বা। যখন সে ফেরেশ্‌তাদেরকে বলত যা ঘটেছে, তখন তারা তাকে যাদু শিখাতো। তাই আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ **"এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।"**[১১৩৯] সুনায়দ বলেছেন, হাজ্জাজ বলেছেন যে, ইবনু জুরাইজ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, "কাফের ব্যতীত কেউ যাদুর চর্চা করার সাহস করেনা আর ফেৎনা, এতে আছে পরীক্ষা আর বেছে য়োর স্বাধীনতা।"[১১৪০]

﴿اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ আয়াতাংশের فِتۡنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। যেমন কবি বলেন,

وَقَدْ فُتِنَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ وخَلَّى ابنُ عَفَّانَ شَرًّا طَوِيلَا

আর লোকেরা নিজেদের দীনের বিষয়ে পরীক্ষায় পতিত হল। তারা উস্‌মান বিন আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে কঠিন বিপদে একাকী ছেড়ে দিল।

আল্লাহ তাআলা মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন: ﴿اِنۡ هِىَ اِلَّا فِتۡنَتُكَ﴾ **"ওটা তো কেবল তোমার পরীক্ষা।"**[১১৪১] ﴿تُضِلُّ بِهَا مَنۡ تَشَآءُ وَتَهۡدِىۡ مَنۡ تَشَآءُ﴾ **"যাকে চাও তদ্দ্বারা পথভ্রষ্ট কর, আর যাকে চাও সত্য পথে পরিচালিত কর।"**[১১৪২] উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তের একটিতে فتنة শব্দটি এবং অন্যটিতে এর সমধাতুজ ক্রিয়াটি যথাক্রমে 'পরীক্ষা' ও 'পরীক্ষা করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা বলেছেন যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা কুফরী তারা ঈমানের জন্য এ আয়াতের উপর নির্ভর করেছেন।

৫২৯. তারা হাদীস্বেরও উল্লেখ করেছেন যা আল-হাফিয আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার বর্ণনা করেছেন {মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না}{আবূ মুআবিয়াহ}{আল-আ'মাশ}{ইবরাহীম}{হাম্মাম}{আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} বলেন, مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ যে ব্যক্তি গণকের কাছে অথবা যাদুকরের কাছে যায় এবং গণক বা যাদুকর যা বলে তা বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি কুফরী করে।[১১৪৩] উক্ত হাদীস্বের সানাদ স্বহীহ। তার সমর্থনে একাধিক হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা যাদুর একটি ক্রিয়া

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَيَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُوۡنَ بِهٖ بَيۡنَ الۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهٖ﴾ **"এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো।"** এর অর্থ, "লোকেরা হারূত

১১৩৯. তাবারী ২/৪৪৩।

১১৪০. তাবারী ২/৪৪৩।

১১৪১. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৫।

১১৪২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৫।

১১৪৩. কাশফুল আসতার ২/৪৪৩, মুসনাদ আল-বাযযার ১৮৭৩, হাদীস্বটি একদল সাহাবী থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আল-মাজমা' ৫/১১৭-১১৮। **তাহকীক:** মাওকূফ স্বহীহ।

ও মারূতের নিকট হতে যাদু শিখত এবং অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ত যার অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি যদিও স্বামী-স্ত্রী খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। এটা শয়তানের কাজ।"

৫৩০. (সহীহ): মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"إِنِ الشَّيْطَانَ لَيَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فِي النَّاسِ، فَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِفُلَانٍ حَتَّى تَرَكْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ إِبْلِيسُ: لَا وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ قَالَ: فَيُقَرِّبُهُ وَيُدْنِيهِ وَيَلْتَزِمُهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ

শয়তান পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করে স্বীয় অনুচরদেরকে লোকদের নিকট প্রেরণ করে থাকে। তার যে অনুচরটি লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারে সে তার নিকট খুব প্রিয় ও স্নেহভাজন হয়ে থাকে। একজন অনুচর এসে তাকে জানায়, আমি অমুক লোকটির পিছনে লেগে তাকে দিয়ে (অশ্লীল) কথা বলিয়ে ছেড়েছি। শয়তান তাকে বলে তুমি কিছুই করনি। আরেকজন অনুচর এসে তাকে জানায়, আমি অমুক লোকটির পিছনে লেগে তার ও তার আপনজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তা শুনে শয়তান তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়। সে তাকে বলে হ্যাঁ, তুমি একটি কাজের মত কাজ করেছ।[১১৪৪]

যাদুর সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটানো হয় কিরূপে? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় এভাবে যে, তাদের মধ্যে যাদুর সাহায্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয় যাতে দম্পতির একজন অন্যজনকে কুৎসিত বা খারাপ স্বভাবের মনে করে।

আল্লাহর নির্ধারণ সকল বাধা পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ **"মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না।"** সুফইয়ান আস্ সাউরী বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা ব্যতীত।"[১১৪৫] উপরন্তু হাসান বাসরী বলেছেন, ﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ **"মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না"** অর্থাৎ "আল্লাহ যাদুকরদেরকে কারো খারাপী করার সুযোগ দেন যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন আর যাদুকরদের হাত থেকে তিনি কাউকে বাঁচিয়ে দেন যার জন্য ইচ্ছে করেন। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত যাদুকররা কারো কোন ক্ষতি করতে পারেনা।[১১৪৬] আল্লাহর বাণী, ﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ **"বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না"** অর্থাৎ ওটা তাদের দ্বীনের ক্ষতি করে এবং কোন উপকার করেনা তার ক্ষতির তুলনায়।

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ **"এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না"** অর্থাৎ "ইয়াহূদীরা যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মান্য করার চেয়ে যাদুকে অধিক পছন্দ করেছিল তারা জানত যে, যারা এরকম ভুল করবে, কিয়ামতে তাদের

১১৪৪. মুসলিম ২৮১৩, আবূ ইয়া'লা ১৯০৯। **তাহকীক:** সহীহ।
১১৪৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১২।
১১৪৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১১।

কোন খালাক বা অংশ নেই। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেছেন যে, 'খালাক নাই"-এর অর্থ "কোন অংশ নাই"।[১১৪৭]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾ **"আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!"** আল্লাহ বলেছেন وَلَبِئْسَ **(কতই না মন্দ!)** অর্থাৎ যারা অধিক পছন্দ করেছিল যাদু- রাসূলের প্রতি ঈমান ও তাঁকে মান্য করার পরিবর্তে, তারা যদি উপদেশ বুঝত।

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ﴾ **"আর যদি তারা ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত তবে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠতর সুফল ছিল।"** অর্থাৎ, "তারা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনত তাহলে এ সব ভাল কাজের জন্য আল্লাহর পুরস্কার তাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক হত যা তারা অধিকতর পছন্দ করেছে তার চেয়ে।" তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ﴾ **"যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল– 'ধিক তোমাদের প্রতি, আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতর তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর সত্যপথে অবিচল ধৈর্যশীল ছাড়া অন্য কেউ তা প্রাপ্ত হয় না।"**[১১৪৮]

যারা বলেন, সাহির (যাদুকর) ব্যক্তি কাফির, তারা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟﴾ **"আর যদি তারা ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত"** যেমনটি ইমাম আহমাদ ও একদল সালাফ উক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন। আরেকদল ফকীহ বলেন, যাদুকর ব্যক্তি কাফির নয়, তবে তার অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। যাদুকর ব্যক্তির শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। তারা ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন। {সুফইয়ান}{আমর বিন দীনার}{বাজালাহ বিন আবদাহ}{উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} (বাজালা বিন আবদাহ) বলেন, একদা উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) লিখে পাঠালেন তোমরা প্রতিটি পুরুষ যাদুকর ও নারী যাদুকরকে হত্যা কর। এতে আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করলাম। ইমাম বুখারীও উক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এও বর্ণিত রয়েছে যে, একদা উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি দাসী তার প্রতি যাদু প্রয়োগ করল। তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তাকে হত্যা করা হল। ইমাম আহমদ বলেন, তিনজন সাহাবী হতে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে তারা যাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

৫৩১. (দঈফ): ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, {ইসমাঈল বিন মুসলিম}{হাসান}{জুনদুব আল-আযদী} বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারী দ্বারা তার গর্দান কেটে দেয়া।[১১৪৯] ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত রিওয়ায়াত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, উক্ত রিওয়ায়াত

১১৪৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১৪।

১১৪৮. সূরাহ কসাস, ২৮:৮০।

১১৪৯. তিরমিযযী ১৪৬০, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৮৭৫২, জামউল জাওয়ামি' ১১৯৯৪, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ২১৯২, সিলসিলাতুদ দঈফাহ ১৪৪৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৪৪৫, দঈফ আল-জামি' ২৬৯৯, দারাকুতনী ৩/১১৪, হাকিম ৪/৩৬০, বায়হাকী ৮/১৩৬, দায়লামী ২৭০৮, ইবনু আদী ১/২৮৫। তারা সকলে জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসটি মারফূ' ভাবে ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কীর সূত্র ব্যতীত আমাদের জানা নেই। আর তিনি দুর্বল। হাকিম তাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদসহ অন্যান্যরা বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসাঈসহ অন্যান্যরা বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সুদ্দী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ'-এর মাঝে বলেন, সানাদটি দুর্বল। সঠিক কথা হচ্ছে তিনি দুর্বল। একাধিক মুহাক্কিকগণ বলেছেন, উক্ত

উপরোক্ত মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে স্বয়ং নবী (ﷺ)-এর বাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই। তার অন্যতম রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী। উক্ত রিওয়ায়াতটি প্রকৃতপক্ষে জুনদুব আল-আযদী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিজস্ব উক্তি হিসেবে তার নিকট হতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:**ইমাম তাবারানী তা ভিন্ন সানাদে হাসান-এর মাধ্যমে জুনদুব থেকে স্বয়ং নাবী (ﷺ)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, ওলীদ বিন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল যে তাকে যাদুর খেলা দেখাত। সে একটি লোকের মস্তককে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলত। অতঃপর লোকটির নাম ধরে ডাক দিত। তাতে তার মস্তক পুনরায় দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যেত। দর্শকগণ সবিস্ময়ে বলত সুবাহানাল্লাহ! এই লোকটি মৃতকে জীবিত করতে পারে। একদা জনৈক নেককার মুহাজির তাকে (অর্থাৎ তার ভেলকিবাজীকে) দেখল। পরের দিন সে গোপনে একখানা তরবারী সঙ্গে নিয়ে তার ভেল্কিবাজী দেখতে আসল। যাদুকর যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাকে খতম করে দিল। সে বলল, সে যদি সত্যই মৃতকে জীবিত করতে পারে, তবে নিজেকে জীবিত করুক। অতঃপর সে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনাল: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ **"তোমরা কি দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে?"** মুহাজির লোকটি যেহেতু ওলীদ বিন উকবার নিকট হতে অনুমতি না নিয়ে লোকটিকে হত্যা করেছিল, তাই তিনি তাকে কারাগারে আবদ্ধ করলেন। অবশ্য ওলীদ পরে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

পরিচ্ছেদ:

আবূ বাকর আল-খাল্লাল বলেন, ◊[আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল][আমার পিতা (আহমাদ বিন হাম্বাল)][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][আবূ ইসহাক][হারিসাহ]◊ বলেন, জনৈক আমীরের নিকট একজন খেলোয়াড় ছিল। সে তাকে খেলা দেখাত। একদা জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে হত্যা করে ফেলল। রাবী বলেন, আমার মনে হয় খেলোয়াড় লোকটি যাদুকর ছিল। উপরে যাদু ও যাদুকরের প্রতি উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এবং হাফসাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর যে আচরণ ও মনোভাব উল্লেখিত হয়েছে, তৎসম্বন্ধে ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যে যাদু শিরক তারা সেই যাদুর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ আবদুল্লাহ আর-রাযী তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা যাদুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাদের কেউ কেউ যাদুর অস্তিত্ব স্বীকারকারী ব্যক্তিকে কাফির বলেন। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, যাদুকর ব্যক্তি যাদুর সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে এবং মানুষকে গাধায় ও গাধাকে মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। তারা বলেন, যাদুকর যখন তার যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহ এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করেন দেন। তা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকে। ওটা সৃষ্টিতে নক্ষত্র বা আকাশের কোন হাত নেই। তাদের সৃষ্টির কোন ক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে দার্শনিক, জ্যোতিষী এবং নাস্তিকগণ বলেন, নক্ষত্র ও আকাশের সৃষ্টি ক্ষমতা রয়েছে। তারা বস্তুকে সৃষ্টি করে থাকে।

আহলে সুন্নাহ সম্প্রদায় স্বীয় দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেনঃ ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ **"মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না"**

হাদীসটি মাওকূফ। অনুরূপভাবে উক্ত ঘটনাটি উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সহ অন্যান্য সাহাবী থেকে প্রমাণিত যে, জুনদুব সাহির কে হত্যা করেছেন কিন্তু কোন সাহাবী তা খারাপ কিছু মনে করেননি। আল-হাফিয তার 'আল-ইসাবাহ (১২২৭)-এর মাঝে বলেন, জুনদুব বিন কা'ব হলেন যাদুকরকে হত্যাকারী। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

উক্ত আয়াতাংশে একাধারে যাদুর অস্তিত্ব এবং তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত এরূপ রিওয়ায়াতও বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করা হয়েছিল। তা তাঁর দেহে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিল। তা ছাড়া আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত ব্যাবিলন শহর হতে আগত যাদুবিদ্যা গ্রহণকারিণী স্ত্রীলোকটির ঘটনাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য। এছাড়া যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণবহ যে বিপুল সংখ্যক ঘটনা বিবৃত হয়ে থাকে, তাও এ স্থলে স্মরণযোগ্য।

যাদুবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে পঞ্চম মাসআলাহ: ইমাম রাযী বলেন, যাদু শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে একমত যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। কারণ, বিদ্যা সে যে বিদ্যাই হোক না কেন, মূলত একটি সম্মানীয় গৌরবময় জিনিস। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ **"বল– যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?"** যদি যাদুবিদ্যা শিক্ষা না করে তবে যাদু ও মু'জিযাহ-এর মাঝে পার্থক্য করা যেতে পারে না। তাই যাদু ও মু'জিযা পার্থক্য করণের পরিমাণ হলেও তা শিক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং যে বিষয়টি ওয়াজিবের পর্যায়ে এসে যায় তা অবশ্যই পালনীয়। ফলে সময়ের দাবী অনুযায়ী যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যে বিষয়টি ওয়াজিব হতে পারে সে বিষয়টি কিভাবে হারাম ও অপছন্দনীয় হতে পারে?

ইমাম রাযীর উপরোক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে বলার মত কয়েকটি কথা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে (العلم بالسحر ليس بقبيح) যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অসঙ্গত নয়, এ কথা দ্বারা ইমাম রাযী বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা যুক্তির দিক দিয়ে অন্যায় বা অসঙ্গত নয়,অপরপক্ষে "মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদু বিদ্যা শিক্ষার্জনে নিষেধ করে থাকেন" যদিও যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা শরীয়াতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ নয়। তারা নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

৫০২. (সহীহ): সহীহ গ্রন্থে প্রমাণিত: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ যে ব্যক্তি গণক **বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করে সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)**-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি কুফরী **করে।**[১১৫০]

৫০৩. (যঈফ): সুনান গ্রন্থে রয়েছে, مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً وَنَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ যে ব্যক্তি সুতায় গিরা দিয়ে **তাতে ফুঁক দেয় সে ব্যক্তি যাদু করে।**[১১৫১]

ইমাম রাযী দাবী করেছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (المحققون) এ বিষয়ে একমত যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা **অন্যায়** বা অসঙ্গত নয়। অথচ কোন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলে অথবা তাদের অধিকাংশ ঐকমত্য

১১৫০. উক্ত বাক্যগুলো ফাখর আর রাযীর। এই হাদীসটি সহীহ গ্রন্থের কোথাও পাওয়া যায়না। বরং সুনানের মাঝে পাওয়া যায়। **জামিউল** উসূল ৫/৬৫/৩০৭৫, এই হাদীসটির একটি সহীহ শাওয়াহিদ পাওয়া যায়, যা ইমাম মুসলিম (২২৩০) বর্ণনা করেছেন, সাফিয়্যাহ'র সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোন এক স্ত্রী থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট গমন করে কোন কিছু জিজ্ঞেস করে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।

১১৫১. নাসাঈ ৪০৭৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৪৭৭, দঈফ আল-জামি' ৫৭০২, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৭৮৮, গায়াতুল মারাম ২৮৮। সানাদটি দুর্বল। সানাদে আব্বাদ বিন মায়সারাহ আল-মুনকিরী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া উভয়ে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইয়াহইয়া অন্যত্র তার রেওয়ায়াতে বলেন, তার মাঝে তেমন কোন সমস্যা নেই। ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সানাদে ইনকিতা সংঘটিত হয়েছে। হাসান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেননি। এজন্য ইমাম যাহাবী তার আল-মীযান গ্রন্থে (২/৩৭৮) বলেন, এই হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ, সানাদে আব্বাদ দুর্বল ও ইনকিতা সৃষ্টি হয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

প্রকাশ করলে বলা যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমুক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন অন্যথায় নয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অথবা তাদের অধিকাংশ কোথায় ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন?

ইমাম রাযী যাদুবিদ্যাকে মহতি বিদ্যা বলার পক্ষে যে আয়াতটি পেশ করেছেন তাতে যাবতীয় ইলম ও বিদ্যার প্রশংসা বর্ণিত হয়নি বরং তাতে শুধু দীন ইসলামের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেছেন, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়া মু'জিযা ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্যকে জানা সম্ভবপর নয়। তার উক্ত উক্তিটি ভ্রান্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রধান মুজিযা হচ্ছে কুরআন মাজীদ। সকলেই জানেন যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই কুরআন মাজীদ ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ﴿لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ **"মিথ্যা এর কাছে না এর সামনে দিয়ে আসতে পারে, না এর পিছন দিয়ে। এটা অবতীর্ণ হয়েছে মহাজ্ঞানী, সকল প্রশংসার যোগ্য (আল্লাহ)'র পক্ষ হতে।"** কুরআন মজীদ যে একটি মু'জিযা তা বুঝার জন্য যাদুবিদ্যা শেখার কোন প্রয়োজন হয় না। সহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং অন্যান্য কোটি কোটি মুসলমান যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই বুঝতে সক্ষম ছিলেন এবং আছেন যে, কুরআন মজীদ একটি মহা মু'জিযা। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেছেন, যাদুকে আট প্রকারে বিভক্ত করা যায়ঃ

প্রথম প্রকারঃ প্রথম প্রকারের যাদু হচ্ছে নক্ষত্র পূজারীদের যাদু। নক্ষত্র পূজারীরা সূর্যের চতুস্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান সাতটি নক্ষত্রকে পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত উক্ত নক্ষত্রগুলো মহাবিশ্বের নিয়ন্তা; তারাই মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটিয়ে থাকে। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা এই নক্ষত্র পূজারী জাতি ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের যুক্তি খণ্ডন করত তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন।

(كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم) (সূর্য ও নক্ষত্ররাজির প্রতি সম্বোধন সম্পর্কিত গূঢ় রহস্য) নামক একটি পুস্তকে অতি সূক্ষ্মভাবে উপরোক্ত নক্ষত্র পূজারীদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। পুস্তকটি ইমাম রাযীই প্রণয়ন করেছেন বলে কথিত আছে। নক্ষত্রপূজারী কিরূপে কোন পথে কোন প্রক্রিয়ায় কোন নক্ষত্রকে সম্বোধন করে স্বীয় আবেদন নিবেদন জানায় তা উক্ত পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ইমাম রাযী পরবর্তিকালে ঐ সকল বিষয় হতে তাওবা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি তাওবা করবেন কেন? তিনি কি তা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন? তিনি শুধু নক্ষত্রপূজারীদের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তাদের আকীদা বিশ্বাস ও কার্যকলাপ ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। উক্ত আকীদা বিশ্বাস কার্যকলাপ ইত্যাদিকে তিনি গ্রহণ করেননি।

দ্বিতয় প্রকারঃ দ্বিতীয় প্রকারের যাদু হচ্ছে– যারা স্বীয় আত্মার দৃঢ়তার সাহায্যে অপরের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে, তাদের যাদু। ইমাম রাযী বলেন, মানুষের মনের বিশ্বাস ও ধারণা তার দেহ ও দৈহিক অবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। একটি লোক বিস্তৃত ভূমির উপর শায়িত একটি কাষ্ঠ দন্ডের উপর দিয়ে সহজেই হেঁটে যেতে পারে। কিন্তু সেই কাষ্ঠ দন্ডটি নদীর উপর সাঁকো হিসেবে স্থাপিত হলে সেই ব্যক্তিই তার উপর দিয়ে নদী পার হতে অপরাগ হয়। এরূপ কেন হয়? এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে দুই অবস্থায় দু রূপ ধারণা উপস্থিত থাকে। প্রত্যেকটি ধারণা তার দেহ ও দৈহিক কার্যের উপর স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম রাযী আরও বলেন, শরীর বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নাসিকা হতে রক্ত ঝরা রোগের রোগীর পক্ষে লোহিত

বস্তুর দিকে তাকানো ক্ষতিকর। তেমনি মৃগী রোগাক্রান্তের জন্য অতিশয় উজ্জ্বল অথবা ঘূর্ণায়মান বস্তুর প্রতি তাকানো ক্ষতিকর। এর কারণ এটি ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, মানুষের অন্তরের ধারণা তার শরীর ও শারীরিক অবস্থার উপর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

ইমাম রাযী আরও বলেন, বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, নজর লাগা (অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতি কারো কু-দৃষ্টি পড়ার কারণে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া) একটি বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়।

৫৩৪. (স্বহীহ): ইমাম রাযী উক্ত অভিমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত স্বহীহ হাদীসটি পেশ করা যায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ নজর লাগা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তাকদীর যদি পরিবর্তিত হত তবে নজর লাগার কারণেই পরিবর্তিত হত।[১১৫২]

অতঃপর ইমাম রাযীর বলেন, উপরোক্ত কথাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কাজে কোন কোন যাদুকরের আত্মা জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন যাদুকরের আত্মা তার সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়াই মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সষ্টি করতে পারে। যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী তারা জড় উপকরণের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী নয়, তারা স্বীয় কার্য সম্পাদন করতে জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকে। আত্মা কখন শক্তিশালী এবং কখন দুর্বল হয়ে থাকে? আত্মা যখন দেহের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং উক্ত ক্ষমতাকে তার উপর প্রয়োগ করে তখন তা শক্তিশালী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা যতক্ষণ উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ না হয় ততক্ষণ তা দুর্বল থাকে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল আত্মার নিজের দেহের বাইরে কোনরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। আত্মা কিসে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে? আত্মা কম খাদ্য খেয়ে এবং মানুষের সাথে কম মেলামেশা করে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। মনে রাখতে হবে, শক্তিশালী আত্মা দেহ ও অন্যান্য জড় পদার্থের সাথে যতটুকু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তদপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে আত্মিক জগতের আত্মাসমূহের সাথে। শক্তিশালী আত্মা যেন আত্মিক জগতের অধিবাসী আত্মা। সেটি জড় জগতের উপর অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে।

আমি (ইবনু কাছির) বলছি: ইমাম রাযী এ স্থলে যে যাদুকে বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে: আত্মার এক বিশেষ অবস্থা দ্বারা অপরের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। উক্ত বিশেষ অবস্থার দুটি শ্রেণি রয়েছে:

১মঃ এই অবস্থাটি শরীআতসম্মত অবস্থা। তা আল্লাহর ওলীর আত্মার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা দ্বারা সে অপরের মনে বদ কাজ হতে বিরত থাকার এবং নেক কাজ করার অনুকূল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়ে থাকে। তা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওলী আল্লাহগণের কারামত। তা আল্লাহর নিয়ামত।

২য়ঃ এই অবস্থাটি শরীআত বিরোধী অবস্থা। তা আল্লাহর শত্রুর মধ্যে সৃষ্টি করতে সামর্থ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির শেষোক্ত অবস্থার অধিকারী হওয়া আল্লাহর নিকট তার প্রিয় হওয়ার লক্ষণ বা প্রমাণ নয়। বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জাল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। তথাপি সে আল্লাহর শত্রু। তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। মোট কথা, আল্লাহর নাফরমানী করে কেউ তাঁর ওলী হতে পারে না। সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও না। ইমাম রাযী যদিও উপরোক্ত উভয় শ্রেণির অবস্থা এক যাদুর অন্তর্গত করেছেন তথাপি শরীআতের পরিভাষায় তাদের প্রথম অবস্থাকে যাদু বলা হয় না। শরীআতের পরিভাষায় তা কারামাত নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

১১৫২. মুসলিম ২১৮৮, তিরমিযী ২০৬২, ইবনু হিব্বান ৬১০৭, আল-কালিমুত তায়্যিব ২৪৩, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১২৫১। **তাহ্কীক আলবানী:** স্বহীহ।

পঞ্চম প্রকারঃ পঞ্চম প্রকারের যাদু হচ্ছে জ্যামিতিক নিয়মে বিন্যস্ত একাধিক বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত বিস্ময়কর ঘটনা। যেমন কতগুলো জড়বস্তুর সমন্বয়ে একটি অশ্বারোহী মূর্তি নির্মাণ করা হল। মূর্তিটির হাতে একটি শিঙ্গা রয়েছে। তাকে কারও স্পর্শ করা ছাড়াই সে এক ঘন্টা পর পর সেটি বাজায়। রূমীয় মূর্তিসমূহ এবং ভারতীয় মূর্তিসমূহ এই শ্রেণির যাদুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল মূর্তির কোন কোনটি এত নিখুঁতভাবে নির্মিত ছিল যে, দর্শক তাকে মানব মূর্তি বলে ধরতে না পেরে রক্তগোশতে গড়া প্রকৃত মানব মনে করে বসত। (মানব মূর্তি ছাড়া অন্যান্য মূর্তির বেলায়ও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য।) এটা বিস্ময়কর নয় কি? নিশ্চয়ই বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর সেই কারণেই তা এক প্রকারের যাদু। ফিরাউনের সম্মুখে যাদুকরগণ কর্তৃক প্রদর্শিত যাদু এই পর্যায়ের যাদু ছিল।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি:** ইমাম রাযী উপরোল্লেখিত বাক্যে ফিরাউনের যাদুকরদের যাদুর বিষয়ে তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ফিরাউনের যাদুকররা তাদের রশি ও লাঠির মধ্যে পারদ ভরে দিয়েছিল। পারদের কারণে সেগুলো সর্পিল গতিতে আঁকা বাঁকা হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এতে দর্শকের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সেগুলো সাপ। আর প্রকৃত সাপ ব'লে তাদের মধ্যে স্বভাবতই প্রাণশক্তি রয়েছে। সেই প্রাণশক্তির জোরেই তারা দৌড়াচ্ছে। ইমাম রাযী বলেন, বিভিন্ন শ্রেণির ঘড়ি ও সেগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ প্রক্রিয়া এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারী ভারী বস্তুকে টেনে নিয়ে যাওয়ার বিদ্যাও এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোকে যাদু বলা যায় না। কারণ, তাদের কারণসমূহ জানা রয়েছে। যে কেউ সেই কারণসমূহ জেনে সেগুলোকে নির্মাণ করতে পারে।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি:** খ্রীষ্টানরা জনগণকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রতারণামূলক কৌশল এবং ব্যবস্থাও উপরোক্ত প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ জেরুজালেম শহরে অবস্থিত তাদের গীর্জার ঝাড় বাতিতে গোপন প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বালায় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে তা ধর্মীয় মু'জিযা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাতে তারা মনে করে, ঝাড় বাতিগুলো গীর্জার বাতি ব'লে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধর্মীয় অলৌকিক কারণে তা সময়মত আপনিই জ্বলে উঠে। পাদ্রীগণ অবশ্য স্বীকার করেন যে, তারা জনসাধারণকে তাদের ধর্মে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করার উদ্দেশ্যেই এরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে কাররামিয়্যা (الكرامية) নামক একটি সম্প্রদায় আছে যাদের একটি বিষয়ে উপরোক্ত পাদ্রীদের সাথে মিল রয়েছে। তারা মানুষের মনে জান্নাতের নিয়ামতের লোভ এবং দোযখের শাস্তির ভয় আনার জন্যে এবং নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও বদ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য মিথ্যা হাদীস্ব বানিয়ে প্রচার করাকে জায়েয ও হালাল মনে করে।

৫৩৫. (স্বহীহ): অথচ নবী (ﷺ) বলেছেন, مِنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার নামে মিথ্যা হাদীস্ব রচনা করে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা ঠিক করে নিল।[১১৫৫]

৫৩৬. (স্বহীহ): নবী (ﷺ) আরও বলেছেন: حدثوا عني ولا تكذبوا علي؛ فإنه من يكذب علي يلج النار তোমরা আমার নিকট হতে হাদীস্ব শুনে (লোকদের নিকট) তা বর্ণনা কর। কিন্তু আমার নামে মিথ্যা হাদীস্ব বানিও না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস্ব বানায় সে দোযখে প্রবেশ করবে।[১১৫৬]

১১৫৫. মুসলিম ৩, আবূ দাঊদ ৩৬৫১, ইবনু মাজাহ ৩০, ৩, মুসতাদরাক ৫১৪১, মু'জামুল কাবীর ৫০৫৫, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৬২৫৩, আল-আমালুস্ব স্বালিহ ১০১৫,মাজমা' আয-যাওয়াইদ ৬৫৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৪৬৫, স্বহীহ আল-জামি' ৬৫১৯, রাওদুন নাদীর ৭০৭। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

ইমাম রাযী এখানে জনৈক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা জনৈক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী একটি দুর্বল অসহায় অভুক্ত পাখীর বাচ্চাকে তার বাসা থেকে কাতরস্বরে অস্ফুট আওয়াজ করতে শুনল। অতঃপর সে দেখল তার অসহায় কাতর আওয়াজ শুনে অন্যান্য পাখী তার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছে। তারা তার বাসায় যয়তুন ফল নিক্ষেপ করতে লাগল যাতে তা ভক্ষণ করে বাচ্চাটি ক্ষুধা মিটাতে পারে। এতদ্দর্শনে সন্ন্যাসী একটি ফন্দি বের করল। সে একটি পাখির মূর্তি বানিয়ে তার অভ্যন্তরভাগ শূন্য রাখল যাতে তার মধ্য বাতাস ঢুকতে পারে। সে তাকে এরূপে নির্মাণ করল যে, তার পেটের মধ্যে বাতাস ঢুকলে সেটি ক্ষীণ আওয়াজ করে। অতঃপর সে একটি কুঠরির মধ্যে পাখির মূর্তিটি টাঙ্গিয়ে রেখে কুঠরির মধ্যে বসে গেল এবং লোকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল যে, কুঠরিটি জনৈক নেককার পুরোহিতের কবরের উপর নির্মিত। যায়তুন ফল পাকার মৌসুমে সে উক্ত মূর্তিটির দিকে একটি জানালা খুলে দিল। ফলে তার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে ক্ষীণ আওয়াজ উৎপন্ন করতে লাগল। অন্যান্য সমগোত্রীয় পাখী উক্ত ক্ষীণ ও করুণ আওয়াজ শুনে ভাবল, পাখীটি বড় ক্ষুধার্ত, তাই এরূপ করুণ স্বরে আওয়াজ করছে। তারা তার প্রতি সদয় হয়ে বিপুল পরিমাণে পাকা যায়তুন ফল উক্ত কুঠরির উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। জনসাধারণ শুধু সেখানে বিপুল পরিমাণ যয়তুন ফল দেখে কিন্তু তা কোথা হতে কিভাবে এসেছে তা তারা জানত না। সন্ন্যাসী তাদেরকে বলতে লাগল, এটা এই কবরের বাসিন্দা নেককার পুরোহিতের কারামাতের কারণে এখানে এসে থাকে। এতে জনসাধারণ ভক্তিতে গদগদ হয়ে তথায় হাদীয়া তোহফা দিতে লাগল। আর সন্ন্যাসী তা দ্বারা উদরপূর্তি করতে লাগল। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকুক।

ষষ্ঠ প্রকারঃ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন রূপ বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ চুম্বক লোহার কথা উল্লেখ করা যায়। তা অন্য লোহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যা হোক যাদু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন দ্রব্যের কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে থাকে।

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছি- কোন কোন লোক বিভিন্ন দ্রব্য (যেমনঃ বিশেষ প্রকারের তেল, গাছ-গাছড়া ইত্যাদি) দেহে প্রয়োগ করে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় অথবা সর্প বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয় কিন্তু তা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। লোকে এটা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। তারা দাবী করে আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী, নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যেই এই সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়ে থাকি। এতে লোকদের মন তাদের প্রতি আধ্যাত্মিক ভক্তিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। উক্ত কার্যাবলী এবং অনুরূপ অন্যান্য কার্য যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম প্রকারঃ সপ্তম প্রকারের যাদুর ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা। যাদুকর দাবী করে সে ইসমে আযম জানে। তার সাহায্যে সে জ্বিনকে নিজের অধীন ও আজ্ঞাবহ করে রেখেছে। বশীকৃত জ্বিনকে সে যা বলতে বলে, সে তাই করে। দুর্বলচেতা ব্যক্তিগণ তার দাবীকে সত্য মনে করে তাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ভাবে। তাদের মন তার ভয়ে ভীত থাকে। এরূপ ভয়ের সুযোগে যাদুকর তাদের দ্বারা যা চাই তাই করায়। এই প্রকারের যাদু (تعليق القلب) (মানুষের অন্তরকে মিথ্যা দাবীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছিঃ** যারা মনস্তত্ত্ব বিশারদ তারা স্বীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে সহজেই দুর্বলচেতা মানুষকে চিনে নিতে পারে। এই শ্রেণীর যাদুর আরেক নাম (التنبلة) মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগত কৌশল।

১১৫৬. বুখারী ১০৬, মুসলিম ১, তিরমিযী ২৬৬০। (حدثوا عني) কথাটি ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীকঃ** সহীহ।

অষ্টম প্রকারঃ অষ্টম প্রকারের যাদু হচ্ছে সূক্ষ্মপন্থায় চোগলখোরী করে একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করে দেয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রকারের যাদু লোকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

আমি (ইবন কাস্তীর) **বলছি:** চোগলখোরী দু' শ্রেণিতে বিভক্ত। এক অসৎ উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এই প্রকারের চোগলখোরীতে ব্যক্তি নিছক অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একের বিরুদ্ধে অপরের কানে সত্য মিথ্যা কথা লাগিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দেয়। সকল ফকীহ্‌দের মতে এটি হারাম ও কবীরা গুনাহ। দুই ঃ লোকের মাঝে বিশেষ করে মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত বা বনিবনা আনার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এরূপ চোগলখোরী জায়েয ও হালাল।

৫৩৭. (স্বহীহ): হাদীস্রে এসেছে: لَيْسَ بِالْكَذَّابِ مَنْ يَنِمّ خَيْرًا যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়।[১১৫৭] অথবা কাফিরদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এরূপ চোগলখোরী কাম্য ও অভিপ্রেত।

৫৩৮. (স্বহীহ): হাদীস্রে এসেছে: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ। যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা।[১১৫৮]

নুআয়মবিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহ্‌যাবের যুদ্ধে (খন্দকের যুদ্ধে) এরূপ চোগলখোরীই করেছিলেন। তিনি বনু কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে বহিরাগত কাফির বাহিনীর কানে এবং বহিরাগত কাফির বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে বনু কুরায়যা গোত্রের কানে অসত্য কথা লাগিয়েছিলেন। এতে কাজও হয়েছিল। তার চোগলখোরীর কারণে মানবাধিকারের শত্রু কাফির বাহিনীগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল। পরিণতিতে তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এটা আক্রান্ত নিরাপরাধ মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করে দিয়েছিল। বলা অনাবশ্যক যে, চোগলখোরী একটি বুদ্ধি নির্ভর বিদ্যা বটে। চোগলখোরী করা যে কোন লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। একমাত্র সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষই চোগলখোরী করতে পারে এবং ক'রে কৃতকার্য হতে পারে।

ইমাম রাযী উপরে সে সকল বিষয়কে سحر **যাদু-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন,** 'সিহর' শব্দের পরিভাষিক **অর্থে সেগুলোর সবকিছু অন্তর্ভুক্ত না হলেও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তার সবগুলোকেই 'সিহর'** বলা যায়। **তিনি 'সিহর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে** তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। السحر শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে– এমন বিষয় যার কারণ সূক্ষ্ম, গোপন ও রহস্যাবৃত হয়ে থাকে।

৫৩৯. (স্বহীহ): হাদীস্রে এসেছে: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا "নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা অবশ্যই সিহর।"[১১৫৯]

السحري অর্থ সাহরী। যেহেতু সাহরী রাত্রির শেষভাগে অন্ধকারে খাওয়া হয় তাই তা السحور নামে অভিহিত হয়ে থাকে। السحر ফুসফুস। যেহেতু ফুসফুস অদৃশ্য থাকে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত নাড়িগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম তাই সেটি السحر নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বদর যুদ্ধের দিনে আবূ জাহিল উতবাহ সম্বন্ধে বলেছিলেন, انتفخ سحره অর্থাৎ ভয়ে তার ফুসফুস ফুলে উঠেছে।

৫৪০. (স্বহীহ): আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ফুসফুস ও বুকে ঠেস লাগিয়ে ইন্তিকাল করেছেন।[১১৬০]

১১৫৭. বুখারী ২৬৯২, মুসলিম ২৬০৫, আবূ দাউদ ৪৯২০, তিরমিযী ১৯৩৮, ইবনু হিব্বান ৭৫৩৩। **তাহ্‌কীক:** স্বহীহ।
১১৫৮. বুখারী ৩০৩০, মুসলিম ১৭৩৯, আবূ দাউদ ২৬৩৬, তিরমিযী ১৬৭৫, ইবনু হিব্বান ৪৭৬৩। **তাহ্‌কীক:** স্বহীহ।
১১৫৯. বুখারী ৫৭৬৭, আবূ দাউদ ৫০০৭, তিরমিযী ২০২৮, ইবনু হিব্বান ৫৭৯৫। **তাহ্‌কীক:** স্বহীহ।
১১৬০. বুখারী ৩১০০, ইবনু হিব্বান ৬৬১৬। **তাহ্‌কীক:** স্বহীহ।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ﴾ **"তারা লোকদের চক্ষুকে প্রতারিত করল।"** অর্থাৎ তারা লোকদের চক্ষু হতে ঘটনার প্রকৃত কারণকে লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রাখল। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল কুরতুবী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। তার অস্তিত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাদুর সাহায্যে যা চান তা ঘটান বা সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে মু'তাযিলাহ সম্প্রদায় এবং শাফিঈ মাযহাবের আবূ ইসহাক ইসফিরায়ীনী বলেন, যাদু অবাস্তব বিষয়, তার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, হাত সাফাইর সাহায্যে দ্রুত গতিতে কোন ঘটনা ঘটিয়ে তন্ত্র-মন্ত্রকে তার কারণ হিসেবে বর্ণনা করে দর্শকের মধ্যে বিস্ময় উৎপন্ন করা এক প্রকারের যাদু। ইবনু ফারিস বলেন, ইমাম কুরতুবির উক্ত মন্তব্য সাধারণ লোকের মন্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, মন্ত্র তন্ত্রও এক প্রকারের যাদু। আবার আল্লাহ তাআ'লার নামসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দোয়াও এক প্রকার যাদু। আবার দুষ্ট জ্বিন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাও যাদু। আবার বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন ঔষধ এবং তেলও যাদু। এতদ্ব্যতীত যাদুর অন্যান্য প্রকারও রয়েছে। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, "কোন কোন বক্তৃতাও যাদু" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী সম্বন্ধে একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, এটি প্রশংসামূলক। আরেকদল ব্যাখ্যাকার বলেন, এটি নিন্দামূলক। এতে বাকচাতুর্যের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, উক্ত হাদীসের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, বক্তার বাকচাতুর্য মিথ্যাকে শ্রোতার নিকট সত্য হিসেবে প্রতীয়মান করে থাকে।

৫৪১. (সহীহ): নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ " فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته مِنْ بَعْضٍ فَأَقْتَضِي لَهُ" "এরূপ ঘটা বিচিত্র নয় যে, তোমাদের কেউ স্বীয় অসততামূলক বাকচাতুর্যের জোরে বিপক্ষের যুক্তির উপর নিজের যুক্তিকে জয়ী করে দেয়ার ফলে আমি তার পক্ষে রায় দিব।"[১১৬১]

পরিচ্ছেদঃ

ওয়াযীর আবূল মুযাফফার ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন হুবায়রাহ স্বীয় (الإشراف على مذاهب الأشراف) (জ্ঞানীগণের মাযহাবসমূহের পর্যালোচনা) নামক পুস্তকে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যতীত অন্য ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। তার অস্তিত্ব রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যাদুর কোন অস্তিত্ব নেই, এর মাঝে প্রতারণা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যে ব্যক্তি যাদু শিখে ও তা প্রয়োগ করে সে কাফির। ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য বলেন, যাদুর ক্ষতি হতে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করা কুফর নয়। কিন্তু সেটিকে জায়েয বা উপকারী মনে করে শিক্ষা করা কুফর। এভাবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, জ্বিনেরা তার যে উপকার করতে চাই তাই করতে পারে তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, কেউ যাদু শিখলে আমরা তাকে শিখা যাদুর বর্ণনা দিতে বলব। তার বর্ণনায় যদি জানতে পারি যে, সে কুফরী আকীদা পোষণ করে, তবে আমরা তাকে কাফির মনে করব। যেমন কেউ যদি ব্যাবিলন শহরের অধিবাসীদের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান সাতটি তারকা মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের পূজা করলে তাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অথবা যদি

১১৬১. উক্ত হাদীসটির কিছু অংশ ইমাম বুখারী ২৬৮০, ৭১৬৯ বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ১৭১৩, তিরমিযী ১৩৩৯, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, উম্মু সালামাহ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক:** সহীহ।

তার বর্ণনায় জানতে পারি যে, সে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে না কিন্তু যাদু শিক্ষা করাকে সে জায়েয মনে করে তবুও আমরা তাকে কাফির মনে করব।

(ওয়াযীর আবূল মুযাফফার ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ) ইবনু হুবায়রাহ বলেন, অতঃপর প্রশ্ন দেখা দেয় যাদুকর ব্যক্তিকে কি শুধু তার যাদু শিখার এবং তা প্রয়োগ করার কারণেই হত্যা করা যাবে? ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (আলায়হিস সালাম) বলেন, হ্যাঁ, যাদুকর ব্যক্তিকে শুধু তার যাদু শিখা এবং তা প্রয়োগ করার কারণেই হত্যা করা যাবে এবং হত্যা করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (আলায়হিস সালাম) বলেন, যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করলে শুধু তখনই তাকে হত্যা করা যাবে এবং হত্যা করতে হবে। এরূপ না হলে শুধু তার যাদু শিখা এবং তা প্রয়োগ করার কারণে তাকে হত্যা করা যাবে না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করেছে, এমনটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বয়ং তার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন থাকবে না।

যাদুকর ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তার হত্যাকে কোন্ শ্রেণীর হত্যা বলে ধরতে হবে? ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ভিন্ন অন্য ইমামগণ বলেন, তার হত্যাকে حد (শাস্তিমূলক হত্যা) বলে ধরতে হবে। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তার হত্যাকে قصاص (হত্যার পরিবর্তে সম্পাদিত হত্যা) বলে ধরতে হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অভিমত এই যে, যাদুকরের তাওবা গৃহীত হবে না। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ অন্য বর্ণনায় বলেন, তার তাওবা গৃহীত হবে। যাদুকর যদি আহলে কিতাবের হয় তবে তার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তাকে হত্যা করতে হবে। যেমন মুসলিম যাদুকরকে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন, তাকে হত্যা করা হবে না লাবীদ বিন আ'সাম-এর ঘটনার কারণে।

মুসলিম নারী যাদুকরকে হত্যা করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, **তাকে হত্যা করা যাবে না কিন্তু তাকে বন্দি করে রাখবে। অপর পক্ষে উক্ত ইমামত্রয় বলেন, তার হুকুম অন্যান্য পুরুষের মতই। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত।**

আবূ বাকর আল-খাল্লাল বলেন, ০(আবূ বাকর আল-মারওয়াযী)(আলী বিন আবদুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বাল))(উমার বিন হারূন)(য়ূনুস)(যুহরী)০ বলেন, মুসলিম যাদুকরদের হত্যা করবে এবং মুশরিকা যাদুকারিণীকে হত্যা করবে না। কেননা রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়াহূদী যাদুকারিণী মহিলাকে হত্যা করেননি।[১১৬২]

ইমাম কুরতুবী ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'যিম্মী'র [১১৬৩] ব্যাপারে বলেছেন, যদি সে যাদুর মাধ্যমে হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। ইবনু খুওয়ায মিনদাদ মালিক হতে 'যিম্মী' ব্যক্তির যাদু প্রসঙ্গে দুটি রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন, **প্রথম:** প্রথমে তাকে তাওবার জন্য বলা হবে, যদি সে মুসলিম হয়ে তাওবা করে তবে সে মুক্তি পাবে অন্যথা তাকে হত্যা করা হবে। **দ্বিতীয়:** যদিও সে ইসলাম

১১৬২. হাদীসটি মুরসাল, ইমাম বুখারী (৩১৭৫) হাদীসটি মুআল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে রয়েছে: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ইবনু ওহাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)...ইবনু শিহাব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিম্মী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস্র পৌঁছেছে যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেননি। সে ছিল আহলে কিতাব। ইবনু বাতাল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাদুকরকে হত্যা না করার ঘটনাটি ইবনু শিহাবের জন্য দলীল হতে পারে না। কারণ, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনো কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তাছাড়া যাদু ওহীর বিষয়ে কোন ক্ষতি করতে পারেনি এমনকি তাঁর শরীরেও নয়।

১১৬৩. ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক।

গ্রহণ করে তবুও তাকে হত্যা করা হবে। কোন মুসলিম যাদুকর যদি তার যাদুর মাঝে কুফরী কালাম প্রবিষ্ট করে তবে চার ইমামসহ অন্যান্যদের নিকটও সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ **"এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।"**

কিন্তু ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যখন তার থেকে তার যাদু প্রকাশ পাবে তখন তার তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সে নাস্তিক। আর যদি তার যাদু প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তাওবা করে আর তাকে আমাদের নিকট নিয়ে আসা হয় তাওবাকারী হিসেবে তবে তার তাওবা কবূল করা হবে। আর যদি যাদুকর কোন কিছুকে হত্যা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যদি যাদুকর বলে যে, আমি ইচ্ছা করে তাকে হত্যা করিনি তবে সেটি قتل خطى (ভুল ক্রমে হত্যা) হিসেবে তার উপর দিয়্যাত ওয়াজিব হবে।

মাসআলাহঃ যাদুকরকে কি তার যাদু তুলে (নষ্ট করে দিতে) নিতে বলা যাবে? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সে ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা ইমাম বুখারী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আমির আশ শা'বী বলেন, তার যাদু তুলে নিতে বলায় কোন দোষ নেই। তবে হাসান আল-বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তা অপছন্দ করেছেন।

৫৪২. (স্বহীহ): স্বহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যাদুকরের সাহায্যে) যাদুকে নষ্ট করে দিলেন না কেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا শুন! আল্লাহ তাআলা আমাকে শিফা দিয়েছেন। আমি ভয় করি যে, আমি সেটি করলে লোকদের সামনে একটি অন্যায়ের পথ খুলে যাবে।[১১৬৪]

ইমাম কুরতুবী ওয়াহব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাতটি বরই পাতা ভালভাবে বেঁটে তা পানির সাথে মিশ্রিত করত আয়াতুল কুরসী পড়ে এতে ফুঁক দিয়ে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেই পানি থেকে তিন ঢোক পান করিয়ে অবশিষ্ট পানি দিয়ে তাকে গোসল করালে যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। যাদুর সাহায্যে যে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ বীতস্পৃহ ও অসন্তুষ্ট করা হয় তার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাটি বিশেষ উপকারী।

আমি (ইবনু কাস্নীর) **বলছি:** যাদুর প্রভাব দূর করার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ সূরাদ্বয় সূরা ফালাক ও সূরা নাস যা المعوذتين নামে পরিচিত।

৫৪৩. (স্বহীহ): নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম আশ্রয় গ্রহণকারী।[১১৬৫] আয়াতুল কুরসীর তিলাওয়াতও অনুরূপ উপকারী। কারণ, সেটি শয়তান ও তার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করে দেয়।

১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা 'রা'ইনা' বলে সম্বোধন করো না, (যার অর্থ আমাদের রাখাল) বরং তোমরা বলবে "উনযুরনা" (অর্থাৎ আমাদের প্রতি নেকদৃষ্টি দিবেন!) এবং শুনে নাও, বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের জন্যই রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

১১৬৪. বুখারী ৫৭৬৬, মুসলিম ২১৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৫৪৫, ইবনু হিব্বান ৬৫৮৩। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১১৬৫. আবূ দাউদ ১৪৬৩, নাসাঈ ৫৪৫৩। সানাদটি স্বহীহ। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১০৫. গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা ও মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় দয়ায় নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

কথা বলার মধ্যে আদব

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাহদের কাফেরদের আচার আচরণের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইয়াহূদীরা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করত যাতে প্রকৃত অর্থ গোপন থাকত। তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। যখন তারা বলতে চাইত, "আমাদের কথা শুনুন, "তারা রা'ইনা শব্দ ব্যবহার করত, যার ইচ্ছে **অবমাননা (হিব্রু ভাষায়, আরবী ভাষায় এর অর্থ "আমাদের কথা শুনুন)।** আল্লাহ বলেছেন:

﴿مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

"ইয়াহূদীদের কতক লোক কথাকে প্রকৃত স্থান থেকে সরিয়ে বিকৃত করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং শুন না শোনার মত আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত ক'রে এবং দ্বীনের প্রতি দোষারোপ ক'রে বলে, 'রাইনা' (আমাদের রাখাল)। কিন্তু তারা যদি বলত 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তবে তা তাদের জন্য উত্তম এবং সঙ্গত হত, কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন, তারা স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত ঈমান আনবে না।"[১১৬৬] **অনুরূপভাবে হাদীসেও বলা হয়েছে যে,** যখন তারা মুসলিমদেরকে সম্বোধন করত তখন তারা বলত, **"আস সামু আলাইকুম" অর্থাৎ "তোমার মৃত্যু হোক"**। এজন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এভাবে **তার উত্তর দেয়ার জন্য, "ওয়া আলাইকুম" অর্থাৎ** "তোমাদের জন্যও তাই", তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দুআ' কবূল হবে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাদের দুআ' কবূল হবে না।

আল্লাহ মু'মিনদের (বিশ্বাসীদের)কে কথায় বা কাজে কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ **"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা 'রাইনা' বলে সম্বোধন করো না, (যার অর্থ আমাদের রাখাল) বরং তোমরা বলবে "উনযুরনা" (অর্থাৎ আমাদের প্রতি নেকদৃষ্টি দিবেন!) এবং শুনে নাও, বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের জন্যই রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"**

৫৪৪. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ইবনু উমার বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعبد اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَجُعِـلَ رِزْقِي تَحْـتَ ظِـلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَـتِ الذِّلَّـةُ وَالصَّغارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

আমি তালোয়ারসহ কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছি। যতক্ষণ এক আল্লাহর ইবাদত পৃথিবীতে কায়েম না হয়, ততক্ষণ আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিযক রেখে

১১৬৬. সূরাহ নিসা, ৪:৪৬।

দেয়া আছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশকে অমান্য করবে তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।[১১৬৭]

৫৪৫. (হাসান): ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন যে, ⟨উসমান বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨আবূ নাদর হাশিম ইবনুল কাসিম⟩ নাবী (ﷺ) বলেছেন– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১১৬৮]

ধমক দেয়া ও সতর্ক করার সাথে সাথে এ সকল হাদীস নির্দেশ করে যে, কথায়, কাজে, পোষাকে, খানাপিনায়, ইবাদত ইত্যাদিতে কাফেরদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে কাফেরদের অনুকরণ আমাদের জন্য অনুমোদিত নয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨নুআয়ম বিন হাম্মাদ⟩⟨আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক⟩⟨মিসআর⟩⟨মাআন ও আওন অথবা তাদের কোন একজন⟩⟨আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)⟩ একদা একটি লোক আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল: আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি আল্লাহকে বলতে শুনবে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মু'মিনগণ!) তখন তাঁর কথা কান দিয়ে শুনবে। কারণ, আল্লাহ যেখানে ঐরূপ সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার করেন, সেখানে হয় কোন নেক কাজ করতে আদেশ করেছেন, না হয় কোন বদ কাজ হতে বিরত থাকতে বলেছেন।

আল-আ'মাশ বলেন, খায়সামাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কুরআন যেখানে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মু'মিনগণ!) বলা হয়েছে সেখানে তাওরাতে (ياايها المساكين) উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ⟩⟨সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ বলেন, رَاعِنَا অর্থাৎ আমাদের দিকে তোমার কর্ণপাত কর তথা আমাদের কথা শুন। দহ্হাক বলেছেন, ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا﴾ **"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা 'রাইনা' বলে সম্বোধন করো না"** (যার অর্থ আমাদের রাখাল) এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, "তারা নাবী (ﷺ)-কে বলত যে, "أرعنا سمعك এখানে راعنا, কথাটি عاطنا-এর মত, (যা একটা অবমাননা)।" ইবনু হাতিম বলেছেন, আবুল আলিয়াহ ও আবূ মালিক, রাবী' বিন আনাস, আতিয়্যাহ আল-আওফী, কাতাদাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১১৬৯] অধিকন্তু মুজাহিদ বলেছেন, 'রাইনা' বলনা অর্থাৎ মতভেদ করনা।"[১১৭০] অন্য বিবরণে মুজাহিদ বলেছেন, "আমরা তোমার কথা শুনছি, তুমি আমাদের কথা শুন' বলনা।" আবার 'আতা বলেছেন, "রা'য়িনা বলনা, যা ছিল একটি স্থানীয় ভাষা আনসাররা যা ব্যবহার করত, আল্লাহ যা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[১১৭১]

১১৬৭. আহমাদ ২/৫০, আবূ দাঊদ ৪০৩১, শুআবুল ঈমান ১১৯৯, ইরওয়াউল গালীল ৫/১০৯, তাখরীজু মুশকিলাতুল ফিকর ২৪, জামিউল আহাদীস ১০৩৯৯। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ। ইমাম বুখারী-এর কিছু অংশ মুআল্লাকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন: جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي হায়সামী তার 'আল-মাজমা'-এর মাঝে বলেন, হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন, সানাদের মাঝে আবদুর রহমান বিন সাবিত রয়েছেন তাকে ইবুন মাদীনী ও অন্যান্যরা সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদসহ অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন।

১১৬৮. আবূ দাঊদ ৪০৩১, জামিউল আহাদীস ২১৭৭৬, জামিউল উসূল ৮২৮৭, রাওদাতুল মাহাদ্দিসীন ২২১৬, ৪৩৫২, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৭৯৫৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১০৯৪, সহীহ আল-জামি' ৬১৪৯, ইরওয়াউল গালীল ১২৬৯, গায়াতুল মারাম ১০৯। সানাদে আবদুর রহমান বিন সাবিত-এর দুর্বলতার কারণে সানাদের মাঝে কিছুটা দুর্বলতা থাকলে তার তাওয়াবি' হিসেবে মাতানটির শাওয়াহিদ পাওয়া যায়। যা ইবনু আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন (৫/৩২২) আল-কদাঈ ৩৯০, তারা তাউস থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** হাসান সহীহ।

১১৬৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১৭।

১১৭০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১৮।

১১৭১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩১৮।

আবার সুদ্দী বলেছেন, "রিফা'য়্যাহ বিন যায়দ নামে কাইনুকা গোত্রের এক ইয়াহূদী নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসত এবং তাঁকে বলত, "শুন, গাইর মুসমাইন (নিজেকে কিছুই শুনতে দিওনা।)' মুসলিমরা ভাবত যে, নাবীদেরকে এ ধরণের কথা দিয়েই সম্বোধন ও সম্মান করা হয়, এ কারণে তাদের কেউ কেউ বলত, "শুনুন, নিজেকে কিছুই শুনতে দিবেন না' এবং আরো যা সূরা নিসাতে উল্লেখিত হয়েছে।" অতঃপর আল্লাহ মুসলিমদেরকে রা'য়িনা শব্দটি উচ্চারণ করতে নিষেধ করে দিলেন।" আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামও অনুরূপ বলেছেন।

ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-এর প্রতি راعنا শব্দ ব্যবহার করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন। কারণ, আল্লাহর রাসূলের প্রতি উক্ত শব্দ ব্যবহার করা তাঁর নিকট পছন্দনীয় নয়। উক্ত নিষেধ নিম্নোক্ত বর্ণিত নিষেধের অনুরূপ।

৫৪৬. (সহীহ): নবী (ﷺ) বলেছেন:

لَا تَقُولُوا لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةَ. وَلَا تَقُولُوا: عَبْدِي، وَلَكِنْ قُولُوا: فَتَايَ". وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

তোমরা আঙ্গুরকে الكرم (আঙ্গুর লতা) বলো না বরং বল الحبلة(আঙ্গুর লতা) আবার তোমরা বলো না عبدي(আমার গোলাম) বরং তোমরা বল فتاي (আমার গোলাম)।[১১৭২] অনুরূপভাবে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ নিষেধও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের এবং আহলে কিতাবদের রয়েছে চূড়ান্ত শত্রুতা

অতঃপর আল্লাহ বলেন: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারা ও মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।"** আল্লাহ মু'মিনদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী কাফের ও আহলে কিতাবদের- যাদেরকে অনুকরণ করা হতে সাবধান করা হয়েছে- চূড়ান্ত শত্রুতা বর্ণনা করেছেন যাতে মুসলিমগণ তাদের সাথে সকল প্রকার বন্ধুত্ব ছিন্ন করে। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন চমৎকার আইনের যা তিনি মু'মিনদের জন্য অনুমোদন করেছেন তাঁদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়ত হিসেবে। আল্লাহ বলেন: ﴿وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾ **"আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় দয়ায় নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"**

১০৬. আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে, তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۰۶﴾

১০৭. তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব সেই আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ﴿۱۰۷﴾

১১৭২. এটি দুটি হাদীসের সমষ্টি, প্রথম: মুসলিম ২২৪৮, আদাবুল মুফরাদ ৭৯৫, ইবনু হিব্বান ৫৮৩১, আলকামাহ বিন ওয়াইল থেকে তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়: মুসলিম ২২৪৯, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটি সূরাহ কাহাফে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। **তাহকীক:** সহীহ।

নাসাখ'র অর্থ

ইবনু আবি তালহাহ্ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে"** অর্থাৎ "যে কোন আয়াতই আমরা পরিবর্তন করি"।[১১৭৩] আবার ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুজাহিদ বলেছেন যে, ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে"** অর্থাৎ "যে কোন আয়াতই আমরা মুছে দেই।"[১১৭৪] আবার ইবনু আবী নাজিহ বলেছেন, মুজাহিদ বলেছেন যে, ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে"** অর্থাৎ "আমরা শব্দগুলো ঠিক রাখি কিন্তু অর্থ বদলে দেই।" তিনি এ কথাগুলোকে 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদের সংগীদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।[১১৭৫] ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, আবূ আলিয়াহ এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযিও একই কথা বলেছেন।[১১৭৬] সুদ্দী বলেছেন এ আয়াতের অর্থ, "আমরা ওটা মুছে দেই।"[১১৭৭] অধিকন্তু, ইবনু আবি হাতিম বলেছেন যে, এর অর্থ "এটা মুছে দাও এবং নির্মাণ কর" যেমন;

৫৪৭. (স্বহীহ): নিম্নলিখিত শব্দগুলো মুছে ফেলা (কুরআন থেকে) الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ "বিবাহিত জ্বিনাকার ও জ্বিনাকারিণীকে পাথর মেরে হত্যা কর।[১১৭৮]

৫৪৮. (স্বহীহ): এবং لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا "যদি আদম সন্তানের দু' উপত্যকাভর্তি স্বর্ণ থাকত তাহলে সে তৃতীয়টির খোঁজ করত।[১১৭৯]

﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে"** এ আয়াতটি সম্পর্কে ইবনু জারীর বলেন, এর অর্থ, "একটি আয়াতে যে বিধান আমরা বাতিল করি অনুমোদিতকে বিধান বহির্ভূত করে আর বিধান-বহির্ভূতকে অনুমোদিত করে।" নাসাখ কেবল নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, অনুমতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ঘটে। কাহিনী নাসাখ হয়না। শব্দগতভাবে নাসাখ কথাটির অর্থ, একটা কিতাব নকল করা।' নির্দেশের ক্ষেত্রে নাসাখের অর্থ হল একটা নির্দেশকে বাদ দেয়া এবং তদস্থলে অন্য একটি নির্দেশ নিয়ে আসা। নাসাখ শব্দের হোক বা অর্থের হোক উভয়টিকেই নাসাখ বলা হয়।

মূলনীতি শাস্ত্রবিদগণ (যারা ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন) النسخ (রহিতকরণ)-এর বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা প্রায় একরূপ। এদের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। কারণ, শরীআতের পারিভাষায়: النسخ কাকে বলা হয় তা বিশেষজ্ঞদের নিকট অবিদিত নয়। কেউ কেউ বলেন, النسخ হচ্ছে পূর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী কোন বিধানের সাহায্যে রহিত করে দেয়া বা তুলে নেয়া। উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সহজ বিধানকে তুলে

১১৭৩. তাবারী ২/৪৭৩।
১১৭৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২১।
১১৭৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২২।
১১৭৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২২।
১১৭৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২২।
১১৭৮. ইবনু মাজাহ ২৫৫৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৭১৫৬, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৯১৩, ইরওয়াউল গালীল ৮/৪/২৩৩৮, আত-তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪১১। **তাহকীক আলবানী:** সীহহ। বিস্তারিত সূরাহ নূর-এর মাঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।
১১৭৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২৪, ইমাম বুখারী (৬৪৩৯) হাদীসটি আনাস বিন মালিক থেকে لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ শব্দে নিয়ে এসেছেন, ইমাম মুসলিম (১০৪৮) যাকাত অধ্যায়ে এনেছেন لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيين لابتغى ثالثًا ইমাম তিরমিযী ২৩৩৭, দারিমী ২৭৭৮, আহমাদ ১৩০৮৬, জামেউল ফাওয়াইদ ৯৬৫৫, জামিউল উসূল ১৯৬৯। **তাহকীক:** স্বহীহ।

তদস্থলে কঠোর বিধান প্রবর্তন করা, কঠোর বিধানকে তুলে নিয়ে তদস্থলে সহজ বিধান প্রবর্তন করা, কোন বিধানের পরিবর্তে নতুন কোন বিধান প্রবর্তন করে শুধু বিধানটিকে তুলে নেয়া ইত্যাকার সবই النسخ-এর অন্তর্ভুক্ত। যা হোক النسخ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী, তার শর্তসমূহ ও প্রকারসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূল নীতি শাস্ত্রের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৫৪৯. (দঈফ): তাবারানী বলেন, আবূ শাবীল উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ আমার পিতা (আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ) আল-আব্বাস ইবনুল ফাদল সোলমান বিন আরকাম যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)) বলেন, দু'টি লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট থেকে একটি সূরা শিখে তা স্বলাতে পাঠ করত। একদা তারা রাত্রিতে স্বলাতে দাঁড়িয়ে উক্ত সূরা পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সূরাটির একটি হরফও স্মরণ করতে পারল না। পর দিন সকাল বেলা তারা নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা জানাল। নবী (সাঃ) বললেন, উক্ত সূরা রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে এবং তাকে বিস্মৃত করে দেয়া হয়েছে। রাবী বলেন, যুহরী ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ এই আয়াতাংশের অন্তর্গত ننسها শব্দের প্রথম নুনকে পেশ দিয়ে পড়তেন।[১১৮০] উক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী সুলায়মান বিন আরকাম একজন দুর্বল রাবী।

৫৫০. (দঈফ): আবূ বাকর আল-আম্বারী তোর পিতা নাসর বিন দাউদ আবূ উবায়দ আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ লায়স্র য়ূনুস ও আকীল ইবনু শিহাব আবূ উমামাহ সাহল বিন হুনায়ফ থেকে মারফূ' সূত্রে ইমাম কুরতুবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১১৮১]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: أَوْ نُنسِهَا **কিংবা ভুলিয়ে দিলে** এই শব্দটিকে দুই ভাবে পড়া হয়েছে, (ننسأها) এবং (ننسها) সুতরাং যারা নূন অক্ষরে যবর ও সীন বর্ণের পরে হামযা যোগে পড়ে থাকে তখন এর অর্থ হবে نؤخرها অর্থাৎ যদি আমি তার কার্যকরণের সময় পিছিয়ে দেই। 'আলী বিন আবী তালহাহ্ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ **আমি কোন আয়াত রহিত করলে** অর্থাৎ যে কোন আয়াত **আমরা বাতিল করি বা কোন পরিবর্তন ছাড়াই রক্ষা করি।**"[১১৮২] আবার মুজাহিদ বলেছেন, ইবনু মাসউদের **(যিনি এ শব্দটিকে নানসাআহা পড়তেন) সঙ্গীগণ বলেছেন** যে, "আমরা তার শব্দাবলী রক্ষা করি আর তার বিধান বদলে দেই।"[১১৮৩] **আবার 'উবাইদ বিন উমাইর,** মুজাহিদ এবং 'আতা বলেছেন, "নানসাহা অর্থ: "আমরা ওটা বিলম্বিত করি (অর্থাৎ ওটা রদ করি না)[১১৮৪] আবার, 'আতীয়্যাহ আল-আওফী বলেছেন যে, আয়াতটির অর্থ, "আমরা তার বাতিল করাকে বিলম্বিত করি।"[১১৮৫] সুদ্দী এবং রাবী' বিন আনাস একই তাফসীর করেছেন।[১১৮৬]

১১৮০. মু'জামুল কাবীর ১৩১৪১, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১১৫৯২, ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। হায়স্বামী বলেন, সানাদে সুলায়মান বিন আরকাম মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক:** দঈফ।

১১৮১. আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ নাবী (সাঃ) থেকে শ্রবণ করেননি। যেমনটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীব-এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ একাধিক হাদীস্র মুনকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কারণ, তার প্রতিবেশী তার বাড়িতে বসে একাধিক হাদীস্র বানিয়ে লিখে রাখত ফলে আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ সেগুলোও বর্ণনা করে ফেলতেন। উক্ত কওলটি আবূ হাতিম আর-রাযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত 'আল-মীযান' এবং তাফসীর কুরতুবী ২/৬২/হা: ৬১৯। **তাহকীক:** দঈফ।

১১৮২. তাবারী ২/৪৭৬।

১১৮৩. তাবারী ২/৪৭৩।

১১৮৪. তাবারী ২/৪৭৭।

১১৮৫. তাবারী ২/৪৭৭।

১১৮৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২৬।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «উবায়দুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-বাগদাদী»«খালফ»«আল-খাফফাফ»«ইসমাঈল বিন মুসলিম»«হাবীব বিন আবূ স্বাবিত»«সাঈদ বিন জুবায়র»«ইবনু আব্বাস»» বলেন, উমার আমাদের মাঝে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে"** অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত স্থগিত করে রাখি।

আবদুর রায্যাক বলেছেন, মা'মার বলেছেন যে, أَوْ نُنْسِهَا **"কিংবা ভুলিয়ে দিলে"** আল্লাহর এ কথার ব্যাপারে কাতাদাহ বলেছেন "আল্লাহ তাঁর নাবী -কে ভুলিয়ে দিয়েছেন যা তিনি চেয়েছেন আর তিনি রদ করেছেন যা চেয়েছেন। ইবনু জারীর বলেন, «সাওয়াদ বিন আবদুল্লাহ»«খালিদ ইবনুল হারিস»«আওফ»«হাসান»» তিনি أَوْ نُنْسِهَا সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয় এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, তোমাদের নাবী কোন কিরাআত পড়ার পর তা ভুলে গেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «আমার পিতা (আবূ হাতিম)»«ইবুন নুফায়ল»«মুহাম্মাদ ইবনুয যুবায়র আল-হাররানী»«হাজ্জাজ আল-জাযারী»«ইকরিমাহ»«ইবনু আব্বাস»» বলেন,এমন ঘটনাও ঘটত যে, নাবী -এর উপর রাত্রিতে ওহী নাযিল হয়েছে আর দিনে তিনি তা ভুলে গেছেন। এতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেছেনঃ ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....الخ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে, তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি......।"** আবূ হাতিম বলেন, আবূ জা'ফার বিন নুফায়ল আমাকে বলেছেন, হাজ্জাজ অবশ্য হাজ্জাজ বিন আরতাহ নয়; বরং তিনি হাজ্জাজ আল-জাযারী।

উবায়দ বিন উমার বলেন, أَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত তোমার নিকট থেকে তুলে নিই।

ইবনু জারীর বলেন, «ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম»«হুশায়ম»«ইয়া'লা বিন আতা'»«কাসিম বিন রাবীআহ»«সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস»» তিনি পড়তেন ما ننسخ من آية أو تَنْسها রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব পড়তেন أو تُنْسها তিনি বললেন, কুরআন মজীদ মুসায়্যাবের উপরও নাযিল হয়নি, আর তার বংশধরদের উপরও নাযিল হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ **"আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব, যার ফলে তুমি ভুলে যাবে না।"**[১১৮৭] তিনি আরও বলেছেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ **"যদি ভুলে যাও (তবে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে) তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর।"**[১১৮৮] অনুরূপ আবদুর রায্যাক হুশায়ম থেকে হাকিম তার মুসতাদরাকে «আবূ হাতিম আর রাযী»«আদাম»«শু'বাহ»«ইয়া'লা বিন আতা'»»-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা উভয়ে তা বর্ণনা করেননি। ইবনু আবী হাতিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, কাতাদাহ ও ইকরিমাহ সাঈদের (ইবনুল মুসায়্যাবের) কওলের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন, «ইয়াহইয়া»«সুফইয়ান আস্ সাওরী»«হাবীব বিন আবূ স্বাবিত»«সাঈদ বিন জুবায়র»«ইবনু আব্বাস»» বলেন, উমার বলেছেন, আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী। এতদসত্ত্বেও আমরা নিশ্চয় উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করব। উবাই বললেন, আমি যা নবী -এর পবিত্র মুখ হতে শুনেছি তা কোনক্রমে পরিত্যাগ করব না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....الخ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে, তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি......।"**

১১৮৭. সূরাহ আ'লা, ৮৭:৬।
১১৮৮. সূরাহ কাহাফ, ১৮:২৪।

৫৫১. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ◊ ইয়াহইয়া ◊ সুফইয়ান ◊ হাবীব ◊ সাঈদ বিন জুবায়র ◊ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ◊ বলেন, উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। এতদসত্ত্বেও আমরা উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করব। উবাই বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ হতে আমি যা শুনেছি তা কোনক্রমেই পরিত্যাগ করব না। অথচ আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে।"**[১১৮৯]

আল্লাহ বলেছেন, ﴿نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا﴾ **"তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি"** আরো ভাল দ্বারা তার জন্য উপকারী বুঝাচ্ছে আয়াত যাকে সম্বোধন করছে, যেমনটি আলী বিন আবী তালহাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন ﴿نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ﴾ **"আমরা আরো ভাল একটা নিয়ে আসি"** অর্থাৎ "আমরা আরো অধিক উপকারী বিধান নিয়ে আসি, যা তোমার জন্য অধিক সহজও বটে।"[১১৯০] আবুল আলিয়াহ বলেন, ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ﴾ **"আমি কোন আয়াত রহিত করলে"**-এর দ্বারা আমরা কোন আমল করি না, অথবা ভুলেও যাই না, অর্থাৎ আমরা আশা করি আমাদের নিকট অনুরূপ একটি বিধান আসবে অথবা তার চেয়ে উত্তম কিছু।[১১৯১] আবার সুদ্দী বলেছেন, ﴿نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا﴾ **"তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি"** অর্থাৎ "আমরা আরো বেশি ভাল আয়াত নিয়ে আসি বা তারই মত যা রদ করা হয়েছে।"[১১৯২] কাতাদাহ আরো বলেছেন যে, ﴿نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا﴾ **"তাথেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত নিয়ে আসি"** অর্থাৎ "আমরা ওটাকে বদলে দেই আরো সুবিধা, অনুমতি, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাপূর্ণ আয়াত দিয়ে।"[১১৯৩]

নাসাখ ঘটে যদিও ইয়াহূদীরা তা অস্বীকার করে

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ﴾ **"তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব সেই আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।"** আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে এ বিষয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই তাঁর সৃষ্টিসমূহের মালিক এবং তিনি যা ইচ্ছে করেন তাদের সঙ্গে তাই করেন। সার্বভৌম ক্ষমতার তিনিই অধিকারী আর সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই, এবং যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন যেভাবে চেয়েছেন, তিনি যার জন্য চান সুখ দেন, যার জন্য চান দুখ দেন, যাকে চান স্বাস্থ্য দেন, যাকে চান রোগ দেন। আবার তিনি যাকে চান সামর্থ্য দেন, যাকে চান ব্যর্থতা দেন। যেভাবে চান তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে বিচার করেন, যা চান অনুমোদন করেন, যা চান অননুমোদিত করেন। যা চান সিদ্ধান্ত করেন, তাঁর বিচারের বিরোধী হওয়ার কেউ নেই, তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করার কেউ নেই, বরং তাদেরকেই অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। নাসাখ-এর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের আনুগত্যকে পরীক্ষা করেন। তিনি একটা নির্দেশ দেন তাতে কী উপকার আছে তা জেনেই অতঃপর তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি তা নিষেধ করেন। কাজেই সত্যিকার আনুগত্য বুঝা যাবে তাঁর

১১৮৯. বুখারী ৪৪৮১, ৫০০৫, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৯৯৫, জামিউল উসূল ৬৬১৪। **তাহকীক:** স্বহীহ।
১১৯০. তাবারী ২/৪৮১।
১১৯১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২৬।
১১৯২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২৭।
১১৯৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৩২৭।

নির্দেশ দৃঢ়ভাবে পালন, তাঁর রাসূলের অনুসরণ, তাঁরা যা বলেন তার প্রতি বিশ্বাস, তাঁদের নির্দেশাবলি পালন ও নিষেধাজ্ঞা পরিহার করার মাধমে।

এখানে আল্লাহর বাণীতে পরম উপকার নিহিত আছে, যা প্রমাণ করে যে, ইয়াহূদীরা অবিশ্বাসী এবং তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে যে নাস্‌খ ঘটেনা, আল্লাহ ইয়াহূদীদের প্রতি অভিশাপ করুন। অজ্ঞতা এবং ঔদ্ধত্যে তারা দাবী করেছে যে, সুস্থ মন এটাই বলে যে, নাস্‌খ ঘটেনা। তাদের কেউ কেউ মিথ্যা দাবী করেছে যে, আসমানী কথাবার্তা আছে যা নাস্‌খ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেয়।

ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেছেন, "আয়াতটির অর্থ, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান না যে, আমি একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং তাদের ব্যাপারে আমি যা চাই স্থির করি? যা চাই আমি নিষেধ করি, আমি আমার আগের নিয়ম বিধান যা চাই, যখন চাই পরিবর্তন ও রদ করি, আমি যা চাই পরিবর্তন না করে রেখে দেই।"

অতঃপর ইবনু জারীর বলেছেন, "যদিও আল্লাহ স্বীয় মহত্ত্বের উল্লেখ করে তাঁর কথাকে তাঁর নাবীর দিকে পরিচালিত করেছেন, তিনি ইয়াহূদীদের মিথ্যাচারকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা তাওরাতের বিধানের নাস্‌খ সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করেছিল। ইয়াহূদীরা ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওতকেও অস্বীকার করেছিল। কারণ তারা আল্লাহর নিকট হতে এনেছিলেন তারা তা অপছন্দ করেছিল যেমন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাওরাতের কিছু বিধানাবলীর পরিবর্তন। আল্লাহ এভাবে ইয়াহূদীদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, এগুলোতে সকল ক্ষমতা তাঁরই। উপরন্তু, আল্লাহর রাজ্যের প্রজারা তাঁরই সৃষ্টি এবং তাদেরকে তাঁরই আদেশ-নিষেধ শুনতে ও মানতে হবে। স্বীয় সৃষ্টিকে নির্দেশ দেয়ার পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর আছে যেভাবে তিনি চান, নিষেধ করতে পারেন যা তিনি চান, রদ করতে পারেন যা তিনি চান, রেখে দিতে পারেন যা তিনি চান, যা ইচ্ছে তিনি আদেশ-নিষেধ জারি করতে পারেন।"[১১৯৪]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে তার সন্তানকে যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল অতঃপর কার্যকর করার পূর্বেই তা রহিত হয়েছে। আর জামহূর উলামা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বানী ইসরাঈলের যারা গো-বৎস পূজা করেছিলো তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে যাতে সেই হত্যা থেকে তারা নির্বংশ হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি** যে, নাস্‌খ সংঘটিত হওয়া প্রত্যাখ্যান করা ইয়াহূদীদের অবিশ্বাস ও বিদ্রোহের একটি ক্ষেত্র মাত্র। কোন সুস্থ মস্তিষ্ক অস্বীকার করতে পারেনা যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীতে নাস্‌খ ঘটতে পারে। কারণ তিনি যা চান তাই সিদ্ধান্ত করেন, যেমন, তিনি যা চান তাই করেন। উপরন্তু পূর্বের কিতাব ও বিধানেও নাস্‌খ সংঘটিত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ আদমকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর মেয়েদের বিবাহ তাঁর ছেলেদের সাথে দেয়ার জন্য, অতঃপর এ প্রথা নিষেধ করে দেন।

আল্লাহ নূহকে অনুমতি দিয়েছিলেন সকল প্রাণী খাওয়ার জন্য যখন তারা নৌকা থেকে নেমেছিল, অতঃপর কতক প্রকার খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। আবার একই লোকের জন্য দু'বোনকে বিয়ে করা ইসরাঈল ও তাঁর ছেলেদের জন্য অনুমোদিত ছিল, কিন্তু পরে তাওরাতে আল্লাহ এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। আল্লাহ ইবরাহীমকে আদেশ করেছিলেন স্বীয় পুত্রকে কুরবানি করতে, অতঃপর তা পালিত হওয়ার পূর্বেই বাতিল করে দেন। অবার আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে আদেশ করেছিলেন ঐ সব লোককে হত্যা করতে যারা বাছুর পূজা করেছিল, এবং তখন সেই নির্দেশ রদ করে দিয়েছিলেন যাতে বানী ইসরাঈল

১১৯৪. তাবারী ২/৪৮৮।

নিঃশেষ হয়ে না যায়। এরকম আরো অনেক ঘটনা আছে যা ইয়াহূদীরা স্বীকার করে যে, তা ঘটেছিল, তবুও তারা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে। আবার এটা খুবই জানা কথা যে, তাদের কিতাব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেছিল এবং তাকে মান্য করার নির্দেশ তাতে ছিল। তাদের কিতাবের এসব কথা বলে দেয় যে, নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুসরণ করা ইয়াহূদীদের জন্য জরুরী ছিল এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোন নেক কাজ কবূল করা হবে না।

কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবূওয়াতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রদত্ত হয়েছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পর সেগুলো বহালই ছিলনা। অতএব তাঁর আগমনের পর সেই সকল শরীআত রহিত হওয়ার কোন প্রশ্নও থাকে না। তারা বলেন, যেমন আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ **"অতঃপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।"** এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাত্রি পর্যন্ত সময়ে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাত্রির কোন অংশ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী শরীআতসমূহকে আল্লাহ তাআলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবূওত পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রবর্তিত করেছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবূওতের সময়ের কোন অংশ তাঁর নবূওত পর্যন্ত সময়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ তাঁর নবূওতের সময়ের কোন অংশে বহালই ছিল না। অতএব তাঁর আগমনে তা বাতিল বা মানসূখ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের জন্য কোন সময় সীমা নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওতের পরও বহাল ছিল। তাঁর নবুওতের পর আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের বিধানসমূহ রহিত করে দিয়েছেন। কেননা, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসেছিলেন অন্য একটি কিতাব-কুরআন নিয়ে- যা আল্লাহ হতে অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ।

উপরোক্ত বক্তব্যে বুঝা যায়, ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, আল্লাহর বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"তুমি কি জান না যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।তুমি কি জান না যে, আকাশমণ্ডলীও ভূমণ্ডলের রাজত্ব সেই আল্লাহরই।" সুতরাং কোন প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ ছাড়াই সকল রাজত্ব একমাত্র তার জন্য। অনুরূপভাবে তিনি যেভাবে চান একমাত্র ফায়সালাও তাঁরই। আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ **"জেনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর"** এসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ **"ইয়া'কুব (আলাইহিস সালাম) নিজের উপর যা হারাম করেছিল, তাছাড়া সকল খাদ্য বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল।"** এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের শরীআত পরিবর্তন-এর ঘটনার বিষয় বর্ণনা করেছেন। যথাস্থানে-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিমগণ সকলে আল্লাহর হুকুম-আহকাম নাসখ হওয়ার ব্যাপারে একমত। আর এর মাঝে রয়েছে বিস্তৃত হিকমত।

মুফাস্সির আবূ মুসলিম আল-ইসপাহানী বলেন, কুরআন মাজীদে কোনরূপ রহিতকরণ النسخ ঘটেনি। তার উক্ত উক্তি দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং অগ্রহণীয়। কুরআন মাজীদের যে সকল হুকুম আহকামে রহিত করণ النسخ ঘটেছে তিনি সেই সকল হুকুম আহকাম ও তদ্বিষয়ে সংঘটিত রহিত করণের النسخ বিষয়ে নিজের পক্ষে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার উত্তর প্রদান কষ্টকল্পিত ও ব্যর্থ। উক্ত বিষয়সমূহের কয়েকটি হচ্ছে এই, প্রথম বিষয়: স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে পূর্বে এক বৎসর ইদ্দত পালন করতে

হত, কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করে চার মাস দশ দিনকে নারীর পালনীয় ইদ্দত হিসাবে নির্ধারিত করে দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়েছেন তা কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর নয়। দ্বিতীয় বিষয়: পূর্বে বায়তুল মাকদাস মুসলিমদের কিবলা ছিল। আল্লাহ তাআলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করে পবিত্র মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহকে তাদের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত করে দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয় বিষয়: পূর্বে আল্লাহ তাআলা দশজন কাফিরের বিরুদ্ধে একজন মুমিনকে দৃঢ়তার সাথে লড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তিকালে উক্ত নির্দেশ পরিবর্তন করে তিনি একজন মু'মিনকে দু'জন কাফিরের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে লড়তে নির্দেশ দেন। চতুর্থ বিষয়: পূর্বে নবী (ﷺ)-এর সাথে কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করার পূর্বে গরীব মিসকীনকে কিছু সাদকা দেয়ার বিধান ছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিধান রহিত করে দেন। এতদ্ব্যতীত অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।

অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীর নিষিদ্ধতা

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট এমন ব্যাপারে নানাবিধ প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন যা তখনও ঘটেনি। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে। যে কালে কুরআন নাযিল হচ্ছে সে সময় যদি ওসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে।"[১১৯৫] এ আয়াতের অর্থ, "তোমরা যদি এমন বিষয়ে প্রশ্ন কর যা প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাহলে তোমাদের নিকট তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। কাজেই এমন বিষয়ে প্রশ্ন করোনা যা এখনও ঘটেনি, কারণ তোমাদের প্রশ্ন করার কারণে তা নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।"

৫৫২. (সহীহ): এজন্য সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে," إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ মুসলিমদের সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী ঐ লোক যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা আগে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করা হয়েছে।[১১৯৬]

৫৫৩. (সহীহ): এ কারণে:

وَلَمَّا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سكت سكت عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؛ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ حُكْمَ الْمُلَاعَنَةِ

১১৯৫. সূরাহ মাইদাহ, ৫:১০১।
১১৯৬. বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮, ইবনু হিব্বান ১১০ ।তাহকীক: সহীহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন এমন এক স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য লোককে দেখে, যদি সে জ্বিনা প্রকাশ করে, তাহলে সে একটা বড় ঘটনা প্রকাশ করে দিবে, আর যদি সে সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে তাহলে সে একটি বড় ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ধরণের প্রশ্ন পছন্দ করেননি। পরবর্তীতে আল্লাহ মুলা'আনাহ্'র বিধান অবতীর্ণ করেছেন (সূরা নূর-২৪:৬-৯) কুরআনে)।[১১৯৭]

৫৫৪. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে লিপিবদ্ধ রয়েছে, মুগীরাহ বিন শু'বা বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) قيل (বলা হয়েছে) কথাটি বলতে নিষেধ করেছেন এবং অর্থের অপচয় করতে এবং অধিক প্রশ্ন করতে।"[১১৯৮]

৫৫৫. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন:

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি। কারণ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের নাবীদের সাথে বিরোধিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদের যখন কোনো কিছু করার নির্দেশ দেই- তোমরা তা যথাসাধ্য পালন কর এবং যখন তোমাদের কোনো কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা থেকে বেঁচে থাক।নাবী (ﷺ) একথা বলেছিলেন তাঁর সংগীগণকে একথা বলার পর যে আল্লাহ তাদেরকে হজ্জ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একজন জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! প্রত্যেক বছর?" নাবী (ﷺ) তাঁর কথার উত্তর দিলেন না, কিন্তু তিনি তার প্রশ্নটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ" আমি হ্যাঁ বললে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে (প্রতি বছরের জন্য) অথচ তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর তিনি বললেন, ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ তোমরা আমাকে ততটুকু কথার উপর থাকতে দাও যতটুকু আমি তোমাদের জন্য বলি।[১১৯৯]

৫৫৬. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে আনাস বিন মালিক বলেন,

نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ

আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে নিষেধপ্রাপ্ত হয়েছি, তখন কোন গ্রাম্য লোক এসে নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলে আমরা তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনতাম।[১২০০]

৫৫৭. আল-হাফিয আবূ ইয়া'লা আল মূসিলী তার মুসনাদে বলেন, ০(আবূ কুরায়ব)(ইসহাক বিন সুলায়মান)(আবূ সিনান)(আবূ ইসহাক)(বারা' বিন আযিব (রাঃ))০ বলেন,

---

১১৯৭. বুখারী ৫২৫৯, মুসলিম ১৪৯২। **তাহকীক**: স্বহীহ। বিস্তারিত সূরাহ 'নূর'-এর মাঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১১৯৮. বুখারী ১৪৭৭, মুসলিম ৫৯৩, আদাবুল মুফরাদ ২৯৭, জামিউল উসূল ২১৯২, ৩০৬৩। **তাহকীক**: স্বহীহ। বিস্তারিত সূরাহ 'নিসা'র ৮৩ নং আয়াতের মাঝে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১১৯৯. মুসলিম ১৩৩৭, নাসাঈ ২৬১৯, আহমাদ ৯৫৭৭। **তাহকীক**: স্বহীহ।

১২০০. মুসলিম ১২, ইবনু হিব্বান ১৫৫, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩০৩১৮, 'মাতালিবুল আলিয়াহ' ৩/৩০৭/হাঃ ৩। **তাহকীক**: স্বহীহ।

إِنْ كَانَ لَيَأْتِي عَلَيَّ السَّنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَأَتَهَيَّبُ مِنْهُ، وَإِنْ كُنَّا لَنَتَمَنَّى الْأَعْرَابَ.

আমি নবী (ﷺ) এর নিকট একটি বিষয়ে প্রশ্ন করব বলে মনে আশা পোষণ করতাম এমতাবস্থায় পূর্ণ একটি বৎসর কেটে যেত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁর নিকট প্রশ্নটি প্রকাশ করতে আমার মনে সাহস হত না। আর আমরা কামনা করতাম যে, গ্রাম থেকে লোকেরা এসে তার নিকট প্রশ্ন করুক যাতে আমরা তাদের প্রশ্নের কারণে অজানা কথা জানতে পারি।[১২০১]

আল-বায্যার বলেন, ০[মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না][ইবনু ফুদায়ল][আতা' ইবনুস সাইব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোন জনগোষ্ঠি দেখিনি। তারা নবী (ﷺ)-এর নিকট মাত্র বারোটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রয়েছে।[১২০২] যেমন, ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ **"তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।"** ﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ **"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে।"** ﴿وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى﴾ **"আরও তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে"** এবং অনুরূপ অন্য কয়েকটি প্রশ্ন যার উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ﴾ **"তোমরা কি তোমাদের রসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?"** অর্থাৎ বরং তারা ইচ্ছা পোষণ করেছিল, অথবা এটি মু'মিন ও কাফিরদের জন্য একটি অবজ্ঞাসূচক প্রশ্ন। কেননা রসূলুল্লাহ (ﷺ) সকলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾

"কিতাবধারীগণ তোমাকে আসমান থেকে তাদের সামনে কিতাব নিয়ে আসতে বলে। তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী পেশ করেছিল। তারা বলেছিল- আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও। তখন তাদের অন্যায় ও বাড়াবাড়ির কারণে বিদ্যুৎ তাদের উপর আঘাত হেনেছিল।"[১২০৩]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেছেন, ০[মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ][ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ বলেছেন যে, রাফী' বিন হুরায়মিলাহ অথবা ওয়াহাব বিন যায়দ বলেছেন, "হে মুহাম্মাদ! আসমান থেকে আমাদেরকে একটা কিতাব এনে দাও যা আমরা পড়তে পারি, আমাদের জন্য কতকগুলো নদী প্রবাহিত কর, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করব এবং তোমাকে বিশ্বাস করব।" আল্লাহ্ এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব অবতীর্ণ করলেন:

﴿أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ﴾

"তোমরা কি তোমাদের রসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।"[১২০৪]

১২০১ ইত্তহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৩৪৯। সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। আল্লামাহ আল-বুসায়রী (রহঃ) উক্ত হাদীসটির ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা থেকে চুপ থেকেছেন।

১২০২. মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১/১৫৮, ১৫৯, তাবারানী তার 'আল-কাবীর'-এর মাঝে বলেন, সানাদে আতা' ইবনুস সাইব রয়েছেন তিনি সিক্বাহ তবে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন।

১২০৩. সূরাহ নিসা, ৪:১৫৩। দারিমী ১/৪৮, মাজমা' ১/১৫৮।

১২০৪. তাবারী ২/৪৯০।

৫৫৮. (দঈফ জিদ্দান): আবূ জা'ফার আর রাযী বলেন, রাবী' বিন আনাস তিনি আবুল আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন; আল্লাহ তাআলার বাণী: أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ **তোমরা কি তোমাদের রসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?**[১২০৫] রাবী বলেন, একদা জনৈক সাহাবী নবী (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! (ﷺ) আমাদের গুনাহের কাফফারা যদি বনী ইসরাঈল জাতির গুনাহের কাফফারার ন্যায় হতো তবে কত ভাল হত! এতে নবী (ﷺ) বললেন,

"اللهُمَّ لَا نَبْغِيهَا -ثَلَاثًا- مَا أَعْطَاكُمُ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا أَعْطَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحدُهم الْخَطِيئَةَ وَجَدَهَا مَكْتُوبَةً عَلَى بَابِهِ وكفَّارتها، فَإِنْ كَفَّرَهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْهَا كَانَتْ لَهُ خِزْيًا فِي الْآخِرَةِ. فَمَا أَعْطَاكُمُ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا أَعْطَى بَنِي إِسْرَائِيلَ". قَالَ: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

হে আল্লাহ আমরা সেটি চাই না। তিনি উক্ত কথা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা বনী ইসরাঈল জাতিকে তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন সেটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বনী ইসরাঈল জাতির কেউ কোন গুনাহ করলে সে নিজে গৃহের দরজায় সেটি এবং তার কাফফারার বিবরণ লিখিত দেখত। সে যদি কাফফারা প্রদান করত; তবে উক্ত গুনাহটি হতো তার জন্য ইহলৌকিক শাস্তির কারণ। আর যদি তা প্রদান না করত; তবে উক্ত গুনাহ তার জন্য হতো পরলৌকিক শাস্তির কারণ। পক্ষান্তরে আল্লাহর তাআলা তোমাদেরকে যে ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তা বানী ইসরাঈল জাতিকে যে ব্যবস্থাপ্রদান করেছিলেন সেটি অপেক্ষা শ্রেয়তর। আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ **"যে ব্যক্তি অসৎকাজ করে কিংবা নিজের আত্মার প্রতি যুল্‌ম করে, অতঃপর আল্লাহ হতে ক্ষমা ভিক্ষে করে, সে আল্লাহ্‌কে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।"**[১২০৬]

৫৫৯. (স্বহীহ): অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন, "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مِنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ" দুই জুমুআহ'র স্বলাত ও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত তাদের মধ্যবর্তী দিন ও সময়সমূহের গুনাহের কাফফারা।[১২০৭]

৫৬০. (স্বহীহ): তিনি আরও বলেন,

مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، وَمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، وَلَا يَهْلَكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ

১২০৫. তাবারী ২/৪৯০।

১২০৬. সূরাহ নিসা, ৪:১১০, আল-উজাবু ফী বায়ানিল আসবাব ১/৩৫২/হাঃ ২। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল, এর মাঝে একাধিক ইল্লাত রয়েছে, **প্রথমত:** সানাদটি মুরসাল। **দ্বিতীয়ত:** আবূ জা'ফার আর রাযী তাকে আবূ যুরআহ ও আলী ইবনুল মাদীনী সহ অন্যান্যরাও দুর্বল বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'আত তাকরীব' (২/৪০৬) এর মাঝে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল। **তৃতীয়ত:** ইবনু হিব্বান তার 'আস সিকাত' (৪/২২৮) এর মাঝে রাবী' নামক বর্ণনাকারীর পরিচিত বর্ণনায় বলেন, আবূ জা'ফার কর্তৃক বর্ণিত রাবী' এর বর্ণিত হাদীস্ল থেকে মানুষেরা বেঁচে থাকত। কারণ, তিনি অধিক পরিমাণে ইদতিরাব করে থাকেন। **চতুর্থত:** ইবনু হিব্বান তার 'আস সিকাত' (৮/৩৩৫) এর মাঝে আবদুল্লাহ নামক বর্ণনাকারীর পরিচিত বর্ণনায় বলেন, তার পিতা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্ল ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে তার হাদীস্লের উপর নির্ভর করা যায়। আবূ হাতিম আর রাযী তাকে স্বিকাহ বলেছেন, কিন্তু আবূ যুরআহ তাকে শুধু স্বদূক (সত্যবাদী) বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ল বর্ণনায় ভুল করেন। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

১২০৭. মুসলিম ২৩৩। **তাহকীক:** স্বহীহ।

যদি কেউ কোন গুনাহ করতে ইচ্ছা করে অতঃপর তা না করে তাহলে তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখিত হবে না; আর যদি গুনাহ করার ইচ্ছা করার পর গুনাহটি করে; তবে তার আমলনামায় মাত্র একটি গুনাহ লিখিত হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ কোন নেক কাজ করতে ইচ্ছা করে অতঃপর তা না করে তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হবে। আর যদি সে নেক কাজ করার ইচ্ছা করার পর নেক কাজটি করে তবে তার আমলনামায় অনুরূপ দশটি নেকী লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে সে মহা ধ্বংসে পতিত হবে।[১২০৮] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ **"তোমরা কি তোমাদের রসূলকে তেমন প্রশ্ন করতে চাও যেমন মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?"**[১২০৯]

৫৬১. (দঈফ): মুজাহিদ বলেন, ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ অর্থাৎ ইতোপূর্বে যেমন আল্লাহকে প্রকাশ্যরূপে দেখার জন্য মূসা (আলায়হিস সালাম)-র নিকট দাবী জানানো হয়েছিল। মুজাহিদ আরও বলেন, একদা সূরায়ম গোত্রের মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলল: হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের জন্য সাফা পর্বতটিকে স্বর্ণে পরিণত করে দাও। (তুমি এরূপ করলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব।) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, نَعَمْ وَهُوَ لَكُمْ كَالْمَائِدَةِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ كَفَرْتُمْ"، فَأَبَوْا وَرَجَعُوا বেশ তাই হবে। সেটি তোমাদের জন্য বানী ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে আকাশ হতে অবতীর্ণ খাদ্যের সমতুল্য হবে। এতে মুশরিকরা ঈমান আনতে অসম্মতি জানিয়ে ফিরে গেল।[১২১০]

সুদ্দী এবং কাতাদাহ হতে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেছেন যারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করত কঠিন ও জটিল করার নীয়তে। যেমন বানী ইসরাঈল তাদের একগুঁয়েমি, অস্বীকার ও বিদ্রোহের বশবর্তী হয়ে মূসাকে প্রশ্ন করত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ **"যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে"** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে অধিক পছন্দ করে, ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ **"সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।"** অর্থাৎ সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে গেছে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার পথে। তাদেরও ব্যাপার এই রকম যারা তাদের নাবীকে গ্রহণ করা ও মান্য করা হতে বিচ্যুৎ হয়ে গিয়েছিল এবং যারা প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাদের নাবীদেরকে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করত, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝﴾

"তুমি কি তাদের ব্যাপারে চিন্তা কর না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করে আর তাদের জাতিকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে আনে। (তা হল) জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বসবাসের এ জায়গা কতই না নিকৃষ্ট!"[১২১১] আবূ আলিয়্যাহ বলেন, "সহজের বিনিময়ে তারা কঠিনকে বেছে নিয়েছিল।

১২০৮. তাবারী ১৭৮৩, আবুল আলিয়াহ আর রিয়াহী তিনি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আর সানাদটি তার ইরসালের কারণে দুর্বল। কিন্তু مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ হাদীসটি অন্যত্র সহীহ রেওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে। যেমন: বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১, আহমাদ ২৫১৫। **তাহকীক:** সহীহ।

১২০৯. তাবারী ২/৪৯০।

১২১০. তাবারী ১৭৮৩, ১৭৮৪, ইবনু আবী হাতিম ১০৭৫, আল-উজাবু ফী বায়ানিল আসবাব ১/৩৫১। হাদীসটি মুজাহিদ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তার মুরসালের কারণে হাদীসটি দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীক:** দঈফ।

১২১১. সূরাহ ইবরাহীম ১৪:২৮-২৯। ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩০।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

১০৯. গ্রন্থধারীগণের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে যে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত; সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় হুকুম প্রকাশ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. এবং তোমরা স্বলাত কায়িম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট পাবে, তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' দেখছেন।

আহলে কিতাবদের পদ্ধতি অনুসরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাহদেরকে আহলে কিতাবের পথ অনুসরণ করা হতে সাবধান করে দিয়েছেন যারা বিশ্বাসীদের প্রতি প্রকাশ্যে ও গোপনে শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন করে এবং বিশ্বাসীদের ও তাদের নাবীর মর্যাদা জানার পরও তারা তাদের হিংসা করে। আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাহদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে এবং তাদের প্রতি সহিষ্ণু হতে যতক্ষণ না আল্লাহ ওদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয় দান না করেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যথাযথভাবে স্বলাত আদায় করতে, যাকাত দিতে এবং তিনি তাদেরকে এ সব পুণ্যের কাজ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করেছেন।

যেমন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ‹মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ› ‹সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ› ‹ইবনু আব্বাস (রাঃ)› **বলেন, হুওয়ায় বিন আখতাব** এবং আবূ ইয়াসির বিন আখতাব নামক দু'জন ইয়াহুদী **আরবের মুশরিকদের প্রতি** অত্যন্ত হিংসা পরায়ণ ছিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নবী (সাঃ) কে **ইয়াহুদীদের** ঘরে পয়দা না করে মুশরিকদের ঘরে পয়দা করেছিলেন। তারা মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করত। এতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন: وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ..... **গ্রন্থধারীগণের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে যে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত;** আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রাযযাক মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে কা'ব বিন আশরাফ নামক ইয়াহুদীর ইসলাম বিদ্বেষের কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম লিপিবদ্ধ করেছেন[১২১২], ‹আমার পিতা (আবূ হাতিম)› ‹আবুল ইয়ামান› ‹শুআয়ব› ‹যুহরী› ‹আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক› ‹তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক)› বলেছেন কা'ব বিন আশরাফ-যে একজন ইয়াহূদী ও কবি ছিল-তার কবিতায় নাবী (সাঃ)-এর সমালোচনা করত, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে নাযিল করলেন:

﴿وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا﴾

১২১২. সানাদটি স্বহীহ। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) তার সুনানে ৩০০০ নং হাদীসে সানাদটি উল্লেখ করেছেন।

"গ্রন্থধারীগণের অনেকেই তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে যে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে পারত; সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর।"

আবার দহ্হাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "আহলে কিতাবের নিকট একজন উম্মী নাবী এসেছিলেন নাবীগণ এবং আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে তাদের কিতাবে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদন ক'রে। তিনি এ সবে বিশ্বাস করেন যেমন তারা তাতে বিশ্বাস করে। তথাপি তারা অবিশ্বাস, হিংসা ও ঔদ্ধত্যবশতঃ নাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ **"তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তাদের অন্তরে পোষিত হিংসার দাহনে ইচ্ছে পোষণ করে।"** আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য সত্যের আলো জ্বালানোর পর, এমন যার কোনটি সম্পর্কেই তারা অজ্ঞ ছিলনা, তথাপি হিংসার কারণে তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকার করেছিল। এভাবে আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেছেন, তাদেরকে তিরস্কার করেছেন ও ধিক্কার দিয়েছেন।"[১২১৩]আল্লাহ যে সব বৈশিষ্ট্য বিধিবদ্ধ করেছেন যা তাঁর নাবী ও বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে ঃ ঈমান, বিশ্বাস এবং আল্লাহ তাঁর মহানুভবতা ও অসীম দয়ায় তাদের ও তাদের পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ করেছিলেন তা গ্রহণ করতে হবে।

রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, ﴿مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ **"তাদের নিজেদের হতে"** অর্থাৎ "তাদের গড়া।"[১২১৪] আবার, আবূ আলিয়াহ বলেছেন যে, ﴿مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ **"তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও"** অর্থাৎ "এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল যাঁর কথা তারা তাওরাতে ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। তারা অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যবশত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।"[১২১৫] কাতাদাহ ও রবী' বিন আনাস একই কথা বলেছেন।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ **"সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর।"**[১২১৬] আয়াতটি তাঁর ঐ কথার মত ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا﴾ **"তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের আগের কিতাবধারীদের ও মুশরিকদের নিকট হতে দুঃখজনক অনেক কথা শুনবে।"**[১২১৭] 'আলী বিন আবী তালহাহ্ বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ﴾ **"সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় হুকুম প্রকাশ করেন"** আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ﴾ **"মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর।"**[১২১৮] এবং

﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ﴾

"যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না, আর শেষ দিনের প্রতিও না, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না, আর সত্য দ্বীনকে

১২১৩. তাবারী ২/৫০২।
১২১৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩২।
১২১৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৫।
১২১৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৫।
১২১৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৮৬।
১২১৮. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৫।

নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা সহকারে স্বেচ্ছায় ট্যাক্স দেয়।"[১২১৯] অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা রদ হয়ে গেছে।"[১২২০] আবূ 'আলিয়াহ, রবী' বিন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দী অনুরূপ বলেছেন।[১২২১] তরবারির আয়াত দ্বারা তা রদ হয়ে গেছে। (আগেই উল্লেখিত হয়েছে)। ﴿حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ﴾ **"যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় হুকুম প্রকাশ করেন"** এ আয়াতটি এ মতের আরো সমর্থন জোগায়।

৫৬২. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম লিখেছেন, ∝আমার পিতা (আবূ হাতিম)⌘আবূল ইয়ামান⌘শু'আয়ব⌘ যুহরী⌘উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র⌘উসামাহ বিন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)∝ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ কাফির ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করতেন যেমন, আল্লাহ তাঁর বাণীতে নির্দেশ দিয়েছেন। ﴿فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ **"সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও মার্জনা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় হুকুম প্রকাশ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"** রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশ মতে তাদেরকে ক্ষমা করতেন এবং তাদের প্রতি সহনশীল ছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন করেন। অতঃপর আল্লাহ নাবীর সৈন্যবাহিনী দিয়ে কুরায়শদের শক্তিধর মানুষগুলোকে ধ্বংস করলেন যাদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তিনি ডিক্রী জারি করেছিলেন।[১২২২] এ কথার সনদসূত্র স্বহীহ, কিন্তু হাদীসের ছয়টি কিতাবে এ শব্দগুলো আমি দেখিনি যদিও-এর ভিত্তি স্বহীহায়নে আছে যা উসামাহ বিন যায়দ থেকে বর্ণিত।[১২২৩]

ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহ দান

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ **"এবং তোমরা স্বলাত কায়িম কর এবং যাকাত দাও এবং যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট পাবে।"** আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন নিজেদেরকে **এমন কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য যা** তাদেরকে পুনরুত্থানের দিন উপকার ও পুরস্কার দিবে, যেমন স্বলাত এবং **যাকাত প্রদান।** এভাবে তারা এ দুনিয়াতে আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে এবং এমন এক দিনে যখন সাক্ষীদাতারা সত্যায়ন করবে, ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾ **"যেদিন যালিমদের ওজর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না। তাদের জন্য আছে লা'নত, তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট বাসস্থান।"**[১২২৪] এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ **"তোমরা যা কিছু করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা' দেখছেন।"** অর্থাৎ, তিনি কক্ষনো কারো 'আমল সম্পর্কে অনবহিত নন, আর এসব 'আমল তিনি হারিয়েও দিবেন না। কাজ ভাল হোক আর মন্দ হোক, আল্লাহ প্রত্যেককে কাজ অনুসারে পুরস্কার দিবেন, কাজের ভিত্তিতে যা তার প্রাপ্য।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নেক ও বদ সকল আমল প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি

১২১৯. সূরাহ তাওবাহ, ৯:২৯।
১২২০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৪।
১২২১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৫।
১২২২. ইবনু আবী হাতিম ১০৮৮।
১২২৩. ফাতহুল বারী, ৮/৮৭, মুসলিম,অধ্যায়: জিহাদ, হাঃ ১১৬।
১২২৪. সূরাহ গাফির, ৪০:৫২।

তোমাদের আমল অনুযায়ী তোমাদেরকে পুরস্কার বা শস্তি প্রদান করবেন। অতএব তোমরা বদ আমলের নিকটবর্তী হয়ো না উক্ত অংশটি সংবাদসূচক বাক্য (جملة خبرية) হলেও আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত দ্বারা মু'মিনদেরকে নেক আমল করতে এবং বদ আমল থেকে দুরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা নেক আমল করলে তিনি তাদেরকে আখিরাতে পুরস্কার প্রদান করবেন যেমন অন্যত্র বলেছেন: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ﴾ **"যা কিছু সৎ কার্যাবলী তোমরা স্বীয় আত্মার জন্যে আগে পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট পাবে"** ফলে তারা যেন তাদের পাপাচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। ইবনু জারীর আরও বলেন, بصير শব্দটি مبصر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। অনুরূপ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিম্নোক্ত শব্দসমূহ بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। أليم শব্দটি مؤلم শব্দটির পরিবর্তিত রূপ। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৫৬৩. (দুর্বল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(আবূ যুর'আহ)(ইবনু বুকায়র)(ইবনু লাহীআহ)(ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব)(আবুল খায়র)(উকবাহ বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَسِّرُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {سَمِيعٌ بَصِيرٌ} يَقُولُ: بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে দেখেছি তিনি তার শেষাংশ এরূপে পড়তেন: ﴿اِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ﴾ এই তিলাওয়াত শেষ করে তিনি বলতেন, بكل شيء بصير (তিনি) সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।[১২২৫]

১১১. তারা বলে, ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, ওটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের দলীল পেশ কর'।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾

১১২. বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে আর সৎকর্মশীল হয়, তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট পুণ্যফল রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন দুঃখ নেই।

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আর ইয়াহুদীরা বলে যে, নাসারাদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই; নাসারারা বলে যে, ইয়াহুদীদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে, এভাবে যারা কিছু জানে না তারাও ওদের মতই বলে। যার সম্বন্ধে তারা মতবিরোধ করছে, আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের সমাধান করবেন।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১২২৫ ইবনু আবী হাতিম ১০৯৩, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬/৪৬২। ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, সানাদে ইবনু লাহীআহ স্মৃতি শক্তি ও হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, বাকী সানাদের সকল রাবী সিকাহ। **তাহকীক:** আল্লামাহ আল-বুসায়রী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, উক্ত হাদীসটি সহীহ নয়।

আহলে কিতাবদের আশা

আল্লাহ ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিভ্রান্তিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কেননা তারা দাবী করত যে, কেউ ইয়াহূদী বা নাসারা না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। তেমনি, সূরা মা'য়িদাহতেও আল্লাহ তাদের দাবীর কথা উল্লেখ করেছেন, ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ **"আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র।"**[১২২৬] আল্লাহ এ মিথ্যা দাবী খণ্ডন করেছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। পূর্বে আমরা তাদের দাবীর উল্লেখ করেছি যে, মাত্র কয়েকদিনের বেশি আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবেনা, তারপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আল্লাহ এ দাবীর প্রতি তিরস্কার করেছেন এবং এই ভিত্তিহীন দাবীর সম্পর্কে বলেছেন, ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ **"ওটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র।"** আবুল আলিয়াহ বলেছেন, "এগুলো তাদের ইচ্ছা- যা তারা ইচ্ছা করত যে, আল্লাহ পূরণ করবেন- যার কোন ভিত্তি নেই।"[১২২৭] কাতাদাহ ও রবী' বিন আনাসও একই কথা বলেছেন।[১২২৮]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: قُلْ **(বল)** অর্থাৎ "হে মুহাম্মাদ (ﷺ), বলে দাও।" ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ **"তোমাদের বুরহান পেশ কর" অর্থাৎ, "তোমাদের দলীল"**, যেমন আবূ আলিয়াহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী' **বিন আনাস বলেছেন।[১২২৯] কাতাদাহ বলেছেন যে,** আয়াতটির অর্থ,"প্রমাণ আনো যা তোমাদের কথাকে **সমর্থন করে** ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ **"যদি তোমরা সত্যবাদী হও"** তোমাদের দাবীতে।"[১২৩০]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ **"বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে আর সৎকর্মশীল হয়।"** অর্থাৎ, "যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে অংশীদার ছাড়া একমাত্র আল্লাহর জন্য কাজ করে।" এ রকমই আরেকটি কথাই আল্লাহ বলেছেন ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ **"অতঃপর যদি (আহলে কিতাব) তোমার সাথে তর্ক করে তবে বলে দাও, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি আর আমার অনুসারীগণও আত্মসমর্পণ করেছে।"**[১২৩১] আবূ আলিয়াহ এবং রবী' **বলেছেন** যে, ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ **"বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে"** অর্থাৎ "যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ।" আবার সাঈদ বিন জুবাইর বলেছেন যে, ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ **"বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে"** অর্থাৎ সে সত্যনিষ্ঠ। وَجْهَهُ অর্থ: তার দ্বীনে,[১২৩২] ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ **"এবং সে একজন সৎকর্মশীল"** রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনুসরণকারী। কারণ, 'আমল গৃহীত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আছে ঃ কাজটি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হবে এবং শরীয়াহর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। কাজটি যখন নিষ্ঠাপূর্ণ কিন্তু শরী'য়াহ মোতাবেক নয়, তখন তা গৃহীত হবে না।

৫৬৪. (স্বহীহ্): রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যা আমাদের নিয়ম বিধান মত নয় তবে তা বাতিল।)[১২৩৩] এ হাদীস্র মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন।

১২২৬. সূরাহ মাইদাহ, ৫:১৮।
১২২৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৬।
১২২৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৬।
১২২৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৭।
১২৩০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৭।
১২৩১. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:২০।
১২৩২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৩৮।
১২৩৩. বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, ইবনু হিব্বান ২৬, ইরওয়াউল গালীল ৮৮, ২৭৬, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৪৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৩৪৪, স্বহীহ আল-জামি' ৬৩৯৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

কাজেই পুরোহিত ও রাব্বীদের পুণ্যকর্ম গৃহীত হবেনা, যদিও তা নিষ্ঠার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্যই, কারণ, এ সব কাজ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক নয় যিনি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সব ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ **"তারা (দুনিয়ায়) যে আমাল করেছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তাকে বানিয়ে দেব ছড়ানো ছিটানো ধূলিকণা (সদৃশ)।"**[১২৩৪] এবং ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا﴾ **"আর যারা কুফুরী করে তাদের কাজকর্ম হল বালুকাময় মরুভূমির মরীচিকার মত। পিপাসার্ত ব্যক্তি সেটাকে পানি মনে করে অবশেষে সে যখন তার নিকটে আসে, সে দেখে ওটা কিছুই না।"**[১২৩৫] এবং

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۝﴾

"কতক মুখ সেদিন নীচু হবে, হবে কর্মক্লান্ত, শ্রান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে।"[১২৩৬]

যখন কোন 'আমল বাহ্যতঃ শরী'য়াহ মোতাবেক করা হয় কিন্তু 'আমলকারী নিষ্ঠার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর জন্য তা করেনা, তাহলেও 'আমল প্রত্যাখ্যান করা হবে, যা মুনাফিকরা করে এবং যারা শুধু লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾

"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন স্বলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করে।"[১২৩৭] এবং

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝﴾

"অতএব দুর্ভোগ সে সব স্বলাত আদায়কারীর ৫. যারা নিজেদের স্বলাতের ব্যাপারে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী দানের ছোট খাট সাহায্য করা থেকেও বিরত থাকে।"[১২৩৮] এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾ **"কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমাল করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"**[১২৩৯] তিনি এ আয়াতে আরো বলেছেন: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ **"বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে আর সৎকর্মশীল হয়।"** আল্লাহর কথা: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ **"তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।"** তারা যার ভয় করে ও যাথেকে রক্ষা পেতে চায় তাথেকে নিরাপত্তা ও পুরস্কারের গ্যারান্টি দিয়েছে। ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ **"তাদের কোন ভয় নেই"** ভবিষ্যতে ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ **"তারা দুঃখিতও হবেনা"** অতীতে তারা যা পরিত্যাগ করেছিল সে সম্পর্কে। উপরন্তু, সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ **"তাদের কোন ভয় নেই"** পরকালে, এবং ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ **"তারা দুঃখিত হবেনা"** তাদের আসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারে।

১২৩৪. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৩।
১২৩৫. সূরাহ আন নূর, ২৪:৩৯।
১২৩৬. সূরাহ গাশিয়াহ, ৮৮:২-৫।
১২৩৭. সূরাহ নিসা, ৪:১৪২।
১২৩৮. সূরাহ মাঊন, ১০৭:৪-৭।
১২৩৯. সূরাহ কাহাফ, ১৮:১১০।

অবিশ্বাস ও একগুঁয়েমি বশতঃ ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ করে

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ﴾ **"আর ইয়াহূদীরা বলে যে, নাসারাদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই; নাসারারা বলে যে, ইয়াহূদীদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে।"** আল্লাহ আহলে কিতাবদের পারস্পরিক মতভেদ, বিদ্বেষ ও একগুঁয়েমির বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন।

৫৬৫. (দঈফ): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন যে, ◊মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ (অপরিচিত) ⌘ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র⌘ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেছেন,

لما قَدِمَ أَهْلُ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَتْهُمْ أَحْبَارُ يَهُود، فَتَنَازَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْملة مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَكَفَرَ بِعِيسَى وَبِالْإِنْجِيلِ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنَ النَّصَارَى لِلْيَهُودِ: مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ. وَجَحَدَ نُبُوَّةَ مُوسَى وَكَفَرَ بِالتَّوْرَاةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} قَالَ: إِنَّ كُلًّا يَتْلُو فِي كِتَابِهِ تَصْدِيقَ مَنْ كَفَرَ بِهِ أَيْ: يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِعِيسَى وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، فِيهَا مَا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى بِالتَّصْدِيقِ بِعِيسَى، وَفِي الْإِنْجِيلِ مَا جَاءَ بِهِ عِيسَى بِتَصْدِيقِ مُوسَى، وَمَا جَاءَ مِنَ التَّوْرَاةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَكُلٌّ يَكْفُرُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ.

"নাজরানের খ্রীষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল, তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতরা আসল এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মুখেই তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু করল। রাফী' বিন হুরায়মালাহ নামক জনৈক আলিম নাসারা দলকে বলল, তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা কিছুই না। (অর্থাৎ তোমরা যে ধর্ম নিয়ে আছ তা কোন ধর্মই না।) এবং সে ব্যক্তি ঈসা (আলায়হিস সালাম) ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ইঞ্জিলের প্রতি তার অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করল। তখন নাজরান প্রতিনিধিদলের একজন খ্রীষ্টান ইয়াহূদীদেরকে বলল, বরং তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা কিছুই না। (অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম একেবারেই বাজে ও মিথ্যা ধর্ম।) এবং সে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর নবুওয়াত এবং তাওরাতের সত্যতাকে অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ﴾

"আর ইয়াহূদীরা বলে যে, নাসারাদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই; নাসারারা বলে যে, ইয়াহূদীদের মাযহাবের কোন ভিত্তি নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে।"

আল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন যে, প্রত্যেক দলই তাদের কিতাবে সেই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থনের কথা পাঠ করে যে বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করার তারা দাবী করছে। ফলশ্রুতিতে ইয়াহূদীরা ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে অবিশ্বাস করেছিল, যদিও তাদের কাছে তাওরাত আছে যাতে মূসার জবানীতে আল্লাহ তাদের নিকট হতে ও'য়াদা নিয়েছিলেন ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে বিশ্বাস করার জন্য। আবার ইঞ্জিলেও ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর দৃঢ় বক্তব্য আছে যে, মূসা (আলায়হিস সালাম)-র নবুওত এবং তাওরাত আল্লাহর নিকট হতে এসেছিল। কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই অবিশ্বাস করেছিল যা অন্য পক্ষের নিকট ছিল।[১২৪০]

১২৪০. তাবারী ১৮১৩, সানাদে মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু যানা যায় না। আল-ওয়াহিদী তার 'আসবাবুন নুযূল' (৫৩)-এর মাঝে সানাদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। এগুলো প্রমাণ করে যে উক্ত খবরটি দুর্বল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। **তাহকীক:** দঈফ।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্ত তাদের দাবী সত্য নয় বরং প্রথম যুগের ইয়াহুদী ও নাসারা সত্য ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরূপ কাতাদাহও তার ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় জাতিই তাদের নিজ নিজ জন্মের প্রথমদিকে হক ও ন্যায়ের পথে ছিল। পরবর্তীকালে তারা দীন বিরোধী মিথ্যা কথা নিজেদের দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এভাবে তারা দীন থেকে দূরে সরে যায়। আবূল আলীয়া, রাবী'বিন আনাস এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী কাতাদাহও তার ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে সকল ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বর্ণিত হয়েছে তারা ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের ইয়াহুদী ও নাসারা। আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যাখ্যাকারের উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করেছিল তা সত্য ছিল। কিন্তু وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ (অথচ তারা কিতাব তিলাওয়াত করে থাকে) আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় তাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করেছিল তা সত্য ছিল না এবং সেই কারণে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করেছেন। উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় জাতিই আসমানী কিতাব তিলাওয়াত করে থাকে। তাওরাতে ইনজীল কিতাব ও ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সত্যতা এবং ইনজীলে তাওরাত কিতাব ও মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সত্যতা বর্ণিত রয়েছে। উক্ত কিতাবসমূহের শরীআত এক সময়ে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রবর্তিত শারীআত ছিল। এমতাবস্থায় তারা কিতাব পড়া সত্ত্বেও কিরূপে একদল আরেকদলকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করতে পারে? এর কারণ, তাদের অন্তরের সত্য বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ এবং এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী কাতাদাহও আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আল্লাই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ **"এভাবে যারা কিছু জানে না তারাও ওদের মতই বলে"** এভাবে আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের অজ্ঞতা যা তারা দেখিয়েছিল তাদের কথার মাধ্যমে যা আমরা উল্লেখ করেছি। ﴿الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ আল্লাহর এ কথার অর্থ সম্পর্কে মতভেদ আছে। যেমন রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ বলেছেন, ﴿كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ অর্থাৎ "খ্রীষ্টানরা একই রকম কথা ইয়াহূদীদেরকে বলত।"[১২৪১] ইবনু জুরাইজ 'আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যারা জানেনা, এরা কারা?" আতা বলেছিলেন, "ঐ জাতিরা যারা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের পূর্বে বিদ্যমান ছিল।"[১২৪২]

আবার সুদ্দী বলেছেন ﴿قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾ **"যারা কিছু জানে না তারাও বলে"** আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা বলেছিল "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কিছুরই অনুসরণ করছেন না (কোন সত্য বা বর্তমান কোন দ্বীন মানছেন না)।[১২৪৩] আবূ জা'ফার বিন জারীর এই মত পছন্দ করেছেন যে, এ আয়াতটি সাধারণ এবং এমন কোন প্রমাণ নেই যা বিশেষভাবে এ ব্যাখ্যার কোনটিকে সমর্থন করে। কাজেই আয়াতটিকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করাই উত্তম। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ﴾ **"আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের সমাধান করবেন।"** অর্থাৎ আল্লাহ তাদের সকলকে হাশরের দিন একত্রিত করবেন।

১২৪১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪১।
১২৪২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪০।
১২৪৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪০।

সেদিন আল্লাহ তাদের মাঝে ন্যায্যভাবে বিচার করবেন, কেননা তিনি কক্ষনো কারো প্রতি বেইনসাফ নন, এমনকি এক পরমাণু পরিমাণও। এ আয়াতটি সূরা হাজ্জের আল্লাহর এ কথার মত:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আর যারা ইয়াহুদী হয়েছে, আর যারা সাবিয়ী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও মুশরিক, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন এদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন (যে কারা সঠিক পথে আছে), কারণ আল্লাহ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।"[১২৪৪] আল্লাহ বলেছেন:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

"বল– আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে একত্রিত করবেন অবশেষে তিনি আমাদের মাঝে সত্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞাতা।"[১২৪৫]

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

১১৪. তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মাসজিদগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম নিতে বাধা দেয় এবং ওগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে? অথচ ভয়ে ভীত না হয়ে তাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ সঙ্গত ছিল না, এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সবচেয়ে যালিম তারাই যারা মানুষকে মাসজিদে আসতে বাধা দেয় এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করে

আল্লাহর মাসজিদে আল্লাহর যিকর করতে মু'মিনদেরকে কারা বাধা দিয়েছিল এবং কারা সেই মাসজিদকে আল্লাহর ইবাদত হতে বিরাণ ও অনাবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছিল, সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ **দু'টি কওলের উপর ইখতিলাফ করেছেন।**

প্রথম: আল-আওফী তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ সম্পর্কে বলেন, তারা হচ্ছে নাসারা। মুজাহিদ বলেন, তারা সেই নাসারা যারা বায়তুল মাকদাসের মধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করত এবং লোকদেরকে সেখানে স্বলাত আদায় করতে বাধা দিত। আবদুর রায্‌যাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ **"ওগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে"** আয়াতাংশে বাখতে নাসার بخت نصر বাদশাহ ও তার অনুচরবর্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। সে বায়তুল মাকদাসকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আর নাসারা জাতি উক্ত কাজে তাকে সহায়তা করেছিল। কাতাদাহ থেকে সুনায়দ বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহর মাসজিদকে বিধ্বস্ত করেছিল, তারা হচ্ছে আল্লাহর শত্রু খ্রীষ্টান জাতি। ইয়াহুদী জাতির প্রতি তাদের অন্তরে যে শত্রুতা বিদ্যমান ছিল, তার কারণে তারা ব্যাবিলনের অধিপতি অগ্নি উপাসক বখতে নাসারকে বায়তুল মাকদাস বিধ্বস্ত করার কাজে সহায়তা করেছিল। সে উক্ত মাসজিদকে

১২৪৪. সূরাহ হাজ্জ, ২২:১৭।

১২৪৫. সূরাহ সাবা, ৩৪:২৬।

বিধ্বস্ত করে সেখানে পচা লাশ নিক্ষেপ করেছিল। উক্ত কাজে তাকে রোমক খ্রীষ্টানদের সহায়তা করার কারণ এই যে, ইয়াহূদীরা ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) কে হত্যা করেছিল। হাসান আল-বাসরী থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়: যারা মু'মিনদেরকে আল্লাহর মাসজিদে তাঁর যিকর করতে বাধা দিয়েছিল এবং তাকে আল্লাহর ইবাদত হতে বিরাণ ও অনাবাদ করতে সচেষ্ট হয়েছিল তারা ছিল মক্কার মুশরিক। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হলে তারা পথিমধ্যে তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

৫৬৬. ইবনু জারীর সংবাদ দিয়েছেন, ◊{ইউনুস বিন আবদুল আ'লা}{ইবনু ওয়াহব}{(আবদুর রহমান) ইবনু যায়দ (বিন আসলাম) (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)}◊ বলেছেন যে, আল্লাহর বাণী: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ **"তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মাসজিদগুলোতে আল্লাহ্র নাম নিতে বাধা দেয় এবং ওগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে"** কুরায়শ পৌত্তলিকদের সম্পর্কিত যারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হুদায়বিয়া হতে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি যি-তুয়ায় হাদি (কুরবানীর পশু) যবেহ করেন।অতঃপর তিনি পৌত্তলিকদের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তিতে সম্মত হন এবং তাদেরকে বলেন (ইতঃপূর্বে কোন লোক এ ঘরে প্রবেশে মানুষকে বাধা দেয়নি। কেউ তার পিতার বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখেছে কিন্তু তাকে বাধা দেয়নি (আল্লাহর ঘরে প্রবেশ হতে)। তারা বলেছিল, "যারা বদরে আমাদের পিতৃদেরকে হত্যা করেছে আমাদের একজনও বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা তাতে ঢুকতে পারবে না।"[১২৪৬]

আল্লাহর কথা: ﴿وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ **"এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনের জন্য যাথাসাধ্য চেষ্টা করে"** অর্থাৎ যারা বাধা দেয় এমন কাউকে যারা আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে মাসজিদ সংরক্ষণ করে এবং যারা হজ্জ ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের যিয়ারত করে।[১২৪৭]

ইবনু আবী হাতিম সালামাহ থেকে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ◊{মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ}{ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)}◊ বলেছেন যে, কুরায়শরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কা'বার মাসজিদে হারামে স্বলাত আদায় করা থেকে বাধা দিয়েছিল, তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ **"তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মাসজিদগুলোতে আল্লাহ্র নাম নিতে বাধা দেয়।"**[১২৪৮] ইবনু জারীর উপরোক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রথমটিকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। স্বীয় অভিমতের সমর্থনে তিনি বলেছেন, কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা কখনও পবিত্র কা'বাকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করেনি। তবে রোমীয় খ্রিষ্টানরা বায়তুল মাকদাসকে অনাবাদ ও বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছে।

আমি (ইবন কাস্বীর) **বলছি:** মুফাসসিরগণ কর্তৃক ব্যক্ত অভিমতদ্বয়ের দ্বিতীয়টিই সঠিক বলে মনে হয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু যায়দ এবং ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) শেষোক্ত অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন। শেষোক্ত অভিমতটি এই কারণে সঠিক বলে মনে হয় যে, খ্রীস্টানরা যখন ইয়হুদীদেরকে বায়তুল মাকদাসে স্বলাত আদায় করতে বাধা দিয়েছিল তখন ইয়াহুদীদের ইবাদত ছিল আল্লাহর নিকট অগ্রহণীয়। কারণ, তাদের উপর দাউদ (আলায়হিস সালাম) এবং ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মুখ থেকে লা'নতের বদদোয়া পড়েছিল। এর কারণ,তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

১২৪৬. আল-আহাদীস্র ওয়াল আসার আল-ওয়ারিদাহ ফী আহকামিল কুরআন ২/১৭। সানাদে আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম তিনি দুর্বল। (আত তাকরীব ৩৮৬৫) হাদীস্রটি মুরসাল।

১২৪৭. তাবারী ২/৫২১।

১২৪৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪১।

ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তিরস্কার করার পর, আল্লাহ পৌত্তলিকদের সমালোচনা করেছেন যারা রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে মক্কা হতে বহিষ্কৃত করেছিল, মাসজিদুল হারামে স্বলাত আদায় করতে বাধা দিয়েছিল যা তারা রেখেছিল একমাত্র পুতুল ও শির্কের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾

"আল্লাহ যে তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এ ব্যাপারে ওজর পেশ করার জন্য তাদের কাছে কী আছে যখন তারা (মানুষদেরকে) মাসজিদুল হারাম-এর পথে বাধা দিচ্ছে? তারা তো ওর (প্রকৃত) মুতাওয়াল্লী নয়, মুত্তাকীরা ছাড়া কেউ তার মুতাওয়াল্লী হতে পারে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়।"[১২৪৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾﴾

"মুশরিকদের এটা কাজ নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী সেবক হবে যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দেয়, তাদের সমস্ত কাজ বরবাদ হয়ে গেছে, জাহান্নামেই তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ্‌র মাসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[১২৫০] এবং

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾﴾

"কুফরী তো তারাই করেছিল আর তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল। বাধা দিয়েছিল কুরবানীর পশুগুলোকে কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে। মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারীরা যদি (মাক্কায় কাফিরদের মাঝে) না থাকত যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না আর অজ্ঞতাবশতই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিবে যার ফলে তোমাদের উপর কলঙ্ক লেপন হবে-এমন সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাঁর রহমাতের মধ্যে শামিল করে নিতে পারেন। (মাক্কায় অনেক মু'মিন আর কাফিররা একত্রিত না থেকে) যদি তারা পৃথক হয়ে থাকত, তাহলে আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিতাম।"[১২৫১] এজন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন, ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ **"আল্লাহ্‌র মাসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।"**[১২৫২] কাজেই যারা আল্লাহর ঘরকে আবাদ করে, মুশরিকরা সেই মু'মিনদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করেছিল। তাদের উক্ত কাজ আল্লাহর ঘরকে অনাবাদ করা নয়কি? শুধু তাই নয়। তারা যা করেছিল কোন্ অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ তার অপেক্ষা অধিক জঘন্য হতে পারে? এই স্থলে এটা উল্লেখযোগ্য যে,

---

১২৪৯. সূরাহ আনফাল, ৮:৩৪।

১২৫০. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১৭-১৮।

১২৫১. সূরাহ ফাতহ, ৪৮:২৫।

১২৫২. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১৮।

আল্লাহর ঘরকে আবাদ করার তাৎপর্য তাকে বাহ্যিকভাবে কায়েম করা এবং চাকচিক্যময় করা নয়; বরং তার তাৎপর্য হচ্ছে সেখানে আল্লাহর যিকর করা, তাঁর শারীআত সেখানে কায়েম করা এবং শিরক ও অন্যান্য কুফর থেকে সেটিকে পবিত্র করা।

ইসলামই জয়ী হবে তার সুসংবাদ

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ **"অথচ ভয়ে ভীত না হয়ে তাদের জন্য মাসজিদে প্রবেশ সঙ্গত ছিল না"** এ আয়াতের অর্থ, "তাদেরকে -কাফেরদেরকে-মস্‌জিদে প্রবেশ করতে দিওনা যতক্ষণ না তারা সাময়িক যুদ্ধ বিরতি অথবা চুক্তির শর্তাবলী পূরণ করে।

৫৬৭. (সহীহ): যখন নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা জয় করলেন, তিনি নির্দেশ দিলেন, মিনায় একজনকে এ ঘোষণা দিতে যে,

أَلَّا لَا يَحُجَّن بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُريان، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ

"এ বছরের পর কোন পৌত্তলিক হজ্জ করতে পারবেনা, কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বার চারদিকে তাওয়াফ করবেনা, যাদের সঙ্গে চুক্তি আছে তারা ব্যতীত। এ ক্ষেত্রে চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখা হবে।"[১২৫৩]

এ আয়াত নিম্নলিখিত আয়াতকে সমর্থন করে: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾ **"ওহে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকরা হল অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদে হারামের নিকট না আসে।"**[১২৫৪] কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শ্রদ্ধার সাথে ভয় ও বিনম্র অবস্থা ছাড়া আল্লাহর মাসজিদসমূহে প্রবেশ করবে না এবং মু'মিনদের থেকে ভীত থাকবে, কারণ, তারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত রয়েছে। যদি মু'মিনদের উপর মুশরিকরা অত্যাচার ও নির্যাতন না চালাত তবে তারা যা করছে তার উল্টাটি ঘটত।

এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াত (২:১১৪) আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ বহন করছে যে, তিনি তাদের উপর মাসজিদুল হারাম ও অন্যান্য মাসজিদের দায়িত্বভার অর্পণ করবেন এবং পৌত্তলিকদেরকে অপদস্থ করবেন। অতঃপর শীঘ্রই আয়াতে ঘোষিত হল যে, ইসলাম গ্রহণ না করলে ধৃত বা নিহত হওয়ার ভয়ভীতি ছাড়া কোন পৌত্তলিক কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে পারবেনা। আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন এবং অতঃপর ডিক্রী জারি করলেন যে, কোন পৌত্তলিককে যেন মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণা করলেন যে, আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম থাকবেনা এবং ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বহিস্কৃত করা হবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এ সব বিধান মাসজিদুল হারামের সম্মান রক্ষা এবং সারা মানবজাতিকে সাবধান করার এবং সুসংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর নাবীকে যে স্থানে পাঠিয়েছিলেন তার পবিত্রতা রক্ষা করে, আল্লাহর শান্তি ও রহমাত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক।

এ আয়াত আরো বর্ণনা দিচ্ছে সেই অপমানের যা অবিশ্বাসীরা এ জগতে অর্জন করে এবং এ বিষয়ের যে, শাস্তি এমন আকারে আসে যা কাজের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন তারা বিশ্বাসীদেরকে

১২৫৩. বুখারী ৩৬৯, ফাতহুল বারী ৩/৫৬৫, মুসলিম ৪৩৫, তিরমিযী ৩০৯১, আহমাদ ৭৯১৭ এই গ্রন্থগুলোতে وَمَنْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ অর্থাৎ "যাদের সঙ্গে চুক্তি আছে তারা ব্যতীত। এ ক্ষেত্রে চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত বহাল রাখা হবে" শব্দগুলো নেই তবে নাসাঈতে (২৯৫৭)-এর শাওয়াহিদ হিসেবে ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر রয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১২৫৪. সূরাহ তাওবাহ, ৯:২৮।

মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, এর বদলে তাদের জন্যই সেখানে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হোল, যেমন তারা ঈমানদারগণকে মক্কা থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, তার বদলে তাদেরকেই মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হোল।

﴿وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ **"এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"** কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে আহ্বান জানিয়ে এবং তার চারপাশে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করে তারা কা'বা ঘরের পবিত্রতা লংঘন করেছিল এবং তার চারপাশে মূর্তি স্থাপন করে তাতে নোংরামি এনেছিল ইত্যাদি।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যারা বলেন- উক্ত আয়াতে খ্রিষ্টান জাতির নিন্দা বর্ণিত হয়েছে তাদের মধ্যে কা'ব আল-আহবার উল্লেখ করেন যে, খ্রিষ্টানরা বায়তুল মাকদাসকে অধিকার করে সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এখন কোন খ্রিষ্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করতে পারবে না। সুদ্দী বলেন, যে কোন খ্রিষ্টান নয় বরং কোন রুমীয় খ্রিষ্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের মনে ভয় রয়েছে যে তাদেরকে ধরে হত্যা করা হতে পারে। অথবা তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপিত হওয়ার ফলে তাদের মন ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। **কাতাদাহ বলেন, খ্রিস্টানরা গোপনে ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় কোন মসজিদেই প্রবেশ করতে পারে না। আমি (ইবন কাসীর) বলছি: আলোচ্য আয়াতকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন।** তদনুযায়ী তাতে ইয়াহুদ, নাসারা **এবং মুশরিক তাদের সকলের নিন্দা এবং শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।** খ্রিষ্টান জাতি বায়তুল মাকদাস অধিকার করে ইয়াহুদীরা যে পাথরটির দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করত তাকে অবমাননা করেছিল। এজন্যে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য এই বায়তুল মাকদাস তাদেরকে অনেক সময়ে নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছে। আবার ইয়াহুদীরা তাকে অধিকতর পরিমাণে অবমাননা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে সেরূপে অধিকতর কঠিন শাস্তি প্রদান করেছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এ জগতে অপমানিত হওয়া থেকে এবং পরকালের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যথার্থ হবে।

৫৬৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, ❮হায়সাম বিন খারিজাহ❯❮মুহাম্মাদ বিন আয়ূব বিন মায়সারাহ বিন হালবাস❯❮আমার পিতা (আয়ূব বিন মায়সারাহ বিন হালবাস)❯❮বুস্‌র বিন আরতাহ❯ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রার্থনা করতেন: "اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ" (হে আল্লাহ! আমাদের যাবতীয় কাজের শেষ পরিণতি সুন্দর কর এবং আমাদেরকে দুনিয়াতে অবমাননা এবং আখিরাতে আযাব থেকে রক্ষা কর।[১২৫৫] এ হাদীসটি হাসান। কিন্তু উক্ত হাদীসটি কুতুবুস সিত্তার কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। উক্ত হাদীসের রাবী বিশর বিন আরতাহ (যিনি ইবনু আরতাহ নামেও পরিচিত) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি ব্যতীত অন্য আর একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৬৯. (সহীহ): তা হলো: নাবী (ﷺ) বলেছেন, لا تقطع الأيدى فى الغزو অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি প্রযুক্ত হবে না।[১২৫৬]

১২৫৫. ইমাম বুখারী তার 'আত তারীখুল কাবীর (১/১/৩০) আত তারীখুস সাগীর (১৩০-১৩১), ইবনু হিব্বান ২৪২৪, ২৪২৫, আহমাদ ১৭১৭৬, তার পুত্র 'আয-যাওয়াইদ'-এর মাঝে ৪/১৮১, ইবনু আদী ২/৩২, ইমাম তাবারানী তার 'আদ দুআ''৩/১৪৩৬/১৪৭১, নাসর আল-মুকাদ্দাসী তার 'আল-আরবাঈন' গ্রন্থে (২৩) ইবনু আসাকীর তার 'আত তারীখ' (৩/১৪১/১) ও (১৫/৬৭/১) মুহাম্মাদ বিন আয়্যুব বিন মায়সারাহ বিন হালবাস-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতাকে বুসর বিন আরতাহ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। সিলসিলাহ দঈফাহ ২৯০৭, আল-জামি' আস সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু ৩০৯৪, দঈফ আল-জামি' ১১৬৯ ।**তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

১২৫৬. তিরমিযী ১৪৫০, জামিউল উসূল ১৯০১, মুসনাদ আল-জামি' ১৯২৭, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর ২৫৬, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩৬০১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১১৫. পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

কিবলার দিকে মুখ করা

এ বিধান রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সঙ্গিদেরকে শান্তি এনে দিয়েছিল যাদেরকে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং মাসজিদুল হারামের এলাকা ত্যাগ করতে হয়েছিল। মাক্কায় আল্লাহর রসূল বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করতেন আর কা'বা থাকত তাঁর এবং কিবলার মাঝে। যখন তিনি মাদীনায় হিজরত করলেন, তিনি ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন স্বলাতে কা'বার দিকে মুখ করার জন্য। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা।"**

৫৭০. (সহীহ): আবূ উবায়দ আল-কাসিম বিন সালাম তার 'নাসিখ-মানসূখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ◊(হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ)(ইবনু জুরায়জ ও উসমান বিন আতা')(আতা')(...........ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما))◊ লিখেছেনঃ আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধীকারী। আমাদের নিকট যা উল্লেখিত হয়েছে, তদনুসারে বলছি:

أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ فِيمَا ذُكِرَ لَنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- شَأْنُ الْقِبْلَةِ: قَالَ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} فاستقبل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى بَيْتِهِ الْعَتِيقِ وَنَسَخَهَا، فَقَالَ: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}

কুরআন মাজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হয়েছে তা হলো: কিবলা সম্পর্কিত আয়াত। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম সকল দিকের মালীক আল্লাহ। অতএব তোমরা (স্বলাতে) যে দিকেই মুখ কর সে দিকেই আল্লাহকে পাবে। নিশ্চেয় আল্লাহ মহাব্যাপক ও মাহাজ্ঞানী। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী (ﷺ) স্বলাতে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করা ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা উক্ত আয়াত মানসুখ করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করলেন। ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ﴾ **"যেই স্থান হতে তুমি বের হয়েছ সেই মসজিদুল হারামের দিকে (স্বলাতে) মুখ করিও। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেখানেই (স্বলাতে) তার দিকে মুখ করিও।"**[১২৫৭]

৫৭১. আলী বিন আবী তলহাহ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেছেন,

كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ -وَكَانَ أَهلُها اليهودَ- أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَفَرِحَتِ الْيَهُودُ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ

১২৫৭. সূরাহ বাকারা ২:১৫০। ইবনু আবী হাতিম তার তাফসীরে (১/৩৪৬) এর মাঝে হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ এর সূত্রে এবং হাকিম তার 'মুসতাদরাক' (২/২৬৭) এর মাঝে ইবনু জুরায়জ থেকে আতা' এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম উক্ত হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। 'নায়লুল মারাম মিন তাফসীরে আয়াতিল আহকাম' এর মাঝে মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খানও উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **তাহকীক:** সহীহ।

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَدْعُو وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ [فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا] } إِلَى قَوْلِهِ: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فَارْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ، وَقَالُوا: مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ}

"সর্ব প্রথম কুরআনের যে অংশ রোহিত হয়েছিল তা ছিল কিবলা সংক্রান্ত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাদীনায় হিজরত করলেন যেখানে ইয়াহূদীরা বাস করত, তাকে প্রথমে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হল। ইয়াহূদীরা খুশি হল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবরাহীমের কা'বার দিকে (মক্কার কা'বা) মুখ করতে পছন্দ করতেন এবং তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন ও দু'আ করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন:

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও।"[১২৫৮] এ কর্মকাণ্ডে ইয়াহূদীরা বিরক্ত হল এবং বলল, "তারা যে কিবলার দিকে মুখ করত কিসে তাদেরকে তা পরিবর্তন করে দিল?" আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ **আপনি বলুন, পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই,** এবং ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা।"**[১২৫৯] এ কর্মকাণ্ডে ইয়াহূদীরা বিরক্ত হল এবং বলল, "তারা যে কিবলার দিকে মুখ করত কিসে তাদেরকে তা পরিবর্তন করে দিল?" আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ **আপনি বলুন, পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই,** এবং ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা।"**[১২৬০] **ইকরিমাহ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস** (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা।"** অর্থাৎ "যেদিকেই তুমি মুখ কর সেদিকই আল্লাহর পূর্ব বা পশ্চিম।"[১২৬১] মুজাহিদ বলেছেন যে, এর অর্থ: "তুমি যেখানেই থাক, তোমার একটি কিবলা আছে মুখ করার জন্য, তা হল কা'বাহ।"[১২৬২] কিন্তু বলা হয়েছে যে, কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দানের পূর্বেই আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আতা' কর্তৃক বর্ণিত, ইতোপূর্বে উল্লেখিত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইবনু আবী হাতিম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেছেন আবুল আলিয়াহ, হাসান, আতা' আল-খুরাসানী, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং যায়দ বিন আসলাম থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

১২৫৮. সূরাহ বাকারা, ২:১৪৫।

১২৫৯. তাবারী ১৮৩৫, ২১৬৫। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইবনু আবী তালহাহ হাদীস্রটি শ্রবণ করেননি। এই তাফসীরটি মুজাহিদ ও ইকরিমাহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই উক্তিটিকে অপবাদ বলা যায় না কেননা এটি দু'জন স্বিকাহ রাবী থেকে নেয়া হয়েছে। যদিও সানাদে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হলেও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিভিন্ন সানাদে এটি প্রমাণিত রয়েছে এজন্য এই আসারটিকে হাসান বা সহীহ লি গায়রিহি এর স্তরে উন্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্বের হাদীস্রটি এই হাদীস্রের শাহেদ হিসেবেও পাওয়া যায়।

১২৬০. তাবারী ১৮৩৫, ২১৬৫। ইবনু আবী তালহাহ ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে ইনকিতা হওয়ার কারণে সানাদটি দুর্বল।

১২৬১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪৭।

১২৬২. ইবুন আবী হাতিম ১/৩৪৫।

ইবনু জারীর বলেন, আরেক দল তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি কা'বার দিকে মুখ করা ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য উক্ত আয়াতটি নাযিল করেছেন যে, তাদের জন্য মাশরিক, মাগরিব যে কোন দিকেই স্বলাতে মুখ করার অনুমতি রয়েছে। কারণ, তারা যে দিকেই মুখ করবে সে দিকেই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। কেননা, মাশরিক, মাগরিব সবদিকেরই মালিক আল্লাহ এবং এরূপ কোন স্থান নেই যেখানে আল্লাহ তা'আলা নেই। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَلَآ أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا﴾ **"এর কম সংখ্যকেও হয় না, আর বেশি সংখ্যকেও হয় না তিনি তাদের সঙ্গে থাকা ব্যতীত, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।"** তারা বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করে দিয়ে মসজিদুল হারামকে কিবলা হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি (ইবনু কাসীর) বলেন, "প্রতিটি স্থানেই আল্লাহ আছেন" উপরোক্ত তাফসীরকারগণের এ উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, প্রতিটি স্থানই আল্লাহর ইলম ও জ্ঞানের আওতায় রয়েছে তবে তাদের উক্তি সঠিক। পক্ষান্তরে, তাদের উক্ত উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে সর্বস্থানেই আল্লাহর সত্তা বিদ্যমান রয়েছে, তবে তাদের উক্তি ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহর সত্তা কোন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে না। আল্লাহ মহান। আল্লাহ এসকল কিছু থেকে পবিত্র।

ইবনু জারীর বলেছেন, "অন্যেরা বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যখন কোন ব্যক্তি ভ্রমণে থাকে, ভয়ের মধ্যে থাকে এবং শত্রুর মুখোমুখি হয় তখন তার নফল স্বলাতে তাকে পূর্ব বা পশ্চিম যেদিকে ইচ্ছে মুখ করার অনুমতি দিয়ে।"[১২৬৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ:

৫৭২. (স্বহীহ): ০[আবূ কুরায়ব][ইবনু ইদরীস][আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَيَذْكُرُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}

তিনি মুখ করতেন যেদিকে তাঁর পশুযান যেত এবং বলতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরকমই করেছেন আর এতে তিনি এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা দিতেন: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহর চেহারা।"**[১২৬৪] এ হাদীস্র মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু আবি হাতিম, ইবনু মারদুইয়্যাহও লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২৬৫] এবং আয়াতের উল্লেখ ব্যতীত ইবনু উমার 'আমর বিন রবীআহ থেকে এর মূল কথা স্বহীহাঈনে আছে।

৫৭৩. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী স্বীয় 'স্বহীহ'তে লিপিবদ্ধ করেছেন, নাফী' বলেছেন যে, ইবনু উমার যখনই ভয়ের সময়ে স্বলাত সংক্রান্ত ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হতেন তখন তিনি এ আয়াত বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, "ভয়ের মাত্রা যখন এর চেয়েও বেশি হবে তখন দাঁড়িয়ে বা পশুযানে স্বলাত পড় মুখ কিবলার দিকে থাকুক আর না থাকুক।" অতঃপর নাফী' বলেন, "আমি মনে করি ইবনু উমার এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই বলেছেন।[১২৬৬] এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতটি তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা অন্ধকার

১২৬৩. তাবারী ২/৫৩০।

১২৬৪. তাবারী ২/৫৩০।

১২৬৫. মুসলিম ৭০০, মু'জামুল কাবীর ১৩৬২৭, সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ১০৯৯৭, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ২৫১৭, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১২৬৩, ১২৬৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২৬৬. সহীহুল বুখারী ৪৫৩৫, তানকীহুত তাহকীক লিয যাহাবী ২৪৩, ইবনু খুযায়মাহ ১৩৬৬।**তাহকীক:** স্বহীহ।

বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে কিবলার দিক নির্ণয় করতে পারেনা এবং ভুলবশত কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে স্বলাত পড়ে।

মাসআলাঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং বিখ্যাত রিওয়ায়াত অনুসারে ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, শান্তির সফর এবং যুদ্ধ বা ভয়ের সফর সকল প্রকারের সফরে যানবাহনে আরোহী থাকা অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করা জায়েয। ইমাম মালিক এবং তার অনুসারীগণ সেটি নাজায়েয বলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং আবূ সাঈদ ইসতাখারী বলেন, সফরে থাকা অবস্থায় এমনকি সর্বাবস্থায় যানবাহনে যে কোন দিকে মুখ করে নফল স্বলাত আদায় করা জায়েয। ইমাম আবূ ইউসুফ আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আরোহী অবস্থায় তো বটেই এমনকি মাটিতে দাঁড়িয়েও সফরের অবস্থায় এবং গৃহে অবস্থানের সর্বাবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করে নফল স্বলাত আদায় করা জায়েয।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন যে অন্য এক দল তাফসীরকার বলেন, একদা একদল সাহাবী কিবলা ঠিক করতে না পেরে অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্নজন বিভিন্ন দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। তাতে কিবলা ঠিক করতে না পারা অবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে যে কোন দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করার অনুমতি বর্ণিত হয়েছে।

৫৭৪. (হাসান): ❮আহমাদ বিন ইসহাক আল-আহওয়াযী❯❮আবূ আহমাদ আয যুবায়রী❯❮আবুর রাবী' আস সাম্মান❯❮আসিম বিন উবায়দুল্লাহ❯❮আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ❯❮তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))❯ বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَجَعَلَ الرَّجل يأخذُ الأحجارَ فَيَعْمَلُ مَسْجِدًا يُصَلِّي فِيهِ. فَلَمَّا [أَنْ] أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ صَلَّيْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} الآيَة

একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সফরে থাকা অবস্থায় অন্ধকারময় রাত্রিতে পাথর সরিয়ে একটি স্থানকে পরিষ্কার করত সেখানে স্বলাত আদায় করলাম। সকাল হওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলার দিক ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। উক্ত ঘটনা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জানালে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন।

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্র চেহারা, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২৬৭]

ইমাম ইবনু জারীর ❮সুফইয়ান বিন ওয়াকী'❯❮তার পিতা (ওয়াকী')❯❮আবূ রাবী' আস-সাম্মান❯ থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস্রটি মাহমূদ বিন গায়লান থেকে তিনি ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাজাহ ❮ইয়াহইয়া বিন হাকীম❯❮আবূ দাউদ❯❮আবূ রাবী' আস সাম্মান❯ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম ❮হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ❯❮তিনি সাঈদ বিন সুলায়মান❯❮আবূ রাবী' আস

১২৬৭. তাবারী ১৮৪৩, ১৮৪৫, তিরমিযী ৩৪৫, আবূ দাউদ ১১৪৫, ইবনু মাজাহ ১০২০, দারাকুতনী ১/২৭২, বায়হাকী ২/১১, আবূ নুআয়ম ১/১৭৯, আশআস্র বিন সা'দ আস সাম্মান এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি খুবই দুর্বল কিন্তু হাদীস্রটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীস্রটিকে হাসান বা হাসান লি গায়রিহি বলা হয়েছে। যেমন– আল্লামা আবূত তায়ব মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান ও শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উক্ত হাদীস্রটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন। এমর্মে জানতে দেখুন 'নায়লুল মারাম মিন তাফসীরে আয়াতিল আহকাম' (১/১৭) ও স্বহীহ ইবনু মাজাহ (২৯১) এর মাঝে হাদীস্রটিকে হাসান বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

সাম্মান তার নাম (আশআস্র বিন সাঈদ আল-বাস্রারী) (তিনি দুর্বল)। থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস্রটি হাসান। তার সানাদটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ হাদীস্রটি সম্পর্কে আস-সাম্মান ব্যতীত অন্যদের নিকট থেকে জানতে পারা যায় না। অথচ আশআস্র তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **আমি** (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** তার উসতায আস্রিমও দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইবনু মাঈন বলেন, সেটি দুর্বল, তা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবেনা। ইবনু হিব্বান বলেন, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম। সেখানে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ভিন্ন একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

৫৭৫. (হাসান): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন আলী বিন ইসমাঈল। হাসান বিন আলী বিন শু'আয়ব। আহমাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার কিতাবে পেয়েছি। আবদুল মালিক আল-আযরামী। আতা'। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন

بَعَث رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّة كُنْتُ فِيهَا، فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا: قَدْ عَرَفْنَا الْقِبْلَةَ، هِيَ هَاهُنَا قِبَلَ السِّمَاكِ . فصلُّوا وخطُّوا خُطُوطًا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ أَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَفَلْنَا مِنْ سَفَرِنَا سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَكَتَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}

একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল সাহাবীকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। আমি উক্ত দলের একজন ছিলাম। আমাদের সফরে একদিন রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকার পড়ল। এতে আমরা কিবলা ঠিক করতে অসমর্থ হয়ে পড়লাম। আমাদের মধ্য হতে কয়েকজন বলল আমরা কিবলা ঠিক করতে পেরেছি। এর উত্তর দিকে কিবলা অবস্থিত। সকলেই সেই দিকে মুখ করে স্রলাত আদায় করল এবং সেই দিকে মাটিতে রেখা টেনে রাখল। সকাল বেলা দেখা গেল আমরা কিবলার দিক ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে স্রলাত আদায় করেছি। সফর হতে ফিরে এসে আমরা উক্ত ঘটনা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বিবৃত করলে তিনি কিছু বললেন না। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন।

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহরই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহর চেহারা, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২৬৮]

৫৭৬. (হাসান): দারাকুতনী বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয। দাউদ বিন আমর। মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী। মুহাম্মাদ বিন সালিম। আতা'। জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَأَصَابَنَا غَيْمٌ، فَتَحَيَّرْنَا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى كُلٌّ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ، وَجَعَلَ أَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: "قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ".

১২৬৮. এটি ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন। দেখুন– 'লুবাবুন নুকূল' ২৭, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, এর সানাদে ইনকেতা' রয়েছে দেখুন– 'আল-উজাব' (৪০ পৃ)। তাছাড়া আবদুল মালিক আল-আরযামীর কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু উক্ত হাদীস্রটির একাধিক শাহিদ পাওয়া যায়, দেখুন– আসবাবুন নুযূল (১/৩৭)। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীস্রটিকে হাসান অথবা স্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। **তাহকীক:** হাসান।

আমরা একদা রাসূলুল্লাহ এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম অতঃপর আমাদের উপর ঘটঘুটে অন্ধকার নেমে আসল ফলে আমরা স্বলাতের সময় কিবলা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়লাম। এরপরও আমরা স্বলাত আদায় করে নিলাম। আমাদের একজন তার সামনে কিছু দ্বারা একটা দাগ দিয়ে রেখেছিল ফলে অন্ধকার কেটে গেলে আমরা জানতে পারলাম যে আমরা কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছি। তাই আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আলোচনা করলে তিনি কোন উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন, তোমাদের স্বলাতের সওয়াব তোমরা পেয়ে গেছ।[১২৬৯] অতঃপর ইমাম দারাকুতনী বলেন, অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বিন সালিম ও অন্যান্যরাও অনুরূপ কথা বলেছেন। ◊[মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ আল-আরযামী][আতা'] ◊ তারা উভয়েই দুর্বল।

৫৭৭. (হাসান): অতঃপর ইবনু মারদুবিয়্যাহ ◊[আল-কালবী][আবূ স্বালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] ◊ বর্ণনা করেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سرِيَّة فَأَخَذَتْهُمْ ضَبَابَةٌ، فَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْقِبْلَةِ، فَصَلَّوْا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُمْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُمْ صَلُّوْا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا جَاؤُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حدَّثُوه، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি দলকে যুদ্ধে পাঠালেন, একদিন রাতে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার পড়লে তারা দিক ভুলেগিয়ে কিবলা ঠিক করতে অপারগ হয়ে পড়লেন। তাঁরা না জেনে কিবলার দিক ব্যতীত অন্যদিকে মুখ করেস্বলাত আদায় করলেন। সুর্যোদয়ের পর জানতে পারলেন যে, তারা কিবলার দিক ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করেস্বলাত আদায় করেছেন। সফর থেকে প্রত্যার্বতন করে তারা ঘটনাটি নবী (ﷺ) কে জানলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২৭০]

উপরোক্ত সনদসমূহ দুর্বল। তবে হয়ত তাদের একটি অপরটির শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ভুলে কেউ কিবলার দিক ব্যতীত অন্যদিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করলে ভুল ধরা পড়ার পর তাকে স্বলাত পুনরায় পড়তে হবে কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল ফকীহ বলেন, উক্ত অবস্থায় স্বলাত পুনরায় পড়তে হবে, পক্ষান্তরে অন্য একদল ফকীহগণ বলেন, উক্ত অবস্থায় স্বলাত পুনরায় পড়তে হবে না।

ইমাম ইবনু জারীর বলেছেন, অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতটি হাবশাহ-এর বাদশাহ নাজ্জাশীর কিবলার দিক ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।

৫৭৮. (দঈফ): ◊[মুহাম্মাদ বিন বাশশার][হিশাম বিন মুআয][আমার পিতা (মুআয)][কাতাদাহ (রহঃ)] ◊ বর্ণনা করেছেন নাজাশীর মৃত্যুর পর নবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল

১২৬৯. দারাকুতনী ২৭১, সানাদে মুহাম্মাদ বিন সালিম ও মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ আল-আযরামী তারা উভয়ে দুর্বল। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীসটিকে হাসান অথবা সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। **তাহকীক:** হাসান।

১২৭০. আল-কালবীর কারণে সানাদটি সন্দেহযুক্ত। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীসটিকে হাসান অথবা সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। তার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। দেখুন– ইরিওয়াউল গালীল ২৯১ অথবা ২৯৬। **তাহকীক:** হাসান।

করেছেন। তোমরা তার জন্যে জানাযার স্বলাত আদয় কর। সাহাবীগণ বলেন, আমরা কি একজন অমুসলিম ব্যক্তির জন্যে জানাযার স্বলাত আদায় করব। এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল:

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ﴾

"আহলে কিতাবদের মধ্যেকার কিছু লোক নিঃসন্দেহে এমনও আছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর এবং তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত"। এতে সাহাবীগণ বলেন, সে তো কিবলার দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করত না তাদের কথার প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন–

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২৭১] হাদীস্রটি গরীব। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

কেউ কেউ বলেন, যে আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা বায়তুল মাকদাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে কিবলারূপে নির্ধারিত করেছেন তা নাজ্জাশীর নিকট যতদিন না প্রকাশিত ছিল ততদিন তিনি বায়তুল মাকদাস-এর দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছিলেন। ইমাম কুরতুবী কাতাদাহ হতে অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেছেন যারা গাযেবানা জানাযাকে জায়েয বলেন তারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে উপরোক্ত ঘটনা উপস্থাপিত করেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমাদের মাযহাবের ফকীহগণ (অর্থাৎ যারা গায়েবানা জানাযাকে সঠিক মনে করেন না) উপরোক্ত ঘটনায় বর্ণিত গায়েবানা জানাযাকে নাজ্জাশীর জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করে থাকেন। তারা উপরোক্ত ঘটনার তিনটি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। **প্রথম ব্যাখ্যা: নাজ্জাশীর কবরস্থ হওয়ার পর জমিনকে চাপিয়ে এনে তার লাশকে নবী (ﷺ)-এর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।** তিনি তা প্রত্যক্ষ করা অবস্থায় নাজ্জাশীর জন্য স্বলাতে জানাযা আদায় করেছিলেন। অতএব তা গায়েবানা স্বলাতে জানাযা ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাঃ যেহেতু নাজ্জাশীর দেশে তার জন্য স্বলাতে জানাযা আদায়ের কোন লোক ছিল না তাই নবী (ﷺ) তার জন্য গায়েবানা স্বলাতে জানাযা আদায় করেছিলেন। মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম কুরতুবী বলেন, একজন রাজার কোন প্রজা তার ধর্মের অনুসারী হবে না এ কথা মেনে নেয়া কষ্টকর। ইবনুল আরাবী তার এরূপ উত্তর প্রদান করেছেন যে, নাজ্জাশীর প্রজাদের মধ্যে মু'মিন লোক কিছু ছিল। তবে স্বলাতে জানাযা যে শরী'আত কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিধান এটি সম্ভবত তাদের জানা ছিলনা। **আমি** (ইবন কাস্রীর) **বলছি:** ইবনুল আরাবীর উত্তর বেশ শক্তিশালী।

তৃতীয় ব্যাখ্যাঃ নবী (ﷺ) অন্যান্য বাদশাহর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা স্বলাতে জানাযা আদায় করেছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা আছে মাদীনাবাসীদের জন্য তাই কিবলা

৫৭৯. (সহীহ): আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ এ আয়াতের (২ঃ ১১৫) ব্যাখ্যায় তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, আবূ মা'শার-এর হাদীস্র থেকে তিনি মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যা আছে মাদীনার অধিবাসী, সিরিয়ার অধিবাসী ও ইরাকের অধিবাসীদের জন্য সেটাই কিবলাহ।[১২৭২]

১২৭১. তাবারী ১৮৪৬, কাতাদাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সেটি দুর্বল। আল-ওয়াহিদী তার 'আসবাবুন নুযূল' (৬০) গ্রন্থে বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সানাদ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। হাদীস্রটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। সেটি গরিব যেমনটি মুস্রান্নিফ ইবনু কাস্রীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

১২৭২. পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।

৫৮০. (সহীহ): ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ তারা উভয়ে আবূ মা'শার (নাজীহ বিন আবদুর রহমান আস সুনদী আল-মাদিনী)-এর সূত্রে এ হাদীস্র লিখেছেন এ শব্দে مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (যা পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে আছে তাই কিবলাহ)।[১২৭৩] ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি ভিন্ন সূত্রে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর আহলে ইলমের কিছু ব্যক্তি আবূ মা'শার-এর হিফয করার পূর্বের অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

৫৮১. (সহীহ): অতঃপর তিরমিযী বলেন, হাসান বিন আবূ বাকর আল-মারওয়াযী আল-মুআল্লা বিন মানসূর আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল-মাখরামী উসমান বিন মুহাম্মাদ আল-আখনাসী সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি হাসান স্বহীহ। ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করে বলেন, এটি আবূ মা'শার-এর হাদীস্র থেকে বেশি শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ। ইমাম তিরমিযী বলেন, একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (যা পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে আছে তাই কিবলাহ)।[১২৭৪] আর সেই সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তুমি পশ্চিম দিককে নিজের ডানে এবং পূর্ব দিককে নিজের বাম রাখলে তোমার সম্মুখের দিকে কিবলা থাকবে।

৫৮২. (স্বহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আলী বিন আহমাদ বিন আবদুর রহমান ইয়া'কূব বিন ইউসুফ (মাওলা বানী হাশিম) শুআয়ব বিন আয়্যূব ইবনু নুমায়র আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তি দিকে কিবলা অবস্থিত।[১২৭৫] ইমাম দারাকুতনী এবং ইমাম বায়হাকীও উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু মারদুবিয়্যা মন্তব্য করেছেন যে, উক্ত রিওয়ায়াতটি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আর তা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিজস্ব উক্তি বলে সমধিক খ্যাত।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, তোমরা আমার নিকট দুআ' করার সময় যে দিকেই মুখ করে দুআ' কর সেদিকেই আমার মুখ রয়েছে। আমি তোমাদের দুআ' কবুল করব। কাসিম হুসায়ন হাজ্জাজ ইবনু জুরায়জ মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেনঃ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ **"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব।"** এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কোন্‌দিকে মুখ করে আল্লাহকে ডাকব? তখন নাযিল হল: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ **"তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্‌র চেহারা"।**

ইবনু জারীর বলেছেন, "আল্লাহর কথার অর্থ হল ঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।"** তাঁর সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রেখেছেন তাঁর মহানুভবতা ও দয়ার

১২৭৩. তিরমিযী ৩৪২, ইবনু মাজাহ ১০১১, স্বহীহ আল-জামি' ৫৫৮৪, সানাদে আবূ মা'শার দুর্বল, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী (৩৪৪)-এর মাঝে ভিন্ন সূত্রে আল-আখনাস সাঈদ আল-মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে আখনাসের হাদীসটি আবূ মা'শার-এর হাদীস থেকে বেশি শক্তিশালী। আর ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি তার শাহিদ। এমর্মে জানতে দেখুন– দারাকুতনী (১/২৭০), বায়হাকী ২৩২৩, হাকিম এটিকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২৭৪. পূর্ববর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।

১২৭৫. ৫৮০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ ক'রে। তাঁর কথা عَلِيْمٌ (বিজ্ঞ) অর্থাৎ তিনি তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত, তাঁর দৃষ্টির বাইরে কিছুই থাকেনা আর কোন কিছু সম্পর্কেও অনবহিত নন। বরং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. তারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র, বরং যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূমণ্ডলে আছে সমস্তই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী, যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, হয়ে যাও, তক্ষুনি তা হয়ে যায়।

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন– এ দাবীর প্রত্যাখ্যান

এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত খ্রীষ্টানদের (আল্লাহ তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন) এবং ইয়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত তাদের মত যারা তাদের এবং আরবের পৌত্তলিকদের প্রত্যাখ্যান করছে যারা দাবী করত যে, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর কন্যা। আল্লাহ তাদের সকলের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, سُبْحٰنَهٗ (মাহাত্ম্য তাঁরই) অর্থাৎ তিনি অতি পবিত্র ও পরিপূর্ণ এসব দাবীর চেয়ে ﴿بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ **"বরং যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূমণ্ডলে আছে সমস্তই তাঁর"** অর্থাৎ সত্য সেটা নয় যা কাফেরগণ দাবী করে; বরং আকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দু'য়ের ভেতরে, উপরে ও মাঝে যা আছে সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহরই।

আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি স্রষ্টা। আহারদাতা ও সংরক্ষণকারী যিনি তাঁর সৃষ্টির সকল কার্য নির্ধারণ করেন যেভাবে তিনি চান। সকল সৃষ্টি আল্লাহর দাসানুদাস এবং তাঁরই মালিকানাধিন। কাজেই তাদের একজন কিভাবে তাঁর সন্তান হতে পারে। কোন জীবের সন্তান হয় একই জাতের দু'টি জীব হতে। আল্লাহর কোন সমকক্ষ নেই এবং তাঁর গৌরব ও মাহাত্ম্যের অংশীদার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। সুতরাং কিভাবে তাঁর সন্তান থাকতে পারে? যখন তাঁর কোন স্ত্রীই নেই। আল্লাহ বলেছেন:

﴿بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾﴾

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও জমিনের উদ্ভাবক, কিভাবে তাঁর সন্তান হতে পারে যেহেতু তাঁর কোন সঙ্গীণীই নেই, সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন, আর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।"[১২৭৬]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿۸۸﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿۸۹﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿۹۰﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿۹۱﴾ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿۹۲﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿۹۳﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿۹۴﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿۹۵﴾﴾

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' (এমন কথা ব'লে) তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। যাতে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হওয়ার আর পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে

১২৭৬. সূরাহ আনআম, ৬:১০১।

পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ দয়াময়ের মহান মর্যাদার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। আকাশ আর জমিনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দাহ হয়ে হাযির হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন আর তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে গুণে রেখেছেন। কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।"[১২৭৭] এবং

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾

"বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।"[১২৭৮]

এ সকল আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সার্বভৌম প্রভু যাঁর কোন সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বি নেই, সবাই এবং সবকিছু তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট, কাজেই তাদের মধ্য হতে কিভাবে তাঁর সন্তান হতে পারে?

৫৮৩. (সহীহ): এজন্য এ আয়াতের তাফসীরে বুখারী লিখেছেন, ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَيَزْعُمُ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ. فَسُبْحَانِي أَن أتخذ صاحبة أو ولدا

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে। অথচ তার এ কাজ ঠিক নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা ঠিক নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যারোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে (মৃত্যুর) পূর্বের মত পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি দেয়া হল–তার এ কথা যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২৭৯]

৫৮৪. (সহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ০(আহমাদ বিন কামিল)(মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আত তিরমিযী)(**ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আল-ফারাবী**)(মালিক)(আবুয যিনাদ)(আল-আ'রাজ)(আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু))০বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করেছে,** অথচ সে আমাকে অবিশ্বাস **করতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়েছে,** অথচ সে আমাকে গালি দিতে পারে না। **'আল্লাহ আমাকে পুনর্জীবিত করতে পারবে না'** তার এই কথাই আমাকে তার অবিশ্বাস করা। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবার তাকে আমার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর ছিল না। 'আল্লাহর সন্তান রয়েছে' তার এই কথাই আমাকে তার গালি দেয়া। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ একক ও অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাউকেও জন্ম দিয়েছেন আর না কারও কারণে জন্ম লাভ করেছেন। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।[১২৮০]

৫৮৫. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ؛ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ

কষ্টদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এরপরও তিনি তাদের রিয্‌ক দান করেন এবং বিপদ মুক্ত রাখেন।[১২৮১]

১২৭৭. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৮৮-৯৫।

১২৭৮. সূরাহ ইখলাস, ১১২:১-৪।

১২৭৯. বুখারী ৪৪৮২।

১২৮০. বুখারী ৫৯৭৪, ইবনু হিব্বান ২৬৭। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১২৮১. বুখারী ৬০৯৯, মুসলিম ২৮০৪।

সবকিছুই আল্লাহর দৃঢ়মুষ্ঠিতে

আল্লাহ বলেছেন: ﴿كُلٌّ لَّهُ قَٰنِتُونَ﴾ **"সকল কিছুই তাঁর অনুগত।"** ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, [আবূ সা'ঈদ আল-আশাজ][আসবাত][মুতাররিফ][আতিয়্যাহ][ইবনু আব্বাস] বলেছেন যে, قَٰنِتُونَ (অনুগত) অর্থাৎ তারা স্বলাত আদায়কারী।[১২৮২] 'ইকরিমাহ ও আবূ মালিকও বলেছেন যে, كُلٌّ لَّهُ قَٰنِتُونَ **সকল কিছুই তাঁর অনুগত** অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য।[১২৮৩] সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন যে, "কানিতীন" হচ্ছে: ইখলাস তথা নিষ্ঠা।[১২৮৪] রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, এর অর্থ "হাশরের দিন তাঁর সামনে দণ্ডায়মান"।[১২৮৫] সুদ্দী বলেছেন, এর অর্থ "হাশরের দিন অনুগত।"[১২৮৬] খাসিফ বলেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ, "অনুগত।" তিনি বলেন, 'মানুষ হয়ে যাও' এবং সে মানুষ হয়ে যায়।"[১২৮৭] তিনি আরো বলেছেন, "(আল্লাহ বলেন,) 'গাধা হয়ে যাও' আর গাধা হয়ে যায়।" আবার ইবনু আবি নাজীহ বলেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ অনুগত। মুজাহিদ আরো বলেছেন, "কাফেরের আনুগত্য ঘটে যখন তার ছায়া সাজদা করে কিন্তু সে তা ঘৃণা করে।"[১২৮৮] মুজাহিদের কথা - যা ইবনু জারীর অধিক পছন্দ করেছেন- যাবতীয় অর্থকে একত্রিত করে, আর তা এই যে, কুনূত অর্থ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও সমর্পণ। দু'ধরণের কুনূত আছে ঃ শরীয়ত নির্ধারিত এবং ভাগ্যবিধানগত, কারণ আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَٰلُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ **"আসমানে আর জমিনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয় আর তাদের ছায়াগুলোও।"**[১২৮৯][সাজদাহ]

৫৮৬. (দঈফ): কুরআন মাজিদে القنوت (আনুগত্য) শব্দটির ব্যাখ্যায় একটি হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করছিঃ [য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][আমর ইবনুল হারিস্র][দোররাজ আবুস সামহ][আবুল হায়স্রাম][আবূ সাঈদ আল-খুদরী] বর্ণনা করেছেন যে, নবী বলেছেন, كُلُّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ কুরআন মাজীদের যে কোন স্থানে القنوت শব্দটি উল্লেখিত হোক না কেন তার অর্থ হবে الطاعة আনুগত্য।[১২৯০]

ইমাম আহমদ [হাসান বিনমূসা][ইবনু লাহীআহ][দোররাজ]-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সানাদ দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। উক্ত রিওয়ায়াতকে স্বয়ং নবী -এর বাণী বলে অভিহিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। সেটি সম্ভবত কোন সাহাবীর তন্নিম্নস্থ ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

১২৮২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪৯।
১২৮৩. ইবুন আবী হাতিম ১/৩৪৯।
১২৮৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫০।
১২৮৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫০।
১২৮৬. তাবারী ২/৫৩৮।
১২৮৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪৯।
১২৮৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৪৮।
১২৮৯. সূরাহ আর রা'দ, ১৩:১৫।
১২৯০. আহমাদ ৩/৭৫, আবূ ইয়া'লা ১৩৭৯, ইবনু হিব্বান ৩০৯, আবূ নুআয়ম ৮/৩২৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪১০৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭০৯, দঈফ আল-জামি'৪২২৫, মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১০৮৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

بديع (বাদী')-এর অর্থ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ **"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী"** অর্থাৎ তিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যখন সেগুলোর মত কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন যে, এটাই ভাষাগত অর্থ, কেননা সকল নতুন বিষয়কে নব আবিস্কৃত বলা হয়।

৫৮৭. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কিছুর প্রচলন করা একটি বিদ'আহ।

বিদ'আত দু'প্রকারের, ধর্মীয়, যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে:

৫৮৮. (স্বহীহ): فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক নতুন বিষয় নিয়ে আসা বিদ'আহ, এবং প্রত্যেক বিদ'আতই সঠিক দ্বীন থেকে বিচ্যুতি।[১২৯১]

আরেকটি আছে ভাষাগত বিদ'আহ যেমন আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কথা যখন তিনি মুসলিমদেরকে স্বলাতুল লাইল তথা তারাবীহ'র স্বলাত জামা'আতে পড়ানোর জন্য একতাবদ্ধ করেন (যা ছিল নাবী (ﷺ)-এর একটি আগেরই কাজ) এবং বলেন, "এটা কী সুন্দর একটা বিদ'আত (পদ্ধতি)।"

ইমাম ইবনু জারীর বলেন ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ **"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী"** তিনি বলেন بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যেমন أليم শব্দটি مؤلم শব্দের এবং سميع শব্দটি مسمع শব্দের পরবর্তিত রূপ। مبدع নবউদ্ভাবক। مبتدع নতুন ধর্মিয় ব্যবস্থার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক; যে কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক। কবি আ'শাবিন স্বা'লাবা, হাওযা বিন আলী হানাফীর প্রশংসায় বলেছেন:

يُرعى إِلَى قَوْلِ سَادَاتِ الرِّجَالِ إِذَا أَبدَوْا لَهُ الحَزْمَ أَوْ مَا شَاءَهُ ابتَدَعا

তিনি যখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথার মধ্যে যুক্তি দেখতে পান, তখন সেটিকেই গ্রহণ করেন। অথবা যা ইচ্ছা করেন, নিজেই তা উদ্ভাবন করে নেন। এই স্থলে কবি الإبتداء **ক্রিয়াটি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা' অর্থে ব্যবহার করেছেন।**

ইবনু জারীর বলেছেন, "এভাবে আয়াতটির (২:১১৬-১১৭) অর্থ দাঁড়ায়, 'একজন সন্তান গ্রহণ করা থেকে আল্লাহ অনেক অনেক গৌরবের অধিকারী কারণ যা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে সব কিছুরই মালিক তিনি। সকলেই তাঁর একত্বের এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্যের সত্যতা প্রতিপাদন করে। তিনি সৃষ্টিকারী ও তৈরীকারী। পূর্বের কোন সৃষ্ট নমুনা ছাড়াই তিনি সৃষ্টির বর্তমান আকার-আকৃতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ঈসা- যাঁকে কতক লোক আল্লাহর সন্তান বলে দাবী করে- তাদেরই একজন যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন শূন্য হতে, কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই। তেমনি, তিনি তাঁর ক্ষমতাবলে পিতা ছাড়াই ঈসা মাসীহকে সৃষ্টি করেছেন।"[১২৯২] ইবনু জারীরের এ ব্যাখ্যা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, খুবই ভাল ও সঠিক।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ **"যখন কোন কাজ করতে মনস্থ করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, হয়ে যাও, তক্ষুনি তা হয়ে যায়।"** কাজেই তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রচণ্ড শক্তি

১২৯১. মুসলিম ৮৬৭।

১২৯২. তাবারী ২/৫৫০।

প্রদর্শন করে তিনি যদি কোন বিষয় স্থির করেন তিনি কেবল সেটিকে নির্দেশ দেন 'হও' আর তা অস্তিত্বে এসে যায়। তেমনি আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

"তাঁর কাজকর্ম কেবল এ রকম যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছে করেন তখন তাকে হুকুম করেন যে হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"[১২৯৩] আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

"কোন বিষয়ে আমি ইচ্ছে করলে বলি, 'হয়ে যাও', ফলে তা হয়ে যায়।"[১২৯৪] এবং

﴿وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ﴾

"আমার আদেশ তো মাত্র একটি কথা- চোখের পলকের মত।"[১২৯৫] কবি বলেন,

إِذَا مَا أَرَادَ اللهُ أَمْرًا فإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ قَوْلَةً فيكونُ

"আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করতে চান তখন তাকে একবার মাত্র বলেন 'হও', তৎক্ষণাৎ সেটি হয়ে যায়।"তাই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন কেবল (كن) "হও" বলে আর সে হয়ে গেছে, যেভাবে আল্লাহ চেয়েছেন।আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদামের অবস্থার মত, মাটি দ্বারা তাকে গঠন করে তাকে হুকুম করলেন হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল।"[১২৯৬]

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. যারা কিছু জানে না তারা বলে, কেন আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না? কিংবা আমাদের নিকট কোন নির্দেশ কেন আসে না? এভাবে আগের লোকেরাও তাদের মতই বলত, এদের অন্তরগুলো একই রকম, আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেছি।

৫৮৯. (দঈফ): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ⟨মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ (মাজহূল বা অপরিচিত)⟩ ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র⟩ ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা)⟩ বলেন, রাফি' বিন হুরায়মিলাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিল,

يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ رَسُولًا مِنَ اللهِ كَمَا تَقُولُ، فَقُلْ لِلهِ فَلْيُكَلِّمْنا حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامَهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ}

হে মুহম্মাদ! তুমি যদি আল্লাহর পক্ষ হতে সত্যিই রাসূল হয়ে থাক যেমন তুমি দাবী করছ, যেমন তুমি দাবী করছ, তাহলে আল্লাহকে বল আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে যাতে আমরা তার কথা শুনতে পারি।" তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ﴾ **"যারা কিছু জানে না তারা বলে, কেন আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না? কিংবা আমাদের নিকট কোন নির্দেশ**

১২৯৩. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৮২।
১২৯৪. সূরাহ আন নাহল, ১৬:৪০।
১২৯৫. সূরাহ কামার, ৫৪:৫০।
১২৯৬. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৫৯।

কেন আসে না?[১২৯৭] মুজাহিদ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, তারা হলো নাসারা। ইবনু জারীর তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন।

কুরতুবী বলেন, ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ﴾ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যদি তোমার নবুয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্বোধন করে। **আমি** (ইবনু কাস্রীর) **বলব:** বাহ্যিক রূপটি আম (ব্যাপক), ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আবূ আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দী বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ কথাটি ছিল আরবের অবিশ্বাসীদের ﴿كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ **"এভাবে আগের লোকেরাও তাদের মতই বলত, এদের অন্তরগুলো একই রকম"** তিনি বলেছেন, "এরা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানগণ।"[১২৯৮]

আয়াতে উল্লেখিত কথাটি যে আরবের পৌত্তলিকেরা বলেছিল তা আরো প্রমাণ করছে আল্লাহর এ বাণী:

﴿وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ﴾

"যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, 'আমরা কক্ষনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমাদেরকে তা দেয়া হয় যা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে দেয়া হয়েছিল। (নির্বোধেরা এ আবদার করলেও) আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় দিতে হবে, অপরাধীরা শীঘ্রই তাদের চক্রান্তের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।"[১২৯৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۙ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۙ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۙ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا﴾

"তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কক্ষনো ঈমান আনব না যে পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য জমিন থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত না করবে। কিংবা (যতক্ষণ না) তোমার খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি ঝর্ণা প্রবাহিত করবে অজস্র ধারায়। অথবা (যতক্ষণ না) তুমি আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলবে যেমন তুমি বলে থাক (যে তা ঘটবে) কিংবা আল্লাহ আর ফেরেশতাগণকে সরাসরি আমাদের সামনে এনে দেবে। কিংবা (যতক্ষণ না) তোমার একটা স্বর্ণখচিত গৃহ হবে কিংবা তুমি আসমানে আরোহণ করবে। আর তোমার এ আরোহণকেও আমরা কক্ষনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব।' বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি একজন মানুষ রসূল ছাড়া কি অন্য কিছু?"[১৩০০] এবং

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا﴾

"যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন?"[১৩০১] এবং

১২৯৭ ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫২, তাবারী ১৮৬২, আল-আসার ১৮৬২, সীরাতু ইবনু হিশাম ২/১৯৮। সানাদটি দুর্বল, কারণ, সানাদে মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'মীযানুল ই'তিদাল' (৪/২৬) এর মাঝে বলেন, তার পরিচিতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' (২/২০৫) এর মাঝে বলেন, তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। তার থেকে ইবনু ইসহাক এককভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

১২৯৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫৩।

১২৯৯. সূরাহ আনআম, ৬:১২৪।

১৩০০. সূরাহ ইসরা, ১৭:৯০-৯৩।

১৩০১. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২১।

﴿بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾

"বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই চায়, তাকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) খোলা চিঠি দেয়া হোক (এই মর্মে যে, তোমরা এই নবীকে মেনে নাও)।"[১৩০২] এরকম আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলোতে আরব পৌত্তলিকদের অবিশ্বাস, সীমালঙ্ঘন এবং তারা যে অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যবশতঃ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করত এ সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। আরব পৌত্তলিকদের আগে আহলে কিতাব দু'জাতি ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও একই রকম কথা বলেছে। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً﴾

"কিতাবধারীগণ তোমাকে আসমান থেকে তাদের সামনে কিতাব নিয়ে আসতে বলে। তারা তো মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী পেশ করেছিল। তারা বলেছিল- আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও।"[১৩০৩] এবং

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা আল্লাহ্কে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কক্ষনো বিশ্বাস করব না।"[১৩০৪]

আল্লাহর কথা ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾ **"তাদের অন্তরগুলো একই রকম"** অর্থাৎ আরব পৌত্তলিকদের অন্তরগুলো তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের অন্তরগুলোর মতই যাতে ছিল কুফরী, একগুঁয়েমি এবং অন্যায়। তেমনি আল্লাহ বলেন,

﴿كَذٰلِكَ مَآ أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ أَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝﴾

"এভাবে যখনই তাদের আগের লোকেদের মধ্যে কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে- 'সে যাদুকর না হয় উন্মাদ। তারা কি বংশ পরম্পরায় এরই অসিয়ত (অর্থাৎ অন্তিম সবক) দিয়ে আসছে, বরং তারা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।"[১৩০৫]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْأٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾ **"আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেছি।"** অর্থাৎ, রসূলদের সত্যতা প্রমাণিত ক'রে এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য আর কোন প্রশ্ন ও প্রমাণের অবকাশ না রেখে, আমরা যুক্তি প্রদর্শনকে স্পষ্ট করে দিয়েছি, কাজেই, রসূলদের অনুসরণ কর আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে যা পাঠিয়েছেন তা অনুধাবন কর। আর যাদের অন্তর ও কানে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন আর চক্ষুগুলোকে সীল করে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ أٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ۝﴾

"তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না, এমনকি তাদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও– যে পর্যন্ত না তারা ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"[১৩০৬]

১৩০২. সূরাহ মুদ্দাস্সির, ৭৪:৫২।
১৩০৩. সূরাহ নিসা, ৪:১৫৩।
১৩০৪. সূরাহ বাকারা, ২:৫৫।
১৩০৫. সূরাহ আয যারিয়াত, ৫১:৫২-৫৩।
১৩০৬. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৯৬-৯৭।

১১৯. আমি তোমাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

৫৯০. ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) আবদুর রহমান বিন সালিহ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ আল-ফাযারী (দুর্বল) শায়বান আন নাহবী কাতাদাহ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ আয়াতটি আমার উপর নাযিল করা হয়েছে, তিনি বলেন, এর অর্থ: জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করতে আদেশ করা হয়েছে।[১৩০৭]

আল্লাহর কথা ﴿وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ﴾ **"জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"** আয়াতের وَلَا تُسْـَٔلُ শব্দের ت বর্ণে অধিকাংশই পেশ যোগে পড়েছেন বাক্যটিকে খবর হিসেবে। তবে উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) وَمَا تُسْـَٔلُ পড়েছেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) وَلَنْ تُسْـَٔلَ عَنْ أَصْحَٰبِ الْجَحِيمِ পড়েছেন। ইবনু জারীর সেটিকে নকল করে বলেন, অর্থাৎ "আমি তোমাকে তাদের কুফরী সম্পর্কে প্রশ্ন করবনা যারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।" যেমন, আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ﴾ **"তোমার দায়িত্ব হল প্রচার করে দেয়া, আর হিসেব নেয়ার কাজ হল আমার।"**[১৩০৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾﴾

"কাজেই তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও, তুমি একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের ওপর জবরদস্তি কারী নও।"[১৩০৯] এবং

﴿نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾﴾

"তারা (তোমার বিরুদ্ধে) যা বলে তা আমি ভাল করেই জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। কাজেই যে আমার শাস্তির ভয়প্রদর্শনকে ভয় করে, তাকে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।"[১৩১০] **এরকম আরো অনেক আয়াত আছে।** এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর **দায়িত্ব শুধু তাবলীগ।** লোকদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করা তাঁর কাজ নয়। একদল কারী وَلَا تُسْـَٔلْ শব্দের অন্তর্গত ت বর্ণটিকে যবর দিয়ে পড়েছেন বাক্যটি نهى (নিষেধ সূচক বাক্য) হিসেবে। তখন তার অর্থ হবে 'তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না'।

৫৯১. (দঈফ): যেমন আবদুর রাযযাক বলেন, স্রাওরী মূসা বিন উবায়দাহ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছে তা যদি জানতে পারতাম, আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছে তা যদি জানতে পারতাম, আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছে তা যদি জানতে পারতাম। এতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতাংশ নাযিল করলেনঃ ﴿وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ﴾ **"জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"** অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে আর কোন দিন স্বীয় মাতা-পিতার কথা উল্লেখ করেননি।[১৩১১]

১৩০৭. আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-ফাযারী আল-আযরামীর কারণে সানাদটি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। (আল-মীযান ২/৫৮৫/৪৯৫১)

১৩০৮. সূরাহ রা'দ ১৩:৪০।

১৩০৯. সূরাহ গাশিয়াহ, ৮৮:২১-২২।

১৩১০. সূরাহ কাফ, ৫০:৪৫।

১৩১১. আবদুর রাযযাক তার তাফসীরে (১২৬), তাবারী (১৮৭৭, ১৮৭৮) উল্লেখ করেছেন। উভয়ে মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল। মূসা বিন উবায়দ দুর্বল। সুয়ূতী তার 'আদ দুরার' (১/২০৯)-এর মাঝে বলেন, এটি মুরসাল ও দুর্বল।

ইমাম ইবনু জারীর ❮আবূ কুরায়ব❯❮ওয়াকী‘❯❮মূসা বিন উবায়দাহ❯-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী হাদীস্রটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন কা'ব এই দুই রাবী হতে বর্ণিত রেওয়ায়াত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস্র শাস্ত্রবিদগণ উক্ত রাবী মুহাম্মাদ বিন কা'বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তারা তৎকর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কুরতুবী বলেন, শেষোক্ত কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না। কারণ,তারা যে অবস্থায় আছে তা তোমার ধারণার বাইরে। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, আমি আততাযকিরাহ (التذكرة) নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তাআ'লা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে জীবিত করেছিলেন এবং তারা জীবিত হওয়ার পর ঈমান এনেছিলেন। উক্ত পুস্তকে আমি নিম্নোক্ত হাদীস্রের উত্তর প্রদান করেছিঃ

৫৯২. (স্বহীহ): নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ নিশ্চিয় আমার ও তোমার পিতা দোযখে আছেন।[১৩১২]

আমি (ইবন কাস্বীর) **বলছিঃ** নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাতা-পিতার জীবিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীস্রটি না কুতুবুস সিত্তার (বিখ্যাত ছয়টি হাদীস্র গ্রন্থ) অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে আর না অন্য কোন হাদীস্র গ্রন্থে। এর সানাদ দুর্বল। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৫৯৩. (দঈফ): অতঃপর ইবনু জারীর বলেন, ❮কাসিম❯❮হুসায়ন❯❮হাজ্জাজ❯❮ইবনু জুরায়জ❯❮দাউদ বিন আবূ আস্বিম❯ বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: "أَيْنَ أَبَوَايَ؟". فَنَزَلَتْ: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমার মাতা-পিতা কোথায় আছেন? এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলঃ إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ **"আমি তোমাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।"**[১৩১৩] পূর্বের মত এটিও মুরসাল। ইবনু জারীর এই কওলটিকে রদ্দ করেছেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত মুহাম্মাদ বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত এবং দাউদ বিন আবূআস্বিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াত এই উভয় রিওয়ায়াতের সনদদ্বয়ের কোনটিতেই রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি। উভয় রিওয়ায়াতের সানাদ মুরসাল।

মুহাম্মাদ বিন কা'ব প্রমুখ রাবী হতে বর্ণিত যে সকল রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ইমাম ইবনু জারীর সেই সকল রিওয়ায়াত বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বীয় মাতা-পিতার অবস্থা সম্বন্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কারণ, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বিষয়ে সন্দিহান থাকতে পারেন না। ইমাম ইবনু জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত لا تسئل শব্দটির ت বর্ণটিকে পেশ

১৩১২. মুস্বান্নিফ উক্ত হাদীস্র দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেনঃ মুসলিম ২০৩, আবূ দাউদ ৪৭১৮, আহমাদ ৩/২৬৮, ইবনু হিব্বান ৫৭৮, আনাস (রাঃ) -এর হাদীস্র থেকে যা সূরাহ মুমতাহিনাহ (৩)-এর মাঝে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৩১৩. ইবনু জারীর তার তাফসীরে (১/৫৫৯/হা. ১৮৭৭) উল্লেখ করেছেন। সানাদটি মুরসাল দঈফ। সানাদে মূসা বিন উবায়দাহ একজন দুর্বল রাবী। আল্লামাহ আহমাদ শাকির (রহঃ) তাফসীরে তাবারীর (২/৫৫৮) তা'লীকের মাঝে উল্লেখ করেছেন যে, উভয় হাদীস্র মুরসাল। কারণ মুহাম্মাদ বিন কা'ব বিন সুলায়ম আল-কুরাযী একজন তাবেঈ। আর মুরসাল হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ যোগ্য হয় না। তাছাড়া এর দু'টি সানাদই দুর্বল। সানাদে মূসা বিন উবায়দাহ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ব্যাপারে 'মুনকারুল হাদীস্র' বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইবনুল মাদীনী বলেন, আমরা তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছি। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

যোগে পড়াকেই শুদ্ধ বলেছেন। ইমাম ইবনু জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এরূপ হওয়া বিচিত্র নয় যে, নবী (ﷺ) এক সময়ে স্বীয় মাতা-পিতার পরলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করেছিলেন। অতঃপর এক সময় আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর মাতা-পিতার দোযখী হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। উক্ত সংবাদ জানার পর নবী (ﷺ) তাদের জন্য আর ইসতিগফার করেননি। একাধিক স্বহীহ্ হাদীস্ব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ)-এর মাতা-পিতা দোযখী হবেন। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

তাওরাতে নাবী (ﷺ)-এর বর্ণনা

৫৯৪. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ লিখেছেন ⟪মূসা বিন দাঊদ⟫⟪ফুলায়হ বিন সুলায়মান⟫⟪হিলাল বিন আলী⟫⟪আতা' বিন ইয়াসার⟫ বলেছেন, তিনি আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্বের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে বলেন, "তাওরাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিবরণ সম্পর্কে আমাকে বলুন।" তিনি বললেন, "হাঁ, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তাঁর সেই সকল বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যেভাবে কুরআনে তাঁর বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَا فَظٌّ وَلَا غَلِيظٌ ولاسَخَّاب فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا

হে নাবী! আমরা তোমাকে সাক্ষী হিসেবে পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং নিরক্ষর লোকদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমাকে মুতাওয়াক্কিল নামে ডেকেছি (যে প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহর নির্ভর ও ভরসা করে)। তুমি কর্কশ নও, কঠিন নও, বাজারে নিন্দনীয় নও। সে মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেয়না। বরং সে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তার জীবনের সমাপ্তি ঘটাবেন না যতক্ষণ না সে তার হাত দিয়ে দুষ্টের ধর্মকে সোজা করবে যার ফলে লোকেরা ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর হাত দিয়েই আল্লাহ অন্ধ চোখ, বধির কান এবং সীল করা অন্তর খুলে দিবেন।"[১৩১৪] এটি কেবল বুখারীই লিপিবদ্ধ করেছে।[১৩১৫]

ইমাম বুখারী হাদীস্বটি স্বীয় 'স্বহীহ' সঙ্কলনের 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে ⟪মুহাম্মাদ বিন সিনান⟫⟪ফুলায়হ⟫ থেকে উপরোক্ত অভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, ⟪আবদুল আযীয বিন আবূ সালামাহ⟫⟪হিলাল⟫ উক্ত সানাদটির তাবি' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ⟪আবদুল আযীয বিন আবূ সালামাহ⟫⟪হিলাল⟫⟪আতা'⟫⟪আবদুল্লাহ বিন সালাম⟫ সূত্রে। তিনি তার তাফসীরে ⟪আবদুল্লাহ⟫⟪আবদুল আযীয বিন আবূ সালামাহ⟫⟪হিলাল⟫⟪আতা'⟫⟪আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব (রাঃ)⟫-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবদুল্লাহ হলো ইবনু স্বালিহ। যেমনটি কিতাবুল আদাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা রয়েছে, আর ধারণা করা হচ্ছে যে, আবূ মাসঊদ আদ দিমাশকী হলো আবদুল্লাহ বিন রাজা'। আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ⟪আহমাদ ইবনুল হাসান বিন আয়্যূব⟫⟪মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনুল বারা'⟫⟪মোআফা বিন সুলায়মান⟫⟪ফুলায়হ⟫-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, আতা' বলেন, অতঃপর আমি কা'ব আল-আহবার-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ফলে তিনিও ভিন্ন শব্দে একই উত্তর প্রদান করেছেন।

১৩১৪. আহমাদ ৬৫৮৫।

১৩১৫. বুখারী ২১২৫।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

১২০. ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর। বল, 'আল্লাহ্‌র দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও এদের ইচ্ছে অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধ হতে রক্ষা করার মত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না'।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২১. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যথাযথভাবে কিতাব তিলাওয়াত করে, তারাই এতে বিশ্বাস পোষণ করে, আর যারা এর প্রতি অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

ইবনু জারীর বলেছেন, "আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ **"ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর।"** অর্থাৎ, 'ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানরা তোমার উপর খুশি হবেনা, হে মুহাম্মাদ! কাজেই, যা তাদেরকে খুশি করে ও তুষ্ট করে তা খুঁজিওনা, কাজেই আল্লাহ তোমাকে যে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দিকে তাদেরকে আহ্বান ক'রে যা আল্লাহকে খুশি করে তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাক।'

আল্লাহর কথা, ﴿قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى﴾ **"বল, 'আল্লাহ্‌র দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ"** অর্থাৎ, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! বল, আল্লাহর হিদায়াত– যা দিয়ে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন-সত্যিকারের হিদায়াত, অর্থাৎ সোজা, যথার্থ এবং প্রশস্ত দ্বীন।'[১৩১৬] কাতাদাহ বলেছেন যে, আল্লাহর কথা: ﴿قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى﴾ **"বল, 'আল্লাহ্‌র দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ"** আর তা হচ্ছে 'যুক্তিপূর্ণ সত্যকথা যা আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন যা তারা পথবিচ্যুত লোকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত।'[১৩১৭]

৫৯৫. (সহীহ): কাতাদাহ বলেছেন, "আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْتَتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল সত্যের পথে লড়াই করবে, তারা সেই লড়াইয়ে বিজয়ী হবে। তাদের শত্রুগণ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৩১৮] এ হাদীস্র বুখারীতে সংগৃহিত হয়েছে এবং আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত।[১৩১৯]

﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ﴾ **"এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও এদের ইচ্ছে অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধ হতে রক্ষা করার মত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।"** এ আয়াত মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান লাভের পরেও ইয়াহূদী ও নাসারাদের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হতে,

---

১৩১৬. তাবারী ২/৫৬২।

১৩১৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫৬।

১৩১৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫৫, বুখারী ৭৩১১, মুসলিম ১৯২৪, উক্ত হাদীসটির একাধিক শাহিদ হাদীসও রয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন– আবূ দাউদ ৪২৫২, ইবনু মাজাহ ১০। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৩১৯. ৭৩১১, মুসলিম ১৯২৪।

আল্লাহ আমাদেরকে এমন আচরণ হতে রক্ষা করুন। যদিও আয়াতের কথাগুলো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর বিধান গোটা উম্মাহ্র জন্য প্রযোজ্য।

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত ملتهم শব্দদ্বয় দ্বারা একদল ফকীহ প্রমাণ করেন যে, সকল প্রকারের কুফর এক মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা এই দুই জাতির পৃথক দুটি ধর্মকে বুঝানোর জন্যে ملة (একটি ধর্ম) শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। তা একবচন শব্দ বিধায় প্রমাণিত হয় কুফরী যত প্রকারই হোক না কেন তারা মূলত একই মিল্লাতের বিভিন্ন শাখা মাত্র। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ **"তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য আর আমার জন্য আমার পথ।"** উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিভিন্ন দীনের প্রতি একবচন শব্দ دين (একটি দীন) প্রয়োগ করেছেন। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকারের কুফর মূলত একটি মাত্র ধর্ম বা দ্বীন।

উপরোল্লোখিত **মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ)** এবং এক রিওয়ায়াত **অনুসারে আহমদ (রহঃ) বলেন, মুসলিম ও অমুসলিম এদের একে অপরের উত্তরাধিকারী না হলেও এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে।** ইমাম মালিক এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী **ইমাম আহমাদ বলেন, এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের** কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তারা **বলেন, হাদীসে এরূপ নির্দেশই** রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সঠিক তিলাওয়াতের অর্থ

আল্লাহ বলেছেন: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ **"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যথাযথভাবে কিতাব তিলাওয়াত করে"** আবদুর রায্যাক ◊মা'মার◊কাতাদাহ◊ থেকে বলেন, "তারা **ইয়াহূদী** ও খ্রীষ্টান।" এটা আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলামের মত, আর ইবনু জারীরও এটা পছন্দ **করেছেন।** সাঈদ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন, "তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গী-সাথী।"

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊আমার পিতা (আবূ হাতিম)◊ইবরাহীম বিনমূসা ও আবদুল্লাহ বিন ইমরান আল-আসবিহানী◊ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান◊উসামাহ বিন যায়দ◊তার পিতা যায়দ◊উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)◊ তিনি ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন জান্নাতের আলোচনা হবে তখন আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে, আর যখন জাহান্নামের আলোচনা হবে তখন জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।[১৩২০]

আবুল আলিয়াহ বলেছেন যে, ইবনু মাসঊদ বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ! সঠিক তিলাওয়াত হচ্ছে তা যা তা হালাল করে হালাল রাখে, যা তা হারাম করে তা নিষেধ করে, যেভাবে আল্লাহ তা নাযিল করেছেন সেভাবে তিলাওয়াত করা, কোন শব্দকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন না করা এবং তা প্রকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্যভাবে ব্যাখ্যা না করা।"[১৩২১] অনুরূপভাবে ◊আবদুর রায্যাক◊মা'মার◊কাতাদাহ ও মানসূর ইবনুল মু'তামির ◊ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সুদ্দী সংবাদ দিয়েছেন আবূ মালিক

১৩২০. সানাদে যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীব গ্রন্থে বলেন, তিনি হাদীস হিফয করার পূর্বে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তাছাড়া তিনি উমার (রাঃ) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। সুতরাং উসামাহ'র দুর্বলতা ও সানাদে ইনকিতা' হওয়ার কারণে আসারটি দুর্বল।

১৩২১. তাবারী ২/৫৬৭।

হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে যিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, "তারা হালাল করে যা তা হালাল করে, আর তারা নিষেধ করে যা তা হারাম করে আর তারা তার শব্দাবলীর পরিবর্তন করেনা।"[১৩২২] ইবনু আবী হাতিম বলেন, ইবনু মাসউদ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। হাসান আল-বাস্রী বলেন, আল্লাহর কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করার তাৎপর্য হচ্ছে তার নিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المحكمة) উপর আমল করা এবং অনিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المتشابهات) প্রতি ঈমান রাখা আর তার যে অংশের অর্থ ও তাৎপর্য বোধগম্য হয় না তা বুঝার জন্য সে বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমের কাছে যাওয়া।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮আবূ যুরআহ❯❮ইবরাহীম বিন মূসা❯❮ইবনু আবী যাইদাহ❯❮দাউদ বিন আবূ হিন্দ❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সেটি যথাযথভাবে মেনে চলা। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا এ আয়াতের অন্তর্গত تَلَا ক্রিয়াটি যেরূপে 'অনুসরণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত ক্রিয়াটিও সেরূপে অনুসরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইকরিমাহ, আতা', মুজাহিদ, আবূ রাযীন এবং ইব্রাহীম আন নাখঈ থেকেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।

সুফইয়ান আস স্বাওরী বলেন, ❮যুবায়দ❯❮মুররাহ❯❮আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যথাযথভাবে কুরআনের অনুসরণ করা।

৫৯৬. (বাতিল): ইমাম কুরতুবী বলেন, ❮নাস্র বিন ঈসা❯❮মালিক❯❮নাফি'❯❮ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ ﴿يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, يتبعونه حق إتباعه অর্থাৎ তারা সেটিকে যথোচিতভাবে মেনে চলে।[১৩২৩] অতঃপর ইমাম কুরতুবী বলেন, প্রসিদ্ধ রাবী ও সমালোচক খতীবের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত রিওয়ায়াতের সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। তবে তার বক্তব্যের বিষয় স্বহীহ ও সঠিক। আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে মেনে চলে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে আল্লাহর কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করার তাৎপর্য হচ্ছে, রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহর নিকট রহমতের জন্য দোয়া করা এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আযাব হতে আল্লাহ তাআ'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৫৯৭. (স্বহীহ): এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تَعَوَّذَ

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআন মজীদকে এভাবেই তিলাওয়াত করতেন। তিনি রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহ তাআ'লার নিকট রহমতের জন্য দোয়া করতেন এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহ তাআ'লার নিকট আযাব হতে আশ্রয় চাইতেন।[১৩২৪]

আল্লাহর বাণী ﴿أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ﴾ **"তারা ওরাই যারা তাতে বিশ্বাস করে"** আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছে নিম্নলিখিত আয়াতকে ﴿اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ﴾ **"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যথাযথভাবে কিতাব তিলাওয়াত করে"** এ আয়াতগুলোর অর্থ, "আহলে কিতাবদের ঐ লোকেরা যারা

১৩২২. তাবারী ২/৫৬৭।
১৩২৩. তাফসীরে কুরতুবী ২/৯৫, অনুরূপ ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযানেও (৪/২৫৩) উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক**: বাতিল
১৩২৪. তানকীহুত তাহকীক লিয যাহাবী ১৬৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৯১৩, স্বহীহ আল-জামি' ৪৭৮২। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

কিতাবগুলোকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যা পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারাই তাতে বিশ্বাস করবে যা দিয়ে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, হে মুহাম্মাদ!" আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾

"তারা যদি তাওরাত ইঞ্জিল আর তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার নিয়ম-বিধান প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তাদের উপর থেকে আর তাদের পায়ের নীচ থেকে আহার্য পেত।"[১৩২৫] নিম্নলিখিত আয়াত ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ **"বল, হে গ্রন্থধারীগণ! তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল আর তোমাদের রবের নিকট হতে যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তির উপরই দণ্ডায়মান নও।"** অর্থাৎ "তোমরা যদি তাওরাত ও ইঞ্জিলকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধর, সেগুলোতে বিশ্বাস কর যেভাবে বিশ্বাস করা উচিত, এবং মুহাম্মাদের নবুয়ত সম্পর্কে সেগুলোতে যে খবর দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস কর তাঁর বর্ণনা, তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ, তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন কর, তাহলে তা তোমাদেরকে এ জীবনে এবং পরকালে সত্য ও পুণ্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার পথে পরিচালিত করবে।" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾

"যারা প্রেরিত উম্মী নাবীকে অনুসরণ করবে যা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পাবে।"[১৩২৬] এবং

﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝﴾

"বল, 'তোমরা কুরআন বিশ্বাস কর কিংবা বিশ্বাস না কর, ইতঃপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন কুরআন পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তারা অধোমুখে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে।' আর তারা বলে, 'আমাদের রব্ব মহান, পবিত্র; আমাদের রব্বের ও'য়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।"[১৩২৭] এ সব আয়াত ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই ঘটবে। আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝﴾

"এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা (অর্থাৎ তাদের কতক লোক) তাতে বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যখন তা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে- আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ সত্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত), এর পূর্বেই আমরা আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু'বার দেয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করে আর আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তাথেকে তারা ব্যয় করে।"[১৩২৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৩২৫. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৬৬।
১৩২৬. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৭।
১৩২৭. সূরাহ ইসরা, ১৭:১০৭-১০৮।
১৩২৮. সূরাহ কসাস, ২৮:৫২-৫৪।

﴿اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ﴾

"এবং আহলে কিতাব ও উম্মীগণকে বল, 'তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ'? অতঃপর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে আর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"[১৩২৯] আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾ **"আর যারা এর প্রতি অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"** যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন, ﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ﴾ **"যারাই এটাকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই হল তাদের প্রতিশ্রুত স্থান।"**[১৩৩০]

৫৯৮. (স্বহীহ): স্বহীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নাবী (ﷺ) বলেছেন:

"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ: يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي، إِلَّا دَخَلَ النَّارَ"

সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ইয়াহুদী হোক আর খৃস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।[১৩৩১]

১২২. হে বানী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর, যে দিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষ হতে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও সুপারিশ ফল দিবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

এ সূরার প্রথমে আমরা একই রকমের একটি আয়াত উল্লেখ করেছি আর এখানে এটি উল্লেখিত হয়েছে উম্মী নাবী ও রসূলকে অনুসরণ করার গুরুত্বের প্রতি তাগিদ দেয়ার উদ্দেশ্যে, আহলে কিতাবদের জন্য তাদের কিতাবগুলোতে যাঁর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাঁর বৈশিষ্ট্য, নাম, তাঁর সম্পর্কিত সুসংবাদ এবং তাঁর উম্মতের বিবরণ। আল্লাহ এ সব খবর বাদ দেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন, যা ঐ সব অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাদেরকে করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের ধর্মীয় কার্যাবলী এবং কিভাবে তিনি তাদেরকে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন তা স্মরণ করার জন্য। তাদের চাচাতো ভাই আরবগণকে আল্লাহ যা দিয়েছেন তার জন্য তাদের হিংসা করা উচিত নয় সর্বশেষ নাবী আরব হওয়ার কারণে। হিংসা যেন তাদেরকে উত্তেজিত না করে তাঁর বিরোধিতা বা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে কিংবা তাঁকে অনুসরণ না করতে, আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত।

১২৪. এবং স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে সেগুলো পূর্ণ করল, তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি

وَإِذِ ابْتَلٰٓى إِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗ قَالَ

১৩২৯. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:২০।
১৩৩০. সূরাহ হূদ, ১১:১৭।
১৩৩১. মুসলিম ১৫৩।

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'। ইব্‌রাহীম আরয করল, 'আর আমার বংশধর হতেও'? নির্দেশ হল, আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।

ইবরাহীম খলীল জনগণের ইমাম ছিলেন

আল্লাহ্ আমাদেরকে ইবরাহীম খলীলের মর্যাদার সংবাদ দিচ্ছেন যাঁকে তিনি মানুষদের ইমাম ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ করেছিলেন, যেভাবে তিনি তাঁর জীবন পরিচালনা করেছিলেন এবং তাওহীদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তার কারণে। এ মর্যাদা নাবী ইবরাহীমকে তখন দেয়া হয়েছিল যখন তিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুগত হয়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহ্ বলেছেন, ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন।"** এ আয়াতের অর্থ, হে মুহাম্মাদ! পৌত্তলিক ও আহলে কিতাবদের স্মরণ করিয়ে দাও যারা ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী বলে ভান করে, কিন্তু বাস্তবে তারা তা অনুসরণ করেনা, যেখানে, হে মুহাম্মাদ, তুমি ও তোমার অনুসারীরা তাঁর ধর্মের প্রকৃত অনুসারী, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও ঐ সব আদেশ নিষেধের কথা যা দিয়ে আমি ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেছিলাম। فَأَتَمَّهُنَّ **(যা সে পূর্ণ করেছিল)** বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আল্লাহর সকল নির্দেশ পালন করেছিলেন। আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন: ﴿وَإِبْرٰهِيمَ الَّذِي وَفّٰى﴾ **"আর ইব্‌রাহীমের (কিতাবের খবর) যে (ইব্‌রাহীম) ছিল পুরোপুরি দায়িত্ব পালনকারী।"**[১৩৩২] অর্থাৎ সে ছিল বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রতি অনুগত। আল্লাহ্ আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾

"ইব্‌রাহীম ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্‌র নি'য়ামাতরাজির জন্য শোকরগুযার। আল্লাহ্ তাকে বেছে নিয়েছিলেন আর তাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম, আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তোমার প্রতি ওয়াহী করছি যে, তুমি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ কর; আর সে তো মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।"[১৩৩৩] আল্লাহ্ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّنِي هَدٰنِي رَبِّي إِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾

"বল, আমাকে আমার রব্ব সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন (যা) সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের পথ। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[১৩৩৪] এবং

﴿مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

"ইব্‌রাহীম না ইয়াহূদী ছিল, না নাসারা, বরং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয় ইব্‌রাহীমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সেই লোকেরাই অধিক হকদার যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী, আর যারা ঈমান এনেছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।"[১৩৩৫]

১৩৩২. সূরাহ নাজম, ৫৩:৩৭।
১৩৩৩. সূরাহ নাহল, ১২০-১২৩।
১৩৩৪. সূরাহ আনআম, ৬:১৬১।

আল্লাহ বলেন, بِكَلِمٰتٍ **কতিপয় বিষয়ে** যার অর্থ 'আইনবিধান, আদেশ ও নিষেধসমূহ।" **'শব্দাবলী'**- যা এখানে উল্লেখিত হয়েছে- দ্বারা কখনও বুঝায় যা আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন, যেমন মারইয়াম সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ﴾ **"সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহে (তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীলে) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। সে ছিল অনুগত ও বিনতদের অন্ত র্ভুক্ত।"**[১৩৩৬] "কালিমাত" শব্দটি আল্লাহর আইনও বুঝায়, যেমন আল্লাহর কথা, ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا﴾ **"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ।"**[১৩৩৭] অর্থাৎ, তাঁর বিধান। "শব্দাবলী" সত্য সংবাদও বুঝায় অথবা সঠিক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাও বুঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে সেগুলো পূর্ণ করল"** অর্থাৎ, সে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরল। আল্লাহ বলেন, ﴿اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا﴾ **"আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি।"** ইবরাহীমের সৎ কাজের পুরস্কারস্বরূপ, দৃঢ়ভাবে নির্দেশ পালন করা এবং নিষেধসমূহ পরিত্যাগ করা। এজন্য আল্লাহ ইবরাহীমকে মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং ইমাম করেছিলেন যাঁর কাজকর্ম ও পথের অনুসরণ করতে হবে।

ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে কোন্ 'কালিমা' (কী কথা) দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল?

আল্লাহ কোন্ কথাগুলো দিয়ে ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকগুলো মতামত ইবনু 'অব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি আরোপ করা হয়। যেমন 'আবদুর রায্যাক বলেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, **"আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন (হজ্জের) নিয়মকানূন দ্বারা।"**[১৩৩৮] আবূ ইসহাক একই সংবাদ দিয়েছেন।[১৩৩৯] **আবদুর রায্যাক আরো বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস** (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: ﴿وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন"** অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে তাহারাত (পবিত্রতা ওযু) দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ঃ মাথায় ৫টি, শরীরে ৫টি। মাথারগুলো হচ্ছে গোঁফ কাটা, পানি দিয়ে মুখ ধোয়া, নাকে পানি নেয়া ও নাক ঝাড়া। মিসওয়াক ব্যবহার করা এবং মাথা আঁচড়ানো। শরীরেরগুলো হচ্ছে নখ কাটা, গুপ্ত লোম পরিষ্কার করা, খাতনা করা, বগলের লোম তুলে ফেলা, এবং পেশাব পায়খানার পরে পানি দিয়ে ধোয়া।"[১৩৪০] আবূ হাতিম বলেছেন, "একই কথা বলা হয়েছে সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, শা'বী, নাখঈ, আবূ স্বালিহ, আবূ জাল্দ প্রভৃতি হতে।"[১৩৪১]

৫৯৯. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম একই রকম কথা আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন যিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

১৩৩৫. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৬৭-৬৮।
১৩৩৬. সূরাহ তাহরীম, ৬৬:১২।
১৩৩৭. সূরাহ আনআম, ৬:১১৫।
১৩৩৮. তাবারী ৩/১৩।
১৩৩৯. তাবারী ৩/১৩।
১৩৪০. মুস্বান্নাফ আবদুর রায্যাক ১/৭৫।
১৩৪১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৫৯।

১. গোঁফ খাটো রাখা, ২. দাড়ি লম্বা রাখা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, ৫. নখ কাটা, ৬. আঙ্গুলের গিরাগুলো ধৌত করা, ৭. বগলের লোম তুলে ফেলা, ৮. গুপ্তস্থানের লোম মুণ্ডন করা, ৯. মলমূত্র ত্যাগ করার পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা। (১০) দশম কাজটি কী তা আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ভুলে গিয়েছেন,তিনি বলেন, সম্ভবত তা কুলি করা। ওয়াকি' বলেন, إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ: মল-মূত্র ত্যাগ করার পর তার নির্গমন স্থান পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।[১৩৪২]

৬০০. (সহীহ): সহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটি ঃ খাত্না করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ খাটো করা।এই শব্দগুলো মুসলিমের।[১৩৪৩]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹ইউনুস বিন আবদুল আ'লা⟩ইবনুওয়াহব⟩ইবনু লাহীআহ⟩ইবনু হুবায়রাহ⟩হোনাশ বিন আবদুল্লাহ আস স্নানআনী⟩ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩৹ তিনি ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন"**এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে দশটি আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। সেগুলোর মধ্য হতে ছয়টি মানব দেহের সাথে সম্পর্কিত এবং চারটি হজ্জের সাথে সম্পর্কিত। মানব দেহের সাথে সম্পর্কিত ছয়টি আদেশ হলো: গুপ্ত স্থানের লোম চেঁছে ফেলা; বগলের লোম তুলে ফেলা; খাতনা করা। রাবী ইবনু হুবায়রাহ বলেন, উক্ত তিনটি মিলে দুটি হচ্ছে। আর নখ কাটা; গোঁফ খাটো করা; মিসওয়াক করা; এবং জুমুআর দিনে গোসল করা। হজ্জের সাথে সম্পর্কিত চারটি আদেশ হচ্ছে এই: বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা; সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে ইফাযা করা।

দাউদ বিন আবূ হিন্দ বর্ণনা করেছেন ইকরিমাহ বলেন, একদা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে সকল আদেশ নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন সে সকল আদেশ নিষেধের পরীক্ষায় একমাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ছাড়া অন্য কেউ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হতে পারেনি। তাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন"** আমি (ইকরিমাহ) প্রশ্ন করলাম: যে সকল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে পরীক্ষা করেছেন সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, ইসলাম ত্রিশটি অঙ্গ অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ নিয়ে গঠিত। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে ইসলামের সেই ত্রিশটি আদেশ নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে:

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾

"তারা অনুশোচনাভরে (আল্লাহ্র দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী, 'ইবাদাতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকু'কারী, সাজদাহ্কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অন্যায় কাজ হতে নিষেধকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী, কাজেই (এসব) মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।"[১৩৪৪]

১৩৪২. মুসলিম ২৬১।

১৩৪৩. বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ২৫৭, আদাবুল মুফরাদ ১২৯২, শুআবুল ঈমান ৬৪৪২, জামিউল আহাদীস ১৪৮৭৬, জামিউল উসূল ২৯২৮, তুহফাতুল আশরাফ ১২১৩৬, ইরওয়াউল গালীল ১/১১২/হাঃ ৭৩। **তাহকীক আল-বানীঃ** সহীহ।

১৩৪৪. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১১২।

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হতে দশটি আদেশ নিষেধ রয়েছে সূরা মু'মিনূনের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে (অর্থাৎ নয়টি আয়াতে)–

﴿الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿۷﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ﴿۹﴾﴾

"যারা নিজেদের স্বলাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে। যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত, কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। এগুলোর অতিরিক্ত যারা কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানাত ও ওয়াদা পূর্ণ করে। আর যারা নিজেদের স্বলাতের ব্যাপারে যত্নবান।"[১৩৪৫]

এবং সূরা মাআরিজের কয়েকটি আয়াতে যথা:

﴿اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۲۲﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ﴿۲۳﴾ وَالَّذِيْنَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ﴿۲۴﴾ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ﴿۲۵﴾ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿۲۶﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ﴿۲۷﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿۲۸﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿۲۹﴾﴾

"তবে স্বলাত আদায়কারীরা এ রকম নয়, যারা তাদের স্বলাতে স্থির সঙ্কল্প, যাদের ধন-সম্পদে একটা সুবিদিত অধিকার আছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের, যারা বিচার দিবসকে সত্য মানে।যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত কম্পিত, তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন যে তাথেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা যায় না,যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে।"[১৩৪৬]

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হতে দশটি আদেশ নিষেধ সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে:

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾﴾

"মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাপালনকারী পুরুষ ও রোযাপালকারী নারী, যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গের সুরক্ষাকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী- আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[১৩৪৭]

অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তাআলার সকল আদেশ নিষেধই পালন করেছিলেন, এতে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য দোযখ হতে মুক্তি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰۤى ﴿۳۷﴾﴾ **"আর ইব্‌রাহীমের (কিতাবের খবর) যে (ইব্‌রাহীম) ছিল পুরোপুরি দায়িত্ব পালনকারী।"**[১৩৪৮]

১৩৪৫. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:২-৯।
১৩৪৬. সূরাহ মাআরিজ, ৭০:২২-২৯।
১৩৪৭. সূরাহ আহ্‌যাব, ৩৩:৩৫।
১৩৪৮. সূরাহ নাজম, ৫৩:৩৭।

হাকাম, ইমাম আবূ জা'ফর, ইবনু জারীর এবং ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন আবী হাতিম এরা সকলে উক্ত রিওয়ায়াতটি উপরোক্ত রাবী দাউদ বিন আবী হিন্দ থেকে পূর্বোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সানাদাংশে এবং বিভিন্নরূপে অধস্তন সানাদাংশে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ⋄(মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ)(সাঈদ অথবা ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))⋄ বলেছেন, "আল্লাহ যে কথাগুলো দিয়ে ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি তা বাস্তবায়িত করেছিলেন সেগুলো ছিল ঃ তাঁর (অবিশ্বাসী) লোকদেরকে পরিত্যাগ করা যখন আল্লাহ তা করতে বললেন, আল্লাহর ব্যাপারে (ব্যাবিলনের রাজা) নমরূদের সঙ্গে বিরোধ করা, ধৈর্যধারণ করা যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (যদিও তা ছিল প্রচণ্ড গরম,) স্বদেশ পরিত্যাগ করা যখন আল্লাহ তাঁকে তা করতে আদেশ করলেন, আল্লাহর নির্দেশে অতিথিদের আপ্যায়নের খরচ বহনে ধৈর্যধারণ করা এবং স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করার জন্য তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ যখন ইবরাহীমকে একথাগুলো দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং তিনি যখন আরো বড় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তখন আল্লাহ তাকে বললেন: ﴿أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ **"তুমি আত্মসমর্পণ কর', উত্তরে সে বলল, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"**[১৩৪৯] যদিও এর অর্থ ছিল লোকদেরকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া।"[১৩৫০]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⋄(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ)(আবূ রাজা')(হাসান আল-বাসারী)⋄ তিনি ﴿وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে চন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে হিজরতের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে খাতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাকে তার পুত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার কার্যে তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

ইবনু জারীর বলেন, ⋄(বিশর বিন মুআয)(ইয়াযীদ বিন যুরায়')(সাঈদ)(কাতাদাহ)(হাসান আল-বাসরী)⋄ তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে বিষয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করেছেন, তিনি তাতেই কৃতকার্য হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন, তিনি তাতে কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, তাঁর প্রতিপালক প্রভু চিরঞ্জীব ও অনন্ত। যে সত্তা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মিথ্যা মা'বূদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই সত্তার দিকে মুখ করেছেন। আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে হিজরতের আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় জান্মভূমি ও স্বীয় জাতিকে ত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে যান। তার হিজরতের পূর্বে আল্লাহ তাকে আগুনের মাধ্যমেও পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাতেও কৃতকার্য হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার পুত্রকে যবেহ করতে আদেশ করার মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাতে কৃতকার্য হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে খাতনার নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাতেও কৃতকার্য হয়েছেন।

১৩৪৯. সূরাহ বাকারা, ২:১৩১।
১৩৫০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৬০।

আবদুর রায্যাক বলেন, ◊[মা'মার][জনৈক রাবী যিনি হাসান আল-বাসরীর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন][হাসান আল-বাসারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]◊ তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে তার পুত্রের যবেহ, আগুন, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন। আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইবনু বাশশার][সোলম বিন কুতায়বাহ][আবূ হিলাল][হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]◊ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁকে ধৈর্যশীল ও সত্যের প্রতি অবিচল পেয়েছেন। আওফী তার তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে একটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ **"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাব।"** সেগুলোর মধ্য হতে আরেকটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ **"আর (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল।"** সেগুলোর মাঝে কয়েকটি হচ্ছেঃ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি প্রদত্ত হজ্জ সম্পর্কিত আদেশ; ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্যে নির্ধারিত স্থান; বায়তুল্লাহ'র চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলার রিযিক দান এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর দীনসহ প্রেরণ করা। এই বিষয়গুলো কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ][শাবাবাহ][ওয়ারাকাহ][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)]◊ তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, আমি তোমাকে একটি বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। সেটা কী হবে বলো? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, তুমি কি আমাকে লোকদের ইমাম বানাবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমার বংশধরদের মধ্য হতেও? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তবে জালিমগণ অর্থাৎ (কাফিরগণ) আমার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র নয়। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, তুমি কি কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য পুণ্যস্থান বানাবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আর সেটিকে শান্তি নিকেতন বানাবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমাদের দুজনকে (অর্থাৎ পিতা-পুত্রকে) তোমার প্রতি অনুগত বানাবে এবং বংশধরদের মধ্য হতে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, মক্কার অধিবাসীদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে তাদেরকে ফলসমূহ হতে রিযিক দিবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। রাবী ইবনু আবী নাজীহ বলেন, উক্ত রিওয়ায়াত আমি ইকরিমাহর নিকট থেকে শুনে সেটি মুজাহিদের নিকট উপস্থাপন করলে তিনি তার বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। ইমাম ইবনু জারীর সেটি মুজাহিদ হতে ইবনু আবী নাজীহ এই উর্ধ্বতন সানাদাংশে এবং একাধিক অধস্তন সানাদে বর্ণনা করেছেন।

সুফইয়ান আস স্রাওরী বলেন, ◊[ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ]◊ তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন, তার বর্ণনা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ **"অতঃপর সে সেগুলো পূর্ণ করল, তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'। ইব্‌রাহীম আরয করল, 'আর আমার বংশধর হতেও'? নির্দেশ হল, আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"**

রাবী' বিন আনাস হতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে তার বর্ণনা করেছেনঃ ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ **"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাব।"**

﴿وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম"**। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى﴾ **"এবং বললাম, 'মাকামে ইব্রাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** আল্লাহ তাআলা বলেন, وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴿لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ **"এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, 'আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহ্‌কারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।"** উপরোক্ত শব্দাবলী যেগুলোর মাধ্যমে তিনি ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কে পরীক্ষা করেছেন।

সুদ্দী বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কে তাঁর রব যে বিষয়ের মাধ্যমে পরিক্ষা করেছেন, সেগুলো নিম্নরূপ:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা'। হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইমাম মালিকের মুআত্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, সর্বপ্রথম খতনা করেন ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথি সেবা করেন, তিনিই সর্বপ্রথম নখ কাটেন, তিনিই সর্বপ্রথম গোঁফ খাটো করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন। তিনি (স্বীয় মস্তকে) বার্ধক্যের চিহ্ন দেখে আল্লাহ তাআলার নিকট আরয করলেন হে প্রভু! এটা কী? আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা সম্মানের প্রতীক। তিনি বললেন, হে প্রভু! আমাকে আরও সম্মান দান কর।

ইবনু আবী শায়বাহ উল্লেখ করেছেন, ﴾সা'দ বিন ইবরাহীম﴿ তার পিতা (ইবরাহীম)﴾ বলেন, সর্বপ্রথম **মিম্বারের খুৎবা প্রদান করেছেন ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)**। এক ব্যক্তি (নাম উহ্য) বলেন, সর্বপ্রথম প্রতিনিধি প্রেরণ **করেন ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম), তিনিই সর্বপ্রথম** তালোয়ার দ্বারা আঘাত করেন (অর্থাৎ জিহাদ করেন), তিনিই **সর্বপ্রথম মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম** মল-মুত্র ত্যাগ করার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তিনিই **সর্বপ্রথম** পায়জামা পরিধান করেন।

৬০১. (দঈফ জিদ্দান): মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنْ أَتَّخِذِ الْمِنْبَرَ فَقَدِ اتَّخَذَهُ أَبِي إِبْرَاهِيمُ، وَإِنْ أَتَّخِذِ الْعَصَا فَقَدِ اتَّخَذَهَا أَبِي إِبْرَاهِيمُ

আমি মিম্বার ব্যবহার করলে কী অন্যায়? আমার পিতা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)ও ইতঃপূর্বে এটি ব্যবহার করেছেন। আর আমি লাঠি ব্যবহার করিলে কী ক্ষতি? আমার পিতা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)ও ইতঃপূর্বে লাঠি ব্যবহার করেছেন।[১৩৫১]

আমি(ইবনু কাসীর) **বলছি:** উপরোক্ত হাদীস্র সহীহ হিসেবে প্রমাণিত নয়। আল্লাহ অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৩৫১. মুসনাদ আল-বাযযার ২৬৩২, কাশফুল আসতার ৬৩৩, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামিইল উসূল ওয়া মাজমা' আয-যাওয়াইদ ১৯১৪, তাবারানী ২০/১৬৭, সানাদের মাঝে 'মূসা বিন মুহাম্মাদ আত তায়মী' রয়েছেন, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। হায়স্রামী তার 'মাজামা" গ্রন্থে (২/১৮১) বলেন, তিনি অত্যন্ত দুর্বল। শায়খ আলবানী হাদীস্রটিকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দেখুন দঈফ আল-জামি' ১২৮৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান।

ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের বর্ণনা শেষ করার পর তাতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শারীআতে কী কী বিধান রয়েছে এবং শরীআতে সেগুলোর স্থান কোথায় তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যার সবগুলো অথবা সেগুলোর যে কোন একটি স্বহীহ ও সঠিক হতে পারে। স্বহীহ হাদীস্ব অথবা সর্বসম্মত অভিমত (اجماع)-এর সাহায্য ব্যতীত সেগুলোর কোন একটি ব্যাখ্যাকে নির্দিষ্ট করে স্বহীহ ও সঠিক বলা যায় না। বস্তুত উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের কোনটিই এক বা একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস্ব দ্বারা প্রমাণিত নয়। উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র একজন রাবী অথবা একাধিক স্বল্প সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস্ব-এর উপর আমল করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস্বের উপর আমল করা ওয়াজিব।

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, অবশ্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এরূপ দুটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যা স্বহীহ হলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচিত হতে পারত। রিওয়ায়াত দুটির একটি হচ্ছে:

৬০২. ∘[আবূ কুরায়ব][রিশদীন বিন সা'দ][যাব্বান বিন ফাইদ][সাহল বিন মুআয বিন আনাস]∘ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে বলব, কেন আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে স্বীয় خليل (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) নামে আখ্যায়িত করেছেন? কোন্ ইবরাহীম? যিনি সকল বাঞ্ছিত কঠিন কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছিলেন। তাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় খলীল নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তিনি বলেন:

﴿فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِیۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَحِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَعَشِیًّا وَّحِیۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾﴾

"অতএব তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও জমিনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই।"[১৩৫২]

৬০৩. (দঈফ): আরেকটি রিওয়ায়াত হচ্ছে: ∘[আবূ কুরায়ব][হাসান][আতিয়্যাহ][ইসরাঈল][জা'ফার ইবনুয যুবায়র][কাসিম][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∘ তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের বললেন,

{وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} أَتَدْرُونَ مَا وَفَّى؟". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "وَفَّى عَمَلَ يَوْمِهِ، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي النَّهَارِ

﴿وَاِبۡرٰهِیۡمَ الَّذِیۡ وَفّٰۤی ﴿۳۷﴾﴾ **"আর ইব্‌রাহীমের (কিতাবের খবর) যে (ইব্‌রাহীম) ছিল পুরোপুরি দায়িত্ব পালনকারী।"**[১৩৫৩] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্বন্ধে বলেছেন 'ইবরাহীম পূর্ণ করেছিল'। তোমরা কি বলতে পার ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কী পূর্ণ করেছিলেন? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন তিনি প্রতিদিন দিনের বেলায় চার রাকাআত স্বলাত আদায় করতেন। সেটাই তিনি পূর্ণ করেছিলেন।[১৩৫৪] উক্ত রিওয়ায়াতটি আদম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ∘[হাম্মাদ বিন সালামাহ ও আবদ বিন হুমায়দ][য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ][হাম্মাদ বিন সালামাহ][জা'ফার ইবনুয যুবায়র]∘-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৩৫২. সূরাহ রূম, ৩০:১৭। তাবারী ১৯৪০, সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, সানাদে রিশদীন বিন সা'দ অত্যন্ত দুর্বল। তার উসতায যাব্বান বিন ফাইদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। যাব্বান-এর উসতায সাহল বিন মুআয সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, যাব্বানের সূত্র ব্যতীত তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৩৫৩. সূরাহ নাজম, ৫৩:৩৭।

১৩৫৪. তাবারী ১৯১৪, আল-ফাতওয়া আল-হাদীসিয়্যাহ লিল হায়ওয়ানী ১/২৮১/হা ৩। সানাদটি প্রত্যাখ্যাত। হাদীস্বটি ইবনু জারীর (২৭/৪৩/১৯৩৯), তারিখ (১/২৮৬) 'ইসরাঈল বিন য়ূনুস'-এর সূত্রে, ইবনু আবী হাতিম, আদাম বিন ইয়াস ও আবদ বিন হুমায়দ তাদের তাফসীরে 'হাম্মাদ বিন সালামাহ' থেকে, ইবনুল আসাকির তার তারিখে (৬/২১৩, ২১৪) 'ইয়াযীদ বিন হারূন' ও 'মাক্কি বিন ইবরাহীম'-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তারা সকলে ∘[জা'ফার ইবনুয যুবায়র][কাসিম][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∘

ইমাম ইবনু জারীর উপরোল্লিখিত রিওয়ায়াতদ্বয় উল্লেখ করার পর সেটিকে দুর্বল রিওয়ায়াত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন উক্ত রিওয়ায়াতদ্বয়ের দুর্বলতাকে উল্লেখ না করে সেটিকে শুধু বর্ণনা যায়েয নয়। সেটি কয়েক দিক দিয়ে দুর্বল। তার সানাদদ্বয়ের প্রতিটি সানাদেই একাধিক দুর্বল রাবী রয়েছে। উক্ত রিওয়ায়াতদ্বয়ের বক্তব্য বিষয়সমূহও এরূপ যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেটি দুর্বল রিওয়ায়াত। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর ইমাম ইবনু জারীর বলেন, যদি কেউ বলে যে, মুজাহিদ, আবূ স্বালিহ, ও রাবী' বিন আনাস আলোচ্য আয়াতাংশে যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা অন্যান্য তাফসীরকার কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর স্বহীহ তবে তার কথা উড়িয়ে দেয়া হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যে সকল মাধ্যমে পরীক্ষা করেছিলেন নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ আয়াতসমূহে সেই সকল বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। যেমন: ﴿إِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ **"নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাব।"** কিংবা ﴿وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ **"এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, 'আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহ্‌কারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।"**

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি:** আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইমাম ইবনু জারীরের উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্য হতে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর শক্তিশালী। এতদসম্পর্কিত তার প্রথম অভিমতটি এই যে, আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লিখিত বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সব কয়টিই অথবা সেগুলোর যে কোন একটি স্বহীহ ও সঠিক হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যাকে স্বহীহ ও সঠিক বলে অভিহিত করার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। এতদসম্পর্কিত তার দ্বিতীয় অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীকারগণ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাই অধিকতর স্বহীহ ও সঠিক। বস্তুত আলোচ্য আয়াতের গ্রন্থি-অবস্থিতি (سياق وسبق) **দ্বারা বুঝা যায়, মুজাহিদ প্রমুখ** কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ব্যতীত তার অন্যরূপ স্বহীহ ও সঠিক **ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।**

অন্যায়কারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়

আল্লাহ বলেন যে, ইবরাহীম বলেছিল, ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ﴾ **"এবং আমার সন্তানাদির মধ্য হতেও"** (নেতা বানানোর জন্য); আল্লাহ উত্তর দিলেন, ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"** আল্লাহ যখন ইবরাহীমকে ইমাম করলেন (বিশ্বাসীদের নেতা) তখন ইবরাহীম আল্লাহকে বললেন যে,তার সন্তানাদির মধ্য হতেও যেন নেতা বানানো হয়,আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন,কিন্তু তাকে বললেন যে,তার সন্তানাদির মধ্যে অসৎ লোকও পাওয়া যাবে,তারা কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করবেনা। তাই তারা ইমামও হবেনা, আর অনুসরণের যোগ্যও হবে না(কারণ তারা সৎকর্মশীল হবে না) ।ইবরাহীমের দুআ' যে আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছিল তাঁর প্রমাণ এই যে, আল্লাহ সূরা আনকাবুত- এ বলেছেন: ﴿وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ﴾ **"তার বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবূওয়াত ও কিতাব"**[১৩৫৫] এজন্য আল্লাহ ইবরাহীমের পর যে নাবীই পাঠিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর সন্তানাদির মধ্য

থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদে জা'ফার ইবনুয যুবায়র সম্পর্কে বলেন, জা'ফার ইবনুয যুবায়র তিনি কাসিম তিনি আবূ উমামাহ এই সূত্রে তিনি প্রায় ১০০ হাদীস্রেরও বেশি বানোয়াট হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। শা'বী সহ অন্যান্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

১৩৫৫. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:২৭।

হতে,আর আল্লাহর কিতাব যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা করা হয়েছিল তাদেরই নিকট। যেমন আল্লাহর কথা, ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"** আয়াতটি প্রসঙ্গে খাসীফ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এ আয়াতটি প্রসঙ্গে বলেন, নিশ্চয় অতি শিঘ্রই তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে কিছু যালিম হবে। ইবনু আবী নাজীহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যালিমদেরকে আমি ইমাম বানাব না। অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে, আমি যালিমদেরকে ইমাম বানাব না যাদের ইকতিদা করা হবে। সুফইয়ান মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমন যালিমদের ইমাম করা হবে না যাদের ইকতিদা করা হবে। ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∞[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][মালিক বিন ইসমাঈল][শারীক][মানসূর][মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)]∞ তিনি ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ﴾ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, তার সন্তানদের মধ্য থেকে যারা স্বালিহ (সৎ) হবে তাদেরকে আমি ইমাম বানাব যাদের ইকতিদা (অনুসরণ) করা হবে। কিন্তু যারা যালিম হবে তাদের নিকট আমার এই প্রতিশ্রুতি পৌছবে না। মুজাহিদ বলেন, এস্থলে কোন নির্দিষ্ট নিআমতের প্রতিশ্রুতি উল্লেখিত হয়নি। সেটি যে কোন রূপ নিআমতেরই প্রতিশ্রুতি হতে পারে। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"** আয়াতটি দ্বারা উদ্দেশ্য মুশরিক,অর্থাৎ কোন মুশরিক ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না। ইবনু জুরায়জ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা'বলেছেন, ﴿جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ﴾ **"আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'। ইব্‌রাহীম আরয করল, 'আর আমার বংশধর হতেও?"** আল্লাহ তাআলা তাঁকে জানালেন যে, তিনি তার কোন যালিম বংশধরকে ইমাম বানাবেন না। রাবী বলেন, আমি আতাকে **বললাম তার কী অঙ্গীকার? তিনি বললেন,'বিষয়'।**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∞[**আমর বিন স্বাওর আল-কীসারী][ফোরয়াবী][ইসরাঈল][সিমাক বিন হারব][ইকরিমাহ][ইবনু** আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ বলেন, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) **কে বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্য ইমাম** বানাব। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন জানালেন– আমার বংশধরদের মধ্য হতে কিছু লোককেও **ইমাম** বানাবে। আল্লাহ তাআলা তার আবেদনকে নামঞ্জুর করে বললেন, ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"** আমার প্রতিশ্রুতি জালিমগণ পর্যন্ত পৌছবে না।

∞[মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][সাঈদ অথবা ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ বর্ণনা করেন, ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ তিনি এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে,ইবরাহীমের সন্তানাদির মধ্যে অসৎ লোক আছে,তারা আল্লাহর ওয়াদার ফল লাভ করবে না,তাদের দায়িত্বশীল বানানো হবেনা, যদিও তারা আল্লাহর খলীলের (ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইবরাহীমের) সন্তানাদির মধ্যে। ইবরাহীমের সন্তানাদির মধ্যে এমনও হবে যারা ভাল কাজ করবে এবং এরাই ইবরাহীমের দুআ' থেকে লাভবান হবে। আওফী ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, যালিমরা যুলম করার জন্য তাঁর এই অঙ্গিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইবনু জারীর বলেছেন, ∞[আল-মুস্বান্না][ইসহাক][আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ][ইসরাঈল][মুসলিম আল-আ'ওয়ার][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∞ তিনি ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, অসৎ লোকেরা মানুষের ইমাম হবে না। যদি কোন যালিম তাঁর অঙ্গিকারের আওতায় চলেই আসে তবে তিনি তা ভঙ্গ করে দিবেন। মুজাহিদ, আতা ও মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।

স্বাওরী বলেন, তিনি হারূন বিন আনতারাহ থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যালিমের বিষয়ে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আবদুর রাযযাক বলেন, মা'মার কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ﴾ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, যালিমদের জন্য আখিরাতের নিআমতের

বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। যালিম ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহর কোন নি'আমত পাবে না। তবে দুনিয়াতে সেও আল্লাহর নি'আমত ভোগ করতে পারবে। এ কারণেই দুনিয়াতে সে নিরাপদ থাকে, আহার পায় এবং জীবিত থাকে। ইবরাহীম নাখঈ, আতা, হাসান ও ইকরিমাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

রাবী' বিন আনাস বলেন, যালিমদের জন্য আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তারা আল্লাহর দ্বীন লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَبَٰرَكۡنَا عَلَيۡهِ وَعَلَىٰٓ إِسۡحَٰقَۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحۡسِنٞ وَظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ مُبِينٞ﴾

"আর আমি বরকত দিলাম তাকে আর ইসহাককে; (তাদের দু'জনের) বংশধরদের কতক সৎকর্মশীল, আর কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুমকারী।"[১৩৫৬] এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে সংবাদ দিয়েছেন যে, হে ইবরাহীম তোমার সন্তানদের মধ্যে সকলেই হক্ব-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আবুল আলিয়া, আতা এবং মুকাতিল বিন হায়্যান অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। জুওয়ায়বির দহহাক থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতামূলক শত্রুতা করে সে আমার ইবাদত করবেনা, তবে কেবল মাত্র আমার স্নেহভাজন প্রিয় বান্দাই আমার ইবাদত করবে।

৬০৪. হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, ⟨আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন হামিদ⟩⟨আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-আসাদী⟩⟨সুলায়ম বিন সাঈ আদ-দামাগানী⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨আ'মাশ⟩⟨সা'দ বিন উবায়দাহ⟩⟨আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী⟩⟨আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)⟩ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। ﴿لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ অর্থাৎ একমাত্র সৎকার্য বা সৎ আদেশকে অনুসরণ করতে হবে। অসৎ কার্য বা অসৎ আদেশকে অনুসরণ করা যাবে না।[১৩৫৭]

সুদ্দী বলেন, ﴿لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ অর্থাৎ জালিমগণের নিকট নবুওত সম্পর্কিত আমার কোন প্রতিশ্রুতি পৌছবে না, তারা নবী হতে পারবে না।

ইমাম ইবনু জারীর এবং ইমাম ইবনু আবী হাতিম পূর্বসূরি তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের যে সকল ব্যাখ্যা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উপরে তা উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম ইবনু জারীর বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একদিকে প্রত্যক্ষভাবে বলছেন যে, যালিমদের নিকট ইমামত সম্পর্কিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পৌছবে না এবং তারা ইমামতের ন্যায় মহা নি'আমত লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে তিনি পরোক্ষভাবে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার বংশধরদের মধ্যে যালিম লোকও জন্ম নিবে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যে, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ইবনু খুওয়ায়য মিনদাদ মালিকী বলেন, যালিম ব্যক্তি খলীফা, শাসনকর্তা, মুফতী, সাক্ষী এবং রাবী এগুলোর কোনটিই হওয়ার যোগ্য নয়।

১২৫. এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, 'মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর'	وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗى

১৩৫৬. সূরাহ স্বাফফাত, ৩৭:১১৩।

১৩৫৭. কানযুল উম্মাল ৪২৩৫, জামিউল আহাদীস ৩৩৬৮৩, আল-ফাতওয়া আল-হাদীসিয়্যাহ লিল হুওয়ায়নি ১/২৭৭/হা ১। আয়াতটি উল্লেখের সাথে হাদীসটি মুনকার। তবে এ সম্পর্কে স্বহীহ হাদীস জানতে দেখুন বুখারী (৭২৫৭), মুসলিম (১৮৪০), আবূ আওয়ানাহ (৪/৪৫২, ৪৫৩), আহমাদ ১০১৪, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১২/৫৪২) । আহমাদ বিন হাম্বাল, ইবনু আবী শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, যুহায়র বিন হারব, আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ, ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ বিন উমার তারা সকলে ওয়াকী' থেকে তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউ সেখানে আয়াতটি উল্লেখ করেননি।

আল্লাহর ঘরের মর্যাদা

আউফী সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র করলাম"** তারা এ ঘরে থাকেনা, তারা কেবল এর যিয়ারত করে এবং তাদের বাড়ীতে ফিরে যায়, এবং আবার এর যিয়ারত করে।"আলী বিন আবূ তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, مَثَابَةً لِّلنَّاسِ সম্পর্কে বলেন, লোকজন এখানে সমবেত হবে। উপরোক্ত রেওয়ায়াত দু'টি ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⋄আমার পিতা (আবূ হাতিম)⋈আবদুল্লাহ বিন রাজা'⋈ইসরাঈল⋈মুসলিম⋈মুজাহিদ ⋈ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⋄ ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র করলাম"** আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, লোকেরা এখানে সমবেত হবে, অতঃপর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।[১৩৫৮] ইমাম ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবুল আলিয়াহ'র এক রিওয়ায়াত অনুসারে সাঈদ বিন জুবায়র, আতা', মুজাহিদ, হাসান, আতিয়্যাহ, রাবী' বিন আনাস এবং দহহাক থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জারীর বলেন, ⋄আবদুল কারীম বিন আবূ উমায়র⋈আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম⋈আবূ আমর আল-আওযাঈ ⋈উবাদাহ বিন আবূ লুবাবাহ⋄তিনি ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ এখানে একবার এসে মনে করবে না যে, তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এখানে আবার আসার প্রয়োজন নেই। বরং লোকেরা এখানে বারবার আসবে এবং বারবার উপকৃত হবে।

ইমাম কুরতুবী জনৈক কবির দুটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে কা'বা শরীফের مَثَابَةً لِّلنَّاسِ (লোকদের জন্য মিলন-স্থান) হওয়ার তাৎপর্যটি অত্যন্ত সুন্দভাবে বিবৃত হয়েছে। কবি বলেন,

جُعِلَ البيتُ مَثَابًا لَهُمْ　　لَيْسَ مِنْهُ الدَّهْرَ يَقْضُونَ الوَطَرْ

আল্লাহ তাআ'লা কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য মিলনভূমি বানিয়েছেন। তারা যুগ যুগ ধরে তার নিকট আসার পরও তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না।"

⋄য়ূনুস⋈ইবনু ওয়াহব⋈ইবনু যায়দ⋄ তিনি ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, পৃথিবীর সকল অঞ্চল হতে লোকেরা এখানে সমবেত হবে।

সাঈদ বিন জুবায়র এবং অন্য এক রিওয়ায়াত অনুসারে ইকরিমাহ, কাতাদাহ, আতা আল-খুরাসানী বলেন, ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ অর্থাৎ লোকদের সমবেত ও একত্রিত হওয়ার স্থান। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে দহহাক বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন وَأَمْنًا অর্থাৎ লোকদের জন্য শান্তি নিকেতন।আবার আবূ জা'ফার আর-রাযী বর্ণনা করেছেন রাবী' বিন আনাস আবূ আলিয়াহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ **"এবং স্মরণ কর যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলামঃ** অর্থাৎ "শত্রু এবং সশস্ত্র বিরোধ থেকে নিরাপদ। অজ্ঞতার যুগে মানুষ প্রায় রাহাজানি ও ছিনতাইয়ের শিকার হতো, কিন্তু তার (মাসজিদুল হারামের) চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার মানুষ ছিল নিরাপদ এবং এরা ছিনতাইয়ের শিকার হতোনা।"[১৩৫৯] আবার, সংবাদ দেয়া হয়েছে যে,

---

১৩৫৮. সানাদে মুসলিম বিন কায়সান আল-আ'ওয়ার তিনি দুর্বল।

১৩৫৯. তাবারী ৩/২৯।

মুজাহিদ, 'আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী' বিন আনাস বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ, "যে কেউ এতে প্রবেশ করবে, নিরাপদ হবে।"[১৩৬০]

এ আয়াত হতে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ এ ঘরকে সম্মানিত করেছেন যাকে তিনি নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। কাজেই এ ঘরের সংক্ষিপ্ত যিয়ারত করতে-এমনকি প্রত্যেক বছরে আত্মাগ্রহী থাকে, কক্ষনো বিরক্ত হয়না। এজন্য আল্লাহ তাঁর খলীল, ইবরাহীমের দুআ' কবূল করেছিলেন যখন তিনি মানুষের অন্ত রকে এ ঘর যিয়ারতের নিমিত্তে আগ্রহী করার জন্য আল্লাহকে ডেকেছিলেন। ইবরাহীম বলেছিলেন: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ থেকে ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ **"তুমি আমার প্রার্থনা কবূল কর"** পর্যন্ত।[১৩৬১] আল্লাহ এ ঘরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলেছেন, কারণ, যারা এ ঘর যিয়ারত করে তারা নিরাপদ যদিও তারা (পূর্বে) অন্যায় কাজ করে থাকে।

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, জাহেলী যুগেও কেউ কা'বা ঘর বা তার পার্শ্বে স্বীয় পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে দেখেও তাকে কিছু বলত না। যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা মাইদাহ-এর মাঝে তার গুণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ সম্মানিত ঘর **কাবাকে লোকদের জন্যে নিরাপদ স্থান বানিয়েছেন**। যারা সেখানে অবস্থান করে আল্লাহ তার সম্মানের কারণে তাদেরকে বিপদমুক্ত রাখেন।ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মানুষ যদি এই ঘরে এসে হজ্জ না করত তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য আসমানের দরওয়াজা বন্ধ করে দিতেন। (অর্থাৎ জমিনের বাসিন্দাদের প্রতি রহমতের দারওয়াজা বন্ধ করে দিতেন।) কা'বা ঘর উপরোক্ত সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী হচ্ছে শুধু তার প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সম্মান মর্যাদার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,এ সম্মান তাঁর সম্মান থেকে এসেছে যিনি প্রথম এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন, খলীলুর রহমান যেমন আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا﴾ **"স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করবে না।"**[১৩৬২] এবং

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا﴾

"নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল তাতো মক্কায়, যা বরকতমণ্ডিত এবং সারা জাহানের জন্য পথপ্রদর্শক।তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে (যেমন) মাক্বামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে।"[১৩৬৩] শেষোক্ত সম্মানিত আয়াত ইবরাহীমের সম্মানিত মাকামে এবং তার পাশে স্বলাত আদায় করার গুরুত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপাদন করছে।আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"**

তাফসীরকারগণ 'মাকাম'-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইখতিলাফ করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[উমার বিন শাব্বাহ আন-নামীরী][আবূ খালফ আবদুল্লাহ বিন ঈসা][দাউদ বিন আবূ হিন্দ][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)]০ ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন, হারামের সম্পূর্ণটি মাকামে ইবরাহীম। মুজাহিদ ও আতা' থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে।

১৩৬০. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭০।
১৩৬১. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৩৭- ৪০।
১৩৬২. সূরাহ হজ্জ, ২২:২৬।
১৩৬৩. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৯৬-৯৭।

অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন, ◆(হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ)(হাজ্জাজ)(ইবনু জুরায়জ)(আতা')(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ (ইবনু জুরায়জ) বলেন, একদা আমি আতা'র নিকট ﴿وَاتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত মাকামে ইবরাহীম কোন্ স্থান তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি, 'মাকামে ইবরাহীম' হচ্ছে: মসজিদের (অর্থাৎ মসজিদুল হারামের) অন্তর্গত এই 'মাকামে ইবরাহীম'। তবে অন্যত্র উল্লেখিত 'মাকামে ইবরাহীম' সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে সেটি হচ্ছে সমুদয় কার্য। রাবী ইবনু জুরায়জ বলেন, অতঃপর আতা' আমার নিকট ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কথার এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন– হাজ্জের কার্যসমূহ (মাকামে ইবরাহীম) হচ্ছে: এ আরাফাহ'র ময়দানে অবস্থান করা, আরাফাহ'র ময়দানে দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করা, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, মিনায় কুরবানী করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো। আমি (ইবনু জুরায়জ) তার (আতা'র) নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজেই কি উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন,'না', তিনি নিজেই উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেননি; তবে তিনি বলেছেন: مقام ابراهيم الحج كله (হজ্জের সকল কার্যই হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।) আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি স্বয়ং তার নিকট হতে শুনেছেন? তিনি বললেন,'হ্যাঁ' আমি একথা স্বয়ং তার নিকট থেকে শুনেছি।

ইবরাহীমের মাকাম

সুফইয়ান আস্ স্বাউরী সংবাদ দিয়েছেন যে, সাঈদ বিন জুবায়র ﴿وَاتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, "পাথরটি (মাকাম) আল্লাহর নাবী ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান এবং আল্লাহর একটি রহমত। ইবরাহীম পাথরটির উপর দাঁড়াতেন এবং ইসমাঈল তাঁর হাতে পাথর উঠিয়ে দিতেন (কা'বা নির্মাণকালে)।"[১৩৬৪] সুদ্দী বলেছেন, "ইবরাহীমের মাকাম হচ্ছে একটি পাথর যা তার মাথা ধোয়ার সময় ইসমাইলের স্ত্রী ইবরাহীমের পায়ের তলে রাখতেন।"[১৩৬৫] কুরতুবি এটা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এটাকে অপ্রামাণ্য গণ্য করেছেন, যদিও অন্যেরা এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাসান বাস্রী, কাতাদাহ এবং রবী' বিন আনাস থেকে ইমাম আর-রাযী স্বীয় তাফসীরে এটি লিখেছেন।[১৩৬৬]

৬০৫. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◆(হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ)(আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা)(ইবনু জুরায়জ)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ)(তোর পিতা (মুহাম্মাদ))(জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◆ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হজ্জের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

لَمَّا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا نَتَّخِذُهُ مُصَلًّى؟ فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

"নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি আমাদের পিতার মাকাম? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এটা কি আমরা স্বলাতের একটি স্থান করব?' তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿وَاتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ **'মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর'**।[১৩৬৭]

১৩৬৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭১।

১৩৬৫. তাবারী ৩/৩৫।

১৩৬৬. তাফসীরুল কাবীর, ৪/৪৫।

১৩৬৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭০, সানাদে ইবনু আতা ও ইবনু জুরায়জ মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে বর্ণনা করার কারণে সানাদটি দুর্বল। ইবনু আতা সম্পর্কে অনেকে তার দুর্বল হওয়ার কথাও জানিয়েছেন। তবে হাদীসটির স্বহীহ শাওয়াহিদ থাকায় হাদীসটি 'স্বহীহ লি গায়রিহি'-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

৬০৬. উস্মান বিন আবী শায়বাহ বলেন, ◊(আবূ উসামাহ)(যাকারিয়্যা)(আবূ ইসহাক)(আবূ মায়সারাহ)(উমার (রাঃ))◊ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললাম হে আল্লাহর রসূল! এটা কি আমাদের প্রতিপালকের খালীল (ইবরাহীম (আঃ))-এর 'মাকাম' নয়? তিনি বললেন হ্যাঁ, উমার (রাঃ) বললেন, আমরা কি সেটিকে স্বলাতের স্থান বানাব না? এতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হল: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"**[১৩৬৮]

৬০৭. ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊(দা'লাজ বিন আহমাদ)(গায়লান বিন আবদুস্ সামাদ)(মাসরূক ইবনুল মারযুবান)(যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ)(আবূ ইসহাক)(আমর বিন মায়মূন)(উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ))◊ তিনি 'মাকামে ইবরাহীমের' নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় নবী (সাঃ) কে বললেন হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুর খলীলের 'মাকাম'-এর নিকট থামব না? নবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। উমার (রাঃ) বললেন, আমরা কি সেটিকে স্বলাতের স্থান বানাব না? তাঁর উক্ত প্রশ্নের অল্পক্ষণ পরই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"**[১৩৬৯]

৬০৮. ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন আহমাদ মুহাম্মাদ আল-কাযবীনী)(আলী ইবনুল হুসায়ন ইবনুল জুনায়দ)(হিশাম বিন খালিদ)(আল-ওয়ালীদ)(মালিক বিন আনাস)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ)(তার পিতা (মুহাম্মাদ))(জাবির (রাঃ))◊ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সাঃ) যখন 'মাকামে ইবরাহীম'-এর নিকট থামলেন তখন উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল!এটা কি সেই 'মাকামে ইবরাহীম' যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** নবী (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ। উক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম রাবী ওয়ালীদ বলেন, আমি আমার উস্তায মালিককে জিজ্ঞেস করলাম যে, উক্ত রিওয়ায়াতে দেখা যাচ্ছে যে,'মাকামে ইবরাহীম' সম্বন্ধে নবী (সাঃ)-এর নিকট উমর (রাঃ)এর উপরোক্ত প্রশ্ন করার পূর্বেই ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ এই আয়াতাংশ নাযিল হয়েছিল। আপনার শায়খ কি বর্ণনাটি ঐরূপেই আপনার নিকট বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এভাবেই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।[১৩৭০] উক্ত রিওয়ায়াত সুস্পষ্টত উমার (রাঃ)-এর প্রশ্নের পূর্বে আলোচ্য আয়াতাংশের নাযিল হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত বর্ণনাটি মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে ইমাম নাসাঈও সেটি উপরোক্ত রাবী আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম হতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনাদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৬০৯. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী তার 'স্বহীহ'এর মাঝে অধ্যায় নিয়ে এসেছেন: "আল্লাহর বাণী, ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** অর্থাৎ, তারা সেখানে বার বার ফিরে আসে। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেছেন, ◊(মুসাদ্দাদ)(ইয়াহইয়া)(হুমায়দ)(আনাস বিন

১৩৬৮. ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ ৫৬২১, মাতালিবুল আলিয়াহ ৩৫৪২, আতরাফুল গারাইব ওয়াল আফরাদ ১৯৪। ◊(আবূ ইসহাক)(আবূ মায়সারাহ)((আমর বিন শুরাহবীল))(উমার (রাঃ))◊-এর সূত্রে হাদীস্রটি গরীব, কেননা যাকারিয়্যা বিন আবূ যাইদাহ তার (আবূ ইসহাক) থেকে এককভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তবে-এর শাওয়াহিদ হাদীস্র পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

১৩৬৯. সানাদে মাসরূক বিন মারযুবান-এর কারণে সানাদটি নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তার তাওয়াবি' হিসেবে ইমাম নাসাঈ তার 'সুনান আল-কুবরা' (১০৯৯৮) ইবনু আবী যাইদাহ হুমায়দ আত তাবীল থেকে উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি ইমাম বুখারীর শর্তে স্বহীহ।

১৩৭০. ওয়ালীদ বিন মুসলিম ব্যতীত সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। কারণ, তিনি মুদাল্লিস রাবী, তিনি তার শায়খের শায়খকে বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু কাস্বীর (রহঃ) এই সূত্রে উক্ত হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। তবে স্বহীহ হিসেবে পরের হাদীসটি দেখুন।

মালিক)◊ বলেছেন যে, 'উমার বিন খাত্তাব বলেছেন, "আমি আমার প্রভুর সাথে একমত হয়েছি কিংবা আমার প্রভু আমার সাথে একমত হয়েছেন তিনটি বিষয়ে। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল। আমার ইচ্ছা যে আপনি মাকামে ইবরাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করুন।" আয়াত অবতীর্ণ হল ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** আমি আরো বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ভাল এবং মন্দ লোক আপনার গৃহে প্রবেশ করে। আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি মু'মিনদের মাতৃদেরকে (নাবীর স্ত্রীগণকে) হিজাব পরতে বলবেন। আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করলেন, এবং যখন আমি জানতে পারলাম যে,নাবী তাঁর কতক স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হয়েছেন তখন আমি তাদের কাছে আসলাম এবং বললাম, 'তোমরা যা করছ তা বন্ধ কর, নতুবা আল্লাহ তাঁর রসূলকে তোমাদের চেয়ে উত্তম নারী দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। আমি তাঁর একজন স্ত্রীকে উপদেশ দিলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, "আল্লাহর রসূল কি জানেন না কিভাবে নিজের স্ত্রীদের উপদেশ দিতে হবে যাতে তার পরিবর্তে তোমাকে এ কাজ করতে হবে?" আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, ﴿عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ﴾ **"নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সম্ভবতঃ তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী।"**[১৩৭১]

ইবনু আবী মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊(ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব)(হুমায়দ)(আনাস বিন মালিক)(উমার ইবনুল খাত্তাব)◊ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। উক্ত সানাদের সর্ব শেষ রাবী ইবনু আবী মারইয়াম (সাঈদ বিন হাকাম) ইমাম বুখারীর উস্তাদ হলেও এবং উক্ত রিওয়ায়াত তিনি সরাসরি তার নিকট হতে শ্রবণ করে বর্ণনা করলেও সানাদ বর্ণনায় ইবনু আবী মারইয়াম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এরূপ উপরোক্ত সানাদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী তার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সানাদের অন্যতম রাবী ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব গাফেকীর মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম আহমাদ তার (ইয়াহইয়ার) সম্বন্ধে বলেছেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল ছিল। আল্লাহ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। ইমাম বুখারীর উপরোক্ত উস্তাদ ইবনু আবী মারইয়াম সম্বন্ধে এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম বুখারী ভিন্ন কুতুবুস সিত্তার অন্য কোন সঙ্কলক তার নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেননি, তবে কুতুবুস সিত্তাহ'র অন্যান্য সঙ্কলক পরোক্ষভাবে (অপরের মাধ্যমে) তার নিকট থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

৬১০ (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(হুশায়ম)(হুমায়দ)(আনাস)(বলেন, উমার)◊ বলেছেন, আমি তিনটি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করার পর আমার প্রতিপালক উক্ত তিনটি বিষয়ে আমার অভিমতের অনুরূপ বিধান নাযিল করেছেন। প্রথম বিষয়ঃ একদা আমি নাবী কে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি 'মাকামে ইবরাহীম'-এর যে কোন অংশকে স্বলাতের স্থান বানাতেন তবে ভালো হত। এরপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেনঃ ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** দ্বিতীয় বিষয়ঃ একদা আমি নাবী -এর নিকট বললাম: হে আল্লাহর রসূল! ভাল এবং মন্দ লোক আপনার গৃহে প্রবেশ করে। আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি তাদেরকে হিজাব পরতে আদেশ করবেন। ফলে আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করলেন, ﴿عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ﴾ **"নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সম্ভবতঃ তার**

১৩৭১. সূরাহ তাহরীম, ৬৬:৫, বুখারী ৪৪৮৩, ৪৭৯০, তিরমিযী ২৯৫৯, ইবনু হিব্বান ৬৮৯৬। **তাহকীক:** স্বহীহ।

প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী।"[১৩৭২]

৬১১. (স্বহীহ্): অতঃপর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, ‹ইয়াহইয়া ও ইবনু আবী আদী›‹হুমায়দ›‹আনাস (রাঃ)›‹উমার (রাঃ)› বলেন, আমার তিনটি মতের সাথে আল্লাহ তা'আলা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৩৭৩] অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আমর বিন আওন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী আহমাদ বিন মুনী' থেকে ও নাসাঈ ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ দাওরাকী থেকে ও ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ থেকে তারা সকলে হুশায়ম বিন বিশর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ‹আবদ বিন হুমায়দ›‹হাজ্জাজ বিন মিনহাল›‹হাম্মাদ বিন সালামাহ› সূত্রে ও নাসাঈ ‹হান্নাদ›‹ইয়াহইয়া বিন আবূ যাইদাহ›‹তারা উভয়ে হুমায়দ (আত তারবীহ)› থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান স্বহীহ।

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী ‹ইয়াযীদ বিন যুরায়'›‹হুমায়দ›-এর সূত্রেও তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি স্বহীহ।

৬১২. (স্বহীহ্): ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ তার 'স্বহীহ' গ্রন্থের মাঝে ভিন্ন সানাদে ও ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ‹উকবাহ বিন মুকরাম›‹সাঈদ বিন আমির›‹জুওয়ায়রিয়াহ বিন আসমা'›‹নাফি'›‹ইবনু উমার (রাঃ)›‹উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)› বলেন, আমার তিনটি মতের সাথে আল্লাহ তা'আলা একমত পোষণ করেছেন, (এক.) পর্দার ব্যাপারে, (দুই.) বদরের বন্দিদের ব্যাপারে, (তিন.) মাকামে ইবরাহীমের ব্যাপারে।[১৩৭৪]

৬১৩. আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, ‹মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারী›‹হুমায়দ আত তাবীল›‹আনাস বিন মালিক (রাঃ)›‹উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)› বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতের সাথে আল্লাহ তা'আলা **ঐকমত্য পোষণ করেছেন। প্রথম** বিষয়ঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললাম: হে আল্লাহর রসূল! **আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমকে স্বলাতের** স্থান হিসেবে গ্রহণ করেন তবে ভালো হয়। ফলে নাযিল হল: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইবরাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** দ্বিতীয় বিষয়ঃ **আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললাম হে আল্লাহর রসূল!** আপনি যদি নারীদেরকে হিজাবের নির্দেশ দিতেন? **এরপর হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।** তৃতীয় বিষয়ঃ 'আবদুল্লাহ বিন উবায়' নামক মুনাফিক সর্দারের **মৃত্যুর পর নাবী (ﷺ) তার জানাযার স্বলাত** আদায় করার জন্য উপস্থিত হলে আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই মুনাফিক কাফিরের জন্য জানাযার স্বলাত আদায় করবেন? নাবী (ﷺ) বললেন, হে খাত্তাব পুত্র আমাকে বাধা দিও না। এরপর নাযিল হল: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ **"তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কক্ষনো তাদের জন্য (জানাযার) স্বলাত পড়বে না, আর তাদের কবরের পাশে দণ্ডায়মান হবে না।"**[১৩৭৫] সানাদটি স্বহীহ। (এ স্থলে কেউ বলতে পারে যে, উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াতসমূহ পরস্পর বিরোধী। কারণ, উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের একটিতে যে তিনটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যটিতে তা ব্যতীত অন্য তিনটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, এমতাবস্থায় উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সবগুলো স্বহীহ হতে পারে না। বরং তাদের এক প্রকারের রেওয়ায়াতে স্বহীহ হলে অন্য সকল প্রকারের রেওয়ায়াত গায়ের স্বহীহ বা অশুদ্ধ হবে। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের

১৩৭২. সূরাহ তাহরীম, ৬৬:৫, বুখারী ৪০২।

১৩৭৩. বুখারী ৪০২, তিরমিযী ২৯৬০, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১৬১১, ইবনু মাজাহ ১০০৯।

১৩৭৪. মুসলিম ২৩৯৯।

১৩৭৫. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৮৪। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৭/৮৮, সানাদটি স্বহীহ।

মধ্য হতে কোন্ প্রকারের রেওয়ায়াত সহীহ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সবগুলো রেওয়ায়াতই সহীহ। উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের উল্লেখিত সবগুলো বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা বিধান নাযিল করার পূর্বে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত সকল বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সুপ্রমাণিত বিধায় সংখ্যার বিরোধ পরিত্যাজ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

৬১৪. ইবনু জুরায়জ বলেন, ≪জা'ফার বিন মুহাম্মাদ≫তোর পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবী তালিব)≫জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)≫ থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম তিনবার দ্রুত গতিতে ও পরের চারবার ধীর গতিতে কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করার পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু রাকা'আত সলাত আদায় করার পর বললেন, ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্‌রাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"**[১৩৭৬]

৬১৫. (সহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, ≪ইউসুফ বিন সালমান≫হাতিম বিন ইসমাঈল≫জা'ফার বিন মুহাম্মাদ≫তোর পিতা (মুহাম্মাদ)≫জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)≫ বলেছেন,

اسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"কালো পাথরকে চুম্বন করার পর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত গতিতে কা'বার চতুর্দিকে তিনবার তাওয়াফ করলেন এবং চারবার ধীর গতিতে। অতঃপর তিনি ইবরাহীমের মাকামে গেলেন যাতে তা তাঁর ও কা'বার মাঝে থাকল এবং তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন।[১৩৭৭] দীর্ঘ হাদীসের এ অংশটি মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৩৭৮]

৬১৬. (সহীহ): বুখারী লিখেছেন, আমর বিন দীনার বলেছেন, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাতবার কা'বার তাওয়াফ করেছেন অতঃপর মাকামের পিছনে দু'রাক'আত সলাত আদায় করেছেন।[১৩৭৯]

এ সকল ভাষ্য ব্যক্ত করছে যে, কা'বার নির্মাণকালে ইবরাহীম যে পাথরের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন সেটাই মাকাম। ঘরের দেয়ালগুলো যখন উচ্চ হল ইসমাঈল তাঁর পিতাকে পাথর এনে দিলেন যাতে তিনি তার উপর দাঁড়াতে পারেন আর ইসমাঈল তাঁর হাতে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। ইবরাহীম পাথরগুলো দেয়ালের উপর রাখছিলেন আর যখন তিনি এপাশের নির্মাণ শেষ করেছিলেন তখন অন্য পাশে যাচ্ছিলেন যাতে চারদিকে নির্মাণ শেষ করা যায়। ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা এভাবে করতেই থাকলেন যা আমরা বর্ণনা করব যখন আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাহিনী এবং তাঁরা কিভাবে নির্মাণ করলেন সেটা ব্যাখ্যা করব যা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী যা সংগ্রহ করেছেন।

১৩৭৬. মু'জামুল আওসাত ৫০৪৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৭১৬। সানাদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

১৩৭৭. তাবারী ২০০৫।

১৩৭৮. মুসলিম ১২৬১। **তাহকীক:** সহীহ।

১৩৭৯. বুখারী ৩৯৫, ১৭৯৩। **তাহকীক:** সহীহ।

পাথরের উপর ইবরাহীমের পায়ের চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান আর জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা এ ঘটনা জানত। এজন্য আবূ তালিব আল-লামীয়্যাহ নামক তাঁর কবিতায় লিখেছেন:

وَمَوطئُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلِ

"আর এই পাথর খণ্ডে ইবরাহীমের খালি পায়ের চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান।

মুসলিমগণও পাথরের উপর ইবরাহীমের পায়ের চিহ্ন দেখেছেন যেমন আনাস বিন মালিক বলেছেন, "আমি মাকাম দেখেছি যাতে ইবরাহীমের পায়ের পাতার চিহ্ন এখন বিদ্যমান কিন্তু পাথরের উপর মানুষের হাত দিয়ে রগড়ানোর কারণে পদচিহ্ন মুছে গেছে।"

ইবনু জারীর বলেন, ০(বিশর বিন মুআয)(ইয়াযীদ বিন যুরায়')(সাঈদ)(কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)০ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইবরাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর"** আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমের নিকট স্বলাত আদায় করতে আদেশ করেছেন, সেটিতে হাত বুলাতে বলেননি। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ যেরূপ মনগড়া বিধান বানিয়েছিল এ উম্মতও সেরূপে মনগড়া বিধান বানিয়ে নিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মাকামে ইবরাহীমের উপর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পায়ের গোড়ালি ও আঙ্গুলের ছাপ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই উম্মতের লোকেরা সেটিতে হাত বুলিয়ে আসছে। তারা তাতে এত বেশি হাত বুলিয়েছে যে, তাদের হাত বুলানোর কারণে উক্ত ছাপ মুছে গেছে।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলব:** আগে, কা'বার দেয়ালের কাছেই মাকামকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তাকে হিজরের পরে দরজা দিয়ে প্রবেশকারীদের ডানে রাখা হয়েছে। ইবরাহীম যখন কা'বার নির্মাণকাজ শেষ করলেন, তিনি পাথরটিকে কা'বার দেয়ালের পাশেই রেখেছিলেন। অথবা, নির্মাণকাজ যখন শেষ হল তখন ইবরাহীম পাথরটিকে ঐভাবেই ছেড়ে দিলেন যেখানে শেষে তা দাঁড়িয়েছিল এবং তাওয়াফের শেষে তাকে পাথরটির নিকট স্বলাত পড়ার আদেশ দেয়া হল। এটা বুঝা যায় যে, যেখানে গৃহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল মাকামে ইবরাহীম পাথরটি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-খলীফায়ে রাশিদার একজন, যাঁর সমকক্ষ হতে চেষ্টা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- তাঁর শাসনকালে পাথরটিকে কা'বার দেয়াল থেকে দূরে সরিয়ে দেন।

৬১৭. (হাসান): উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু'জন লোকের একজন যাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (ঐ দু'জন লোকের অনুকরণ কর যারা আমার পরে আসবে, আবূ বাক্র ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।[১৩৮০] উমার ছিলেন সেই ব্যক্তি মাকামে ইবরাহীমের নিকটে স্বলাত আদায় করার ব্যাপারে কুরআন যার পক্ষে সম্মতি দান করেছে। এজন্য কেউ তাতে আপত্তি করেনি যখন তিনি তা সরিয়েছিলেন।

আবদুর রায্যাক বলেছেন, ইবনু জুরায়জ আতা' হতে বর্ণনা করেন যে, উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাকামকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছিলেন।" আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, "উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মাকামকে পেছনে সরিয়ে নিয়েছিলেন যেখানে এখন তা দাঁড়িয়ে আছে।"

৬১৮. হাফিয আবূ বাক্র আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী আল-বায়হাকী লিখেছেন, ০(আবুল হুসায়ন ইবনুল ফাদল আল-কাত্তান)(কাদী আবূ বাকর আহমাদ বিন কামিল)(আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আস সুলামী)(আবূ স্বাবিত)(আদ দারাওয়াদী)(হিশাম বিন উরওয়াহ)(তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))০

১৩৮০. তিরমিযী ৩৬৬২, ইবনু মাজাহ ৯৭, ইবনু হিব্বান ৬৯০২, তিনি হুযায়ফাহ'র হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তার সানদে কোন সমস্যা নেই। হাদীস্বটির শাওয়াহিদ হাদীস্ব পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ। **তাহকীক:** হাসান।

বলেছেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যুগে মাকাম কা'বা ঘরের পাশে ছিল। উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর শাসনামলে মাকাম সরিয়েছিলেন।"[১৩৮১] এ হাদীসের সনদসূত্র প্রামাণ্য।

৬১৯. ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া) ইবনু আবী উমার আল-আদানী) (সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ) বর্ণনা করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 'মাকামে ইবরাহীম' বায়তুল্লাহ'র পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) স্বীয় খিলাফতের আমলে ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর"** আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী সত্ত্বেও সেটিকে স্থানান্তরিত করেন। একদা পানির স্রোত সেটিকে স্থানচ্যুত করে দিলে উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবার সেখানেই (যে স্থানে তিনি রেখেছিলেন সেখানে) পুনঃস্থাপিত করেন।

সুফইয়ান বলেন, উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে 'মাকামে ইবরাহীম'-এর কতবার স্থান পরিবর্তন হয়েছে এ সম্পর্কে আমি জানি না। তিনি আরও বলেন, মাকামে ইবরাহীম কি কা'বা ঘরের সাথেই ছিল, না কা'বা ঘর থেকে পৃথক ছিল, কিংবা পৃথক থাকলে উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ছিল তাও আমার জানা নাই।[১৩৮২]

এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত রিওয়ায়াতের মূল রাবী সুফইয়ান বিন উইয়ায়না তার সমসাময়িক মক্কাবাসীদের ইমাম ছিলেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহ মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যকে সমর্থন করছে। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

৬২০. (হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ) (আবূ আমর) (মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব) (আদাম) (শারীক) (ইবরাহীম বিন মুহাজির) (মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)) বলেন, একদা উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বললেন - হে আল্লাহর রসূল! যদি আমরা 'মাকামে ইবরাহীম'-এর পিছনে স্বলাত আদায় করতাম তবে ভালো হতো। এতে আল্লাহ তাআ'লা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ **"মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।"** মুজাহিদ বলেন, 'মাকামে ইবরাহীম' তখন কা'বা ঘরের সংলগ্ন ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটিকে এখনকার স্থানে আনয়ন করলেন। মুজাহিদ আরও বলেন কখনও কখনও এরূপ ঘটত যে, উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কোন বিষয়ে একটি অভিমত প্রকাশ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তার অভিমতের অনুরূপ বিধানসহ আয়াত নাযিল করতেন।[১৩৮৩] উক্ত রিওয়ায়াতটির সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) হয়েছে। কারণ, উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মুজাহিদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি। বরং তিনি তা অন্য কোন রাবীর নিকট থেকে শুনেছেন কিন্তু সানাদে তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। এতদ্ব্যতীত রিওয়ায়াতটি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, আ'রাজ মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিরোধী। ইতঃপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে বিবৃত হয়েছে যে, 'মাকামে ইবরাহীম'-কে বর্তমান স্থানে সর্বপ্রথম এনেছিলেন উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আবদুর রায্‌যাক কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়াতে ইমাম ইবনু মারদুবিয়্যা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর স্বহীহ। এতদ্ব্যতীত সেটি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

১৩৮১. আদ দারাওয়ারদীর কারণে সানাদটি হাসান তবে তার শাওয়াহিদ পাওয়া যায় এজন্য ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বহীহ বলেছেন।

১৩৮২. হাদীসটি মু'দাল।

১৩৮৩. সানাদটি দুর্বল। সানাদে মুজাহিদ ও উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাঝে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া শারীক-এর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আর ইবরাহীম বিন মুহাজির হাদীস গ্রহণে শিথিল (দুর্বল)।

وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾

১২৫. এবং 'মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্বলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর' এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, 'আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহ্‌কারীদের জন্য পবিত্র রাখবে'।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗٓ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১২৬. স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীম প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদস্থল কর এবং-এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর'। নির্দেশ হল, 'যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছু দিনের জন্য উপকার লাভ করতে দেব এবং তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করব, আর কতই না নিকৃষ্ট তাদের ফেরার জায়গা'!

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা'।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

কা'বাঘরকে পবিত্র রাখার নির্দেশ

হাসান বাসরী বলেছেন যে, ﴿وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ﴾ **"এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম"** অর্থাৎ "আল্লাহ তাদেরকে তা পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাবতীয় নোংরামি এবং অপবিত্রতা থেকে যার কোন কিছুই এ ঘরকে কক্ষনো স্পর্শ করবেনা।"[১৩৮৪] আবার, ইবনু জুরাইজ বলেছেন, আমি 'আতাকে বলেছিলাম, আল্লাহর 'আহ্‌দ কী? তিনি বলেছেন, 'তাঁর নির্দেশ।"

সাঈদ বিন জুবাইর বলেছেন ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ﴾ **"আমার গৃহকে তাওয়াফকারী এবং ই'তিকাফকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।"** এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "মূর্তি পূজা থেকে তা পবিত্র রাখ।" আবার মুজাহিদ এবং সাঈদ বিন জুবাইর বলেছেন যে, ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ﴾ **"তাওয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।"** পুতুল, যৌনকর্ম, মিথ্যা সাক্ষ্য এবং সকল প্রকার পাপকাজ হতে।

১৩৮৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৩।

আল্লাহ বলেছেন لِلطَّآئِفِيْنَ **তাওয়াফকারীদের জন্য**। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সাঈদ বিন জুবাইর বলেছেন, لِلطَّآئِفِيْنَ **তাওয়াফকারীদের জন্য**।অর্থাৎ বহিরাগত (তিনি বুঝিয়েছেন যারা মক্কায় বাস করেনা।[১৩৮৫] কিন্তু وَالْعٰكِفِيْنَ [অথবা অবস্থানকারীর (ইতিকাফ)] তাদের সম্পর্কে যারা পবিত্র ঘরের এলাকায় বাস করে। কাতাদাহ এবং রবী' বিন আনাস বলেছেন যে, ই'তিকাফ তাদের জন্য যারা কা'বা ঘরের এলাকায় বাস করে যেমনটি সাঈদ বিন জুবাইর বলেছেন।[১৩৮৬] ইয়াহইয়া আল-কাত্তান আবদুল মালিক বিন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন, একদা আতা' বললেন, الْعٰكِفِيْنَ অর্থাৎ যারা অন্য এলাকা থেকে এসে এখানে বসবাস করে তারা। রাবী আবদুল মালিক বলেন, আমরা তো কা'বার প্রতিবেশী। তদুত্তরে আতা বললেন, তোমরাই হচ্ছ: الْعٰكِفِيْنَ। ওয়াকী' আবূ বাকর আল-হুযালী আতা' ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন কা'বা ঘরে বসে থাকে ও সেখানে অবস্থান নিয়ে ইবাদত করে, তখন তাকে العاكف বলা হয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) মূসা বিন ইসমাঈল হাম্মাদ বিন সালামাহ স্নাবিত আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উমায়র (স্নাবিত) বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উমায়রকে বললাম: আমি আমীরকে (নেতা) বলে লোকদেরকে মসজিদুল হারামের মধ্যে নিদ্রা যাওয়া হতে বিরত রাখব। কারণ, সেখানে তাদের নিদ্রারত অবস্থায় স্বপ্নদোষ বা বায়ু ত্যাগের কারণে সেটি অপবিত্র হয়। এতে আবদুল্লাহ বললেন, আপনি এরূপ করবেন না। কারণ, একদা এদের সম্বন্ধে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন এরা হচ্ছে العاكفون(ই'তেকাফকারী)। উক্ত বর্ণনাটি আবদ বিন হুমায়দ সুলায়মান বিন হারব হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৬২১. (স্বহীহ): আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলব**: স্বহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অবিবাহিত অবস্থায় মসজিদে নববীতে নিদ্রা যেতেন।[১৩৮৭]

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ **"অথবা যারা রুকু' ও সাজদায়রত সেখানে, স্বলাতে।"** ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, যেহেতু সেটি স্বলাতের স্থান ওটা আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা রুকু' ও সাজদায়রত।[১৩৮৮] আতা' এবং কাতাদাহ একই তাফসীর করেছেন।[১৩৮৯]

ইমাম ইবনু জারীর বলেন, ﴿وَعَهِدْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ﴾ উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই: 'অনন্তর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম– তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র করো।' আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করার তাৎপর্য হচ্ছে তাকে মূর্তি, মূর্তিপূজা এবং শির্ক হতে পবিত্র করা। অতঃপর ইমাম ইবনু জারীর বলেন, এই স্থলে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তবে কি ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর কা'বা ঘর নির্মাণ করার পূর্বে তথায় অপবিত্র কিছু বিদ্যমান ছিল? উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে। **প্রথম উত্তর**: নুহ (আলায়হিস সালাম)-এর যামানায় কা'বা ঘরে মূর্তিপূজা হত। আল্লাহ তাআলা উক্ত মূর্তি ও মূর্তিপূজা থেকে তাকে পবিত্র করার জন্য ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) কে আদেশ দিয়েছিলেন। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কে লোকদের জন্যে ইমাম বানিয়েছিলেন তাই তাঁর ইনতিকালের পর পরবর্তীকালে লোকেরা তাঁর অনুসরণে তাকে মূর্তি, মূর্তিপূজা ও শির্ক হতে পবিত্র করবে।

১৩৮৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৫।
১৩৮৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৫।
১৩৮৭. বুখারী ৪৪০।
১৩৮৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৬।
১৩৮৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৬।

আবদুর রহ্মান বিন যায়দ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা ইমাম ইবনু জারীর কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়।

আবদুর রহ্মান বিন যায়দ বলেন, ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ অর্থাৎ মুশরিকগণ আমার ঘরে যে সকল মূর্তি রেখে সেগুলোর পূজা করে সেই সকল মূর্তি ও শির্ক হতে তোমরা কা'বাকে পবিত্র করো।

আমি (ইবন কাস্রির) বলছি: উপরোক্ত ব্যাখ্যায় এ কথা দাবী করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর আগমনের পূর্বে কা'বা ঘরে মূর্তিপূজা ও শির্ক চলত। উক্ত দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হলে সমর্থনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে কোন স্বহীহ্ হাদীস্র বর্ণিত থাকেনা।

দ্বিতীয় উত্তর:আল্লাহ তাআলা একমাত্র তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বার ঘর নির্মাণ করার জন্য ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ও ইসামাঈল (আলায়হিস সালাম) কে আদেশ দিয়েছিলেন। এর ফলে কা'বা ঘরের নির্মাণের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য শির্ক মুক্ত তথা পবিত্র হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন:

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"কে উত্তম যে তার ভিত্তি আল্লাহভীরুতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে, না ঐ ব্যক্তি যে তার ভিত্তি স্থাপন করে পতনোন্মুখ একটি ধসের কিনারায় যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধসে পড়বে? আল্লাহ যালিমদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।"[১৩৯০]

সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা ইমাম ইবনু জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। সুদ্দী বলেনঃ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ অর্থাৎ তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্য আমার ঘরকে নির্মিত কর।

ইমাম ইবনু জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় উত্তর অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই: আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) কে আদেশ দিলেন তারা যেন একমাত্র আল্লাহর নামে এবং একমাত্র তাঁর সন্তোষের উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরটি নির্মাণ করেন এবং মানুষ সেখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাওয়াফ করবে, ই'তিকাফ করবে এবং স্বলাত আদায় করবে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

"স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম, (তখন বলেছিলাম) আমার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করবে না, আর আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, স্বলাতে কিয়ামকারী, রূকু'কারী ও সেজদাকারীদের জন্য।"[১৩৯১]

কা'বা ঘর তাওয়াফ করা এবং এর নিকট স্বলাত আদায় করা এই উভয় ইবাদতের কোন্টি অধিকতর সওয়াবের কাজ? তদ্বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, বহিরাগত ব্যক্তিদের জন্য কা'বাকে তাওয়াফ করা অধিকতর সওয়াবের কাজ। অন্য ইমামগণ বলেন, স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয় শ্রেণির লোকদের জন্যই কা'বার নিকট স্বলাত আদায় করা অধিকতর সওয়াবের কাজ। উক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রত্যেকটির দলীল ও যুক্তি ফিকাহর কিতাবসমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাদের কাজকে জঘন্য পাপ বলে প্রমাণিত করেছেন। লোকে কা'বা ঘরে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। এই উদ্দেশ্যে

১৩৯০. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১০৩।

১৩৯১. সূরাহ হাজ্জ, ২২:২৬।

আল্লাহ তাআ'লা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)কে দিয়ে সেটিকে নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু মুশরিকগণ তার মধ্যে নানারূপ দেব-দেবীর মূর্তি রেখে তাদের পূজা করত। অধিকন্তু তারা তাওহীদপন্থী মু'মিনদেরকে সেখানে ইবাদত করতে বাধা দিত। এরূপে তারা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে দিয়েছিল। তাদের দাবী ছিল ইবরাহীম মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলেন। তাদের এই দাবী ছিল মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন তাওহীদপন্থী মহাসাধক। পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্য তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষ কা'বা ঘরে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করবে এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কে দিয়ে কা'বাকে তাওহীদপন্থী ইবাদতকারীদের জন্য পবিত্র রাখেন। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তাআ'লা কাবা ঘর নির্মাণের উপরোক্ত ইতিহাস ও উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাদের কার্যকে জঘন্য পাপ বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাওয়াফ করা, ই'তিকাফ করা এবং স্বলাত আদায় করা কা'বা ঘরের সাথে এই তিন প্রকারের ইবাদত সম্পর্কিত। এই নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করার শাস্তি বর্ণনা করার সঙ্গে তা নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যা তাওয়াফ করা, ই'তিকাফ করা এবং স্বলাত আদায় করা, কা'বা ঘরের সাথে এই তিন প্রকারের ইবাদত সম্পর্কিত। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা কা'বা ঘর নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ই'তিকাফকে উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য যে, মুশরিকগণই কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছিল। সূরা হজ্জে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ

"যারা কুফুরী করে আর আল্লাহ্‌র পথে (মানুষের চলার ক্ষেত্রে) বাধা সৃষ্টি করে আর মাসজিদে হারামে যেতেও– যাকে আমি করেছি স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যদেশবাসী সকলের জন্য সমান। যে তাতে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছে করে তাকে আমি আস্বাদন করাব ভয়াবহ শাস্তি।"[১৩৯২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা যেহেতু কা'বা ঘরের সাথে সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদাতের মধ্য হতে ই'তিকাফকে উল্লেখ করেছেন, তাই পরবর্তী আয়াতে তিনি উক্ত তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হতে তাওয়াফ ও স্বলাতকে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾ **"আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহ্‌কারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।"**

আলোচ্য আয়াতে তিনি স্বলাতের প্রধান তিনটি অঙ্গের মধ্য হতে মাত্র রুকূ' ও সিজদাকে উল্লেখ করেছেন। এখানে (আলোচ্য আয়াতে) তিনি কিয়ামকে উল্লখ করেননি। এস্থলে কিয়ামকে উল্লেখ না করার কারণ এই যে, সূরা সিজদাতে তা উল্লেখিত হওয়ায় তার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু কিয়াম ব্যতীত যে রুকু সিজদা হতে পারে না তা কারও অবিদিত নয়। তাই মূলত আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা কা'বা ঘরের সাথে সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদাত: তাওয়াফ, ই'তিকাফ এবং স্বলাত সবগুলোই উল্লেখ করেছেন। যে সকল ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ পালন করে না আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা তাদের কার্যকে নিন্দা করেছেন। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতিদ্বয় স্বীকার করে থাকে যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ছিলেন। আর তারা ভালভাবেই জানে যে, আল্লাহ তাআ'লা এই উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা ক্বাবা ঘর নির্মাণ করিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর সকল লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যে তা তাওয়াফ করবে, তাতে ই'তিকাফ করবে এবং স্বলাত

১৩৯২. সূরাহ হাজ্জ, ২২:২৫।

আদায় করবে। অথচ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণ কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ্ পালন তথা উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাবা ঘরের নির্মাণের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ের কার্যকে নিন্দা করেছেন। এরূপ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারাদের কার্যকে নিন্দা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আলাইহিস সালাম)-সহ একাধিক নবী কা'বা ঘরে এসে হজ্জ সম্পাদন করেছেন। আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে: আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট ওহী পাঠিয়ে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম– তোমরা একমাত্র তাওহীদপন্থী মু'মিনদের ইবাদত হিসাবে আমার ঘরটি নির্মাণ কর, তোমরা কা'বাকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ই'তিকাফকারীদের জন্য এবং রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও, আমার ঘর তোমরা শির্ক ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত রাখিও। আলোচ্য আয়াত, নিম্নোক্ত আয়াত এবং একাধিক হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদকে ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি হতে পবিত্র রাখা জরুরী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ﴾

"(এ রকম আলো জ্বালানো হয়) সে সব গৃহে (অর্থাৎ মাসজিদে ও উপাসনালয়ে) যেগুলোকে সমুন্নত রাখতে আর তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, ওগুলোতে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় (বার বার)"[১৩৯৩] মাসজিদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং তা থেকে ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার জন্য সাধারণ নির্দেশ সম্বলিত অনেক হাদীস্র আছে।

৬২২. (স্বহীহ): এজন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ (মাসজিদ তৈরী করা হয় সেই উদ্দেশে যে উদ্দেশে তা তৈরী করা হয় (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্য)।)[১৩৯৪] আমি এ বিষয়ে একটি বই সংগ্রহ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস

সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্নরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে যে, পৃথিবীতে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর আগমনের পূর্বে ফেরেশতাগণ কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। আবূ জা'ফর আল-বাকের মুহাম্মাদ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন থেকেও উপরোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবীও হাদীস্রটি উল্লেখ করেছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়াতটি অন্য কোন হাদীস্র দ্বারা সমর্থিত হয়নি।এটিও কথিত হয়েছে যে, আদম (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। আতা', সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখ ব্যক্তি হতে ধারাবাহিকভাবে ইবন জুরায়জ ও আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন। আদম (আলাইহিস সালাম) পাঁচটি পর্বত হতে পাথর এনে কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত পাঁচটি পর্বত হলো: হেরা, সিনাই, যায়তা, লোবানন ও জুদী। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়াতও স্বহীহ হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), কা'ব আল-আহবার, কাতাদাহ এবং ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত হয়েছে সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন শীশ (আলাইহিস সালাম)। উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ সম্ভবত ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের পুস্তক হতে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যতক্ষণ না কোন বিষয় স্বহীহ হাদীস্র দ্বারা সমর্থিত হয় ততক্ষণ এরূপ রিওয়ায়াতকে সত্য বা মিথ্যা কোনটিই বলা যায় না। অবশ্য এরূপ রিওয়ায়াতের সমর্থনে কোন স্বহীহ হাদীস্র পাওয়া গেলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

১৩৯৩. সূরাহ নূর, ২৪:৩৬।

১৩৯৪. মুসলিম ৫৬৯।

মক্কা এক পবিত্র অঞ্চল

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ **"স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীম প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদস্থল কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে তাদেরকে ফলসমূহ হতে রিযিক দিও।"**

৬২৩. (স্বহীহ): ইমাম আবূ জা'ফার বিন জারীর তাবারী বর্ণনা করেছেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহ আনহুমা বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بَيْتَ اللهِ وأَمَّنَه وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا

ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর ঘরকে সম্মানিত ও নিরাপদ ঘোষণা করেছিলেন, আর আমি মদীনা শহর অর্থাৎ তার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত ঘোষণা করছি। এখানে শিকার করা এবং তার কাঁটা-বৃক্ষ কাটা যাবে না।[১৩৯৫] ইমাম নাসাঈ মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে তিনি বুনদার থেকে অনুরূপ এবং ইমাম মুসলিম আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আমর আন নাকিদ তারা উভয়ে আবূ আহমাদ আয যুবায়রী তিনি সুফইয়ান আস্ত স্রাওরী থেকে এ হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

৬২৪. ইবনু জারীর বলেন, ❮আবূ কুরায়ব ও আবুস সাইব❯❮ইবনু ইদরীস❯❮আশআস্র❯❮নাফি'❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ ❮আবূ কুরায়ব❯❮আবদুর রহীম আর রাযী❯❮আশআস্র❯❮নাফি'❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তার খলীল (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)। আর আমি হলাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) মক্কা নগরীকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছিলেন, আর আমি সম্মানিত বলে ঘোষণা করছি মদীনা শহরকে। তার প্রস্তরময় দু প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের কাঁটা-গাছ কাটা যাবে না, তার অভ্যন্তরে প্রাণী শিকার করা যাবে না এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাবে না। এমনকি উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার কোন গাছপালা কাটা যাবে না।[১৩৯৬] উক্ত হাদীস্র আবূ হুরায়রাহ থেকে উপরোক্ত সানাদে কুতুবুস সিত্তার অন্তর্ভুক্ত কোন হাদীস্র গ্রন্থে উল্লেখিত নেই।

৬২৫. (স্বহীহ): তবে উক্ত হাদীস্রের মূল 'বক্তব্য-বিষয়' স্বহীহ মুসলিমে ভিন্ন সূত্রে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, লোকেরা গাছের প্রথম ফলটি নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসত। নাবী (ﷺ) তা হাতে নিয়ে বলতেন:"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর, তুমি আমাদের সা' (চার সের মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি আমাদের মুদ্দ (পঞ্চাশ তোলা মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও।""হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) হচ্ছেন তোমার বন্ধু তোমার খলীল ও তোমার নাবী; আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নাবী। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তোমার নিকট দোয়া করেছিলেন মক্কা নগরীর জন্য; আর আমি তোমার নিকট দোয়া করছি মদীনার জন্য। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তোমার নিকট মক্কার জন্য যতটুকু নি'আমতের দোয়া করেছিলেন, আমি তোমার নিকট মদীনার জন্য ততটুকু নি'আমতের এবং তৎসহ তার সমান নি'আমাতের (মক্কার দ্বিগুণ নি'আমতের) দোয়া করছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর নাবী (ﷺ) কনিষ্ঠতম কিশোরকে ডেকে তাকে (অন্য এক

১৩৯৫. তাবারী ৩/৪৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৪২৮৪, মুসলিম ১৩৬২, স্বহীহ আল-জামি' ১৫২১। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৩৯৬. তাবারী ২০৩২, জামিউল আহাদীস্র ৪২১৮২, কানযুল উম্মাল ৩৮১৫৬। সানাদটি আশআস্র বিন সাওয়ার-এর কারণে দুর্বল। তবে لا يعلف بعير لا বা! কথাটি ব্যতীত হাদীস্রটির মূল ভিত্তি পাওয়া যায়। হাদীস্রের মাঝে অতিরিক্ত কিছু শব্দ আসায় ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহঃ) হাদীস্রটিকে গরীব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রিওয়ায়াত অনুসারে তাঁর নিকট উপস্থিত শিশু-কিশোরদের কনিষ্ঠতম কিশোরকে) তা প্রদান করতেন।[১৩৯৭] শব্দগুলো মুসলিমের।

অন্য এক রেওয়ায়াতে উল্লিখিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হাতে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শহরে, আমাদের ফলসমূহে, আমাদের মুদ্দ-এ এবং আমাদের সা'-এ বরকতের পর বরকত নাযিল কর।

৬২৬. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, «আবূ কুরায়ব»কুতায়বাহ বিন সাঈদ»বাকর বিন মুদার»ইবনুল হাদী»আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ»আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উস্‌মান»রাফি' বিন খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)» বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্মানিত ঘোষণা করেছেন মক্কা নগরীকে; আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করছি মদীনার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে(সমগ্র মদীনা শহরকে)।[১৩৯৮] ইমাম মুসলিম হাদীস্‌টি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস্‌টি উপরোক্ত রাবী কুতায়বাহ বিন সাঈদ থেকে উপরোক্ত অভিন্ন সানাদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৬২৭. (স্বহীহ): সহীহুল বুখারী ও স্বহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ তালহাকে বললেন, আমার খেদমতের জন্য তোমাদের একটি কিশোরকে জোগাড় করে আনো। তাই আবূ তালহাহ আমাকে সঙ্গে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও যাত্রাবিরতি করলে আমি তাঁর খেদমত করতাম। এস্থলে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি সফরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্ণনার একাংশে বলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মুখে চললেন। এক সময় পাহাড় দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং তাকেও আমরা ভালবাসি। অতঃপর মদীনার সমীপবর্তী হয়ে তিনি বললেন, "اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا، مِثْلَمَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِم وَصَاعِهِمْ" "হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যে সম্মানে মক্কা নগরীকে সম্মানিত **করেছিলেন আমি মদীনার দুই প্রান্তের দুই পর্বতের মধ্যে অবস্থিত স্থানকে (মদীনা শহরকে) সেই সম্মানে সম্মানিত করছি। হে আল্লাহ তুমি তাদের জন্য (মদীনাবাসীর জন্য) তাদের মুদ্দ ও সা'-এর মধ্যে বরকত দান কর।"**[১৩৯৯]

৬২৮. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ" "হে আল্লাহ! তুমি তাদের জন্য তাদের পরিমাপের পাত্রসমূহে বরকত দাও, তুমি তাদের জন্য তাদের সা'-এর মধ্যে ও তাদের মুদ্দ-এর মধ্যে বরকত দাও।"তবে ইমাম বুখারী "অর্থাৎ মদীনাবাসী" কথাটি অতিরিক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৪০০]

৬২৯. (স্বহীহ): আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বুখারী এবং মুসলিমে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "اللهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَي مَا جَعَلْتَهُ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ" হে আল্লাহ! তুমি মক্কা নগরীতে যে বরকত নাযিল করেছ মদীনা শহরে তার দ্বিগুণ বরকত নাযিল কর।[১৪০১]

৬৩০. (স্বহীহ): আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১৩৯৭. মুসলিম ১৩৭৩, তিরমিযী ৩৪৫৪, ইবনু মাজাহ ৩৩২৯, ইবনু হিব্বান ৩৭৪৭। **তাহকীক** ঃ স্বহীহ।
১৩৯৮. তাবারী ২০৩৩, মুসলিম ১৩৬১। **তাহকীক:** স্বহীহ।
১৩৯৯. বুখারী ৩৮৯৩, মুসলিম ১৩৬৫, আহমাদ ৩/১৫৯, ২৪২, আদ দালাইলু লিল বায়হাকী ৪/২২৮। **তাহকীক:**স্বহীহ।
১৪০০. বুখারী ২১৩০, ৭৩৩১, মুসলিম ১৩৬৮, ইবনু হিব্বান ৩৭৪৫। **তাহকীক:**স্বহীহ।
১৪০১. বুখারী ১৮৮৫, মুসলিম ১৩৬৩, আহমাদ ৩/১৪২। **তাহকীক:** স্বহীহ।

"إن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وحَرَّمتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ"

ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) যেভাবে মক্কা নগরীকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন এবং তার জন্য দোয়া করেছিলেন আমিও তেমনি মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছি এবং তার অধিবাসীদের কল্যাণ ও তার পরিমাপ পাত্র স্বা' ও মুদ্দের বরকতের জন্য দোয়া করছি।[১৪০২] হাদীস্রটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। আর শব্দগুলো তাঁরই।

৬৩১. (স্বহীহ্): মুসলিমের শব্দগুলো হলো: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا. وَإِنِّي حرَّمتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْـرَاهِيمُ مَكَّـةَ، وَإِنِّي دَعَـوْتُ لَهَا فِي صَاعِهَا وَمُـدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ"

ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) যেরূপে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন মক্কা নগরীকে এবং তিনি দোয়া করেছিলেন তার (মক্কার) অধিবাসীদের জন্য, আমিও সেরূপ সম্মানিত ঘোষণা করছি মদীনা শহরকে; আর আমি দোয়া করছি মদীনা শহরের জন্য ও তার স্বা'-এর বিষয়ে এবং তার মুদ্দ-এর বিষয়ে ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) মক্কার অধিবাসিদের জন্য যতটুকু (বরকতের) দোয়া করেছিলেন তার দ্বিগুণ (বরকতের) দোয়া আমি মদীনার জন্য করছি।[১৪০৩]

৬৩২. (স্বহীহ্): আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) সম্মানিত ঘোষণা করেছেন মক্কা নগরীকে আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করেছি মদীনাকে তার দুই রণক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থানকে। তার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো যাবে না, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং পশুকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ব্যতীত সেখানে অবস্থিত কোন গাছের পাতা কাটা (ছিঁড়া) যাবে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের স্বা'-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের মুদ্দ-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ! তুমি একটি বরকতের পর দু'টি বরকত নাযিল কর, ...।[১৪০৪] হাদীস্রটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

বিপুল সংখ্যক হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনাকে 'হারম' (বিশেষ বিধি বিধানের মাধ্যমে সম্মানিত) বলে ঘোষণা করেছেন। যে সকল হাদীস্রে মদীনার 'হারম' হওয়ার বর্ণনার সাথে ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) কর্তৃক মক্কা 'হারম' ঘোষিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, এই স্থলে আমরা শুধু সেই সকল হাদীস্রই উল্লেখ করেছি। কারণ, আলোচ্য আয়াতের সাথে শুধু উপরোক্তরূপ হাদীস্রেরই সম্বন্ধ রয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস্রসমূহ দ্বারা একদল আহলে ইলম প্রমাণ করেন যে, মক্কা 'হারম' ঘোষিত হয়েছে ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর যামানায় তাঁরই মুখে। কেউ কেউ বলেন, তা 'হারম' হয়েছে পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছে, সেই থেকে। উক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও শক্তিশালী। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অন্যান্য আরো হাদীস্র আছে যা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে মক্কাকে একটি পবিত্র অঞ্চল করেছেন।

১৪০২. বুখারী ২১২৯। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

১৪০৩. মুসলিম ১৩৬০। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

১৪০৪. মুসলিম ১৩৭৪, আহমাদ ৩/৪৭। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

৬৩৩. (স্বহীহ): সাহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে, 'আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمه اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلِ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا ساعة من نهار، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَد شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَتُه إِلَّا مَنْ عرَّفها، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا" فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رسول الله، إلا الإِذْخر فإنه لقَينهم ولبيوتهم. فَقَالَ: "إِلَّا الْإِذْخِرَ"

মক্কা বিজয়ের দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'লা যেদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই এই শহরকে হারাম (পবিত্র ও সম্মানিত) করে রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত 'হুরমত' (সম্মান ও পবিত্রতা)-এর কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা 'হারাম' থাকবে। তাতে যুদ্ধ করা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল করা হয়নি। আর আমার জন্য মাত্র সামান্য সময় তাতে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত হুরমাতের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম থাকবে। তাতে অবস্থিত কাঁটাগাছ কাটা যাবে না। এখানে অবস্থিত শিকার তাড়ানো যাবে না। এতে পতিত হারানো বস্তু তার মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার প্রাপ্তির সংবাদ প্রচার করতে পারে, কিন্তু তা ছাড়া অন্য কেউ উঠাতে পারবে না। আর তাতে অবস্থিত তৃণ কেউ কাটতে পারবে না। অতঃপর আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির (সুগন্ধ তৃণ বিশেষ) ছাড়া? কেননা তা লোকদের শিল্পকর্মে এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইযখির তৃণ ছাড়া।[১৪০৫] এ শব্দগুলো মুসলিমের। স্বহীহাঈন আবূ হুরায়রাহ থেকে এরকমই একটি হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছে।

উপরোক্ত হাদীস্বটি বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারী বলেছেন, সফিয়াহ বিনতে শায়বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইবন মুসলিম ও হিব্বান ইবন সালেহ বর্ণনা করেছেন যে হযরত সাফিয়াহ বিনতে শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি। অতঃপর হযরত সাফিয়াহ বিনতে শায়বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) উপরোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[১৪০৬]

৬৩৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী তা ঐরূপে বিচ্ছিন্ন সনদে (معلق) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ **আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ উক্ত হাদীস্বকেই** ০(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)(য়ূনুস বিন বুকায়র)(মুহাম্মাদ বিন **ইসহাক)(আবান বিন স্বালিহ)(হাসান বিন মুসলিম বিন ইয়ান্নাক)(স্বাফিয়্যাহ** বিনতু শায়বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))০-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আল্লাহ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই সেই দিনই তিনি মক্কা নগরীকে الحرم (পবিত্র ও সম্মানিত) করে রেখেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত 'হারম' থাকবে। তার গাছ-পালা কাটা যাবে না। তার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা হারানো জিনিস উঠানো যাবে না, তবে যে ব্যক্তি তার মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেটি পাওয়ার সংবাদ প্রচার করবে সে সেটি উঠাতে পারবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই ঘোষণা প্রদানের পর আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ইযখির তৃণ ব্যতীত? কারণ সেটি ঘরবাড়ী নির্মাণে এবং কবরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।' এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইযখির তৃণ ব্যতীত।[১৪০৭]

৬৩৫. (স্বহীহ): আবূ শুরায়াহ আল-আদাবী বলেছেন যে, তিনি 'আমর বিন সাইফকে বললেন-যখন 'আমর মক্কায় বাহিনী প্রেরণ করছিলেন- হে সেনাপতি! আমাকে একটি হাদীস্ব বর্ণনা করতে দিন যা

১৪০৫. স্বহীহুল বুখারী ১৮৩৪, ১৫৮৭, ৩১৮৯, ৩০৭৭, মুসলিম ৩৫৩। **তাহকীক**: স্বহীহ।

১৪০৬. স্বহীহুল বুখারী ১১২, মুসলিম ১৩৫৫।

১৪০৭. বুখারী ১৮৩৪, মুসলিম ১৩৫৩, আবূ দাঊদ ২১৮, তিরমিযী ১৫৯০, ইবনু হিব্বান ৩৭৯০। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। আমার কান হাদীসটি শুনেছে, আমার অন্তর তা উপলব্ধি করেছে এবং আমার চোখ নাবী (ﷺ)-কে দেখেছে যখন তিনি তা বলেছিলেন। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন:

إِنَّ مَكَّةَ حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإِن أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشاهد الغائب

আল্লাহ তা'আলা মাক্কাহকে হারম (মহাসম্মানিত) করেছেন। কোন মানুষ তাকে মহাসম্মানিত করেনি। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য মাক্কায় রক্তপাত করা বা এর কোন গাছ কাটা বৈধ নয়। আল্লাহর রসূল কর্তৃক লড়াই পরিচালনার কারণে যদি (হারমের ভিতরে) কেউ যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় তাহলে তাকে তোমরা বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে তো আর তিনি অনুমতি দেননি। আর এ অনুমতিও কেবল শুধু আমাকে দিনের কিছু সময়ের জন্য দেয়া হয়েছিল। আজ পুনরায় তার নিষিদ্ধতা পুনর্বহাল হয়েছে যেমনিভাবে অতীতে ছিল। অতএব প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি এ কথা যেন প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। আবূ শুরায়হ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনাকে 'আমর কী জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমর বলেছিলেন, হে আবূ শুরায়হ! এর বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। হারম কোন অপরাধীকে, হত্যা করে পলাতক ব্যক্তিকে এবং চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না।[১৪০৮] এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম সংগ্রহ করেছেন।

অতঃপর এ হাদীস যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় মক্কাকে পবিত্র ভূমি ঘোষণা করেছেন এবং এ হাদীস যে ইবরাহীম একে পবিত্র ভূমি ঘোষণা করেছেন এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে আর কোন বৈপরিত্য থাকেনা, কারণ ইবরাহীম কা'বা ঘর তৈরীর পূর্বে আল্লাহর ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি মক্কাকে পবিত্র ভূমি ঘোষণা করেছেন।

তেমনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ নাবী হিসেবে লিখিত হয়েছিলেন যখন আদম তখন পর্যন্ত কাদায় ছিল। তথাপি ইবরাহীম বলেছিলেন: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! এদের কাছে একজন রসূল এদের মধ্য হতে প্রেরণ কর।"**[১৪০৯]

আল্লাহ ইবরাহীমের দুআ' কবূল করেছিলেন যদিও পূর্বেই তিনি পূর্ণভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে, তাঁর হুকুমে তা ঘটবে।

৬৩৬. (সহীহ): এ বিষয়টি আরো অধিক ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করতে পারি যা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে বলুন আপনার নবুওয়াতের সূচনা কিভাবে হয়েছিল।" তিনি বলেছিলেন, دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَرَأَتْ أُمِّي كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نور أضاءت لَهُ قُصُورُ الشَّامِ (আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআ'র ফসল, ঈসা বিন মারইয়ামের সুসংবাদ আর আমার মা দেখেছিলেন যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে দিল।[১৪১০] এ হাদীসে সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর নবুওয়াতের সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ বিষয়টি আমরা পরে ব্যাখ্যা করব ইনশা'আল্লাহ।

১৪০৮. সহীহুল বুখারী ১৮৩২, মুসলিম ১৩৫৪।

১৪০৯. সূরাহ বাকারা, ২:১২৯।

১৪১০. আহমাদ ২১৭৫৮, মু'জামুল কাবীর ৭৭২৯, জামিউল আহাদীস ১২৩৪৭, মুসতাদরাক ৩৫৬৬, ইবনু হিব্বান ৬৪০৪। ইনশাআল্লাহ এই সূরার ১২৯ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। **তাহকীক:** সহীহ।

মক্কাকে নিরাপত্তা ও উপজীবিকার একটি অঞ্চল করার জন্য আল্লাহর নিকট ইবরাহীম প্রার্থনা জানান

আল্লাহ বলেছেন যে, ইবরাহীম বলেছিল ﴿رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا﴾ **"হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদস্থল কর।"** অর্থাৎ ভয়ভীতি হতে যাতে সেখানকার লোকেরা ভীতিগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ ইবরাহীমের প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। আল্লাহ বলেন: ﴿وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا﴾ **"যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে।"**[১৪১১] এবং ﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ **"তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারাম' (মক্কা)-কে করেছি নিরাপদ স্থান অথচ তাদের চতুষ্পার্শ্ব থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।"**[১৪১২]

আমরা হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি যাতে পবিত্র এলাকায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

৬৩৭. (সহীহ): মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন, জাবির বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ (মক্কায় কেউ অস্ত্র বহন করতে পারবেনা।)[১৪১৩]

আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম বলেছিল, ﴿رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا﴾ **"হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদস্থল কর"** অর্থাৎ একে নিবাপদ শহর করুন। এটা ঘটেছিল কা'বা নির্মাণের পূর্বেই। আল্লাহ সূরা ইবরাহীমে বলেছেন, ﴿وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا﴾ **"স্মরণ কর, ইব্রাহীম যখন বলেছিল, 'হে আমার রব্ব! তুমি এ নগরীকে নিরাপদ কর।"**[১৪১৪] যেমন এখানে, ইবরাহীম দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করেন যখন ঘর তৈরি হল এবং লোকেরা তার চারপাশে বাস করতে লাগল ইসহাকের জন্মের পর যিনি ইসমাঈলের চেয়ে তের বছরের ছোট ছিলেন। এজন্য, তাঁর প্রার্থনার পর ইবরাহীম এখানে বলেছেন,

﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার বার্ধক্য অবস্থায় আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন, আমার প্রতিপালক অবশ্যই আহ্বান শ্রবণকারী।"[১৪১৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾

"এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর'। নির্দেশ হল, 'যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছু দিনের জন্য উপকার লাভ করতে দেব এবং তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করব, আর কতই না নিকৃষ্ট তাদের ফেরার জায়গা!" ইবনু জাবীর বলেছেন যে, উবাই বিন কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾ **"যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছু দিনের জন্য উপকার লাভ করতে দেব এবং তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করব, আর কতই না নিকৃষ্ট তাদের ফেরার জায়গা!"** এগুলো আল্লাহর কথা (অর্থাৎ ইবরাহীমের নয়)।[১৪১৬] মুজাহিদ ও ইকরিমাহ্‌রও এটাই তাফসীর।[১৪১৭]

১৪১১. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৯৭।
১৪১২. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৬৭।
১৪১৩. মুসলিম ১৩৫৬।
১৪১৪. সূরাহ ইবরাহীম ১৪:৩৫।
১৪১৫. সূরাহ ইবরাহীম ১৪:৩৯।
১৪১৬. তাবারী ৩/৫৩।

আবূ জা'ফার বলেন, লায়স্র বিন আবূ সুলায়ম মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ **"যে কেউ কুফরী করবে তাকেও আমি কিছু দিনের জন্য উপকার লাভ করতে দেব"** আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, যারা কুফরী করে তাদেরকেও আমি রিযিক দেয়। ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ **"তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করব, আর কতই না নিকৃষ্ট তাদের ফেরার জায়গা!"** আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোককে ইমাম বানানোর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট যে দোয়া করেছিলেন তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাকে জানিয়েছিলেন, তার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করবে এবং তিনি কাফিরকে লোকদের ইমাম বানাবেন না। তার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করবে একথা জানতে পেরে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) মর্মাহত হলেন এবং আল্লাহর মহব্বতে আবিষ্ট হয়ে স্বীয় বংশধরদের মধ্যে হতে কাফিরদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মু'মিনদের জন্য দোয়া করলেন। তিনি কা'বা ঘরের অঞ্চলে ভবিষ্যৎ অধিবাসী মুমিনদেরকে রিযিক দান করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার উপর আল্লাহ তাআলা তাকে জানালেন, আমি মু'মিনকে রিযিক দান করব এবং তৎসহ কাফিরকেও রিযিক দান করব। তবে কাফিরকে রিযিক দান করব সামান্য কিছুদিন। তাকে শুধু তার পার্থিব জীবনে রিযিক দান করব। অতঃপর তাকে দোযখের আযাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যাব। আর সেটি বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান।[১৪১৭]

উপরন্তু, ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **"হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদস্থল কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান আনে, তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর।"** এ আয়াতের অর্থ: "ইবরাহীম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন কেবলমাত্র বিশ্বাসীদেরকে জীবিকা দেয়ার জন্য। আল্লাহ নাযিল করলেন, "আমি অবিশ্বাসীদেরকে জীবিকা দেব, যেমন বিশ্বাসীদেরকে জীবিকা দেব। আমি কোন কিছু সৃষ্টি করব আর তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করবনা? আমি অবিশ্বাসীদেরকে কিছুটা আনন্দ দেব অতঃপর তাদেরকে আগুনের ভীষণ শাস্তিতে পতিত করব, কত মন্দই না সে গন্তব্যস্থল।"[১৪১৮] অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পাঠ করেন,

﴿كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾

"তোমার প্রতিপালকের দান থেকে আমি এদেরকে আর ওদেরকে সকলকেই সাহায্য করে থাকি, তোমার প্রতিপালকের দান তো বন্ধ হওয়ার নয়।"[১৪১৯] মারদুইয়্যাহ্ এটা লিপিবদ্ধ করেছেন, আর তিনি 'ইকরিমাহ্ ও মুজাহিদ থেকেও একই ধরণের কথা লিখেছেন। তেমনি, আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۞﴾

"যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে রচনা করে, তারা কক্ষনো কল্যাণ পাবে না। দুনিয়াতে আছে তাদের জন্য সামান্য ভোগ্যবস্তু, অতঃপর আমার কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তাদের কুফুরীর কারণে তাদেরকে আমি কঠিন 'আযাব আস্বাদন করাব।"[১৪২০] আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞﴾

১৪১৭. তাবারী ৩/৫৪।
১৪১৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৭।
১৪১৯. সূরাহ ইসরা, ১৭:২০।
১৪২০. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৬৯-৭০।

"কেউ কুফরী করলে তার কুফরী তোমাকে যেন মনোকষ্ট না দেয়, তাদের প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই; অতঃপর আমি তাদেরকে জানিয়ে দেব তারা কী করত। (মানুষের) অন্তরসমূহে কী আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি জানেন। অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে ভোগ করতে দেব, অবশেষে তাদেরকে গুরুতর শাস্তিতে (প্রবেশ করতে) বাধ্য করব।"[১৪২১] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ۝﴾

"(সত্যকে অস্বীকার ক'রে) সব এক জাতিতে পরিণত হবে এ আশঙ্কা না থাকলে যারা দয়াময় আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাদেরকে অবশ্যই দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ আর সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করত। আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম দরজা ও পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত।"[১৪২২]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ **"তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করব, আর কতই না নিকৃষ্ট তাদের ফেরার জায়গা!"** অর্থাৎ, অবিশ্বাসী এ জীবনে যে আনন্দ ভোগ করবে তারপর আমি তার গন্তব্য স্থল করব ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আগুনে আর কতই না মন্দ গন্তব্যস্থল। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অবসর দেন অতঃপর তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যা তাঁর মহানত্ব ও ক্ষমতার জন্য যথোপযুক্ত। এ আয়াতটি আল্লাহর এ কথার মত

﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۝﴾

"আমি কত জনপদকে সময়-সুযোগ দিয়েছি যখন তারা ছিল অন্যায় কাজে লিপ্ত। অতঃপর সেগুলোকে পাকড়াও করেছিলাম, (পালিয়ে কেউ তো কোথাও যেতে পারবে না) কেননা (সকলের) প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে।"[১৪২৩]

৬৩৮. (সহীহ): আবার, সহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে " لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ؛ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ" **কষ্টদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিয্ক দান করেন।**[১৪২৪]

৬৩৯. (সহীহ): বুখারী আরো লিখেছে إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ আল্লাহ তাআলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।[১৪২৫]অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী পাঠ করেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝﴾

"তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এ রকমই হয়ে থাকে যখন তিনি পাকড়াও করেন কোন জনপদকে যখন তারা যুল্মে লিপ্ত থাকে। অবশ্যই তাঁর পাকড়াও ভয়াবহ, বড়ই কঠিন।"[১৪২৬]

১৪২১. সূরাহ লুকমান, ৩১:২৩-২৪।
১৪২২. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:৩৩-৩৪।
১৪২৩. সূরাহ হজ্জ, ২২:৪৮।
১৪২৪. সহীহুল বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৮০৪।
১৪২৫. সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬।
১৪২৬. সূরাহ হুদ, ১১:১০২।

কা'বার নির্মাণ এবং তা কবূল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা

আল্লাহতাআলা বলেছেন,

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۝﴾

"আর (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা'। হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"

আল্লাহ বলেন, "হে মুহাম্মাদ! তোমার লোকেদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘর নির্মাণ করছিল ও তাঁর ভিত্তি উত্তোলন করছিল এই বলে যে, ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"** কুরতুবি উল্লেখ করেছেন যে, উবাই এবং ইবনু মাসউদ আয়াতটি পড়তেন এভাবে ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ وَيَقُلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ উবাই ও ইবনু মাসউদ যে এ কথাটি এভাবে পড়তেন তা প্রতিপন্ন হচ্ছে পরবর্তী আয়াতে যা আছে তার দ্বারা ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয়।"** নাবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল একটি ভাল কাজ সম্পন্ন করছিলেন তথাপি তাঁরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলেন তাঁদের নিকট হতে সেই ভাল কাজ কবূল করার জন্য। ইবনু আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, উহায়ব ইবনুল ওয়ার্দ পাঠ করতেন, ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ﴾ **"আর (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি তুলছিল, তখন প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর"** এবং কাঁদতেন আর বলতেন,"হে রহমানের খলীল! তুমি রহমানের ঘরের ভিত্তি উত্তোলন কর,তথাপি তুমি ভয় কর যে, তিনি তোমা হতে তা গ্রহণ করবেন না?[১৪২৭] এটাই হচ্ছে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসীদের ব্যবহার, যাদের বর্ণনা আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াতে দিয়েছেন- ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا﴾ **"যারা তাদের দানের বস্তু দান করে"** অর্থাৎ, তারা স্বেচ্ছায় দান বিতরণ করে এবং 'ইবাদাতের কাজ করে, তথাপি ﴿وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ **"আর তাদের অন্তর ভীত শংকিত থাকে।"**[১৪২৮]এই ভয় যে, এই ভাল কাজগুলো তাদের হতে গৃহীত নাও হতে পারে। এ বিষয়ে 'আয়িশাহ হতে একটি প্রামাণ্য হাদীস্র বর্ণিত আছে যা আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ।

৬৪০. (স্বহীহ্): বুখারী লিখেছেন যে, ◊[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ][আবদুর রাযযাক][মা'মার][আয়্যুব আস সাখিতিয়ানী][কাস্রীর বিন কাস্রীর ইবনুল মুত্তালিব বিন আবূ ওয়াদাআহ][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]◊ বলেছেন, দীর্ঘ ভ্রমণকারিণী প্রথম মহিলা হচ্ছেন ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর মাতা হাজেরা (আলায়হিস সালাম)। 'নাবী ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ইসমাঈল ও তার মাকে নিয়ে চলে গেলেন, অবশেষে তিনি কা'বা ঘরের এলাকায় পৌঁছলেন এবং তাদেরকে মাসজিদের উচ্চ এলাকায় জমজমের উপরিভাগে একটি গাছের নিকট ছেড়ে দিলেন। তখন পর্যন্ত ইসমাইলের মা ছেলের সেবা যত্ন করছিলেন। মক্কায় তখন কোন বসতি ছিলনা, সেখানে ছিলনা

১৪২৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৮৪।

১৪২৮. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৬০।

কোন পানির উৎস। অতঃপর ইবরাহীম তাদেরকে এক থলে খেজুর ও এক মশক পানিসহ সেখানে ছেড়ে গেলেন। অতঃপর ইবরাহীম চলে যেতে শুরু করলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর অনুসরণ করল এবং বলল," হে ইবরাহীম! জনমানবহীন এই অনুর্বর উপত্যকায় তুমি কার কাছে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ? তিনি কয়েকবার এ কথা বললেন কিন্তু ইবরাহীম কোন উত্তর দিলনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ কি তোমাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন?'। তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তিনি বললেন, "আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে আল্লাহ আমাদেরকে কক্ষনো পরিত্যাগ করবেন না। ইবরাহীম চলে গেলেন এবং তিনি যখন এত দূরবর্তী হয়ে গেলেন যে, তারা আর তাকে দেখতে পায়না, সানিয়্যার নিকটবর্তী, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করলেন, হাত তুললেন এবং দুআ' করলেন

﴿رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে স্বলাত কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।"[১৪২৯]

ইসমাঈলের মা তখন তাঁর স্থানে ফিরে আসলেন, মশক হতে পানি পান করতে এবং ইসমাঈলের সেবা করতে শুরু করলেন। পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি ও তাঁর ছেলে পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ছেলের দিকে তাকালেন, সে পিপাসায় কাতর ছিল। তিনি চলে গেলেন, কারণ ঐ অবস্থায় তার দিকে তাকানো সহ্য করতে পারলেন না। তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে নিকটে সাফা পাহাড় দেখতে পেলেন, তাতে উঠলেন এবং কাউকে দেখতে পাওয়ার আশায় বৃথাই তাকালেন। তিনি দু'পাহাড়ের মাঝে সাতবার **দৌড়ালেন যেমন একজন ক্লান্ত মানুষ দৌড়ায়,** অবশেষে মারওয়াহ পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে কাউকে **দেখার জন্য বৃথাই তাকালেন।** তিনি দু'পাহাড়ের মাঝে সাত বার দৌড়ালেন।" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) **বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,** فَذٰلِكَ سَعَى النَّاسِ بَيْنَهُمَا **"এ জন্যই মানুষ সাফা ও মারওয়াহ-এর মাঝে দৌড়ায় (হজ্জ ও উমরায়)।**

"যখন তিনি মারওয়াহ্য় পৌঁছলেন, তিনি একটা শব্দ শুনলেন এবং (صه) **তিনি শব্দটি আবার শুনার** চেষ্টা করলেন এবং তখন বললেন, 'আমি তোমাকে শুনতে পেয়েছি, তোমার নিকট বিপদের সাহায্য আছে কি?' তিনি ফেরেশ্‌তাকে দেখলেন তাঁর গোড়ালি (অথবা ডানা) দিয়ে খনন করতে যেখানে এখন জমজম অবস্থিত এবং পানি উৎসারিত হল। ইসমাঈলের মা বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং তার হাত দিয়ে খনন করতে শুরু করলেন পানি মশকের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।" ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, অতঃপর নাবী (ﷺ) বললেন, يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ- لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের প্রতি রহম করুন, তিনি যদি পানিকে (তার হাত না লাগিয়ে) ঐভাবেই ছেড়ে দিতেন, তাহলে তা পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত।" "ইসমাঈলের মা পানি পান করতে শুরু করলেন এবং বাচ্চার জন্য তাঁর দুগ্ধ বেড়ে গেল। ফেরেশ্‌তা (জিবরীল) তাঁকে বললেন, নির্বাসনকে ভয় পাবেন না, এখানে এই ছেলে ও তার পিতার দ্বারা আল্লাহর একটি ঘর তৈরি হবে। আল্লাহ তাঁর লোকদের পরিত্যাগ করেন না।" সে সময় ঘরের চারপাশ ভূমিতলের উপর পর্যন্ত উঠানো ছিল আর তার ডান ও বাম দিয়ে বন্যার পানি পৌঁছত।

১৪২৯. সূরাহ ইবরহীম, ১৪:৩৭।

পরবর্তীতে কাদা হয়ে যাতায়াতকারী জুরহুম গোত্রের কতক লোক উপত্যকার তলদেশে শিবির স্থাপন করল। তারা কতকগুলো পাখী দেখে বিস্মিত হল এবং বলল, "পাখী কেবল এমন জায়গায় দেখা যায় যেখানে পানি আছে। এ উপত্যকায় পানি তো কখনও দেখিনি। এলাকায় খোঁজার জন্য তারা দু'টা একটা দল পাঠাল, পানি দেখতে পেয়ে ফিরে এসে তাদেরকে তা জানাল। তখন তারা সবাই পানির পাশেই ইসমাঈলের মায়ের কাছে গেল এবং বলল, 'হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি আমাদেরকে আপনার এখানে বাস করতে দিবেন? তিনি বললেন, 'হাঁ, কিন্তু এখানে পানির চূড়ান্ত মালিকানা তোমাদের থাকবেনা'। তারা বলল, "আমরা রাজী"। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সে সময় ইসমাঈলের মা মনুষ্য সমাজের উপস্থিতি পছন্দ করেছিলেন।"

"এভাবে তারা সেখানে থেকে গেলেন এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে লোক পাঠালেন তাদের নিকট আসার জন্য। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল এবং তাদের এক মহিলাকে বিয়ে করল। ইসমাঈল তাদের নিকট হতে আরবী শিখলেন এবং তারাও পছন্দ করল তিনি যেভাবে উন্নত হলেন। অতঃপর ইসমাঈলের মায়ের মৃত্যু হল। তখন ইবরাহীমের খেয়াল জাগল স্বজনদের দেখার জন্য। তাই তিনি যাত্রা করলেন (মক্কার উদ্দেশ্যে)।যখন তিনি পৌঁছলেন, ইসমাঈলকে দেখতে পেলেন না,তাই তিনি স্বীয় পুত্রবধূকে তার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "তিনি শিকারে গেছেন'। যখন তিনি তাকে তাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন মহিলা তাঁর কাছে অভিযোগ করল যে, তারা খুব দুঃখ কষ্টে আছে। ইবরাহীম তাকে বললেন 'যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে তখন তাকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবে এবং তাকে বলবে তার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলতে। যখন ইসমাঈল ফিরলেন, তিনি অনুভব করলেন কোন আগন্তুক এসেছিলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন কোন আগন্তুক এসেছিল কি? স্ত্রী বলল, 'একজন বৃদ্ধ লোক আমাদেরকে দেখতে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি বললাম, আপনি কোথায় গেছেন। তিনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি জানালাম যে আমরা দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে বাস করছি। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন,"তিনি কি তোমাকে কিছু করতে বলেছিলেন?" সে বলল, "হাঁ, তিনি আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে বলেছেন এবং দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলতে বলেছেন। ইসমাঈল তাকে বলল, "তিনি আমার পিতা আর তুমি চৌকাঠ, কাজেই তুমি তোমার পরিবারে চলে যাও। (অর্থাৎ তোমাকে তালাক দেয়া হল)। তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে অন্য একটি মহিলাকে বিয়ে করলেন। আবার ইবরাহীমের খেয়াল জাগল তাঁর স্বজনদের দেখতে যাদেরকে তিনি মক্কায় ছেড়ে এসেছেন। ইবরাহীম ইসমাঈলের বাসায় আসলেন কিন্তু তিনি তাঁকে পেলেন না। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইসমাঈল কোথায়?" স্ত্রী উত্তর দিল, 'তিনি শিকারে গেছেন"। তিনি তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বলল, তাঁরা ভালভাবে দিন কাটাচ্ছে এবং আল্লাহর প্রশংসা করল। ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন "তোমাদের খাদ্য কী এবং তোমাদের পানীয় কী?" মহিলা উত্তর দিল, "আমাদের খাদ্য গোশ্ত আর আমাদের পানীয় পানি।" ইবরাহীম বলল, "হে আল্লাহ? তাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দান কর।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তখন তাদের কোন শস্য ছিলনা নতুবা ইবরাহীম তাতেও বরকত দানের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ' করতেন। যারা মক্কায় বাস করেনা তারা কেবল গোশ্ত ও পানি খেয়ে চলতে পারেনা।" "ইবরাহীম বললেন, ইসমাঈল যখন ফিরে আসবে তখন তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবে আর দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখতে বলবে। ইসমাঈল যখন ফিরে আসলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ কি আমাদেরকে দেখতে এসেছিল?" স্ত্রী বলল, "হাঁ দেখতে সুন্দর এক বৃদ্ধ মানুষ এবং সে ইবরাহীমের প্রশংসা করল, তিনি আমাদের জীবন ধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আর আমি বললাম যে, আমরা ভাল অবস্থায় আছি, ইসমাঈল জিজ্ঞেস করল, তিনি কি তোমাকে কোন খবর

জানাতে বলেছেন? মহিলা বললেন, "হাঁ, তিনি আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং বলেছেন আপনি যেন দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন।" ইসমাঈল বললেন, "তিনি আমার পিতা আর তুমি চৌকাঠ, তোমাকে রাখার জন্য তিনি আদেশ দিয়েছেন।" ইবরাহীম দেখা করে ফিরলেন আর ইসমাঈলকে জমজম কূপের পেছনে একটা গাছের নিকট তীর মেরামতরত অবস্থায় পেলেন। ইবরাহীমকে দেখে ইসমাঈল দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন যেমনভাবে পিতাপুত্র পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ইবরাহীম বললেন, "হে ইসমাঈল, তোমার প্রতিপালক আমাকে কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন।" ইসমাঈল বললেন, "আপনার প্রভুর নির্দেশ পালন করুন। তিনি ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে।" সে বলল, "হাঁ, আমি আপনাকে সাহায্য করব।" ইবরাহীম বললেন, "আল্লাহ আমাকে তাঁর জন্য ওখানে একটি ঘর তৈরীর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি একটি জায়গার প্রতি ইঙ্গিত করলেন যা ভূমিতল থেকে উঁচু ছিল। কাজেই দু'জনেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘরের ভিত্তি উঠাতে শুরু করলেন। ইবরাহীম কা'বা ঘর তৈরী করছিলেন আর ইসমাঈল তাঁর হাতে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। দু'জনেই বলছিলেন, ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"** কাজেই তাঁরা অংশ অংশ করে ঘরের চারদিকে গিয়ে ঘর তৈরী করছিলেন আর বলছিলেন ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"**[১৪৩০] উক্ত রেওয়ায়াতটি আবদ বিন হুমায়দ আবদুর রাযযাক থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ আয যাহরানী থেকে ও ইবনু জারীর আহমাদ বিন সাবিত আর রাযী থেকে তারা উভয়ে আবদুর রাযযাক থেকে সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◆[ইসমাঈল বিন আলী বিন ইসমাঈল][বিশর বিন মূসা][আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আযরাকী][মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী][আবদুল মালিক বিন জুরায়হ][কাসীর বিন কাসীর]◆ বলেন, একদা রাত্রিতে আমি উসমান বিন আবূ সুলায়মান এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবুল হুসায়নসহ একদল লোক সাঈদ বিন জুবায়রের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। সাঈদ বিন জুবায়র বললেন, আমি তোমাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পূর্বেই তোমরা প্রশ্ন করে আমার নিকট থেকে জ্ঞানের বিষয়ে জেনে নাও। এতে লোকেরা মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে তার নিকট প্রশ্ন করল। তিনি তাদের নিকট ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে শ্রুত উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করলেন। (এস্থলে ইমাম আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াতটি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করেছেন।

৬৪১. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, ◆[আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ][আবূ আমির বিন আবদুল মালিক বিন আমর][ইবরাহীম বিন নাফি'][কাসীর বিন কাসীর][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]◆ বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং তাঁর অপর স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটেছিল তা ঘটার পর তিনি ইসমাঈল ও তার মাতাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল পানি ভর্তি একটি ছোট পুরাতন মশক। পথে ইসমাঈলের মাতা মশক হতে পানি পান করতেন। এর ফলে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পেত। এভাবে দীর্ঘ ভ্রমণের পর তারা মক্কায় পৌঁছলেন। মক্কায় ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তাদেরকে একটি টিলার নিচে রেখে গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন। তাদেরকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়ার কারণে ইসমাঈলের মা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এর পিছনে চলল। 'কোদা' নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কে পিছন থেকে ডেকে বললেন, আপনি আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট রেখে যাচ্ছি। ইসমাঈলের মাতা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয়কে সন্তুষ্টি

১৪৩০. সহীহুল বুখারী, ৩৩৬৪।

সহকারে গ্রহণ করলাম। এই বলে তিনি ফিরে আসলেন। এস্থানে অবস্থান করে তিনি নিজে মশক থেকে পানি পান করতে লাগলেন এবং এর ফলে শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করার জন্য অধিক পরিমাণে দুধ পেতে লাগল। এক সময় মশকের পানি ফুরিয়ে গেল। ইসমাঈলের মাতা ভাবলেন কোথাও কোন লোক দেখা যায় কি না তজ্জন্য চেষ্টা করে দেখি। তিনি সাফা পাহাড়ে চড়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলেন না। অতঃপর নীচে নেমে তিনি দৌড়িয়ে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলেন। এরূপে সাতবার পাহাড়ে উঠা নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখতে পেলেন না। অতঃপর ভাবলেন কলিজার টুকরা শিশুটির অবস্থা একবার দেখে আসি। সেখানে গিয়ে দেখলেন, বাচ্চাটি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনিত হয়েছে। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখতে পেলেন না। এরূপ পূর্বের ন্যায় সাতবার পাহাড়ে উঠানামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখতে পেলেন না। অতঃপর ভাবলেন কলিজার টুকরা শিশুটিকে একবার দেখে আসি। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজ শুনে বললেন, ওহে কার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি? তোমার নিকট পানি থাকলে তা দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। চেয়ে দেখেন তিনি জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম), অতঃপর জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম) পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন। এই বলে রাবী শিষ্যকে বুঝানোর জন্য নিজের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। এতে উক্ত স্থান হতে পানি উৎসারিত হয়ে চারদিকে প্রবাহিত হতে লাগল। ইসমাঈলের মাতা এ ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি স্থানটিকে খুঁড়তে লাগলেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইসমাঈলের মাতা উক্ত স্থানটিকে তার নিজ অবস্থায় থাকতে দিলে নিশ্চয় তার পানি উপচিয়ে চারদিকে প্রবাহিত হত। যা হোক ইসমাঈলের মাতা উক্ত পানি পান করতে লাগলেন এবং-এর ফলে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুপুত্র পান করার জন্য অধিক পরিমাণে দুধ পেতে লাগল। একদা জুরহুম গোত্রের কতগুলো লোক মক্কার উপত্যকার নিম্নাংশ দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় একটি পাখি দেখতে পেল। এ স্থানে পাখি দেখতে পাওয়া ছিল তাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তারা বলাবলি করল, নিশ্চয় এখানে কোথাও পানি রয়েছে। অতঃপর তারা সন্ধান করার জন্য লোক পাঠাল। সে এসে পানি দেখতে পেয়ে সঙ্গীদেরকে তার সংবাদ জানাল। তারা ইসমাঈলের মাতার নিকট এসে বলল: হে ইসমাঈলের মাতা! আপনি কি আমাদেরকে এস্থানে পানির নিকট আপনার সাথে বসবাস করার জন্য অনুমতি দিবেন? তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর ইসমাঈল (মাতৃস্নেহে ও প্রতিবেশীদের আদরে) লালিত পালিত হতে লাগলেন। এরূপে শিশু ইসমাঈল এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি জুরহুম গোত্রীয় জনৈকা নারীকে বিবাহ করলেন। একদিন ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি স্বীয় পরিজনকে দেখতে আসবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) এর বাসস্থানে পৌঁছে তিনি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বলল, তিনি শিকারে গেছেন। ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, ইসমাঈল গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে তার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে ফেলতে বলো। ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর স্ত্রীর মুখে পিতার আদেশের কথা শুনে বললেন, তুমি আমার ঘরের দরজার সেই চৌকাঠ। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলে যাও। পুনরায় একদিন ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি ইসামাঈলকে দেখতে আসবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) এর বাসস্থানে পৌঁছে তিনি জিজ্ঞেস করিলেন, ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বললেন, তিনি শিকারে গেছেন। মেহেরবাণী করে অপেক্ষা করুন এবং খানাপিনা গ্রহণ করুন। ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, তোমরা কী খাদ্য খেয়ে থাক এবং কী পানীয় পান করে থাক? পুত্রবধু বললেন, আমরা গোশত খাই এবং পানি পান করি। ইবরাহীম (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের জন্য তাদের খাদ্য ও পানীয়তে বরকত নাযিল কর। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন,

অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন, এটি ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ার ফলে অবতীর্ণ বরকত। যা হোক পুনরায় একদিন ইবরাহীম (আঃ) সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখতে আসবেন। স্বীয় স্ত্রীকে জানিয়ে তিনি মক্কায় আগমন করলেন। এখানে এসে তিনি যমযম কূপের পশ্চাতে ইসমাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলেন। ইসমাঈল (আঃ) তখন একটি তীর সোজা করছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার প্রভু আমাকে তার ইবাদতের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করতে আদেশ করেছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহ যেহেতু আদেশ দিয়েছেন অতএব আমি আপনার কাজে আপনাকে সাহায্য করব। রাবী বলেন, অথবা ইসমাঈল (আঃ) অনুরূপ অন্য কিছু বললেন। অতঃপর পিতা পুত্র আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর এনে দিতেন এবং ইবরাহীম (আঃ) গাঁথুনি গাঁথতেন। নির্মাণকালে তাঁরা বলতেন, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট থেকে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনে থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রয়েছ। কা'বা ঘরের দেওয়াল গাঁথা হতে হতে উঁচু হয়ে গেলে এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে পাথর উঠিয়ে দেওয়াল গাঁথা কষ্টকর হলে তিনি মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত পাথরখানার উপর দাঁড়ালেন। এ অবস্থায় ইসমাঈল (আঃ) তাঁর হাতে পাথর তুলে দিতেন এবং তিনি দেয়াল গাঁথতেন। দেওয়াল গাঁথার কাজ চলাকালে পিতা-পুত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতেন– হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবুল করো। নিশ্চয় তুমি কথা শুনে থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রয়েছ।[১৪৩১] ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়াত উপরোক্ত দুই মাধ্যমে নবীগণ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত রিওয়ায়াত হাফিয আবূ আবদুল্লাহ স্বীয় মুসতাদরাক সঙ্কলনে ⟨আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম⟩ ⟨মুহাম্মাদ বিন সিনান আল-কাযযায⟩ ⟨আবূ আলী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল মাজীদ আল-হানাফী⟩ ⟨ইবরাহীম বিন নাফি'⟩-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা তা **বর্ণনা করেননি**। হাকিমের উপরোক্ত মন্তব্য বিস্ময়কর বটে। কারণ, ইমাম বুখারী সেটি উপরোক্ত রাবী **ইবরাহীম বিন নাফি'র মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন**। উক্ত রিওয়ায়াতের সানাদে তা স্পষ্ট। উল্লেখ্য যে, ইমাম **বুখারী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়াত কিছুটা সংক্ষিপ্ত**। কারণ, সেখানে যবেহের কথা উল্লেখিত হয়নি। **সহীহ রিওয়ায়াতে এটিও বর্ণিত রয়েছে যে,** ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে যে দুম্বাটি যবেহ **করেছিলেন তার শিং দুটি কাবা ঘরে লটকানো ছিল**। আবার এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) বোরাকে চড়ে বায়তুল মাকদাস হতে মক্কায় দ্রুতগতিতে আসা যাওয়া করতেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী। এস্থলে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য তা এই যে, উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির কোন কোন অংশ স্বয়ং নবী (ﷺ)-এর নিকট হতে বর্ণিত। এরূপ স্থানসমূহে ইবনু আব্বাস (রাঃ) 'নবী (ﷺ) বলেছেন' এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আলী (রাঃ) হতেও উপরোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তবে তার কোন কোন অংশ উপরোক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী। নিম্নে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি উল্লেখিত হয়েছে:

ইবনু জারীর বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না⟩ ⟨মুআম্মাল⟩ ⟨সুফইয়ান⟩ ⟨আবূ ইসহাক⟩ ⟨হারিসাহ বিন মুদাররিব⟩ ⟨আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)⟩ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে আদেশ দিলে তিনি হাজেরা (আঃ) এবং ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কায় আগমন করলেন। এখানে এসে দেখলেন কা'বা ঘরের স্থানের সোজা উপরের আকাশে মেঘের ন্যায় একটি জিনিস রয়েছে তার মধ্যে

১৪৩১. বুখারী ৩৩৬৫।

মানুষের মাথার ন্যায় একটি বস্তু রয়েছে। বস্তুটি তাঁকে বলল, হে ইবরাহীম! আমার ছায়ার সমান অথবা বলল, আমার সমান স্থান জুড়ে একটি ঘর বানাও। দেখিও ঘরটির স্থান যেন তা অপেক্ষা বড় বা ছোট না হয়। আদেশ মতে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর ঘর নির্মাণ করে ইসমাঈল ও হাজেরা (আলাইহিস সালাম)-কে মক্কায় রেখে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। হাজেরা (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে ইবরাহীম! আমাদেরকে কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছ? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। এতে হাজেরা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তবে তুমি চলে যাও। আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এক সময়ে ইসমাঈল তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। হাজেরা (আলাইহিস সালাম) সাফা পাহাড়ে চড়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন কিন্তু কোথাও কিছু (অর্থাৎ পানি বা মানুষ) দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ে চড়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। তিনি এরূপ সাতবার প্রত্যেক পাহাড়ে চড়ে চারদিকে তাকালেন। অতঃপর (মনের দুঃখে) বললেন, হে ইসমাঈল! আমার অসাক্ষাতে মরে যাও। অতঃপর তিনি ইসমাঈলের কাছে আসলেন। দেখলেন তার শিশু পুত্র তৃষ্ণায় মাটিতে পা ছুঁড়ে মারছে। এ সময়ে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাকে ডেকে বললেন, তুমি কে? হাজেরা (আলাইহিস সালাম) বললেন, এ শিশুটি ইবরাহীমের পুত্র। আমি তার মাতা হাজেরা। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞেস করলেন, ইবরাহীম তোমাদেরকে কার আশ্রয়ে রেখে গেছেন? হাজেরা (আলাইহিস সালাম) বললেন, তিনি আমাদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে রেখে গেছেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, তিনি তোমাদেরকে যে সত্তার আশ্রয়ে রেখে গেছেন সে সত্তা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা এক স্থানের মাটি খুঁড়লেন। এতে উক্ত স্থান হতে পানি উৎসারিত হল। সেটিই আজকার যমযম কূপ। হাজেরা (আলাইহিস সালাম) পানি আটকে রাখতে লাগলেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, পানির গতি রুদ্ধ করো না। এস্থলে তুমি অনেক বেশি পরিমাণে পানি পাবে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ইসমাঈল ও তাঁর মাতা হাজেরাকে মাক্কায় রেখে যাওয়ার পূর্বে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন। উভয় রিওয়ায়াতের বক্তব্যের মধ্যে এরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দু' বার কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। প্রথমবার তিনি একাকী কা'বা ঘরের স্থানে শুধু মাটির সাথে মিলিত একটি ঘেরাও নির্মাণ করে রেখেছিলেন। ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) বড় হওয়ার পর পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে কা'বা ঘরের যে নির্মাণের কথা উল্লেখিত রয়েছে তা ছিল তার দ্বিতীয়বার নির্মাণ।

ইবনু জারীর বলেন, {হান্নাদ ইবনুস সারী} {আবুল আহওয়াস} {সিমাক} {খালিদ বিন আরআরাহ} বলেন, একদা এক ব্যক্তি আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলল: আপনি আমার নিকট কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা করুন। সেটি কি পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর? আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, না। তবে পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম বরকতময় ঘর। সেখানে মাকামে ইবরাহীম রয়েছে। কা'বায় কেউ প্রবেশ করলে নিরাপদ হয়ে যায়। কা'বার নির্মাণ ইতিহাস এই ঃ একদা আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে ওহীর মাধ্যমে আদেশ দিলেন তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে একটি ঘর বানাও। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এতে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা সাকীনাহ (সান্ত না) পাঠালেন। সেটি ছিল দ্রুতগামী বায়ু। সেই বায়ুর ছিল দু'টি মস্তক। তাদের একটি অপরটিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। এভাবে বায়ুটি মক্কায় পৌঁছল। অতঃপর সেই বায়ু কা'বা ঘরের স্থানের উপর ঢালের ন্যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল। আল্লাহ তাআলা পূর্বেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সাকীনাহ যে স্থানে গিয়ে থামবে তুমি সেই স্থানে আমার ঘর নির্মাণ করবে। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) উক্ত স্থানে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতে লাগলেন। নির্মাণের এক পর্যায়ে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) পাথর আনতে রওয়ানা হল, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাকে নির্দিষ্ট ধরণের একখানা পাথর আনতে নির্দেশ দিলেন। তিনি তা নিয়ে এসে দেখলেন, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) কে তার উপর স্থানে স্থাপন করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পিতা! আপনাকে এ পাথরখানা কে এনে দিল? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, যিনি তোমার

নির্মাণ করার উপর নির্ভর করে বসে থাকেন না তিনিই আমাকে এটি এনে দিয়েছেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসমান হতে এটি আমাকে এনে দিয়েছেন। অতঃপর পিতা পুত্র আল্লাহর ঘরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করলেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❁[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী][সুফইয়ান][বিশর বিন আসিম][সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব][কা'ব আল-আহবার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)]❁ বলেন, কাবা ঘর যে স্থানে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেই স্থানে পানির উপর ফেনা মিশ্রিত আবর্জনা ছিল। উক্ত স্থান থেকেই পৃথিবীকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করা হয়েছে।

সাঈদ (ইবন মুসাইয়্যাব) আরও বলেন, একদা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন (কা'বা ঘর নির্মাণ করার আদেশ পেয়ে) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) 'আরমেনিয়া' হতে মক্কার দিকে আগমন করলেন। তখন তার সঙ্গে ছিল সাকীনাহ (সান্ত্বনা)। সেটি তাকে মাকড়সার ঘর নির্মাণ করার পদ্ধতিতে ঘর নির্মাণ করার শিক্ষা দিচ্ছিল। সেটি মক্কায় এসে নিজের মধ্য হতে এরূপ কতগুলো পাথর বের করল যার একটিকে উঠাতে চল্লিশজন লোক লাগত। অতঃপর সাঈদ (ইবন মুসাঈয়্যাব) বলেন, আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললামঃ হে আবূ মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ﴾ **"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গেঁথে উঁচু করছিল।"** অর্থাৎ উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কা'বা ঘর নির্মাণ করার কার্যে ব্যবহৃত পাথরসমূহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও তুলতে পারতেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত ঘটনা পরে ঘটেছিল।

সুদ্দী বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কে আদেশ দিলেন তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্য এবং রুকু'কারী ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরটি নির্মাণ কর। আদেশ পেয়ে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায় আগমন করলেন। পিতা পুত্র কোদাল ধরলেন কিন্তু তারা আল্লাহর ঘর কোথায় **অবস্থিত তা জানতেন না।** এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা দ্রুতগামী একটি বাতাস পাঠালেন। তার দুটি ডানা **এবং সাপের মাথার ন্যায় একটি মাথা ছিল।** সেটি কা'বা ঘরের প্রথম বুনিয়াদের উপর থেকে মাটি সরিয়ে **দিয়ে সেটিকে দৃশ্যমান করে দিল। অতঃপর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)** এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কোদাল দ্বারা খুঁড়ে উক্ত **স্থান পরিষ্কার করত পুনরায় তা নির্মাণ** করলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ে আল্লাহ তাদের উপরোক্ত কার্যকেই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ﴾ **"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গেথে উঁচু করছিল।"** তিনি আরও বলেন, ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ﴾ **"স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম।"** কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করতে করতে তারা রুকন (কাবা ঘরের অংশবিশেষ পর্যন্ত পৌঁছলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, বৎস! একখানা সুন্দর পাথর আনো সেটি এই স্থানে বসাব। ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আব্বা! আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন তৎসত্ত্বেও যাও। ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) পাথরের সন্ধানে গেলেন। এদিকে জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) হিন্দুস্থান হতে হাজরে আসওয়াদখানা (কালো পাথর) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট নিয়ে অসলেন। উক্ত পাথরখানা ইয়াকুত জাতীয় একখানা পাথর। আদম (আলাইহিস সালাম) সেটি বেহেশত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমে সেটি ছিগামার (এক প্রকারের সাদা ফুল) ন্যায় সাদা ছিল। মানুষের পাপের কারণে সেটি ক্রমশ কালো হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) একখানা পাথর নিয়ে আসলেন। তিনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পার্শ্বে উক্ত কালো পাথরখানা দেখে জিজ্ঞেস করলেন আব্বা! আপনার নিকট এ পাথরখানা কে এনেছে? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, তাকে তোমার অপেক্ষা অধিকতর কর্মতৎপর এক ব্যক্তি এছে। যা হোক, আল্লাহ তা'আলা যে

বাক্যগুলো দ্বারা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কে পরীক্ষা করেছিলেন কা'বা ঘর নির্মাণ করার সময় ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) তাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ' করছিলেন। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) বলেন: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা'। উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর ঘর নির্মাণ করার পূর্বেই তার ভিত্তিসমূহ নির্মিত হয়েছিল। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) উক্ত ভিত্তি পুনঃনির্মিত করতে গিয়ে তার উপর দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। একদল ঐতিহাসিক উপরোক্তরূপ বর্ণনা করাকে সঠিক মনে করেন। যেমন ইমাম আবদুর রাযযাক বলেন, ❮মা'মার❯❮আয়্যূব❯❮সাঈদ বিন জুবায়র❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ তিনি ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ **"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গেঁথে উঁচু করছিল"** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর পূর্বেই কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মিত হয়েছিল। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) তা পুনঃনির্মাণ করেছিলেন মাত্র। উক্ত আয়াতাংশে তার পুনঃনির্মাণ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবদুর রাযযাক বলেন, ❮হিশাম বিন হাসসান❯❮সাওওয়ার❯❮আতা' বিন আবী রাবাহ❯ বলেন আল্লাহ তা'আলা আদম (আলায়হিস সালাম) কে যখন বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন তখন তাঁর পা দু'টি ছিল পৃথিবীর বুকে আর মাথাটি ছিল আকাশে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের অধিবাসীদের কথাবার্তা এবং দোয়াসমূহ শুনতেন। তিনি তাদের সাথে মেলামেশা করতেন, ক'রে শান্তি লাভ করতেন। এতে ফেরেশতাগণ আশংকিত হয়ে দোয়া ও স্বলাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আদম (আলায়হিস সালাম)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। ফেরেশতাদের সংশ্রব হতে বঞ্চিত হয়ে আদম (আলায়হিস সালাম) একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার কারণে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলেন। তিনি দোয়ায় ও স্বলাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের যন্ত্রণার কথা জানালেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে মক্কায় আগমন করতে আদেশ করলেন। তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তিনি যে যে স্থানে পা রাখলেন সেই সেই স্থান বাসোপযোগী হয়ে গেল এবং তাঁর দুই পা ফেলার স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে মরুভূমি হয়ে গেল। এরূপে তিনি মক্কায় পৌছলে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট বেহেশত হতে একখানা ইয়াকূত পাথর অবতীর্ণ করেন। সেটি বর্তমান কা'বা ঘরের স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি সেটিকে তাওয়াফ করতেন। নুহ (আলায়হিস সালাম)-এর যুগের মহাপ্লাবনে পাথরখানা উক্ত স্থান হতে অপসারিত হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) উক্ত পাথরটির স্থানে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণের সেই ঘটনারই বর্ণনা করেছেন: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ **"স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমকে (পবিত্র) গৃহের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম।"** আবদুর রাযযাক বলেন, ইবনু জুরায়জ আতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আদম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহ তা'আলাকে বললেন, আমি ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনতে পাই না।আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি তোমার গুনাহের কারণে তাদের আওয়াজ শুনতে পাও না। তুমি পৃথিবীতে নেমে গিয়ে সেখানে আমার ইবাদতের জন্য একখানা ঘর বানাও এবং ফেরেশতাদেরকে যেরূপে আকাশে অবস্থিত আমার ঘরকে তাওয়াফ করতে দেখেছ সেরূপে তাকে তাওয়াফ কর। কথিত আছে, আদম (আলায়হিস সালাম) কা'বা ঘরকে পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। হেরা পাহাড়, যায়তা পাহাড়, সিনাই পাহাড়, এবং জুদী পাহাড়।[১৪৩২] তবে তার ভিত্তি হেরা পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মিত

১৪৩২. রেওয়ায়াতে পাহাড়ের সংখ্যা পাঁচটি বলে উল্লেখিত হলেও চারটি পাহাড়ের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তবে ইতঃপূর্বে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে পাঁচটি পাহাড়ের নাম রয়েছে।

হয়েছিল। কা'বা ঘর আদম (আলায়হিস সালাম) কর্তৃক নির্মিত হওয়ার পর ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) সেটিকে পুনরায় নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত রিওয়ায়াতটি সহীহ সনদে আতা' হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে তার কোন কোন অংশ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবদুর রায্যাক বলেন, ❮মা'মার❯❮কাতাদাহ❯ আল্লাহ তা'আলা আদম (আলায়হিস সালাম)-এর যুগে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আলায়হিস সালাম)-কে বেহেশত হতে হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ করেছেন। তখন তাঁর পা দু'টি পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি আসমানে ছিল। এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাকে ভয় করত। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য কমিয়ে তা ষাট হাত করে দিলেন। এর ফলে আদম (আলায়হিস সালাম) ফেরেশতাদের আওয়াজ ও তসবীহ শ্রবণ করা হতে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। তাই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট এই অস্বস্তি দূর করার জন্য দুআ' করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, হে আদম! আমি তোমার জন্য পৃথিবীতে একটি ঘর নাযিল করেছি। যেরূপে আমার আরশের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয় সেরূপ তুমি উক্ত ঘরের নিকট সলাত আদায় করবে। আদেশ পেয়ে আদম (আলায়হিস সালাম) কা'বা ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথ অতিক্রম করার সময় তিনি দীর্ঘ ব্যবধানে পদক্ষেপ করতে লাগলেন। তার দু'টি পদক্ষেপের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ মরুভূমি হয়ে গেল। পরবর্তীকালে উক্ত স্থানসমূহ মরুভূমিই রয়ে গেল। যা হোক আদম (আলায়হিস সালাম) কা'বা ঘরে পৌঁছে তা তাওয়াফ করলেন। অন্য নবীগণও সেটিকে তাওয়াফ করেছেন।

ইবনু জারীর বলেন, ❮ইবনু হুমায়দ❯❮ইয়া'কূব আল-কূমী❯❮হাফস বিন হুমায়দ❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির দু' হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পানির চারটি স্তম্ভের উপর কা'বা ঘরকে নির্মাণ করেছিলেন। এরূপে কা'বা ঘর নির্মাণ করার পর আল্লাহ তা'আলা এক সময় তার নিম্নে পৃথিবীকে বিস্তৃতি করে দেন।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ❮আবদুল্লাহ বিন নাজীহ❯❮মুজাহিদ ও প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ❯ হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘরের অঞ্চলকে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর জন্য আবাস ভূমি হিসাবে নির্ধারিত করার পর ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) সিরিয়া হতে স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে বুরাকের পিঠে চড়ে জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর পথ নির্দেশনায় মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দেখলেই তিনি জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) কে জিজ্ঞেস করতেন হে জিবরাঈল! আমাকে কি আল্লাহ তা'আলা এইস্থানে আসতে আদেশ করেছেন? জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) বলতেন আরও পথ যেতে হবে। মক্কায় পৌঁছার পর তিনি জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) কে জিজ্ঞেস করলেন- আল্লাহ তা'আলা কি এই স্থানের দিকে রেখে যাওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন? জিবরাঈল (আলায়হিস সালাম) বলেন, হ্যাঁ এইস্থানেই রেখে যেতে আদেশ করেছেন। সেই সময়ে মক্কা ছিল বাবলা ইত্যাদি কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ জঙ্গলময় একটি স্থান। দূরে আমালীক (عماليق) নামক একটি সম্প্রদায় বাস করত। কা'বা ঘরের স্থানটি ছিল একটি লাল টিলা। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) ইসমাঈলসহ হাজেরা (আলায়হিস সালাম)-কে হাজরে আসওয়াদ-এর স্থানে রেখে তাকে উক্ত স্থানে একখানা ঝুপড়ি বানিয়ে নিতে বললেন। এ সময়ে তিনি আল্লাহর নিকট এই দুআ' করলেন:

﴿رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে স্বলাত কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে।"

আবদুর রায্‌যাক বলেন, ◇(হিশাম বিন হাসসান)(হুমায়দ)(মুজাহিদ)◇ আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন বস্তু সৃষ্ট করার দু' হাজার বৎসর পূর্বে কা'বা ঘরের স্থানটি সৃষ্টি করেছেন। তার ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরে প্রোথিত রয়েছে। অনুরূপভাবে লায়স্ বিন আবূ সুলায়ম মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তর পর্যন্ত প্রোথিত রয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◇(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আমর বিন রাফি')(আবদুল ওয়াহহাব বিন মু'আবিয়াহ)(আবদুল মু'মিন বিন খালিদ)(উলায়া বিন আহমার)◇ বর্ণনা করেছেন, একদা যুলকারনায়ন বাদশাহ মক্কায় এসে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কে পাঁচটি পাহাড় হতে পাথর এনে কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মাণ করতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কার নিকট অনুমতি নিয়ে আমার রাজ্যে ঘর নির্মাণ করছ? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমরা এই ঘর নির্মাণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট দুই বান্দা। যুল কারনায়ন বলল, নিজেদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত কর। এতে পাঁচটি দুম্বার জবান খুলে গেল। তারা বলল: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘর নির্মাণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশপ্রাপ্ত দুই বান্দা। যুলকারনায়ন বলেন, আমি এই প্রমাণে সন্তুষ্ট। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

আযরাকী স্বীয় 'তারীখু মাক্কা' (মক্কার ইতিহাস) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যুলকারনায়ন বাদশাহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কা'বাঘর তাওয়াফ করছিলেন। উক্ত রিওয়ায়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুল কারনায়ন বাদশাহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

৬৪২. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ﴾ **"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গেঁথে উঁচু করছিল"**

(القواعد) শব্দটি القاعدة শব্দের বহুবচন। القاعدة অর্থ: বুনিয়াদ, ভিত্তি المرأة القاعدة অর্থাৎ যে নারীর স্বামী হারিয়ে গেছে, বৃদ্ধা নারী। উক্ত অর্থেও القاعدة শব্দের বহুবচন القواعد।

অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন, ◇(ইসমাঈল)(মালিক)(ইবনু শিহাব)(সালিম বিন আবদুল্লাহ)(আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর)(আবদুল্লাহ বিন উমার)(আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))◇ বলেন একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, তুমি কি জান না, তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করার সময় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত স্থানের কিয়দংশ তার বাইরে রেখেছে? আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সেটি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহের উপর পুণঃনির্মাণ করবেন না? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার কওম মাত্র অল্প দিন পূর্বে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের ইসলাম গ্রহণের বয়স স্বল্প না হয়ে দীর্ঘ হলে আমি তাই করতাম। রাবী সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত হাদীসটি শুনে বললেন, সম্ভবত এ কারণেই দেখা গেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদের নিকটে অবস্থিত খুঁটি দুটি স্পর্শ করেননি। অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত খুঁটি দু'টি হতে দূরে মূল কা'বা ঘরের সীমানার বাইরে থেকে তাওয়াফ করেছেন।[১৪৩৩]

উপরোক্ত হাদীস্ ইমাম বুখারী আবার 'হজ্জ' অধ্যায়ে কা'নাবী থেকে এবং 'আম্বিয়া' (নাবীগণ) অধ্যায়ে আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ থেকে, ইমাম মুসলিম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইবনু ওয়াহব-এর হাদীস্ থেকে, এবং ইমাম নাসাঈ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তারা সকলে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৪৩. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম অনুরূপ একটি হাদীস্ নাফি'র হাদীস্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন আমি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকর বিন আবূ কুহাফাহকে বলতে শুনেছি তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার-এর নিকট হাদীস্ বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

---

১৪৩৩. বুখারী ৪৪৮৪, ১৫৮৩, মুসলিম ১৩৩৩, নাসাঈ ৫/২১৪, ২১৫, আহমাদ ৬/২৪৭, ইবনু হিব্বান ৩৮১৫। **তাহকীক**: স্বহীহ।

একদা নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হত তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিতাম। তার দরজা নীচু করে চত্বর সংলগ্ন করে দিতাম এবং হাতিমকে তার অন্তর্ভুক্ত করতাম।[১৪৩৪]

৬৪৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ⟨উবায়দুল্লাহ বিন মূসা⟩⟨ইসরাঈল⟩⟨আবূ ইসহাক⟩⟨আসওয়াদ⟩ বলেন, ইবনুয যুবায়র আমাকে বলেছেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তোমার নিকট অনেক হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে কি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, হে আয়িশাহ! তোমার কওম (অর্থাৎ কুরায়শ) যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হত তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে তাতে দুটি দরজা নির্মাণ করতাম। একটি দরজা দিয়ে লোক সেখানে প্রবেশ করত এবং আরেকটি দরজা দিয়ে তারা সেখান থেকে বের হত। পরবর্তীকালে ইবনু জুবায়র কা'বা ঘরকে উপরোক্তরূপে নির্মাণও করেছেন।[১৪৩৫] উপরোক্ত হাদীস্বটি ইমাম বুখারী তার 'স্বহীহ্' গ্রন্থে 'কিতাবুল ইলম' (অধ্যায়: জ্ঞান)-এর মাঝে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬৪৫. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম তার স্বহীহ গ্রন্থে বলেন, ⟨ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আবূ মুআবিয়াহ⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তার পিতা উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন, একদা নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, তোমার কওম সদ্য কুফরত্যাগী না হলে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতাম। কারণ, কুরায়শ গোত্র কা'বাকে পুনঃনির্মিত করার সময় তার মূল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ তার বাইরে রয়েছে। আর আমি তাতে একটি পশ্চাদ-দ্বার নির্মাণ করতাম।[১৪৩৬] ইমাম মুসলিম ⟨আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব⟩⟨ইবনু নুমায়র⟩⟨হিশাম⟩ সূত্রে সানাদটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬৪৬. (স্বহীহ): তিনি আরও বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন হাতিম⟩⟨ইবনু মাহদী⟩⟨সালীম বিন হায়্যান⟩⟨সাঈদ বিন মীনা⟩⟨আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন, একদা নাবী (ﷺ) আমাকে বললেন, হে আয়িশাহ! **তোমার কওম যদি সদ্য শিরকত্যাগী না হত তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভেঙ্গে তা চত্বরের সাথে সমতল করে পুনঃনির্মাণ করতাম আর তার পূর্বের দিকে একটি দরজা এবং পশ্চিম দিকে একটি দরজা নির্মাণ করতাম এবং ছয় হাত পরিমিত 'হাতীম' তার অন্তর্ভুক্ত করতাম। কারণ, কুরায়শ সেটিকে পুনঃনির্মিত করার সময় তার ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত** স্থানের কিয়দংশ তার বাইরে রেখেছে।[১৪৩৭] উক্ত রিওয়ায়াতটিও শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নাবী করে পাঠানোর পূর্বে কুরাইশগণ কর্তৃক কা'বার পুনর্নির্মাণের কাহিনী

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হওয়ার হাজার হাজার বৎসর পর নাবী (ﷺ)-এর নবূওয়াত লাভ করার পাঁচ বৎসর পূর্বে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেছিল। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্যে নাবী (ﷺ) ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি লোকদের সাথে কাঁধে করে পাথর বয়ে আনতেন। তাঁর উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হতে থাকুক।

১৪৩৪. মুসলিম ৪০০, ১৩৩৩। **তাহকীক**: স্বহীহ।

১৪৩৫. বুখারী ১২৬, মুসলিম ৪০৫, তিরমিযী ৮৭৫, ইবনু মাজাহ ২৯৫৫, ইবনু হিব্বান ৩৮১৭। **তাহকীক**: স্বহীহ।

১৪৩৬. মুসলিম ১৩৩৩/হা ৪০১, আবূ ইয়া'লা ৪৬২৮, ইবনু হিব্বান ৩৮১৮। **তাহকীক**: স্বহীহ।

১৪৩৭. মুসলিম ১৩৩৩/হা ৪০১, আবূ ইয়া'লা ৪৬২৮, ইবনু হিব্বান ৩৮১৮, বায়হাকী ৫/৮৯। **তাহকীক**: স্বহীহ।

৬৪৭. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার স্বীয় তাফসীরে[১৪৩৮] বলেছেন, "রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হলেন, কুরাইশরা কা'বার পুনর্নির্মাণের জন্য মিলিত হল, এতে উপরের ছাদ দেয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁরা কা'বা ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে ভয় করছিল।সে সময় কা'বার উচ্চতা ছিল মানুষের ঘাড় থেকে সামান্যই উপরে। কাজেই তারা তার উচ্চতা বাড়াতে এবং উপরে ছাদ দিতে চাইল। কতক লোক কা'বার ধনভাণ্ডার আগেই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যা কা'বার মাঝখানে একটা কূয়ার ভিতরে থাকত। পরে, 'দুওয়াবিক' নামক এক লোকের কাছে ধনভাণ্ডার পাওয়া গেল যে লোকটি ছিল খুজা'য়াহ গোত্রের বানি মুলায়হ বিন 'আমরের মুক্ত গোলাম। শাস্তি হিসেবে কুরাইশরা তার হাত কেটে দিল। কতক লোক দাবী করল যে, প্রকৃতপক্ষে যারা চুরি করেছিল তারা তা দুওয়াবিকের কাছে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। যা হোক, উক্ত চুরির ঘটনা কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিল। ইতোমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তা এইঃ

কা'বা ঘরের মধ্যে অবস্থিত কূপে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ বাস করত। লোকেরা সাপটির জন্য প্রতিদিন কূপের মধ্যে খাদ্য নিক্ষেপ করত। সেটি প্রতিদিন কা'বার দেওয়ালের উপর আসত। একদিন একটি বড় পাখী এসে সাপটিকে কা'বার দেওয়াল হতে ধরে নিয়ে গেল। এই ঘটনা কা'বা ঘর ভাঙ্গার বিষয়ে কুরায়শের মনে দুই দিক দিয়ে সাহস এনে দিল। সাপটি ছিল স্বভাবতই ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর। কেউ তার নিকটে গেলে সে ফনা তুলে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হত। সাপটিকে পাখীতে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার আক্রমণের ভয় দূর হয়ে গেল। এতদ্ব্যতীত কুরায়শগণ সাপটির অপসারণকে তাদের কাজের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুমোদনের লক্ষণ মনে করল। তারা মনে করল, কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত তাদের পরিকল্পনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুমতি রয়েছে। এ কারণেই তিনি সাপটিকে দূর করে দিয়ে তাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। তার পরবর্তীতে একজন রোমান বণিকের মালিকানাধীন একটি জাহাজ সমুদ্র ঝড়ের কবলে পড়ে জেদ্দা উপকূলে উপনীত হয়ে বিধ্বস্ত হয়। কাজেই, কা'বার ছাদ দেয়ার কাজে ব্যবহার করার জন্য তারা ঐ জাহাজের কাঠ সংগ্রহ করে। এ কাজের জন্য যা দরকার ছিল, মক্কার একজন মিশরীয় কাঠমিস্ত্রি তা প্রস্তুত করে দেয়।

ঘর পুনরায় নির্মাণের উদ্দেশে যখন তারা ঘর ভাঙ্গার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন আবূ ওয়াহব বিন আমর বিন আইদ বিন আবদ বিন ইমরান বিন মাখযূম কা'বা ঘর থেকে একটা পাথর নিয়েছিল; তখন পাথরটি তার হাত হতে পিছলে বের হয়ে এসে যেখানে ছিল আবার সেখানে ফিরে গেল। সে বলল, "ওহে কুরাইশরা! পবিত্র উৎস হতে অর্জিত সম্পদ ব্যতীত এ ঘরের পুনর্নির্মাণ কাজে খরচ করবেনা। পতিতাবৃত্তি, সুদ ও অন্যায়লব্ধ কোন টাকা এতে যোগ করা যাবেনা।"

ইবনু ইসহাক মন্তব্য করেছেন যে, এ কথাগুলো ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন মাখযূম বলেছিলেন এ কথাও লোকেরা বলে থাকে।[১৪৩৯]

ইবনু ইসহাক আরও বলেছেন, "কুরাইশরা কা'বার পুনঃনির্মাণের জন্য তাদের প্রচেষ্টা সংঘবদ্ধ করল, এক একটি উপগোত্র এক একটি অংশ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করল।কিন্তু তখনও তারা কা'বা ভাঙ্গার ব্যাপারে ভয় করছিল। ওয়ালিদ ইবনু মুগীরাহ বলল, 'আমি ভাঙ্গা শুরু করব।" সে একটা কুঠার নিল এবং কা'বার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ! ক্ষতি করার কোন উদ্দেশ্যে নয়, হে আল্লাহ! আমরা কেবল

১৪৩৮. ইবনু হিশাম তার 'আস সীরাহ আন নাবাবীয়্যাহ' ১/১৬৮-১৭১, তাহকীকের সাথে। তাবারানী তার 'তারীখ'-এর মাঝে (১/৫২৫), বায়হাকী তার 'আদ দালাইল' (২/৬১), মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
১৪৩৯. ইবনু হিশাম ১/২০৪।

একটা ভাল কাজ করতে চাই। অতঃপর সে ঘরের পাথর টুকরো করতে শুরু করল। লোকেরা সে রাতটা অপেক্ষা করল এবং বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব। যদি তার কোন ক্ষতি হয়, তাহলে আমরা তা ভাঙ্গবো না এবং যেভাবে ছিল ঐভাবেই তা গড়ব। আর ওয়ালীদের যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহলে জানব যে, আমরা যা করছি আল্লাহ তাতে সম্মত আছেন।' পরদিন সকালে ওয়ালিদ কা'বায় কাজ করতে গেল এবং লোকেরাও তার সাথে কা'বা ভাঙ্গতে শুরু করল। যখন তারা ইবরাহীমের তৈরী ভিত্তির কাছে পৌছল তখন তার সবুজ পাথর বের করল যা একটার উপর একটা সাজানো ছিল বল্লমের স্তুপের মত।

ইবনু ইসহাক অতঃপর বলেছেন যে, কতক লোক তাঁকে বলেছেন, "কুরাইশদের এক লোক- যে কা'বা পুনরায় নির্মাণের ব্যাপারে সাহায্য করছিল- ঐ পাথরগুলোর দু'টো পাথরের ভেতর সাবল ঢুকিয়ে দিয়েছিল তা উঠিয়ে ফেলার জন্য তখন পুরো মক্কা নড়ে উঠেছিল, তাই তারা ঐ পাথরগুলো আর খুঁড়ে তুলেনি।"

কালো পাথর তার জায়গায় কে রাখবে তা নিয়ে বিবাদ

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশদের গোত্রগুলো কা'বার পুনর্নির্মাণের জন্য পাথর সংগ্রহ করেছিল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ অংশের পাথর। তারা নির্মাণ শুরু করল, অবশেষে যখন কালো পাথর রাখার নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌছল তখন কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রগুলোর মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। প্রত্যেক গোত্রই চাইল কালো পাথর স্থাপনের সম্মান অর্জন করতে। পবিত্র ঘরের নিকট কুরাইশ গোত্রপতিদের ঝগড়া সহিংস হতে চলল। বানু আব্দুদ্দার এবং বানু আদি বিন কা'ব বিন লু'আই মৃত্যু পর্যন্ত লড়ার শপথ করল। পাঁচ অথবা চারদিন পর কুরাইশদের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি আবূ উমাইয়্যাহ বিন মুগীরাহ বিন আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন মাখযূম সঠিক মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করল আর উমাইয়্যাহ পরামর্শ দিল যে, যে লোক কা'বার দরজা দিয়ে প্রথমে প্রবেশ করবে কুরাইশরা তাকেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নির্বাচিত করুক। সকলেই রাজী হল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) কা'বায় প্রবেশের ব্যাপারে হলেন প্রথম ব্যক্তি।কুরাইশদের বিভিন্ন নেতৃবর্গ যখন জানল প্রথম ব্যক্তি কে, তারা সবাই বলে উঠল, 'এতো আল-আমীন সৎ লোকটি। আমরা সবাই তাঁকে গ্রহণ করলাম, এতো মুহাম্মাদ।' যখন নাবী (ﷺ) ঐ স্থানে পৌছলেন যেখানে নেতৃবৃন্দ সমবেত ছিল, তারা তাঁকে তাদের বিবাদের ব্যাপারে অবগত করলেন। তিনি তাদেরকে একটা কাপড় আনতে এবং তা মেঝেতে পেতে দিতে বললেন। কালো পাথর তিনি তার উপর রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশদের প্রত্যেক নেতাকে অনুরোধ করলেন কাপড়ের এক একটি দিক ধরতে এবং কাল পাথর উত্তোলনের কাজে অংশ নিয়ে সেটিকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে। অতঃপর নাবী (ﷺ) পাথরটিকে নিজ হাত দিয়ে ধরে নির্দিষ্ট স্থানে রাখলেন এবং তার চার পাশটা নির্মাণ করলেন।

কুরাইশরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আল আমীন বলে ডাকত তাঁর কাছে ওহী আসার পূর্ব পর্যন্ত।"অতঃপর কুরায়শগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বীয় পরিকল্পনা মুতাবিক কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্যের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর জুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের কূপে বসবাসকারী পূর্বোল্লেখিত ভয়ঙ্কর সাপটির অবস্থা বর্ণনা করে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা কলেন:

عَجِبْتُ لَمَا تَصَوَّبَتِ العُقَاب   إِلَى الثُّعْبَانِ وَهِيَ لَهَا اضْطِرَابُ

وَقَدْ كَانَتْ يَكُونُ لَهَا كَشِيشٌ   وَأَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا وثَاب

إِذَا قُمْنَا إِلَى التَّأْسِيسِ شَدَّت   تُهَيِّبُنَا البناءَ وَقَدْ تُهَابُ

فَلَمَّا أَنْ خَشِينا الزَّجْرَ جَاءَتْ   عُقَابٌ تَتْلَئِبُّ لَهَا انْصِبَابُ

فَضَمَّتْهَا إِلَيْهَا ثُمَّ خَلَّت   لَنَا البنيانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ

فَقُمْنَا حَاشِدِينَ إِلَى بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ القواعدُ وَالتُّرَابُ

غَدَاةَ نُرَفِّعِ التَّأْسِيسَ مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى مُسَوِّينا ثِيَابٌ

أَعَزَّ بِهِ المليكُ بَنِي لُؤَيٍ فليسَ لِأَصْلِهِ منهُم ذَهاب

وَقَدْ حَشَدَتْ هُنَاكَ بَنُو عَدِيٍّ ومُرَّةُ قَدْ تَقَدَّمَها كِلَابُ

فَبَوَّأنا الْمَلِيكُ بذاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ

"সাপটির উপর যখন উকাব পাখী (বাজ পাখী হতে অধিকতর শক্তিশালী এক প্রকারের শিকারী পাখি) নেমে আসল, তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। সাপটির স্বভাব ছিল অতিশয় উগ্র। অনেক সময়েই তার ফোঁস ফোঁসানি শোনা যেত। আবার অনেক সময়ে তা মানুষকে তাড়ত। আমরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করতে গেলেই তা আমাদেরকে আক্রমণ করত। তা আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করতে বাধা দিত। বস্তুত ওটা ভীতিকর প্রাণীই ছিল। আমরা ভয় করতাম পুনর্নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে ও কা'বা ঘর ভাঙ্গতে গেলে আমাদের পাপ হবে। এ অবস্থায় একদিন অকস্মাৎ একটি 'উকাব' পাখী এসে সরল গতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর তা সুদৃঢ় নখরে ধরে নিয়ে উধাও হল। আমাদের জন্যে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করার কাজকে নির্বিঘ্ন করে দিল। অতঃপর আমাদের সম্মুখে আর কোন বাধা রইল না। আমরা অতি সকালে দ্রুত আমাদের একটি ঘরের দিকে চলে গেলাম। তাতে ছিল মাত্র ভিত্তি ও মাটি। আমরা তাকে যখন পুনর্নির্মাণ করছিলাম, তখন আমাদের দেহের উর্ধ্বাংশে বস্ত্র ছিল না। সৃষ্টির অধিপতি আল্লাহ বানু-লুআ'কে তার দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তারা তার নির্মাণ কাজে কোনরূপ অলসতা দেখায়নি। বনু আদীও সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। আর একবার 'কিলাব' শাখা গোত্রও ওর নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল। এরূপে বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করলেন। আর আল্লাহ্র নিকট আমরা নিবেদন করেছি তিনি যেন আমাদেরকে সাওয়াব দান করেন।"

ইবনু যুবাইর কা'বার পুনর্নির্মাণ করেন যেভাবে নাবী (ﷺ) ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন

ইবনু ইসহাক বলেন, "নাবী (ﷺ)-এর সময় কা'বা ১৮ হাত উচ্চ ছিল এবং মিশরীয় লিনেন কাপড়ে আচ্ছাদিত করা হত, অতঃপর ডোরা কাটা কাপড়ে আচ্ছাদিত করা হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সর্বপ্রথম তা রেশমী বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।"[১৪৪০] ৬০ হিজরীর পরে ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়ার শাসনকালের শেষে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের শাসনকালে কা'বা ঘর পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সেভাবেই ছিল যেভাবে কুরাইশরা তা পুনর্নির্মাণ করেছিল। সে সময় ইবনু যুবাইর মক্কায় অবরুদ্ধ ছিলেন। যখন কা'বা পুড়ে গেল, ইবনু যুবাইর তা ভাংলেন এবং তাকে ইবরাহীমের ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করলেন এবং হিজরকে তার অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি কা'বায় পূর্ব দিকে একটা এবং পশ্চিম দিকে একটা দরজা করলেন এবং সে দু'টোকে ভূমি বরাবর স্থাপিত করলেন। তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীনকে বর্ণনা করতে শুনেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এরকমটাই ইচ্ছে করেছিলেন। তার শাসনামলে কা'বা এভাবেই থাকল হাজ্জাজ কর্তৃক তাঁকে হত্যার পূর্ব পর্যন্ত।অতঃপর হাজ্জাজ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নির্দেশে কা'বাকে আবার আগের মত করে নির্মাণ করলেন। ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে:

১৪৪০. ইবনু হিশাম ১/২১১।

৬৪৮. (স্বহীহ): ∘[হান্নাদ ইবনুস সারী][ইবনু যাইদাহ][ইবনু আবী সুলায়মান][আতা']∘ বলেছেন যে, ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার শাসনকালে কা'বা ঘর পুড়ে গিয়েছিল যখন সিরিয়ার লোকেরা মক্কার উপর আক্রমণ চালায়। লোকেরা হজ্জে না আসা পর্যন্ত ইবনু জুবাইর কা'বা স্পর্শ করলেন না, কারণ তিনি সিরিয়ার লোকদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "হে লোকেরা! কা'বার ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিন, আমি তা ভেঙ্গে ফেলে পুনর্নির্মাণ করব, না কেবল যা ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করে দিব?" ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আমার একটা মত আছে। মানুষেরা মুসলিম হওয়ার সময় তা যে অবস্থায় ছিল আপনি সেভাবে তা পুনঃনির্মাণ করুন। আপনি পাথরগুলোকে ওভাবেই রেখে দিন মানুষ মুসলিম হওয়ার এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পাঠানোর সময় তা যেভাবে ছিল। ইবনু জুবাইর বললেন, "কারো ঘর পুড়ে গেলে সে তা পুনরায় নির্মাণ না করা পর্যন্ত শান্তি পাবেনা। তাহলে আল্লাহর ঘরের ব্যাপারে কী হবে? আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনদিন প্রার্থনা জানাবো অতঃপর যা আমি স্থির করি তাই করব।" তিনদিন অতিবাহিত হলে তিনি কা'বা ঘর ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেন। লোকেরা তা ভাঙ্গতে ইতস্তত করছিল এই ভয়ে যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম উপরে উঠবে সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যাবে। একলোক ঘরের উপরে উঠল, আর কতগুলো পাথর ছুঁড়ে ফেলল, লোকেরা যখন দেখল যে, কোন ক্ষতি তাকে স্পর্শ করলনা, তারাও তাই করতে শুরু করল। তারা ঘর ভেঙ্গে সমতল বরাবরে আনল। জুবাইর নির্মাণস্থলের চতুর্দিক পর্দা দিয়ে ঘিরে দিলেন যা থামগুলোর উপর থেকে ঝুলছিল যাতে ঘর নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত তা ঢাকা থাকে। ইবনু জুবাইর বললেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عهدُهم بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّينِي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ

মানুষ যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হত এবং আমার নিকট যদি প্রয়োজনীয় অর্থ থাকত তবে আমি নিশ্চয় 'হিজর' (হাতিম)-এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তাতে প্রবেশ করার একটি দরজা ও বের হওয়ার একটি দরজা, মোট দুটি দরজা লাগাতাম।[১৪৪১]

ইবনু জুবাইর বললেন, আমি এ কাজের ব্যয় করতে পারব, লোকের ভয়ে করিনা। কাজেই তিনি হিজর থেকে পাঁচ হাত যুক্ত করে দিলেন যা দেখতে মানুষের চোখে পরিষ্কার ঘরের পেছন বলে মনে হত। অতঃপর তিনি ঘর নির্মাণ করলেন এবং উঁচু করলেন ১৮ হাত। তিনি তখনও ঘরটাকে ছোট মনে করলেন এবং সামনের দিকে দশ হাত যুক্ত করে নিলেন। তাতে দু'টো দরজা স্থাপন করলেন, একটা প্রবেশের জন্য, অন্যটি বাহির হওয়ার জন্য।

ইবনু জুবাইর নিহত হলে, হাজ্জাজ কা'বা ঘর সম্পর্কে জানতে চেয়ে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট লিখলেন এবং জানালেন যে, ইবনু জুবাইর ঘরের একটি পশ্চাৎ অংশও করেছেন। আব্দুল মালিক উত্তরে লিখলেন, "আমরা জুবাইরের কাজের সাথে একমত নই। কা'বার উচ্চতা যা আছে তাই থাক। হিজর থেকে সে যা যুক্ত করেছে তা ভেঙ্গে ফেল এবং ঘরটি তৈরী কর আগে যেভাবে ছিল আর দরজা বন্ধ করে দাও।' কাজেই ঘর ভাঙলেন এবং আগের মত করে তা পুনরায় নির্মাণ করলেন।"[১৪৪২]

১৪৪১. মুসলিম ১৩৩৩।
১৪৪২. মুসলিম ১৩৩৩।

নাসাঈ স্বীয় সুনানে ∝(হান্নাদ)(ইয়াহইয়া বিন আবূ যাইদাহ)(আবদুল মালিক বিন আবী সুলায়মান)(আতা')(ইবনুয যুবায়র)(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))∞ বর্ণিত নাবী (ﷺ)-এর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন,পুরো কাহিনী নয়।[১৪৪৩] নির্ভুল সুন্নাহ ইবনুয যুবায়রের কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, নাবী (ﷺ) এটাই করার ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভয় করেছিলেন যে, সদ্য মুসলিম হওয়া লোকেরা ঘরের পুনর্নির্মাণ হওয়ার ব্যাপারটি সহ্য করতে পারবেনা। এই সুন্নাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট স্পষ্ট ছিলনা। তাই 'আব্দুল মালিক যখন জানতে পারলেন যে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে 'আয়িশাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছা যে, ইবনু জুবাইর যেভাবে তা নির্মাণ করেছিল সেভাবেই যদি তা রেখে দিতাম।"

৬৪৯. (সহীহ): মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ∝(মুহাম্মাদ বিন হাতিম)(মুহাম্মাদ বিন বাকর)(ইবনু জুরায়জ)(আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উমায়র ও আল-ওয়ালীদ বিন আতা')(হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ)(আবদুল্লাহ বিন উবায়দ)∞ বলেছেন, হারিস বিন আবদুল্লাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকালে তাঁর কাছে আসলেন। আব্দুল মালিক বললেন, 'আমি মনে করি না যে, আবূ খুবায়ব (ইবনু জুবাইর) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে শুনেছেন যা তিনি তাঁর থেকে শুনেছেন বলে বলেছেন।' হারিস বললেন, "হাঁ তিনি শুনেছেন। আমি আয়িশাহ থেকে হাদীসটি শুনেছি। আবদুল মালিক বললেন, 'তুমি তাঁকে কী বলতে শুনেছ?' তিনি বললেন, 'তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ

"তোমার কওমের লোকেরা কা'বাহ ঘরের ভিত (আয়তনে) ছোট করে ফেলেছে। নিকট অতীতে তারা শিরক পরিত্যাগ না করলে আমি তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু কা'বাহর অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমার পরে তা পুনর্নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে এসো, আমি তোমাকে তাদের পরিত্যক্ত অংশটুকু দেখিয়ে দিই"। অতএব রসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়িশাহ-কে (হাতীম সংলগ্ন) প্রায় সাত গজ স্থান দেখিয়ে দিলেন।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ওয়ালিদ বিন 'আতা আরো বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন:

وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: "تَعَزُّزًا أَلَّا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا. فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا، يَدَعُونه حَتَّى يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ" قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَقُلْتُ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُ وَمَا تَحَمَّل

(নাবী (ﷺ) বলেছেনঃ) আমি জমিনের সমতলে দু'টি দরজাও নির্মাণ করতাম- একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিমদিকে। তুমি কি জান তোমার গোত্রের লোকেরা কা'বাহর দরজা (ভূমি থেকে) উঁচুতে স্থাপন করেছে কেন?" আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, না। নাবী (ﷺ) বললেনঃ গর্ব ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে (তারা এটা করেছে) যাতে কেবল সেই ব্যক্তিই কা'বাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে- যাকে তারা অনুমতি দেবে। যখন কোনো ব্যক্তি কা'বাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করত, তারা তাকে বেয়ে উপরে উঠতে দিত। এমনকি সে যখন তাতে প্রবেশ করত, তখন তারা তাকে টেনে নীচে ফেলে দিত। আবদুল মালিক হারিসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে একথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন,

---

১৪৪৩. নাসাঈ ২৯১০, সুনান আন নাসাঈ ফিল কুবরা ২৯১০।

হ্যাঁ। রাবী বলেন, তিনি কিছুক্ষণ হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন, এরপর বললেনঃ আমি তার (বিন যুবায়রের) কাজ স্ব অবস্থায় বহাল রাখার আকাঙ্ক্ষা করছি।[১৪৪৪] ইমাম মুসলিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন আমর বিন জাবালাহ আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আবদ বিন হুমায়দ আবদুর রায্যাক ইবনু জুরায়জ সূত্রে উপরোক্ত সানাদে ইবনু বাকর-এর হাদীসের মত।

৬৫০. (সহীহ): ইমাম মুসলিম বলেন, মুহাম্মাদ বিন হাতিম আবদুল্লাহ বিন বাকর আস সাহমী হাতিম বিন আবূ সাগীরাহ আবূ কাযাআহ বলেন, একদা খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় বলেন, আল্লাহ ইবনু জুবায়রের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কারণ, সে উম্মুল মু'মিনীন (হযরত আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নামে মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছে, আমি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট শুনেছি যে,তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন, হে আয়িশাহ! তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগি না হত তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভেঙ্গে হাতিমকে তার অন্তর্ভুক্ত করতাম। কারণ, সেটি কা'বা ঘরের অংশ ছিল। তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করার সময় সেটিকে কা'বা ঘরের বাইরে রেখেছে। একথা শুনে হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইবনু যুবায়র সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করবেন না। কারণ, আমি নিজ কানে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট হতে উক্ত হাদীসটি শুনেছি। এতে খলীফা বললেন, আমি কা'বা ঘর ভাঙ্গার আদেশ দেয়ার পূর্বে একথা জানতে পারলে কা'বা ঘরকে যেরূপে ইবনু যুবায়র পুনঃনির্মাণ করেছিলেন সেরূপেই তা রেখে দিতাম।[১৪৪৫]

উপরোল্লিখিত হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক প্রায় নিশ্চতরূপেই বর্ণিত হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সেটি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে একাধিক সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ, হারিস বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ রাবীআহ, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র বর্ণনা করেছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা করেছিলেন তা অভ্রান্ত ছিল। তার নির্মাণকে অক্ষুণ্ণ রাখা খলীফা আব্দুল মালিকের জন্যে সমীচীন ছিল। এস্থলে প্রশ্ন দেখা দেয় অতঃপর কা'বা ঘর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আকার ও আয়তনে পুনর্নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কা'বা ঘরের উপর একাধিক ভাঙ্গা গড়া চলার কারণে কোন কোন ফকীহ তাকে বর্তমান অবস্থায়ই রেখে দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কথিত আছে, একদা খলীফা হারুন অর-রাশীদ অথবা তার পিতা মাহদী ইমাম মালিকের নিকট পরামর্শ চাইলে ইমাম মালিক বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর ঘরকে রাজাবাদশাহগণের খেলনা বানাবেন না। সেটিকে যে চাইবে সে ভাঙ্গবে এরূপ অবস্থায় চলার পক্ষে সম্মতি দেয়া যায় না। ইমাম মালিকের কথায় খলীফা হারুন আর-রশীদ অথবা তার পিতা মাহদী স্বীয় পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন। কাযী আয়ায এবং ইমাম নববী উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কা'বা ঘর শেষ যামানা পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণ হতে মুক্ত ও সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে শেষ যামানায় কা'বা ঘর আল্লাহর শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হবে। তাকে বিধ্বস্ত করবে জনৈক হাবশী। তার পায়ের নিম্নার্ধ হবে খর্বাকৃতির।

কিয়ামতের ঠিক পূর্বে একজন আবিসিনিয়াবাসী কা'বা ধ্বংস করবে

১৪৪৪. মুসলিম ১৩৩৩।
১৪৪৫. মুসলিম ১৩৩৩/হা ৪০৪।

৬৫১. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে, আবূ হুরায়রাহ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيقتين مِنَ الْحَبَشَةِ হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।[১৪৪৬]

৬৫২. (স্বহীহ): আবার ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, كَأَنِّي بِهِ أسودَ أفحجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কাল বর্ণের বাঁকা পা-বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বা ঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূল উৎপাটন করে দিচ্ছে।[১৪৪৭] বুখারী এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬৫৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল তাঁর মুসনাদে লিখেছেন, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন:

يُخَرِّبِ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حليتها وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كُسْوَتِهَا. وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِه ومِعْوله

জনৈক হাবশী কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করবে। তার পায়ের নিম্নার্ধ হবে খর্বাকৃতি। সে কা'বা ঘরের অলঙ্কার (অর্থাৎ তার সম্পদ) ছিনিয়ে নিবে এবং তার গিলাফ খুলে ফেলবে। আমি যেন চোখের সামনে তাকে দেখছি, দেখছি তার মাথার সম্মুখভাগে চুল নেই ও তার হাত পা বাঁকা। এও দেখছি যে, সে কোদাল ও বেলচা দিয়ে কা'বা ঘরের পাথরগুলোকে এক এক করে খুলে ফেলছে।

কা'বা ঘর বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা সম্ভবত ইয়াজুজ মাজূজের প্রাদুর্ভাবের পর ঘটবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৬৫৪. (স্বহীহ): বুখারী লিখেছেন, আবূ সাঈদ খুদরী বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: لَيُحَجَّنَّ البيتُ وليُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (ইয়া'জুজ মা'জুজের আত্মপ্রকাশের পরও কা'বায় হজ্জ ও উমরা হবে)।[১৪৪৮]

ইবরাহীম খলীলের প্রার্থনা

আল্লাহ বলেছেন যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! 'আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয় আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"** ইবনু জারীর বলেছেন, তাদের প্রার্থনার অর্থ, "আপনার নির্দেশের প্রতি আমাদেরকে সমর্পিত ও অনুগত করুন যাতে আপনার আনুগত্য ও 'ইবাদতে আমরা কাউকে আপনার শরীক না করি।"[১৪৪৯]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «আমার পিতা (আবূ হাতিম)»«ইসমাঈল বিন রাজা' বিন হায়্যান আল-হিস্নী আল-কারশী»«মা'কিল বিন উবায়দুল্লাহ»«আবদুল কারীম» বর্ণনা করেন, ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ **"তুমি আমাদের দুজনকে একমাত্র তোমার ইবাদতে নিষ্ঠাবান বানাও আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে একদল লোককে শুধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাও।"**

১৪৪৬. বুখারী ১৫৯৬, মুসলিম ২৯০৯।
১৪৪৭. বুখারী ১৫৯৫।
১৪৪৮. বুখারী ১৫৯৩।
১৪৪৯. তাবারী ৩/৭৩।

ইবনু আবী হাতিম আরও বলেন, ◆(আলী ইবনুল হুসায়ন)(আল-মাকদামী)(সাঈদ বিন আমির)(সালাম বিন আবূ মুতী')◆ তিনি وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) পূর্ব হতে আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগত ছিলেন; উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত তাদের দোয়ার অর্থ হচ্ছে: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে তোমার আনুগত্যে দৃঢ় ও অবিচল রাখিও।

আবার, 'ইকরিমাহ বলেন, ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ **"তুমি আমাদের দুজনকে একমাত্র তোমার ইবাদতে নিষ্ঠাবান বানাও।"** আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তাই করব। ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ **"আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে একদল লোককে শুধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাও।"** আল্লাহ তাআলা আবারও বললেন, আমি তাই করব।

সুদ্দী বলেন ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ **"আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে একদল লোককে শুধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাও।"** আয়াতাংশে উল্লেখিত দুআ' তারা করেছিলেন শুধু ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরগণ অর্থাৎ আরব দেশের অধিবাসীগণের জন্য। ইমাম ইবনু জরীর বলেন, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা তাদের (অর্থাৎ ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরদের জন্যে দুআ' করেছিলেন। ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে বানী ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈল এই উভয় শ্রেণির লোকই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব এটাই সঠিক যে, তারা দোয়া করেছিলেন বনী ইসমাঈল এবং বানী ইসরাঈল এই উভয় শ্রেণির লোকদের জন্য। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾

"মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল লোক আছে যারা সত্য বিধান অনুযায়ী (অন্যকে) পথ দেখায় আর সত্য বিধান অনুযায়ী ইনসাফ করে।"[১৪৫০]

আমি (ইবনু কাসীর)– **বলছিঃ** ইমাম ইবনু জারীর এবং সুদ্দীর ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ, **ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)** মিলিতভাবে বানী ইসমাঈলের জন্য দুআ' করেছিলেন এ কথার **তাৎপর্য এই নয় যে, তারা অন্যদের জন্য দুআ করেননি।** অবশ্য আলোচ্য আয়াতাংশের বক্তব্য ও ইঙ্গিত **দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম)** বনী ইসমাঈলের জন্যই দুআ' করেছিলেন। **পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তারা আরও বলল:**

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! এদের কাছে একজন রসূল এদের মধ্য হতে প্রেরণ কর, যে এদেরকে তোমার আয়াতগুলো পড়ে শুনাবে এবং এদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে এবং এদেরকে বিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।"

বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত রসূল হচ্ছে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। শেষোক্ত দোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলায়হিস সালাম) ইতঃপূর্বে বনী ইসমাঈলের জন্যই দুআ' করেছিলেন। এস্থলে শেষোক্ত দুআ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উক্ত দুআ'টি কবুল করেছিলেন। আর কবুল করেছিলেন বলে তো বানী ইসমাঈলের মধ্যে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ **"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে।"** এখানে উল্লেখযোগ্য যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু মক্কার নিরক্ষর লোকদের নিকট রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন তা নয়, তিনি পৃথিবীর অন্য সকল লোকের নিকটও প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেনঃ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ **"তুমি বল**

১৪৫০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৫৯।

হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রসূল।" এতদ্ব্যতীত একাধিক নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ) পৃথিবীর সকল লোকের নিকট প্রেরিত রসূল।

ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রার্থনা একই রকমের যা আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাহদের সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ **"আমাদের খান্দানে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয়।"** আল্লাহ বললেন, আমি কবুল করলাম।

এ ধরণের প্রার্থনা জায়েয, কারণ এমন সন্তানাদি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা- যারা কোন অংশীদার ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করবে- আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভালবাসার নিদর্শন। এজন্য আল্লাহ যখন ইবরাহীমকে বললেন:

﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾

"আর যারা প্রার্থনা করেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান কর যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও।"[১৪৫১] বস্তুত , কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার ইবাদতকে ভালবাসলে সে স্বভাবতই কামনা করবে যে, তার আত্মিয়-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিও আল্লাহ তাআ'লার ইবাদতুকে ভালবাসুক। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) যেহেতু আল্লাহ তাআ'লার অতি প্রিয় মুত্তাকী মু'মিন ছিলেন, তাই তারা স্বভাবতই তাদের সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে উপরোক্ত দুআ' করেছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে বললেন, ﴿اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا﴾ **"আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি'**। ইবরাহীম বললেন: وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۭ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ **'আর আমার বংশধর হতেও'? নির্দেশ হল, আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা শামিল নয়।"** যার ব্যাখ্যাকৃত হয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে: ﴿وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ﴾ **"আর আমাকে আর আমার সন্তানদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষে কর।"**[১৪৫২]

৬৫৫. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ হুরায়রা বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدعو له

যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমলসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ব্যতীত, সাদাকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা পরবর্তীতে উপকারী হয় ও এমন সন্তান যে তার জন্য দুআ করবে।[১৪৫৩]

مناسك 'মানা-সিক'-এর অর্থ

সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, ০(আত্তাব বিন বাশীর)(খাসীফ)(মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ))০ বলেছেন যে, "ইবরাহীম নাবী (আলাইহিস সালাম) প্রার্থনা করেছিলেন, ﴿وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ **"আর আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও"** জিবরীল তখন অবতীর্ণ হলেন, তাঁকে কা'বা ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এর ভিত্তি উত্তোলন করুন।' ইবরাহীম ভিত্তি উঠালেন এবং ঘর নির্মাণ সম্পন্ন করলেন। জিবরীল ইবরাহীমের হাত ধরলেন, তাঁকে সাফায় নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এটা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।' অতঃপর তিনি তাঁকে মারওয়াহয় নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত'। অতঃপর তিনি তাকে মিনায় নিয়ে গেলেন এবং যখন তাঁরা 'আকাবায় পৌছলেন, ইবলিসকে একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

১৪৫১. সূরাহ ফুরকান, ২৫:৭৪।
১৪৫২. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৩৫।
১৪৫৩. মুসলিম ১৪।

জিবরীল বললেন, 'বলুন: 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবচেয়ে মহান) এবং তার দিকে (পাথর) ছুঁড়ে দিন।' ইবরাহীম তাকবীর বললেন এবং (ইবলিসের দিকে) পাথর ছুঁড়লেন। ইবলিস মধ্য জামারাহ্‌য় সরে গেল। এবং জিবরীল ও ইবরাহীম যখন তাকে অতিক্রম করলেন,জিবরীল ইবরাহীমকে বললেন, 'বলুন: 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবচেয়ে মহান) এবং তার দিকে (পাথর) ছুঁড়ে দিন।' ইবরাহীম তাকবীর বললেন এবং (ইবলিসের দিকে) পাথর ছুঁড়লেন। পথভ্রষ্ট ইবলিস হজ্জের অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু মন্দ কাজ ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে সফল হয়নি। জিবরীল ইবরাহীমের হাত ধরে তাকে মাশআরুল হারামে ও আরাফাতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন,আমি যা দেখালাম তা চিনে নিলেন কি? তিনবার বললেন। ইবরাহীম বললেন,"হ্যাঁ, আমি জেনে নিয়েছি।"[১৪৫৪] একই রকম কথা আবূ মিজলাস এবং কাতাদাহ থেকেও বলা হয়েছে।[১৪৫৫]

আবূ দাঊদ আত তায়ালাসী বলেন, ◊[হাম্মাদ বিন সালামাহ][আবূ আসিম আল-গানাবী][আবুত তুফায়ল][ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)]◊ বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে হাজ্জের স্থানসমূহ দেখানোর সময় শয়তান সাঈর স্থানে (সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তিনি তাকে পশ্চাতে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে মিনায় নিয়ে এসে বললেন, এই হচ্ছে আল মানাখ (লোকদের অবস্থান স্থান) সেখানে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) জামারাতুল আকাবায় পৌঁছলে শয়তান পুনরায় তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তিনি শয়তানের প্রতি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এতে সে দূর হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জামারাতুল উসতায় নিয়ে আসলেন। এখানেও শয়তান তার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি আবারও তার প্রতি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। এতে সে দূর হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাকে জামারাতুল কসওয়ায় নিয়ে আসলেন। এখানেও শয়তান তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তিনি তার প্রতি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এতে সে দূর হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে মুযদালিফায় নিয়ে এসে বললেন, এই হচ্ছে 'আল-মাশআর'। অতঃপর তিনি তাকে আরাফাতে নিয়ে এসে বললেন, এই হচ্ছে 'আরাফাহ'। অতঃপর বলেন, আপনি চিনেছেন তো?

১২৯. 'হে আমাদের প্রতিপালক! এদের কাছে একজন রসূল এদের মধ্য হতে প্রেরণ কর, যে এদেরকে তোমার আয়াতগুলো পড়ে শুনাবে এবং এদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে এবং এদেরকে বিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।'

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

নাবী প্রেরণের জন্য ইবরাহীমের প্রার্থনা

পবিত্র এলাকার লোকদের উপকারের জন্য আল্লাহ ইবরাহীমের দুআ'র কথা উল্লেখ করেছেন (তাদেরকে নিরাপত্তা ও উপজীবিকা দেয়ার জন্য)এবং স্বীয় সন্তানাদির মধ্য হতে রসূল পাঠানোর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানানোর দ্বারা প্রার্থনার পূর্ণতা বিধান করা হয়েছে।ইবরাহীমের এ গৃহীত দুআ' আল্লাহর নির্ধারিত লিপির সাথে মিলে যায় যে,তিনি উম্মীদের মধ্য হতে মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রসূল করে পাঠাবেন সকল অনারব এবং জ্বিন ও মানব জাতির জন্য।

১৪৫৪. সুনান সাঈদ বিন মানসূর ২/৬১৫।
১৪৫৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৮৭।

৬৫৬. ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আবদুর রহমান বিন মাহদী][মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ][সাঈদ বিন সুওয়ায়দ আল-কালবী][আবদুল আ'লা বিন হিলাল আস সুলামী][আল-ইরবাদ বিন সারিয়াহ]∘বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنِّي عِنْدَ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمنجدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوة أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى بِي، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ"

আদাম (আলাইহিস সালাম)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আমি আল্লাহ তাআলার নিকট খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসেবে নির্ধারিত ছিলাম। আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হচ্ছে এই ঃ আমার জন্য আমার পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) দুআ' করেছিলেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়েছেন। অবশেষ আমার মাতা আমার সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখার তা দেখেছেন। নাবীদের মাতাগণ এরূপ স্বপ্নই দেখে থাকেন।[১৪৫৬]

উপরোক্ত রেওয়ায়াত ইবনু ওয়াহব, লায়স্র এবং তার চুক্তিবদ্ধ গোলাম আবদুল্লাহ বিন স্বালিহও উপরোক্ত রাবী মুআবিয়া বিন স্বালিহ হতে উক্ত উর্ধ্বতন সানাদাংশে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাকর বিন আবূ মারইয়ামও তা উপরোক্ত রাবী সাঈদ বিন সুওয়ায়দ হতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সানাদাংশে বর্ণনা করেছেন।

৬৫৭. ইমাম আহমাদ আরও বলেন, ∝[আবুন নাদর][আবুল ফারাজ][লুকমান বিন আমির][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]∘ (লুকমান বিন আমির) বলেন, আমি আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, একদা আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ কী? তিনি বললেন:

"دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخرجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قصورُ الشَّامِ"

আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হচ্ছে, আমার পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) আমার জন্য দুআ' করেছিলেন, ঈসা(আলাইহিস সালাম) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং আমার মাতা স্বপ্ন দেখছিলেন যে, তার মধ্যে একটি জ্যোতি বের হয়ে শাম দেশের (সিরিয়ার) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করেছে।[১৪৫৭]

উপরোক্ত রেওয়ায়াত দু'টিতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে।

কাজেই ইবরাহীম ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে মানুষের কাছে উল্লেখ করেন।তখন থেকেই মানুষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা জানত,এমনকি ইসরাঈলের শেষ নাবী মরিয়ম-পুত্র ঈসার আগমন পর্যন্ত, যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা নাম ধরে উল্লেখ করেছেন। ঈসা নাবী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন– ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ

১৪৫৬. আহমাদ ১৭১৯০, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, وكذلك أمهات النبيين ترين বাক্যটি ব্যতীত স্বহীহ লি গায়রিহি। এমর্মে স্বহীহ হাদীস্র জানতে দেখুন ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত 'আত তারীখুল কাবীর' ৬/৬৮, ইবনু হিব্বান ৬৪০৪। সানাদে সাঈদ বিন সুওয়ায়দকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত সকলে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৪৫৭. আহমাদ ২২৩১৫, আত তায়ালিসী ১১৪০, ইবনু সাঈদ ১/১০২, তাবারানী ৭৭২৯। সানাদটি ফারাজ বিন ফাদালাহ-এর কারণে দুর্বল। কিন্তু হাদীস্রটি শাওয়াহিদের ভিত্তিতে স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রটির শাওয়াহিদ হাদীস্র জানতে দেখুন হাকিম ২/৬০০, তাবারী ২০৭৫, তারা খালিদ বিন মা'দান থেকে তিনি একদল সাহাবী থেকে মারফূ' সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। যার সানাদ সম্পর্কে আল-হাফিয ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহিমাহুল্লাহ) নির্ভরযোগ্য বলেছেন (আল-বিদায়াহ ২/২৭৫)। হাকিম সেটিকে স্বহীহ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন।

﴿أَحْمَدُ﴾ **"আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমাদ।"** এ জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسَى بنِ مَرْيَمَ আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দুআ'র এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সংবাদের ফসল।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ আমার মা একটি আলো দেখেছিলেন যা তাঁর থেকে বেরিয়েছিল এবং সিরিয়ার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছিল।[১৪৫৮]

কথিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাতা গর্ভাবস্থায় এ স্বপ্ন দেখেছিলেন,তাঁর লোকজনের কাছে তিনি স্বপ্নের বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং এ কাহিনী মানুষদের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল।হাদীসে উল্লেখিত আলো যা বৃহত্তর সিরিয়ায় দেখা গিয়েছিল ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সত্যতা প্রতিপাদন করছে যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দ্বীন সিরিয়া এলাকায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।এ জন্য এক সময় সিরিয়া ইসলাম ও তার লোকদের জন্য আশ্রয়স্থল হবে। মারইয়াম পুত্র ঈসা (আলাইহিস সালাম)-ও সিরিয়াতে নেমে আসবেন দামেস্কে,পূর্বদিকের সাদা মিনারের পাশে।

৬৫৮. (সহীহ): সহীহায়নে বর্ণিত হয়েছে,

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»

.কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকবে যারা সর্বদা হক্ব-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কেউ তাদের পরাজিত করতে পারে না, আবার কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলে ক্ষতিও করতে পারে না আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আর তারা ঐরূপ।[১৪৫৯]

বুখারী তাঁর হাদীসে যোগ করেছেন,"তারা সিরিয়ায় বাস করবে।"[১৪৬০]

আবূ জা'ফার আর-রাবী বলেন, রাবী' বিন আনাস আবূ আলিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ **তাআলার বাণী:** ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! এদের কাছে একজন রসূল এদের মধ্য হতে প্রেরণ কর"** আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ায় **যে রাসূলের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন, নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উক্ত দুআ'র পর আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন, তোমার দুআ' কবূল করলাম। সেই রসূল আখেরী যামানায় আবির্ভূত হবে। কাতাদাহ এবং সুদ্দীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

কিতাব ও হিকমাহ'র অর্থ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَٰبَ﴾ **"এবং তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেয়"** অর্থাৎ কুরআন, ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ **"এবং হিকমাহ"** অর্থাৎ সুন্নাত যেমন হাসান, কাতাদাহ, মুকাতিল বিন হায়্যান এবং আবূ মালিক বলেছেন।[১৪৬১] এ কথাও বলা হয়েছে যে,"হিকমাহ"অর্থ 'দ্বীনের উপলব্ধি,উভয় অর্থই সঠিক। আলী বিন আবি তালহাহ্ বলেছেন যে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ **"এবং এদেরকে বিশুদ্ধ করবে"**

১৪৫৮. আহমাদ ২১৭৫৮।

১৪৫৯. মুসলিম ১৯২০, শব্দগুলো মুসলিমের স্রাওবান বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদীস মুআবিয়াহ থেকে ১০৩৭ বর্ণিত হয়েছে, বুখারী ৭৪৫৯ (মুগীরাহর হাদীস থেকে) ও ৭৪৬০ (মুআবিয়াহর হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে)।

১৪৬০. বুখারী ৭৪৬০ (মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে)।

১৪৬১. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯০।

অর্থাৎ "আল্লাহর আনুগত্য দিয়ে।"[১৪৬২] ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ **"নিশ্চয় তুমি ক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।"** এ আয়াত বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম,তাঁর ক্ষমতার বাহিরে কিছুই নেই।তাঁর সিদ্ধান্তে ,তাঁর কাজে তিনি জ্ঞানী,এবং তাঁর পরিপূর্ণ 'এলম, বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়নতার কারণে তিনি সকল কিছুকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করেন।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০. সেই নির্বোধ ছাড়া অন্য এমন কে আছে যে মিল্লাতে ইব্রাহীম হতে ফিরে যাবে এবং নিশ্চয় আমি তাকে পছন্দ করেছি এবং আখেরাতেও সে নেককারদের অন্তর্গত হবে।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর', উত্তরে সে বলল, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম'।

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. আর এ বিষয়ে ইব্রাহীম ও ইয়া'কূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছে– 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না'।

কেবল মূর্খরাই ইবরাহীমের দ্বীন হতে বিচ্যুৎ হয়

ন্যায়বানদের নেতা ইবরাহীমের দ্বীনের বিরোধিতায় কাফেরদের আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্যদের যুক্ত করার অভিনব কাজ আল্লাহ খণ্ডন করেছেন। ইবরাহীম ইবাদতে সর্বদা আল্লাহকে নিষ্ঠার সংগে একক করে নিয়েছিলেন, এবং তিনি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকেননি।তিনি শির্ক করেননি,এক মুহূর্তের জন্যও নয়।আল্লাহর পরিবর্তে যে সব দেবতাদের পূজা করা হচ্ছিল তিনি সে সব থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন।এবং এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সকল লোকজনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইবরাহীম নাবী বলেছিলেন:

﴿يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۷۹﴾﴾

"হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা যেগুলোকে (আল্লাহর) অংশীদার স্থির কর সেগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১৪৬৩] আবার আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖۤ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۶﴾ اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿۲۷﴾﴾

"স্মরণ কর, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলেছিল- তোমরা যেগুলোর পূজা কর, সেগুলো থেকে আমি সম্পর্কহীন।আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।"[১৪৬৪] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

---

১৪৬২. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯১।
১৪৬৩. সূরাহ আনআম, ৬:৭৮-৭৯।
১৪৬৪. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:২৬-২৭।

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۗ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ﴾

"ইব্রাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটি কেবলমাত্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে যা সে তার পিতাকে দিয়েছিল। কিন্তু যখন এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল; ইবরাহীম ছিল অতি কোমল হৃদয়, সহিষ্ণু।"[১৪৬৫] এবং

﴿اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۗ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهِ ۗ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

"ইব্রাহীম ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মাত, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্র নি'য়ামাতরাজির জন্য শোকরগুযার। আল্লাহ তাকে বেছে নিয়েছিলেন আর তাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম, আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৪৬৬]

এ জন্যই আল্লাহ এখানে বলেছেন: ﴿وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ﴾ **"এবং যে কেউ ইবরাহীমের দ্বীন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়),** অর্থাৎ তাঁর পথ ,পন্থা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করে। ﴿اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ﴾ **(যে নিজেকে বোকা বানিয়ে নেয় সে ছাড়া)** অর্থাৎ সত্য থেকে মন্দ পথে বিচ্যুৎ হয়ে যে নিজের বিরুদ্ধে অন্যায় করে।এ রকম লোকের পথ প্রত্যাখ্যান করবে যাঁকে এ জগতে একজন সত্য ইমাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল যখন তিনি যুবক ছিলেন তখন হতে আল্লাহ তাঁকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করা পর্যন্ত এবং যিনি পরজগতেও সাফল্যমণ্ডিত হবেন। এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পথ অনুসরণ করার চেয়ে বেশি বোকামির কাজ আর আছে কি? এর থেকে অন্যায় আর আছে কি? আল্লাহ বলেছেন: ﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ **"শির্ক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুল্ম।"** আবূ আলিয়াহ এবং কাতাদাহ বলেছেন, (২ : ১৩০) এ আয়াতটি ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যারা এমন একটা কাজ আবিষ্কার করেছিল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি আর তা ছিল ইবরাহীমের দ্বীনের প্রত্যাখ্যান।[১৪৬৭] এ ব্যাপারটির সত্যতা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন:

﴿مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"ইব্রাহীম না ইয়াহূদী ছিল, না নাসারা, বরং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।নিশ্চয় ইব্রাহীমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সেই লোকেরাই অধিক হকদার যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী, আর যারা ঈমান এনেছে, বস্তুতঃ আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।"[১৪৬৮]

আল্লাহর বাণী: ﴿اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর', উত্তরে সে বলল, 'আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, আল্লাহ ইবরাহীমকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হতে এবং তাঁর কথা মেনে চলতে এবং তাঁর প্রতি সমর্পিত হতে নির্দেশ করেছিলেন। ইবরাহীম সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ পালন করেছিলেন। আল্লাহর কথা: ﴿وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ﴾ **"আর এ বিষয়ে ইব্রাহীম ও**

১৪৬৫. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১১৪।
১৪৬৬. সূরাহ আন নাহ্ল, ১৬:১২০-১২২।
১৪৬৭. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯২।
১৪৬৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৬৭-৬৮।

ইয়া'কূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছে" অর্থাৎ ইবরাহীম তাঁর সন্তানদেরকে আল্লাহর জন্য এই দ্বীন ইসলাম পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথবা আয়াতটির সম্পর্ক ইবরাহীমের এ কথার সঙ্গে ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"আমি সারা জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"** এর অর্থ এই যে, এ সকল নাবী এ সব কথা এত বেশি পছন্দ করতেন যে, তারা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত এগুলো সংরক্ষণ করতেন এবং তাদের পরে এগুলো পালন করার জন্য তাদের সন্তানদের উপদেশ দিতেন। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ﴾ **"এ কথাটিকে সে স্থায়ী বাণীরূপে তার পরবর্তীদের মধ্যে রেখে গেছে।"**[১৪৬৯] হতে পারে ইবরাহীম তাঁর সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ইসহাকের পুত্র ইয়া'কূব যারা উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য কুশায়রী বলেন, ইয়া'কূব (আলায়হিস সালাম) ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম কুরতুবী তার উক্ত অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। এরূপ অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলে সেটিকে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। এ বিষয়ে আল্লাহ ভাল জানেন। ইবরাহীম ও সারাহ্র জীবদ্দশায় ইসহাক স্বীয় পুত্র ইয়া'কূবকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেননা আল্লাহর বাণীতে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল তাতে দুজনেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ﴿فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ﴾ **"তখন আমি তাকে ইসহাকের আর ইসহাকের পর ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম।"**[১৪৭০] ইয়া'কূব সে সময় যদি বেঁচে নাই থাকতেন, তাহলে ইসহাকের পুত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করার কোন দরকারই ছিলনা। সূরা আনকাবূত-এ আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ﴾ **"আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক্ব ও ইয়া'কূব, তার বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।"**[১৪৭১] এবং ﴿وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ﴾ **"আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক, আর অতিরিক্ত হিসেবে (পৌত্র) ইয়া'কুব।"**[১৪৭২] এভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটা ইবরাহীমের জীবদ্দশায় ঘটেছিল। আবার পূর্বের কিতাবসমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইয়া'কূব বাইতুল মাকদাস নির্মাণ করেছিলেন।

৬৫৯. (সহীহ): সহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে যে, আবূ যার বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ মাসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন,

"اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بَيْتُ الْمَقْدِسِ". قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: "أَرْبَعُوْنَ سَنَةً"

মাসজিদুল হারাম (কা'বাহ)। আমি বললাম, 'অতঃপর? তিনি বললেন, বায়তুল মাকদিস। আমি বললাম, 'কতদিন পর? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।"[১৪৭৩] উপরন্তু ইয়া'কূব তাঁর সন্তানদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন-যা আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব- তা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইয়া'কূব ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা ঐ সব উপদেশ পেয়েছিলেন যেগুলো উপর্যুক্ত (২:১৩০ -১৩২) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইমাম ইবনু হিব্বান উপরোল্লেখিত হাদীসের পরিপ্রক্ষিতে ধারণা করেছেন যে, ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর যুগ এবং সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)এর যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইমাম ইবনু হিব্বানের উপরোক্ত ধারণা অন্য একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করেছিলেন সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-ই বায়তুল মাকদাস সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। তার উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর যুগ শেষ হওয়ার কয়েক হাজার বৎসর পর সুলায়মান (আলায়হিস সালাম)-এর যুগ আরম্ভ হয়েছিল।

১৪৬৯. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:২২।
১৪৭০. সূরাহ হূদ, ১১:৭১।
১৪৭১. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:২৭।
১৪৭২. সূরাহ আম্বিয়া', ২১:৭২।
১৪৭৩. সহীহুল বুখারী ৩৩৬৬, মুসলিম ৫২০, ইবনু মাজাহ ৭৫৩, ইবনু হিব্বান ১৫৯৮ ।**তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) বায়তুল মাকদাসের প্রথম নির্মাতা নন বরং তিনি তার পুনর্নির্মাতা ও সংস্কারক মাত্র। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে তার প্রথম নির্মাতা মনে করেই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগ এবং তাঁর যুগ এবং তাদের যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু তার এই মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মূলত তাদের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর। আল্লাহ অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা

আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَبَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ **'হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না'।** অর্থাৎ তোমার জীবদ্দশায় সৎকাজ কর আর এ পথের উপরেই থাক যাতে আল্লাহ এর উপরেই মৃত্যুর সৌভাগ্য তোমাকে দান করবেন। সাধারণত ঃ মানুষ জীবদ্দশায় যে পথে চলে তার উপরেই তার মৃত্যু হয় এবং যার উপর তার মৃত্যু হয় সেই অনুসারেই তার পুনরুত্থান ঘটে। মহানুভব আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা সৎ পথে থাকার জন্য ভাল কাজ করতে সচেষ্ট থাকে।

৬৬০. (সহীহ): এটা কোনক্রমেই ঐ প্রামাণ্য হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় যাতে বলা হয়েছে:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا بَاعٌ أَوْ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا بَاعٌ أَوْ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُفَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"

এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর 'আমলের মত 'আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাতের তফাৎ রয়ে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের 'আমলের মত 'আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের 'আমলের মত 'আমল করতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমন সময় তার ভাগ্য লিখন অগ্রগামী হয়।। তখন সে জাহান্নামবাসীদের 'আমলের অনুরূপ 'আমল করে থাকে এবং ফলে সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়।[১৪৭৪]

৬৬১. (সহীহ): কেননা সেখানে এসেছে, لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ কেউ কেউ জান্নাতবাসীদের মতো আমাল করতে থাকে আর লোকজন তাকে তেমনই মনে করে থাকে অথচ সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মতো আমাল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে।[১৪৭৫]আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۝ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝﴾

"অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) দান করে ও (আল্লাহকে) ভয় করে, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সহজ করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে আর (আল্লাহ্র প্রতি) বেপরোয়া হয়, আর যা উত্তম তা অমান্য করে, আমি তার জন্য কঠিন পথ (অর্থাৎ অন্যায়, অসত্য, হিংসা ও হানাহানির পথ) সহজ করে দিব।"[১৪৭৬]

১৪৭৪. সহীহুল বুখারী ৩৩৩২, ৬৫৯৪, মুসলিম ২৬৪৩, আবূ দাউদ ৪৭১০, তিরমিযী ২১৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৬। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
১৪৭৫. বুখারী ৪২০৭, মুসলিম ১১২, ইবনু হিব্বান ৬১৭৫।
১৪৭৬. সূরাহ লাইল, ৯২:৫-১০।

১৩৩. তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এসে পৌঁছেছিল? তখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে'? পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব, যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى ۖ قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. এ লোকেরা গত হয়ে গেছে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম এবং তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

মৃত্যুর সময় স্বীয় সন্তানদের প্রতি ইয়া'কূবের উইল ও ইচ্ছাপত্র

এ আয়াতে আছে ইসমাঈলের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত আরব পৌত্তলিক এবং ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের পুত্র ইয়াকূব ইসরাঈলের সন্তানদের মধ্যেকার অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর সমালোচনা। ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিলেন একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করতে কোন অংশীদার ছাড়া। তিনি তাদেরকে বললেন: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى ۖ قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾ **"আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে'? পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব।"** এখানে প্রচলিত কথা মোতাবেক ইসমাঈলকে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ ইসমাঈল ইয়া'কূবের চাচা। নাহাস বলেছেন যে, আরবরা চাচাকে পিতা বলে, কুরতুবি যেমনটি সমালোচনা করেছেন।[১৪৭৭]

এ আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে, পিতামহকে পিতা বলা হয় এবং (তার ছেলের মৃত্যু হলে) ভাইয়েরা না হয়ে তিনি ওয়ারিশ হন, যেমনটি আবূ বাক্র বলেছেন আর বুখারী ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আবূ বাকরের কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বুখারী মন্তব্য করেছেন যে, এ বিষয়ে জ্ঞান বিরোধী মতামত নেই।[১৪৭৮] এটি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ, হাসান বাস্রী, তাঊস, আতা', মালিক এবং শাফি'য়ীর মত; আর আহমদ বলেছেন যে, উত্তরাধিকার পিতামহ ও ভাইদের মধ্যে বন্টিত হবে। এটা বর্ণিত হয়েছে যে এ মত উমর, উস্‌মান, আলী, ইবনু মাসউদ, যায়দ বিন সাবিত এবং সালাফ এবং পরবর্তী বংশাবলীর অনেক বিদ্বানের। এ মতটি আবূ হানীফার দু' ছাত্র অর্থাৎ আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বিন হাসান পছন্দ করেছেন, আর অন্যত্র এর সমর্থনও পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِلَٰهًا وَٰحِدًا﴾ **"যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য"** অর্থাৎ আমরা তাঁর উলুহীয়াতের একাকিত্ব বর্ণনা করছি এবং তাঁর কোন অংশিদারিত্ব নেই। ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ **"এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।"** অর্থাৎ অনুগত ও আত্মসমর্পিত। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

১৪৭৭. কুরতুবী ২/১৩৮।
১৪৭৮. ফাতহুল বারী ১২/১৯।

﴿طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ﴾ **অথচ আসমান ও জমিনে যা আছে সবই ইচ্ছেয় ও অনিচ্ছেয় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন।"**[১৪৭৯] বস্তুত: ইসলাম সকল নাবীদের দ্বীন, যদিও শরীয়ত আলাদা। আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ **"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওয়াহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।"**[১৪৮০] এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীস আছে। উদাহরণস্বরূপ,

৬৬২. (সহীহ): নাবী (ﷺ) বলেছেন: نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَات دِينُنَا وَاحِدٌ আমরা নাবীরা সব সৎ ভাই,কিন্তু আমাদের দ্বীন একই।[১৪৮১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ **"ওটা ছিল একটা উম্মত যা অতীত হয়ে গেছে"** অর্থাৎ তোমার সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ﴾ **"তারা যা অর্জন করেছিল তার পুরস্কার তারা পাবে,আর তোমরা যা অর্জন কর তার পুরস্কার তোমরা পাবে।"** এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, নাবীদের সংগে কিংবা তোমাদের পূর্বেকার সৎ কর্মশীল লোকদের সংগে তোমাদের সম্পর্ক তোমাদের কোন উপকারে আসবেনা যদি তোমরা সৎ কাজ না কর যা তোমাদেরকে দ্বীনের ক্ষেত্রে উপকার এনে দিবে। তাদের কাছে আছে তাদের কৃতকর্ম আর তোমাদের কাছে তোমাদের। ﴿وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ **"তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।"**

৬৬৩. (সহীহ): এ জন্য একটি হাদীস ঘোষণা করে (ﷺ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (যে ব্যক্তি আমলের কারণে পিছিয়ে পড়ল, বংশ সম্বন্ধ তাকে আগিয়ে দিতে পারবেনা)।[১৪৮২]

১৩৫. ওরা বলে, 'তোমরা ইয়াহূদী বা নাসারা হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে'। বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না'।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾

মুহম্মদ বিন ইসহাক বলেন, ﴾মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ﴿ ﴾সাঈদ বিন জুবায়র অথবা ইকরিমাহ﴿ ﴾ইবনু আব্বাস (রাঃ)﴿ বলেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন সুরিয়্যা আল-আ'ওয়ার রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলেছিল, "সঠিক পথ হচ্ছে যা আমরা (ইহুদীরা) অনুসরণ করি, কাজেই হে মুহাম্মাদ! আমাদেরকে অনুসরণ কর তাহলেই তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হবে।" খ্রীষ্টানরাও একই কথা বলত। তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا **"ওরা বলে, 'তোমরা ইয়াহূদী বা নাসারা হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে।"**

আল্লাহর বাণী: ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا﴾ **"বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।"** অর্থাৎ আমরা ইহুদীবাদ ও খ্রীষ্টবাদ চাইনা যার দিকে তোমরা আমাদের আহবান কর,বরং আমরা

১৪৭৯. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৮৩।

১৪৮০. সূরাহ আম্বিয়া', ২১:২৫।

১৪৮১. বুখারী ৩৪৪৩, মুসলিম ২৩৬৫, আহমাদ ২৭৪৬৮, ইবনু হিব্বান ৬১৯৪ কিন্তু সেখানে الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَات أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ শব্দে এসেছে।

১৪৮২. মুসলিম ২৬৯৯, মুসতাদরাক ২৯৯, তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণনা করেছেন, মু'জামুল আওসাত ৩৭৮০, মু'জামুল কাবীর ৭৫৬, আবূ দাঊদ ৩৬৪৫, ইবনু মাজাহ, ২২৫, তিরমিযী ২৯৪৫, দারিমী ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৬, শু'আবুল ঈমান ৬৭১, ১৯৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৪, ৭৬৮। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

অনুসরণ করব ﴿مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾ **"একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ"** অর্থাৎ সরল সোজা পথে, যেমনটি মুহম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযি এবং ঈসা বিন জারিয়্যাহ বলেছেন।[১৪৮৩] মুজাহিদ ও রাবী' বিন আনাস বলেন, একনিষ্ঠ হয়ে তারই অনুসরণ করব।[১৪৮৪] আবার আবূ কিলাবাহ বলেছেন,"হানীফ, যাতে প্রথম থেকে শেষ নাবীগণ বিশ্বাস করতেন।"[১৪৮৫]

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব ও বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও 'ঈসাকে দেয়া হয়েছে আর যা অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে (এ সবের প্রতিও ঈমান এনেছি), আমরা এদের মধ্য হতে কোন একজনের ব্যাপারেও কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত'।

মুসলিমগণ ঈমান পোষণ করে যা কিছুই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি এবং সকল নাবীগণের প্রতি

আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাহগণকে নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান আনার জন্য যা তিনি তার রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল সাধারণভাবে তার প্রতি।আল্লাহ কতক নাবীর উল্লেখ করেছেন নাম ধরে ,আর অনেকেরই নাম উল্লেখ করেননি। আল্লাহ ঈমানদারগণকে নিষেধ করেছেন নাবীগণের মধ্যে পার্থক্য করতে এবং সকলের প্রতি ঈমান পোষণ করতে বলেছেন। তারা তাদের অনুকরণ করবেনা। আল্লাহ যাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّا﴾

"আর আল্লাহ ও রসূলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় আর বলে (রসূলদের) কতককে আমরা মানি আর কতককে মানি না, আর তারা তার (কুফর ও ঈমানের) মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা বের করতে চায়। তারাই হল প্রকৃত কাফির।"[১৪৮৬]

৬৬৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন বাশশার)(উসমান বিন উমার)(আলী ইবনুল মুবারাক)(ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর)(আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◊ বলেছেন, "আহলে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলিমদের জন্য আরবীতে তা অনুবাদ করত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبوهم، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا আহলে কিতাবকে বিশ্বাস

১৪৮৩. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯৭।
১৪৮৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯৭।
১৪৮৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৯৭।
১৪৮৬. সূরাহ নিসা, ৪:১৫০-১৫১।

করোনা, তারা যা বলে তা প্রত্যাখ্যান করোনা, বরং বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং তিনি যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস করি।[১৪৮৭]

৬৬৫. (সহীহ): আবার মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের পূর্বে দুই রাকাত (নফল) সলাত আদায় করার সময় প্রায়ই তিলাওয়াত করতেন, প্রথম রাকাতে ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ **"আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"** দ্বিতীয় রাকাতে ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ **"আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।"**[১৪৮৮] আবুল আলিয়াহ, রাবী' এবং কাতাদাহ বলেছেন, "আসবাত 'ইয়া'কূবের বারজন পুত্র এবং তাদের প্রত্যেকের অধস্তন বংশধর নিয়ে ছিল এক একটি উম্মাহ। এজন্য তাদেরকে আসবাত বলা হত।[১৪৮৯] খলীল বিন আহমাদ ও অন্যরা বলেছেন, বানী ইসরাঈলের মধ্যে আসবাত ঠিক যেমন বানী ইসরাঈলের মধ্যে গোত্র। 'কাশশাফ' গ্রন্থে আল্লামা যামাখশারী বলেন, اسباط হচ্ছে: ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)-এর পৌত্র-প্রপৌত্রগণ। অর্থাৎ তার বার পুত্রের **বংশধরগণ। আল্লামা যামাখশারী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে বিনা মন্তব্যে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত কিছুই বলেননি।**

ইমাম বুখারী বলেন, أسباط অর্থাৎ বানী ইসরাঈল জাতির গোত্রসমূহ। 'আসবাত' শব্দের উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায়: তোমরা বল আমরা আল্লাহ প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্য সকল নবীর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছি। বানী ইসরাঈল জাতির মধ্যে যে আল্লাহ তাআলা বহু সংখ্যক নাবী পাঠিয়েছেন, এ সম্পর্কে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ **"তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'য়ামাত স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন।"**[১৪৯০] আল্লাহ তাআলা আরো **বলেছেন:** ﴿وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ **"আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে বা জাতিতে বিভক্ত করেছিলাম।"**[১৪৯১] **কুরতুবী বলেছেন, "সিবত অর্থ একদল লোক বা একটা গোত্র যাদের সবাই একই পূর্বপুরুষ হতে আগত।**[১৪৯২]

মুহাম্মাদ বিন জা'ফার আমবারী ও যাজ্জাজ বর্ণনা করেন, ০[আবূ নাজীদ দাক্কাক][আসওয়াদ বিন আমির][ইসরাঈল][সিমাক][ইকরিমহি][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০ বলেন, নিম্নোক্ত দশজন নবী ছাড়া সকল নবীই বানী ইসরাঈল জাতি হতে প্রেরিত হয়েছে। তারা হলেন: নূহ (আলাইহিস সালাম), হূদ (আলাইহিস সালাম), সালেহ (আলাইহিস সালাম), শুআয়ব (আলাইহিস সালাম), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), ইসহাক (আলাইহিস সালাম), ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম), ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এবং মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।[১৪৯৩]

১৪৮৭. বুখারী ৪৪৮৫, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১৩৮৭, তাফসীর আল-বাগাবী ৯২। **তাহকীক:** সহীহ।

১৪৮৮. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৫২, মুসলিম ৭২৭, আবূ দাউদ ১২৫৯, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০১৬, ১১১৫৮। **তাহকীক:** সহীহ।

১৪৮৯. ইবনু আবী হাতিম ১-৩৯৯।

১৪৯০. সূরাহ মাইদাহ, ৫:২০।

১৪৯১. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৬০।

১৪৯২. কুরতুবী ২/১৪১।

১৪৯৩. প্রথম নাবী আদম (আলাইহিস সালাম) সহ দশজন হয়। রাবী সম্ভবত ভুলে সেটি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া রাবী হয়ত খ্যাতনামা দশজনের কথা বলেছেন। যাদের বেশি পরিচিত নন তাদের সংখ্যা আরও বেশী।

ইমাম কুরতুবী বলেন, السبط একই ব্যক্তি হতে উদ্ভূত জনগোষ্ঠী, গোত্র। এর বহুবচন হচ্ছে الأسباط।

কাতাদাহ বলেছেন, "আল্লাহ ঈমানদারগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি এবং তাঁর সকল কিতাব ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে।"[১৪৯৪] আবার সুলায়মান বিন হাবীব বলেছেন, "আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল (অবিকৃত) তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি ঈমান আনতে কিন্তু তা আমল করার জন্য আদেশ দেয়া হয়নি।"[১৪৯৫]

৬৬৬. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুস্আব আস-সূরী❯❮মুআম্মাল❯❮উবায়দুল্লাহ বিন আবূ হুমায়দ❯❮আবুল মালীহ❯❮মা'কাল বিন ইয়সার❯ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "آمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالزَّبُورِ وَالْإِنْجِيلِ وليسَعْكُمُ الْقُرْآنُ" তোমরা তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান রেখ; কিন্তু তোমাদের আমলের জন্য কুরআন মাজীদই যথেষ্ট।[১৪৯৬]

فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. সুতরাং এরা যদি তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছো, তাহলে তারা সঠিক পথ পাবে আর যদি অস্বীকার করে, তবে তারা ভেদাভেদে লিপ্ত, সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের (অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য) আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. (আমাদের দ্বীন) আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত এবং আল্লাহ্র রঙ অপেক্ষা আর কার রঙ উত্তম হবে? এবং আমরা তাঁরই 'ইবাদাতকারী।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَإِنْ اٰمَنُوْا﴾ **"সুতরাং এরা যদি তেমন ঈমান আনে"** অর্থাৎ যদি তারা- আহলে কিতাবের অবিশ্বাসী ও অন্যান্য অবিশ্বাসীরা ﴿بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ﴾ **"যেমন তোমরা ঈমান এনেছো"** অর্থাৎ মু'মিনরা,আল্লাহর সকল কিতাব ও রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে ﴿فَقَدِ اهْتَدَوْا﴾ **"তাহলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত"** অর্থাৎ তারা সত্য লাভ করবে এবং সে দিকে পরিচালিত হবে।﴿وَاِنْ تَوَلَّوْا﴾ **"আর যদি অস্বীকার করে"** সত্য হতে মিথ্যার দিকে তাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করার পরেও, ﴿فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ﴾ **"তবে তারা ভেদাভেদে লিপ্ত, সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের (অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য) আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"** অর্থাৎ,আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে ঈমানদারগণকে সাহায্য করবেন। ﴿وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾ **"এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"**

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ❮যিয়াদ বিন য়ূনুস❯❮নাফি' বিন আবূ নাঈম❯ বলেন, একদা উস্মান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কুরআন মাজীদখানা জনৈক খলীফার নিকট প্রেরিত হয়েছিল যাতে তিনি তার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃপ্রস্তুত করিয়ে তা সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন। এতে পরবর্তী রাবী যিয়াদ বিন য়ূনুস প্রশ্ন করলেন, লোকে বলেন, উস্মান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাহাদাতের সময়ে উক্ত কুরআনটি তার কোলে ছিল এবং ﴿فَسَيَكْفِيْكَهُمُ

১৪৯৪. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০০।

১৪৯৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০০।

১৪৯৬. সানাদে উবায়দুল্লাহ বিন আবূ হুমায়দ দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৩/৫/৫৩৫৪), ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস, ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম আহমাদ বলেন, মানুষেরা তার হাদীস বর্জন করেছে। দুহায়ম বলেন, তিনি দুর্বল। **তাহকীক:** দঈফ।

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ **"সে অবস্থায় তোমার জন্য তাদের (অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য) আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা"** এই আয়াতের উপর রক্ত পড়েছিল। তা কি সত্য? নাফে' বিন আবূ নাঈম উত্তর দিলেন, আমি স্বচক্ষে সেই কুরআনের এই আয়াতাংশের উপর রক্তের দাগ দেখেছি। উক্ত কুরআন মাজীদ পুরাতন হয়ে গিয়েছিল।[১৪৯৭]

আল্লাহ বলেছেন, ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ **"(আমাদের দ্বীন) আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত।"** দহহাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর দ্বীন"।[১৪৯৮] মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ, ইকরিমাহ, ইবরাহীম, হাসান, কাতাদাহ, দাহহাক, আবদুল্লাহ বিন কাসীর, আতিয়্যাহ আল-আউফী, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ হতেও এ রকম তাফসীরেরই সংবাদ দেয়া হয়েছে।[১৪৯৯]

৬৬৭. ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, ০[আশআস বিন ইসহাক][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَى، هَلْ يَصْبُغُ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ. فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا مُوسَى، سَأَلُوكَ هَلْ يَصْبُغُ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: نَعَمْ، أَنَا أَصْبُغُ الْأَلْوَانَ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَالْأَسْوَدَ، وَالْأَلْوَانُ كُلُّهَا مِنْ صَبْغِي"

বানী ইসরাঈল জাতির লোকেরা মূসা (আঃ) কে প্রশ্ন করেছিল– হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রভু কি রং লাগিয়ে থাকেন? মূসা (আঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এই ঘটনা উপলক্ষে তার প্রতিপালক তাকে ডেকে বললেন, হে মূসা! তারা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করছে যে, আপনার প্রভু কী রং লাগিয়ে থাকেন? তুমি (তাদেরকে) বলো: হ্যাঁ, আমার প্রভু তাঁর রংসমূহের মধ্য হতে লাল, সাদা, কালো এবং অন্য সকল রং লাগিয়ে থাকেন।[১৫০০] অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন, ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ **"(আমাদের দ্বীন) আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত এবং আল্লাহ্র রঙ অপেক্ষা আর কার রঙ উত্তম হবে?"** উক্ত রিওয়ায়াতটি ইমাম মারদুবিয়্যা উপরোক্তরূপে স্বয়ং নবী (সাঃ)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনু আবী হাতিম সেটিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ সহীহ হলে তা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়ায় অধিকতর স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

১৩৯. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম এবং আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ।'	قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. তোমরা কি বলছ 'ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধর সকলেই	أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ

১৪৯৭. ইবুন আবী হাতিম ১/৪০২।

১৪৯৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০২।

১৪৯৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০৩।

১৫০০. হাদীসটি মারফূ' সূত্রে সঠিক নয়, আবুশ শায়খ তার 'আল-আযীমাহ' (১৪০)-এর মাঝে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম তার 'আল-হিলয়াহ' (৪/২৭৬)-এর মাঝে সাঈদ বিন জুবায়রের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾

ইয়াহুদী কিংবা নাসারা ছিল'? বল, 'তোমরাই বেশী জান নাকি আল্লাহ'? ঐ ব্যক্তি হতে বড় যালিম আর কে হবে যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে? তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে গাফিল নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. এ সব লোক যারা ছিল, তারা গত হয়ে গেছে, তাদের জন্য তাদের কামাই আর তোমাদের জন্য তোমাদের কামাই আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

আল্লাহতাআলা তাঁর নাবী (ﷺ) কে পৌত্তলিকদের সামনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেনঃ ﴿أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ করছ"** অর্থাৎ "তোমরা কি আমার সাথে বাদানুবাদ করছ, আল্লাহর একত্ব, তাঁর প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এবং তাঁর নিষিদ্ধসমূহকে বর্জন করার ব্যাপারে, ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ **"অথচ তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক"** অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে,এবং কোন অংশীদার ছাড়া একাই 'ইবাদত লাভের যথাযোগ্য দাবীদার। ﴿وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ **"এবং আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম"** অর্থাৎ তোমাদের সাথে এবং তোমরা যার 'ইবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, যেমন আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"যদি তারা তোমাকে মিথ্যা জেনে অমান্য ক'রে তাহলে বল, 'আমার কাজের জন্য আমি দায়ী, আর তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, আমি যা করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমরা যা কর তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"[১৫০১] এবং

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾

"অতঃপর যদি (আহলে কিতাব) তোমার সাথে তর্ক করে তবে বলে দাও, 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি আর আমার অনুসারীগণও আত্মসমর্পণ করেছে।"[১৫০২] আল্লাহ ইবরাহীম সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ﴾

"তার জাতি তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে বাদানুবাদ করছ"[১৫০৩] এবং

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾

"তুমি কি সেই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা কর নি, যে ইব্‌রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল"[১৫০৪]

১৫০১. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৪১।
১৫০২. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:২০।
১৫০৩. সূরাহ আনআম, ৬:৮০।

এ মহান আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَنَآ اَعۡمَالُنَا وَلَكُمۡ اَعۡمَالُكُمۡ ۚ وَنَحۡنُ لَهٗ مُخۡلِصُوۡنَ﴾ **"আমাদের জন্য আমাদের কৃতকর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কৃতকর্ম এবং আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ।"** অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্কহীন যেমন তোমরা আমাদের সাথে সম্পর্কহীন। ﴿وَنَحۡنُ لَهٗ مُخۡلِصُوۡنَ﴾ **"আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ"** অর্থাৎ ইবাদত ও আত্মসমর্পণে।

অতঃপর আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেছেন তাদের এ দাবীর জন্য যে, ইবরাহীম ও তাঁর পরে আগত নাবীগণ এবং আসবাত তাদের দ্বীন অনুসরণ করত, সেটা ইয়াহূদীবাদ হোক বা খ্রীষ্টবাদ হোক। আল্লাহ বলেছেন, ﴿ءَاَنۡتُمۡ اَعۡلَمُ اَمِ اللّٰهُ﴾ **"তোমরাই বেশী জ্ঞান নাকি আল্লাহ?"** অর্থাৎ আল্লাহরই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান আছে এবং তিনি বলেছেন যে, তারা ইয়াহূদীও ছিলনা, খ্রীষ্টানও ছিলনা। তেমনি আল্লাহ নিম্নলিখিত আয়াতে বলেছেন

﴿مَا كَانَ اِبۡرٰهِيۡمُ يَهُوۡدِيًّا وَّلَا نَصۡرَانِيًّا وَّلٰكِنۡ كَانَ حَنِيۡفًا مُّسۡلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ﴾

"ইব্রাহীম না ইয়াহূদী ছিল, না নাসারা, বরং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"[১৫০৫] এবং পরবর্তী আয়াতে।

আল্লাহ আরো বলেছেন, ﴿وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ كَتَمَ شَهَادَةً عِنۡدَهٗ مِنَ اللّٰهِ﴾ **"ঐ ব্যক্তি হতে বড় যালিম আর কে হবে যে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে"?** হাসান বাসরী বলেছেন, তারা তাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর কিতাব পাঠ করত যাতে ছিল যে, সত্যিকার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। তাদের কিতাবে আরও ছিল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও গোত্রসমূহ ইয়াহূদীও ছিলনা, খ্রীষ্টানও ছিলনা। তারা এসব কথার সাক্ষ্য দেয় তথাপি তা মানুষদের হতে গোপন করে।

আল্লাহর কথা: ﴿وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ﴾ **"তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে গাফিল নন"**।[১৫০৬] একটা ধমক ও সতর্কবাণী যে, তাঁর জ্ঞান প্রতিটি মানুষের কার্যাবলীকে বেষ্টন করে আছে এবং সেই অনুসারেই তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿تِلۡكَ اُمَّةٌ قَدۡ خَلَتۡ﴾ **"এ সব লোক যারা ছিল, তারা গত হয়ে গেছে"** অর্থাৎ তোমার আগে বিদ্যমান ছিল ﴿لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُمۡ مَّا كَسَبۡتُمۡ﴾ **"তাদের জন্য তাদের কামাই আর তোমাদের জন্য তোমাদের কামাই"** অর্থাৎ তারা তাদের কাজের দায়িত্ব বহন করছে আর তোমরা তোমাদের কাজের দায়িত্ব বহন করছ ﴿وَلَا تُسۡـَٔلُوۡنَ عَمَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ﴾ **"আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।"** অর্থাৎ তোমরা তাদের আত্মীয়স্বজন এটাই যথেষ্ট হবেনা যদি না তোমরা তাদের সৎ কার্যাবলীর অনুসরণ কর। উপরন্তু, তোমরা তাদের বংশাবলী এটা মনে করে প্রতারিত হয়ো না, যদি তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর রসূলদের– যারা ছিলেন সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী -অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ না কর। বস্তুত ঃ কেউ যদি মাত্র একজন নাবীকে অস্বীকার করে তাহলে সে যেন সকল রসূলকে অস্বীকার করল, বিশেষভাবে কেউ যদি সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসূলকে অস্বীকার করে যিনি সকল মানুষ ও জ্বিনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি এবং আল্লাহর সকল নাবীগণের প্রতি।

প্রথম পারা সমাপ্ত

১৫০৪. সূরাহ বাকারা, ২:২৫৮।
১৫০৫. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৬৭।
১৫০৬. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০৫।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় পারা

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. মানুষদের মধ্য হতে শীঘ্রই নির্বোধেরা বলবে, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল। বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। আর তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলার উপর ছিলে, তাকে এ উদ্দেশে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তারা বাদে অন্যের নিকট এটা বড়ই কষ্টকর ছিল। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, অতি দয়ালু।

কিবলার পরিবর্তন- নামাজের দিক

আয যাজ্জাজ বলেন, এখানে السُّفَهَآءُ দ্বারা আরব মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, তারা হল ইয়াহুদী ধর্মযাজকবৃন্দ। সুদ্দী বলে, তারা মুনাফিক সম্প্রদায়। মূলত উপরোক্ত সকল দলই উক্ত আয়াতের মূর্খ পরিভাষার আওতাভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৬৬৮. (সহীহ): ইমাম বুখারী লিখেছেন, ⟨আবূ নুআয়ম⟩⟨যুহায়র⟩⟨আবূ ইসহাক⟩⟨বারা’ বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا، صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ. فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صليتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل مَكَّةَ، فداروا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالًا قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ষোল বা সতের মাস বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বালাত আদায় করেছিলেন, কিন্তু তিনি কামনা করতেন যদি তিনি কা‘বাহর দিকে মুখ করে স্বালাত আদায় করতে পারতেন। প্রথম

স্বালাত যা তিনি কতকগুলো লোক সাথে নিয়ে কা'বাহর দিকে মুখ করে পড়েছিলেন তা ছিল আস্‌র স্বালাত। তখন তাঁর সাথে সেই স্বলাতে শামিল ছিল এমন একজন লোক বেরিয়ে গেলেন এবং একটা মসজিদ অতিক্রম করলেন যাতে কতকগুলো লোক জেরুযালেমের দিকে মুখ করে স্বলাতে রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে স্বলাত পড়েছি।"এ কথা শুনে তারা তৎক্ষণাৎ ঐ (রুকু'র) অবস্থাতেই তাদের মুখ মক্কার ঘরের দিকে ফিরিয়ে নিল। কতকলোক যারা (মক্কার কা'বার দিকে) কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে আগের (জেরুযালেমের) কিবলার দিকে মুখ করে স্বলাত পড়েছে এবং মারা গেছেন বা শহীদ হয়েছেন তাদের (জেরুযালেমের দিকে মুখ করে পড়া স্বলাতের) ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারতাম না। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ **"আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, অতি দয়ালু।"** হাদীসটি ইমাম বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৫০৭]

৬৬৯. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেছেন যে, ০[ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ][আবূ ইসহাক][বারা' বিন আযিব (رضي الله عنه)] **বলেন ঃ**

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُكْثِرُ النَّظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فَقَالَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَدِدْنَا لَوْ عَلِمْنَا عِلْمَ مَنْ مَاتَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نُصْرَفَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَكَيْفَ بِصَلَاتِنَا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত পড়তেন কিন্তু তিনি (কিবলাহ পরিবর্তনের আশায়) আল্লাহর নির্দেশের প্রতিক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও"**। তখন মুসলিমদের মধ্য হতে একজন লোক বলল, "আমরা তাদের ব্যাপারে যদি জানতে পারতাম যারা কিবলা পরিবর্তনের আগে মারা গেছেন এবং আমাদের স্বলাতের ব্যাপারেও যা আমরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পড়েছি।" আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ﴾ **"আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না"** মানুষের মধ্যে মূর্খরা অর্থাৎ আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খ্রীষ্টান) বলত, "আগে যে কিবলার দিকে তারা মুখ করত কিসে তা তাদেরকে পরিবর্তন করে দিল?"আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, ﴿سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ﴾ **"মানুষের মধ্য হতে শীঘ্রই নির্বোধেরা বলবে"** আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[১৫০৮]

১৫০৭. সহীহুল বুখারী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর, অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ﴾ হা/৪৪৮৬, মুসলিম ৫২৫, তিরমিযী ৩৪০, ইবনু হিব্বান ১৭১৬। **তাহক্বীক:** সহীহ।

১৫০৮. তাবারী ৩/১৩৩, সানাদটি হাসান, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। উপরোক্ত হাদীসটি এই হাদীসের শাহিদ।

৬৭০. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ৹(আবূ যুরআহ)(হাসান বিন আতিয়্যাহ)(ইসরাঈল)(আবূ ইসহাক)(বারা' বিন আযিব (রাঃ))৹ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ- شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قَالَ: فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ الْيَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} فَأَنْزَلَ اللهُ {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ষোল বা সতের মাস বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছেন। অথচ তিনি কা'বাঘরের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও"** আয়াতটি নাযিল করেন, ফলে তিনি কা'বাকে কিবলা করলেন। তখন মূর্খরা প্রশ্ন তুলল ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ **"কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল?"** তাই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ﴿قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ **"বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন।"**[১৫০৯]

৬৭১. (স্বহীহ): আলী বিন আবী তালহাহ[১৫১০] বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَفَرِحَتِ الْيَهُودُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ قِبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَدْعُو اللهَ وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} أَيْ: نَحْوَهُ. فَارْتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَهُودُ، وَقَالُوا: مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মাদীনায় হিজরত করলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দিলেন। তখন ইহুদীরা খুশি হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দশ মাসের বেশি যেরুযালেমের দিকে মুখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নাবী ইবরাহীমের কিবলার দিকে মুখ করার জন্য ইচ্ছা করতেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন এবং আকাশের দিকে মুখ করতেন (এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিক্ষায়)। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন, ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ **"ওরই দিকে মুখ ফিরাও"** অর্থাৎ তার দিকে।এর ফলে ইয়াহূদীদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি হল এবং তারা বলল "কিসে তাদেরকে কিবলাহ পরিবর্তন করাল যার দিকে তারা মুখ করত (অর্থাৎ যেরুজালেম)?" আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ **"বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্‌রই।"**

এ ব্যাপারে আরো অন্যান্য হাদীস্ব আছে। সংক্ষেপে বলা যায়- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (স্বলাতে) বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন এবং তিনি সে দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করতেন

১৫০৯. সানাদটি হাসান। কারণ সানাদে হাসান বিন আতিয়্যাহ সত্যবাদী। বাকি সানাদের সকল রাবী স্বহীহ ও প্রশিদ্ধ। অনুরূপ স্বহীহ হাদীস্ব জানতে দেখুন– 'স্বহীহুল বুখারী' (৩৯৯)। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

১৫১০. তাবারী ২১৬৫, সানাদে ইবনু আবী তালহাহ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর মাঝে ইরসাল হয়েছে। কিন্তু তার শাহিদ রয়েছে।

মক্কায় কা'বাহর দু'কোণের মাঝে, যাতে কা'বাহ তাঁর ও বাইতুল মাকদিসের মাঝে থাকত।[১৫১১] নাবী (ﷺ) যখন মাদীনায় হিজরত করলেন, তখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করা আর সম্ভব হলনা, তখন আল্লাহ তাঁকে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত পড়ার নির্দেশ দিলেন- যা ইবনু আব্বাস ও অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন।

বায়তুল মাকদাসকে কিবলা করার নির্দেশ কি ওয়াহীর মাধ্যমে এসেছে না অন্য কোন (ইজতিহাদের) মাধ্যমে তা অর্জিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি কওলের উপর মতভেদ রয়েছেঃ

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহ ও হাসান আল-বাস্রারী থেকে বর্ণনা করেন যে, বায়তুল মাকদাসকে কিবলা করার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ছিল। মূল কথা এই, নাবী (ﷺ) মদীনায় হিজরতের পর দশ মাসের কিছু বেশি (উনিশ মাস) বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেন ও কা'বাকে কিবলা করার জন্য বেশী বেশী প্রার্থনা করতে থাকেন। কারণ, সেটি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর কিবলা ছিল। অবশেষে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হল এবং তিনি বায়তুল আতীক (কা'বা)-কে কিবলা করার জন্য আদিষ্ট হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিলেন এবং তাদের সামনে কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি ঘোষণা দিলেন। কা'বাকে কিবলা করে প্রথম যে স্বলাত আদায় করেন তা হল আস্রের স্বলাত। যেমনটি স্বহীহায়নে বারা' বিন আযিব (রাঃ) এর পূর্বোক্ত বর্ণনানুসারে জানা যায়। আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম নাসাঈ বলেন, সেটি ছিল যুহরের স্বলাত। আবূ সাঈদ বলেন, প্রথম যারা কা'বার দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছেন, তাদের মধ্যে আমার সাথীসহ আমিও ছিলাম। একাধিক তাফসীরকার ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন, যখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদে বনু সালমায় দু' রাকাআত যুহরের স্বলাত সম্পন্ন করেছিলেন। (অবশিষ্ট দু' রাকাআত কা'বার দিকে ফিরে পড়েন)। তাই সে মাসজিদকে 'দুই কিবলার মাসজিদ' বলা হয়। নাবীলা[১৫১২] বিনতে মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে আছে, তারা যখন এ খবর পেলেন, তখন তারা যুহর স্বলাত আদায় করছিলেন। নাবীলা বলেন, তখন আমাদের নারীদের জায়গায় পুরুষ এবং পুরুষদের জায়গায় আমরা স্থানান্তরিত হলাম। হাদীসটি শায়খ আবূ উমার বিন আবদুল বার্র উদ্ধৃত করেন। কুবা মাসজিদে দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত খবর পৌছেনি।

৬৭২. (স্বহীহ): যেমনটি স্বহীহায়নে ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

কুবার মাসজিদে মুসল্লিগণ ফজরের স্বলাত আদায় করছিলো। ইত্যবসরে একজন এসে খবর দিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রে ওহী পেয়ে কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তোমরা সেই দিকে কিবলা কর। একথা শুনে তারা সিরিয়ার দিক হতে কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।[১৫১৩]

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন হুকুম বাতিল হয়ে নতুন হুকুম আসলে সেটি যখন জানা যাবে তখন থেকে কার্যকর হবে, নতুন হুকুম যখনই আসুক না কেন। কারণ, কুবার মুসল্লীগণকে পূর্ববর্তী আসর, মাগরিব ও ইশা পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১৫১১. স্বহীহুল বুখারী ৩৮৫৬।

১৫১২. তার নাম হচ্ছেঃ 'বুদায়লাহ বিন মুসলিম'।

১৫১৩. বুখারী (পর্বঃ স্বলাত, অধ্যায়ঃ কিবলাহ সম্পর্কে বর্ণনা ভুলবশতঃ কিবলাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়।) হা/৪০৩, মুসলিম ৫২৬।

কিবলার পরিবর্তন যখন সংঘটিত হল, তখন নিফাকে আক্রান্ত লোক ও ইহুদী অবিশ্বাসীরা উভয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হল। তারা বলল: ﴿مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ **"কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল।"** তারা বলল, "এ লোকদের (মুসলিমদের) ব্যাপার কী? তারা একবার এ দিকে (জেরুযালেমের দিকে) মুখ করে আবার ওদিকে (অর্থাৎ মক্কার দিকে) মুখ করে? আল্লাহ তাদের উত্তর দিলেন এ কথা বলে, ﴿قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ **বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্রই** অর্থাৎ নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ বলেন, ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহ্র চেহারা।"**[১৫১৪] এবং ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ **"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি"**[১৫১৫] এ কথার অর্থ, উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলীকে আকঁড়ে ধরা। কাজেই, যখনই তিনি আমাদেরকে মুখ করার নির্দেশ দেন, আমাদেরকে মুখ করতে হবে। আবার, যেহেতু আনুগত্যের দাবী হল আল্লাহর নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা, যদি তিনি প্রত্যেক দিন আমাদেরকে বিভিন্ন দিকে মুখ করতে বলেন, আমরা তাঁর দাস আর তাঁর অধীনে, আমরা মুখ করব যেদিকে তিনি মুখ করতে বলেন। নিশ্চয়, তাঁর বান্দাহ ও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি এবং তাঁর মুসলিম উম্মাহর প্রতি রক্ষণাবেক্ষণ ও দয়া সুগভীর ও বিশাল। আল্লাহ তাদেরকে নাবী ইবরাহীমের কিবলার দিকে পরিচালিত করেছেন যিনি ছিলেন আল্লাহর খলীল (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)। তিনি তাঁদেরকে কা'বার দিকে মুখ করতে বলেছেন যা পৃথিবীর পৃষ্ঠে মহা সম্মানিত (ইবাদত) ঘর, যা ইবরাহীম খলীল কর্তৃক একক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নামে নির্মিত হয়েছিল। এজন্য আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন ঃ ﴿قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ **বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহ্রই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন।**

৬৭৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন, ০(আলী বিন আসিম)(হুসায়ন বিন আবদুর রহমান)(উমার বিন কায়স)(মুহাম্মাদ ইবনুল আশআস)(আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))০ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

إِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَهَا وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هـدانا الله لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ: آمِينَ

তারা আমাদের প্রতি কোন ব্যাপারে ততটা হিংসা করেনা যতটা হিংসা করে জুমু'আহ্র জন্য যার দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন এবং তারা তাথেকে বিপথগামি হয়ে গেছে, আর (প্রকৃত) কিবলাহ্র জন্য যার দিকে আল্লাহ আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন আর তাথেকে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং ইমামের পিছনে (স্বলাতে) আমাদের আমীন বলার জন্য।[১৫১৬]

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতের মর্যাদা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ **"আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী**

১৫১৪. সূরাহ বাকারা, ২:১১৫।
১৫১৫. সূরাহ বাকারা, ২:১৭৭।
১৫১৬. আহমাদ ২৪৫০৮, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৬৯১, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫১৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

তোমাদের উপর সাক্ষী হয়।" আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি আমাদের কিবলাকে ইবরাহীমের কিবলার দিকে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন এবং সেটাকে আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন যাতে তিনি আমাদেরকে সর্ব সময়ের জন্য উত্তম জাতি করেন। কাজেই আমরা পুনরুত্থানের দিন অন্যান্য জাতিগুলোর উপর সাক্ষী হব, কারণ তারা সবাই আমাদের মর্যাদার কারণে তাতে সম্মত হবে। আয়াতে الوسط শব্দটির অর্থ সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সম্মানিত। কাজেই এ কথা বলা যে, আরবের গোত্রগুলোর এবং তাদের অঞ্চলে (নাবী ﷺ এর গোত্র) কুরায়শ ওয়াসাত অর্থাৎ সর্বোত্তম। তেমনি এ কথা বলা যে, নাবী ﷺ ছিলেন তাঁর লোকদের ওয়াসাত থেকে, অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বোত্তম উপগোত্র থেকে। আবার আস্‌র স্বলাতকে বলা হয়েছে উসতা (ওয়াসাত শব্দটির একটি রূপ) যার অর্থ সর্বোত্তম স্বলাত, যা প্রামাণ্য হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়। যেহেতু আল্লাহ এই (মুসলিম) জাতিকে করেছেন ওয়াসাত, তিনি তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শারীআত (আইন বিধান) দিয়ে, সর্বোত্তম মানহাজ (পথ, পদ্ধতি) এবং সবচেয়ে সুষ্ঠু মাযহাব (সুশৃংখল বিধানাবলী) দিয়ে। আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ۬ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾

"তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। দ্বীনের ভিতর তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন, আল্লাহ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' পূর্বেও, আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির জন্য।"[১৫১৭]

৬৭৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, (ওয়াকী')(আল-আমাশ)(আবূ স্বালিহ)(আবূ সাঈদ আল-খুদরী ؓ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بلَّغت؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ" قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} قَالَ: الْوَسَطُ: الْعَدْلُ، فَتُدْعَوْنَ، فَتَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ.

হাশরের দিনে নূহ ؑ-কে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে 'তুমি কি (বাণী) পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তাঁর লোকজনকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ ؑ কি তোমাদের কাছে বাণী পৌঁছে দিয়েছে? তারা বলবে, কোন সতর্কবাণী আমাদের কাছে আসেনি এবং কাউকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। নূহ ؑ-কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার জন্য কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মত।" এ জন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا﴾ **"এ ভাবে আমি তোমাদের ওয়াসাত জাতি করেছি।"** নাবী ﷺ বলেছেন, "ওয়াসাত অর্থ আদল (ন্যায়পরায়ণ)। নূহ ؑ যে তার বাণী পৌঁছে দিয়েছে এ ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হবে, এবং আমি তোমাদের সাক্ষ্যের সত্যতা প্রতিপাদন করব।"[১৫১৮] এটি বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজাও লিপিবদ্ধ করেছে।

১৫১৭. সূরাহ হজ্জ, ২২:৭৮।

১৫১৮. আহমাদ ১০৮৯১, বুখারী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর, অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا হা/৪৪৮৭, ৩৩৩৯, তিরমিযী ২৯৬১, সুনান আন নাসাঈ আল- কুবরা ১১০০৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৪, ইবনু হিব্বান ৭২১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৬৭৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ⋄আবূ মুআবিয়াহ⟩আল-আ'মাশ⟩আবূ স্বালিহ⟩আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⋄ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ] وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُدْعَى قَوْمُهُ، فَيُقَالُ [لَهُمْ] هَلْ بَلَّغَكُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ [لَهُ] مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُدْعَى بِمُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا قَوْمَهُ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُقَالُ: وَمَا عِلْمُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جَاءَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا" فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} قَالَ: "عَدْلًا" {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} "

"হাশরের দিন কোন নাবী (তাঁর অনুসারী) দু'জন বা তার বেশি লোক নিয়ে আসবেন, তাঁর লোকদেরকেও ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, সে কি (তাদের নাবী) বাণী পৌঁছে দিয়েছে তোমাদের নিকট? তারা বলবে, না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি তোমার লোকজনের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে, কে তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর উম্মত। তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে ডাকা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, সে কি তার লোকজনের কাছে (বাণী) পৌঁছে দিয়েছিল? তারা বলবে, হ্যাঁ। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কে তা তোমাদেরকে বলল? তারা বলবে, 'আমাদের নাবী (মুহাম্মাদ (সাঃ)) আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে নাবীগণ (তাঁদের বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন।" এ জন্য আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا﴾ **"এ ভাবে আমি তোমাদের ওয়াসাত জাতি করেছি।"** তিনি বললেন, 'আদল' করে অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ করে। (অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন) ﴿لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا﴾ **"যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের উপর সাক্ষী হয়।"**[১৫১৯]

৬৭৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ⋄আবূ মুআবিয়াহ⟩আল-আ'মাশ⟩আবূ স্বালিহ⟩আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⋄ নাবী (সাঃ) থেকে আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا﴾ **"এ ভাবে আমি তোমাদের ওয়াসাত জাতি করেছি।"** সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ করেছি।[১৫২০]

৬৭৭. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ ও ইবনু আবী হাতিম ⋄আবদুল ওয়াহি বিন যিয়াদ এর হাদীস্ব থেকে তিনি⟩আবূ মালিক আল-আশজাঈ⟩মুগীরাহ বিন উতায়বাহ বিন নাহহাস বলেন, আমাকে হাদীস্ব শুনিয়েছে⟩এমন একজন যে আমাদের জন্য লিখত⟩জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)⋄ নাবী (সাঃ) **থেকে বর্ণনা করেন** যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন,

أَنَا وأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ مُشرفين عَلَى الْخَلَائِقِ. مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا وَدَّ أَنَّهُ مِنَّا. وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ إِلَّا وَنَحْنُ نَشهدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ رِسالةَ رَبِّهِ، عز وجل

আমি ও আমার উম্মত কিয়ামতের দিন অন্যদের উর্ধ্বে একটি লক্ষণীয় উচু স্থানে অবস্থান করব। সেদিন এমন কোন লোক থাকবে না, যে আমাদে দেখবে না ও এমন কোন নাবী থাকবে না, যাকে তার

১৫১৯. আহমাদ ১১১৬৪, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০০৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৪, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৪৪৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩৯৯৩, স্বহীহ আল-জামি' ৮০৩৩। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫২০. তিরমিযী ২৯৬১, সুনান আন নাসমাঈ আল-কুবরা ১১০০৬, আহমাদ ১০৬৮৪, মুসতাদরাক ৩০৬২, বুখারী ৭৩৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বানানোর ফলে তিনি তার দীনের দাওয়াতহ পৌচার ব্যাপারে আমাদের সাক্ষ্য কামনা করবে না।[১৫২১]

৬৭৮. (দঈফ): হাকিম তার মুসতাদরাকে ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, মুস্আব বিন স্বাবিত মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

شَهِدَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةً، فِي بَنِي سَلِمَةَ، وَكُنْتُ إِلَى جَانِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللهِ -يَا رسولَ اللهِ -لَنِعْمَ المرءُ كَانَ، لَقَدْ كَانَ عَفِيفًا مُسْلِمًا وَكَانَ ... وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتَ بِمَا تَقُولُ". فَقَالَ الرَّجُلُ: اللهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ، فَأَمَّا الذِي بَدَا لَنَا مِنْهُ فَذَاكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ". ثُمَّ شَهِد جِنَازَةً فِي بَنِي حَارِثة، وكنتُ إِلَى جَانِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رسولَ اللهِ، بِئْسَ المرءُ كَانَ، إِنْ كَانَ لَفَظًّا غَلِيظًا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِهِمْ: "أَنْتَ بِالذِي تَقُولُ". فَقَالَ الرَّجُلُ: اللهُ أَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ، فَأَمَّا الذِي بَدَا لَنَا مِنْهُ فَذَاكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ".

قَالَ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ: فَقَالَ لَنَا عِنْدَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: صدقَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনু সালমার এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হলেন। আমি তার পাশেই ছিলাম। তখন একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি বড়ই ভাল ছিল। লোকটি খুবই দয়ালু মুসলমান ছিল এবং সকলেই তার প্রশংসা করত। নাবী (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে তা বলছ? লোকটি বল, তার ভিতরের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বাহ্যত আমাদের কাছে যা প্রকাশ পেয়েছে তাই বলছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর তিনি বনু হারিস্বার এক ব্যক্তি জানাযা উপস্থিত হলেন। তখনও আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশ ছিলাম। সেখানেও একটি লোক বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ লোকটি বড়ই খারাপ ছিল। খারাপ কিছু প্রকাশের যত বড় জঘন্য শব্দই হউক সেটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, তুমি কিভাবে একথা বলছ? লোকটি বলল, তার ভিতরের খবর তো আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বাহ্যত আমাদের কাছে যা প্রকাশ পেয়েছে তাই বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল।" মুস্আব বিন স্বাবিত বলেন, এই প্রসংগে আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যাপারটিকে সত্যায়িত করলেন। অতঃপর তিনি পড়লেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ **"আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি, যাতে তোমরা লোকেদের উপর সাক্ষী হও এবং নাবী তোমাদের উপর সাক্ষী হয়।"**[১৫২২] অবশেষে হাকাম বলেন, হাদীস্বটির সানাদ স্বহীহ। তবে স্বহীহায়নে সেটি উদ্ধৃত হয়নি।

৬৭৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ দাঊদ বিন আবুল ফুরাত আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ আবুল আসওয়াদ বলেনঃ

أَتيتُ الْمَدِينَةَ فَوَافَقْتُهَا، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعاً. فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ. فَقَالَ: وَجَبَتْ وجبَت. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ [وَجَبَتْ]. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ:

১৫২১. তাফসীরে তাবারী ৩/১৪৭, সানাদে একজন অজ্ঞাত নামা রাবী থাকায় সানাদটি দুর্বল। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

১৫২২. হাকিম ২/২৬৮, তিনি হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, 'সানাদে মুস্আব নির্ভরযোগ্য নয়'। আবূ হাতিম, আবূ যুরআহ, নাসাঈ এবং দারাকুতনীও অনুরূপ বলেছেন। ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল ও ইমাম আহমাদ 'দঈফুল হাদীস্ব' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার শাহিদ পাওয়া যায় বিধায় উক্ত হাদীস্বটিকে ইমাম হাকিম স্বহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ". قَالَ: فَقُلْنَا. وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ". قَالَ، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ" ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

আমি মাদীনায় আসলাম এবং দেখলাম যে, মহামারী দেখা দিয়েছে এবং অনেক লোক মারা গেছে। আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের পাশে বসেছিলাম তখন একটি জানাযার মিছিল গেল এবং লোকেরা মৃত লোকটির প্রশংসা করল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "ওয়াজাবাত (এ রকমই লেখা হবে), ওয়াজাবাত।" তখন আরেকটা জানাযা আনা হল আর লোকেরা মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার বললেন, "ওয়াজাবাত।" আবুল আসওয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন! 'ওয়াজাবাত' কী? তিনি বললেন, "আমি ঠিক তাই বললাম যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "যে কোন মুসলিম সম্পর্কে যখন চারজন সাক্ষ্য দেয় যে সে সৎকর্মপরায়ণ ছিল তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম 'যদি তিন জন সাক্ষ্য দেয়?' তিনি বললেন, 'তিনজন হলেও'। আমরা বললাম, 'দু'জন হলে?' তিনি বললেন, 'দু'জন হলেও'। আমরা একজন (মুমিন) এর সাক্ষ্যের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি।"[১৫২৩] হাদীসটি ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং নাসাঈও লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬৮০. (হাসান): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ⟨আহমাদ বিন উসমান বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আবূ কিলাবাহ আর রাক্কাশী⟩⟨আবুল ওয়ালীদ⟩⟨নাফি' বিন উমার⟩⟨উমায়্যাহ বিন সফওয়ান⟩⟨আবূ বাকর বিন আবূ যুহায়র আস সাকাফী⟩⟨তার পিতা (আবূ যুহায়র আস সাকাফী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে,

"يُوشِكُ أَنْ تَعْلَمُوا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ" قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ"

শীঘ্রই তোমরা তোমাদের মন্দ লোকদের মধ্য থেকে ভাল লোকদের চিনতে পারবে। উপস্থিত লোকগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কিভাবে সম্ভব হবে? তিনি বললেন, মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা। কারণ, তোমরাই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষী।[১৫২৪]

ইমাম ইবনু মাজাহ উক্ত হাদীসটি ⟨আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ⟩⟨ইয়াযীদ বিন হারূন⟩ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ সেটি ⟨ইয়াযীদ বিন হারূন, আবদুল মালিক বিন আমর ও শুরায়হ⟩⟨নাফি'⟩⟨ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ থেকে বর্ণনা করেছন।

কিবলাহ পরিবর্তনের পিছনে বিজ্ঞতা

অতঃপর আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾

"তাকে এ উদ্দেশে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়। আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন তারা বাদে অন্যের নিকট এটা বড়ই কষ্টকর ছিল।" আল্লাহ এভাবে বলেছেনঃ হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম প্রথমে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা অতঃপর তা কা'বার দিকে পরিবর্তন করে দিলাম এটা জানার জন্য যে, কে তোমার অনুসরণ করে, তোমাকে মান্য করে এবং সেদিকে মুখ করে যেদিকে তুমি মুখ কর।

১৫২৩. বুখারী (পর্ব: জানাইয, অধ্যায়: লোকজন কর্তৃক মৃত ব্যক্তির গুণাবলী বর্ণনা করা।) হা/১৩৬৮, তিরমিযী ১০৫৯, নাসাঈ, ১৯৩৪, আহামদ ১৪০, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৫১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৫২৪. ইবনু মাজাহ ৪২২১। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

﴿مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ﴾ **"যারা গোড়ালির উপর ভর করে মুখ ফিরিয়ে নেয়"** (তাদের থেকে আলাদা করে চিনে নেয়ার জন্য)) অর্থাৎ দ্বীন হতে ফিরে যায়। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً﴾ **"এটা বড়ই কষ্টকর ছিল।"** এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে বায়তুল মাকদিস থেকে কা'বায় কিবলাহ পরিবর্তন অন্তরে ভারী, কিন্তু তাদের ব্যতীত আল্লাহ যাদের অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, যারা নিশ্চিতভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আনীত সত্যে বিশ্বাস করে আর যা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য মানে। এরাই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, তাই স্থির করেন যা তিনি চান, যা চান তাঁর বান্দাহদেরকে তারই হুকুম দেন, তাঁর হুকুম থেকে যেটা চান রহিত করেন আর এ সব ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোত্তম জ্ঞান এবং দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ রয়েছে। (এ ব্যাপারে মুমিনদের আচরণ) তাদের মত নয় যাদের অন্তরে রোগ আছে, কোন কিছু ঘটলে যাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়, আর এই একই জিনিস মু'মিনদের ঈমান ও এয়াকীন বাড়িয়ে দেয়। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ﴾

"যখনই কোন সূরাহ নাযিল হয় তখন তাদের কতক লোক (বিদ্রূপ করে) বলে– "এতে তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি হল?"(মুনাফিকরা জেনে রাখুক) যারাই ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় আর তারা এতে আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের নাপাকীর উপর আরো নাপাকী বাড়িয়ে দেয়।"[১৫২৫] এবং

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۗ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾

"বল– যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এ কুরআন সঠিক পথের দিশারী ও আরোগ্য (লাভের উপায়)। যারা ঈমান আনে না তাদের কানে আছে বধিরতা, আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব।" আল্লাহ তাআলা **আরও বলেন,**

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝﴾

"আমি কুরআন হতে (ক্রমশঃ) অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমাত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[১৫২৬]

এজন্যই তাঁরা ছিলেন সাহাবীগণের নেতৃস্থানীয় যাঁরা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি বিশ্বস্থ থেকেছেন, তাঁকে মান্য করেছেন, আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তার বাস্তবায়নে দ্বিধাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কতক বিদ্বান বলেছেন যে, প্রথম কালের মুহাজির ও আনসারগণ দুই কিবলার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করেছেন।

৬৮১. (সহীহ): ইমাম বুখারী এ (২ঃ ১৪৩) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ◊মুসাদ্দাদ⟩ ইয়াহইয়া ⟩সুফইয়ান⟩আবদুল্লাহ বিন দীনার⟩ইবনু উমার (রাঃ)⟩◊ বলেছেন,

بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا. فَتَوَجَّهُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ

কুবা মসজিদে যখন লোকেরা ফজরের সলাত পড়ছিল, একজন লোক আসল এবং বলল, নাবী (ﷺ) এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে বলা হয়েছে। কাজেই কা'বার দিকে মুখ ফিরান। অতঃপর তারা কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন।১৫২৭ ইমাম মুসলিমও এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৫২৫. সূরা, তাওবাহ, ৯:১২৪-১২৫।

১৫২৬. সূরাহ ইসরা, ১৭:৮২।

ইমাম তিরমিযী যোগ করেছেন যে, তারা তখন রুকুতে ছিলেন এবং রুকুর অবস্থাতেই তারা কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন করেন।[১৫২৮] ইমাম মুসলিম (হাম্মাদ বিন সালামাহ (এর হাদীস্ব থেকে)) (স্বাবিত) (আনাস (রাঃ)) এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[১৫২৯] এ সকল হাদীস্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাহাবাদের পূর্ণ আনুগত্যের কথা প্রমাণ করছে। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আল্লাহ তাআলা বলেন- ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ﴾ **"আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না"** অর্থাৎ পূর্বে তোমরা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে যে স্বলাত পড়েছ আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার নষ্ট হবে না। স্বহীহ বুখারী লিপিবদ্ধ করেছে আবু ইসহাক আস সাবীঈ বারা' হতে বলেছেন যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, "লোকেরা তাদের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল যারা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করছিল এবং (কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে) মারা গিয়েছিল। আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ﴾ **"আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না"** তিরমিযীও এটা ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং স্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন।[১৫৩০]

ইবনু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন যে, (মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ) (ইকরিমাহ ও সাঈদ বিন জুবায়র) (ইবনু আব্বাস (রাঃ)) বর্ণনা করেছেন ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ﴾ **"আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন না"** এর দ্বারা বুঝায় ঃ প্রথম কিবলার দিকে মুখ করে তোমাদের স্বলাত, নাবীর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় কিবলার দিকে মুখ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্য, এ সকল কাজের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। বস্তুতঃ ﴿اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ **নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, অতি দয়ালু।**

৬৮২. (স্বহীহ): উপরন্তু স্বহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ قَدْ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا وَجَدَتْ صَبِيًّا مِنَ السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِصَدْرِهَا، وَهِيَ تَدُورُ عَلَى، وَلَدِهَا، فَلَمَّا وَجَدَتْهُ ضَمَّتْهُ إِلَيْهَا وَأَلْقَمَتْهُ ثَدْيَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلَّا تَطْرَحَهُ؟" قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "فَوَاللهِ، لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا"

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলেন যে তার শিশু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে তার শিশুকে খুঁজছিল এবং বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু দেখলেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরছিল। যখন সে তার শিশুকে দেখতে পেল তখন তাকে জড়িয়ে ধরল এবং বুকের দুধ পান করাল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা কি মনে কর এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম ঃ ফেলার ক্ষমতা রাখলেও সে কখনো ফেলবে না। তারপর তিনি বললেন ঃ এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তার চেয়েও বেশি দয়ালু।[১৫৩১]

১৫২৭. বুখারী ৪৪৮৮, মুসলিম ৫২৬।
১৫২৮. তিরমিযী ৩৪১।
১৫২৯. মুসলিম ৫২৭।
১৫৩০. তিরমিযী ২৯৬৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
১৫৩১. বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪।

১৪৪. নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও; বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জানা আছে যে, ক্বিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃতই সত্য এবং তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

কুরআনের প্রথম রহিতকরণ ছিল কিবলাহ সম্পর্কিত

আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআনের প্রথম রহিতকৃত আয়াত কিবলাহ সম্পর্কিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় হিজরত করলেন, সেখানকার অধিকাংশ লোক ছিল ইয়াহূদী। আল্লাহ তাঁর নাবীকে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করার আদেশ দিলেন। ইয়াহূদীরা তখন খুশি হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দশ বা তার অধিক মাস সেদিকে মুখ করে ছিলেন কিন্তু তিনি ইবরাহীমের কা'বা পছন্দ করতেন। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাতেন আর আকাশের দিকে তাকাতেন (আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায়)। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন:

﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও।" ইয়াহূদীরা এ বিধান পছন্দ করলনা। তারা বলল ﴿مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۭ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ **"কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল। বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই"**[১৫৩২] আল্লাহ বললেন: ﴿فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ **"সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ কর না কেন, সেদিকেই আছে আল্লাহর চেহারা"** এবং ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ﴾ **"আর তুমি এ যাবৎ যে ক্বিবলার উপর ছিলে, তাকে এ উদ্দেশে ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে আমি জানতে পারি কে রসূলের অনুসরণ করে আর কে পায়ের ভরে উল্টো দিকে ফিরে যায়।"**[১৫৩৩]

৬৮৪. (মুনকার): ইবনু মারদুবিয়্যাহ ◊কাসিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার আল-উমারী (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য)◊তার চাচা উবায়দুল্লাহ বিন উমার◊দাঊদ ইবনুল হুসায়ন◊ইকরিমাহ◊ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊ বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْزَلَ اللهُ: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إِلَى الْكَعْبَةِ إِلَى الْمِيزَابِ، يَؤُمُّ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

১৫৩২. ইবনু আবী হাতিম ১/১০৩।
১৫৩৩. সূরাহ বাকারা, ২:১৪৩।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করতেন, তখন সালাম ফিরে আকাশের দিকে তাকাতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ কা'বার মীযাবের দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করার নির্দেশ দান করেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) সেই দিকে ফিরে সালাতের ইমামতি করেন।[১৫৩৪]

হাকাম তার মুস্তদরাকে ❮শু'বা (এর হাদীস্র থেকে)❯ইয়াহইয়া বিন আতা❯ইয়াহইয়া বিন কামতাহ❯আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ সূত্রে উদ্ধৃত করেন, (ইয়াহইয়া বিন কামতাহ) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কা'বার মীযাবের কাছে বসা দেখতে পেলাম। তিনি ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন অর্থাৎ কা'বার মীযাবের দিকে। অতঃপর হাকাম বলেন, সানাদটি স্বহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সেটি উদ্ধৃত করেননি।

ইবনু আবী হাতিম ❮হাসান বিন আরাফাহ❯হুশায়ম❯ইয়া'লা বিন আতা'❯ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ সহ অন্যান্যদের একটি মতও অনুরূপ। ভিন্ন উক্তি হল: মূল কা'বা ঘরকে কিবলা করাই উদ্দেশ্য। অধিকাংশের মত এটাই।

কা'বাহই কি কিবলাহ্, নাকি সাধারণভাবে তার দিকে

হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, ❮মুহাম্মাদ বিন ইসহাক❯উমায়র বিন যিয়াদ আল-কিন্দী❯আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেছেন, ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও"** অর্থাৎ তার দিকে।[১৫৩৫] হাকিম এ ব্যাপারে বলেছেন এর সানাদটি স্বহীহ কিন্তু তারা (বুখারী ও মুসলিম) তাদের সংগ্রহে এটা যুক্ত করেননি। কিবলাহ সম্পর্কিত এ বিধান আবূ আলিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, কাতাদাহ, রবী' বিন আনাস এবং অন্যান্যদেরও মত।[১৫৩৬]

৬৮৫. (সহীহ): অপর এক হাদীস্রে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা।"[১৫৩৭]

৬৮৬. (দঈফ): কুরতুবী বলেন, ❮ইবনু জুরায়জ❯আতা'❯ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي

আমার উম্মতের মধ্যকার মাসজিদুল হারামের বাসিন্দাদের জন্য কা'বা ঘর কিবলা, হারামবাসীদের জন্য মাসজীদুল হারাম কিবলা এবং বাইরের সমগ্র পৃথিবীর জন্য পূর্ন হারাম এলাকায় কিবলা।[১৫৩৮]

১৫৩৪ সানাদে কাসিম আল-উমারী অত্যন্ত দুর্বল এবং দাঊদ বিন হুসায়ন একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। দাঊদ ইবনুল হুসায়ন ইকরিমাহ ব্যতীত অন্যদের থেকে হাদীস্র বর্ণনায় স্বিকাহ। দেখুন- 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (৩/১৮৭৪), কিন্তু তিনি ইকরিমাহ থেকে হাদীস্র বণনায় তাকে 'মুনকারুল হাদীস্র' বলা হয়েছে। দেখুন- 'তাহযীবুল কামাল' (৮/৩৮০), ইকরিমাহ থেকে যে হাদীস্রগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলো মুনকার। **তাহক্বীক:** মুনকার।

১৫৩৫. হাকিম ২/২৬৯।

১৫৩৬. ইবনু আবী হাতিম ১/১০৭-১০৯।

১৫৩৭. তিরমিযী ৩৪২, ৩৪৪, ইবনু মাজাহ ১০১১। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৫৩৮. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২/৯, ১০, উমার বিন হাফস্র তিনি ইবনু জুরায়জ এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, উমার বিন হাফস্র আল-মাক্কী হাদীস্রটি একক ভাবেবর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল

৬৮৭. (সহীহ): আবূ নুআয়ম আল-ফাদল দুকায়ন বলেন, যুহায়র আবূ ইসহাক বারা' বিন আযিব বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى قبل بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل مكّة، فداروا كما هم قبل البيت

নাবী (ﷺ) বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে ষোল বা সতের মাস স্বলাত আদায় করেন। অথচ তিনি মনেপ্রাণে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করা পছন্দ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রথম আসর স্বলাত আদায় করেন। তাঁর সাথে অন্যরাও পড়েন। তাদের একজন বের হয়ে এক মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে মুসল্লীরা তখন রুকুতে ছিল। তখন সে বলল "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে মক্কার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছি। তাই তারা যথাবস্থায় বায়তুল্লাহ'র দিকে ঘুরে গেল।[১৫৩৯]

৬৮৮. (সহীহ): আবদুর রাযযাক বলেন, ইসরাঈল আবূ ইসহাক বারা' বিন আযিব বলেন,

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُحَوَّلَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} فَصُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মনে প্রাণে কামনা করতেন যে, কা'বা কিবলা হউক। তাই নাযিল হল ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ অতঃপর কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তন হল।[১৫৪০]

৬৮৯. (দঈফ): ইমাম নাসাঈ আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে আমরা সকাল সকাল মসজিদে যেতাম। আমরা সেখানে স্বলাত আদায় **করতাম। একদিন সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মিম্বরে বসা দেখলাম।** তাই বললাম, নিশ্চয় কোন **নতুন ব্যাপার ঘটেছে। ফলে সেখানে বসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)** এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি।" তিনি আয়াতটি পড়া শেষ করলে আমি আমার সংগীকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামার আগেই চল আমরা নির্দেশিত কিবলায় দু' রাকআত স্বলাত আদায় করি। এই বলে আমরা প্রথম দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বর হতে নামলেন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনের যুহর স্বলাত আদায় করলেন।[১৫৪১]

৬৯০. ইবনু মারদুবিয়্যাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন,

---

গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসটি ভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেটিও দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন হাবশ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার হাদীস দ্বারাও দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। দেখুন– 'সিলসিলাহ দঈফাহ (৪৩৫১)। **তাহকীক:** দঈফ।

১৫৩৯. বুখারী ৪৪৮৬। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৫৪০. অনুরূপ হাদীস তিরমিযী ৩৪০, ২৯৬২। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১৫৪১. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০০৪। সানাদে আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ (লায়স এর লেখক) কে জামহূর উলামাহ দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল মালিক বিন শুআয়ব ইবনুল লায়স বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আমি বলব: ইমাম নাসাঈর নিকট উক্ত রাবীর তাবি' হিসেবে ভিন্ন একটি সানাদ ছিল কিন্তু সেখানেও মারওয়ান বিন উসমান দুর্বল।

أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رسول الله ﷺ إلى الْكَعْبَةِ صَلاةُ الظُّهْرِ، وَأَنَّهَا الصَّلَاةُ الوُسطى. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إِلَى الْكَعْبَةِ صَلَاةُ الْعَصْرِ،

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কা'বামুখী হয়ে প্রথম যুহর স্বলাত আদায় করেন এবং সেটিই "স্বালাতুল উস্বতা" বা মধ্যবর্তী স্বালাত। অবশ্য মাশহূর বর্ণনা এটি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কা'বামুখী প্রথম স্বলাত হল আস্বরের স্বলাত। এর এই কারণেই কুব্বার মাসজিদে খবরটি পৌছতে ফজর পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে।[১৫৪২]

৬৯১. (দঈফ জিদ্দান): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়াহ বলেন, সুলায়মান বিন আহমাদ হুসায়ন বিন ইসহাক রোজা' বিন মুহাম্মাদ আস সাকতী ইসহাক বিন ইদরীস (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) ইবরাহীম বিন জা'ফার আমার পিতা (জা'ফার) নুওয়ায়লাহ বিনতে মুসলিম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

صَلَّينا الظُّهْرَ -أَوِ الْعَصْرَ -فِي مَسْجِدِ بَنِي حَارِثَةَ، فَاسْتَقْبَلْنَا مَسْجِدَ إِيلِيَاءَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ مَنْ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَتَحَوَّلَ النساءُ مَكَانَ الرِّجَالِ، والرجالُ مَكَانَ النِّسَاءِ، فَصَلَّيْنَا السَّجْدَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، وَنَحْنُ مُسْتَقْبِلُونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ. فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُولَئِكَ رِجَالٌ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"

"মাসজিদে বনূ হারিস্বায় আমরা যুহর কিংবা আস্বর স্বালাত আদায় করলাম। আমরা 'ইলিয়া' মাসজিদকে কিবলা করে দুই রাকাআত স্বলাত আদায় করলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বায়তুল হারামকে কিবলা করেছেন। তখন আমরা নারীরা ঘুরে পুরুষের স্থানে গেলাম ও পুরুষরা ঘুরে নারীর স্থানে দাঁড়াল। অতঃপর আমরা বাকী দুই রাকাআত আদায় করলাম। এভাবে আমরা বায়তুল হারামকে কিবলা করে স্বলাত আদায় করলাম। তখন আমাকে বনু হারিস্বার এক ব্যক্তি বলল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, এই ধরনের লোকই 'ঈমান বিল গায়েব' এর অধিকারী।"[১৫৪৩]

৬৯২. ইবনু মারদুবিয়্যাহ আরও বলেন, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন দুহায়ম আহমাদ বিন হাযিম মালিক বিন ইসমাঈল আন নাহদী কায়স বিন য়িয়াদ বিন আলাকাহ উমারাহ বিন আওস (রাঃ) বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَنَحْنُ رُكُوعٌ، إِذْ أَتَى مُنَادٍ بِالْبَابِ: أَنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَت إِلَى الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى إِمَامِنَا أَنَّهُ انْحَرَفَ فتحوَّل هُوَ والرِّجال وَالصِّبْيَانُ، وَهُمْ رُكُوعٌ، نَحْوَ الْكَعْبَةِ

তখন আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে স্বলাতরত ছিলাম ও তখন রুকূ' চলছিল। হঠাৎ দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক ঘোষণা করল, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। তখন দেখলাম, আমাদের ইমাম সেই দিকে ঘুরে গেছেন। ফলে অন্যান্য পুরুষও শিশুরা রুকূ'রত অবস্থায় কা'বার দিকে ফিরল।[১৫৪৪]

আল্লাহর কথা: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ **"তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও"** কা'বাহ্র দিকে মুখ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ, কেউ যেখানেই থাক না কেন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। কিন্তু নফল স্বলাতে এর ব্যতিক্রম যখন কেউ ভ্রমণে আছে। এ অবস্থায় তার শরীর যেদিকে মুখ করে সেদিকেই সে তা আদায় করতে পারে, যখন তার কা'বার দিকে ইচ্ছা করে। আবার যুদ্ধ চলাকালিন

১৫৪২. উক্ত শব্দে হাদীস্বটি কোথাও পাওয়া যায় না। যুহরের কথাটি স্বহীহ হাদীস্বের বিপরীত, স্বহীহ হাদীস্বে আসরের কথা প্রমাণিত আছে। দেখুন– স্বহীহুল বুখারী (৪৪৮৬)। তাছাড়া যুহরের স্বালাতের কথা যে সকল বর্ণনায় পাওয়া যায় সেগুলো দুর্বল।

১৫৪৩. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৫৩০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৫৬৫৫, সানাদে ইসহাক বিন ইদরীস দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাদীস্বটি ভিন্ন একটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সে সানাদে মারওয়ান বিন উস্বমান নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান।

১৫৪৪. উক্ত শব্দে হাদীস্বটি বিতর্কিত, তবে ভিন্ন শব্দে (অর্থাৎ ফজরের স্বলাতারে কথা উল্লেখিত করে) আবূ দাউদের মাঝে স্বহীহ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। দেখুন– স্বহীহ আবূ দাউদ ১০৪৫।

অবস্থায় যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করেই স্বলাত আদায় করা জায়েয। এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের দিকের ব্যাপারে নিশ্চিত নয় এবং কা'বার দিক মনে করে ভুল দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করে। কারণ আল্লাহ কারো প্রতি সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেননি।

ইয়াহূদীরা জানত যে (মুসলিমদের) কিবলাহ্ পরে পরিবর্তিত হবে

আল্লাহ বলেছেন যে, ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ **"বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জানা আছে যে, ক্বিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃতই সত্য"** এ আয়াতের অর্থ ঃ ইয়াহূদীরা- যারা পছন্দ করেনি যে, তুমি তোমার কিবলাহ বাইতুল মাকদিস হতে পরিবর্তন কর-জানত যে, আল্লাহ তোমাকে (হে মুহাম্মাদ (ﷺ)!) কা'বার দিকে মুখ করার জন্য আদেশ দিবেন। ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর উম্মাত সম্পর্কে তাদের নাবীদের বর্ণনা তাদের কিতাবে পাঠ করেছিল, তারা এটাও পাঠ করেছিল যে, আল্লাহ তাঁকে সম্পূর্ণ ও সম্মানিত বিধান দিয়ে সম্মানে ভূষিত করবেন। তথাপি তারা তাদের হিংসা, অবিশ্বাস ও বিদ্রোহের কারণে এ সব সত্য বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ জন্য আল্লাহ এই বলে তাদেরকে ধমক দিয়েছেন: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ **"তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।"**

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. আর যদি তুমি কিতাবধারীদের সামনে সমুদয় দলীল হাজির কর, তবুও তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না আর তুমিও তাদের ক্বিবলার অনুসরণকারী নও, আর তারা একে অপরের ক্বিবলার অনুসরণকারী নয়। যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাদের মনগড়া মতবাদসমূহের অনুসরণ কর, সে অবস্থায় তুমিও অবাধ্য দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইয়াহূদীদের একগুঁয়েমি ও অবিশ্বাস

আল্লাহ ইয়াহূদীদের অবিশ্বাস, একগুঁয়েমি ও প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা দিচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্যতা সম্পর্কে যা তারা জানত, তা এই যে, নাবী (ﷺ) যদি তাঁকে যে সত্য দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে যাবতীয় প্রমাণ পেশ করেন তবুও তারা তাঁকে মান্য করবেনা এবং নিজেদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ পরিত্যাগ করবেনা। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾﴾

"তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না, এমনকি তাদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসলেও- যে পর্যন্ত না তারা ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।"[১৫৪৫] এজন্যই আল্লাহ এখানে বলেছেন ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ **"আর যদি তুমি কিতাবধারীদের সামনে সমুদয় দলীল হাজির কর"** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ﴾ **"তবুও তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না।"**

১৫৪৫. সূরাহ য়ূনুস, ১০:৯৬-৯৭।

সেই সাহসিকতার কথা ব্যক্ত করছে যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন। আল্লাহর কথা এটাও ব্যক্ত করছে যে, ইয়াহূদীরা যেমনি যেমনি নিজেদের মতামত ও ইচ্ছাকে আঁকড়ে ধরেছে, নাবী (ﷺ) তেমনি আল্লাহর নির্দেশকে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁকে মান্য করেছেন, যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তা অনুসরণ করেছেন আর তিনি কক্ষনো তাদের ইচ্ছার অনুসারী হবেন না। কাজেই, তিনি যে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছিলেন তা এ কারণে নয় যে তা ইয়াহূদীদের কিবলাহ, বরং আল্লাহ তাঁকে তার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করছেন যারা জেনে বুঝে সত্য প্রত্যাখ্যান করছে, কারণ তারা জানে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ বেশি শক্ত অন্যান্যদের চেয়ে। এজন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর উম্মাতকে বলেছেন ঃ ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِينَ﴾ **"যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাদের মনগড়া মতবাদসমূহের অনুসরণ কর, সে অবস্থায় তুমিও অবাধ্য দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"**

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের পুত্রদেরকে, আর ওদের কতকলোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে থাকে।

الَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ ؕ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭. প্রকৃত সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতেই (এসেছে), কাজেই তোমরা সন্দেহকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ো না।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

ইয়াহূদীরা জানে যে নাবী (ﷺ) সত্য, কিন্তু তারা সত্য গোপন করেছিল

আল্লাহ বলেছেন যে, আহলে কিতাবদের বিদ্বানরা সেই সত্য জানত যে সত্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রেরিত হয়েছিলেন, যেমন তাদের একজন নিজের ছেলেকে চিনে। এটা একটা উপমা যা আরবরা ব্যবহার করে থাকে যা খুবই স্পষ্ট তার বর্ণনা দিতে। তেমনি, একটা হাদীসে:

৬৯৩. (স্বহীহ): রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটা লোককে বলেছিলেন যার সাথে একটা বাচ্চা ছিল ঃ اِبْنُكَ هٰذَا (এটা কি তোমার ছেলে?) সে বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ (ভাল, তুমি তার বিরুদ্ধে যাবেনা, সেও তোমার বিরুদ্ধে যাবেনা)।[১৫৪৬] কুরতুবির মতে, এটা বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (رضي الله عنه) আবদুল্লাহ বিন সালামকে বলেছিলেন "তুমি কি মুহাম্মাদকে সে রকম চিন যেমন তুমি চিন তোমার নিজ সন্তানকে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি।" আকাশ হতে সৎ ব্যক্তি পৃথিবীতে সৎ ব্যক্তির কাছে এসেছিলেন তাঁর (অর্থাৎ মুহাম্মাদের) বর্ণনা নিয়ে আমি তাঁকে চিনেছি, যদিও তাঁর মায়ের কাহিনী সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।"[১৫৪৭]

আমি (ইবনু কাসীর): **বলব:** ﴿يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ﴾ অর্থাৎ মানুষ যেভাবে অন্যান্য সন্তানের চেয়ে নিজ সন্তানকে নির্দ্বিধায় চিনতে পারে, তেমনি ইয়াহুদী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

১৫৪৬. আবূ দাঊদ ৪৪৯৫, আহমাদ ৭০৬৭-৭০৬৯, ৭০৭১, ৭০৭৩-৭০৭৬, ৭০৭৮। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।
১৫৪৭. কুরতুবী ২/১৬৩।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন যে, যদিও তাদের নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জ্ঞান ও নিশ্চয়তা ছিল, তথাপি তারা ﴿لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ **"সত্য গোপন করে।"** আয়াত ব্যক্ত করছে যে, তারা লোকেদের হতে সত্য গোপন করে নাবী (ﷺ) সম্পর্কে যা তারা তাদের কিতাবে দেখতে পায়, এমন অবস্থায় যে তারা তা জানে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নাবী এবং মু'মিনদের সংকল্পকে দৃঢ়তর করছেন যে, নাবী (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য, এই বলে যে, ﴿اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ﴾ **"প্রকৃত সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতেই (এসেছে), কাজেই তোমরা সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"**

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১৪৮. প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেদিকেই সে মুখ করে। কাজেই তোমরা সৎ কাজের দিকে ধাবমান হও। যেখানেই তোমরা অবস্থান কর, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রত্যেক জাতির একটি কিবলাহ আছে

'আউফী সংবাদ দিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেছেন, ﴿وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا﴾ **"প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে"** "এতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের কথা বলা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক জাতি ও গোত্রের কিবলাহ আছে যা তারা পছন্দ করে আর আল্লাহর নির্ধারিত কিবলাহ হচ্ছে যেদিকে বিশ্বাসীগণ মুখ করে।"[১৫৪৮] আবুল আলীয়্যাহ্ বলেছেন, "ইয়াহূদীর একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে (স্বলাতে)। খ্রীষ্টানের একটি দিক আছে যেদিকে সে মুখ করে। হে (মুসলিম) উম্মাহ! আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালিত করেছেন একটি কিবলার দিকে যা সত্যিকারের কিবলাহ।"[১৫৪৯] এ কথাটিকে মুজাহিদ, আতা', দহ্হাক, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী এবং অন্যান্যদের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে।[১৫৫০]

এই শেষের আয়াতটি ঐ রকম যাতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا﴾

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মাত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই।"[১৫৫১] আল্লাহ এখানে বলেছেন ঃ ﴿اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ **"যেখানেই তোমরা অবস্থান কর, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"** অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে একত্রিত করতে সক্ষম যদিও তোমাদের শরীর ও গোশ্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৫৪৮. তাবারী ৩/১৯৩।
১৫৪৯. ইবনু আবী হাতিম ১/১২১।
১৫৫০. ইবনু আবী হাতিম ১/১২১-১২২।
১৫৫১. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৪৮।

১৪৯. আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরাও, নিশ্চয়ই তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পাঠানো সত্য, বস্তুতঃ তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾
১৫০. তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নিজেদের মুখগুলো ওর দিকে করো, যাতে তাদের মধ্যেকার যালিম লোক ছাড়া অন্যান্য লোকেদের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার না থাকে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'য়ামাত পূর্ণ করতে পারি, যাতে তোমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পার।	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

কিবলাহ্ পরিবর্তনের কথা তিনবার বলা হয়েছে কেন?

পৃথিবীর সকল অংশ থেকে মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করার জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তৃতীয় নির্দেশ। এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এ বিধানটি এখানে আবার উল্লেখ করেছেন তার কারণ তা তার পূর্বে যা ছিল এবং তার পরে যা ছিল তার সঙ্গে যুক্ত। এজন্য আল্লাহ প্রথমে বলেছিলেন ঃ

﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে কিবলা তুমি পছন্দ কর আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও; বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জানা আছে যে, কিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃতই সত্য এবং তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।"[১৫৫২] এ সব আয়াতে আল্লাহ নাবীর ইচ্ছা পূর্ণ করার উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে কিবলাহ পছন্দ করতেন তার দিকে তাঁকে মুখ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। দ্বিতীয় নির্দেশে আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾﴾

"আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফেরাও, নিশ্চয়ই তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পাঠানো সত্য, বস্তুতঃ তোমরা যা করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।" কাজেই, এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, কিবলাহ পরিবর্তন তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য, এভাবে বিষয়টিকে প্রথম আয়াতের চেয়ে উপরের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে, যে আয়াতে আল্লাহ তাঁর

১৫৫২. সূরাহ বাকারা, ২:১৪৪।

নাবীর ইচ্ছার প্রতি সম্মত হয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ বলছেন যে, এ সত্যও তাঁরই পক্ষ হতে এবং তিনি এটা পছন্দ করেন আর এটিতে তিনি সন্তুষ্ট। আল্লাহ ইয়াহূদীদের দাবী খণ্ডন করছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কিবলার দিকে মুখ করেছিলেন, কারণ তারা তাদের কিতাব থেকে জানত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরবর্তীতে ইবরাহীমের কিবলাহ কা'বার দিকে মুখ করার জন্য নির্দেশিত হবেন। আল্লাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইবরাহীমের কিবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়ার পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র কিবলাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে কাফিরদের বাকবিতণ্ডা করার আর কিছুই ছিলনা, কারণ তা ইয়াহূদীদের কা'বার চেয়ে বেশি মর্যাদাপ্রাপ্ত ও সম্মানিত। আরবরা এ কা'বাকে সম্মান করত আর চাইত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কেও সেদিকেই মুখ করার নির্দেশ দেয়া হোক।

পূর্বের কা'বাকে রহিত করার পেছনে হিকমাত

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ **"যাতে লোকেদের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার না থাকে"** কাজেই আহলে কিতাব মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে দেয়া বিবরণ থেকে জানত যে, তাদেরকে কা'বাহ্র দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হবে। মুসলিমরা যদি এ বর্ণনা মোতাবেক কাজ না করে, তাহলে সেই বিষয়টিকে ইয়াহূদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। মুসলিমরা যদি বাইতুল মাকদিসের কিবলার দিকেই থেকে যেত-যা ইয়াহূদীদেরও কিবলাহ- এ বিষয়টি অন্যান্যদের বিপক্ষে বাদানুবাদ করার জন্য ইয়াহূদীরা ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করত। আল্লাহর বাণী ঃ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ **"তাদের মধ্যেকার যালিম লোক ছাড়া"** এর দ্বারা কুরাইশদের মুশরিকদেরকে বুঝাচ্ছে। এ সব অসৎ লোকের যুক্তি ছিল অসুস্থ বাক্য ঃ "এই লোকটি (মুহাম্মাদ) দাবী করে যে, সে ইবরাহীম আলায়হিস সালামের দ্বীন অনুসরণ করে, কাজেই, বায়তুল মাকদিসের দিকে তার মুখ করাটা যদি ইবরাহীমের দ্বীনের অংশই হয়ে থাকে, তাহলে সে তাঁর পরিবর্তন করল কেন? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, কতক হিকমতের কারণে আল্লাহ তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য প্রথমে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করা পছন্দ করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ ইবরাহীমের কিবলার দিকে কিবলাহ পরিবর্তন করলেন- যা হচ্ছে কা'বাহ- আর এ নির্দেশের ব্যাপারেও তিনি আল্লাহকে মান্য করলেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করছেন আর কোন একটি ব্যাপারেও আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছেন না, আর তাঁর উম্মাত এ ব্যাপারে তাঁকে অনুকরণ করছে।

আল্লাহ বলেছেন ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ **"কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর"** অর্থাৎ 'অসৎ একগুঁয়ে লোকেরা যে সন্দেহ উত্থাপন করবে তুমি তার ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর।' বস্তুত আল্লাহই সবচেয়ে হকদার যাঁকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ বলেন ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ **"যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'য়ামাত পূর্ণ করতে পারি"** এ আয়াত আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ **"যাতে লোকেদের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার না থাকে"** অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করার বিধান দিয়ে আমি তোমার প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করব, যাতে (ইসলামী) শরীয়ত (আইন) সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ **"যাতে তোমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পার।"** অর্থাৎ ঃ 'সে পথে পরিচালিত করার জন্য যাথেকে জাতিসমূহ বিচ্যুৎ হয়ে গেছে, আমি তোমাদেরকে তার দিকে পরিচালিত করেছি এবং সে পথের জন্য তোমাদেরকে পছন্দ করে নিয়েছি।' এ কারণে এ উম্মাত চিরকালের জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সম্মানিত।

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৫১. যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে শুনায়, তোমাদেরকে শুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (সুন্নাত) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না।

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাবুওয়াত আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট রহমত

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাহদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দয়ার কথা যা তিনি তাদের উপর করেছেন মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিষ্কার করেন নিকৃষ্টতম ব্যবহার হতে, আত্মার রোগ এবং জাহিলিয়্যাতের কার্যকলাপ হতে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের (কুফরের) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান, তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব, কুরআন এবং হিকমাহ (জ্ঞান) যা তাঁর সুন্নাত। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন যা তারা জানতনা। জাহিলিয়্যাতের যুগে তারা মূর্খের ন্যায় কথাবার্তা বলত। পরবর্তীতে নাবী (ﷺ)-এর বাণী ও তাঁর নাবুওতের বদৌলতে তারা আউলিয়ার (আল্লাহর অনুগত বন্ধুর) এবং বিদ্বানের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল। এজন্য মানুষদের মধ্যে তারা গভীর জ্ঞান, সবচেয়ে ধর্মভীরু অন্তর এবং সবচেয়ে সত্যবাদী জিহ্বা অর্জন করেছিলেন।

আল্লাহ বলেছেন ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন, যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে।"**[১৫৫৩] আল্লাহ তাদের সমালোচনাও করেছেন যারা এই অনুগ্রহের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি, যখন তিনি বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿٢٨﴾﴾

"তুমি কি তাদের ব্যাপারে চিন্তা কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করে আর তাদের জাতিকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে আনে।"[১৫৫৪] ইবনু আব্বাস মন্তব্য করেছেন, "আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থ: মুহাম্মাদ (ﷺ)।"[১৫৫৫] কাজেই বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই অনুগ্রহের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার জন্য এবং তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্মরণ করার মাধ্যমে সেই অনুগ্রহের কথা স্বীকার করার জন্য। ﴿فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ **"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার শোকর করতে থাক, না-শোকরী করো না।"** মুজাহিদ বলেছেন যে

১৫৫৩. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৬৪।
১৫৫৪. সূরাহ ইবরাহীম ১৪:২৮।
১৫৫৫. বুখারী ৩৯৭৭।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولًا مِّنكُمۡ﴾ **যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি,** অর্থাৎ কাজেই, আমার অনুগ্রহ স্বীকারার্থে আমাকে স্মরণ কর।

আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব হিশাম বিন সা'দ যায়দ বিন আসলাম[১৫৫৬] থেকে বর্ণিত, মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রশ্ন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করব? তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, আমাকে স্মরণ করে চল এবং কখনও আমাকে ভুলো না, যখনই তুমি আমাকে স্মরণ কর, তখন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাক। আর যখন আমাকে ভুলে যাও, তখনই অকৃতজ্ঞ হও।

হাসান আল-বাস্রী, আবুল আলিয়াহ, সুদ্দী ও রাবী' বিন আনাস বলেন, আল্লাহ তাআলাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে স্মরণ করেন আর যে ব্যক্তি তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তিনি তাকে বাড়িয়ে দেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর অকৃতজ্ঞ হয়, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

সালাফদের (পূর্বসূরিদের) কেউ কেউ আল্লাহর বাণী: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অনুগত থাকবে ও নাফারমানী করবে না। স্মরণ রাখবে ও বিস্মৃত হবে না। এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করবে ও অকৃতজ্ঞ হবে না।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আম্মার আস সায়দালানী মাকহূল আল-আযদী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) (মাকহূল) বলেন, "আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে প্রশ্ন করলাম আপনি কি কোন হত্যাকারী, শরাবখোর, চোর বা ব্যভিচারীকে দেখেছেন যে, সে আল্লাহকে স্মরণ করে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ﴾ **"আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।"** তিনি বললেন, তারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তিনি তাদেরকে লা'নতের সাথে স্মরণ করেন, এই বলে তিনি চুপ থাকলেন।

হাসান আল-বাস্রী বলেছেন, ﴿فَاذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ﴾ **"কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব" অর্থাৎ** 'আমি তোমাদের প্রতি যা ফরদ করেছি তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর' তাহলেই আমি তোমাদের জন্য আমার উপর যা আবশ্যক করে নিয়েছি তা বাস্ত বায়নের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্মরণ করব। (অর্থাৎ তাঁর পুরস্কার এবং ক্ষমা)।"[১৫৫৭] সাঈদ বিন জুবায়র বর্ণনা করেন, তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে আমার ক্ষমার সাথে স্মরণ করব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে আমি তোমাদেরকে রহমতের সাথে স্মরণ করব। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আল্লাহর বাণী: ﴿فَاذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ﴾ সম্পর্কে বলেন, তোমাদের মাঝে আল্লাহকে যে যত বেশি স্মরণ করবে আল্লাহ তাকে ততবেশি স্মরণ করবেন।

৬৯৪. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীস্র দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ

যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমি তাকে মনে মনে স্মরণ করব, যে আমাকে জন সমাবেশে স্মরণ করে, আমি তাকে আরো ভাল সমাবেশে স্মরণ করব।[১৫৫৮]

১৫৫৬. যায়দ বিন আসলাম পর্যন্ত সানাদের রাবী স্বিকাহ হওয়ায় স্বহীহ। কিন্তু আমরা জানিনা যায়দ বিন আসলাম সেটি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন। হয়ত তিনি আহলে কিতাব থেকে গ্রহণ করতে পারেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। সুতরাং সেটি ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

১৫৫৭. ইবনু আবী হাতিম ১/১৪১।

১৫৫৮. বুখারী (পর্ব: তাওহীদ) হা/৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৫, ইবনু হিব্বান ৩৩৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৬৯৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন, ◊{আবদুর রায্যাক}{মা'মার}{কাতাদাহ}{আনাস (রাঃ)}◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ، فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ -أَوْ قَالَ: [فِي] مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ -وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ أُهَرْوِلُ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, হে আদম সন্তান! আমাকে যদি তুমি মনে মনে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে মনে মনে স্মরণ করব। আর আমাকে যদি তুমি পরিপূর্ণভাবে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে ফেরেশতা হতেও পরিপূর্ণ স্মরণ করব। অথবা তিনি বলেন, তোমার চেয়েও উত্তমভাবে স্মরণ করব। যদি তুমি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হও, তবে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি তুমি আমার দিকে হেঁটে আস, আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাব।[১৫৫৯] এর সনদসূত্র স্বহীহ, এটা বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾ **"এবং আমার শোকর করতে থাক, এবং আমার সাথে কুফরী করনা।"** এ আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে, এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আরো অধিক পুরস্কারের ঘোষণা দিচ্ছেন। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নি'মাত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রেখ, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।"[১৫৬০]

৬৯৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊{রাওহ}{শু'বাহ}{ফুদায়ল বিন ফাদালাহ}{আবূ রাজা'}{ উতারিদি}◊ বলেছেন ঃ ইমরান বিন হুসায়ন একটি সুন্দর সিল্কের কাপড় পরে আমাদের কাছে আসলেন যা আমরা তাকে আগেও পরতে দেখিনি, পরেও না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ". وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً: "عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ যাকে কোন নি'মাত দ্বারা অনুগ্রহীত করেছেন, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর **তাঁর সেই নি'মাতের** প্রভাব দেখতে চান অথবা রাওহ দ্বিধান্বিত হয়ে বললেন, "তাঁর বান্দাহ্‌র **উপর**"।[১৫৬১]

১৫৩. হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

১৫৪. আর আল্লাহ্‌র পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা বুঝ না।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

১৫৫৯. আহমাদ ১১৯৯৭, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ২০৫৭৫, ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'আসমাউস সিফাত' ৬২৫, হাদীসটিকে ইমাম আল-বাগাবী কর্তৃক রচিত 'শারহুস সুন্নাহ' (১২৪৩) এর মাঝে স্বহীহ বলেছেন, অনুরূপ স্বহীহ হাদীস জানতে দেখুন স্বহীহুল বুখারী (পর্ব: তাওহীদ, হা/৭৫৩৬)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৫৬০. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:৭।

১৫৬১. আহমাদ ১৯৪৩২। **তাহকীকঃ** হাসান।

ধৈর্য এবং স্বলাতের ফাদীলাত

আল্লাহ তাঁর নিজের শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়ার পর, ধৈর্য ধারণ ও স্বলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাপার এই যে, বান্দাহ নি'মাত ভোগ করছে যার জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অথবা সে দুর্দশায় পতিত যাতে ধৈর্যধারণ করা উচিত।

৬৯৭. (স্বহীহ): একটি হাদীসে আছে:

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ. لَا يَقْضِي اللهُ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ، فَشَكَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ؛ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ

মু'মিনের জন্য মজার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তার জন্য যাই ফায়সালা করুন না কেন, তাতেই তার মঙ্গল রয়েছে। যদি সে সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকে, তাহলে সে কৃতজ্ঞ হবে। তা তার কল্যাণ দিবে। তেমনি যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়, তবে ধৈর্য ধারণ করবে। তবে সেটি তার জন্য কল্যাণকর হবে।[১৫৬২]

আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, দুঃখ বেদনা প্রশমিত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ধৈর্য ও স্বলাত। আমরা পূর্বেই আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেছি যে,

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ﴾

"তোমরা ধৈর্য ও স্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।"[১৫৬৩]

৬৯৮. (হাসান): হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন ব্যাপারে চিন্তিত হতেন তখন সালাতে দাঁড়াতেন।[১৫৬৪]

'স্বব্‌র' দু' প্রকার ঃ নিষিদ্ধ বিষয়াবলী ও পাপ পরিহার করার জন্য এক প্রকার, ইবাদত ও আদেশ পালন করার জন্য এক প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের চেয়ে বেশি পুরস্কার বহন করে। তৃতীয় প্রকারের ধৈর্য দুঃখ বেদনার মুখে পতিত হলে যার প্রয়োজন যা পালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় যেমন অনুশোচনা। আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, "সাব্‌রের দু'টো অংশ আছে ঃ আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণ এমন সব বিষয়ে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন (যেমন ইবাদত ও আদেশ পালন) যদিও তা দেহ ও মনের জন্য কষ্টদায়ক; আর যা তিনি অপছন্দ করেন তা পরিহার করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ যদিও তা মন চায়। যারা এ সব গুণাবলী অর্জন করবে তারাই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ স্বাগত জানাবেন (যখন তারা পরকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ঃ সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৪৪) ইনশা আল্লাহ।

আলী ইবনুল হুসায়ন ইবনুল আবিদীন বলেন, কিয়ামতের দিন ঘোষক ঘোষণা করবে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার ধৈর্যশীলগণ কোথায়? তখন একদল লোক উঠে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে। জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে হে আদম সন্তানবৃন্দ! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলবে আমরা বেহেশতে যাচ্ছি। ফেরেশতারা প্রশ্ন করবে, হিসাব-নিকাশের আগেই?

১৫৬২. মুসলিম ২৯৯৯, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১৪৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫৬৩. সূরাহ বাকারা, ২:৪৫।

১৫৬৪. আবূ দাউদ ১৩১৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৮৩২, স্বহীহ আল-জামি' ৪৭০৩। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

তারা বলবে হ্যাঁ, হিসাব নিকাশের আগেই। ফেরেশতারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করবেন, তাহলে তোমরা কারা? তারা বলবে, আমরা ধৈর্যশীল সম্প্রদায়। তারা তখন প্রশ্ন করবেন, তোমরা কোন্ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেছ? তারা বলবে, আমরা আজীবন আল্লাহর ফরমাবারদারীর উপর থাকা ও তাঁর নাফারমানী হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করেছি। তখন ফেরেশতারা বলবে, তাহলে তোমরা ঠিকই বলেছ। তোমাদের প্রতিদান এটিই। তাই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সৎকর্মশীলদের জন্য কত সুন্দর এই প্রতিদান!

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি:** এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত বাণী পেশ করা যায়: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ **"নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমেয় প্রতিদান দেয়া হবে।"**[১৫৬৫]

সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, ধৈর্য ধারণের অর্থ হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে যাই আসুক না কেন সেটি মেনে নিয়ে আল্লাহর নিকট তার বিনিময় আশা করা। আর যতই অস্থিরতা আসুক না কেন, ধৈর্যের মাধ্যমে প্রসন্নভাবে সেটি সামলে চলা।

শহীদগণ যে জীবন ভোগ করছে

আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ **"আর আল্লাহ্‌র পথে নিহতদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত"** এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, শহীদগণ জীবিত এবং তাদের জীবিকা লাভ করছে।

৬৯৯. (সহীহ): ইমাম মুসলিম তাঁর **সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন**

"إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا، وَأَيَّ شَيْءٍ نَبْغِي، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ هَذَا، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنَا إِلَى الدَّارِ الدُّنْيَا، فَنُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ، حَتَّى نُقْتَلَ فِيكَ مَرَّةً أُخْرَى؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ الشَّهَادَةِ -فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ: إِنِّي كَتَبْتُ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ"

শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর আকার ধারণ করে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ায়। অবশেষে তারা আরশের নিচে ঝুলন্ত বাতিসমূহের উপর এসে বসে থাকে। এক সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কী চাও? তারা জবাব দেয়, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছ যা আর কোন সৃষ্টিকে দাওনি। তাই আমরা আর কী চাইব? আল্লাহ তাআলা প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ছাড়বেন না। তখন তারা বলবে আমরা চাই, আপনি আমাদেরকে আবার দুনিয়ায় পাঠান। তারপর আমরা আবার জিহাদ করে আরেকবার শহীদ হই। শহীদের অপরিমেয় সুফল দেখে তারা অনুরূপ আবদার করবে। তখন মহামহিম আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি সুনির্দিষ্টভাবে লিখে রেখেছি যে, কোন লোকই দুনিয়া ছেড়ে আসলে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবে না।[১৫৬৬]

৭০০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন ⟨ইমাম শাফিঈ⟩⟨ইমাম মালিক⟩⟨আয যুহরী⟩⟨আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক⟩⟨তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাঃ)⟩ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ

১৫৬৫. সূরাহ যুমার, ৩৯:১০।
১৫৬৬. মুসলিম ১৮৮৪।

মু'মিনের আত্মা পাখী হয়ে জান্নাতের গাছগুলোতে উড়ে খেয়ে বেড়ায় যতক্ষণ না সে পুনরুত্থিত হলে আল্লাহ তার আত্মাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেন।[১৫৬৭] এ হাদীস সাধারণ অর্থে সকল মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপর্যুক্ত আয়াতে কুরআন যে বিশেষভাবে শহীদদের কথা বলেছে তা তাদের সম্মান, গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য (যদিও অন্যান্য মু'মিনরাও তাদের পুরস্কারে অংশীদার হয়)।

১৫৫. তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এসবের) কোনকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব, ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾
১৫৬. নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহ্‌রই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'।	الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾
১৫৭. এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।	أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

মু'মিন দুঃখ-বেদনায় ধৈর্যধারণ করে, যার ফলে পুরস্কার লাভ করে

আল্লাহ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করেন, যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ﴾

"আমি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ আর ধৈর্যশীলদেরকে, আর তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি।"[১৫৬৮]

কাজেই তিনি তাদেরকে কখনও নি'মাত দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং কখনও ভয় ও ক্ষুধায় আক্রান্ত ক'রে। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন: ﴿فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ﴾ **"অতঃপর আল্লাহ ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুসীবাত তাদেরকে আস্বাদন করালেন।"** ভীত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার আর্তি বাহ্যিকভাবে প্রদর্শন করে, এই কারণে আল্লাহ ভয় ও ক্ষুধার লিবাস (ঢাকনা বা কাপড়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ﴾ **"ভয় ও ক্ষুধা"** অর্থাৎ প্রত্যেকটির একটু ক'রে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ﴾ **"ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা"** অর্থাৎ সম্পদের কিছু পরিমাণ বিনষ্ট হবে। وَالْأَنْفُسِ **(জীবন)** অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনকে মৃত্যুতে হারিয়ে وَالثَّمَرٰتِ **(এবং ফলফলাদি)** অর্থাৎ বাগান ও ফার্মে সাধারণ বা আশানুরূপ উৎপাদন হবেনা। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾ **"ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।"**

একদল তাফসীরকার বলেন, ভয়-ভীতি দ্বারা এখানে আল্লাহ ভীতিকে বুঝানো হয়েছে। তেমনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা রমাদানের সিয়ামের কথা বলা হয়েছে। মালের ক্ষতি বলে যাকাত বুঝানো হয়েছে। জানের

১৫৬৭. ইবনু মাজাহ ৪২৭১, নাসাঈ ২০৭৩, আহমাদ ১৫৩৫০, আল-আমালুস সালিহ ১৬২৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪১৩৮, সহীহ আল-জামি' ২৩৭৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৫৬৮. সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭:৩১।

ক্ষতি বলে রোগ-ব্যাধি বুঝানো হয়েছে। ফল-ফসল দ্বারা সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। তবে এ সকল ব্যাখ্যা প্রশ্ন-সাপেক্ষ। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা বর্ণনা করেছেন যারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে। আর বলে,

﴿الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহ্‌রই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" তারা জানে যে, তারা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তিনি তাঁর বান্দাহর ব্যাপারে যা চান তাই করেন। তারা এও জানে যে, পুনরুত্থানের দিনে কোন কিছুই এবং কোন কর্মই তা অণু পরিমাণ ওজনের হলেও আল্লাহর নিকট হারিয়ে যাবেনা।

এ সমস্ত বিষয় তাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, তারা আল্লাহর বান্দাহ্ এবং পরকালে তাদের প্রত্যাবর্তন তাঁর কাছেই হবে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ **"এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা"** অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া হবে তাদের প্রতি। সাঈদ বিন জুবায়র আরো বলেছেন, "অর্থাৎ ভীষণ শাস্তি থেকে নিরাপত্তা।[১৫৬৯] ﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ **"আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"** আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "কী পুণ্যময় কর্ম! কী বিশাল উচ্চতা ﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ **"এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা"** দু'টি পুণ্যময় কর্ম। ﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ **"আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"** এর অর্থ হচ্ছে উচ্চতা ও অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এভাবেই এর বিনিময় ও অতিরিক্ত পুরস্কার দান করা হবে।"[১৫৭০] উচ্চতার অর্থ আরো পুরস্কার অর্থাৎ এ লোকেদেরকে দেয়া হবে তাদের পুরস্কার আরো অধিক পরিমাণে।

দুঃখ বেদনার সময় "আমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী" এ কথা বলার মর্যাদা

﴿اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾ **"আমরা আল্লাহ্‌রই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী"** এ কথা ব'লে, আমাদেরকে যে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে তা স্বীকার করার পুরস্কারের কথা কয়েকটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যখন দুঃখ-বেদনা আঘাত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

৭০১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, ০(য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ)(লায়স বিন সা'দ)(ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি)(আমর বিন আবূ আমর)(মুত্তালিব)(উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))০ বলেন,

أَتَانِي أَبُو سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا سُرِرْتُ بِهِ. قَالَ: "لَا يُصِيبُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي واخلُف لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ: اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي. فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ لِي خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَا أَدْبُغُ إِهَابًا لِي- فَغَسَلْتُ يَدِي مِنَ الْقَرَظِ وَأَذِنْتُ لَهُ، فَوَضَعْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا، فَخَطَبَنِي إِلَى نَفْسِي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بِي أَلَّا يَكُونَ بِكَ الرَّغْبَةُ،

১৫৬৯. ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৮।
১৫৭০. হাকিম ২/২৭০।

وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ فِيَّ غَيْرة شَدِيدَةٌ، فَأَخَافُ أَنْ تَرَى مِنِّي شَيْئًا يُعَذِّبُنِي اللهُ بِهِ، وَأَنَا امْـرَأَةٌ قَـدْ دخلـتُ فِي السِّنِّ، وَأَنَـا ذَاتُ عِيَـالٍ، فَقَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذهبها اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ عَنْـكِ. وَأَمَّا مَـا ذَكَـرْتِ مِـنَ السِّـن فَقَـدْ أَصَابَنِي مثـلُ الذِي أَصَابَكِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِي". قَالَتْ: فَقَدْ سـلَّمْتُ لِرَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّم. فَتَزَوَّجَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أُمُّ سَلَمَةَ بَعْدُ: أَبْدَلَنِي اللهُ بِأَبِي سَلَمَةَ خَيْرًا مِنْهُ، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবূ সালামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হতে ফিরে এসে বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটি কথা বলতে শুনলাম যা আমাকে আনন্দিত করেছে। তিনি বললেন ঃ যখন কোন মুসলিমকে দুঃখ-বেদনা আঘাত করে এবং সে তখন ইসতিরজা বলে, অতঃপর বলে,

اللهُمَّ أْجُرني فِي مُصِيبَتِي واخلُف لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ

"হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসিবতের জন্য পুরস্কার দান কর এবং তাথেকে উত্তম আমাকে দান কর, আল্লাহ তখন তাই করেন।" উম্মু সালামাহ বলেন ঃ তাই আমি কথাগুলো মুখস্থ করে নিলাম। আবূ সালামাহ মারা গেলে আমি ইসতিরজা করলাম এবং বললাম, اللهُمَّ أْجُرني فِي مُصِيبَتِي واخلُف لِي خَيْرًا مِنْهَا "হে আল্লাহ ! আমার ক্ষতি পূরণ করে দাও এবং আমাকে এথেকে ভাল কিছু দান কর।" আমি তখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলাম এবং বললাম, "আবূ সালামার চেয়ে ভাল আর কে আছে? আমার ইদ্দত শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলেন যখন আমি আমার একটা চামড়া রং করছিলাম। আমি আমার হাত ধুলাম, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলাম, তাঁকে একটা বালিশ দিলাম এবং তিনি তার উপর বসলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বিয়ের জন্য বললেন এবং যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা এজন্য নয় যে, আমি আপনাকে চাইনা, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, আপনি আমার নিকট থেকে আদবের খেলাফ কোন ব্যবহার পাবেন যার জন্য আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন। আমার বয়স হয়েছে এবং সন্তান-সন্ততি আছে।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি যে ভয়ের কথা উল্লেখ করলে, মহান আল্লাহ তা তোমার থেকে দূর করে দিবেন। তোমার বয়সের কথা যে তুমি বললে, তা তোমার যেমন বয়স হয়েছে তেমনি আমারও বয়স হয়েছে, আর তোমার যে সন্তান-সন্ততি আছে তারা আমারও সন্তান। তিনি বলেছেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজেকে সমর্পণ করলাম।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং পরবর্তীতে উম্মু সালামাহ বলেছেন, "আল্লাহ আবূ সালামার চেয়ে উৎকৃষ্ট রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দ্বারা আমার ক্ষতিপূরণ করে দিলেন।[১৫৭১]

৭০২. (সহীহ): সহীহ্ মুসলিমে আরো সংক্ষেপে রয়েছে, উম্মু সালামাহ বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَيْـهِ رَاجِعُـونَ} اللهُـمَّ أْجُرنِي فِي مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجَرَهُ اللهُ مِنْ مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا" قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّي أَبُـو سَـلَمَةَ قُلْـتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ: رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, এমন কোন বান্দা নাই যে বিপদে পড়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়ার পর 'আল্লাহুমা আজুরনী ফী মুস্বীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা' পাঠ করল, অথচ আল্লাহ তাআলা হতে তার প্রতিদান ও ওটা হতে উত্তম বস্তু লাভ করেনি।' অতঃপর উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেনঃ আবূ সালমা যখন মারা যান, তখন আমি 'ইন্না লিল্লাহ'সহ উক্ত দুআ' পাঠ করি।

১৫৭১. আহমাদ ১৫৯০৯, আবূ দাউদ ৩১১৯, ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ১০৭২, সহীহ্ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৪৯০। হাদীসটির একাধিক সহীহ্ সানাদ ও তার শাওয়াহিদের কারণে সহীহ্। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ্।

ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা হতে উত্তম প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে প্রদান করেছেন।[১৫৭২]

৭০৩. (দঈফ জিদ্দান): ইমাম আহমাদ বলেনঃ হইয়াযীদ ও আব্বাদ বিন আব্বাদ হিশাম বিন আবূ হিশাম আব্বাদ বিন যিয়াদ তোর মাতা (ইসমু মুবহাম) হুসায়নের কন্যা ফাতিমাহ তোর পিতা হুসায়ন বিন আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا -وَقَالَ عَبَّادٌ: قَدُمَ عَهْدُهَا -فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، إِلَّا جَدَّدَ اللهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ"

এমন কোন মুসলিম নর-নারী নাই যে মুসীবতে পড়ে বিলম্বে হলেও উক্ত দুআ' পড়েছে, অথচ আল্লাহ তার দুআ'র তাৎক্ষণিক সুফল দান করেননি।' আব্বাদের বর্ণনায় 'বিলম্ব হওয়া'র স্থলে 'পুরাতন হওয়া' রয়েছে।[১৫৭৩] উক্ত হাদীস্র ইবনু মাজাহ তার সুনানে আবূ বাক্র বিন আবী শায়বাহ ওয়াকী' হিশাম বিন যিয়াদ (দুর্বল) তোর জননী (ইসমু মুবহাম) ফাতিমা বিনতে হুসায়ন তাঁর পিতা (হুসায়ন বিন আলী) (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন।

৭০৪. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেনঃ ইয়াহইয়া বিন ইসহাক আস স্বালিহীনী হাম্মাদ বিন সালামাহ আবূ সিনান (দুর্বল) (আবূ তালহাহ আল-খাওলানী) দহহাক বিন আবদুর রহমান বিন আরযাব আবূ মূসা আল-আশআরী) (রাঃ) (আবূ সিনান) বলেন- আমার এক মৃত সন্তানকে দাফন করতে গিয়ে আমিও কবরে নেমে পড়লাম। তখন আবূ তালহাহ আল-খাওলানী আমার হাত ধরে আমাকে উপরে তুলে বললেন- শোন! আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাব কি? আমি বললাম হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন দহহাক বিন আবদুর রহমান বিন আরযাব আবূ মূসা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

"قَالَ اللهُ:يَا مَلَكَ الْمَوْتِ، قبضتَ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَبَضْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ وَثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، قَالَ: ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وسمُّوه بيتَ الْحَمْدِ"

আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, হে মালাকুল মাউত! তুমি কি আমার এক বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করেছ? তুমি কি তার চোখ শীতলকারী ও কলিজার টুকরার জান কবয করেছ? মালাকুল মাউত জবাব দিল, হ্যাঁ! তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তখন সে কী বলেছে? সে জবাব দিল, তোমার প্রশংসা করেছে ও 'ইন্না লিল্লাহ' পড়েছে। তখন আল্লাহ বলেন- তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং ওটার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ'।[১৫৭৪] ইমাম আহমাদ সেটি আবার আলী বিন ইসহাক হতে ও তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক হতে বর্ণনা করেন। তেমনি ইমাম তিরমিযী সেটিকে সুওয়ায়দ বিন নাস্র হতে ও তিনি ইবনুল মুবারক হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাদীস্রটি 'হাসান গরীব' ও আবূ সিনান হলেন ঈসা বিন আবূ সিনান।

১৫৭২. মুসলিম ৯১৮।

১৫৭৩. ইবনু মাজাহ ১৬০০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৩৯৪৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৫৫১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২২১২, দঈফ আল-জামি' ৫৪৩৪। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হিশাম বিন যিয়াদের দুর্বলতার কারণে অত্যন্ত দুর্বল। আহলে ইলমগণ ইখতিলাফ করেছেন এই মর্মে যে, তিনি কি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন না তার মাতা থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ তাদের উভয়েরই পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে জাল হাদীস্র বর্ণনা করেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

১৫৭৪. তিরমিযী ১০২১, আহমাদ ১৯২২৬, শুআয়াব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি দুর্বল। সানাদে আবূ সিনান ঈসা বিন সিনান আল-কাসলামী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও আল-উকায়লী দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তবে ইমাম তিরমিযী তার তাবে' থাকায় হাদীস্রটিকে হাসান বলেছেন। এ মর্মে জানতে দেখুন আস্র স্বাকাফী কর্তৃক রচিত 'আস্র স্বাকাফিয়্যাত' (৩/১৫/২), সিলসিলাহ স্বহীহাহ (১৪০৮), স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২০১২), স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' (৭৯৭), স্বহীহ আল-জামি' (৭৯৫)। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শন গুলোর অন্যতম। কাজেই যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করবে, এ দু'টোর সাঈ করাতে তাদের কোনই গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন সৎ কাজ করবে তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ (তার ব্যাপারে) গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ।

'সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করা পাপের কাজ নয়' আয়াতে উল্লেখিত একথার অর্থ

৭০৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ বলেন, সুলায়মান বিন দাউদ আল-হাশিমী ইবরাহীম বিন সা'দ আয যুহরী উরওয়াহ্ বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম

أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قُلْتُ: فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يطوف بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عليه كانت: فلا جناح عليه أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ. وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يطوَّف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نطوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بِهِمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدع الطَّوَافَ بِهِمَا.

আল্লাহর বাণী সম্পর্কে ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ **"নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম। কাজেই যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করবে, এ দু'টোর সাঈ করাতে তাদের কোনই গুনাহ নেই"** আপনি কি মনে করেন? আমি আরও বললাম 'আল্লাহর শপথ! কেউ যদি ওগুলোর তাওয়াফ না করে তাহলে পাপ হবেনা।' আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'খুবই খারাপ কথা যা তুমি বললে' হে আমার ভাগ্নে! এটাই যদি তার অর্থ হয় তাহলে ওটা পড়তে হত, কেউ যদি ওগুলোর তাওয়াফ না করে তবে কোন পাপ নেই'। বরং আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা ইসলামের পূর্বে 'মুশাল্লাল' এলাকায় তাদের আরাধ্য দেবতা মানাত-এর জন্য ইহলাল (অথবা হজ্জের ইহরাম) বাঁধত। যারা মানাতের জন্য ইহলাল বাঁধত তারা দুই পাহাড় 'সাফা' ও 'মারওয়া'র মাঝে তাওয়াফ করতে ইতস্তত করত। কাজেই তারা (ইসলাম যুগে) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল, জাহিলিয়্যাতের যুগে আমরা সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করতে ইতস্তত করতাম।' আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

"নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম। কাজেই যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করবে, এ দু'টোর সাঈ করাতে তাদের কোনই গুনাহ নেই" অতঃপর 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "সাফা ও মারওয়াহ্‌র মাঝে তাওয়াফ করাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত করেছেন, কাজেই এ

দুইয়ের মাঝে তাওয়াফ করা পরিত্যাগ করা কারো উচিত নয়।" স্বহীহায়ন এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছে।[১৫৭৫]

অন্য বর্ণনায় ইমাম যুহরী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 'উরওয়াহ বলেছেন ঃ পরবর্তীতে আমি আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান বিন হারিস্র বিন হিশামকে ('আয়িশাহ্‌র কথার ব্যাপারে) বললাম, তখন তিনি বললেন, "এ খবর আমি শুনিনি, তবে আমি বিদ্বানদেরকে বলতে শুনেছি যে, আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা ছাড়া সকল লোকে বলেছেন, "দু পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করা জাহিলী যুগের রেওয়াজ।' আনস্বারদের কতক বলেছেন, 'আমাদেরকে কা'বাহ্‌র তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সাফা ও মারওয়াহ্‌র মধ্যে নয়।' তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ **"নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।"** আবূ বাক্‌র বিন আবদুর রহমান তখন বললেন, মনে হয় এ আয়াত দু'দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।"[১৫৭৬] বুখারী আনাস হতে একই ধরণের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন ◊মালিক (এর হাদীস্র থেকে)☓হিশাম বিন উরওয়াহ☓তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)☓আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)◊ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

৭০৬. (স্বহীহ্): অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ☓সুফইয়ান☓আস্রিম বিন সুলায়মান☓আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ (আস্রিম) বলেন, আমি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- আমরা দেখতাম, সেটা জাহেলী যুগের কাজ ছিল। যখন ইসলামের আবির্ভাব হল, তখন আমরা সেটা বর্জন করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ **"নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম"** আয়াতটি নাযিল করেন।[১৫৭৭]

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে ইবনু আব্বাসের এরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন-সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বহু মূর্তি ছিল। শয়তানরা সারারাত সেখানে চক্কর দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শা'বী বলেছেন, "ইসাফ (একটি মূর্তি) ছিল সাফার উপর আর নাইলাহ (একটি মূর্তি) ছিল মারওয়াহর উপর। তারা এগুলোকে স্পর্শ (বা চুম্বন) করত। ইসলাম আসার পর তারা ও দু'টির মাঝে তাওয়াফ করতে ইতস্তত করল। অতঃপর এ আয়াত (২:১৫৮) অবতীর্ণ হল।

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছি: মুহাম্মাদ বিন ইসহাক 'কিতাবুস সীরাত' (ইতিহাস গ্রন্থে) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন যে, ইসাফ ও নাইলা দু'জন মানুষের নাম (ইসাফ এক পুরুষের নাম ও নাইলা এক নারীর নাম।). তারা দু'জন কা'বা ঘরের ভিতর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। পরিণামে তারা দু'টি পাথরে রূপান্তরিত হল। মানুষ যাতে এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য কুরাইশগণ পাথর দু'টিকে কা'বা ঘরের বাইরে স্থাপন করল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকজন সেটির পূজা শুরু করল। তখন হতে তারা সেটিকে মারওয়ায় স্থাপন করল। তারা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করে পাথর দু'টিকে চুম্বন করতে লাগল। এ কারণেই আবূ তালিব তার এক প্রসিদ্ধ কবিতায় ইসাফ ও নায়লা নামক মূর্তিদ্বয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

وَحَيْثُ يُنِيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ   بِمَفْضَى السُّيُولُ مِنْ إِسَافِ وَنَائِلِ

১৫৭৫. বুখারী (পর্ব: হাজ্জ, অধ্যায়: সাফা ও মারওয়া সাঈ করার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে) হা/১৬৪৩, মুসলিম ১২৭৭, আহমাদ ২৪৫৮৮। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৫৭৬. বুখারী ৪৪৯৫।

১৫৭৭. বুখারী ৪৪৯৬।

সাফা ও মারওয়াহ্র মাঝে সাঈ করার বিধান প্রবর্তনের পশ্চাতে হিকমত

৭০৭. (স্বহীহ্): মুসলিম স্বীয় স্বহীহ্ গ্রন্থে জাবির থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কা'বাহ তাওয়াফ শেষ করলেন অতঃপর রুকন (অর্থাৎ কালো পাথর) এ ফিরে গেলেন এবং সেটা চুম্বন করলেন। অতঃপর তিনি সাফার নিকটের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন যখন তিনি পাঠ করছিলেন: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ **"নিশ্চয়ই 'সাফা' এবং 'মারওয়া' আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর অন্যতম।"** অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ "আমি শুরু করলাম যেখান থেকে আল্লাহ শুরু করার আদেশ দিয়েছেন [অর্থাৎ সাঈ শুরু কর (অর্থাৎ দ্রুতপদে হাঁটা) সাফা থেকে] নাসাঈর অন্য একটি বর্ণনায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন [শুরু কর আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন (অর্থাৎ সাফা)]।[১৫৭৮]

৭০৮. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ◊(শুরায়হ্)(আবদুল্লাহ ইবনুল মুআম্মাল)(আতা' বিন আবী রাবাহ্)(স্নোফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ্)(হাবীবাহ বিনতু আবী তাজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))◊ বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাফা ও মারওয়াহ্র মাঝে তাওয়াফ করতে দেখেছি, লোকেরা তাঁর সম্মুখভাগে ছিল আর তিনি তাদের পিছনে সাঈতে হাঁটছিলেন। আমি দেখেছি সাঈতে দ্রুত হাঁটার কারণে তাঁর কাপড় তাঁর হাঁটুতে জড়িয়ে যাচ্ছিল, আর তিনি আবৃত্তি করছিলেন, اسعوا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ অর্থাৎ সাঈ কর, কেননা আল্লাহ তোমাদের প্রতি সাঈ বিধিবদ্ধ করেছেন।[১৫৭৯]

৭০৯. (স্বহীহ্): অতঃপর ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ◊(আবদুর রায্যাক)(মা'মার)(ওয়াসিল (আবূ উওয়ায়নাহর আযাদকৃত দাস))(মূসা বিন উবায়দাহ্)(স্নোফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ্)◊ বর্ণনা করেন, তাকে এক মহিলা এ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাফা ও মারওয়ার মাঝে বলতে শুনেছেন, "كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ، فَاسْعَوْا" তোমরা দ্রুত গমন কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সাঈ করা অবশ্য পালনীয় করেছেন।[১৫৮০]

সাফা ও মারওয়ার সাঈকে যারা হজ্জের রুকন বলেন, তারা উক্ত হাদীস্রকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। এটি ইমাম শাফিঈ ও তার সমর্থকগণের মাযহাব। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় এর সমর্থন মিলে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত এটিই। কেউ কেউ এটিকে ওয়াজিব বলেছেন বটে, কিন্তু হজ্জের রুকন বলেননি। তাই যদি কেউ ইচ্ছা করে কিংবা ভুল বশত সেটি বর্জন করে, তবে তাকে একটি পশু 'দম' হিসেবে জবাই করতে হবে। ইমাম আহমাদ তাই বলেছেন। অপর একদলও এ মত পোষণ করেন।

অন্য দল বলেন, সেটি মুস্তাহাব। এটি ইমাম আবূ হানীফা, স্নাওরী, শা'বী ও ইবনু সীরীনের মাযহাব। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এটাই বর্ণিত হয়েছে। 'আল-আতাবিয়া'য়

১৫৭৮. মুসলিম ১২১৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৩৯৬৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৫৭৯. আহমাদ ২৬৮২১, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৭৬৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭০, স্বহীহ আল-জামি' ৯৬৮ মাজমা' আয যাওয়াইদ ৫৫২২, ইমাম তাবারানী বলেন, সানাতে আবদুল্লাহ বিন মুআম্মাল রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বলেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনা ভুল করেন। অন্যান্য মুহাক্কিকবৃন্দ তাকে দুর্বল বলেছেন। তার উক্ত হাদীস্রটির শাহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫৮০. আহমাদ ২৬৮২১, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৭৬৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭০, স্বহীহ আল-জামি' ৯৬৮ মাজমা' আয যাওয়াইদ ৫৫২২, ইমাম তাবারানী বলেন, সানাদে আবদুল্লাহ বিন মুআম্মাল রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বলেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। অন্যান্য মুহাক্কিকবৃন্দ তাকে দুর্বল বলেছেন। তার উক্ত হাদীস্রটির শাহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ইমাম মালিকের অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, তাদের দলীল হল ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ **"এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন সৎ কাজ করবে"** আয়াতটি। অবশ্য প্রথম মতটি শক্তিশালী।

৭১০. (স্বহীহ): কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা-মারওয়া তাওয়াফ সম্পন্ন করে বললেন, "لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের 'মানাসিক' গ্রহণ কর।[১৫৮১] তাই তিনি হজ্জের ক্ষেত্রে যা কিছু করেছেন সেটি ওয়াজিব হয়ে গেছে। সেটা কার্যকরী করা অপরিহার্য। অবশ্য বিশেষ দলীল প্রমাণের দ্বারা যদি কোনটি ওয়াজিব হতে বাদ পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৭১১. (স্বহীহ): ইতঃপূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস্র উদ্ধৃত হয়েছে:

اسعوا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

অর্থাৎ তোমরা দ্রুত চল। কারণ, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের উপর সাঈর বিধান প্রবর্তন করেছেন।[১৫৮২] তেমনি আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত অর্থাৎ তিনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর জন্য তা হজ্জের মানাসিক হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।

আমরা পূর্বেই ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র উল্লেখ করেছি যে, তাওয়াফের সূচনা হয়েছিল: হাজেরা (আলাইহিস সালাম) তার সন্তানের পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কে এ স্থানে রেখে যান এবং তাদের আহার্য ও পানীয় দ্রব্য শেষ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে সাহায্য করার মত কোন লোক ছিল না। তাই যখন পানির অভাবে শিশু ইসমাঈলের প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দিল, তখন মা হাজেরা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনার নিমিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহর সম্মুখে তিনি ছিলেন নম্র, ভীত ও বিনীত। অতঃপর তিনি পবিত্র সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে অত্যন্ত অস্থিরতার সাথে ত্রস্ত ও সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ছুটাছুটি করলেন। অবশেষে আল্লাহ তার প্রার্থনার জবাব দিলেন, তার নির্জনতা দূর করে দিলেন, তার সংকট কেটে গেল এবং তার জন্য জমজমের পানি বের করে দিলেন যা ঃ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ [একটি সুস্বাদু (পুষ্টিকর) খাদ্য এবং রোগ নিরাময়কারী পানীয়]। সুতরাং এই পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত স্থানে যারা সাঈ করবে তাদের উচিত হবে দীনতা ও কাতরতা প্রকাশ করা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বীয় আত্মিক ও বাস্তব অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের এবং নিজ নিজ গুনাহ হতে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। তেমনি প্রার্থনা করা উচিত সিরাতুল মুস্তাকীমে স্থির থাকার ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য এবং নিজের সার্বিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য যেমন হাজেরা (আলাইহিস সালাম) করেছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ **"এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভালকাজ করে"** বলা হয়েছে যে, আয়াতটি সাতবারের অতিরিক্ত তাওয়াফের বর্ণনা দিচ্ছে। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা স্বেচ্ছামূলক 'উমরাহ ও হজ্জ বুঝানো হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা স্বেচ্ছায় সাধারণভাবে ভালকাজ করা বুঝানো হয়েছে, রাযী যেমনটা বলেছেন। তৃতীয় মতটি হাসান বাসরীর প্রতি আরোপিত করা হয়েছে।[১৫৮৩] আল্লাহই ভাল জানেন।

১৫৮১. মুসলিম ১২৯৭, আবূ দাউদ ১৯৭০, ইবনু মাজাহ ৩০২৩, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ২১৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫৮২. আহমাদ ২৬৮২১, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৭৬৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭০, স্বহীহ আল-জামি' ৯৬৮ মাজমা' আয যাওয়াইদ ৫৫২২, ইমাম তাবারানী বলেন, সানাতে আবদুল্লাহ বিন মুআম্মাল রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বলেছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। অন্যান্য মুহাক্কিকবৃন্দ তাকে দুর্বল বলেছেন। তার উক্ত হাদীস্রটির শাহিদ হাদীস্র পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫৮৩. তাফসীরুল কাবীর ৪/১৪৬।

আল্লাহ বলেন ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ (তার ব্যাপারে) গুণগ্রাহী এবং সর্বজ্ঞ।" অর্থাৎ সামান্য কাজের জন্য প্রচুর পুরস্কার এবং পুরস্কারের প্রাচুর্য সম্পর্কে তিনিই জানেন। কাজেই তিনি কাউকে অপ্রচুর পুরস্কার দিবেননা, বস্তুত ঃ ﴿لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾ **আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না, আর কোন পুণ্য কাজ হলে তাকে তিনি দ্বিগুণ করেন এবং নিজের নিকট হতেও বিরাট পুরস্কার দান করেন।**[১৫৮৪]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ কোন দলীল এবং হিদায়াতকে লোকেদের জন্য আমি কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন আর অভিসম্পাতকারীরাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۰﴾

১৬০. কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাদের তাওবাহ আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۙ﴿۱۶۱﴾

১৬১. নিশ্চয় যারা কাফির এবং কাফের অবস্থাতেই মারা যায়, এমন লোকেদের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬২. তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের উপর 'আযাব হালকা করা হবে না আর তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না।

যারা আল্লাহর নির্দেশ গোপন করে তাদের জন্য চির অভিশাপ

রাসূলদের মাধ্যমে আনীত আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা সত্য সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং হৃদয়ের জন্য উপকারী পথ নির্দেশ- এ সব বিষয়গুলোকে রাসূলদের নিকট প্রেরিত কিতাবসমূহের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহগণের জন্য স্পষ্ট করে দেয়ার পরেও যারা গোপন করে এসব আয়াত তাদের বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কবাণী। আবূ আলীয়্যাহ বলেছেন যে, এ আয়াতগুলো "আহলে কিতাবদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কিত বিবরণ লুকিয়ে রাখত।[১৫৮৫] "অতঃপর আল্লাহ বলেছেন যে, এই জঘন্য কাজের জন্য এই লোকগুলোকে সবকিছুই অভিশাপ দেয়। নিশ্চিতই 'আলেমগণের জন্য যেমন সবকিছুই ক্ষমার প্রার্থনা জানায়, এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং হাওয়ার পক্ষীকুল, তাহলে যারা এলম লুকিয়ে রাখে তাদেরকে আল্লাহ এবং অভিশাপকারীরা অভিশাপ দেয়।

৭১২. (স্বহীহ): মুসনাদের একটি হাদীস্র - যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে (যা হাদীস্রের বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

১৫৮৪. সূরাহ নিসা, ৪:৪০।
১৫৮৫. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭০।

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

যখন কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে কিন্তু গোপন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।[১৫৮৬]

বুখারীও লিপিবদ্ধ করেছে যে, আবূ হুরায়রা বলেছেন, "আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকলে আমি কারো জন্য একটি হাদীস্রও বর্ণনা করতাম না ঃ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ **"নিশ্চয়ই যারা আমার অবতীর্ণ কোন দলীল এবং হিদায়াতকে লোকেদের জন্য আমি কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে।"**[১৫৮৭]

৭১৩. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[হাসান বিন আরাফাহ][আম্মার বিন মুহাম্মাদ][লেয়াস্র বিন আবূ সুলায়ম][আল-মিনহাল বিন আমর][যাযান আবূ উমার][বারা' বিন আযিব (ﷺ)]◊ বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: "إِنَّ الْكَافِرَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَيَسْمَعُ كُلُّ دَابَّةٍ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، فَتَلْعَنُهُ كُلُّ دَابَّةٍ سَمِعَتْ صَوْتَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ} يَعْنِي: دَوَابَّ الْأَرْضِ".

"আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। তিনি বললেন- কাফিরদের কপালে এত জোরে হাতুড়ি পেটা হয় যে, জ্বিন ও ইহসান ছাড়া সকল প্রাণীই শুনতে পায়। তখন যে সকল প্রাণী সেটা শুনতে পায়, তাদের সকলেই তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। সেটা আল্লাহ তাআলা ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ আয়াতাংশে বলেছেন। এখানে اللاعِنُونَ অর্থ পৃথিবীর প্রাণীকুল।[১৫৮৮] ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ ইবনুস স্বব্বাহ হতে ও তিনি আমির বিন মুহাম্মাদ হতে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। আতা' বিন আবূ রাবাহ বলেন, اللاعِنُونَ **বলতে এখানে পৃথিবীর জ্বিন, ইনসানসহ সকল প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে।**

মুজাহিদ বলেছেন, "পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হয় তখন প্রাণীরা বলে, 'এটা ঘটছে বনী আদমের মধ্যেকার পাপীদের জন্য। আল্লাহ যেন বনী আদমের মাঝের পাপীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন।"[১৫৮৯] আবুল আলিয়াহ, রাবী' বিন আনাস ও কাতাদাহ বলেছেন: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ **"আর অভিসম্পাতকারীরাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে।"** অর্থাৎ ফেরেশতা এবং মু'মিনরাও তাদেরকে অভিশাপ দিবে।

৭১৪. (স্বহীহ): একটি হাদীস্রে আছে যে,

أَنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الحيتان في البحر

১৫৮৬. হাদীস্রটি আবূ হুরায়রাহ (ﷺ), আনাস (ﷺ) ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (ﷺ) বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রাহ (ﷺ) থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন, আহমাদ (১০০৪৮), আবূ দাউদ (৩৬৫৮), তিরমিযী (২৬৪৯), ইবনু মাজাহ (২৬১)। আনাস (ﷺ) থেকে ইবনু মাজাহ (২৬৪), তিনি ইউসুফ বিন ইবরাহীমের সূত্রে আনাস (ﷺ) থেকে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা আল-বুস্রায়রী মাজমা' আয যাওয়ায়েদে (১/১১৭) বলেন, এই সানাদটি দুর্বল। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (ﷺ) থেকে ইবনু মাজাহ (২৬৫), মুহাম্মাদ বিন দাব সফওয়ান বিন সুলায়ম থেকে তিনি আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ থেকে তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (ﷺ) এর সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা বুস্রায়রী মাজমা' আয যাওয়ায়েদে (১/১১৮) বলেন, সানাদটি দুর্বল। তবে উক্ত হাদীস্রটির শাহিদ থাকায় হাদীস্রটি স্বহীহ। এসম্পর্কে আরও জানতে দেখুন রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন (৫৭১৮), স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (১২০), স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' (১১২২৯), স্বহীহ আল-জামি' (৬২৮৪)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৫৮৭. ফাতহুল বারী ১/২৫৮।

১৫৮৮. ইবনু মাজাহ ৪০২১, সানাদটি লায়স্র বিন আবূ সুলায়ম এর কারণে দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৫৮৯. ইবনু আবী হাতিম ১/১৭৫।

সকল কিছুই এমনকি সমুদ্রের মাছও আলেমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করে।[১৫৯০] (২ ঃ ১৫৯) আয়াতটি ব্যক্ত করেছে যে, যারা ইলম লুকিয়ে রাখে তাদেরকে অভিশাপ দেয়া হবে (এ জগতে এবং) পরকালে আল্লাহ, ফেরেশতাহ, সকল মানুষ এবং যারা অভিশাপ দেয় (প্রাণীসহ) সকলের দ্বারা প্রত্যেকের নিজ পদ্ধতিতে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এ শাস্তি থেকে আল্লাহ তাদেরকে অব্যাহতি দিবেন যারা তাঁর কাছে তাওবা করবে (অনুশোচনা জানাবে)। ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا﴾ **"কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে"** এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে বুঝনো হয়েছে যারা এতদিন যা করছিল তার জন্য অনুশোচনা করে এবং তাদের আচরণ শুধরে নেয় এবং তারা যা গোপন করছিল মানুষের কাছে তা ব্যক্ত করে। ﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ **"তাদের তাওবাহ আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, যারা (শরীয়তে) নতুন কাজ উদ্ভাবণের আহবান জানাত এমনকি কুফরির, অতঃপর তারা আল্লাহর নিকট তাওবা (অনুশোচনা) করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেন। অতঃপর আল্লাহ বলছেন, যারা তাঁর প্রতি কুফরি করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ অবস্থাতেই থাকে, তাহলে ﴿عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا﴾ **"এমন লোকেদের প্রতি আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে"**। কাজেই, তারা চির অভিশাপ ভোগ করবে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, অতঃপর জাহান্নামের আগুনে, যেখানে ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ **"তাদের উপর 'আযাব হালকা করা হবে না"**। কাজেই, তাদের জন্য যন্ত্রণা কমানো হবে না। ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ﴾ **"আর তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না।"** যন্ত্রণা এক মুহূর্তের জন্যও বদলানো হবে না, ওটা চলতেই থাকবে, চিরকাল। এই মন্দ পরিণতি হতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আবুল আলিয়াহ ও কাতাদাহ বলেন, কাফিররা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করবেন। অতঃপর ফেরেশতারা অভিশাপ দিবেন। তারপর সকল মানুষই অভিসম্পাত প্রদান করবে।

কাফেরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা জায়েয

এ ব্যাপারে কোন মতনৈক্য নেই যে, কাফিরদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা আইন সিদ্ধ। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরে ইমামগণ তাঁদের সালাতের মধ্যে কুনূতে এবং অন্যভাবে কাফেরদের প্রতি অভিশাপ দিতেন। বিশেষ কোন কাফেরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের ব্যাপারে কতক বিদ্বান বলেছেন যে, তাকে অভিশাপ দেয়া যাবেনা, কারণ আমরা জানিনা আল্লাহ তার শেষ পরিণতি কী করবেন। অন্যরা বলেছেন কোন বিশেষ কফেরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ জায়েয।

৭১৫. (স্বহীহ): প্রমাণ হিসাবে, তারা ঐ লোকের কাহিনীর উল্লেখ করেন

كَانَ يُؤْتَى بِهِ سَكْرَانَ فَيَحُدُّهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَعَنَهُ اللهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"

যাকে মদ্যপানের শাস্তি দেয়ার জন্য বার বার আনা হয়েছিল, একজন লোক বলল, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন! তাকে বার বার আনা হচ্ছে (মদ্যপানের দায়ে চাবুক মারার জন্য)।"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

---

১৫৯০. সুনান ইবনু মাজাহ (২২৩) তার শব্দগুলো হলো: (انه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر) আবূ দাউদ ৩৬৪১, ইবনু হিব্বান ৮৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

তাকে অভিশাপ দিওনা, কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।[১৫৯১] এ হাদীস জানাচ্ছে যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) কে ভালবাসেনা তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়া জায়েয। আল্লাহই ভাল জানেন।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

এ আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একমাত্র মা'বুদ এবং তাঁর কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নাই। তিনি এক ও একক আল্লাহ, প্রতিপালক, এবং তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি অতিব দয়ালু, রাহমান, পরম করুণাময়-রহীম। সূরা ফাতিহার শুরুতে আমরা এ নাম দুটোর অর্থের ব্যাখ্যা করেছি।

৭১৬. (হাসান): একটি হাদীসে [শাহর বিন হাওশাব] [আসমা বিনতে ইয়াযীদ বিন সাকান] বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ এ দুটো আয়াতে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নাম আছে: ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾ **"তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।"** এবং ﴿الٓمٓ ﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾﴾ **"আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"**[১৫৯২] অতঃপর আল্লাহ কতকগুলো প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, এবং তিনিই আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মাঝের যাবতীয় সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন, যার সবকিছুই তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে- ম'রে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তাওহীদের পক্ষে প্রমাণপঞ্জি

আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ **"নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে"** তার উচ্চতা, জটিল গঠন, বিশালত্ব ও কক্ষপথে ভাসমান গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, আর তার ঘণত্ব, নিম্নভূমি, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি, উপত্যকা এবং অন্যান্য কাঠামো ও উপকারী বস্তুসমূহ নিয়ে পৃথিবী। আল্লাহ বলেন

১৫৯১. বুখারী ৬৭৮০, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৮/৩৮১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৫৯২. সূরাহ আলে ইমরান, ৩ঃ ১-২, আবূ দাউদ ১৪৯৬, তিরমিযী ৩৪৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৫, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৪২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৮২, সহীহ আল-জামি' ৯৮০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ ঃ **"রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে।"** রাত আসে আর যায়, দিন তার অনুসরণ করে যা এক মুহূর্তও বিলম্ব করেনা, যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে আগে বেড়ে যাওয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে।"[১৫৯৩] কখনও দিন ছোট হয় আর রাত বড় হয় আর কখনও তার উল্টো, একে অন্যের দীর্ঘতার কিছু অংশ নিয়ে নেয়। তেমনি আল্লাহ বলেন, ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ **"তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনের ভিতর, আর দিনকে ঢুকিয়ে দেন রাতের ভিতর।"**[১৫৯৪] অর্থাৎ তিনি একটার হতে নিয়ে আরেকটির দৈর্ঘ বাড়িয়ে দেন এবং আবার এর উল্টো করেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ **"লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে"** সমুদ্রকে এমন আকার দিয়েছেন যাতে তা এক তীর থেকে অন্য তীরে জাহাজকে নিয়ে যেতে পারে, কাজেই মানুষ উপকার পেতে পারে তাথেকে যা অন্য এলাকায় আছে এবং যা নিজেদের আছে তা অন্যদেরকে রপ্তানি করতে পারে এবং এর বিপরীত।

আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ **"এবং আকাশ হতে আল্লাহ্‌র বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে– ম'রে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন"** যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

"মৃত জমিন তাদের জন্য একটা নিদর্শন। তাকে আমি জীবিত করি আর তাথেকে আমি উৎপন্ন করি শস্য যাথেকে তারা খায়। আর আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরি করি, আর তাতে প্রবাহিত করি ঝর্ণাধারা যাতে তারা তার ফল খেতে পারে– যা তারা তাদের হাত দিয়ে বানায়নি। তাহলে কেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না? পূত পবিত্র সেই সত্তা যিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটির যা উৎপন্ন করে জমিন, আর তাদের নিজেদের ভিতরেও আর সে সবেও যা তারা জানে না।"[১৫৯৫]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ **"এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে"** অর্থাৎ, বিভিন্ন গঠন, বর্ণ, প্রয়োজন ও আকারের, ছোট বা বড়। আল্লাহ সবাইকে জানেন, প্রতিপালন করেন, তাঁর থেকে গোপন কিছুই নেই। তেমনিভাবে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾

"জমিনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নেই, তিনি জানেন তাদের থাকার জায়গা কোথায় আর কোথায় তাদেরকে (মৃত্যুর পর) রাখা হয়, সব কিছুই আছে সুস্পষ্ট লিপিকায়।"[১৫৯৬]

১৫৯৩. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৪০।
১৫৯৪. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:৬।
১৫৯৫. সূরাহ ইয়াসীন, ৩৬:৩৩-৩৬।
১৫৯৬. সূরাহ হূদ, ১১:৬।

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ﴾ **"এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে।"** বাতাস কোন সময় নিয়ে আসে রহমত, কোন সময় মহাবিপদ। কখনও তা মেঘের সুসংবাদ বহন করে, কখনও তা মেঘকে তাড়িত করে, বিচ্ছিন্ন করে অথবা পরিচালিত করে। বাতাস কখনও আসে উত্তর থেকে, কখনও দক্ষিণ থেকে, কখনও আসে পূর্ব দিক থেকে কা'বার সম্মুখ ভাগে আঘাত হেনে, কখনও পশ্চিম দিক থেকে কা'বার পশ্চাতে আঘাত করে। বাতাস, বৃষ্টি, নক্ষত্র এবং এগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনেক বই আছে কিন্তু ওগুলো বিস্তারিত লেখার স্থান এটি নয়, আর আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾ **"এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে।"** মেঘ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দৌড়াতে থাকে যে ভূমিতে এবং এলাকায় আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾ **"বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"** এ সব স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। তেমনি আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝﴾

"নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন আছে। যারা আল্লাহকে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে)ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।"[১৫৯৭]

৭১৭. (দঈফ): আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◆[মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম][আবূ সাঈদ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান) আদ দাশতাকী][আমার পিতা (আবদুর রহমান)][তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন সা'দ আদ দাশতাকী)][আশআস্র বিন ইসহাক][জা'ফার বিন আবুল মুগীরাহ][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা)]◆ বলেন,

أَتَتْ قُرَيْشٌ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا نُرِيدُ أَنْ تَدْعُوَ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، فَنَشْتَرِيَ بِهِ الْخَيْلَ وَالسِّلَاحَ، فَنُؤْمِنَ بِكَ وَنُقَاتِلَ مَعَكَ. قَالَ: "أَوْثِقُوا لِي لَئِنْ دعوتُ رَبِّي فجعلَ لَكُمُ الصَّفَا ذَهَبًا لَتُؤْمِنُنَّ بِي" فَأَوْثَقُوا لَهُ، فَدَعَا رَبَّهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ قَدْ أَعْطَاهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِكَ عَذَّبَهُمْ عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَبِّ لَا بَلْ دَعْنِي وَقَوْمِي فَلَأَدْعُهُمْ يَوْمًا بِيَوْمٍ".

"একদল কুরায়শ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল- হে মুহাম্মাদ! আমরা চাই, তুমি তোমার প্রভুকে বল তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তারপর আমরা সেটা দ্বারা অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করব। তা হলে আমরা ঈমান আনব এবং তোমার সাঙ্গে থেকে জিহাদ করব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যদি আমর প্রভুকে বলার পর তিনি সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করেন, তা হলে অবশ্যই তোমরা ঈমান আনবে। তারা তাঁর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হল। তখন তিনি তার প্রভুর কাছে দু'আ করলেন। ফলে তার নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসলেন এবং বললেন- নিশ্চয়

১৫৯৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯০-১৯১।

আপনার প্রভু তাদের জন্য সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করবেন। তবে শর্ত এই যে, তারপরও যদি তারা ঈমান না আনে তা হলে তাদেরকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন, যা তিনি নিখিল সৃষ্টির আর কাউকেও দেননি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- না, তা হয় না। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার সম্প্রদায়কে অবকাশ দাও। আমি দিনের পর দিন তাদেরকে তোমার দিকে ডাকতে থাকব।"[১৫৯৮]

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহ্র বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে– ম'রে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

ইবনু আবী হাতিম উক্ত হাদীস্ব ভিন্নভাবে জা'ফার বিন আবুল মুগীরাহ হতে উদ্ধৃত করেন এবং সেটার শেষভাগে সংযোজন করেছেনঃ

وَكَيْفَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الصَّفَا وَهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْآيَاتِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا.

"তারা কিভাবে তোমার কাছে সাফা সম্পর্কে দাবি জানায়? তাদের সম্মুখে তো সেটা হতেও অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।"

ইবনু আবী হাতিম আরও বলেনঃ (আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (আবূ হুযায়ফাহ) (শিবল) (ইবনু আবী নাজীহ) (আতা' (রহঃ)) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) এর উপর মদীনায় ﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ﴾ **"তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু"** আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তা শুনে মক্কায় কুরায়শগণ প্রশ্ন তুলল- মানুষ কী করে এক প্রভুর পিছনে ছুটতে পারে? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহ্র বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে– ম'রে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকেদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" এটা হতে জানা যায় যে, তিনি একক সত্তা এবং তিনি সকল কিছুরই প্রভু ও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

১৫৯৮. সাঈদ বিন জুবায়র থেকে জা'ফার বিন আবিল মুগীরাহ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। হাদীস্বের শেষের শব্দগুলো স্বহীহ হাদীস্বে উল্লেখিত হয়নি। তবে 'স্বাফা' পর্বতকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব সম্বলিত মর্মে স্বহীহ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। দেখুন– সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩৩৮৮। **তাহক্বীক:** উক্ত শব্দে হাদীস্বটি দুর্বল।

ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বলেন- সুফইয়ান তার পিতা হতে ও তিনি আবুদ দুহা হতে বর্ণনা করেনঃ

"যখন ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ আয়াতটি নাযিল হল, তখন মক্কার কুরায়শরা বলল, প্রভু যে একজনই তার প্রমাণ দাও। সেটার জবাবে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেনঃ

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...... يَعْقِلُونَ﴾

[আদম বিন আবূ ইয়াস] [আবূ জা'ফার আর রাযী] [সাঈদ বিন মাসরূক (সুফইয়ানের পিতা)] [আবুদ দুহা] থেকে সেটি বর্ণনা করেন।

১৬৫. আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ় এবং কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ۖ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

১৬৬. স্মরণ কর, যাদেরকে অনুসরণ করা হত তারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে, তারা শাস্তি দেখবে আর তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. অনুসরণকারীরা বলবে, যদি কোনও প্রকারে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমনভাবে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজগুলো দেখাবেন তাদের জন্য আক্ষেপরূপে এবং জাহান্নাম হতে তারা বের হতে পারবে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

এ দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে মুশরিকদের অবস্থা

এ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের এ দুনিয়ার জীবনের অবস্থা ও পরকালে তাদের গন্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ বানিয়েছিল, তারা একই সঙ্গে আল্লাহ ও তাদের পূজা করত, তাদেরকে ভালবাসত যেমন আল্লাহকে ভালবাসত। কিন্তু আল্লাহই একমাত্র উপাসনার যোগ্য, যাঁর নেই কোন প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী বা অংশীদার।

৭১৮. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্‌টি সবচেয়ে বড় পাপ?" তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[১৫৯৯]

১৫৯৯. বুখারী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর, অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ হা/৪৪৭৭, মুসলিম ৬৮।

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾ **"কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ়"** কারণ এই মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে জানে, তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাঁর একত্বে বিশ্বাস করে, অতঃপর তারা কোনকিছুকে বা কাউকে তাঁর উপাসনায় শরীক করে না। বরং তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, তাঁর উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি প্রয়োজনে তাঁর নিকট সাহায্য চায়।

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন শির্ক করার জন্য, ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ **"কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত"**

ব্যাখ্যাকারদের কেউ কেউ উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ এর তাৎপর্য হল এই যে, যদি যালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করত, তবে তারা অবশ্যই জানতে পারত যে, সকল ক্ষমতাই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। অর্থাৎ সেখানে হুকুম-আহকাম সবই সেই একক ও লা-শারীক (যাঁর কোন অংশিদার নেই) আল্লাহর চলছে এবং সকল কিছুই তাঁর সুলতানিয়্যাতে (বাদশাহীতে) রয়েছে। তারা তখন এটাও প্রত্যক্ষ করবে যে, ﴿وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ﴾ অর্থাৎ **এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর**। তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝﴾

"অতঃপর সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।"

আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা যদি জানত যে, পরকালে তারা কী দৃশ্যের সম্মুখীন হবে ও তাদের শিরক , কুফরী ও গোমরাহীর কারণে তারা কী ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে তাহলে অবশ্যই তারা সেগুলো পরিহার করত ।

অতঃপর আল্লাহ তাদের মূর্তিগুলোর প্রতি তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করছেন আর এ কথা যে, তারা যাদের অনুসরণ করছে তারা তাদের অনুসারীদের সংগে তাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে। আল্লাহ বলেছেনঃ ﴿اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا﴾ **"স্মরণ কর, যাদেরকে অনুসরণ করা হত তারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে"** ফেরেশতাগণ- যাদের তারা **উপাসনা করত বলে দাবী করত-**পরকালে তাদের সংগে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে এই বলে যে, ﴿تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۡ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ﴾ **"আমরা তোমার কাছে দায়মুক্ত হচ্ছি (যে আমরা জোর ক'রে তাদেরকে বিভ্রান্ত করিনি) এরা তো আমাদের 'ইবাদাত করত না।"**[১৬০০] এবং ﴿قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ﴾ **"ফেরেশতারা বলবে– পবিত্র মহান তুমি, তুমিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা জিন্নদের পূজা করত; ওদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।"**[১৬০১]

জিনরাও কাফেরদের সংগে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিবে এবং তারা সেই ইবাদত প্রত্যাখ্যান **করবে। আল্লাহ বলেনঃ**

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝﴾

"তার চেয়ে অধিক গুমরাহ কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও তারা (একদম) বেখবর? ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে

১৬০০. সূরাহ কাসাস, ২৮:৬৩।

১৬০১. সূরাহ সাবা, ৩৪:৪১।

যখন একত্রিত করা হবে, তখন ঐগুলো (অর্থাৎ উপাস্যরা) হবে মানুষের শত্রু আর মানুষ যে তাদের 'ইবাদাত করেছিল তা তারা অস্বীকার করবে।"[১৬০২] আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۞ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞﴾

"তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে যাতে তারা (অর্থাৎ ঐ কল্পিত মা'বুদগুলো) তাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক হয়। কক্ষনো না, তারা তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে আর তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।"[১৬০৩] ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞﴾

"ইব্‌রাহীম বলল- তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে প্রতিমাগুলোকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার উদ্দেশে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে আর একে অপরকে অভিশাপ দিবে, তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর তোমাদের থাকবে না কোন সাহায্যকারী।"[১৬০৪] আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾

"তুমি যদি দেখতে! যখন যালিমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করবে। যাদেরকে দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল তারা দাম্ভিকদেরকে বলবে– তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যাদেরকে দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল দাম্ভিকরা তাদেরকে বলবে– তোমাদের কাছে সত্য পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তাথেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল ক'রে রাখা হয়েছিল তারা দাম্ভিকদের বলবে– তোমরাই তো বরং দিন-রাত চক্রান্ত করতে। তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যাতে আমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার করি আর তাঁর সমকক্ষ স্থির করি। যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন মনের অনুতাপ মনেই লুকিয়ে রাখবে, আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা (দুনিয়াতে) করত তার প্রতিফলই তাদেরকে দেয়া হবে।"[১৬০৫]

আল্লাহ বলেছেন

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞﴾

"বিচার-ফায়সালা সম্পন্ন হলে শয়ত্বান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ওয়া'দা করেছিলেন তা ছিল সত্য ওয়া'দা। আর আমিও তোমাদেরকে ওয়া'দা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তার খেলাপ করেছি,

---

১৬০২. সূরাহ আহকাফ, ৪৬:৫-৬।
১৬০৩. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৮১-৮২।
১৬০৪. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:২৫।
১৬০৫. সূরাহ সাবা, ৩৪:৩১-৩৩।

তোমাদের উপর আমার কোনই প্রভাব ছিল না, আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার কর, এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতোপূর্বে তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।"[১৬০৬]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ﴾ **"তারা শাস্তি দেখবে আর তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে।"** অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর মহা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের ক্ষমতা এবং উদ্ধার করার উপায় ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের সংশোধনের আর কোন পথ থাকবে না আর আগুন থেকে বাঁচারও কোন উপায় থাকবে না। ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ﴾ **"আর তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে।"** এ সম্পর্কে আতা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "অর্থাৎ বন্ধুত্ব।" অন্য বর্ণনায় মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনু আবী নাজিহ'র একই রকম কথার সংবাদ দিয়েছেন।[১৬০৭]

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا﴾ **"অনুসরণকারীরা বলবে, যদি কোনও প্রকারে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমনভাবে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করল।"** এ আয়াতের অর্থ, "আমাদের যদি একটিবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের (তাদের মূর্তি, নেতৃবৃন্দ ইত্যাদির)সংগে আমাদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করতাম, তাদের উপাসনা ত্যাগ করতাম, তাদেরকে উপেক্ষা করতাম এবং তার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মিথ্যা কথা বলে, কেননা তাদেরকে যদি ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হত, তারা কেবল তাতেই ফিরে যেত যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ﴾ **"এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজগুলো দেখাবেন তাদের জন্য আক্ষেপরূপে"** অর্থাৎ তাদের আমল হারিয়ে যাবে। তেমনি আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَقَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا﴾ **"তারা (দুনিয়ায়) যে আমাল করেছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তাকে বানিয়ে দেব ছড়ানো ছিটানো ধূলিকণা (সদৃশ)।"**[১৬০৮]

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٰاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ **"যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের 'আমালের দৃষ্টান্ত হল সেই ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়।"**[১৬০৯] এবং ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً﴾ **আর যারা কুফুরী করে তাদের কাজকর্ম হল বালুকাময় মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসার্ত ব্যক্তি সেটাকে পানি মনে করে।**[১৬১০] এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ﴾ **"এবং জাহান্নাম হতে তারা বের হতে পারবে না।"**

১৬০৬. সূরাহ ইবরাহীম ১৪:২২।
১৬০৭. তাবারী ৩/২৯০।
১৬০৮. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৩।
১৬০৯. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:১৮।
১৬১০. সূরাহ নূর, ২৪:৩৯।

১৬৮. ওহে মনুষ্যজাতি! ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾

১৬৯. সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কথা বলার যা তোমরা জান না।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

হালাল জিনিস খাওয়ার নির্দেশ এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই এবং তিনি একাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এ কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন যে, তিনিই তাঁর সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি একটি অনুগ্রহের কথা বলেছেন যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় হালাল বস্তু খাওয়া তিনি তাদের জন্য জায়েয করেছেন যা শরীর ও মনের ক্ষতিসাধন করেনা। তিনি তাদেরকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ তার পথ ও পদ্ধতি যার সাহায্যে সে তার অনুসারীদের বিপথগামী করে, যেমন বাহীরাহ্ নিষিদ্ধ করা (এমন উষ্ট্রী যার দুগ্ধ দেবতাদের জন্য রাখা হত, অন্য কেউ তা দোহন করতে পারতনা), অথবা সাইবাহ (এমন উষ্ট্রী যা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, মুক্তভাবে চরে ফিরে খেত, তার উপরে কোন কিছু বহন করা নিষিদ্ধ ছিল), অথবা ওয়াসিলাহ (এমন উষ্ট্রী যা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া হত যা তার প্রথম প্রসবে একটি উষ্ট্রীর জন্ম দিয়েছে এবং দ্বিতীয় প্রসবেও একটি উষ্ট্রীর জন্ম দিয়েছে) এবং অন্যান্য বিষয়াবলী জাহিলিয়্যাতের যুগে শয়তান যা মানুষদের নিকট আকর্ষণীয় করেছিল।

৭১৯. (স্বহীহ্): ইমাম মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন, ইয়াদ বিন হিমার বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ كُلَّ مَا أمنحه عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ" وَفِيهِ: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاء فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أحللتُ لَهُمْ

আমি আমার বান্দাকে যেসব আহার্য দান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, আমি আমার বান্দাকে তাওহীদবাদী করে বানিয়েছি। কিন্তু শয়তান এসে তাকে সত্য দ্বীন হতে বিচ্যুত করেছে এবং আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা সে হারাম করেছে।[১৬১১]

৭২০. (দঈফ): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, ০[সুলায়মান বিন আহমাদ][মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন শাব্বাহ আল-মিস্‌রী][হুসায়ন বিন আবদুর রহমান আল-আহতিয়াতী (মুনকার)][আবূ আবদুল্লাহ আল-জাওযাজানী][ইবনু জুরায়জ][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ বলেন- নবী (ﷺ) এর নিকট ﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا﴾ আয়াতটি তিলাওয়াত করা হলে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুআ' যেন সর্বদা আল্লাহর নিকট কবুল হয়, তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন-

"يَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ"

১৬১১. মুসলিম ২৮৬৫, মুস্বান্নাফ আবদুর রাযযাক ২০০৮৮, ইবনু হিব্বান ৬৩৫। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

হে সা'দ পবিত্র আহার্য গ্রহণ কর, তোমার দুআ' সর্বদা কবুল হবে। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তি উদরে এক লোকমা হারাম খাদ্য প্রবেশ করাল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দুআ' কবুল হবে না। আর যে বান্দা হারাম ও সুদের মাল দ্বারা দেহ পুষ্ট করেছে তার জন্য জাহান্নামের আগুনই শ্রেয়।[১৬১২]

আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ **"বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"** এটা শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন ঃ

﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾

"শয়ত্বান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়।"[১৬১৩] এবং

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾

"এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে আর তার বংশধরকে অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। যালিমদের এই বিনিময় বড়ই নিকৃষ্ট!"[১৬১৪]

কাতাদাহ ও সুদ্দী (রহঃ) আল্লাহ'র বাণী সম্পর্কে বলেন, ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ **"এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না"** আল্লাহকে অমান্য করার প্রতিটি কাজ শয়তানের পদাংকের অন্তর্ভুক্ত।[১৬১৫] ইকরিমাহ বলেনঃ তা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মুজাহিদ বলেনঃ তা শয়তানের বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তিসমূহ। আবু মিজলায বলেনঃ সেটা হল পাপের পথে মানত করা। শা'বী বলেন- এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে জবাই করার মানত করলে মাসরূক তাকে ফাতওয়া দিলেন একটি ভেড়া জবাই করার এবং বললেন, এই ধরণের মানতই হল শয়তানের পদাংক অনুসরণ।

আবুদ দুহা মাসরূক হতে বর্ণনা করেনঃ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বকরীর একটি গুর্দার সাথে লবণ যুক্ত করে এসে সেটি খেতে লাগলেন। তখন দলের একজন সেখান থেকে সরে বসল। তখন তিনি অন্যদেরকে বললেনঃ তোমাদের সাথীকেও খেতে দাও। তদুত্তরে সে বলল, আমি সেটা খাব না। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি সিয়াম পালন করছ কি? সে বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি খাও না কেন? সে বলল, আমি সেটা খাওয়া আমার উপর হারাম করেছি। তখন ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, এটা শয়তানের পদাংক। তুমি সেটা খাও এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা দাও।

ইবনু আবূ হাতিম উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও বলেনঃ (আমার পিতা (আবূ হাতিম)) (হাস্‌সান বিন আবদুল্লাহ আল-মিস্‌রী) (সুলায়মান আত তায়মী) (আবূ রাফি') বর্ণনা করেন- আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হলাম। সে বলল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দাও, তা হলে সে একদিন ইয়াহুদী হবে ও একদিন খ্রিষ্টান হবে এবং তার সাথে দাস-দাসী আযাদ হয়ে যাবে। আমি তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) এর নিকট এসে বললে তিনি বললেন, এটাই শয়তানের পদাঙ্ক। অনুরূপভাবে যয়নাব বিনতে উম্মু সালামাও একথাই বলেছেন। তিনি তখনকার বড় এক ফিকাহবিদ মহিলা ছিলেন। আসিম ও ইবনু উমার একই কথা বলেছেন।

১৬১২. মু'জামুল আওসাত ৬৪৯৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৮১০১, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৮১২, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১০৭১। সানাদটি দুর্বল, সানাদে হুসায়ন বিন আবদুর রহমান আল-আহতিয়াতী মুনকার। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

১৬১৩. সূরাহ ফাতির, ৩৫:৬।

১৬১৪. সূরাহ কাহাফ, ১৮:৫০।

১৬১৫. ইবনু আবী হাতিম ১/২২১।

আব্দ বিন হুমায়দ বলেন, [আবূ নুআয়ম][শারীক][আবদুল কারীম][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেছেন, "রাগান্বিত হলে কেউ যখন কোন শপথ করে সেটা শয়তানের পদাংকের অন্তর্ভুক্ত এবং তার কাফ্ফারা হল কসমের কাফ্ফারা।"[১৬১৬]

সাঈদ বিন দাঊদ তার তাফসীরে বলেছেন, [আব্বাদ বিন আব্বাদ আল-মুস্‌হলাবী][আসিম আল-আহওয়াল][ইকরিমাহ] এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, সে তার গোলামকে বলল: আমি যদি তোমাকে একশত চাবুক না মারি তবে তার স্ত্রী তলাক। তিনি (ইকরিমাহ) বলেন, সে তার গোলামকে আঘাত করবে না এবং তার স্ত্রীকে তলাকও দিবে না। কারণ এগুলো শয়তানের পদাংক।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার যা তোমরা জান না।"** আয়াতের অর্থ ঃ তোমার শত্রু শয়তান তোমাকে মন্দ কাজ করতে বলে এবং যা তার থেকেও খারাপ, যেমন ব্যভিচার ইত্যাদি। সে তোমাকে এমন কাজ করতে বলে যা আরো খারাপ, যেমন না জেনেই আল্লাহ সম্পর্কে বলা। কাজেই প্রত্যেক বিদ'আতী ও কাফের এর অন্তর্ভুক্ত।

১৭০. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ জিনিসের অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই উপর চলব, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথে চলত না তবুও।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. এ কাফিরদের তুলনা সেই ব্যক্তির মত যে এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না, বধির, মূক ও অন্ধ; কাজেই তারা বুঝবে না।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

মুশরিক অন্য মুশরিকদের অনুকরণ করে

আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ কাফের এবং মুশরিকদেরকে যদি বলা হয় যে, ﴿اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কাজকর্ম পরিত্যাগ কর যাতে তোমরা ডুবে আছ, তখন তারা জবাবে বলে, ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا﴾ বরং আমরা তারই অনুসরণ করব আমাদের পিতৃদেরকে যা অনুসরণ করতে দেখেছি," অর্থাৎ মূর্তি ও মিথ্যা দেবতাদের পূজা। আল্লাহ তাদের যুক্তিপ্রদানের সমালোচনা করেছেন ঃ ﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ﴾ **"যদিও তাদের বাপ-দাদারা"** অর্থাৎ তারা যাদেরকে অনুসরণ করত এবং যাদের কাজকর্ম তারা অনুকরণ করত ﴿لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ **"কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথে চলত না তবুও।"** অর্থাৎ তাদের কোন সুস্থ জ্ঞান ও পথনির্দেশ ছিলনা। ইবনু ইসহাক সংবাদ দিয়েছেন যে, [মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ][ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেছেন এটি ইয়াহূদীদের একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, ﴿بَلْ نَتَّبِعُ

১৬১৬. দশজন গরীব লোককে খাদ্য বা বস্ত্রদান বা একজন দাসমুক্ত করা বা তিনদিন রোযা রাখা, (সূরাহ মাইদাহ ৫:৮৯)

﴿مَآ اَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا﴾ **"বরং আমরা তাই অনুসরণ করব আমাদের পূর্বপুরুষদের যা অনুসরণ করতে দেখেছি।"** তাই আল্লাহ এ আয়াত (২:১৭০) অবতীর্ণ করেন।[১৬১৭]

মুশরিকরা জন্তু জানোয়ারের মত

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন, ﴿لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوۡءِ﴾ **"যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, খারাপ উপমা তাদের জন্য।"**[১৬১৮] তেমনি, আল্লাহ এখানে (২ঃ ১৭১) বলেছেন, ﴿وَمَثَلُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا﴾ **"এ কাফিরদের তুলনা"** অর্থাৎ, তাদের অন্যায় পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতায় তারা ঠিক ঘুরে বেড়ানো জন্তু জানোয়ারের মত, তারা বুঝেনা তাদেরকে কী বলা হচ্ছেঃ মেষপালক যদি ঘোষণা করে বা তাদেরকে আহ্বান জানায় তাদের উপকারের দিকে, তারা বুঝবেনা তাদেরকে আসলে কী বলা হচ্ছে, কারণ তারা কেবল অবোধগম্য আওয়াজ শোনে। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), আবূ আলিয়াহ,[১৬১৯] মুজাহিদ, 'ইকরিমাহ,[১৬২০] আতা', হাসান, কাতাদাহ, আতা' খুরাসানী[১৬২১] এবং রবী' বিন আনাস হতে এ কথারই সংবাদ দেয়া হয়েছে।[১৬২২]

ইমাম ইবনু জারীর বলেনঃ এখানে কাফিরদেরকে মূর্তির সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। কারণ, মূর্তির কাছে যত কিছুই বলা হোক, সেটাকে যতই ডাকাডাকি করা হোক সেটা কিছুই শুনতে পায় না, দেখতে পায় না ও বুঝতে পারে না। মূলত প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কারণ, মূর্তি প্রাণহীন বস্তু বলে তা দেখে না, বুঝে না। এমনকি শব্দও শুনে না। তাই সেটা আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত উপমা হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿صُمٌّۢ بُكۡمٌ عُمۡىٌ﴾ **"বধির, মূক ও অন্ধ"** অর্থাৎ, তারা বধির যেহেতু তারা সত্য কথা শুনেনা, বোবা, তারা তা উচ্চারণ করতে পারেনা, এবং অন্ধ, যেহেতু তারা সত্য পথ দেখতে ও চিনতে পারেনা। ﴿فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ﴾ **"কাজেই তারা বুঝবে না।"** অর্থাৎ তারা কোন কিছু উপলব্ধি করেনা বা বুঝেনা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ وَاشۡكُرُوۡا لِلّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ اِيَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭২. হে মু'মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খেতে থাক এবং আল্লাহর উদ্দেশে শোকর করতে থাক, যদি তোমরা তাঁরই 'ইবাদত করে থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ الۡمَيۡتَةَ وَالدَّمَ وَلَحۡمَ الۡخِنۡزِيۡرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيۡرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۷۳﴾

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং সেই জন্তু যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার উপর কোন গুনাহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৬১৭. তাবারী ৩/৩০৫।
১৬১৮. সূরাহ নাহল, ১৬:৬০।
১৬১৯. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৫।
১৬২০. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৬।
১৬২১. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৭।
১৬২২. ইবনু আবী হাতিম ১/২২৮।

পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ এবং নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাগণকে পবিত্র বস্তু হতে খেতে বলেছেন যা তিনি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং এজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে বলেছেন যদি তারা তাঁর প্রকৃত বান্দা হয়ে থাকে। হালাল খাদ্য ভক্ষণ দুআ' ও ইবাদাত কবুলের শর্ত। ঠিক যেমন অপবিত্র খাদ্য খেলে দুআ' ও ইবাদাত কবুল হয়না যা:

৭২১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, ০[আবুন নাদর][ফুদায়ল বিন মারযূক][আদী বিন স্নাবিত][আবূ হাযিম][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [الْمُؤْمِنُونَ: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

[হে লোকেরা, আল্লাহ পবিত্র, এবং তিনি কেবল তাই গ্রহণ করেন যা পবিত্র। আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে তারই আদেশ দিয়েছেন যে আদেশ তিনি তাঁর রাসূলদের প্রতি করেছেন, কারণ তিনি বলেছেন : **"হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর। বস্তুত তোমরা যা কর আমি সে সম্পর্কে আমি খুবই অবহিত"** (২৩ : ৫১) এবং তোমরা যারা বিশ্বাস কর শুন, **"তোমরা হালাল খাদ্য খাও যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।"** অতঃপর তিনি **একটি লোকের উল্লেখ করেছেন** (যে **দীর্ঘ ভ্রমণে আছে, যার কেশ** আলুথালু আর সে ধুলায় ধুসরিত, সে **আকাশের দিকে হাত তুলে বলছে, হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক!** কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার **পানীয়** হারাম, **কাজেই তা** (তার দুআ') **কিভাবে কবূল হবে?**)।[১৬২৩] মুসলিম ও তিরমিযীও এ হাদীস্ব সংকলন করেছেন।[১৬২৪]

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যাবতীয় বস্তুসম্ভার দিয়ে কিভাবে অনুগৃহিত করেছেন সে কথার উল্লেখ এবং তাদেরকে যে বস্তুসমূহ দিয়েছেন তাখেকে হালাল খাদ্যসমূহ ভক্ষণ করার নির্দেশ দানের পর তিনি বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য মৃত প্রাণী ছাড়া অন্য কোন কিছুই নিষিদ্ধ করেননি। মৃত প্রাণী হচ্ছে যেগুলো যবেহ্ করার পূর্বেই মরে যায়। তারা শ্বাসরোধে মরুক বা ভীষণ আঘাতে, বা মাথার ভরে পতিত হয়ে, বা শিংয়ের গুতোয় বা বন্য প্রাণী দ্বারা আংশিকভাবে ভক্ষিত হোক। সমুদ্রের মৃত প্রাণি এই বিধানের বহির্ভূত। । যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ **"সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"**।[১৬২৫] যার ব্যাখ্যা ইনশা'আল্লাহ পরে আসছে।

৭২২. (স্বহীহ): এবং এ সম্পর্কিত হাদীস্রের কারণে যা বুখারীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১৬২৬]

৭২৩. (স্বহীহ): স্বহীহ, মুসনাদ, মুওয়াত্তা এবং সুনান গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করেছে: নাবী (সাঃ) সমুদ্র সম্পর্কে বলেছেন هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ তার পানি পবিত্র এবং এর মৃত জায়েয।[১৬২৭]

১৬২৩. আহমাদ ৮১৪৮।

১৬২৪. মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯।

১৬২৫. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৯৬।

১৬২৬. ফাতহুল বারী ৬/১৫২, স্বহীহুল বুখারী (পর্ব: মাগাযী (যুদ্ধ) হা/৪৩৬১, ৪৩৬২, মুসলিম ১৫৩৫, ১৫৩৬।

১৬২৭. সুনান আবূ দাউদ (পর্ব: পবিত্রতা, অধ্যায়: সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করা) হা/৮৩, তিরমিযী ৬৯, নাসাঈ ৩৩২, ৪৩৫০, ইবনু মাজাহ ৩৮৬, ৩২৪৬, ৮৮৫৫, মুওয়াত্তা ৪৩, দারিমী ৭২৮, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১১১, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ১১৯, মুসনাদ

৭২৪. (সহীহ): ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইবনু মাজাহ এবং দারাকুতনী সংবাদ দিয়েছেন, ইবনু উমার বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ আমাদের জন্য দু'টি মৃত ও দু'টি রক্তাক্ত বস্তু হালাল, (দু'টি মৃত) মাছ ও ফড়িং, (দু'টি রক্তাক্ত বস্তু) যকৃৎ ও প্লীহা।[১৬২৮] ইনশা আল্লাহ সূরা মাইদায় এ বিষয়টি আবার উল্লেখ করব।

মাসআলাহ: শাফিঈ ও অন্যান্য বিদ্বানদের মতে, মৃত জন্তু যাকে জবেহ্ করা হয়নি এর ভিতরের দুধ ও ডিম পবিত্র নয়, কারণ ওগুলো মৃত জন্তুর অংশ। একটি বর্ণনা মতে মালিক বলেছেন যে, ওগুলো নিজে পবিত্র কিন্তু তাদের অবস্থানের কারণে অপবিত্র। তেমনি মৃত জন্তুর (দুধ হতে তৈরী) পনির সম্পর্কেও মতভেদ আছে। বিদ্বানদের অধিকাংশের মত হচ্ছে তা অপবিত্র, যদিও তারা উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবীগণ মাজুসীদের (অগ্নিপূজকদের) তৈরী পনির খেয়েছেন। এজন্য কুরতুবী মন্তব্য করেছেন ঃ "যেহেতু মৃত জন্তুটির সামান্য অংশ তার সঙ্গে মিশে থাকে, তাই ওটা জায়েয, কেননা সামান্য অপবিত্রতা কোন ক্ষতি করেনা যদি তা বেশি পরিমাণ তরলের সঙ্গে মিশে থাকে"[১৬২৯]

৭২৫. (হাসান): ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, ০[সায়ফ বিন হারূন][সুলায়মান আত তায়মী][আবূ উসমান আন নাহদী][সোলমান আল-ফারিসী (রাঃ)]০ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যখন মাখন, পনির ও পশম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি বললেন ঃ

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, এবং আল্লাহ যা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন তা হারাম। যা তিনি উল্লেখ করেননি তা তারই অংশ যা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৬৩০]

আল্লাহ নিষেধ করেছেন শুকরের গোশত খাওয়া, জবেহ করা হোক বা না হোক, এতে তার চর্বিও অন্তর্ভুক্ত, হয় তা নিহিত ভাব থেকে বুঝা যায় কিংবা লাহ্ম (রক্ত) শব্দটির কারণে যা চর্বিকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিংবা সদৃশ যুক্তি হতে। তেমনি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবেহ করা হয়েছে, তা স্মৃতিসৌধ, মূর্তি, দেবদেবীর জন্য হোক, বা জাহিলী যুগের অন্যান্য কার্যকলাপ হোক। কুরতুবী উল্লেখ করেছেন 'আয়িশাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যা অমুসলিমরা তাদের জন্য ভোজের জন্য জবহ করে, অতঃপর তার একটি অংশ মুসলিমগণকে উপঢৌকন দেয়। তিনি বলেছিলেন, "সে দিনের জন্য (বা ভোজের জন্য) যা জবহ করা হয়েছে তাথেকে খেওনা, তাদের শাকশব্জি থেকে খাও।"

জরুরী অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু জায়েয

অতঃপর আল্লাহ এ সব বস্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যখন জান বাঁচানোর জন্য দরকার হয় কিংবা যখন কোন হালাল খাদ্য পাওয়া না যায়। আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ﴾ **"তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়"** অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন না করে,

---

আহমাদ ৭১৯২, মুসনাদ আশ শাফিঈ ২৫, সকলে সফওয়ান বিন সুলায়ম এর সূত্রে সাঈদ বিন সালামাহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৬২৮. তারতীবু মুসনাদুশ শাফিঈ ২/১৭৩, আহমাদ ৫৬৯০, ইবনু মাজাহ ৩৩১৪, দারাকুতনী ৪/২৭২, ইরওয়াউল গালীল ২৫২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২১০, সহীহ আল-জামি' ২১০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬২৯. কুরতুবী ২/২২১।

১৬৩০. ইবনু মাজাহ ৩৩৬৭, তিরমিযী ১৭২৬। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান

﴿فَلَآ اِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ **"তার উপর কোন গুনাহ নেই"** অর্থাৎ যদি কেউ এ ধরণের বস্তু খায়, কারণ ﴿اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"** মুজাহিদ বলেছেন, "কেউ যদি প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয় ইচ্ছাকৃত অমান্য না করে বা নির্ধারিত সীমা লংঘন না করে। যেমন, সে যদি তা না করে, তাহলে তাকে ছিনতাইয়ের আশ্রয় নিতে হবে, শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে বা অন্য কোন ধরণের আল্লাহর অবাধ্যতা, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রযোজ্য। কিন্তু কেউ যদি তা সীমালংঘন করে বা অনবরত করে, বা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে করে, তাহলে তার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রযোজ্য নয় যদিও সে চরম প্রয়োজনে পতিত হয়।" সাঈদ বিন জুবায়র একই কথা বলেছেন। সাঈদ এবং মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, অনিচ্ছাকৃত অমান্যতার অর্থ, "এটা বিশ্বাস না করে যে, এটা জায়েয"। বলা হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, ﴿غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ﴾ **"কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়"** "অনিচ্ছাকৃত অবাধ্যতার অর্থ মৃত জন্তু খাওয়া আর তা অনবরত করা নয়। কাতাদাহ বলেছেন: ﴿فَمَنِ اضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ﴾ **"তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়"** মৃত জন্তু থেকে খেয়ে সীমালংঘন না করে, অর্থাৎ যখন হালালটি পাওয়া যায়।"

মাস'আলাহ ঃ চরম মুশকিলের সময় কেউ যদি উভয়ই পায়-মৃত জন্তু এবং অন্যের মালিকানাধীন খাবার যা সে তার হাত না হারিয়ে বা কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই পেতে পারে, তখন তার জন্য মৃত জন্তু খাওয়া জায়েয হবেনা।

৭২৬. (সহীহ): ইমাম ইবনু মাজাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, **শু'বাহ** (এর হাদীস থেকে) আবূ ইয়াস জা'ফার বিন আবূ ওয়াহশিয়্যাহ **আব্বাদ বিন শুরাহবীল আল-আনাম্বী (আল-গুবারী)** (রাঃ) বলেছেন,

أَصَابَتْنَا عَامًا مَخْمَصَةٌ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطًا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ، وَجَعَلْتُ مِنْهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاعِيًا، وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا" فَأَمَرَهُ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ،

"একবছর আমরা দুর্ভিক্ষে পড়েছিলাম। আমি মাদীনায় এলাম এবং একটি বাগানে ঢুকলাম। আমি কতকগুলো শস্য নিয়ে পরিষ্কার করে তা খেলাম। আর কতকগুলো আমার কাপড়ে নিলাম। বাগানের মালিক এল, আমার সঙ্গে কর্কশ ব্যবহার করল এবং আমার কাপড় নিয়ে নিল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং যা ঘটেছে তা বললাম। তিনি (ﷺ) লোকটিকে বললেন ঃ তুমি তাকে খেতে দাওনি যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল- কিংবা বললেন অনাহারে ছিল, আর তাকে শেখাওনি যখন সে ছিল অজ্ঞ। নাবী (ﷺ) তাকে 'আব্বাদের কাপড় ফিরিয়ে দিতে বললেন এবং তাকে এক ওয়াসাক (প্রায় ১৮০ কিলোগ্রাম) বা অর্দ্ধ ওয়াসাক খাদ্য দিতে বললেন।[১৬৩১] এর সানাদটি সহীহ ও খুব শক্তিশালী এবং এর সমর্থনে আরো অনেক শাওয়াহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে:

৭২৭. (হাসান): আমর বিন শুআয়ব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঝুলন্ত খেজুর গুচ্ছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ بِفِيهِ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ প্রয়োজনের তাগিদে কেউ যদি তার কিছুটা মুখে নেয় তাতে দোষ নেই, কাপড়ে না নিয়ে।[১৬৩২]

১৬৩১. সুনান ইবনু মাজাহ ২২৯৮, আবূ দাউদ ২৬২০, আহমাদ ১৭০৬৭, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২২৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১৬৩২. তিরমিযী ১২৮৯, আবূ দাউদ ১৭১০। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ **"তার উপর কোন গুনাহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"** এ আয়াত সম্পর্কে মুকাতিল বিন হায়্যান বলেন, "প্রয়োজনের তাগিদে যা খাওয়া হয় তার জন্য।"[১৬৩৩] সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন, "হারাম যা খাওয়া হয়েছে আল্লাহ তার জন্য ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল এ বিষয়ে যে, প্রয়োজনের সময় নিষিদ্ধকে তিনি জায়েয করেছেন"।[১৬৩৪] মাসরুক বলেছেন, 'যে চরম প্রয়োজনে পড়ে গেছে কিন্তু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করলনা, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১৬৩৫] এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জান বাঁচানোর তাগিদে মৃত জন্তু খাওয়া শুধু জায়েযই নয় বরং প্রয়োজন। 'আল কিয়াল হারাসী' নামে খ্যাত আবুল হাসান তাবারী বলেন- এটা আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মত। রোগীর জন্য রোযা ভংগ যেমন অপরিহার্য, নিরুপায় মুমূর্ষের জন্য তেমনি হারাম খাওয়া অপরিহার্য।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ مَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. কিতাব হতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা এটা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, এরা নিজেদের পেটে একমাত্র আগুন ভক্ষণ করে, ওদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না এবং ওদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং ওদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এরা এমন লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে, তারা আগুন সহ্য করতে কতই না ধৈর্যশীল!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (তাদের প্রতি শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছে) এজন্য যে, আল্লাহ্ই কিতাবকে সত্যরূপে নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করেছে তারা চরম মতভেদে পড়ে আছে।

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা গোপন করার জন্য ইয়াহূদীদের সমালোচনা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ **"কিতাব হতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা এটা গোপন করে"** অর্থাৎ ইয়াহূদীরা যারা মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কিত তাদের কিতাবের বর্ণনাকে গোপন করেছিল যা সবই তাঁর রাসূল ও নাবী হওয়ার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। তারা এ সংবাদ গোপন করেছিল যাতে আরব সমাজে তারা তাদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদার স্থান হারিয়ে না ফেলে, যেখানে তাদেরকে উপঢৌকন ও সম্মান দেয়া হত। অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা আশংকা করেছিল যে, মুহাম্মাদ সম্পর্কে তারা যা জানে তা যদি প্রকাশ করে দিত, তাহলে লোকেরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তাঁকে গ্রহণ করে নিত। কাজেই তারা সত্য গোপন করেছিল যাতে যে সামান্য কিছু তারা পাচ্ছিল তা বজায় থাকে আর এই সামান্য লাভের জন্য তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তারা হিদায়াত ও সত্যের অনুসরণ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তার প্রতি ঈমানের পরিবর্তে

১৬৩৩. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪০।
১৬৩৪. ইবনু আবী হাতিম ১/২৪০।
১৬৩৫. বায়হাকী ৯/৩৫৭।

তারা সামান্য যা লাভ করেছিল তাকেই পছন্দ করে নিয়েছিল। কাজেই তারা এ জীবনে ও আখিরাতে ব্যর্থতা ও ক্ষতিই লাভ করেছে। এ দুনিয়াতে স্পষ্ট নিদর্শন ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণের সাহায্যে আল্লাহ যে কোনভাবে তার রাসূল (ﷺ)-এর সত্যতা প্রকাশিত করবেন। কাজেই, ইয়াহূদীরা যাদের ব্যাপারে ভয় করছিল যে, তারা নাবী (ﷺ)-কে অনুসরণ করবে তাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করল এবং তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থকে পরিণত হল। এভাবে ইয়াহূদীরা আগেই যে অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিল তার উপর আবার রাগ প্রাপ্ত হল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে আরো বহুবার তাদের সমালোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ **"কিতাব হতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা এটা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে"** অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনের আনন্দ ও খুশি। আল্লাহ বলেন: ﴿أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ **"এরা নিজেদের পেটে একমাত্র আগুন ভক্ষণ করে"** অর্থাৎ, সত্য গোপন করার পরিবর্তে তারা যা ভক্ষণ করছে, পুনরুত্থান দিবসে তা তাদের পাকস্থলিতে জ্বলন্ত আগুনে পরিণত হবে। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

"যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো নিজেদের পেটে কেবল অগ্নিই ভক্ষণ করে, তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[১৬৩৬] এবং

৭২৮. (স্বহীহ): একটি স্বহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يشرب فِي آنية الذهب وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়।[১৬৩৭]

আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ **ওদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না এবং ওদেরকে পবিত্রও করবেন না; এবং ওদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি**। এর কারণ এই যে, সত্য গোপন করার কারণে আল্লাহ তাদের উপর খুবই রাগান্বিত। এজন্য তারা আল্লাহর রাগের উপযুক্ত, তাই আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না অর্থাৎ তিনি তাদের প্রশংসা করবেন না বরং তাদেরকে ভয়ানক শাস্তি আস্বাদন করাবেন।

৭২৯. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন, যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ (এর হাদীস থেকে) হোযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ [وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"

"রাসূল (সা) বলেছেন– আল্লাহ আ'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোকের দিকে তাকবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না ঃ এক- বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দুই- মিথ্যাবাদী শাসক, তিন- অহংকারী দরিদ্র।[১৬৩৮]

অতঃপর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ **"এরা এমন লোক, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে"**। তারা সঠিক পথের বিরোধিতা করেছিল অর্থাৎ, তাদের কিতাবে প্রাপ্ত নাবীর বর্ণনা প্রকাশ না ক'রে। তাঁর নুবুওতের সংবাদ এবং তাঁর আগমন সম্পর্কে

১৬৩৬. সূরাহ নিসা, ৪:১০।
১৬৩৭. বুখারী (পর্ব: পানীয়, অধ্যায়: রৌপ্যের পাত্রে পান করা) হা/৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫।
১৬৩৮. মুসলিম (পর্ব: ঈমান) হা/১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ৯৮৬৬।

পূর্বের নাবীদের ঘোষিত সুসংবাদ, তাঁকে অনুসরণ করা ও তাঁকে বিশ্বাস করা। এর পরিবর্তে তারা তাঁকে অমান্য ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'রে এবং তাদের কিতাবে উল্লেখিত তাঁর বর্ণনাকে লুকিয়ে রেখে ভ্রষ্টপথকেই পছন্দ করে নিয়েছিল।

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ **"ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করেছে"**। তারা ক্ষমার উপরে শাস্তিকেই বেছে নিয়েছিল তাদের কৃত পাপের কারণে। অতঃপর আল্লাহ বলেন: ﴿فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ **"তারা আগুন সহ্য করতে কতই না ধৈর্যশীল!"** আল্লাহ বলেছেন যে, তারা এমন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে যে, যারা তাদেরকে দেখবে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে যে, তারা এই প্রচণ্ড শাস্তি কিভাবে ভোগ করবে। এই মন্দ পরিণতি হতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ﴾ **"(তাদের প্রতি শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছে) এজন্য যে, আল্লাহ্ই কিতাবকে সত্যরূপে নাযিল করেছেন"** অর্থাৎ তারা এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত। কারণ আল্লাহ তাঁর নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর পূর্বের নাবীদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা সত্যকে জানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। তবুও তারা আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা করে। তাদের কিতাব তাদেরকে সত্য জানিয়ে দেয়ার ও ইল্ম বিস্তার করার নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু তারা সেই ইল্ম প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাদেরকে ভাল কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। তবুও, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান, অমান্য ও অবজ্ঞা করেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে তারা যে সত্য জেনেছিল তা গোপন করেছিল। এভাবে তারা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা করেছিল যা তিনি তাঁর রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন আর এজন্যই তারা ভয়ানক শাস্তির যোগ্য হয়েছিল।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝﴾

"(তাদের প্রতি শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছে) এজন্য যে, আল্লাহ্ই কিতাবকে সত্যরূপে নাযিল করেছেন আর যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করেছে তারা চরম মতভেদে পড়ে আছে।"

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

১৭৭. তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম -মিসকীন, মুসাফির ও যাচ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং স্বলাত কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় ওয়া'দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।

বির্র (পুণ্য, ধার্মিকতা)

শরীয়ত এবং সঠিক বিশ্বাস সম্পর্কে এ আয়াত বহু হিকমতে পরিপূর্ণ। যেমন:

৭৩০. ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) উবায়দ বিন হশিাম আল-হালাবী উবায়দুল্লাহ বিন আমর আমির বিন শুফায় আবদুল কারীম মুজাহিদ .... আবূ যার্র (রাঃ) "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কাকে বলে? জবাবে তিনি তাকে এ আয়াত পড়ে শুনালেন ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পড়লেন, তিনি তাঁকে আবারও একই প্রশ্ন করলে তিনি আবারও তা তিলাওয়াত করলেন। তৃতীয়বার তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন:

"إِذَا عَمِلْتَ حَسَنَةً أَحَبَّهَا قَلْبُكَ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً أَبْغَضَهَا قَلْبُكَ".

"যার কারণে তোমার অন্তর নেক কাজে খুশী ও বদ কাজে নাশোখ হবে"।[১৬৩৯] হাদীসটি ছিন্ন সূত্রের। কারণ, মুজাহিদ আবু যার (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পান নাই। তিনি অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন।

৭৩১. মাসঊদী বলেনঃ কাসিম বিন আবদুর রহমান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি আবু যার্র (রাঃ) এর কাছে এসে প্রশ্ন করল, ঈমান কী জিনিস? তিনি তদুত্তরে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পড়লেন, আয়াত তিলাওয়াত শেষ হলে লোকটি আবার প্রশ্ন করল, আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করলাম তা কি পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত না? তখন আবু যার্র (রাঃ) বললেন, তুমি আমার কাছে এসে যে প্রশ্ন করেছ, ঠিক সেই প্রশ্নটি এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কেও করেছিল। তখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছিলেন। **কিন্তু তোমার মতই সেই লোকটিও তৃপ্ত হতে না পেরে** আবার প্রশ্ন করেছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) **বললেন, "ঈমানদার ব্যক্তি যখন কোন নেক কাজ করে তার অন্তর পুলকিত হয় ও সেটার পুরস্কার আশা করে আর যখনই কোন** পাপ কাজ করে ফেলে, তখন তার অন্তর বিষণ্ন হয় ও সেটার জন্য শাস্তির আশংকা করে।"[১৬৪০] এ হাদীসটিও ইবনু মারদুবিয়া বর্ণনা করেন এবং এ সানাদেও ইনকিতা' হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গেলে, আল্লাহ মু'মিনদের সলাতের মধ্যে প্রথমে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করতে বলেছেন, অতঃপর কা'বার দিকে। এই পরিবর্তন কতক আহলে কিতাবের জন্য এমনকি কতক মুসলিমের জন্য কঠিন ছিল। অতঃপর আল্লাহ এই পরিবর্তনের পিছনে হিকমত স্পষ্ট করার জন্য আয়াত অবতীর্ণ করলেন অর্থাৎ আল্লাহকে মান্য করা, তাঁর আদেশকে আঁকড়ে ধরা, যে দিকে মুখ করতে বলেন সে দিকে মুখ করা, যা বিধান দেন তা বাস্তবায়িত করা, সেটাই লক্ষ্যবস্তু। এটাই বিরর, তাকওয়া এবং পূর্ণ বিশ্বাস। সৎকাজ বা মান্য করার জন্য পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করার দরকার করে না যদি না আল্লাহ তার বিধান দেন। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ ও শেষ দিবসে"** তেমনি আল্লাহ কুরবানী

১৬৩৯. মুসতাদরাক ৩০৭৭, তিনি বলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন, এটা কী করে সম্ভব? অথচ হাদীসটি মুনকাতি'। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী স্বীয় 'মাতালিবুল আলিয়াহ' গ্রন্থে (৩৫৪২) বলেন, এটি মুরসাল সহীহ।

১৬৪০. 'মাতালিবুল আলিয়াহ' (২৯১৬), আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, এই সানাদটিও মুনকাতি'। এক্ষেত্রে মুজাহিদের সানাদটি বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ, মুজাহিদ সিকাহ কিন্তু অপর সানাদে কাসিম বিন আবদুর রহমান সমালোচিত একজন রাবী।

সম্পর্কে বলেছেন ঃ ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ **"আল্লাহ্‌র কাছে ওগুলোর না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"**[১৬৪১]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আওফী বর্ণনা করেনঃ "তোমরা শুধু স্বলাত পড়বে, অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করবে না, তা কোনই পুণ্য নয়। এটা তো ছিল মক্কা হতে মদীনায় আসার পূর্ব পর্যন্ত হুকুম। মদীনায় আসার পর আল্লাহ তা'আলা বিবিধ ফরয আহকাম ও দন্ডবিধি নাযিল করেন এবং তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন।" দহ্‌হাক ও মুকাতিল অনুরূপ বর্ণনা করেছেন

আবূ আলিয়াহ বলেছেন, "ইয়াহূদীরা তাদের কিবলার জন্য পশ্চিম দিকে মুখ করত, আর খ্রীষ্টানরা তাদের কিবলার জন্য পূর্ব দিকে মুখ করত। তাই আল্লাহ বললেন ঃ ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ **"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোন কল্যাণ নেই"** অর্থাৎ, এটা ঈমান আর তার মূল হল তার বাস্তবায়ন।" একই কথা হাসান এবং রাবী' বিন আনাস বলেছেন। স্বাউরী পাঠ করতেন ঃ ﴿وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ **"বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি"** এবং বলতেন অতঃপর আসছে পুণ্যের প্রকারভেদ। তিনি সত্যই বলেছেন। সত্যই, যারা আয়াতে উল্লেখিত গুণগুলো অর্জন করবে, তারা ইসলামের সকল দিককে গ্রহণ করবে এবং যাবতীয় সৎকাজ বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহতে বিশ্বাস এইভাবে যে, একমাত্র তিনিই 'ইবাদতের যোগ্য এবং আল্লাহ ও রসূলদের মাঝে দূত হিসেবে ফেরেশ্‌তাদের প্রতি বিশ্বাস। ﴿وَالْكِتَابِ﴾ "কিতাবগুলো" নাবীদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর কিতাব যা চূড়ান্ত হয়েছে মহা সম্মানিত কিতাব কুরআনের মাধ্যমে। কুরআন পূর্বের সকল কিতাবের স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এতে সকল প্রকার সৎ কাজের উল্লেখ আছে, আছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের সন্ধান। কুরআন পূর্বের সকল কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে এবং প্রথম নাবী হতে সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকল নাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি শান্তি ও রহমাত বর্ষণ করুন।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ **"এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ দান করবে"** এখানে **তাদেরকে বুঝাচ্ছে যারা অর্থ বিলিয়ে দেয় এমন অবস্থায়** যে, তারা তার আকাঙ্ক্ষা করে ও তা ভালবাসে।

৭৩২. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে, আবূ হুরাইরাহ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ

সর্বোত্তম দান হল সুস্থ-সবল অবস্থায় সম্পদের প্রচণ্ড মায়া ও ধনী হওয়ার উদগ্র বাসনা নিয়ে দরিদ্রের আশংকা থাকা সত্ত্বেও দান করা।[১৬৪২]

৭৩৩. হাকিম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন, ০[শু'বাহ (এর হাদীস্র থেকে) ও স্বাওরী](মানসূর](যুবায়দ](মুররাহ](ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ **"এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ দান করবে"** অর্থাৎ উত্তম সাদাকা হল তুমি এমন অবস্থায় দান করছ যে, তুমি সুস্থ, সম্পদলিপ্সু, ধনাঢ্যতা প্রিয় ও দারিদ্র ভীতু।[১৬৪৩] তিনি (হাকিম) বলেন, হাদীস্রটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। কিন্তু তারা উভয়ে সেটি বর্ণনা করেননি।

১৬৪১. সূরাহ হজ্জ, ২২:৩৭।

১৬৪২. বুখারী (পর্ব: যাকাত, অধ্যায়: কোন্ প্রকারের সদাকাহ (দান-খয়রাত) উত্তম; সুস্থ, কৃপণ কর্তৃক সদাকাহ প্রদান), হা/১৪১৯, মুসলিম ১০৩২, নাসাঈ ২৫৪২, ৩৬১১, আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ ৭১১৯, ৭৩৫৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৪৩. মুসতাদরাক (২/২৭২ কিতাবুত তাফসীর), তিনি বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। কিন্তু তারা উভয়ে সেটি বর্ণনা করেননি। হাকিম বলেন, হাদীস্রটি মারফূ' সূত্রে আমি দেখিনি আমার জানামতে হাদীস্রটি মাওকূফ। মাজমা' আয যাওয়াইদ (১০৮৪৩) সেখানেও হাদীস্রটিকে মাওকূফ বলা হয়েছে। ইবনু কাস্রীর বলেন, হাদীস্রটি মারফূ' নয়।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি:** ৹{ওয়াকী'}{আল-আ'মাশ ও সুফইয়ান}{যুবায়দ}{মুররাহ}{ইবনু মাসউদ (রাঃ)}৹ মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আর এটি অধিক বিশুদ্ধ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝﴾

"আর তারা আল্লাহ্র প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। তারা বলে– আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি কেবল আল্লাহ্র চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের জন্য, আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না, চাই না কোন কৃতজ্ঞতা (জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ)।"[১৬৪৪] এবং

﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

"তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কক্ষনো পুণ্য লাভ করবে না।"[১৬৪৫]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ **"আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়– নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন।"**[১৬৪৬] আরো মর্যাদাসম্পন্নদেরকে বুঝাচ্ছে, কারণ এই লোকেরা বিলিয়ে দেয় যা তাদেরই দরকার আর পূর্বের আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা বিলিয়ে দেয় যা আরো পাওয়ার জন্য তারা লোভ করে (কিন্তু তাদের দরকার নেই)।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ **"নিকটাত্মীয়দেরকে"**। মানুষের আত্মীয়স্বজন বুঝাচ্ছে কারো দানে যাদের বেশি অধিকার আছে।

৭৩৪. (স্বহীহ্): যেমন হাদীস্নে প্রমাণিত:

"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِكَ وَبِبِرِّكَ وَإِعْطَائِكَ

গরীবদেরকে যে সদাকা দেয়া হয় তা দান, আর আত্মীয়দেরকে যে সদাকাহ দেয়া হয় তা একই সঙ্গে সদাকাহ এবং সিলাহ্ (আত্মীয়তা রক্ষা) কারণ তারা তোমার এবং তোমার দয়ার এবং তোমার দানের সবচেয়ে বেশি হকদার।[১৬৪৭] আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে আত্মীয়দের প্রতি দয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ **এতিমদের প্রতি**। এতিম এমন ছেলেপুলে যাদের দেখাশুনার কেউ নেই, তারা ছোট অবস্থায় পিতাকে হারিয়েছে। তারা দুর্বল এবং নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে অক্ষম, কেননা তারা কর্মক্ষমতা ও সাবালকত্বের বয়সে পৌঁছেনি।

৭৩৫. (হাসান): আবদুর রায্যাক জানিয়েছেন ৹{মা'মার}{জুওয়ায়বির (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)}{দহহাক}{নায্যাল বিন সাবরাহ}{আলী (রাঃ)}৹ বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ অর্থাৎ বালিগ হওয়ার পর আর ইয়াতীম থাকে না।[১৬৪৮]

﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ **"এবং মিসকীনদেরকে"**। মিসকীন এমন লোক যার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যবস্ত্র নাই, কিংবা বসস্থান নাই। কাজেই মিসকিনকে দ্রব্যাদি দিতে হবে যাতে সে নিজের প্রয়োজন যথেষ্টভাবে মিটাতে পারে।

১৬৪৪. সূরাহ দাহ্র, ৭৬:৮-৯।

১৬৪৫. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৯২।

১৬৪৬. সূরাহ হাশর, ৫৯:৯।

১৬৪৭. তিরমিযী (পর্ব: যাকাত) হা/ ৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৮৪৪, নাসাঈ ২৫৮১, দারিমী ১৬৮০, ১৬৮১, আহমাদ ২/২১৪। তাহকীকঃ স্বহীহ।

১৬৪৮. মুস্রান্নাফ আবদুর রায্যাক ৬/৪১৬। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, সানাদে জুওয়ায়বির প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কিন্তু তার শাহিদ পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন: আবূ দাঊদ (২৮৭৩), তাহাবী কর্তৃক রচিত 'আল-মুশকিল' (১/২৮০), বায়হাকী (৭/৩২০), আল-খাতীব (৫/২৯৯), হাদীস্রটি তিনটি সানাদে আলী (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে একটি সনাদ দুর্বল। সেই সানাদের মাঝে হারাম বিন উস্রমান রয়েছেন যিনি দুর্বল। **তাহকীকঃ** মাতানটি হাসান।

৭৩৬. (স্বহীহ্‌): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে আবূ হুরায়রাহ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الذي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدق عَلَيْهِ

অর্থাৎ যারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে একটি বা দুটি খেজুর আর এক লোকমা বা দু লোকমা খাবার কুড়িয়ে খায়, তারা মিসকীন নয়। পক্ষান্তরে যারা পরমুখাপেক্ষী হওয়ার মত বিত্তহীন নয়, অথচ যা আছে তাতে ন্যূনতম অভাব মিটছে না, তারাই মিসকীন।[১৬৪৯]

﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ **"পথিককে"**। প্রয়োজনশীল পথিক যার টাকা ফুরিয়ে গেছে, তাই তাকে এত পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে তার নিজ স্থানে ফিরে যেতে পারে। এটা তার জন্য প্রযোজ্য যে কোন জায়েয ভ্রমণে বের হচ্ছে, তাকে দিতে হবে যা তার যাওয়া আসার জন্য দরকার। অতিথিরা এই পর্যায়ভুক্ত। আলী বিন আবূ তালহাহ্‌ জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "ইবনু সাবিল মুসলিমদের অতিথি।"[১৬৫০] মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ জা'ফার বাকির, হাসান, কাতাদাহ্‌, দহ্‌হাক, যুহরী, রবী' বিন আনাস এবং মুকাতিল বিন হায়্যান একই রকম বলেছেন।[১৬৫১]

﴿وَالسَّآئِلِيْنَ﴾ **"আর যাচঞাকারীকে"** তাদেরকে বুঝায় যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে এবং তাদেরকে যাকাত এবং সাধারণ দান দেয়া হয়। যেমন:

৭৩৭. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ওয়াকী' ও আবদুর রহমান⟩সুফইয়ান⟩মুস্‌আব বিন মুহম্মাদ⟩ ইয়া'লা বিন আবূ ইয়াহইয়া (মাজহূল)⟩ফাতিমাহ বিনতে হুসায়ন⟩তার পিতা হুসায়ন বিন আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ" "ভিক্ষুক অশ্বারোহণে আসলেও ভিক্ষা পাওয়ার অধিকারী।"[১৬৫২]

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ **"এবং বন্দী মুক্তির জন্য"**। ঐ সকল বন্দী যারা মুক্ত হতে চায় কিন্তু তার জন্য **প্রয়োজনীয় টাকা তাদের নেই। সূরা বাকারাহর এ সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীরে আমরা এসব বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রকারের উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ।**

৭৩৮. (স্বহীহ্‌): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩ইয়াহইয়া বিন আবদুল হামীদ⟩ শারীক⟩আবূ হামযাহ⟩আশ শা'বী⟩ফাতিমাহ বিনতে কায়স (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম, أَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ؟ قَالَتْ: فَتَلَا عَلَيَّ {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}

যাকাত ছাড়াও সম্পদ হতে অন্য কিছু দেয় রয়েছে কি? তদুত্তরে তিনি ﴿وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ﴾ **"এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ দান করবে"** আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"[১৬৫৩]

৭৩৯. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়াহ বর্ণনা করেছেন, আদাম বিন আবূ ইয়াস (এর হাদীস্ব থেকে) ও ইয়াহইয়া বিন আবদুল হামীদ⟩শারীক⟩আবূ হামযাহ (দুর্বল)⟩আশ শা'বী⟩ফাতিমাহ বিনতে কায়স (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

১৬৪৯. বুখারী ১৪৭৯, মুসলিম ১০৩৯। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১৬৫০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৫৯।

১৬৫১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৬০।

১৬৫২. আবূ দাউদ ১৬৬৫, আবূ ইয়া'লা ৬৭৮৪, সিলসিলাতুল আহাদীস্ব আল-ওয়াহিয়াহ (১/২৪৬/হা ১৩৯), সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৭৮, দঈফ আবূ দাউদ ২৯৪। সানাদে ইয়া'লা বিন আবূ ইয়াহইয়া মাজহূল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৬৫৩. বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯।

"فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" ثُمَّ تَلَا {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَفِي الرِّقَابِ}

যাকাত ছাড়াও সম্পদ হতে দেয়ার হক্ব রয়েছে। অতঃপর তিনি ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ আয়াতটি ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।[১৬৫৪]

হাদীসটি ইবনু মাজাহ ও তিরমিযীতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবূ হামযাকে দুর্বল রাবী বলে গণ্য করা হয়। তবে শা'বী হতে পর্যায়ক্রমে ইবনু সালিম ইসমাঈল এবং সাইয়ারও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ﴾ **"আর সলাত কায়েম করে"** অর্থাৎ যারা সময়মত সলাত আদায় করে আর তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়, রুকু', সাজদা এবং প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও বিনয় আল্লাহ যা চান। আল্লাহর বাণী: ﴿وَءَاتَى الزَّكَوٰةَ﴾ **"যাকাত দেয়"** অর্থাৎ আত্মার সংশোধন ও নিকৃষ্ট স্বভাব হতে তা পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝﴾

"সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে।"[১৬৫৫] ফিরাউনকে কেন্দ্র করে মূসা (আলায়হিস সালাম) এর কথা (যা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন):

﴿هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۝ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝﴾

"তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাই যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?" আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ﴾

"যে সকল মুশরিক যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম" অর্থাৎ যারা শিরক হতে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে না, তাদের জন্য ওয়াইল দোযখ।

সাঈদ বিন জুবায়র ও মুকাতিল বিন হায়্যান বলেন, এখানে যাকাত বলতে সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তা সম্পদের সাদাকা সম্পর্কিত ছিল অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিদানের আশায় অতিরিক্ত দান সম্পর্কিত।

৭৪০. (দঈফ): পূর্বে বর্ণিত ফাতিমাহ বিনতে কায়সের হাদীসেও তাই বর্ণিত হয়েছে: أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ যাকাত ছাড়াও সম্পদ হতে দেয়ার হক্ব রয়েছে।[১৬৫৬] আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟﴾ **"যারা তাদের ও'য়াদা পূর্ণ করে যখন তারা ও'য়াদা করে"** এ কথার মত ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَٰقَ ۝﴾ **"যারা আল্লাহ্‌কে দেয়া তাদের ও'য়াদা রক্ষা করে আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।"**[১৬৫৭] এর বিপরীত বৈশিষ্ট্য মুনাফিকী।

৭৪১. (সহীহ): যা একটি হাদীসে পাওয়া যায় ঃ

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ."

মুনাফিকীর নিদর্শন তিনটি ঃ যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানাত করে।[১৬৫৮]

১৬৫৪. তিরমিযী ৬৫৯, ইবনু মাজাহ ১৭৮৯, সানাদে আবূ হামযাহ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৬৫৫. সূরাহ শামস, ৯১:৯-১০।

১৬৫৬. তিরমিযী ৬৫৯, ইবনু মাজাহ ১৭৮৯, দারিমী ১৬৩৭, সানাদে আবূ হামযাহ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৬৫৭. সূরাহ রা'দ, ১৩:২০।

৭৪২. (সহীহ): অন্য একটি বর্ণনায় আছে, "إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ" যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, বাদানুবাদে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে।[১৬৫৯]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ﴾ **"এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে"** অর্থাৎ রোগশোকের সময়, ﴿وَحِيْنَ الْبَأْسِ﴾ **"সংকটে"** অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুর সম্মুখীন হয় যেমনটি ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, আবূ 'আলীয়্যাহ,[১৬৬০] মুররাহ হামদানী,[১৬৬১] মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান, কাতাদাহ,[১৬৬২] রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী, মুকাতিল বিন হায়্যান, আবূ মালিক,[১৬৬৩] দহ্হাক এবং অন্যেরা বলেছেন।[১৬৬৪] তাদেরকে এখানে ধৈর্যশীল বলা এক ধরণের প্রশংসা, দুর্ভোগ ও ক্লেশের এই সকল অবস্থায় ধৈর্যের গুরুত্বের কারণে। আল্লাহই ভাল জানেন, তাঁর কাছে আমরা সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরই নির্ভর করি।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا﴾ **"এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ"** অর্থাৎ যারা এ সকল গুণ অর্জন করে তাদের বিশ্বাসে তারাই সত্যবাদী। কারণ তারা তাদের অন্তরে ঈমান লাভ করেছে এবং কাজ ও কথায় উপলব্ধি করেছে। কাজেই তারা সত্যবাদী ﴿وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ﴾ **"আর এ লোকেরাই মুত্তাকী"**, কারণ তারা নিষেধাজ্ঞাসমূহ বর্জন করেছে এবং নির্দেশসমূহ পালন করেছে।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক, অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ ক'রে দেয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়, এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ, এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে হে জ্ঞানী সমাজ! (হত্যানুষ্ঠান হতে) তোমরা নিবৃত্ত থাক।

১৬৫৮. বুখারী ৩৩, ২৬৮২, মুসলিম ৫৯, তিরমিযী ২৬৩৩, নাসাঈ ৫০২১, আহমাদ ৮৯১৩। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৫৯. হাদীসটি আবদুল্লাহ বিন আমর এর হাদীসের একটি অংশ যা বর্ণনা করেছেন, বুখারী ৩৪, মুসলিম ৫৮, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, তিরমিযী ২৬৩২, ইবনু হিব্বান ২৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৬৬০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭০।

১৬৬১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭১।

১৬৬২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭০।

১৬৬৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭১।

১৬৬৪. তাবারী ৩/৩৫৫।

কিসাসের বিধানের নির্দেশ এবং এর পিছনে হিকমত

আল্লাহ বলেছেন ঃ হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের উপর কিসাসের বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে (হত্যার ক্ষেত্রে) হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি হলে তাকেই, হত্যাকারী দাস হলে তাকেই, এবং হত্যাকারী নারী হলে তাকেই। কাজেই নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করনা যেমন তোমাদের পূর্বে অন্যেরা সেগুলো লঙ্ঘন করেছিল এবং আল্লাহ তাদের জন্য যে বিধান দিয়েছিলেন তা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এ কথার পেছনে কারণ এই যে, বানু নাযীর (ইয়াহূদী গোত্র) কুরাইযাহ (আরেকটি ইয়াহূদী গোত্র) এর উপর জাহিলিয়্যাতের যুগে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তাদেরকে পরাজিত করেছিল। কাজেই (তারা একটি আইন করেছিল যে) যখন নাযীর-এর কোন লোক কুরাইযার কোন লোককে হত্যা করে, এর প্রতিশোধে তাকে হত্যা করা যাবেনা কেবল একশত ওয়াসাক খেজুর দিতে হবে। কিন্তু কুরায়যার কোন লোক যখন নাযীরের কোন লোককে হত্যা করে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু নাযীর চাইলে সে রক্তমূল্য দিবে, এক্ষেত্রে কুরাইযাহ দুই শত ওয়াসাক খেজুর দিবে। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে হবে এবং পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিকারক লোকের পথ বর্জন করতে হবে যারা কুফরী ও সীমালঙ্ঘন বশতঃ আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা ও পরিবর্তন করে। আল্লাহ বলেন ঃ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ﴾ **"তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক।"**

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন, আবূ যুরআহ ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়র আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ আতা' বিন দীনার সাঈদ বিন জুবায়র (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে"** অর্থাৎ যখন ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে তখন স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তির বদলা নেয়া হবে। ইসলামের অভ্যূদয়ের প্রাক্কালে জাহেলী যুগে প্রায়ই আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড চলত। তখন একটি গোত্র অপর এক গোত্রের কিছু নারী ও দাস হত্যা করেছিল। ইত্যবসরে ইসলাম আসায় তারা মুসলমান হল। কিন্তু উক্ত হত্যা কার্যের প্রতিশোধ স্পৃহা তখনও তাদের ভিতর জাগ্রত ছিল। তাই যখন তাদের সংখ্যা ও সম্পদ বাড়ল, তখন তারা ঘোষণা করল, আমরা আমাদের নিহত নারী ও ক্রীতদাসের বদলা নিব তাদের পুরুষ ও স্বাধীন লোকদের হত্যা করে। তাদের এই অন্যায় সংকল্প উপলক্ষেই নাযিল হলঃ ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ﴾ **"স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক।"** এ আয়াত দ্বারা ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ "জানের বদলে জান" কথাটি রহিত হয়ে গেছে।[১৬৬৫]

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন, الْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ অর্থাৎ এই নির্দেশের আলোকে তারা নিহত নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করত না, বরং নিহত পুরুষের বদলে যে কোন পুরুষ এবং নিহত নারীর বদলে যে কোন নারী হত্যা করত। তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হল: ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ অর্থাৎ জীবনের বদলা জীবন ও চক্ষুর বদলা চক্ষু নেয়া হবে। সুতরাং স্বেচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে স্বাধীন, পরাধীন, পুরুষ, নারী যাই হোক না কেন, তার প্রাণদণ্ড হবে। তেমনি অঙ্গ হানি ঘটানোর ব্যাপারেও নির্দিষ্ট অঙ্গের বদলে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে নির্দিষ্ট অঙ্গ গ্রহণ করা হবে। আবূ মালিক হতেও বর্ণিত হয়েছে যে, ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ আয়াত দ্বারা ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ আয়াতটি রহিত করা হয়েছে।

১৬৬৫. মাইদাহ, ৫:৪৫।

মাসআলাহঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মতে দাস হত্যার বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। কারণ, সূরা মাইদার আয়াতেই ব্যাপকতা বিদ্যমান। সুফইয়ান আস্স স্রাওরী, ইবনু আবী লায়লা, দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখের অভিমতও তাই। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইবরাহীম আন নাখঈ, কাতাদাহ ও হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)ও এ মতের অনুসারী।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), আলী ইবনুল মাদিনী, ইব্রাহীম নাখঈ ও স্রাওরী বর্ণনা করেছেন, যে وَيُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ দাস হত্যার অভিযোগে হত্যাকারী মনিবকে হত্যা করা যাবে।

৭৪৩. (দঈফ): সামুরাহ হতে বর্ণিত আল-হাসানের ব্যাপকার্থক হাদীস্র:

"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ"

যদি কেউ তার দাসকে হত্যা করে, আমরা তাকে হত্যা করব; যদি তার নাক কাটে, আমরা তার নাক কাটব ও যদি তাকে খাসী করে আমরা তাকে খাসী করব।[১৬৬৬] তবে জামহূর উলামাগণ তাদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, দাস হত্যার অভিযোগে স্বাধীন ব্যাক্তিকে হত্যা করা হবে না। কারণ, দাস হলো পণ্যস্বরূপ। যদি কেউ ভুলক্রমে দাসকে হত্যা করে তাহলে তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় না: বরং তার মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব। তাছাড়া প্রভুর হাতে দাসের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদির কোন ক্ষতি হলে তার কিসাস গ্রহণের হুকুম নেই। সুতরাং স্বেচ্ছায় দাস হত্যার ব্যাপারেও এ নীতি স্বভাবতই প্রযোজ্য হবে।

জামহূর উলামা আরও বলেন, কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাবে না। তারা এর সমর্থনে বুখারীতে বর্ণিত:

৭৪৪. (স্বহীহ): আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস্র পেশ করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" অর্থাৎ কোন কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাবে না।[১৬৬৭] এ হাদীস্রের পরিপন্থী কোন হাদীস্র বর্ণিত হয়নি এবং এর কেউ কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করেননি। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানিফাহ মনে করতেন, কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাবে। কারণ, সূরা মাইদাহর আয়াত ব্যাপকার্থক।

মাসআলাহঃ আল হাসান ও আতা' বলেনঃ নারীর বদলে পুরুষ হত্যা করা যাবে না এ আয়াতের দলীলের ভিত্তিতে। তবে জমহুর উলামা এ মতের বিরোধী। তারাও সূরা মাইদার আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাছাড়াও এ হাদীস্রটি পেশ করেনঃ

৭৪৫. (হাসান স্বহীহ): রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" অর্থাৎ মুসলমানের রক্তের দাম সকলের সমান।[১৬৬৮]

লায়স্র বলেনঃ বিশেষত যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করে তা হলে স্ত্রী হত্যার বদলে স্বামীকে হত্যা করা যাবে না।

১৬৬৬. আবূ দাঊদ ৪৫১৫, ইবনু মাজাহ ২৬৬৩, তিরমিযী ১৪১৪, নাসাঈ ৪৭৩৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৬৯৩৯, ৬৯৪০, ৬৯৪১, মুসনাদ আত তয়ালিসী ৯০৫, সকলে হাসান থেকে তিনি সামুরাহ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক (৮১৩) হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম বায়হাকী বলেন, হাসান সামুরাহ থেকে আকীকার হাদীস্র ছাড়া হাদীস্র শ্রবণ করেননি। সুতরাং হাদীস্রের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৬৬৭. বুখারী (পর্ব: ইলম (জ্ঞান), অধ্যায়: ইল্ম লিপিবদ্ধ করা।) হা/১১১, মুসলিম ১৩৭০, আবূ দাঊদ ২০৩৫, তিরমিযী ২১২৭, ইবনু মাজাহ ২৬৫৮, ইবনু হিব্বান ৩৭১৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৬৮. আবূ দাঊদ ৪৫৩১, ইবনু মাজাহ ২৬৫৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৬৫৮, স্বহীহ আল-জামি' ৬৭১২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

মাসআলাহঃ চার ইমাম (আবু হানিফাহ, মালিক, শাফেঈ, এবং আহমাদ) এবং অধিকাংশ বিদ্বানগণ বলেছেন একনজকে হত্যা করার জন্য একটি দলকে হত্যা করা যাবে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি বালক সম্পর্কে বলেছিলেন যে সাত ব্যক্তি দ্বারা নিহত হয়েছিল– "যদি 'স্নআ' গোত্রের সকল লোক তাকে হত্যায় জড়িত থাকে, আমি তাদের সকলকে হত্যা করব।" সে সময়ের সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোন বিরুদ্ধ মত পাওয়া যায়নি, যার ফলে সেটি প্রায় ইজমা সংগঠিত করে। ইমাম আহমাদের প্রতি একটি মত আরোপ করা হয় যে, একজনকে হত্যা করার জন্য একটি দলকে হত্যা করা যাবেনা। ইবনু মুনযিরও এ মতটি মুআয, ইবন যুবায়র, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান, যুহরী, ইবনু সিরীন এবং হাবিব বিন আবু স্বাবিত এর উপর আরোপ করেছেন। অতঃপর ইবনুল মুনযির বলেন- এ মতটিই বিশুদ্ধ। এক ব্যক্তির জন্য একদলকে হত্যার সমর্থনে কোন দলীল নাই। ইবনু যুবায়ের যখন এ মত পোষণ করেন, তখন সাহাবাদের মতৈক্যের প্রশ্ন ওঠে না এবং সাহাবাদের মতৈক্য ছাড়া ইজমা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ **"অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ ক'রে দেয়া হয়, সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়"** এখানে রক্ত মূল্য গ্রহণ করাকে বুঝাচ্ছে (নিহতের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক হত্যাকারীকে ক্ষমা করার পরিবর্তে) ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে। এ মতটি আবু আলীয়্যাহ, আবু শা'স্সা', মুজাহিদ,[১৬৬৯] সাঈদ বিন জুবায়র,[১৬৭০] আতা',[১৬৭১] হাসান,[১৬৭২] কাতাদাহ,[১৬৭৩] এবং মুকাতিল বিন হায়্যানের প্রতি আরোপ করা হয়েছে।[১৬৭৪] দাহহাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ **অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ করে দেয়া হয়,** হত্যাকারীকে তার ভাই ক্ষমা করে দেয় (অর্থাৎ নিহতের আত্মীয়) এবং (হত্যাকারীর বিরুদ্ধে) মূল শাস্তি হলে দিয়্যত গ্রহণ করা, এটাই আফওয়া (আয়াতে উল্লেখিত ক্ষমা)।"[১৬৭৫]

আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ **"সে অবস্থায় যথাযথ বিধির অনুসরণ করা"** অর্থাৎ (নিহতের) আত্মীয় যখন রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে রাজী হয়, সে দয়ার সঙ্গে তার ন্যায্য পাওনা গ্রহণ করবে, ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ **"ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় করা বিধেয়"** অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্ষতি বা অর্থ প্রদানকে বাধাগ্রস্ত না ক'রে হত্যাকারী মীমাংসার শর্তাবলী মেনে নিবে।

হাকিম বর্ণনা করেছেন, ◊(সুফইয়ান (এর হাদীস্ব থেকে))(আমর)(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বর্ণনা করেন, 'হত্যাকারী যথাযথভাবে দিয়াত আদায় করবে।' সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ শা'স্সা', জাবির বিন যায়দ, হাসান, কাতাদাহ, আতা' খোরাসানী, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী ও মাকাতিল ইবনু হায়্যানও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

মাসআলাহঃ ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনুল কাসিম এর এক রেওয়ায়াতে বলেছেন, আর সেটি মাশহূর, ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তাঁর সহচরবৃন্দ, ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম আহমাদের অন্যতম অভিমত

১৬৬৯. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৮।
১৬৭০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৯।
১৬৭১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৮।
১৬৭২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৯।
১৬৭৩. তাবারী ৩/৩৬৮।
১৬৭৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৯।
১৬৭৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৮০।

অনুসারে নিহতের অভিভাবক হন্তার সম্মতি ব্যতীত কিসাসের বদলে তার নিকট হতে দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে না। অবশিষ্ট ফিকাহবিদগণ দিয়াত গ্রহণের বেলায় হন্তার সম্মতি জরুরী মনে করেন না।

মাসআলাহঃ পূর্বসূরিদের একদল বলেনঃ নারী হত্যার ব্যাপারে দিয়াত প্রযোজ্য নয়। আল হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনু শিবরিমা, লায়স ও আওযাঈসহ পরবর্তী অবশিষ্ট আলেমগণও এ মত পোষণ করেন।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ **"এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ"** অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যে বিধান তোমাকে রক্তপণ গ্রহণের অনুমতি দেয় তা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ছাড় ও দয়াবিশেষ। যারা তোমার সামনে আছে তাদের জন্য এটা হালকা করে দিচ্ছে তাদের করণীয় যা হচ্ছে প্রধান শাস্তি প্রয়োগ করা নয়তো ক্ষমা করে দেয়া। যেমন সাঈদ বিন মানসূর জানিয়েছেন যে, «[সুফইয়ান][আমর বিন দীনার][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]» বলেছেন "হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান প্রয়োগ করতে হত এবং (রক্তপণের বিনিময়ে) ক্ষমা করে দেয়ার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ এই (মুসলিম) উম্মাহ্কে বলেছেন ঃ

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾

"তোমাদের প্রতি নিহতদের কিসাস সম্পর্কে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, গোলামের বদলে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোক, অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু অংশ মাফ ক'রে দেয়া হয়" তাই, 'ক্ষমা' অর্থ ইচ্ছাকৃত হত্যা করার ক্ষেত্রে রক্তমূল্য গ্রহণ করা।[১৬৭৬]

তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কিসাস ফরদ ছিল, কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করে তোমাদের উপর তা হালকা করে দিয়েছেন, তাই এটা যথাযথভাবে অনুসৃত ও সুষ্ঠুভাবে আদায় হওয়া উচিত। আমর বিন দীনার হতে একাধিক বর্ণনায় এটাই বিবৃত হয়েছে। ইবনু হিব্বান তার সহীহ সংকলনে এটি উদ্ধৃত করেছেন।[১৬৭৭] **ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ এটি বর্ণনা করেছেন। একটি জামাআত মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেন।**

কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ ﴿ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ **"এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ"**। রক্তমূল্যের বিধান দিয়ে আল্লাহ এ উম্মাতের প্রতি রহম করেছেন যা পূর্বে কোন জাতিকে দেয়া হয়নি। তাওরাতের লোকেদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল হয় দণ্ডবিধি (হত্যার জন্য হত্যা) প্রয়োগ করতে হবে নতুবা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে হবে। তাদের জন্য রক্তমূল্য গ্রহণ জায়েয ছিল না। ইনজিলের লোকেদের বিধান দেয়া হয়েছিল (হত্যাকারীকে) ক্ষমা করে দেয়ার (তাদের জন্য রক্তমূল্যের বিধান দেয়া হয়নি)। এই (মুসলিম) উম্মতকে অনুমতি দেয়া হয়েছে দণ্ডবিধি (কার্যকর) করার অথবা ক্ষমা করে রক্তমূল্য গ্রহণ করার। একই কথা সাঈদ বিন জুবায়র ও মুকাতিল বিন হাইয়্যান বর্ণনা করেছেন।[১৬৭৮] রাবী' বিন আনাস থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৬৭৯]

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ **"এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"** অর্থাৎ যারা রক্তমূল্য গ্রহণ করার পরেও প্রতিশোধে হত্যা করে, তারা

১৬৭৬. সুনান সাঈদ বিন মানসূর ২/৬৫২।
১৬৭৭. সহীহ ইবনু হিব্বান ৭/৬০১।
১৬৭৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৮৪।
১৬৭৯. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৮৫।

আল্লাহর নিকট হতে যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে। একই কথা বলা হয়েছে ইবনু আব্বাস,[১৬৮০] মুজাহিদ, আতা', ইকরিমাহ, হাসান,[১৬৮১] কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস, সুদ্দী এবং মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে।[১৬৮২]

৭৪৬. (দঈফ): যেমন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ০(হারিস বিন ফুদায়ল)(সুফইয়ান বিন আবুল আওজা')(আবূ শুরায়হ আল-খুযাঈ)০ বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ؛ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ. وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا"

যদি কোন ব্যক্তির কেউ নিহত অথবা আহত হয়, তাহলে তার তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছে। হয় সে কিসাস গ্রহণ করবে, নতুবা দিয়াত গ্রহণ করবে, অন্যথায় ক্ষমা করবে। এটা ছাড়া যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা করতে চায়, তা হলে তাকে বাধা দান কর। উক্ত তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের পর যদি কেউ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়, তা হলে সেটা বাড়াবাড়ি হবে এবং সেটার পরিণতি হবে অনন্ত জাহান্নাম।"[১৬৮৩] ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭৪৭. (দঈফ): সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ বলেন, ০(কাতাদাহ)(হাসান)(.............)(সামুরাহ (রাঃ))০ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا أُعَافِي رَجُلًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ -يَعْنِي: لَا أَقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةَ- بَلْ أَقْتُلُهُ"

"যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করেও হত্যা করেছে, তার দিয়াত আমি স্বীকার করব না অর্থাৎ তাকে হত্যার নির্দেশ দিব"।[১৬৮৪]

কিসাসের বিধানের উপকারিতা ও হিকমাত

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ **"কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে"** কিসাসের বিধান কার্যকর করা, অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করার মাঝে তোমাদের জন্য মহা উপকার নিহিত আছে। এই পথে জীবনের পবিত্রতা রক্ষিত হবে, কারণ হত্যাকারী হত্যা করা হতে বিরত থাকবে, কারণ সে নিশ্চিত থাকবে যে, যদি সে হত্যা করে, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। কাজেই জীবন রক্ষা পাবে। পূর্বের কিতাবগুলোতে একটা কথা আছে যে, হত্যা আরো হত্যা বন্ধ করে। এ কথাটি কুরআনে আরো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হয়ে এসেছে ঃ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ **"কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে।"** আবূ আলিয়্যাহ বলেছেন, "আল্লাহ কিসাসের বিধানকে করেছেন 'জীবন'। কাজেই বহু

১৬৮০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৮-২৭৯।

১৬৮১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৭৮।

১৬৮২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৮৮।

১৬৮৩. আবূ দাউদ ৪৪৯৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৩, দারাকুতনী ৩/৯৬, আহমাদ ৪/৩১, দঈফ আল-জামি' ৫৪৩৩। সানাদে সুফইয়ান বিন আবুল আওজা দুর্বল এবং ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। তবে এই শব্দ ব্যতীত ভিন্ন শব্দে হাদীসটি আবূ শুরায়হ থেকে নির্ভরযোগ্য সানাদে বর্ণিত হয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন 'নাসবুর রায়াহ' (৪/৩৫১)।

১৬৮৪. আদ দুররুল মানসূর ১/৪২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৬০৪৫, হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে, আবূ দাউদ ৪৫০৭, ০(হাম্মাদ)(মাতার)(হাসান)(জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ))০ থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৭৬৭ । **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

লোক যারা হত্যার কথা ভাবে, কিন্তু এই আইন তাকে বিরত রাখে এই ভয়ে যে, পরিবর্তে তাকেও নিহত হতে হবে।" একই রকম কথা মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র,[১৬৮৫] আবূ মালিক,[১৬৮৬] হাসান, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস এবং মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে জানানো হয়েছে।[১৬৮৭]

﴿يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ **"যাতে হে জ্ঞানী সমাজ! (হত্যানুষ্ঠান হতে) তোমরা নিবৃত্ত থাক।"** অর্থাৎ, 'ওহে যাদের সুস্থ মন, বোধশক্তি ও জ্ঞান আছে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাসমূহ লংঘন এবং তিনি যেটিকে পাপের কাজ মনে করেন তাথেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে।' (আয়াতে উল্লেখিত) তাকওয়া এমন একটি শব্দ যার দ্বারা বুঝায় যাবতীয় নির্দেশ পালন করা এবং সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য, মুত্তাকীদের জন্য এটা একটা কর্তব্য।

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

১৮১. অতঃপর যে ব্যক্তি তা শুনে নেয়ার পর ওয়াসীয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে, তবে তার গুনাহ সেই লোকদেরই প্রতি যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

১৮২. যে ব্যক্তি ওয়াসীয়াতকারীর পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্বের ভয় করে কিংবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে যদি তাদের মধ্যে মিটমাট করে দেয়, তবে তার কোনই গুনাহ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উইলে (দানপত্রে) পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে অন্তর্ভুক্ত করা পরবর্তিতে রহিত হয়ে গেছে

এ আয়াতে দানপত্রে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ আছে, খুবই সঠিক মত অনুসারে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যা ছিল বাধ্যতামূলক। উত্তরাধিকারের আয়াত নাযিল হলে এ আয়াতটি রহিত হয়ে যায়, তাতে হকদারদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ বিধিবদ্ধ করে দেন। কাজেই দানপত্রে উল্লেখ কিংবা সম্পদের মালিককে তার অনুগ্রহ করার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়াই হকদারগণ তাদের নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার লাভ করে। এ কারণে আমরা সুনান ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস্র দেখতে পাই যে,

---

১৬৮৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৯১।
১৬৮৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৯২।
১৬৮৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/২৯০-২৯২।

৭৪৮. (স্বহীহ): আমর বিন খারীজাহ্ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটি ভাষণে বলতে শুনেছি: إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ আল্লাহ প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তার নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দিয়েছেন, কাজেই হকদারদের জন্য কোন উইল নেই।[১৬৮৮]

ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, (ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন উলায়্যাহ)(য়ূনুস বিন উবায়দ)(মুহাম্মাদ বিন সীরীন)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) (মুহাম্মাদ বিন সীরীন) বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করতেন যতক্ষণ না তিনি এ আয়াতে পৌঁছতেন ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ **"সেই ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য"** তখন তিনি বলতেন, "এ আয়াত রহিত হয়ে গেছে।"[১৬৮৯] অনুরূপভাবে সাঈদ বিন মানসূর হুশায়ম থেকে তিনি য়ূনুস থেকে এবং হাকীম কর্তৃক তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন।[১৬৯০] হাকীম বলেছেন, "এটা বুখারী মুসলিমের শর্তে স্বহীহ।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ **"ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য"** সম্পর্কে বলেছেন, "বাপ-মা থাকা অবস্থায় ওসিয়ত ছাড়া আপনজনদের অন্য কেউ কোন অংশ পেত না। অতঃপর মীরাস্বের আয়াত নাযিল হল, ফলে পিতা-মাতার অংশ নির্ধারিত হল ও অন্যান্য স্বজনদের জন্য মৃতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়তের অধিকার বহাল থাকল।"

ইবনু আবী হাতিম বলেন, (হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ)(হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ)(ইবনু জুরায়জ ও উস্মান বিন আতা')(আতা')(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ **"ওয়াসীয়াত করে যায় পিতা-মাতা ও নিকট সম্পর্কীয়দের জন্য"** সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

"মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"[১৬৯১] অতঃপর ইবনু আবু হাতিম বলেছেন, "এটা জানানো হয়েছে ইবনু উমার, আবূ মূসা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান,[১৬৯২] মুজাহিদ, আতা', সাঈদ বিন জুবায়র, মুহাম্মাদ বিন সীরীন,[১৬৯৩] ইকরিমাহ,[১৬৯৪] যায়দ বিন আসলাম এবং রাবী' বিন আনাস হতে।[১৬৯৫] কাতাদাহ্, সুদ্দী, মুকাতিল বিন

১৬৮৮. তিরমিযী ২১২১, ইবনু মাজাহ ২৭১২, আবূ দাউদ ২৮৭০, নাসাঈ ৩৬৪৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৬৬৯, স্বহীহ আল-জামি' ১৭৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৬৮৯. আবূ দাউদ ২৮৬৯। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

১৬৯০. সাঈদ বিন মানসুর ২৫২, মুসতাদরাক ৩১১০।

১৬৯১. সূরাহ নিসা, ৪:৭।

১৬৯২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩০১।

১৬৯৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩০২।

১৬৯৪. তাবারী ৩/৩৯১।

১৬৯৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩০২।

হায়্যান,[১৬৯৬] তাঊস,[১৬৯৭] ইবরাহীম বিন নাখঈ, শুরায়হ, দহ্হাক এবং যুহরী বলেছেন যে, এ আয়াতটি (২ ঃ ১৮০) উত্তরাধিকারের আয়াত (৪:৭) দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।[১৬৯৮]

আত্মীয়দের জন্য দানপত্র উত্তরাধিকারী করেনা

আশ্চর্যের বিষয় যে, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন উমার আর রাযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কী করে তাঁর তাফসীরে কবীরে আবূ মুসলিম ইস্পাহানী হতে উদ্ধৃত করলেন যে, এ আয়াত মানসূখ হয়নি। এ আয়াত মীরাস্রের আয়াতের ব্যাখ্যারূপে বহাল রয়েছে। তাই তার তাৎপর্য এই যে, তা ওসিয়ত করে যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয করা হল। যেমন আল্লাহ বলেনঃ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِىٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন"**।[১৬৯৯] ইমাম রাযী আরও বলেন, তাফসীরকারদের একদল বলেন যে, এ আয়াত কেবল তাদের বেলায় মানসূখ মানা যায়, যাদের অংশ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অংশ সম্পর্কে মীরাস্রের আয়াত নীরব রয়েছে, তাদের বেলায়ই এ আয়াত প্রযোজ্য। ইবনু আব্বাস, হাসান, মাসরূক, তাঊস, দহহাক, মুসলিম বিন ইয়াসার ও আলা বিন যিয়াদের মাযহাব এটাই।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছিঃ সাঈদ বিন জুবায়র, রাবী' বিন আনাস, কাতাদাহ এবং মুকাতিল বিন হায়্যানও এ মত পোষণ করেন। তারা আমাদের উত্তরসূরিদের পরিভাষায় 'মানসূখ' কথাটি ব্যবহার করেননি। তাদের বক্তব্য এই যে, মীরাস্রের আয়াত এসে ওসিয়াতের ব্যাপকার্থক আয়াতের মধ্য হতে কতিপয়ের অংশ নির্ধারিত করেছে মাত্র। কারণ, স্বজন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই মীরাস্রের আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্য আপন জনদের বেলায় ওসিয়তের অপরিহার্যতা বহাল রয়েছে।

একদল ইমাম বলেন, ইসলামের শুরুতে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব ছিল। মীরাস্রের আয়াত এসে সেই হুকুম রহিত করেছে। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য হতে তাই প্রকাশ পায়। মীরাস্রের আয়াত এসে ওসিয়তের হুকুম রহিত করেছে। এটাই অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফিকাহবিদের অভিমত। সুতরাং এটা নিশ্চিত হল যে, পিতা-মাতা ও অন্যান্য মীরাস্রপ্রাপ্ত আপনজনদের বেলায় সর্বসম্মতভাবেই ওসিয়ত বাতিল হয়েছে। এমন কি পূর্বোল্লেখিত হাদীস্র অনুসারে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

৭৪৯. (স্বহীহ্): উক্ত হাদীস্রে বলা হয়েছে:

"إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

আল্লাহ তাআলা সকল হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই ওয়ারিস্রের জন্য আর ওসিয়তের অবকাশ নাই।[১৭০০] সেক্ষেত্রে মীরাস্রের আয়াত স্বতন্ত্র হুকুম নিয়ে এসেছে, সেটি ওসিয়তের আয়াতের ব্যাখ্যা নয়। এটি জাবিল ফুরূদ ও আস্রাবাদের হক নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়ে এসেছে। তাই এটা আলোচ্য আয়াতের হুকুম সর্বতোভাবে রহিত করেছে। তবে হ্যাঁ, উইল

১৬৯৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩০৩।
১৬৯৭. তাবারী ৩/৩৮৯।
১৬৯৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩০৩।
১৬৯৯. সূরাহ নিসা, ৪:১১।
১৭০০. তিরমিযী ২১২১, ইবনু মাজাহ ২৭১২, আবূ দাউদ ২৮৭০, নাসাঈ ৩৬৪৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৬৬৯, স্বহীহ আল-জামি' ১৭৮৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

সম্পর্কে এ আয়াতের সাধারণ অর্থের কারণে সুপারিশ করা হয় যে, যে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের জন্য উত্তরাধিকারে নির্দিষ্ট অংশ নেই তাদের জন্য তিন ভাগের একভাগ উইল করা যায়। যেমন স্বহীহায়ন লিখেছেন যে,

৭৫০. (স্বহীহ): ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়তযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না।[১৭০১] ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একথা শুনেছি একরাতও পার হয়নি আমি আমার কাছে প্রস্তুত করে রেখেছি।" আত্মীয়স্বজনদের প্রতি দয়া ও দানশীলতার নির্দেশ সংক্রান্ত অনেক আয়াত ও হাদীস্ব আছে।

৭৫১. (দঈফ): আব্দ বিন হুমায়দ তাঁর মুসনাদে বলেনঃ «উবায়দুল্লাহ› মুবারাক বিন হাসসান (হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল)› নাফি'› আবদুল্লাহ (বিন উমার) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، ثِنْتَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا فِي مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ؛ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ."

"আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দুটি ব্যাপার তোমার আয়ত্তাধীন নয় একটি হল তোমার গোপন দানের বিনিময়ে আমিই তোমাকে পুণ্য ও পবিত্রতা দান করি। দুই, তোমার মৃত্যুর পর আমার নেক বান্দার দুআ' আমিই তোমাকে পৌছিয়ে থাকি।"[১৭০২]

আল্লাহ তাআ'লার বাণীঃ ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ অর্থাৎ সম্পদ! ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ, আতা', সাঈদ বিন যুবায়র, আবুল আলিয়াহ, আতিয়্যা আল-আওফী, দহহাক, সুদ্দী, রাবী' বিন আনাস, মুকাতিল বিন হায়্যান ও কাতাদাহ প্রমুখ হতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

একদল বলেন, মীরাস্বের মতই সম্পদ কম হোক বা বেশি, ওসিয়তের বিধান প্রযোজ্য হবে। তাদের অপর দল বলেন, সম্পদ বেশি না হলে ওসিয়ত করা যাবে না। এ মতভেদের ভিত্তিতেই ওসিয়তযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী› সুফইয়ান› হিশাম বিন উরওয়াহ› তার পিতা উরওয়াহ (ইবনুয যুবায়র)› আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» (উরওয়াহ) বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলা হল যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি তিনশত দীনার অথবা চারশত দীনার রেখে মারা গেছে। অথচ সে কোন ওসিয়ত করে যায়নি। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তার কিছুই দরকার নাই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾

ইবনু আবূ হাতিম আরও বলেনঃ «হারূন বিন ইসহাক আল-হামদানী› আবদাহ বিন সুলায়মান› হিশাম বিন উরওয়াহ› তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)› আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)» (উরওয়াহ) বর্ণনা করেন, "আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হলে সে বলল, আমাকে ওসিওয়তের নির্দেশ দিবেন?

১৭০১. বুখারী (পর্বঃ ওয়াসিয়ত, অধ্যায়ঃ ওয়াসিয়ত) হা/২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, আবূ দাঊদ ২৮৬২, তিরমিযী ৯৭৪, নাসাঈ ৩৬১৫, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ ৪৪৫৫, মুয়াত্তা মালিক ১৪৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭০২. ইবনু মাজাহ ২৭১০, আবদ বিন হুমায়দ ৭৭১, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪০৪২, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৪৮৭, দঈফ আল-জামি' ৪০৫৬। সানাদে মুবারাক বিন হাসসান হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্ব গ্রহণ করতেন ও তা বর্ণনা করতেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ **"যদি কিছু সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তবে সে ব্যক্তি যেন সঙ্গতভাবে ওয়াসীয়াত করে যায়"** তুমি তো নগণ্য সম্পদ রেখে যাচ্ছ। তা তোমার সন্তানের জন্য রেখে যাও।"

হাকাম বিন আবান বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ইকরিমাহ আমাকে হাদীস্র শুনিয়েছে যে, ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্তত ষাট দীনার রেখে যায়নি, সে ভাল সম্পদ রেখে যায়নি। হাকাম আরও বলেনঃ তাঁউস বলেছেন যে, অন্তত আশি দীনার রেখে না গেলে তাকে ভাল সম্পদ বলা যায় না। কাতাদাহ বলেনঃ সাধারণত বলা হত যে, হাজার বা তদূর্ধ্ব দীনার না হলে ভাল সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে না।

দানপত্রে ন্যায়পরায়ণতা থাকবে

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ অর্থাৎ সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি সহকারে। যেমন ইবনু আবী হাতিম বলেছেন: ◊[হাসান বিন আহমাদ][ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার][সুরূর ইবনুল মুগীরাহ][আব্বাদ বিন মানসূর][হাসান]◊ বলেনঃ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ **"তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, যখন তোমাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয়"** অর্থাৎ হ্যাঁ, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল মৃত্যুর প্রাক্কালে এরূপ সুন্দর ও ন্যায়সংগত ওসিয়ত করা, যাতে তার ওয়ারিস্রদের উপর চাপ না পড়ে এবং অপচয়ের সুযোগ না থাকে।

আয়াতে بِالْمَعْرُوفِ দ্বারা উদ্দেশ্য দানপত্র ন্যায্য হতে হবে এই মর্মে যে, কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারীর প্রতি কোন অন্যায় করা যাবেনা কাউকে দান করার মাধ্যমে আর তাতে থাকবেনা কোন অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতা। যেমন:

৭৫২. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে প্রমাণিত যে, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস্র (রাঃ) বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কিছু সম্পদ আছে আর আমার একমাত্র কন্যা আমার উত্তরাধিকারী। আমি কি অন্যদের জন্য আমার সম্পত্তির 'দুই তৃতীয়াংশ' উইল করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। সা'দ (রাঃ) বললেন, তবে "অর্ধেক"? তিনি বললেন, না। সা'দ (রাঃ) আবার বললেন, তবে 'এক তৃতীয়াংশ'? তিনি বললেন "হ্যাঁ, 'এক তৃতীয়াংশ', এক তৃতীয়াংশও বেশি, উত্তরাধিকারীদেরকে গরীব হালাতে যাতে তারা অন্যের কাছে ভিক্ষে করে বেড়ায় এমন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সম্পদশালী রেখে যাওয়া ভাল।"[১৭০৩]

৭৫৩. (স্বহীহ): বুখারী স্বীয় 'স্বহীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত। কেননা, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বেশী।[১৭০৪]

১৭০৩. বুখারী ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসাঈ ৩৬২৬, আবূ দাউদ ৩৮৬৪, ইবনু মাজাহ ২৭০৮, আহমাদ ১৪৪৩, ইবনু হিব্বান ২২৪৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭০৪. বুখারী ২৭৪৩।

৭৫৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বর্ণনা কারেছেন, আবূ সাঈদ (বানী হাশিমের আযাদকৃত দাস) যোয়্যাল বিন উবায়দ বিন হানযালাহ বলেন, হানযালাহ বিন হিযয়াম বিন হানীফাহ (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে,

أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ أَوْصَى لِيَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى بَنِيهِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ حَنِيفَةُ: إِنِّي أَوْصَيْتُ لِيَتِيمٍ لِي بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُطَيَّبَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا لَا لَا. الصَّدَقَةُ: خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلَّا فَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَأَرْبَعُونَ".

তার দাদা হানীফাহ তার এক পালক ইয়াতীম পুত্রকে একশত উট ওসীয়ত করেন। এটা তার সন্তানদের নিকট কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ব্যাপারটি তারা রাসূল (সাঃ) এর নিকট উত্থাপন করে। হানীফাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেনঃ আমি এই ইয়াতীম ছেলেটিকে লালন পালন করেছি। তাই তাকে একশত উট ওসিয়ত করেছি। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "না, না, না। সদকা হবে হয় পাঁচ, নয় দশ, নয় পনের, নয় বিশ, নয় পঁচিশ, নয় ত্রিশ, নয় পঁয়ত্রিশ, বড় জোর চল্লিশ।" বর্ণনাকারী অতঃপর দীর্ঘ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন।[১৭০৫]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ﴾ **"অতঃপর যে ব্যক্তি তা শুনে নেয়ার পর ওয়াসীয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে, তবে তার গুনাহ সেই লোকদেরই প্রতি যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে"** অর্থাৎ, যে দানপত্র এবং প্রমাণপত্র পরিবর্তন করবে বা যোগ-বিয়োগ করে বদলে দেবে বা লুকিয়ে ফেলবে-যা দৃশ্যতঃ বুঝা যায়-তাহলে ﴿فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ﴾ **"তবে তার গুনাহ সেই লোকদেরই প্রতি যারা তার পরিবর্তন ঘটাবে"** ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যরা বলেছেন, "মৃত ব্যক্তির পুরস্কার আল্লাহ তার জন্য রক্ষিত রাখবেন আর যারা দানপত্র পরিবর্তন করে তারা পাপ অর্জন করবে।"[১৭০৬] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ **"নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"** অর্থাৎ আল্লাহ জানেন মৃত ব্যক্তি কী দান করে গেছেন আর যাদের স্বার্থ আছে তারা (বা অন্যরা) দানপত্রে কী পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا﴾ **"যে ব্যক্তি ওয়াসীয়াতকারীর পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্বের ভয় করে কিংবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে"** ইবনু আব্বাস (রাঃ)[১৭০৭] আবূ আলিয়াহ, মুজাহিদ, দহ্হাক, রাবী' বিন আনাস এবং সুদ্দী বলেছেন, "ভুল"।[১৭০৮] এসব ভুলের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যেমন কোন উত্তরাধিকারী পরোক্ষভাবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশি অংশ লাভ করে এভাবে যে, দানপত্রে উল্লেখিত সম্পত্তির কিছু বিষয় ঐ উত্তরাধিকারীর নিকট বিক্রয় করার জন্য শর্তারোপ করা হয়। কিংবা উইলকারী দানপত্রে তার মেয়ের ছেলেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যাতে তার মেয়ের উত্তরাধিকার বেড়ে যায় এবং এরকম আরো। এসব ঘটনা অন্তরের দয়ামায়া থেকে ঘটতে পারে এসবের পরিণতির কথা চিন্তা না করেই কিংবা পাপের উদ্দেশ্য থেকে। এক্ষেত্রে উইল বাস্তবায়নকারীগণ উইল সংশোধন করতে পারবে এবং অধিকতর সুন্দর সমাধানের উদ্দেশ্যে উইলের অন্যায় বিষয়গুলো পরিবর্তন করতে পারবে যাতে ইসলামী আইন ও উইলকারীর ইচ্ছা উভয়েরই মর্যাদা রক্ষিত হয়। একাজ করলে উইল বদলে দেয়া হয়েছে তা

১৭০৫. আহমাদ ২০১৪২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭০৮২, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৯৫৫। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি স্বহীহ। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১৭০৬. তাবারী ৩/৩৯৭।

১৭০৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩১০।

১৭০৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩১১।

বলা যাবেনা, আর আল্লাহ এটা এজন্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকে। (অর্থাৎ উইল পরিবর্তন করে ফেলার নিষেধাজ্ঞার) যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

উইলে ক্রটিহীনতার মর্যাদা

৭৫৫. (হাসান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ বিন মাযইয়াদ তোর পিতা (ওয়ালীদ বিন মাযইয়াদ) আওযাঈ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"يُرَدّ مِنْ صَدقة الْحَائِفِ فِي حَيَاتِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ"

"পক্ষপাতদুষ্ট ওসিয়তকারীর ওসিয়ত যেভাবে তার মৃত্যুর পরে প্রত্যাখ্যাত হবে, তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট স্বাদাকাদাতার স্বাদাকা তার জীবদ্দশায়ই প্রত্যাখ্যাত হবে।"[১৭০৯]

আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ হতে আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাও উক্ত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন, হাদীস্রটি বর্ণনায় ওয়ালিদ বিন মাষইয়াদ ভুল করেছেন। এ বর্ণনাটি মূলত উরওয়ার নিজস্ব বক্তব্য। কারণ, ওয়ালিদ বিন মুসলিমও হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সেটার সূত্র উরওয়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ করেছেন।

৭৫৬. অনুরূপভাবে ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম ইবরাহীম বিন ইউসুফ হিশাম বিন আম্মার উমার ইবনুল মুগীরাহ দাউদ বিন আবূ হিন্দ ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ" অর্থাৎ ওসিয়তে পক্ষপাতদুষ্টতা কবীরা গুনাহ্।[১৭১০] এ হাদীস্রটি মারফূ' হওয়ার ব্যাপারেও প্রশ্ন রয়েছে। এ অধ্যায়ে আবদুর রায্যাক যা বর্ণনা করেছেন সেটি উত্তমঃ

৭৫৭. (দঈফ): মা'মার আশআস বিন আবদুল্লাহ শোহর বিন হাওশাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, **রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ**

إِنَّ الرَّجُلَ لَيعملُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سبعينَ سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرجل ليعمل بعَمَلِ أهل الشر سبعينَ سنة، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فيدخل الجنة قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { تِلْكَ حُدُودُ اللهِ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ مُهِينٌ }

কোন লোক সত্তর বৎসর ধরে নেক কাজ করে যখন উইল করে তখন অন্যায় করে এবং এভাবে সর্বাপেক্ষা খারাপ কাজের মাধ্যমে তার কর্মের সমাপ্তি ঘটায় এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। একজন লোক

১৭০৯. ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক রচিত 'মারাসীল' গ্রন্থে (১৯৪) আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ সত্যবাদী ও আবেদ এবং তার পিতা স্রিকাহ বাকি সকলে রাবী স্রিকাহ। সুতরাং হাদীস্রটি হাসান। ইনশা আল্লাহ।

১৭১০. সুনান আদ দারাকুতনী ৪/১৫১, আল-উকায়লী কর্তৃক রচিত 'আদ দুআফা' ৩/১৮৯, তারা উভয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-উকায়লী সানাদে উমার ইবনুল মুগীরাহকে ক্রটিযুক্ত বলেছেন। তিনি বলেন তার মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করার সমর্থনে কোন হাদীস্র পাওয়া যায় না। মানুষেরা সকলে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সেটি যায়লাঈ নাসবুর রায়াহ' (৪/৪০২) এর মাঝে সমর্থন করেছেন। সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা (১১০৯২) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবদুর রায্যাকও (১৬৪৫৬) বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি স্বহীহ। সুতরাং উক্ত হাদীস্রটি মারফূ' সূত্রে দঈফ কিন্তু মাওকূফ সূত্রে সঠিক।

সত্তর বৎসর ধরে মন্দ কাজ করে কিন্তু যখন একটি ন্যায় সঙ্গত উইল করে তখন তার উত্তম কাজের মাধ্যমে তার কাজের সমাপ্তি ঘটায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। অতএব আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, "ইচ্ছে করলে তোমরা পাঠ করতে পার, ﴿تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا﴾ **"এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না।"**[১৭১১]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মুসাফির সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা এবং যে ব্যক্তি নিজের খুশীতে সৎ কাজ করতে ইচ্ছুক, তার পক্ষে তা আরও উত্তম আর সে অবস্থায় রোযা পালন করাই তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

স্নিয়াম পালনের নির্দেশ

এ উম্মাতের বিশ্বাসীদের প্রতি এক বক্তব্যে আল্লাহ তাদেরকে স্নিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকার। কারণ স্নিয়াম আত্মাকে পবিত্র করে এবং মন্দ থেকে সেগুলো পরিচ্ছন্ন করে যা আত্মা ও মন্দ আচরণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মুসলিমদের জন্য স্নিয়াম বিধিবদ্ধ করেছেন যেমন তিনি পূর্ববর্তীদের জন্য তা বিধিবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে এদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হয়েছে যাতে এরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর চেয়ে আরও বেশি অনুগত হয়ে এ দায়িত্ব পালন করে। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ﴾

"কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও, তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।"[১৭১২] আল্লাহ এখানে বলেছেন:

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

১৭১১. মুস্বান্নাফ আবদুর রাযযাক ১৬৪৫৫, ইবনু মাজাহ ২৭০৪। হাদীসটি আবূ দাউদ ও তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন তবে তারা **সত্তর** বছরের স্থানে ষাট বছর উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ ২৮৬৭, দঈফ আবূ দাউদ ৪৯৫, তিরমিযী ২২৫০। সানাদটি শাহর **বিন** হাওশাবের দুর্বলতার কারণে দুর্বল তাছাড়া তিনি হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' **৩৩৮২,** দঈফ আল-জামি' ১৪৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৭১২. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৪৮।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" যেহেতু সিয়াম শরীরকে পরিচ্ছন্ন করে এবং শয়তানের পথ সংকীর্ণ করে দেয়।

৭৫৮. (সহীহ): সহীহায়নে নিম্নলিখিত হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়[১৭১৩]! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে।[১৭১৪] অতঃপর সিয়াম পালনের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, সিয়াম প্রতিদিন পালন করবে না, যাতে হৃদয়ের জন্য কঠিন হয়ে না দাঁড়ায় আর যার ফলে তার সংকল্প ও সহনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বরং নির্দিষ্ট কিছু দিন সিয়াম পালন করবে।

ইসলামের প্রারম্ভে ঈমানদারগণ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখত। অতঃপর রমযানের একমাস রোযার বিধান আসায় সেটা বাতিল হয়। শীঘ্রই সেটার বর্ণনা আসছে।

হাদীসে বর্ণিত আছেঃ অতীতের উম্মতদের উপর যেরূপ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা ধার্য করা হয়েছিল, মু'মিনরা শুরুতে তাই অনুসরণ করছিল। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আতা', কাতাদাহ ও দহহাক হতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। দহহাকের বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, নূহ (আলাইহিস সালাম) এর যামানা হতে রমাদানের একমাস রোযা ফরদ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত একই বিধান অব্যাহত ছিল।

হাসান বসরী হতে আব্বাদ বিন মানসুর বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য" আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা অতীত উম্মতদের জন্য আমাদের মতই পূর্ণ

১৭১৩. হাদীসে 'যুব সম্প্রদায়' কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নাবাবী লিখেছেন– আমাদের লোকেদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা বালেগ [পূর্ণ বয়স্ক] হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি।

আর এ যুবক-যুবতীদের বিয়ের জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকীদ করলেন কেন, তার কারণ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তার বিশ্ববিখ্যাত বুখারীর ভাষ্য গ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হাদীসে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদের বিয়ে করতে বলার কারণ এই যে, বুড়োদের অপেক্ষা এ বয়সের লোকেদের মধ্যেই বিয়ে করার প্রবণতা ও দাবী অনেক বেশী বর্তমান দেখা যায়।

যুবক-যুবতীদের বিয়ে যৌন সম্ভোগের পক্ষে খুবই স্বাদপূর্ণ হয়। মুখের গন্ধ খুবই মিষ্টি হয়, দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখকর হয়, পারস্পরিক কথাবার্তা খুব আনন্দদায়ক হয়, দেখতে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, স্পর্শ খুব আরামদায়ক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী তার জুড়ির চরিত্রে এমন কতগুলো গুণ সৃষ্টি করতে পারে যা খুবই পছন্দনীয় হয়, আর এ বয়সের দাম্পত্য ব্যাপার প্রায়ই গোপন রাখা ভাল লাগে। যুবক বয়স যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্য মানুষকে উন্মুখ করে দেয় এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে যেতে পারে। এজন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে তাকীদ করেছেন এবং বলেছেন ঃ বিয়ে করলে চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এ কারণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদিও কথা শুরু করেছেন যুবক মাত্রকেই সম্বোধন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ের এ তাকীদকে নির্দিষ্ট করেছেন কেবল এমন সব যুবক-যুবতীদের জন্য যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে। আর যারা বিয়ের ব্যয় বহনের সঙ্গতি রাখে না তারা সওম পালন করবে। সওম পালন তাদের যৌন উত্তেজনা দমন করবে। কারণ পানাহারের মাত্রা কম হলে যৌন চাহিদা প্রদমিত হয়।

১৭১৪. বুখারী ৫০৬৬, মুসলিম ১৪০০।

একমাস রোযা ফরদ করেছিলেন আর أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ অর্থ হল নির্দিষ্ট কয়েকদিন। সুদ্দী হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৫৯. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, আবূ আবদুর রহমান আল-মুকরী (এর হাদীস্ব থেকে) সাঈদ বিন আবূ আয়্যুব আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আবুর রাবী' আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "صِيَامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ...." আল্লাহ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও রমযান মাসে রোযা ফরয করেছিলেন।"[১৭১৫] অবশ্য এ বর্ণনাটুকু একটি সুদীর্ঘ হাদীস্বের অংশ বিশেষ।

আবূ জা'ফার আর রাষী বলেন, রাবী' বিন আনাস এমন একজন থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন যিনি ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকেদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল"** অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য রোযার সময়ে কারও ইশার স্বলাত পড়ে নিদ্রা যাওয়ার পর পরবর্তী ইশার স্বলাতান্তে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল।

ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়াহ, আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, মুকাতিল বিন হায়্যান, রাবী' বিন আনাস ও আতা' আল-খুরাসানীও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আতা' আল-খুরাসানী আলোচ্য ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেনঃ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের উপরও এই নির্দেশ ছিল। শা'বী, সুদ্দী ও আতা' আল-খুরাসানী হতে একই রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতঃপর ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থার জন্য রোযার বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাই তিনি বললেন- ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ﴾ **"অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মুসাফির সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে"** অর্থাৎ রুগ্ন ও সফরকারী রোযা রাখবে না। কারণ, রোগাক্রান্ত কিংবা সফরের অবস্থায় রোযা রাখা অধিকতর কষ্টকর। তাই তখন রোযা ভংগ করবে এবং পরে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সেই দিনগুলোর কাযা রোযা আদায় করবে। তাছাড়া সুস্থ মুকীমগণের যদি কেউ রোযা রাখার ক্ষমতা থাকে তবে তার ইখতিয়ার রয়েছে যে সে রোযা রাখবে অথবা এক রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীন খাওয়াবে। কেউ যদি খুশি হয়ে এক রোযার বিনিময়ে একাধিক মিসকীন খাওয়ায় তা আরও উত্তম। আর যদি সে নিজে রোযা রাখে তবে সেটি খাদ্য দেয়ার চেয়ে সর্বাধিক উত্তম। ইবনু মাসউদ (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, তাউস, মাকাতিল ইবনু হাইয়ান প্রমুখ পূর্বসূরি আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। তাই আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۖ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা এবং যে ব্যক্তি নিজের খুশীতে সৎ কাজ করতে ইচ্ছুক, তার পক্ষে তা আরও উত্তম আর সে অবস্থায় রোযা পালন করাই তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।"

১৭১৫. হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (৮/২৭) বলেন, সানাদে মাজহূল রাবী রয়েছে। সানাদে আবুর রাবী একজন মাজহূল রাবী দেখুন মীযানুল ই'তিদাল (৪/৫২৩), তার নিকট থেকে আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আত তুজীবী বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকেও 'আত তাকরীব' এর মাঝে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীকঃ** দঈফ।

৭৬০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, (আবুন নাদর)(আল-মাসঊদী)(আমর বিন মুররাহ)(আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা)(.........)(মুআয বিন জাবাল (রাঃ)) বলেন, স্বালাত ও স্বিয়ামের তিন তিনবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সালাতের অবস্থার পরিবর্তন হল এই, নবী (সাঃ) মদীনায় এসে সতের মাস বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করেন। অতঃপর ﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا....﴾ আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তিনি মক্কার দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করা শুরু করেন। এই হল প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন এই যে, স্বলাতের জন্য একত্রিত করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেকে ডেকে মুস্বল্লীদেরকে আনা হত। প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতে এরূপ ডাকাডাকি ও বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি এক কষ্টকর ব্যাপার ছিল। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আবদে রাব্বিহ নামক আনসার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমি অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেলাম সবুজ বর্ণের দু'টি কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি কিবলামুখী হয়ে বলছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দু'বার করে এভাবে আযানের শেষ পর্যন্ত, অতঃপর কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করে আবার পূর্বের ন্যায় বলা শুরু করল। তবে এখানে তিনি অতিরিক্ত করলেন 'কাদ কামাতিস্ব স্বালাহ' দু'বার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বিলালকে সেটা শিখাও, সে এর দ্বারা আযান দিবে। বস্তুত বিলালই প্রথম এই আযান দেন।

তিনি (রাবী) বলেন, উমার (রাঃ) এসেও রসূল (সাঃ) কে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমিও অনুরূপ দেখেছি। অবশ্য আপনার কাছে অপর ব্যক্তি আমার আগে পৌঁছিয়েছে। যা হোক, এটি স্বলাতের ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিবর্তন।

সালাতের ব্যবস্থায় তৃতীয় পরিবর্তন হল এই যে, প্রথম দিকে মুসলমানদের কেউ যদি বিলম্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পরিচালিত জামাআতে শরীক হত, তা হলে ইশারায় স্বলাতরত কোন মুসল্লীর কাছে **কত রাকাআত পড়া হয়েছে তা জেনে নিয়ে আলাদাভাবে তা পড়ে পরে জামাআতে শরীক হত। তিনি (রাবী) বলেন, মুআজ (রাঃ) এটি অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, আমি বিলম্বে আসলে সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পেছনে ইক্তেদা করে সালাতে শামিল হব এবং তাঁর সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট** স্বলাত আদায় করব। বস্তুত একদিন তিনি বিলম্বে আসায় তাই করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনে বললেন, মুআজ তোমাদের জন্য একটি সুন্দর নিয়ম বের করেছে। এখন হতে তোমরাও তা করবে। এভাবে তৃতীয়বার সালাতের ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়।

স্বিয়ামের তিন অবস্থার একটি হল এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করে প্রথমদিকে প্রতিমাসে তিনটি স্বিয়াম ও আশুরার স্বিয়াম পালন করতেন। তারপর যখন নাযিল হল:

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.........وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾

এতে এখতিয়ার দেয়া হল যে, যার ইচ্ছা রমাদানের একমাস স্বিয়াম পালন করবে এবং যার ইচ্ছা এর প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। অতঃপর যখন

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ......فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

আয়াতটি নাযিল হল, তখন সুস্থ মুকীমদের জন্য রোযা অপরিহার্য করা হয়, রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য কাদা' আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয় এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য স্বিয়ামের বিনিময়ে মিসকীন খাওয়ানো ঠিক রাখা হয়। এটা হল স্বিয়ামের দ্বিতীয় অবস্থা।

তিনি (রাবী) বলেন, প্রথম দিকে মু'মিনগণ রমাদান মাসে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার অব্যাহত রাখত। নিদ্রাগমনের পর হতে সেটা নিষিদ্ধ ভাবা হত। অতঃপর আনসারদের একজন যাকে 'সুরমাহ' বলা হত, সে সারাদিন সিয়াম পালন করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরল। অতঃপর এশার সলাত আদায় করে পানাহার না করেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমনকি সে রোযাদার অবস্থায় সকাল করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অতি মাত্রায় ক্লান্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সেটার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উক্ত আনসার সাহাবী উত্তরে বলল, আমি কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আমার নিজেকে ক্লান্ত পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি অতঃপর সিয়ামরত অবস্থায় সকাল করি। রাবী বলেন, একবার উমার (রাঃ) ঘুমের পরে তার স্ত্রীদের নিকট আসেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) এর নিকট তিনি তা ব্যক্ত করলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ...... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে, তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"। এখানে সুবহে সাদিক হতে মাগরিবের আযান পর্যন্ত রোযার সময় নির্ধারিত হয় আর অবশিষ্ট সময়টুকুতে পানাহার ও যৌনাচার বৈধ করা হয়। এটি সিয়ামের তৃতীয় অবস্থা। আবূ দাউদ তাঁর সুনানেও তা উদ্ধৃত করেন ও হাকিম তার মুস্তাদরাকে মাসউদীর সানাদে বর্ণনা করেন।[১৭১৬]

সিয়ামের বিভিন্ন পর্যায়

৭৬১. (সহীহ): ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যুহরীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি উরওয়াহ থেকে তিনি আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন,

كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ، فَلَمَّا نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

"আশুরা ('র দিন) ছিল সিয়াম পালন করার দিন। অতঃপর যখন রমাদানের সিয়াম রাখার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল, তখন যারা ইচ্ছা করত সিয়াম পালন করত, যারা ইচ্ছা করতনা, রাখতনা।[১৭১৭] বুখারী একই কথা ইবনু উমার ও ইবনু মাসউদ হতে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৭১৮]

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ **"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা"** মুআয (রাঃ) বলেন, "প্রথম দিকে যারা ইচ্ছা

১৭১৬. আবূ দাউদ ৫০৬, ৫০৭, আহমাদ ৫/২৪৬, হাকিম ২/২৭৪, তিনি সিয়ামের অবস্থা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করে সেটিকে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী সেটিকে সমর্থন করেছেন। তবে তার সানাদটি দুর্বল। কারণ, সানাদে আল-মাসউদী হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। তাছাড়া ইবনু আবী লায়লা মুআয (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। অর্থাৎ সানাদে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সানাদটি দুর্বল কিন্তু মাতানটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭১৭. বুখারী (পর্ব: কুরআনের তাফসীর, অধ্যায়: হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে) হা/৪৫০২, মুসলিম ১১২৫।

১৭১৮. বুখারী ৪৫০১, ৪৫০৩।

করত স্রিয়াম পালন করত, যারা ইচ্ছা করত স্রিয়াম পালন করতনা এবং প্রতিদিনের জন্য একজন গরীব লোককে খাওয়াত। ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' বলেছেন যখন ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ **"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা"** এ আয়াত নাযিল হল, তখন যারা স্রিয়াম পালন করতে চাইতনা তারা ফিদইয়া দিত (যে দিন স্রিয়াম পালন করতনা প্রতিদিন একজন গরীব লোককে খাদ্য খাওয়াতো) যতক্ষণ না পরবর্তী (২ ঃ ১৮৫) আয়াত নাযিল হয়েছিল পূর্ববর্তী আয়াতকে রহিত ক'রে।[১৭১৯] 'উবাইদুল্লাহ নাফি' থেকে জানিয়েছেন যে, ইবনু উমার বলেছেন, 'ওটা রহিত হয়ে গিয়েছিল।"[১৭২০]

সুদ্দী জানিয়েছেন মুররাহ বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, যখন নাযিল হল: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ **"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা"** তখন তিনি বললেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾এর অর্থ যাদের কষ্ট হয় (স্রিয়াম পালন করতে)। আবদুল্লাহ বলেন, আগে যারা ইচ্ছে করত স্রিয়াম পালন করত, যারা ইচ্ছা করত স্রিয়াম পালন করতনা, তার বদলে একজন গরীব লোককে খাওয়াতো।"[১৭২১] অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ **"এবং যে ব্যক্তি নিজের খুশীতে সৎ কাজ করতে ইচ্ছুক"** অর্থাৎ যে কেউ অতিরিক্ত একজন গরীব লোককে খাওয়াবে ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ **"তার পক্ষে তা আরও উত্তম আর সে অবস্থায় রোযা পালন করাই তোমাদের পক্ষে উত্তম"** এ আয়াতটিকে রহিত করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ **"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে।"**

বৃদ্ধ এবং রুগ্নদের জন্য স্রিয়াম ভঙ্গের ফিদইয়াহ (কাফ্‌ফারা)

বুখারী জানিয়েছেন যে, ◊(ইসহাক)(রাওহ)(যাকারিয়্যা বিন ইসহাক)(আমর বিন দীনার)(আতা')(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ (আতা') বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পড়তে শুনেছেন ঃ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ **"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা"** অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "এ আয়াত রহিত হয়নি, এটা বৃদ্ধ পুরুষ লোক আর বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য যারা কষ্টে স্রিয়াম পালন করে, কিন্তু প্রত্যেক দিনের জন্য একজন গরীব লোককে খাদ্য খাওয়ানোকে বেছে নেয় (যেদিন তারা স্রিয়াম পালন না করে)।"[১৭২২] অন্যরা জানিয়েছেন যে, সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ হাদীস্র উল্লেখ করেছেন।

আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ বলেন, ◊(আবদুর রহীম বিন সুলায়মান)(আশআস্র বিন সাওওয়ার)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ এ আয়াত দ্বারা রোযা রাখতে বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবকাশ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক রোযার বদলে সে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।

হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেনঃ ◊(মুহাম্মাদ বিন আহমাদ)(হুসায়ন বিন মুহাম্মাদ বিন বিহরাম আল-মাহরামী)(ওয়াহব বিন বাকিয়্যাহ)(খালিদ বিন আবদুল্লাহ)(ইবনু আবী লায়লা)(আতা')(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ (ইবনু আবী লায়লা) বলেন, আমি আতা' এর ঘরে রমাদান মাসে প্রবেশ করলাম এমতাবস্থায় তিনি আহার করছিলেন। তখন তিনি বললেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

১৭১৯. বুখারী ৪৫০৭।
১৭২০. ফাতহুল বারী ৮/২৯।
১৭২১. বুখারী ৪৫০২।
১৭২২. বুখারী ৪৫০৫।

"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে ফিদ্‌য়া প্রদান করা, এটা একজন মিসকীনকে অন্নদান করা" ফলে **তাদের** যে ব্যক্তি ইচ্ছা করত সে রোযা রাখত আর যে ইচ্ছা করত সে রোযা ভঙ্গ করে মিসকীনকে খাদ্য দিত। কিন্তু ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ **"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে"** আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উপরোক্ত আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু অতি বৃদ্ধদের জন্য তার হুকুম অবশিষ্ট রয়েছে। তাদের যার ইচ্ছা হয় প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দিয়ে পানাহার করাবে। কাজেই রহিত হওয়া স্বাস্থ্যবান লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ভ্রমণ করছে না, এবং তাকে রোযা রাখতে হবে, যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ **"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে।"** বৃদ্ধ পুরুষ (এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক) যে স্রিয়াম পালন করতে পারেনা, তার জন্য স্রিয়াম পালন করা হতে বিরত থাকার অনুমতি আছে এবং তার বদলে তাকে অন্য দিন স্রিয়াম পালন করতে হবেনা, কারণ তার স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং পরিবর্তে অন্য দিন স্রিয়াম পালনেও সে সক্ষম নয়। এখন প্রশ্ন যে, যে বৃদ্ধ মিসকীন খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে, তার জন্য রোযার পরিবর্তে মিসকীন খাওয়ানো কি ওয়াজিব? এ ব্যাপারে উলামাদের মাঝে দুটি মতের উপর মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলেনঃ মিসকীন খওয়ানো জরুরী নয়। কারণ, অতি বার্ধক্য মানুষকে রোযা রাখতে অক্ষম করে দেয়। তাই তার উপর ফেদয়া ওয়াজিব হয় না। যেমন শিশুর বেলায় তার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কারো ক্ষমতার বাইরে কোন দায়িত্ব চাপান না। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)- এর দু'টি মতের এটা অন্যতম। তবে তার দ্বিতীয় মতই বিশুদ্ধ এবং অধিকাংশ উলামার মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কাজেই প্রতিদিনের রোযা না রাখার জন্য সে ফিদইয়াহ দিবে। এটাই ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং সালাফদের অনেকের মত যারা এ আয়াতটি পড়েন ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ **"এবং শক্তিহীনদের উপর কর্তব্য হচ্ছে"** (অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা) অর্থাৎ যাদের স্রিয়াম পালনে কষ্ট হয়[১৭২৩] যেমনটা ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন। এটি বুখারীরও মত যিনি বলেছেন, "আর বৃদ্ধ লোক যে স্রিয়াম পালন করতে পারবেনা সে আনাসের মত করবে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলে এক বছর বা দু'বছর একজন গরীব লোককে রুটি ও গোশ্‌ত খাওয়েছেন তার প্রত্যেকটি স্রিয়াম-না-রাখা দিনের জন্য।"[১৭২৪]

এ বিষয়টি-যা বুখারী সনদ ছাড়াই আনাসের উপর আরোপ করেছেন, তবে হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-মাওসূলী কর্তৃক স্বীয় গ্রন্থে একটি ধারাবাহিক সনদে সংগৃহীত হয়েছে যে,

৭৬২. (স্বহীহ): আবূ ইয়া'লা বলেন, [উবায়দুল্লাহ বিন মুআয] [আমার পিতা মুআয] [ইমরান] [আয়্যূব বিন আবী তামীমাহ] বলেছেন,

ضَعُفَ أَنَسٌ [ابْنُ مَالِكٍ] عَنِ الصَّوْمِ، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، فَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَطْعَمَهُمْ

"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর স্রিয়াম পালন করতে পারতেন না, তাই তিনি সারিদ (ঝোল, রুটি, গোশত) এর থালা সাজাতেন এবং তিরিশ জন গরীব লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।"[১৭২৫] [আবদ বিন হুমায়দ] [রাওহ বিন উবাদাহ] [ইমরান বিন হুদায়র] [আয়্যূব] এর সূত্রে এবং আবদ ছাড়াও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ছয় জন সহচরের অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৭২৩. তাবারী ৩/৪৩১।

১৭২৪. ফাতহুল বারী ৮/১৭৯।

১৭২৫. মুসানদ আবূ ইয়া'লা ৭/২০৪, মাজমা' দারাকুতনী ১৬, আয যাওয়াইদ ৪৯৫১, মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১২২১৭, ইরওয়া ৯১২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

গর্ভবতী ও প্রসূতির মাসআলাও অনুরূপ। যদি রোযা রাখার দরুন তার নিজের জীবন কিংবা বাচ্চার জীবন বিপন্ন হয়, তাহলে সে কোন্ পথ অনুসরণ করবে তা নিয়ে উলামাদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বলেন, সে তখন রোযার বদলে ফিদিয়া দিবে ও পরে রোযার কাযা আদায় করবে। অপর দল বলেন, তাকে রোযার বদলে ফিদিয়া দিতে হবে না, শুধু কাযা আদায় করতে হবে।

চতুর্থ দল বলেন, তাকে রোযা রাখতে হবে না, সেটার বিনিময়ে ফিদিয়াও দিতে হবে না এবং সেটা কাযাও আদায় করতে হবে না। এই মাসাআলার বিস্তারিত বিবরণ 'কিতাবুস স্রিয়াম'-এ স্বতন্ত্রভাবে প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত এবং একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ প্রত্যাশী।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. রমাদান মাস– যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য কারীরূপে, কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

রমাদানের মর্যাদা এবং তার ভিতরে কুরআনের অবতরণ

মহান কুরআনের অবতরণের জন্য এ রমাদান মাসকে বেছে নিয়ে আল্লাহ এ মাসের প্রশংসা করেছেন যেমনটি তিনি করেছিলেন অন্যান্য নাবীগণের নিকট এ মাসে তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে।

৭৬৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ◆আবূ সাঈদ (বানি হাশিমের আযাদকৃত দাস)✕ ইমরান আবুল আওওয়াম✕কোতাদাহ✕আবুল মালীহ✕ওয়াস্রিলাহ ইবনুল আসকা'◆ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

"ইবরাহীমের 'সুহুফ' (আসমানী গ্রন্থ) রমাদানের প্রথম রাতে অবতীর্ণ হয়, রমাদানের ষষ্ঠ রাত্রে তাওরাত অবতীর্ণ হয়, রমাদানের ত্রয়োদশ রাত্রিতে ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়, রমাদানের চব্বিশতম রাত্রিতে আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেন।"[১৭২৬]

৭৬৪. জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّ الزَّبُورَ أُنْزِلَ لِثِنْتَي عَشْرَةَ [لَيْلَةً] خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَمَانِي عَشْرَةَ

১৭২৬. আহমাদ ১৬৫৩৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৯১২১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৯৫৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

যাবুর রমাদানের বার তারিখে ও ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং অন্যগুলো পূর্বোক্ত তারিখে অবতীর্ণ হয়। এটি ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন।[১৭২৭]

অতঃপর সহীফাসমূহ তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জীল সংশ্লিষ্ট নবীর উপর একবারেই নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন একবারে নাযিল হয়েছে পৃথিবীর আকাশের বায়তুল ইযযতে এবং তা রমাদানের শবে কদরে অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ **"আমি কুরআনকে কদরের রাতে নাযিল করেছি"**[১৭২৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ **"আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে"**[১৭২৯] অতঃপর সেটা পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর নাযিল হয়। অনুরূপভাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও ভিন্ন একটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন ইসরাঈল বলেন, ⟨সুদ্দী⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবুল মুজালিদ⟩⟨মিকসাম⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ এর নিকট আতিয়্যাহ ইবনুল আসওয়াদ জিজ্ঞাসা করেন - আমার অন্তরে এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ **"রমাদান মাস– যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে"**; আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ **"আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে"**[১৭৩০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ **"আমি কুরআনকে কদরের রাতে নাযিল করেছি"**[১৭৩১] অথচ কুরআন নাযিল হয়েছে শাওয়াল, যিল কা'দাহ, যিল হাজ্জ, মুহাররাম, সফর এবং রাবী' মাসে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় সম্পূর্ণ কুরআন রমাদান মাসের লায়লাতুল কদরের রাত্রে একবারে নাযিল হয়েছে। অতঃপর সেটা প্রত্যেক মাসে ও দিনে ঘটনার পরিপেক্ষিতে নাযিল হতে থাকে। ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদুবিয়্যাও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাদের ভাষাও এটাই।

অপর এক রিওয়ায়াতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সাঈদ বিন জুবায়র বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রমাদানে সমগ্র কুরআন প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করা হয় এবং বায়তুল ইযযাতে রাখা হয়। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মানুষের প্রশ্নের জবাবের প্রেক্ষিতে বিশ বৎসর যাবত অবতীর্ণ হয়।

ইকরিমাহ কর্তৃক ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ পবিত্র রমাদানের কদরের রাতে সম্পূর্ণ কুরআন একবার প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সাথে পর্যায়ক্রমে যা ইচ্ছা বলেছেন এবং যে কোন মুশরিক রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট ঝগড়া ও প্রশ্নাদি নিয়ে আসলে তাদেরকে তার জবাব দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝﴾

"কাফিররা বলে- তার কাছে পুরো কুরআন এক সাথে অবতীর্ণ করা হল না কেন? আমি এভাবেই অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা সুদৃঢ় করার জন্য আমি তোমার কাছে তা ধীরে ধীরে পরিকল্পিত

১৭২৭. মাজমা' আয যাওয়াইদ (১/১৯৭) বলেন, এটি আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। সানাদে সুফইয়ান বিন ওয়াকী' দুর্বল। তার শব্দগুলো হচ্ছেঃ إحدى عشر ليلة وليست اثنتي عشرة

১৭২৮. সূরাহ কদর, ৯৭:১।

১৭২৯. সূরাহ দুখান, ৪৪:৩।

১৭৩০. সূরাহ দুখান, ৪৪:৩।

১৭৩১. সূরাহ কদর, ৯৭:১।

স্তরে ক্রমশঃ আবৃত্তি করিয়েছি। তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।"[১৭৩২]

কুরআনের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ **"লোকেদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।"** এখানে আল্লাহ কুরআনের প্রশংসা করেছেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন ঐ সব লোকদের হৃদয়ের পথনির্দেশ হিসেবে যারা এতে বিশ্বাস করে এবং এর নির্দেশসমূহকে আঁকড়ে ধরে। আল্লাহ বলেছেন وَبَيِّنَٰتٍ (স্পষ্ট প্রমাণপঞ্জি) অর্থাৎ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন নিদর্শন ও প্রমাণ তাদের জন্য যারা তা বুঝে। এ প্রমাণগুলো কুরআনের সত্যতা, তার পথনির্দেশ ও পথবিচ্যুতির বিপরিত হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং সাক্ষ্য দেয় কিভাবে তা সরল পথে এবং ভুল পথের বিপরিতে পরিচালিত করে এবং তা সত্য ও মিথ্যার এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী।

কিছু সালাফদের নিকট হতে বর্ণিত আছে যে, তারা 'শাহরু রমাদান' না বলে শুধু 'রমদান' বলাকে মাকরূহ জানতেন।

৭৬৫. (মাওদূ'): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨মুহাম্মাদ বিন বাক্কার বিন রায়্যান⟩⟨আবূ মা'শার (দুর্বল)⟩⟨মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী ও সাঈদ আল-মাকবূরী⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বলেছেন,

لَا تَقُولُوا: رَمَضَانَ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ.

তোমার শুধু 'রমাদান' বলো না, কেননা রমাদান হল আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম; বরং তোমরা বলো: 'শাহরু রমাদান'।[১৭৩৩]

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। **পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) হতে অনুমতি দান করেছেন।**

আমি (ইবনু কাসীর) এ ক্ষেত্রে বলতে চাই যে, আবূ মা'শার নাজীহ বিন আবদুর রহমান আল হামদানী যিনি মাগাযী ও সীরাতের (যুদ্ধের ও রসূলুল্লাহর জীবনী বর্ণনার) ইমাম ছিলেন, তাঁর রিওয়ায়াতকে দুর্বল গণ্য করা হয়। কেননা তার নিকট হতে তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ এক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার উক্ত হাদীসকে হাফিয ইবনু আদী অস্বীকার করেছেন এবং শক্তভাবে অস্বীকার করেছেন। কেননা তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসকে মারফূ' বলাতে তার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'সহীহ' গ্রন্থে এক অধ্যায় বেঁধেছেন যার নামকরণ করেছেন 'রমাদান অধ্যায়' এবং সেটাতে রমাদান সম্পর্কিত হাদীস একত্রিত করেছেন।

৭৬৬. (সহীহ): যথা- "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৭৩২. সূরাহ ফুরকান, ২৫:৩২-৩৩।

১৭৩৩. সিলসিলাহ যঈফাহ ৬৭৬৮, ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত 'আল-মাওদূআত' (২/১৮৭), তিনি বলেন, হাদীসটি মাওদূ' (বানোয়াট)। এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদে আবূ মা'শার দুর্বল। ইবনুল জাওযী আরও বলেন, আল্লাহর নামসমূহের মাঝে 'রমাদান' নামটি কেউ উল্লেখ করেননি। আর সকলের ইজমা' অনুসারী এই নামে আল্লাহর নামকরণ করাও বৈধ নয়। ইবনু আদী সানাদে ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ বিন নাজীহ প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** মাওদূ' (বানোয়াট)।

যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়াম বিশ্বাস ও ইয়াকীনের সাথে পালন করবে, তার অতীতের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১৭৩৪] তাতে আরও এ ধরণের হাদীস্র বর্ণনা করা হয়েছে।

রমাদানে সিয়াম পালন করার বাধ্যবাধকতা

আল্লাহ বলেছেন ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ **"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে"** এ আয়াত ঐ সব লোককে এ মাসে সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিচ্ছে যারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান অবস্থায় রমাদানের প্রারম্ভ দেখতে পায় যখন তারা নিজ স্থানে বাস করে। এ আয়াত ঐ আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে যাতে সিয়াম পালন করার বা ফিদইয়াহ দেয়ার যে কোনটিকে বেছে নেওয়ার অনুমতি ছিল। আল্লাহ যখন সিয়ামের নির্দেশ দিলেন তিনি আবার রুগ্ন ব্যক্তি ও সফরকারীদের জন্য সিয়াম ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্য সময়ে সিয়াম পালন করার অনুমতির উল্লেখ করলেন। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ **"আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে"** এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, রুগ্ন ব্যক্তি যারা সিয়াম পালনে অক্ষম বা সিয়াম পালন করে ক্ষতির ভয় করে এবং সফরকারী সিয়াম ভঙ্গ করতে পারে। কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালন করতে না পারে তাহলে পরিবর্তে অন্য সময় সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ বলেন ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ **আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে এসব লোকের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন, যদি তারা রুগ্ন হয় বা সফররত হয় তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে যখন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য- যারা সফররত নয়- সিয়াম পালন বাধ্যতামূলক।

সিয়াম পালন করা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান

এখানে অত্র আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসাআলাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবেঃ

প্রথমতঃ সালাফদের একটি জামাআত এ মত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি রমাদান মাসের শুরুতে নিজ গৃহে অবস্থান করে ও তারপর মাসের মধ্যে ভ্রমণে চলে যায়, তার জন্য সফরের কারণে সিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। এমর্মে তারা উল্লেখ করেছেন আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ **"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে রোযা পালন করে"**। যে ব্যক্তি ভ্রমণ অবস্থায় রমাদানের চাঁদ দেখবে, তার জন্য রোযা রাখা মুবাহ করা হয়েছে। কিন্তু এ রিওয়ায়াতটি বিরল। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম স্বীয় কিতাব 'আলমুহাল্লা'-এর মাঝে সাহাবা ও তাবেঈনদের একটি জামাআত থেকে এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭৬৭. (স্বহীহ): সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّهُ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِغَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ.

মক্কায় যুদ্ধের জন্য তিনি রমাদান মাসে সফর করেছেন। এমনকি তিনি 'কাদীদ' এলাকায় পৌঁছলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন; আর যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদেরকেও সিয়াম ভাঙতে বললেন।[১৭৩৫] এটি স্বহীহাঈনে লিপিবদ্ধ আছে।

১৭৩৪. বুখারী ৩৮, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসাঈ ২১৯৮, আবূ দাউদ ১৩৭১, আহমাদ ৭১৩০, দারিমী ১৭৭৬, ইবনু হিব্বান ৩৪৩২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

দ্বিতীয়তঃ সাহাবী ও তাবেঈনদের অপর একদল এ দিকে গেছেন যে, ভ্রমণাবস্থায় রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ **"তা হলে সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে"** তবে জমহুর সাহাবাগণের বক্তব্যই হল শুদ্ধ। তাদের মত হল, রোযা রাখা না রাখা এটি মুসাফিরের ইচ্ছাধীন, জরুরী নয়।

৭৬৮. (স্বহীহ): কারণ,

كَانُوا يَخْرُجُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ: "فمنا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصائمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ".

সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে রমযান মাসে সফরে বের হতেন। তিনি (আবূ সাঈদ) বলেন, আমাদের মধ্য হতে কেউ রোযা রাখতাম এবং কেউ রোযা ছেড়ে দিতাম। এতে রোযাদারগণ বেরোযাদারগণের উপর দোষারোপ করত না।[১৭৩৬] যদি রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব হত তাহলে তাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করা হত। বরং সফররত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও স্বিয়াম পালন করেছেন এমর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭৬৯. (স্বহীহ): যেমন স্বহীহায়নে বর্ণিত আছেঃ আবূদ দারদা' বলেছেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي شَهْرِ رَمَضَانَ] فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ [مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ] وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

"আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে রমাদান মাসে বের হয়েছিলাম যখন প্রচণ্ড গরম ছিল। প্রচণ্ড গরমের কারণে আমাদের কেউ মাথায় হাত রাখত। সে সময় কেবল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ্ স্বিয়াম পালন করেছিলেন।"[১৭৩৭]

তৃতীয়তঃ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সহ উলামাদের এক জামাআতের অভিমত এই যে, সফরকালে রোযা রাখা রোযা না রাখার চেয়ে উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) সফরের অবস্থায় রোযা রেখেছিলেন। পূর্বে এটা আলোচিত হয়েছে। অপর একটি দল বর্ণনা করেছেন যে, স্বিয়াম পালন করার চেয়ে সফরে স্বিয়াম ভঙ্গের অনুমতি গ্রহণ করা উত্তম।

৭৭০. (স্বহীহ): কেননা সফরে স্বিয়াম পালন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন مَنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ صَامَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ সফরে যারা স্বিয়াম পালন করেনি তারা ভাল কাজ করেছে আর যারা স্বিয়াম পালন করেছে তাদের জন্য কোন গুনাহ নেই।[১৭৩৮]

৭৭১. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য যে অনুমতি দিয়েছেন তা গ্রহণ করা তোমাদের উপর আবশ্যক।[১৭৩৯] অপর একটি দল বলেছেন যে, আয়িশাহ (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয়টি সমান। যেমন—

১৭৩৫. স্বহীহুল বুখারী (পর্বঃ সিয়াম, অধ্যায়ঃ রমাযান মাসে সফরে বের হওয়া।) হা./২৯৫৪, বুখারী ১৯৪৮, ৪২৭৯, মুসলিম ১১১৩, ইবনু হিব্বান ৩৫৫৫। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৭৩৬. বুখারী ১৯৪৭, মুসলিম ১১১৬, ১১১৮, তিরমিযী ৭১২, ইবনু হিব্বান ৩৫৫৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৩৭. বুখারী (পর্বঃ স্বওম, অধ্যায়ঃ রমাদানের কয়েক দিন স্বওম পালন করে যদি কেউ সফর শুরু করে) হা./১৯৪৫, মুসলিম ১১২২।

১৭৩৮. মুসলিম ১১২১, আবূ দাউদ ২৪০৩, ইবনু হিব্বান ৩৫৬৭। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৩৯. মুসলিম (পর্বঃ সিয়াম, অধ্যায়ঃ রমাদান মাসে মুসাফিরের জন্য সিয়াম পালন করা না করা উভয়টি জায়েয) হা./ ১১১৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৫২৬, স্বহীহ আল-জামি' ৪০৭৭। হাদীস্রটি জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৭৭২. (সহীহ): আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, হামযাহ বিন আমর আল-আসলামী বলেছেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كَثِيرُ الصِّيَامِ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

"হে আল্লাহর রাসূল, আমি অনেক সিয়াম পালন করি, আমি কি সফরে সিয়াম পালন করব?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ইচ্ছা হলে সিয়াম পালন কর, ইচ্ছা হলে সিয়াম পালন করোনা। এ হাদীস সহীহায়নে আছে।[১৭৪০]

জানানো হয়েছে যে, সফরে সিয়াম পালন করা যদি কষ্টকর হয় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ করা উত্তম।

৭৭৩. (সহীহ): জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ".

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন এক ব্যক্তিকে ছায়া করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তার কী হয়েছে? তারা বলল: লোকটি সাইম (রোযাদার)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সফরে সিয়াম পালন করা কোন নেকির কাজ নয়। এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[১৭৪১]

অতঃপর কেউ যদি সুন্নাহ'কে অবজ্ঞা করে এবং অন্তরে বিশ্বাস রাখে যে, সফরে সিয়াম ভাংগা অপছন্দনীয়, তবে তাদের সিয়াম ভাংগা একান্ত প্রয়োজন এবং ঐ অবস্থায় তার সিয়াম পালন করা হারাম।

৭৭৪. (দঈফ): অনুরূপ 'মুসনাদ ইমাম আহমাদ' এর মাঝে ও অন্যান্য গ্রন্থেও ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)সহ অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার দেয়া অবকাশ গ্রহণ না করে, তবে তার গুনাহ আরাফাহ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট হবে।[১৭৪২]

চতুর্থতঃ কদা' সিয়াম সম্পর্কে। এটা কি একাধারে রাখা ওয়াজিব না পৃথক পৃথকরূপে রাখা জায়েয? এ সম্পর্কে দু' ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। প্রথম অভিমত অনুযায়ী একাধারে সিয়াম পালন করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। কেননা ফরদ সিয়াম আদায়ের অবিকল অনুকরণ করাকে কদা' বলা হয়। দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী ছুটে যাওয়া সিয়াম এক নাগাড়ে আদায় করা জরুরী নয়। বরং কেউ ইচ্ছা করলে তা পৃথক পৃথকভাবে আবার ইচ্ছা করলে একাধারে আদায় করতে পারে। আর এটিই জামহূর সালাফ ও খালাফদের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামাদের) অভিমত। এর বহু প্রমাণ রয়েছে, কেননা কেবল রমাদানেই একাধারে সিয়াম পালন করা জরুরী। রমাদান ছাড়া অন্য মাসে না রাখা সিয়াম কেবল আদায় করলেই চলবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ **"সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে।"**

১৭৪০. বুখারী (পর্ব: সওম, অধ্যায়: সফরে সওম পালন করা বা না করা) হা./১৯৪৩, মুসলিম ১১২১, আবূ দাঊদ ২৪০২, তিরমিযী ৭১১, ইবনু মাজাহ ১৬৬২, ইবনু হিব্বান ৩৫৬০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৭৪১. বুখারী (পর্ব: সওম, অধ্যায়: প্রচণ্ড গরমের জন্য যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ঃ সফরে সওম পালন করায় সাওয়াব নেই।) হা./১৯৪৬, মুসলিম ১১২১, আবূ দাঊদ ২৪০৭, ইবনু হিব্বান ৩৫৫২। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৭৪২. আহমাদ ৫৩৬৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৯৩৬, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৯৪৯, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৬১৬, দঈফ আল-জামি' ৫৮৪৪, দঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৬৪৪। সানাদটি ইবনু লাহীআর দুর্বলতা ও তার ইদতিরাব করার কারণে দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

সহজ কর, কঠিন নয়

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না।"**

৭৭৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, [আবূ সালামাহ আল-খুযাঈ][ইবনু হিলাল][হুমায়দ বিন হিলাল আল-আদাবী][আবূ কাতাদাহ][জনৈক সাহাবী যিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রবণ করেছেন] তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ"

নিশ্চয় তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তা সহজ হওয়া। নিশ্চয় তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তা সহজ হওয়া।[১৭৪৩]

৭৭৬. (হাসান): ইমাম আহমাদ আরও বলেছেন, [ইয়াযীদ বিন হারূন][আস্বিম বিন হিলাল (তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)][গাদিরাহ বিন উরওয়াহ আল-ফুকায়মী][আবূ উরওয়াহ (উরওয়াহ আল-ফুকায়মী) (রাঃ)] বলেন,

كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَجِلا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ، فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ: عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ دِينَ اللهِ فِي يُسْرٍ" ثَلَاثًا يَقُولُهَا

একবার আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করলেন, তখন তাঁর মাথা হতে ওযু অথবা গোসলের পানির ফোঁটা পড়ছিলো। অতঃপর তিনি স্বলাত আদায় করলেন। যখন স্বলাত শেষ হলো তখন মানুষেরা জিজ্ঞেস করল– ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের অমুক কর্ম করতে অসুবিধা আছে? তদুত্তরে তিনি বলেলেন- "আল্লাহর দীন হল সহজ হওয়া"। তিনি একথাটি তিনবার বললেন।[১৭৪৪] ইমাম আবূ বকর বিন মারদুবিয়্যাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আস্বিম বিন হিলাল **হতে মুসলিম বিন ইবরাহীম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।**

৭৭৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার][শু'বাহ][আবুত তায়্যাহ][আনাস বিন মালিক (রাঃ)] **বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ** يَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا **মানুষের জন্য সহজ কর, তাদের জন্য কঠিন হয়োনা, তাদেরকে ভাল সংবাদ দাও, বিমুখ করোনা।**[১৭৪৫] **স্বহীহায়ন এ হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।**

১৭৪৩. আহমাদ ১৫৫০৬, ১. সানাদে আবূ সালামাহ আল-খুযাঈ হচ্ছে– মানসূর বিন সালামাহ বিন আবদুল আযীয, তিনি স্বিকাহ এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীস্বের রাবীদের অন্যতম। ২. মুহাম্মাদ বিন সুলায়ম হচ্ছে– আবূ হিলাল আর রাসিবী, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ৩. হুমায়দ বিন হিলাল আল-আদাবী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সহচর সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে। তিনি অনারবী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হুমায়দ বিন হিলাল হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলিমের রাবীদের অন্যতম। তার নাম তামীম বিন নাযীর, তিনি স্বিকাহ। আর উক্ত হাদীস্বের শাহেদও পাওয়া যায়। সেগুলো জানতে দেখুন আদাবুল মুফরাদ (৩৪১), আল-আমালুস্ব স্বালিহ (১২৯৯), মাজমা' আয যাওয়াইদ (৫৮৩২), সিলসিলাহ স্বহীহাহ (২/৩৭৯)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৪৪. আহমাদ ২০১৪৬, তারীখুল বুখারী ৭/৩০-৩১, আবূ ইয়া'লা ৬৮৬৩, সানাদটি আস্বিম বিন হিলালের কারণে হাসান। হায়স্বামী তার মাজমা' আয যাওয়াইদ (হা./২১৬) এর মাঝে বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম ও ইমাম আবূ দাউদ তাকে স্বিকাহ বললেছেন কিন্তু ইমাম নাসাঈসহ অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। দ্বিতীয়ত গাদিরাহ থেকে আস্বিম ব্যতীত কেউ হাদীস্ব বর্ণনা করেনি। ইমাম আল-মিযযী অনুরূপভাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী সানাদটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন 'আল-ফাতহ' (১/৯৪)। তবে উক্ত হাদীস্বটির শাহিদ পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন স্বহীহুল বুখারী (৩৯), নাসাঈ (৫০৩৪), ইবনু হিব্বান ৩৫১), বায়হাকী (৩/১৮)। **তাহকীকঃ** হাসান।

১৭৪৫. বুখারী (পর্বঃ ইলম, অধ্যায়: লোকজন যাতে বিরক্ত না হয়ে পড়ে সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নসীহতে ও ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।) হা/৬৯, মুসলিম ১৭৩৪, আদাবুল মুফরাদ ৪৭৩, আহমাদ ১১৯২৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৭৭৮. (স্বহীহ্): স্বহীহায়নে আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুআয এবং আবূ মুসাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, بَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا তোমরা দু'জন মানুষকে সুসংবাদ দান করো, ঘৃণা করো না, সহজ ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না, পরস্পরে মিলে-মিশে থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না।[১৭৪৬]

৭৭৯. (স্বহীহ্): সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থগুলোর মাঝে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "بُعِثْتُ بالحنيفيَّة السَّمْحَةِ" আমি এক নিরবচ্ছিন্ন সহজ দ্বীনের সাথে প্রেরিত হয়েছি।[১৭৪৭]

৭৮০. (স্বহীহ্): হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আবদুল্লাহ বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইয়াহইয়া বিন আবী তালিব, আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা', আবূ মাসউদ আল-জুরায়রী, আবদুল্লাহ বিন শাকীক, মিহজান ইবনুল আদরা' (আল-আসলামী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَتَرَاءَاهُ بِبَصَرِهِ سَاعَةً، فَقَالَ: "أَتَرَاهُ يُصَلِّي صَادِقًا؟" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ صَلَاةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُسْمِعْه فَتُهْلِكَه". وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِمُ الْعُسْرَ"

রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে স্বলাত আদায় করতে দেখেন ও তার প্রতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাল করে দেখতে থাকেন। অতঃপর বলেন, তোমরা কি তাকে সততার সাথে স্বলাত আদায় করতে দেখছ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি মদীনার লোকদের মধ্যে সর্বাধিক স্বলাত আদায়কারী। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা তাকে একথা শুনাইও না, তাহলে তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের কাজ সহজ করতে চান, তাদের সাথে কঠোরতা করতে চান না।[১৭৪৮]

১৭৪৬. স্বহীহুল বুখারী (পর্ব: শিষ্টাচার, অধ্যায়: নাবী (ﷺ) এর বাণী তোমরা সহজ করো) হা./৬১২৪, মুসলিম ১৭৩৩, আহমাদ (৪/৪১৭), ইবনু হিব্বান ৫৩৭৩। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৭৪৭. আহমাদ ২১৭৮৮, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৭৮০৩। উক্ত হাদীস্বের সানাদটি পরম্পরাগতভাবে দুর্বল। সানাদে মাআন বিন রিফাআহ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। তাছাড়া তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ইরসাল করে থাকেন। তার উর্ধ্বতন রাবী আলী বিন ইয়াযীদও দুর্বল। তার উর্ধ্বতন রাবী কাসিম বিন আবদুর রহমান অপরিচিত। শায়খ আলবানী উক্ত সানাদটি দুর্বল হওয়ায় হাদীস্বটিকে গায়াতুল মারাম (৮) এর মাঝে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তিতে তিনি এর শাহিদ পাওয়ায় উক্ত হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। এমর্মে জানতে দেখুন: তারাজুআতুশ শায়খ আলবানী মিন খিলালে মাওক্বাঈ আদ দুরারুস সুনিয়্যাহ (১১৮), সিলসিলাহ স্বহীহাহ (২৯২৪), আল-ই'লামু বি আখিরে আহকামিল আলবানী (১৪২), স্বহীহ আল-জামি' (১৫৮), স্বহীহুল বুখারী [মুআল্লাক সূত্রে] (৩৯) আদাবুল মুফরাদ (২৮৭), আহমাদ (২১০৮)। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৪৮. আহমাদ ১৯৮৩৪, সানাদটি নির্ভরযোগ্য নয়। সানাদে ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনীসহ অন্যান্যরা তাকে স্বিকাহ বলেছেন। কিন্তু মূসা বিন হারূন তাকে মিথ্যুক বলেছেন এবং তার শায়খ আবদুল ওয়াহহাব এর মাঝেও দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু হাদীস্বটির শাওয়াহিদ থাকায় হাদীস্বটি শক্তিশালি। এমর্মে জানতে দেখুন 'সিলসিলাহ স্বহীহাহ' (১৬৩৫), 'ওয়াসীত' (১/৬৬/১) তিনি আবূ য়ূনুস সা'দ বিন য়ূনুস, হাম্মাদ, আল-হারীরী, আবদুল্লাহ বিন শাকীক, মিহজান ইবনুল আদরা' (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সানাদে আবূ য়ূনুস ব্যতীত সকল রাবী স্বিকাহ। কেননা তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সানাদটিকেও সুয়ূতী, তাবারানী তার মু'জামুল কাবীর এর মাঝে বলেন, শক্তিশালি করেছেন।

আমি বলবঃ ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (১৯৮৩৪) ভিন্ন সানাদে হাম্মাদ থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। কাহমাস বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন শাকীককে বলতে শুনেছি তিনি মিহজান বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন,.... অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো ছিল إنكم أمة أريد بكم اليسر এ সানাদটি স্বহীহ। সুতরাং এ সূত্রে হাদীস্বটি স্বহীহ। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার"** অর্থাৎ, তোমাকে রোযা ভঙ্গের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যখন তুমি ছিলে রুগ্ন, যখন ছিলে সফররত ইত্যাদি ইত্যাদি, কারণ আল্লাহ তোমার জন্য কাজকে সহজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তোমাকে ছুটে যাওয়া দিনগুলো পূরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন যাতে তুমি এক মাস সম্পূর্ণ করতে পার।

ইবাদত শেষে আল্লাহকে স্মরণ করা

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ﴾ **"আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর"** অর্থাৎ যাতে তুমি ইবাদতের কাজ সমাধা করার পর আল্লাহকে স্মরণ করতে পার। এটা আল্লাহর এ কথার মত ঃ ﴿فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا﴾ **"অতঃপর যখন মহান হাজ্জের করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল হও, যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণে মশগুল থাক, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর।"**[১৭৪৯] এবং

﴿فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"অতঃপর যখন স্বলাত সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক– যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।"[১৭৫০] এবং

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ﴾

"আর সূর্যোদয়ের পূর্বে আর সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর। আর তাঁর প্রশংসা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে আর স্বলাতের পরে।"[১৭৫১] এজন্য সুন্নাহ ফরয স্বলাতের পর **তাসবীহ (সুবহানাআল্লাহ), তাহমিদ (আল হামদুলিল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।**

৭৮১. (স্বহীহ): ইবন আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেছেন,

مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ

"আমরা তাকবীর বলার দ্বারা জানতে পারতাম যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) স্বলাত শেষ করেছেন।"[১৭৫২] তেমনি, অনেক বিদ্বান বলেছেন যে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর বলা বিশেষভাবে এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ﴾ **"যেন তোমরা মেয়াদ পূর্ণ করতে পার, আর তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"** আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ **"আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"** অর্থাৎ ঃ তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা যদি তুমি আঁকড়ে ধর তাঁকে মান্য ক'রে দায়িত্ব পালন, নিষেধাজ্ঞা পরিত্যাগ এবং সীমা মেনে চলার মাধ্যমে হয়ত তুমি কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

১৭৪৯. সূরাহ বাকারা, ২:২০০।
১৭৫০. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:১০।
১৭৫১. সূরাহ ক্বাফ, ৫০:৩৯-৪০।
১৭৫২. বুখারী ৮৪২, মুসলিম ৫৮৩, আবূ দাউদ ১০০২, নাসাঈ ১৩৩৫, আবূ ইয়া'লা ২৩৯২। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৮৬. যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَلْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

আল্লাহ বান্দাহর প্রার্থনা শুনেন

৭৮২. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][ইয়াহইয়া ইবনুল মুগীরাহ][জারীর][আবদাহ বিন আবূ বারযাহ আল-সাজিসতানী][আস্স সুলব (আস্স স্বালত) বিন হাকীম বিন মুআবিয়াহ বিন হায়্যাদ আল-কুশায়রী][আমার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ)][তার দাদা (মুআবিয়াহ) (রাঃ)]০ থেকে বর্ণিত,

أن أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}

এক গ্রাম্য লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রভু কি আমাদের নিকটে আছে, না দূরে আছেন? যদি নিকটে থাকেন, তাহলে আমরা তাঁর সাথে গোপনে কথা বলব। আর যদি দূরে থাকেন, তাহলে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করব। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ রইলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ﴾ **"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই"**।[১৭৫৩] ইবনু মারদুবিয়্যাহ ও আবুশ শায়খ আল-আস্সবাহানী (ইস্পাহানী) এরা দু'জন মুহাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ এর হাদীস্স থেকে তিনি হারীর থেকে অনুরূপ হাদীস্স বর্ণনা করেছেন।

৭৮৩. (দঈফ): আবদুর রায্যাক বলেছেন যে, ০[জা'ফার বিন সুলায়মান][আওফ][হাসান (আল-বাস্রারী)]০ বলেছেন,

سَأَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: أَيْنَ رَبُّنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الْآيَةَ.

একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ তাঁকে (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের প্রভু কোথায়? তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ﴾ **"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই"**।[১৭৫৪]

৭৮৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেছেন, ০[আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আবদুল মাজীদ আস্স স্বাকাফী][খালিদ আল-হাযযা][আবূ উস্সমান আন নাহদী][আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)]০ বলেছেন,

---

১৭৫৩. তাবারী ২৯১২, তাখরীজু আহাদীস্স ওয়া আস্সার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৩৯৯। সানাদটি স্বালত এর জাহালাতের কারণে দুর্বল। **তাহকীকঃ** দঈফ।

১৭৫৪ তাবারী ২৯১৩, তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/৭৩, সানাদটি হাসান আল-বাস্রারী পর্যন্ত স্বহীহ কিন্তু এটি মুরসাল হওয়ায় হাদীস্সটি দুর্বল, যেমনটি আহমাদ শাকের তাবারীর তা'লীকের মাঝে উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَعْلُو شَرَفًا، وَلَا نَهْبِطُ وَادِيًا إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ. قَالَ: فَدَنَا مِنَّا فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ".

"এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা উঁচু স্থানে উঠতাম, পাহাড়ে উঠতাম, বা উপত্যকার নীচে নামতাম, আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলতাম "আল্লাহু আকবার"। নাবী (ﷺ) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেনঃ হে লোকেরা, নিজেদের প্রতি দয়া কর (অর্থাৎ আওয়াজ উচ্চ করনা) কেননা তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিতকে ডাকছনা, বরং তিনি এমন একজন যিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি তোমাদের পশুর ঘাড়ের চেয়েও নিকটবর্তী। হে আবদুল্লাহ বিন কায়স, (আবূ মূসার নাম) তোমাকে কি আমি একটি কথা শিক্ষা দেব যা জান্নাতের রত্নভাণ্ডারঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" অর্থাৎ সকল শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।[১৭৫৫] হাদীসটি সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিম) উল্লেখিত রয়েছে এবং বাকি একটি জামাআত (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ) এঁরা সকলে আবূ উসমান আন নাহদীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ উসমানের নামঃ আবদুর রহমান বিন মুলি।

৭৮৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ আরও উল্লেখ করেছেন যে, ◊ সুলায়মান বিন দাউদ ⟩ শু'বাহ ⟩ কোতাদাহ ⟩ আনাস (রাঃ) ◊ বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي" মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমার বান্দা আমাকে যেমন ভাবে আমি তেমনি, এবং যখন সে আমাকে ডাকে আমি তার সংগে থাকি।[১৭৫৬]

৭৮৬. (সহীহ): **ইমাম আহমাদ** আরও বলেনঃ ◊ আলী বিন ইসহাক ⟩ আবদুল্লাহ ⟩ আবদুর রহমান বিন **ইয়াযীদ বিন জাবির ⟩ ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ ⟩** কোরীমাহ বিনতুল **খাশখাশ** আল-মুযীনাহ ⟩ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ◊ **বর্ণনা করেন- আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে বলতে শুনেছি যে,** "قَالَ اللهُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ" **অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তার ওষ্ঠদ্বয়** যখন নড়াচড়া করে, তখন আমি তার সাথে থাকি।[১৭৫৭]

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছিঃ** এটা আল্লাহ তাআলার বাণীর মত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ﴾ **"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল, আল্লাহ তো তাদেরই সঙ্গে আছেন।"**[১৭৫৮] তেমনি তিনি মূসা ও হারূন (আলাইহিস সালাম)- কে বলছেনঃ ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ **"আমি তোমাদের সাথেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি আর দেখি।"**[১৭৫৯] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল– আল্লাহ তাআলা

১৭৫৫. বুখারী (পর্বঃ জিহাদ, অধ্যায়ঃ তাকবীর ধ্বনী উচ্চৈঃস্বরে বলা অপছন্দ করতেন) হা./২৯৯২, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯১০২। ।

১৭৫৬. আহমাদ ১২৭৮০, সানাদটি সহীহ। মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭২০৪, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬২৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪০৯৬, সহীহ আল-জামি' ৮১৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৫৭. আহমাদ ১০৫৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮১৫, আত তা'লীকুর রাগীব ২/২২৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৭৮৭, সহীহ আল-জামি' ১৯০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৭৫৮. সূরাহ নাহল, ১৬:১২৮।

১৭৫৯. সূরাহ তাহা, ২০:৪৬।

প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা বৃথা হতে দেন না আর তিনি সেই প্রার্থনা হতে অনবহিত থাকেন এমনও না, বরং তিনি সকল প্রার্থনা শ্রবণকারী। এখানে দুআ'র প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং সেটা যে আল্লাহ তাআলার নিকট বৃথা যায় না, এ ওয়াদাও করা হয়েছে। যেমন–

৭৮৭. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেনঃ ইয়াযীদ এক ব্যক্তি (যে আবূ উসমান থেকে শ্রবণ করেছে) [অজ্ঞাতনামা] আবূ উসমান আন নাহদী সোলমান আল-ফারিসী বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন–

"إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ".

আল্লাহ তাআলার নিকট কোন বান্দা যখন দুই হস্ত সম্প্রসারিত করে কোন কিছু কামনা করে তখন আল্লাহ তাআলা তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[১৭৬০]

ইয়াযীদ বলেনঃ আমার নিকট লোকেরা উক্ত ব্যক্তির নাম জা'ফার বিন মায়মূন বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ'য় ইবনু মায়মূনের নিকট হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। আরও অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা এটিকে মারফূ' হাদীস বলেননি। শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী তার 'আতরাফে' সেটি উল্লেখ করেছেন এবং আবূ হাম্মাম মুহাম্মাদ বিন আবী যাবারকান এটির তাবি' হিসেবে সুলায়মান তায়মী হতে তিনি আবূ উসমান নাহদী হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ প্রার্থনা ক্বুবুল করেন

৭৮৮. (সহীহ): ইমাম আহমাদ আরো লিখেছেন, আবূ আমির আলী বিন দাউদ আবুল মুতাওয়াক্কিল আন নাজী আবু সাঈদ বলেছেন যে, নাবী বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يعجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدّخرها لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا" قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: "اللهُ أَكْثَرُ

কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট দুআ' করে যাতে কোন পাপ জড়িত না থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার জন্য না হয় তবে আল্লাহ তাকে তিনটি বিনিময়ের একটি দান করবেনঃ হয় তিনি শীঘ্রই তার দুআ'র জবাব দিবেন, কিংবা পরকাল পর্যন্ত তা বিলম্বিত করবেন নতুবা সমপরিমাণ খারাবী তার থেকে দূর করে দিবেন। তারা বললেন, "যদি আমরা বেশী দুআ' করি তাহলে কী হবে?" তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট অনেক আছে।"[১৭৬১]

৭৮৯. (হাসান সহীহ): ইমাম আহমাদের পুত্র আবদুল্লাহ বলেছেন, ইসহাক বিন মানসূর আল-কাওসাজ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইবনু সাওবান তার পিতা (সাওবান) মাকহূল জুবায়র বিন নুফায়র উবাদাহ ইবনুস সামিত বলেন, নাবী বলেছেন,

---

১৭৬০. আহমাদ ২৩২০২, আবূ দাউদ ১৪৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৫, তিরমিযী ৩৫৫৬, তিনি (إن ربكم حيٌّ كريم، يستحي أن يبسط العبد ...) শব্দে বর্ণনা করেছেন, জামিউল উসূল ৪/১৫২, সহীহ আল-জামি' ২০৬৬, তাখরীজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৫৩। ইমাম আহমাদ (৫/৪৩৮) উক্ত হাদীসটি আবূ ইয়াযীদ থেকে তিনি সুলায়মান আত তায়মী থেকে তিনি আবূ উসমান থেকে ও তিনি সালমান আল-ফারিসী থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

১৭৬১. আহমাদ ১০৭৪৯, আবদ বিন হুমায়দ ৯৩৮, মুসনাদ আল-জামি' ৬/৪২৪), আদাবুল মুফরাদ ৭১০, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৩৩, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭২১০, শারহুল আকীদা আত তাহাবী (১/৫২২) এর মাঝে শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

পৃথিবীর বুকে কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট দু'আ' করে তখন আল্লাহ তার জন্য হয় কবুল করবেন অথবা সমপরিমাণ ক্ষতি তার থেকে দূর করে দিবেন যতক্ষণ তার দু'আ'য় কোন পাপ জড়িত না থাকে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তা না হয়।[১৭৬২] তিরমিযী এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন।

৭৯০. (স্বহীহ্): ইমাম মালিক বলেছেন, ⟨ইবনু শিহাব⟩⟨আবূ উবায়দ (ইবনু আযহারের মাওলা)⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

يُسْتَجَاب لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجل، يَقُولُ: دعوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

কারো দু'আ' কবূল করা হবে যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে আমি দু'আ' করছি কিন্তু তা আমার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়নি'।[১৭৬৩] মালিক থেকে এ হাদীস্র স্বহীহায়নে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আর এ শব্দগুলো বুখারীর।

৭৯১. (স্বহীহ্): মুসলিম লিখেছেন যে, ⟨আবূ তাহির⟩⟨ইবনু ওয়াহ্‌ব⟩⟨মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ⟩⟨রাবীআহ বিন ইয়াযীদ⟩⟨আবূ ইদরীস আল-খাওলানী⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ নাবী (ﷺ) বলেছেন:

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الاستعجال؟ قال: "يقول: قد دعوتُ، وَقَدْ دَعَوتُ، فَلَمْ أَرَ يستجابُ لِي، فَيَسْتَحسر عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَتْرُكُ الدُّعَاءَ

যদি কোন বান্দা কোন পাপ অভিলাষ চরিতার্থের কিংবা আত্মীয়তা ছিন্নের প্রার্থনা না জানায় এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে, তবে আল্লাহ তাআ'লা তার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করবেন। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ার অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন- কারো এরূপ বলা যে, অবশ্যই আমি দু'আ' করেছি, অবশ্যই আমি দু'আ' করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দু'আ' কবুল হল না। এই বলে দু'আ' করা ছেড়ে দেয়া।[১৭৬৪]

৭৯২. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨আবদুস্ স্বামাদ⟩⟨ইবনু হিলাল⟩⟨কোতাদাহ⟩⟨আনাস (রাঃ)⟩ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

"لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ". قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: "يَقُولُ: قَدْ دعوتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي"

যতক্ষণ বান্দা তাড়াহুড়া না করবে, ততক্ষণ কল্যাণে থাকবে। লোকেরা প্রশ্ন করল, তাড়াহুড়া কাকে বলে? তিনি জবাব দিলেন, কারো এরূপ বলা যে, আমি আল্লাহকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।[১৭৬৫]

১৭৬২. আহমাদ ২২২৭৯, তিরমিযী ৩৫৭৩, তাবারানী ১৪৭, রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন ৩৪৮০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৫৭৪, স্বহীহ আল-জামি' ৫৬৩৭, তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৫৪। সানাদে আবদুর রহমান বিন স্বাবিত বিন স্বাওবান সম্পর্কে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তার কাদারীয়া মতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারেও অভিযোগ রয়েছে, শেষ বয়সে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। তবে উক্ত হাদীস্রের শাহিদ রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস্র ও তাফসীর বাগাবী ১৫৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

১৭৬৩. মুওয়াত্তা মালিক (পর্ব: সালাতের জন্য আহবান, অধ্যায়: দুআ সম্পর্কে বর্ণনা) হা./৪৯৫, বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ২৭৩৫, আদাবুল মুফরাদ ৬৫৪, আবূ দাঊদ ১৪৮৪, তিরমিযী ৩৩৮৪, আহমাদ ৮৯০৩, স্বহীহ আবূ দাঊদ ১৩৩৪, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৪৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪০৪৫, স্বহীহ আল-জামি' ৮০৮৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৬৪. মুসলিম ২৭৩৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৩। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৭৬৫. আহমাদ ১২৭৮৬, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭২০০, স্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৫০। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ লি গায়রিহি।

ইমাম আবূ জা'ফার আত তাবারী তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ◆⟨ইউনুস বিন আবদুল আ'লা⟩ইবনু ওয়াহ্ব⟩আবূ স্বখর⟩ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসায়ত⟩উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র⟩আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩◆ বলেন, কোন বান্দা যখন কিছু প্রার্থনা করে এবং যদি সে তাড়াহুড়া না করে কিংবা ধৈর্যহীন না হয়, তা হলে হয় যথাসত্ত্বর দুনিয়ায় তাকে তা দেয়া হয়, অন্যথায় পরকালের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়। উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন- হে আম্মা! তাড়াহুড়া ও ধৈর্যহীন হওয়ার অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন- কারও এরূপ বলা যে, প্রার্থনা করলাম, কিন্তু কিছুই দেয়া হল না। ডাকলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না।[১৭৬৬] ইবনু কুসায়ত বলেনঃ আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবকে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর অনুরূপ বলতে শুনেছি।

৭৯৩. (হাসান লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ◆⟨হাসান⟩ইবনু লাহীআহ⟩বোকর বিন আমর⟩ আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী⟩আবদুল্লাহ বিন আমর⟩◆ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ أَيُّهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ"

অন্তররাজির একটি হতে অপরটি অধিকতর সংরক্ষণ তৎপর (ব্যস্ত)। তাই হে মানব! আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনার সময়ে নিশ্চিত কবুলের বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করবে। কারণ তিনি কখনও উদাসীনের অমনোযোগী প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না।[১৭৬৭]

৭৯৪. (বাতিল): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◆⟨মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন আয়্যুব⟩ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন উবায় বিন নাফি' বিন মা'দীকারিব⟩উবায় বিন নাফি'⟩আবূ নাফি' বিন মা'দীকারিব (রাঃ)⟩◆ বলেনঃ আমি ও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র নিকট ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ **"আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই"** আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন, হে আমার রব! আয়িশাহ'র এ প্রশ্নের উত্তর কী দিব? তখনই জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালাম প্রদান করে জানাচ্ছেন যে, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হল– যদি কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি পবিত্র অন্তরে সৎ নিয়তে আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দেই ও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।[১৭৬৮] হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

৭৯৫. (বাতিল): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, ◆⟨আল-কালবী (এর হাদীস থেকে)⟩আবূ স্বালিহ⟩ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)⟩◆ বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন-

"اللَّهُمَّ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ، وتوكَّلت بِالْإِجَابَةِ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ فَرْدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ"

১৭৬৬. আবূ সখর হচ্ছেন– হুমায়দ বিন যিয়াদ বিন আবুল মুখারিক আল-খাররাত সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুসায়ত স্বিকাহ। উক্ত হাদীসের সানাদটি হাসান।

১৭৬৭. আহমাদ ৬৬১৭, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৭২০৩, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬৫২। ইবনু লাহীআহ এখানে দুর্বল। হাদীসের প্রথমাংশ অর্থাৎ الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ টি দুর্বল কিন্তু পরের অংশটি হাসান বা হাসান লি গায়রিহি। কারণ শেষাংসের শাহেদ পাওয়া যায়। দেখুন– সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৫৯৪, তিরমিযী ৩৪৭৯। **তাহকীক আলবানী:** হাসান লি গায়রিহি।

১৭৬৮. হাদীসটির মূল কোন ভিত্তি নেই।

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছ, তাই আমি কবুলের ব্যাপারে তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম। আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, তোমার কোনই শরীক নেই আমি হাযির, যত সব প্রশংসা, নিআমত ও বাদশাহী একমাত্র তোমার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তুমি কাউকেও জন্ম দাওনি এবং তোমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তাই কেউ তোমার সমকক্ষ নয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত দিনের আগমন সন্দোহাতীত সত্য এবং কবরবাসীদেরকে তুমি পুনরুত্থিত করবে (এটাও সত্য)"।[১৭৬৯]

৭৯৬. (দঈফ): আল-হাফিয আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, ◊হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-আরযী ও মুহাম্মাদ বিনইয়াহইয়া আল-কুতাঈ⟩হাজ্জা বিন মিনহাল⟩সালিহ বিন মুররী⟩হাসান⟩আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু)⟩◊ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِي، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ؛ فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدُنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عملت مِنْ شَيْءٍ وَفَّيْتُكَه وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ"

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার কাজ হল তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। আমার কাজ হল তোমার কাজের বিনিময় দান এবং কোন কাজই বৃথা যেতে না দেয়া। আর তোমার ও আমার যৌথ কাজ হল তোমার দুআ' করা ও আমার কবুল করা।[১৭৭০]

দুআর এ আয়াত রোযার আহকাম বর্ণনার মাঝে নাযিল করে আল্লাহ তাআলা মূলত রোযার মাসে বিশেষত প্রতিদিন ইফতারীর সময় বেশি বেশি দুআ' করার জন্য উৎসাহ প্রদান করছেন। যেমন–

৭৯৭. (দঈফ): ইমাম আবূ দাউদ আত তায়ালিসী তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন: ◊আবূ মুহাম্মাদ আল-মুলায়কী⟩আমর বিন শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর⟩তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)⟩তার দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু)⟩◊ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, "لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ" "রোযাদারের ইফতারের সময়ের দুআ' কবুল হয়। তাই হে আবদুল্লাহ! যখন ইফতার করবে, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে একত্রে ডেকে দুআ' করবে। তাই তিনি ইফতারের সময়ে সকলকে একত্র করে দুআ করতেন।[১৭৭১]

৭৯৮. (দঈফ): আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ তার 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ◊হিশাম বিন আম্মার⟩আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম⟩ইসহাক বিন আবদুল্লাহ আল-মাদানী⟩আবদুল্লাহ বিন আবী মুলায়কাহ⟩আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিআল্লাহু আনহু)⟩◊ বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

১৭৬৯. দায়লামী বিরচিত মুসনাদুল ফিরদাউস (১৭৯৮), আদ দুররুল মানসূর (১/৪৭৪) এবং আবূ শায়খ "আখলাকুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" গ্রন্থে (পৃ.২০২/হা. ৫৬৮) কালবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে আল-কালবী হচ্ছে– মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব, তিনি মাতরুকুল হাদীস। অনেকে তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **তাহকীকঃ** বাতিল, এর মূল কোন ভিত্তি নেই।

১৭৭০. মুসনাদ আল-বাযযার ৬৬৯৩, জামউল আহাদীস আল-কুদসিয়্যাহ ৪২২, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪১৫২, ইমাম আল-বাযযার বলেন, হাদীসটি সালিহ আল-মুররী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমামগণ তাকে দুর্বল হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৭৭১. মুসনাদ আত তয়ালিসী ২২৬২, শুআবুল ঈমান ৩৯০৭, তাখরীজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৫৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০২১৮, দঈফ আল-জামি' ৪৭৪৭। সানাদে আবূ মুহাম্মাদ হচ্ছে– আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর বিন উবাদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী 'আত তাকরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অন্য বর্ণনায় বলেন, তিনি মাতরূকুল হাদীস। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

"إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدّ". قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَة: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وسعت كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي .

"রোযাদারের ইফতারের সময়ের দুআ' কবূল হয় এবং সেটা প্রত্যাখ্যান করা হয় না।" আবদুল্লাহ বিন আবী মুলায়কা বলেন- আমি আবদুল্লাহ বিন আমরকে ইফতারের সময় এ দুআ পড়তে শুনেছিঃ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وسعت كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বি রহমাতিকাল্লাতী ওয়াসিআত কুল্লা শায়ইন আন তাগফিরা লী' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার সেই রহমত চাই যা সকল কিছুর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আর তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"[১৭৭২]

তিন ব্যক্তির দুআ' অগ্রাহ্য করা হবেনা।

৭৯৯. (হাসান): ইমাম আহমাদের মুসনাদে এবং তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্‌র সুনানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حتى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين

"তিন ব্যক্তির দুআ' কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ', রোযাদারের ইফতারকালীন দুআ' ও মযলুমের দুআ'। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মযলুমের দুআকে সব কিছুর উর্ধ্বে ঠাঁই দিবেন এবং সেটার আগমনের জন্য আকাশের সকল দরজা খুলে দিবেন। অতঃপর বলবেন- আমার মর্যাদার কসম! বিলম্বে হলেও আজ আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।"[১৭৭৩]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ

১৮৭. তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে, তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর, আর মাসজিদে

১৭৭২. ইবনু মাজাহ ১৭৫৩, তাখরীজু আহাদীস্ব ওয়াল আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৫৮, দঈফ ইবনু মাজাহ ১৩৫ পৃ, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৪৮১, ইরওয়াউল গালীল ৯২১। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৭৭৩. তিরমিযী ৩৫৯৮, ইবনু মাজাহ ১৭৫২, সানাদে আবূ মাওলা রয়েছেন তার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন, তার নাম জানা যায় না। শায়খ আলবানী তার সিলসিলাহ দঈফাহ (১৩৫৮) এর মাঝে বলেন, তার হাদীস্ব নির্ভরযোগ্য নয়। তাছাড়া তার হাদীস্ব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস্বের বিপরীত। আমি বলব: স্বহীহ হচ্ছে: (ثلاث دعوات مستجابات (وفي رواية: لا تُرَدّ) : دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم (وفي رواية: ودعوة الوالد) **তাহকীকঃ** হাসান।

ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এসব আল্লাহ্‌র আইন, কাজেই এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।	اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

রমাদানের রাতে পানাহার ও যৌন মিলন জায়েয

এ আয়াতগুলোতে মুসলিমবৃন্দকে রেহাই দেয়া হয়েছে কতকগুলো আচরণ থেকে যা ইসলামের প্রথম কয়েক বছর পালন করা হত। সে সময় কেবল ইশার (রাতের) স্বলাত পর্যন্ত মুসলিমবৃন্দের জন্য পানাহার ও যৌন মিলন জায়েয ছিল যদি না কেউ ইশার স্বলাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যেত। যারা ইশার স্বলাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যেত কিংবা ইশার স্বলাত পড়ে নিত, তাদের জন্য পরবর্তী রাত্রি না আসা পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন জায়েয ছিলনা। এটা মুসলিমবৃন্দের জন্য ছিল কঠিন। আয়াতে ব্যবহৃত 'রাফাস' শব্দ দ্বারা যৌন মিলন বুঝায়। এটা ইবনু আব্বাস (রাঃ), আতা' এবং মুজাহিদের মত।[১৭৭৪] একই তাফসীর করেছেন সাঈদ বিন জুবায়র, ত্বউস, সালিম বিন আবদুল্লাহ,[১৭৭৫] আমর বিন দীনার,[১৭৭৬] হাসান,[১৭৭৭] কাতাদাহ, যুহরী, দহ্‌হাক, ইবরাহীম নাখঈ, সুদ্দী, আতা'' খোরাসানী এবং মুকাতিল বিন হায়্যান।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ **"তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন।"** ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য আশ্রয় আর তোমরা তাদের জন্য আশ্রয়।"[১৭৭৮] রাবী' বিন আনাস বলেছেন যে, "তারা তোমাদের জন্য পর্দা আর তোমরা তাদের জন্য পর্দা।"[১৭৭৯] স্বামী এবং স্ত্রী খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পরের সঙ্গে যৌন মিলন করে এজন্য রাত্রিকালে যৌন মিলনের কার্যাদি করতে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে, যাতে বিষয়টি তাদের জন্য সহজ হয়।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে রাবী আইয়ূবের হাদীস্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।[১৭৮০]

৮০০. (স্বহীহ): আবূ ইসহাক জানিয়েছেন যে, বারা' বিন 'আযিব বলেছেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ স্বিয়াম পালন করতেন অতঃপর ইফতার করার আগে ঘুমাতেন, তখন তাদেরকে পরবর্তী রাত্রি পর্যন্ত স্বিয়াম চালিয়ে যেতে হত। একদিন কাইস বিন সিরমাহ (রাঃ) আনস্বারী স্বিয়ামরত অবস্থায় তার ক্ষেতে কাজ করছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি এসে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "কোন খাবার আছে কী?" স্ত্রী বললেন, "নাই, তবে চেষ্টা করে দেখি, তোমার জন্য কোন খাবার পাই কিনা।" ঘুমে তাঁর চোখ বুঁজে আসছিল, স্ত্রী ফিরে এসে দেখলেন তিনি ঘুমাচ্ছেন, তিনি বললেন, "তোমার জন্য পরিতাপ! তুমি কি ঘুমাচ্ছিলে, পরের দিন দুপুরে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং যা ঘটেছে তা নাবী (সাঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হল

১৭৭৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৬৭।
১৭৭৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৬৮।
১৭৭৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৬৯।
১৭৭৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৬৮।
১৭৭৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৭০।
১৭৭৯. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৮১।
১৭৮০. অত্র সূরার ১৮৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে, তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়।" ফলে তারা খুবই আনন্দিত হলেন।[১৭৮১]

৮০১. (স্বহীহ): বুখারী এ হাদীস্ব আবূ ইসহাক থেকে জানিয়েছেন যিনি বারা'কে বলতে শুনেছেন, "যখন রমাদানের স্বিয়াম ফরদ হল, তখন সারা মাস স্ত্রীদের সঙ্গে শয়ন করতনা কিন্তু কতক লোক নিজেদেরকে প্রতারিত করত। আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ঃ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ﴾ **"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন।**[১৭৮২]

৮০২. (দঈফ): আলী বিন আবী তলহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلُّوا الْعِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ النِّسَاءُ وَالطَّعَامُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، ثُمَّ إِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا مِنَ النِّسَاءِ وَالطَّعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}

"রমাদান মাসে ইশার স্বলাত আদায় হয়ে গেলে মুসলিমবৃন্দ তাদের স্ত্রী ও খাদ্য স্পর্শ করতনা পরবর্তী রাত্রির আগমন পর্যন্ত তখন উমার বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)সহ কিছু লোক ইশার পর রমাদানে তাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করেছিলেন এবং কিছু খাদ্য গ্রহন করেছিলেন। ব্যাপারটি তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানিয়েছিলেন তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ **"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার।"** আউফীও ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে একই বর্ণনা করেছেন।[১৭৮৩]

৮০৩. মূসা বিন উকবা কুরায়ব থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الصَّوْمِ مَا نَزَلَ فِيهِمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَحِلُّ لَهُمْ شَأْنُ النِّسَاءِ، فَإِذَا نَامَ أحدهُم لَمْ يَطْعَمْ وَلَمْ يشرَب وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْقَابِلَةِ، فَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَمَا نَامَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الصومُ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْكُو إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ الذِي صَنَعْتُ. قَالَ: "وَمَاذَا صَنَعْتَ؟ " قَالَ: إِنِّي سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، فَوَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي بَعْدَ مَا نِمْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ. فَزَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا كُنْتَ خَلِيقًا أَنْ تَفْعَلَ". فَنَزَلَ الْكِتَابُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

১৭৮১. তাবারী ৩/৪৯৫, বুখারী ১৯১৫, তিরমিযী ২৯৬৮, আবূ দাউদ ২৩১৪, ইবনু হিব্বান ৩৪৬০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৭৮২. বুখারী (পর্ব: তাফসীর) ৪৫০৮।

১৭৮৩. তাবারী ২৯৪৮, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ সানাদে মুরসাল। **তাহকীক:** দঈফ।

মুসলমানগণ স্বিয়ামের এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রীগমন করত। কিন্তু যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন হতে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করত না। এতদসত্ত্বেও একদিন আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘুম হতে জেগে স্ত্রীগমন করেছেন। ইত্যবসরে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- 'আমি আমার কৃতকার্যের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট অভিযোগ করতে এসেছি।' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্ন করলেন- তুমি কি করেছ? তিনি জবাব দিলেন- 'আমি রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করে ঘুম হতে জেগে স্ত্রীগমন করেছি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন- এটা তোমার জন্য শোভনীয় কাজ হয়নি। অতঃপর নাযিল হল- ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ **"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে"**।[১৭৮৪]

৮০৪. সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ বলেন, ০[কায়স বিন সা'দ][আতা' বিন আবূ রাবাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ বর্ণনা করেন,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ قبلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرُوا، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَأَنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَنَامَ وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، فَقَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} يَعْنِي بِالرَّفَثِ: مُجَامَعَةُ النِّسَاءِ {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} يَعْنِي: تُجَامِعُونَ النِّسَاءَ، وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ {فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يَعْنِي: جَامِعُوهُنَّ {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ} يَعْنِي: الْوَلَدَ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَكَانَ ذَلِكَ عَفْوًا مِنَ اللهِ وَرَحْمَةً.

যখন ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ থেকে ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ পর্যন্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগে রমাদানে মুসলমানগণ ইশার স্বলাত শেষ করার পর নিদ্রা গেলে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সংগম হারাম হয়ে যেত। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইশার স্বলাতের পর স্ত্রী সংগম করেন এবং সুরাকা বিন কায়স আল-আনস্বারী মাগরিবের স্বলাতের পর নিদ্রা কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইশার স্বলাত পড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকেন। অতঃপর ইশার স্বলাত পড়ে তিনি পানাহার করেন। পর দিন সকালে এসে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এই সকল অবস্থা ব্যক্ত করেন। তখনই নাযিল হয়- ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ **"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে"**। রাফাস দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ **"তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে।"** অর্থাৎ তোমরা মহিলাদের সাথে সহবাস ও ইশার পর পানাহার করছিলে এর জন্য ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ﴾ **"সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি**

১৭৮৪. অনুরূপ স্বহীহ হাদীস্ব জানতে দেখুন- বুখারী (অধ্যায়: সিয়াম) হা/১৯১৫, আবূ দাউদ (অধ্যায়: সিয়াম) হা/২৩১৪, তিরমিযী (অধ্যায়: তাফসীর) হা/২৯৬৮। **তাহকীক:** স্বহীহ। উল্লেখ্য যে, যেখানে ঘুমের কথা বলা হয়নি সেটি দুর্বল।

দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার" অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার। বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলার বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ।[১৭৮৫]

৮০৫. হুশায়ম বলেন, ◊[হুসায়ন বিন আবদুর রহমান][আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা][উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ (আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা) বলেন,

قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَدْتُ أَهْلِي الْبَارِحَةَ عَلَى مَا يُرِيدُ الرجلُ أهلهُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ نَامَتْ، فَظَنَنْتُهَا تعتل، فَوَاقَعْتُهَا، فَنَزَلَ فِي عُمَرَ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়ালেন অতঃপর বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিগত রাত্রিতে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলাম, যা একটি পুরুষ নারীর কাছে করে থাকে। আমার স্ত্রী জানাল, সে নিদ্রা গেছিল। আমি সেটাকে তার বাহানা ভেবে তার সাথে সহবাস করেছি।' তখনই তাঁর উপলক্ষে এই আয়াত নাযিল হলঃ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ **"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে"**। অনুরূপভাবে শু'বাহ আমর বিন মুররাহ হতে তিনি ইবনু আবী লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৭৮৬]

৮০৬. (হাসান): আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বর্ণনা করেনঃ ◊[মুসান্না][সুওয়ায়দ][ইবনুল মুবারাক][ইবনু লাহীআহ][মূসা বিন জুবায়র][আবদুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালিক][তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ থেকে বর্ণিত,

كَانَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فأمسى فَنَامَ، حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْغَدِ. فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ سَمَرَ عِنْدَهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ! فَقَالَ: مَا نِمْتِ! ثُمَّ وَقَعَ بِهَا. وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ. فَغَدَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}

"রমযান মাসে লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, যদি কেউ রোযা রেখে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সেটার পর তার জন্য পরবর্তী ইফতার পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হত। এক রাত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দেরিতে ঘরে ফিরেন। তখন তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি তার কাছে কামনা চরিতার্থের অভিলাষ ব্যক্ত করলে তার স্ত্রী বলল, আমি তো নিদ্রা গিয়াছিলাম। তিনি তার কথা অবিশ্বাস করলেন এবং তার সাথে সহবাস করলেন। কা'ব বিন মালিক বলেন- প্রত্যুষেই উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁকে এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। তখন

১৭৮৫. হাদীসটি আহমাদ, আবূ হাতিম ও ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে 'আল-উজাব' (১/৪৪০), আদ দুররুল মানসূর (১/৪৮৬), ফাতহুল বারী (৪/১৩০) ◊[কায়স বিন সা'দ][আতা' বিন আবী রাবাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীর 'তাফসীরুল কুরআনুল কারীম' (১/২২৬, ২২৭) এর মাঝে সাঈদ বিন আবী আরূবাহ থেকে তিনি কায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) 'জামিউল বায়ান (৩/৪৯৮) এর তা'লীকের মাঝে সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। তবে সাঈদ বিন আবী আরূবাহ'র পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) 'আল-উজাব' (১/৪৪১) এর মাঝে বলেন যে, অনুরূপ বর্ণনা স্বিরমাহ বিন কায়স আবূ কায়স বিন স্বিরমাহ থেকে পাওয়া যায় সেখানে পানাহারের পরে ঘুমানোর কথা উল্লেখিত রয়েছে। আর সেটি বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। দেখুন– স্বহীহুল বুখারী (১৯১৫)।

১৭৮৬. উক্ত সানাদে আসারটি দুর্বল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আবদুর রহমান বিন আবী লায়লার শ্রবণ করাটি প্রমাণিত না হওয়ায় আসারটি দুর্বল তবে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনাটি স্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত, যা আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনাটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, মূসা বিন উকবাহ কুরায়ব থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ ﴿عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ تَخۡتَانُوۡنَ اَنۡفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنۡكُمۡ ۚ فَالۡـٰٔنَ بَاشِرُوۡهُنَّ﴾ **"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে খিয়ানত করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার।"**[১৭৮৭]

অনুরূপভাবে মুজাহিদ, আতা', ইকরিমাহ, কাতাদাহ প্রমুখ হযরত উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সুরাকা বিন কায়স আনসারীর ঘটনাকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর রহম, অনুগ্রহ ও ভালবাসাস্বরূপ রমযানের সারা রাত্রি স্ত্রী সহবাস করা, আহার করা ও পান করার আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَابۡتَغُوۡا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمۡ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস, আনাস, কাজী শুরাইহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবনু জুবায়র, আতা, রবী' ইবনু আনাস, সুদ্দী, যায়দ ইবনু আসলাম, হাকাম ইবনু উতবা, মাকাতিল ইবনু হাইয়ান, হাসান বসরী, দহহাক ও কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ সাহাবা ও তাবেঈন বলেনঃ এ আয়াত সন্তান লাভ করাকে বুঝাচ্ছে।[১৭৮৮]

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেন, ﴿وَابۡتَغُوۡا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمۡ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর"** অর্থাৎ 'সহবাস'। আমর বিন মালিক বলেন, আবুল জাওযা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ﴿وَابۡتَغُوۡا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمۡ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর"** অর্থাৎ লায়লাতুল কদর'। ইবনু আবি হাতিম ও ইবনু জারীরও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুর রাযযাক বলেনঃ মা'মার আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কাতাদাহ বলেছেনঃ তোমরা সেই অবকাশের অনুসন্ধান কর যা তোমাদের জন্য লিখিত হয়ে গেল। সাঈদ কাতাদাহ থেকে বলেন, ﴿وَابۡتَغُوۡا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمۡ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা অন্বেষণ কর" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছেন তা অনুসন্ধান কর।"**

আবদুর রাযযাক আরও বলেনঃ ০[ইবনু উওয়ায়নাহ][আমর বিন দীনার][আতা' বিন আবী রাবাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ (আতা' বিন আবী রাবাহ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমরা এ আয়াতটি وَابۡتَغُوۡا না اتبعوا কিভাবে তিলাওয়াত করব? তিনি বললেন, যেভাবে ইচ্ছা তিলাওয়াত করতে পার। কারণ, তিলাওয়াত করাই শ্রেয়। ইবনু জারীর আয়াতটিকে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রের জন্য ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

সুহুর এর সময়

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الۡخَيۡطُ الۡاَبۡيَضُ مِنَ الۡخَيۡطِ الۡاَسۡوَدِ مِنَ الۡفَجۡرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيۡلِ﴾ **"এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়।"** রাতের যে কোন অংশের রাতের অন্ধকার থেকে উষার আলো চিনা যাওয়া পর্যন্ত

১৭৮৭. মাজমা' আয যাওয়াইদ ১০৮৪৭, শুআয়ব আল-আরনাউত বলেন, সানাদটি হাসান, সানাদে ইবনুল লাহীআহ'র মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। তবে অনুরূপ সহীহ হাদীস 'আবূ দাউদ' (৫০৬) এর মাঝেও বর্ণিত হয়েছে। সেই হাদীসটিকে শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহীহ বলেছেন। **তাহক্বীক:** হাসান।

১৭৮৮. ইবনু আবী হাতিম ১/৩৭৭-৩৭৮।

আল্লাহ পানাহার ও যৌন মিলন জায়েয করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ সে সময়টিকে বর্ণনা করেছেন, "কালো সূতা থেকে সাদা সূতা পার্থক্য করা" ব'লে। তিনি সেটিকে আরো স্পষ্ট করেছেন যখন বলেছেন ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ **"ফজর থেকে"**।

৮০৭. (স্বহীহ): ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-বুখারী লিখিত একটি হাদীস্র আছে যে, ইবনু আবী মারয়াম)(আবূ গাসসান মুহাম্মাদ বিন মুতাররিফ)(আবূ হাযিম)(সোহল বিন সাদ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ **"তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে সাদা রেখা প্রকাশ না পায়"** তখন ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ **"ফজর থেকে"** কথাটি নাযিল হয়নি। কতক লোক যারা রোযা রাখতে চাইত তাদের পায়ে সাদা ও কালো সূতা বাঁধত এবং দু'রকম সূতার মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চালিয়ে যেত। অতঃপর আল্লাহ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ **"ফজর থেকে"** কথাটি নাযিল করলেন, ফলে বিষয়টি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এর অর্থ রাত (এর অন্ধকার) এবং দিন (এর আলো)।"[১৭৮৯]

৮০৮. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেনঃ হুশায়ম)(হুসায়ন)(আদী বিন হাতিম) বলেন, যখন ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ **"তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে সাদা রেখা প্রকাশ না পায়"** এ আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি কাল ও সাদা দু'টি সুতা নিয়ে সেটা আমার বালিশের নিচে রেখে দিলাম। আমার নিকট যখন কাল হতে সাদার পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে উঠল, তখন আমি পানাহার বন্ধ করলাম। সকাল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট গমন করলাম এবং যা করেছি সেটা ব্যক্ত করলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ

"إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ"

অর্থাৎ 'তোমার বালিশ তো বিরাট লম্বা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, রাত্রির অন্ধকার হতে দিনের আলো পরিস্ফুট হয়ে উঠা।[১৭৯০] এ হাদীস্রটি স্বহীহুল বুখারী ও স্বহীহ মুসলিমে ভিন্ন সূত্রে আদী থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ 'তোমার বালিশ বিরাট লম্বা' এ কথার মর্ম এই যে, যদি কাল সুতা ও সাদা সুতা বালিশের নিচে রাখ, তাহলে সেটার নিচে দিনের আলো ও রাতের আঁধারের স্থান সংকুলান হয়ে গেছে। অতএব উক্ত বালিশের পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া অবশ্যক হবে।

৮০৯. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারীতেও এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, মূসা বিন ইসমাঈল)(আবূ আওয়ানাহ)(হুসায়ন)(আশ শা'বী)(আদী) বলেছেন,

أَخَذَ عَدِي عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَتَبَيَّنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي. قَالَ: "إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ".

"আমি দুটো সূতা নিলাম, একটি কালো এবং একটি সাদা এবং আমার বালিশের নীচে রাখলাম আর রাত ভর ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কিন্তু দু'টোর মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারলামনা। তাই পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট গেলাম এবং সব কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন,

---

১৭৮৯. বুখারী (পর্ব: সওম, অধ্যায়: আল্লাহ তাআলার বাণী: তোমরা আহার ও পান করতে থাক) হা./১৯১৭, ৪৫১১, মুসলিম ১০৯১, আবূ দাউদ ২৩৪৯। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

১৭৯০. আহমাদ ১৮৮৮০, বুখারী ৪৫০৯, মুসলিম ১০৯০, তিরমিযী ২৯৭০, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৯২৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

তোমার বালিশ তো খুবই প্রশস্ত যদি তার নীচে সাদা ও কালো সূতা থাকে।”[১৭৯১] এ হাদীসের কতক শব্দ এ রকম إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا [তোমার কাফা (তোমার ঘাড়ের পিছন দিক) প্রশস্ত], কতক লোক বলেছেন, এ শব্দগুলোর অর্থ হল যে, ‘আদী চটপটে ছিলেন না। এটি দুর্বল মত।

৮১০. (সহীহ): বুখারীর বর্ণনা হাদীসটির এ অংশের ব্যাখ্যা করেছে যে, [কুতায়বাহ][জারীর][মুতাররিফ][আশ শা'বী][আদী বিন হাতিম] বর্ণনা করেছেন ঃ আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, কালো সূতা হতে সাদা সূতা কী? এগুলো কি আসলেই সূতা?” তিনি বললেন ঃ

"إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ". ثُمَّ قَالَ: "لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

তোমার কাফা প্রশস্ত যদি তুমি দু’ সূতা দেখতে পাও, বরং তা হচ্ছে রাতের অন্ধকার আর দিবালোকের শুভ্রতা।[১৭৯২]

সাহরী খাওয়ার নির্দেশ ও তার সময়

আল্লাহ উষা পর্যন্ত পানাহার অনুমোদন করেছেন, এটা প্রমাণ করছে যে, সাহরী খেতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কেননা এটি একটি রুখসত (ছাড়) এবং আল্লাহ চান যে, রুখসত গ্রহণ করা হোক। প্রামাণ্য সুন্নাহ জানাচ্ছে যে, সাহরী খাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৮১১. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ হয়েছে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরিতে বরকত আছে।[১৭৯৩]

৮১২. (সহীহ): সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ إن فصل مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য সাহরি খাওয়া।[১৭৯৪]

৮১৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, [ইসহাক বিন ঈসা বিন তাব্বা'][আবদুর রহমান বিন যায়দ][তার পিতা (যায়দ)][আতা' বিন ইয়াসার][আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

السَّحور أُكْلُهُ بَرَكَةٌ؛ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَجْرَعُ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

সাহরী বরকতমণ্ডিত খাবার, কাজেই তা পরিত্যাগ করনা, এমনকি তোমাদের কেউ যদি এক চুমুক পানিও পান করে বস্তুতঃ যারা সাহরী খায় তাদের উপর আল্লাহ রহম বর্ষণ করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাদের উপর রহমাতের দু‘আ’ করেন।[১৭৯৫]

সাহরী গ্রহণের জন্য উৎসাহদান সংক্রান্ত আরো অনেক হাদীস আছে, যদি তা দু’ লোকমার সাথে এক চুমুক পানিও হয়। সাহরী খাওয়া উষা পর্যন্ত বিলম্বিত করা অধিক পছন্দনীয়।

১৭৯১. বুখারী (পর্ব: তাফসীর) হা/৪৫০৯।

১৭৯২. বুখারী ৪৫১০।

১৭৯৩. বুখারী (পর্ব: সওম, অধ্যায়: সাহরীতে বারকাত রয়েছে তবে তা ওয়াজিব নয়।) হা/১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, ইবনু মাজাহ ১৬৯২, ইবনু হিব্বান ৩৪৬৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৭৯৪. মুসলিম (পর্ব: সওম, অধ্যায়: সাহরীর ফাদীলাত) হা/১০৯৬, আবূ দাউদ ২৩৪৩, তিরমিযী ৭০৮, ইবনু হিব্বান ৩৪৭৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৭৯৫. আহমাদ ১১০০৩, আল-আমালুস স্বালিহ ৪৬০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৮৪০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৯৯৬, সহীহ আল-জামি' ৩৬৮৩, সিলসিলাহ সহীহাহ (৭/১২০৬)। শুআয়াব আল-আরনাওয়াত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

৮১৪. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, যায়দ বিন স্বাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

"আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাহরী খেতাম অতঃপর স্বলাতের জন্য যেতাম। আনাস জিজ্ঞেস করলেন, "আযান ও সাহরীর মধ্যে কতটা সময় থাকত? তিনি বললেন, "৫০ টি আয়াত (পাঠের) সময়।"[১৭৯৬]

৮১৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন, মূসা বিন দাঊদ ইবনু লাহীআহ সালিম বিন গায়লান সুলায়মান বিন আবূ উস্মান (মাজহূল) আদী বিন হাতিম আল-হিমস্বী (মাজহূল) আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ"

আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণ ধরে রাখতে পারবে যে পর্যন্ত তারা ইফতার জলদি করবে আর সাহরী খাওয়া বিলম্বিত করবে।[১৭৯৭]

৮১৬. (স্বহীহ): অনেক হাদীস্ব আছে যেখানে রয়েছে যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الغَدَاءَ الْمُبَارَكَ، নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহরীকে বরকতমণ্ডিত খাদ্য বলেছেন।[১৭৯৮]

৮১৭. (স্বহীহ): আরও একটি হাদীস্ব যা ইমাম আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামাহ আস্বিম বিন বাহদালাহ যির বিন হুবায়শ হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেনঃ

تسحَّرْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ.

"আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এমন সময় সাহরী খেয়েছি যে, তখন দিন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সূর্য উদিত হয়নি"।[১৭৯৯] অবশ্য অত্র হাদীস্বের অন্যতম রাবী আস্বিম বিন আবুন নাজূদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এর দ্বারা দিনের নিকটবর্তী হওয়াকে বুঝিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

১৭৯৬. বুখারী ১৯২১, মুসলিম ১০৯৭।

১৭৯৭. আহমাদ ২০৯৯৬, সানাদে সুলায়মান বিন আবূ উস্মান ও আদী বিন হাতিম উভয়ে মাজহূল বা অপরিচিত। তবে ইফতার তাড়াতাড়ি করার ব্যাপারে সাহল বিন সা'দ থেকে শাহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন স্বহীহুল বুখারী (১৯৫৭), তিরমিযী ৬৯৯, ইবনু হিব্বান ৩৫০২, আর সাহরী দেরী করে খাওয়ার ব্যাপারে ইয়া'লা বিন মুররাহ থেকে শাহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। দেখুন– মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী ৭৪৬৬, এ ব্যাপারে আরও শাহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৮৭৫, স্বহীহুল বুখারী ১৯২০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩২৪০। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৯৮. এখানে উক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে– আবূ দাঊদ ২৩৪৪, নাসাঈ ২১৬৩, আহমাদ ১৬৬৯৩, ইবনু হিব্বান ৩৪৬৫ (ইরবাদ বিন সারিয়াহ'র হাদীস্ব থেকে), তার সানাদটি হারিস্ব বিন যিয়াদ এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল। তবে তার হাদীস্বের শাহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন নাসাঈ ৪/১৪৬, আহমাদ ৪/১৩২, এবং আবূ দারদা' এর হাদীস্ব থেকে ইবনু হিব্বান ৩৪৬৪, ও মু'জমুল কাবীর লিত তাবারানী (১৮/৩২২), সিলসিলাহ স্বহীহাহ (৬/৪৮২), স্বহীহ আবূ দাঊদ (৭/১১০)। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৭৯৯. নাসাঈ ২১৫১, ইবনু মাজাহ ১৬৯৫, আহমাদ (৫/৩৯৬)। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
হাদীস্বে বর্ণিত 'দিন' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শারঈ পরিভাষার দিন। শারঈ পরিভাষায় দিন বলতে বুঝানো হয়– সূর্য নিকটবর্তী হওয়ার ফলে ফজরের আলো উদ্ভাসিত হওয়া, এ দিক থেকে ফজরের আলোকে নাহার অর্থাৎ দিন বলা হয়েছে।

"যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে আসে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে গ্রহণ করে রেখে দাও, নইলে ভালভাবে বিদায় দাও"[১৮০০] অর্থাৎ কোন ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসবে, তখন হয় ভদ্রোচিত নিয়মে তাকে রেখে দিবে অথবা উত্তমরূপে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবে। তদ্রূপ অত্র হাদীস্রের ক্ষেত্রেও এই উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে যে, তারা সাহরী খেতেন, কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকত না। এমনকি কেউ ধারণা করত যে, সকাল হয়ে গেছে এবং আবার কারও এই ধারণা উদিত হত না। অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা ফজরের নিকট পর্যন্ত সাহরি খাওয়া অনুমোদন করেছেন। এটা আবূ বাকর, 'উমার, 'আলী, ইবনু মাসউদ, হুযায়ফাহ, আবূ হুরায়রাহ, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস এবং যায়দ বিন স্রাবিত [রিদ্বওয়ানুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন] থেকে জানা গেছে। অনেক তাবিঈন থেকেও এটা জানা গেছে যেমন মুহাম্মাদ বিন 'আলী বিন হুসাইন, আবূ মিজলায, ইবরাহীম নাখঈ, আবুদ্ দুহা, আবূ ওয়াইল, এবং ইবনু মাসউদের অন্যান্য সাথীরা। এ মত আতা', হাসান, হাকাম বিন উতায়বাহ, মুজাহিদ, 'উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়র, আবূ শা'সা, জাবির বিন যায়দ, আ'মাশ এবং মা'মার বিন রাশিদেরও। আমাদের (ইবনু কাস্রীরের) স্রিয়াম সম্পর্কিত কিতাবে তাদের উদ্ধৃতির সনদ আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

আবু জা'ফর বিন জারীর স্বীয় তাফসীরে কোন কোন ব্যক্তির বরাত দিয়ে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী খাওয়াকে জায়িয বলে উল্লেখ করেছেন। যেরূপ সূর্যাস্তের পর ইফতার করা জায়িয হয়ে থাকে।

কিন্তু **আমি** (ইবনু কাস্রীর) **বলবঃ** আমার যতদূর বিশ্বাস, এ উক্তি কোন বিদ্বান ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কেননা কুরআনের অকাট্য প্রমাণ এটার বিরোধিতায় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে-

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾

"এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে ঊষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"

৮১৮. (স্বহীহ): **স্বহীহায়নে এটাও লিপিবদ্ধ আছে যে, কাসিম বলেছেন, আয়িশাহ** (রাঃ) **বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ** (ﷺ) **বলেছেন,**

لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِكُم، فَإِنَّهُ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না করে, কারণ সে রাতে আযান দেয়। কাজেই ইবনু উম্মু মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাক, কারণ উষা না হলে সে আযান দেয়না। এ শব্দগুলো বুখারী সংগ্রহ করেছেন।[১৮০১]

৮১৯. (হাসান): ইমাম আহমাদ জানিয়েছেন যে, ∞[মূসা বিন দাউদ][মুহাম্মাদ বিন জাবির][কায়স বিন তল্ক][তার পিতা তল্ক]∞ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ لَيْسَ الفجرُ الْمُسْتَطِيلُ فِي الْأُفُقِ وَلَكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ [দিগন্তের সাদা আলোর (উর্দ্ধগামী) আভা উষা নয় বরং তা (রশ্মি বিকিরণকারী) লাল আলো।[১৮০২] আবূ দাউদ ও তিরমিযিও এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের শব্দগুলো হচ্ছে

১৮০০. সূরাহ বাকারা, ২:২৩১।

১৮০১. বুখারী ৬২২, ১৯১৮, মুসলিম ১০৯২।

১৮০২. আহমাদ ১৫৮৫৬, সিলসিলাহ স্বহীহাহ (৫/৩০, হা/২০৩১), আল-জামিউস স্বহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানীদ (২৪/৩৭৮)। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত হাদীস্রটিকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ

পানাহার কর আর উর্দ্ধগামী (সাদা) আলোর কারণে তাড়াহুড়ো করনা, (উষার) লালিমা দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।[১৮০৩]

৮২০. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেনঃ ⟪মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নান্না⟫আবদুর রহমান বিন মাহদী⟫শু'বাহ⟫বানী কুশায়র এর একজন শায়খ⟫বলেন, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)⟫ কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ، أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

বিলালের আযান এবং প্রাথমিক শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, প্রাথমিক শুভ্রতা অর্থাৎ সুবহে কাযিব বা সকালের প্রারম্ভ। এটাই পরে সুবহে সাদিকে বিস্তার লাভ করে।[১৮০৪]

৮২১. (স্বহীহ): অতঃপর ইবনু জারীর শু'বাহ ও অন্যদের হাদীস্র থেকে বর্ণনা করে বলেন, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে সাওয়াদাহ বিন হানযালা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُورِكم أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأُفُقِ"

বিলালের আযান ও ফজর বিস্তৃত হওয়া তোমাদের কাউকে যেন সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে তবে পূর্বাকাশে এভাবে (লালিমা) প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত।[১৮০৫]

৮২২. (স্বহীহ): ইবনু জারীর (তাবারী) আরও বলেন, ⟪ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম⟫ইবনু উলায়্যাহ⟫আবদুল্লাহ বিন সাওয়াদাহ আল-কুশায়রী⟫তার পিতা (সাওয়াদাহ)⟫সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)⟫ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بلال ولا هذا البياض، تعمدوا الصبح حين يَسْتَطِيرَ"

যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত না হয়, ততক্ষণ যেন বিলালের আযান আর আকাশের শুভ্রতা তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে।[১৮০৬] ইমাম মুসলিম তার 'স্বহীহ'-এর মাঝেও ⟪যুহায়র বিন হারব⟫ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন উলায়্যাহ⟫ সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

৮২৩. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ⟪ইবনু হুমায়দ⟫ইবনুল মুবারাক⟫সুলায়মান আত তায়মী⟫আবূ উস্রমান আন নাহদী⟫ইবনু মাসউদ (রাঃ)⟫ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا يمنعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سُحُورِهِ -أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ -فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ -أَوْ [قَالَ] يُنَادِي -لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وليَرْجِع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا أوهكذا، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا".

"বিলালের আযান শুনে অথবা বিলালের আহবানে তোমরা কেউ সাহরী খাওয়া বর্জন করো না। কেননা বিলাল রাত্রি থাকতে আযান দেয়। অথবা বলে থাকবেন যে, নিদ্রা হতে জাগ্রত করার জন্য এবং তাহাজ্জুদের স্বলাত পড়ার জন্য বিলাল রাত্রি থাকতে আযান দিয়ে থাকে। এ ভাবে হওয়াকে ফজর বলা হয় না, ঐ ভাবে না হওয়া পর্যন্ত।" অর্থাৎ আকাশের উর্ধ্ব দিকে রেখা ফজর নয়, বরং আকাশের কিনারায় প্রশস্তভাবে ছড়িয়ে পড়া শুভ্রতাই হচ্ছে ফজর।[১৮০৭] ইবনু জারীর তায়মী হতে ভিন্ন একটি সানাদেও হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন।

১৮০৩. আবূ দাঊদ ২৩৪৮, তিরিমিযী ৭০৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

১৮০৪. হাদীস্রটি তাফসীরে তাবারীর মাঝে খুঁজে পায়নি। সম্ভবত সেটি ছুটে গেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তবে মুসলিম হাদীস্রটি এই শব্দে ভিন্ন সানাদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন মুসলিম ১০৯৪।

১৮০৫. মুসলিম ১০৯৪।

১৮০৬. তাবারী ৩/৫১৭, মুসলিম ১০৯৪, আবূ দাঊদ ২৩৪৬, তিরমিযী ৭০৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৮০৭. বুখারী ৬২১, ৫২৯৯, ৭২৪৭, আবূ দাঊদ ২৩৪৭, ইবনু হিব্বান ৩৪৭২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৮২৪. (সহীহ্): হাসান ইবনুয যিবরিকান আন নাখঈ আবূ উসামাহ মুহাম্মাদ বিন আবূ যি'ব হারিস বিন আবদুর রহমান মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সাওবান বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন,

"الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَالَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي يَأْخُذُ الْأُفُقَ، فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ"

"ফজর দু' প্রকারের। এক তো শৃগালের লেজের মত। এটা দ্বারা রোযাদারের উপর কোন বস্তু হারাম হয় না। বরং ফজর হল যা ছড়িয়ে যায় আকাশের কিনারায় তখন ফজরের সলাত বৈধ হয় আর রোযাদারের আহার করা হারাম হয়ে যায়"।[১৮০৮] হাদীসটি মুরসাল।

আবদুর রাযযাক বলেনঃ ইবনু জুরায়জ আতা' ইবনু আব্বাস (আতা') বলেন, আমি ইবনু আব্বাস -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ফজর দু'টি। যে শুভ্রতা নিচের দিক হতে উপরের দিকে উঠে, তার সাথে সলাতের বৈধতা এবং রোযার অবৈধতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যে ফজর পাহাড়ের চূড়াকে আলোকিত করে দেয়, সেটাই পানাহারকে হারাম করে দেয়। আতা' আরও বলেন, শুভ্রতা যখন আকাশে উদ্ভাসিত হয় এবং সেটা লম্বা হয়ে আকাশের উপরের দিকে উঠতে থাকে, সেটা দ্বারা না রোযাদারের পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়, না সলাতের সময় বুঝা যায়, না হজ্জ বাতিল হয়। কিন্তু যখন সেটা পাহাড়ের চূড়ায় পরিস্ফুট হয়ে দেখা দেয়, তখন রোযাদারের পানাহার হারাম হয়ে যায় এবং হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়! ইবনু আব্বাস ও আতা'র নিকট হতে সেটার সূত্র শুদ্ধ এবং পূর্ববর্তীগণের মধ্য একাধিক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

জুনুবী অবস্থায় রোযা শুরু করলে ক্ষতি নেই

মাসআলাহঃ যারা রোযা রেখেছে তাদের জন্য উষা পর্যন্ত যৌন ক্রিয়াকান্ড ও পানাহার অনুমোদনের উপকারিতা এই যে, জুনুবী অবস্থায় রোযা শুরু করা জায়েয এবং জাগ্রত হওয়ার পর সকালে যে কোন সময় গোসল করলে এবং রোযা পূর্ণ করলে কোন ক্ষতি নাই। চার ইমাম এবং অধিকাংশ বিদ্বানগণের এটিই অভিমত।

৮২৫. (সহীহ্): বুখারী ও মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ বলেছেন যে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَهُمَا: ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي.

রাসূলুল্লাহ যৌন মিলনের কারণে- স্বপ্নদোষের কারণে নয় -জুনুব অবস্থায় জাগ্রত হতেন, অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। উম্মু সালামাহ অতিরিক্ত বলেছেন যে, তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন না বা অন্য দিন তা পূরণ করতেন না।[১৮০৯]

৮২৬. (সহীহ্): মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আয়িশাহ বলেছেন যে, এক লোক জিজ্ঞেস করল:

يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ". فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا -يَا رَسُولَ اللهِ- قَدْ غفرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: "وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي".

১৮০৮. তাবারী ৩০০৩, দারাকুতনী ২/১৬৫, বায়হাকী ৪/২১৫, ইবনু সাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, জাবির থেকেও মাওসূলরূপে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের একাধিক শাহিদ হাদীস রয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন দারাকুতনী (২/১৬৫), মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৯০৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০০২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৭২৭, সহীহ আল-জামি' ৪২৭৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮০৯. বুখারী ১৯২৫, ১৯২৬, মুসলিম ১১০৯।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজর স্বলাতের সময় হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমি রোযা রাখব কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমারও অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে যায়। তারপরও আমি রোযা রাখি। লোকটি বলল, "আপনি তো আমাদের মতো না, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো মনে করি, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ তাআলাকে বেশি ভয় করে চলি। পরন্তু পরহেযগারী সম্পর্কে আমি সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।[১৮১০]

৮২৭. (স্বহীহ): অতঃপর একটি হাদীস্ব যা ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ০[আবদুর রাযযাক][মা'মার][হাম্মাম][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]০ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ -صَلَاةِ الصُّبْحِ -وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ"

"তোমাদের কারো অপবিত্র থাকা অবস্থায় যদি ফজরের স্বলাত শুরু হয়ে যায়, তা হলে সে যেন সেই দিন রোযা না রাখে।"[১৮১১]

এ হাদীস্বটির সূত্রও উত্তম এবং শায়খানের শর্তও এতে পূর্ণ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমেও আবূ হুরায়রা (রাঃ) ফাদ্বল বিন আব্বাস (রাঃ) হতে ও তিনি নবী (ﷺ) হতে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেন। সুনানে নাসাঈতে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) উসামাহ বিন যায়দ হতে ও তিনি ফাদ্বল বিন আব্বাস হতে হাদীস্বটি বর্ণনা করেন কিন্তু তিনি সেটিকে মারফূ তথা নাবী (ﷺ) পর্যন্ত পৌছাননি। যেসকল উলামা এ হাদীস্বের কারণ বর্ণনা করেছেন তারা (মারফূ' না হওয়া) এটিকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যারা এ হাদীস্বের অনুসারী তারা হলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ), সালিম, আতা, হিশাম বিন উরওয়াহ, হাসান বসরী প্রমুখ।

পক্ষান্তরে একদল আলিম এ দু' মতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, অপবিত্র হয়ে নিদ্রিত থাকা অবস্থায় যদি সকাল হয়ে যায়, তাহলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। আয়িশাহ (রাঃ) ও উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর হাদীস্বের মর্ম এটাই। কিন্তু যদি সে ইচ্ছা করেই গোসল না ক'রে সকাল পর্যন্ত কাটায় তা হলে তার রোযা হবে না। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীস্বের মর্ম এটাই। উরওয়াহ, তাউস ও হাসান বাসরীও এ মত সমর্থন করেছেন।

অপর একদল আলিম ফরদ্ব রোযার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকেন। তারা বলেন, যদি ফরদ্ব রোযা হয়, তা হলে সেটা পূর্ণ করবে এবং পরে কাদ্বা করে নেবে। পক্ষান্তরে নফল রোযা হলে কোন ক্ষতি নেই। ০[স্বাওরী][মানসূর][ইবরাহীম আন নাখঈ]০ হতে এরূপ বর্ণনা করেন। হাসান বাসরী হতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

একদল আলিম বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)'র হাদিসটি আয়িশাহ (রাঃ) ও সালামাহ (রাঃ)- এর হাদীস্ব দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়েছে। অবশ্য তাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে সঠিক কোন প্রমাণ মিলে না। ইবনু হাযম বলেন, কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি আবূ হুরায়রার হাদীস্বটিকে রহিত করেছে। এটা অনেক দূরের কিয়াস। কারণ, এ আয়াত যে উক্ত হাদীস্বের পরে অবতীর্ণ হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই। পরন্তু বাহ্যত এর সময়কাল তার বিপরীত প্রমাণ দেয়।

১৮১০. মুসলিম (পর্ব: সিয়াম, অধ্যায়: ফজরের পূর্বে জুনুবী হলেও সওম বিশুদ্ধ থাকবে) হা/১১১০, আবূ দাউদ ২৩৮৯, ইবনু হিব্বান ৩৪৯২, ৩৪৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৮১১. আহমাদ ২৭৩৬২, মুস্বান্নাফ আবদুর রযযাক ৭৩৯৬, ইবনু হিব্বান ৩৪৯৯। সানাদটি স্বহীহ, সানাদে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত পূর্ণ হয়েছে কিন্তু তা জামহূর উলামাদের বিপরীত। **তাহকীকঃ** সানাদ অনুপাতে স্বহীহ।

সূর্যাস্তে রোযা শেষ হয়

আল্লাহ বলেছেন: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ **"তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"** এ আয়াত সূর্যাস্তে রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দেয়।

৮২৮. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ যখন রাত্র সে দিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এ দিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখন রোযাদার ইফতার করবে।[১৮১২]

৮২৯. (স্বহীহ): সাহল বিন সা'দ আস সাঈদী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ অর্থাৎ যত দিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মাঝে থাকবে।[১৮১৩]

৮৩০. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, {আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম} {আল-আওযাঈ} {কুররাহ বিন আবদুর রহমান} {যুহরী} {আবূ সালামাহ} {আবূ হুরায়রা (রাঃ)} বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعجلُهم فِطْرًا "মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ তারাই যারা জলদি জলদি ইফতার করে।[১৮১৪] তিরমিযীও এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করে বলেন, হাদীস্বটি হাসান গারীব।

৮৩১. ইমাম আহমাদ আরও বলেনঃ {আফ্ফান} {উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াদ} {ইয়াদ বিন লাকীত} {(বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ'র স্ত্রী) লায়লা} বলেন, "আমি ইফতার না করে দুটি রোযা মিলিয়ে রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় আমার স্বামী বশীর আমাকে নিষেধ করেন এবং বললেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. وَقَالَ: "يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى، ولكن صُوموا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَتِمُّوا الصيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطِرُوا"

রসূল (সাঃ) এরূপ রাখতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সেটা খ্রিষ্টানদের কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা যেভাবে রোযা রাখতে বলেছেন, তুমি সে ভাবেই রোযা রাখ। আর আল্লাহর নির্দেশ হল রাত্রি পর্যন্ত রোযা রাখ। সুতরাং রাত্রি হওয়া মাত্র ইফতার কর।[১৮১৫]

৮৩২. (দঈফ): আল-হাফিয ইবনু আসাকীর বর্ণনা করেন, {বাকর বিন সাহল} {আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ} {ইয়াহইয়া বিন হামযাহ} {স্নাওর বিন ইয়াযীদ} {আলী বিন আবূ তালহাহ} {আবদুল মালিক বিন আবূ যার} বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَةً؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَبِلَ وِصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لأَحدٍ بَعْدَكَ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَلَا صِيَامَ بَعْدَ اللَّيْلِ، وَأَمَرَنِي بِالْوِتْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ،

১৮১২. বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, আবূ দাঊদ ২৩৫১, তিরমিযী ৬৯৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৮১৩. বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮।

১৮১৪. আহমাদ ৮১৬০, তিরমিযী ৭০০, ৭০১, ইবনু হিব্বান ৩৫০৭, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২০৬২, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৪৭২, দঈফ আল-জামি' ৪০৪১, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৬৪৯। সানাদে কুররাহ বিন আবদুর রহমান আছে যার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি হাদীস্ব মুখস্থ করার পূর্বে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৮১৫. আহমাদ ২১৪৪৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৯০২, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাহযীব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াদ বিন লাকীত বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ'র স্ত্রী লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। তার নাম জাহদাহ। নাবী (সাঃ) তাকে লায়লা নামে নামকরণ করেন। ইবনু হিব্বান তার 'সিকাতুত তাবেঈন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। **তাহক্বীকঃ** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি স্বহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধারে দু' দিন ও দু' রাত সওমে বিসাল পালন করলেন। অতঃপর জিবরীল (আলায়হিস সালাম) এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সওমে বিসাল কবুল করেছেন। কিন্তু আপনার পর আর কারও জন্য তা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ **"তোমরা রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর"**। সুতরাং রাতের পর আর কোন সিয়াম নেই এবং আমাকে ফজরের পূর্বে বিতর সলাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সানাদে কোন সমস্যা নেই। আবদুল মালিক বিন আবূ যার তার তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৮১৬]

অব্যাহত সিয়াম পালন (বিসাল করা) নিষিদ্ধ

অনেকগুলো প্রামাণ্য হাদীস আছে যা বিসাল করা নিষিদ্ধ করেছে যার অর্থ রাত হতে পরবর্তী রাত পর্যন্ত না খেয়ে রোযা রাখা।

৮৩৩. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ০{আবদুর রাযযাক}{মা'মার}{যুহরী}{আবূ সালামাহ}{আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)}০ বর্ণনা শুনান যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَا تُوَاصِلُوا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: "فَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي". قَالَ: فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ

তোমরা এক রোযার সাথে অন্য রোযা মিলাইও না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন– হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো মিলিয়ে রোযা রাখেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি এভাবে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান। তথাপি কিছু লোক মিলিয়ে রোযা রাখা অব্যাহত রাখল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) একাধারে দুই রাত্রি রোযা রাখলেন। ইত্যবসরে ঈদের চাঁদ দেখা দিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন– যদি চাঁদ আরও পরে দেখা দিত তাহলে আমি একাধারে আরও রোযা রাখতাম। এর দ্বারা তিনি সওমে বিসালে অন্যান্যের অপারগতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন। হাদীসটি সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) যুহরীর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছে।[১৮১৭] অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসেও সওমে বিসাল পালন করতে নিষেধ করেছেন।[১৮১৮]

৮৩৪. (সহীহ): এবং আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي"

রসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মতের উপর রহমতস্বরূপ 'সওমে বিসাল' নিষিদ্ধ করেছেন। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কেন মিলিত রোযা রাখছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন- আমি তোমাদের মতো না। আমার প্রভু আমাকে রাত্রিতে পানাহার করিয়ে থাকেন।[১৮১৯]

১৮১৬. মু'জামুল আওসাত ১৩৩১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৯০৭, হায়সামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সানাদে আবদুল মালিক এর পরিচিত সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, বাকী অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাতহুল বারী' (৪/২০৫) এর মাঝে বলেন, সানাদটি সহীহ নয়। **তাহকীক:** দঈফ।

১৮১৭. বুখারী ৬৮৫১, মুসলিম ১১০৫।

১৮১৮. (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস থেকে) সহীহুল বুখারী ১৯৬১, মুসলিম ১১০৪, (ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস থেকে) সহীহুল বুখারী ১৯৬২, মুসলিম ১১০২।

১৮১৯. বুখারী ১৯৬৪, মুসলিম ১১০৫।

অন্যান্য কয়েকটি বর্ণণাতেও বিসালের নিষিদ্ধতার উল্লেখ আছে। এটা সত্য কথা যে বিসাল করা ছিল নাবী (ﷺ) এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কারণ এ কাজে তিনি সক্ষম ও সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, বিসাল করার সময় নাবী (ﷺ) কে যে খাদ্য ও পানীয় দেয়া হত তা ছিল আধ্যাত্মিক, বস্তুগত নয়, নতুবা তাঁর কোন বিসালই হতনা। যেমন আরবের কোন কবি বলেছেন,

لَهَا أحاديثُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَشْغَلها عَنِ الشَّرَابِ وتُلْهِيها عَن الزادِ

অর্থাৎ প্রেমিকার কথা ও স্মৃতি তোমাকে পানাহার ভুলিয়ে রাখে।

অবশ্য যদি কেউ দ্বিতীয় দিনের সাহরী পর্যন্ত পানাহার হতে বিরত থাকতে চায়, তবে সেটি তার জন্য জায়েয হবে।

৮৩৫. (সহীহ): আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ". قَالُوا: فَإِنَّكَ تواصل يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٍ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِي

বিসাল কর না, তবে কেউ চাইলে সাহরীর পূর্ব পর্যন্ত বিসাল করতে পারে। তারা বলল, "হে আল্লাহর রসূল, আপনি তো বিসাল করেন?" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মতো নই, কেননা একজন আছেন যিনি রাতে আমাকে খাওয়ান এবং পান করান'। হাদীসটি সহীহায়নেও আছে।[১৮২০]

৮৩৬. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, ০(আবূ কুরায়ব)(আবূ নুআয়ম)(আবূ ইসরাঈল আল-আবরী)(আবূ বাকর বিন হাফস)(হাতিব বিন আবী বালতাহ (উম্মু ওয়ালাদ) মাতা)০ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهَا مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، فَدَعَاهَا إِلَى الطَّعَامِ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. قَالَ: وَكَيْفَ تَصُومِينَ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أين أنت من وِصَالِ آلِ مُحَمَّدٍ، مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ"

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহরী করা অবস্থায় তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলেন, 'আমি রোযাদার'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন– তুমি কিভাবে রোযা রাখ? তিনি বলেন, আমি বিষয়টি উল্লেখ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- মুহাম্মদের (ﷺ) সন্তানদের মিলিত রোযা এক সাহরী হতে দ্বিতীয় সাহরী পর্যন্ত। তোমরা সেটা হতে কোথায় রয়েছ?[১৮২১]

৮৩৭. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেনঃ ০(আবদুর রায্যাক)(ইসরাঈল)(আবদুল আ'লা)(মুহাম্মাদ বিন আলী)(আলী (রাঃ))০ থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) এক সাহরী হতে অপর সাহরী পর্যন্ত মিলিয়ে রোযা রাখতেন।[১৮২২]

ইবনু জারীর আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ও অন্যান্য পূর্বসূরির নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, তারা পরপর কয়েকদিন পর্যন্ত বিনা ইফতারে ক্রমাগত রোযা রাখতেন। তাদের এই রোযা সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন

১৮২০. বুখারী ১৯৬৩, আবূ দাউদ ২৩৬১, দারিমী ১৭০৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২০৭৩, ইবনু হিব্বান ৩৫৭৮। হাদীসটি মুসলিমের মাঝে পাওয়া যায়নি।

১৮২১. তাবারী ৩/৫৩৭ (হা. ৩০৩৫), সানাদটি দুর্বল, আহমাদ শাকির (রহঃ) বলেন, সানাদে আবূ ইসরাঈ আল-আবসী হচ্ছে– 'ইসমাঈল বিন খালীফাহ আল-মুলায়ী'। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। দেখুন– 'শারহুল মুসনাদ' ৯৭৪। **তাহকীকঃ** দঈফ।

১৮২২. আহমাদ ১১৯৮, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ৭৭৫২। আবদুল আ'লা বিন আমিরের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু জাবির (রাঃ) এর হাদীস উক্ত হাদীসটির শাহিদ হিসেবে পাওয়া যায়। এ মর্মে জানতে দেখুন মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী (৩৭৫৬), মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৯০৫। **তাহকীকঃ** হাসান।

যে, এটা হতে পারে যে, তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিষেধাজ্ঞাকে উম্মতের উপর তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ হিসাবে মনে করতেন। আয়িশাহ (রাঃ)-এর হাদীসেও তা বলা হয়েছে। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, তৎপুত্র আমির ও অন্যান্য যারা সওমে বিসাল রাখতেন, তারা এতে কষ্ট পেতেন না, বরং শক্তি লাভ করতেন। তাদের সম্পর্কে এটাও বর্ণিত আছে যে, তারা রোযা শেষে তিক্ত কিছু দিয়ে ইফতার করতেন, যেন পেটে জ্বালা সৃষ্টি না করে। ইবনু যুবায়র (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধারে সাতদিন রোযা রাখতেন এবং দিবা-রাত্রিতে কখনও কিছু খেতেন না; অথচ সপ্তম দিবসে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান দেখা যেত।

আবুল আলিয়াহ বলেনঃ আল্লাহ দিবসে সওম ফরদ করেছেন। অতঃপর যখন রাত্রির আগমন ঘটে, তখন যার ইচ্ছা আহার করুক যার ইচ্ছা না করুক।

ই'তিকাফের বিধান

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ **"আর মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।** আলী বিন আবী তালহাহ জানিয়েছেন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াত ঐ লোক সম্পর্কে যে রামাদান বা অন্য মাসে মসজিদে ই'তিকাফে থাকে, আল্লাহ তার জন্য দিনে বা রাতে (যৌন তাড়নায়) নারীর স্পর্শ নিষিদ্ধ করেছেন যতক্ষণ না ই'তিকাফ শেষ হয়।[১৮২৩] দহ্হাক বলেছেন, "আগে যে লোক ই'তিকাফ করত সে মসজিদের বাইরে যেত এবং সে ইচ্ছে করলে (স্বীয় স্ত্রীর সংগে) যৌন মিলন করত। আল্লাহ তখন বললেন, ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ **আর মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না।** অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফে থাক ততক্ষণ তোমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করনা, তোমরা মসজিদে থাক বা তার বাইরে।"[১৮২৪] এটা মুজাহিদ, কাতাদাহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণেরও মত যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমরা ই'তিকাফ অবস্থায় যখন মসজিদের বাইরে যেত তখন নিজেদের স্ত্রীদের সংগে যৌন মিলন করত।[১৮২৫] ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, "এটা জানানো হয়েছে যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ), মুহাম্মাদ বিন কা'ব, মুজাহিদ, আতা', হাসান, কাতাদাহ, দহহাক, সুদ্দী, রবী' বিন আনাস, এবং মুকাতিল বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ, "ই'তিকাফ অবস্থায় নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করনা।"[১৮২৬]

ইবনু হাতিম এসব লোক থেকে যা জানিয়েছেন তাই হচ্ছে বিদ্বানগণেরও সম্মত বিধান। যারা ই'তিকাফ করছে তাদের জন্য যৌন মিলন জায়েয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মসজিদে ই'তিকাফরত আছে। কেউ প্রস্রাব-পায়খানা বা খাওয়ার প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে গেলে স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন বা আলিঙ্গণ করতে পারবে না বা নিজেকে ই'তিকাফ ছাড়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত করতে পারবে না। এমনকি সে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেও পারবেনা, তবে পথ চলা অবস্থায় তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারবে।

ই'তিকাফ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান (ফিকহর) কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন কোন ব্যাপারে ইমামদের মতৈক্য রয়েছে এবং কোন কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা

১৮২৩. তাবারী ৩/৫৪০।
১৮২৪. তাবারী ৩/৫৪০।
১৮২৫. তাবারী ৩/৫৪১।
১৮২৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭।

দিয়েছে তাও আলোচিত হয়েছে। আমরা আমাদের সিয়াম সম্পর্কিত কিতাবে এ সব বিধানের অনেকগুলো উল্লেখ করেছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। উপরন্ত ফিকহের বিদ্বানগণ রোযার বিধানের ব্যাখ্যার সাথে ই'তিকাফের বিধানও ব্যাখ্যা করেছেন, যেহেতু এ সকল ইবাদত কুরআনে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। রোযার পরে ই'তিকাফের উল্লেখ করে আল্লাহ রোযার মাসে ই'তিকাফ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, বিশেষতঃ মাসের শেষ অংশে।

৮৩৮. (সহীহ): রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নত এই যে,

أَنَّهُ كَانَ يَعْتَكِفُ العشرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزواجُه مِنْ بَعْدِهِ.

তিনি মৃত্যু পর্যন্ত রামাদান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করেছেন অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করতেন যা উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা থেকে সহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছে।[১৮২৭] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে হাদীসটি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮৩৯. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে,

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيي كَانَتْ تَزُورُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ لِتَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهَا -وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا -فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَمْشِيَ مَعَهَا حَتَّى تَبْلُغَ دَارَهَا، وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ لَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا -وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَارَيَا-أَيْ حَيَاءً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِ أَهْلِهِ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" أَيْ: لَا تُسْرِعَا، وَاعْلَمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، أَيْ: زَوْجَتِي. فَقَالَا سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا" أَوْ قَالَ: "شَرًّا"

হুওয়াই এর কন্যা সাফীয়্যাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন যখন তিনি মসজিদে ই'তিকাফরত ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন এবং বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়ীর পথে তার সাথে গেলেন যেহেতু ওটা ছিল রাত। তার বাড়ী ছিল উসামাহ বিন যায়দের বাড়ীতে মদীনার প্রান্তে। যখন তাঁরা হাঁটছিলেন, তখন দু'জন আনসারীর তাঁদের সাথে সাক্ষাত হল এবং তারা দ্রুততার সাথে অতিক্রম করল কারণ, তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে লজ্জা করছিল যখন তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছিলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমরা দৌড়িয়ে যেওনা, জেনে রাখ যে, এ (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যাহ বিনত হুওয়াই। তারা উভয়ে বলল, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, (আমরা কি কোন খারাপ চিন্তা করতে পারি) ইয়া রসূলুল্লাহ! নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাদের) বললেন, নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের মত প্রবাহিত হয়ে থাকে; আমি এই ভয় করি যে, পরে শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন ভুল ধারণার উদ্রেক না ঘটায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, শয়তান যেন তোমাদের অন্তরে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি না করে।[১৮২৮] ইমাম শাফিঈ মন্তব্য করেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন কোন খারাপ ধারণা তাৎক্ষণিক দূর করার জন্য যাতে তারা নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পতিত হয়ে না যায়। তাদের (অর্থাৎ ঐ দুজন আনসারীর) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা করার চেয়ে আল্লাহর ভয় অধিক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

১৮২৭. বুখারী (পর্ব: ই'তিকাফ, অধ্যায়: রমাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা প্রসঙ্গে) হা/২০২৬, মুসলিম ১১৭২, আবূ দাউদ ২৪৬২, ইবনু হিব্বান ৩৬৬৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৮২৮. বুখারী ২০৩৫, ৬২১৯, মুসলিম ২১৭৫, আবূ দাউদ ২৪৭০, ইবনু হিব্বান ৩৬৭১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আয়াতটি (২:১৮৭) ই'তিকাফের সময় যৌন মিলন এবং চুম্বন বা আলিঙ্গণের মত অন্য কিছু যা যৌন মিলনের দিকে তাড়িত করে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাহায্য করা অনুমোদিত।

৮৪০. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে আছে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ كَانَ الْمَرِيضُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথা আমার নিকট (আয়িশার ঘরে) নিয়ে আসতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম, যখন আমি ঋতুবতী থাকতাম। মানুষের যা দরকার হয় কেবল সেই প্রয়োজনেই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন।[১৮২৯]

আল্লাহর বাণী: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ **"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সীমারেখা"** অর্থাৎ, "রোযার ব্যাপারে যা জায়েয ও নিষিদ্ধ এ সব আমরা ব্যাখ্যা করলাম, নির্দেশনা দিলাম, এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিলাম। আমরা স্বিয়ামের উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছি, সে সময় কী করা যাবে, আর তার জন্য কী দরকার। এসব হচ্ছে নির্ধারিত সীমা যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন, ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ কাজেই সেগুলোর নিকটে যেওনা বা সেগুলো অতিক্রম করোনা।"

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দহ্হাক ও মুকাতিল বলেনঃ এখানে এটার অর্থ হল, ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসংগম হতে দূরে থাকা।

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, "(আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর সীমা) মানে এ চারটি সীমা (অতঃপর তিনি পাঠ করলেন)

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾

"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে, তারা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরা তাদের আচ্ছাদন। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর এবং তোমরা আহার ও পান করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা হতে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায়। তৎপর রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।" আমার পিতা এবং অন্যরা এরকমই বলতেন এবং তিনি আমাদের কাছে একই আয়াত পাঠ করলেন।"

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ **"আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিজের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন"** অর্থাৎ, "আল্লাহ যেমন স্বিয়াম ও তার বিধান ব্যাখ্যা করছেন, তিনি তার বান্দাহ ও রসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার মাধ্যমেও অন্যান্য বিধানগুলো ব্যাখ্যা করছেন।" আল্লাহ তাঁর কথা বলে যাচ্ছেন ঃ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ **"যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।"** অর্থাৎ, যাতে তারা জানতে পারে কিভাবে সত্য পথ নির্দেশ পাওয়া যায় এবং কিভাবে (আল্লাহর) ইবাদত করা যায়।' তেমনি আল্লাহ বলেছেন ঃ

১৮২৯. বুখারী ২০২৯, মুসলিম ২৯৭, আবূ দাউদ ২৪৬৮, ইবনু মাজাহ ১৭৭৬, ইবনু হিব্বান ৩৬৬৯। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

﴿هُوَالَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝﴾

"তিনিই তাঁর বান্দাহ্র উপর সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের প্রতি বড়ই করুণাশীল, অতি দয়ালু।"[১৮৩০]

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

১৮৮. আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না।

ঘুষ নিষিদ্ধ এবং পাপ

আলী বিন আবী তলহাহ জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "এ আয়াত (২:১৮৮) ঋণী ব্যক্তি সম্পর্কে যখন ঋণের কোন প্রমাণ নেই। কাজেই সে ঋণ গ্রহণ অস্বীকার করে এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে যায়, যদিও সে জানে যে, ওটা তার টাকা নয়, সে পাপী এবং সে তাই ভোগ করছে যা তার জন্য জায়েয নয়।" এ অভিমত মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, মুকাতিল বিন হায়্যান এবং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম থেকেও জানানো হয়েছে। তারা সবাই বলেছেন, মতভেদ করোনা, যখন তুমি জান যে, তোমার অন্যায় হচ্ছে।

বিচারকের রায় নিষিদ্ধকে জায়েয করেনা এবং হালালকে হারাম করেনা

৮৪১. (সহীহ): সহীহায়নে উল্লেখিত হয়েছে উম্মু সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَر، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا

"জেনে রাখ আমিও তো মানুষ। আমার নিকট মানুষ মোকদ্দমা নিয়ে আসে। হয়ত একজনের চেয়ে অপরজন বিচক্ষণ যুক্তিবাদী। আমি তার যুক্তি প্রমাণে হয়ত প্রতারিত হয়ে তার পক্ষে রায় দিতে পারি। এভাবে আমি যদি এক মুসলমানকে অপরের প্রাপ্য প্রদান করি, তবে সেটি হবে একটি আগুনের টুকরা। সে এখন তা গ্রহণ করতে পারে অথবা বর্জন করতে পারে।"[১৮৩১]

এ আয়াত এবং হাদীস প্রমাণ করে যে, কর্তৃপক্ষের রায় কোন ক্রমেই সত্যের সত্যতাকে বদলে দিতে পারে না। কাজেই এ রায় জায়েয করেনা আসলে যা নিষিদ্ধ আর নিষিদ্ধ করেনা আসলে যা জায়েয। সেটা কেবল ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই রায় যদি সত্যের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে ক্ষতি নেই। অন্যথায় বিচারক তার পুরস্কার পেয়ে যাবে, কিন্তু ঠগবাজ পাপের বোঝা মাথায় নিবে। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝﴾

১৮৩০. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:৯।

১৮৩১. বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, মুসলিম ১৭১৩, তিরমিযী ১৩৩৯, নাসাঈ ৫৪০১, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৫৯৫২, ২৬০৭৮, ইবনু হিব্বান ৫০৭০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

"আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করো না এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না।" অর্থাৎ যখন তুমি তার অসত্যতা সম্পর্কে জান যা তুমি দাবী করছ।' কাতাদাহ বলেছেন, "হে বানী আদম, বিচারকের রায় তোমার জন্য জায়েয করেনা যা নিষিদ্ধ বা তোমার জন্য নিষিদ্ধ করেনা যা জায়েয। বিচারক তাঁর সর্বোত্তম বিচার এবং সাক্ষীদের প্রমাণের মাধ্যমে রুল জারি করে থাকেন। বিচারক মানুষ এবং ভুল করতে বাধ্য। জেনে রেখ, বিচারক যদি ভুল করে কারো পক্ষে রায় দেন, তাহলে লোকটি পুনরুত্থান দিবসে আবার এই বিবাদের সম্মুখীন হবে। তখন অন্যায়কারীর দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন হবে এবং এ জগতে ভুল বিচারের মাধ্যমে সে যা প্রাপ্ত হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে যাবে।"

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের ও হাজ্জের জন্য সময় নির্ধারক। তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

নতুন চাঁদ

আওফি বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ﴾ **"লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের জন্য সময় নির্ধারক।"** যাতে তারা তাদের ইবাদতের কার্যাবলী, তাদের নারীদের ইদ্দত (কোন তালাক প্রাপ্তা নারী বা বিধবা পুনরায় বিবাহ করার জন্য যে সময়সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য থাকে) এবং তাদের হজ্জের সময় চিহ্নিত করতে পারে।[১৮৩২]

❮আবূ জা'ফার❯❮আবুল আলিয়াহ❯❮রাবী' বিন আনাস❯ বর্ণনা করে বলেন, আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, একদল লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে প্রশ্ন করেছেন, হে আল্লাহর রসূল! চাঁদ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন- ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ﴾ **"লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের জন্য সময় নির্ধারক।"** মুসলমানদের রোযা শেষ করার জন্য, নারীদের ইদ্দতকাল গণনার জন্য ও ঋণগ্রস্তদের ঋণের সময়সীমা জানার জন্য আল্লাহ তাআলা চাঁদ সৃষ্টি করেন ব'লে কেউ কেউ বলেছেন। এই দলে রয়েছেন আতা', দহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও রাবী' বিন আনাস।

৮৪২. (স্বহীহ): আবদুর রাযযাক বলেন, ❮আবদুল আযীয বিন আবূ রাওয়াদ❯❮নাফি'❯❮ইবনু উমার (রাঃ)❯ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

"جَعَلَ اللهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا".

১৮৩২. তাবারী ৩/৫৫৪।

আল্লাহ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের জন্য নতুন চাঁদের ব্যবস্থা করেছেন, কাজেই, তা দেখে রোযা রাখ, আর তা দেখে রোযা রাখা ক্ষান্ত কর, তোমাদের কাছে তা অস্পষ্ট হলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।[১৮৩৩] এ হাদীস্ব হাকীমও স্বীয় মুসতাদরাকে সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এর সনদ স্বহীহ কিন্তু তারা (বুখারী, মুসলিম) এটি লিপিবদ্ধ করেননি।

৮৪৩. (হাসান): ◊মুহাম্মাদ বিন জাবির⟩কায়স বিন তল্‌ক⟩তার পিতা (তল্‌ক)◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"جعل الله الأهلة، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فصوموا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أغمي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ"

"আল্লাহ তাআলা চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। অতএব যখন তোমরা চাঁদ দেখতে পাবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন পরবর্তী চাঁদ দেখবে তখন রোযা বর্জন করবে। যদি চাঁদ দেখা না যায় তা হলে ত্রিশদিন পূর্ণ করবে।"[১৮৩৪] আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে এবং আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) এর কথা থেকে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ধার্মিকতা আসে তাকওয়া হতে

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ **"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর"**

৮৪৪. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ◊উবায়দুল্লাহ বিন মূসা⟩ইসরাঈল⟩আবূ ইসহাক⟩বারা' বিন আযিব (রাঃ)◊ বলেছেন, "জাহিলিয়্যাতের যুগে তারা ইহরাম বাঁধার পর পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾

"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর"।[১৮৩৫]

৮৪৫. (স্বহীহ): আবু দাউদ আত তয়ালাসিও ◊শু'বাহ⟩আবূ ইসহাক⟩বারা' (রাঃ)◊ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, (কিন্তু তাঁর শব্দগুলো হচ্ছে) কোন সফর থেকে ফিরে এসে আনসারগণ পশ্চাৎ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত। তখন এ আয়াত (২ ঃ ১৮৯) নাযিল হয়।[১৮৩৬]

৮৪৬. (স্বহীহ): আ'মাশ বলেন, জাবির (রাঃ) থেকে আবূ সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন,

كَانَتْ قُرَيْشٌ تُدْعَى الْحُمْس، وَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنَ الْأَبْوَابِ فِي الْإِحْرَامِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لَا يَدْخُلُونَ مِنْ بَابٍ فِي الإحرام، فبينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُسْتَانٍ إِذْ خَرَجَ مِنْ بَابِهِ، وَخَرَجَ مَعَهُ قُطْبَة بْنُ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالُوا:

১৮৩৩. আবদুর রাযযাক ৭৩০৬, হাকিম ১৫৩৯, বায়হাকী ৭৭২০, ইবনু খুযায়মাহ ১৯০৬, দারাকুতনী ২১৭৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৪০৪, স্বহীহ আল-জামি' ৩০৯৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৮৩৪. দারাকুতনী ২৯, সানাদে মুহাম্মাদ বিন জাবির নির্ভরযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। যারা তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্ব লিখা যাবে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল। তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করতেন। আবূ হাতিম ইবনু লাহীআর চেয়ে উত্তম বলেছেন। **আমি বলব:** তার হাদীস্বটি শাহিদ হাদীস্বের ভিত্তিতে সঠিক। সুতরাং বলা যায় যে, উক্ত হাদীস্বটি শাওয়াহিদ হাদীস্বের ভিত্তিতে হাসান। **তাহকীকঃ** হাসান।

১৮৩৫. বুখারী (কিতাবুত তাফসীর) ৪৫১২। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৮৩৬. মুসনাদ তায়ালাসী ৯৮। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قطبة ابن عَامِرٍ رَجُلٌ تَاجِرٌ وَإِنَّهُ خَرَجَ مَعَكَ مِنَ الْبَابِ. فَقَالَ لَهُ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟" قَالَ: رَأَيْتُكَ فعلته ففعلتُ كَمَا فعلت. فَقَالَ: "إِنِّي [رَجُلٌ] أَحْمَسُ". قَالَ لَهُ: فَإِنَّ دِينِي دِينُكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

কুরায়শরা বৈশিষ্টমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে 'হুম্স' বলে দাবি করত এবং ইহ্রাম অবস্থায় তারা গৃহে প্রবেশ করতে পারত। কিন্তু আনসারসহ আরবের অন্যান্য গোত্র ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করতে পারত না। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর সাথে এক বাগানে বসা ছিলাম। সেখান হতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- উহার দরজা দিয়ে বের হতেন। তার সাথে কুতবাহ বিন আমির আল-আনসারী (রাঃ)ও বের হন। তখন একদল লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কুতবাহ বিন আমির একজন ব্যবসায়ী হয়েও আপনার সাথে একই দরজা দিয়ে বের হয়েছে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, কোন জিনিস তোমাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, আমি আপনাকে যা করতে দেখেছি আমি তাই করেছি। তদুত্তোরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি তো হুম্সের অধিকারী। তখন সে বলল, আমি তো আপনার দীনের অনুসারী। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হল–

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾

"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর"।[১৮৩৭] ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আল-আওফী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ, যুহরী, কাতাদাহ, ইব্রাহীম নাখঈ, সুদ্দী ও রাবী' বিন আনাস হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাসান আল-বাস্রী বলেছেন, জাহিলী যুগে কতক লোক যখন সফরে বাড়ী থেকে রওনা হত অতঃপর না যাওয়ার মনস্থ করত তখন তারা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করতনা। বরং তারা পেছনের দেয়াল টপকে প্রবেশ করত। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ **"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই"।**[১৮৩৮] মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন, বেশ কিছু লোক ই'তিকাফের অবস্থায়ও সদর দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না। এটা হতে বিরত রাখার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। আতা বিন আবী রাবাহ বলেন, আহলে ইয়াসরিববরা যখন তাদের ঈদ থেকে ফিরে আসত তখন তারা তাদের ঘরে পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করত। আর তারা এটিকে পুণ্যের কাজ মনে করত। ফলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ **"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই"।**

১৮৩৭ মুসতাদরাক ১/৪৮৩, হাকিম বলেন, উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। হাদীসটির শাহিদ হাদীসও পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন তাবারী ৩০৮৯ (যুহরী থেকে মুরসাল সূত্রে), ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে (২০৯২), বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর সানাদটি দুর্বল। হাকিম 'লুবাবুন নুকূল' (৩৬) এর মাঝে এবং ইবনু খুযায়মাহ আ'মাশের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত সানাদেটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। দেখুন– ফাতহুল বারী (৩/৬২১)। হাকিম তার মুসতাদরাক (১/৪৮৩) এর মাঝে উল্লেখ করে সেটিকে 'সহীহ' আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। দেখুন– আল-ইসতীআব (১/১১৮)। **তাহকীক:** সহীহ।
হুমস শব্দটির বহুবচন আহমাস। আর আল-আহমাসী হচ্ছে কুরায়শ গোত্র, যারা কুরায়শ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যাদের কুনিয়াতী কুরায়শ তাদেরকে হুমস নামে নাম করণ করা হয়। কারণ তারা দ্বীনের ব্যাপারে খুব কঠোর।

১৮৩৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪০১।

আল্লাহর কথা: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ **"এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"** আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন তা পালন কর, আর যাত্থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাক। ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ **"যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"** আগামীকাল যখন তুমি তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবে তখন তিনি তোমাকে পুরোপুরি পুরস্কার দিবেন।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. তোমরা আল্লাহ্র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

১৯২. অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. ফিতনা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়িয হবে না।

যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যায় তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ

আবু জা'ফার রাযী বলেছেন, রবী' বিন আনাস বলেছেন যে, ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে"** এ আয়াতের ব্যাপারে আবূ আলীয়্যাহ বলেছেন, "জিহাদ সম্পর্কে এটি প্রথম আয়াত যা মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। তখন থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং যারা যুদ্ধ করেনি তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন। পরবর্তীতে সূরাহ তাওবাহ অবতীর্ণ হয়।"[১৮৩৯] আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম একই রকম কথা বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন যে,

---

১৮৩৯. তাবারী ৩/৫৬১।

পরবর্তীতে উক্ত আয়াতটি পরবর্তী আয়াত ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ﴾ **"মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর"** দ্বারা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু এ কথা বাহ্যত যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা আল্লাহর বাণী: ﴿الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ﴾ **"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে"** কেবল সে সব শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য যারা ইসলাম ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। কাজেই আয়াতটির অর্থ ঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً﴾ **"মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।"** এজন্য আল্লাহ অতঃপর এ আয়াতেই বলেছেন ﴿وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ﴾ **"তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।"** অর্থাৎ, "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদের শক্তিসামর্থ্য ব্যয়িত হবে যাদের শক্তি সামর্থ্য তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে এবং তাদেরকে ঐ সব জায়গা থেকে বের করে দেয়ার জন্য যে সব জায়গা থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতির ভিত্তিতে।

মৃতের অঙ্গহানি করা এবং অধিকৃত দ্রব্য হতে চুরি করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾ **"কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না।"** এ আয়াতের অর্থ 'আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর এবং সীমালঙ্ঘনকারী হয়ো না' যেমন নিষিদ্ধ কাজ ক'রে। হাসান বাসরী বলেছেন (এ আয়াতে উল্লেখিত) সীমালঙ্ঘন "অন্তর্ভুক্ত করে মৃতের অঙ্গহানি, (অধিকৃত দ্রব্যাদি হতে) চুরি, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনা, পাদরি এবং ইবাদতগৃহের লোকদেরকে হত্যা করা, বৃক্ষ জ্বালিয়ে দেয়া এবং কোন উপকার ছাড়াই জীব জানোয়ার হত্যা করা।" এটি ইবনু 'আব্বাস, 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয, মুক্বাতিল বিন হায়্যান এবং অন্যদেরও মত।

৮৪৭. (সহীহ): এজন্য সহীহ মুসলিমে এসেছে, বুরায়দাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغدروا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

যুদ্ধ করো আল্লাহর রাস্তায়, লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে গনীমতের মালের খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি করবে না, শিশুদেরকে হত্যা করবে না এবং পাদ্রীদেরকেও নয়।[১৮৪০] হাদীসটি ইমাম আহমাদও বর্ণনা করেছেন।

৮৪৮. (হাসান লি গায়রিহি): ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন সৈন্য প্রেরণ করতেন তখন বলতেন:

"اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثلوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"

১৮৪০. মুসলিম ১৭৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩২৯২৩ , আবূ দাঊদ ২৬১৩, আহমাদ ৫/৩৫২, ইবনু হিব্বান ৪৭৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তোমরা আল্লাহর নামে বের হও, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো, তবে গনীমতের মালের খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি করবে না, শিশুদেরকে হত্যা করবে না এবং পাদ্রীদেরকেও নয়।[১৮৪১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৪৯. (সহীহ): সহীহাঈনে জানানো হয়েছে যে, ইবনু উমার বলেছেন,

وجُدت امْرَأَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

"নাবী (সাঃ)-এর এক যুদ্ধে এক নারীকে মৃত পাওয়া গিয়েছিল তখন নাবী (সাঃ) স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।[১৮৪২] এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে।

৮৫০. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ০[মুস্‌আব বিন সালাম][আজলাহ][কায়স বিন আবূ মুসলিম][রিবঈ বিন হিরাশ][হুযায়ফাহ (রাঃ)]০ (রিবঈ বিন হিরাশ) বলেন, আমি হুযায়ফাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন,

ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًا، وَثَلَاثَةً، وَخَمْسَةً، وَسَبْعَةً، وَتِسْعَةً، وأحد عشَرَ، فَضَرَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَثَلًا وَتَرَكَ سائرَها، قَالَ: "إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أهلَ ضَعْف وَمَسْكَنَةٍ، قَاتَلَهُمْ أهلُ تَجَبُّرٍ وَعَدَاءٍ، فَأَظْهَرَ اللهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ، فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوهم فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ".

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় হতে এগারটি পর্যন্ত উপমা বর্ণনা করেছিলেন। উক্ত উপমা হতে তিনি মাত্র একটি উপমা আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন। আর বাকীগুলো তিনি আমাদেরকে বলেননি। (উপমাটি নিম্নরূপ–) তিনি বলেন, একটি অসহায় দুর্বল জাতির সাথে শক্তিশালী, বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আল্লাহ তাআলা দুর্বল, অসহায় দলটিকে বিজয় দান করলেন। দুর্বল দলটি শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমন করে বিজয় অর্জন করার ফলে কাফিরগণ রুষ্ট হয়ে মু'মিনগণের সাথে নির্যাতন শুরু করল। ফলে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতি তার সাথে সাক্ষাৎ করার দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।[১৮৪৩] এ হাদীসের সানাদটি হাসান। এর অর্থ হচ্ছে– ঐ দুর্বল দলগুলো যখন শক্তিশালীদের উপর বিজয়ী হল তখন তারা শত্রুতা মূলক তাদের সাথে বৈরী আচরণ করতে লাগল যা তাদের সাথে করা উপযুক্ত ছিল না। তাদের এই শত্রুতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

১৮৪১. আহমাদ ২৭২৩, আবূ দাউদ ২৬১৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৯৬১১। সানাদে ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন আবূ হাবীবাহ দুর্বল হওয়ায় সানাদটি দুর্বল। তবে উক্ত হাদীসটির শাহিদ থাকায় হাদীসটি হাসান লি গায়রিহি। **তাহকীকঃ** হাসান লি গায়রিহি।

১৮৪২. বুখারী ৩০১৫, মুসলিম ১৭৪৪।

১৮৪৩ আহমাদ ২২৯৫২, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৯১৭৬। সানাদটি দুর্বল, সানাদে মুস্‌আব বিন সালাম একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তার তাবে' হিসেবে (১) ইবনু আবদুল্লাহ আল-কিন্দীকে পাওয়া যায় কিন্তু সেও দুর্বল বর্ণনাকারী, (২) আর কায়স বিন আবূ মুসলিম মাজহুল রাবীদের একজন, তার থেকে আজলাহ বিন আবদুল্লাহ ও মূসা বিন কায়স ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি। মুসনাদ আহমাদ (২২৯৫২/২৩৫০৯) এর তা'লীকের মাঝে শুআয়ব আল-আরনাউত বলেন, সানাদটি দুর্বল। **তাহকীক:** দঈফ।

শির্ক হত্যার চেয়েও জঘন্য

যেহেতু জিহাদে হত্যা এবং মানুষের রক্তপাত ঘটে, আল্লাহ বলেছেন যে, এ লোকেরা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছে, (ইবাদতে) তাঁর সঙ্গে শরীক করছে এবং তাঁর পথে বাধা দিচ্ছে, আর এটা হত্যার চেয়েও বেশি জঘন্য ও সর্বনাশা। ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ **"বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।"** এ ব্যাপারে আবূ মালিক বলেন, তোমরা (অবিশ্বাসীরা) যা করছ তা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ।"[১৮৪৪] আবূ আলীয়্যাহ, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, 'ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক এবং রাবী' বিন আনাস বলেছেন ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ **"বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর"** এতে আল্লাহ বলেছেন যে, "শির্ক হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।"

নিজেকে প্রতিরক্ষা করা ব্যতীত হারাম এলাকায় যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না।"**

৮৫১. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে আছে নাবী (ﷺ) বলেছেনঃ

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، حَرَام بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَد شَجَرُهُ، وَلَا يُخْتَلى خلاه. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ

আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ তাআলা এ শহরকে হারম (মহাসম্মানিত) করে দিয়েছেন। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত এ শহর থাকবে মহাসম্মানিত হিসেবে। এ শহরে লড়াই করা আমার পূর্বেও কারো জন্য বৈধ ছিল না এবং আমার জন্যও দিনের কিছু অংশ ব্যতীত বৈধ হয়নি। আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে তা থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত মহাসম্মানিত হিসেবে। এর গাছ কাটা যাবে না, কাঁটা উপড়ে ফেলা যাবে না। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুদ্ধকে এর অনুমতি মনে করে তোমরা তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা কেবল আমার জন্যই সেই অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তোমাদেরকে সেই অনুমতি দেননি।[১৮৪৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন যখন তিনি শক্তি প্রয়োগে তা দখল করে নেন এবং খান্দামাহ এলাকায় কিছু মুশরিকের মৃত্যু হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা শাস্তির জন্য।

৮৫২. (স্বহীহ): নাবী (ﷺ) এর উক্তিঃ

مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

যে তার ঘরের দরজা বন্ধ করবে সে নিরাপদ, যে (পবিত্র) মাসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।[১৮৪৬]

১৮৪৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪১২।

১৮৪৫. বুখারী ১৮৩৪, মুসলিম ১৩৫৩।

১৮৪৬. আহমাদ ৭৮৬২, আবূ দাউদ ৩০২২ হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ হাদীসও পাওয়া যায় এমর্মে জানতে দেখুন মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী (৭১১৬), সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা (১১২৯৮), মাজমা' আয যাওয়াইদ (১০২৪০)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন যে, মাসজিদে হারামে যুদ্ধ করা হারাম এটি মানসূখ হয়েছে, কাতাদাহ বলেন, তাকে মানসুখ করেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি, আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ﴾ **"তারপর (এই) নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর।"** মুকাতিল বিন হায়্যানও একই কথা বলেছেন কিন্তু তাদের ধারণা ভুল।

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ **"যে পর্যন্ত না তারা মাসজিদের এলাকায় তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান।"** আল্লাহ বলছেন ঃ 'পবিত্র মসজিদের এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনা যদি তারা সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে। তারা যদি যুদ্ধ করে তবে তাদের আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া হল। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গীদের নিকট হতে গাছের নীচে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার জন্য, যখন কুরাইশ এবং তাদের মিত্র সাকীফ ও অন্যান্য গোত্রগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল (তাদেরকে পবিত্র ঘর দর্শনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য)। তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

"মক্কা উপত্যকায় তিনিই তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে বিরত রেখেছিলেন তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করার পর।" এবং

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারীরা যদি (মাক্কায় কাফিরদের মাঝে) না থাকত যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না আর অজ্ঞতাবশতই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিবে যার ফলে তোমাদের উপর কলঙ্ক লেপন হবে-এমন সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাঁর রহমাতের মধ্যে শামিল করে নিতে পারেন। (মাক্কায় অনেক মু'মিন আর কাফিররা একত্রিত না থেকে) যদি তারা পৃথক হয়ে থাকত, তাহলে আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিতাম।"[১৮৪৭]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ **"অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।"** যার অর্থ "যদি তারা (মুশরিকরা) পবিত্র এলাকায় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত হয়, ইসলাম গ্রহণ করে এবং অনুশোচনা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন যদিও এর পূর্বে তারা আল্লাহর পবিত্র এলাকায় মুসলিমদেরকে হত্যা করে থাকে।' বস্তুত ঃ আল্লাহর ক্ষমা যাবতীয় পাপরাশিকে পরিবেষ্টন করে যতই তা বেশি হোক না কেন, যখন পাপী তার জন্য অনুশোচনা করে।

১৮৪৭. সূরাহ ফাতহ, ৪৮:২৪-২৫।

ফিতনাহ্ খতম না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ

অতঃপর আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন ঃ ﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾ **"ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"** অর্থাৎ শির্ক। এটাই ইবনু 'আব্বাস, আবূ 'আলীয়্যাহ, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ,[১৮৪৮] রাবী', মুকাতিল বিন হায়্যান, সুদ্দী এবং যায়দ বিন আসলামের মত।[১৮৪৯]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ﴾ **"এবং দীন আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত"** অর্থাৎ 'যাতে আল্লাহর দ্বীন সকল দ্বীনের উপর কর্তৃত্বশীল হয়।'

৮৫৩. (সহীহ): সহীহায়নে আছে যে, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেছেন,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتل شُجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فهو فِي سَبِيلِ اللهِ"

"নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'হে আল্লাহর রাসূল, কেউ বীরত্ব দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, কেউ লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করে? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর তাওহীদকে সুউচ্চ করার জন্য জিহাদ করে কেবল সেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।[১৮৫০]

৮৫৪. (সহীহ): উপরন্তু সহীহায়নে আছে ঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তারা যদি এ বাক্যটি বলে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর অর্পিত।[১৮৫১]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়িয হবে না।"** জানাচ্ছে যে, 'যদি তারা তাদের শির্ক এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কর। এরপরও যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারাই অন্যায় করবে। বস্তুতঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধেই কেবল আগ্রাসন শুরু করা যাবে।'এটাই মুজাহিদের কথার অর্থ যে, যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধ করা যাবে।[১৮৫২] অথবা আয়াতের অর্থ বলছে যে, 'যদি তারা তাদের অন্যায় অবিচার পরিত্যাগ করে– এই ক্ষেত্রে যা হচ্ছে শির্ক - তাহলে অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন শুরু করনা।'আগ্রাসনের এখানে অর্থ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া এবং যুদ্ধ করা, যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾ **"তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে"** তেমনি

১৮৪৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪১৫।

১৮৪৯. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪১৬।

১৮৫০. বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, মুসলিম ১৯০৪, আবূ দাউদ ২৫১৭, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসাঈ ৩১৩৬, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৯০৪৯, ইবনু হিব্বান ৪৬৩৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৮৫১. বুখারী ২৫, মুসলিম ২২। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৮৫২. তাবারী ৩/৫৮৪।

আল্লাহ বলছেন ঃ ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا﴾ **"অন্যায়ের প্রতিবিধান হল অনুরূপ অন্যায়।"**[১৮৫৩] এবং ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ﴾ **"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ কর যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে।"**[১৮৫৪] ইকরিমাহ ও কাতাদাহ বলেছেন, "অন্যায়কারী সেই লোক যে ঘোষণা দিতে অস্বীকার করে যে, "আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই।"[১৮৫৫]

আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ﴾ **"ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"** আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে

৮৫৫. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩⟨আবদুল ওয়াহহাব⟩⟨উবায়দুল্লাহ⟩⟨নাফি'⟩⟨ইবনু উমার (রাঃ)⟩ বলেন,

أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ قَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي. قَالَا أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} ؟ قَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لغير الله.

ইবনুয যুবায়রের সংঘাতের সময় দু'জন লোক তাঁর কাছে আসল এবং তাঁকে বলল, "লোকেরা ত্রুটি বিচ্যুতিতে পড়ে গেছে আর আপনি উমরের পুত্র এবং নাবী (ﷺ) এর সাহাবী, কাজেই আপনাকে বেরিয়ে যেতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি বললেন, "আমাকে যা বাধা দিচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ আমার (মুসলিম)ভাইয়ের রক্ত ঝরানো নিষিদ্ধ করেছেন।" তারা দু'জন বলল, "আল্লাহ কি বলেননি যে, ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ﴾ "ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"। তিনি বললেন, "ফিতনাহ খতম না হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করেছি, আর তোমরা চাচ্ছ ফিতনাহ থাকা পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হওয়ার যুদ্ধ করতে।"[১৮৫৬]

'উসমান বিন সালিহ অতিরিক্তাকারে বলেছেন, ⟨ইবনু ওয়াহব⟩⟨জনৈক ব্যক্তি ও হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ⟩⟨বাকর বিন আমর আল-মাআফিরী⟩⟨বুকায়র বিন আবদুল্লাহ⟩⟨নাফি'⟩⟨ইবনু উমার (রাঃ)⟩ (নাফি') বলেন,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ [لَهُ] يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ} [الْحُجُرَاتِ: ٩]، {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ: إِمَّا قَتَلُوهُ أَوْ عَذَّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنَهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

১৮৫৩. সূরাহ শূরা, ৪২:৪০।
১৮৫৪. সূরাহ নাহল, ১৬:১২৬
১৮৫৫. তাবারী ৩/৫৭৩।
১৮৫৬. বুখারী ৪৫১৩।

এক ব্যক্তি ইবনু উমার (রাঃ)'র নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, "হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি কেন একবছর হজ্জ করেন, আরেক বছর উমরাহ করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন, যদিও আপনি জানেন আল্লাহ তা করার জন্য কতটা উৎসাহ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হে ভাতিজা, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস, প্রাত্যহিক পাঁচবার স্বলাত, রমাদানে সিয়াম পালন, যাকাত প্রদান, এবং (কা'বা) ঘরের হজ্জ করা।" লোকটি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা বলেছেন তা কি আপনি শোনেননি?

﴿وَاِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ﴾

"মু'মিনদের দু'দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর একটি দল অপরটির উপর বাড়াবাড়ি করলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করে, তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।"[১৮৫৭] এবং ﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾ **"ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"**। তিনি বললেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময় করেছি যখন ইসলাম ছিল দুর্বল এবং (মুসলিম) লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হত যেমন হত্যা অথবা অত্যাচার। যখন ইসলাম শক্তিশালী (এবং প্রকাশিত) হল তখন আর কোন ফিতনাহ্ থাকলনা।" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি 'আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বললেন, 'উসমানের ব্যাপার হল, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এ বিষয়টি তোমরা অপছন্দ কর। আর 'আলীর ব্যাপার হল, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা। অতঃপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, "এই যে এখানে তাঁর ঘর (অর্থাৎ, নাবী (ﷺ)-এর বাড়ীর একেবারে নিকটবর্তী যেমন তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিজেরও অতি নিকটবর্তী ছিলেন)।[১৮৫৮]

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪. সম্মানিত মাস হচ্ছে সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব সবার জন্য সমান, কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

স্বীয় প্রতিরক্ষার জন্য ছাড়া হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে দহ্হাক, সুদ্দী, কাতাদাহ, মিকসাম, রাবী' বিন আনাস এবং আতা' বলেছেন, 'হিজরি ৬ষ্ঠ বছরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'উমরার জন্য গিয়েছিলেন। তখন মূর্তিপূজারীরা তাঁকে পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে এবং মুসলিমবৃন্দকেও যারা তাঁর সাথে ছিল। হারাম 'জুলকাদাহ মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। মূর্তিপূজারীরা তাঁকে পরবর্তী বছর কা'বা ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়।

১৮৫৭. সূরাহ হুজরাত, ৪৯:৯।
১৮৫৮. বুখারী ৪৫১৪, ৪৫১৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

কাজেই নাবী (ﷺ) তাঁর সঙ্গী মুসলিমদের নিয়ে পরবর্তী বছর কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। এবং আল্লাহ নাবীর প্রতি তাদের আচরণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই ব'লে অনুমতি প্রদান করেন, ﴿اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ﴾ **"সম্মানিত মাস হচ্ছে সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব সবার জন্য সমান।"**[১৮৫৯]

৮৫৬. (স্বহীহ): আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইসহাক বিন ঈসা লোয়স্র বিন সা'দ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন,

لَمْ يَكُنْ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى ويُغْزَوا فَإِذَا حَضَرَهُ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে আক্রান্ত না হলে হারাম মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না, আক্রান্ত হলে অভিযানে যেতেন। তা না হলে হারাম মাসগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চুপ থাকতেন।[১৮৬০] সানাদটি স্বহীহ।

এজন্য যখন হুদাইবিয়ায় শিবিরে অবস্থান কালে নাবী (ﷺ)-কে বলা হল যে, উসমান (রাঃ), যাকে মুশরিকদের নিকট সংবাদবাহক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, (মক্কায়) নিহত হয়েছে, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর সঙ্গীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তাঁরা তখন ছিলেন চৌদ্দশত জন। যখন নাবী (ﷺ) কে জানানো হল যে, উসমান (রাঃ) নিহত হয়নি, তখন তিনি যুদ্ধ পরিহার করে শান্তিতে ফিরে গেলেন।

নাবী (ﷺ) যখন হুনায়নের যুদ্ধে 'হাওয়াযিন' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করলেন এবং হাওয়াযিনরা তায়েফে আশ্রয় নিল, তিনি সে শহর অবরোধ করলেন। তখন হারাম জুলকা'দাহ মাস শুরু হয়ে গেল আর তায়েফ ছিল তখনও অবরুদ্ধ। অবরোধ অবশিষ্ট চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলল, (বরং যেদিন থেকে হুনাইনের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে নাবী (ﷺ) জি'রানাহ হতে মাদীনায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ছিল চল্লিশ দিন) যা স্বহীহাঈনে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (অবরোধকালে) যখন সাহাবীদের হতাহতের সংখ্যা বেড়ে গেল, নাবী (ﷺ) তায়েফ বিজয়ের পূর্বেই অবরোধ তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি মাক্কায় ফিরে গেলেন, জি'রানাহ থেকে 'উমরাহ করলেন, যেখানে তিনি হুনাইনের যুদ্ধ হতে প্রাপ্ত সামগ্রী বিতরণ করলেন। অষ্টম হিজরির যুলকা'দাহ মাসে উমরাহ করার ঘটনা ঘটে।[১৮৬১]

আল্লাহর কথা, ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾ **"কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে"** মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ ﴿وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ﴾ **"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ কর যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে।"**[১৮৬২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ **"অন্যায়ের প্রতিবিধান হল অনুরূপ অন্যায়"**।[১৮৬৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾ **"কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর**

১৮৫৯. তাবারী ৩/৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৯।

১৮৬০. আহমাদ ১৪১৭৩। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে সানাদটি স্বহীহ। **তাহ্‌কীকঃ** স্বহীহ।

১৮৬১. ফাতহুল বারী ৩/৭০১, মুসলিম ২/৯১৬।

১৮৬২. সূরাহ নহল, ১৬:১২৬

১৮৬৩. সূরাহ শূরা, ৪২:৪০।

Contents

আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে"। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় যেখানে মুসলমানদের কোন মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। অতঃপর এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু ইবনু জারীর এ মতের প্রতিবাদ করে বলেন- এ আয়াতটি 'মাদানী' এবং এটা উমরা পালনোত্তর কালে নাযিল হয়েছে। মুজাহিদও এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾ **"এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।"** আয়াতটি নির্দেশ দেয় যে, তাকওয়ার কারণে আল্লাহকে মান্য ও ভয় করা হোক। আয়াতটি আরো জানাচ্ছে যে, যাদের তাকওয়া আছে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন লাভ করবে।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ

বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন, ইসহাক নোদর শু'বাহ সুলায়মান আবূ ওয়াইল হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ ﴿وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** 'এটা খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।' ইবনু আবী হাতিম হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ সূত্রে অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একই কথা ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, আতা', দহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং মুকাতিল বিন হায়্যান হতেও জানানো হয়েছে।"

৮৫৭. (স্বহীহ): লায়স্ব বিন সা'দ বলেন, ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আসলাম আবূ ইমরান বলেছেন, "আনস্বারদের মধ্যে থেকে এক লোক কনস্ট্যান্টিনোপলে শত্রু (বাইজান্টাইন) ব্যূহ ভেদ করেছিল। তখন আবু আইউব আনস্বারী আমাদের সংগে ছিলেন। তাই কতক লোক বলল, "সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে।" আবু আইউব বললেন, এ আয়াত (২ ঃ১৯৫) সম্পর্কে আমরা বেশি অবহিত, কারণ তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যারা তাঁর সংগে জিহাদে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়েছিল। যখন ইসলাম শক্তিশালী হল, আমরা আনস্বাররা দেখা করে পরস্পরকে বললাম, আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নাবী (সাঃ) এর সাহাবী সমর্থক করে সম্মানিত করেছেন, এখন ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে, তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতকাল আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পত্তির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছি। এখন যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, কাজেই এসো আমরা আমাদের পরিবার ও সন্তানাদির নিকট ফিরে যাই এবং তাতে মনোযোগী হই। তখন আমাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল ঃ ﴿وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"** ধ্বংস দ্বারা পরিবার ও সম্পদ নিয়ে থাকা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাকে বুঝাচ্ছে।"[১৮৬৪] এটা লিপিবদ্ধ করেছে আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আবদ বিন হুমায়দ

১৮৬৪. আবূ দাউদ ২৫১২, তিরমিযী ২৯৭২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০২৯, তাবারী ৩/৫৯০, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ১৬৬৭, মুসতাদরাক ২/২৭৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

স্বীয় তাফসীরে, ইবনু আবী হাতিম, ইবনু জারীর, ইবন মারদুইয়্যাহ, হাফিয আবু ইয়্যালা স্বীয় মুসনাদে, ইবন হিব্বান ও হাকীম। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান সাহীহ গারীব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাকীম বলেছেন, "শায়খদ্বয়ের শর্ত পূরণ করে কিন্তু তারা তা লিপিবদ্ধ করেননি।"

৮৫৮. আবু দাউদের কথায় উল্লেখিত হয়েছে যে, আসলাম আবূ ইমরান বলেছেন, "আমরা কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেছিলাম । তখন উকবাহ বিন আমর মিশরীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আর সিরীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ফাযালাহ বিন উবায়দ। পরে রোমানদের এক বিশাল সৈন্য শ্রেণী শহর ছেড়ে গেল এবং আমরা তাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ ছিলাম। একজন মুসলিম রোমান সৈন্য শ্রেণীতে আক্রমণ চালাল, তাদের ব্যূহ ভেদ করল, অতঃপর আমাদের কাছে ফিরে আসল। লোকেরা চিৎকার করে উঠল, "আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা! সে নিজেকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে।" আবূ আইউব বললেন, "ওহে লোকেরা, তোমরা এ আয়াতের ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছ। এ আয়াত আমরা -আনস্রারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করলেন এবং তার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, আমরা তখন নিজেরা বলাবলি করলাম, "এখন আমাদের জন্য এটাই বেশি ভালো হবে যে, আমরা আমাদের ঘর সংসারে ফিরে যাই আর তাতে মনোযোগ দিই। তখন আল্লাহ এ আয়াত (২ ঃ ১৯৫)নাযিল করেন।"[১৮৬৫]

আবু বকর বিন আয়্যাশ জানিয়েছেন আবু ইসহাক আস সাবিঈ বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক বারা' বিন আযিবকে বলেছিল, "আমি যদি একাই শত্রু সৈন্য ব্যূহে আক্রমণ চালাই আর তারা আমাকে হত্যা করে, আমি কি তাহলে নিজেকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করব? তিনি বললেন, "আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ) কে বলেছেন, ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ **"কাজেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে"**[১৮৬৬] এ আয়াত ব্যয় (হতে বিরত থাকা) সম্পর্কিত।" ইবনু মারদুবিয়্যাহ এ হাদীস্র জানিয়েছেন এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকেও, তিনি বলেছেন, "এটা শাইখদ্বয়ের শর্ত পূরণ করে কিন্তু তারা তা লিপিবদ্ধ করেননি। স্রাউরী এবং কায়স বিন রাবী' এটি বারা' হতে বর্ণনা করেছেন কিন্তু যোগ করেছেন ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ **"তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে।"**[১৮৬৭] ধ্বংস ঐ লোককে বুঝাচ্ছে যে পাপ করে কিন্তু অনুশোচনা করা হতে বিরত থাকে, এভাবে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আবূ স্রালিহ)(লায়স্র)(আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন মুসাফির)(ইবনু শিহাব)(আবূ বাকর বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস্র বিন হিশাম)(আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ বিন আবদু ইয়াগূস)০ সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলমানগণ যখন দামেস্ক অবরোধ করেন, তখন 'আযদি শানাওয়াআহ' নামক গোত্রের এক ব্যক্তি বীরবিক্রমে শত্রুদের মাঝে ঢুকে যায় এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করে। এটাতে মুসলমানগণ তাকে ভর্ৎসনা করে এবং তারা এ লোকটির ব্যাপারে আমর ইবনুল আস্রের নিকট অভিযোগ পেশ করে। আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"**।

১৮৬৫. এই শব্দগুলো আবী দাউদের নয়, তবে কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে মুসতাদরাক (৩০৮৮), মুসনাদ আবূ দাউদ আত তয়ালিসী ৫৯৯।

১৮৬৬. সূরাহ নিসা ৪:৮৪।

১৮৬৭. সূরাহ নিসা ৪:৮৪।

আতা' ইবনুস সাইব সাঈদ বিন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেছেন, ﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** 'এটা যুদ্ধ করা সম্পর্কে নয়, বরং আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কিত, যা করলে কেউ নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করবে'। হাম্মাদ বিন সালামাহ বলেন, [দাউদ][আশ শা'বী][দেহহাক বিন আবূ জুবায়রাহ] বলেন, আনসারগণ নিজেদের ধনমাল আল্লাহ তা'আলার পথে স্বাদাক্বাহ দিতে ও খরচ করা থেকে বিরত থাকেন। এটার পরিপ্রেক্ষিতে ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** আয়াতটি নাযিল হয়। হাসান আল-বাসরী (রহঃ) বলেনঃ ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** এর মর্মার্থ হচ্ছে বখিলী। এ আয়াত সম্পর্কে নু'মান বিন বাশীর হতে সিমাক বিন হারব বলেনঃ ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** অর্থাৎ পাপাচারী ব্যক্তি পাপকাজ ক'রে (নিরাশ হয়ে) বলে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"**। ইবনু মারদুবিয়্যাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ উবায়দুল্লাহ সালমানী, হাসান, ইবনু সীরীন ও আবূ কিলাবাহ প্রমুখ উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নু'মান বিন বাশীরের অনুরূপ। বস্তুত পাপকার্য সম্পাদনের পর ক্ষমাপ্রাপ্তি হতে নিরাশ হয়ে পুনরায় পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংস করা। অর্থাৎ উপর্যুপরি পাপের কারণে সে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ধ্বংস হচ্ছে আল্লাহর (আযাব) শাস্তি।

ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর বলেন, [য়ুনুস][ইবনু ওয়াহব][আবূ স্বখর][আল-কুরাযী] থেকে বর্ণিত, তিনি ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আখিরাতের সম্বলের মধ্যে দান করাই উত্তম সম্বল বিধায় লোকজন সর্বস্ব আল্লাহর পথে দান করে দিত এবং হাতে এক কপর্দকও রাখত না। ফলে তারা বিপদে পতিত হত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি নাযিল করেনঃ ﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"**।

উপরোক্ত সানাদে ইবনু ওহাব বলেন, যায়দ ইবনু আসলাম থেকে আবদুল্লাহ বিন আয়্যাশ এ আয়াত: ﴿وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ **"তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"** প্রসংগে বর্ণনা করেনঃ লোকজনকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠাতেন কিন্তু তারা সাথে কোন খাদ্যদ্রব্য নিত না। ফলে তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত অথবা অন্যের ঘাড়ে বোঝা হয়ে দাঁড়াত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজেদের খাদ্য-পণ্য ব্যয় করার নির্দেশ দেন এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে নিষেধ করেন। কারণ ক্ষুধায়, পিপাসায় এবং মরুভূমির তপ্ত বালুকায় হেঁটে তারা মারা যায়। যাঁর হাতে সকল অনুগ্রহ তিনি (আল্লাহ) বলেন, ﴿وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ **এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।**

এ আয়াতে আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ রয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ে আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য লাভকে সম্পৃক্ত করে। এবং এটি বিশেষভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং মুসলিমদেরকে শত্রুর

বিরুদ্ধে শক্তিশালী করার জন্য ব্যয় করা বুঝায়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এ ক্ষেত্রে যারা ব্যয় করা হতে বিরত হবে তারা নিশ্চিত মৃত্যু ও ধ্বংসের সম্মুখিন হবে। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন কারো ইহসান (দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোত্তম গুণাবলী) অর্জন করা দরকার কারণ তা আনুগত্যের সর্বোচ্চ অংশ। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।"**

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহকে পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না, তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিবে এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ 'উমরাহকে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে এবং যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন রোযা পালন করবে। এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সিয়াম ও জিহাদের বিধান উল্লেখ করার পর মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার জন্য এবং তার বিধানাবলী ব্যাখ্যা করছেন, অর্থাৎ কেউ হজ্জ ও উমরা শুরু করলে তা শেষ করার বিধান। এজন্যই আল্লাহ পরক্ষণে বলেছেন ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ **"কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও"** অর্থাৎ কা'বা ঘরের পথে যদি তুমি বাধাগ্রস্ত হও এবং তা শেষ করতে তোমাকে বাধা দেয়া হয়। এজন্য বিদ্বানগণ একমত যে, হজ্জ ও উমরা শুরু করলে তা শেষ করতে হবে। যদিও উমরা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সেটা আমি দলীল-প্রমাণসহ 'কিতাবুল আহকামে' পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য। শু'বাহ বলেন, ◊[আমর বিন মুররাহ][আবদুল্লাহ বিন সালামাহ][আলী (রাঃ)]◊ বলেন, ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহকে পূর্ণ কর"** আয়াতাংশে হজ্জ পূর্ণ করার অর্থ হল, নিজ নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধা। এভাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বিন যুবায়র, তাউস ও সুফইয়ান আস্ সাওরী উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলো পূর্ণ করার অর্থ হল, নিজ নিজ বাড়ি হতে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্জ ও উমরা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকা। তা ছাড়া মীকাত (যে স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয়)-এ পৌছে উচ্চৈঃস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ করা। পক্ষান্তরে যদি কখনো মক্কার নিকটে পৌছে বল, (এই সুযোগে) হজ্ব

বা উমরা করে নেয়া হোক, তাহলে এ ভাবেও হজ্জ ও উমরা আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু পূর্ণভাবে আদায় হবে না। বস্তুত পূর্ণ হজ্ব বা উমরা হল কেবল হজ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে বাড়ি হতে বের হওয়া।

মাকহূল বলেছেন, সম্পূর্ণ করা অর্থ সেগুলো মীকাত থেকে শুরু করা (নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক চিহ্নিত স্থানসমূহ হতে ইহরাম বাঁধা)"।[১৮৬৮] আবদুর রায্যাক বলেছেন, যুহরী বলেছেন, "আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ কর"**। হজ্জ ও উমরা সম্পূর্ণ করার অর্থ সেগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা করে সম্পূর্ণ করা এবং হজ্জের বাইরের মাসগুলোতে উমরা আদায় করা, কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ **"হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে"**।

ইবনু আওন হতে হিশাম বলেন, আমি কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেনঃ হজ্জের মাসসমূহে উমরা পালন করলে তা অসম্পূর্ণ হয়। (এ কথা বলার পর) তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, হারাম মাসসমূহে উমরা করার বিধান কী? উত্তরে তিনি বলেন, পূর্বের লোকগণ এটাকে তো পূর্ণই মনে করতেন। কাতাদাহ বিন দাআমাহ হতেও উপরোক্তরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্তিটির উপরে প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। কারণ, এটা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত যে,

৮৫৯. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারটি উমরা করেন এবং চারটিই তিনি জিলকাদ মাসে সম্পাদন করেন। প্রথমটি হল 'উমরাতুল হুদায়বিয়াহ' ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে। দ্বিতীয়টি হল 'উমরাতুল কাদা' সপ্তম হিজরীর জিলকাদ মাসে। তৃতীয়টি হল 'উমরাতুল জি'রানাহ' অষ্টম হিজরীর জিলকাদ মাসে। চতুর্থটি হল, বিদায় হজ্জের সাথে একই ইহরামে।[১৮৬৯] এই চারটি উমরা ব্যতীত হিজরতের পর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর কোন উমরা করেন নাই।

৮৬০. (স্বহীহ): তবে তিনি উম্মে হানীকে বলেছিলেন, عمرة في رمضان تعدل حجة معي অর্থাৎ রমাদান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান (সওয়াব)।[১৮৭০] এ কথা তিনি তাকে এ জন্যই বলেছেন যে, তিনি তার সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যানবাহনের সমস্যার কারণে তিনি তাকে সঙ্গে নিতে পারেননি। সহীহুল বুখারীতে এ ঘটনাটি পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সাঈদ বিন যুবায়র পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, এটা উম্মে হানীর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহ ভাল জানেন।

সুদ্দী বলেছেন, ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ কর"** অর্থাৎ "হজ্জ ও উমরা করতে থাক।" ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহ তাআলার বাণীঃ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ কর"** সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে হারাম হবে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয় যতক্ষণ সে তা পূর্ণ না করে। হজ্জ সম্পন্ন হয় নাহরের (কুরবানীর) দিন। জামরায়ে আকাবায় যখন পাথর নিক্ষেপ করবে, বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে, সাফা-মারওয়া সাঈ করবে তখন সে হালাল হয়ে যাবে। কাতাদাহ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যুরারাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস

১৮৬৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪৩৭।

১৮৬৯. আবূ দাউদ ১৯৯৩, তিরমিযী ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৩০০৩, ইবনু হিব্বান ৩৯৪৬, বায়হাকী (৫/১২) [ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস থেকে] স্বহীহ সানাদে, তাছাড়া উক্ত হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন- ইবনু মাজাহ (২৯৯৬, ২৯৯৭), মুসলিম (১২৫৩)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৮৭০. বুখারী ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, নাসাঈ ২১১০, আহমাদ ২৮০৪, ইবনু হিব্বান ৩৭৫৬। (ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস থেকে। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "হজ্জ হচ্ছে আরাফাত আর উমরাহ হচ্ছে তাওয়াফ।" আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম বলেছেন যে, ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ কর"** আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে আলকামাহ বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটা এভাবে পাঠ করতেন ঃ وأتموا الحَجَّ وَالْعُمْـرَةَ إِلَى الْبَيْـتِ 'হজ্জ এবং কা'বা ঘর পর্যন্ত উমরাহ পূর্ণ কর যাতে উমরার সময় কেউ কা'বা গৃহের এলাকা ছেড়ে না যায়।' অতঃপর ইবরাহীম বললেন, 'আমি সাঈদ বিন জুবায়রের নিকট এ কথা উল্লেখ করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, "ইবন আব্বাসও এটা বলেছেন।"[১৮৭১]

সুফইয়ান জানিয়েছেন ইবরাহীম বলেছেন যে, আলকামাহ (এ আয়াত সম্পর্কে) বলেছেন, "হজ্জ এবং কা'বা ঘরের উমরাহ পালন কর।" স্রাউরি জানিয়েছেন যে, ইবরাহীম (এ আয়াতটি) পড়তেন "কা'বা গৃহের হজ্জ ও উমরাহ সম্পন্ন কর।"

শা'বী ﴿وَأَتِمُّـوا الْحَـجَّ وَالْعُمْـرَةَ لِلَّهِ﴾ আয়াতটির العمرة শব্দে পেশ দিয়ে পড়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, উমরা ওয়াজিব নয়। তবে তার থেকে এ ব্যাপারে বিপরীত কথা উল্লিখিত হয়েছে।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)সহ সাহাবাদের একটি দল হতে বহু হাদীস্র বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্ব ও উমরা উভয়টিকে একই ইহরামে একত্রিত করেছেন।

৮৬১. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীস্রে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীগণকে বলেছেন, "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ" যার নিকট কুরবানীর জন্তু রয়েছে সে যেন হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধে।[১৮৭২]

৮৬২. (স্বহীহ): অন্য একটি স্বহীহ হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে যে, "دَخَلَـتِ الْعُمْـرَةُ فِي الْحَـجِّ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ" কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[১৮৭৩]

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন আবূ হাতিম উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে একটি গরীব হাদীস্র উদ্ধৃত করেছেন।

৮৬৩. (স্বহীহ): ◆(আলী বিন হুসায়ন)(আবূ আবদুল্লাহ আল-হারাবী)(গাসসান আল-হারাবী)(ইবরাহীম বিন তাহমান)(আতা)(স্রফওয়ান বিন উমায়্যা)◆ বর্ণনা করেছেন যে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَضَمِّخٌ بِالزَّعْفَرَانِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ فِي عُمْـرَتِي؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ العُمْـرة؟" فَقَـالَ: هَـا أَنَـا ذَا. فَقَالَ لَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ ثِيَابَكَ، ثُمَّ اغْتَسِلْ، وَاسْتَنْشِقْ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّك فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ"

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জাফরান মেখে আসাতে তার থেকে সুগন্ধি আসছিল। লোকটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল– হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে ইহরামের নির্দেশ কী? বর্ণনাকারী হুসায়ন বলেন, তখনই ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্কে পূর্ণ কর"** এ আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে

১৮৭১. তাবারী ৪/৭।

১৮৭২. বুখারী ১৫৫৬ (এটি আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র হাদীস্রের একটি অংশ), মুসলিম ১২৩৬, (আসমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস্র থেকে)। **তাহ্কীকঃ** স্বহীহ।

১৮৭৩. মুসলিম ১২১৮, আবূ দাউদ ১৭৯০, তিরমিযী ৯৩২, দারাকুতনী ২০৮, দারিমী ১৮৫৬। **তাহ্কীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

বললেন, জাফরানযুক্ত বস্ত্র খুলে ফেল, শরীরকে যথাযথভাবে ঘর্ষণ করে ধৌত কর এবং হজ্জের বেলায় যা তুমি করে থাক, উমরার বেলাও তাই কর।[১৮৭৪]

৮৬৪. (সহীহ): ইয়া'লা বিন উমায়্যাহ হতে সহীহায়নে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, কোন ব্যক্তি যদি জুব্বা পরিধান করে এবং সুগন্ধি মেখে উমরাহ করার ইচ্ছা করে, তার ব্যাপারে কী হুকুম হবে? প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চুপ থাকলেন। অতঃপর ওহী আসে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাথা উঁচু করে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারী বললেন, এই যে আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, জুব্বা খুলে ফেলতে হবে এবং যে স্থানে সুগন্ধি মাখা হয়েছে ঐ স্থানটুকু ধৌত করতে হবে। অতঃপর যেভাবে হজ্জ পালন করেছ অনুরূপ উমরাও পালন করবে।[১৮৭৫] উল্লেখ্য যে, এখানে ধৌত করা, নাকে পানি দেয়া এবং আয়াত নাযিলের কারণ উল্লেখ করেননি। এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন ইয়া'লা বিন উমায়্যা, সফওয়ান বিন উমায়্যাহ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে, কুরবানীর পশু যবহ করবে মাথা মুন্ডন করবে এবং ইহরাম শেষ করবে

আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে"** ৬ষ্ঠ হিজরি সনে অবতীর্ণ হয়েছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কা'বা ঘরে পৌছতে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ তখন সূরা ফাত্‌হ নাযিল করেছিলেন এবং মুসলিমগণকে তাদের (কুরবানীর পশু) হাদী যবহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যবহ করার জন্য তাঁদের নিকট সত্তরটি উট ছিল। তাদেরকে তাদের মাথা মুণ্ডন করার এবং ইহরাম শেষ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নাবী (ﷺ) যখন তাদেরকে মাথা মুণ্ডন করার এবং ইহরাম শেষ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা তাঁর কথা মান্য করলনা এবং তারা নির্দেশটি রহিত হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। তারা যখন দেখলেন যে নাবী (ﷺ) স্বীয় মাথা মুণ্ডন করে বেরিয়ে গেছেন, তারা তাঁর অনুকরণ করল। তাদের কতক মস্তক মুণ্ডন করলেন না, কেবল চুল ছোট করলেন)।

৮৬৫. (সহীহ): এজন্য নাবী (ﷺ) বললেন

"رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ"

যারা মুণ্ডন করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তারা বললেন, যারা চুল ছোট করেছে তাদের ব্যাপারে কী? তিনি তৃতীয়বার বললেন, "যারা চুল ছোট করেছে তাদের উপরও।"[১৮৭৬] তারা সাত জনে মিলে একটি করে উট কুরবানি দিলেন। তারা ছিলেন চৌদ্দশ সাহাবী এবং তাঁরা হারাম এলাকার বাইরে

১৮৭৪. সানাদে গাসসান আল-হারাবী দুর্বল কিন্তু ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। আর তিনি হাদীসের মাঝে একাধিক গরীব শব্দ নিয়ে এসেছেন সেদিকে লক্ষ্য করে ইমাম ইবনু কাসীর হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ সহীহাহ (২৭৬৫)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৭৫. বুখারী ১৭৮৯, ১৮৪৭, মুসলিম ১১৮০, আবূ দাঊদ ১৮১৯, তিরমিযী ৮৩৬, নাসাঈ ২৬৬৮, ইবনু হিব্বান ৩৭৭৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৮৭৬. বুখারী ১৭২৭, মুসলিম ১৩০১ (আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) এর হাদীস থেকে), আবূ দাঊদ ১৯৭৯, তিরমিযী ৯১৩, ইবনু মাজাহ ৩০৪৩, ইবনু হিব্বান ৩৮৮০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

হুদায়বিয়া এলাকায় শিবিরে অবস্থান করছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হারাম এলাকার মধ্যেই ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

এজন্য উলামায়ে কিরাম ইখতিলাফ (মতানৈক্য) করেছেন যে, যারা শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হবে কেবল তাদের জন্য কি এই নির্দেশ, না যারা রোগের কারণে এটা করতে বাধ্য হয়ে পড়ে, তাদের জন্যও এই অনুমতি রয়েছে? এ বিষয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমতঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী❯❮সুফইয়ান❯❮আমর বিন দীনার❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ ❮ইবনু তাউস❯❮তার পিতা (তাউস বিন কায়সান)❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ ❮ইবনু আবী নাজীহ ও মুজাহিদ❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন, কেবল শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া ব্যতীত অন্য কারো জন্য অবকাশ নেই। কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা পা ভেঙ্গে গেলে কিংবা খোঁড়া হয়ে গেলেও তার জন্য এই অনুমতি নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمۡ﴾ **"যখন তোমরা নিরাপদ থাক।"** সেক্ষেত্রে কেবল শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হলেই নিরাপত্তাহীনতা হয়। অতএব যে কোন অসুবিধা ঘটলেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। ইবনু উমার (রাঃ) তাউস, জুহরী ও যায়দ ইবনু আসলামও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অভিমতঃ কা'বা গৃহে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া দ্বারা অসুস্থ হওয়া ছাড়াও আরো বেশি বুঝায়, শত্রুর ভয় কিংবা মক্কার পথে হারিয়ে যাওয়া।

৮৬৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ জানিয়েছেন, ❮ইয়াহইয়া বিন সাঈদ❯❮হাজ্জাজ আস সাওওয়াফ❯❮ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর❯❮ইকরিমাহ❯❮হাজ্জাজ বিন আমর আল-আনসারী❯ বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন:

"من كُسِر أَوْ عَرِج فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى". قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ.

যার হাড় বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে গেল সে ইহরাম ছেড়ে দিবে এবং পুনরায় হাজ্জ করবে। তিনি বলেন, **"আমি একথা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরার নিকট বললাম, তারা উভয়ে বললেন যে, সে (হাজ্জাজ) সঠিক কথাই বলেছে"**[১৮৭৭] এ হাদীসটি সুনানে আরবাআ (সুনান চতুষ্টয়ে)ও আছে। আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহয় আছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কেউ খোঁড়া হয়ে গেল, হাড় ভাংগল কিংবা অসুস্থ হয়ে গেল। ইবনু আবি হাতিমও এটা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, "এটা জানানো হয়েছে যে, বাধাগ্রস্ত হওয়া শত্রু, অসুস্থতা ও হাড় ভাংগাকে অন্তর্ভুক্ত করে।[১৮৭৮] "বাধাগ্রস্ত হওয়া সবকিছুকে বুঝায় যা মানুষের ক্ষতি করে।"[১৮৭৯]

৮৬৭. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে "আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَسْتَنِي"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুবা'আহ বিনতু যুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিবের নিকট গিয়েছিলেন যিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্জ করতে চাই, কিন্তু আমি (প্রায় সময়) অসুস্থ (থাকি)। তিনি বললেন, "হজ্জ কর এবং অবস্থা এমন কর "তুমি আমাকে যেখানেই থামিয়ে দিবে সেটিই আমার স্থান।"[১৮৮০]

১৮৭৭. আহমাদ ১৫৩০৪, আবূ দাউদ ১৮৬২, তিরমিযী ৯৪০, নাসাঈ ২৮৬০, ইবনু মাজাহ ৩০৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১৮৭৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪৪৫।
১৮৭৯. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪৪৫।
১৮৮০. বুখারী ৫০৮৯, মুসলিম ১২০৭, নাসাঈ ২৭৬৮, আহমাদ ২৪৭৮০, ইবনু হিব্বান ৩৭৭৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

মুসলিম ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে একই রকম লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৮৮১] ইমাম মুসলিম ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস্রের উপর ভিত্তি করে একদল আলিম বলেন, হজ্জের মধ্যে শর্ত করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যদি এ হাদীস্রটি স্বহীহ হয়ে থাকে তাহলে এ অভিমতটি সঠিক। এক্ষেত্রে ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীস্রের হাফিযগণ বলেন, এ হাদীস্রটি স্বহীহ। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** এতে ভেড়াও অন্তর্ভুক্ত যেমন ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, ◊[জা'ফার বিন মুহাম্মাদ][তার পিতা (মুহাম্মাদ)][আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)]◊ বলতেন: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ একটি ছাগল হলেও।[১৮৮২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আট প্রকার পশু হাদীর অন্তর্ভুক্ত ঃ উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া।"[১৮৮৩] স্নাওরী বলেন, ◊[হাবীব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊ বলেনঃ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ বকরী (কুরবানী করা)। আতা', মুজাহিদ, তাউস, আবুল আলীয়া, মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম, শা'বী, নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক, মুকাতিল বিন হায়্যান [রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] এবং অন্যান্য মুফাসসিরদের অভিমতও এরূপ। ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবও এটাই।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ][আবূ খালিদ আল-আহমার][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][কাসিম][আয়িশাহ (রাঃ) ও ইবনু উমার (রাঃ)]◊ তাঁরা দু'জন বলেন- সহজপ্রাপ্য হিসাবে উট-গরু ব্যতীত অন্য কিছু তো দেখছিনা। সালিম, কাসিম, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়'র ও সাঈদ ইবনু জুবায়রও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাস্নীর) **বলছিঃ** হুদায়বিয়ার ঘটনাই তাদের দলীল হবে। কেননা, ঐ সময় ছাগ-ছাগী যবাই করা হয়েছিল বলে কোন সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয়নি, তারা শুধু গরু ও উটই কুরবানী করেছিলেন।

৮৬৮. (স্বহীহ্): স্বহীহদ্বয়ে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَقَرَةٍ

(হুদায়বিয়ায়) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে একটা গরু বা উটে সাতজন করে শরীক হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৮৮৪]

'আবদুর রাযযাক বলেছেন, ◊[মা'মার][ইবনু তাউস][তার পিতা (তাউস বিন কায়সান)][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊ জানিয়েছেন যে ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ 'কেউ যত দিতে পারে।"[১৮৮৫] আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'কেউ পারলে উট, না হলে গরু বা ভেড়া।"[১৮৮৬] হিশাম বিন উরওয়াহ্ তাঁর পিতার কথা উদ্ধৃত করেছেন ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ একটি হাদী কুরবানী কর (প্রাণী, অর্থাৎ একটা ভেড়া, একটা গরু বা একটা উট) যা তুমি দিতে পার। মূল্যের উপর নির্ভর করে।

১৮৮১. মুসলিম ১২০৮।
১৮৮২. মুয়াত্তা ১/৩৮৫।
১৮৮৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪৫০।
১৮৮৪. মুসলিম ১৩১৮, আবূ দাউদ ২৮০৯, তিরমিযী ৯০৪, ইবনু মাজাহ ৩১৩৩, ইবনু হিব্বান ৪০০৬। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
১৮৮৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৪৫১।
১৮৮৬. তাবারী ৪/৩০।

অনুষ্ঠানাদি চালিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হলে কেবল একটি ভেড়া কুরবানী করা যাবে এর প্রমাণ এই যে, হাদী হিসেবে যা পাওয়া যায় আল্লাহ তাই কুরবানি করার কথা বলেছেন, আর হাদী হচ্ছে যে কোন প্রকারের গবাদি পশু, তা উট হোক, গরু বা ভেড়া হোক। এটি হল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চাচাত ভাই এবং তাফসীরের পন্ডিত ইবনু আব্বাসের মত।

৮৬৯. (স্বহীহ্): স্বহীহায়নে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا "একবার নাবী (ﷺ) কতকগুলো ভেড়া হাদী হিসেবে কুরবানী দিয়েছিলেন।"[১৮৮৭]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ **"এবং কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করো না"** এটা তাঁর ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌কে পূর্ণ কর"** একথার ধারাবাহিকতা, আর তা ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ **"কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে"** এর উপর নির্ভরশীল নয় যা ভুলবশত ইবনু জারীর দাবী করেছেন। কুরায়শদের, মুশরিকদের দ্বারা হুদায়বিয়ার বছর যখন নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ পবিত্র ঘরে যেতে বাধাগ্রস্ত হলেন, তাঁরা তাঁদের মাথা মুন্ডন করলেন এবং হারাম এলাকার বাইরে তাদের হাদী কুরবানী করলেন। সাধারণ অবস্থায় যখন নিরাপদে ঘরে পৌঁছা যায়, তখন মাথা মুন্ডন জায়েয নয় যতক্ষণ না ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ **"কুরবানী যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত"**। অতঃপর তখন হজ্জ বা উমরাহ বা উভয়ের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হয় যদি কেউ উভয়ের জন্য ইহরাম বাঁধে।

৮৭০. (স্বহীহ্): স্বহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে যে, হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وقلّدت هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"

"হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা ভুল করল নাকি, তারা তো উমরার ইহরাম শেষ করেছে কিন্তু আপনি তো করেননি? নাবী (ﷺ) বললেন, আমি তো আমার মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং পশুর গলায় কালাদা ঝুলিয়েছি। তাই কুরবানী না করে আমি হালাল হতে পারি না।"[১৮৮৮]

যে কেউ ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন করবে তাকে ফিদইয়াহ দিতে হবে

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিবে"**

৮৭১. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী জানিয়েছেন: ({আদাম}{শু'বাহ}{আবদুর রহমান ইবনুল আস্ববিহানী (ইস্পাহানী)}{আবদুল্লাহ বিন মা'কিল}{কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ)}) (আবদুর রহমান ইবনুল আস্ববাহানী) বলেছেন যে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন মা'কিলকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি কুফার মাসজিদে কা'ব বিন উজরাহর নিকট বসেছিলেন। তখন তিনি তাকে রোযার ফিদইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কা'ব বললেন, "এটা বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এটা সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্য। আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হল আর আমার মুখে অনেক উকুন ঝরে পড়ছিল। নাবী (ﷺ) বললেন,

---

১৮৮৭. বুখারী ১৭০১, মুসলিম ১৩২১, তিরমিযী ৯০৯, ইবনু মাজাহ ৩০৯৬, দারিমী ১৯১১, নাসাঈ ২৭৮৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৮৮৮. বুখারী ১৭২৫, মুসলিম ১২২৯, আবূ দাউদ ১৮০৬, ইবনু মাজাহ ৩০৪৬, ইবনু হিব্বান ৩৯২৫। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

مَا كنتُ أَرَى أَنَّ الجَهد بَلَغَ بِكَ هَذَا! أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ". فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً

আমি কখনও ভাবিনি যে তোমার অসুখ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যা আমি দেখছি। তুমি কি একটি ভেড়া (কুরবানী) দিতে পার? আমি না বাচক উত্তর দিলাম। তখন তিনি বললেন- তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয় জন গরীব লোককে খাওয়াও প্রত্যেককে অর্ধ সা‘ খাবার দিয়ে এবং তোমার মাথা মুণ্ডন কর। কাজেই এটা একটা বিশেষ ঘটনা থেকে প্রাপ্ত সর্ব সাধারণের জন্য পালনীয় একটি নির্দেশ।[১৮৮৯]

৮৭২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, ইসমাঈল ⟩ আয়্যুব ⟩ মুজাহিদ ⟩ আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা ⟩ কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসলেন যখন আমি একটি হাঁড়িতে আগুন দিয়ে জ্বাল দিচ্ছিলাম আর আমার মাথা বা চোখের পাতা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। তিনি বললেনঃ

"يُؤْذِيك هَوَامُّ رَأْسِكَ؟". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاحْلِقْهُ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً". قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ

তোমার মাথার উকুনগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, "হাঁ"। তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন কর অতঃপর তিনদিন রোযা রাখ অথবা ছয় জন গরীব লোককে খাওয়াও অথবা একটি জন্তু যবেহ কর। বর্ণনাকারী আয়্যুব বলেন, "আমি জানিনা কোন বিকল্পটি আগে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৮৯০]

৮৭৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, হুশায়ম ⟩ আবূ বিশর ⟩ মুজাহিদ ⟩ আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা ⟩ কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। আমরা ইহরামরত অবস্থায় ছিলাম। অথচ মুশরিকরা আমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছিল। তখন আমার মাথায় বড় বড় চুল ছিল ও তাতে অত্যধিক উকুন হওয়ায় আমার মুখের উপর দিয়ে উকুন হেঁটে চলত। এক সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আমার এই অবস্থা দেখে বললেন, তোমাকে কি উকুনে কষ্ট দিচ্ছে না? অতঃপর তিনি আমাকে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ আয়াতটি নাযিল হয়- ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত কিংবা মাথায় যন্ত্রণাগ্রস্ত, সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিবে"**।[১৮৯১] অনুরূপভাবে আফফান বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ ⟩ আবূ বিশর জা‘ফার বিন ইয়াস এর সূত্রে, শুবাহ হাকাম ⟩ আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সূত্রে, এবং দাউদ ⟩ শা‘বী ⟩ কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ) সূত্রে উপরোক্তরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন হুমায়দ বিন কায়স ⟩ মুজাহিদ ⟩ আবদুর রমান বিন আবী লায়লা ⟩ কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ) এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

সা‘দ বিন ইসহাক বিন কা‘ব বিন উজরাহ বলেন, আবান বিন স্বালিহ ⟩ হাসান আল-বাস্বারী ⟩ কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ) (হাসান) বলেন, আমি কা‘ব বিন উজরাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, অতঃপর আমি একটি ছাগল যবেহ করেছি। এটি ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন।

১৮৮৯. বুখারী ৪৫১৭, মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ২৯৭৩, ইবনু হিব্বান ৩৯৮৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৮৯০. বুখারী ৪১৯০, মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ২৯৩৪, আহমাদ ১৭৬৩৫, ইবনু হিব্বান ৩৯৮৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৮৯১. আহমাদ ১৭৬৩৫, দারাকুতনী ২৮০, বুখারী ৪১৯১। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৮৭৪. **(মাওকূফ সহীহ):** তিনি আরও বর্ণনা করেন, ◊উমার বিন কায়স (এর হাদীস থেকে)⊠সুন্দুল (দঈফ)⊠আতা'⊠ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "النُّسُكُ شَاةٌ، وَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالطَّعَامُ فَرَقٌ، بَيْنَ سِتَّةٍ" 'নুসুক' হচ্ছে– একটি ছাগল যবেহ করা, রোযা হল– তিন দিন আর ফারাক পরিমাণ খাদ্য ছয় জন লোকের মাঝে বণ্টন করতে হবে।[১৮৯২] অনুরূপভাবে আলী, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, ইকরিমাহ, ইবরাহীম আন নাখঈ, মুজাহিদ, আতা', আস সুদ্দী, রাবী' বিন আনাস প্রমুখ থেকেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৮৭৫. **(সহীহ):** ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা⊠আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⊠মালিক বিন আনাস⊠আবদুল কারীম বিন মালিক আল-জাযারী⊠মুজাহিদ⊠আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা⊠কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ)◊ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآذَاهُ القَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انسُك شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فعلتَ أَجْزَأَ عَنْكَ"

তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ছিলেন, সে সময় তাঁকে তাঁর মাথার উকুনগুলো অত্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তার মাথা মুণ্ডন করতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীন ব্যক্তির প্রত্যেককে দুই মুদ্দ বা এক সের করে খাদ্য দান কর অথবা একটি বকরী যবেহ কর। আর এটা হল সেটার বিনিময় স্বরূপ।[১৮৯৩] অনুরূপভাবে মুজাহিদ থেকে লায়স বিন আবী সুলায়ম বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিবে"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ যে স্থানে أو (আও) শব্দ দিয়ে একাধিক পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার বা স্বাধীনতা থাকে। ইবনু আবী হাতিম বলেনঃ মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা', তাউস, হাসান, হুমায়দ আল-আ'রজ, ইব্রাহীম আন-নাখঈ এবং দহহাক হতে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছিঃ ইমাম চতুষ্টয় এবং সাধারণ আলিমগণের মতামতও এটি। এ স্থানে এটার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, হয় রোযা রাখবে, না হয় এক ফারাক পরিমাণ সাদকাহ করবে। আর এক ফারাক হল তিন স্বা'। তাই ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে আধা স্বা' করে সাদাকা করবে। আর এটা হল দুই 'মুদ্দ' বা একসের পরিমাণ। অথবা একটি বকরী যবেহ করবে এবং তা দরিদ্রদের মধ্যে সাদকা করে দিবে। এটাই হল ওটার বিনিময়স্বরূপ। কুরআনের শব্দাবলী সবচেয়ে সহজটা দিয়ে শুরু করেছে অতঃপর বেশি কঠিন বিকল্পের উল্লেখ করেছে ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্‌য়া দিবে"** অর্থাৎ রোযার ফিদইয়াহ দান (তিন দিন), খাওয়ানো (ছয় জন গরীব লোককে) অথবা (একটি পশু) যবহ করা।

৮৭৬. আর নাবী (ﷺ) কা'বকে পরামর্শ দিলেন, সবার আগে সেই বিকল্পের যাতে বেশি পুণ্য আছে, অর্থাৎ

انْسُكْ شَاةً، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَكُلٌّ حَسَنٌ فِي مَقَامِهِ.

১৮৯২. আদ দুররুল মানসূর (১/৫১৫), সানাদে উমার বিন কায়সের কারণে সানাদটি দুর্বল। ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীকঃ** মাওকূফ সহীহ।

১৮৯৩. মুওয়াত্তা মালিক ৯৫৪, নাসাঈ ২৮৫১, তাবারী ৩৩৫৫, ৩৩৫৭। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

একটি ভেড়া যবেহ্ করার অথবা তিনজন গরীব লোককে খাওয়ানোর অথবা তিন দিন রোযা রাখার। আপন আপন স্থানে ও ক্ষেত্রে প্রতিটিই যথার্থ।[১৮৯৪] কাজেই সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, [আবূ কুরায়ব][আবূ বাকর বিন আয়্যাশ][আল-আ'মাশ] বলেন, ইব্রাহীম সাঈদ বিন জুবায়রকে ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্য়া দিবে"** আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ এর দ্বারা খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যদি তার কাছে খাদ্য থাকে তবে তা বিক্রি করে একটি ছাগল ক্রয় করবে। নতুবা রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করে তা দিয়ে খাদ্য খরিদ করবে। অতঃপর তা সাদাকা করে দিবে। অথবা অর্ধ স্বা'-এর পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখবে। ইবরাহীম বলেন, আলকামাকে অনুরূপ কথা উল্লেখ করতে আমি শুনেছি। তিনি বলেন, যখন সাঈদ বিন জুবায়র আমাকে বললেন, এ লোকটি কে? আমি বললাম তিনি ইবরাহীম। তিনি বললেন, সে তোমার সাথে কেন? তিনি বললেন, সে আমাদের সাথে উঠাবসা করে। রাবী বলেন, ইবরাহীম কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন আমি বলতাম 'আমাদের সাথে উঠাবসা করে' তখন এর থেকে চুপ থাকত।

ইবনু জারীর আরও বলেন, [ইবনু আবী ইমরান][উবায়দুল্লাহ বিন মুআ'য][তোর পিতা (মুআ'য)][আশআস][হাসান] ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্য়া দিবে"** আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় যদি কোন লোকের মাথায় রোগ দেখা দেয়, তা হলে সে মাথা মুণ্ডন করতে পারবে। অতঃপর নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা ফিদিয়া আদায় করবে– ১. দশ দিন রোযা রাখবে। ২. অথবা দশজন মিসকীনকে দুই মাক্কূক পরিমাণ খাদ্য সাদকা দিবে। অর্থাৎ এক মাক্কূক খেজুর এবং এক মাক্কূক গম। ৩. অথবা একটি বকরী কুরবানী করবে।

কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাসান ও ইকরিমাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ **"সে রোযা কিংবা সদাক্বাহ বা কুরবানী দ্বারা ফিদ্য়া দিবে"** আয়াতাংশের মর্মার্থ হল দশজন মিসকীন খাওয়ানো।

তবে সাঈদ ইবনু যুবায়র, আলকামা, হাসান বসরী ও ইকরিমাহ হতে উদ্ধৃত বর্ণনা দু'টি গরীব পর্যায়ের এবং এটার সত্যতার ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। কেননা কা'ব ইবনু উজরাহ হতে মারফূ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে যে, তিনটি রোযা রাখবে, দশটি বা ছয়টি নয়। অথবা ছয় জন মিসকীনকে খাওয়াবে অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে। অবশ্য এর যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বধীনতা রয়েছে। কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও তা বুঝা যায়। এই বিধান ইহরামের অবস্থায় শিকারীর জন্য প্রযোজ্য। কুরআনেও তাই বলা হয়েছে এবং ফকীহগণের এটির উপর ইজমা হয়েছে। তবে উপরোক্ত মতের উপর কতিপয় ফকীহ্ একমত নন। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুশায়ম বলেন, [লায়স][তাউস] বলেনঃ কুরবানী ও সাদাকাহ মক্কাতেই করতে হবে। তবে রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখতে পারবে। আতা', মুজাহিদ ও হাসান বাস্রী এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হুশায়ম বলেন, আমাকে আতা' হতে হাজ্জাহ ও আবদুল মালিক বর্ণনা করেছেন যে, আতা' বলেছেন, কুরবানী মক্কাতেই করতে হবে। আর খানা খাওয়ানো অথবা রোযা রাখা যে কোন স্থানেই চলবে। হুশায়ম বলেন,

---

১৮৯৪. পূর্বে বর্ণিত ৮৭৪ নং হাদীস্ব দ্রষ্টব্য।

৹[ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][ইয়া'কূব বিন খালিদ][আবূ আসমা' (ইবনু জাফারের আযাদকৃত দাস)]৹ বলেন, একবার উস্‌মান বিন আফফান (রাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হন। তার সঙ্গে ছিলেন আলী (রাঃ) ও হুসায়ন (রাঃ)। আবূ আসমা' বলেন, আমি ছিলাম ইবনু জা'ফরের সঙ্গে। আমরা পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। তার উষ্ট্রীটি তার শিয়রে বাঁধা ছিল। আবূ আসমা' বলেন, আমি তাকে লক্ষ্য করে ডাকলাম, হে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি! লোকটি ঘুম হতে উঠল। দেখলাম যে, তিনি আলীর পুত্র হুসাইন (রাঃ)। অতঃপর তাকে ইবনু জা'ফার সঙ্গী করেন। অবশেষে আমরা 'সুকয়া' নামক স্থানে পৌছলাম। পরে আলী (রাঃ) এবং তার সাথে আসমা' বিনতে উমায়েসও আমাদের সাথে মিলিত হন। তথায় হুসায়ন (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা সেখানে বিশ দিন অবস্থান করি। আবূ আসমা বলেন, একদিন আলী (রাঃ) হুসায়ন (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্বাস্থ্য এখন কেমন? তখন হুসায়ন (রাঃ) হাত দ্বারা তার মাথার প্রতি ইঙ্গিত করেন। অতঃপর আলী (রাঃ) তাকে মাথা মুণ্ডন করতে বলেন। এরপর তিনি একটি উষ্ট্রী যবেহ করেন।

এখানে যদি তাঁর এই উট কুরবানী ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হওয়ার জন্য হয়ে থাকে তবে তা ভাল কথা। আর যদি তা ফিদিয়ার জন্য হয়ে থাকে তবে এটা স্পষ্ট কথা যে, এই কুরবানী মক্কার বাইরে হয়েছিল।

হজ্জে তামাত্তু করা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ **"এবং যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ 'উমরাহ্‌কে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ, যখন তুমি অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে সক্ষম, কাজেই তোমাদের কেউ যখন একই ইহরামে উমরাহ ও হজ্জকে সংযুক্ত করতে চায়, কিংবা প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে এবং 'উমরাহ শেষ করার পর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধে, এটা বিশেষ ধরণের তামাত্তু যা বিদ্বানগণের আলোচনায় সুপরিচিত, এ ছাড়াও সাধারণত আরো দু'প্রকারের তামাত্তু আছে যা প্রামাণ্য হাদীস্ থেকে প্রমাণিত হয়, কেননা বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁরা আছেন যারা বলেছেন, 'রসূলুল্লাহ (ﷺ) তামাত্তু করেছেন। এবং অন্যরা বলেছেন "কারীন", কিন্তু হাদীস্ ব্যাপারে এ দ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাই আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ **"যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যে কেউ 'উমরাহ্‌কে হাজ্জের সঙ্গে মিলিয়ে উপকার লাভ করতে ইচ্ছুক, সে যেমন সম্ভব কুরবানী দিবে"** অর্থাৎ যে হাদীই পাওয়া যায়, তা সে কুরবানী করুক যার সর্বনিম্ন হচ্ছে একটি ভেড়া। গরু কুরবানী করাও অনুমোদিত, কেননা নাবী (ﷺ) তাঁর বিবিগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানি দিয়েছেন।

৮৭৭. (স্বহীহ): আওযাঈ জানিয়েছেন, ৹[ইয়াহইয়া বিন আবী কাস্রীর][আবূ মুসলিম][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]৹ বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ بَقَرَةً عَنْ نِسَائِهِ، وَكُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর বিবিগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন যখন তারা তামাত্তু করছিলেন।[১৮৯৫] এটি আবূ বাক্‌র বিন মারদুবিয়্যাহ জানিয়েছেন। সর্বশেষ হাদীস্‌টি প্রমাণ করে যে, তামাত্তুর বিধান আছে।

৮৭৮. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে বর্ণিত আছে যে, ইমরান বিন হুসায়ন বলেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় হজ্জ তামাত্তু করেছি এবং যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় (হজ্জ তামাত্তু সম্পর্কে)। এটা নিষিদ্ধ

১৮৯৫. আবূ দাঊদ ১৭৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

করে কিছুই নাযিল হয়নি, আর না তিনি (নাবী ﷺ)-তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এটা নিষেধ করেছেন। (হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে) কোন ব্যক্তি নিজের মনমত যা ইচ্ছে হয়েছে তাই বলেছে।" বুখারী বলেছেন যে, 'ইমরান উমার সম্পর্কে বলছিলেন।[১৮৯৬]

একটি প্রামাণ্য হাদীসে আছে যে, 'উমার (রাঃ) লোকদেরকে তামাত্তু করা হতে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, "যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের তা পূর্ণ করা উচিত।" অর্থাৎ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ **"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌কে পূর্ণ কর"** কিন্তু 'উমার তামাত্তু'কে নাজায়েয বলেননি। তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন এজন্য যে, তাতে লোকেরা হজ্জ ও 'উমরার জন্য কা'বা ঘরের উদ্দেশে তাদের সফরের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে, যেমনটা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

যে তামাত্তু' করে সে দশদিন রোযা রাখবে যদি তার কাছে হাদী না থাকে

আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ **"যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন, এই মোট দশদিন রোযা পালন করবে।"** এ আয়াতের অর্থ, 'যারা হাদী পায়না তারা হজ্জের ভিতর তিনদিন রোযা রাখবে।' আলিমগণ বলেনঃ এই রোযাগুলো দশ তারিখের আরাফার দিনের পূর্বে রাখাই উত্তম। আতা' (রহঃ)-ও এটি বলেছেন। অথবা ইহরাম বাঁধার পরেই এ রোযাগুলো রাখবে। এটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)সহ অন্যান্যরাও বলেছেন। কেননা আয়াতে ﴿فِي الْحَجِّ﴾ বলা হয়েছে অর্থাৎ হজ্জের মধ্যে। আবার কেউ কেউ এ রোযাগুলো শাওয়ালের প্রথম দিকেও রাখা জায়িয বলেছেন। তারা হলেন তাউস, মুজাহিদ, প্রমুখ ব্যক্তি। শা'বী বলেন, এ রোযাগুলো আরাফার দিন এবং তার পূর্বের দু' দিন মিলিয়েও রাখা জায়িয। মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, সুদ্দী, আতা', তাউস, হাকাম, হাসান, হাম্মাদ, ইব্রাহীম, আবূ জা'ফার বাকির, রবী' ও মুকাতিল বিন হায়্যান প্রমুখও এটা বলেছেন। আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'কারো হাদী যদি না থাকে, সে হজ্জকালীন তিন দিন রোযা রাখবে, আরাফার দিনের আগে। আরাফার দিনটি যদি তৃতীয় দিন হয়, তাহলে তার রোযা পূর্ণ হয়ে গেছে। সে বাড়ী ফিরে আরো সাত দিন রোযা রাখবে।'[১৮৯৭] আবূ ইসহাক জানিয়েছেন ওয়াবারাহ থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে যিনি বলেছেন, "তারবিয়াহ্‌র আগের দিন রোযা রাখবে, তারবিয়াহ্‌র দিন (জুল হিজ্জার ৮ তারিখ এবং আরাফাহ্‌র দিন (জুলহিজ্জার নবম তারিখ।"[১৮৯৮] একই কথা ◊[জা'ফার বিন মুহাম্মাদ][তার পিতা (মুহাম্মাদ)][আলী (রাঃ)]◊ হতে বলা হয়েছে।[১৮৯৯]

কেউ যদি ঈদের দিনের পূর্বে এ তিন দিন বা কমপক্ষে কিছু রোযা না রাখে, তাহলে তার জন্য তাশরীকের (১১, ১২, ১৩ই জুলহিজ্জাহ) দিনগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি আছে।

৮৭৯. (সহীহ): সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে আয়িশাহ (রাঃ) ও ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন, لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ "তাশরীকের দিনগুলোতে তারাই স্বিয়াম পালন করতে পারবে

১৮৯৬. বুখারী ৪৫১৮, মুসলিম ১২২৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।
১৮৯৭. তাবারী ৪/৯৭।
১৮৯৮. তাবারী ৪/৯৫।
১৮৯৯. তাবারী ৪/৯৪।

যারা হাদী পায়নি।[১৯০০] অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ◇[যুহরী][আরওয়াহ ইবনুয যুবায়র][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◇ সূত্রে এবং ◇[সালিম][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◇ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, তারা সকলে বলতেন ﴿فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ﴾ **"হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন সিয়াম পালন করবে।"** আয়াতটি আম (ব্যাপক)। তারা দু'জন ব্যতীত অন্যদের থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সুফইয়ান বলেছেন যে, জা'ফার বিন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তার পিতা বলেছেন যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখেনি সে তাশরীকের দিনগুলোতে ঐ সিয়াম পালন করবে। ﴿فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ﴾ **"সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন রোযা পালন করবে"** আল্লাহর এ বাণীর ব্যাপারে উবাইদ বিন উমায়র আল-লায়সী, ইকরিমাহ, হাসান আল-বাস্রী এবং উরওয়াহ ইবনুয যুবায়রও এ অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

আয়্যামে তাশরীকে ঐ সিয়াম পালন করা বৈধ নয়। যেমন–

৮৮০. (সহীহ): ইমাম মুসলিম নুবায়শাহ আল-হুযালী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।[১৯০১] এ বর্ণনার অর্থ সাধারণ আর 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে বর্ণনা করেছেন তা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ﴾ **"আর বাড়ী ফিরে সাতদিন"** এ আয়াতের অর্থের ব্যাপারে দু'টি মত আছে। প্রথম মত হল– যখন তোমরা স্বীয় সাওয়ারীর দিকে চল্‌বে। এজন্য মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তবে ইচ্ছা করলে বাড়ি ফিরার সময় পথেও এ রোযা রাখতে পারবে। আতা' বিন আবী রাবাহও এ কথা বলেছেন। দ্বিতীয় মত হল– যখন তোমরা নিজ আবাসস্থলে পৌছে যাবে। আবদুর রায্যাক বলেন, ◇[সাওরী][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][সালিম][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◇ তিনি ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ﴾ **"যার পক্ষে সম্ভব না হয়, সে ব্যক্তি হাজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনদিন এবং গৃহে ফেরার পর সাতদিন"** আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন, যখন (হজ্জ থেকে) পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ আলীয়্যাহ, মুজাহিদ, আতা', ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, ইমাম যুহরী এবং রাবী' বিন আনাস হতে একই অভিমত জানানো হয়েছে।

৮৮১. (সহীহ): ইমাম বুখারী জানিয়েছেন, ◇[ইয়াহইয়া বিন বুকায়র][লায়স][উকায়ল][ইবনু শিহাব][সালিম বিন আবদুল্লাহ][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◇ বলেছেন, "বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরাহ এবং হজ্জের সাথে তামাত্তু করেছেন। তিনি যুল হুলায়ফাহ্ থেকে তাঁর সঙ্গে একটি হাদী নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে রওনা হয়েছিলেন অতঃপর হজ্জের জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে লোকেরাও উমরাহ্ এবং হজ্জ সমাধা করেছিল। তাদের কেউ সঙ্গে হাদী নিয়ে গিয়েছিল, আর কেউ নেয়নি। কাজেই, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কাহ্ পৌছলেন, তখন লোকেদেরকে বললেন,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِل لِشَيْءٍ حَرُم مِنْهُ حتى يَقْضِيَ حَجّه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُف بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّر وليحلل ثُمَّ لِيُهِلّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فليصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

১৯০০. বুখারী ১৯৯৭-১৯৯৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৯০১. মুসলিম ১১৪১, আবূ দাঊদ ২৮১৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছ, তাদের জন্য হাজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসনি, তারা বাইতুল্লাহর এবং সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না তারা হাজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন সওম পালন করবে। অতঃপর তিনি হাদীসটির বাকী অংশ উল্লেখ করলেন।[১৯০২] যুহরী বলেন, সালিম তার পিতা থেকে যেরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন উরওয়াহ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সেটি যুহরী থেকে সহীহায়নে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ **"সর্বমোট এই দশদিন"** আমরা উপরে যে বিধানের উল্লেখ করেছি তাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য। আরবী ভাষায় এ পদ্ধতি সাধারণ, কারণ তারা বলবে, "আমি আমার চোখ দিয়ে দেখেছি, আমার কান দিয়ে শুনেছি এবং আমার হাত দিয়ে লিখেছি, এ সব ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য। তেমনি আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ **"আর দু'ডানা সহযোগে উড্ডয়নশীল এমন কোন পাখি নেই"**[১৯০৩] এবং ﴿وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ **"আর তুমি নিজ হাতে কোন কিতাব লেখনি"**[১৯০৪] এবং ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ **"আমি মূসার জন্য (সিনাই পর্বতের উপর) ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করলাম। অতঃপর আরো দশ (বাড়িয়ে) দিয়ে (সেই সময়) পূর্ণ করলাম। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হল।"**[১৯০৫] এটাও বলা হয়েছে যে, "সর্বমোট দশ দিন "কথাটি নির্দেশটির প্রতি জোর দেয়া বুঝাচ্ছে যে, দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে, এর চেয়ে কম নয়। ইবনু জারীর কথাটি পছন্দ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ﴿كَامِلَةٌ﴾ অর্থ হল কুরবানীর সম্পূরক কোন বিষয়। হুশায়ম বলেন, হাসান আল-বাসরী থেকে আব্বাদ বিন রাশিদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: হাসান বাসরী (র) হতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদ ইবনু রশিদ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ **"সর্বমোট এই দশদিন"** এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা হল কুরবানীর পরিবর্তে করণীয় বিষয়।

মক্কার অধিবাসীরা তামাত্তু করেনা

আল্লাহ বলেছেন, ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়।"** ইবনু জারীর বলেনঃ শরীআতের ব্যাখ্যাতাগণ ﴿لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। অবশ্য পরে ইজমা হয়েছে যে, হারামবাসীরা তামাত্তু করতে পারবে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ হারামবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্যরা এর মধ্যে গণ্য নয়। [ইবনু বাশশার] [আবদুর রহমান] [সুফইয়ান আস্স স্বাওরী] বলেন, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুজাহিদ বলেছেন, তারা হচ্ছে হারামের অধিবাসী। অনুরূপভাবে স্বাওরী, ইবনুল মুবারাক হতেও বর্ণনা করেছেন। তবে কাতাদাহসহ একটি দল বলেন, আমাদের বলা হয়েছে যে, একদা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- হে মক্কাবাসীরা! তোমাদের জন্য তামাত্তু নয়। এটা বিদেশীদের জন্য বৈধ করা

১৯০২. বুখারী ১৬৯১, মুসলিম ১২২৭, আবূ দাউদ ১৮০৫। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৯০৩. সূরাহ আনআম, ৬:৩৮।

১৯০৪. সূরাহ আনকাবূত ২৯:৪৮।

১৯০৫. সূরাহ আ'রাফ, ৭:১৪২।

হয়েছে এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে। কেননা তোমাদের মক্কায় পৌঁছতে অল্প হাঁটতে হয়। অথবা তিনি এটা বলেন, তোমাদের এবং হারামের মধ্যে মাত্র একটি গ্রামই পার্থক্য। তাই অল্পদূর যেয়েই তোমরা ইহরাম বেঁধে থাক।

আবদুর রায্যাক জানিয়েছেন যে, {মা'মার} {ইবনু তাউস} {তার পিতা (তাউস বিন কায়সান)} বলেছেন, "তামাত্তু ঐ লোকদের জন্য যাদের পরিবার হারাম (মক্কাহ্) এলাকায় বাস করেনা, মক্কাহর অধিবাসীদের জন্য তামাত্তু নয়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়।"** অতঃপর আবদুর রায্যাক বলেছেন, "আমাকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইবনু 'আব্বাস তাউসকে একই কথা বলেছেন। অন্য একটি দল বলেন, যারা হারাম এলাকায় বসবাস করে ও মীকাতের পার্শ্ববর্তী। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির মাকহূল থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি ﴿ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ **"এটা সেই লোকের জন্য, যার পরিবারবর্গ মাসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, যারা মীকাতের নিকটবর্তী অধিবাসী হবে, তাদের জন্য তামাত্তু জায়িয নয়।

আতা' (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে ইবনু জুরায়জ বলেন ঃ এ নির্দেশ তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদে হারামে অবস্থানকারী না হয়। তাই আরাফা, মুযদালিফা, উরনাহ ও রজী'র অধিবাসীরাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবদুর রায্যাক বলেন, {মা'মার} {যুহরী} বলেন, যারা মক্কা হতে একদিনের পথ দূরে থাকবে অথবা এটার চেয়েও কম দূরের তারা হজ্জে তামাত্তু করতে পারবে। যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে অন্য একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা হতে এক কি দু' দিন পথের দূরের অধিবাসী হলে সে তামাত্তু করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইবনু জারীর ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র মায্হাব গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তার মত হল যে, হারামের অধিবাসী অথবা মক্কা হতে যারা এতটুকু দূরে রয়েছে যেখানে গেলে তাদের জন্য কসর জায়িয হয় না তাদের সকলের জন্য এই নির্দেশ। কেননা তাদেরকে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এর বাইরে যে স্থানে মক্কাবাসীরা গেলে মুসাফির হবে, সেখানের অধিবাসীদের জন্য তামাত্তু করা জায়িয হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ **"এবং আল্লাহকে ভয় কর"** অর্থাৎ তিনি যা আদেশ করেছেন আর যা নিষেধ করেছেন সে ব্যাপারে। অতঃপর তিনি বলেছেন, ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ **"এবং জেনে রেখ যে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর"** তাদের জন্য যারা তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তাই করে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে, অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থ করবে, তার জন্য হাজ্জের মধ্যে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয় এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজই কর, আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে, আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানী সমাজ! আমাকেই ভয় করতে থাক।

হজ্জের ইহরাম যখন শুরু হয়

আল্লাহ বলেছেন: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ﴾ **"হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে"** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবীবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এটার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, 'হজ্জের মাসগুলোতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা অপেক্ষা উত্তম এবং বেশি পূর্ণতাপ্রদানকারী। তবে অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধলে তাও শুদ্ধ হবে।' ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ, ইব্রাহীম আন নাখঈ, স্নাওরী ও লায়স্ন বিন সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন যে, বছরের যে কোন মাসে ইহরাম বাঁধা যেতে পারে। তাদের দলীল হল এ আয়াতটি ﴿يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ﴾ **"লোকেরা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, তা মানুষের ও হাজ্জের জন্য সময় নির্ধারক।"** যেহেতু কুরআনে হজ্জ এবং উমরা উভয়টিকেই نسك বলা হয়েছে আর উমরা প্রত্যেক মাসেই বাঁধা যায়, তাই হজ্জের ইহরামও প্রত্যেক মাসে বাঁধা যাবে।

অন্যদিকে ইমাম শাফিঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এ আয়াত জানাচ্ছে যে, কেবল হজ্জের মাসগুলোতেই ইহরাম বাঁধতে হবে। অন্য মাসে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে তা শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাসগুলোর পূর্বে বা পরে ইহরাম বাঁধলে সেটা হবে না; বরং বাতিল হয়ে যাবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, অন্যান্য মাসে উমরার ইহরাম বাঁধা যাবে কি? এর জবাবে তাঁর দু'টি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম উক্তি হল, হজ্জের মাসসমূহ ব্যতিত ইহরাম শুদ্ধ নয়। এটা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আতা', তাউস এবং মুজাহিদ থেকে জানানো হয়েছে। এটার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর কথা যে, ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ﴾ **"হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে"** যাথেকে জানা যাচ্ছে যে, তার আগে হজ্জ হবেনা, যেমন স্বলাতের নির্দিষ্ট সময় আছে (যার পূর্বে স্বলাত গৃহীত হয়না)।

ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "হজ্জের মাসগুলোর পূর্বে কারো ইহরাম বাঁধা উচিত নয়, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞ﴾ **"হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে।"**[১৯০৬] অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম ০(হুমায়দ বিন ইয়াহইয়া বিন মালিক)(হোজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ আল-আ'ওয়ার)(ইবনু জুরায়জ)০ সূত্রে এবং ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে দু'টি সূত্রে ০(হাজ্জাজ বিন আরতাহ)(হাকাম বিন উতায়বাহ)(মিকসাম)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেন, সুন্নাত হচ্ছে– হজ্জের মাস ব্যতীত হজ্জের জন্য অন্য মাসে ইহরাম না বাঁধা।

৮৮২. (মাওকূফ স্বহীহ): ইবনু খুযায়মাহ তার 'স্বহীহ' এর মাঝে বলেন, ০(আবূ কুরায়ব)(আবূ খালিদ আল-আহমার)(শু'বাহ)(হাকাম)(মিকসাম)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেছেন,

لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

হজ্জের মাসগুলো ছাড়া ইহরাম বাঁধা উচিত নয়, কারণ হজ্জের মাসগুলোতে ইহরাম বাঁধা হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[১৯০৭]

এটি একটি প্রামাণ্য বর্ণনা এবং অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সাহাবীর উক্তি যে, 'এগুলো (من السنة) সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত' এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্ন হিসেবেই গণ্য। আর ব্যাপারটি বিশেষভাবে তাই যখন কথা আসে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, কারণ তিনি কুরআনের তারজুমান (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার)।

১৯০৬. কিতাবুল-উম্ম ২/১৩২।
১৯০৭. স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৫৯৬, সিলসিলাতুল আসার আস স্বহীহাহ ৬১৭। **তাহকীকঃ** মাওকূফ স্বহীহ।

৮৮৩. এ বিষয়ে একটি মারফূ' হাদীস্রও আছে। ইবনু মারদুইয়াহ বলেছেন, ০(আবদুল বাকি বিন কানি')(হাসান ইবনুল মুস্রান্না)(আবূ হুযায়ফাহ)(সুফইয়ান)(আবুয যুবায়র)(জাবির ()০ থেকে বর্ণিত, নাবী () বলেছেন:

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

হজ্জের মাস ছাড়া কারো হজ্জের ইহরাম বাঁধা উচিত নয়।[১৯০৮] এ হাদীস্রের সানাদে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম বায়হাকী ইবনু জুরায়জ থেকে এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন যিনি বলেছেন, আবুয যুবায়র বলেছেন যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছেন, "কেউ কি হজ্জের মাসগুলোর আগে ইহরাম বাঁধবে? তিনি বললেন, "না"।[১৯০৯] নাবী () হতে আমরা যে বর্ণনা উল্লেখ করেছি তার চেয়ে এ বর্ণনা বেশি নির্ভরযোগ্য। সংক্ষেপে, এ কথাটি সাহাবীর অভিমত এবং ইবনু আব্বাস ()-এর কথার সমর্থনপুষ্ট যে, হজ্জের মাসগুলোর আগে ইহরাম না বাঁধা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

হজ্জের মাসসমূহ

আল্লাহ বলেন, ﴿أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ **"কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে।"** ইমাম বুখারী বলেন, ইবনু উমার () বলেছেন, "এগুলো শাওয়াল, যুল কা'দাহ এবং যুল হিজ্জার প্রথম দশদিন। এ বর্ণনা ইমাম বুখারী মুআল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর মাওসূল[১৯১০] সূত্রে ০(আহমাদ বিন হাযিম বিন আবূ গারযাহ)(আবূ নুআয়ম)(ওয়ারাকা')(আবদুল্লাহ বিন দীনার)(ইবনু উমার ()০ পর্যন্ত পৌঁছেছে যিনি বলেছেন, ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ **"হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে"** যেগুলো শাওয়াল, যুল কা'দাহ, যুল হিজ্জাহ্‌র প্রথম দশদিন।" সানাদটি স্বহীহ। হাকিমও স্বীয় মুসতাদরাকে ০(আল-আস্রাম)(হাসান বিন আলী বিন আফফান)(আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)(আবদুল্লাহ)(নাফি')(ইবনু উমার ()০ সূত্রে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন **"এটি শায়খদ্বয়ের শর্তপূরণ করে।"**

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলছি: এ কথা উমার, আলী, ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, ইবনু আব্বাস [রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন], আতা', তাউস, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম শা'বী, হাসান, ইবনু সীরীন, মকহূল, কাতাদাহ, দহ্হাক বিন মুযাহিম, রাবী' বিন আনাস এবং মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে জানানো হয়েছে।[১৯১১] এ মত ইবনু জারীর পছন্দ করেছেন যিনি বলেছেন "দু'মাস এবং

১৯০৮. হাফিয ইবনু কাসীর () তার তাফসীর (১/২২৬) এর মাঝে মূসা বিন উকবাহ থেকে তিনি ইবনু আব্বাস () এর গোলাম কুরায়ব থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সানাদটিকে হাফিয ইবনু হাজার আল-**আসকালানী** () স্বহীহ বলেছেন। দেখুন- 'আল-ইসতীআব' (১/১১২) ও 'আল-উজাব' (১/৪৩৭)। উক্ত হাদীস্রটি ইবনু আব্বাস () থেকে বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীস্রের ভিত্তিতে স্বহীহ। আর অত্র মারফূ' হাদীস্রের চেয়ে ইবনু আব্বাস () কর্তৃক রচিত 'মাওকূফ' হাদীস্রটি অধিক বিশুদ্ধ। ইবনু আব্বাস () কর্তৃক বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীস্রটি হচ্ছে- "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره" এটি ইমাম বুখারী ইবনু আব্বাস () থেকে মুআল্লাক সূত্রে এবং হাকিম, দারাকুতনী ও বায়হাকী তারা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস () থেকে মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন- বুখারী (১৫৬০), স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ (২৫৯৬), সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৮৯৮০, মুসতাদরাক ১৬৪২। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১৯০৯. কিতাবুল উম্ম ২/১৩২।

১৯১০. তাবারী ৩৫৩৩, ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ' (৩/৪৯১) এর মাঝে বলেন, সানাদটি স্বহীহ।

১৯১১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৪৮৬, ৪৮৮।

তৃতীয় মাসের অংশকে 'মাস' বলা সাধারণ রীতি। এটি আরবদের এ কথার মত" 'আমি উমুক উমুক লোককে দেখা করতে গেছি এ বছরে বা এ দিনে।' তিনি কেবল বছরের বা দিনের কোন অংশে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছেন ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ **"কিন্তু যে কেউ দু'দিনে তাড়াতাড়ি করে চলে যায়, এতে কোন পাপ নেই"**[১৯১২] এ ক্ষেত্রে কেউ মাত্র একদিন (পরবর্তী) অর্ধদিনে তাড়াতাড়ি করে ফিরে যাবে।"[১৯১৩]

অবশ্য ইমাম মালিক বিন আনাস (রহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)'র পূর্বের অভিমত ছিল যে, সেটা শাওয়াল, জিলকাদ ও পূর্ণ জিলহাজ্জ মাস। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারীর বলেন, ◊[আহমাদ বিন ইসহাক][আবূ আহমাদ][শারীক][ইবরাহীম বিন মুহাজির][মুজাহিদ][ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন, (সেটা হল) শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ।

ইবনু আবী হাতিম তার তাফসীরে বলেন, ◊[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা][ইবনু ওয়াহব][ইবনু জুরায়জ][নাফি'][আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ (ইবনু জুরায়জ) বলেন, আমি নাফি'কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হজ্জের মাসসমূহের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাওয়াল, যুলকা'দাহ এবং যুলহিজ্জাহ'কে হজ্জের মাস বলেছেন। ইবনু জুরায়জ বলেন, ইবনু শিহাব, আতা' ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও এরূপ বলেছেন। ইবনু জুরায়জ পর্যন্ত এর উর্ধ্বতন সানাদ স্বহীহ। তাউস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, রাবী' বিন আনাস এবং কাতাদাহও এরূপ বলেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে একটি মারফূ হাদীস্বও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি মাওদূ' (বানোয়াট)

৮৮৪. (মাওদূ'): হাফিয ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন, ◊[হুসায়ন বিন মাখারিক (তিনি জাল বা বানোয়াট হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত)][য়ূনুস বিন উবায়দ][শাহর বিন হাওশাব][আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ: شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ" অর্থাৎ হজ্জের মাসগুলো নির্দিষ্ট ও সুবিদিত আর সেটা হল শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ। এ হাদীস্বটি মারফূ বলে মনে হয়। কিন্তু মূলত এটা মারফূ নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।[১৯১৪]

ফায়দা : ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব হল– (হজ্জ) যুলহিজ্জাহ মাসের শেষ পর্যন্ত। কেননা সেটা কেবল হজ্জের জন্যেই নির্দিষ্ট। আর যুলহিজ্জাহ মাসের বাকি কয়দিনের মধ্যে উমরা করাও। যদিও কুরবানীর রাতের পরে আর হজ্জ শুদ্ধ নয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊[আহমাদ বিন সিনান][আবূ মুআবিয়াহ][আল-আ'মাশ][কায়স বিন মুসলিম][তারিক বিন শিহাব][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ বলেন, হজ্জের মাসগুলো নির্দিষ্ট। আর এটার মধ্যে কোন উমরা নাই। এ সানাদটি স্বহীহ।

ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : শাওয়াল, যুলকা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ মাস হল হজ্জের মাস। এ মাসগুলো উমরার জন্য নয়। এটা কেবল হজ্জের জন্যই নির্দিষ্ট আর হজ্জের পর্ব মিনার দিন অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হয়ে যায়। মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন : এমন কোন আলিম নেই, যিনি হজ্জের মাসগুলো ব্যতিত

১৯১২. সূরাহ বাকারা, ২:২০৩।
১৯১৩. তাবারী ৪/১২০।
১৯১৪. তাবারানী ১৬৯৩। হাদীস্বটি মারফূ' সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই। সানাদে হুসায়ন বিন মাখারিক জাল হাদীস্ব বর্ণনা করেন। **তাহক্বীকঃ** মাওদূ' (বানোয়াট)।

অন্য মাসে উমরা করাকে এ মাসগুলোর মধ্যে উমরা করা অপেক্ষা উত্তম মনে করতে দ্বিধা করে থাকেন। ইবনু আউন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ আমি কাসিম বিন মুহাম্মাদকে হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মুসলিম মনীষীগণ এটাকে যথাযথ হজ্জ বলে মনে করতেন না।

আমি (ইবনু কাসির) **বলছি** ঃ উমার ও উস্মান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা হজ্জের মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে উমরা করাকেই পছন্দ করতেন এবং হজ্জের মাসগুলোতে উমরা করতে নিষেধ করতেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ **"অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থ করবে"** অর্থাৎ কেউ ইহরাম বাঁধলে হজ্জ করতে হবে, কারণ ইহরাম বাঁধলে তাকে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে হবে। ইবনু জারীর বলেছেন যে, 'আউফী বলেছেন, "বিদ্বানগণ একমত যে, (ফারাদা) 'ইচ্ছা করে'– যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে– এর অর্থ এটা প্রয়োজন এবং একটা বাধ্যবাধকতা।"[১৯১৫] 'আলী বিন আবূ তলহাহ্ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ **"অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থ করবে"** তাদেরকে বুঝাচ্ছে যারা হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে। আতা' বলেছেন, "ইচ্ছে করে অর্থ ইহরাম বাঁধে।" একই রকম কথা ইবরাহীম, দহ্হাক, ও অন্যান্যরাও বলেছেন।[১৯১৬] ইবনু জুরায়জ বলেন, ০[আমর বিন আতা']x[ইকরিমাহ]x[ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেন, ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ **"অতঃপর এ মাসগুলোতে যে কেউ হাজ্জ করার মনস্থ করবে"** এর মর্মার্থ হল– ইহরাম বেঁধে লাব্বাইক পাঠ করার পর কোন স্থানে থেমে না যাওয়া। ইবনু আবী হাতিম বলেন, ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ইবনুয যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম আন নাখঈ, ইকরিমাহ, দহ্হাক, কাতাদাহ, সুফইয়ান আস্স স্সাওরী, যুহরী, মুকাতিল বিন হায়্যান প্রমুখ হতেও এ বর্ণনা রয়েছে। তাউস এবং কাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেন, এখানে 'ফারাদা' অর্থঃ তালবিয়া পাঠ করা (লাব্বাইক বলা)।

হজ্জের সময় রাফাস্স (যৌন মিলন) নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ **"স্ত্রী সম্ভোগ করবেনা"** এ আয়াতের অর্থ যারা হজ্জ বা 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে তারা রাফাস্স পরিহার করবে, অর্থ যৌন মিলন। আল্লাহর এ কথা তাঁর এ কথার মতঃ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ **"তোমাদের জন্য রমাদানের রাতে তোমাদের বিবিগণের নিকট গমন করা জায়িয করা হয়েছে"**[১৯১৭] যা যৌন মিলনের দিকে চালিত করে যেমন আলিংগণ, চুম্বন এবং এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা বলা জায়েয নয়।

ইবনু জারীর বলেন, ০[য়ূনুস]x[ইবনু ওয়াহব]x[য়ূনুস]x[নাফি']x[আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)]০ বলেছেন, "রাফাস্স মানে যৌন মিলন বা মুখে এ বিষয়ে উল্লেখ করা পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের দ্বারা।"[১৯১৮] ইবনু ওয়াহব বলেন, মুহাম্মাদ বিন কা'ব থেকে অনুরূপ হাদীস্স বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর বলেন, ০[মুহাম্মাদ বিন বাশশার]x[মুহাম্মাদ বিন জা'ফার]x[শু'বাহ]x[কোতাদাহ]x[এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)]x[আবুল আলিয়াহ আর

১৯১৫. তাবারী ৪/১২১।
১৯১৬. তাবারী ৪/১২৩।
১৯১৭. সূরাহ বাক্বারা, ১৮৭।
১৯১৮. তাবারী ৪/১২৬/হা.৩৫৭৫।

রিয়াহী)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))৹ থেকে বর্ণিত তিনি যৌনমূলক একটি পংক্তি আবৃত্তি করছিলেন। অথচ তখন তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পংক্তিটি হচ্ছে–

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنَلْ لَمِيسَا

আবুল আলিয়াহ বলেন, তখনই আমি তাঁকে বললাম- আপনি 'রাফাস্র'মূলক কথা বলছেন, অথচ আপনি ইহরামরত অবস্থায় আছেন। উত্তরে তিনি বলেন- স্ত্রীদের সামনে এ ধরণের কথা বললে رفث (রাফাস্র) হয়ে থাকে। ৹(আ'মাশ)(যিয়াদ বিন হুসায়ন)(আবুল আলিয়াহ)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))৹ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জারীর অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলেন, ৹(মুহাম্মাদ বিন বাশশার)(ইবনু আবী আদী)(আওন)(যিয়াদ বিন হুসায়ন)(আবূ হুসায়ন বিন কায়স)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))৹ (আবূ হুসায়ন বিন কায়স) বলেন ঃ হজ্জে যাত্রা কালে আমি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)'র সফরসঙ্গি ছিলাম, কিন্তু সামান্য অগ্রবর্তী হয়ে চলছিলাম। আমরা ইহরাম বাঁধার পর ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উটের পার্শ্ব ঘেঁষে মনের আবেগে বলছিলেন ঃ

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنَلْ لَمِيسَا

ফলে আমি তাঁকে বললাম, আপনি رفث (যৌন কবিতা পাঠ) করছেন; অথচ আপনি তো ইহরাম বেঁধে নিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন ঃ মহিলাদের মধ্যে এভাবে বলা হলে 'রাফাস্র' হত।

আবদুল্লাহ বিন তাউস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ **"স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ করবে না"** আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ এর মর্মার্থ হল– যৌন সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকা। আরবরা সেটা এই অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য এটা হল رفث এর নিম্নতর স্তর। আতা' বিন আবী রাবাহ বলেছেন যে, রাফাস্র মানে যৌন মিলন এবং নোংরা কথাবার্তা। এটি আমর বিন দিনারেরও মত। আতা' এও বলেছেন যে, তারা এ বিষয়ে কথা বলতেও (বা ইশারা করতেও) নিষেধ করতেন।[১৯১৯]

তাউস বলেছেন যে, কারো একথা বলাও রাফাস্রের অন্তর্ভুক্ত যে, "আমি যখন ইহরাম শেষ করব তখন তোমার সঙ্গে যৌন মিলন করব।"[১৯২০] আবূ 'আলীয়্যাহ 'রাফাস্র' সম্পর্কে একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আলী বিন আবূ তলহাহ বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'রাফাস্র' মানে স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন করা, চুম্বন করা, আদর করা, তার সঙ্গে নোংরা কথা বলা অথবা ঐ ধরণের কাজ করা।[১৯২১]

ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, 'রাফাস্র' মানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন মিলন করা।[১৯২২] এটি সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ আলীয়্যাহ্‌র মত যারা এটি আতা', মাকহূল, আতা' খোরাসানী, আতা' বিন ইয়াসার, 'আতিয়্যাহ, ইবরাহীম, রাবী', যুহরী, সুদ্দী, মালিক বিন আনাস, মুকাতিল বিন হায়্যান, আবদুল কারীম বিন মালিক, হাসান, কাতাদাহ, দহহাক এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৯১৯. তাবারী ৪/১২৮।
১৯২০. তাবারী ৪/১২৮।
১৯২১. তাবারী ৪/১২৯।
১৯২২. তাবারী ৪/১২৯।

হজ্জে ফুসূক করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ **"অন্যায় আচরণ করোনা"** মিকসাম এবং অন্যান্য অনেক বিদ্বান বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, "এটা হচ্ছে অমান্য করা।[১৯২৩] এটি আতা', মুজাহিদ, তাউস, ইকরিমা, সাঈদ বিন জুবায়র, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, ইবরাহীম নাখঈ, যুহরী, রাবী' বিন আনাস, আতা' বিন ইয়াসার, আতা'' খোরাসানী এবং মুকাতিল বিন হায়্যানেরও মত। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, الفسوق। অর্থ: শিকার জাতীয় কোন পাপ কার্য সংঘটিত হওয়া। অনুরূপভাবে ইবনু ওয়াহব বলেন, নাফি' থেকে য়ূনুস বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'ফুসূক' এমন কাজ করাকে বুঝায় যা আল্লাহ হারাম এলাকায় নিষিদ্ধ করেছেন।[১৯২৪] অনেকে বলেছেন এখানে 'ফুসূক' অর্থ অন্যদেরকে গালমন্দ করা। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনুয যুবায়র, মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবরাহীম ও হাসান এ মত পোষণ করেছেন। তারা এর দলীল হিসেবে একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

৮৮৫. (সহীহ): سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফুসূক, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফর।[১৯২৫]

৮৮৬. (সহীহ): এজন্য এখানে ◊[আবূ মুহাম্মাদ বিন আবূ হাতিম]◊[সুফইয়ান আস্র স্বাওরী (এর হাদীস থেকে)]◊[ইয়াযীদ]◊[আবূ ওয়াইল]◊[আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر। 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফুসূক, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফর।[১৯২৬]

আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ বিন সা'দ থেকে তিনি তার পিতার সূত্রে বলেন, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন, এখানে ফুসূকের অর্থ মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা, যেমন আল্লাহ বলেছেন: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ **"অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবহ করা ফাসিকী কাজ"**।[১৯২৭] দহ্হাক বলেছেন, 'ফুসূক' অর্থ অন্যকে খারাপ নামে ডেকে তার অবমাননা করা।

যারা বলেছেন যে, ফুসূক মানে 'সকল প্রকার অমান্যতা' তারাই সঠিক। আল্লাহ বিশেষভাবে হজ্জের মাসে অন্যায় করতে নিষেধ করেছেন। যদিও অন্যায় সারা বছরই নিষিদ্ধ। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ **"তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটা হল সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে নিজেদের উপর যুলম করো না"**।[১৯২৮] আল্লাহ হারাম এলাকা সম্পর্কে বলেছেন: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ **"যে তাতে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছে করে তাকে আমি আস্বাদন করাব ভয়াবহ শাস্তি"**।[১৯২৯]

১৯২৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৪৯৭।
১৯২৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৪৯৭।
১৯২৫. বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম ৬৩।
১৯২৬. বুখারী ৪৮, ৭০৭৬, মুসলিম ৬৪, ইবনু মাজাহ ৬৯, ৩৯৩৯, ৩৯৪০, তিরমিযী ১৯৮৩, নাসাঈ ৪১১০, ইবনু হিব্বান ৫৯৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
১৯২৭. সূরাহ আনআম ৬:১৪৫।
১৯২৮. সূরাহ তাওবাহ ৯:৩৬।
১৯২৯. সূরাহ হাজ্জ, ২২:২৫।

ইবনু জারীর বলেন, এখানে 'ফিসক' এর ভাবার্থ হচ্ছে– সেই সমস্ত কাজ যা ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন, শিকার করা, মস্তক মুণ্ডন করা ও নখ কাটা ইত্যাদি। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতেও পূর্বে এ ধরণের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। আমার ধারণা মতে এটাই হল উত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

৮৮৭. (সহীহ): সহীহায়নে লিপিবদ্ধ আছে, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হতে বিরত রইল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হতে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।[১৯৩০]

হজ্জে বাদানুবাদ করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"**। এ আয়াতের ব্যাখ্যা দু'টি দল দু' ভাবে করেছেন।

প্রথমোক্ত দল বলেনঃ তোমরা হজ্জের সময়ের ও তার রোকনসমূহের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই এর স্পষ্ট ও পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন ওয়াকী' আলা বিন আবদুল কারীম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুজাহিদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"**। আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মাস সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন সুতরাং এ ব্যাপারে পারস্পরিক ঝগড়াঝাটি অবাঞ্ছনীয়।

মুজাহিদ হতে ইবনু আবী নাজীহ উদ্ধৃত করেন যে, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ হজ্জের মাসকে ভুলে না যাওয়া, সেটাতে কম-বেশি ও পূর্ব-পর না করা। কেননা আল্লাহ তাআলা সেটার প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি পূর্বের মুশরিকদের কীর্তিকান্ড উল্লেখ করে বলেন যে, তারা হজ্জের রোকনগুলোর মধ্যে কম-বেশ করত এবং সময়ের ব্যাপারেও আগ-পিছ করত। অথচ সঠিকভাবে সেটা আদায় করা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের দায়িত্ব ছিল।

স্নাওরী বলেন, আবদুল আযীয বিন রুফায়' মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হজ্জের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে এ ব্যাপারে কম-বেশি ও পূর্ব-পর করা চলবে না। সুদ্দীও অনুরূপ বলেছেন। হুশায়ম বলেন, ০[হাজ্জাজ][আতা][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০ বলেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** অর্থাৎ হজ্জের কাজে মুনাফিক ও রিয়াকারের ভূমিকা গ্রহণ করা। আবদুল্লাহ বিন ওহাব বর্ণনা করেন যে, মালিক (রহিমাহুল্লাহ) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ সেটার তাৎপর্য হল 'হজ্জের সময় কলহ করা'। আল্লাহই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্জে কুরায়শরা হারামের মাসে মুযদালিফায় অবস্থিত 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে অবস্থান করত এবং আরবের বাকি লোকজন আরাফায় অবস্থান করত। আর তারা পরস্পরে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে বলত, আমরা সঠিক পথের উপর আছি। অন্যদল বলত, না, আমরাই সঠিক পথের উপর আছি। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

১৯৩০. বুখারী ১৫২১, মুসলিম ১৩৫০, তিরমিযী ৮১১, ইবনু মাজাহ ২৮৮৯, ইবনু হিব্বান ৩৬৯৪। **তাহকীকঃ** সহীহ।

আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম হতে ইবনু ওহাব বর্ণনা করেনঃ তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করত। আর এ নিয়ে তাদের ঝগড়া হত এবং প্রত্যেকের দাবি ছিল, আমরাই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে অনুসরণ করছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হজ্জের রোকনসমূহ এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের স্থানসমূহ জানিয়ে দিলে এ বিবাদের চির অবসান হয়।

ইবনু ওয়াহব বলেন, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব থেকে আবূ স্বখর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জের সময় কুরাইশরা যখন মিনায় একত্রিত হত, তখন তারা অন্যদেরকে লক্ষ করে বলত, আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের তুলনায় পূর্ণ এবং অধিক পুণ্যময়। অন্যরা আবার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলত, আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের চেয়ে পূর্ণ ও অধিক পুণ্যময়।

[হাম্মাদ বিন সালামাহ] [জাবর বিন ওয়াহব] [কাসিম বিন মুহাম্মাদ] বলেন ঃ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** এর অর্থ হচ্ছে– হজ্জের মধ্যে কলহ করা। যেমন তাদের কেউ কেউ বলত, হজ্জ আগামী কাল হবে এবং কেউ কেউ বলত– আজ হজ্জ হবে। ইবনু জারীর বলেন ঃ সারকথা হল এই যে, হজ্জের বিধান নাযিল হওয়ার পরে পূর্বের সকল বিবাদ-কলহের অবসান ঘটেছে।

দ্বিতীয় দল বলেনঃ এখানে الجدال **অর্থ** মতনৈক্য করা, বাদানুবাদ করা। ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, [আবদুল হামীদ বিন বায়ান] [ইসহাক] [শারীক] [আবূ ইসহাক] [আবুল আহওয়াস] [আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** অর্থাৎ তারা একে অন্যকে গালি দিত, ফলে ঝগড়াঝাটি হত।[১৯৩১] উপরোক্ত সানাদের উর্ধ্বতন অংশ তামীমী হতে আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) جدال সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, হজ্জের পথে লোক তার সঙ্গীকে গালি-গালাজ করত ফলে ঝগড়া হত। মিকসাম ও দহ্‌হাক উভয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **থেকে অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন।**[১৯৩২] আবূ আলীয়াহ, আতা' মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, **জাবির বিন যায়দ, আতা' খোরাসানী, মাকহূল, সুদ্দী, মুকাতিল** বিন হায়্যান, আমর বিন দীনার, দহ্‌হাক, **রাবী' বিন আনাস, ইবরাহীম নাখঈ, আতা' বিন ইয়াসার, হাসান, কাতাদাহ** এবং যুহরী হতেও একই অর্থ **জানানো হয়েছে।**[১৯৩৩]

ইবনু **আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আলী** বিন **আবী তালহাহ বর্ণনা করেন** যে, তিনি বলেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** কথাটির অর্থ হল– হজ্জের মধ্যে একে অন্যকে গালাগালি করার ফলে ঝগড়া বাধত। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইবরাহীম আন নাখঈ বলেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** এর মর্মার্থ হলঃ ঝগড়া-কলহের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা। [মুহাম্মাদ বিন ইসহাক] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেছেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়"** এর মর্মার্থ হল– পারস্পরিক ঝগড়া এবং গালাগালি করা। এভাবে [ইবনু ওয়াহব] [য়ূনুস] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন, হজ্জের মধ্যে কলহ করার অর্থঃ পরস্পরে গালমন্দ ও বিবাদ বিসংবাদ করা। ইবনু আবী হাতিম বলেন, ইবনুয যুবায়র, হাসান, ইবরাহীম, তাউস ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব এরা সকলে বলেছেন, الجدال অর্থঃ পরস্পরে গালমন্দ করা। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, ইকরিমাহ থেকে ইয়াহইয়া বিন বিশর বলেন, ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ **"হাজ্জের মধ্যে**

১৯৩১. তাবারী ৪/১৪১।
১৯৩২. তাবারী ৪/১৪১।
১৯৩৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫০৩, ৫০৪, ৫০৫।

ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়" অর্থঃ রাগ, গোস্বা। অর্থাৎ কোন মুসলমান ব্যক্তির উপরে গোস্বা হওয়া বা রাগতস্বরে গর্জন করে কথা বলা। তবে কারও নিকট দাসের প্রতি শাসন-গর্জন করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তাকে মারতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আমার কথা হল যে, যদি মনিব তার দাসকে এমতাবস্থায় মারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। মুসনাদে ইমাম আহমাদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি এর দলীল।

৮৮৮. (হাসান): আবদুল্লাহ বিন ইদরীস মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ) আসমা বিনতে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَتْ عائشةُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ، وجلستُ إِلَى جَنْبِ أَبِي. وَكَانَتْ زِمَالة أَبِي بَكْرٍ وزِمَالة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُهُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ، فأطْلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ فَقَالَ: أضللتُه الْبَارِحَةَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضلّه؟ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ؟".

আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে হজ্জের সফরে ছিলাম এবং 'আরয' নামক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলাম। আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশে বসেছিলেন এবং আমি আমার পিতা আবূ বকরের (রাঃ) নিকট বসা ছিলাম। আবূ বাকর (রাঃ) ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উটের আসবাবপত্র আবূ বকর (রাঃ) এর একটি গোলামের কাছে ছিল। আবূ বকর (রাঃ) তার অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে এসে পড়ল। কিন্তু তার সাথে উট না দেখে আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, উট কোথায়? সে বলল, গত রাতে উটটি হারিয়ে গেছে। এটা শুনে আবূ বকর (রাঃ) (রাগতস্বরে) তাকে বললেন, একটি মাত্র উট তাও দেখে রাখতে পারলে না, হারিয়ে ফেললে? এ কথা বলে তিনি তাকে প্রহার করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ "তোমরা দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কী কাজ করছেন?" এ হাদীসটি ইবনু ইসহাকের রিওয়ায়াতে আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইবনু মাজাহ্ (রহঃ)ও বর্ণনা করেছেন।[১৯৩৪]

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী হতে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, এই প্রহার ছিল হজ্ব শেষ হওয়ার পর। অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর "দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কী করছেন" এ কথার মধ্যে ইহরাম অবস্থায় গোলামকে মারার অস্বীকৃতিসূচক সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। কেননা অস্পষ্ট হলেও হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, তাকে না মারাই উত্তম ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

৮৮৯. (দঈফ): ইমাম আবদ বিন হুমায়দ তার মুসনাদে বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা মূসা বিন উবায়দাহ (দুর্বল) তার ভাই আবদুল্লাহ বিন উবায়দাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

"مَنْ قضَى نُسُكَه وسلِم الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"

১৯৩৪. আবূ দাঊদ ১৮১৮, ইবনু মাজাহ ২৯৩৩, আহমাদ ২৬৩৭৬, ইবনু খুযায়মাহ ২৬৭৯। সানাদটি দুর্বল। ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকিম উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন ইবনু খুযায়মাহ তার সহীহ এর মাঝে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তিনি বলেন, সানাদে সকল রাবী সিকাহ তবে ইবনু ইসহাক ব্যতীত। তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

'আরুজ' মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।

যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় হজ্জ সম্পন্ন করল যে, কোন মুসলমান তার মুখের দ্বারা এবং হাতের দ্বারা কষ্ট পেল না, তার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে গেল।[১৯৩৫]

সৎ কাজের প্রতি এবং হজ্জের সম্বল আনার জন্য উৎসাহ দান

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ﴾ **"এবং তোমরা যে কোন সৎ কাজই কর, আল্লাহ তা জানেন।"** মন্দ কাজ ও কথা হতে নিষেধ করার পর আল্লাহ ধার্মিকতা ও সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন এই বলে যে, তারা যে ভাল কাজ করে তা তিনি জানেন এবং তিনি তাদেরকে বিচারের দিনে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾ **"এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"** ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আওফী বর্ণনা করেন কিছু লোক হজ্জের জন্য বের হয়ে যেত, কিন্তু পথের জন্য কোন আহার বা খাদ্য সামগ্রী তারা সঙ্গে নিত না। ফলে তারা লোকজনের কাছে গিয়ে বলত আমরা হজ্জ করতে এসেছি, এখন তোমরা কি আমাদেরকে খাওয়াবে না? তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী সঙ্গে করে খাদ্য নিয়ে যাবে।

৮৯০. (মুরসাল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী)(সুফইয়ান)(আমর বিন দীনার)(ইকরিমাহ)০ বলেন, লোকগণ পাথেয় ছাড়াই হজ্জের জন্য বের হয়ে পড়ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন– ﴿وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾ **"এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"**[১৯৩৬] অনুরূপভাবে ইবনু জারীর আমর বিন ফাল্লাস থেকে তিনি ইবনু উওয়ায়নাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন, এ হাদীসটি ওয়ারাকা ০(আমর বিন দীনার)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবনু উওয়ায়নাহ যা বর্ণনা করেছেন সেটি অধিক বিশুদ্ধ।

৮৯১. (মাওকূফ স্বহীহ): আমি (ইবনু কাস্বীর) বলছিঃ ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন ০(সাঈদ বিন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী)(সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ)(আমর বিন দীনার)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেন, মানুষেরা কোন প্রকার পাথেয় ছাড়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হত। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ﴿وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾ **"এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"**[১৯৩৭]

৮৯২. (স্বহীহ): অতঃপর ওয়ারাকা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন ০(ইয়াহইয়া বিন বিশর)(শাবাবাহ)(ওয়ারাকাহ)(আমর বিন দীনার)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ সূত্রে এবং ইমাম আবূ দাঊদ ০(আবূ মা'শার আহমাদ ইবনুল ফুরাত আর রাযী ও মুহাম্মাদ বিন আবদুললাহ আল-মাখযূমী)(শাবাবাহ)(ওয়ারাকাহ)(আমর বিন দীনার)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেন ঃ

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

১৯৩৫. আবদ বিন হুমায়দ কর্তৃক রচিত মুসনাদ (১১৫০) ও 'আল-মুনতাখাব' (১১৪৮), সিলসিলাহ দঈফাহ ২২৮১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫৬৬, দঈফ আল-জামি' ৫৭৯৩। সানাদে মূসা বিন উবায়দাহ দুর্বল। তার ভাই আবদুল্লাহ বিন উবায়দাহ তার ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম যাহাবী বলেন, একাধিক মুহাক্কিক তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তার ভাই ব্যতীত অন্য কেউ তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেনি। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেননি। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

১৯৩৬. তাবারী ৩৭৩৬। এসম্পর্কে পরবর্তী হাদীস্ব নির্দেশিকা। **তাহক্বীকঃ** মুরসাল।

১৯৩৭. ইমাম নাসাঈ তার 'তাফসীর' এর মাঝে (৫৩) উল্লেখ করেছেন। তার সানাদটি স্বহীহ। সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৩৩, সিলসিলাতুল আসার আস স্বহীহাহ ১৮৭। **তাহক্বীকঃ** আসার (মাওকূফ) স্বহীহ।

ইয়ামানবাসীরা হজ্জে যাওয়ার সময় সাথে কোন খাদ্যদ্রব্য নিত না এবং তারা বলত, আমরা মুতাওয়াক্কিল। অর্থাৎ আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসাকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ **"এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়"** আয়াতের এ অংশটি নাযিল করেন।[১৯৩৮] হাদীসটি আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে শাবাবাহ থেকে এবং ইবনু হিব্বানও তার সহীহ এর মাঝে শাবাবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর ও ইবনু মারদুইয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, ০[আমর বিন আবদুল গিফারী (এর হাদীস থেকে)][মুহাম্মাদ বিন সূকাহ][নাফি'][ইবনু উমার (রাঃ)]০ বলেছেন, "লোকেরা যখন ইহরাম বাঁধত তখন তাদের কাছে যে সম্বল আছে তা ছুঁড়ে ফেলে দিত এবং অন্য ধরণের সম্বল সংগ্রহ করত। আল্লাহ নাযিল করলেন: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ **"এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়"** আল্লাহ তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাদেরকে আটা ও ছাতু সঙ্গে নিতে বললেন।[১৯৩৯] ইবনুয যুবায়র, আবুল আলিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, ইয়াহইয়া, আন নাখঈ, সালিম বিন আবদুল্লাহ, আতা আল-খুরাসানী, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস ও মুকাতিল বিন হাইয়্যানও অনুরূপ কথা বলেছেন।

সাঈদ বিন জুবায়র বলেন, খাদ্যের জন্য আটা, ছাতু ও রুটি পাথেয়রূপে গ্রহণ কর। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তার তাফসীরে বলেন, ০[সুফইয়ান][মুহাম্মাদ বিন সূকাহ][সাঈদ বিন জুবায়র]০ বলেন, ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ অর্থাৎ ছাতু জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি। ওয়াকী' বলেন, ০[ইবরাহীম আল-মাক্কী][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ][ইবনু উমার (রাঃ)]০ বলেন ঃ إِنَّ مِنْ كَرَمِ الرَّجُلِ طِيبَ زَادِهِ فِي السَّفَرِ. সম্মানিত ভদ্রজনরা সফরে যেন উত্তম খাদ্য বহন করেন। আবূ রায়হান হতে হাম্মাদ ইবনু সালমা উপরোক্ত বর্ণনার সাথে আরেকটু বাড়িয়ে বলেন ঃ ইবনু উমার তার সাথীদের প্রতি উদারভাবে খরচ করার তাকিদ দিতেন।

পরকালের পাথেয়

আল্লাহ বলেছেন ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ **"আর তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়"** আল্লাহ মানুষকে এ জীবনে চলার পথে যেমন পাথেয় নিতে বলেছেন, তিনি তাদেরকে পরকালের পাথেয় নিতেও বলেছেন ঃ তাকওয়া। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন: ﴿وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ **"এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক"**[১৯৪০] আল্লাহ বস্তুগত পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ করেছেন, অতঃপর আত্মিক পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে আছে বিনয়, আনুগত্য এবং তাকওয়া। তিনি আরো বলেছেন যে, পরবর্তী পাথেয়টি তাদের জন্য উত্তম এবং অধিক উপকারী আগেরটির তুলনায়। আতা খুরাসানী বলেন ঃ ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ **"আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়"** এ আয়াতের মর্মার্থে অর্থ: তাকওয়াই হল আখিরাতের পাথেয়।

৮৯৩. (দঈফ): হাফিয আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, ০[আবদান][হিশাম বিন আম্মার][মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ][ইসমাঈল বিন কায়স][জারীর বিন আবদুল্লাহ]০ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "مَنْ يَتَزَوَّدْ فِي الدُّنْيَا يَنْفَعْهُ فِي الْآخِرَةِ" 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় সংগ্রহ করবে তা আখিরাতে তার উপকারে আসবে।'[১৯৪১]

১৯৩৮. বুখারী ১৫২৩, আবূ দাঊদ ১৭৩০। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৯৩৯. তাবারী ৪/১৫৬।

১৯৪০. সূরাহ আ'রাফ, ৭:২৬।

১৯৪১. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারাবীন ২২২২, ইবনু হাতিম কর্তৃক রচিত 'ইলালুল হাদীস' ১৮৯৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৬৬৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৬৫৭, দঈফ আল-জামি' ৫৮৮৭। সানাদে হিশাম বিন আম্মার ব্যতীত সকলে সিকাহ। বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ দঈফাহ (৪৬৬৬)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

৮৯৪. (মু'দাল): মুকাতিল বিন হায়্যান বলেন ঃ ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন দরিদ্র এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে তো কিছু নাই, আমি কোথা হতে পাথেয় সংগ্রহ করব?' উত্তরে রসূল (ﷺ) বলেন- "تَزَوَّدْ مَا تَكُفُّ بِهِ وَجْهَكَ عَنِ النَّاسِ، وَخَيْرُ مَا تَزَوَّدْتُمُ التَّقْوَى" এতটুকু তো রয়েছে যে, তোমাকে কারও কাছে ভিক্ষা করতে হয় না। বস্তুত উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।[১৯৪২] হাদীসটি ইবনু হাতিম তার তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ **"হে জ্ঞানী সমাজ! আমাকেই ভয় করতে থাক।"** অর্থাৎ হে জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! আমার ভীষণ আযাব ও শাস্তির ভয় কর যা তাদের প্রতি আপতিত হয় যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে এবং আমার নির্দেশ পালন করেনা।"

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর এবং যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করবে এবং তাঁকে স্মরণ করবে যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, বস্তুতঃ তোমরা এর আগে ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্গত।

হজ্জের মাঝে ব্যবসায়িক লেনদেন

৮৯৫. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী জানিয়েছেন ◇[মুহাম্মাদ][ইবনু উওয়ায়নাহ][আমর][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◇ বলেছেন,

كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

"জাহিলী যুগে 'উকায' 'মাজান্নাহ' এবং 'যুল মাজায' ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান ছিল। সে সময় তারা হজ্জের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্য করার কাজটিকে পছন্দ করতনা। পরে এ আয়াত নাযিল হয়: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর"**।[১৯৪৩] আবদুর রাযযাক, সাঈদ বিন মানসূরসহ একাধিক রাবী সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ থেকে উপরোক্ত সানাদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

একদলের মতে ঘটনাটি এই যে, ইসলামের বিজয়ের পর অনেকে ব্যবসা করার ইচ্ছা করলে তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। অনুরূপভাবে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেন, ◇[আমর বিন দীনার][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◇ বলেন ঃ জাহিলী যুগে 'উক্কায', 'মাজান্না' ও 'যুল মাজায' নামক বাজারগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হত। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের পর মুসলমানগণ কাফির মুশরিকদের সেই বাজারগুলোতে ব্যবসা করতে ইতস্তত বোধ করতে

১৯৪২. মুকাতিল বিন হায়্যান একজন তাবে তাবেঈন। সুতরাং তার সংবাদ সংশয়পূর্ণ।
১৯৪৩. বুখারী ১৭৭০, ২০৯৮, তাবারী ৩৭৮২। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

লাগল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।[১৯৪৪] ইমাম আবূ দাঊদসহ অন্যান্যরা ◆(ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ (এর হাদীস থেকে)) (মুজাহিদ) (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ বলেছেন, "হজ্জের সময় তারা ব্যবসা বাণিজ্য করা থেকে মুক্ত থাকত, কারণ হিসেবে তারা বলত, এগুলো যিকরের দিন। ফলে আল্লাহ নাযিল করলেন: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর"**[১৯৪৫]

ইবনু জারীর বলেন, ◆(ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম) (হুশায়ম) (হাজ্জাজ) (আতা') (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ বলেন, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর"** অর্থাৎ হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা করা কোন পাপ বা অপরাধের কাজ নয়।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আলী বিন আবী তালহাহ বলেন, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহরাম বাঁধার পূর্বে ও পরে ক্রয়-বিক্রয় করায় কোন অসুবিধা নেই। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ওয়াকী' বলেন, ◆(তালহাহ বিন আমর আল-হাদরামী) (আতা') (ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ তিনি উক্ত আয়াতটিকে "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" অর্থাৎ হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কোন অপরাধ নয়। এটি আবদ বিন হুমায়দ ◆(মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল) (হাম্মাদ বিন যায়দ) (উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ) (ইবনুয যুবায়র)◆ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, মানসূর বিন মু'তামির, কাতাদাহ, ইবরাহীম নাখঈ, রাবী' বিন আনাস এবং অন্যান্যেরও ব্যাখ্যা।

ইবনু জারীর বলেন, ◆(হাসান বিন আরাফাহ) (শাবাবাহ বিন সাওয়্যার) (শু'বাহ) (আবূ উমায়মাহ (মাকবূল)) (ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ (আবূ উমায়মাহ) বলেছেন যে, যখন হজ্জের সময় ব্যবসা করার ব্যাপারে ইবনু উমার জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন তখন তিনি পাঠ করেছিলেন ঃ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর।"** এ হাদীসটি ইবনু 'উমার থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীসটিকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, যেমন–

৮৯৬. (সহীহ): ইমাম আহমাদ জানিয়েছেন যে, ◆(আহমাদ বিন আসবাত) (হাসান বিন আমর আল-ফুকায়মী) (আবূ উমামাহ আত তায়মী (মাকবূল)) (ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা))◆ (আবূ উমামাহ আত তায়মী) বলেছেন,

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نُكْرِي، فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجٍّ، قَالَ: أَلَيْسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَأْتُونَ الْمُعَرَّفَ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَحْلِقُونَ رُؤُوسَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الذِي سَأَلْتَنِي فَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَنْتُمْ حُجَّاجٌ"

"আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা ক্রয় করি (এবং বিক্রয় করি হজ্জের সময়), তাতে আমাদের হজ্জ সঠিক হবে কি? তিনি বললেন, 'তোমরা কি কা'বা ঘরের তাওয়াফ করনা, 'আরাফাতে দাঁড়াওনা, কংকর মারা এবং মাথা মুণ্ডন করনা?" আমি বললাম, হ্যাঁ।' ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, 'একলোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসেছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। জিবরীল এ আয়াত নিয়ে নাযিল না হওয়া পর্যন্ত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন না ঃ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

১৯৪৪. তাবারী ১/৬৫/হা. ৩৭৬৯।

১৯৪৫. আবূ দাঊদ ১৭৩১, তাবারী ৩৭৭১, তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৮৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

﴿أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর।"** নাবী (ﷺ) লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তোমরা হাজী।"[১৯৪৬]

৮৯৭. (সহীহ): আবদুর রায্যাক বলেন, ⟪স্রাওরী⟫আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব⟫বনূ তায়ীমের জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⟫ বলেন ঃ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا قَوْمٌ نُكْرِي، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا حَجٌّ. قَالَ: أَلَسْتُمْ تُحْرِمُونَ كَمَا يُحْرِمُونَ، وَتَطُوفُونَ كَمَا يَطُوفُونَ، وَتَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَأَنْتَ حَاجٌّ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ}

আমি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)'র নিকট এসে বললাম, হে আবদুল্লাহ! আমরা হজ্জের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেয়ার কারবার করি। সেহেতু আমাদের ধারণা যেন আমাদের হজ্জ শুদ্ধ হয় না। তদুত্তরে তিনি বলেন- তোমরা কি ইহরাম বাঁধ না যেভাবে বাঁধা হয়ে থাকে? তোমরা কি তাওয়াফ কর না যেভাবে তাওয়াফ করা হয়ে থাকে? যেভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হয় সেভাবে কি তোমরা পাথর নিক্ষেপ কর না? আমরা উত্তরে বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের হজ্জ হয়ে যায়। অতঃপর ইবনু উমার বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নিকট এসে তোমরা আমাকে যে প্রশ্ন করেছ তাই করলে এই আয়াতটি নাযিল হয়- ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর।"**[১৯৪৭]

আবদুর রায্যাক হতে আবদ বিন হুমায়দও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এটা উদ্ধৃত করেছেন। উপরোক্ত হাদীস্রটি মারফূ সূত্রে স্রাওরী হতে আবূ হুযায়ফাও উপরোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এটা ব্যতীত অন্য সনদেও হাদীস্রটি মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৮৯৮. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟪হাসান বিন আরাফাহ⟫আব্বাদ ইবনুল আওয়াম⟫আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব⟫আবূ উমামাহ আত তায়মী (মাকবূল)⟫ইবনু উমার (রাঃ)⟫ (আবূ উমামা) বলেন, আমি ইবনু উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে,

إِنَّا أُنَاسٌ نُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا حَجَّ لَنَا، فَهَلْ تَرَى لَنَا حَجًّا؟ قَالَ: أَلَسْتُمْ تُحْرِمُونَ، وَتَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَقِفُونَ الْمَنَاسِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَنْتُمْ حُجَّاجٌ. ثُمَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ [مِثْلِ] الذِي سَأَلْتَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَعُودُ عَلَيْهِ -أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا- حَتَّى نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَاهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: "أَنْتُمْ حُجَّاجٌ"

অনেক লোক হজ্জের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেয়ার কাজ করে। এটা করতে তারা ভেবে থাকে যে, তাদের হজ্জ বুঝি হয় না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? উত্তরে তিনি বলেন, তবে তারা কি ইহরাম বাঁধে না? তাওয়াফ করে না? কুরবানী করে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারা এগুলো যথাযথভাবে পালন করে থাকে! তিনি বলেন, তাহলে তাদের হজ্জও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হুবহু এই প্রশ্ন করেছিলেন যা তুমি আমাকে করলে। ইত্যবসরে এ আয়াতটি নাযিল হয় ﴿لَيْسَ

১৯৪৬. আহমাদ ৬৩৯৮, আবূ দাউদ ১৭৩৩, তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৮৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৯৪৭ তাবারী ৪/১৬৯, আহমাদ (৬৪৩৫) ⟪আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-আদানী⟫সুফইয়ান আস্র স্রাওরী⟫ সূত্রে বর্ণিত। সানদটি স্বহীহ। কারণ, সানাদে বানী তায়ম এর জনৈক ব্যক্তি হচ্ছে– আবূ উমামাহ আত তায়মী। স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ (৩০৫১) এর মাঝে শায়খ নাস্বিরুদ্দীন আলবানী হাদীস্রটিকে স্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

﴿عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর।"** অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) একই ব্যক্তিকে ডেকে এটা শোনান এবং বলেন- তোমরা হাজী।[১৯৪৮] অনুরূপভাবে মাসউদ বিন সা'দ, আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ ও শারীক আল-কাদী তারা সকলে আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৮৯৯. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ০(তালীক বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী)(আসবাত বিন মুহাম্মাদ)(হোসান বিন আমর আল-ফুকায়মী)(আবূ উমামাহ আত তায়মী (মাকবূল))(ইবনু উমার (রাঃ))০ (আবূ উমামা) বলেন ঃ আমি ইবনু উমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন কোন লোক হজ্জের সময় সাওয়ারীর জন্ত ভাড়া দেয়ার কাজ করে এতে তাদের হজ্জ হবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, তারা কি মাথা মুন্ডায় না? আমি বললাম- হ্যাঁ। এটার পর তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এই রকম প্রশ্ন করলে তিনি কী জবাব দিবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তখন জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে আয়াতটি নাযিল হয় ঃ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ খোঁজ কর।"** অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন- তোমাদের হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।[১৯৪৯]

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, ০(আহমাদ বিন ইসহাক)(আবূ আহমাদ)(মিনদাল)(আবদুর রহমান ইবনুল মুহাজির)(আবূ স্বালিহ (উমার (রাঃ) এর আযাদকৃত দাস))০ তিনি উমার (রাঃ)-কে বলেছিলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, হজ্জের সময় আপনি কেনাবেচা করেন? তিনি বললেন, "হজ্জের সময় ছাড়া তাদের কি জীবিকা আছে?"

আরাফায় অবস্থান

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ **"এবং যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে"** এখানে عرفات শব্দটি منصرف হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এর মাঝে غير منصرف এর পূর্ণ দু'টি আলামত علميت ও تأنيث বিদ্যমান তা সত্ত্বেও **منصرف** হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হল: عرفات শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্থান বুঝানো হয়েছে। মূলত এজন্যই منصرف হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'আরাফাত' সেই স্থান যেখানে হজ্জের সময় অবস্থান করতে হয় আর তা হজ্জের অনুষ্ঠানগুলোর একটি স্তম্ভ।

৯০০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ এবং সুনানের সংকলকগণ লিখেছেন যে, "আবদুর রহমান বিন ইয়ামার দিয়ালী বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন:

الْحَجُّ عَرَفَاتٌ -ثَلَاثًا- فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ. وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

আরাফাতই হজ্জ (তিনবার), কাজেই যারা উষার পূর্বে আরাফাতে দাঁড়াবে তারা হজ্জ পেয়ে যাবে, আর মিনার দিনগুলো তিন দিন, অতঃপর কেউ তাড়াতাড়ি দু'দিনে চলে আসলে তার উপর কোন পাপ নেই, আর যারা অধিক সময় পর্যন্ত দেরি করবে তাদেরও কোন পাপ নেই।[১৯৫০]

১৯৪৮. স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ (৩০৫১), আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব থেকে মারওয়ান বিন মুআবিয়া এবং আবূ দাউদ (১৭৩৩) আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব থেকে আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১৯৪৯. তাবারী ৩৭৬৫, দারাকুতনী ২৫৫, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩০৫১, মুসনাদ আবূ দাউদ আত তয়ালিসী ১৯০৯, শায়খ আলবানী সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী আবূ উমামাহ আত তায়মীকে মাকবূল বলেছেন। কিন্তু ইবনু মাঈনসহ অন্যান্যরা তাকে সিকাহ বলেছেন। **তাহকীক:** স্বহীহ।

১৯৫০. আবূ দাউদ ১৯৪৯, তিরমিযী ২৯৭৫, ইবনু মাজাহ ৩০১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

আরাফায় অবস্থানের সময় আরাফার দিন দুপুর থেকে শুরু করে পরদিন উষা পর্যন্ত, যেদিন কুরবানির দিন (যুলহিজ্জার দশম দিন)।

৯০১. (স্বহীহ): বিদায় হজ্জে নাবী (ﷺ) যুহর স্বলাত আদায়ের পর 'আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তিনি বলেছিলেন "لتأخذوا عني مناسككم" "তোমরা আমার নিকট হতে হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো শিখে নাও।"[১৯৫১] এ হাদীস্রে (উপর্যুক্ত) তিনি বলেছেন, "فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ" 'যে কেউ উষার পূর্বে আরাফাতে অবস্থান করবে সে সমাধা করবে (হজ্জের অনুষ্ঠানাদি)।

এটি ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফাহ ও ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুমুল্লাহ)-দের অভিমত। তবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আরাফায় অবস্থানের সময় আরাফার প্রথম দিন থেকেই। তিনি দলীল হিসেবে শা'বীর হাদীস্র থেকে উল্লেখ করেছেন–

৯০২. (স্বহীহ): উরওয়াহ বিন মুদার্রিস বিন হারিস্রাহ বিন লাম আত তায়ী বলেছেন "আমি মুযদালিফাহ্য় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এলাম। স্বলাতের সময় আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি তাঈর দু'পাহাড় থেকে এসেছি, আমার পশুবাহন ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত। আমি কোন পাহাড়েই দাঁড়াতে ছাড়িনি। আমি কি সঠিক হজ্জ করেছি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন:

من شَهِد صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجّه، وَقَضَى تَفَثَه

যে ব্যক্তি এখানে আমাদের এ সালাতে অংশ গ্রহণ করবে এবং প্রস্থান পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করবে, আর রাতেই হোক বা দিনেই হোক, সে যদি এর পূর্বে আরাফায় অবস্থান করে থাকে তাহলে তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরয পালনের গুরুদায়িত্ব হতে সে অবকাশ লাভ করবে।[১৯৫২] হাদীস্রটি উদ্ধৃত করেন ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকবৃন্দ। ইমাম তিরমিযী এটিকে স্বহীহ বলে দাবী করেছেন।

আরাফার নামকরণ প্রসঙ্গে

অতঃপর আরাফার নামকরণ করা প্রসঙ্গে এটা জানানো হয়েছে যে, চূড়াটিকে 'আরাফাত বলা হয়। যেমন আবদুর রায্যাক জানিয়েছেন যে, ০[ইবনু জুরায়জ][ইবনুল মুসায়্যাব][আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)]০ বলেছেন "আল্লাহ জিবরীলকে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে (হজ্জের অনুষ্ঠান শিক্ষা দেয়ার জন্য) তার জন্য হজ্জ পালন করেন। ইবরাহীম যখন আরাফায় পৌছেন তখন তিনি বলেন, "আনা আরাফতু" (আমি এ জায়গা চিনি)। তিনি পূর্বে এ জায়গায় এসেছিলেন। অতঃপর থেকে জায়গাটিকে আরাফাত বলা হয়।[১৯৫৩] ইবনুল মুবারাক বলেছেন যে, আতা' বলেছেন, "একে আরাফাত বলা হয় কারণ জিবরীল ইবরাহীমকে হজ্জের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতেন। ইবরাহীম বলতেন, "আনা আরাফতু, আনা আরাফতু। অতঃপর তার নাম হয় আরাফাত।"[১৯৫৪] একই কথা ইবনু আব্বাস (রাঃ),[১৯৫৫] ইবনু উমার (রাঃ) ও আবূ মিজলায বলেছেন বলে বলা হয়।[১৯৫৬] আল্লাহ ভাল জানেন।

১৯৫১. মুসলিম ১২৯৭। জাবির (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে।
১৯৫২. আবূ দাঊদ ১৯৫০, তিরমিযী ৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩০১৬, ইবনু হিব্বান ৩৮৫১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
১৯৫৩. মুস্রান্নাফ আবদুর রায্যাক ৫/৯৬।
১৯৫৪. তাবারী ৪/১৭৪।
১৯৫৫. তাবারী ৪/১৭৩।
১৯৫৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫১৯।

'আরাফাতকে মাশ'আরুল হারাম, মাশ'আরুল আকস্বা ও ইলাল বলা হয় আর আরাফাতের মাঝখানে যে পাহাড় আছে তাকে জাবালে রহমাত (রহমাতের পাহাড়) বলা হয়। আবূ ত্বালিব তার গীতিকবিতায় 'মাশআরুল আকসা' ও 'ইলাল' নাম ব্যবহার করেছেন–

وبالمشعَرِ الْأَقْصَى إِذَا قَصَدُوا لَهُ   إِلَالُ إِلَى تِلْكَ الشِّرَاجِ الْقَوَابِلِ

'আরাফাত ও মুযদালিফাহ ত্যাগ করার সময়

৯০৩. (হাসান লি গায়রিহি): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (হাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন আম্বাসাহ)(আবূ আমির)(যা'মাহ বিন স্বালিহ)(সোলামাহ বিন ওয়াহ্‌রাম)(ইকরিমাহ)(ইবনু আব্বাস) বলেছেন,

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ، دَفَعُوا، فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

জাহিলী যুগের লোকেরা আরাফায় অবস্থান করত। সূর্য যখন পাহাড়গুলোর উপর হত যেমন মানুষের মাথার উপর পাগড়ি, তখন তারা চলতে শুরু করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আরাফাত হতে যাত্রা করাকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন।"[১৯৫৭] যামআহ বিন স্বালিহ এর হাদীস্ব থেকে ইবনু মারদুইয়াহ এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন এবং তাতে যোগ করেছেন, "অতঃপর তিনি মুযদালিফাহ্য় অবস্থান করেছেন এবং প্রথম ওয়াক্তে ফজর স্বলাত আদায় করেছেন। উষার আলো দেখা দিলে তিনি যাত্রা করেছেন।" এ হাদীস্বের সনদ হাসান।

৯০৪. (দঈফ): ইবনু জুরায়জ বলেন, (মুহাম্মাদ বিন কায়স)(মিসওয়ার বিন মাখরামাহ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরাফার ময়দানে আল্লাহর প্রশংসার পর আমাদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ দান করেন। এতে তিনি বলেন ঃ

"أَمَّا بَعْدُ –وَكَانَ إِذَا خَطَبَ خُطْبَةً قَالَ: أَمَّا بَعْدُ– فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ الحجَ الْأَكْبَرَ، أَلَا وَإِنَّ أَهلَ الشِّرْكِ وَالْأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ، إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهَا وَإِنَّا نَدْفَعُ قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ، مُخَالِفاً هَدْيُنَا هَدْيَ أَهْلِ الشِّرْكِ".

'আম্মাবাদ' (তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যে কোন বয়ানের প্রথমে আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলা) নিশ্চয়ই আজকের দিনেই আকবারী হজ্জ। মুশরিক ও প্রতিমাপূজকরা সূর্যাস্তের আগেই এখান হতে প্রস্থান করত। সে সময় মানুষের মাথার উপর পাগড়ির ন্যায় পর্বত শিখরে রৌদ্র কিরণ বিরাজ করত। কিন্তু আমরা সূর্যাস্তের পর এখান হতে বিদায় নিব। আর 'মাশআরে হারাম' হতে তারা সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা করত। তখনও রোদও এতটুকু উপরে উঠত যে, সেটা পর্বতের চূড়ায় মানুষের মাথার পাগড়ির মত প্রকাশ পেত। কিন্তু আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেখানে হতে যাত্রা করব। কেননা আমাদের পদ্ধতি মুশরিকদের পদ্ধতির উল্টা। ইবনু মারদুবিয়া ও হাকিম (স্বীয় মুসতাদরাকে) অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হাদীস্বটি (আবদুর রহমান ইবনুল মুবারাক (এর হাদীস্ব থেকে))(আবদদুল ওয়ারিস্ব বিন সাঈদ)(ইবনু জুরায়জ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীস্বটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তের উপর ভিত্তি করে স্বহীহ

১৯৫৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫১৭, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৮৩৮। সানাদে যামআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেন, সানাদটি হাসান লি গায়রিহি। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান লি গায়রিহি।

বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তারা সেটা উদ্ধৃত করেননি।[১৯৫৮] এর দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হল যে, মুসায়্যাব রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীস্রটি শুনেছেন, এবং সেই লোকদের কথা সঠিক নয়, যারা বলেন যে, মুসায়্যাব রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছেন, কিন্তু তার নিকট থেকে এটি শুনেননি।

ওয়াকী' বলেন, শু'বাহ্ ইসমাঈল বিন রাজা আয যুবায়দী মা'রূর বিন সুওয়ায়দ উমার (رضي الله عنه) মা'রূর বলেন, আমি উমার (رضي الله عنه)-কে আরাফাত হতে ফিরে দেখেছি। সেই দৃশ্য আজও আমার সামনে ভাসছে। তিনি স্বীয় উষ্ট্রের উপর আসীন ছিলেন এবং বলছিলেন- 'আমরা প্রত্যাবর্তনকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল পেয়েছি।

৯০৫. (স্বহীহ্): এই লম্বা হাদীস্র যা জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আর মুসলিম সংগ্রহ করেছেন- তিনি বলেছেন যে, "নাবী (ﷺ) সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে (অর্থাৎ 'আরাফাতে) অবস্থান করেছেন, যখন হলদে আলো দূর হয়ে গিয়েছিল। তখন নাবী (ﷺ) উসামাহ (رضي الله عنه)-কে নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং কাসওয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তার নাকের দড়ি এত শক্তভাবে টানলেন যে, উষ্ট্রীটির মাথা জিন স্পর্শ করল। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং বললেন, "লোকেরা ধীরে চল, ধীরে।" যখন তিনি বালুর কোন উঁচু ঢিবির উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি উষ্ট্রীর নাকের দড়ি হালকাভাবে ঢিল দিচ্ছিলেন যাতে সে উঠতে পারে এবং এভাবে তাঁরা মুযদালিফাহ্য় পৌঁছলেন।" তিনি মাগরিব ও 'ইশার স্বলাত পড়ালেন এক আযানে ও দু' তাকবীরে, এর মাঝে আর কোন নফল স্বলাত পড়লেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতঃপর উষা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন এবং ফজর স্বলাত পড়লেন আযান ও ইকামাত সহকারে যখন সকালের আলো স্পষ্ট হল। তিনি আবার কাসওয়ায় আরোহণ করলেন এবং যখন তিনি 'মাশআরুল হারামে' পৌঁছলেন তিনি কিবলার দিকে মুখ করলেন, আল্লাহর নিকট দুআ' করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন এবং দিনের আলো খুবই স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্য উঠার পূর্বে তিনি দ্রুত চললেন।"[১৯৫৯]

৯০৬. (স্বহীহ্): স্বহীহাঈনে আছে যে, উসামাহ্ বিন যায়দকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "নাবী (ﷺ) **যখন চলছিলেন তখন তাঁর গতি কেমন ছিল? তিনি বললেন,** 'كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ' ধীর, **যতক্ষণ না তিনি জায়গা পেতেন, জায়গা পেলে একটু দ্রুত চলতেন।"**[১৯৬০] হাদীস্রে বর্ণিত العنق অর্থ প্রশস্ত **পথ এবং** النص **অর্থ অতি প্রশস্ত পথ।**

মাশআরুল হারাম

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ মুহাম্মাদ (ইমাম শাফেঈর ভাগ্নে) তার পিতা অথবা চাচা সুফইয়ান বিন উওয়ায়নাহ আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ﴾ **"এবং যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করবে"** আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ এটা দুই স্বলাতকে একত্রিত করা। আমর ইবনু মায়মুন হতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আমর ইবনু মায়মুন বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنه)-কে 'মাশআরুল হারাম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

১৯৫৮. মুসতাদরাক ২/২৭৭, তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৮৮, ইমাম তাবারানী ও ইমাম বায়হাকী ইবনু জুরায়জ মুহাম্মাদ বিন কায়স বিন মাখরামাহ মিসওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরায়জ 'আনআন' সূত্রে বর্ণনা করার কারণে সানাদটি ক্রটিযুক্ত। এমর্মে জানতে দেখুন: মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী (২০/২৪), মুসতাদরাক (৩/৫২৩), আদ দিরায়াতু ফী তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়াহ (২/২১/৪৪৫), নাসবুর রায়াহ (৩/৬৬) হিজাবুল মারআতুল মুসলিমাহ (পৃ.৯১) তাখরীজু আহাদীস্র ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৮৮। **তাহ্কীক:** দঈফ।

১৯৫৯. মুসলিম ১২১৮। **তাহ্কীকঃ** স্বহীহ।

১৯৬০. বুখারী ১৬৬৬, ৪৪১৩, মুসলিম ১২৮৬, আবূ দাউদ ১৯২৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৭, নাসাঈ ৩০২৬। **তাহ্কীকঃ** স্বহীহ।

করলে তিনি নীরব থাকেন। যাত্রীদল মুযদালিফায় অবতরণ করলে তিনি বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? এই স্থানই হচ্ছে 'মাশআরে হারাম'।

আবদুর রাযযাক বলেন, [মা'মার][যুহরী][সালিম][ইবনু উমার (রাঃ)] বলেছেন যে, মুযদালিফাহর সমস্ত টাই 'মাশ'আরুল হারাম'।[১৯৬১] [হুশায়ম][হাজ্জাজ][নাফি'][বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)] -কে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ **"মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে"** তিনি বললেন, "ওটা পাহাড় এবং চারপাশের এলাকা।"[১৯৬২] আবদুর রাযযাক বলেন, [মা'মার][মুগীরাহ][ইবরাহীম][............][ইবনু উমার (রাঃ)] (ইবরাহীম) বলেন, ইবনু উমার কুবা' নামক স্থানে লোকজনকে ভিড় করতে দেখে বলেন, 'লোকগুলো এক জায়গায় ভিড় করছে কেন? এখানকার সব জায়গাই তো 'মাশআরুল হারাম'।[১৯৬৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, সুদ্দী, রাবী' বিন আনাস, হাসান ও কাতাদাহ এরা সকলে বলেছেন যে, 'মাশআরুল হারাম' হচ্ছে– দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান।[১৯৬৪]

ইবনু জুরায়জ বলেন, আমি আতা'কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মুযদালিফা কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন, আরাফা হতে রওয়ানা হয়ে তার দু' প্রান্ত অতিক্রম করে গেলেই মুযদালিফা আরম্ভ হয়ে যায়। মুহাসসার নামক উপত্যকা এর শেষ সীমা। এর মধ্যবর্তী যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করা যায়। তবে আমি 'কুযাহ'য় থেমে যাওয়াই পছন্দ করি যাতে লোক চলাচলের পথের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি ঃ** الْمَشَاعِر (মাশাইর) বলা হয় স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শনগুলোকে। মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত বলে সেটাকে 'মাশআরে হারাম' বলা হয়। এ স্থানে অবস্থান করা হজ্জের বিশেষ একটি রোকন। এটা পালন না করলে হজ্ব শুদ্ধ হবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণের একটি দল এবং ইমাম শাফেঈর কোন কোন বিশিষ্ট সহচর যেমন কাফফাল ও ইবনু খুযায়মার ধারাণাও এরূপ। কেননা উরওয়াহ বিন মুদরাস হতে এ অর্থেরই একটি হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটাও বলেছেন যে, যদি কেউ এ স্থানে অবস্থান না করে তাকে একটি কুরবানী করতে হবে। অবশ্য তার দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে এটা মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য এবং তা বর্জন করলে কোন কুরবানী করতে হবে ন। এ প্রসঙ্গে এটা তার চূড়ান্ত মত। এ পর্যন্ত আমরা তিনটি মত উদ্ধৃত করেছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করে এ সম্পর্কীয় আলোচনা এখানেই শেষ করা সমীচীন মনে করছি। আল্লাহই ভালো জানেন।

৯০৭. (স্বহীহ): আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, [সুফইয়ান আস্র স্রাওরী][যায়দ বিন আসলাম] বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে,

"عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَة ، وَجَمْع كُلُّهَا مَوقف إِلَّا مُحَسِّرًا".

আরাফার সমগ্র প্রান্তরই অবস্থানস্থল। আর উরানাহ হতে দূরে থাকো এবং মুহাসসার ব্যতীত মুযদালিফার প্রত্যেক প্রান্তরই অবস্থানস্থল।[১৯৬৫] হাদীস্রটি 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত।

১৯৬১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫২১।

১৯৬২. তাবারী ৪/১৭৬।

১৯৬৩. সানাদের মাঝে ইনকিতা' রয়েছে, ইবরাহীম ইবনু উমার (রাঃ) থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। দ্বিতীয় ইল্লাত হচ্ছে– মুগীরাহ বিন মিকসাম সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে 'স্রিকাহ মুতকিন' বলেছেন তবে তিনি তাদলীস কারী; বিশেষকরে ইবরাহীম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি তাদলীস করে থাকেন।

১৯৬৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫২১, ৫২২।

১৯৬৫. তাবারী ৪/১৭৯, উক্ত হাদীস্রটি মুরসাল। তবে জাবির (রাঃ) থেকে মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন ইবনু মাজাহ ৩০১২, এর মূল হাদীস্র জানতে দেখুন মুসলিম ১২১৮। হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ।

৯০৮. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন, ‹[আবুল মুগীরাহ][সাঈদ বিন আবদুল আযীয][সুলায়মান বিন মূসা][.........][জুবায়র বিন মুতঈম]› বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

আরাফাতের সমস্তটাই অবস্থান করার জায়গা, আর উরানাহ্ থেকে দূরে থাক, মুযদালিফাহ্র সমস্তটাই দাঁড়ানোর স্থান, আর মুহাস্সির থেকে দূরে থাক, মক্কাহর সমস্তটাই কুরাবানীর জায়গা, তাশরীকের সকল দিনগুলোই কুরবানীর দিন।[১৯৬৬] এ সানাদটিও মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। সুলায়মান বিন মূসা জুবায়র বিন মুতঈম এর সাক্ষাৎ পাননি। কিন্তু আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম সুওয়ায়দ বিন আবদুল আযীয তারা উভয়ে সাঈদ বিন আবদুল আযীয থেকে তিনি সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-ওয়ালীদ বলেন, জুবায়র বিন মুতঈম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। সুওয়ায়দ বলেন, নাফি' বিন জুবায়র বিন মুতঈম তার পিতা থেকে তিনি নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰىكُمْ﴾ **"এবং তাঁকে স্মরণ করবে যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন"** এ আয়াত মুসলিমদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং নাবী (ﷺ) ইবরাহীম খলীলের দেখানো পথে তাদেরকে হজ্জের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ﴾ **"বস্তুতঃ তোমরা এর আগে ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্গত"**। বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে হিদায়াতের বা কুরআনের বা রাসূল (ﷺ)--এর আগের অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যার সবগুলোই সঠিক অর্থ।

১৯৯. তারপর তোমরা ফিরে আসবে যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।	ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

'আরাফাতে অবস্থানের এবং সেখান হতে যাত্রা করার নির্দেশ

এ আয়াতে আরাফাতে অবস্থান করার এবং সেখান হতে মুযদালিফায় যাত্রা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ আছে যাতে লোকেরা মাশ'আর আল হারামে আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহ মুসলিমবৃন্দকে অন্যান্য হাজীদের সঙ্গে আরাফাতে অবস্থানের নির্দেশ দিচ্ছেন, যা কুরাইশরা করতনা (ইসলামের আগে) যারা মুযদালিফাহ্র নিকট পবিত্র স্থানে অবস্থান করত এই ব'লে যে, তারা আল্লাহর শহরের লোক এবং তাঁর ঘরের খাদিম।

৯০৯. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ‹[আলী বিন আবদুল্লাহ][মুহাম্মাদ বিন হাযিম][হিশাম][তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)][আয়িশাহ্ (রাঃ)]› বলেছেন, "কুরাইশ এবং তাদের মিত্ররা-যাদেরকে 'আল-হুমস' বলা হত- মুযদালিফাহয় অবস্থান করত আর বাকী আরবরা 'আরাফায় অবস্থান গ্রহণ করত। যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তাঁর নাবীকে 'আরাফায় অবস্থান গ্রহণ অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা করতে বললেন। তাই

১৯৬৬. আহমাদ ১২৩০৯-১২৩১০, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৫৪। সুলায়মান বিন মূসা জুবায়র বিন মুতঈম এর সাথে সাক্ষাৎ পাননি। এমর্মে আরও জানতে দেখুন- ইতহাফুল মুহাররাহ ৩৯০৬, নাসবুর রায়াহ ৩/৬১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮৬৬৬, স্বহীহ আল-জামি' ৪৫৩৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ "যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে"।[১৯৬৭] ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, আতা',[১৯৬৮] কাতাদাহ, সুদ্দী এবং অন্যরাও এ কথা বলেছেন।[১৯৬৯] ইবনু জারীর এ অভিমত পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন।

৯১০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, {সুফইয়ান}{আমর}{মুহাম্মাদ বিন জুবায়র বিন মুতঈম}{তাঁর পিতা (জুবায়র বিন মুতঈম) (রাঃ)} বলেন,

أَضللتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا مِنَ الْحُمْسِ مَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟

'আমার উট হারিয়ে গিয়েছিল এবং 'আরাফার দিন আমি ওটিকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম। আমি নাবী (ﷺ)-কে 'আরাফাতে অবস্থান করতে দেখলাম। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! তিনি তো 'হুমস'-এর অন্তর্ভুক্ত। কিসে তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে?"[১৯৭০] এ হাদীস্ব স্বহীহাঈনেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, {মূসা বিন উকবাহ (এর হাদীস্ব থেকে)}{কুরায়ব}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)} বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত "যাত্রা করার" অর্থ স্তম্ভগুলোতে পাথর মারার জন্য মুযদালিফাহ্ হতে মিনার দিকে অগ্রসর হওয়া।[১৯৭১] ইবনু জারীর শুধু দহহাক বিন মুযাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নাস' তথা মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য ইবরাহীম (আঃ)। অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনু জারীর বলেন, যদি এটার বিপরীত ইজমা হওয়ার প্রমাণ না থাকত তা হলে এই উক্তিটিরই প্রাধান্য হত।

আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ **"এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।"** আল্লাহ বার বার নির্দেশ দিয়েছেন ইবাদাতের কাজ শেষ হলে তাঁকে স্মরণ করতে।

৯১১. (স্বহীহ): এমর্মে স্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا. স্বলাত শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর নিকট তিন বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।[১৯৭২]

৯১২. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে বর্ণিত রয়েছে যে, أَنَّه نَدَبَ إِلَى التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ নাবী (ﷺ) (স্বলাতের পর) তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতে উৎসাহিত করেছেন।[১৯৭৩]

১৯৬৭. বুখারী ৪৫২০, মুসলিম ১২১৯, আবূ দাউদ ১৯১০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
১৯৬৮. তাবারী ৪/১৮৬।
১৯৬৯. তাবারী ৪/১৮৭।
১৯৭০. আহমাদ ১৬২৯৫, বুখারী ১৬৬৪, মুসলিম ১২২০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
১৯৭১. বুখারী ৪৫২১।
১৯৭২. মুসলিম ৫৯১। {ওয়ালীদ}{আওযাঈ}{আবূ আম্মার}{আবূ আসমা}{স্বাওবান} সূত্রে তিনি হাদীস্বটি উল্লেখ করেছেন। ওয়ালীদ বলেন, আমি আওযাঈকে বললাম কিভাবে ইস্তেগফার করে? তিনি বললেন, তুমি বলবে 'আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহ'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
১৯৭৩. বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ৫৯৫ (আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

৯১৩. (দঈফ): ইবনু জারীর ইবনু আব্বাস ও ইবনু মিরদাস আস সালমী হতে ইস্তিগফার সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ আরাফার দিন উম্মতের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছেন।[১৯৭৪]

৯১৪. (সহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ হাদীস সংগ্রহ করেছেন যা বুখারী শাদ্দাদ বিন আউস হতে জানিয়েছেন, যিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَةٍ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قالها فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দুআ' পড়া– "হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নি'য়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ ইসতিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ দুআ' পড়ে নেবে আর ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।[১৯৭৫]

৯১৫. (সহীহ): উপরন্তু, সহীহাঈনে আছে যে, আবদুল্লাহ বিন আমর বলেছেন যে, আবূ বাক্‌র বলেছেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি দুআ' শিখিয়ে দিন যা দিয়ে সলাতে আমি আল্লাহকে ডাকতে পারি। তিনি আমাকে বলতে বললেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুল্‌ম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ হতে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১৯৭৬] এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾

২০০. অতঃপর যখন হাজ্জের করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল হও, যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণে মশগুল থাক, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর। লোকেদের কেউ কেউ বলে থাকে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতেই প্রদান কর, বস্তুতঃ সে আখেরাতে কিছুই পাবে না।

১৯৭৪. তাবারী ৩৮৪৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৩, আবূ দাউদ ৫২৩৪। সানাদে আবদুল কাহির ইবনুস সারীর দুর্বলতা এবং আবদুল্লাহ বিন কিনানাহ ও তার পিতার জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহ্‌কীক আলবানী:** দঈফ।

১৯৭৫. বুখারী ৬৩০৬, তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসাঈ ৫৫৩৭, ইবনু হিব্বান ৯৩৩। **তাহ্‌কীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৭৬. বুখারী ৮৩৪, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, ইবনু হিব্বান ১৯৭৬। **তাহ্‌কীক আলবানীঃ** সহীহ।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২০১. লোকেদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

২০২. এরাই সেই লোক, যাদের কৃতকার্যে তাদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে এবং আল্লাহ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী।

হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করার পর আল্লাহকে স্মরণ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অনুসন্ধান করার নির্দেশ

আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার পর তাঁকে স্মরণ করা হোক। ﴿كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ﴾ **"যেমনভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ কর"** আয়াতটির অর্থ সম্পর্কে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। আতা' থেকে ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করে বলেন, সেটার অর্থ হল, 'শিশুর যেমন তার পিতা-মাতা থাকে, অনুরূপ'। অর্থাৎ শিশুরা যেমন তাদের পিতা-মাতাকে সদাসর্বদা স্মরণ করে, তোমরাও হজ্জ সমাগমের পর আল্লাহ তা'আলকে তদ্রূপ স্মরণ কর। দহহাক, রবী' বিন আনাস ও ইবনু জারীর আওফীর সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন "জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা হজ্জের সময় দাঁড়াত এবং তাদের একজন বলত, 'আমার পিতা (গরীবদেরকে) খাওয়াতো, তাদেরকে সাহায্য করত, (নিজের টাকা দিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিত) দিয়তের টাকা দিত (অর্থাৎ রক্তপণ), ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা একমাত্র যে যিক্‌রটা জানত তা হল তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কীর্তিকলাপ স্মরণ করা। আল্লাহ তখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করলেন, ﴿فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا﴾ **"তখন আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল হও, যেমন তোমরা নিজেদের বাপ-দাদাদের স্মরণে মশগুল থাক, বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ কর"**।[১৯৭৭]

ইবনু আবূ হাতিম এবং আনাস বিন মালিক হতে সুদ্দীও সেটা বর্ণনা করেন। তেমনি আতা' বিন আবী রাবাহ তার একমতে অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেন। সাঈদ বিন জুবায়র এক বর্ণনায় সেটা উদ্ধৃত করেন। আর মুজাহিদ, সুদ্দী, আতা' আল-খুরাসানী, রাবী' বিন আনাস, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন কা'ব ও মুকাতিল বিন হায়্যানও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন। একটি জামাআত থেকে ইবনু জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

কাজেই মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর স্মরণকে সর্বদাই উৎসাহিত করা হয়েছে। উল্লেখ করা দরকার যে, আয়াতে আল্লাহ যেখানে "অথবা" ব্যবহার করেছেন তিনি মানুষদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করার চেয়ে তাঁকে বেশি স্মরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমন নয় যে, কথাটি সন্দেহ সৃষ্টি করে (যে কোনটি বড়) এ কথাটি ঐ আয়াতগুলোর মত: ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً﴾ **"তা পাথর কিংবা তদপেক্ষা কঠিন।"**[১৯৭৮] এবং ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً﴾ **"তখন তাদের একদল মানুষকে এমন ভয় করতে**

১৯৭৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৩০।
১৯৭৮. সূরাহ বাকারা, ২:৭৪

লাগল যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, বরং তার চেয়েও বেশী।"[১৯৭৯] এবং ﴿وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ **"অতঃপর তাকে এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি লোকের কাছে পাঠালাম।"**[১৯৮০] এবং ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ **"ফলে [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও জিবরাঈলের মাঝে] দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা আরো কম।"**[১৯৮১]

আল্লাহ্ তাঁকে স্মরণ করার, অনুনয় বিনয় করে তাঁকে ডাকার জন্য উৎসাহিত করেছেন কারণ এতে দুআ' গৃহীত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ্ তাদের সমালোচনাও করেছেন যারা তাঁর নিকট কেবল এ দুনিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রার্থনা জানায়, আর পরকালের ব্যাপারে উপেক্ষা করে। আল্লাহ্ বলেছেন ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ **"লোকেদের কেউ কেউ বলে থাকে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতেই প্রদান কর, বস্তুতঃ সে আখেরাতে কিছুই পাবে না। অর্থাৎ পরকালে তাদের কোন অংশ নেই।"** সমালোচনার উদ্দেশ্য হল লোকদেরকে তাদের অনুকরণ করতে নিরুৎসাহিত করা যাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "কতক বেদুইন (আরাফাতে) অবস্থান করার এলাকায় আসত এবং এই বলে প্রার্থনা করত, اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَامَ غَيْثٍ وَعَامَ خِصْبٍ وَعَامَ وِلَادٍ حَسَنٍ "হে আল্লাহ্! এ বছরটিকে বৃষ্টির, উর্বতার এবং সন্তান জন্মানোর বছর কর।" তারা পরকালের কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করতনা। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ **"লোকেদের কেউ কেউ বলে থাকে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতেই প্রদান কর, বস্তুতঃ সে আখেরাতে কিছুই পাবে না। অর্থাৎ পরকালে তাদের কোন অংশ নেই।"** ঈমানদারগণ যারা তাদের পরে আসত তারা বলত: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।"** অতঃপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ **"এরাই সেই লোক, যাদের কৃতকার্যে তাদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে এবং আল্লাহ্ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী।"** কাজেই যারা উভয় জীবনের বিষয় সম্পর্কে বলে আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ **"লোকেদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা বলে থাকে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।"**

আয়াতে যে প্রার্থনার কথা উল্লেখিত ও প্রশংসিত হয়েছে তা এ জীবনের সকল কল্যাণকে সম্পৃক্ত করে এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এ জগতের কল্যাণ যাবতীয় বস্তুগত সুখের সঙ্গে জড়িত, প্রশস্ত বাসগৃহ, আনন্দদায়িনী সংগী, পর্যাপ্ত খাদ্য সম্ভার, উপকারী জ্ঞান, ভাল পেশা অথবা কাজ, আরামদায়ক যানবাহন এবং উত্তম তৃপ্তি যার সবকিছু সম্পর্কে তাফসীরের বিদ্বানগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে একটা অংশ মাত্র যে সমস্ত বিষয়ে এ দুনিয়ার কল্যাণ চাওয়া হয়। আর পরকালের কল্যাণের কথা বলতে গেলে এর সর্বশ্রেষ্ঠ হল জান্নাত লাভ করা, যার অর্থ একত্রিত হওয়ার স্থানের মহা বিভীষিকা থেকে নিরাপত্তা লাভ। হালকাভাবে প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হওয়া এবং আখিরাতের অন্যান্য অনুগ্রহও এর দ্বারা বুঝায়।

১৯৭৯. সূরাহ নিসা, ৪:৭৭
১৯৮০. সূরাহ স্বাফফাত, ৩৭:১৪৭
১৯৮১. সূরাহ নাজম, ৫৩:৯

আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্তর্ভুক্ত হল এমন পথে পরিচালিত হওয়া যাতে এ দুনিয়ায় শেষ পরিণতি শুভ হয়, যেমন নিষিদ্ধ বিষয়াবলী, সকল প্রকার পাপ এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলী বর্জন করা।

কাসিম বিন 'আবদুর রহমান বলেছেন, "যাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকররত জিহ্বা এবং সহনশীল দেহ দেয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দেয়া হয়েছে, আখিরাতে কল্যাণ দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছে।"[১৯৮২] এ কারণে এ দুআ' পাঠকে সুন্নাহ উৎসাহিত করেছে।

৯১৬. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী জানিয়েছেন, ‹‹আবূ মা'মার››আবদুল ওয়ারিস››আবদুল আযীয››আনাস বিন মালিক (রাঃ)›› বলেন, নাবী (সাঃ) বলতেন, ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ "**হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।**"[১৯৮৩]

৯১৭. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ‹‹ইসমাঈল বিন ইবরাহীম››আবদুল আযীয বিন সুহায়ব››আনাস (রাঃ)›› বলেছেন "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মুসলিম লোককে দেখতে গিয়েছিলেন যিনি একটি ছোট্ট রুগ্ন পাখীর মত হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন কিছুর জন্য দুআ' করছিলে? তিনি বললেন, আমি বলতাম, "হে আল্লাহ তুমি আমাকে আখিরাতে 'আযাব থেকে বাঁচিয়ে নিবে, সে 'আযাব আমাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দাও।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন–

سُبْحَانَ اللهِ! لَا تُطِيقُهُ -أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ- فَهَلَّا قُلْتَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তুমি তা সহ্য করতে পারবেনা, তাতে দাঁড়াতে পারবেনা; তোমার বলা উচিত ছিল: (হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এ দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও, এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর)। আনাস (রাঃ) বলেন, লোকটি এ দুআ' পড়তে শুরু করে দিল এবং রোগমুক্ত হয়ে গেল।"[১৯৮৪] মুসলিমও এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ‹‹আমার পিতা (আবূ হাতিম)››আবূ নুআয়ম››আবদুস সালাম বিন শাদ্দাদ (আবূ তালূত)››আনাস বিন মালিক (রাঃ)›› (আবূ তালূত) বলেন ঃ আমি আনাস বিন মালিকের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাকে স্বাবিত বলেন ঃ আপনার ভাইটির আকাঙ্ক্ষা যে আপনি তার জন্য দুআ' করবেন। তখন তিনি বলেন ঃ اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।" অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা পর যখন তিনি চলে যাওয়ার ইচ্ছা করেছেন, তখন তিনি তাকে আবার বললেন, হে আবূ উমামাহ, তোমার ভাই উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করছে তাই বিদায়ের কালে তার জন্য আল্লাহর নিকট আবারও দুআ' কর। তদুত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার জন্য এই সকল একত্রিত বিষয় কি খন্ড খন্ড করতে চাচ্ছ? কেননা এ দুআটির মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ ও জাহান্নামের অগ্নি হতে পরিত্রাণের প্রার্থনা সমবেত করে দিয়েছেন।

৯১৮. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ বলেন, ‹‹মুহাম্মাদ বিন আবী আদী››হুমায়দ ও আবদুল্লাহ বিন বাকর আস সাহমী››স্বাবিত››আনাস (রাঃ)›› বলেন,

---

১৯৮২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৪২।

১৯৮৩. বুখারী ৪৫২২, মুসলিম ২৬৯০, আবূ দাউদ ১৫১৯, ইবনু হিব্বান ৯৪০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১৯৮৪. আহমাদ ১১৬৩৮, মুসলিম ২৬৯০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟" قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سُبْحَانَ اللهِ! لَا تُطِيقُهُ -أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ- فَهَلَّا قُلْتَ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}". قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ، فَشَفَاهُ.

রসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন রোগাক্রান্ত অসুস্থ মুসলমানকে পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন যে, লোকটি একেবারে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করেছ? অথবা তুমি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করেছিলে কি? সে বলল, হ্যাঁ। আমি এই প্রার্থনা করেছিলাম– হে আল্লাহ আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিবেন সেই শাস্তি আমাকে দুনিয়াতে ভোগ করিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারও কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর"** এ দু'আটি পড়। অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে এ দু'আটি পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করেন। ইবনু আবী আদীর রেওয়ায়াতে ইমাম মুসলিম এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৯৮৫]

৯১৯. (হাসান): ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ◊ সাঈদ বিন সালিম আল-কাদাহ ⌘ ইবনু জুরায়জ ⌘ ইয়াহইয়া বিন উবায়দ ⌘ তার পিতা (উবায়দ) ⌘ আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রাঃ) ◊ তিনি নবী (ﷺ)- কে রুকনে বনী জামাহ ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলতে শুনেছেন- ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।**[১৯৮৬] ইবনু জুরায়জ হতে সাওরী এবং ইমাম ইবনু মাজাহ **আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত অনুরূপ** হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার সানাদটি **দুর্বল। আল্লাহই ভাল জানেন।**

৯২০. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊ আবদুল বাকী ⌘ আহমাদ ইবনুল কাসিম বিন মুসাবির ⌘ সাঈদ বিন সুলায়মান ⌘ ইবরাহীম বিন সুলায়মান ⌘ আবদুল্লাহ বিন হুরমুয (দুর্বল) ⌘ মুজাহিদ ⌘ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ◊ বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

"مَا مَرَرْتُ عَلَى الرُّكْنِ إِلَّا رَأَيْتُ عَلَيْهِ مَلَكًا يَقُولُ: آمِينَ. فَإِذَا مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَقُولُوا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

১৯৮৫. মুসলিম ২৬৮৮, আদাবুল মুফরাদ ৭২৭, তিরমিযী ৩৪৮৭, আহমাদ ১১৫৭০, ইবনু হিব্বান ৯৩৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৯৮৬. আবূ দাউদ ১৮৯২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৩৯৩৪, মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৮৯৬৩, শাফেঈ ১/৯৪৭, ইবনু হিব্বান ৩৮২৬, হাকিম ১/৪৫৫, তিনি হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। তবে উবায়দ (সাইব বিন আবুস সাইব এর আযাদকৃত দাস) থেকে ইমাম মুসলিম ব্যতীত কেউ তার হাদীস বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি মাকবূল স্তরের। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন। তবে হাদীসটির শাহিদ হাদীস পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন ইবনু মাজাহ ২৯৫৭, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর সূত্রে কিন্তু সানাদে দুর্বলতা রয়েছে যেমনটি মুসান্নিফ উল্লেখ করেছেন। এরও একটি মাওকূফ শাহিদ হাদীস রয়েছে যা আবদুর রাযযাক (৮৯৬৪, ৮৯৬৫, ৮৯৬৬) ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** হাসান।

যখনই আমি রুকনের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেছি তখনই আমি ফেরেশতাদেরকে আমীন বলতে শুনেছি। তাই তোমরা যখনই সেখান দিয়ে যাবে, তখনই পড়বে- ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।**[১৯৮৭]

হাকীম তার মুসতাদরাকে বলেন, ◊(আবূ যাকারিয়্যাহ আল-আম্বারী)(মুহাম্মাদ বিন আবদুস সালাম)(ইসহাক বিন ইবরাহীম)(জারীর)(আল-আ'মাশ)(মুসলিম আল-বাতীন)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ (সাঈদ বিন জুবায়র) বলেছেন, "এক লোক ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসল এবং বলল, "আমি কতক লোকের জন্য কাজ করে দিয়েছি এবং স্থির হয়েছে যে, আমার প্রাপ্য অর্থের একাংশের বিনিময়ে তারা আমাকে তাদের সঙ্গে হজ্জ করাতে নিয়ে যাবে। এটা কি গ্রহণযোগ্য? ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তুমি তাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ﴿أُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾ **"এরাই সেই লোক, যাদের কৃতকার্যে তাদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে এবং আল্লাহ সত্বর হিসাবগ্রহণকারী"।**[১৯৮৮] অতঃপর হাকীম মন্তব্য করেছেন, "দু' শায়খের আরোপিত শর্তে এ হাদীস্ব সহীহ যদিও তারা তা লিপিবদ্ধ করেননি।

২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ক'রে দু'দিনে চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি অধিক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, তার প্রতিও গুনাহ নেই, এটা তার জন্য যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং জেনে রেখ, তোমরা সকলেই তাঁরই দিকে একত্রিত হবে।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

তাশরীকের দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করা- যেগুলো পানাহারের দিন

'ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "নির্দ্ধারিত দিনগুলো হচ্ছে তাশরীকের দিনগুলো (১১, ১২ ও ১৩ যুল হিজ্জাহ) আর জানা দিনগুলো হচ্ছে (যুলহিজ্জার প্রথম) দশ দিন।[১৯৮৯] 'ইকরিমাহ বলেছেন যে, ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ﴾ **"তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে"** অর্থাৎ ফরয স্বলাতের পর তাকবীর - আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার পাঠ করা।[১৯৯০]

৯২১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊(ওয়াকী')(মূসা বিন উলায়্যা)(তার পিতা (উলায়্যাহ বিন রাবাহ আল-লাখমী))(উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

১৯৮৭. ইতহাফুস সাদাহ আল-মুতকীন ৪/৩৫১, সানাদটি দুর্বল, সানাদে আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' (৩৬১৬) গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ তার ব্যাপারে 'স্বালিহুল হাদীস্ব' বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীকঃ** দঈফ।

১৯৮৮. হাকিম ২/২৭৭।

১৯৮৯. কুরতুবী ৩/৩।

১৯৯০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৪৫।

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

আরাফার দিন, কুরবানির দিন, এবং তাশরীকের দিনগুলো আমাদের ইসলামের লোকেদের জন্য ঈদ। এগুলো পানাহারের দিন।[১৯৯১]

৯২২. (সহীহ): ইমাম আহমাদ আরও বলেন, ০(হুশায়ম)(খালিদ)(আবুল মালীহ)(নুবায়শাহ আল-হুযালী)০ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيام أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ তাশরীকের দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যিকরের দিন।[১৯৯২] সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৯২৩. (সহীহ): আমরা পূর্বে জুবায়র বিন মুতঈমের হাদীসও উল্লেখ করেছি ঃ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ। আরাফাতের সমস্তটাই অবস্থান গ্রহণের স্থান, আর তাশরীকের সব দিনগুলোই কুরবানির দিন।[১৯৯৩]

৯২৪. (সহীহ): অনুরূপভাবে আমরা 'আবদুর রহমান 'ইয়ামার দিয়ালীর বর্ণিত হাদীসও উল্লেখ করেছি,

وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

মিনার দিনগুলো হচ্ছে তিন, যারা দু'দিনে তাড়াতাড়ি (চলে যায়) তাতে কোন পাপ নেই, আর যারা দেরি করে (তৃতীয় দিনও মিনায় থাকে) তাতে কোন পাপ নেই।[১৯৯৪]

৯২৫. (সহীহ লি গায়রিহি): ইবনু জারীর বলেছেন, ০(ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম ও খাল্লাদ বিন আসলাম)(হুশায়ম)(আমর বিন আবূ সালামাহ)(তার পিতা (আবূ সালামাহ))(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ তাশরীকের দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।[১৯৯৫]

৯২৬. (সহীহ): ইবনু জারীর আরও জানিয়েছেন যে, ০(খাল্লাদ বিন আসলাম)(রাওহ)(সালিহ)(ইবনু শিহাব)**(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)** 'আবদুল্লাহ বিন **হুযাফাকে মিনায় পাঠালেন ঘোষণা করতে যে,**

لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرِ اللهِ عز وجل

(তাশরীকের) এ দিনগুলোতে রোযা রেখ না, কারণ, এ দিনগুলো পানাহার এবং মহান ও মহা সম্মানিত আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার দিন।[১৯৯৬]

১৯৯১. আহমাদ ১৬৯২৮, আবূ দাঊদ ২৪১৯, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪, ইবনু হিব্বান ৩৬০৩। হাকিম হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯২. মুসলিম ১১৪১, আহমাদ ২০১৯৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

১৯৯৩. আহমাদ ১৬৩০৯-১৬৩১০। উক্ত হাদীসটি মুরসাল। তবে জাবির (রাঃ) থেকে মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন ইবনু মাজাহ ৩০১২, এর মূল হাদীস জানতে দেখুন মুসলিম ১২১৮। হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৯৯৪. আবূ দাঊদ ১৯৪৯, তিরমিযী ২৯৭৫, ইবনু মাজাহ ৩০১৫। **তাহকীকঃ আলবানীঃ** সহীহ।

১৯৯৫. তাবারী ৩৯১৩, ইবনু হিব্বান ৩৬০২। আমর বিন সালামাহ'র কারণে সানাদটি হাসান। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। তবে উক্ত হাদীসটির শাওয়াহিদ হাদীস পাওয়া যায়। এমর্মে জানতে দেখুন সিসিলাহ সহীহাহ (১২৮২), ইবনু মাজাহ (১৭১৯)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ লি গায়রিহি।

১৯৯৬. আহামদ ১০২৮৬, তাবারী ৪/২১১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭৩, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩৩১১, সহীহ আল-জামি' ৭৩৫৫। সানাদে সালিহ বিন আবুল আখদার দুর্বল কিন্তু তার শাহিদ রয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন মাজমা' আয যাওয়াইদ ৫২৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

৯২৭. ৹ইয়া'কূব৹হুশায়ম৹সুফইয়ান বিন হুসায়ন৹যুহরী৹ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানীর দিনে আবদুল্লাহ বিন হুযাফাকে উচ্চৈঃস্বরে এটা বলতে আদেশ করেন-

"إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ، إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ هَدْيٍ".

'এই দিনগুলো হল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। কিন্তু যার উপর কুরবানীর পরিবর্তে রোযা রয়েছে তাদের জন্য এটা হল অতিরিক্ত পুণ্য।'[১৯৯৭] হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৯২৮. হুশায়ম বলেন, ৹আবদুল মালিক বিন আবী সুলায়মান৹আমর বিন দীনার৹ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিশর বিন সুহায়মকে কুরবানীর দিনে (উচ্চৈঃস্বরে) এ কথা জানিয়ে দিতে বলেন যে, "إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ." এই দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।[১৯৯৮]

৯২৯. (হাসান): হুশায়ম বলেন, ৹ইবনু আবী লায়লা৹আতা'৹আয়িশাহ (রাঃ)৹ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানির দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন- "هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ." অর্থাৎ এটা হল পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।[১৯৯৯]

৯৩০. ৹মুহাম্মাদ বিন ইসহাক৹হাকীম বিন হাকীম৹মাসউদ ইবনুল হাকাম আয যুরাকী৹তার মাতা৹ বলেন, বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাদা গাধাটার উপর আরোহণ করে 'শু'বে আনসার'-এ দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলছেন-

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ، إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ".

হে লোকসকল! এদিনগুলো রোযা রাখার জন্য নয়। এগুলো হল পানাহার ও আল্লাহর ইবাদত করার দিন।[২০০০]

নির্ধারিত দিনগুলো

মিকসাম বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন নির্ধারিত দিনগুলো তাশরীকের দিন মোট চার দিন, কুরবানির দিন এবং তারপর তিনদিন।[২০০১]

এ অভিমত ইবনু 'উমার (রাঃ), ইবনু জুবায়র, আবূ মূসা, আতা', মুজাহিদ, 'ইকরিমাহ্, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ মালিক, ইবরাহিম নাখঈ, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, যুহরী, রবী' বিন আনাস, দহ্হাক, মুকাতিল ইবনু হায়্যান, আতা' খুরাসানী, মালিক বিন আনাস এবং অন্যদের থেকেও জানানো

১৯৯৭. তাবারী ৩৯১৮, যুহরী মুরসাল সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মাওসূল সূত্রে হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসটির শাহিদ হাদীস জানতে দেখুন সহীহ আল-জামি' ২৪৭৬। সুতরাং উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে হাসান। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১৯৯৮. তাবারী ৩৯১৭। মুরসাল।

১৯৯৯. তাবারী ৩৯১৬, সানাদটি ইবনু আলী লায়লার কারণে নির্ভরযোগ্য নয়। তার নাম মুহাম্মাদ। কিন্তু হাদীসটির শাহিদ হাদীস পাওয়া যায়। **তাহকীকঃ** হাসান।

২০০০. তাবারী ৩৯১৯, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ২৮৮৭, সানাদটি দুর্বল। সানাদে ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আহমাদ (৭০৮) এর মাঝে শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান। তিনি বলেন, যখন তিনি তাদলীস থেকে মুক্ত থাকেন তখন তার হাদীস হাসান। আর এখানে তার শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট। সানাদে বাকি রাবীগণ মাসউদ ইবনুল হাকামের মাতা ব্যতীত বিশুদ্ধ। তার নাম হাবীবাহ বিনতু শারীক। তাকে আনসারিয়্যাহও বলা হয়ে থাকে। তার থেকে ইমাম নাসাঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম তাকে সাহাবী মহিলা হিসেবে গণ্য করেছেন। যা ইবনু হিব্বান তার 'সিকাতুত তাবেঈন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২০০১. তাবারী ৪/২১৩।

হয়েছে।[২০০২] আলী বিন আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আয়্যামে তাশরীক হচ্ছে মোট তিন দিন, কুরবানীর দিন এবং পরের দু'দিন। সুতরাং তুমি যে কোন দিনে পশু যবেহ করতে পার; তবে উত্তম হচ্ছে এর প্রথম দিনে যবেহ করা। তবে **প্রথম কথাটি** প্রসিদ্ধ। আর এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ﴾ "অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ক'রে দু'দিনে চলে যায় তার প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যে ব্যক্তি অধিক সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে, তার প্রতিও গুনাহ নেই।" কাজেই, এ আয়াত কুরবানির পর তিন দিনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আর আল্লাহ তাআলার এ কথার পরিপোষক: ﴿وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ﴾ **"তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবেঃ"** অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করার সময় হচ্ছে কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাবই প্রাধান্য পায়। আর তার ভাষ্য হচ্ছে– কুরবানীর সময় হচ্ছে ঈদের দিন হতে নিয়ে আয়্যামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। পশু যবেহ করার সময়, স্বলাতের পর এবং সাধারণ যিক্‌রে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে। আর এর সময় সম্পর্কে উলামাদের মাঝে মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি হল যে, এর সময় হচ্ছে– আরাফার দিন সকাল হতে নিয়ে আয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের আস্বরের স্বলাত পর্যন্ত। এ ব্যাপারে দারকুতনী একটি মারফূ' হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[২০০৩] কিন্তু এটার মারফূ' হওয়া স্বহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

উমার ইবনু খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার তাঁবুর মধ্যে তাকবীর পাঠ করতেন এবং তার তাকবীর ধ্বনি শুনে বাজারে অবস্থানকারীরাও তাকবীর পাঠ করত। ফলে মিনা প্রান্তর তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

তাশরীকের দিনগুলোতে তাকবীর বলা এবং কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহকে স্মরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

১০১. (দঈফ): আবূ দাউদ ও অন্যদের সংগৃহীত একটি হাদীস্বঃ

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

কা'বা ঘরের তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়াহ্ সায়ী এবং কংকর মারার বিধান এজন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে **যাতে মহান আল্লাহর যিকর প্রতিষ্ঠিত হয়।**[২০০৪]

লোকদের প্রথম যাত্রীদলের (২ ঃ ১৯৯) এবং হজ্জের শেষে দ্বিতীয় যাত্রীদলের উল্লেখ করতঃ যখন তারা হজ্জের অনুষ্ঠানের মাঝে এবং অবস্থানগুলোতে অবস্থানের পর নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন শুরু করে তাদের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾ **"এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং জেনে রেখ, তোমরা সকলেই তাঁরই দিকে একত্রিত হবে।"** তেমনি আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ ﴿وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ﴾ **"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।"**[২০০৫]

২০০২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৪৭-৫৪৯।

২০০৩. দারাকুতনী ২/৩৬/১৮৭ সুলায়মান বিন আবী দাউদ যুহরীরর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২০০৪. আবূ দাউদ ১৮৮৮, তিরমিযী ৯০২, আহমাদ ২২৮৩০, ২৩৯৪৭, দারিমী ১৮৫৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৮৬৬, দঈফ আল-জামি' ২০৫৬, দঈফ আবূ দাউদ ৩২৮। সানাদটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ সানাদে উবায়দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ রয়েছে, জামহূর উলামা তাকে দুর্বল বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২০০৫. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:৭৯।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে ব্যক্তি তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে অথচ সে ব্যক্তি খুবই ঝগড়াটে।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. যখন তোমার কাছ থেকে সে ব্যক্তি ফিরে যায়, তখন দেশের মধ্যে অনিষ্ট ঘটাতে এবং শস্যাদি ও পশুসমূহকে ধবংস করতে চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন অহংকার তাকে গুনাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট আর তা কতই না জঘন্য আবাসস্থল!

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য

সুদ্দী বলেছেন যে, এ আয়াতগুলো আখনাস বিন শারীক স্রাকাফীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে যদিও তার অন্তর অন্যকিছু লুকিয়ে রেখেছিল।[২০০৬]

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতগুলো কতক মুনাফিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা খুবাইব ও তাঁর সঙ্গীদের ঠাট্টা করেছিল যারা রাজী ঘটনায় নিহত হয়। অতঃপর আল্লাহ মুনাফিকদের প্রতি তাঁর ঘৃণা এবং খুবাইব ও তার সঙ্গীদের জন্য প্রশংসা অবতীর্ণ করেন ঃ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে।"** এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতগুলো সাধারণভাবে সকল মুনাফিক ও ঈমানদারগণকে বুঝাচ্ছে।[২০০৭] এটি কাতাদাহ্‌, মুজাহিদ, রাবী' বিন আনাস ও অন্যদের মত, আর সেটাই সঠিক।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, {য়ুনুস}{ইবনু ওয়াহব}{লোয়স্র বিন সা'দ}{খালিদ বিন ইয়াযীদ}{সাঈদ বিন আবী হিলাল}{আল-কুরাযী}{নোওফ আল-বাকালী} (কুরাযী) বলেছেন, নাউফ-যিনি (পূর্বেকার) আসমানী গ্রন্থ পাঠ করতেন- তিনি বলেছেন, "আমি এ উম্মাতের কতক লোকের বিবরণ পূর্বে নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবে পেয়েছি ঃ যারা (মুনাফিক) মানুষ যারা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দ্বীনকে ব্যবহার করে। তাদের মুখের কথা মধুর চেয়েও মিষ্ট, কিন্তু তাদের অন্তর সাবির (এক ধরণের তিক্ত গাছ) চেয়েও তিক্ত। তারা মানুষকে ভেড়ার চেহারা দেখায়, কিন্তু তাদের অন্তর নেকড়ের ভীষণতা লুকিয়ে রাখে। আল্লাহ বলেছেন, "তারা আমাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস করে, কিন্তু তারা আমার কাছে ঠকে গেছে। আমি আমার শপথ করে বলছি

২০০৬. তাবারী ৪/২২৯।
২০০৭. তাবারী ৪/২৩০।

যে, আমি তাদের কাছে এক ফিতনাহ (পরীক্ষা, বিপদ) পাঠাবো যা জ্ঞানী ব্যক্তিকে হতভম্ব করে দেবে।' কুরাযী বলেন, আমি এ সব কথা সম্পর্কে চিন্তা করেছি এবং পেয়েছি যে, তারা মুনাফিক। অতঃপর কুরআনে এগুলো দিয়ে মুনাফিকদের বর্ণনা দিতেও দেখেছি ঃ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে ব্যক্তি তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে।"**

মুহাম্মাদ বিন আবী মা'শার বলেন, আমার পিতা (আবূ মা'শার নাজীহ) আমাকে এমর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমি সাঈদ আল-মাকবূরীকে মুহাম্মাদ বিন কা'ব এর সঙ্গে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। আলোচনা কালে সাঈদ আল-মাকবূরী বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে থাকেন যে, কতগুলো লোকের কথা মধুর চেয়েও মিষ্টি, কিন্তু তাদের অন্তর নিমের চেয়েও তিক্ত। আর তারা লোক দেখানোর জন্য প্রকাশ্যে ছাগলের চামড়া পরিধান করে। মূলত তারা দীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

عَلَيَّ تَجْتَرِئُونَ! وَبِي تَغْتَرُّونَ!. وَعِزَّتِي لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً تُتْرَكُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ.

অর্থাৎ তারা আমার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করে। আমার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন কষ্টদায়ক ও অসহ্য আযাব অবতীর্ণ করব যা দেখে সহিষ্ণু ব্যক্তিরাও হতভম্ব হয়ে যাবে। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন কা'ব বলেন, এটা তো কুরআনে রয়েছে। সাঈদ বললেন, কুরআনের কোন্ স্থানে এটি রয়েছে? অতঃপর (কা'ব) এ আয়াতটি পাঠ করেন ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে"** তা শুনে সাঈদ বললেন, আপনি জানেন কি এ আয়াতগুলো কোন্ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? উত্তরে কা'ব বলেন, প্রথমে এ আয়াতগুলো কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন তা সর্বজনীন হিসেবে প্রযোজ্য। এ বর্ণনাটি সম্পর্কে আল-কুরাযী হাসান সহীহ বলেছেন।

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ﴾ **"আর সে ব্যক্তি তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে।"** এ আয়াতটিকে ইবনু মুহায়সিন ﴿وَيَشْهَدُ اللّٰهُ﴾ পড়েছেন। তিনি ياء বর্ণে যবর এবং الله শব্দের ه বর্ণে পেশ যোগে পড়েছেন। তখন ﴿عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ﴾ এর অর্থ দাঁড়ায়: তারা যতই মিষ্টিকথা বলুক না কেন তাদের অন্তরের নোংরামি সম্পর্কে আল্লাহ খুবই ভালো জানেন।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴾

"মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী।"[২০০৮]

অবশ্য জামহূর উলামাদের কিরাত ছিল ﴿وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ﴾ অর্থাৎ ياء বর্ণে পেশ এবং الله শব্দের ه বর্ণে যবর যোগে। তখন অর্থ হবে 'তারা লোক-দেখানো মুসলমানী প্রকাশ করে কিন্তু তাদের মনের কুফরী ও মুনাফিকীও আল্লাহর নিকট প্রকাশমান। তেমনি আল্লাহ বলেন: ﴿يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ﴾ **"তারা মানুষ হতে গোপন করে থাকে, কিন্তু তারা আল্লাহ হতে গোপন করতে পারে না"**[২০০৯]

২০০৮. সূরাহ মুনাফিক, ৬৩:১।
২০০৯. সূরাহ নিসা, ৪:১০৮।

ইবনু ইসহাক, ⟪মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ⟫ইকরিমাহ⟫সাঈদ বিন জুবায়র⟫ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟫ থেকে এ তাফসীর জানিয়েছেন।[২০১০]

এটাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ এই যে, এ ধরণের লোক যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে, তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা মুখে যা ঘোষণা করছে তাদের অন্তরেও তাই আছে। এটাও আয়াতটির সঠিক অর্থ যা আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম পছন্দ করেছেন।[২০১১] এটা ইবনু জারীরেরও পছন্দ যিনি তা ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَهُوَأَلَدُّالْخِصَامِ﴾ **"অথচ সে ব্যক্তি খুবই ঝগড়াটে।"** আয়াতে আলাদ্দ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ 'দুষ্ট' (এখানে এর অর্থ ঝগড়াটে)। অন্য আয়াতে এ শব্দটির অন্য রূপ লুদ্দা ব্যবহৃত হয়েছে ﴿وَتُنذِرَبِهِۦقَوْمًالُّدًّا﴾ **"আর ঝগড়াটে লোকেদেরকে সতর্ক করতে পার।"**[২০১২] অর্থাৎ পরিবর্তনকারী, কাজেই, একজন মুনাফিক মিথ্যা বলে, ঝগড়া করার সময় সত্যকে পাল্টে দেয় এবং সত্যের পরোয়া করেনা। বরং সে সত্য থেকে বিচ্যুৎ হয়, ঠকায় এবং খুব ঝগড়াটে হয়ে যায়।

৯৩২. (স্বহীহ): স্বহীহ গ্রন্থে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

মুনাফিকের আলামত তিনটি: ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন অঙ্গিকার করে তা ভঙ্গ করে, ৩. যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে।[২০১৩]

৯৩৩. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ⟪কাবীসাহ⟫সুফইয়ান⟫ইবনু জুরায়জ⟫ইবনু আবী মুলায়কাহ⟫আয়িশাহ (রাঃ)⟫ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ ঝগড়াটে লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি।[২০১৪]

৯৩৪. (স্বহীহ): অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ বলেন, ⟪সুফইয়ান⟫ইবনু জুরায়জ⟫ইবনু আবী মুলায়কাহ⟫আয়িশাহ (রাঃ)⟫ বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ" নিশ্চয় ঝগড়াটে লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি।[২০১৫]

৯৩৫. (স্বহীহ): অনুরূপভাবে মা'মার থেকে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, ﴿وَهُوَأَلَدُّالْخِصَامِ﴾ **"অথচ সে ব্যক্তি খুবই ঝগড়াটে।"** এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ⟪ইবনু জুরায়জ⟫ইবনু আবী মুলায়কাহ⟫আয়িশাহ (রাঃ)⟫ বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ" অর্থাৎ- 'আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ ব্যক্তি অতি অপছন্দীয়, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।'[২০১৬]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَإِذَاتَوَلَّىٰسَعَىٰفِيالْأَرْضِلِيُفْسِدَفِيهَاوَيُهْلِكَالْحَرْثَوَالنَّسْلَۗوَاللَّهُلَايُحِبُّالْفَسَادَ﴾ **"যখন তোমার কাছ থেকে সে ব্যক্তি ফিরে যায়, তখন দেশের মধ্যে অনিষ্ট ঘটাতে এবং শস্যাদি ও পশুসমূহকে**

২০১০. তাবারী ৪/২৩০।

২০১১. তাবারী ৪/২৩৩।

২০১২. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৯৭।

২০১৩. বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯। (আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস থেকে)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২০১৪. বুখারী ৪৫২৩, মুসলিম ২৬৬৮, তিরমিযী ২৯৭৬, নাসাঈ ৫৪২৩, আহমাদ ২৩৮২২, ২৫১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০১৫. বুখারী ৪৫২৩, মুসলিম ২৬৬৮, তিরমিযী ২৯৭৬, নাসাঈ ৫৪২৩, আহমাদ ২৩৮২২, ২৫১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০১৬. আবদুর রাযযাক ১/৯৭, বুখারী ৪৫২৩, মুসলিম ২৬৬৮, তিরমিযী ২৯৭৬, নাসাঈ ৫৪২৩, আহমাদ ২৩৮২২, ২৫১৭৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ধ্বংস করতে চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।" এ আয়াত জানাচ্ছে যে, এসব লোক কথায় সত্যবিচ্যুত, 'আমলের ক্ষেত্রে খারাপ কথা তাদের বানানো, তাদের ঈমান দুষ্ট, কাজকর্ম অনৈতিক। আয়াতে (আরবী শব্দ) সা'আ ব্যবহৃত হয়েছে (শাব্দিক অর্থ 'চেষ্টা করে' বা ইচ্ছা করে)। ফির'আউনের বর্ণনা প্রসঙ্গেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

﴿ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰی ۝ فَحَشَرَ فَنَادٰی ۝ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الۡاَعۡلٰی ۝ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الۡاٰخِرَةِ وَالۡاُوۡلٰی ۝ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ یَّخۡشٰی ۝﴾

"অতঃপর সে (আল্লাহ্র বিরুদ্ধে) জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্য (সত্যের) উল্টোপথে ফিরে গেল। ২৩. সে লোকদেরকে একত্রিত করল আর ঘোষণা দিল। ২৪. সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব'। ২৫. পরিশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার 'আযাবে পাকড়াও করলেন। ২৬. যে ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এতে অবশ্যই শিক্ষা আছে।"[২০১৭] (সা'আ শব্দটি এ আয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ يَّوۡمِ الۡجُمُعَۃِ فَاسۡعَوۡا اِلٰی ذِكۡرِ اللّٰهِ﴾ **"হে মু'মিনগণ! জুমু'আহ্র দিনে যখন স্বলাতের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে শীঘ্র ধাবিত হও"**[২০১৮] এ আয়াতের অর্থ (যখন জুমু'আর স্বলাতের আযান দেয়া হয়) ইচ্ছা করে এবং জুমু'আর স্বলাতে যোগদানের জন্য অগ্রসর হয়।' উল্লেখ করা দরকার যে, মাসজিদে দৌড়ে যাওয়াকে সুন্নাহয় নিন্দা করা হয়েছে (যেহেতু সা'আ শব্দের এটা আরেকটি অর্থঃ

৯৩৬. (স্বহীহ):

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السكينةُ وَالْوَقَارُ

তোমরা যখন সালাতের দিকে আসবে তখন দৌড়ে আসবে না। বরং তোমরা স্থির ও শান্তভাবে আসবে।[২০১৯]

ক্ষতিসাধন, শষ্য এবং বংশ বৃদ্ধি **নষ্ট** করা ব্যতীত মুনাফিকদের এ দুনিয়াতে আর কোন উদ্দেশ্য নেই। **জন্তু জানোয়ার যা উৎপাদন করে এবং জীবিকার জন্য** যার উপর নির্ভর করা হয় তাও তারা ধ্বংস করে। **মুজাহিদ বলেছেন, "মুনাফিকরা যদি ক্ষতিসাধনের** চেষ্টা করে, আল্লাহ বৃষ্টিপতন বন্ধ করে দেন আর তখন **শষ্য ও বংশাবলী নষ্ট হয়। অতঃপর** আয়াতে বলা হয়েছে: ﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الۡفَسَادَ﴾ **"আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।"** অর্থাৎ যারা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না, কিংবা তাদেরকে যারা এ ধরণের কাজ করে।

উপদেশ প্রত্যাখ্যান করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاِذَا قِيۡلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتۡهُ الۡعِزَّةُ بِالۡاِثۡمِ﴾ **"যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে গুনাহ্র দিকে আকর্ষণ করে"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, যখন কোন মুনাফিককে- যে কথায় ও কাজে বিচ্যুৎ হয়ে যায়- আল্লাহকে ভয় করতে, তার মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকতে এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরার জন্য উপদেশ ও আদেশ দেয় হয় তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয় যেহেতু সে মন্দ কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ আয়াত ঐ আয়াতের মত যাতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

২০১৭. সূরাহ নাযি'আহ, ৭৯:২২-২৬।

২০১৮. সূরাহ জুমুআহ, ৬২:৯।

২০১৯. বুখারী ৬৩৬, মুসলিম ৬০২, আবূ দাঊদ ৫৭২, তিরমিযী ৩২৭, ইবনু মাজাহ ৭৭৫, ইবনু হিব্বান ২১৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

"আর তাদের সম্মুখে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফিরদের চেহারায় একটা অনীহার ভাব দেখতে পাবে। তাদের কাছে যারা আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বল, তাহলে আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও খারাপ কিছুর সংবাদ দেব? তা হল আগুন। আল্লাহ কাফিরদেরকে এর ওয়া'দা দিয়েছেন। আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!"[২০২০] এজন্য এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ **"জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট আর তা কতই না জঘন্য আবাসস্থল!"** অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট শাস্তি।

নিষ্ঠাবান ঈমানদারগণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা অধিক পছন্দ করে

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে।"** মুনাফিকদের খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ ঈমানদারদের সৎ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে"** ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, আবূ উসমান নাহদি, ইকরিমাহ্ ও আরো অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন যে, এ আয়াত সুহাইব বিন সিনান রুমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সুহাইব যখন মক্কায় মুসলিম হন এবং মাদীনায় হিজরত করার মনস্থ করলেন, তখন লোকেরা (কুরাইশরা) তাঁকে তাঁর অর্থসহ হিজরত করতে বাধা দিল। তারা বলল, সে যদি তার অর্থ সম্পত্তি ছেড়ে যায়, তাহলে সে হিজরত করতে পারে। তিনি তাঁর অর্থ সম্পত্তি পরিত্যাগ করলেন এবং হিজরত পছন্দ করে নিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করলেন। উমার বিন খাত্তাবসহ কতক সাহাবী মাদীনার বাইরে হাররাহয় (কালো পাথরের সমতল ভূমি) সুহাইবের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "ব্যবসা অবশ্যই সফল হয়েছে।" তিনি তাদেরকে উত্তর দিলেন, "আপনাদেরও সফল হয়েছে, আল্লাহ যেন আপনাদের ব্যবসাকে কক্ষনো ক্ষতির সম্মুখীন না করেন। ব্যাপার কী?" উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন যে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত (২ ঃ ২০৭ নাযিল করেছেন, এটাও জানানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে সুহাইব, ব্যবসা সফল হয়েছে।"[২০২১]

৯৩৭. (স্বহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◇(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম)(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন রুসতাহ)(সুলায়মান বিন দাউদ)(জা'ফার বিন সুলায়মান আদ দবাঈ)(আওফ)(আবূ উসমান আন নাহদী)(সুহায়ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◇ বলেন, আমি যখন মক্কা হতে হিজরত করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন কুরায়শরা আমাকে বলল ঃ হে সুহায়ব! তুমি যখন মক্কায় আগমন করেছিলে, তখন তোমার কাছে কোন মাল-সম্পদ ছিল না। অথচ তুমি এখন মালামালসহ চলে যাচ্ছ। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও এমন হতে দিব না। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, তবে তোমরা কি চাও আমি সব মাল তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাই? তারা বলল, হ্যাঁ। অতএব আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ তাদের হতে তুলে দিলাম এবং মদীনার পথে

২০২০. সূরাহ হজ্জ, ২২:৭২।
২০২১. তাবারী ৪/২৪৮।

যাত্রা করে নবী (ﷺ)-এর নিকট পৌছলাম। তিনি আমাকে দেখে দু'বার বললেন- "رَبِحَ صهيب، رَبِحَ صُهَيْبٌ" সুহায়ব লাভজনক কাজ করেছে, সুহায়ব, লাভজনক কাজ করেছে।[২০২২]

৯৩৮. (দঈফ): ◊(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(আলী বিন যায়দ)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)◊ বলেন ঃ

أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ نَفر مِنْ قُرَيْشٍ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَانْتَثَلَ مَا فِي كِنَانَتِهِ. ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْمَاكُمْ رَجُلًا وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَرْمِيَ كُلَّ سَهْمٍ فِي كِنَانَتِي، ثُمَّ أَضْرِبَ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ فِي يَدِي مِنْهُ شَيْء، ثُمَّ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَالِي وَقُنْيَتِي بِمَكَّةَ وخلّيتم سَبِيلِي؟ قَالُوا: نَعَم. فَلَمَّا قدم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَبِحَ الْبَيْعُ، رَبِحَ الْبَيْعُ". قَالَ: وَنَزَلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}

সুহায়ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মতো মদীনাভিমুখে হিজরত করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের একদল লোক তার পিছু নিলে তিনি সওয়ারী হতে নেমে তুন হতে তীর বার করে বললেন ঃ হে মক্কাবাসী! আমার তীর চালনা সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। আমার একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং আমরা তুনের তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে বিদীর্ণ করে যাব। এরপর চালাব তরবরী। মোটকথা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে কোন অস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মুকাবিলা করে যাব। এটার পরে তোমারা আমার সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করতে পার। অথবা তোমরা যদি চাও তাহলে আমি আমার সমুদয় সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নিকট পৌছলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন ঃ 'ব্যবসায়ে বড় লাভ করেছ।' সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন- এই আয়াতটি তারই সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ﴾ **"মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে"**।[২০২৩]

এ আয়াতের অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সকল মুজাহিদকে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়। এ ওয়া'দা তাঁর উপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশী নিজ ওয়া'দা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন

২০২২. সানাদটি সুলায়মান বিন দাউদের কারণে দুর্বল। তিনি 'মাতরুকুল হাদীস্ব'। তবে হাদীটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হাকিম (মুসতাদরাক) ৩/৪০০, আবূ নুআয়ম কর্তৃক রচিত 'আল-হিলয়াহ' (১/১৫১, ১৫৩) সুহায়ব থেকে। ইবনু সা'দ কর্তৃক রচিত 'আত তাবাকাত' (৩/২২৭), ইবনু কাস্বীর কর্তৃক রচিত 'তারীখ' (৩/১৭৩, ১৭৪)। সুহায়ব থেকে ভিন্ন সূত্রেও হাদীস্বটি বর্ণিত হয়েছে হাকিম সেটিকে স্বহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। হাদীস্বটি ইতিহাসের কিতাবে বেশ প্রসিদ্ধ হাদীস্ব। দেখুন 'ফিকহুস সীরাহ' (৫৭) শায়খ আলবানী হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। তাখরীজুল আহাদীস্ব ওয়াল আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ৯৩, আল-জামিউস সাহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানীদ ১৬/১৪৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০২৩. ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ বি যাওয়াইদিল মাসানীদ আল-আশারাহ ৪২৬৩, আল-ইসতীআব ফী বায়ানিল আসবাব (১/১৪৬), ইবনু সা'দ 'তবাকাতুল কুবরা' (৩/২২৮) এর মাঝে, হারিস্ব বিন আবী উসামাহ তার মুসনাদ (২/৬৯৩, ৬৯৪) এর মাঝে এবং আবূ নুআয়ম তার 'আল-হিলয়াহ' (১/১৫১, ১৫২) ও ইবনু আবদিল বার্র 'আল-ইসতীআব' (২/১৮০) ও ইবনু আবী হাতিম তার তাফসীরে (২/৩৬৮, ৩৬৯ হা. ১৯৩৯) বর্ণনা করেছেন। এটি দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সানাদে আলী বিন যায়দ বিন জুদআন দুর্বল রাবী রয়েছে। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হল মহান সফলতা।"[২০২৪] হিশাম বিন আমর যখন শত্রু ব্যূহ ভেদ করেছিলেন তখন কতক লোক তার সমালোচনা করেছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের কথা খণ্ডন করলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন আছে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের প্রাণ দিয়ে থাকে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যধিক দয়ালু।"

২০৮. হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

২০৯. তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হুকুম পৌঁছার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

ইসলামে পূর্ণরূপে অনুপ্রবেশ করতে হবে

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাঁর সে সকল বান্দাহকে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলতে, তাঁর সকল আদেশকে সাধ্যমত শক্তভাবে ধরে রাখতে এবং সকল নিষিদ্ধ হতে নিবৃত্ত হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। 'আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন এবং মুজাহিদ, তাঊস, দহ্হাক ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং ইবনু যায়দ বলেছেন যে, আল্লাহর কথা ﴿ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ﴾ **তোমরা 'সিলম' এর মধ্যে প্রবেশ কর** অর্থাৎ ইসলামে।[২০২৫] আল্লাহর কথা: ﴿كَآفَّةً﴾ **যথাযথভাবে** অর্থাৎ পূর্ণভাবে। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ, 'আবূ 'আলীয়্যাহ, ইকরিমাহ, রবী' বিন আনাস, সুদ্দী, মুকাতিল বিন হায়্যান, কাতাদাহ এবং দহ্হাক একই তাফসীর করেছেন।[২০২৬] মুজাহিদ বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ, "যাবতীয় ভাল কাজ এবং বিভিন্ন পুণ্যকাজ সম্পন্ন করা।[২০২৭] এ কথা বিশেষভাবে তাদেরকে বলা হয়েছে আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইকরিমাহ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)- এর অভিমত হল যে, আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আসাদ বিন উবায়দ ও স্বা'লাবা প্রমুখ যখন পূর্বধর্ম হতে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা তারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাওরাতের নির্দেশিত শনিবারের উৎসব পালন এবং রাত্রি বেলায় তাওরাতের উপর আমল করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে) তাদেরকে ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববর্তী কিতাবের আমল ছেড়ে দিয়ে ইসলামের উপর পুরাপুরি আমল করার তাগিদ দেন। অবশ্য এ স্থলে আবদুল্লাহ বিন সালামের নাম উল্লেখের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তার শনিবারের উৎসবের অনুমতি চাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞ ও ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মুসলমান। উপরন্তু তিনি পূর্ব কিতাবগুলোর কোন্ কোন্ নির্দেশ বাতিল ঘোষিত ও পরিবর্তিত হয়েছে সে সব ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সচেতন।

২০২৪. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১১১।

২০২৫. তাবারী ৪/২৫২, ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৮৪, ৫৮৫।

২০২৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৮৬-৫৮৮।

২০২৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৮৫।

কোন কোন তাফসীরকার كَافَّةً শব্দটিকে الداخل এর 'হাল' বলেছেন। অর্থাৎ তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ কর।' অবশ্য প্রথম উক্তিটিই অধিকতর সঠিক। কেননা সেখানে ঈমানের প্রতিটি স্তর ও শরীআতের প্রতিটি নির্দেশের উপর সাধ্যানুযায়ী আমল করার অর্থ করা হয়েছে।

ইবনু হাতিম জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً﴾ **"হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর"** দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্যেকার মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহয় বিশ্বাস করত আর তাদের কতক এরপরও তাওরাত ও পূর্বের কিতাবগুলোর অংশবিশেষের অনুসরণ করত। তাই আল্লাহ বললেন ﴿ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً﴾ **"ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর"**[২০২৮] তাই আল্লাহ তাদেরকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনের বিধিবিধান পূর্ণরূপে গ্রহণ করার এবং তার কোন অংশ পরিত্যাগ না করার নির্দেশ দিলেন। তাদের আর তাওরাত আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ বলেন: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ **"এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না"** অর্থাৎ ইবাদাতের কাজ কর আর শয়তান তোমাদেরকে যা করতে বলে তা পরিত্যাগ কর। কারণ,

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার যা তোমরা জান না।"[২০২৯] এবং ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ **"সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়।"**[২০৩০] এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ **"নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"**।

আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ﴾ **"তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হুকুম পৌছার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে"** অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যদি **তোমরা সত্য হতে বিচ্যুৎ হয়** ﴿فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" তাঁর শাস্তিতে কেউ তাঁর প্রতিশোধ হতে** বাঁচতে পারবেনা বা তাঁকে পরাজিত করতে পারবেনা। حَكِيمٌ **(মহাজ্ঞানী) তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁর কাজকর্ম ও নিয়ম** বিধানে। এজন্য আবূ 'আলীয়্যাহ, কাতাদাহ ও রবী' বিন আনাস বলেছেন, عَزِيزٌ **মহাপরাক্রান্ত** অর্থাৎ "তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে মহা শক্তিধর, এবং حَكِيمٌ স্বীয় সিদ্ধান্তে মহাজ্ঞানী।" মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন: তিনি কাফিরদের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যাপারে মহা পরাক্রমশালী এবং তাদের ওযর ও প্রমাণ খণ্ডন করার ব্যাপারে অশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী।

২১০. এরা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন, অতঃপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে? বস্তুতঃ সকল কার্য আল্লাহর নিকটেই ফিরে যায় (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য)।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

২০২৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৫৮৫।
২০২৯. সূরাহ বাকারা, ২:১৬৯।
২০৩০. সূরাহ ফাতির, ৩৫:৬।

ঈমান আনতে বিলম্ব কর না

এ আয়াতে কাফিরদেরকে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ **"এরা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন"** অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সৃষ্টির বিচার করার জন্য। আল্লাহ তখন প্রত্যেককে তার কাজের অনুসারে পুরস্কার দিবেন এবং যে কেউ ভাল কাজ করে তা দেখতে পাবে, আর যে কেউ মন্দ কাজ করে তা দেখতে পাবে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ﴾ **"অতঃপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে"**। তেমনি আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۝﴾

"এটা মোটেই ঠিক নয়, যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বালি বানিয়ে দেয়া হবে, আর যখন তোমার প্রতিপালক আসবেন আর ফেরেশতারা আসবে সারিবদ্ধ হয়ে, আর জাহান্নামকে সেদিন (সামনাসামনি) আনা হবে। সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু তখন এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?"[২০৩১] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ﴾ **"তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে অথবা তোমার প্রতিপালক (স্বয়ং) আসবেন কিংবা তোমার রব্বের কিছু নিদর্শন আসবে (তখন তারা ঈমান আনবে)?"**[২০৩২]

৯৩৯. ইমাম আবূ জা'ফার ইবনু জারীর (রহঃ) 'শিংগা সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীসে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

যখন মানুষ দীর্ঘকাল অবস্থানের পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশের জন্য আদম (আলাইহিস সালাম) হতে শুরু করে প্রত্যেক নবীর নিকট আবেদন জানাবে। কিন্তু সবাই অপারগতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলবেন- আমি প্রস্তুত রয়েছি এবং আমিই সেটার অধিকারী। কার্যত তিনিও ঘাবড়িয়ে যাবেন এবং আল্লাহর আরশের নিচে সিজদায় পড়বেন। তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন যেন তিনি দ্রুত বান্দাদের ফয়সালার কার্যে প্রবৃত্ত হন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং তিনি মেঘমালার ছত্রছায়া'য় সমাগত হবেন। প্রথমে দুনিয়ার আকাশ ফেটে যাবে এবং সেখানকার সমস্ত ফেরেশতা উপস্থিত হবেন। এ ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় হতে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ফেটে তথাকার সকল ফেরেশতাগণ এসে যাবেন। আল্লাহর আরশবাহী ফেরেশতারা আরশ নিয়ে অবতরণ করবেন। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মেঘমালার ছত্রতলে অবতীর্ণ হবেন এবং সমস্ত ফেরেশতা তাসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকবেন। তারা বলতে থাকবেন:–

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبْحَانَ الَّذِي يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلَى، سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ، سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا" قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ،

অর্থঃ পবিত্রতা তাঁরই যিনি সকল রাজ্য ও ফেরেশতামন্ডলীর অধিপতি। শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তির অধিকারীর পবিত্রতা। পবিত্রতা তাঁরই, যিনি অমর ও চিরঞ্জীব। পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি সকল সৃষ্টি মারেন এবং নিজে মরেন না। তিনিই সর্বাধিক যিকির ও পবিত্রতার অধিকারী। ফেরেশতাকুল ও

২০৩১. সূরাহ ফাজর, ৮৯, ২১-২৩।
২০৩২. সূরাহ আনআম, ৬:১৫৮।

আত্মাসমূহের অধিপতির পবিত্রতা। সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সত্তার পবিত্রতা। রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর পবিত্রতা। তাঁর পবিত্রতাই চিরন্তন ও সর্বকালের।[২০৩৩] হাদীস্রটি মশহুর এবং এটার একজন বর্ণনাকারী ব্যতীত সকলেই 'ছিকাহ' অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

অবশ্য হাফিয আবূ বকর বিন মারদুবিয়্যাহ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যামূলক বহু হাদীস্র উদ্ধৃত করেছেন। তবে হাদীস্রগুলোর মধ্যে দুর্বলতাও রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৯৪০. (স্বহীহ): সেগুলোর মধ্য হতে একটি হল এই ঃ মিনহাল বিন আমর (এর হাদীস্র থেকে) আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ মাসরূক ইবনু মাসউদ (ﷺ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ "يَجْمَعُ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قِيَامًا شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، وَيَنْزِلُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ"

আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটি সময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদেরকে একত্রিত করবেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা দাঁড়িয়ে বিচারের অপেক্ষা করতে থাকবে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা মেঘদলের ছত্রছায়ায় আরশ হতে কুরসীতে অবতরণ করবেন।[২০৩৪]

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ যুরআহ আবূ বাকর বিন আত বিন মুকাদ্দাম মু'তামির বিন সুলায়মান **আবদুল জালীল আল-কায়সী**............আবদুল্লাহ বিন আমর (ﷺ) তিনি ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে সময় তিনি অবতরণ করবেন সে সময় তাঁর এবং সৃষ্টি জীবের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা থাকবে। সে পর্দাগুলো হবে আলো, অন্ধকার ও পানির। আর পানি অন্ধকারের মধ্যে এমন শব্দ করবে যার ফলে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

ইবনু আবী হাতিম আরও বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াযীর আদ দিমাশকী **আল-ওয়ালীদ বলেন, আমি যুহায়র বিন মুহাম্মাদকে** ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ আয়াত **সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ মেঘপুঞ্জের** ছায়াতল 'ইয়াকুত' দ্বারা সজ্জিত থাকবে এবং তা হবে **মুক্তা ও পান্নাবিশিষ্ট। মুজাহিদ হতে ইবনু আবূ নাজীহ** ﴿فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, সেটা **সাধারণ কোন মেঘ নয়; বরং সেটা হল সেই মেঘপুঞ্জ,** যা তীহ উপত্যকায় বানী ইসরাঈলের মাথার উপরে বিরাজিত ছিল।

আবূ জা'ফার আর রাযী জানিয়েছেন যে, আবূ আলীয়্যাহ হতে রাবী বিন আনাস বর্ণনা করেছেন ঃ ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ **"এরা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন"** আল্লাহ আসবেন যখন ইচ্ছে করবেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় অবতরণ করবেন। কতক পাঠকারী তা পাঠ করেছেন ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ **"এরা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মেঘমালার ছত্র লাগিয়ে আল্লাহ এবং ফেরেশতা তাদের কাছে আগমন করবেন"** এটা আল্লাহর ঐ কথার মত ঃ ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ﴾

২০৩৩. তাবারী ৪০৪২, আবূ হুরায়রাহ (ﷺ) এর হাদীস্র থেকে। সানাদে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ নির্ভরযোগ্য নয়। সানাদে অজ্ঞাতনামা একজন রাবী রয়েছে। অথচ তার হাদীস্রটি সুদীর্ঘ, তার বর্ণিত রেওয়ায়াতে একাধিক অপরিচিত শব্দ রয়েছে। তবে উক্ত হাদীস্রের কিছু শব্দের শাহেদ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরবর্তীতে আসবে ইনশা আল্লাহ।

২০৩৪. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৯৭৬৩, আল-আমালুস স্বালিহ ১৯২৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৮৩৫২, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৫৯১। হাদীসটি দুটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে মিনহাল বিন আমর থেকে সুদীর্ঘ হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। সেটির সানাদটিকে ইমাম যাহাবী হাসান বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

﴿السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا﴾ **"সেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হবে আর ফেরেশতাদেরকে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দেয়া হবে।"**[২০৩৫]

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

২১১. বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর, আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামাত তার নিকট পৌঁছার পর পরিবর্তন করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১২. কাফিরদের নিকট পার্থিব জীবন মোহনীয় করা হয়েছে এবং তারা মু'মিনদেরকে বিদ্রূপ করে থাকে, বস্তুতঃ ক্বিয়ামাতের দিন মুত্তাকীগণ তাদের চেয়ে উন্নত অবস্থায় থাকবে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিয্ক দিয়ে থাকেন।

আল্লাহর অনুগ্রহকে বদলে দেয়ার এবং ঈমানদারগণকে বিদ্রূপ করার শাস্তি

আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, বানী ইসরাঈল বহু স্পষ্ট নিদর্শনের সাক্ষী ছিল যা তাদের জন্য মূসার নিকট প্রেরিত সত্যের সত্যায়ন করে। তারা দেখেছিল তাঁর হাত (যা আলো বিকিরণ করত), তাঁর সমুদ্র বিভক্তিকরণ, প্রস্তরখণ্ডে তাঁর আঘাত করণ (আর পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া), সেই মেঘ যা প্রচণ্ড গরমে তাদেরকে ছায়া দান করত, মান্না ও কোয়েল ইত্যাদি। এ সকল নিদর্শন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও মূসার সত্যতা প্রতিপন্ন করে যাঁর মাধ্যমে এ সব নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের অনেকেই ঈমানের চেয়ে কুফরিকে পছন্দ ক'রে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই অনুগ্রহকে বদলে ফেলেছিল। ﴿وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾ **"কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামাত তার নিকট পৌঁছার পর পরিবর্তন করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"** তেমনি আল্লাহ কুরাইশদের অন্তর্গত কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ؕ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾﴾

"তুমি কি তাদের ব্যাপারে চিন্তা কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতার নীতি অবলম্বন করে আর তাদের জাতিকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে আনে। (তা হল) জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বসবাসের এ জায়গা কতই না নিকৃষ্ট!"[২০৩৬]

অতঃপর আল্লাহ বলছেন যে, তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য এ পৃথিবীকে শোভামণ্ডিত করেছেন যারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট, যারা সম্পদ সঞ্চয় করে, কিন্তু তারা তা আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করেনা যা তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দিত। বরং তারা বিশ্বাসীদেরকে ঠাট্টা করে যারা এ দুনিয়াকে উপেক্ষা করে এবং তারা যা কিছু অর্জন করে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করে। বিশ্বাসীরা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের কামনায় ব্যয় করে, এজন্য তারা বিনিময় প্রাপ্তির দিনে চূড়ান্ত সুখ এবং উত্তম পুরস্কার লাভ করবে। এজন্য সম্মিলিত হওয়ার স্থানে তারা অবিশ্বাসীদের উপরে উন্নীত হবে যখন উত্থান দিবসে তারা শেষ গন্তব্য স্থানে সম্মিলিত হবে। বিশ্বাসীরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় সর্বোচ্চ উচ্চতায় বসবাস করবে আর অবিশ্বাসীরা নীচের থেকে নীচে (জাহান্নামে বাস করবে)।

২০৩৫. সূরাহ ফুরকান, ২৫:২৫।

২০৩৬. সূরাহ ইবরাহীম, ১৪:২৮-২৯।

এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ **"আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিয্ক দিয়ে থাকেন।"** অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছে এ দুনিয়াতে ও পরকালে বেহিসাব বা সীমাহীন জীবিকা দিয়ে থাকেন।

৯৪১. (স্বহীহ): একটি হাদীস্রে বলা হয়েছে (যে আল্লাহ বলেছেন) ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ হে আদম সন্তান, ব্যয় কর (আল্লাহর পথে), আমি (আল্লাহ) তোমার জন্য ব্যয় করব।[২০৩৭]

৯৪২. (স্বহীহ): নাবী (ﷺ) বলেছেন: أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا হে বিলাল, খরচ কর, আরশের মালিকের হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করনা।[২০৩৮] আল্লাহ বলেছেন ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ **"তোমরা যা কিছু (সৎ কাজে) ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন।"**[২০৩৯]

৯৪৩. (স্বহীহ): উপরন্তু স্বহীহ গ্রন্থে জানানো হয়েছে (যে নাবী (ﷺ) বলেছেন) ঃ

أَنَّ مَلَكَيْنِ يَنْزِلَانِ مِنَ السَّمَاءِ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

প্রতিদিন দু'জন ফেরেশ্তা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং তাদের একজন বলে, 'হে আল্লাহ, তোমার জন্য যে ব্যয় করে তাকে বিনিময়ে পূরণ করে দাও এবং অন্যজন বলে, হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস কর।[২০৪০]

৯৪৪. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীস্রেও আছে ঃ

ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي! وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

"বনী আদম বলে থাকে– 'আমার মাল আমার মাল'। অথচ তোমার মাল তো সেগুলো যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ, যে কাপড় তুমি পরিধান করে জীর্ণ করে ফেলেছ এবং যা তুমি (আল্লাহর পথে) দান করে রেখেছ। এটা ছাড়া অন্য সব কিছুই তুমি ছেড়ে বিদায় হবে এবং মানুষের জন্য রেখে যাবে।"[২০৪১]

৯৪৫. (দঈফ): উপরন্তু, ইমাম আহমাদ জানিয়েছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

দুনিয়া তাদের বাসস্থান যাদের কোন বাসস্থান নেই, তাদের সম্পদ যাদের কোন সম্পদ নেই, এটা তারাই সংগ্রহ করে যাদের কোন জ্ঞান নেই।[২০৪২]

২০৩৭. হুমায়দী ১০৬৭, মুসলিম ৯৯৩। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২০৩৮. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১০২৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৭০১, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৬৬১। তাহক্বীক আলবানীঃ স্বহীহ।

২০৩৯. সূরাহ সাবা, ৩৪:৩৯

২০৪০. ফাতহুল বারী ৩/৩৫৭, বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে। তাদের শব্দগুলো হচ্ছে– (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ ....) । **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২০৪১. মুসলিম ২৯৫৮, তিরমিযী ২৩৪২, নাসাঈ ৩৬১৩, আহমাদ ১৫৮৭০, ১৫৮৮৭। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২০৪২. আহমাদ ২৩৮৯৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৮০৭৮, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৯৩৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৭৫৭, দঈফ আল-জামি' ৩০১২, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮৮৪, ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'শুআবুল ঈমান (১০৬৩৮) সেখানে তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীস্রটি আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। সানাদে দুওয়ায়দ মাজহূল। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

২১৩. মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নাবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেন সত্যভাবে, মানুষদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছিল। এতদসত্ত্বেও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পারস্পরিক জিদের কারণেই তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সেই সত্য পথ নিজের করুণায় দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছিল, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সোজা পথ প্রদর্শন করেন।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর মতভেদ করা ভ্রষ্টতাকেই বুঝায়

ইবনু জারীর জানিয়েছেন যে, {মুহাম্মাদ বিন বাশশার}{আবূ দাউদ}{হাম্মাম}{কাতাদাহ}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বলেছেন, "আদম আর নূহ এর মাঝে ছিল দশ জেনারেশানের ফারাক, যারা সবাই ছিল সত্য দ্বীনের উপর। পরে তারা মতভেদ করেছিল, তাই আল্লাহ সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে নাবী পাঠিয়েছিলেন।" অতঃপর তিনি বলেছেন কিভাবে 'আবদুল্লাহ আয়াতটিকে পাঠ করেছেন ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (লোকেরা ছিল একই উম্মত, অতঃপর তারা মতভেদ করেছিল।[২০৪৩]

হাকীম এটিকে স্বীয় মুসতাদরাকে লিপিবদ্ধ করেছেন[২০৪৪] এবং বলেছেন, "এর সনদ স্বহীহ কিন্তু তাঁরা (শায়খদ্বয়) তা লিপিবদ্ধ করেননি।" আবূ জা'ফার আর-রাযী জানিয়েছেন, আবূ আলিয়াহ বলেছেন যে, 'উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়াতটিকে এভাবে পড়তেন ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ লোকেরা ছিল একই উম্মাত অতঃপর তারা মতভেদ করল এবং আল্লাহ নাবীদেরকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে পাঠালেন।[২০৪৫]

আবদুর রায্যাক বলেছেন, কাতাদাহ থেকে মা'মার বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহর বাণী: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ **"মানুষ একই দলভুক্ত ছিল।"** অর্থাৎ "তারা সবাই সত্যপথের উপর ছিল।" অতঃপর তারা মতভেদ করল ফলে ﴿فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ﴾ **"আল্লাহ তাদের নিকট নাবীগণকে প্রেরণ করলেন।"** প্রথম নূহ (আলাইহিস সালাম) কে পাঠানো হল।" এটি মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন; যেমনটি প্রথমে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আওফী বর্ণনা করেন যে, তিনি ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً﴾ **"মানুষ একই দলভুক্ত ছিল"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা ﴿فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ﴾ **"তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নাবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে"।**

২০৪৩. তাবারী ৪/২৭৫।
২০৪৪. হাকিম ২/৫৪৬।
২০৪৫. তাবারী ৪/৭৮।

অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রথম উক্তিটিই অর্থগতভাবে এবং বর্ণনাসূত্রে সত্যতার ভিত্তিতে অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথমে সকল মানুষ আদম (আলাইহিস সালাম) এর মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করলে আল্লাহ তাদের প্রতি নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে প্রেরণ করেন। তাই বলা হয় যে, মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে রসূল হিসেবে নূহ (আলাইহিস সালাম)-ই প্রথম প্রেরিত মহা পুরুষ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

"এবং তাদের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেন সত্যভাবে, মানুষদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য যে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছিল। এতদসত্ত্বেও যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পারস্পরিক জিদের কারণেই তারা মতভেদ সৃষ্টি করল।" অর্থাৎ প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মতভেদের মীমাংসা সম্পর্কীয় বিধান প্রাপ্তির পরেও তারা শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির ফলে (একমত হতে পারেনি)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সেই সত্য পথ নিজের করুণায় দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছিল, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সোজা পথ প্রদর্শন করেন।"

৯৪৬. (স্বহীহ): আবদুর রায্যাক বলেন, ◊মা'মার◊সুলায়মান আল-আ'মাশ◊আবূ স্বালিহ◊আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ তিনি ﴿فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ **"অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সেই সত্য পথ নিজের করুণায় দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছিল"** এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فَهَدَانَا لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى

আমরা সর্বশেষ (জাতি) কিন্তু কিয়ামাত দিবসে আমরা সর্বপ্রথম, আমরাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব যদিও তাদেরকে (ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে) আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং আমাদেরকে পরে। যখনই তারা এতে মতভেদ করেছে আল্লাহ আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন। এটা ঐ দিন (শুক্রবার) যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছে। আল্লাহ তার দিকে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, কাজেই মানুষ আমাদের অনুসরণ করে, আগামীকাল ইয়াহূদীদের জন্য এবং তার পরের দিন খ্রীষ্টানদের জন্য।[২০৪৬] অতঃপর আবদুর রায্যাক ◊মা'মার◊ইবনু তাউস◊তার পিতা (তাউস বিন কায়সান)◊আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ থেকেও বর্ণনা করেছেন।

ইবনু ওয়াহাব জানিয়েছেন, আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, ﴿فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ **"অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সেই সত্য পথ নিজের করুণায় দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছিল"** এ আয়াত সম্পর্কে তাঁর পিতা

২০৪৬. মুসলিম ৮৫৫, আবদুর রায্যাক এর 'তাফসীর' ২৪৭, বুখারী ৮৭৬, ৬৮৮৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৩, আবূ ইয়া'লা ৬২১৬। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

বলেছেন ঃ তারা জমায়েত হওয়ার দিন সম্পর্কে (শুক্রবার) মতভেদ করেছিল। ইয়াহূদীরা ওটাকে করেছিল শনিবার আর খ্রীষ্টানরা রবিবার পছন্দ করেছিল। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে শুক্রবারের দিকে চালিত করলেন। তারা কিবলাহ সম্পর্কেও মতভেদ করেছিল। খ্রীষ্টানরা পূর্বদিকে মুখ করেছিল আর ইয়াহূদীরা বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেছিল। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে সত্য কিবলার দিকে পথ দেখালেন (মক্কার কা'বা ঘর)। তারা প্রার্থনা সম্পর্কেও মতভেদ করেছিল। যেহেতু তাদের কতক মাথা নিচু করে, কিন্তু সাজদাহ করেনা, আবার অন্যেরা সাজদাহ করে কিন্তু মাথা নিচু করেনা। তাদের কতক প্রার্থনা করার সময় কথা বলে, কতক হাঁটে আর প্রার্থনা করে। মুহাম্মাদ (ﷺ) উম্মাতকে সত্যের পথ দেখালেন। তার রোযা সম্পর্কেও মতভেদ করেছিল। তাদের কতক দিবসের কিছু অংশ উপবাসে আবার অন্যেরা বিশেষ কতগুলো খাদ্য হতে নিবৃত্ত থেকে উপবাস করে। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে সত্য পথ দেখালেন। তারা ইবরাহীম সম্পর্কেও মতভেদ করেছিল। ইয়াহূদীরা বলেছিল, "তিনি ছিলেন ইয়াহূদী, অন্যদিকে খ্রীষ্টানরা তাকে খ্রীষ্টান গণ্য করত। আল্লাহ তাঁকে 'হানীফাম মুসলিমা' (একনিষ্ঠ আত্মসমর্পিত) বলে জানালেন। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে সত্য পথে পরিচালিত করলেন। তারা ঈসা সম্পর্কেও মতভেদ করেছিল। ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর তাঁর মাকে মহাপাপে অভিযুক্ত করেছিল। অন্যদিকে খ্রীষ্টানরা তাঁকে আল্লাহর ছেলে ও গড বানালো। আল্লাহ স্বীয় 'কথা এবং রূহ থেকে তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাতকে সত্য পথে পরিচালিত করলেন।"[২০৪৭]

রাবী' ইবনু আনাস ﴿فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ﴾ **"অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সেই সত্য পথ নিজের করুণায় দেখিয়ে দিলেন, যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছিল"** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত লোক সাধারণত তাওহীদবাদী ছিল। তারা আল্লাহরই ইবাদত করত, আল্লাহর সাথে শরীক করা হতে বিরত থাকত, স্বলাত পড়ত ও যাকাত দিত। অতঃপর মধ্যভাগেই তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মতানৈক্যের নিগড় হতে মুক্তি দিয়ে প্রথম দলের ন্যায় সত্য-সরল পথে নিয়ে আসেন। আর এই উম্মতগণই অন্যান্য উম্মতের উপর অর্থাৎ নূহ (আলাইহিস সালাম) এর কাওম, হুদ (আলাইহিস সালাম)-এর কাওম, সালেহ (আলাইহিস সালাম)–এর কাওম, শুআয়ব (আলাইহিস সালাম)-এর কওম, এমন কি আলে ফিরআউনের উপরেও তারা সাক্ষী হবে। কেননা অন্যান্য উম্মতগণ তাদের নবীর বিরুদ্ধে তাদের কাছে দীনের দাওয়াত না পৌঁছানোর মিথ্যা অভিযোগ করবে। আর মুসলমানরাই সত্যের পক্ষে নবীগণ দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন বলে সাক্ষ্য দিবেন।

উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পঠিত আয়াত এরূপ ঃ "وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" অর্থাৎ যেন তারা কিয়ামতের দিন জনগণের উপর সাক্ষী হয়, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।' আবুল আলীয়া বলেন ঃ এ আয়াতটিতে সন্দেহ, ভ্রান্তি এবং বিবাদ হতে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿بِإِذْنِهٖ﴾ **"তাঁর আদেশক্রমে"** অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা, এবং তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন তার দ্বারা- ইবনু জারীরের মতে।[২০৪৮] আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ﴾ **"আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করেন।"** অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টির

২০৪৭. তাবারী ৪/২৮৪।
২০৪৮. তাবারী ৪/২৮৬।

মধ্য হতে (আল্লাহ বলেছেন) ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "সরল সোজা পথে" অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্পষ্ট প্রমাণ তাঁরই হুকুমের নিয়ন্ত্রণে।

৯৪৭. (সহীহ): বুখারী ও মুসলিম জানিয়েছেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাতের জন্য যখন রাতে জাগ্রত হতেন তখন তিনি বলতেন:

اللهُمَّ، رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السموات وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اختلف فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রব্বা জিবরীল, ওয়া মীকায়ীল, ওয়া ইসরাফীল, ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলিমাল গায়বি ওয়াশ শাহাদাহ, আংতা তাহকুমু বায়না ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদী মান তাশাউ ইলা স্বিরাতিম মুসতাকীম।

অর্থ: "হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকায়ীল ও ইসরাফীল (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃজনকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনিই মীমাংসা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে সে বিষয় যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। সত্য-ন্যায়ের বিরোধিত বিষয়ে আপনার হুকুমে আমাকে হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনিই যাকে ইচ্ছা হয় সরল পথের দিকে হিদায়াত করেন।"[২০৪৯]

৯৪৮. হাদীস্রে বর্ণিত এ দু'আটিও পড়া হয় ঃ

اللهُمَّ، أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَوَفِّقْنَا لِاجْتِنَابِهِ، وَلَا تَجْعَلْه مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কান ওয়ারযুকনাত তিবাআহ, ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলান ওয়া ওয়াফফিকনা লি ইজতিনাবিহ, ওয়ালা তাজআলহু মুলতাবিসান আলায়না ফানাদিল্লা, ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা।

অর্থ: হে আল্লাহ, সত্যকে সত্য করে দেখাও আর তা অনুসরণের তাওফীক দান কর, মিথ্যাকে মিথ্যা করে দেখাও আর তার থেকে দুরে থাকার তাওফীক দান কর আর মিথ্যা সম্পর্কে আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত করোনা যাতে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। আমাদেরকে মুমিনদের নেতা বানিয়ে দাও।[২০৫০]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

২১৪. তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে, অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের আগের লোকেদের মত অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং মসীবত স্পর্শ করেছিল এবং তারা এতদূর বিকম্পিত হয়েছিল যে, নাবী ও তার সঙ্গের মু'মিনগণ চিৎকার করে বলেছিল- আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।

২০৪৯. মুসলিম ৭৭০, আবূ দাউদ ৭৬৭, তিরমিযী ৩৪২০, নাসাঈ ১৬২৫, ইবনু মাজাহ ১৩৫৭, ইবনু হিব্বান ২৬০০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৫০. তাখরীজুল ইহইয়া' ৩/১৪১৮। এই দুআটি হাদীস্রের মাঝে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। এটি হাদীস্র হিসেবে প্রমাণিত নয়।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আসে

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ **"তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে"** তোমাদেরকে পরীক্ষা করার আগেই যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোকে? এজন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ **"অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের আগের লোকেদের মত অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং মসীবত স্পর্শ করেছিল"** অর্থাৎ অসুখ, যন্ত্রণা, বিপদ এবং কষ্ট। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ আলীয়্যাহ, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, মুর্রাহ আল-হামদানী, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক, রাবী', সুদ্দী এবং মুক্বাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, الْبَأْسَاءُ অর্থাৎ দারিদ্র। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, وَالضَّرَّاءُ অর্থ: অসুখ।

﴿وَزُلْزِلُوا﴾ **"প্রকম্পিত করা হয়েছিল"** শত্রুর ভয়ে এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং ভয়ানক পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল।

৯৪৯. (স্বহীহ্): একটি স্বহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, খাব্বাব বিন আরতাত বলেছেন, "আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন না কেন যাতে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেন? আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مفرق رَأْسِهِ فَيَخْلُصُ إِلَى قَدَمَيْهِ، لَا يَصْرِفُه ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ويُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ لَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ". ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ

তোমাদের পূর্বে যারা (ঈমানদার) ছিল তাদের কারো মাথার মাঝখানে করাত রেখে তার পা পর্যন্ত চিরে ফেলা হয়েছে এবং লোহার চিরুনি দিয়ে তার চামড়া ও হাড় ফেড়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু তা তাকে তার দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। অতঃপর তিনি বললেন, (আল্লাহর শপথ। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিস্তৃত করবেন এমনভাবে যে, কোন ভ্রমণকারী 'স্বন্‌আ' থেকে 'হাদারামাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করবে তাতে সে কেবল আল্লাহকে ভয় করবে এবং মেষপালের জন্য নেকড়ের ভয় করবে, কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছ।[২০৫১] এবং আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿الٓمٓ ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوٓا أَنْ يَقُولُوٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝﴾

"আলিফ-লাম-মীম, লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।"[২০৫২]

আহ্যাবের যুদ্ধে সাহাবীগণ ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝ وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ إِلَّا غُرُوْرًا ۝﴾

২০৫১. বুখারী ৬৯৪৩, আবূ দাঊদ ২৬৪৯, আহমাদ ২০৫৫৩, ২০৫৬৮, ২৬৬৭৫। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।
২০৫২. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:১-৩।

"তারা যখন তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপর থেকে আর তোমাদের নীচের দিক থেকে, তখন তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফারিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম (খারাপ) ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে। সে সময় মু'মিনগণকে পরীক্ষা করা হয়েছিল আর তাদেরকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া'দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২০৫৩]

৯৫০. (স্বহীহ): হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিল,

هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ؟ قَالَ: سِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا ونُدَال عَلَيْهِ. قَالَ: كَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ

"তার (মুহাম্মাদের) সাথে তোমাদের কি যুদ্ধ হয়েছে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" হিরাক্লিয়াস বললেন, "তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?" আবূ সুফইয়ান বললেন "কখনও আমরা হারি, কখনও সে হারে।" তিনি বললেন, "নাবীদের ব্যাপার এরকমই হয়, তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হয়।"[২০৫৪]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم﴾ **'তোমাদের আগের লোকেদের মত অবস্থা'** অর্থাৎ, তাদের জীবন চলার পথ। তেমনি আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾

"আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি– যারা ছিল এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। পূর্বের জাতিগুলোর উদাহরণ অতীত হয়ে গেছে।"[২০৫৫] এবং ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ﴾ **"এবং তারা এতদূর বিকম্পিত হয়েছিল যে, নাবী ও তার সঙ্গের মু'মিনগণ চিৎকার করে বলেছিল– আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?"** তারা আল্লাহর নিকট তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, তাঁর কাছে সাহায্য এবং পরীক্ষা ও কষ্ট থেকে মুক্তি চেয়েছিল। আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ **"জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"** অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

"কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে, নিঃসন্দেহে কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"[২০৫৬] কাজেই যেখানে কষ্ট আছে, তার সমান আরাম শীঘ্রই আসবে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ **"জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"**

৯৫১. (দঈফ): আবূ রাযীনের হাদীসে বলা হয়েছে:

"عَجِب رَبُّكَ مِنْ قُنُوط عِبَادِهِ، وقُرْب غَيْثِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قنطين، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَهُمْ قَرِيبٌ"

বান্দা যখন নিরাশ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা বিস্মিত হয়ে বলেন, আমার সাহায্য তো এসেই যাচ্ছে, অথচ তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যস্ততার জন্য কৌতুক অনুভব করেন। কেননা, তিনি তো জানেনই যে, তাদের বিপদ হতে মুক্তি অত্যাসন্ন।[২০৫৭]

২০৫৩. সূরাহ আহযাব, ৩৩:১০-১২।

২০৫৪. বুখারী ৭, এটি সুদীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২০৫৫. সূরাহ আয যুখরুফ, ৪৩:৮।

২০৫৬. সূরাহ আলাম নাশরাহ, ৯৪:৫-৬।

২১৫. তোমাকে লোকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, সৎকাজে যা-ই ব্যয় কর, তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের প্রাপ্য। তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

কার জন্য খরচ করতে হবে

মুক্বাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, এ আয়াত স্বেচ্ছামূলক দানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[২০৫৮] এ আয়াতের অর্থ ঃ তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, (হে মুহাম্মাদ) তারা কিভাবে খরচ করবে? যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও মুজাহিদ বলেছেন। কাজেই আল্লাহ তা তাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, ﴿قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ **"বলে দাও, সৎকাজে যা-ই ব্যয় কর, তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের প্রাপ্য।"** অর্থাৎ, এই এই শ্রেণীর জন্য বা ক্ষেত্রে তা ব্যয় করবে।

৯৫২. (স্বহীহ্): তেমনি, একটি হাদীস্র ব্যক্ত করছে যে, (কারো দানের বেশি হকদার হচ্ছে) أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ তোমার মা, বাপ, বোন, ভাই নিকটাত্মীয় অতঃপর দূর আত্মীয়।[২০৫৯]

মায়মুন বিন মিহরান একবার এ আয়াত (২ ঃ ২১৫) পাঠ করেছিলেন অতঃপর বললেন "এগুলো খরচের ক্ষেত্রসমূহ। আল্লাহ এগুলোর মধ্যে ঢোল, বাঁশি, কাষ্ঠচিত্র বা দেয়াল ঢাকা দেয়ার জন্য পর্দার কথা উল্লেখ করেননি।"[২০৬০]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾ **"তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।"** অর্থাৎ, যে ভাল কাজই তোমরা করনা কেন, আল্লাহ সেগুলো জানেন, সেগুলোর জন্য তিনি সর্বোত্তম উপায়ে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন, কারো প্রতি এক অণুপরিমাণও অন্যায় করা হবেনা।

২১৬. তোমাদের প্রতি যুদ্ধ লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপ্রিয় কিন্তু তোমরা কোন কিছু অপছন্দ কর সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবং সম্ভবতঃ কোন কিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

২০৫৭. ইবনু মাজাহ ১৮১, আহমাদ ১৫৭৫৪, ইবনু আবী আসিম কর্তৃক রচিত 'আস সুন্নাহ' ৫৫৪, সকলেই মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আতা' ওয়াকী' আবূ রাযীন থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, ওয়াকী' বিন আদাস (কেউ তাকে ওয়াকীহ বলেছেন) মাকবূল। অর্থাৎ তার মুতাবাআত পাওয়া যায়। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৪/৩৩৫) এর মাঝে বলেন, তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার পরিচয় পাওয়া যায় না। আর তার থেকে ইয়া'লা বিন আতা' এককভাবে বর্ণনা করেছেন। একারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২০৫৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬১৯।

২০৫৯. হাকিম ৩/৬১১, মু'জামুল আওসাত ২৩৫৬, নাসাঈ ২৫৩২, ইবনু হিব্বান ৩৩৪১, আল-আমালুস্ব স্বালিহ ৩৭৮, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৯৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৬০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬২০।

জিহাদ ফরয করা হল

এ আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে যুদ্ধ করা ফরয করেছেন যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে। যুহরী বলেছেন, 'জিহাদ প্রত্যেক লোককে করতে হবে, সে প্রকৃতভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক বা পিছনে থাকুক। পিছনে থাকার দরকার হলে কেউ পেছনে থাকবে, সাহায্যের দরকার হলে সাহায্য করবে এবং অগ্রসর হবে যখন তাকে তা করতে বলা হবে। যখন তার দরকার নেই তখন সে পিছনে থাকবে।"

৯৫৩. (সহীহ): সহীহ হাদীসে আছে ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

কোন ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত না থেকে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করবে।[২০৬১]

৯৫৪. (সহীহ): "(মক্কা) বিজয়ের দিন, নাবী (ﷺ) বললেন, "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا" এ বিজয়ের পর আর হিজরত নেই কেবল আছে জিহাদ ও সৎ নিয়্যত। তোমাদের যদি এগিয়ে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে এগিয়ে যাও।"[২০৬২]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ **"যদিও তোমরা তা অপছন্দ কর"** অর্থাৎ, 'যুদ্ধ তোমাদের অন্তরে কঠিন এবং ভারী।' সত্যই আয়াতে যেভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে এতে আছে নিহত হওয়া, আহত হওয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো, এবং সফরের কষ্ট স্বীকার করা। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ **"কিন্তু তোমরা কোন কিছু অপছন্দ কর সম্ভবতঃ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর"** অর্থাৎ যুদ্ধের পরে আসে বিজয়, শত্রুর উপর প্রাধান্য, তাদের জমিজমা, অর্থসম্পদ ও সন্তানাদির উপর অধিকার। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ **"এবং সম্ভবতঃ কোন কিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"** এ আয়াত সাধারণ অর্থবোধক। তাই, কেউ কিছু পাওয়ার জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষী হয়, কিন্তু বাস্তবে তা তার জন্য ভাল বা উপকারী নয়, যেমন জিহাদ থেকে নিবৃত্ত থাকা, কেননা তার ফলে শত্রুরা দেশ বা দেশের শাসন ভার দখল করে নিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেনঃ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ **"বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।"** অর্থাৎ, অবশেষে কী ঘটবে এবং ইহকালে কিসে তোমাদেরকে উপকার দিবে তা তোমাদের চেয়ে আল্লাহই বেশি জানেন। কাজেই তাঁর কথা মান্য কর এবং তাঁর নির্দেশকে আকঁড়ে ধর যাতে তোমরা সত্য পথ লাভ করতে পার।

২১৭. পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথ হতে বাধা দান, আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাথেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ

২০৬১. মুসলিম ১৯১০, আবূ দাউদ ২৫০২, নাসাঈ ৩০৯৭, ইবনুল জারূদ ১০৩৬। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২০৬২. বুখারী ১৮৩৪, ২৭৮৩, ২৮২৫, মুসলিম ১৩৫৩। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) এর হাদীস থেকে। **তাহকীকঃ** সহীহ।

اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়। যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয় এবং তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এরা অগ্নিবাসী, চিরকালই তাতে থাকবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, এরাই আল্লাহ্‌র রহমত আশা করে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

নাখলার সুকৌশলী সামরিক ব্যবস্থা এবং হারাম মাসে যুদ্ধের বিধান

৯৫৫. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর আল-মুকাদ্দামী][মু'তামির বিন সুলায়মান][তার পিতা (সুলায়মান)][আল-হাদরাকমী][আবুস সাওয়ার][জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)]০ বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَهْطًا، وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ [أَوْ عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ] فَلَمَّا ذَهَبَ يَنْطَلِقُ، بَكَى صَبَابَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ، فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ مَكَانَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا، وَأَمَرَهُ أَلا يقرأ الْكِتَابَ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: لَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَلَمَّا قَرَأَ الكتابَ اسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. فخبَّرهم الْخَبَرَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، فَرَجَعَ رَجُلَانِ، وَبَقِيَ بقيَّتهم، فَلَقُوا ابْنَ الْحَضْرَمِي فَقَتَلُوهُ، وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَبٍ أَوْ مِنْ جُمَادى. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ: قَتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ! فَأَنْزَلَ اللهُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} الْآيَةَ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ'র নেতৃত্বে একটি দলকে সমবেত করলেন। যাত্রা করার মুহূর্তে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হারানোর আশংকায় কাঁদতে শুরু করলেন। ফলে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উবায়দাহ (রাঃ)-কে নেতৃত্ব থেকে রেহাই দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌শ (রাঃ)-কে নিয়োগ করলেন। তাকে কিছু লিখিত নির্দেশনা দেয়া হল এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যে, এই এই এলাকায় না পৌঁছা পর্যন্ত নির্দেশনামা পাঠ করবেনা। তিনি আবদুল্লাহকে আরো বললেন لَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى السَّيْرِ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ সেখানে যাওয়ার পর তোমার কোন লোককে তোমার সঙ্গে আরো অগ্রসর হতে বাধ্য করনা। আবদুল্লাহ নির্দেশনামা পাঠ করে ইসতিরজা' (আমরা আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব) পাঠ করলেন এবং বললেন, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনব ও মান্য করব।" তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে ঘটনা জানালেন এবং নির্দেশনামা তাদের নিকট পাঠ করলেন, তাদের দু'জন ফিরে চলে গেল বাকীরা তাঁর সঙ্গে থাকল। শীঘ্রই তারা (কুরাইশ কাফেরদের একজন লোক) ইবনু হাদরামিকে দেখল এবং তাকে হত্যা করে ফেলল এটা না জেনেই যে, সে দিনটি ছিল রজবের না জুমাদির (যে ক্ষেত্রে

রজব ছিল হারাম মাস)। মুশরিকরা মুসলিমবৃন্দকে বলল, "তোমরা হারাম মাসে হত্যা করেছ।" আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করলেন : ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ﴾ **"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ"**।[২০৬৩]

৯৫৬. (দুর্বল): সুদ্দী বলেন, [আবূ মালিক][আবূ সালিহ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] [মুররাহ বিন শুরাহবীল][ইবনু মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন যে,

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ بِالْأَسِيرَيْنِ وَمَا أَصَابُوا الْمَالَ، أَرَادَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُفَادُوا الْأَسِيرَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَتَّى نَنْظُرَ مَا فَعَلَ صَاحِبَانَا" فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ وَصَاحِبُهُ، فَادَى بِالْأَسِيرَيْنِ، فَفَجَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْبَعُ طَاعَةَ اللهِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَحَلَّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَقَتَلَ صَاحِبَنَا فِي رَجَبٍ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِنَّمَا قَتَلْنَاهُ فِي جُمَادَى -وَقِيلَ: فِي أَوَّلِ رَجَبٍ، وَآخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى- وَغَمَدَ الْمُسْلِمُونَ سُيُوفَهُمْ حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ يُعَيِّرُ أَهْلَ مَكَّةَ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} لَا يَحِلُّ، وَمَا صَنَعْتُمْ أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُشْرِكِينَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، حِينَ كَفَرْتُمْ بِاللهِ، وصدَدْتم عَنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابَه، وإخراجُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْهُ، حِينَ أَخْرَجُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ اللهِ.

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাত জনের একটি দলকে এক যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেন। সেটার নেতৃত্ব দেন আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ আল-আসাদী। উক্ত দলে ছিলেন আম্মার বিন ইয়াসার, আবূ হুযায়ফা বিন উতবা বিন রাবীআহ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, উতবাহ বিন গাযওয়ান আস সালমী (বনূ নওফেলের বন্ধু), সোহায়ল বিন বায়দা', আমির বিন ফুহায়রাহ এবং ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়ারবূঈ (উমার ইবনুল খাত্তাবের বন্দু)। রাসূল (সাঃ) ইবনু জাহাশকে একটি পত্র দেন এবং বাতনে নাখলায় না পৌঁছে তা পাঠ করতে নিষেধ করেন। তিনি তার দলকে উদ্দেশ্য করে বলেন- যদি তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, তাহলে সকলে অগ্রসর হও অন্যথায় বিরত হও। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিলাম মাত্র। আমি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে চললাম। অতঃপর তিনি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাযওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বাতনে নাখলায় পৌঁছলেন। তারা হাকাম বিন কায়সান ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুগীরার সম্মুখীন হলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্ত সাহাবাগণ উত্তম গনীমত লাভ করলেন। যখন তার গনীমতে ও কয়েদীগণকে নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন মক্কায় মুশরিকগণ বলতে লাগল- মুহাম্মাদ নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী বলে মনে করে। অথচ হারামের মাসে যুদ্ধ করাকে সে হালাল করেছে এবং আমাদের সাথীকে রজব মাসে হত্যা করেছে। সেটার জবাবে মুসলমানরা বলছে, আমরা তাকে জামাদিউস্ সানীতে হত্যা করেছি। এই বিতর্কের সমাধানের জন্যে আল্লাহ তাআলা নাযিল

২০৬৩. তাবারী ৪০৮৭, আবূ ইয়া'লা ১৫৩৪, তাবারানী ১৬৭০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১০৩৩৬, জুনদুব (রাঃ) এর হাদীস থেকে। আল-হাদরামীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ইবনুল মাদীনী বলেন, সানাদে হাদরামী একজন মাজহূল (অপরিচিত) রাবী। যেমন ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার তাহযীবুত তাহযীব' (২/৩৯৪) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বাসরার একজন শায়খ, তার থেকে আত তায়মী হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনিও মাজহূল। ইবনু হিব্বান 'আস সিকাহ' (৬/২৪৯) এর মাঝে বলেন, তিনি এবং তার পুত্র কে তা জানা যায় না। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' (২১০৭) এর মাঝে বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ 'আল-ইলাল' (১/২৮৪) এর মাঝে বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছি হাদরামী সম্পর্কে যার থেকে সুলায়মান আত তায়মী হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার পিতা তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি قاصا, তিনি আরও বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তার থেকে সুলায়মান আত তায়মী ব্যতীত অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। **তাহকীক:** দঈফ।

করেন ঃ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ **"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ"** অর্থাৎ হ্যাঁ, সেটা বৈধ নয় ঠিকই; তবে হে মুশরিক দল! তোমরা হারামের মাসে হত্যাকার্যের চেয়েও অবৈধ কাজ করছ আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার সাহাবাগণকে দীনের কাজে বাধা দিয়ে এবং মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার সহচরগণকে সেখান হতে বহিষ্কার করে।[২০৬৪]

ইবনু আব্বাস হতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসেই রসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে মসজিদুল হারামে যেতে বাধা দেয় ও তাঁকে বিরত রাখে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর জন্য পরবর্তী বছর হতে নিষিদ্ধ মাসকে উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে এই বলে দোষারোপ করতে লাগল যে, তিনি নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকান্ড বৈধ করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ **"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ"**, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও তাঁর সাথে কুফরী করা এবং মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে সেটা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড হতেও বড় অপরাধ। তা ছাড়া রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করেন। তারা আমর ইবনুল হাদরামীকে তায়েফ হতে অগ্রসর হতে দেখলেন। সময়টি ছিল জমাদিউস্ সানীর শেষ রাত ও রজবের প্রথম রাত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সাহাবাগণ সেটিকে জমাদিউস্ সানীর রাত্রি মনে করায় তাদেরই একজন তাকে হত্যা করল এবং তার যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করল। মুশরিকরা এ জন্যে তাদেরকে অপবাদ দিতে লাগল। তাই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ **"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ"** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহাবারা যা করেছেন তা হতে বড় অপরাধ হল মসজিদুল হারামের বাসিন্দাহগণকে সেটা হতে বহিষ্কার করা ও আল্লাহর সাথে শরীক করা। অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আল-বাকাল[২০৬৫] ইকরিমহি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত আয়াত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের অভিযান ও আমর ইবনুল হাদরামীর হত্যা প্রসঙ্গে নাযিল হয়।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী (মিথ্যুক) আবূ স্বালিহ ইবনু আব্বাস বলেন, উক্ত আয়াতটি মুস্বাব বিন আমর ইবনুল হাদরামীকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে।

সীরাত সংকলক আবদুল মালিক বিন হিশাম বর্ণনা করেছেন[২০৬৬], যিয়াদ বিন 'আবদুল্লাহ বাক্কায়ী বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার মাদানী স্বীয় সিরাত সম্পর্কিত গ্রন্থে লিখেছেন, "বদরের প্রথম যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজব মাসে 'আবদুল্লাহ বিন জাহাস বিন রিয়াব আসাদিকে পাঠিয়েছিলেন। নাবী (ﷺ) তাঁর সাথে আট জনকে পাঠিয়েছিলেন যাদের সবাই ছিল মুহাজিরীন, কেউই আনসার ছিলনা। তিনি তাকে লিখিত নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন

২০৬৪. তাবারী ৪০৮৬, সুদ্দী থেকে মুরসাল সূত্রে ৪০৯২ আবূ মালিক আল-গিফারীর হাদীস থেকে, ৪০৯০ ইবনু আব্বাস এর হাদীস থেকে, তার সানাদটি দুর্বল। আল-ইসতীআব (১/১৫৭) ইবনু জারীর 'জামিউল বায়ান' (২/২০৩) এর মাঝে আমর বিন হাম্মাদ আসবাত সুদ্দী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল, এর মাঝে দুটি ইল্লাত রয়েছে: ১. সানাদটি মু'দাল, ২. আসবাত বিন নাসর একজন দুর্বল রাবী। **তাহকীক:** দঈফ।

২০৬৫. হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি দুর্বল ও মুদাল্লিস রাবী।

২০৬৬. ইবনু হিশাম কর্তৃক রচিত 'আস সীরাতুন নাবাবী' (২/২০৬-২০৮), মাজমা' আয যাওয়াইদ (৬/১৯৮)।

যে, দু'দিন পথ চলার আগে তা পড়বেনা। অতঃপর 'আবদুল্লাহ তা পড়বে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য এগিয়ে যাবে, কিন্তু কাউকে তার সঙ্গী হতে জোরাজুরি করবেনা।

আবদুল্লাহ বিন জাহশের সংগীগণ সবাই ছিলেন মুহাজিরীন আব্দ শামস বিন আব্দ মানাফ হতে। তাতে ছিলেন আবূ হুযায়ফা বিন উতবাহ বিন রাবিআহ বিন আবদ শামস বিন আবদ মানাফ। তাদের মিত্রগোত্র হতে ছিলেন দলটির কমাণ্ডার আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ এবং বানু আসাদ বিন খুযাইমাহ হতে 'উকাশাহ বিন মিহসান। বানু নাওফাল বিন আবদ মানাফ হতে তাদের একমিত্র 'উতবাহ বিন গাজওয়ান বিন জাবির। বানু যুহরাহ বিন কিলাব হতে সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস। বানু কা'আব হতে তাদের মিত্র ছিল 'আদি বিন আমর বিন রবী'আহ ইবনু ওয়াইল; বানী তামীম গোত্রের ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদ মানাফ বিন আরীন বিন স্রা'লাবাহ বিন ইয়ারবু', বানু সা'দ বিন লায়স্র হতে খালিদ বিন বুকায়র, বানু হারিস্র বিন ফিহ্‌র হতে সুহায়ল বিন বায়াদাও তাদের সঙ্গে ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ যখন দু'দিন চললেন তিনি খুললেন এবং নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশনামা পাঠ করলেন, "এই নির্দেশনামা পাঠ করার পর তুমি এগিয়ে যাবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করবে, কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে এবং আমাদের জন্য খবর সংগ্রহ করবে।" আবদুল্লাহ বিন জাহাশ যখন নির্দেশনামা পাঠ করলেন, তিনি বললেন, "আমি শুনি, আমি মানি।" অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, "আমি শুনি, আমি মানি।" অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নাখলা পর্যন্ত গিয়ে কুরাইশদের কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাঁকে তাদের খবর জানানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তোমাদের কাউকে আমার সঙ্গী হতে জোর খাটানোর জন্য তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন। কাজেই যারা শহীদ হতে চায় তারা আমার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। যারা শহীদ হওয়ার ব্যাপারটিকে অপছন্দ করে তারা ফিরে যাক। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ পালন করব। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এগিয়ে চললেন, কেউ ফিরে গেলনা।

'আবদুল্লাহ হিজায এলাকায় (পশ্চিম আরব) প্রবেশ করলেন এবং ফুরু'র নিকটবর্তী বুহরান নামক এলাকায় পৌঁছলেন। সেখানে সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্র এবং উতবাহ বিন গাজওয়ান তাদের উট হারিয়ে ফেললেন যেটিতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করছিলেন। উটের খোঁজে তারা পেছনে গেলেন আর 'আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ বাকী সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে নাখলায় পৌঁছলেন। তখন কুরাইশদের একটি কাফেলা কিশমিশ, খাদ্য ও কুরাইশদের কতক ব্যবসায় সামগ্রী নিয়ে অতিক্রম করল। আমর বিন হাদরামি-যার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন আব্বাদ- কাফেলায় ছিল, আর ছিল মাখযূম গোত্রের উস্রমান বিন 'আবদুল্লাহ, এবং হিশাম বিন মুগীরাহর মুক্ত দাস হাকাম বিন কায়সান। সাহাবীদেরকে দেখে তারা ভীত হয়ে গেল, কিন্তু তারা যখন 'উকাশাহ বিন মিহসানকে দেখল, তাদের ভীতি স্তিমিত হল, কারণ তার মাথা মুণ্ডিত ছিল। তারা বলল, "এ লোকগুলো 'উমরাহ করবে, কাজেই তাদেরকে ভয় করার দরকার নাই।

সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। দিনটি ছিল (হারাম) রজব মাসের শেষ দিন। তারা পরস্পর বলাবলি করল, "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাদেরকে চলে যেতে দাও, তাহলে তারা শীঘ্রই হারাম এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তোমাদের হতে আশ্রয় নিয়ে নিবে। আর যদি তাদেরকে হত্যা কর, তাহলে পবিত্র মাসে তাদেরকে হত্যা করা হবে। প্রথমে তারা ইতস্ততঃ করল এবং তাদেরকে আক্রমণ করলনা। অতঃপর তারা নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা যাকে পারবে হত্যা করবে এবং তাদের মাল ছিনিয়ে নিবে। তাই, ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ তামীমী একটি তীর নিক্ষেপ করে

আমর বিন হাদরামীকে হত্যা করল, উস্মান বিন আবদুল্লাহ এবং হাকাম বিন কায়সান আত্মসমর্পণ করল এবং নাউফাল তাদেরকে দৌড়ে পরাস্ত করল। পরে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীরা বোঝাই উটগুলো এবং দু'বন্দীসহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে গেল।

ইবনু ইসহাক অতঃপর বর্ণনা করেছেন, আমাকে বলা হয়েছিল যে, 'আবদুল্লাহ বিন জাহশের পরিবারের কতক লোক বলেছেন যে, আবদুল্লাহ তার সংগীদের বলেছিলেন, "আমরা যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার পঞ্চমাংশ লাভ করবেন। আব্দুল্লাহ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাসূল (ﷺ) এর জন্য আলাদা করলেন এবং বাকী সম্পদ তার সংগীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইবনু ইসহাক আরো বলেছেন, সারীয়্যাহ যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে আসল তখন প্রথমেই তিনি তাদেরকে বললেন, مَـا أَمَـرْتُكُمْ بِقِتَـالٍ فِي الشَّـهْرِ الْحَـرَامِ (হারাম মাসে যুদ্ধ করার জন্য আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি।) তিনি লব্ধ দ্রব্যসম্ভারের কিছুই গ্রহণ করলেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এমন করলেন তখন ঘটনার সঙ্গে জড়িত সৈনিকবৃন্দ শংকিত হয়ে পড়ল এবং তারা ভাবল যে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলিম ভাইগণও তাদের কাজের জন্য তাদের সমালোচনা করল। কুরাইশরা বলল, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার সঙ্গীরা হারাম মাসের পবিত্রতা লংঘন করে রক্তপাত ঘটিয়েছে, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং মানুষকে বন্দী করেছে। যে সকল মুসলিম মক্কায় রয়ে গিয়েছিল তারা বলল যে, মুসলিমবৃন্দ এটা শা'বান মাসে করেছে (যেটা হারাম মাস নয়) অন্যদিকে এ ঘটনায় ইয়াহূদীরা খুশি হল। তারা বলল, আমর বিন হাদরামি ওয়াকিদ বিন 'আবদুল্লাহ কর্তৃক মক্কায় নিহত হয়েছে, আমর মানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, হাদরামি মানে যুদ্ধ এসে গেছে, আর ওয়াকিদ (বিন আবদুল্লাহ) মানে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে (এ সব শব্দের অর্থকে তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনে ব্যবহার করল)।" কিন্তু এ সবকিছুকে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেলেন।

যখন লোকেরা এ ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা বলতেই থাকল তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করলেন:

﴿يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর গুনাহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র পথ হতে বাধা দান, আল্লাহ্র সঙ্গে কুফ্রী, কা'বা গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাথেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহ্র নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়।" এ আয়াতের অর্থ "তোমরা যদি পবিত্র মাসে হত্যা করে থাক, তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে এবং তাতে অবিশ্বাস করেছে। তারা তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে প্রবেশেও বাধা দিয়েছে আর তাথেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে যদিও তোমরা সেখানকারই লোক (এ সকল বিষয়) ﴿اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ﴾ **"আল্লাহর নিকট বড়"** (বাড়াবাড়ি) হত্যা করার চেয়ে তাদের যাকে তোমরা হত্যা করেছ। আবারো ﴿وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ **"এবং ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য"** অর্থাৎ, মুসলিমবৃন্দকে তাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিয়ে কুফর গ্রহণ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা, আল্লাহর নিকট হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।" আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا﴾ **"যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয়"**। কাজেই তারা দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করেই যাবে।

ইবনু ইসহাক আরো বলেছেন ঃ কুরআন যখন এ ব্যাপারে কথা বলল আর আল্লাহ ঘটনায় মুহ্যমান মুসলিমদের মনে প্রশান্তি আনলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন কাফেলার উট, দ্রব্যসম্ভার ও বন্দীদ্বয় 'উসমান বিন 'আবদুল্লাহ এবং হাকাম বিন কাইসানকে গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: لَا نُفْدِيكُمُوهُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا আমাদের সংগীদ্বয় নিরাপদে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমাদের নিকট হতে বন্দী মুক্তির বিনিময় মূল্য গ্রহণ করব না অর্থাৎ সা'দ বিন আবী ওয়ক্কাস এবং উতবাহ বিন গাযওয়ান। "কারণ তোমাদের নিকট তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা শংকিত। তোমরা যদি তাদেরকে হত্যা করে থাক, তাহলে আমরাও তোমাদের লোককে হত্যা করব।" পরে সা'দ ও উতবাহ নিরাপদে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশদের নিকট হতে তাদের বন্দী মুক্তির বিনিময় মূল্য গ্রহণ করলেন। হাকাম বিন কায়সান মুসলিম হয়ে গেল, তাঁর ইসলাম শক্তিশালী হয়েছিল। তিনি আল্লাহর রাসূলের নিকটই রয়ে গেলেন, অতঃপর বীরে মা'উনাহ্র ঘটনায় তিনি শহীদ হন (যখন নাবী (ﷺ) ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য সত্তর জন সাহাবীকে নজদে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু বানু সুলাইম তাদের দু'জন ব্যতীত সকলকে হত্যা করে ফেলে)। আর উসমান বিন আবদুল্লাহ মক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ইবনু ইসহাক আরো জানিয়েছেন ঃ এ বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ বিন জাহ্শ ও তাঁর সঙ্গিগণ যখন দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন তারা শহীদের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ ঘটনা আমাদের জন্য যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হোক, যাতে আমরা মুজাহিদের পুরস্কার পেতে পারি। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, এরাই আল্লাহ্র রহমত আশা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তারা যা কামনা করেছিল সে ব্যাপারে আল্লাহ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উন্নীত করলেন। **ইবনু ইসহাক বলেন ঃ এ হাদীসটি যুহরী ও ইয়াযীদ বিন রূমান উভয়ে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন।**

◈[য়ূনুস বিন বুকায়র][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][ইয়াযীদ বিন রূমান][উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র]◈ ◈[মূসা বিন উকবাহ][যুহরী]◈ ◈[শুআয়ব বিন আবী হামযাহ][যুহরী][উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র]◈ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেটাতে বলা হয়ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে লড়াইয়ে প্রথম নিহত ব্যক্তি হল আমর ইবনুল হাদরামী। এ হত্যাকান্ড উপলক্ষে একদল কুরায়শ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল- আপনি কি নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হত্যা বৈধ করেছেন? তদুত্তরে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ......﴾ হাফিয আবূ আল-বায়হাকী তার 'দালাইলুন নুবুওয়াহ' কিতাবে এ ঘটনা হতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতঃপর ইবনু হিশাম বলেন, ইবনু ইসহাক থেকে যিয়াদ বর্ণনা করে বলেন- আবদুল্লাহ বিন জাহাশের পরিবারের কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি তার সঙ্গিদের মাঝে চার-পঞ্চমাংশ 'ফায়' বন্টন করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য আলাদা করে রাখেন। ইবনু হিশাম আরও বলেন- এই গনীমত ছিল মুসলমানদের প্রাপ্ত প্রথম গনীমত ও আমর ইবনুল হাদরামী মুসলমানদের হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং উসমান বিন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইবনু কায়সান মুসলমানদের হাতে সর্বপ্রথম বন্দী হয়।

ইবনু ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশের জিহাদ সম্পর্কে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং কারো মতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ কুরায়শদের প্রতিবাদ ও অপবাদের জবাব দেন। ইবনু হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ বিন জাহাশ এভাবে জবাব দেন ঃ

تَعُدّون قَتْلا فِي الْحَرَامِ عَظِيمَةً — وَأَعْظَمُ مِنْهُ لَوْيَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ
صدودُكمُ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ — وَكُفْرٌ بِهِ وَاللهُ راءٍ وشاهدُ
وإخراجُكمْ مِنْ مَسْجِدِ اللهِ أهلَه — لِئَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ ساجدُ
فإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتمونا بِقَتْلِهِ — وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ باغٍ وحاسدُ
سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رماحَنَا — بنخلةَ لَمَّا أوقَدَ الحربَ واقدُ
دَمًا وابنُ عَبْدِ اللهِ عثمانُ بَيْنَنَا — يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقَدِّ عاندُ

অর্থ ঃ তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে বড় অপরাধ বলে বিবেচনা করছো। সেটা হতে বড় অপরাধ হল হিদায়াতকারীর হিদায়াতের পথ হতে দূরে থাকা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কথার বিরুদ্ধে তোমাদের বাধা সৃষ্টি ও তাকে অস্বীকার করা আরও অপরাধ। আল্লাহই তার সাক্ষী। আর তোমাদের মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে সেটা হতে বহিষ্কার করা যেন আল্লাহ সেখানে তাতে সিজদা দানের লোক না দেখেন, সেটা আরও জঘন্য কাজ। অতঃপর আমরকে হত্যার ব্যাপারে তোমরা আমাদেরকে দোষারোপ করছো? অথচ সে ইসলামের ভয়ংকর বিরোধী, হিংসুক ও নিন্দুক ছিল। তাই আমরা আমাদের পিপাসা ইবনুল হাদরামীর রক্ত দিয়ে নিবারণ করেছি। আর তা নাখলা প্রান্তরে ঘটেছে যখন ওয়াকিদ যুদ্ধের অনল প্রজ্জ্বলিত করল। তার রক্ত প্রান্তর রঞ্জিত করল এবং আবদুল্লাহ বিন উসমানকে হাতকড়া দিয়ে বন্দী করল।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۹﴾

২১৯. তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'ঐ দু'টোতে আছে ভয়ঙ্কর গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারও কিন্তু এ দু'টোর পাপ এ দু'টোর উপকার অপেক্ষা অধিক'। তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত'। এভাবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি আদেশাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾

২২০. দুনিয়া এবং আখিরাত সম্বন্ধে। আরও তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; বল, 'তাদের উপকার করা উত্তম' এবং যদি তাদের সঙ্গে তোমরা একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমাদেরকে কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

খামর এর প্রতি পর্যায়ক্রমিক নিষেধাজ্ঞা

৯৫৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, খালফ ইবনুল ওয়ালীদ, ইসরাঈল, আবূ ইসহাক, আবূ মায়সারাহ, উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেন, اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا "হে আল্লাহ! খামর সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট বিধান দিন।" ফলে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার আয়াত অবতীর্ণ করলেন ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ﴾ **"তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'ঐ দু'টোতে আছে ভয়ঙ্কর গুনাহ"** অতঃপর উমার (রাঃ)-কে ডাকা হল এবং আয়াতটি পড়ে তাঁকে শুনানো হল। কিন্তু তিনি আবারো বললেন "হে আল্লাহ! খামর সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট বিধান দিন। তখন সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হল ঃ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى﴾ **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বলাতের নিকটবর্তী হয়ো না।"**[২০৬৭] অতঃপর যখন স্বলাতের জন্য ডাকা হত তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ হতে একজন ঘোষণা করত "মদ্যপানের অবস্থায় কেউ স্বলাতে যোগদান করবেনা।" উমারকে ডাকা হল এবং আয়াতটি তাকে পড়ে শুনানো হল। তিনি আবারও বললেন, "হে আল্লাহ! খামরের ব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট বিধান দিন। তখন সূরা মাইদার আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার (রাঃ)-কে আবারো ডাকা হল এবং তাকে আয়াত পড়ে শুনানো হল যখন তিনি পৌঁছেছিলেন ﴿فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ﴾ **"কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"**[২০৬৮] তিনি বললেন, "আমরা ক্ষান্ত হলাম, আমরা ক্ষান্ত হলাম।"[২০৬৯] আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈর সংগৃহিত গ্রন্থসমূহেও ইসরাঈল আবূ ইসহাকের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

আলী ইবনুল মাদীনী এবং তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসের সানাদ সুষ্ঠু ও প্রামাণ্য। এ হাদীসটি আমরা আবারো উল্লেখ করব তার সঙ্গে যা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যা ইমাম আহমাদ সংগ্রহ করেছেন ঃ

﴿اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"মদ, জুয়া আর মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার।"[২০৭০]

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ **"তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।"** খামর সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন, মনে যা মাতলামির সৃষ্টি করে সবই তার অন্তর্ভুক্ত।" এ কথাটি আমরা সূরা মাইদার ব্যাখ্যায় জুয়ার বিষয়ের সঙ্গে উল্লেখ করব।[২০৭১]

আল্লাহ বলেছেন: ﴿قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ **"বল, 'ঐ দু'টোতে আছে ভয়ঙ্কর গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকারও"** খামর এবং জুয়ার ক্ষতি সম্পর্কে বলতে গেলে, তা দ্বীনের ক্ষতি করে। আর এগুলোর উপকার বস্তুগত, যার মধ্যে আছে শরীরের জন্য উপকার, খাদ্য হজমকারী, ক্লান্তি দূর করে, মন সতেজ করে, মনে আনন্দের ভাব এনে দেয়, আর তার বিক্রয়ে আছে অর্থনীতিক লাভ। জুয়া থেকে অর্জন হয় তা কেউ পরিবারের এবং নিজের জন্য ব্যয় করে। কিন্তু এগুলোর দ্বারা মনের ও দ্বীনের স্পষ্ট ক্ষতি

২০৬৭. সূরাহ নিসা, ৪:৪৩।
২০৬৮. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৯১।
২০৬৯. আহমাদ ৩৮০, মুসতাদরাক ৩১০১, আবূ দাঊদ ৩৬৭০, নাসাঈ ৫৫৪০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২০৭০. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৯১।
২০৭১. আহমাদ ২/৩৫১।

তাদের উপকারের চেয়ে বেশি। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَاِثۡمُهُمَاۤ اَكۡبَرُ مِنۡ نَّفۡعِهِمَا﴾ **"কিন্তু এ দু'টোর পাপ এ দু'টোর উপকার অপেক্ষা অধিক'।"** এ আয়াত খামর নিষিদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ সুস্পষ্টভাবে নয়, কিন্তু এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। কাজেই এ আয়াত যখন উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠ করা হল তখনও তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! খাম্‌র সম্পর্কে আমাদেরকে পরিষ্কার বিধান দিন। শীঘ্রই আল্লাহ সূরা মাইদায় খাম্‌র সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ করলেন ঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ فِى الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّنۡتَهُوۡنَ ۝﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া আর মূর্তি ও ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণিত শয়তানী কাজ, তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হতে পার। মদ আর জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তো চায় তোমাদের মাঝে শত্রুতা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহ্‌র স্মরণ আর স্বলাত থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"[২০৭২] সূরা মাইদার ব্যাখ্যাকালে আমরা ইনশা'আল্লাহ বিষয়টি উল্লেখ করব।

ইবনু 'উমার (রাঃ), শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী' ইবনু আনাস এবং আবদুর রহমান বিন আসলাম বলেছেন যে, খামর সম্পর্কিত প্রথম আয়াত ঃ ﴿يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ ؕ قُلۡ فِيۡهِمَاۤ اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ﴾ **"তোমাকে লোকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'ঐ দু'টোতে আছে ভয়ঙ্কর গুনাহ"** অতঃপর (এ বিষয়ে) সূরা নিসায় আয়াত অবতীর্ণ হয় অতঃপর সূরা মাইদার আয়াত খামরকে নিষিদ্ধ করে।[২০৭৩]

কেউ স্বীয় অর্জন থেকে যা বাঁচাতে পারবে তা দান করবে

৯৫৮. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][মূসা বিন ইসমাঈল][আবান (প্রত্যাখ্যানযোগ)][ইয়াহইয়া]........[মুআয বিন জাবাল ও স্বা'লাবা (রাঃ)]০ তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের সম্পদের দুশ্চিন্তায় পরিবারবর্গসহ বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছি তখন আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন, ﴿وَيَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ ؕ قُلِ الۡعَفۡوَ﴾ **"তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, 'যা উদ্বৃত্ত'।"**[২০৭৪]

হাকাম বলেছেন, মিকসাম বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ﴿وَيَسۡـَٔلُوۡنَكَ مَاذَا يُنۡفِقُوۡنَ ؕ قُلِ الۡعَفۡوَ﴾ এ আয়াতের অর্থ তুমি তোমার পরিবারের উপর খরচ করার পর যা বাঁচাতে পার।[২০৭৫]

অনুরূপভাবে ইবনু 'উমার, মুজাহিদ, আতা', ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, মুহাম্মাদ বিন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, কাসিম, সালিম, আতা' খুরাসানী এবং রবী' বিন আনাস এরা সকলে বলেন, ﴿قُلِ الۡعَفۡوَ﴾ অর্থাৎ অতিরিক্ত।[২০৭৬] তাউস এর অর্থ করেছেন, সবকিছু থেকে কিছু অংশ। রাবী' বিন আনাস বলেন, এটা হল সম্পদের উত্তম ও পবিত্র অংশ। এ সকল অর্থের সারকথা হল উদ্বৃত্ত সম্পদ।

২০৭২. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৯০-৯১।

২০৭৩. তাবারী ৪/৩৩১-৩৩৬।

২০৭৪. সানাদে দুটি ইল্লাত লক্ষ্য করা যায়। ১. আবান বিন আবদুল্লাহ আশ শামী মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। ২. ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর স্বিকাহ কিন্তু তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ইরসাল ও তাদলীস করে থাকেন। তাছাড়া তিনি মুআয (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি অর্থাৎ সানাদে তাদের মাঝে ইনকিতা সৃষ্টি হয়েছে। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২০৭৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৫৬।

২০৭৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৫৬, ৬৫৭।

আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, [হাওযাহ বিন খালীফাহ][আওফ][হাসান] তিনি ﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, যা কষ্টকর না হয় এবং মানুষের ভিতর তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর প্রমাণস্বরূপ ইবনু জারীর যা বর্ণনা করেছেন সেটি পেশ করেছেন–

৯৫৯. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, [আলী বিন মুসলিম][আবূ আসিম][ইবনু আজলান][আল-মাকবুরী][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] বলেছেন যে, একজন লোক বলেছিল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার একটি দিনার আছে, নাবী (সাঃ) বললেন,

"أَنْفِقهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفِقهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفِقهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "فَأَنْتَ أَبصَرُ"

তোমার নিজের জন্য তা খরচ কর। লোকটি বলল, "আমার আরেকটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর জন্য তা খরচ কর। লোকটি বলল, "আমার আরেকটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, তোমার সন্তানাদির জন্য ব্যয় কর। সে বলল, 'আমার আরেকটি দিনার আছে।" তিনি বললেন, তোমারই ভাল জানা আছে কোথায় কিভাবে তা দান করবে।[২০৭৭] মুসলিমও তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯৬০. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, জাবির (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি লোককে বললেন:

"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا"

নিজেকে দিয়ে শুরু কর। অতঃপর স্ত্রীকে দাও। অতঃপর যদি থাকে তো পরিবারবর্গকে দাও। তারপর যদি থাকে তো আত্মীয়-স্বজনকে দাও এবং এভাবে অগ্রসর হও।[২০৭৮]

৯৬১. (স্বহীহ): আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"خير الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"

উত্তম সাদকা হল ধনাঢ্য অবস্থায় দান আর উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম এবং তোমার আপনজন হতে দান শুরু কর।[২০৭৯]

৯৬২. (স্বহীহ): একটি হাদীসে আছে ঃ

"ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تبذُل الفضلَ خيرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلام عَلَى كَفَافٍ"

হে আদম সন্তান! যদি তুমি তোমার বাড়তি সম্পদ খরচ কর, তাই উত্তম আর যদি জমিয়ে রাখ, তা ক্ষতিকর। তোমার পর্যাপ্ত খরচের জন্য তুমি নিন্দিত হবে না।[২০৮০]

২০৭৭. তাবারী ৪১৭০, আবূ দাউদ ১৬৯১, আহমাদ ৭৩৭১, ইবনু হিব্বান ৩৩৩৭। মুহাম্মাদ বিন আজলানের কারণে সানাদটি হাসান। অনুরূপ অর্থে ইমাম মুসলিমও (৯৯৫) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৭৮. মুসলিম ৯৯৭, নাসাঈ ২৫৪৬, ইবনু হিব্বান ৩৩৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২০৭৯. বুখারী ১৪২৮ (আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস থেকে), মুসলিম ১০৩৪ (হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) এর হাদীস থেকে)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২০৮০. মুসলিম ১০৩৬ (আবূ উমামাহ (রাঃ) এর হাদীস থেকে), তিরমিযী ২৩৪৩, শুআবুল ঈমান৩৩৮৬। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াত মানসূখ হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে আওফী ও আলী বিন আবী তালহাহ উক্ত বর্ণনা প্রদান করেন। আতা' আল-খুরাসানী ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা শোনান। পক্ষান্তরে মুজাহিদসহ অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন- যাকাতের আয়াত এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এ আয়াতের অস্পষ্ট বক্তব্য সেটাতে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ মতটিই প্রাধান্য পেয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ﴾ **"এভাবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি আদেশাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া এবং আখিরাত সম্বন্ধে।"** অর্থাৎ তিনি যেমন তোমাদের জন্য এ সব নির্দেশাবলী দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি তাঁর নির্দেশ, প্রতিশ্রুতি ও সাবধান বাণী সম্পর্কিত তাঁর আয়াতের বাকি অংশ ব্যাখ্যা করেছেন যাতে তোমরা এ জীবন ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা কর।

আলী বিন আবী তলহাহ্ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "আসন্ন মৃত্যু এবং এ জীবনের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে এবং পরকালের অত্যাসন্ন প্রারম্ভ ও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে।"

ইবনু আবী হাতিম বলেন, {আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফিসী}{আবূ উসামাহ}{সাইক আল-আয়শী}{হাসান} (স্বাইক) বলেন, আমি হাসানের সাথে দেখা করলাম। তিনি সূরা বাকারার এ আয়াতটি পড়লেন ঃ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ﴾ **"যাতে তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া এবং আখিরাত সম্বন্ধে।"** অতঃপর বললেন আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করেছে, সে আখিরাত নিয়ে চিন্তা করেছে, সে অবশ্যই জানতে পেরেছে যে, আখিরাত ফলাফল লাভের স্থান ও সেটা স্থায়ী নিবাস। কাতাদা ও ইবনু জুরায়জ এ আয়াত সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আবদুর রাযযাক বলেন, {মা'মার}{কাতাদাহ} সেটির ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে অবশ্যই দুনিয়ার উপর আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবে। কাতাদা হতে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে- এরফলে দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রভাবের প্রাধান্য দেখা দেবে।

আমরা সূরা আলে ইমরানের ﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ﴾ **"নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন আছে"**[২০৮১] এর তাফসীরে সালাফদের থেকে তার অর্থ সম্পর্কিত অনেক আসার বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করেছি।

ইয়াতীমের সম্পত্তি সংরক্ষণ

আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ﴾

"আরও তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; বল, 'তাদের উপকার করা উত্তম' এবং যদি তাদের সঙ্গে তোমরা একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমাদেরকে কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতেন"

২০৮১. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৯০।

৯৬৩. (হাসান) ইবনু জারীর বলেন, সুফইয়ান বিন ওয়াকী' জারীর আতা' ইবনুস সাইব সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "যখন এ আয়াত ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ **"(ইয়াতীমরা) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না"**[২০৮২] এবং ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ **"যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো নিজেদের পেটে কেবল অগ্নিই ভক্ষণ করে, তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে"**[২০৮৩] অবতীর্ণ হল তখন যারা কতক ইয়াতীমের দেখাশুনা করত তারা নিজেদের পানাহার থেকে ইয়াতীমদের পানাহার আলাদা করে ফেলল। যখন ইয়াতীমদের কিছু পানাহার অতিরিক্ত হত তখন সেগুলোকে তারা পরে খাবে এজন্য রেখে দেয়া হত কিংবা সেগুলো নষ্ট হয়ে যেত। এ অবস্থা তাদের জন্য কঠিন ছিল এবং বিষয়টি তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ **"আরও তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; বল, 'তাদের উপকার করা উত্তম' এবং যদি তাদের সঙ্গে তোমরা একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।"** অতঃপর তারা নিজেদের খাদ্য ও পানিয়ের সঙ্গে ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় একত্রিত করল।[২০৮৪] এ হাদীস্বটি আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং হাকীমও স্বীয় মুসতাদরাকে আতা' ইবনুস সাইব থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে, সুদ্দী আবূ মালিক থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ও আবূ স্বালিহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে, মুররাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (২ ঃ২২০) এ আয়াতের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অন্যান্যরাও একই রকম কথা বলেছেন, তারা হলেন মুজাহিদ, আতা', শা'বী, ইবনু আবী লাইলাহ, কাতাদাহ ও অন্যরা যারা সালাফ ও পরবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত।[২০৮৫]

ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বর্ণনা করেছেন যে, হিশাম আদ দাসতাওয়ায়ী হাম্মাদ ইবরাহীম আ'শিয়াহ (রাঃ) বলেছেন, **"আমি পছন্দ করিনা যে, আমার অধীনে কোন ইয়াতীমের অর্থসম্পদ থাকুক যদি না আমি আমার খাদ্যের সঙ্গে তার খাদ্য ও আমার পানীয়র সঙ্গে তার পানীয় একত্রিত করি।**[২০৮৬]

আল্লাহ বলেছেন: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ **"বল, তাদের উপকার করা উত্তম"** অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে (এর অর্থ এই যে, এটা যে কোন অবস্থাতে করতেই হবে)। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ **"এবং যদি তাদের সঙ্গে তোমরা একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।"** অর্থাৎ যদি তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়র সঙ্গে তাদের খাদ্য ও পানীয় মিশ্রিত কর তবে কোন ক্ষতি নেই, কারণ দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। এজন্য আল্লাহ পরে বলেছেন ঃ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ **"বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী আর কে কল্যাণকামী"** অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে জানেন যারা ক্ষতি করতে চায় বা ন্যায় কাজ করতে চায়।

তিনি আরো বলেন ঃ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ **"এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমাদেরকে কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত,**

২০৮২. সূরাহ আনআম, ৬:১৫২।
২০৮৩. সূরাহ নিসা, ৪:১০।
২০৮৪. তাবারী ৪১৮৬ ,আবূ দাঊদ, ২৮৭১, নাসাঈ ৩৬৬৯, মুসতাদরাক, ২/২৭৮। সানাদটি আতা' ইবনুস সাইব এর কারণে শক্তিশালি নয়। কিন্তু এর মূল হাদীস্বের শাহিদ হিসেবে মুরসাল ও মাওসূল হাদীস্ব পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।
২০৮৫. তাবারী ৪/৩৫০-৩৫৩।
২০৮৬. তাবারী ৪/৩৫৫/হা. ৪২০০।

প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ, আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে ব্যাপারটি তোমাদের জন্য কঠিন করে দিতেন। কিন্তু তা তিনি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন আর এমনভাবে তোমাদের কাজকর্মের সঙ্গে তাদের কাজকর্ম মিশিয়ে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন যা বেশি উপকারী। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ﴾ **"(ইয়াতীমরা) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়া ইয়াতীমদের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না।"**[২০৮৭] এভাবে আল্লাহ ইয়াতিমদের ধনসম্পত্তি হতে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে খরচ করার অনুমতি তত্ত্বাবধায়ককে প্রদান করেছেন এই শর্তে যে, যখন তার পক্ষে সম্ভব হবে সে ক্ষতিপূরণ করে দেবে। ইনশা আল্লাহ এ সম্পর্কে আমরা সূরা নিসায় বিস্তারিত উল্লেখ করব।

২২১. মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। মূলতঃ মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিও না, বস্তুতঃ মুশরিককে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, মু'মিন গোলাম তার চেয়ে উত্তম। ওরা অগ্নির দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষদের জন্য নিজের হুকুমগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

মুশরিক ও মুশরিকাকে বিবাহ করা হারাম

আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে নিষেধ করেছেন মুশরিকা নারীকে বিয়ে করতে যারা পুতুল পূজা করে। যদিও এর অর্থ সাধারণ এবং পুতুল পূজারী ও আহলে কিতাবের প্রতিটি মুশরিকা নারী এর অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ এ বিধান থেকে আহলে কিতাবকে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ﴾

"সচ্চরিত্রা মু'মিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হল যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর, বিবাহের দুর্গে স্থান দানের উদ্দেশে, ব্যভিচারী হিসেবে নয়।"[২০৮৮]

আলী বিন আবী তলহাহ্ বলেছেন যে, ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾ **"মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না"** আল্লাহর এ কথা সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ আহলে কিতাবদের নারীদেরকে বাদ রেখেছেন।"[২০৮৯] এটা মুজাহিদ 'ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, মাকহুল, হাসান, দহ্হাক, যায়দ বিন আসলাম, রবী' বিন আনাস এবং অন্যদেরও ব্যাখ্যা।[২০৯০]

২০৮৭. সূরাহ আনআম, ৬:১৫২।
২০৮৮. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৫।
২০৮৯. তাবারী ৪/৩৬২।
২০৯০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৬৯-৬৭১।

কতক বিদ্বান বলেছেন যে, এ আয়াতে একমাত্র পুতুল পূজারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নয়। আর এ অর্থ তারই মত আমরা প্রথম যে মতটি উল্লেখ করেছি। আল্লাহই ভাল জানেন।

৯৬৪. (দঈফ): অতঃপর ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, উবায়দ বিন আদাম বিন আবূ আয়্যাস আল-আসকালানী আমার পিতা (আদাম বিন আবূ আয়্যাস) আবদুল হামীদ বিন বাহরাম আল-ফাযারী শাহর বিন হাওশাব আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'মিনা ও মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত কয়েক প্রকারের মহিলাদের বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারিণীদেরকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ **"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী কাজ মিলিয়েছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।"**

তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (রাঃ) একজন ইয়াহুদী মহিলা এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান একজন খ্রিষ্টান মহিলাকে বিবাহ করায় উমার (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে চাবুক মারতে উদ্যত হন। অতঃপর তারা উভয়েই বললেন, আমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দিব, আপনি রাগান্বিত হবেন না। উমার (রাঃ) বললেন, তালাক দেয়া যদি হালাল হবে তা হলে বিবাহও হালাল হওয়া উচিত ছিল। আমি তাদেরকে তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নিব এবং অত্যন্ত অপমানের সাথে তাদেরকে পৃথক করে দিব।[২০৯১] হাদীসটি গরীব এবং উমার (রাঃ) হতে সেটার বর্ণনাসূত্র আরও গরীব।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের নারীদেরকে বিয়ে করা জায়িয- এ কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, "উমার এ রীতি পছন্দ করতেন না যাতে মুসলিমরা মুসলিম নারীকে বিয়ে করা হতে বিরত না থাকে বা এ রকম কারণে।[২০৯২] যেমন- আবূ কুরায়ব ইবনু ইদরীস স্বালত বিন বাহরাম শাকীক বলেন, হুযায়ফাহ একবার এক ইয়াহূদী নারীকে বিয়ে করেছিলেন, তখন উমার (রাঃ) তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, "তাকে তালাক দিয়ে দাও।" তিনি প্রত্যুত্তরে লিখলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, সে আমার জন্য জায়েয নয় যে জন্য আমি তাকে তালাক দিব?" তিনি বললেন, "তা নয়, তবে আমি ভয় করি যে, তোমরা তাদের প্রেমকারিণীদের সাথে বিয়ে করবে।"[২০৯৩] এর সানাদটি স্বহীহ। আল-খাল্লাল মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' স্বালত থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, মূসা বিন আবদুর রহমান আল-মাসরূকী মুহাম্মাদ বিন বিশর সুফইয়ান বিন সাঈদ ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ যায়দ বিন ওয়াহাব উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "মুসলিম পুরুষ খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করবে, কিন্তু খ্রীষ্টান পুরুষ মুসলিম নারীকে বিয়ে করবে না।[২০৯৪] পূর্বের হাদীসের চেয়ে এ হাদীসের সানাদ অধিক স্বহীহ।

২০৯১. তাবারী ৪২২৪, ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর হাদীস থেকে, তার সানাদে শাহর বিন হাওশাব ব্যতীত সকলে সিকাহ। যদিও একটি জামাআত তাকে সিকাহ বলেছেন কিন্তু আবূ হাতিম বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। ইবনু আওন বলেন, মানুষ তাকে বর্জন করেছে। আদ দাওলাবী বলেন, মানুষের মুখের হাদীস আর তার হাদীসের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। আলী বিন হাফস বলেন, আমি শু'বাকে আবদুল হামীদ বিন বাহরাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তিনি শাহর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীকঃ** দঈফ।

২০৯২. তাবারী ৪/৩৬৬।

২০৯৩. তাবারী ৪/৩৬৬।

২০৯৪. তাবারী ৪/৩৬৬/হা. ৪২২২।

৯৬৫. (দঈফ): তামীম ইবনুল মুনতাসির) ইসহাক আল-আযরাক) শারীক) আশআস বিন সাওওয়ার) হাসান) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমরা আহলে কিতাবদের নারীদেরকে বিবাহ করতে পারি; কিন্তু আমাদের নারীদেরকে আহলে কিতাবরা বিবাহ করতে পারে না।'[২০৯৫] ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ এ হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও এটার উপরেই উম্মতের ইজমা হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আহমাসী) ওয়াকী') জা'ফার বিন বুরকান) মায়মূন বিন মিহরান) ইবনু উমার (রাঃ)[২০৯৬] আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা অপছন্দ করতেন। তিনি এ আয়াতের তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতেন। ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾ **"মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।"**[২০৯৭] ইমাম বুখারীও জানিয়েছেন যে, ইবনু উমার বলেছেন "কোন নারী বলবে যে, যীশু আমার প্রভু- এর চেয়ে বড় শির্কের কথা আমার জানা নেই।[২০৯৮] আবূ বাকর আল-খাল্লাল আল-হাম্বালী বলেন, মুহাম্মাদ বিন হারূন) ইসহাক বিন ইবরাহীম) মুহাম্মাদ বিন আলী) স্বালিহ বিন আহমাদ) তারা উভয়ে আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বালকে ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾ **"মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না"** আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আরবী মুশরিকাহ, যারা মূর্তির পূজা করে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ﴾ **"মূলতঃ মু'মিনা ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন"**

৯৬৬. (দঈফ): সুদ্দী বলেন,

نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَغَضِبَ عَلَيْهَا فَلَطَمَهَا، ثُمَّ فَزِعَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا. فَقَالَ لَهُ: "مَا هِيَ؟" قَالَ: تَصُومُ، وَتَصِلِي، وَتُحْسِنُ الوضوءَ، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ: "يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَذِهِ مُؤْمِنَةٌ". فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأعتقنَّها ولأتزوجنها . فَفَعَلَ، فَطَعَنَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: نَكَحَ أَمَةً. وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْكِحُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ، ويُنكحوهم رَغْبَةً فِي أَحْسَابِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}

উক্ত আয়াতটি আবদুল্লাহ বিন রাওহাহ'র ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তার কালো একটি দাসী ছিলো। একদা ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি তাকে একটি চড় বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে জিজ্ঞাসা করেন- সে (আদর্শিকভাবে) কোন ধারণার অনুসারীন? তিনি বললেন- সে রোযা রাখে, স্বলাত পড়ে, ভালভাবে ওযু করে এবং এই কথার সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোন মাবুদ নাই এবং

২০৯৫. তাবারী ৪২২৭, জাবির (রাঃ) এর হাদীস থেকে। সানাদে আশআস বিন সাওওয়ার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। 'আল-মীযান' গ্রন্থে তাকে 'লায়্যিন' তথা শিথিলতাকারী যে যাচাই বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করে না এবং ঐ অবস্থায় সেটি বর্ণনা করে । ইয়াহইয়া তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহক্বীকঃ** দঈফ। কিন্তু উক্ত কথাটির উপর সকলে ইজমা করেছেন। যেমনটি ইমাম তাবারী উল্লেখ করেছেন।

২০৯৬. ইবনু উমার (রাঃ) পর্যন্ত সানাদটি স্বহীহ কিন্তু জা'ফার বিন বুরকান সত্যবাদী তবে যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সন্দেহ করতেন।

২০৯৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৭১।

২০৯৮. বুখারী ৫২৮৫।

আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- হে আবদুল্লাহ! তবে সে তো মুসলমান। তখন তিনি বললেন, যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করেছেন তার শপথ, আমি তাকে মুক্ত করে দেব এবং আমি তাকে বিবাহ করব। অতঃপর তিনি তার দাসীকে বিবাহ করায় অনেক মুসলমানের সমালোচনার শিকার হন। কেননা তাদের ইচ্ছা ছিল, তারা মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে যাতে বংশীয় সম্প্রীতি বজায় থাকে। অতঃপর কুরআনের ﴿وَلَاَمَةٌ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٌ مِّنۡ مُّشۡرِكَةٍ وَّلَوۡ اَعۡجَبَتۡكُمۡ﴾ ﴿وَلَعَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٌ مِّنۡ مُّشۡرِكٍ وَّلَوۡ اَعۡجَبَكُمۡ﴾ এই বাক্য দুইটি নাযিল হয়। অর্থাৎ আযাদ মুশরিকা মহিলা হতে মুসলমান দাসী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে আযাদ মুশরিক পুরুষ হতে মুসলমান দাস বহুগুণে উত্তম।[২০৯৯]

৯৬৭. (দঈফ জিদ্দান): আবদ বিন হুমায়দ বলেন, ০[জা'ফার বিন আওন][আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল-আফরীকী (দুর্বল)][আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ][আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)]০ বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ"

"নারীদের শুধু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে বিবাহ করো না। হতে পারে যে তাদের সৌন্দর্য তাদের মধ্যে অহংকার উৎপাদন করবে। আর নারীদেরকে কেবল সম্পদশালী দেখে বিবাহ করো না। হয়ত তাকে তার সম্পদ অবাধ্য করে তুলবে। তাই বিবাহ করলে ধর্মপরায়ণতা দেখে বিবাহ কর। বস্তুত কালো কুৎসিৎ দাসীও যদি ধর্মপরায়ণা হয় তবে সে তাদের হতেও অনেক উত্তম।"[২১০০] এ হাদীসটির রাবীদের মধ্যে আফ্রিকীই দুর্বল।

৯৬৮. (সহীহ): সহীহায়নে আছে আবূ হুরাইরাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

চারটি বিষয় দেখে নারীদের বিবাহ করা হয়- সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং ধর্মপরায়ণতা। তবে তোমরা ধর্মপরায়ণ মেয়েই অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ গ্রহণ কর)।[২১০১] মুসলিম জাবির (রাঃ) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২১০২]

৯৬৯. (সহীহ): মুসলিম আরো জানিয়েছেন যে, ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ দুনিয়া একটি বিশেষ সম্পদ, আর দুনিয়ার সম্পদসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হল নেককার সতী নারী।[২১০৩]

২০৯৯ তাবারী ৪২২৮, সুদ্দী থেকে মুরসাল সূত্রে এবং আল-ওয়াহিদী মাওসূল সূত্রে 'আসবাবুন নুযূল' (৪৫ পৃ.) এর মাঝে ০[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আমর বিন হাম্মাদ][আসবাত বিন নাসর (দুর্বল)][সুদ্দী][আবু মালিক][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)]০ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সানাদে আসবাত বিন নাসরকে ইমাম নাসাঈ, আবূ যুরআহ ও আবূ নুআয়মসহ অন্যান্যরাও দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

২১০০. ইবনু মাজাহ ১৮৫৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ১০৬০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৪৩৬৬, দঈফ আল-জামি' ৬২১৬, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১২০৯। আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল-আফরীকী দুর্বলতর কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২১০১. বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, আবূ দাঊদ ২০৪৭, নাসাঈ ৩২৩০, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, ইবনু হিব্বান ৪০৩৬। **তাহকীকঃ** সহীহ।

২১০২. মুসলিম ৭১৫।

২১০৩. মুসলিম ১৪৬৭, নাসাঈ ৩২৩২, ইবনু মাজাহ ১৮৫৫, আহমাদ ৬৫৩১। **তাহকীকঃ** সহীহ।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ﴾ **"মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।"** অর্থাৎ বিশ্বাসী নারীদের সাথে মুশরিক পুরুষদের বিয়ে দিওনা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ﴾ **"মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য হালাল নয়, আর কাফিররাও মু'মিনা নারীদের জন্য হালাল নয়।"**[২১০৪] অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ﴾ **"বস্তুতঃ মুশরিককে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, মু'মিন গোলাম তার চেয়ে উত্তম।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, একজন ঈমানদার লোক- এমনকি একজন হাবশী চাকরও- একজন মুশরিকের চেয়ে ভাল যদিও মুশরিকটি একজন ধনী নেতৃস্থানীয় লোকও হয়। ﴿اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ﴾ **"ওরা অগ্নির দিকে আহ্বান করে"** অর্থাৎ কাফেরদের সাথে মেলামেশা করলে মানুষ আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে ভালবাসে যার পরিণতি চরম ভয়াবহ। আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ﴾ **"আর আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন।"** অর্থাৎ, তাঁর আইন বিধান, নির্দেশাবলী ও নিষেধাজ্ঞার সাহায্যে। আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾ **"তিনি মানুষদের জন্য নিজের হুকুমগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।"**

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. লোকেরা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'তা অশুচি'। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক এবং যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তারপর যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাহ্কারীদেরকে ভালবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বীদেরকেও ভালবাসেন।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে হাজির হতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

ঋতুবতী নারীর সঙ্গে যৌন মিলন নিষিদ্ধ

৯৭০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨আবদুর রহমান বিন মাহদী⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨স্বাবিত⟩ আনাস (রাঃ)⟩ বলেছেন যে, ইয়াহূদীরা তাদের ঋতুবতী নারীদেরকে উপেক্ষা করত, তারা খেতনা, এমনকি বাড়িতে তাদের সঙ্গে মিশতনা। সাহাবীগণ নাবী (ﷺ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ঃ

﴿وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾﴾

২১০৪. সূরাহ মুমতাহিনাহ, ৬০:১০।

"লোকেরা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'তা অশুচি'। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক এবং যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তারপর যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাহ্‌কারীদেরকে ভালবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বীদেরকেও ভালবাসেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ তোমরা যৌন মিলন ছাড়া যা ইচ্ছে সবই কর। নাবী (ﷺ)-এর কথা সম্পর্কে যখন ইয়াহূদীদেরকে জানানো হল, তারা বলল, "এ লোকের ব্যাপার কী? সে আমাদের কোন রীতির কথা শুনবেনা; বরং তা প্রত্যাখ্যান করবে।" তখন উসাইদ বিন হুদায়র (রাঃ) এবং আব্বাস বিন বিশ্‌র (রাঃ) আসল এবং বলল "হে আল্লাহর রাসূল, ইয়াহূদীরা এই এই কথা বলেছে, আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন করব (মানে ঋতুবতী অবস্থায়)? আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) মুখের চেহারা বদলে গেল, সাহাবীরা ভাবলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। তারা প্রস্থান করল। শীঘ্রই আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু দুধ আনা হল উপঢৌকন হিসেবে, তিনি তার কিছুটা তাদের পান করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তখন তারা জানল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের উপর রাগান্বিত হননি।[২১০৫] মুসলিমও এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ **"কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক"** অর্থাৎ যৌনাঙ্গ পরিহার কর। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (যৌন মিলন ছাড়া যা ইচ্ছে সবই কর)।[২১০৬] এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, যৌন মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতীত স্ত্রীকে আদর করা অনুমোদিত (যখন স্ত্রী ঋতুবতী)।

৯৭১. (স্বহীহ): আবূ দাঊদ জানিয়েছেন ⟨মূসা বিন ইসমাঈল⟩⟨হাম্মাদ⟩⟨আয়্যুব⟩⟨ইকরিমাহ⟩ নাবী (ﷺ)-এর একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন যে, كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا، أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا যখন নাবী (ﷺ) তাঁর কোন স্ত্রীকে ঋতুকালে আদর করতে চাইতেন, তখন তিনি স্ত্রীর যৌনাঙ্গ কিছু দিয়ে আবৃত করতেন।[২১০৭]

৯৭২. (দঈফ): আবূ দাঊদ আরও বলেন, ⟨আল-কা'নাবী⟩⟨আবদুল্লাহ বিন উমার বিন গানিম⟩⟨আবদুর রহমান বিন যিয়াদ (দুর্বল)⟩⟨উমারাহ বিন গুরাব (মাজহূল)⟩⟨তার ফুফু (মাকবূলাহ)⟩⟨আশিয়াহ (রাঃ)⟩ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ ঋতুবতী অবস্থায় যদি তোমাদের আলাদাভাবে শোয়ার ব্যবস্থা না থাকে এবং একই বিছানায় যদি শুতে হয়, তা হলে এ ব্যাপারে তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এরই কোন ঘটনা নকল করে শোনাচ্ছি! একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাড়িতে এসে তাঁর স্বলাতের স্থানে চলে যান। আবূ দাউদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাড়িতে এসে তাঁর স্বলাতের জায়গায় চলে যান এবং স্বলাতে লিপ্ত হন। তিনি স্বলাতে অনেক বিলম্ব করলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি খুব শীত অনুভব করলে আমাকে (ডেকে) কাছে আসতে বলেন। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। (তবুও) তিনি আমাকে আমার উরুর উপর হতে কাপড় সরাতে বলেন। আমি উরুর উপর হতে কাপড় সরিয়ে ফেললে তিনি আমার উরুর উপর তার কাঁধ ও গন্ডদেশ রেখে শুয়ে পড়েন। আমিও তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ি। ফলে শীত বিদূরিত হয়ে কিছুটা গরম অনুভব করলে তিনি ঘুমিয়ে যান।[২১০৮]

২১০৫. আমাদ ১১৯৪৫, ১৩১৬৪, মুসলিম ৩০২, আবূ দাঊদ ২৫৮, তিরমিযী ২৯৭৭, ইবনু মাজাহ ৬৪৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২১০৬. মুসলিম ৩০২।

২১০৭. অবূ দাঊদ ২৭২। হাদীস্বটি ইমাম আবূ দাঊদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২১০৮. আবূ দাঊদ ২৭০, সানাদে উমারাহ বিন গুরাব, আবদুর রহমান বিন যিয়াদ ও আবদুল্লাহ বিন আমর বিন গানিম এদের কারো হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। ইবনু যিয়াদ দুর্বল, ইবনু গুরাব মাজহূল, ইবনু গানিম ত্রুটিযুক্ত। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ◦[ইবনু বাশশার][আবদুল ওয়াহহাব][আয়্যুব][আবূ কিলাবাহ (তার কাতব থেকে)]◦ বর্ণনা করেন যে, মাসরূক আয়িশাহ'র নিকট গেলেন এবং তাঁকে সালাম জানালেন, আয়িশাহও তাকে সালাম জানালেন। মাসরূক বললেন, "আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই কিন্তু আমার লজ্জা হয়। তিনি বললেন, "আমি তোমার মা এবং তুমি আমার ছেলে। তিনি বললেন, "স্ত্রী যখন ঋতুবতী তখন পুরুষ কিভাবে তার স্ত্রীকে উপভোগ করবে? তিনি বললেন, 'যৌনাঙ্গ ছাড়া সব।"[২১০৯] অনুরূপভাবে ◦[হুমায়দ বিন মাসউদাহ][ইয়াযীদ বিন যুরাহ][উইয়ায়নাহ বিন আবদুর রহমান বিন জাওশান][মারওয়ান আল-আস্‌ফার][মাসরূক][আয়িশাহ]◦ (মাসরূক) বলেন, আমি আয়িশাহ-কে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে স্বামীর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত- এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- সহবাস ব্যতীত সবকিছুই বৈধ। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, ইকরিমাহ প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, ◦[আবূ কুরায়ব][ইবনু আবী যাইদাহ][হাজ্জাজ][মায়মূন বিন মিহরান][আয়িশাহ]◦ বলেন, তার জন্য কাপড়ের উপর বৈধ।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব:** স্ত্রীর পাশে শুতে পারবে, এবং তার সঙ্গে খেতে পারবে (ঋতুকালে)।

৯৭৩. (সহীহ): আয়িশাহ বলেছেন, "আমার ঋতুকালে রাসূলুল্লাহ আমাকে তাঁর চুল ধুয়ে দিতে বলতেন[২১১০], আমার ঋতুর অবস্থায় তিনি আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পড়তেন।[২১১১]

৯৭৪. (সহীহ): সহীহ হাদীসে এটাও আছে যে, আয়িশাহ বলতেন, "ঋতু অবস্থায় আমি এক টুকরো গোশ্‌ত হতে কিছু খেয়ে তার বাকী অংশ নাবী-কে দিতাম আর তিনি তা খেতেন সেখানেই মুখ লাগিয়ে যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি খেয়েছি। আমি কয়েক চুমুক পানীয় খেতাম অতঃপর পেয়ালাটি নাবী-কে দিতাম, তিনি তাঁর মুখ লাগাতেন যেখানে আমি মুখ লাগিয়েছিলাম।[২১১২]

৯৭৫. (সহীহ): আবূ দাঊদ বলেন, ◦[মুসাদ্দাদ][ইয়াহইয়া][জাবির বিন সুব্‌হ][খিলাস আল-হাজারী][আয়িশাহ]◦ বলেন, আমার হায়েদের অবস্থায় আমি এবং রসূলুল্লাহ একই বিছানায় শয়ন করতাম। আর তাঁর কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হয়ে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকুই ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু পরিধেয় পাল্টাতেন না এবং ঐ কাপড়েই স্বলাত পড়তেন। তেমনি শরীরের কোন জায়গায় কিছু লেগে গেলেও ঐ জায়গাটুকু ধুয়ে ফেলতেন।[২১১৩]

৯৭৬. (দঈফ): অপর একটি রিওয়ায়াতে ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন, ◦[সাঈদ বিন আবদুল জাব্বার][আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ][আবুল ইয়ামান (মাজহূলুল হাল)][উম্মু যাররাহ (মাকবূলাহ)][আয়িশাহ]◦ বলেন ঃ আমি ঋতুবতী হলে (রসূলুল্লাহ)- এর বিছানা হতে নেমে নিচে মাদুরের উপর চলে আসতাম। আর আমি এটা হতে পবিত্র না হলে রসূলুল্লাহ আমার নিকটে আসতেন না।[২১১৪] উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনাটির আবেদন সিদ্ধান্তমূলক নয়; বরং এটা নিছক সতর্কতামূলক ব'লে বিবেচ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি (ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে গুপ্তস্থানে) কাপড় মোড়ান অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করতেন। যেমন−

২১০৯. তাবারী ৪/৩৮৭।
২১১০. বুখারী ২৯৫। **তাহকীক:** সহীহ।
২১১১. বুখারী ২৯৭, মুসলিম ২৯৭। **তাহকীক:** সহীহ।
২১১২. মুসলিম ৩০০, আবূ দাঊদ ২৫৯, ইবনু মাজাহ ৬৪৩, ইবনু হিব্বান ১৩৬০। **তাহকীক:** সহীহ।
২১১৩. আবূ দাঊদ ২৬৯, নাসাঈ ২৮৩। আয়িশাহ-এর হাদীস থেকে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
২১১৪. আবূ দাঊদ ২৭১, সানাদে আবুল ইয়ামান 'মাজহূলুল হাল' ও উম্মু যাররাহ মাকবূলাহ। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

৯৭৭. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে আছে যে, মায়মুনাহ বিনতুল হারিস্র আল হিলালিয়্যাহ বলেছেন, "ঋতুর অবস্থায় তাঁর কোন স্ত্রীকে নাবী (ﷺ) যখন আদর করতে চাইতেন, তিনি তাকে ইযার পরতে বলতেন (এমন কাপড় যা শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ ঢেকে রাখে)।" এ শব্দগুলো বুখারীর।[২১১৫] একই কথা 'আয়িশাহ থেকে জানানো হয়েছে।[২১১৬]

৯৭৮. (স্বহীহ): উপরন্তু ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ জানিয়েছেন যে, ◊(আল-আলা' ইবনুল হারিস্র (এর হাদীস্র থেকে))(হিযাম বিন হাকীম)(তার চাচা আবদুল্লাহ বিন সা'দ আল-আনস্বারী (রাঃ))◊ তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" "আমার স্ত্রীর ঋতু অবস্থায় আমার জন্য কী করার অনুমতি আছে?" তিনি বললেন, "যা ইযারের উপর অংশে আছে।[২১১৭]

৯৭৯. (দঈফ): আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলাম- আমার স্ত্রীর হায়েযের অবস্থায় তার সাথে কোন কিছু করা জায়েয হবে কি? তিনি বলেন- "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ" কাপড়ের উপর দিয়ে সব কিছুই জায়িয রয়েছে। তবে এটা হতে বিরত থাকা উত্তম।[২১১৮] এটাই ছিল পূর্বে বর্ণিত আয়িশাহ (রাঃ) এর রিওয়ায়াতের তাৎপর্য এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনু মুসায়্যাব (রহঃ) ও শুরায়হ (রহঃ) এর উক্তিও এটাই।

আর এ হাদীস্রটি এবং এ ধরণের অন্য হাদীস্রগুলো তাদের দলীল যারা কাপড় বা পাজামার উপর দিয়ে হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা জায়েয মনে করেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)'র দু'টি উক্তির মধ্যে এটাও একটি এবং অধিকাংশ ইরাকী আলেমদের মত হল সতর্কতামূলকভাবে দূরে থাকা। তাদের বক্তব্য হল এই- যে সকল জিনিস হারামের দিকে আকর্ষণ করে তাও হারাম। কেননা, সেটা সেই কাজের দিকে আকৃষ্ট করে যা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। আর ঋতুর সময় স্ত্রীর সাথে রতিমিলন হারাম হওয়ার উপর সকল আলেমই একমত। কেননা এটা জঘন্যতম অপরাধ এবং যে ব্যক্তি এটা করবে সে নিশ্চয়ই পাপে লিপ্ত হবে। সুতরাং তার উচিত হবে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া এবং তাওবা করা। ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তাকে কাফফরা দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমটি হল, তাকে কাফফারা দিতে হবে। কেননা, ইমাম আহমাদ ও সুনানসমূহের সঙ্কলকগণ বর্ণনা করেছেন যে,

৯৮০. (স্বহীহ): ইবনু আব্বাস (রাঃ)- এর বরাতে বর্ণনা করেন যে,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ".

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার হায়েদওয়ালী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার স্বাদকা করে দেয়।[২১১৯] তিরমিযীর বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ" রক্ত যদি লাল হয় তাহলে এক দীনার এবং হলুদ রঙ্গের হলে অর্ধ দীনার।

২১১৫. বুখারী ৩০৩, মুসলিম ২৯৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২১১৬. বুখারী ৩০০, মুসলিম ২৯৩। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২১১৭. আবূ দাউদ ২১২, তিরমিযী ১৩৩, ইবনু মাজাহ ৬৫১, আহমাদ ৪/৩৪২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২১১৮. আবূ দাউদ ২১৩, উক্ত হাদীস্রে তিনটি ইল্লাত রয়েছে, ১. বাকিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছে, ২. সা'দ বিন আবদুল্লাহ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, ৩. আয়িয ও মুআয (রাঃ) এর মাঝে ইনকিতা তথা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন (দঈফ আবী দাউদ /হা. ২৮) **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২১১৯. আবূ দাউদ ২৬৪, তিরমিযী ১৩৬, সুনান আন নাসাঈ ২৮২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

৯৮১. ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ، دِينَارًا فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ.

হায়েদ অবস্থায় সহবাস করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দীনার সাদকা করার নির্দেশ দিতেন এবং স্ত্রীর হায়েদ বন্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু গোসল করে নাই; এ অবস্থায় সহবাস করলে অর্ধ দীনার সাদকা করতে বলতেন।[২১২০]

দ্বিতীয় উক্তি হল যে, কাফফারা দিতে হবে না; বরং আল্লাহর নিকট তাওবা করাই যথেষ্ট। জমহুরের মত এটাই এবং ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)- এর শেষ এবং চূড়ান্ত মত এটাই। মূলত এটাই স্বহীহ। কেননা তাদের দৃষ্টিতে উপরোক্ত হাদীস্বটি মারফূ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে মাওকূফ ব'লে অধিকাংশ হাদীস্ববিশারদের মত। মূলত এ কথাই স্বহীহ্।

এজন্য আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ **"যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাদের নিকটবর্তী হয়ো না"** আয়াতটি ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ **"কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক"** এ কথাকে ব্যাখ্যা করছে। ঋতুকালে আল্লাহ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন নিষিদ্ধ করেছেন, এ কথা জানিয়ে দিয়ে যে, অন্য সময় যৌন মিলন অনুমোদিত।

সালাফদের একটি দল এমনটি বলেছেন এবং ইমাম কুরতুবী বলেন, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও তাউস বলেছেন, এর দ্বারা ঋতুবতী মহিলাদের ঋতু চলা অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সারকথা হল তাদের ঋতুস্রাব চলে গেলে হালাল হয়ে যাবে।

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝﴾

"লোকেরা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'তা অশুচি'। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাক এবং যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়, তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। তারপর যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাহকারীদেরকে ভালবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বীদেরকেও ভালবাসেন।"

'এখন পবিত্রতার অর্থ হল, তার নিকট যাওয়া বৈধ।' এ প্রসঙ্গে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও মায়মুনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে যখন কেউ ঋতুবতী হতেন, তখন তিনি কাপড় বেঁধে নিতেন এবং নবী (ﷺ)-এর সংগে এক চাদরে শুয়ে যেতেন। এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, নিকটে যাওয়া হতে নিষেধ করার অর্থ হল সহবাস হতে বিরত থাকা।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"তারপর যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।"** আয়াতটি জানাচ্ছে যে, স্ত্রীরা যখন গোসল করবে, কেবল তারপরই মানুষেরা তাদের সঙ্গে মিলন করবে। ইবনু হাযম বলেন ঃ হায়েদ হতে পবিত্র হবার পর তাদের সঙ্গে সঙ্গম করা ওয়াজিব। তার দলীল ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"তারপর যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।"** তার মতের শক্তিশালী

২১২০. আহমাদ ৩৪৬৩। শুআয়াব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্বটি মাওকূফ স্বহীহ।

দলীল নয়। কেননা, এটা অবৈধতা অপসারিত হওয়ার ঘোষণা মাত্র। তবে এ ব্যাপারে উসূলে ফিকহ্ বিশারদগণের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা ওয়াজিব বটে, তবে সাধারণ পর্যায়ের অর্থাৎ সাধারণভাবে করণীয়। ইবনু হাযমের দলীলটিই তারা ইবনু হাযমের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই নির্দেশটি শুধু অনুমতিসূচক। কেননা, নির্দেশের পূর্বে নিষিদ্ধতা ঘোষণা হয়েছে বিধায় এটার ওয়াজিব হওয়া রহিত হয়ে এটা সাধারণ করণীয় হিসাবে পালনীয় হবে। কিন্তু এ কথাটি বিবেচনাসাপেক্ষ।

তবে উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, পূর্বে নিষিদ্ধ এবং পরে নির্দেশ আরোপিত হতে সেটা স্বীয় মূলের উপরই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সেটা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল এখন তেমনই থাকবে। নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি ওয়াজিব থাকে, তবে এখনও ওয়াজিব থাকবে; যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে গেলে তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা কর। তেমনি যদি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ বা মুবাহ থাকে, তা হলে নিষিদ্ধতা অপসারিত হয়ে সেটা মুবাহই থেকে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ অর্থাৎ ইহরাম ভেঙ্গে দিলে তোমরা শিকার কর। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ অর্থাৎ স্বলাত আদায় করার পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়। এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি উদ্ধৃত করা হল। ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ এটা বলেছেন। উপরন্তু পরবর্তী কালের ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণও এ মত পছন্দ করেছেন। আর এটাই স্বহীহ্।

বিদ্বানগণ একমত যে স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনের পূর্বে নারীকে গোসল করতে হবে কিংবা সে যদি পানি ব্যবহারে অপারগ হয় তবে তাকে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে, মাসিক শেষ হলে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ হায়েযের শেষে সময়কাল অর্থাৎ দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোসল না করেও কেবল হায়েদ বন্ধ হয়ে গেলেই সহবাস করা যাবে। আল্লাহই ভাল জানেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ **"যে পর্যন্ত পবিত্র না হয়"** অর্থাৎ রক্ত হতে এবং ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ **"তারপর যখন পবিত্র হবে"** অর্থাৎ পানি দিয়ে।" এটা মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, মুকাতিল ইবনু হায়্যান, লায়স্র বিন সা'দ এবং অন্যান্যদের তাফসীর।[২১২১]

পায়ুপথে যৌন ক্রিয়া নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেছেন: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে হুকুম করেছেন"** এটা ফারজ (স্ত্রীর যৌনাঙ্গ) বুঝাচ্ছে,[২১২২] যেমন ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য বিদ্বানরা বলেছেন। আলী বিন আবী তালহাহ বলেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন।"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে এবং এটা ব্যতীত অন্যস্থান নয়। অন্যস্থান দিয়ে করলে তা হবে সীমালংঘনের শামিল।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুজাহিদ ও ইকরিমাহ ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে হুকুম করেছেন"** আয়াতাংশের ব্যখ্যায় বলেন, অর্থাৎ শিশু জন্ম নেয়ার স্থান দিয়ে। কাজেই পায়ুপথে যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধ। যার উপর আমরা পরে গুরুত্ব দেব ইনশা আল্লাহ। আবূ রাযীন, ইকরিমা, দহ্হাক

২১২১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৮২, ৬৮৩।
২১২২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৮৪।

এবং অন্যেরা বলেছেন যে, ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ **"তখন তাদের সঙ্গে সহবাস কর, যেভাবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন"** অর্থাৎ যখন তারা পবিত্র থাকবে, ঋতু অবস্থায় থাকবেনা।[২১২৩]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাহ্কারীদেরকে ভালবাসেন"** অর্থ পাপ হতে, যদিও তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ **"আর পবিত্রতা অবলম্বীদেরকেও ভালবাসেন"** অর্থাৎ, যারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখে অপবিত্রতা হতে এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঋতু অবস্থায় এবং পায়ূপথে যৌন মিলন করার নোংরামি হতে।

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র"- আল্লাহর এ কথা অবতীর্ণ করার কারণ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র।"** ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "গর্ভ হওয়ার জায়গা।"[২১২৪] অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** অর্থাৎ, সামনে থেকে বা পেছনে থেকে যেভাবেই তুমি ইচ্ছে কর যে পর্যন্ত যৌন ক্রিয়া একই নলে (স্ত্রীর যৌনাঙ্গে) সংঘটিত হয় যা প্রামাণ্য হাদীসসমূহ ব্যক্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ–

৯৮২. (সহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, ০(আবূ নুআয়ম)(সুফইয়ান)(ইবনুল মুনকাদির)(জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেন, ইয়াহূদীরা দাবী করত যে, কেউ যদি তার স্ত্রী অংগে পেছনের দিক হতে যৌনমিলন করে তবে তার সন্তান হবে টেরা চক্ষুবিশিষ্ট। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর।"**[২১২৫] মুসলিম ও আবূ দাঊদও এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

৯৮৩. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেছেন, ০(য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহব)(মালিক বিন আনাস, ইবনু জুরায়জ ও সুফইয়ান বিন সাঈদ আস সাওরী)(মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির)(জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ (ইবনু মুনকাদির) বর্ণনা করেছেন যে, জাবির বিন আবদুল্লাহ তাকে বলেছেন,

أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي الْحَدِيثِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ".

'ইয়াহূদীরা মুসলিমদের নিকট দাবী করত যে, কেউ যদি পেছন হতে স্ত্রীর সংগে তার যৌনাঙ্গে মিলন করে তাহলে তাদের সন্তান হবে টেরা চক্ষুবিশিষ্ট। তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ঃ ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"**। ইবনু জুরাইজ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সম্মুখ থেকে হোক আর পেছন থেকে হোক যতক্ষণ তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সংঘটিত হবে।[২১২৬]

৯৮৪. (হাসান সহীহ): বাহায বিন হাকীম বিন মুআবিয়া বিন হায়দাতুল কুশায়রী তার পিতা ও তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীর কাছে কিরূপে আসব? উত্তরে তিনি বলেন-

---

২১২৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৮৪, ৬৮৫।

২১২৪. তাবারী ৪/৩৯৭।

২১২৫. বুখারী ৪৫২৮, মুসলিম ১৪৩৫, আবূ দাঊদ ২১৬৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

২১২৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৬৯৩, আদাবুয যিফাফ (৫), ইরওয়াউল গালীল ৭/৬২। সানাদটি সহীহ। এর একাধিক শাহিদ হাদীস রয়েছে। **তাহকীকঃ** সহীহ।

"حَرْثُكَ، ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَلَّا تضرب الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ .

তারা তোমাদের ক্ষেত্রস্বরূপ। তাদেরকে যেভাবে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা হয় ব্যবহার কর। তবে তাদের মুখের উপরে মেরো না, গালমন্দ করো না এবং ক্রোধবশত তাদের নিকট হতে পৃথক হয়ে অন্য ঘরে যেও না।[২১২৭] হাদীস্রটি ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণ উদ্ধৃত করেছেন।

৯৮৫. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊ইয়ূনুস⁑ইবনু ওয়াহব⁑ইবনুল লাহীআহ⁑ইয়াযীদ বিন আবী হাবীবাহ⁑আমির বিন ইয়াহইয়া⁑হোনাশ বিন আবদুল্লাহ⁑আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)◊ বলেন ঃ হুমায়ের গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পরে বলেন যে, আমার সাথে আমার স্ত্রীদের ভাল ভাব রয়েছে। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে যে বিধানাবলী রয়েছে তা আমাকে জানিয়ে দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ আয়াতাংশটি নাযিল করেন।[২১২৮]

৯৮৬. (হাসান লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, ◊ইয়াহইয়া বিন গায়লান⁑রিশদীন (দুর্বল)⁑হাসান বিন স্নাওবান⁑আমির বিন ইয়াহইয়া আল-মাগাফিরী⁑হোনাশ⁑ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊ বলেছেন, "এ আয়াত কতক আনস্রার সম্পর্কে নাযিল হয় যারা নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেছিল স্ত্রীর সঙ্গে পেছন দিক থেকে যৌনমিলন করা সম্পর্কে। তিনি তাদেরকে বলেছেন ائتها عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ স্ত্রীর সঙ্গে যেভাবে চাও যৌন মিলন কর, যতক্ষণ তা স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সংঘটিত হয়।[২১২৯]

৯৮৭. (দঈফ): অপর হাদীস্রঃ আবূ জা'ফার আত তাহাবী তার 'মুশকিলুল হাদীস্র' এর মাঝে বলেন, ◊আহমাদ বিন দাউদ বিন মূসা⁑ইয়া'কূব বিন কাসিব⁑আবদুল্লাহ বিন নাফি'⁑হিশাম বিন সা'দ⁑যায়দ বিন আসলাম⁑আতা' বিন ইয়াসার⁑আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)◊ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে উল্টা দিক হতে সংগম করার ফলে মানুষ তাকে তিরস্কার করতে লাগল। ফলে আল্লাহ তা'আলা ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** আয়াতটি নাযিল করেন।[২১৩০] ইবনু জারীর ◊ইয়ূনুস⁑ইয়া'কূব◊ থেকে এবং হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-মাওস্রিলী ◊হারিস্র বিন শুরায়হ⁑আবদুল্লাহ বিন নাফি'◊ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯৮৮. (স্বহীহ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ◊আফফান⁑উহায়ব⁑আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুস্রায়ম⁑আবদুর রহমান বিন স্রাবিত⁑হাফস্রাহ বিনতে আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর⁑উম্মু সালামাহ (রাঃ)◊ (আবদুর রহমান বিন স্রাবিত) বলেছেন ঃ আমি হাফস্রাহ বিনতে আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্রের নিকট গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, "আমি কোন এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাই কিন্তু লজ্জাবোধ করি।" তিনি বললেন "হে আমার ভাতিজা, লজ্জা করোনা।" তিনি বললেন, "স্ত্রীদের সাথে পেছন দিক থেকে যৌনমিলন করা সম্পর্কে।" তিনি বললেন, "উম্মু সালামাহ আমাকে বলেছেন যে, "আনস্রারগণ পেছন

২১২৭. আবূ দাউদ ২১৪৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯১৬০, উক্ত শব্দে। তবে আবূ দাউদ (২১৪২), নাসাঈ আল-কুবরা (৯১৭১) ইবনু মাজাহ (১৮৫০) তাদের শব্দগুলো হচ্ছে- حرثك ائت حرثك انى شئت। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

২১২৮. তাবারী ৪৩৫১, ইবনু লাহীআহ'র সূত্রে, অথচ তিনি দুর্বল। কিন্তু তার থেকে আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব তার হাদীস্র সংমিশ্রণ করার পূর্বে উক্ত হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া উক্ত হাদীস্রের মূল বিষয়ের শাহিদও পাওয়া যায়। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২১২৯. আহমাদ ২৪১০। সানাদে রিশদীন বিন সা'দ দুর্বল কিন্তু তার শাহিদ রয়েছে। তার বর্ণনার মুতাবাআত হিসেবে পূর্বোক্ত হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। **তাহক্বীকঃ** হাসান লি গায়রিহি।

২১৩০. তাবারী ৪৩৩৭, আবূ ইয়া'লা ১১০৩, হিশাম বিন সা'দ আল-মাদানীর কারণে সানাদটি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৯২২৪) এর মাঝে বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি হাফিয ছিলেন না। ইবনু মাঈন তার সম্পর্কে বলেন, তিনি মাতরূক নন তবে তিনি নির্ভরযোগ্যও নন। ইমাম নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহক্বীকঃ** দঈফ।

দিক থেকে যৌন মিলন করা থেকে বিরত থাকত। ইয়াহূদীরা দাবি করত যে, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে পেছন দিক হতে যৌন মিলন করবে তাদের সন্তান হবে টেরা। মুহাজিরগণ যখন মাদীনায় আসলেন তারা আনসার মহিলা বিয়ে করলেন আর তাদের সাথে পেছন দিক হতে যৌনমিলন করলেন। এক মহিলা তার স্বামীর হুকুম অমান্য করল এবং বলল, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট না যাওয়া পর্যন্ত তুমি তা করোনা। তিনি উম্মু সালামাহর নিকট গেলেন এবং তাকে এ ঘটনাটি বললেন। উম্মু সালামাহ বললেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আসলেন তখন আনসারী মহিলা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলেন, তাই তিনি চলে গেলেন। উম্মু সালামাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ঘটনাটি বললেন, তিনি বললেন: আনসারী মহিলাকে ডাক। তাকে ডেকে আনা হল এবং নাবী (ﷺ) তার কাছে এ আয়াত পাঠ করলেন, ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** তিনি বললেন, صِمَامًا وَاحِدًا (মাত্র এক নল দিয়ে)।[২১৩১] তিরমিযী এ হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন।

৯৮৯. আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি ঃ** একটি রিওয়ায়াত ◊হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ (দঈফ)◊তার পিতা (আবূ হানীফাহ)◊ইবনু খুসায়ম◊য়ূনুস বিন মাহাক◊হাফসা (রাঃ)◊ বলেন- জনৈকা মহিলা তাকে বলেন যে, 'আমার স্বামী আমার সাথে সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবেই সংগম করে; কিন্তু এটা আমার ভাল লাগে না।' অতঃপর হাফসাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে এটা জানালে তিনি বলেন- "لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ" স্থান একটি; পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াতে কোন দোষ নাই।[২১৩২]

৯৯০. (হাসান): অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ◊হাসান◊ইয়া'কূব◊জা'ফার◊সাঈদ বিন জুবায়র◊ইবনু আব্বাস (রাঃ)◊ বলেন,

جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ! قَالَ: "مَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ."

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন- 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংস করেছে? তদুত্তরে তিনি বললেন- রাত্রে আমি আমার সওয়ারী উল্টা করেছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন উত্তর দিলেন না। তখনই আল্লাহ তাআলা রসূল (ﷺ)-এর প্রতি নাযিল করেন ঃ ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"**। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন- তুমি সম্মুখ পশ্চাত দু'টি দিক হতে আসতে পার, উভয়টিরই তোমার অধিকার রয়েছে, কিন্তু হায়েযের অবস্থায় এবং পায়খানার রাস্তায় এসো না।[২১৩৩] এটা তিরমিযী

২১৩১. আহমাদ ২৬০৬১, তিরমিযী ২৯৭৯, দারিমী ১১১৯, গায়াতুল মারাম ২৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৩২. মুসনাদে আবূ হানীফাহ ১০২, সানাদে হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ দুর্বল। ইবনু আদীসহ অনেকে তাকে হিফয করার পূর্বে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর তার পিতা (আবূ হানীফাহ) হচ্ছে– নু'মান বিন সাবিত যিনি ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

২১৩৩. তিরমিযী ২৯৮০, আহমাদ ২৭০৩, তাবারী ৪৩৫০, ইবনু হিব্বান ৪২০২। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

↔[আবদ বিন হুমায়দ][হুসায়ন বিন মূসা আল-আশয়াব]↔ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

৯৯১. (হাসান লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ↔[ইয়াহইয়া বিন গায়লান][রিশদীন (দঈফ)][হাসান বিন সাওবান][আমির বিন ইয়াহইয়া আল-মাআফারী][হোনাশ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]↔ বলেন, ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াত কতক আনসার সম্পর্কে নাযিল হয় যারা নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেছিল স্ত্রীর সঙ্গে পেছন দিক থেকে যৌনমিলন করা সম্পর্কে। তিনি তাদেরকে বলেছেন "ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ" স্ত্রীর সর্বদিক দিয়ে আসতে পারবে যদি হয় তা স্ত্রীর ফারযে (স্ত্রীর যৌনাঙ্গে) হয়।[২১৩৪]

৯৯২. (দঈফ): হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ↔[হারিস বিন শুরায়হ][আবদুল্লাহ বিন নাফি'][হিশাম বিন সা'দ][যায়দ বিন আসলাম][আতা' বিন ইয়াসার][আবূ সাঈদ (রাঃ)]↔ বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে স্বীয় স্ত্রীর সাথে পশ্চাত দিক হতে সহবাস করলে লোকজন সমালোচনা করতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে পশ্চাত দিক হতে সহবাস করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** আয়াতটি নাযিল করেন।[২১৩৫]

৯৯৩. (হাসান): ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ↔[আবদুল আযীয বিন ইয়াহইয়া আবুল আসবাগ][মুহাম্মাদ বিন সালামাহ][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক][আবান বিন সালিহ][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]↔ বলেছেন ঃ ইবনু উমার (রা) বলেন- (তাকে যেন আল্লাহ মাফ করেন; কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন) আনসারগণ পূর্বে মূর্তিপূজক ছিলো এবং ইয়াহুদীরা ছিল 'আহলে কিতাব'। ইয়াহুদীরা বিদ্যা-জ্ঞানে আনসারদের চেয়ে উপরে ছিল। উপরন্তু ইয়াহুদীদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস ছিল। আহলে কিতাবরা স্ত্রীদের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সংগম করত। ফলে আনসারগণও তাদের প্রাধান্যে প্রভাবিত হয়ে একই পদ্ধতিতে সংগম করত। কিন্তু কুরাইশগণ তাদের স্ত্রীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্মুখ ও পশ্চাত দিক দিয়ে সংগম করে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করত। পরবর্তীতে মুহাজিরগণ মদীনায় আসার পর একজন মুহাজির একজন আনসার মহিলাকে বিবাহ করে বিভিন্নভাবে সহবাস করতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানায় এবং শেষ পর্যন্ত বলে দেয় যে, যদি এক পদ্ধতিতে করতে পার তা হলে কর, নতুবা সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। এ কথাটা ক্রমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে। অতঃপর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** আয়াতাংশটি নাযিল করেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পিছনে-সামনে উভয় পার্শ্ব দিয়েই ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু সংগম স্থান হবে একটিই। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের স্থান।[২১৩৬]

২১৩৪. আহমাদ ২৪১০। শুআয়াব আল-আরনাওয়াত বলেন, রিশদীন বিন সা'দ এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহকীকঃ** হাসান লি গায়রিহি।

২১৩৫. আবূ ইয়া'লা ১১০৩, আবূ সাঈদ (রাঃ)'র হাদীস থেকে। সানাদে হারিস বিন শুরায়হ দুর্বল ও মিথ্যুক। **তাহকীকঃ** দঈফ।

২১৩৬. আবূ দাউদ ২১৬৪, মুসতাদরাক ২/২৭৯, তাবারী ৪৩৪০, সকলে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম প্রথম অংশটিকে সহীহ হাদীস এবং তার সানাদকে ইমাম বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। আমি বলব: দ্বিতীয় অংশটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার হাদীসের সানাদ হাসান। ইনশাআল্লাহ। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

আবূ দাঊদ এ হাদীসটিকে পূর্বে বর্ণিত সকল রিওয়ায়াত হতে তুলনামূলকভাবে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া উম্মে সালমাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)- এর রিওয়ায়াতটিরও এ রিওয়ায়াতের বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য বলে এটাকেও বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে।

এ. হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম আত তাবারানী বর্ণনা করেছেন, {মুহাম্মাদ বিন ইসহাক}{আবান বিন সালিহ}{মুজাহিদ} বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট কুরআনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পড়েছি এবং প্রতিটি আয়াতে থেমে তার ব্যাখ্যা ও আনুসঙ্গিকতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসা করেছি। তখন ধারাবাহিকভাবে ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াতটি পর্যন্ত পৌছলে তিনি (এটার ব্যাখ্যাস্বরূপ) বলেন- মক্কার লোকেরা পূর্ব হতে তাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্নরূপে সহবাস করে হরেক স্বাদ গ্রহণ করত। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতটিরই অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরও বলেন ঃ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আল্লাহ মাফ করুন। কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এ সম্বন্ধে বুখারীর রিওয়ায়াতটির বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত দেন। তা এই ঃ

{ইসহাক}{নাদর বিন শুমায়ল}{ইবনু আওন}{নাফি'}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} (নাফি') বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরআন পড়লে তা হতে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কারও সাথে কথা বলতেন না। কিন্তু একদিন আলোচ্য আয়াতটি পাঠকালিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জান কি, এটা কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল? আমি বললাম- না, জানি না। তিনি উত্তরে বললেন, এটা উক্ত ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। {আবদুস সামাদ}{আমার পিতা}{আয়্যূব}{নাফি'}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} তিনি ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ **"সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেনঃ এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনা প্রদান করেছেন।[২১৩৭]

ইবনু জারীর বলেন, {ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম}{ইবনু উলায়্যাহ}{ইবনু আওন}{নাফি'}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} (নাফি') বলেন, আমি একদিন ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াতটি পড়তে থাকলে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বলেন- তুমি কি জান এটা কোন ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি বলেন- এটা স্ত্রীদের পশ্চাত দিয়ে সহবাস করা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। {আবূ কিলাবাহ}{আবদুস সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস}{আমার পিতা (আবদুল ওয়ারিস)}{আয়্যূব}{নাফি'}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} তিনি ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ **"সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– পেছন দিক থেকেও সহবাস করা। অন্য রেওয়ায়াতে {মালিক (এর হাদীস থেকে)}{নাফি'}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেটির সানাদ সহীহ নয়।

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, {মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম}{আবূ বাকর বিন আবী উওয়ায়স}{সুলায়মান বিন বিলাল}{যায়দ বিন আসলাম}{ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বলেন ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পেছন হতে সহবাস করলে মহিলাটি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াতটি নাযিল করেন।

২১৩৭. বুখারী ৪৫২৬, ৪৫২৭ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

◦[আবদুল্লাহ বিন নাফি'][দাউদ বিন কায়স][যায়দ বিন আসলাম][আতা' বিন ইয়সার][ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)]◦ এটা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী হাদীস্রটিও নাসাঈর পূর্বের বর্ণনার সমর্থক আর সেটা হল ঃ পিছন দিক হতে সামনের নির্দিষ্ট স্থানেই সহবাস করা।

৯৯৪. (স্বহীহ): নাসাঈ বলেছেন, ◦[আলী বিন উস্মান আন নুফায়লী][সাঈদ বিন্ ঈসা][মুফাদ্দাল বিন ফুদালাহ][আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান আত তাবীল][কা'ব বিন আলকামাহ][আবূ নাদর][নাফি'][ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)]◦ (কা'ব বিন আলকামাহ) বলেছেন যে, আবূ নাদর বলেছেন, তিনি নাফি'-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লোকেরা কথাটি বলাবলি করছে যে, আপনি ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্ত্রীলোকদের পশ্চাৎ অঙ্গে যৌন মিলন জায়েয বলেছেন।" তিনি বললেন, "তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। আসলে যা ঘটেছে আমাকে তা বলতে দাও। একবার ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) কুরআন পাঠ করছিলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যখন তিনি ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এ আয়াতে পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, "হে নাফি', এ আয়াতের পেছনের ঘটনা কি তুমি জান? আমি বললাম 'না'। তিনি বললেন, "আমরা কুরাইশরা স্ত্রীদের পেছন দিক দিয়ে (স্ত্রীর যৌনাঙ্গে) মিলন করতাম। আমরা যখন মাদীনায় হিজরত করলাম আর কতক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করলাম আমরা তাদের সাথে তাই করতে চাইলাম। তারা সেটাকে অপছন্দ করল এবং সেটাকে একটি বড় বিতর্কের বিষয় বানিয়ে ফেলল। আনসারী মহিলারা ইয়াহূদীদের নিয়ম অনুসরণ করত যারা তাদের মহিলাদের সঙ্গে যৌন মিলন করত যখন মহিলারা পিঠের ভরে শুয়ে পড়ত। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"**[২১৩৮] এটার সানাদ স্বহীহ।

ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেন, ◦[তাবারানী][হুসায়ন বিন ইসহাক][যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া][মুফাদ্দাল বিন ফুদালাহ][আবদুল্লাহ বিন আয়্যাশ][কা'ব বিন আলকামাহ][ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)]◦ (কা'ব বিন আলকামাহ) বলেন ঃ ইবনু উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে পূর্বে বর্ণিত উক্তির বিপরীত উক্তিও বর্ণিত হয়েছে। এ মতের অনুসারী মাদীনার এক বিশেষ ফিকাহবিশারদ দল রয়েছেন। 'কিতাবুসসির'-এ কেউ কেউ এ মতটি এককভাবে ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)- এর বলে ব্যক্ত করেছেন। তবে অনেকে এটার বিরোধিতা করে বলেন যে, এটা কিভাবে হতে পারে? কেননা যদিও বেশ কিছু স্বহীহ হাদীস্রে এটা উল্লিখিত হয়েছে, তথাপি অনেক হাদীস্রে এ ব্যাপারে কঠোর সাবধানবাণী ঘোষিত হয়েছে।

৯৯৫. (হাসান): ◦[হাসান বিন আরাফাহ][ইসমাঈল বিন আয়্যাশ][সুহায়ল বিন আবী স্বালিহ][মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির][জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু)]◦ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"اسْتَحْيُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ مَأْتَى النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ"

তোমরা লজ্জাবোধ করতে পার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের পায়ুপথে সংগম করো না।[২১৩৯]

২১৩৮. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৯৭৮। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২১৩৯. আহমাদ ২১৩৫১, ২১৩৫৮, স্বহীহ আল-জামি' ৯৩৪, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪২৮। দারাকুতনী (৩/২৮৮) হাসান বিন আরাফাহ এর সূত্রে। মুনযিরী তার 'তারগীব ওয়াত তারহীব' (৩/২৯০) এর মাঝে বলেন, সানাদে ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সত্যবাদী তবে তার নিজ শহর ব্যতীত অন্য শহরের রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। এর এই সানদে ঠিক তেমনি তিনি অন্য শহরের রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। সেটি ছিল শামি ও সুহায়ল বিন আবী স্বালিহ কিন্তু তার শাহিদ

৯৯৬. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨আবদুর রহমান⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨আবদ বিন শাদ্দাদ⟩ খুযায়মাহ বিন স্বাবিত (রাঃ) বলেন ঃ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دبرها রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষদেরকে স্ত্রীদের পায়ূপথ দিয়ে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন।[২১৪০]

৯৯৭. (স্বহীহ): ভিন্ন সানাদেঃ ইমাম আহমাদ জানিয়েছেন যে, ⟨ইয়া'কূব⟩⟨আমার পিতা (ইবরাহীম বিন সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ)⟩⟨ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি⟩⟨উবায়দুল্লাহ (বিন আবদুল্লাহ) ইবনুল হুসায়ন আল-ওয়ালিবী⟩⟨হারামী বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াকিফী⟩⟨খুযায়মাহ বিন স্বাবিত খাতমী (রাঃ)⟩ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"لَا يَسْتَحْيِي اللهُ من الحق، لا يستحي اللهُ مِنَ الْحَقِّ -ثَلَاثًا- لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ"

'আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেননা।' তিনি তিন বার বললেন, স্ত্রীদের সঙ্গে পায়ূপথ দিয়ে মিলন করোনা'।[২১৪১] নাসাঈ, ইবনু মাজাহ এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

৯৯৮. (হাসান): অপর হাদীস্বঃ আবূ ঈসা তিরমিযী ও নাসাঈ জানিয়েছেন, ⟨আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ⟩⟨আবূ খালিদ আল-আহমার⟩⟨দেহহাক বিন উস্বমান⟩⟨মোখরামাহ বিন সুলায়মান⟩⟨কুরায়ব⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ 'আল্লাহ এমন লোকের দিকে তাকাবেন না যে কোন পুরুষ বা নারীর সঙ্গে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে যৌন মিলন করত।'[২১৪২] তিরমিযী বলেছেন, হাদীস্বটি হাসান গারীব। ইবনু হিব্বানও তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে এ বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। আর ইবনু হিব্বান এটিকে স্বহীহ হাদীস্ব বলেছেন।[২১৪৩] কিন্তু ইমাম নাসাঈ ⟨হান্নাদ⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨দেহহাক⟩ থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবদ বলেন, ⟨আবদুর রায্যাক⟩⟨মা'মার⟩⟨ইবনু তাউস⟩⟨তাউস বিন কায়সান⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ (তাউস) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে স্ত্রীর পায়ূপথ দিয়ে সহবাস করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে কুফরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ? বর্ণনাটি স্বহীহ। মা'মার হতে ইবনু মুবারাকের সূত্রে নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদ তার তাফসীরে আরও বলেন, ⟨ইবরাহীম ইবনুল হাকাম⟩⟨তার পিতা (হাকাম)⟩⟨ইকরিমাহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাঃ)⟩ (ইকরিমাহ) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)- এর নিকট এসে বলেন যে, আমি আমার স্ত্রীর পায়ূপথে সংগম করি। কেননা আমি শুনেছি, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** তাই আমি ধারণা করেছি যে, এটিও হালাল। এতদশ্রবণে তিনি বললেন- সর্বনাশ! ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ **"সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর"** এর অর্থ হচ্ছে- দাঁড়িয়ে, বসে, সম্মুখ দিয়ে, পশ্চাত দিয়ে সহবাস করা যাবে, কিন্তু যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হবে না।

থাকায় সেটি সঠিক। আর শাহিদ হাদীস্বটি ইমাম তাবারানীর তার 'মু'জামুল আওসাত' এর মাঝে জাবির (রাঃ) থেকে একই শব্দে বর্ণনা করেছেন। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

২১৪০. আহমাদ ২১৩৪৩, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৯৮৫, ৮৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৯২৪। সানাদে একজন অপরচিত রাবী রয়েছে। কিন্তু খুযায়মাহ বিন স্বাবিত থেকে ভিন্ন সানাদে শাহিদ হাদীস্ব পাওয়া যায়। শুআয়াব আল-আরনাওয়াত বলেন, হাদীস্বটি স্বহীহ লি গায়রিহি। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ লি গায়রিহি।

২১৪১. আহমাদ ২১৩৬৭, ইবনু মাজাহ ১৯২৪, দারিমী ১১৪৪, ইরওয়াউল গালীল ২০০৫, আদাবুয যিফাফ ২৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২১৪২. তিরমিযী ১১৬৫, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০০১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৭৫৯, স্বহীহ আল-জামি' ৭৮০১। **তাহক্বীক আলবানীঃ** হাসান।

২১৪৩. ইবনু হিব্বান ১৩০২।

৯৯৯. (হাসান): অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ◄(আবদুস্ সামাদ)(হাম্মাম)(কাতাদাহ)(আমর বিন শুআয়ব)(তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাঃ))► বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, "الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى" যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ুপথে সংগম করবে, সে লুতের কওমের ক্ষুদ্র সংস্করণ।[২১৪৪]

১০০০. আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বলেনঃ ◄(হুদবাহ)(হাম্মাম)(কাতাদাহ)(আমর বিন শুআয়াব)(তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ))► (হাম্মাম) বলেন, পায়ুপথে স্ত্রী সহবাসকারী সম্পর্কে কাতাদাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমর বিন শুআয়ব তার পিতা হতে ও তিনি তার দাদা হতে এ বর্ণনা শোনান- নবী (ﷺ) বলেছেন, "هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى." সেটা ছোট লিওয়াতাত (সমকামিতা)।[২১৪৫]

কাতাদাহ বলেন, ◄(উকবাহ বিন ওয়াসসাজ)(আবূ দারদা')► বলেন, এ কাজ একমাত্র কাফির ছাড়া কেউ করতে পারে? এ হাদীসটি ◄(ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান)(সাঈদ বিন আবী আরূবাহ)(কাতাদাহ)(আবূ আয়্যুব)(আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ))► বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন। অনুরূপভাবে ◄(আবদ বিন হুমায়দ)(ইয়াযীদ বিন হারূন)(হুমায়দ আল-আ'রাজ)(আমর বিন শুআয়ব)(তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ))► থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১০০১. (দঈফ): ভিন্ন সানাদে: জা'ফার আল-ফিরয়াবী বলেন, ◄(কুতায়বাহ)(ইবনু লাহীআহ)(আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম)(আবূ আবদুর রহমান আল-হুবুলী)(আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ))► বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ: ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي جَارَهُ حَتَّى يَلْعَنَهُ"

আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোকের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র (মাফ) করবেন না; বরং তাদেরকে বলবেন, যাও দোযখীদের সাথে দোযখে প্রবেশ কর। তারা হল, (১) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বা সমকামীদ্বয়। (২) হস্তমৈথুনকারী। (৩) চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সংগমকারী। (৪) স্ত্রীর পায়ুপথে সংগমকারী। (৫) স্ত্রী ও স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী। (৬) প্রতিবেশীর মহিলাদের সঙ্গে ব্যভিচারকারী। (৭) প্রতিবেশীকে এমনভাবে পীড়নকারী যে, শেষ পর্যন্ত সে তাকে অভিশাপ দেয়।[২১৪৬] কিন্তু এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনু লাহীআহ ও তার শায়খ উভয়ই 'দুর্বল বর্ণনাকারী।'

১০০২. (সহীহ লি গায়রিহি): অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ◄(আবদুর রাযযাক)(সুফইয়ান)(আসিম)(ঈসা বিন হিত্তান)(মুসলিম বিন সালাম)(আলী বিন তলক (রাঃ))► বলেছেন যে,

---

২১৪৪. আহমাদ ৬৯২৮, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪২৫, গায়াতুল মারাম ২৩৪। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান; তবে হাদীসটি মারফূ' না মাওকূফ এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে মাওকূফ হওয়াটি অধিক বিশুদ্ধ। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২১৪৫. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৯৯৭, বাযযার ১৪৫৫, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান। এটি পূর্বোক্ত হাদীসের মতো।

২১৪৬. ইরওয়াউল গালীল ৮/৫৯, আমালী ইবনু বিশরান ৪৭৭, সিলসিলাহ দঈফাহ ৩১৯। সানাদটি দুর্বল যেমনটি মুসান্নিফ ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেছেন। আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ ও তার উর্ধ্বতন শায়খ আবদুর রহমান বিন যিয়াদ আল-আফরীকী তারা উভয়ে দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم إِن تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্ত্রীদের সঙ্গে পায়ূপথে মিলন করতে নিষেধ করেছেন কারণ আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জা পাননা।"[২১৪৭]

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, এটা আবূ মুআবিয়ার সূত্রে এবং আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) আবূ মুআবিয়া হতে আসিম আহওয়ালের সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন। এবং এটাতে কিছু বেশিও উল্লিখিত হয়েছে। এ বর্ণনাটি হাসান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। অবশ্য এ হাদীসটি আলী বিন তল্‌কের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণনাই সহীহ্।

১০০৩. (সহীহ্): অপর হাদীসঃ ⟨আবদুর রায্যাক⟩⟨মা'মার⟩⟨সুহায়ল বিন আবূ সালিহ্⟩⟨হারিস বিন মুখাল্লাদ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বলেন ঃ নবী (ﷺ) বলেছেন- "إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ." 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পায়ূপথে সহবাস করে তার প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না।'[২১৪৮]

১০০৪. (সহীহ্): ⟨আফফান⟩⟨উহায়ব⟩⟨সুহায়ল⟩⟨হারিস বিন মুখাল্লাদ⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا." স্ত্রীর পায়ূপথে সহবাসকারীর প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না।[২১৪৯] তারিক বিন সুহায়ল- এর সূত্রে ইবনু মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০০৫. (সহীহ্): ⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨সুহায়ল বিন আবূ সালিহ্⟩⟨হারিস বিন মাখলাদ⟩⟨আবূ হুরায়রা (রাঃ)⟩ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا." 'সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর পায়ূপথে সহবাস করে।'[২১৫০] অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ নাসাঈ ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০০৬. (হাসান): অন্য সানাদেঃ আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী (ইস্পাহানী) বলেন, ⟨আহমাদ ইবনুল কাসিম ইবনুর রায়্যান⟩⟨আবূ আবদুর রহমান আন নাসাঈ⟩⟨হান্নাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল⟩⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨সুহায়ল বিন আবু সালিহ্⟩⟨তার পিতা (আবূ সালিহ)⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর পায়ূপথে সহবাস করে।[২১৫১] সুনান আন নাসাঈ'র মাঝে এ সানাদে বর্ণিত হয়নি। বরং সেখানে হারিস বিন মাখলাদ থেকে সুহায়ল পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আমাদের শায়খ হাফিয আবূ আবদুল্লাহ আয যাহাবী বলেন, আহমাদ ইবনুল কাসিম বিন রায়্যান থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর তারা সকলে এ সানাদে রয়েছে। তিনি তাদেরকে দুর্বল বলেছেন।

১০০৭. ভিন্ন সানাদেঃ মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী বর্ণনা করেন যে, ⟨আল-আলা' বিন আবদুর রহমান⟩⟨তার পিতা (আবদুর রহমান)⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "مَلْعُونٌ

২১৪৭. ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আতরাফুল মুসনাদের মাঝে ৪/৩৮৪ উল্লেখ করেছেন, তিরমিযী ১১৬৪, আহমাদ ৬৫৭, সানাদে মুসলিম বিন সাল্লাম নির্ভরযোগ্য নয়। তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত কেউ ষিকাহ বলেননি। হাদীসটি সম্পর্কে শুআয়ব আল-আরনাওয়াত সহীহ লি গায়রিহি বলেছেন। **তাহকীকঃ** সহীহ লি গায়রিহি।

২১৪৮. আহমাদ ৭৬২৭, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৫৭১, সহীহ আল-জামি' ১৬৯১, হারিস ব্যতীত সানাদের সকল রাবী ষিকাহ। হারিস সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি 'মাজহূলুল হাল'। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৪৯. ইবনু মাজাহ ১৯২৩, আহমাদ ৮৩২৭, আদাবুয যিফাফ ৩০, সহীহ আবূ দাঊদ ১৮৭৮। সুহায়লের সূত্রে, সানাদে হারিস থাকায় সানাদটি দুর্বল। তবে এর একাধিক শাহিদ রয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৫০. আবূ দাঊদ ২১৬২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০১৪, ইবনু মাজাহ ১৯২৩, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪৩২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০৮২৯, সহীহ আল-জামি' ৫৮৮৯। সানাদে হারিস দুর্বল কিন্তু হাদীসটির একাধিক শাওয়াহিদ রয়েছে এমর্মে জানতে দেখুন সহীহ আবূ দাউদ ১৮৭৮, মিসবাহুয যুজাজাহ (২/৬৫)। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২১৫১. আবূ দাঊদ ২১৬২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০১৫। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

"مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" 'সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে।'[২১৫২] তবে এটার বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু খালিদের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

১০০৮. ভিন্ন সানাদেঃ ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করছেন, হাম্মাদ বিন সালামাহ হাকীম আল-আস্রাম আবূ তামীমাহ আল-হুজায়মী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়েদ অবস্থায় সহবাস করবে অথবা স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করবে অথবা জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করবে, সে নিশ্চিতভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার সাথে কুফরী করল।[২১৫৩] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে 'দঈফ' বলেছেন। আবূ তামীমাহ হতে হাকাম তিরমিযীর বর্ণনা সম্পর্কে বলেন যে, এ স্থানে বর্ণনার সূত্রে পরম্পরা রক্ষিত হয়নি।

১০০৯. ভিন্ন সানাদেঃ ইমাম নাসাঈ বলেন, উসমান বিন আবদুল্লাহ সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্ সনআনী সাঈদ বিন আবদুল আযীয যুহরী আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" 'তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবনত হও। তোমরা স্ত্রীদের পায়ুপথে সংগম করো না'।[২১৫৪] একমাত্র নাসাঈ হাদীস্রটি এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হামযাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কিনানী আল হাফিয বলেন ঃ যুহরী, আবূ সালমা ও আবূ সাঈদের বর্ণনার দ্বারা এ হাদীস্রটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ হাদীস্রের অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল মালিক যদি সাঈদ হতে এই হাদীস্র শুনেও থাকেন, তাহলে তা অবশ্যই তার স্মৃতি বিভ্রাটের সময় শুনেছেন। ইমাম তিরমিযী আবূ সালামা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ কার্য কালে শুনেছেন। ইমাম তিরমিযী আবূ সালামা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ কার্য হতে বিরত থাকতে বলেন। তবে তিনি সরাসরি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে নবী (সাঃ)-এর হাদীস্র শুনেছেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অবশ্য এ হাদীস্রের ভালো সমালোচনা রয়েছে। আবদুল মালিকের স্মৃতিবিভ্রাটের ব্যাপারটি একমাত্র হামযাহ তার পিতা আল কিনানী হতে উল্লেখ করেছেন। অন্য কেউ এটা বলেননি। অবশ্য আল-কিনানী

২১৫২. ইবনু আদী কর্তৃক রচিত 'আল-কামিল' (৬/৩১১), মু'জামুল আওসাত ৪৭৫১, তাফসীর আল-বাগাবী ২৪৬, সানাদে মুসলিম বিন খালিদ জামহূর উলামাদের নিকট দুর্বল। কিন্তু হাদীস্রটির একাধিক শাহিদ হাদীস্র রয়েছে। যার কিছু পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২১৫৩. আহমাদ ৯০৩৫, আবূ দাউদ ৩৯০৪, তিরমিযী ১৩৫, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০১৬, ইবনু মাজাহ ৬৩৯। ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীস্রটিকে পূর্বোক্ত সানাদে ইমাম বুখারী দুর্বল বলেছেন। যদি স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় সহবাস করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে এটি হাদীস্রে হুকুম দেয়া হয়নি। কেননা অন্য হাদীস্রে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় সহবাস করবে তাকে এক দীনার সাদকা করতে হবে। আমি বলব উক্ত হাদীস্রটির সানাদে বর্ণিত সকল রাবী স্রিকাহ তবে হাকীম আল-আসরাম ব্যতীত। তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' (২২২৮) এর মাঝে বলেন, ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইমাম যাহাবী বলেন, আমি হাকীম আল-আসরাম সম্পর্কে ইবনুল মাদীনীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এখানে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইবনু আবী শায়বাহ বলেন, তার সম্পর্কে আমি আলীকে জিজ্ঞেস করেছি তিনি তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, এখানে তার হাদীস্রের কোন তাবি' পাওয়া যায় না। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

২১৫৪. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০১০।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তবে দুহায়ম, আবূ হাতিম ও ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন- তার কোন বর্ণনা দলীল হিসাবে পেশ করা বৈধ নয়। আল্লাহ ভালো জানেন। কিন্তু সাঈদ বিন আবদুল আযীয হতে যায়দ বিন ইয়াহইয়া বিন উবায়দও উপরোক্ত হাদীসটি আবূ সালমা হতে ভিন্ন দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, এটার তুলনায় অধিক সহীহ কোন হাদীসই নাই।

১০১০. অন্য একটি বর্ণনায়: ইমাম নাসাঈ বলেন, ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আস্ সাওরী লায়স বিন আবী সুলায়ম মুজাহিদ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন ঃ স্ত্রীদের পায়ুপথে পুরুষদের সহবাস করা কুফরী।[২১৫৫] উপরোক্ত সূত্রে আবদুর রহমান হতে বুন্দার বর্ণনা করেন যে, 'স্ত্রীদের পায়ুপথে সহবাস করা হল কুফরী। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদের সূত্রে মওকূফ রিওয়ায়াতে ইমাম নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্য আর একটি মওকূফ রিওয়ায়াত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও আলী বিন নাদীমার সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১০১১. (দঈফ): আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়স ও বকর বিন খুনায়স বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীদের বা পুরুষদের পায়ুপথে সংগম করল, সে কুফরী করল।'[২১৫৬] উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাওকূফ হওয়াই অধিকতর সত্য এবং এটার বর্ণনাকারী বকর বিন খুনায়সকে রাবী হিসাবে অনেক ইমামই দুর্বল বলেছেন। আর তার এই দুর্বলতার দরুন এটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

১০১২. অপর হাদীস: মুহাম্মাদ বিন আবান আল-বালখী বলেন, ওয়াকী' যামআহ বিন সালিহ ইবনু তাউস তার পিতা (তাউস বিন কায়সান) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আমর বিনদীনার আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ইবনুল হাদী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। আর তোমরা স্ত্রীদের পায়ুপথে সহবাস কর না।[২১৫৭] ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, সাঈদ বিন ইয়া'কূব আত-তালিকানী উসমান ইবনুল ইয়ামান যামআহ বিন সালিহ ইবনু তাউস তার পিতা (তাউস বিন কায়সান) ইবনুল হাদি উমার (রাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পায়ুপথে সংগম করো না।

ইসহাক বিন ইবরাহীম ইয়াযীদ বিন আবূ হাকীম যামআহ বিন সালিহ আমর বিন দীনার তাউস আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি আল-লায়সী উমার (রাঃ) বলেন, اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي

২১৫৫. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০১৮,

২১৫৬. আল-উকায়লী ১/১৪৯/১৮৪, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস থেকে। সানাদে লায়স বিন আবী সুলায়ম নির্ভরযোগ্য নয়। আর তার থেকে বাকর বিন খুনায়স বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। নাসাঈ (৯০১৮, ৯০১৯, ৯০২০, ৯০২১) লায়স মুজাহিদ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে। যিনি উক্ত হাদীসটিকে মারফূ' পর্যন্ত পৌঁছেছেন তিনি হচ্ছেন– বাকর বিন খুনায়স। তবে ইমাম নাসাঈ সেটিকে শুধু মাওকূফ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। সারকথাঃ উক্ত হাদীসটি মারফূ' সূত্রে হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর নিকট আসা ও স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করা কুফরী হওয়াটি মুতলাকভাবে সঠিক নয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটি হারাম ও কবিরা গুনাহ। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীকঃ দঈফ।**

২১৫৭. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০০৮, আল-বাযযার ১৪৫৬, উমার (রাঃ) এর হাদীস থেকে, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭৫৯২, আবূ ইয়া'লা থেকে, তিনি বলেন, তার সানাদের সকল রাবী সহীহ তবে উসমান ইবনুল ইয়ামান ব্যতীত। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাকবূল। তার তাবে' হিসেবে ইয়াযীদ বিন আবী হাকীম এর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখুন নাসাঈ (৯০০৯) আর ইয়াযীদ সত্যবাদী। কিন্তু মুসান্নিফ এটিকে মাওকূফ হওয়ার ইল্লাত বর্ণনা করেছেন। আর সেটি নাসাঈর বর্ণনার দিকে নিসবাত করেছেন। যিনি সুনান আন নাসাঈ'র মাঝে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি এ দুটি রেওয়ায়াত বাদ দিয়েছেন।

أَدْبَارِهِنَّ তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবনত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সত্য বলতে লজ্জা করেননা। তোমরা স্ত্রীদের পায়ূপথে সঙ্গম করো না'।[২১৫৮] এটি মাওকূফ হওয়াটাই অধিক বিশুদ্ধ।

১০১৩. (হাসান): অপর হাদীস্ব: ইমাম আহমাদ বলেন, ॰(গুনদার ও মুআয বিন মুআয)(শু'বাহ)(আস্বিম আল-আহওয়াল)(ঈসা বিন হিত্তান)(মুসলিম বিন সালাম)(তালক বিন ইয়াযীদ অথবা ইয়াযীদ বিন তালক)॰ বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ" আল্লাহ তাআলা সত্য বলতে লজ্জা করেননা। তোমরা স্ত্রীদের পায়ূপথে সঙ্গম করো না।[২১৫৯] অনুরূপভাবে শু'বা থেকে একাধিকজন হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক বলেন, ॰(মা'মার)(আস্বিম আল-আহওয়াল)(ঈসা বিন হিত্তান)(মুসলিম বিন সালাম)(তলক বিন আলী অথবা আলী বিন তলক)॰ থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১০১৪. অপর হাদীস্ব: আবূ বাকর আল-আস্বরাম তার সুনানের মাঝে বলেন, ॰(আবূ মুসলিম আল-হারামী)(আমার ভাই উনায়স বিন ইবরাহীম)(ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান ইবনুল কা'কা')(তার পিতা আবুল কা'কা')(ইবনু মাসউদ (রাঃ))॰ বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "مَحَاشُ النِّسَاءِ حَرَامٌ" স্ত্রীর পায়ূপথে সহবাস করা হারাম।[২১৬০] ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ, সুফইয়ান আস্ব স্বাওরী, শু'বাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ॰(আবদুল্লাহ আশ শাকিরী তার নাম সালামাহ বিন ইবনু তাম্মাম)(আবুল কা'কা')(ইবনু মাসউদ (রাঃ))॰ হতে মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর এটিই অধিকতর সঠিক।

১০১৫. অপর হাদীস্ব: ইবনু আদী বলেন, ॰(আবূ আবদুল্লাহ আল-মুহামালী)(সাঈদ বিন ইয়াহইয়া আল-উমাবী)(মুহাম্মাদ বিন হামযাহ)(যায়দ বিন রাফী')(আবূ উবায়দাহ)(আবদুল্লাহ (রাঃ))॰ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ" 'স্ত্রীদের পায়ূপথে সহবাস করো না।[২১৬১] মুহাম্মাদ বিন হামযাহ আল-জাযারী ও তার শায়খ উভয়ের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

এবং উবাই ইবনু কা'ব, বারা' বিন আস্বিব, উকবাহ বিন আমির ও আবূ যার-এর নিকট হতে তাদের সনদেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাই তাদের সূত্রে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

২১৫৮. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯০০৯।

২১৫৯. সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৪৩৪। মাতানটি হাসান, এটি সাহাবীদের একটি জামাআত থেকে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদ (২০৫, ১০০৫, তিরমিযী ১১৬৬, ইবনু হিব্বান ২২৩৭। **তাহকীকঃ** হাসান।

২১৬০. দাওলাবী তার 'আল-কুনা' গ্রন্থে (২/৮৫) বর্ণনা করেছেন, ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ১৩৩৮৫, ইবনু হাজার আল-আসকালানী এটিকে মাওকূফ বলেছেন। আর একাধিক শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে।

২১৬১. ইবনু আদী কর্তৃক রচিত 'আল-কামিল' (৩/২০৬) ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে। এখানে তিনটি ইল্লাত রয়েছে: ১. আবূ উবায়দাহ তার পিতা থেকে শ্রবণ করেনি, এটি প্রসিদ্ধ। ২.যায়দ বিন রুফায়'কে ইমাম দারাকুতনী দুর্বল এবং ইমাম নাসাঈ 'লায়্যিন' বলেছেন। ৩. মুহাম্মাদ বিন হামযাহ নির্ভরযোগ্য নন। কিন্তু উক্ত হাদীস্বটির শাহিদ হিসেবে জাবির (রাঃ) এর হাদীস্ব পাওয়া যায়। দেখুন মাজাম' (৭৫৯৪) হায়স্বামী বলেন, নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনা উকবাহ বিন আমির এর হাদীস্ব থেকে ইমাম তাবারানী মু'জামুল আওসাত (১৯৫২) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। হায়স্বামী বলেন, সানাদে আবদুস সামাদ ইবনুল ফাদল রয়েছে তার সম্পর্কে ইমাম যাহাব 'সালিহুল হাদীস্ব' বলেছেন। **সারকথাঃ** এ হাদীস্বটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু অর্থ একই। আর সেটি হচ্ছে– স্ত্রীর পায়ূপথে সঙ্গম করা যাবে না। সকল হাদীস্বই পায়ূপথে সঙ্গম করা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন- সেটি মারফূ' হাদীস্ব হোক অথবা মাওকূফ। স্ত্রীর সাথে সহবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু পথ একটি। আর এ ব্যাপারে জামহূর উলামা, সাহাবী, তাবেঈ এবং চার ইমামগণসহ অন্যান্যরাও একমত হয়েছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ম্রাওরী বলেন, (সলত বিন বাহরাম)(আবুল মু'তামির)(আবূ জুওয়ায়রিয়াহ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- কে স্ত্রীদের পায়ূপথে সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, পিছনে করলে আল্লাহ পিছনে ফেলে রাখবেন। (অতঃপর বলেন) কেন, তুমি কি এ ব্যাপারে আল্লাহর কথা শোননি? (লুতকে লক্ষ করে) আল্লাহ বলেছিলেন, ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ **'তোমরা এমন নির্লজ্জতার কাজ করেছ, যা তোমাদের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কেউই কখনও করেনি।'**[২১৬২]

পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াতে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ দারদা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আবদুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ এটাকে হারাম বলেছেন। এটাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও এটাকে হারাম বলতেন।

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনুদ দারিমী স্বীয় মুসনাদে জানিয়েছেন যে, (আবদুল্লাহ বিন সালিহ)(লায়স)(হারিস বিন ইয়া'কূব)(সাঈদ বিন ইয়াসার আবুল হুবাব)(ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) আবূ হুবাব বলেছেন ঃ

مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي، أَنُحَمِّضُ لَهُنَّ؟ قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ فَذَكَرَ الدُّبُرَ. فَقَالَ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟

"আমি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, "স্ত্রীদের সঙ্গে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে যৌনমিলনের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?" তার মানে কী?" আমি বললাম, "পায়ূপথে মিলন।" তিনি বললেন, "কোন মুসলিম এটা করে?[২১৬৩] অনুরূপভাবে ইবনু ওয়াহব ও কুতায়বাহ লায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ সানাদটি সহীহ এবং উক্ত বিষয়টি এ উদ্ধৃতির মাঝে স্পষ্ট হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে বিভিন্ন অশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র উপর যে অপবাদ লাগানো হয়েছে, তা এসব মজবুত রিওয়ায়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে।

ইবনু জারীর বলেন, (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকাম)(আবূ যায়দ আবদুর রহমান বিন আহমাদ বিন আবুল গামির)(আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম)(মালিক বিন আনাস) বর্ণনা করেন যে, তাকে বলা হল, হে আবূ আবদুল্লাহ! মানুষেরা সালিম বিন আবদুল্লাহ থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা করছে। তিনি বললেন, তারা তার পিতার উপর মিথ্যারোপ করছে কিংবা কুফরী করেছে। মালিক বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াযীদ বিন রূমান তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সালিম বিন আবদুল্লাহ তার পিতা ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নাফি' যা বলেছেন অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাঁকে আবার বলা হল যে, আবূ হাব্বাব সাঈদ ইবনু ইয়াসার হতে হারিছ ইবনু ইয়া'কূব বলেন যে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে , হে আবূ আবদুর রহমান! আমি দাসী ক্রয় করেছি, আমি কি তার সাথে 'তাহমীদ' করব? তিনি প্রশ্ন করলেন- 'তাহমীদ' কী বস্তু? জবাবে বলা হল- পায়ূপথে সংগম। ইবনু উমার বলেন ঃ হায় হায়! কোন মুসলমান এ কাজ করে? তখন মালিক ইবনু আনাস বলেন ঃ আমি সাক্ষী যে ইবনু উমার হতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুবাব ও রাবীআহ আমাকে নাফে'র অনুরূপ বর্ণনা শুনিয়েছেন।

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, (রাবী' বিন সুলায়মান)(আস্‌বাগ ইবনুল ফারাজ আল-ফাকীহ)(আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম) বলেন, আমি মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে বললাম যে, সাঈদ বিন ইয়া'কূব ও মিসরের লায়স বিন সা'দ আমাকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বিন ইয়াসার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- আমি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলাম

২১৬২. সূরাহ আ'রাফ, ৭:৮০।

২১৬৩. দারিমী ১১৪৩। সানাদটি দুর্বল। সানাদে আবদুল্লাহ বিন সালিহ যিনি লায়স এর লেখক, তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল।

যে, আমরা দাসী ক্রয় করছি। আমি কি তার সাথে তাহমীয করব? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- 'তাহমীয' কী বস্তু? জবাবে বললাম- আমরা তাদের পায়ুপথ ব্যবহার করব? তিনি বললেন- হায় হায়। কোন মুসলমান কি এই কাজ করে? ইমাম নাসাঈ (ইয়াযীদ বিন রূমান) (উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার) বর্ণনা করেন যে, ইবনু উমার (রাঃ) স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাসের জন্য আসাকে খারাপ মনে করতেন না।

মা'মার বিন ঈসা মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটিকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

আবূ বাক্‌র বিন যিয়াদ আন নাইসাবুরী জানিয়েছেন, (ইসমাঈল বিন হিস্‌ন) (ইসমাঈল বিন রাওহ) (মালিক বিন আনাস) (ইসমাঈল) বলেন, তিনি মালিক বিন আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রীদের পায়ুপথে যৌনমিলনের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?" তিনি বললেন, "তুমি একজন আরব নও? গর্ভ হওয়ার জায়গা ছাড়া কি যৌন মিলন হয়? কেবল স্ত্রীর যৌনাঙ্গ দিয়ে তা কর।" আমি বললাম, "হে আবূ আবদুল্লাহ, লোকে বলে যে, আপনি এ নিয়ম অনুমোদন করেন" তিনি বললেন, "তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তারা আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে।"[২১৬৪] এ হচ্ছে এ ব্যাপারে মালিকের দৃঢ় অবস্থান। এটা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ সালামাহ, ইকরিমাহ, তাউস, আতা', সাঈদ বিন জুবায়র, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, মুজাহিদ বিন জাবর, হাসান, এবং অন্যান্য সালাফ (সাহাবী এবং পরবর্তী দু'জেনারেশন) বিদ্বানদের অভিমত। অধিকাংশ বিদ্বানদের সঙ্গে তারা পায়ুপথে মিলনের কাজকে শক্তভাবে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের অনেকে এ কাজকে কুফর বলেছেন। মদীনার কোন কোন ফকীহ্ যথা ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

অবশ্য তাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম হতে আস্‌বাগ ইবনুল ফারাজের রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, স্ত্রীদের পায়ুপথে সহবাস করা দীনের দৃষ্টিতে হালালের ব্যাপারে সন্দেহ করে এমন ব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। অতঃপর তিনি ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٌ لَّكُمۡ﴾ **"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র।"** এ আয়াতাংশটি পড়ে বলেন, এটা হতে স্পষ্ট কথা আর কী হতে পারে? এটি তহাবীর বর্ণনা।

হাকিম, দারাকুতনী ও খতীব আল-বাগদাদী [রাহিমাহুমুল্লাহ] ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)- এর সূত্রে ইচ্ছাধীনভাবে যে কোন স্থান দিয়ে সহবাস বৈধ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটার বর্ণনাসূত্র অত্যন্ত দুর্বল। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ আয যাহাবী এটার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ আমাদেরকে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকীম বলেছেন যে, তিনি ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে বলতে শুনেছেন যে তিনি বলেন- রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এটার হালাল এবং হারামের ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে যুক্তিতে এটা হালাল বলেই সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপভাবে আবূ বাকর আল-খাতীব বর্ণনা করেছেন যে, (আবূ সাঈদ আস্ সয়রাফী) (আবুল আব্বাস আল-আস্বাম্ম) (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকিম) বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে অনুরূপ কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু আবূ নাস্র ইবনুস্ সাব্বাগ বলেন যে, রাবী' আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন যে, ইবনু আবদুল হাকীম মিথ্যা বলেছে। শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার ছয়টি কিতাবের প্রতিটিতে সেটা হারাম বলে প্রমাণ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمۡ﴾ **"এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর"** অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদাতের কাজ ক'রে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তাথেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। এজন্য

২১৬৪. ইবনু হাজার আল-আসকালানী কর্তৃক রচিত 'আল-ফাতহ' ৮/৩৮, ৩৯।

আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন, ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ﴾ **"এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে হাজির হতে হবে।"** অর্থাৎ তিনি তোমার সমস্ত কাজের হিসাব নিবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ **"আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও"**। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তাথেকে বিরত থাকে।

ইবনু জারীর জানিয়েছেন যে, আতা' বলেছেন কিংবা ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ﴿وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ﴾ **"এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর"** অর্থাৎ, "বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম নাও যৌন মিলনের পূর্বে।"[২১৬৫]

১০১৬. (স্বহীহ): বুখারী আরো জানিয়েছেন, ইবনু আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছে ঃ

"لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"

তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ– অতঃপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[২১৬৬]

২২৪. তোমরা সৎকাজ, তাকওয়া অবলম্বন এবং মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে– আল্লাহ্র নামে এমন শপথ করে তাকে ওজুহাত করে নিও না। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।	وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾
২২৫. আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۲۵﴾

ভাল কাজ ত্যাগ করার শপথের নিষিদ্ধতা

আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন, "ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকার জন্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তোমরা আল্লাহর নামে যে শপথ কর তা তোমরা বাস্তবায়ন করোনা। আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন:

﴿وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং আল্লাহ্র পথে হিজরাতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা

২১৬৫. তাবারী ৪/৪১৭।

২১৬৬. বুখারী ১৪১, মুসলিম ১৪৩৪, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ ১৮৭০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

করে ও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন?"[২১৬৭] পাপ কাজের শপথ করে তা বাস্তবায়িত করা কাফফারা আদায় ক'রে শপথ ভংগ করার চেয়ে বেশি পাপের কাজ। যেমন–

১০১৭. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, ইসহাক বিন ইবরাহীম আবদুর রায্যাক মা'মার হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ نَحْنُ الْآخِـرُونَ السَّـابِقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে আগমন করেছি বটে কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই সর্বাগ্রে গমন করব।[২১৬৮]

১০১৮. (স্বহীহ): রাসূল (সাঃ) আরো বললেন,

"وَاللهِ لَأَنْ يلجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعطي كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর নিকট এটা বেশি পাপের কাজ যে তোমাদের কেউ তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ ক'রে তা পূর্ণ করবে কাফ্ফারা আদায় করার চেয়ে। এভাবে ইমাম মুসলিম মুহাম্মাদ বিন রাফি' থেকে আবদুর রায্যাক এর সূত্রে এবং ইমাম আহমাদও হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২১৬৯]

১০১৯. (স্বহীহ): অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন, ইসহাক বিন মানুসূর ইয়াহইয়া বিন স্বালিহ মুআবিয়াহ বিন সালাম ইয়াহইয়া বিন আবী কাস্রীর ইকরিমাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) **বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,**

"مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ".

যে ব্যক্তি কসম দীর্ঘায়িত করবে এবং সেটা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করবে না, সে মস্তবড় পাপে লিপ্ত থাকবে। অর্থাৎ সেটা বড় পাপ।[২১৭০]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আলী বিন আবূ তালহাহ্ বলেছেন যে, আল্লাহ যা বলেছেন: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَـةً لِأَيْمَـانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ্র নামে এমন শপথ করে তাকে ওজুহাত করে নিও না"** এর অর্থ, "ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকার শপথ কর না। (যদি তুমি এ রকম শপথ কর) তাহলে তা ভেংগে ফেল, কাফ্ফারা দাও এবং ভাল কাজ কর।"[২১৭১] এটা মাসরূক, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ বিন জুবায়র, আতা', ইকরিমাহ, মাকহূল, যুহরী, হাসান, কাতাদাহ, মুকাতিল বিন হায়্যান, রবী' বিন আনাস, দহ্হাক, আতা" খুরাসানী এবং সুদ্দীও বলেছেন।[২১৭২] এ মত- অধিকাংশের মত।

১০২০. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন দ্বারা সমর্থিত যে, আবূ মূসা আশ'আরী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"إِنِّي وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

আর আল্লাহ্র কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্শাআল্লাহ্ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি কল্যাণকর মনে করি, তখন সেই কল্যাণকর কাজটি আমি করি এবং কাফ্ফারা দিয়ে শপথ হতে মুক্ত হই।[২১৭৩]

২১৬৭. সূরাহ নূর, ২৪:২২।
২১৬৮. বুখারী ৮৭৬, ২৯৫৬, মুসলিম ৮৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২১৬৯. বুখারী ৬৬২৫, মুসলিম ১৬৫৫, আহমাদ ৭৬৮৫। তাহকীক আলবানীঃ স্বহীহ।
২১৭০. বুখারী ৬৬২৬, ইবনু মাজাহ ২১১৪, মুসতাদরাক ৭৮২৭। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।
২১৭১. তাবারী ৪/৪২২।
২১৭২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৭০০-৭০২।
২১৭৩. বুখারী ৩১৩৩, ৬৬২৩, মুসলিম ১৬৪৯, আবূ দাউদ ৩২৭৬, ইবনু মাজাহ ২১০৭, ইবনু হিব্বান ৪৩৫৪। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

১০২১. (স্বহীহ্): বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবদুর রহমান বিন সামুরাহকে বললেন,

"يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنَّ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

হে আবদুর রহমান বিন সামুরাহ! নেতৃত্বের জন্য আকাঙক্ষা করো না। কেননা তোমার না চাওয়াতে তা যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর তা যদি তুমি চেয়ে নাও, তা হলে তোমাকে তা সমর্পণ করা হবে। তেমনি যদি তুমি কোন শপথ কর এবং তার বিপক্ষে যদি মঙ্গল দেখতে পাও, তবে স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করে সেই কাজটি সম্পন্ন করে নাও।"[২১৭৪]

১০২২. (স্বহীহ্): ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

কোন ব্যক্তি শপথ করার পর যদি তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মাঝে মঙ্গল দেখে তবে তার কসম ভংগ করে কাফফারা আদায় করাটিই উত্তম।[২১৭৫]

১০২৩. ইমাম আহমাদ বলেন, ≪আবূ সাঈদ (বানী হাশিমের আযাদকৃত দাস)⌘খালীফাহ বিন খায়্যাত⌘আমর বিন শুআয়ব⌘তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)⌘তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ))≫ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا"

কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর শপথ করার পর যদি সে সেটা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে মঙ্গল দেখতে পায়, তা হলে শপথ ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে সেটার কাফফারা।"[২১৭৬]

২১৭৪. বুখারী ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী ১৫২৯, আবূ দাউদ ৩২৭৭, ইবনু হিব্বান ৪৩৪৮। **তাহক্বীকঃ** স্বহীহ।

২১৭৫. মুসলিম ১৬৫০, তিরমিযী ১৫৩০, ইবনু হিব্বান ৪৩৪৯। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২১৭৬. আহমাদ ৬৯৩০, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি হাসান " فتركه كفارتها " বাক্যটি ব্যতীত। সানাদে খালীফাহ বিন খায়্যাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং তার থেকে আমরা হাদীস্ব বর্ণনা করিনি। তার তাবে' হিসেবে উবায়দুল্লাহ বিন আখনাস এর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেখুন আবূ দাউদ ৩২৭৪, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ সেটিকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে বায়হাকী (১০/৩৪) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটি আমর বিন শুআয়ব এর বর্ণনার চেয়েও দুর্বল। অতঃপর বায়হাকী বলেন, ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)-কে বলেছি যে, ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ থেকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, এরপর থেকে আমি তাকে বর্জন করেছি। আহমাদ আরও বলেন, ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত একাধিক হাদীস্ব মুনকার। আর তার পিতা অপরিচিত।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ইবনু হিব্বান (৪৩৪৪) একটি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। শায়খ শুআয়ব বলেন, তার সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

আমি বলবঃ যথাসম্ভব সেটি মাওকূফ হতে পারে যেমনটি ইমাম বায়হাকী (১০/৩৪) বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান কর্তৃক মাওকূফ সানাদের মত। সম্ভবত ইমাম ইবনু হিব্বানের শায়খ অথবা তার শায়েখের শায়েখ সেটিকে সন্দেহ করে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আহমাদ (৩/৭৬) আবূ সাঈদ এর হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটিকে ইমাম হায়স্বামী মাজমা' আয্ যাওয়াইদ (৬৯৩৫) এর মাঝে হাসান বলেছেন। সেই সানাদে ইবনু লাহীআহ ও দাররাজ আবুস সামহ রয়েছেন তারা উভয়ে কিছুটা দুর্বল।

ইবনু উমার (রাঃ)'র হাদীস্ব থেকে বর্ণিত হয়েছে যা বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়া'লা (৫৭৬২) হায়স্বামী সেখানে ইল্লাত হিসেবে বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-বায়লামানী দুর্বল। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্বও দুর্বল।

১০২৪. আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনুল আখনাস আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়াব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

"لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".

সেই জিনিস বা বিষয়ে মানত ও কসম নেই যা ইবনু আদামের অধিকারের বাইরে, আল্লাহর অবাধ্য কাজে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করার কাজে। আর কেউ কোন বিষয়ের উপর কসম করার পর সেটার চেয়ে অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে যদি মঙ্গল দেখতে পায়, তাহলে কসম ভঙ্গ করাই হল কাফফারা।"[২১৭৭] ইমাম আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ কসম সম্পর্কিত প্রতিটি স্বহীহ্ হাদীস্রেই রয়েছে যে, 'কসমের কাফফারা দিবে।'

১০২৫. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, আলী বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ (মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য) আমরাহ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، فَبِرُّهُ أَنْ يَحْنَثَ فِيهَا وَيَرْجِعَ عَنْ يَمِينِهِ".

যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন পাপ সিদ্ধির জন্য শপথ করে, সেই শপথ ভঙ্গ করে তারা সেটা হতে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত।[২১৭৮] তবে এ হাদীস্রটি দঈফ (দুর্বল)। কেননা এটার বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'হারিস্রাহ' হল আবূ রিজাল মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমানের পুত্র। এই ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিটি হাদীস্রই পরিত্যাজ্য। উপরন্তু এ হাদীস্রটি সর্বসম্মতভাবেই দুর্বল বলে স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মাসরূক, ইবনু জারীর, শা'বী প্রমুখ বলেছেন যে, 'পাপের ব্যাপারে কোন কসম নাই, সেটার জন্য কোন কাফফারাও নাই।'

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"** এ আয়াতের অর্থ, "আল্লাহ লাগাও (অনিচ্ছাকৃত) শপথের জন্য **তোমাকে শাস্তি দিবেন না বা তোমাকে দায়ী করবেন না'**। লাগাও শপথ অনিচ্ছাকৃত আর তা কেবল মানুষের অভ্যাসগত মুখের কথা যা বার বার বলে প্রকৃত কোন ইচ্ছা ছাড়াই। যেমন,

১০২৬. (স্বহীহ): স্বহীহায়নে আছে, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

কোন ব্যক্তি লাত ও উযযার নামে কসম করলে সে যেন তৎক্ষণাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে।[২১৭৯] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলেছিলেন কতক নও মুসলিমের নিকট যারা তাদের দেবতা লাতের নামে শপথ করত। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইখলাসের শ্লোগান দিতে বললেন যেমন তারা ভুল করে

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র হাদীস্র যা তাবারানী (১২৭৯৩) বর্ণনা করেছেন। হায়স্রামী বলেন, সানাদে ইয়াহইয়া বিন আমর সম্পর্কে হাম্মাদ বিন যায় মিথ্যা বলার অভিযোগ করেছেন। অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। সুতরাং উল্লেখিত (كَفَّارَتُهَا فَتَرْكُهَا) অংশটি দুর্বলতার সাথে বর্ণিত। স্বহীহুল বুখারী ও মুসলিম ছাড়াও আর দশটি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হবে। আর এর উপরেই জামহূর উলামা একমত হয়েছেন। ওল্লাহু আ'লাম।

সারকথা: পূর্বোক্ত হাদীস্রটি ঐসকল সানাদগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই হাদীস্রটি শায। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২১৭৭. পূর্বোক্ত হাদীস্র দ্রষ্টব্য। হাদীস্রটি শায।

২১৭৮. তাবারী ৪৪৫৬, আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস্র থেকে। সানাদে হারিস্রাহ বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২১৭৯. বুখারী ৪৮৬০, ৬১০৭, মুসলিম ১৬৪৭, আবূ দাউদ ৩২৪৭, তিরমিযী ১৫৪৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

অনিচ্ছায় অভ্যাসবশতঃ শপথ করত যাতে ইখলাসের শপথ তাদের শির্কযুক্ত শপথকে মুছে ফেলে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ **"কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।"** এবং অন্য আয়াতে ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ **"কিন্তু বুঝে সুঝে যে সব শপথ তোমরা কর।"**[২১৮০]

১০২৭. (স্বহীহ মাওকূফ): আবূ দাঊদ (باب لغو اليمين) লাগাও (অনর্থক) শপথ অধ্যায়ে জানিয়েছেন, ❮হুমায়দ বিন মাসআদাহ আশ শামী❯❮হাসসান বিন ইবরাহীম❯❮ইবরাহীম আস্ স্বাইগ❯❮আতা'❯ বলেন, লাগাও শপথ সম্পর্কে আয়িশাহ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

اللغو في اليمين هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ

লাগাও (অনর্থক) শপথের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যা মানুষ তার বাড়ীতে বলে, 'আল্লাহর কসম, না, এবং আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।'[২১৮১] অতঃপর ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, ❮দাঊদ বিন আবুল ফুরাত❯❮ইবরাহীম আস্ স্বাইগ❯❮আতা'❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ থেকে এবং যুহরী, আবদুল মালিক, মালিক বিন মিগওয়াল তারা সকলে আতা' থেকে তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলব:** অনুরূপভাবে ইবনু জুরায়জ, ইবনু আবী লায়লা এরা আতা' থেকে তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, ❮হান্নাদ❯❮ওয়াকী', আবদাহ ও আবূ মুআবিয়াহ❯❮হিশাম বিন উরওয়াহ❯❮তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"** আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ 'না, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এরূপ বলা।'[২১৮২] অতঃপর ❮মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ❯❮সালামাহ❯❮ইবনু ইসহাক❯❮হিশাম❯❮ইবনু আবী নাজীহ❯❮আতা'❯ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রাযযাক বলেন, ❮মা'মার❯❮যুহরী❯❮উরওয়াহ❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, লোক যদি সাধারণত কথায় কথায় বলে ফেলে যে, আল্লাহর কসম, হ্যাঁ-আল্লাহর কসম, না-আল্লাহর কসম, না-খবরদার, আল্লাহর কসম' এটা কসম হবে না।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮হারূন বিন ইসহাক আল-হামদানী❯❮আবদাহ বিন সুলায়মান❯❮হিশাম বিন উরওয়াহ❯❮তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেন, ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"** আয়াতাংশের মর্মার্থ হল– 'না আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আল্লাহক কসম, এরূপ বলা। ইবনু আবী হাতিম আরও বলেন, ❮আমার পিতা (আবূ হাতিম)❯❮আবূ স্বালিহ (লায়স্ এর লেখক)❯❮ইবনু লাহীআহ❯❮আবুল আসওয়াদ❯❮উরওয়াহ❯❮আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ বলেছেন যে, 'হাসি-তামাসার সাথে যদি বলা হয়, 'না, আল্লাহর কসম' তাহলে এর জন্য কোন কাফফারা নেই। তবে মনের সংকল্পের সাথে কসম ক,রে তার উল্টা করলে কাফফারা দিতে হয়।

২১৮০. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৮৯।

২১৮১. আবূ দাঊদ ৩২৫৪, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)' হাদীস্র থেকে মারফূ' সূত্রে। তিনি বলেন, ইবরাহীম আস স্বাইগ থেকে দাঊদ ইবনুল ফুরাত মাওকূফ ভাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে যুহরী, আবদুল মালিক বিন সুলায়মান, মালিক বিন মিগওয়াল তারা সকলে আতা' থেকে তিনি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। মুনযিরী তার মুখতাসারের মাঝে সেটিকে সমর্থন করেছেন। ইমাম বুখারী তার স্বহীহ এর মাঝে (৬৬৬৩) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মাওকূফ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ। **তাহক্বীকঃ** মাওকূফ স্বহীহ।

২১৮২. তাবারী ৪৩৭৭ সানাদটি স্বহীহ।

অতঃপর ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শা'বী, ইকরিমাহ, উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র, আবূ স্বালিহ, দহহাক প্রমুখ হতে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, তাদের দুটি উক্তির একটি এর অনুরূপ। আবূ কিলাবাহ ও যুহরীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

◊(য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহব)(আম্র স্বাকাফী)(ইবনু শিহাব)(উরওয়াহ)(আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))◊ ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না"** আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি কোন কাজের সঠিকতার উপর ভরসা করে শপথ গ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি তা তদ্রূপ না হয়, তাহলে সেই শপথ করাটা পূর্বের পর্যায়ে হবে (অর্থাৎ শপথ না করলে যা হয় তাই)। আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সুলায়মান বিন ইয়াসার, সাঈদ বিন জুবায়র, মুজাহিদ ও ইবরাহীম আন নাখঈ প্রমুখের দুটি উক্তির একটি এর অনুরূপ বলে বর্ণিত হয়েছে। ইকরিমাহ, হাবীব বিন আবূ স্বাবিত, সুদ্দী, মাকহূল, মুকাতিল, তাউস, কাতাদাহ, রাবী' বিন আনাস, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও রাবীআহ প্রমুখের বর্ণনাও উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ এবং আমার মতও এটি।

১০২৮. (দঈফ): ইবনু জারীর বলেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-হারাশী)(আবদুল্লাহ বিন মায়মূন)(আওফ আল-আ'রাবী)(হাসান বিন আবুল হাসান)◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা কোন এক দলের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরবাজী করছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। তীরবাজদের এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে বলছিল, 'আল্লাহর কসম, আমার তীর নিশানায় পৌঁছবে। কখনও বলছিল, আল্লাহর কসম, আমার তীরের নিশানা ব্যর্থ হবে।' অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গী লোকটি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রসূল! 'লোকটি কসম ভেঙ্গে ফেলল।' রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, এই তীর নিক্ষেপের শপথ বেহুদা শপথ। তাই এর কোন কাফফারা নেই এবং এর জন্য কোন শাস্তিও হবে না।[২১৮৩] হাদীস্বটি হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, এটি মুরসাল হাসান।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে সকলে দুটি কথা বর্ণনা করেছেন, ◊(ইস্বাম বিন রাওওয়াদ)(আদাম)(শায়বান)(জাবির)(আতা' বিন আবী রাবাহ)(আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))◊ বলেন, বেহুদা শপথ হল, না, আল্লাহর কসম কিংবা হ্যাঁ, আল্লাহর কসম বলা।

আবদুর রায্যাক বলেন, ◊(হুশায়ম)(মুগীরাহ)(ইবরাহীম)◊ বলেন ঃ (বেহুদা শপথের অর্থ হল) কোন জিনিসের উপর কসম করে সেটা ভুলে যাওয়া। যায়দ বিন আসলাম বলেন, (এর অর্থ হল), কেউ কাউকে শপথ করে একথা বলা যে, তুমি যদি এটা এটা কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করে দিবেন।

ইবনু আবী হাতিম জানিয়েছেন যে, ◊(আলী ইবনুল হুসায়ন)(মুসাদ্দাদ)(খালিদ)(আতা')(তাউস)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেছেন, "লাগাও শপথ হচ্ছে রাগের অবস্থায় শপথ করা।"[২১৮৪]

২১৮৩. তাবারী ৪৪৬১, হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আল-ফাতহ্' এর মাঝে (১১/৫৪৭) বলেন, এটি সাব্যস্ত নয়। কেননা তারা মুরসাল হাসানের উপর নির্ভরশীল নয়।
আমি বলবঃ উক্ত হাদীস্বটির শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে যা ইমাম তাবারানী তার 'আস সাগীর' (১১৫১) এর মাঝে ◊(ইউসুফ বিন ইয়া'কূব বিন আবদুল আযীয আস্ স্বাকাফী)(আমার পিতা (ইয়া'কূব))(ইবনু উইয়ায়নাহ)(বাহয বিন হাকীম)(তার পিতা (হাকীম))(দাদা (মুআবিয়াহ))◊ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হায়স্বামী তার 'মাজমা' (৪/১৮৫/৬৯৪৬) এর মাঝে বলেন, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ তবে ইমাম তাবারানীর শায়খ ইউসুফ বিন ইয়া'কূবকে কেউ স্বিকাহ বলেছেন এমনটি আমি পায়নি। এমনকি তার জারাহ সম্পর্কেও কেউ কিছু বলেনি। তার পিতার পরিচয় সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। সুতরাং স্পষ্ট হয় যে, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীকঃ** দঈফ।

২১৮৪. ইবনু আবী হাতিম ৪৪৩৩।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ০{আমার পিতা (আবূ হাতিম)}{আবুল জামাহির[২১৮৫]}{সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ)}{আবূ বিশর}{সাঈদ বিন জুবায়র}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}০ বলেছেন, "লাগাও শপথের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আল্লাহ যা জায়েয করেছেন তা নিষিদ্ধ করার শপথ করা আর এজন্য কাফ্ফারা দেয়ার দরকার হয়না।[২১৮৬] সাঈদ বিন জুবায়রও একই কথা বলেছেন।[২১৮৭]

১০২৯. আবূ দাঊদ (بَابُ الْيَمِينِ فِي الْغَضَبِ) "রাগের অবস্থায় শপথ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, ০{মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল}{ইয়াযীদ বিন যুরায়'}{হাবীব আল-মুআল্লিম}{আমর বিন শুআয়ব}{সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব}০ বলেছেন যে, দু' আনসারী ভাই উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। তাদের একজন বলল, উত্তরাধিকার ভাগ করা হোক। তার ভাই বলল, "তুমি যদি আবার আমাকে উত্তরাধিকার ভাগ করার কথা বল তাহলে আমার যা আছে সব কা'বাহ'র দরজায় খরচ করব।" উমার তাকে বললেন, "কা'বাহ'র দরজার কোন দরকার নেই তোমার টাকার। কাজেই শপথ ভংগ কর, কাফ্ফারা দাও এবং তোমার ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসায় এসো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি:

"لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكُ"

নিজের বিরুদ্ধে শপথ করনা, প্রতিপালককে অমান্য করার জন্যও না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যও না, আর তুমি যে জিনিসের মালিক নও সে সম্পর্কেও না।[২১৮৮]

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ **"কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।"** ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ এবং অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ এমন বিষয়ে শপথ করা যখন সে জানে যে, সে মিথ্যা বলছে। মুজাহিদ এবং অন্যেরা বলেছেন, এ আয়াত ঐ আয়াতের মত যা আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ﴾ **"কিন্তু বুঝে সুঝে যে সব শপথ তোমরা কর তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।"**[২১৮৯] আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾ **"আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।"** অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাহকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমাকারী, তাদের প্রতি বড়ই সহনশীল।

২২৬. যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে। যদি তারা (উক্ত সময়ের মধ্যে) ফিরে আসে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৭. এবং তারা যদি তালাক দেয়ার দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২১৮৫. আবুল জামাহির এর নাম- মুহাম্মাদ বিন উসমান আত তানুখী। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবুল জামাহির ও মুহাম্মাদ বিন বাক্কার বিন বিলাল সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আবুল জামাহির আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয় ও স্বিকাহ। সাঈদ বিন বাশীর আল-আযদী সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি দুর্বল।

২১৮৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৭১৫। উক্ত আসারের সানাদটি দুর্বল।

২১৮৭. ইবনু আবী হাতিহম (গ) ২/৭১৫।

২১৮৮. আবূ দাঊদ ৩২৭২, ইবনু হিব্বান ৪৩৫৫, হাকিম ৪/৩০০, বায়াহাকী ১০/৩৩, যদি ইবনুল মুসায়্যাব উমার (রাঃ) থেকে শুনে থাকে তবে সানাদটি স্বহীহ। তিনি তাকে বিচক্ষণ অবস্থায় পেয়েছিলেন। আবার অনেকে উমার (রাঃ) এর থেকে শ্রবণের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। সর্বাবস্থায় হাদীসটি মুরসাল। তবে এর মূল অংশের শাহেদ রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২১৮৯. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৮৯।

ঈলা ও তার বিধান

ঈলা এক প্রকার শপথ যাতে কোন লোক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন না করার শপথ করে, চার মাসের কম হোক বা বেশিই হোক। ঈলা যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য হয়, তাহলে লোকটি ঈলার শেষ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, অতঃপর তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন করতে পারবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে শপথ ভঙ্গের জন্য সে তার স্বামীকে বলবেনা।

১০৩০. (সহীহ): সহীহায়নে আছে, 'আয়িশাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) শপথ করেছিলেন যে, তিনি একমাস তাঁর স্ত্রীদের হতে দূরে থাকবেন। অতঃপর তিনি উনত্রিশ দিন পর নেমে এসে বলেছিলেন الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (চান্দ্র মাস) উনত্রিশ দিনেও হয়।[২১৯০] উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একই বর্ণনা সহীহায়নেও আছে।[২১৯১]

ঈলার সময় যদি চার মাসের বেশি হয়, তাহলে চার মাস শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীকে ঈলা শেষ করার এবং যৌন মিলন করার জন্য বলতে পারবে। নতুবা প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ স্বামীর উপর শক্তি প্রয়োগ করবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য যাতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ﴾ **"যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করে"** অর্থাৎ, তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন না করার জন্য শপথ করে। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্ত্রী ঈলার সঙ্গে জড়িত, বাঁদী নয় যে ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত। ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ **"তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে।"** অর্থাৎ, স্বামী চার মাস অপেক্ষা করবে অতঃপর ঈলা শেষ করবে শপথ যদি চার মাসের বা তার বেশি সময়ের জন্য হয়। অতঃপর স্ত্রীর নিকট ফিরে যাবে নতুবা তাকে তালাক দিবে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنْ فَآءُوْا﴾ **"যদি তারা (উক্ত সময়ের মধ্যে) ফিরে আসে"** অর্থাৎ, যৌন মিলন করে স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। এটিই ইবনু আব্বাস (রাঃ), মাসরূক, শা'বী, সাঈদ বিন জুবায়র এবং ইবনু জারীরের তাফসীর।[২১৯২] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ **"তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"** ঈলার কারণে স্ত্রীর অধিকারে ঘাটতি দেখা দিলে।

এটা সেই সকল ইমামের জন্যে দলীল যারা বলে যে, শপথকারী চার মাস 'ঈলা' করার পর পুনরায় মিলিত হলে তার কাফফারা দিতে হবে না। ইমাম শাফেঈর পূর্বের মতও ছিল এরূপ।

১০৩১. এটার সমর্থনে সেই হাদীসও রয়েছে যা পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ০(আমর বিন শুআয়ব)(তার পিতা (শুআয়াব বিন মুহাম্মাদ))(দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস) (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন। সেটাতে বলা হয়েছে

"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا"

'কোন ব্যক্তি শপথ করার পর সেটা ভেঙ্গে দেয়ার মধ্যে যদি মঙ্গল দেখতে পায়, তাহলে শপথ ভেঙ্গে ফেলবে। আর এটাই শপথের কাফফারা।'[২১৯৩]

আল্লাহ বলেন ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ **"এবং তারা যদি তালাক দেয়ার দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করে"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, চার মাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেলেই তালাক সংঘটিত হবেনা (ঈলার সময়কালে)। পরবর্তী জামহুরের মতও এটি।

২১৯০. বুখারী ৪২৬৮, মুসলিম ১৪৭৯, ইবনু হিব্বান ৪২৮৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।
২১৯১. বুখারী ২৪৬৮, মুসলিম ১০৮০। **তাহকীকঃ** সহীহ।
২১৯২. তাবারী ৪/৪৬৬, ৪৬৭।
২১৯৩. দ্রষ্টব্য ১০২৩ নং হাদীস।

তবে অন্য একটি দল বলেন যে, চার মাস অতিবাহিত হলে তালাক পতিত হবে। আর তা সহীহ সানাদে উমার, উসমান, আলী, ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার,যায়দ বিন সাবিত [রিযওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] প্রমুখের সূত্রে ইবনু সীরীন, মাসরূক, কাসিম, সালিম, হাসান, শুরায়হ আল-কাদী, কুবায়সা বিন যুআয়ব, আতা', আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান, সুলায়মান বিন তরখান তামিলী, ইবরাহীম আন নাখঈ, রাবী' বিন আনাস ও সুদ্দী প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এভাবে চারমাস অতিবাহিত হলে 'তালাক রজঈ' পতিত হবে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ বাকর বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম, মাকহূল, রাবীআহ, যুহরী ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রমুখ এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এতে 'তালাকে বায়ান' পতিত হবে। এর প্রবক্তা হলেন, আলী, ইবনু উমার ও যায়দ বিন সাবিত। তাদের সূত্রে আতা', মাসরূক, ইকরিমাহ, হাসান, ইবনু সীরীন, মুহাম্মাদ বিন হানীফা, ইবরাহীম, কুবায়সা বিন যুআয়ব, আবূ হানীফা, সাওরী ও হাসান বিন সালিহ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেন। চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক পতিত হবে বলে যারা বলেছেন, ইদ্দত পালন তারা ওয়াজিব বলেছেন।

কিন্তু ইবনু আব্বাস ও আবূশ শা'সা' বর্ণনা করেন যে, যদি চার মাসের মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটির তিনটি হায়েদ শেষ হয়ে থাকে তবে তার ইদ্দত পালন করতে হবে না। ইমাম শাফেঈ এর মতও এটা। তবে পরবর্তী জামহূর উলামার মত হল যে, সময় (চার মাস) অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামীকে আবেদন জানানো হবে যাতে সে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং কেবল সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেই তালাক পতিত হবে না।

মালিক নাফী' থেকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমার বলেছেন, "কেউ যদি তার স্ত্রী হতে ঈলা করে তাহলে চার মাস অতিক্রম করে গেলেও এমনিতেই তালাক সংঘটিত হবেনা। চার মাসের মাথায় এলে হয় সে স্ত্রীকে তালাক দিবে, নতুবা (স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে) ফিরে আসবে।"[২১৯৪] বুখারীও এ হাদীস লিখেছেন।[২১৯৫]

ইমাম শাফেঈ বলেন, [সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][ইয়াহইয়া বিন সাঈদ][সুলায়মান বিন ইয়াসার] বলেন, আমি কম পক্ষে রাসূলের দশজন সাহাবী থেকে জেনেছি যে, তারা সকলেই বলেন, সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঈলাকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ইমাম শাফেঈ বলেন ঃ উক্ত সাহাবাদের ন্যূনতম সংখ্যা হল তের।

আলী হতে ইমাম শাফেঈ বর্ণনা করেন যে, 'ঈলা'কারী অপেক্ষা করবে। অতঃপর বলেন, আমাদের বক্তব্যের দলীল এই যে, উমার, ইবনু উমার, আয়িশাহ, উসমান ও যায়দ ইবনু সাবিত [রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম] সহ দশজনের অধিক সাহাবার একটি দল হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু জারীর বলেন, [ইবনু আবী মারইয়াম][ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব][উবায়দুল্লাহ বিন উমার][সুহায়ল বিন আবী সালিহ][তার পিতা (আবূ সালিহ কায়সান)] বলেছেন, "আমি বার জন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঈলা করে। তারা সকলেই জানিয়েছেন চার মাস অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তার কিছুই করার নাই এবং স্ত্রীকে রেখে দিবে নয়ত তালাক দিবে।[২১৯৬] সুহায়ল থেকে দারাকুতনীও এটি জানিয়েছেন।[২১৯৭]

২১৯৪. মুয়াত্তা, ২/৫৫৬।

২১৯৫. ফাতহুল বারী ৯/৩৩৫।

২১৯৬. তাবারী ৪/৪৯৩।

২১৯৭. দারাকুতনী ৪/৬১।

আমি (ইবনু কাস্রীর) বলব: এটা উমার, উস্মান, আলী, আবু দারদা', আয়িশাহ, ইবনু উমার এবং ইবনু আব্বাস [রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] থেকেও জানানো হয়েছে। এটা সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, উমার বিন আবদুল আযীয, মুজাহিদ, তাউস, মুহাম্মাদ বিন কা'ব এবং কাসিমেরও মত।

আর এটা ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তাদের সাথীদের মাযহাব। ইবনু জারীরও এটাকে গ্রহণ করেছেন। তবে লায়স্র, ইসহাক বিন রাহওয়ায়, আবূ উবায়দ, আবূ স্রাওর ও দাউদ প্রমুখ বলেন, যদি চার মাসের পরে তালাক না দেয়, তাহলে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হবে। তবুও যদি না দেয়, তাহলে বিচারক বা হাকিম নিজ ক্ষমতাবলে তালাক দিয়ে দিবেন। তবে এই তালাক 'তালাকে রজঈ'। আর 'তালাকে রজঈ' অবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে।

কিন্তু ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইদ্দতের মধ্যে সহবাস না করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। তবে এই উক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল।

ফকীহগণ 'ঈলা' চার মাস দীর্ঘ হওয়ার স্বপক্ষে একটি ঘটনা বলে থাকেন। সেটা আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে ইমাম মালিক বিন আনাস স্বীয় সংকলিত মুয়াত্তায়ও বর্ণনা করেছেন। তা এইঃ

একদা উমার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রাতে বের হলে এক মহিলার কণ্ঠ শুনতে পান। সে বলছিল ঃ

تطاوَلَ هَذَا الليلُ وَاسْوَدَّ جانِبُهْ وَأَرَّقَنِي أَلَّا خليلَ ألاعِبُهْ

فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ أَنِّي أراقبهُ لحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

অর্থাৎ হায়! এই সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কাল রাতে স্বামী আমার সঙ্গে শায়িত নাই। তিনি থাকলে চলত রঙ্গ-তামাশা, হত কত উপভোগ। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় আমার না থাকত, তা হলে এই রাত্রে আমার খাটের পানা অবশ্যই কাঁপত।

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার কন্যা হাফসাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করেছেন যে, স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে? তিনি উত্তরে চার মাস অথবা ছয় মাস বলেছেন। এটা শুনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- তাহলে আমি এখন হতে কোন সৈন্যকেই একাধারে এটার সময় রাখব না।

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর গোলাম সাইব বিন জুবায়র হতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন যে, জনৈক সাহাবী আমাকে বলেছেন, আমি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কীয় সে ঘটনাটি এখনও আদৌ ভুলিনি। তা হচ্ছে– তিনিই প্রথম মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরতেন। একদা এমনই রাতে তিনি শুনতে পান, একটি আরব মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে মধ্যে বসে গাইছিলেন ঃ

اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهْ وَأَرَّقَنِي أَلَّا ضجيعَ ألاعِبُهْ

أُلَاعِبُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا بَدَا قَمَرًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهْ

يُسَرُّ بِهِ مَنْ كَانَ يَلْهُو بِقُرْبِهِ لَطِيفُ الْحَشَا لَا يَحْتَوِيهِ أَقَارِبُهْ

فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَنُقِضَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رقيبًا موكلا بِأَنْفُسِنَا لَا يَفْتُرُ الدهرَ كَاتِبُهْ

রাত দীর্ঘ হয়, পাশে নেই বিছানার সাথী ভোগ উপভোগে আজ কাটাব নিদ্রাহীন রাতি।
রাতের মেঘের ফাঁকে চাঁদের যে লুকোচুরি খেলা সেভাবেই বারবার চালাতাম সুখরতি লীলা।
খেলার সাথীর সাথে সুনিবিড় জড়াজড়ি মাঝে হারিয়ে যেতাম কভু ডুবিতাম বিনোদন কাজে।

প্রভুর শপথ! যদি না জাগত প্রভুভীতি প্রাণে
সতত এ ভয় হৃদে স্রষ্টা তো দেখেন সৃষ্টিকুল
প্রভুভীতি লোকলজ্জা বাধা দেয় সে কাজে আমায়

আমার পালঙ্ক বটে কম্পমান হত প্রতিক্ষণে।
প্রতিটি নিশ্বাস লেখা যুগের পাতায় নির্ভুল।
স্বামীর মর্যাদা হৃদে দিন কাটে মিলন আশায়।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْٓا إِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾

২২৮. তলাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে এবং তাদের পক্ষে জায়িয নয় সে বস্তু গোপন করা যা তাদের পেটে আল্লাহ্‌ সৃজন করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাদের স্বামীরা তাদেরকে উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃ গ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায় এবং পুরুষদের উপর নারীদেরও হাক্ব আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হাক্ব আছে, অবশ্য নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।

তালাক প্রাপ্তার ইদ্দত (অপেক্ষার সময়)

এ আয়াতে আল্লাহর একটি নির্দেশ আছে যে, তলাকপ্রাপ্তা নারী যার সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানো হয়েছে এবং যে এখনও ঋতুবতী হয়, সে তালাকের পর তিনটি (ঋতু) কাল অপেক্ষা করবে অতঃপর ইচ্ছে করলে পুনরায় বিয়ে করবে।

তবে চার ইমামই এটা হতে দাসীদের পৃথক রেখেছেন। তাদের মতে দাসীকে দুই হায়েদ অপেক্ষা করতে হবে। কেনন দাসীরা আযাদ মহিলাদের অর্ধেক অধিকার রাখে। তাই ইদ্দতও তাদেরকে অর্ধেক পালন করতে হবে। কিন্তু তিন হায়েদকে সমান অর্ধেক ভাগ করা যায় না বিধায় তাদেরকে দুই হায়েদ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে।

১০৩২. (দঈফ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন যে, মুযাহির বিন আসলাম আল-মাখযূমী আল-মাদানী (দুর্বল) কাসিম আয়িশাহ বলেন ঃ রসূল বলেছেন, "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ." দাসীদের তালাক দু'টি এবং ইদ্দতও দুই হায়েদ পর্যন্ত।[২১৯৮] এ বর্ণনাটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু

২১৯৮. আবূ দাঊদ ২১৮৯, তিরমিযী ১১৮২, ইবনু মাজাহ ২০৮০, হাকিম ২/২০৫, দারাকুতনী ৪/৩৯, অনুরূপভাবে দারিমী ২২০৯, বায়হাকী ৭/৩৬৯, ইবনু আদী ৬/৪৫০, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮০৮৯, দঈফ আল-জামি' ৩৬৫০, দঈফ আবূ দাঊদ ৩৭৭। সকলে আয়িশাহ এর হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদে মুযাহির বিন আসলাম তিনি দুর্বল। ইমাম আবূ দাঊদ বলেন, উক্ত হাদীস্বটি মাজহূল। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্বটি গরীব, আর এটি মুযাহির ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে জানা যায় না এমনকি এই হাদীস্ব ব্যতীত অন্য কোন হাদীস্ব তিনি বর্ণনা করেছেন কিনা সেটিও জানা যায় না। দারাকুতনী বলেন, আমরা আবূ আসিম থেকে বর্ণনা করেছি যে, মুযাহির বাসরার অধিবাসী নয় এমনকি সকলে তার বর্ণিত হাদীস্ব অস্বীকার করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আদী তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু তার হাদীস্বের শাহিদ হিসেবে একটি হাদীস্ব পাওয়া যায় যা বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ (২০৭৯), ইবনু আদী (৫/৩৩), দারাকুতনী (৪/৩৯), ইবনু আদী এই হাদীস্বটির ইল্লাত বর্ণনায় উমার বিন শাবীবের নাম উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন, এর সানাদে আতিয়্যাহ আল-আওফী দুর্বল। সালিম ও নাফি' থেকে এটি প্রমাণিত হয় কিন্তু তারা উভয়ে সেটিকে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। মারফূ' সানাদে উমার বিন শাবীব রয়েছে তাঁর হাদীস্ব দুর্বল। তার বর্ণিত রেওয়ায়াতের মাধ্যমে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। আল-বূসায়রী

মাজাহ উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য এটার অন্যতম বর্ণনাকারী মুযাহির অত্যন্ত দুর্বল রাবী। হাফিয দারাকুতনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আসল কথা হল যে, এটা কাসিম বিন মুহাম্মাদের নিজস্ব উক্তি।

অবশ্য উক্ত হাদীস্র ইবনু মাজাহ ⟨আতিয়্যাহ আল-আওফী⟩⟨ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ এর সূত্রে মারফূ' হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।[২১৯৯] তার এ বর্ণনাটি সম্পর্কেও ইমাম দারাকুতনী বলেন- এটি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র নিজস্ব উক্তি। অনুরূপভাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

এ কথা সর্বসম্মত যে, এ মাসআলায় সাহাবীদের কোন মতদ্বৈততা ছিল না। কিছু সালফগণ বলেন, বরং আয়াতের ব্যাপকতার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তার ইদ্দত হচ্ছে– আযাদ মহিলার ইদ্দতের ন্যায়। কেননা এ ব্যাপারে দাসী ও আযাদ মহিলা প্রকৃতিগতভাবে সমান। ওয়াল্লাহু আ'লাম। এই কওলটি ব্যক্ত করেছেন মুহাম্মাদ বিন সীরীন ও আহলে যাহের থেকে শায়খ আবূ উমার বিন আবদুল বার্র। তবে এ মতটিকে দঈফ বলা হয়েছে।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨আবুল ইয়ামান⟩⟨ইসমাঈল বিন আয়্যাশ⟩⟨আমর বিন মুহাজির⟩⟨তার পিতা (মুহাজির)⟩⟨আসমা' বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন,

طُلِّقت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلطَّلَاقِ، يَعْنِي: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে তালাক দেয়া হত, কিন্তু তলাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন ইদ্দত ছিল না। অতঃপর আমি (আসমা') তলাকপ্রাপ্তা হলে আল্লাহ তাআলা ইদ্দত সম্পর্কিত এ আয়াতটি নাযিল করেন, ﴿وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ﴾ তালাক**প্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে**"।[২২০০] এ হাদীস্রটি গরীব।

উল্লেখ্য যে, قروء শব্দের অর্থ নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে বরাবরই মতভেদ চলে এসেছে। এটার দু'টি অর্থ করা হয়েছে।

প্রথমটি: طهور অর্থাৎ পবিত্রতা। ইমাম মালিক তার 'মুয়াত্তা' এর মাঝে ⟨ইবনু শিহাব⟩⟨উরওয়াহ⟩⟨আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন, তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হাফসাহ বিনতে আবদুর রহমানকে তিন তুহুর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী হায়েদ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে স্বামী পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুহরী বলেন, আমি বিষয়টি আমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, উরওয়াহ সত্য বলেছে।

তিনি আরও বলেছেন, লোকজন এ ব্যাপারে মতানৈক্য করছিল এবং তারা বলছিলো যে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, ﴿ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ﴾ তখন আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তোমরা সত্য বলেছ, তবে তোমরা কি জান 'আকরা' কী? নিশ্চয় الأقراء হচ্ছে 'আতাহর' (পবিত্রতা)।

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বকর বিন আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- আমি এমন কোন ফকীহ দেখিনি, যিনি আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র অভিমত গ্রহণ করেননি।

'যাওয়াইদ ইবনু মাজাহ' এর মাঝে বলেন, আতিয়্যাহ আল-আওফী এবং উমার বিন শাবীবের দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২১৯৯. ইবনু মাজাহ ২০৭৯।

২২০০. আবূ দাউদ ২২৮১, সহীহ আবূ দাউদ ১৯৭৩, জামউল ফাওয়াইদ মিন জামেঈল উসূল ওয়া মাজমা' আয যাওয়াইদ ৪৪৭০। সানাদে ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে একাধিক জন সমালোচনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

ইমাম মালিক আরও বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে নাফি' বর্ণনা করেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর তৃতীয় হায়েদ শুরু হলেই সে স্বামী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং স্বামীও স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে। ইমাম মালিক বলেন, এটিই আমাদের অভিমত। ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যায়দ বিন স্বাবিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), সালিম ও কাসিম, উরওয়াহ, সুলায়মান বিন ইয়াসার, আবূ বাকর বিন আবদুর রহমান, আবান বিন উস্বমান, আতা' বিন আবী রাবাহ, কাতাদাহ, যুহরী ও অন্যান্য সাতজন ফকীহ হতেও অনুরূপ অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে। আর এটাই ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র মাযহাব। আবূ উবায়দ প্রমুখ এ ব্যাপারে দলীল হিসেবে আ'শার নিম্ন পংক্তি দু'টি উদ্ধৃত করেন,

فِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لِأَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا

مُوَرِّثَةٌ عِدًّا، وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

এখানে কবি তৎকালীন আমীরদের একজনের রণক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে তার স্ত্রীর পবিত্র অবস্থা বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় অভিমত: قـروء শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– হায়েদ। তাই তিন হায়েদ পূর্ণ না হলে তলাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দত বাকী থাকবে। আর হায়েযের ন্যূনতম মুদ্দত হল তিন দিন। তাই তলাকপ্রাপ্তা নারীর পূর্ণ ইদ্দতের মুদ্দত অন্যূন তেত্রিশ দিন ও তদূর্ধ্ব কিছু সময়।

কুরূ'র অর্থ:

স্বাওরী বলেন, {মানসূর}{ইবরাহীম}{আলকামাহ} বলেন, আমরা একদা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর এক মহিলা তার নিকট এসে বলল, "আমার স্বামী আমাকে এক বা দুই সময়কাল আগে আমাকে তালাক দিয়েছিল, তখন সে আমার কাছে ফিরে আসল যখন আমি আমার পানি প্রস্তুত করেছিলাম (গোসল করার জন্য) আমার কাপড় খুলে ফেলল এবং দরজা বন্ধ করে দিল।" উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন, "আপনি কী মনে করেন?" তিনি বললেন, "আমি মনে করি, সে এখনও তার স্ত্রী যতক্ষণ না সে স্বলাত পড়া শুরু করে (অর্থাৎ যখন না তার তৃতীয় কাল শেষ হয়)। উমার বললেন, 'এটা আমারও অভিমত।'"[২২০১]

এটা আবূ বাক্‌র স্বিদ্দীক, উমার, উস্বমান, আলী, আবু দারদা', উবাদাহ ইবনুস্ব স্বামিত, আনাস বিন মালিক, ইবনু মাসউদ, মুআয, উবায় বিন কা'ব, আবূ মূসা আল-আশ'আরী এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস [রিযওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন] তাদের সকলেরও মত। উপরন্তু এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, 'আলকামাহ, আসওয়াদ, ইবরাহীম, মুজাহিদ, আতা', তাউস, সাঈদ বিন জুবায়র, ইকরিমাহ, মুহাম্মাদ বিন সীরীন, হাসান, কাতাদাহ, শা'বী, রবী', মুকাতিল বিন হায়্যান, সুদ্দী, মাকহূল, দহ্‌হাক এবং আতা' আল-খুরাসানীরও অভিমত। অর্থাৎ তারা সকলে বলেছেন যে, কুরূ' দ্বারা উদ্দেশ্য হায়েদ।

এটি আবূ হানীফা ও তার সহচরগণের মাযহাব। অধিকতর বিশুদ্ধ দু'টি রিওয়ায়াত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হতে আস্বরাম বর্ণনা করেন- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম (বড় বড়) সাহাবীগণ বলেছেন, কুরূ' অর্থ হায়েদ। স্বাওরী, আওযাঈ, ইবনু আবী লায়লা, ইবনু শুবরুমাহ, হাসান বিন স্বালিহ বিন হাই, আবূ উবায়দ, ইসহাক বিন রাহওয়ায় প্রমুখের মাযহাব এটাই।

২২০১. তাবারী ৪/৫০২।

১০৩৩. আবূ দাঊদ ও নাসাঈর হাদীস্র এর সত্যতা প্রমাণ করছে যে, (মুনযির ইবনুল মুগীরাহ) উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র (ফাতিমাহ বিনতে আবী হুবায়শ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেছেন ঃ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ তোমার আকরা-এর সময় স্বলাত আদায় করোনা (কারণ কুরু হচ্ছে ঋতুকাল)।[২২০২] এ হাদীস্র যদি স্বহীহ হত, তবে এটাই স্পষ্ট প্রমাণ হত যে, কুরূ' হচ্ছে ঋতুকাল। কিন্তু এ হাদীস্রের একজন বর্ণনাকারী মুনযির একজন অপরিচিত ব্যক্তি (হাদীস্রের ভাষায়), যেমনটি আবু হাতিম বলেছেন, যদিও ইবনু হিব্বান তার কিতাবে সিকাহ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু জারীর বলেন- আরবী পরিভাষায় কোন জিনিসের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত আসা-যাওয়াকে কুরূ' (قروء) বলা হয়। এ আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, এ শব্দটির অর্থ দু'টিই হতে পারে। কোন কোন উসূল বিশারদও এটাই বলেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। আস্রমাঈ বলেন, 'কুরূ' অর্থ হল সময়। তবে আবূ আমর ইবনুল আলা' বলেন, আরবীভাষীরা হায়েদকেও 'কুরূ' বলে, পবিত্রতাকেও 'কুরূ' বলে। আবার কখনও উভয়কেই 'কুরূ' বলে। শায়খ আবূ উমার বিন আবদুল বার্র বলেন ঃ আলিম এবং ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে 'কুরূ' হায়য এবং পবিত্রতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে মতভেদ হয়েছে এই (আলোচ্য) আয়াতের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে। অর্থাৎ এটার দু'টি অর্থ থাকার কারণে দু'টি দল ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছে।

ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে একজন স্ত্রীলোকের কথা গৃহীত হবে

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ **"এবং তাদের পক্ষে জায়িয নয় সে বস্তু গোপন করা যা তাদের পেটে আল্লাহ সৃজন করেছেন"** অর্থাৎ গর্ভ হওয়ার বা ঋতু কালের। ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইবনু উমর (রাঃ), মুজাহিদ, শা'বী, হাকাম বিন উইয়ায়নাহ, রাবী' বিন আনাস, দাহহাক ও অন্যান্যদের এটিই তাফসীর।[২২০৩]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **"যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।"** এ আয়াত সত্য গোপন করার ব্যাপারে নারীদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে (যদি তারা গর্ভাবস্থায় বা ঋতু অবস্থায় থাকে) এ কথা জানিয়ে দিয়ে যে, এ ব্যাপারে তারাই বলার অধিকার রাখে কারণ তাদের নিজেদের এ সব ব্যাপার তারাই জানে। যেহেতু এ সব বিষয় পরীক্ষা করা কঠিন, আল্লাহ এ সিদ্ধান্ত তাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি তারা যাতে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আগে বা পরে ইদ্দত শেষ না করে এজন্য সত্য গোপন না করার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এ ভাবে স্ত্রীলোকদের সত্য বলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে (তারা গর্ভবতী না ঋতুবতী) বেশিও না কমও না।

২২০২. আবূ দাঊদ ২৮০, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ২১৬, ইবনু মাজাহ ৬২০। সানাদে মুনযির বিন মুগীরাহ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি মাকবূল (৫ম স্তরের রাবী)। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' এর মাঝে বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না তবে কেউ কেউ তাকে শক্তিশালি বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি মাজহূল। হাদীস্রটি শাহিদ এর ভিত্তিতে হাসান। এমর্মে জানতে দেখুন আয়িশাহ (রাঃ) থেকে আমরাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র যা বর্ণনা করেছেন নাসাঈ ২১৮, ভিন্ন সূত্রেও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন (২১৫) সেখানে রয়েছে, إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها বিস্তারিত জানতে দেখুন স্বহীহ আবী দাঊদ (২/১০০/হা. ৩১৫) ও তালখীসুল হাবীর ২৩৪।

২২০৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৭৪৪, ৭৪৫।

স্ত্রীর ইদ্দতকালে তলাকপ্রাপ্তা নারীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্বামীর অধিকার আছে

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا﴾ **"তাদের স্বামীরা তাদেরকে উক্ত সময়ের মধ্যে পুনঃ গ্রহণে অধিক হকদার, যদি তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায়"** এজন্য স্বামী- যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়-তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যে থাকে (তলাকপ্রাপ্তা বা বিধবাকে যে সময়সীমা কাটাতে হয় পুনরায় বিয়ে করার পূর্বে) এবং স্বামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে সৎভাবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া। তবে এ নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তার তলাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্য হয়। উল্লেখ করা দরকার যে (যখন এ আয়াত ২ ঃ ২২৮ অবতীর্ণ হয়) তখন ঐ বিধান অবতীর্ণ হয়নি যাতে তলাককে তিন দফা ও বিশিষ্ট করা হয়েছে যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার যোগ্য থাকেনা। আগে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে আলাদা আলাদা ভাবে একশত বার তালাক দিলেও তাকে ফিরিয়ে নিতে পারত। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী (২২৯) আয়াত অবতীর্ণ করেন যাতে তলাককে তিন দফাতে সীমাবদ্ধ করা হয়। কাজেই এখন তালাক দু'রকম যে তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায় আর চূড়ান্ত তালাক যার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়না। পরবর্তীতে তালাকের বিভিন্ন রূপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে তিন তালাকের বিভিন্ন রূপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে তিন তালাককে 'বায়ন তালাক' বলে নির্দেশ করা হয়। এই মাসআলায় উসূলশাস্ত্রবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। সাধারণ তালাক ও বিশেষ তালাকের কোনটি এই আয়াতের উদ্দেশ্য, তা বিতর্কিত ব্যাপার। আল্লাহই ভাল জানেন।

স্বামী স্ত্রীর একের অন্যের উপর অধিকার

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ **"এবং পুরুষদের উপর নারীদেরও হাক্ব আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হাক্ব আছে"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে, যেমন স্ত্রীর উপর স্বামীর কিছু অধিকার রয়েছে। একে অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে বাধ্য।

১০৩৪. (সহীহ): ইমাম মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছেন, জাবির বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخذتموهُنّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে পেয়েছ। আর আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের গুপ্তাঙ্গ তোমাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে। উপরন্তু তারা বিছানায় এমন কাউকেও আহবান করবে না যা তোমরা অপছন্দ কর। যদি এমন কার্য তারা করে বসে তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার কর। কিন্তু এমন স্থানে প্রহার করো না যা প্রকাশ্যে দেখা যায় এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে খাওয়াও এবং পরাও।[২২০৪]

১০৩৫. (হাসান সহীহ): বাহয বিন হাকীম বলেছেন, মুআবিয়াহ বিন হায়দাহ আল-কুশায়রী বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতামহ বলেছেন, "হে আল্লাহর রাসূল, "আমাদের কারো স্ত্রীর কী অধিকার আছে? নাবী (ﷺ) বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

২২০৪. মুসলিম ১২১৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৮৩১, সহীহ আল-জামি' ২০৬৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

তুমি যখন খাবে তাকে খাওয়াবে, তুমি যখন নিজের জন্য কাপড় কিনবে তখন তার জন্য কাপড় কিনবে, তার মুখ মণ্ডলে প্রহার করবেনা, তাকে অভিশাপ দিবেনা, তার থেকে দূরে থাকবেনা গৃহের মধ্যে ছাড়া।[২২০৫]

ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন যে, বাশীর বিন সুলায়মান ইকরিমাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আমি আমার স্ত্রীর জন্য আমার চেহারার যত্ন নিতে পছন্দ করি, যেমন আমি পছন্দ করি সে আমার জন্য তার চেহারার যত্ন নিবে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ **"এবং পুরুষদের উপর নারীদেরও হক আছে, যেমন নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের নারীদের উপরও হক আছে"** এ কথা জানিয়েছেন ইবনু জারীর ও ইবনু আবূ হাতিম।[২২০৬]

স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষদের মর্যাদা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ **"অবশ্য নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ মর্যাদা আছে"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষেরা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে শারীরিকভাবে, তেমনি সভ্যতা, মর্যাদা, আনুগত্য, খরচ করা, কর্তব্যকর্ম তত্ত্বাবধান করা এবং সাধারণ ক্ষেত্রে ইহকালে ও পরকালে। আল্লাহ (অন্য আয়াতে) বলেছেন:

﴿اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ﴾

"পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।"[২২০৭]

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ **"এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাশীল।"** অর্থাৎ, যারা তাঁকে অমান্য করে ও তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি মহা শক্তিধর। তিনি তাঁর নির্দেশ, ভাগ্য নির্ধারণ এবং বিধান জারি করার ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী।

২২৯. তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান এবং তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না, কিন্তু যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না (তাহলে অন্য ব্যবস্থা)। অতঃপর যদি তোমরা (উভয় পক্ষের শালিসগণ) আশঙ্কা কর যে উভয়পক্ষ আল্লাহর আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে উভয়ের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে চায়। এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না, আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লঙ্ঘন	اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

২২০৫. আবূ দাউদ ২১৪২, সহীহ আবী দাউদ ১৮৫৯, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৯২৯, গায়াতুল মারাম ২৪৪। তাহকীক আলবানীঃ হাসান সহীহ।

২২০৬. তাবারী ৪/৫৩২, ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৭৫০।

২২০৭. সূরাহ নিসা, ৪:৩৪।

করবে, তারাই যালিম।	
২৩০. অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর সেই পুরুষের পক্ষে সেই স্ত্রী (বিবাহ) হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে উভয়ের পুনরায় মিলিত হওয়াতে গুনাহ নেই, যদি উভয়ের আস্থা জন্মে যে উভয়ে আল্লাহ্র আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে। এসব আল্লাহ্র (আইন) সীমাসমূহ, এগুলোকে সেই লোকদের জন্য তিনি বর্ণনা করেন যারা জ্ঞানী।	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

এই মহান আয়াত ইসলামের প্রারম্ভ কালের প্রথাকে রহিত করে দিয়েছে, যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে একশত বার তালাক দিলেও তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখত যতক্ষণ স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকত। এ অবস্থা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর ছিল, এজন্য আল্লাহ তালাকের সংখ্যা করলেন তিন, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে (স্ত্রীর ইদ্দতকালে)।

তৃতীয় তালাকের পর তালাক আর বাতিলযোগ্য থাকেনা, যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِإِحْسَانٍ﴾ **"তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"**

১০৩৬. (হাসান স্বহীহ): সুনানে আবূ দাউদ بَابٌ فِي نَسْخِ المراجعة بعد الطلقات الثلاث "তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া একটি রহিত বিধান এ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, ﴿وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ **তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে এবং তাদের পক্ষে জায়িয নয় সে বস্তু গোপন করা যা তাদের পেটে আল্লাহ্ সৃজন করেছেন"**[২২০৮] এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, মানুষ স্বীয় স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেয়ার পরও তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার ভোগ করত। আল্লাহ এটি রহিত করে দিলেন এবং বললেন ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ **"তালাক দুই দফা"**[২২০৯] এ হাদীস্ব নাসাঈও ❮যাকারিয়্যাহ বিন ইয়াহইয়া❯❮ইসহাক বিন ইবরাহীম❯❮আলী ইবনুল হুসায়ন❯❯ এর সূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

১০৩৭. ইবনু আবূ হাতিম বলেন, ❮❮হারূন বিন ইসহাক❯❮আবদাহ বিন সুলায়মান❯❮হিশাম বিন উরওয়াহ❯❮তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)❯❯ বলেছেন যে, এক লোক তার স্ত্রীকে বলেছিল, "আমি তোমাকে তলাকও দিবনা, ফিরিয়েও নিব না।" স্ত্রী বলল, কিভাবে? সে বলল, "আমি তোমাকে তালাক দিব এবং তোমার ইদ্দত যখন শেষের কাছে আসবে, তখন তোমাকে ফিরিয়ে নিব।" স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেল এবং যা ঘটেছে তা তাঁকে জানাল। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ **"তালাক দুই দফা"**[২২১০] ইবনু জারীরও স্বীয় তাফসীরে জারীর বিন আব্দুল হামীদ ও ইবনু ইদরীস এর সূত্রে এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।[২২১১]

২২০৮. সূরাহ বাকারা, ২:২২৮।

২২০৯. আবূ দাউদ ২১৯৫, ২২৮১ নাসাঈ ৩৫৫৪। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান স্বহীহ।

২২১০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৭৫৪, মালিক ২/৫৮৮, তাবারী ৪৭৮৩, ৪৭৮৪, তিরমিযী ১১৯২, উরওয়াহ থেকে মুরসাল সূত্রে। মাওসূল সূত্রে তিরমিযী ১১৯২, হাকিম ২/২৭৯-২৮০, আল-ওয়াহিদী ১৫২, বায়হাকী ৭/৩৩৩, উরওয়াহ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

১০৩৮. আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে ⟨জা'ফার বিন আওন⟩⟨হিশাম⟩⟨তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩ বলেন ঃ

كَانَ الرَّجُلُ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مَا شَاءَ، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ غَضِبَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: وَاللهِ لَا آوِيكِ وَلَا أُفَارِقُكِ. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَلِكَ. قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.

ইসলাম-পূর্ব যুগে স্বামীর স্ত্রীদেরকে যত ইচ্ছা তত তালাক দিত এবং ইদ্দত চলাকালীন তাদেরকে ফিরিয়ে আনত। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে জনৈক আনসার তার স্ত্রীকে রাগান্বিত হয়ে বলেছিল যে, আমি তোমাকে একেবারে ছেড়েও দিব না এবং রাখব না। এটা শুনে মহিলা বলেন, এটা কিভাবে? উত্তরে উক্ত আনসার বলেন, তোমাকে তালক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব। আবারো তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে ফিরিয়ে আনব। এভাবে করতে থাকব। এটার পর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি বললেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করেন ঃ ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ **"তালাক দুই দফা"** তিনি আরও বলেন যে, এটার পর লোকজন তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলতে থাকে এবং অসংযমীগণ সংযমী হয়ে যায়। আর এটার দ্বারা তাদের বাড়তি অধিকারটুকু রহিত হয়ে যায়।[২২১২]

১০৩৯. আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ ⟨মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান⟩⟨ইয়া'লা বিন শাবীব⟩⟨হিশাম⟩⟨তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২২১৩] ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কুতায়বাহ থেকে তিনি ইয়া'লা বিন শাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি ⟨আবূ কুরায়ব⟩⟨ইবনু ইদরীস⟩⟨হিশাম⟩⟨তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন; আর তিনি বলেন, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে ⟨ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব⟩⟨ইয়া'লা বিন শাবীব⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সানাদটি সহীহ।

১০৪০. অতঃপর ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম⟩⟨ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ⟩⟨মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ⟩⟨সালামাহ ইবনুল ফাদল⟩⟨মুহাম্মাদ বিন ইসহাক⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেনঃ

لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ، يطلقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، وَكَانَ بَيْنَ رَجلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ أَهْلِهِ بعض مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ: وَاللهِ لَأَتْرُكَنَّكِ لَا أَيِّمًا وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتِ الْعِدَّةُ أَنْ تَنْقَضِيَ

থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। তার সানাদে ইয়া'লা বিন শাবীব সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, শাবীবের হাদীসের চেয়ে মুরসাল হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ। সুতরাং উরওয়াহ থেকে মুরসাল হাদীসে কোন সমস্যা নেই। ইয়া'লা বিন শাবীব এর দুর্বলতার কারণে তার তুলনায় হাকিম সেটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও সেটিকে সমর্থন করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। ইবনু মারদুবিয়াহ ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ সকল সূত্রে হাদীসটি হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

২২১১. তাবারী ৪/৫৩৯।

২২১২. তাবারী ৪৭৮৩, ৪৭৮৪। হাদীসের ভাবার্থ সহীহ কারণ এ মর্মে অনুরূপ ভাবার্থের হাদীস সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, দেখুন– সহীহ আবূ দাউদ ২১৯৫, সহীহ নাসাঈ ৩৫৫৪, ইরওয়াউল গালীল ২০৮০।

২২১৩. তিরমিযী ১১৯২। দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত হাদীস।

رَاجَعَهَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فوقَّتَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

পূর্বে তালাকের জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল না। স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে যখন তখন তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসত। তবে একদা জনৈক আনসারের সাথে তার স্ত্রীর বচসা হয় যা সাধারণত এক স্থানে থাকলে হয়ে থাকে। তখন স্বামী এক পর্যায়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাখবও না এবং ছেড়েও দিব না। অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার আগে তাকে ফিরিয়ে আনল। এভাবে সে একাধিকবার করার পর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ﴾ **"তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"**।[২২১৪] অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, তিন তালাক প্রদান করার পর তাকে ফিরিয়ে আনার কোন অবকাশ নেই যতক্ষণ অন্যের সাথে বিবাহ না হয়। কাতাদাহ এটা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুদ্দী, ইবনু যায়দ এবং ইবনু জারীরও বর্ণনা করেন। তিনি এটাকে এ আয়াতের ব্যখ্যা বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন ﴿فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ﴾ **"অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"** অর্থাৎ, 'যদি তুমি তাকে একবার বা দু'বার তালাক দাও, তাহলে ইচ্ছে করলে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে তার ইদ্দতকালে তার প্রতি দয়াদ্র হওয়ার এবং মতপার্থক্য শুধরে নেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুবা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার অপেক্ষা কর, তালাক চূড়ান্ত হয়ে গেলে তাকে তার মত শান্তিতে চলতে দাও, তার কোন ক্ষতি বা অন্যায় না ক'রে।' আলী বিন আবী তালহাহ জানিয়েছেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) বলেছেন, "যখন মানুষ তার স্ত্রীকে দু'বার তালাক দেয়, তৃতীয়বারের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। সে স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দিবে এবং তার সাথে সদয় আচরণ করবে, নতুবা দয়ার সংগে তার কোন অধিকার লংঘন না করে তাকে তার নিজ পথে চলতে দিবে।"[২২১৫]

১০৪১. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(ইউনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহব)(সুফইয়ান আস্ সাওরী)(ইসমাঈল)(আবূ রাযীন)০ বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ﴿فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ﴾ **"অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"** এ আয়াতের মাঝে তিন তালাকের কথা কোথায় রয়েছে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, ﴿تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ﴾ **"সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"**।[২২১৬]

১০৪২. (দঈফ): আবদ বিন হুমায়দ তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো হচ্ছে– ০(ইয়াযীদ বিন হাকীম)(সুফইয়ান)(ইসমাঈল বিন সুমায়')(আবূ রাযীন আল-আসদী)০ বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রসূল ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ **"তালাক দুই দফা"** তবে তৃতীয় তলাকটি কোথায়? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ" 'সহৃদয়তার সাথে পরিত্যাগ কর' এটা হল তৃতীয় তালাক।[২২১৭] ইমাম আহমাদও

২২১৪. সানাদে মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ আর রাযী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি দুর্বল। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল।

২২১৫. তাবারী ৪/৫৪৩।

২২১৬. আবদুর রাযযাক তার 'তাফসীর' (২৮৩), তাবারী ৪৭৯৫, ৪৭৯৬, আবূ রাযীন থেকে মুরসাল সূত্রে। কিন্তু হাদীস বিশারদদের নিকট মুরসাল দুর্বলতার একটি অংশ।

২২১৭. ইরসালের কারণে হাদীসটি দুর্বল।

এরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ‹সাঈদ বিন মানসূর› ‹খালিদ বিন আবদুল্লাহ› ‹ইসমাঈল বিন যাকারিয়া ও আবূ মুআবিয়াহ› ‹ইসমাঈল বিন সুমায়'› ‹আবূ রাযীন› হতে এটা বর্ণনা করেছেন।

১০৪৩. ইবনু মারদুবিয়াহ ‹কায়স ইবনুর রাবী'› ‹ইসমাঈল বিন সুমায়'› ‹আবূ রাযীন› ‹আনাস বিন মালিক (রাঃ)› নাবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[২২১৮]

১০৪৪. অতঃপর তিনি বলেন, ‹আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আবদুর রহীম› ‹আহমাদ বিন ইয়াহইয়া› ‹উবায়দুল্লাহ বিন জারীর বিন জাবালাহ› ‹ইবনু আয়িশাহ› ‹হাম্মাদ বিন সালামাহ› ‹কাতাদাহ› ‹আনাস বিন মালিক (রাঃ)› বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা দু'টি তালাকের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তৃতীয়টি কোথায়? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ **"অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান"**।[২২১৯]

মাহর ফিরিয়ে নেয়া

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ **"এবং তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না"** অর্থাৎ মাহর বা তোমাদের দানকৃত দ্রব্য তোমাদের নিকট ফেরত দেয়ার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা শেষ করার জন্য তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বিরক্ত বা বাধ্য করনা। তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ **"আর তাদেরকে দেয়া মাল হতে কিছু উসূল করে নেয়ার উদ্দেশে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে না, যদি না তারা সুস্পষ্ট ব্যভিচার করে।"**[২২২০] তবে, ভাল অন্তর নিয়ে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কিছু ফেরত দিতে চায়, তাহলে এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ **"অতঃপর তারা যদি সন্তোষের সঙ্গে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তৃপ্তির সঙ্গে ভোগ কর।"**[২২২১]

খুলা-র অনুমোদন এবং সে অবস্থায় মাহর ফেরত দান

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন সমঝোতার কোনই সম্ভাবনা না থাকে, যেখানে স্ত্রী স্বামীর অধিকারকে উপেক্ষা করে, তাকে অপছন্দ করে এবং তার সঙ্গে থাকতে অপারগ হয়ে যায়, তখন স্ত্রী নিজেকে (বিবাহ থেকে) মুক্ত করতে পারবে স্বামী তাকে (মোহর বা দান) যা দিয়েছে তা ফেরত দেয়ার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর এবং তার প্রস্তাবে রাজি হলে স্বামীর কোন পাপ হবেনা। এজন্য আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

"এবং তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না, কিন্তু যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না (তাহলে অন্য ব্যবস্থা)। অতঃপর যদি তোমরা (উভয় পক্ষের শালিসগণ) আশঙ্কা কর যে উভয়পক্ষ আল্লাহর আইনসমূহ

২২১৮. পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।

২২১৯. দারাকুতনী ৪/৪, সঠিক হচ্ছে আবূ রাযীন থেকে ইসমাঈল মুরসাল সূত্রে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। এব্যাপারে এসেছে তালখীসুল হাবীর (৩/২১৭)। ইবনুল কাত্তান এটিকে সহীহ বলেছেন। আবদুল হাক্ব মুরসালটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, সঠিক হচ্ছে মুরসাল, মাওসূল সূত্রে এর কোন ভিত্তি নেই।

২২২০. সূরাহ নিসা, ৪:১৯।

২২২১. সূরাহ নিসা, ৪:৪।

ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে উভয়ের প্রতি কোন গুনাহ্ নেই যদি কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে চায়।"

কোন কোন সময় স্ত্রী প্রকৃত কোন কারণ ছাড়াই বিবাহ বন্ধন শেষ করার জন্য বলে। এমন অবস্থায়–

১০৪৫. (স্বহীহ): ইবনু জারীর লিখেছেন ⟪ইবনু বাশশার⟫আবদুল ওয়াহ্হাব⟫আয়্যূব⟫আবূ কিলাবাহ⟫জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⟫স্বাওবান (রাঃ)⟫ ও ⟪ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম⟫ইবনু উলায়্যাহ⟫আয়্যূব⟫আবূ কিলাবাহ⟫জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)⟫স্বাওবান (রাঃ)⟫ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই যে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চায়, জান্নাতের সুবাস তার জন্য হারাম।[২২২২] তিরমিযী এ হাদীস্বটি ⟪বুনদার⟫আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আবদুল মাজীদ আস্ব স্বাকাফী⟫ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন।

ইবনু জারীর বলেন, ⟪আয়্যূব⟫আবূ কিলাবাহ⟫আবূ আসমা'⟫স্বাওবান (রাঃ)⟫ থেকেও বর্ণনা করেছেন। অনেকে আয়্যূব থেকে এই সানাদে বর্ণনা করেছেন কিন্তু রাসূল পর্যন্ত পৌছাননি।

১০৪৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ⟪আবদুর রহমান⟫হাম্মাদ বিন যায়দ⟫আয়্যূব⟫আবূ কিলাবাহ⟫আবূ আসমা'⟫স্বাওবান (রাঃ)⟫ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ."

যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।[২২২৩]

১০৪৭. (স্বহীহ): ভিন্ন সানাদে: ইবনু জারীর বলেন, ⟪ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম⟫আল-মু'তামির বিন সুলায়মান⟫লায়স্ব ⟫............⟫............⟫আবূ ইদরীস⟫স্বাওবান (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আযাদকৃত দাস)⟫ নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ". وَقَالَ: "الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".

'যে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।'[২২২৪] তিনি আরও বলেন, 'এরূপ অব্যাহতি প্রার্থিনী বিশ্বাসঘাতিনী।'

১০৪৮. (স্বহীহ): অতঃপর ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম তিরমিযীসহ সকলে ⟪আবূ কুরায়ব⟫মুযাহিম বিন যাওওয়াদ বিন উলাবাহ⟫তার পিতা যাওওয়াদ⟫লায়স্ব বিন আবূ সুলায়ম⟫আবুল খাত্তাব⟫আবূ যুরআহ⟫আবূ ইদরীস ⟫স্বাওবান (রাঃ)⟫ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ."الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ" 'বিবাহ বন্ধন হতে স্বামীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থিনী স্ত্রী বিশ্বসঘাতিনী।'[২২২৫] অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ রিওয়ায়াতটি 'গরীব'। আর এর সানাদও শক্তিশালী নয়।

২২২২. তাবারী ৪৮৪৩, ইবনু হিব্বান ৪১৮৪, আহমাদ ২১৮৭৪। সানাদে জনৈক ব্যক্তিটি হচ্ছে– আবূ আসমা'। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২২৩. আবূ দাউদ ২২২৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৯২৮, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনু মাজাহ ২০৫৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২২৪. তাবারী ৪৮৪৪, সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। লায়স্ব হচ্ছে– ইবনু আবূ সুলায়ম ও আবূ ইদরীস হচ্ছে– আল-খাওলানী , আইয বিন আবদুল্লাহ, তিনি প্রথম যুগের তাবেঈ, তিনি নাবী (সাঃ) এর যুগে হুনায়নের বছর জন্মগ্রহণ করেন ও বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেছেন। তবে ইল্লাত হচ্ছে লায়স্ব ও আবী ইদরীসের মাঝে দু'জন রাবী বাদ পড়েছে। তবে তার শাহিদ পাওয়া যায়। দেখুন– ইবনু মাজাহ ২০৫৫, (ইবনু মাজাহর সানাদটি স্বহীহ), স্বহীহ আবূ দাউদ ১৯২৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২২২৫. তিরমিযী ১১৮৬, তাবারী ৪৮৪৫, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২০১৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৬২৭, স্বহীহ আল-জামি' ৬৬৮১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১০৪৯. অপর হাদীস: ইবনু জারীর বলেন, ∝আবূ কুরায়ব⤫হাফস বিন বিশর⤫কায়স ইবনুর রাবী' ⤫আশআস বিন সাওওয়ার (দুর্বল)⤫হাসান⤫সাবিত বিন ইয়াযীদ⤫উকবাহ বিন আমির (রাঃ)∝ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ' 'নিশ্চয়ই বিবাহ বন্ধন হতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনীরা বিশ্বাসঘাতিনী'।[২২২৬] এ বর্ণনাটিও গরীব। আর কেউ কেউ দঈফও বলেছেন।

১০৫০. অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ∝আফফান⤫উহায়ব⤫আয়্যুব⤫হাসান⤫. ....⤫আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)∝ নবী (সাঃ) বলেন : "الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ." বিবাহ বন্ধন হতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনী মহিলারা বিশ্বাসঘাতিনী।

১০৫১. (দঈফ): অপর হাদীস: ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ∝বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর⤫আবূ আসিম ⤫জা'ফার বিন ইয়াহইয়া বিন সাওবান⤫তার চাচা উমারাহ বিন সাওবান⤫আতা'⤫ইবনু আব্বাস (রাঃ)∝ বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"لَا تَسأَلُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا."

'যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করবে সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হতে এসে থাকে।'[২২২৭]

তালাক বৈধ হবে না। তবে যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে ক্রমাগত অবাধ্যতা ও দুষ্টামি প্রকাশিত হতে থাকে, তখন তার দলিল হিসেবে এ আয়াতটি পেশ করেছেন : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ **"তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না"** অতঃপর তারা বলেন, এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় 'খোলা' তালাক' বৈধ নয়। কেউ অন্য কিছু বললে তাকে দলীল পেশ করতে হবে। মূলত অন্য কোন দলীলের অস্তিত নাই। এ মতের সমর্থকগণ হলেন ইবনু আব্বাস (রাঃ), তাঊস, ইব্রাহীম, আতা', হাসান ও জমহুর উলামা। ইমাম মালিক ও আওযাঈ বলেছেন যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বাধ্য করে কিছু গ্রহণ করে এবং সেটা প্রদান যদি স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর জন্য সেটা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। সেক্ষেত্রে 'তালাকে রজঈ' সম্পন্ন হবে।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন : মতানৈক্যের সময় যদি গ্রহণ বৈধ হয়, তাহলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করাতেও অসুবিধার কিছু থাকতে পারে না। ইমাম শাফেঈ আরও বলেন : মতানৈক্যের সময় যদি কিছু গ্রহণ করা জায়েয হয়, তা হলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করা জায়েয হবে। এটা তার সহচরবৃন্দেরও অভিমত।

শায়খ আবূ উমার বিন আবদুল বার্র স্বীয় কিতাব 'আল ইসতিযকার'-এ বকর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযনী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার অভিমত হল 'খোলা'র হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তার দলীল হল এ আয়াতটি : ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ **"এবং তাদের একজনকে অগাধ সম্পদও দিয়ে থাক, তবুও তাথেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না।"** তবে ইবনু জারীর বলেন : এই যুক্তিটি দুর্বল এবং পরিত্যাজ্য।

ইবনু জারীর বলেছেন যে, এ আয়াত (২ : ২২৯) সাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস এবং তাঁর স্ত্রী হাবীবাহ বিনতু আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।[২২২৮]

২২২৬. তাবারী ৪৮৪২, সানাদটি আশআস বিন সাওওয়ার এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল।

২২২৭. ইবনু মাজাহ ২০৫৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৭৭৭, দঈফ আল-জামি' ৬২১৯। বুসায়রী বলেন, সানাদটি দুর্বল। **আমি বলব:** সানাদে জা'ফার বিন ইয়াহইয়া বিন সাওবান মাকবূল যেমনটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেছেন। তার শায়খ উমারাহ বিন সাওবান তিনি মাসতূর। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২২২৮. তাবারী ৪/৫৫৬।

১০৫২. (স্বহীহ): ইমাম মালিক স্বীয় মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, ‹ইয়াহইয়া বিন সাঈদ›‹আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ›‹হাবীবাহ বিনতে সাহল আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহা)› থেকে বর্ণিত, তিনি স্বাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ফজরের স্বালাতে গেলেন এবং অন্ধকারে তাঁর দরজায় হাবীবাহ বিনতু সাহলকে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এটা কে?" মহিলা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি হাবীবাহ বিনতু সাহল। তিনি বললেন, "ব্যাপার কী?" সে বলল, আমি এবং স্বাবিত বিন কায়স," অর্থাৎ (সে আর থাকবেনা) তার স্বামী ('র সাথে)। যখন তার স্বামী স্বাবিত বিন কাইস আসল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, هذه حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ এ হচ্ছে হাবীবাহ্ বিনত সাহল, সে বলেছে আল্লাহ তাকে বলার অনুমতি দিয়েছেন। হাবীবাহ আরো বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, "এখনও আমার কাছে রয়েছে যা কিছু সে আমাকে দিয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, خُذْ مِنْهَا তা তার থেকে নিয়ে নাও। কাজেই সে তার স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে নিল এবং স্ত্রীটি নিজের পরিবারের বাড়িতেই থেকে গেল।[২২২৯] এটি ইমাম আহমাদ ‹আবদুর রহমান বিন মাহদী›‹মালিক› থেকে ও ইমাম আবূ দাউদ ‹কা'নাবী›‹মালিক› থেকে এবং ইমাম নাসাঈ ‹মুহাম্মাদ বিন সালামাহ›‹ইবনুল কাসিম›‹মালিক› থেকে উপরোক্ত সানাদে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০৫৩. (স্বহীহ): **আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে অপর হাদীস**: ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনু জারীর বলেন, ‹মুহাম্মাদ বিন মা'মার›‹আবূ আমির›‹আবূ আমর আস সাদূসী›‹আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর›‹আমরাহ›‹আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)› বলেন, হাবীবাহ বিনতে সাহল (রাদিয়াল্লাহু আনহা) স্বাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্ত্রী ছিলেন। একদা স্বামী তাকে প্রহার করলে তার শরীরের কোন অংশ ভেঙ্গে যায়। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন- তুমি স্ত্রী হতে কিছু মাল গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও। স্বাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি ঠিক হবে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ পূর্ণ দুরস্ত রয়েছে। স্বাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাকে আমি দু'টি বাগান দিয়েছিলাম যা এখন তার অধিকারে রয়েছে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি বাগান দু'টি গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও; পরিশেষে তাই হল।[২২৩০] ইবনু জারীর এবং আবূ আমর সাদূসী অর্থাৎ সাঈদ ইবনু আবূ হিশামও হুবহু এরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৫৪. (স্বহীহ): **ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীস**: ইমাম বুখারী বলেন, ‹আযহার বিন জামীল›‹আবদুল ওয়াহহাব আস্ স্বাকাফী›‹খালিদ›‹ইকরিমাহ›‹ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)› বলেছেন যে, স্বাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের স্ত্রী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসেছিল এবং বলেছিল, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার দ্বীন ও আখলাকের বিরুদ্ধে কিছু বলছিনা, কিন্তু (তার অধিকারকে উপেক্ষা করে) আমি ইসলামে কুফরী করাকে ঘৃণা করি।" রাসূলুল্লহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ তুমি কি তাকে তার বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ'। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً "বাগানটি ফিরিয়ে নাও এবং স্ত্রীকে একবার তালাক দাও।[২২৩১] ইমাম নাসায়ীও আযহার বিন জামীল থেকে উপরোক্ত সানাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২২৯. আবূ দাউদ ২২২৭, নাসাঈ ৩৪৬২, আহমাদ ২৬৮৯৮, ইবনু হিব্বান ৪২৮, ইবনুল জারূদ ৭৪৯, মুয়াত্তা ১১৯৮, দারিমী ২২৭১৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২৩০. আবূ দাউদ ২২২৮, তাবারী ৪৮১২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২৩১. বুখারী ৫২৭৩, নাসাঈ ৩৪৬৩, ইবনু মাজাহ ২০৫৬। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ইমাম বুখারী আরও বর্ণনা করেছেন যে, ❮ইসহাক আল-ওয়াসিতী❯❮খালিদ বিন আবদুল্লাহ আত তাহ্হান❯❮খালিদ বিন মিহ্রান আল-হাযযা❯❮ইকরিমাহ❯ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী অন্য একটি রেওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন যে, ❮আয়্যূব❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ বলেন, (উক্ত মহিলা) বললেন, এ ব্যাপারে আমি এখন ক্রোধ সংবরণ করতে পারছিনা।' এটা একমাত্র বুখারীই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ❮সুলায়মান বিন হারব❯❮হাম্মাদ বিন যায়দ❯❮আয়্যূব❯❮ইকরিমাহ❯ বলেন, উক্ত মহিলার নাম ছিল জামিলাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), আরও কেউ কেউ এটা বলেছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হল যে, তার নাম ছিল হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। পূর্বের বর্ণনাগুলোতেও এ নাম উল্লিখিত হয়েছে।

১০৫৫. (সহীহ): আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার 'তাফসীর' এর মাঝে বলেন, ❮মূসা বিন হারূন❯❮আযহার বিন মারওয়ান আর রাক্কাশী❯❮আবদুল আ'লা❯❮সাঈদ❯❮কাতাদাহ❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ বর্ণনা করেন যে, জামীলাহ বিনতে সালূল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল– আল্লাহর শপথ! স্বাবিত বিন কায়সের উপর তার ধর্মাচরণ ও চরিত্রের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে সংমিশ্রণ পছন্দ করি না এবং আমি এখন এ ব্যাপারে ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। এটার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তাকে বাগান দিয়ে দিবে? মহিলা বললেন, জ্বী হ্যাঁ। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্বামীকে বললেন, যা দিয়েছিলে তা ছাড়া বেশি নিও না।[২২৩২] ইমাম ইবনু মাজাহ আযহার বিন মারওয়ান থেকে উক্ত সানাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সানাদটি উত্তম। অনুরূপভাবে ❮আবুল কাসিম আল-বাগাবী❯❮উবায়দুল্লাহ আল-কাওয়ারীরী❯❮আবদুল আ'লা❯ থেকে অনুরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।

১০৫৬. (স্বহীহ): ইবনু জারীর বলেন, ❮ইবনু হুমায়দ❯❮ইয়াহইয়া বিন ওয়াদিহ❯❮হুসায়ন বিন ওয়াকিদ❯❮স্বাবিত❯❮আবদুল্লাহ বিন রাবাহ❯❮জামীলাহ বিনতে উবায় বিন সালূল (রাযিয়াল্লাহু আনহা)❯ থেকে বর্ণিত যে,

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَنَشَزَتْ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا جَمِيلَةُ، مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟" قَالَتْ: وَاللهِ مَا كَرِهْتُ مِنْهُ دِينًا وَلَا خُلُقًا، إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ دَمَامَتَهُ! فَقَالَ لَهَا: "أَتَرُدِّينَ الْحَدِيقَةَ؟" قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتِ الْحَدِيقَةَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

তিনি স্বাবিত বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে অপছন্দ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে বলেন- হে জামীলা! স্বাবিতের কোন্ কাজটি তোমার খারাপ লাগে? জামীলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তার ধর্ম বিষয়ক এবং চারিত্রিক কোন বিষয়ই আমার নিকট অপছন্দনীয় নয়। তবে তার অসুন্দর ও কুৎসিৎ অবয়বই আমার নিকট অপছন্দনীয়। এটার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাকে বললেন- তাকে বাগানটি ফিরিয়ে দিতে রাজী আছ? তিনি বললেন, জ্বী, রাজী আছি। অতঃপর বাগান ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[২২৩৩]

১০৫৭. (হাসান লি গায়রিহি): ইবনু জারীর আরও বলেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা❯❮মু'তামির বিন সুলায়মান❯❮ফুদায়ল❯❮আবূ জারীর❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ (আবূ জারীর) বলেন, তিনি ইকরিমাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে, খোলা' আসলে কী? তিনি বললেন, আসলে ইসলামে প্রথম খোলা অনুষ্ঠিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বোনের ব্যাপারে। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে অভিযোগ করেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আমার মাথা আর আমার স্বামীর মাথা আর কোন জিনিস কখনও একত্রিত করতে পারবে না। কেননা, কয়েক জন লোকের সঙ্গে আমার স্বামী আসতেছিল। দৈবাৎ তখন আমি তাঁবুর

২২৩২. ইবনু মাজাহ ২০৫৬। পূর্বোক্ত হাদীস্র দ্রষ্টব্য। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৩৩. তাবারী ৪৮১৪, সানাদটি হাসান, হাদীস্রটির একাধিক সানাদে শাহিদ রয়েছে। **তাহকীকঃ** সহীহ।

পর্দা উঠিয়ে দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা কালো, খাট ও কুৎসিত। তার স্বামী এটা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে আমার সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও অতি ফলনী একটি বাগান দিয়েছিলাম। সে যদি আমাকে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে আমিও তাকে মুক্ত করে দিব। এটার পর রসূলুল্লাহ– মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে তুমি কী বল? তিনি বললেন, আমি রাজী। যদি এটার চেয়ে বেশী চায় তাহলেও রাজী আছি। অতঃপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।[২২৩৪]

১০৫৮. অপর হাদীস্নঃ ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, (আবূ কুরায়ব)(আবূ খালিদ আল-আহমার)(হাজ্জাজ)(আমর বিন শুআয়ব)(তোর পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ))(তোর দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ন)) বলেন ঃ হাবীবা বিন্তে সহল স্নাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাস'র স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু স্নাবিত ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি। তাই হাবীবা রসূলুল্লাহ- কে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, তাহলে তিনি আমার নিকট গমন করলেই তার মুখে থুথু মেরে দিতাম। এটা শুনে রসূলুল্লাহ বলেন- তোমাকে দেয়া তার বাগান তুমি তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি আছ? তিনি উত্তর বললেন, হ্যাঁ রাজি আছি। তিনি বাগানটি তাকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন।[২২৩৫]

তবে এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, খোলা'র ব্যাপারে স্বামীর স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু হতে বেশি নেওয়া জায়েয আছে কিনা? জমহুর উলামা বলেছেন যে, জায়েয আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এটা সাধারণভাবেই বলেছেন যে, ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ অর্থাৎ স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তা হলে এটাতে উভয়ের কোন পাপ নাই।

ইবনু জারীর বলেন, (ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম)(ইবনু উলায়্যাহ)(আয়্যূব)(কাস্নীর (সামূরাহ'র আযাদকৃত দাস))(উমার) (কাস্নীর) বলেন, উমার এর নিকট এক মহিলা এসে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি মহিলাকে পূঁতিগন্ধময় একটা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। পরে মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেমন ছিলে? উত্তরে মহিলা বলেন, আমি তার নিকট কখনও আরাম পাইনি। দীর্ঘদিন পর এ একটি রাতই আমি আরামে কাটিয়েছি। উমার এটা শুনে তাঁর স্বামীকে বললেন, তাকে তার অলংকারের বিনিময়ে হলেও অব্যাহতি দাও। আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন যে, (মা'মার)(আয়্যূব)(কাস্নীর ((সামূরাহ'র আযাদকৃত দাস)) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন তবে সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে যে, সেখানে তাকে তিন দিন আটকে রাখা হয়েছিল।

২২৩৪. তাবারী ৪৮১১, মু'তামির বিন সুলায়মান বিন তারখান আত তায়মী স্নিকাহ, ফাদল বিন মায়সারাহ আল-আযদী আল-উকায়লী তিনিও স্নিকাহ, আবূ জারীর হচ্ছে– আবদুল্লাহ ইবনুল হুসায়ন আল-আযদী আল-বাস্নারী, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসাকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন। তবে তার বর্ণিত হাদীস্নটির শাহিদ রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীস্নটি হাসান লি গায়রিহি।

২২৩৫. ইবনু মাজাহ ২০৫৭, যাওয়াইদ এর মাঝে রয়েছে, সানাদে হাজ্জাজ বিন আরতা' মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। 'আল-ফাতহ' (৯/৩১০) এর মাঝে রয়েছে, ইবনু আবদুল বার্র বলেন, স্নাবিত বিন কায়স এর স্ত্রীর ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে, বসরাবাসীগণ বলেন, তার স্ত্রী ছিলেন জামীলা বিনতে উবায়। আর মদীনার অধিবাসীগণ বলেন, তার স্ত্রী ছিলেন হাবীবাহ বিনতে সাহল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সেটি ছিলো দু'জন মহিলাকে কেন্দ্র করে দু'টি আলাদা ঘটনা কিন্তু দু'টিই প্রসিদ্ধ হওয়ায় গরমিল হয়েছে। **আমি বলব:** আর এই ইখতিলাফের কারণে ইমাম বুখারী ইবনু আব্বাস এর হাদীস্ন থেকে (৫২৭৩, ৭২৭৫, ৭২৭৬) বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন– جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس 'স্নাবিত বিন কায়স বিন শাম্মাসের স্ত্রী আসল' এখানে তিনি তার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি অন্যত্র (বুখারী ৫২৭৪) ইকরিমাহ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ বিন উবায়'র বোন'। ৫২৭৭ এর মাঝে ইকরিমাহ থেকে এভাবে রয়েছে যে, তিনি উবায় বিন সালূলের মেয়ে। তার পিতা হচ্ছে মুনাফিকের সর্দার আর তার ভাই মু'মিন ও স্নাদিকীনদের একজন অন্যতম।

{সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ}{কাতাদাহ}{হুমায়দ বিন আবদুর রহমান} বলেন, জনৈকা মহিলা উমরের নিকট তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে উমার তাকে একটি পূঁতিগন্ধময় কুঠরীতে বন্দী করে রাখেন। অতঃপর রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সকাল হলে উমার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রি অতিবাহিতের স্থানটা কেমন লাগল? উত্তরে তিনি বললেন, এ রাত্রির চেয়ে অধিক আরামের রাত্রি তার সংগে আমার একটিও অতিবাহিত হয়নি। অতঃপর উমার তাঁর স্বামীকে বললেন, তার কাছ হতে এক গুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও তাকে অব্যাহতি দান কর। ইমাম বুখারী বলেন ঃ উস্রমান চুলের গুচ্ছ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে খোলা জায়েয বলেছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন, {মা'মার}{আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল} বর্ণনা করেন যে, তাঁকে রুবায়' বিনতে মুয়াব্বিয বিন আফরা' বলেছেন যে, আমার স্বামী বাড়িতে থাকলেও আমার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন না। আর বিদেশে থাকলে তো সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকতাম। একদিন তার সাথে আমার ঝগড়া হলে আমি তাকে বললাম, আপনার দেয়া আমার যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুর বিনিময়ে হলেও আপনি আমাকে 'খোলা' দান করুন। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিক আছে। আমি বললাম, ঠিক হলে তাই হোক। অতঃপর এ ঘটনাটি আমার চাচা মুআব্বিয বিন আফরা' উস্রমানের কর্ণগোচর করলে তিনি বললেন, চুলের গুচ্ছ ব্যতিত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে 'খোলা' করতে পারবে।

মোট কথা, অল্প-বেশি তুচ্ছ-মূল্যবান যা কিছু তার কাছে আছে সব কিছুই গ্রহণ করতে পারবে একমাত্র চুলের বেনী ব্যতীত। ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, নাসাঈ, কুবায়স্রা বিন যুআয়ব, হাসান বিন স্রালিহ ও উস্রমান বাত্তী প্রমুখের এ অভিমত। ইমাম মালিক, লায়স, ইমাম শাফেঈ ও আবূ স্রাওরের মাযহাব এটাই। জরীরও এটি পছন্দ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফার সহচরবৃন্দের অভিমত হল এই যে, স্ত্রীর দোষে যদি 'খোলা' হয়ে থাকে, তা হলে স্বামী তার প্রদত্ত সকল সম্পদই গ্রহণ করতে পারবে। তবে তার অতিরিক্ত নেয়া বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু দেয় তা নেয়া জায়েয। পক্ষান্তরে স্বামীর দোষে যদি 'খোলা' হয়ে থাকে তাহলে স্বামী কিছুই ফেরত পাবে না। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কিছু দেয়, তা স্বামীর জন্য নেয়া বৈধ।

ইমাম আহমাদ, আবূ উবায়দ ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় প্রমুখ বলেন ঃ যে কোন অবস্থায় স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ নয়। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আতা' আমর বিন শুআয়ব, যুহরী, তাউস, হাসান, শা'বী, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান ও রাবী' বিন আনাস প্রমুখও উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

মা'মার ও হাকাম বর্ণনা করেন যে, আলী বলেন ঃ খোলা গ্রহণকারিণী মহিলা হতে তাকে প্রদত্ত বস্তুর চেয়ে অধিক কিছু গ্রহণ করো না। ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ বিচারকগণ স্ত্রীর নিকট হতে স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অধিক কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ মনে করেন না।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি ঃ** উপরোক্ত অভিমত পোষণকারীদের দলীল হল পূর্বোক্ত সেই হাদীস্রটি, যাতে স্রাবিত বিন কায়স ও তার স্ত্রী হাবীবার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

১০৫৯. {কাতাদাহ}{ইকরিমাহ}{ইবনু আব্বাস} বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স্রাবিত বিন কায়সকে নির্দেশ দিলেন- 'তুমি স্ত্রীর নিকট হতে বাগানটির অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করো না।'[২২৩৬]

১০৬০. আবদ বিন হুমায়দ বলেন, {কাবীস্রাহ}{সুফইয়ান}{ইবনু জুরায়জ}{আতা'} বলেন ঃ রসূলুল্লাহ খোলা গ্রহণকারিণীর নিকট হতে স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা অপছন্দ

২২৩৬. দ্রষ্টব্য ১০৫৬ নং হাদীস্র। হাদীস্রটির শাহিদ রয়েছে তবে সেটি মুরসাল যা বর্ণনা করেছে দারাকুতনী (৩/২৫৫), বায়হাকী ৭/৩১৪। উভয়েই আবুয যুবায়র থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

করতেন।[২২৩৭] উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যাস্বরূপ এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ﴾ অর্থাৎ স্বামী বিবাহের চুক্তি মোতাবেক স্ত্রীকে যা কিছু দিয়েছিল তা যদি স্ত্রী খোলা'র জন্য ফেরত দেয়, তা গ্রহণ করলে কারো কোন পাপ হবে না। মূলত এটা হল আয়াতের পূর্ববর্তী অংশের ব্যাখ্যা। সেটাতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ﴾

তোমাদের পক্ষে তাদেরকে দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না, কিন্তু যদি তারা উভয়ে আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না (তাহলে অন্য ব্যবস্থা)। অতঃপর যদি তোমরা (উভয় পক্ষের শালিসগণ) আশঙ্কা কর যে উভয়পক্ষ আল্লাহ্‌র আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে না, তাহলে উভয়ের প্রতি কোন গুনাহ নেই যদি কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে চায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ﴿تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ **"এগুলো আল্লাহ্‌র আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না, আর যারা আল্লাহ্‌র আইনসমূহ লঙ্ঘন করবে, তারাই যালিম।"**

বিশেষ অনুচ্ছেদ

ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ আমাদের সহচরদের ভিতরে খোলা' তালাকের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। ◇[সুফইয়ান][আমর বিন দীনার][তাউস][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◇ বলেন ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রী হতে খোলা তালাক গ্রহণ করে, তাহলে উভয়ে ইচ্ছা করলে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তাঁর দলীল হল আলোচ্য আয়াতের এ অংশটি ঃ ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ থেকে ﴿اَنْ يَّتَرَاجَعَا﴾ পর্যন্ত পড়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, ◇[সুফইয়ান][আমর বিন দীনার][ইকরিমাহ]◇ বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে যদি সম্পদকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে তালাক হবে না।

ইমাম শাফেঈ ছাড়া অন্যান্যরা ◇[সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][আমর বিন দীনার][তাউস][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◇ বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীম বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন-কেউ যদি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়ার পর খোলা' তালাক গ্রহণ করে, তা হলে কি তারা পুনঃবিবাহ করতে পারবে? তদুত্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন-হ্যাঁ পারবে।

কারণ খোলা' তালাক মূলত তালাক নয়। তাই আল্লাহ তাআলা প্রথমাংশে ও শেষাংশে তালাকের কথাই বলেছেন, আর মাঝখানে শুধু খোলা'র কথা বর্ণনা করেছেন।এটাতেই বুঝা যায়, খোলা' তালাক মূলত তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই বলে তিনি তিলাওয়াত করেন ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۠ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ﴾ **"তালাক দুই দফা, অতঃপর হয় ভালভাবে পুনঃ গ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান।"** অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ ﴿فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ﴾ **"অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর সেই পুরুষের পক্ষে সেই স্ত্রী (বিবাহ) হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।"**

অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ খোলা' মূলত তালাক নয়, বরং সেটা বিবাহকে বাতিল করে থাকে। উসমান (রাঃ) ও ইবনু উমার (রাঃ) হতে অনরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাউস ও ইকরিমাহ'র অভিমতও

২২৩৭. দারাকুতনী ৩/২৫৫, বায়াহকী ৭/৩১৪, আতা থেকে মুরসাল সূত্রে। কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা এটি শক্তিশালী হয়।

তাই। তাদের সূত্রে আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়ায়, আবূ স্নাওর, দাউদ বিন আলী আয যাহেরী প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ)'র পূর্ব অভিমত এটাই ছিল। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এ মতেরই পরিপোষক।

খোলা'র ব্যাপারে দ্বিতীয় মত: যদি খোলা' দ্বারা একাধিক তালাকের নিয়াত করে তাহলে 'বাইন তালাক' হবে। ইমাম মালিক বলেন, হিশাম বিন উরওয়াহ তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) জুমহান উম্মে বকর আসলামিয়া **বলেন** ঃ আমার স্বামী হতে খোলা' গ্রহণ করার পর এই ব্যাপার নিয়ে আমি উস্নমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গেলে তিনি **বলেন**- এর দ্বারা তালাক হয়ে গেছে। যদি নির্দিষ্ট কোন তালাকের সংখ্যা বলে থাকে তাহলে তাই কার্যকর হবে। অবশ্য ইমাম শাফেঈ বলেন, উক্ত বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী জুমহান, তার পরিচিতি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাই আহমাদ বিন হাম্বল বর্ণনাটিকে দঈফ বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখের সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান, আতা', শুরায়হ, শা'বী, ইবরাহীম এবং জাবির বিন যায়দও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সহচরবৃন্দ, স্নাওরী, আওযাঈ, আবূ উস্নমান বাত্তী, ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর পরবর্তী মত এটাই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অভিমতের তাৎপর্য হল এই যে, খোলা' গ্রহণকারী যদি এক তালাকের নিয়ত করে, এক তালাক হবে। দুই তালাকের নিয়ত করলে দুই তালাক হবে এবং তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাক হবে। আর যদি সে কিছু না বলে তাহলে এক তালাক বাইন হবে। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র একটি অভিমত হল এই যে, যদি খোলা'র সময়ে তালাক শব্দ ব্যবহৃত না হয় কিংবা এ ধরণের কিছু প্রমাণিতও না হয়, তাহলে তালাকই হবে না।

খুলা'র ইদ্দত (অপেক্ষার সময়) সম্পর্কিত মাসআলা

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম আবূ হানীফাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ ইমামের অভিমত হল এই যে, খোলা' প্রাপ্তা মহিলা যদি ঋতুবতী হয় তাহলে তলাকপ্রাপ্তা মহিলার মতই তার ইদ্দত হল তিন কুরু'। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাঁদেরই সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, সুলায়মান বিন ইয়াসার, উরওয়াহ, মালিক, আবূ সালামাহ, উমার বিন আবদুল আযীয, ইবনু শিহাব, হাসান শা'বী, ইবরাহীম আন-নাখঈ, আবূ ইয়াদ, জুলাস ইবনু উমার, কাতাদাহ, সুফইয়ান আস্ন স্নাওরী, আওযাঈ, লায়স্ন বিন সা'দ, আবূ উবায়দ প্রমুখও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ স্নাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশের অভিমত এটাই। অর্থাৎ তাঁরা বলেন যে, যেহেতু খোলা'ও এক প্রকারের তলাক, তাই সেটার ইদ্দতও তালাকের ইদ্দতের অনুরূপ।

খোলা'র ইদ্দত সম্পর্কিত দ্বিতীয় মত হল যে, সেটার ইদ্দত মাত্র এক ঋতু। এটাতেই তার ভ্রূণ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। ইবনু আবী শায়বাহ বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **বলেন** ঃ রুবায়' তার স্বামীর নিকট হতে খোলা' করে তার চাচা উস্নমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মাত্র এক ঋতু ইদ্দত পালন করতে বলেন। কিন্তু ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খোলার জন্য তিন ঋতু ইদ্দত পালন করতে বললেন। তবে তিনি সাথে এ কথাও বললেন যে, উস্নমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের চেয়ে অধিক উত্তম ও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অবশ্য এক বর্ণনায় ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও এক হায়েদ ইদ্দতের কথা বলেছেন।

আবদাহ উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ খোলা'র ইদ্দত মাত্র এক হায়েদ।

❮আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী❯❮লায়স❯❮তাউস❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন ঃ তার ইদ্দত হল এক হায়েদ।

ইকরিমাহ ও আবান বিন উসমানের অভিমতও এক হায়েদের অনুকূলে। যাঁরা এক হায়েদ ইদ্দতের পক্ষপাতী তারা বলেন, খোলা' দ্বারা বিবাহ নষ্ট হয়, সেটা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস।

১০৬১. (সহীহ): আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহীম আল-বাগদাদী❯❮আলী বিন বাহর❯❮হিশাম বিন ইউসুফ❯❮মা'মার❯❮আমর বিন মুসলিম❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন ঃ

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় সাবিত বিন কায়সের স্ত্রী তার নিকট হতে খোলা' করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে এক হায়েদ ইদ্দত পালন করতে বলেছেন।[২২৩৮] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের। আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন ❮মা'মার❯❮আমর বিন মুসলিম❯❮ইকরিমাহ❯ থেকে মুরসাল সূত্রে।

১০৬২. (সহীহ): অপর হাদীস: ইমাম তিরমিযী বলেন, ❮মাহমূদ বিন গায়লান❯❮ফাদল বিন মূসা❯❮সুফইয়ান❯❮মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান❯❮সুলায়মান বিন ইয়াসার❯❮রুবায়' বিনতে মুআব্বিয বিন আফরা' (রাঃ)❯ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে রুবায়' বিনতে মুআব্বিয বিন আফরা' খোলা' তালাক নিয়েছিলেন এবং নাবী (ﷺ) তাকে ইদ্দত হিসেবে একটি ঋতুকাল অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২২৩৯]

১০৬৩. (হাসান সহীহ): ভিন্ন সানাদে: ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ❮আলী বিন সালামাহ আন নায়সাবূরী❯❮ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম বিন সা'দ❯❮আমার পিতা (ইবরাহীম বিন সা'দ)❯❮ইবনু ইসহাক❯❮উবাদাহ ইবনুল ওয়ালীদ বিন উবায়দহ ইবনুস সামিত❯❮উবাদাহ ইবনুস সামিত❯❮রুবায়' বিনতে মুআব্বিয বিন আফরা' (রাঃ)❯ বলেন ঃ আমি আমার খোলা' সম্পন্ন করার পর উসমান (রাঃ)-এর নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা করলাম- আমার ইদ্দত কিরূপ হবে? তিনি বললেন, সেটার ইদ্দত নাই। তবে যদি খোলা' গ্রহণের পূর্বক্ষণে স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাক, তাহলে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান কর। অবশ্য মারইয়াম আল-মুগালিয়্যাহ'র খোলা'র ব্যাপারে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)'র নির্দেশেরই অনুসরণ করেছিলেন।[২২৪০]

১০৬৪. (সহীহ): ইবনু লাহীআহ বর্ণনা করেছেন যে, ❮আবুল আসওয়াদ❯❮আবূ সালামাহ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সাওবান❯❮রুবায়' বিনতে মুআব্বিয বিন আফরা'❯ বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি সাবিত বিন কায়স (রাঃ)-এর স্ত্রী তার সাথে খোলা' করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে এক হায়েদ ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ দেন।[২২৪১]

২২৩৮. আবূ দাউদ ২২২৯, তিরমিযী ১১৮৫, দারাকুতনী ৪২, হাকিম (২/২০৬) সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তার কথাটিকে সমর্থন করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৩৯. তিরমিযী ১১৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৪০. নাসাঈ ৩৪৯৮, ইবনু মাজাহ ২০৫৮। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান সহীহ।

২২৪১ সহীহ আত তিরমিযী ১১৮৫, সানাদে যদিও ইবনু লাহীআহ রয়েছে তবে তার শাহিদ হিসেবে একাধিক হাদীস পাওয়া যায়। এমনকি পূর্বোক্ত হাদীসটিও। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

মাসআলা

জমহুর উলামা ও ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা' গ্রহণকারিণী স্ত্রীকে তার স্বামী রাজি খুশি না করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কেননা সে সম্পদ দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করে দিয়েছে।

আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা, মাহান আল-হানাফী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও ইমাম যুহরী প্রমুখ বলেন ঃ স্বামী তার স্ত্রীর নিকট হতে যা গ্রহণ করেছে, তা তাকে ফিরিয়ে দিলে তার সম্মতি ছাড়াই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। আবূ স্বাওরও এ মত গ্রহণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সুফইয়ান আস্ স্বাওরী বলেন ঃ খোলার মধ্যে তালাকের কোন উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে সেটাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ মনে করতে হবে। সুতরাং এ অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকারই থাকে না। তবে যদি তালাকের উল্লেখ থাকে তাহলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে। দাউদ বিন আলী আয যাহিরীও এটা বলেছেন।

অবশ্য সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকলে ইদ্দতের মধ্যে তারা পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। **কেবলমাত্র শায়খ আবূ আমার বিন আবদুল বার্র এক দলের বরাতে বলেন ঃ ইদ্দতের মধ্যে যেমন স্ত্রী কাউকেও বিবাহ করতে পারবে না, তেমনি তার স্বামীও তাকে বিবাহ করতে পারবে না। অবশ্য এ অভিমতটি একান্তই বিরল ও বর্জনীয়।**

মাসআলা

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে আবার তালাক দেয়া যাবে কি? এ ব্যাপারে অভিমত রয়েছে ঃ

এক. ইদ্দতের মধ্যে আর কোন তালাক হবে না। কারণ, সে এখন স্বামীর অধিকার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। ইবনু আব্বাস, ইবনুয যুবায়ের, ইকরিমা, জাবির বিন যায়দ, হাসান আল-বাস্রী, ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইবনু হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়ায় ও আবূ স্বাওর প্রমুখ এমত পোষণ করেন।

দুই. ইমাম মালিক বলেন, খোলা'র পর নিশ্চুপ না থেকে যদি সাথে সাথে তালাক দেয় তাহলে তালাক কার্যকর হবে। পরে দিলে হবে না। ইবনু আবদুল বার্র বলেন ঃ এ মতটি উস্‌মান-এর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিন. খোলা'প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের মধ্যে যখনই তালাক কার্যকর হবে। ইমাম আবূ হানীফা, তার সহচরবৃন্দ, স্বাওরী ও আওযাঈ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, শুরায়হ, তাউস, ইবরাহীম, যুহরী, হাকাম ও হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মানও এ মত সমর্থন করেন। ইবনু মাসউদ ও আবূ দারদা' হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইবনু আবদুল বার্র বলেন ঃ উপরোক্ত অভিমতটি যে তাদের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে তা সুপ্রমাণিত নয়।

আল্লাহর নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম করা অন্যায়

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ **"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, কাজেই সেগুলো লংঘন করনা। আর যে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে তবে তারাই অন্যায়কারী।"** এর অর্থ আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন সেগুলোই তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা, কাজেই সেগুলো অতিক্রম করোনা।

১০৬৫. (দঈফ): এ ব্যাপারে একটি স্বহীহ হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا

আল্লাহ কতকগুলো সীমা নির্ধারণ করেছেন, কাজেই সেগুলো লংঘন করোনা, কতকগুলো নির্দেশনা নির্দেশ করেছেন, কাজেই সেগুলো অগ্রাহ্য করোনা, কতকগুলো হারাম করেছেন, কাজেই সেগুলো করনা, কতক বিষয়ে (বিধান না দিয়ে) দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন এমন কারণে নয় যে তিনি তা ভুলে গেছেন, কাজেই ওগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করোনা।[২২৪২]

একই সংগে তিন তালাক উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ

সর্বশেষ আয়াত যা আমরা উল্লেখ করেছি তা এটা প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, এক সঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করা বৈধ নয়। এ মতের প্রবক্তারা আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। এটি ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তার সহচরবৃন্দের মাযহাব। তাদের নিকট একটি একটি করে তলাক দেয়া সুন্নাত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ﴾ **তালাক দু'দফা"**। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ﴿تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ **"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, কাজেই সেগুলো লংঘন করনা। আর যে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করবে তবে তারাই অন্যায়কারী।"** এ বিধানের আরো প্রমাণ যে–

১০৬৬. (দঈফ): ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন যে, ❮সুলায়মান বিন দাউদ❯❮ইবনু ওয়াহ্‌ব❯❮মাখরামাহ বিন বুকায়র❯❮তার পিতা (বুকায়র)❯❮মাহমূদ বিন লাবীদ❯ বলেছেন– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হল যে তার স্ত্রীকে একই সংগে তিন তালাক দিয়েছিল, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ **আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে তামাশা করা হচ্ছে? যখন আমি** তোমাদের মধ্যেই আছি! তখন এক লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি লোকটিকে হত্যা করব?"[২২৪৩] সানাদে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) হয়েছে।

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবেনা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ﴾ **"অতঃপর যদি সে তাকে (চূড়ান্ত) তালাক দেয়, তবে এরপর সেই পুরুষের পক্ষে সেই স্ত্রী (বিবাহ) হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, পুরুষ যদি দ্বিতীয় তালাকের পর স্বীয় স্ত্রীকে তৃতীয় দফায় তালাক দেয়, তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে ঐ পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেয়া জায়েয হবেনা। আল্লাহ বলেন, ﴿حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ﴾ **"যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।"** অর্থাৎ, যতক্ষণ না সে আইনানুগভাবে অন্য লোককে বিবাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি স্ত্রীলোকটি কোন লোকের সংগে যৌন মিলন করে থাকে, এমনকি তার মনিবের সাথে (যদি সে চাকরানি হয়) তবুও সে তার পুরাতন স্বামীকে বিয়ে করার যোগ্য হবেনা (যে তাকে তিনবার তালাক দিয়েছে) কেননা সে যার সাথেই যৌন

২২৪২. মুসতাদরাক ৭১১৪, দারাকুতনী ৪/২৯৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৫২০, দঈফ আল-জামি' ১৫৯৭, তারাজুআতুল আলবানী ৬৯। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২২৪৩. নাসাঈ ৩৪০১। মাহমূদ বিন লাবীদ এর হাদীস্র থেকে। সানাদে ইনকিতা' হয়েছে যেমনটি ইমাম ইবনু কাস্রীর উল্লেখ করেছেন। মাহমূদ বিন লাবীদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন, তিনি সর্বশেষ যুগের সাহাবী, তিনি সাহাবী থেকে ও তার পিতা এবং দাদার কিতাব থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

মিলন করুক না কেন সে লোকটি স্ত্রীলোকটির আইনসঙ্গত স্বামী নয়। স্ত্রীলোকটি যদি কোন লোককে বিয়ে করার পর দাম্পত্যজীবন ভোগ না করে তবুও সে তার পুরাতন স্বামীকে পুনর্বিবাহ করার যোগ্য হবেনা।

অবশ্য সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের মধ্যে খ্যাত আছে যে, তিনি বলেন ঃ বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী সহবাস না করে তালাক দিলেও সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আবূ উমার বিন আবদুল বার্র তাঁর 'ইসতিযকার' নামক কিতাবে এই সংশয় তুলে ধরেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

নবী (ﷺ) হতে পর্যায়ক্রমে ইবনু উমার (رضي الله عنه), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মালিক ইবনু আবদুল্লাহ, সালিম ইবনু রাষীন, আলকামা বিন মারস্নাদ, শু'বাহ, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, ইবনু বাশশার ও আবূ জা'ফার ইবনু জারীর বর্ণনা করেন ঃ

১০৬৭. (স্বহীহ্ লি গায়রিহি) আবূ জা'ফার বিন জারীর বলেন, ০(ইবন বাশশার)(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(আলকামাহ বিন মারস্নাদ)(সালিম বিন রাষীন)(সালিম বিন আবদুল্লাহ)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)(ইবনু উমার (رضي الله عنه))০ বর্ণনা করেন,

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْبَتَّةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا".

"নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয় এবং সেই মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হয় তখন কি তার পূর্ব স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারবে? নবী (ﷺ) উত্তর দিলেন-পারবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।"[২২৪৪] উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনাটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের এবং বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ইবনু জারীর।

১০৬৮. (স্বহীহ্ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(আলকামাহ বিন মারস্নাদ)(সালিম বিন রাষীন)(সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)(ইবনু উমার (رضي الله عنه))০ থেকে বর্ণিত,

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حتى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".

"নবী (ﷺ) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর সে স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহ করল কিন্তু সহবাসের পূর্বে তলাক দিলে কি প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহণ না করবে।"[২২৪৫]

ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করেছেন, ০(আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস)(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার (গুনদার))(শু'বাহ)০ ও ইবনু মাজাহ ০(মুহাম্মাদ বিন বাশশার (বুনদার))(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার (গুনদার))(শু'বাহ)০ সূত্রে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের উপরোক্ত বর্ণনাটি মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তার যে মন্তব্য ও বর্ণনা প্রথমে উদ্ধৃত হয়েছে তা দুর্বল ও স্ববিরোধী। তাই তার বর্ণিত

২২৪৪. তাবারী ৪৯০৬, সালিম বিন রাষীন এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। কেউ তাকে রাষীন বিন সালিমও বলেছেন। হাদীস্রটির একাধিক শাহিদ হাদীস্র রয়েছে তন্মধ্যে পরবর্তী হাদীস্রেও একটি আসবে ইনশা আল্লাহ। **তাহকীকঃ** স্বহীহ লি গায়রিহি।

২২৪৫. ইবনু মাজাহ ১৯৩৩, নাসাঈ ৩৪১৪, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৫৬০৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ লি গায়রিহি।

শক্তিশালী হাদীসের মোকাবেলায় তার ব্যক্তিগত দলীলহীন উক্তির কী মূল্য থাকতে পারে? আল্লাহই ভাল জানেন।

১০৬৯. ইমাম আহমাদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনু জারীর এ হাদীসটি ❮সুফইয়ান আস সাওরী❯❮আলকামাহ বিন মারসাদ❯❮রাযীন বিন সুলায়মান আল-আহমারী❯❮ইবনু উমার (রাঃ)❯ বলেন,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ".

"নবী (সাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ায় সে অন্যত্র বিবাহ বসে। কিন্তু স্বামী তার সাথে দরজা বন্ধ করে ও পর্দা ঝুলিয়ে একান্ত সহবাস করার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা হয়। এমতাবস্থায় সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে কি? রসূল (সাঃ) জবাব দিলেন- না, যতক্ষণ না সে (দ্বিতীয় স্বামীর) যৌন স্বাদ গ্রহণ করবে।"[২২৪৬] এ শব্দগুলো ইমাম আহমাদের, আর তিনি সুলায়মান বিন রাযীন থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৭০. (হাসান): অপর হাদীস: ইমাম আহমাদ বলেন, ❮আফফান❯❮মুহাম্মাদ বিন দীনার❯❮ইয়াহইয়া বিন ইয়াযীদ আল-হানাঈ❯❮আনাস বিন মালিক (রাঃ)❯ বর্ণনা করেন, "রসূল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর অন্য এক জনের সাথে তার বিবাহ হয়। কিন্তু সে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বেই তাকে তালাক দেয়। এ অবস্থায় সেই মহিলাকে তার পূর্বের স্বামী বিবাহ করতে পারবে কি? রসূল (সাঃ) তদুত্তরে বললেন না, যতক্ষণ না তার দ্বিতীয় স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করবে ও সে তার দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[২২৪৭] ইবনু জারীর ❮মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-আনমাতী❯❮হিশাম বিন আবদুল মালিক❯❮মুহাম্মাদ বিন দীনার❯ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি ঃ** মুহাম্মাদ বিন দীনার (ইবনু সান্দাল) পরবর্তীকালে তাহী ও বাসরী বলে পরিচিত। তাকে ইবনু আবীল ফুরাতও বলা হয়। তার সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ তাকে দুর্বল এবং কেউ আবার তাকে সবল ও উত্তম বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে আবূ দাঊদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন- মৃত্যুর প্রাক্কালে তার স্মৃতি বিভ্রাট ঘটেছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১০৭১. (সহীহ লি গায়রিহি): অপর হাদীস: ইবনু জারীর বলেন, ❮উবায়দ বিন আদাম বিন আবী ইয়াস আল-আসকালানহ❯❮আমার পিতা (আদাম বিন আবী ইয়াস)❯❮শায়বান❯❮ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর❯❮আবুল হারিস আল-গিফারী❯❮আবূ হুরায়রা (রাঃ)❯ বলেন ঃ "রসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর যদি সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেয়, তাহলে কি তাকে প্রথম স্বামী গ্রহণ করতে পারবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন না, যতক্ষণ না একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[২২৪৮] অপর এক রিওয়ায়াতে শায়বান অর্থাৎ ইবনু আবদুর রহমানও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াতের অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল হারিস অপ্রসিদ্ধ।

২২৪৬. পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।

২২৪৭. আহমাদ ১৩৬১০, আবূ ইয়া'লা ৪১৯৯, তাবারী ৪৯০০। সানাদে মুহাম্মাদ বিন দীনার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ও তার ব্যাপারে কাদারিয়্যা মতাবলম্বি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পূর্বে তার স্মৃতিবিভ্রাটও হয়েছিল। তবে উক্ত হাদীসটির শাহিদ রয়েছে। **তাহকীক:** হাসান।

২২৪৮. তাবারী ৪৯০৩, আবুল হারিস এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন। কিন্তু তার শাহিদ হিসেবে পরবর্তী হাদীসটির কারণে সহীহ।

১০৭২. (সহীহ): অপর হাদীস: ইবনু জারীর বলেন, ﴾ইবনুল মুসান্না﴿ইয়াহইয়া﴿উবায়দুল্লাহ﴿কাসিম﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ বলেন ঃ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ".

"আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলাম যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় তার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়। সে অবস্থায় প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবে কি? তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- না, যতক্ষণ না সে প্রথম স্বামীর মত দ্বিতীয় স্বামীরও যৌন স্বাদ গ্রহণ করবে।"[২২৪৯] ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ [রাহিমাহুমুল্লাহ তাআ'লা আলায়হি] প্রমুখও ﴾উবায়দুল্লাহ বিন উমার আল-উমারী﴿কাসিম বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১০৭৩. (সহীহ): ভিন্ন সানাদে: ইবনু জারীর বলেন, ﴾উবায়দুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-হাব্বারী, সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ও আবূ হিশাম আর রিফাঈ﴿আবূ মুআবিয়াহ﴿আল-আ'মাশ﴿ইবরাহীম﴿আসওয়াদ﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ বলেন ঃ "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হন যে, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ায় সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তলাক দেয়। এমতাবস্থায় সে কি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন- ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক আদান প্রদান না করবে।"[২২৫০] অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ থেকে, ইমাম নাসাঈ আবূ কুরায়ব থেকে, তারা উভয়ে আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন হাযিম আদ দরীর) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৭৪. (সহীহ): ভিন্ন সানাদে: ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ' এর মাঝে বলেছেন, ﴾মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-হামদানী﴿আবূ উসামাহ﴿হিশাম﴿তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ বলেন, জনৈক **মহিলাকে কোন এক পুরুষ বিবাহ করে পরে তলাক দেয়ায় সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পূর্বেই তাকে তলাক দেয়। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, সেই মহিলা পূর্ব স্বামীর জন্য কি হালাল হবে? তদুত্তরে তিনি বললেন,** لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার যৌন স্বাদ গ্রহণ করবে (ততক্ষণ প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না)।[২২৫১] বুখারীও এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম মুসলিম ﴾আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ﴿ইবনু ফুদায়ল﴿হিশাম﴾ ﴾আবূ কুরায়ব﴿আবূ মুআবিয়াহ﴿হিশাম﴾ এর সূত্রে এবং ইমাম বুখারী ﴾আবূ মুআবিয়াহ মুহাম্মাদ বিন হাযিম﴿হিশাম﴾ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম মুসলিম নিচের দুটি সানাদে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, যা ইবনু জারীর উল্লেখ করেছেন, ﴾আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক﴿হিশাম বিন উরওয়াহ﴿তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)﴿ আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এ সানাদটি উত্তম। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর আরও উল্লেখ করেছে যে, ﴾আলী বিন যায়দ বিন জুদআন﴿মুহাম্মাদের মাতা (আমীনাহ)﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৭৫. (সহীহ): ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন মতের সংক্ষিপ্ত সার এইঃ ﴾আমর বিন আলী﴿ইয়াহইয়া﴿হিশাম বিন উরওয়াহ﴿তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)﴿আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা)﴾ ﴾উসমান বিন আবী

২২৪৯. বুখারী ৫২৬১, মুসলিম ১৪৩৩, তিরমিযী ১১১৮, নাসাঈ ৩২৮৩, তাবারী ৪৯০০, ইবনু হিব্বান ৪১২০। **তাহকীকঃ** সহীহ।
২২৫০. আবূ দাউদ ২৩০৯, নাসাঈ ৩৪০৭, ৩৪০৮, তাবারী ৪৮৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
২২৫১. বুখারী ৫২৬৫, মুসলিম ১৪৩৩, তাবারী ৪৮৯৩। **তাহকীকঃ** সহীহ।

শায়বাহ আবদাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তোর পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র) আয়িশাহ বলেন- রিফাআহ আল-কুরাযী বিবাহ করার পর স্ত্রীকে তালাক দেন। উক্ত স্ত্রীলোকটি (দ্বিতীয় স্বামী সম্পর্কে রসূল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, সে আমার যৌনাকাঙক্ষা পূরণে অক্ষম এবং সে এ ব্যাপারে কাপড়ের আঁচল হতে অধিক নয়, তাই পূর্ব স্বামীর কাছে যেতে চাই। উত্তরে রসূল ﷺ বলেন, তা হবে না, যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তার যৌন স্বাদ গ্রহণ কর।"[২২৫২] একমাত্র ইমাম বুখারীই এ দু'টি সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১০৭৬. (সহীহ): ভিন্ন সানাদে: ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, আবদুল আ'লা মা'মার যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ বলেছেন, রিফাআহ আল-কুরাযীর স্ত্রী আসল যখন আমি ও আবূ বাক্‌র সিদ্দীক নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে বলল, 'আমি রিফাআহ আল-কুরাযীর স্ত্রী ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দেয় আর সেটি ছিল অবাতিলযোগ্য তলাক। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যুবাইরকে বিয়ে করি কিন্তু তার যৌনাঙ্গ সূতার মত ছোট। তখন সে তার পোষাকের একটি ছোট সূতা হাতে নিল (তা দেখাতে যে তার স্বামীর যৌনাঙ্গ কত ছোট) খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস দরজার পাশেই ছিল কিন্তু তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি, সে বলল, "হে আবূ বাক্‌র! এ মহিলা নাবীর সামনে যা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে, তাথেকে তাকে বাধা দিচ্ছেন না কেন? নাবী ﷺ কেবল মুচকি হাসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ তুমি কি আবার রিফাআহকে বিয়ে করতে চাও? তা হতে পারেনা, যতক্ষণ না তুমি তার মধু পান কর এবং সে তোমার মধু পান করে।[২২৫৩] এভাবে ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এর হাদীস থেকে, ইমাম মুসলিম আবদুর রাযযাক এর হাদীস থেকে এবং ইমাম নাসাঈ ইয়াযীদ বিন যুরায' এর হাদীস থেকে এরা সকলে মা'মার এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের শব্দগুলো হচ্ছে, "রিফাআহ তার স্ত্রীকে তৃতীয় দফায় চূড়ান্ত তালাক দিয়েছিল। আবূ দাউদ ব্যতীত একটি জামাআত সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ'র সূত্রে এবং ইমাম বুখারী আকীল ও মুসলিম এর সূত্রে তারা যূনুস বিন যায়ীদ থেকে তারা সকলে যুহরী থেকে তিনি উরওয়াহ থেকে তিনি আয়িশাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৭৭. (সহীহ): ইমাম মালিক বলেন মিসওয়ার বিন রিফাআহ আল-কুরাযী ....আয যুবায়র বিন আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, রিফাআহ বিন সিমওয়াল তার স্ত্রী তামীমাহ বিনতে ওয়াহবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তিন তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তাকে আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়র বিবাহ করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা অভিযোগ করে যে, সে তার সাথে সহবাস করতে অক্ষম। তাই উভয়কে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলাদা করে দেন। তখন রিফাআহ বিন সিমওয়াল[২২৫৪] তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু সে তার প্রথম স্বামী ছিল, তাই রাসূল ﷺ তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেন- সে তোমার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না তুমি আবদুর রহমানের সাথে

২২৫২. বুখারী ৫৩১৭। **তাহকীকঃ** সহীহ।

২২৫৩. বুখারী ২৬৩৯, মুসলিম ১৪৩৩, তিরমিযী ১১১৮, নাসাঈ ৩২৮৩, ৩৪০৯, ৩৪১১, ইবনু মাজাহ ১৯৩২, আমাদ ২৩৫৩৮, ২৩৫৭৮। **তাহকীকঃ** সহীহ।

২২৫৪. কেউ কেউ সিমওয়াল নামটিকে সামাওআল উচ্চারণ করেছেন।

যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে।"[২২৫৫] ইমাম মালিক হতে মুয়াত্তা সংকলকগণ এটা বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনাসূত্রে 'ইনকিতা' রয়েছে। ইবরাহীম বিন তাহমান ও আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব মালিক রিফাআহ যুবায়র বিন আবদুর রহমান তার পিতা (আবদুর রহমান ইবনু যুবায়র) হতে পরম্পরা সূত্রে এটাই বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ

মোটকথা, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ও স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে রাখার উদ্দেশ্য থাকা। পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার এটাই হল পূর্বশর্ত। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এক্ষেত্রে বৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ককে শর্ত করেছেন। তাই ইহরামের অবস্থায়, রোযার অবস্থায়, ই'তিকাফের অবস্থায়, হায়েদ -নিফাসের অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে এটা দ্বারা সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। তেমনি যদি দ্বিতীয় স্বামী অমুসলিম হয়, তাহলে এ বিবাহ দ্বারা কোন মুসলিম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কেননা মুসলিম নারীর সাথে কাফিরের বিবাহ বাতিল বলে গণ্য। শায়খ আবূ আমার বিন আবদুল বার্র হাসান বাসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় স্বামীর যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীর্যপাত অপরিহার্য শর্ত। তার দলীল হল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী-'যতক্ষণ না তোমরা একে অপরের যৌন স্বাদ গ্রহণ করবে'। এখানে উল্লেখ্য যে, হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যদি পুরুষের বীর্যপাত শর্ত হয় তাহলে নারীর বীর্যপাত শর্ত হওয়া বুঝায়। মূলত উপরোক্ত হাদীসসমূহের عسيلة শব্দটির অর্থ বীর্য নয়।

১০৭৮. (হাসান): হাদীসে উল্লেখিত 'উসাইলাহ' মানে যৌন মিলন। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ লিখেছেন, 'আয়িশাহ্ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ উসাইলাহ হচ্ছে যৌন মিলন।[২২৫৬]

আরও উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিবাহের উদ্দেশ্যই যদি হয় প্রথম বিবাহ হালাল করা, তাহলে সেই বিবাহ নিন্দনীয় ও অভিশপ্ত। তাই জমহুর ইমামদের অভিমত হল এই যে, এরূপ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টত প্রকাশ পেলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

হালালাকারীদের উপর অভিশাপ

উক্ত অভিমত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল

প্রথম হাদীস:

১০৭৯. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ফাদল বিন দুকায়ন সুফইয়ান আবূ কায়স হুযায়ল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.

২২৫৫. মুয়াত্তা মালিক ১১২৬, সানাদে মিসওয়ার ও যুবায়র এর মাঝে ইনকিতা হয়েছে। তবে অনুরূপ হাদীস মুসলিম (১৪৩৩) এর মাঝে বর্ণিত হয়েছে। মাতানটি মাশহূর। মাতানটির অনেক বর্ণনা সূত্র রয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সহীহ শাহিদ এর ভিত্তিতে উক্ত হাদীসটি সহীহ।

২২৫৬. আহমাদ ২৩৮১০, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ৪৮৮১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৭৭৯৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭৫৭৮, সহীহ আল-জামি' ৪১২৯। সানাদে আবূ আবদুল মালিক সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করে থাকেন। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

"রসূলুল্লাহ (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন যে তাহ্লীল করে, যার জন্য তাহ্লীল করা হয়, যারা সূদ খায় আর যারা সূদ খাওয়ায়।"[২২৫৭] তিরমিযী ও নাসাঈ এ হাদীস্ব লিখেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস্বটি হাসান।" তিনি বলেছেন "সাহাবীদের মধ্যে অধিক জ্ঞানের অধিকারীদের মতে– যার মধ্যে আছেন 'উমার, উস্বমান এবং ইবনু উমার [রিদওয়ানুল্লাহি তাআ'লা আলায়হিম আজমাঈন]– এ বিষয়টিকে এভাবেই গণ্য করা হত। তাবিয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ফিক্হের বিদ্বানদেরও কথা এটিই। এটি 'আলী, ইবনু মাসউদ এবং ইবনু আব্বাস [রিদওয়ানুল্লাহি তাআ'লা আলায়হিম আজমাঈন] হতেও জানানো হয়েছে।

১০৮০. (হাসান): অপর সূত্রে: ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[যাকারিয়্যা বিন আদী][উবায়দুল্লাহ][আবদুল কারীম][আবূ ওয়াস্বিল (মাজহূল বা অপরিচিত)][ইবনু মাসউদ (রাঃ)]∘ বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ". 'যে ব্যক্তি হিলা করে এবং যার জন্য হিলা করে তারা উভয়ই অভিশপ্ত'।[২২৫৮]

১০৮১. (হাসান): ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ ∝[আল-আ'মাশ (এর হাদীস্ব থেকে)][আবদুল্লাহ বিন মুর্রাহ][হারিস্ব আল-আ'ওয়ার][আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)]∘ বর্ণনা করেন ঃ

آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ إِعْرَاضًا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা এবং জ্ঞাতসারে সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা অভিশপ্ত। তেমনি কেশ বিন্যাসকারিণী ও কেশ বিন্যাস গ্রহণকারিণী, যাকাত অস্বীকারকারী ও যাকাত গ্রহণে সীমালঙ্ঘনকারী, হিজরতের পরে ইসলাম বর্জনকারী এবং হিলা গ্রহণকারীরা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত রসূল (ﷺ) কর্তৃক অভিশপ্ত থাকবে।[২২৫৯]

দ্বিতীয় হাদীস্ব:

১০৮২. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[আবদুর রায্যাক][সুফইয়ান][জাবির বিন যায়দ আল-জু'ফী (মাতরূক)][আশ শা'বী][হারিস্ব আল-আ'ওয়ার (দুর্বল)][আলী (রাঃ)]∘ বলেন ঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ.

'সুদ দাতা ও গ্রহিতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক, সৌন্দর্যের জন্য চিত্রাংকনকারী ও সেটা গ্রহণকারী, স্বাদাকাহ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর প্রতি রসূল (ﷺ) অভিসম্পাত করেছেন। তেমনি তিনি মাতম করতেও নিষেধ করেছেন।'[২২৬০] অনুরূপভাবে ∝[শুনদার][শু'বাহ][জাবির বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (মাতরূক)][শা'বী][হারিস্ব][আলী (রাঃ)]∘ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ∝[ইসমাঈল বিন আবূ

২২৫৭. তিরমিযী ১১২০, নাসাঈ ২৪১৬, আহমাদ ৪২৭১। হাদীস্বটির একাধিক সানাদ ও শাহিদ রয়েছে। **তাহ্কীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২৫৮. আহমাদ ৪২৯৬, শব্দগুলো আহমাদের, সানাদে আবূ ওয়াস্বিল মাজহূল (অপরিচিত)। তবে হাদীস্বটির শাহিদ রয়েছে। এ মর্মে জানতে দেখুন আবূ দাঊদ (২০৭৬), ইবনু মাজাহ (১৯৩৬)। **তাহ্কীকঃ** হাসান।

২২৫৯. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৮৭১৯, ৯৩৮৯, আহমাদ ৩৮৭১, সানাদে হারিস্ব আল-আ'ওয়ার দুর্বল; তবে হাদীস্বটির শাহেদ রয়েছে। এ মর্মে স্বহীহ হাদীস্ব জানতে দেখুন বুখারী (৪৮৮৬, ৫৯৩১), মুসলিম (২১২৫), নাসাঈ (৫১০২)। **তাহ্কীকঃ** হাসান।

২২৬০. আবদুর রায্যাক ১৫৩৫১, আবূ দাঊদ ২০৭৬, তিরমিযী ১১১৯, ইবনু মাজাহ ১৯৩৫, সানাদটি দুর্বল। সানাদে হারিস্ব আল-আ'ওয়ার দুর্বল ও জাবির আল-জু'ফী মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। কিন্তু উক্ত মাতানটির একাধিক শাহিদ রয়েছে, এ মর্মে জানতে দেখুন ইবনু হিব্বান (৫০২৫), বাযযার (১৬০০)। **তাহ্কীকঃ** হাসান।

খালিদ (এর হাদীস্ন থেকে), হুসায়ন বিন আবদুর রহমান, মুজালিদ বিন সাঈদ ও ইবনু আওন⟩⟨আমির আশ শা'বী⟩৹ থেকে এবং ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ এরা সকলে শা'বীর হাদীস্ন থেকে অনুরূপ হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন।

১০৮৩. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ৹⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ⟩⟨ইসরাঈল⟩⟨আবূ ইসহাক⟩⟨হারিস্ন আল-আ'ওয়ার (দঈফ)⟩⟨আলী (رضي الله عنه)⟩৹ বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الرِّبَا، وَآكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

'সুদ দাতা ও গ্রহিতা, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা, হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর উপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) লা'নত করেছেন'।[২২৬১]

তৃতীয় হাদীস্ন:

১০৮৪. (স্নহীহ): ইমাম তিরমিযী বলেন, ৹⟨আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ⟩⟨আশআস্ন বিন আবদুর রহমান বিন যুবায়দ আল-আয়্যামী⟩⟨মুজালিদ (দুর্বল)⟩⟨(আমির বিন শুরাহীল) আশ শা'বী⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)⟩৹ ৹⟨আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ⟩⟨আশআস্ন বিন আবদুর রহমান বিন যুবায়দ আল-আয়্যামী⟩⟨মুজালিদ (দুর্বল)⟩⟨আশ শা'বী⟩⟨হারিস্ন আল-আ'ওয়ার (দঈফ)⟩⟨আলী (رضي الله عنه)⟩৹ তাঁরা দু'জন বলেন ঃ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ 'রসূল (ﷺ) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত দান করেছেন।'[২২৬২] অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ এ হাদীস্নের সানাদ শক্তিশালি নয়। কারণ মুজালিদ নামক বর্ণনাকারী খুবই দুর্বল এবং সে আলিম নয়। এটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালও বলেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি ৹⟨ইবনু নুমায়র⟩⟨মুজালিদ (দুর্বল)⟩⟨শা'বী⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ⟩⟨আলী (رضي الله عنه)⟩৹ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ইবনু নুমায়রের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়েছে। তবে প্রথম হাদীস্নটি সূত্র বিচারে বিশুদ্ধতম হিসাবে সুপরিচিত।

চতুর্থ হাদীস্ন:

১০৮৫. (হাসান): আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ৹⟨ইয়াহইয়া বিন উস্নমান বিন স্নালিহ আল-মিস্নরী⟩⟨আমার পিতা (উস্নমান বিন স্নালিহ)⟩⟨লায়স্ন বিন সা'দ⟩⟨আবূ মুস্নআব মিশরাহ বিন হাআন⟩⟨উকবাহ বিন আমির (رضي الله عنه)⟩৹ বলেন ঃ 'একদা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন-

"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "هُوَ المحلل، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

আমি তোমাদেরকে ভাড়া করা ষাঁড় সম্পর্কে বলব কি? সকলেই সমস্বরে জবাব দিল- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। তখন তিনি বললেন-সেটা হল হিলাকারী। কেননা আল্লাহ তাআলা হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।[২২৬৩] ইমাম ইবনু মাজাহ হাদীস্নটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২২৬১. আহমাদ ৬৭৩, সানাদে হারিস্ন আল-আ'ওয়ার দুর্বল। তবে হাদীস্নটির একাধিক সূত্র ও তার শাহিদ রয়েছে। **তাহক্বীকঃ** মাতানটি হাসান।

২২৬২. সুনান আস্ন সুগরা ২৬১১, তিরমিযী ১১১৯, ১১২০। এখানে হাদীস্নটির দুটি সানাদ বর্ণিত হয়েছে, সানাদে হারিস্ন আল-আ'ওয়ার ও মুজালিদ উভয়ে দুর্বল। উক্ত হাদীস্নটি বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ও এর একাধিক শাহিদ রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ও পরবর্তীতেও আসবে। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্নহীহ।

২২৬৩. ইবনু মাজাহ ১৯৩৬, মুসতাদরাক ২৮০৪, স্নহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৪৩৬১, দঈফ আল-জামি' ২৫৯৬। আবূ মুস্নআব এককভাবে হাদীস্ন বর্ণনা করলে তার হাদীস্ন দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মূলত মুনকার হাদীস্ন বর্ণনা করেন, তার থেকে মারফূ' হাদীস্ন বিশুদ্ধ নয়। আল্লামাহ আল-বুস্নায়রী তার 'মিস্নবাহুস্ন যুজাজাহ' (৬৯৬) এর মাঝে বলেন, সানাদটি আবূ মুস্নআব

অনুরূপভাবে ❮ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব❯উস্‌মান বিন স্বালিহ❯লায়স❯ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অন্যরা এ বর্ণনায় উস্‌মানের উপস্থিতির কারণে সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন।

তবে আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি**- উস্‌মান একজন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী। কারণ ইমাম বুখারী তার স্বহীহ সংকলনে উস্‌মানের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ফলে অনেকেই তাকে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং ❮জা'ফার আল-ফিরয়াবী❯আব্বাস আল-মা'রূফ❯আবূ স্বালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ❯লায়স❯ সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। কেননা তাদের কালে তিনি নিখুঁত বর্ণনাকারী বিবেচিত হতেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

পঞ্চম হাদীস্ব:

১০৮৬. (স্বহীহ): ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ❮মুহাম্মাদ বিন বাশশার❯আবূ আমির❯যাম'আহ বিন স্বালিহ (দুর্বল)❯সোলামাহ বিন ওয়াহরাম (ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন)❯ইকরিমাহ❯ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন ঃ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. 'রসূলুল্লাহ (ﷺ) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেছেন।'[২২৬৪]

১০৮৭. অন্য সূত্রে: দামেস্কের খাতীব হাফিয ইমাম আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়া'কুব আল জাওযাজানী আস্ সা'দী বলেন, ❮ইবনু আবী মারইয়াম❯ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন আবী হানীফাহ❯দাউদ ইবনুল হুস্বায়ন❯ইকরিমাহ❯ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন ঃ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ قَالَ: "لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا".

'রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হিলার বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– না, এটা কোন বিবাহই নয়। এটা একটি খেলামাত্র। এটা কুরআন নিয়ে খেলা করা। যথার্থ বিবাহ (উভয়ের) আগ্রহের সাথে সম্পন্ন হবে এবং একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।'[২২৬৫] এ দু'টি সানাদ সেটিকে শক্তিশালী করেছে যা আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ বর্ণনা করেছেন, ❮হুমায়দ বিন আবদুর রহমান❯মূসা বিন আবুল ফুরাত❯আমর বিন দীনার❯ থেকে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তাই যে কোন মুরসাল হাদীস্বের তুলনায় এটা অনেক শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

এর কারণে ইখতিলাফপূর্ণ। হাকিম মুসতাদরাকের মাঝে ❮আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী❯ইয়াহইয়া বিন উস্‌মান বিন স্বালিহ❯ থেকে উক্ত হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, তিনি সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে এবং ইমাম বায়হাকী হাকিম থেকে তার কুবরার মাঝে উক্ত হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার শাহিদ হিসেবে আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্ব সুনান চতুষ্টয়ের মাঝে পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২২৬৪. ইবনু মাজাহ ১৯৩৪, সানাদে যাম'আহ ও সালামাহ এরা উভয়ে দুর্বল। কিন্তু এর শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে। দেখুন আল-ইরওয়া (১৮৯৭), তিরমিযী (১১১৯), আবূ দাউদ (২০৭৬)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২২৬৫. ইবরাহীম বিন ইসমাঈলের দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। দাউদ ইবনুল হুস্বায়ন সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে বলেন আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন যে, তিনি ইকরিমাহ থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করলে তার হাদীস্ব মুনকার হিসেবে গণ্য হবে। তবে তার মূল বক্তব্যের শাহিদ রয়েছে। যা পরবর্তীতে আসছে সেটি এটাকে শক্তিশালী করে। কিন্তু এই শব্দে হাদীস্বটি দুর্বল।

ষষ্ঠ হাদীসঃ

১০৮৮. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊আবূ আমির⟩আবদুল্লাহ বিন জা'ফার⟩উস্মান বিন মুহাম্মাদ⟩আল-মাকবুরী⟩আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)◊ বলেন ঃ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. 'রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন।'[২২৬৬]

অনুরূপভাবে আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ, আল-জাওযাজানী ও ইমাম বায়হাকী আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল-কুরায়শীর সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন প্রমুখ সেটার সূত্রকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। উস্মান বিন মুহাম্মাদ আল আখনাসীর সূত্রে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ সংকলনেও এটা উদ্ধৃত করেছেন। সাঈদ আল মাকবুরীর বরাতে ইবনু মাঈন এ বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারীও এ ব্যাপারে একমত।

সপ্তম হাদীসঃ

১০৮৯. (হাসান): হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে জানিয়েছেন যে, ◊আবুল আব্বাস আল-আসাম⟩মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস্ সাগানী⟩সাঈদ বিন আবী মারইয়াম⟩আবূ গাসসান মুহাম্মাদ বিন মুতার্রিফ আল-মাদানী⟩উমার বিন নাফি'⟩তার পিতা (নাফি')⟩ইবনু উমার (রাঃ)◊ (নাফী') বলেছেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ: هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"এক লোক এসে ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দিয়েছিল, অতঃপর লোকটির ভাই ঐ মহিলাকে বিয়ে করল তার ভাই-এর পক্ষে তাহলীল করার জন্য তার ভাই-এর অগোচরেই। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, "স্ত্রীলোকটি কি প্রথম (স্বামী)'র জন্য জায়েয হবে?" তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ না তাতে বিয়ের নীয়ত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে এ কাজকে আমরা যিনা (ব্যভিচার) হিসেবে গণ্য করতাম।"[২২৬৭] হাকিম বলেছেন, "এ হাদীসের সনদ সহীহ যদিও তারা (শাইখদ্বয়) তা লিপিবদ্ধ করেননি।" স্বাওরী ◊আবদুল্লাহ বিন নাফি'⟩তার পিতা (নাফি')⟩ইবনু উমার (রাঃ)◊ থেকে এ শব্দে নাবী (সাঃ) পর্যন্ত (মারফূ' সূত্রে) বর্ণনা করেছেন। ◊আবূ বাক্র বিন আবী শায়বাহ, জাওযাজানি, হারব আল-কিরমানি এবং আবূ বাক্র আল-আস্রাম⟩আ'মাশ⟩মুসায়্যাব বিন রাফি'⟩কাবীসাহ বিন জাবির ⟩উমার (রাঃ)◊ বলেছেন, "তাহলীলে অংশ গ্রহণকারীদেরকে যদি আমার কাছে আনা হয় তাহলে আমি তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারব।"[২২৬৮]

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ◊ইবনুল লাহীআহ (এর হাদীস থেকে)⟩বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ⟩সুলায়মান বিন ইয়াসার⟩উস্মান বিন আফফান (রাঃ)◊ (সুলায়মান বিন ইয়াসার) বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে এ জন্য বিবাহ করে যেন সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। এ সংবাদ উস্মান বিন আফফান (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তৎক্ষণাৎ তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আলী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)সহ একাধিক সাহাবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

২২৬৬. আহমাদ ৮০৮৮, ইবনু আবী শায়বাহ ৭/৪৫, ইবনুল জারূদ ৬৮৪। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'তালখীসুল হাবীর' (৩/১৭০) এর মাঝে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সানাদে উস্মান বিন উহাম্মাদ এর মাঝে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু তার শাহিদ রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীকঃ** হাসান।

২২৬৭. মুসতাদরাক ২৮০৬, সুনান আস্ সুগরা ২৬১২, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। ইমাম হায়স্বামী তার 'মাজমা' আয যাওয়াইদ' (৪/২৬৭) এর মাঝে বলেন, ইমাম তাবারানী তার মু'জামুল আওসাতের মাঝে বলেছেন, সানাদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। **তাহকীকঃ** হাসান।

২২৬৮. ইবনু আবী শায়বাহ ৪/২৯৪।

তিন দফায় তালাকপ্রাপ্তা নারী কখন প্রথম স্বামীর জন্য যোগ্য হয়

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ **"অতঃপর সে যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়"** অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী তার স্ত্রীর সংগে পূর্ণ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পর ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ﴾ **"তবে উভয়ের পুনরায় মিলিত হওয়াতে গুনাহ নেই"** অর্থাৎ, স্ত্রী ও তার প্রথম স্বামী ﴿إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ﴾ **"যদি উভয়ের আস্থা জন্মে যে উভয়ে আল্লাহ্র আইনসমূহ ঠিক রাখতে পারবে।"** অর্থাৎ, তারা মান সম্মানের সংগে একত্রে জীবন যাপন করে। মুজাহিদ বলেছেন, "যদি তারা বুঝতে পারে যে তাদের বিবাহের উদ্দেশ্য সম্মানজনক।"[২২৬৯] অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ﴾ **"এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা"** তাঁর নির্দেশ ও আইন ﴿يُبَيِّنُهَا﴾ **"এগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন"** অর্থাৎ, তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন ﴿لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾ **"ঐ লোকদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।"**

কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় আর তার স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীর যথারীতি সহবাস গ্রহণ করে তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং পুনরায় তার প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কয় তালাকের অধিকারী হবে? ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাব এই যে, সে কেবল বাকি এক বা দুই তালাকের অধিকারী হবে। সাহাবাদের বিশেষ একটি দলের অভিমত এটাই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তার অনুসারিগণের অভিমত হল যে, সে ব্যক্তি নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হবে। তাদের যুক্তি হল যে, দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদানের পর প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করার সাথে যখন দ্বিতীয় স্বামীর তিন তালাকের অধিকার রহিত হয়ে যায়, তখন প্রথম স্বামীর নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হতে অসুবিধা কোথায়? ওল্লাহু আ'লাম।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে আসে তখন হয় তাদেরকে ভালভাবে গ্রহণ করে রেখে দাও, নইলে ভালভাবে বিদায় দাও, আর বাড়াবাড়ি করে তাদের ক্ষতি করার উদ্দেশে আটকে রেখো না। যে এমন করবে, সে নিজেরই উপর যুল্ম করে। তোমরা আল্লাহ্র আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তাঁর কিতাব ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী (সুন্নাত) যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللهِ هُزُوًا ۫ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

২২৬৯. তাবারী ৪/৫৯৮।

তলাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় হওয়া

এটা মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ যে, যখন কেউ স্বীয় স্ত্রীকে ফেরতযোগ্য তালাক দেয়, সে স্ত্রীর প্রতি দয়াদ্র আচরণ করবে। কাজেই যখন তার ইদ্দতকাল শেষের কাছে আসবে, তখন হয় সে তাকে ভালভাবে ফিরিয়ে নিবে আর সাক্ষী রাখবে যে, তাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে দয়ামায়ার সাথে বসবাস করবে। নতুবা, ইদ্দত শেষে সে তাকে মুক্ত করে দিবে এবং সদয়ভাবে তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে, ঝগড়া-ঝাটি মারধোর এবং গালমন্দ না করে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْ﴾ "**কিন্তু তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিওনা**" কিন্তু ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), মুজাহিদ, মাসরূক, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক, রবী' এবং মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, মানুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিত এবং যখন তার ইদ্দতকাল শেষের কাছে আসত তখন তার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সে যাতে অন্য লোককে বিয়ে করতে না পারে এজন্য তাকে ফিরিয়ে নিত। অতঃপর আবার তাকে তালাক দিত এবং স্ত্রীলোকটি তার ইদ্দত শুরু করত এবং ইদ্দতকাল শেষের নিকট আসলে আবার তাকে ফিরিয়ে নিত যাতে ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত হয়। অতঃপর আল্লাহ এ প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন। যারা এরকম কাজে লিপ্ত আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥ﴾ "**যে এমন করবে, সে নিজেরই উপর যুলুম করে।**" অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا﴾ "**তোমরা আল্লাহ্র আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না।**"

১০৯০. (দঈফ): ইবনু জারীর এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, আবূ কুরায়ব ইসহাক বিন মানসূর আবদুস সালাম বিন হারব ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান আবুল আলা' আল-আওদী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান আবূ মূসা আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ'আরী গোত্রের উপর রাগান্বিত হন। আবূ মূসা তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আশআরীদের প্রতি রাগান্বিত? তখন তিনি বললেন, يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ طَلَّقْتُ، قَدْ رَاجَعْتُ، لَيْسَ هَذَا طَلَاقُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا তোমাদের কেউ বলে- আমি তাকে তালাক দিলাম, অতঃপর বলে- আমি তাকে ফিরিয়ে নিলাম। মুসলিমদের এটা তালাক দেয়ার সঠিক বিধান নয়। স্ত্রীকে তালাক দাও যখন সে তার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করে।[২২৭০] অতঃপর তিনি ভিন্ন একটি সানাদে আবূ খালিদ আদ দালানী (ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২৭০. তাবারী ৪৯২৮, ৪৯২৯, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১৬৪৫। সানাদে ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে মুহাক্কিকগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম আহমাদ বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি অশ্লীলভাষী, তার সংবাদ দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্রের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে তবে তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। 'আল-মীযান' (৯৭২৩)। তার শায়খ দাউদ আল-আওদী সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ভিন্ন একটি সানাদে হাদীস্রটি ইবনু মাজাহ (২০১৭) বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো হচ্ছে– ما بال أقوام يلعبون بحدود الله . يقول أحدهم قد طلقتك . قد راجعتك . قد طلقتك অর্থাৎ "লোকেদের কী হলো যে, তারা আল্লাহ্র বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? তোমাদের কেউ বলে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে আবার তালাক দিলাম।" ইবনু হিব্বান (৪২৬৫) সেটিকে স্বহীহ বলেছেন। আল্লামা আল-বুস্রায়রী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার 'মিস্রবাহুয যুজাজাহ' (৭২২) এর মাঝে বলেন, তার সানাদটি হাসান। মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কেউ তাকে সিকহ বলেছেন, কেউ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন, কেউ মুনকারুল হাদীস্র বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন (কিছু বলেননি) 'আত তালখীস্র' (১৫৯০)। ইমাম

মাসরূক বলেছেন যে, এ আয়াতে ঐ লোকের কথা বলা হয়েছে যে লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে তার ক্ষতি করে যাতে ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত হয়।[২২৭১] হাসান, কাতাদাহ, আতা" খুরাসানী, রবী' এবং মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন, "সে ঐ লোক যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর বলে, "আমি মজা করছিলাম।" কিংবা সে একটি বাঁদী মুক্ত করে এবং তাকে বিয়ে করে আর বলে, আমি কেবল মজা করছিলাম।" আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না।"** তখন এসব লোককে তাদের কাজের পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল।

১০৯১. ইবনু মারদুবিয়াহ বলেন, ◊(ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ)(আবূ আহমাদ আস্ সায়রাফী)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ)(ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া)(সুফইয়ান)(লায়স)(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা))◊ বলেন ঃ

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَهُوَ يَلْعَبُ، لَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} فَأَلْزَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقَ.

লোকেরা তাদের স্ত্রীগণকে হাস্যচ্ছলে তালাক দিত, মূলত বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা তালাক দিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না।"** ফলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করলেন যে, হাসি তামাশা করে বললেও তাতে তালাক পতিত হবে।[২২৭২]

১০৯২. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊(ইস্সাম বিন আবী রাওওয়াদ)(আদাম)(মুবারাক বিন ফুদালাহ)(হাসান আল-বাস্রী (রহিমাহুল্লাহ))◊ বলেন ঃ লোকেরা তাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিত, অথচ তারা বলত যে, আমরা তামাশা করেছি। আযাদ করে দিত অথচ বলত রসিকতা করেছি। তারা বিবাহ করত এবং বলত যে, আমরা তামাশা করেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا﴾ **"তোমরা আল্লাহ্র আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না"**। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ তালাক দেয়া, গোলাম আযাদ করা, বিবাহ করা এবং বিবাহ করান, তা অন্তরের সাথে হোক বা তামাশা করে হোক- যে কোনভাবে হলেই সেটা কার্যকর হয়ে যাবে।[২২৭৩]

বায়হাকী (৭/৩২২) সেটিকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আর আবূ বুরদাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কোন সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ।

শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অনেক সানাদ রয়েছে যা তার তাবি' হিসেবে উপযুক্ত হতো যদি আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে বর্ণনা না করত। দেখুন– সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৪৩১, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৮১৯, দঈফ আল-জামি' ৫০৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২২৭১. তাবারী ৫/৮।

২২৭২. আদ দুররুল মানসূর ১/৫০৯, লায়স বিন আবী সুলায়ম এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। কিন্তু পরবর্তী হাদীসটি তার শাহিদ।

২২৭৩. হাদীসটি ইবনু মারদুবিয়্যাহও মুসান্নিফের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারী ৪৯২৬, তারা উভয়ে হাসান আল-বাস্রী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাসান থেকে মুরসাল হওয়ায় সেটি সংশয়পূর্ণ। কিন্তু তার শাহিদ পাওয়া যায় যা পরম্পরাভাবে বর্ণিত। আল্লাহই ভালো জানেন। আবূ দারদা' থেকে মাওকূফ সূত্রে মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেটি ইবনু আবী উমার এর নিকট মারফূ' যেমনটি বর্ণিত হয়েছে 'মাতালিবুল আলিয়াহ' (৩৫৩৯) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামাহ আল-বুসায়রী বলেন, সানাদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবী থাকলেও সেটির অন্যত্র শাহিদ পাওয়া যায়। সানাদে সুলায়মান বিন আরকাম আবূ মুআয আল-বাস্রী অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, মানুষ তাকে বর্জন করেছে। ইবনু মাঈন বলেন, "وليس يسوي فلسا وليس بشيء" সাথে সানাদটিও দুর্বল, সেটি মুরসাল। অতঃপর ইবনু আবী হাতিম এর সানাদ এর মাঝে ইস্সাম বিন আবী রাওওয়াদ সম্পর্কে হাকিম দুর্বল বলেছেন। মুবারাক বিন ফুদালাহ বর্ণনায় তাদলীস করে থাকেন।

অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ‹যুহরী›‹সুলায়মান বিন আরকাম›‹হাসান আল-বাসরী (রহঃ)› হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; হাদীসটি মুরসাল। ইবনু মারদুবিয়্যাহ ‹আমর বিন উবায়দ›‹হাসান›‹আবূ দারদা'› থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১০৯৩. ইবনু মারদুবিয়্যাহ আরও বলেন, ‹আহমাদ ইবনুল হাসান বিন আয়্যুব›‹ইয়া'কূব বিন আবূ ইয়া'কূব›‹ইয়াহইয়া বিন আবদুল হামীদ›‹আবূ মুআবিয়াহ›‹ইসমাঈল বিন সালামাহ›‹হাসান›‹উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ)› ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا﴾ **"তোমরা আল্লাহর আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না"** এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে লোকজন একে অপরকে বলত যে, তোমার বোনকে আমি বিবাহ করলাম ! কিন্তু পরে তারা বলত, সেটা তামাশা করে বলেছিলাম। তারা আরো বলতো, তোমাকে আযাদ করে দিলাম। কিন্তু পরে তারা বলতো যে, সেটা তামাশা করে বলেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেন ঃ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا﴾ **"তোমরা আল্লাহর আহকামকে হাসি-ঠাট্টারূপে গ্রহণ করো না"**। এটার পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তালাক, আযাদ এবং বিবাহের ব্যাপারে তিনবার গ্রহণ বা বর্জনের কথা রসিকতা করে বলুক অথবা সত্যিকারভাবে বলুক, সেটা কার্যকর হয়ে যাবে।[২২৭৪]

১০৯৪. (হাসান): এই মাশহূর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ ‹আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক›‹আতা'›‹ইবনু মাহাক›‹আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)› বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" তিনটি বিষয় রয়েছে যা মনের ইচ্ছার সাথে হোক বা হাস্য-রহস্যে হোক, যে কোনভাবে হলেই সেটা কার্যকর হয়ে যাবে। ঐ তিনটি হল বিবাহ, তালাক ও রাজাআত।[২২৭৫] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ﴾ **"এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর"** অর্থাৎ, সঠিক নির্দেশনা ও স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে প্রেরণ করে, ﴿وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ﴾ **"আর তিনি কিতাবের যা কিছু তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন (কুরআন) এবং হিকমাহ"** অর্থাৎ, সুন্নাহ। ﴿يَعِظُكُمْ بِهٖ﴾ **"যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন"** অর্থাৎ, তোমাদেরকে নির্দেশ দেন, তোমাদেরকে নিষেধ করেন এবং নিষেধাজ্ঞা লংঘনের জন্য তোমাদেরকে ধমক দেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ **"আর আল্লাহকে ভয় কর"** অর্থাৎ, তোমরা যা কর আর তোমরা করনা সে ব্যাপারে। ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ **"আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"**

২২৭৪. আহমাদ বিন মুনী' 'মাতালিবুল আলিয়াহ' (১৬৫৯) এর মাঝে উবাদাহ ইবনুস সামিত এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী এব্যাপারে চুপ থেকেছেন। ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কীর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ইমাম আহমাদসহ অন্যান্যরা 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। 'মাতালিবুল আলিয়াহ' (১৬৫৮) এর মাঝে হারিস বিন আবূ উসামাহ বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আল্লামা আল-বুসায়রী এব্যাপারে চুপ থেকেছেন এমনকি আল্লামা আল-বুসায়রী সেটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তার শাহিদ হিসেবে আলী (রাঃ) এর হাদীস পাওয়া যায়। দেখুন– দারাকুতনী (৪/২০) কিন্তু তার সানাদে ইসমাঈল বিন আবী উমায়্যাহ দুর্বল। এর মূল বিষয় সম্পর্কে এ সম্পর্কিত বাবে পরবর্তীতে আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

২২৭৫. আবূ দাউদ ২১৯৪, তিরমিযী ১১৮৪, ইবনু মাজাহ ২০৩৯, ইবনুল জারূদ ৭১২, তাহাবী ২/৫৮, দারাকুতনী ৩/২৫৬, ৪/১৮-১৯, হাকিম ২/১৯৮, বাগাবী ৯/২১৯, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস থেকে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব, হাকিম বলেন, সানাদটি সহীহ এবং আবদুর রহমান বিন হাবীব বিন আরদাক মদীনার সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম যাহাবী তার সমালোচনা করেছেন, তিনি বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দুর্বল। অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝেও অনুরূপ বলেছেন। কিন্তু ইবনু হিব্বান ও হাকিম তাকে সিকাহ বলেছেন। আর তার বর্ণিত হাদীসকে আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী 'তালখীসুল হাবীর' (৩/২০৯-২১০) এর মাঝে হাসান বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

তোমাদের কোন গোপন বা প্রকাশ্য বিষয়ই তাঁর জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারেনা, এবং তিনি সেভাবেই তোমাদেরকে গণ্য করবেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

২৩২. যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তারপর তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে যায়, সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না যখন তারা বৈধভাবে উভয়ে আপোষে সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী তাকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটা তোমাদের পক্ষে অতি বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয় এবং আল্লাহ্‌ই বিশেষরূপে জানেন, তোমরা জান না।

ওয়ালির (অভিভাবকের) উচিত নয় তালাকপ্রাপ্তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বাধা দেয়া

'আলী বিন আবী তালহাহ্ জানিয়েছেন যে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "এ আয়াত ঐ লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে তার স্ত্রীকে একবার বা দু'বার তালাক দেয় এবং সে তার ইদ্দত শেষ করে। পরে লোকটি স্ত্রীকে বিবাহে ফিরিয়ে নিতে চায় আর স্ত্রীলোকটিও তা চায়, কিন্তু তার পরিবার তাকে লোকটির সঙ্গে পুনরায় বিবাহিত হতে বাধা দেয়। এজন্য আল্লাহ তার পরিবারকে নিষেধ করেছেন তাকে বাধা দিতে।[২২৭৬] অনুরূপভাবে আওফী আলী বিন আবূ তালহাহ এর সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[২২৭৭] মাসরূক, ইবরাহীম নাখ'য়ী, যুহরী এবং দহ্হাক বলেছেন এ আয়াত (২ ঃ ২৩২) নাযিল হওয়ার এটাই কারণ।[২২৭৮] এ সব কথা আয়াতটির বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে স্পষ্টতই মিলে যায়।

(স্ত্রীলোকদের) ওয়ালি ছাড়া বিয়ে হয়না

এ আয়াত (২ ঃ ২৩২) আরো জানাচ্ছে যে, স্ত্রীলোক নিজেই বিয়ে করতে পারেনা। বরং তার বিয়ের জন্য ওয়ালির (অভিভাবক, যেমন তার পিতা, ভাই, সাবালক সন্তান, ইত্যাদি) প্রয়োজন যেমনটি ইবনু জারীর ও তিরমিযী এ আয়াত উল্লেখপূর্বক ব্যক্ত করেছেন।

১০৯৫. একটি হাদীসেও আছে যে,

لَا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

কোন স্ত্রীলোক কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারেনা, কোন স্ত্রীলোক নিজেরও বিয়ে দিতে পারেনা, কারণ কেবল যেনাকারিণীরাই নিজে নিজের বিয়ে দেয়।[২২৭৯]

২২৭৬. তাবারী ৫/২২।

২২৭৭. তাবারী ৫/২২।

২২৭৮. তাবারী ৫/২২।

২২৭৯. ইবনু মাজাহ ১৮৮২, ইরওয়া ১৮৪১, সহীহ আল-জামি' ৭২৯৮। সানাদে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আল-উকায়লী ব্যতীত সকলে নির্ভরযোগ্য। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। তবে তার তাবি' পাওয়া যায়। যা ইমাম বায়হাকী ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন

১০৯৬. (মাওকূফ স্বহীহ): অন্য হাদীস্রে আছে ঃ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ বয়ঃপ্রাপ্ত ওয়ালি এবং আস্থাভাজন দু'জন সাক্ষী ছাড়া কোন বিবাহ বৈধ হয়না।[২২৮০] এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। তবে সেটা তাফসীরের বিষয়বস্তু নয়। তাই আমি সেটা আমার 'কিতাবুল আহকাম' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

আয়াতটি (২:২৩২) নাযিলের পশ্চাতে কারণ

এ কথা জানা গেছে যে, এ আয়াতটি মা'কিল বিন ইয়াসার আল-মুযানী ও তার বোন সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

১০৯৭. (স্বহীহ): বুখারী স্বীয় **'স্বহীহ' গ্রন্থে** এ আয়াতের তাফসীর উল্লেখপূর্বক জানিয়েছেন যে, ‹উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ›‹আবূ আমির আল-আকদী›‹আব্বাদ বিন রাশিদ›‹হাসান›‹মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ)› বলেন, আমার নিকট আমার বোনের বিবাহের প্রস্তাব আসলে আমি তার বিবাহ দিয়ে দেই। ইমাম বুখারী বলেন, ‹ইবরাহীম›‹য়ূনুস›‹হাসান›‹মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ)› ‹আবূ মা'মার›‹আবদুল ওয়ারিস্র›‹য়ূনুস›‹হাসান›‹মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ)› (হাসান) বলেন, মা'কিল বিন ইয়াসারের বোনের স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হলে তাকে বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু মা'কিল প্রত্যাখ্যান করল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ **"সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না।"**[২২৮১] আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু আবি হাতিম, ইবনু জারীর, ইবনু মারদুইয়্যাহ এবং বায়হাকী এ হাদীস্র জানিয়েছেন হাসান থেকে এবং তিনি মা'কিল বিন ইয়াসার থেকে।

১০৯৮. (স্বহীহ): তিরমিযী এ হাদীস্রকে স্বহীহ বলেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় মা'কিল বিন ইয়াসার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে এক মুসলিম লোকের সংগে তার বোনের বিয়ে দেয়। স্ত্রী স্বামীর সংগে কিছুক্ষণ থাকল এবং তাকে এক তালাক দিল এবং ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করল না। অতঃপর তারা দু'জনই পরস্পরকে পেতে চাইল এবং স্বামীটি স্ত্রীর কাছে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য বলল। মা'কিল তাকে বলল, "ওহে অকৃতজ্ঞ, আমি তোমাকে সম্মান করেছিলাম এবং তোমার সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর শপথ! সে তোমার কাছে আর কক্ষনো

‹মুসলিম বিন আবদুর রহমান আল-জুরমী›‹মাখলাদ বিন হুসায়ন›‹হিশাম বিন হাসসান›। **তাহক্বীক আলবানীঃ** الزانية শব্দ ব্যতীত স্বহীহ।

২২৮০. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১৩৬৫০, তালখীসুল হাবীর ১৫১২। হাদীস্রটি ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বায়হাকী ‹ইবনু খুস্রায়ম›‹সাঈদ বিন জুবায়র› এর সূত্রে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী ভিন্ন একটি সানাদে ইবনু খুস্রায়ম থেকে বর্ণনা করেছেন তার শব্দগুলো হচ্ছে- "لَا نكاح إلا بولي بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" অর্থাৎ "বয়ঃপ্রাপ্ত ওয়ালী বা সুলতান (রাজা) ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয়।" এটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, মাওকূফ সূত্রে এটি সংরক্ষিত। অতঃপর তিনি স্রাওরীর সূত্রে ইবনু খুস্রায়ম থেকে এবং আদী ইবনুল ফাদল এর সূত্রে ইবনু খুস্রায়ম থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার শব্দগুলো হচ্ছে- "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" অর্থাৎ ওয়ালি এবং আস্থাভাজন দু'জন সাক্ষী ছাড়া কোন বিবাহ বৈধ হয়না। যদি তার ওয়ালী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ দেয় তবে তার বিবাহ বাতিল।" এ সানাদে আদী দুর্বল। **তাহক্বীকঃ** ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে স্বহীহ।

২২৮১. বুখারী ৪৫২৯, ৫৩৩০, আবূ দাঊদ ২০৮৭, তিরমিযী ২৯৮১, তাবারী ৪৯৪০, ইবনু হিব্বান ৪০৭১। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ফিরে যাবেনা।” কিন্তু আল্লাহ স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রয়োজনের কথা এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রয়োজনের কথা জানতেন, তিনি নাযিল করলেন:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾﴾

‘যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তারপর তাদের ইদ্দৎ পূর্ণ হয়ে যায়, সে অবস্থায় তারা স্বামীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না যখন তারা বৈধভাবে উভয়ে আপোষে সম্মত হয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী তাকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এটা তোমাদের পক্ষে অতি বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয় এবং আল্লাহই বিশেষরূপে জানেন, তোমরা জান না।’ মা‘কিল যখন এ আয়াত শুনল, সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম। সে তখন লোকটিকে ডাকাল এবং বলল, “আমি তোমাকে সম্মান করব এবং (আমার বোনকে) আবার বিয়ে করতে দিব।”[২২৮২] ইবনু মারদুইয়্যাহ আরো যোগ করেছেন (যে মা‘কিল বলেছিল) এবং আমার শপথ ভাংগার জন্য আমি কাফ্‌ফারা দিব।”[২২৮৩]

ইবনু জুরায়জ সূত্রে ইবনু জারীর বলেন ঃ (মা‘কিলের বোন) জামিল বিনতে ইয়াসারের স্বামী হল আবুল বাদ্দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তবে আবূ ইসহাক সাবীঈর সূত্রে সুফইয়ান স্নাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, তার বোনের নাম ছিল ফাতিমাহ বিনতে ইয়াসার। **পূর্ববর্তী আলিম ও মুসলমানগণ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মা‘কিল বিন** ইয়াসার ও তার বোন সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। **পক্ষান্তরে সুদ্দী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)** ও তার চাচাতো বোন সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়। অবশ্য প্রথমটিই অধিকতর সঠিক বলে প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী তাকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে।”** অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে তাদের পূর্ব স্বামীদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে বাধা দিতে তোমাদেরকে নিষেধ করে, যদি তারা উভয়ে তাতে সম্মত থাকে। ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ﴾ **“তোমাদের মধ্যেকার”** হে লোকেরা ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ **“আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী”** অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশাবলীতে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সতর্কবাণী ও আখিরাতের মহা শাস্তি কে ভয় করে। আল্লাহ বলেছেন, ﴿ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ **“এটা তোমাদের পক্ষে অতি বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয়।”** অর্থাৎ, আল্লাহর আইন মান্য ক'রে স্ত্রীলোকদেরকে তাদের পূর্ব স্বামীদের নিকট ফেরত দেয়া এবং তোমাদের অসন্তুষ্টিকে পরিত্যাগ করা তোমাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ **“এবং আল্লাহই বিশেষরূপে জানেন”** যে উপকার তোমরা লাভ করবে তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে। ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ **“তোমরা জান না”** অর্থাৎ, তোমরা যা কর আর যা করা থেকে বিরত থাক তাতে কী উপকার আছে।

২২৮২. তিরমিযী ২৯৮১, মু‘জামুল কাবীর ১৬৮৭২। **তাহক্বীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৮৩. বায়হাকী ৭/১০৪।

২৩৩. যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক তার জন্য মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বৎসরকাল স্তন্য দান করবে। জনকের উপর দায়িত্ব হল ভালভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। কাউকেও সাধ্যের অতিরিক্ত হুকুম দেয়া হয় না, যেন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং সন্তানের জন্মদাতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয় এবং ওয়ারিশের প্রতিও একই রকম নির্দেশ, তৎপর যদি উভয়ের সম্মতি ও যুক্তিক্রমে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে কোন ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করাতে ইচ্ছে কর, তবে তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা যা দিতে চাচ্ছিলে তা যথারীতি আদায় করে দাও। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কিছুই কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।	وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

স্তন্যদানের সময়কাল কেবল দু'বছর

এটি মায়েদের প্রতি তাদের শিশুসন্তানদেরকে পূর্ণ সময়ের জন্য স্তন্য দানের নির্দেশ যা দু'বছর। তাই, দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্তন্য দানের ব্যাপার এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আল্লাহ বলেন, ﴿لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ **"যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক"** কাজেই, যে স্তন্য দান হারাম সাব্যস্ত করে (নিষিদ্ধ, অর্থাৎ কেউ তার দুধ মা বা বোনকে বিয়ে করতে পারেনা) তা দু'বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই ঘটে। দু'বছর বয়স হওয়ার পর যদি কোন শিশুকে স্তন্য পান করানো হয়, তাহলে তাহরীম সাব্যস্ত হবেনা।"

১০৯৯. (স্বহীহ): "প্রথম দু'বছরের মধ্যে তাহরীম সাব্যস্ত হয়"-এই শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী জানিয়েছেন ও(কুতায়বাহ)(আবূ আওয়ানাহ)(হিশাম বিন উরওয়াহ)(ফাতিমাহ বিনতে মুনযির)(উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ স্তন্যদান তাহরীম সাব্যস্ত করে যদি তা বুকের উপর হয় এবং ফিতাম-এর পূর্বে হয়, (অর্থাৎ প্রথম দু'বছর শেষ হওয়ার পূর্বে)।[২২৮৪] তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস্র হাসান স্বহীহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অধিকাংশ জ্ঞানবান সাহাবী এবং অন্যেরা এ হাদীস্র অনুযায়ী কাজ করেছেন অর্থাৎ স্তন্যদান তাহরীম সাব্যস্ত করে (বিবাহ হারাম করে) দু'বছরের পূর্বে এবং তারপরের স্তন্যদান তাহরীম সাব্যস্ত করেনা।"

আমি (ইবনু কাস্নীর) **বলব:** তিরমিযীই কেবল এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বর্ণনাসূত্রের রাবীগণ স্বহীহাঈনের শর্ত পূর্ণ করেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ঃ إِلَّا مَا كَانَ فِي الثَّدْيِ (বুকের উপর) দু'বছরের পূর্বে স্তন্যদানের অঙ্গকে বুঝায়।

২২৮৪. তিরমিযী ১১৫২, রাওদাতুল মুহাদ্দিস্রীন ৪২৪৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১৩৫৯১, স্বহীহ আল-জামি' ৭৬৩৩, ইবনু হিব্বান ৪২২৪। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১০০. (সহীহ): ইমাম আহমাদ একটি হাদীস লিখেছেন ওয়াকী' ও গুনদার শু'বাহ আদী বিন সাবিত বারা' বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন, "যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেল তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "إن لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ." জান্নাতে তাকে অন্যের স্তন্যপান করানো হবে।[২২৮৫]

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী শু'বার হাদীস থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাই বলেছেন। কেননা তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মৃত্যু কালে বয়স ছিল মাত্র এক বছর দশ মাস। অতঃপর তিনি বললেন, জান্নাতে তাকে অন্যের স্তন্যপান করানো হবে। অর্থাৎ তার স্তন্যপানের সময়সীমা পূর্ণ করা হবে (স্তন্যপানের সময়সীমা দু' বছর)।

১১০১. (মাওকূফ): উপরোক্ত কথাটিকে শক্তিশালী করে ইমাম দারাকুতনীর বর্ণনা, হায়সাম বিন জামীল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ স্তন্যদান তাহরীম সাব্যস্ত করে কেবল (প্রথম) দু'বছরের মধ্যে।[২২৮৬]

ইমাম মালিক এ হাদীসটি সাওর বিন যায়দ হতে জানিয়েছেন যিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে জানিয়েছেন।[২২৮৭] দারাওয়ার্দি এ হাদীসটি সাওর হতে জানিয়েছেন যিনি তা ইকরিমাহ হতে এবং তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি যোগ করেছেন- وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ। অর্থাৎ দু' বছরের পর যা ঘটে তা গণ্য হবেনা। আর এটিই সর্বাধিক সহীহ।

১১০২. জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে আবু দাউদ আত তায়ালিসী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتم بَعْدَ احْتِلَامٍ" স্তন্য পানের নির্ধারিত সময়ের পর স্তন্যপান করলে দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বয়োপ্রাপ্তির পরে ইয়াতীমের হুকুম অবশিষ্ট থাকে না।[২২৮৮]

সারকথা হল, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, ﴿وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ﴾ **"তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে"**।[২২৮৯] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ **"তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস।"**[২২৯০]

উল্লেখ্য যে, আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, জাবির, আবূ হুরায়রা, ইবনু উমার, উম্মে সালমা [রিদ্ওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন], সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আতা' ও জমহুরের মত হল যে, দু' বছরের পরে স্তন্য পান দ্বারা হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, সাওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মাযহাবও এটা।

২২৮৫. বুখারী ১৩৮২, আহমাদ, ইবনু হিব্বান ৬৯৪৯, আহমাদ ১৮১৮৯। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৮৬. দারাকুতনী ৪/১৭৪, বায়হাকী ৭/৪৬২, ইবনু আদী ৭/১০৩, এর ইল্লাত হচ্ছে হায়সাম বিন জামীল যেমনটি মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তা মালিক ২/৬০২, বায়হাকী ৭/৪৬২ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু কাসীর মাওকূফ সুত্রে এটিকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু এর হুকুম মারফূ' পর্যায়ের।

২২৮৭. মুয়াত্তা, ২/৬০২।

২২৮৮. আবূ দাউদ আত তয়ালিসী ১৭৬৭, হারাম বিন উসমান এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। ইবনু আদী (৩/৩৮৫) ভিন্ন একটি সানাদে জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সানাদে সাঈদ ইবনুল মারযুবান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। তবে তার শাহিদ হিসেবে আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা তাবারানী তার 'আস সাগীর' (৯৫২) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। বায়হাকী (৭/৪৬১), ইবনু আদী (২/১২২), জুওয়ায়বির তার হাদীসকে ক্রটিযুক্ত বলেছেন। পরবর্তীতে সূরাহ বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

২২৮৯. সূরাহ লুকমান, ৩১:১৪।

২২৯০. সূরাহ আহকাফ, ৪৬:১৫।

তবে ইমাম মালিক হতে একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, সেটার সময়সীমা হল দু' বছর দু' মাস। তার নিকট হতে অন্য অন্য একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, সেটার সময়সীমা হল দু' বছর তিন মাস। ইমাম আবূ হানীফা বলেন তার সময়সীমা হল দু' বছর ছ' মাস। ইমাম যুফার ইবনুল হুযায়ল বলেন ঃ তিন বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করান যেতে পারে। আওযাঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম মালিক বলেন, কোন শিশু যদি দু' বছরের পূর্বে দুধ ছেড়ে দেয় এবং সে দু' বছর পর অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে, তাহলে তা দ্বারা হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা এখন তা শিশুর খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

উমার ও আলী হতে বর্ণনা করেন যে, দুধ পান ত্যাগ করার পর নতুনভাবে দুধ-সম্পর্ক গড়ার পথ বন্ধ হয়। পরে তারা যদি দু' বছরের বাকী সময়টা পূর্ণ করে নেয়ার ইচ্ছা করে এবং সেই সময়ে যদি অন্য কোন মহিলার স্তন্য পান করায়, তাহলেও দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। জমহুর ওলামার অভিমতও এরূপ। ইমাম মালিক বলেনঃ দু' বছর পূর্ণ হওয়ার পর অথবা পূর্বে যখনই দুধ ত্যাগ করুক না কেন, তখন হতেই দুধ সম্পর্ক গড়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দু'বছরের পর স্তন্যদান

১১০৩. (সহীহ্): সহীহাঈনে লিখিত হয়েছে আয়িশাহ মনে করতেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি (দু বছরের) অধিক বয়সের কাউকে তার দুধ পান করায় তাহলে তা তাহরীম সাব্যস্ত করবে।[২২৯১] এটি আতা' বিন আবী রাবাহ এবং লায়স্ব বিন সা'আদ-এরও অভিমত। এজন্য আয়িশাহ মনে করতেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি মনে করে যে, তার বাড়িতে কোন লোকের প্রবেশাধিকার থাকা প্রয়োজন তাহলে ঐ লোকটিকে দুধ পান করিয়ে দেয়া যাবে। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে আবূ হুযায়ফার মুক্তদাস সালিমের হাদীস্ব প্রয়োগ করতেন যাতে নাবী আবূ হুযায়ফার স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সালিমকে কিছুটা দুধ পান করিয়ে দিতে, যদিও সে ছিল বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, এবং তখন থেকে সে মহিলার বাড়িতে অবাধে প্রবেশ করত।[২২৯২] কিন্তু নাবী -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এ অভিমতের সাথে একমত নন এবং তারা মনে করেন যে, এটি ছিল একটি বিশেষ ব্যাপার।[২২৯৩] অধিকাংশ বিদ্বানগণের এটিই অভিমত। মোটকথা, ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফিকাহ বিশারদ, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম এবং আয়িশাহ ব্যতিত নবী-পত্নীগণের অভিমত হল এটা। আয়িশাহ হতে বর্ণিত একটি হাদীস্ব হল প্রতিপক্ষের দলীল।

১১০৪. (সহীহ্): সহীহায়নে প্রমাণিত যে, আয়িশাহ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন, "انظرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" তোমাদের ভাই কোন্‌টি তা বিচার করে নাও। কেননা দুধ-সম্পর্ক তখন সাব্যস্ত হয় যখন দুধ ক্ষুধা নিবারণ করে থাকে।[২২৯৪] এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলা ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ﴾ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ আলোচনা করা হবে।

২২৯১. মুসলিম ২/১০৭৭।

২২৯২. মুসলিম ১৪৫৩, আবূ দাউদ ২০৬১, নাসাঈ ৩২২৪, ইবনু মাজাহ ১৯৪৩, আহমাদ ২৫৭৯৮। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

২২৯৩. আবূ দাউদ ২/৫৪৯, ৫৫০।

২২৯৪. বুখারী ২৬৪৭, মুসলিম ১৪৫৫, আবূ দাউদ ২০৫৮, নাসাঈ ৩৩১২। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।

অর্থের বিনিময়ে স্তন্যদান

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ **"জনকের উপর দায়িত্ব হল ভালভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা।"** অর্থাৎ, সন্তানের বাবা সন্তানের মায়ের খরচ এবং কাপড় কেনার ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য, যুক্তিসংগত পন্থা অর্থাৎ, যা ঐ এলাকার মহিলাদের জন্য ব্যয় করা হয়, যাতে না তাকে অপচয় বা কার্পণ্য। এক্ষেত্রে পিতা স্বীয় সাধ্যমত ব্যয় করবে। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا﴾

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে, আর যার রিয্ক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাথেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর আরাম দিবেন।"[২২৯৫] দাহ্হাক বলেছেন, "যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, যার থেকে তার একটি সন্তান আছে এবং মহিলাটি তার সন্তানকে স্তন্যপান করায়,[২২৯৬] তাহলে লোকটি যুক্তিসঙ্গতভাবে মহিলার খরচ ও কাপড়ের ব্যয় নির্বাহ করবে।"

থাকবেনা কোন ক্ষতি, কিংবা প্রতিশোধ

আল্লাহ বলেছেন: ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾ **"যেন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং সন্তানের জন্মদাতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয়"** অর্থাৎ, পিতার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ছেলেকে লালন করতে অস্বীকার করা মায়ের জন্য উচিত নয়। ছেলেকে জন্ম দেয়ার পর তাকে স্তন্য পান করানো হতে বিরত থাকার অধিকার মায়ের নাই কমপক্ষে যে স্তন্য সন্তানের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। পরবর্তীতে মা সন্তানের দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে যদি তাতে তার উদ্দেশ্য হয় পিতার কোন ক্ষতি না করা। উপরন্তু, মায়ের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পিতার উচিত নয় সন্তানকে তার থেকে নিয়ে নেয়া। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾ **"যেন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং সন্তানের জন্মদাতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয়"** অর্থাৎ, মায়ের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তার থেকে সন্তানকে নিয়ে নেয়া। মুজাহিদ, কাতাদাহ, দহ্হাক, যুহরী, সুদ্দী, স্রাওরী, ইবনু যায়দ এবং অন্যান্য হতে এটাই এ আয়াতের তাফসীর।[২২৯৭]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ﴾ **"এবং ওয়ারিশের প্রতিও একই রকম নির্দেশ"** অর্থাৎ, (পিতার) আত্মীয়দের ক্ষতিসাধন হতে বিরত থেকে যেমনটি মুজাহিদ, শা'বী এবং দহ্হাক বলেছেন। এ কথাও জানানো হয়েছে যে, (এ আয়াতের দাবী যে পিতার) ওয়ারিস্র সন্তানের মায়ের উপর খরচ করবে যেমন পিতা খরচ করছিল। মায়ের অধিকার রক্ষা করবে এবং তার ক্ষতি করা হতে বিরত থাকবে- অধিকাংশ বিদ্বানগণের তাফসীর অনুসারে। উল্লেখ্য যে, ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হানাফী ও হাম্বলীগণের মধ্যে একদল বলেন যে, এ ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমে খোরপোশের দায়িত্ব বহন করা ওয়াজিব। এটিই উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিমত।

২২৯৫. সূরাহ আত তালাক, ৬৫:৭।
২২৯৬. তাবারী ৫/৩৫৯।
২২৯৭. তাবারী ৫/৪৯, ৫০।

১১০৫. (সহীহ): একটি মারফূ' হাদীসে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাসান আল-বাসারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন যে- مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ যে ব্যক্তি তার রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির দায়িত্ব নিবে, সে ব্যক্তি মুক্ত হয়ে যাবে।[২২৯৮] এ হাদীসটিও তারা দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। ইবনু জারীর এও লিখেছেন যে, দ্বিতীয় বছরের পর সন্তানকে স্তন্য পান করালে তা তার শরীর ও মনে ক্ষতি করতে পারে। সুফইয়ান আস্ স্বাউরী বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক স্ত্রীলোক দ্বিতীয় বছর শেষ হওয়ার পরেও সন্তানকে স্তন্য পান করাতে থাকায় 'আলকামাহ তাকে তা করতে নিষেধ করলেন।[২২৯৯]

পারস্পরিক সম্মতিতে স্তন্য ছাড়ানো

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ **"তৎপর যদি উভয়ের সম্মতি ও যুক্তিক্রমে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি পিতা ও মাতা দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয় এবং তাতে এমন কোন উপকার নিহিত থাকে যাতে তারা আলোচনার ভিত্তিতে মতৈক্যে পৌঁছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন পাপ নেই। কাজেই এ আয়াত জানাচ্ছে যে, পিতামাতার একজন আরেকজনের সঙ্গে যথারীতি পরামর্শ করা ব্যতীত এ রকমের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা, স্বাউরী যেমনটি বলেছেন। পারস্পরিক পরামর্শের পদ্ধতি শিশুর স্বার্থ রক্ষা করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমতও বটে যে, তিনি পিতামাতার জন্য তাদের সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে সর্বোত্তম বিধান দিয়েছেন এবং তাঁর বিধান পিতামাতা ও সন্তানকে সাফল্যের পানে পথ নির্দেশ দান করে। তেমনি আল্লাহ সূরা তলাক-এ বলেছেন: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ **"(দুধ পান করানোর ব্যাপারে) ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লও। আর (দুধ পান করানোর ব্যাপার নিয়ে) তোমরা যদি একে অপরের প্রতি কড়াকড়ি করতেই থাক, তাহলে (এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য) অপর কোন স্ত্রীলোক সন্তানকে দুধ পান করাবে।"**[২৩০০]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ **"এবং যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে কোন ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করাতে ইচ্ছে কর, তবে তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা যা দিতে চাচ্ছিলে তা যথারীতি আদায় করে দাও।"** অর্থাৎ, যদি পিতা ও মাতা উভয়ে সম্মত হয় যে, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে পিতা সন্তানকে নিজের কাছে নিতে বাধ্য, তাহলে এ ক্ষেত্রে কোন পাপ নেই। তখন মা ছেলেকে ত্যাগ করবে এবং পিতা ছেলেকে নিজের হেফাযতে গ্রহণ করবে। পিতা সদয় হয়ে মাতার পূর্বের খরচ দিয়ে দিবে যে সময় পর্যন্ত সে শিশুকে লালনপালন করেছে এবং স্তন্য পান করিয়েছে এবং সে অর্থের বিনিময়ে স্তন্য পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক খোঁজ করে নিবে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ **"আল্লাহকে ভয় কর"** অর্থাৎ, তোমাদের সকল ব্যাপারে, ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ **"এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কিছুই কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"** অর্থাৎ, তোমাদের কোন বিষয় বা কথাবার্তা তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনা।

২২৯৮. আবূ দাউদ ৩৯৪৯, তিরমিযী ১৩৬৫, ইবনু মাজাহ ২৫২৪। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
২২৯৯. তাপবারী ৫/৩৬।
২৩০০. সূরাহ তালাক, ৬৫:৬।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

বিধবার ইদ্দত (অপেক্ষা করার সময় কাল)

এ আয়াতে যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আছে যে, তারা চার মাস এবং দশ রাত্রি ইদ্দত পালন করবে, যদি দাম্পত্য জীবন যাপন করে থাকে, বা না করে থাকে।

এটা (বিদ্বানগণের) ঐকমত্য। যে বিয়েতে দাম্পত্য জীবন যাপন করা হয়নি সেটিও যে এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ এ আয়াতের সাধারণ অর্থের মধ্যেই নিহিত আছে। ইমাম আহমাদ এবং সুনানের সংকলকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি বর্ণনায় তিরমিযী যাকে স্বহীহ পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

১১০৬. (স্বহীহ): ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছিল কিন্তু দাম্পত্য জীবন উপভোগের পূর্বেই লোকটি মারা গিয়েছিল। লোকটি স্ত্রীর জন্য মাহর নির্ধারণও করেনি। তারা ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই থাকল যতক্ষণ না তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আমার নিজের মতামত দিব, সেটা যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি তা ভুল হয় তবে তা আমার ভুলের জন্য এবং শয়তানের (শয়তানির) জন্য। এ ক্ষেত্রে আমার মতামতের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দোষ। স্ত্রীলোকটি পূর্ণ মাহরের অধিকারী। অন্য বর্ণনায় ইবনু মাস'উদ বলেছেন, "তার সম মর্যাদাসম্পন্ন স্ত্রীলোকদের মাহরের সমান সে মাহর পাবে, যাতে না থাকবে কার্পণ্য আর না থাকবে আতিশয্য।" তিনি আরো বললেন, "স্ত্রীলোকটিকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করবে।" মা'কিল বিন ইয়াসার আশজাঈ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি বারওয়া' বিনতু ওয়াশিকের কল্যাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একই রকম বিধান দিতে শুনেছি।"[২৩০১] 'আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। অন্য বর্ণনায়, আশজাঈ গোত্রের বেশ ক'জন লোক উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারওয়া' বিনতু ওয়াশিকের কল্যাণের নিমিত্তে একই বিধান ঘোষণা করেছিলেন।

"যে স্ত্রীলোকের গর্ভবতী অবস্থায় তার স্বামী মারা যায়, সন্তান প্রসব হলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর পরই প্রসব হলেও। এ বিধান নেয়া হয়েছে আল্লাহর কথা থেকে ঃ ﴿وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ **আর গর্ভবতী স্ত্রীদের 'ইদ্দাতকাল তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত।**"[২৩০২]

১১০৭. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে বিভিন্ন সনদে সুবাইয়্যাহ আসলামিয়্যাহ হতে একটি হাদীসও আছে। তার স্বামী সা'দ বিন খাওলাহ তাকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে মারা গেল এবং স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরই সে সন্তান প্রসব করল। যখন সে তার নিফাস থেকে মুক্ত হল তখন পরিণয়কামী লোকেদের

২৩০১. আবূ দাঊদ ২১১৫, ২১১৬, তিরমিযী ১১৪৫, ইবনু মাজাহ ১৮৯১, ইবনু হিব্বান ৪০৯৮, ৯১০১। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২৩০২. সূরাহ তালাক, ৬৫:৪।

উদ্দেশ্যে নিজেকে সজ্জিত করল। তখন আবূ সানাবিল বিন বা'কাক তার কাছে আসল এবং বলল "আমি তোমাকে সজ্জিত হতে দেখছি কেন, তুমি কি বিয়ে করতে চাও? আল্লাহর কসম! চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবেনা।" সুবায়আহ বলেন, "যখন সে আমাকে এ কথা বলল, রাত এলে আমি আমার পোষাক নিলাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জানালাম। তিনি বললেন যে, আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে যখন আমি সন্তান প্রসব করেছি এবং আমাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন যদি আমি ইচ্ছা করি।[২৩০৩]

আবূ উমার বিন আবদুল বার্র বলেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সাবীআহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)- এর হাদীসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। অর্থাৎ যখন এ হাদীস্রটি তার উক্তির মোকাবেলায় দলীল হিসাবে পেশ করা হয় তখন তিনি এটি মেনে নেন। আহলে ইলমগণ বলেন ঃ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শিষ্যগণ সাবীআহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র হাদীস্র দ্বারা ফতওয়া প্রদান করতেন।

উল্লেখ্য যে, আযাদ মহিলাগণ হতে দাসীরা পৃথক। কেননা তাদের ইদ্দত হচ্ছে আযাদ মহিলাদের অর্ধেক, অর্থাৎ দু' মাস পাঁচ দিন। এটাই জমহুরের মত। দাসীদের শাস্তি যেমন আযাদদের অর্ধেক, তেমনি ইদ্দতও তাদের অর্ধেক।

মুহাম্মাদ বিন সীরীন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-সহ বহু আলেম এবং আহলে জাহেরদের অনেকে বলেন ঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আযাদ এবং দাসীদের ইদ্দতকাল সমান। কেননা, ইদ্দত হল একটি হুকুম বিশেষ আর এ হুকুম সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসাবে সকলের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইদ্দতের বিধান করার পেছনে হিকমত

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব এবং আবুল আলিয়াহ বলেছেন যে, বিধবার ইদ্দতকাল চারমাস দশ দিন করার পিছনে হিকমত এই যে, গর্ভাশয়ে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ থাকতে পারে। যখন স্ত্রীলোকটি এ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গর্ভবতী কিনা। তেমনি,

১১০৮. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে ইবনু মাসউদ বর্ণিত একটি হাদীস্র আছে ঃ

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجمع فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الملك فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

'নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ঐভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মত চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়, তার 'আমল, তার রিয্ক, তার আয়ু এবং সে কি পাপী হবে না নেককার হবে। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়।'[২৩০৪] কাজেই এই হল চার মাস আর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরো দশ দিন, যেহেতু কতক মাস (ত্রিশ দিনের) কম। অতঃপর ভ্রূণে আত্মা ফুঁকে দিলে তা প্রাণের আলামত দেখাতে শুরু করবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২৩০৩. বুখারী ৫৩১৯, ৫৩২০, মুসলিম ১৪৮৪, আবূ দাঊদ ২৩০৬, ইবনু মাজাহ ২০২৮, ইবনু হিব্বান ৪২৯৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩০৪. বুখারী ৩২০৮, মুসলিম ২৬৪৩।

কাতাদাহ হতে সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ বলেন ঃ আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবকে প্রশ্ন করলাম যে, এই অতিরিক্ত দশ দিন রাখার কারণ কী? তিনি বলেন, এ সময় রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। রাবী' বিন আনাস বলেন ঃ আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, চার মাসের সাথে দশ দিনকে যুক্ত করা হয়েছে কেন? তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। ইবনু জারীরও এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন।

মনিব মারা গেলে ক্রীতদাসী মায়ের ইদ্দত

উল্লেখ করা দরকার যে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্রীতদাসী মায়ের ইদ্দত স্বাধীনা নারীর মতই।

১১০৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

لَا تُلْبِسوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

"আমাদের জন্য নাবীর সুন্নাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করনা, মনিব মারা গেলে ক্রীতদাসী মায়ের ইদ্দত চার মাস দশ রাত্রি।[২৩০৫] আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন {কুতায়বাহ}{গুনদার}{সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ}{মাতার আল-ওয়াররাক}{রজা' বিন হায়ওয়াহ}{কাবীস্বাহ}{আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} {ইবনুল মুস্বান্না}{আবদুল আ'লা}{সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ}{মাতার আল-ওয়াররাক}{রজা' বিন হায়ওয়াহ}{কাবীস্বাহ}{আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} ইমাম ইবনু মাজাহ {আলী বিন মুহাম্মাদ}{ওয়াকী'}{সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ}{মাতার আল-ওয়াররাক}{রজা' বিন হায়ওয়াহ}{কাবীস্বাহ}{আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)} সূত্রে তারা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এ হাদীসটিকে অস্বীকার করতেন। কেউ বলেছেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কুবায়স্বাহ আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে শ্রবণ করেননি। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান, ইবনু সীরীন, আবূ ইয়াদ, যুহরী ও উমার বিন আবদুল আযীয [রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] প্রমুখও এটা বলেছেন। আর এ ব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান এমনই নির্দেশ দিতেন। আওযাঈ, ইসহাক বিন রাহওয়াহ ও আহমাদ বিন হাম্বাল এমনটি বর্ণনা করেছেন। কাতাদা ও তাউস বলেন ঃ দাসির মনিব মারা গেলে তাকে স্বাধীন মহিলার ইদ্দাতের অর্ধেক অর্থাৎ দুই মাস পাঁচ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

আবূ হানীফা ও তার শিষ্যগণ ও স্নাওরী ও হাসান বিন হাই বলেন ঃ তাকে তিন ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আতা', ইব্রাহীম আন নাখঈও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে, তার ইদ্দত হল এক হায়েদ মাত্র। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শা'বী, মাকহুল, লায়স্র, আবূ উবায়দ, আবূ স্নাওর এবং জমহুরের অভিমতও এটি। লায়স্র (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ যদি ঋতুর অবস্থায় কোন দাসীর মনিবের মৃত্যু ঘটে তা হলে সেই ঋতু শেষ হলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ যদি তার ঋতু না আসে, তাহলে তার ইদ্দতকাল হল তিন মাস। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)সহ জমহূর উলামা বলেন ঃ আমাদের নিকট তার উদ্দতকাল এক মাস তিন দিনের বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

২৩০৫. আহমাদ ১৭৩৪৭, আবূ দাউদ ২৩০৮, ইবনু মাজাহ ২০৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালনের সময় শোক পালন

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ **"তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত স্বামীর জন্য শোক পালন জরুরী।

১১১০. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে আছে যে, উম্মু হাবীবাহ্ ও যায়নাব বিনতু জাহাশ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল হবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।[২৩০৬]

১১১১. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে আছে 'উম্মু সালামাহ বলেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক বলেছিল, "হে আল্লাহর রসূল, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে, তার চোখে অসুখ আছে, আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাব?" সে কয়েকবার এটা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "না।" অতঃপর বললেন إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْكُثُ سَنَةً সেটা চার মাস দশ রাত্রি। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কাউকে পুরো এক বছর শোক পালন করতে হত।[২৩০৭] (জাহিলিয়্যাতের যুগ সম্পর্কে) উম্মু সালামাহ্র মেয়ে যায়নাব বলেছেন "যখন স্ত্রীর স্বামী মারা যেত, তখন সে নির্জন স্থানে চলে যেত, এবং তার সবচেয়ে খারাপ কাপড় পরত। একবছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে সুগন্ধি বা অলংকার ব্যবহার করতনা। অতঃপর সে নির্জন স্থান থেকে বেরিয়ে আসত এবং তাকে পায়খানা (মল) দেয়া হত যা সে ছুঁড়ে মারত। তারপর একটা জন্তু বের করা হত, সাধারণত গাধা, ভেড়া বা একটা পাখী, অতঃপর তার থেকে রক্ত ঝরানো হত, যাতে প্রায়ই জন্তুটি মারা যেত।"

তবে বহু আলিম বলেছেন যে, এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সেটি হল ঃ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে, তারা বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে যেন এক বৎসরকাল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং গৃহ হতে বের ক'রে দেয়া না হয়, তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই তারা নিজেদের ব্যাপারে বৈধভাবে কিছু করলে; আল্লাহ মহাশক্তিধর, সুবিজ্ঞ।"[২৩০৮] ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখও এ মত প্রকাশ করেছেন। তবে এ বিষয়ে আরও কথা রয়েছে। শীঘ্রই সেটার বিবরণ আসছে।

সংক্ষেপ কথা হল, যার স্বামী মারা যায়, তার জন্য শোক পালন করা জরুরী, সে সৌন্দর্যবর্ধক বস্তু ব্যবহার করবেনা, যেমন সুগন্ধি, পোষাক ও অলঙ্কার যাতে কোন মানুষ তাকে বিয়ে করতে উৎসাহী হয়।

২৩০৬. বুখারী ১২৮০, ১২৮২, ২৯৫০, ৫৩৩৪ মুসলিম ১৪৮৬, আবূ দাউদ ২২৯৯, তিরমিযী ১১৯৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২৩০৭. বুখারী ৫৩৩৬, মুসলিম ১৪৮৮, আবূ দাউদ ২২৯৯, তিরমিযী ১১৯৭, ইবনু হিব্বান ৪৩০৪। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২৩০৮. সূরাহ বাকারা, ২:২৪০।

কেউ কেউ বলেছেন, বিধবাদের ইদ্দতের সময়ই কেবল তা ওয়াজিব। তালাকে রাজঈর ইদ্দতের সময় এটা পালন করা ওয়াজিব নয়। তা তালাকে বাইনের সময় পালনীয় বা ওয়াজিব কিনা, সে বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে। তবে স্বামী-মরা শোকপালনের এ বিধান মান্য করতে হবে- হোক তারা যুবতী, বৃদ্ধা, স্বাধীনা, দাসী, মুসলিম বা কাফের- আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

কিন্তু ইমাম স্রাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার সংগীগণ বলেন, কাফির মহিলার উপর ওয়াজিব নয়। এ মতের সমর্থক আশহাব ও ইমাম মালিকের সহচরদের নিকট হতে ইবনু নাফি' দলীল হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র এ কথাটি পেশ করেন:

"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"

যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্যে মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে হবে।

এটা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইদ্দত পালন একটি ইবাদত। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), তার সংগীগণ ও স্রাওরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন ঃ নাবালেগার জন্য ইবাদত নেই বলে ইদ্দত পালন করতে হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও তার সাথীদের বেলায়ও এ নির্দেশ প্রতিপাল্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা তারা স্বয়ম্ভর নয়। তবে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়। ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা যায়। তাফসীর গ্রন্থে এটা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ আরো বলেছেন ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ **"তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে"** অর্থাৎ, যখন ইদ্দত শেষ হয়- দহহাক এবং রাবী' বিন আনাসের মত অনুসারে। ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ **"তোমাদের কোন গুনাহ নেই।"** যুহরী বলেছেন, অর্থাৎ, "তার ওয়ালি (অভিভাবক)।" ﴿فِيمَا فَعَلْنَ﴾ **"যদি তারা (স্ত্রীরা) করে"** অর্থাৎ, স্ত্রীলোকগণ যাদের ইদ্দত শেষ হয়েছে।[২৩০৯] আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "স্ত্রীকে যদি তালাক দেয়া হয় কিংবা তার স্বামী মারা যায়, অতঃপর তার ইদ্দত শেষ হয়, তখন সে নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করলে তাতে কোন পাপ নেই, যাতে তার বিবাহের প্রস্তাব হয়। এটিই ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক পথ।[২৩১০] জানানো হয়েছে যে, মুকাতিল বিন হায়্যান একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৩১১] ইবনু জুরায়জ বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ **"তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।"** "জায়েয এবং পবিত্র (সম্মানজনক) বিবাহ বুঝায়।"[২৩১২] এটাও জানানো হয়েছে যে, হাসান, যুহরী এবং সুদ্দী একই রকম বলেছেন।[২৩১৩]

২৩০৯. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৮১৩।
২৩১০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৮১৩।
২৩১১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ১/৮১২।
২৩১২. তাবারী ৫/৯৩।
২৩১৩. ইবনু আবী হাতিম ২/৮১৪।

২৩৫. তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই যদি তোমরা কথার ইশারায় নারীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, ঐ স্ত্রীলোকদের সাথে তোমাদের বিবাহ করার খেয়াল সত্বরই জাগবে, কিন্তু তাদের সাথে গোপন অঙ্গীকার করো না, কিন্তু বৈধভাবে কথাবার্তা বলতে পার এবং তোমরা বিবাহ সম্পাদনের সংকল্প করো না যে পর্যন্ত ইদ্দৎ পূর্ণ না হয় এবং জেনে রেখ, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের মনোভাব জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

ইদ্দতকালে ইংগিতে বিবাহের কথা উল্লেখ করা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ **"তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই"** অর্থাৎ, ইঙ্গিতে বিধবার নিকট বিবাহের উল্লেখ করা যে তার স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালন করছে। স্রাউরী, শু'বাহ এবং জারীর বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ **"তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই যদি তোমরা কথার ইশারায় নারীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাও"** "অর্থাৎ, এমন কথা বলা যে, 'আমি বিয়ে করতে চাই, আমি এমন একটা স্ত্রীলোকের খোঁজ করছি যার গুণাগুণ থাকবে এরকম এরকম, এভাবে তার সংগে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলা যা উত্তম।"[২৩১৪] (ইবনু আব্বাসের) আরেক বর্ণনায়, এমন কথা বলা হয়েছে যে "আমি চাই আল্লাহ আমাকে একজন স্ত্রী দান করুন, কিন্তু সে লোক সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দিবেনা।"[২৩১৫] ইমাম বুখারী তা'লীক সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, ০(তল্‌ক বিন গান্নাম)(যাইদাহ)(মানসূর মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেছেন, ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ **"তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই যদি তোমরা কথার ইশারায় নারীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাও"** অর্থাৎ, "লোকটি বলতে পারে, 'আমি বিয়ে করার ইচ্ছে করি, আমি একজন স্ত্রী পাওয়ার ইচ্ছা করি, কিংবা 'আমার ইচ্ছে যদি একজন ভাল স্ত্রী পেতাম।'[২৩১৬] মুজাহিদ, তাঊস, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, ইয়াযীদ বিন কুসায়ত, মুকাতিল বিন হায়্যান, কাসিম বিন মুহাম্মাদ,[২৩১৭] সালাফদের অনেকে এবং ইমামগণ বলেছেন যে, যার স্বামী মারা গেছে তার কাছে ইংগিতে বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাবে।

যে স্ত্রীলোক চূড়ান্ত অফেরতযোগ্য তালাক অতিক্রম করছে তার কাছেও ইংগিতে বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাবে।

১১১২. (স্বহীহ): নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা বিনতু কায়সকে ইবনু উম্মু মাকতুমের বাড়িতে ইদ্দতকালে অবস্থান করতে বলেছিলেন যখন তার স্বামী আবূ আমর বিন হাফ্স তাকে তৃতীয় দফা তালাক

২৩১৪. তাবারী ৫/৯৫।
২৩১৫. তাবারী ৫/৯৬।
২৩১৬. ফাতুল বারী ৯/৮৪।
২৩১৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮১৭, ৮১৮।

দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي তোমার ইদ্দত শেষ হলে আমাকে জানাবে। যখন সে তার ইদ্দত শেষ করল তখন নাবী (ﷺ) এর মুক্ত দাস উসামাহ বিন যায়দ তাকে বিয়ে করতে চাইলেন এবং নাবী (ﷺ) তার সাথে উসামাহ'র বিয়ে দিয়ে দিলেন।[২৩১৮] এক বা দু'তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, তার ইদ্দতকালে তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউই সরাসরি বা ইংগিতে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবেনা। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾ **"কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ"** অর্থাৎ, যদি তোমরা তাদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ কর। তেমনি আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ **"তোমার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে।"**[২৩১৯] এবং ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ﴾ **"আমি ভাল ভাবেই জানি তোমরা যা গোপন কর আর তোমরা যা প্রকাশ কর।"**[২৩২০] তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন (আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের কথা মনে করবে) অর্থাৎ, তোমাদের অন্তরে তাই তিনি বিষয়টি তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ **"কিন্তু গোপনে তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দিওনা।"** আলী বিন আবূ তালহাহ্ জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ **"কিন্তু গোপনে তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দিওনা।"** অর্থাৎ, তাকে এরকম বলনা যে, "আমি তোমাকে ভাল বেসেছি," অথবা "আমার কাছে 'ওয়াদা কর যে, তুমি আর কাউকে বিয়ে করবে না (ইদ্দত শেষ হলে)", ইত্যাদি ইত্যাদি।[২৩২১] সাঈদ বিন জুবায়র, শা'বী, ইকরিমাহ, আবুদ দুহা, দহহাক, যুহরী, মুজাহিদ এবং স্নাউরী বলেছেন যে, এর অর্থ স্ত্রীলোকটির নিকট হতে এমন প্রতিজ্ঞা নেয়া যে, সে অন্য আর কাউকে বিয়ে করবেনা।[২৩২২]

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ পুরুষ ব্যক্তির মহিলাকে এভাবে বলা যে, তুমি আমাকে ভুলো না, আমি তোমাকে বিবাহ করব।

কাতাদা (রহঃ) বলেন ঃ স্ত্রীদের ইদ্দতের সময় তদের নিকট হতে এভাবে কথা নেয়া যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকেও বিবাহ করবে না। এভাবে বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তবে বিবাহে আগ্রহ দেখানো ও পয়গাম পেশ করা এই নির্দেশের ব্যতিক্রম।

ইবনু যায়দ ﴿وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ **"কিন্তু গোপনে তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দিওনা।"** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইদ্দতের সময় গোপনে বিবাহ করে ইদ্দত পরবর্তী সময়ে তা প্রকাশ করা। উল্লেখ্য যে, এই স্থানে উল্লিখিত প্রতিটি আলোচনা আয়াতাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ **"কিন্তু বৈধভাবে কথাবার্তা বলতে পার"**। ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র,[২৩২৩] সুদ্দী, স্নাওরী এবং ইবনু যায়দ বলেছেন যে, এ আয়াত ইংগিতে বিবাহের কথা বুঝাচ্ছে, যেমন এরকম বলা যে, "আমি তোমার মত (মহিলা) পছন্দ করি।"[২৩২৪] মুহাম্মাদ বিন সিরীন বলেছেন- আমি উবাইদাহকে আল্লাহর বাণী: ﴿إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ **"কিন্তু**

২৩১৮. মুসলিম ১৪৮০, আবূ দাউদ ২২৮৪, ইবনু হিব্বান ৪২৯০। **তাহকীক আলবানীঃ** সহীহ।
২৩১৯. সূরাহ কাসাস, ২৮:৬৯।
২৩২০. সূরাহ মুমতাহিনাহ, ৬০:১।
২৩২১. তাবারী ৫/১০৭।
২৩২২. তাবারী ৫/১০৯।
২৩২৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮২৪।
২৩২৪. তাবারী ৫/১১৪।

বৈধভাবে কথাবার্তা বলতে পার" এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, "সে মহিলার ওয়ালিকে বলবে 'আমাকে আগে না জানিয়ে অন্য জায়গায় এর বিয়ে দিবেন না।"[২৩২৫] ইবনু আবূ হাতিম একথা বলেছেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ﴾ **"এবং তোমরা বিবাহ সম্পাদনের সংকল্প করো না যে পর্যন্ত ইদ্দৎ পূর্ণ না হয়"** অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে বিবাহের চুক্তি করোনা। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদাহ, রবী' বিন আনাস, আবূ মালিক, যায়দ বিন আসলাম, মুকাতিল ইবনু হায়্যান, যুহরী, আতা" আল-খুরাসানী, সুদ্দী, স্নাউরী এবং দহহাক বলেছেন যে, ﴿حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ﴾ **"যে পর্যন্ত ইদ্দৎ পূর্ণ না হয়"** অর্থাৎ, ইদ্দত কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ সম্পন্ন করোনা।[২৩২৬] বিদ্বানগণ একমত যে, **ইদ্দতকালে বিবাহের চুক্তি করলে তা বাতিল।**

কোন ব্যক্তি যদি ইদ্দতের মধ্যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তাহলে সে স্ত্রী কি তার জন্য চিরকালের মত হারাম হয়ে যায়? এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে। জমহুরের অভিমত হল যে, সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে না; বরং তার ইদ্দত শেষ হলে সে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারবে।

ইমাম মালিক বলেন ঃ সে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তিনি দলীল হিসাবে ইবনু শিহাব ও সুলায়মান বিন ইয়াসার হতে বর্ণনা করেন যে, উমার বলেছেন ঃ ইদ্দতের মধ্যে যে মহিলার বিবাহ হয় এবং স্বামীর সাথে যদি তার মিলন না ঘটে, তাহলে এরূপ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া হবে। অবশ্য এই মহিলা তার পূর্ব স্বামীর ইদ্দত শেষ করে ফেললে তখন এই লোকটিও অন্যান্য লোকের মতই তাকে বিবাহের পয়গাম দিতে পারবে। কিন্তু যদি দু' জনের মধ্যে মিলন ঘটে যায় ও পরে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হয় তাহলে এই মহিলা তার পূর্ব স্বামীর ইদ্দত পালন করবে। এটার পর দ্বিতীয় স্বামী আর কখনো তাকে বিবাহ করতে পারবে না।

যেহেতু সে তাড়াহুড়া করে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করল না, সেহেতু তাকে এই শাস্তি দেয়া হল যে, সেই স্ত্রী তার জন্যে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গেল। এ মতের মনীষীগণ সকলেই সেটার এই কারণ ব্যক্ত করেছেন। যেমন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়। ইমাম শাফেঈ ইমাম মালিক হতে এটা বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম বায়হাকী বলেন যে, ইমাম মালিকের প্রথম উক্তি এটাই ছিল। কিন্তু তিনি পরে এটা হতে প্রত্যাবর্তন করেন। তার পরবর্তী অভিমত হল যে, দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে। কেননা আলী এর অভিমত হল যে, তাকে বিবাহ করা জায়েয হবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে)।

আমি ইবনু কাস্রীর বলছি যে, উমার হতে বর্ণিত এ বিষয়ক হাদীস্রটির বর্ণনা সূত্রে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। তবে (স্নাওরী)(আশআস)(শা'বী)(মাসরুক) বর্ণনা করেন যে, উমার এটা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং পরবর্তীতে বলেছেন যে, মহরানা আদায় করে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

২৩২৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮২৬।
২৩২৬. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮২৮, ৮২৯।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ﴾ **"এবং জেনে রেখ, আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের মনোভাব জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাঁকে ভয় কর"** মানুষকে সাবধান করা হচ্ছে মানুষ তাদের অন্তরে স্ত্রীদের সম্পর্কে যে ধারণা লুকিয়ে রাখে সে সম্পর্কে, তাদের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে খারাপের পরিবর্তে, আর আল্লাহ তাঁর দয়া হতে মানুষকে নিরাশ হতে দিবেন না। যেমন তিনি বলেছেন ঃ ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ﴾ এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۲۳۶﴾

২৩৬. তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না ক'রে, কিংবা তাদের মহর ধার্য না করে তালাক দাও এবং তোমরা স্ত্রীদের জন্য খরচের সংস্থান করবে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অবস্থাহীন ব্যক্তি তার সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, পুণ্যবানদের উপর এটা দায়িত্ব।

দাম্পত্য জীবনযাপনের পূর্বে তালাক দান

বিবাহের চুক্তির পর দাম্পত্য জীবন উপভোগের পূর্বে আল্লাহ তালাক প্রদানে অনুমতি দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তাউস, ইবরাহীম এবং হাসান আল-বাসরী বলেছেন যে, 'স্পর্শ করা' মানে যৌন মিলন,[২৩২৭] দাম্পত্য জীবন যাপনের পূর্বে কিংবা মাহর দেয়ার পূর্বে- যদি তা বিলম্বিত হয়ে থাকে- স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।

তালাক দেয়ার সময় মুতা'হ (উপঢৌকন)

আল্লাহ স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন (যখন সে তার স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবন যাপনের পূর্বে তালাক দিবে) সে তার স্ত্রীকে সংগত পরিমাণে উপঢৌকন দিবে, ধনী তার সাধ্যমত, গরীব তার সাধ্যমত স্ত্রীর ক্ষতিপূরণের জন্য। সুফইয়ান আস্র স্রাওরী বলেন, [ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ][ইকরিমাহ][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেছেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দান করার ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম হল খাদেম (পরিচারক) দান করা। এর চেয়ে নিম্নমানের দান হল নগদ অর্থ দান করা, সর্বনিম্ন হল কাপড় দান করা।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আলী বিন আবী তালহাহ বলেন ঃ স্ত্রী যদি ধনী হয় তাহলে খাদেম বা পরিচারক ইত্যাদি দান করবে। আর গরীব হলে তিনখানা কাপড় দান করবে। শা'বি বলেন ঃ এ বিষয়ে মধ্যম পন্থা হল জামা, দোপাট্টা, লেপ চাদর দেয়া। শুরায়হ বলেন ঃ পাঁচশত দিরহাম প্রদান করবে।

আবদুর রাযযাক বলেন, [মা'মার][আয়্যুব][ইবনু সীরীন] বলেন, গোলাম দিবে অথবা খাদ্য দিবে অথবা কাপড় দিবে। হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দীনার বা দিরহাম দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি বলেছিলেন, প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের তুলনায় এটা অতি নগণ্য বটে। ইমাম আবূ হানীফার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) অভিমত হল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 'মুতা' নিয়ে যদি বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাহলে তার বংশের মহিলাদের যে মহর নির্ধারিত সেটার অর্ধেক প্রদান করবে।

২৩২৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮৩১।

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)'র সর্বশেষ অভিমত হল যে, মুতআর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য স্বামীকে চাপ দেয়া যাবে না। বরং এমন অল্প বস্তু যাকে 'মুতাআ বলা যায় সেটাই যথেষ্ট। আর আমি মনে করি যে, ঐ কাপড়কে 'মুতাআ' বলা যাবে যাতে স্বলাত আদায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তার পূর্বের অভিমত হল যে, মুতাআর জন্য কোন নির্ধারিত জিনিস আছে বলে আমার জানা নাই। তবে কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দেয়াকে আমি ভাল মনে করি। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

উলামাগণ এ বিষয়ে ইখতেলাফ করেছেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কি 'মুতা' দিতে হবে, না শুধুমাত্র সহবাস করা হয়নি এরূপ নারীকেই মুতা' দিতে হবে?

প্রথম দলের অভিমত: প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই মুতআহ প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন ঃ ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾ **তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।"**[২৩২৮] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾

"হে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও– তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই।"[২৩২৯] অবশ্য তাঁদের সকলেরই মোহরানা নির্ধারিত ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সহবাসকৃতা। এটি সাঈদ বিন জুবায়র, আবুল আলিয়াহ ও হাসান আল-বাসরী প্রমুখের উক্তি। ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ)'রও অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাঁর সর্বশেষ ও সঠিক অভিমত। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয় অভিমতঃ তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা স্ত্রীই মুতআহ প্রাপ্তির একমাত্র উপযুক্ত যদিও তার মহরানা ধার্য থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন মু'মিন নারীকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে তলাক দাও, তখন তাদের জন্য তোমাদেরকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না যা তোমরা (অন্যক্ষেত্রের তালাকে) গণনা করে থাক। কাজেই কিছু সামগ্রী তাদেরকে দাও আর তাদেরকে বিদায় দাও উত্তম বিদায়ে।" শু'বাহসহ অন্যান্যরা [কাতাদাহ][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা আহযাবের এ আয়াতটি সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতটি দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

১১১৩. (স্বহীহ): বুখারী স্বীয় 'স্বহীহ' গ্রন্থে জানিয়েছেন সাহল বিন সা'দ এবং আবূ উসাইদ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমায়মাহ বিনতে শুরাহীলকে বিয়ে করেছিলেন, যখন তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আনা হল তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন, কিন্তু সে তা পছন্দ করল না। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আবূ উসাইদকে নির্দেশ দিলেন দু প্রস্ত পোষাকসহ তাকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য।[২৩৩০]

তৃতীয় অভিমত: সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা মুতআ পাবে যার সঙ্গে তার স্বামীর সহবাস হয়নি এবং তার মহরও নির্ধারিত হয়নি। আর যদি মহর নির্ধারিত না থাকে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তালাক প্রদান করা হয়, তাহলে সেই মহিলা মহরে 'মিস্রাল' প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ সেই মহিলার নিকটাত্মীয়াদের

২৩২৮. সূরাহ বাকারা, ২:২৪১।

২৩২৯. সূরাহ আহযাব, ৩৩:২৮।

২৩৩০. বুখারী ৫২৫৬।

বিবাহে যে মহর নির্ধারিত হয়েছে সেই পরিমাণ পাবে। অন্যদিকে মহর নির্ধারিত হয়নি এমন স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে তাকে অর্ধেক মহর দিতে হবে। কিন্তু মহর-নির্ধারিত-স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে তাকে পূর্ণ মহর দিতে হবে। আর এটাই তখন 'মুতআর' বিনিময় হিসাবে পরিগণিত হবে। হ্যাঁ, তবে সেই বিপদগ্রস্তা মহিলার জন্য মুতআ দিতে হবে যার সঙ্গে সহবাস হয়নি এবং মহরও নির্ধারিত করা হয়নি, এমতাবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে। কুরআনের ভাষ্যও এটা। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মুজাহিদের অভিমত এরূপ।

তবে আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন ঃ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে এবং মহর ধার্য করা হয়নি, তাদেরকে অবশ্যই সেটা দিতে হবে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত সূরা আহযাবের আয়াতটির ভাবার্থও ছিল এটা।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ ﴿عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ﴾ **"অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অবস্থাহীন ব্যক্তি তার সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, পুণ্যবানদের উপর এটা দায়িত্ব।"** অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾ **তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।"** অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, এটি আলিমগণের দলীল যারা প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে কিছু না কিছু দেয়া উত্তম বলে উক্তি করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন, ∘(কাস্রীর বিন শিহাব আল-কাযবীনী)(মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন সাবিক)(আমর বিন আবূ কায়স)(আবূ ইসহাক)(আশ শা'বী (রহিমাহুল্লাহ))∘ (আবূ কায়স) বলেন, শা'বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে 'মুতআ' না দিলে কি আল্লাহর নিকট দায়ী থাকতে হবে? তদুত্তরে তিনি এ আয়াত পড়েন ﴿عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ﴾ **"অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অবস্থাহীন ব্যক্তি তার সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে"** অতঃপর বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি কাউকেও এ অপরাধে শাস্তি প্রদান করতে দেখিনি। আল্লাহর কসম, এটা যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হত, তাহলে বিচারকগণ এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিগণকে বন্দী করে অবশ্যই শাস্তি দিতেন !

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۭ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۭ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ তাদের মহর ধার্য করা হয়, সে অবস্থায় ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক, কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয় কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে সে মাফ করে দেয়, বস্তুতঃ ক্ষমা করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং তোমরা পারস্পরিক সহায়তা হতে বিমুখ হয়ো না, যা কিছু তোমরা করছ আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্যক দ্রষ্টা।

দাম্পত্য জীবন যাপনের পূর্বে তালাক দেয়া হলে স্ত্রী অর্ধেক মাহর পাবে

এ মহান আয়াত মুতাহর ধারাবাহিকতা নয় যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। (অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন যাপনের পূর্বে তলাক।) এ আয়াত (২ ঃ ২৩৭) স্বামীকে নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক ছাড় দিয়েছে যদি সে তার স্ত্রীকে দাম্পত্য জীবন যাপনের পূর্বে তালাক দেয়। এ আয়াত যদি অন্য কোন প্রকার উপঢৌকন নিয়ে আলোচনা করত তাহলে তা সেভাবে উল্লেখিত হত, বিশেষত যখন তা এ বিষয় সম্পর্কিত পূর্বের

আয়াতের পরে এসেছে। আল্লাহ ভাল জানেন। বিদ্বানগণের মতে এক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধনের টাকা অর্ধেক প্রদান করাই সমঝোতাকমূলক রীতি। কিন্তু তিন জন আলিম বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থানের পর সহবাস প্রমাণিত না হলেও পূর্ণ মহর দিতে হবে। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর পূর্বের মতও ছিল এরূপ। খুলাফায়ে রাশিদাও এরূপ নির্দেশ দিতেন।

কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, [মুসলিম বিন খালিদ][ইবনু জুরায়জ][লায়স্র বিন আবী সুলায়ম][তাউস][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করা স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান করেছে, কিন্তু তার সাথে সহবাস করেনি, এমতাবস্থায় তাকে তালাক দিলে সে কেবল অর্ধ মহর পাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ **"যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, আর তাদের মহর ধার্য করা হয়, সে অবস্থায় ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক"** ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের অভিমত স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেনঃ এ রিওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী লায়স্র বিন আবী সালিমের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এ রিওয়ায়াতটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ইবনু আবী তালহার সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ﴾ **"কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয়"** অর্থাৎ, স্ত্রীর মাহরের স্বত্ব ত্যাগ করে এবং স্বামীকে আরো আর্থিক দায় থেকে মুক্তি দেয়। সুদ্দী বলেছেন, আবূ সালিহ উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ﴿اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ﴾ **"কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয়"** এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, "স্ত্রী যদি তার স্বত্ব ত্যাগ না করে।"[২৩৩১] উপরন্তু, ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন আবূ হাতিম বলেছেন, এটা জানানো হয়েছে যে, শুরায়হ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, শা'বী, হাসান, নাফী', কাতাদাহ, জাবির বিন যায়দ, আতা' আল-খুরাসানী, দহ্হাক, যুহরী, মুকাতিল বিন হায়্যান, ইবনু সীরীন, রাবী' বিন আনাস এবং সুদ্দী একই রকম কথা বলেছেন।[২৩৩২] তবে মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, ﴿اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ﴾ **"কিন্তু যদি স্ত্রীরা দাবী মাফ করে দেয়"** এর অর্থ হল, স্ত্রীকে স্বামীর মাফ করে দেয়া। অর্থাৎ পুরুষ তার অর্ধেক অংশসহ পূর্ণ মহরই যদি দিয়ে দেয় তবে তার এ অধিকার রয়েছে। অবশ্য এ উক্তিটি অত্যন্ত বিরল উক্তি।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ **"কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন আছে সে মাফ করে দেয়"**

১১১৪. (দঈফ): ইবনু আবু হাতিম বলেন, [ইবনু লাহীআহ][আমর বিন শুআয়াব][তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ)][তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ বিবাহের বন্ধনের অভিভাবক হচ্ছে স্বামী।[২৩৩৩]

ইবনু মারদুবিয়াহও এ হাদীস্রটি আবদুল্লাহ বিন লাহিআর হাদীস্র থেকে এরূপ হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু জারীর [ইবনু লাহীআহ][আমর বিন শুআয়ব] থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা

২৩৩১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮৩৯।

২৩৩২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮৪০।

২৩৩৩. ইবনু আবী হাতিম ২৩৯৯, দারাকুতনী ৩/২৭৯, ইবনু লাহীআহ থেকে কুতায়বাহ এটি বর্ণনা করেছেন। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী (৭/২৫১) সেখানে তিনি বলেন, এটি মাহফূয নয়। তাছাড়া ইবনু লাহীআহ হাদীস্রের ক্ষেত্রে কারো অমুখাপেক্ষী নয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীক:** দঈফ।

করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে 'তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন' কথাটি উল্লেখ করেননি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ...ইউনুস বিন হাবীব...আবূ দাউদ...জারীর বিন হাযিম...ঈসা বিন আসিম...শুরায়হ...আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)... (ইবনু আসিম) বলেন ঃ শুরায়হকে আমি বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ আমি আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী কি স্ত্রীর অভিভাবকগণ? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- 'না, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হল স্বামী।'

অতঃপর তিনি বলেন, একাধিক রিওয়ায়াতে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), জুবায়র বিন মুতঈম ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হতে এবং শুরায়হ এর এক অভিমতেও এটি বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ বিন জুবায়র, মুজাহিদ, শা'বী ইকরিমা, নাফি', মুহাম্মাদ বিন সীরীন, দহ্হাক, মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, জাবির বিন যায়দ, আবূ মিজলায, রাবী' বিন আনাস, ইয়াস বিন মুআবিয়া, মাকহুল ও মুকাতিল ইবনু হায়্যান বলেন ঃ বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হল স্বামী।

আমি (ইবনু কাসীর) **বলছি**- ইমাম শাফেঈর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটি নতুন অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও তাঁর সাথীগণ, সাওরী, ইবনু শিবরিমাহ ও আওযাঈর মাযহাবও এটি আর এ মতটি ইবনু জারীরও পছন্দ করেছেন। এ হাদীস জানাচ্ছে যে, স্বামী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে নিজের হাতে বিবাহের বন্ধন ধরে রাখে, কেননা তার উপরই নির্ভর করছে সে বিবাহ অক্ষুণ্ন রাখবে না তা শেষ করে দিবে। অন্য পক্ষে স্ত্রীর ওয়ালি স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার ন্যায্য অধিকার ত্যাগ করতে পারেনা, বিশেষভাবে মাহর।

দ্বিতীয় অভিমত: ইবনু আবী হাতিম বলেন, ...আমার পিতা (আবূ হাতিম)...ইবনু আবী মারইয়াম...মুহাম্মাদ বিন মুসলিম...আমর বিন দীনার...ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)... আয়াতে বর্ণিত বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন ঃ এটার অধিকারী হল স্ত্রীর ভাই, বাপ এবং সে সকল ব্যক্তি যাদের অনুমতি ব্যতীত হয় না। আলকামাহ, হাসান, আতা', তাউস, যুহরী, রাবীআহ, যায়দ বিন আসলাম, ইব্রাহীম আন নাখঈ ও ইকরিমা এবং মুহাম্মদের দু'টি উক্তির একটি হল যে, স্ত্রীর অভিভাবকগণই সেটার অধিকারী। ইমাম মালিকের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) পূর্ব অভিমতও ছিল এটা। কেননা, মূলত যে অধিকারে সে এখন অধিকারী তার অবিভাবকরাই তাকে এ অধিকার প্রদান করেছে। তাই এই ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। অবশ্য তার অন্যান্য ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন অধিকার নাই।

ইবনু জারীর বলেন, ...সাঈদ ইবনুর রাবী' আর রাযী...সুফইয়ান...আমর বিন দীনার...ইকরিমাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)... বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদেরকে মাফ করার অধিকার দিয়েছেন। তাই যে কোন স্ত্রীর জন্যই মাফ করা জায়েয রয়েছে। তবে স্ত্রী যদি কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার জন্য মাফ করতে সংকোচ বোধ করে তাহলে তার অভিভাবকগণও মাফ করে দিতে পারেন। এ বিষয়ে তাদেরও মাফ করার বৈধ অধিকার রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, অভিভাবকগণ তখনই অধিকার প্রয়োগ করবে যখন সে এ বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করবে। শুরায়হ হতেও এটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শা'বী এটা অস্বীকার করেছেন। তিনি এটা হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন ঃ এটার অধিকারী হল স্বামী। এমনকি তিনি শেষে এ কথার উপর মুবাহালা করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ﴾ **"বস্তুতঃ ক্ষমা করাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী"** ইবনু জারীর বলেছেন ঃ "কতক বিদ্বান বলেছেন যে, এ কথা পুরুষ আর স্ত্রীলোক উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে।" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, যে ক্ষমা করে সে তাকওয়ার নিকটবর্তী। শা'বী এবং আরো অনেক বিদ্বান একই কথা বলেছেন। মুজাহিদ, নাখঈ, দহ্হাক, মুকাতিল বিন হায়্যান, রাবী' বিন আনাস

এবং স্নাওরী বলেছেন যে, 'উদারতা যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এর অর্থ স্ত্রীলোকটি অর্ধেক মাহর ত্যাগ করবে কিংবা লোকটি পূর্ণ মাহর প্রদান করবে।[২৩৩৪] এ জন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন, ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ **"এবং তোমরা পারস্পরিক সহায়তা হতে বিমুখ হয়ো না"** অর্থাৎ, দয়া (বা বদান্যতা) যা সাঈদ বলেছেন।[২৩৩৫] দহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ ওয়াইল আল মা'রূফ প্রমুখ বলেন ঃ অর্থাৎ একে অপরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করো না, বরং কর্মসংস্থান করে দাও।

১১১৫. (দঈফ জিদ্দান): আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম⌘মূসা বিন ইসহাক⌘উকবাহ বিন মুকরাম⌘য়ূনুস বিন বুকায়র⌘উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল-ওয়াস্সাফী⌘আবদুল্লাহ বিন উবায়দ⌘আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"لَيأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوض، يَعَضّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَيَنْسَى الْفَضْلَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} شِرَارٌ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضطَرٍّ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضطَرِّ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ، وَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحْزُنه وَلَا يَحْرِمُهُ"

মানুষের উপর এমন একটি বেদনাময় যুগ আসবে যে, মু'মিনগণও তার হাতের জিনিস দাঁত দিয়ে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মানুষের কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করবে ও উপকার ভুলে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ **"তোমরা পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না।"** অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "সেই সকল লোক নিকৃষ্টতম যারা অপরের অভাব ও অসহায়তার সুযোগে তাদের জিনিস-পত্র সস্তা মূল্যে কিনে নেয়।" রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ হঠকারিতা অর্থাৎ অভাবের সময় অভাবীদের নিকট হতে সস্তা মূল্যে ক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করে বলেন- তোমার নিকট কোন ভালো পয়গাম থাকলে তা অন্য ভাইকে পৌঁছাও। তবে অন্যের ধ্বংস তাণ্ডবের অবাঞ্ছিত কাজে অংশ নিও না। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই সমতুল্য। তাই তাকে কষ্ট দিবে না এবং মঙ্গল হতেও তাকে বঞ্চিত করবে না।[২৩৩৬]

আবূ হারুন হতে সুফইয়ান বলেন ঃ আমি আওন বিন আবদুল্লাহকে আল-কুরাযীর মাজলিসে দেখেছি। তিনি আমাদেরকে হাদীস্র বলতেন এবং তাঁর চোখের পানিতে শশ্রু সিক্ত হয়ে যেত। আর তিনি বলতেন- আমি যখন ধনীদের সংগে থাকি তখন মনে বড় দুশ্চিন্তা অনুভব করি। কেননা, তখন যে দিকেই তাকাই সেই দিকের সবাইকে আমার চেয়ে উত্তম পোশাক, দামী সুগন্ধি ও চমৎকার আরোহীতে দেখতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসে বসলে মনে বড় আনন্দ পাই। অতঃপর তিনি ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ **"তোমরা পরস্পরের অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না"** এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ ভিক্ষুক আসলে তাকে কিছু না দিতে পারলে অন্তত তার মঙ্গলের জন্য দুআ' কর। ইবনু আবূ হাতিম এটা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ **"যা কিছু তোমরা করছ আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্যক দ্রষ্টা।"** অর্থাৎ, তোমাদের কোন বিষয়ই তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াতে পারবেনা এবং তিনি প্রত্যেককে তার 'আমল অনুসারে পুরস্কার দিবেন।

২৩৩৪. তাবারী ৫/১৬৫, ১৬৬।

২৩৩৫. তাবারী ৫/১৬৬।

২৩৩৬. সানাদটি দু'টি কারণে দুর্বল। ১. উবায়দুল্লাহ আল-ওয়াসাফী, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত, এমনকি অনেকে তাকে বর্জন করেছে। ২. আবদুল্লাহ বিন উবায়দ ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ দঈফাহ (২০৭৬)। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২৩৮. তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৯. যদি তোমরা ভয় কর, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই স্বলাত আদায় করবে। যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, স্বলাত সঠিকভাবে সময় মত সমাধা করতে হবে।

১১১৬. (স্বহীহ): স্বহীহাঈনে আছে যে, ইবনু মাসঊদ বলেছেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

"আমি নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন ঃ নির্দিষ্ট সময়ে স্বলাত সম্পন্ন করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অতঃপর প্রিয় কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর প্রিয় কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন পিতামাতার প্রতি সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। তখন 'আবদুল্লাহ বললেন, "নাবী (ﷺ) আমাকে এ কথাগুলো বলেছিলেন। আমি যদি তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আরো বলতেন।"[২৩৩৭]

১১১৭. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ বলেন, ◇[য়ূনুস]X[লায়স]X[আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্ব বিন আস্বিম (দুর্বল)]X[কাসিম বিন গান্নাম]X[তার দাদী (ইসমু মুবহাম বা অজ্ঞাত নামা রাবী)]X[তার দাদী উম্মু ফারওয়াহ (রাঃ)]◇ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে আমলের বর্ণনা সম্বন্ধে শুনেছি যে, তিনি বলেন, "إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تعجيلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا." আল্লাহ তাআলার নিকট আমলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হল আউয়াল ওয়াক্তে স্বলাত পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করা।[২৩৩৮] আবূ দাঊদ এবং তিরমিযীও অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।[২৩৩৯] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমারী নামক ব্যক্তি আমাদের নিকট অপরিচিত। উপরন্তু হাদীস্ববেত্তাগণের নিকট তার কোন রিওয়ায়াত নির্ভরযোগ্যও নয়।

মধ্যের স্বলাত

উপরন্তু, আল্লাহ বিশেষভাবে মধ্যের স্বলাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে মধ্যবর্তী স্বলাত কোন্‌টি? এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ মতভেদ করেছেন। আলী (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মুআত্তার এক বর্ণনা সূত্রে কেউ কেউ বলেছেন যে, সেটি হল ফজরের স্বালাত। হুশায়ম, ইবনু উলায়্যাহ, গুনদার, ইবনু আবী আদী, আবদুল ওয়াহহাব, শারীক প্রমুখ বলেন, আবূ রাজা' আল-আতারিদী থেকে আওফ আল-আ'রাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস

২৩৩৭. বুখারী ৫২৭, ৫৯৭০, মুসলিম ৮৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৩৮. আহমাদ ২৬৫৬৪, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, মাতানটি স্বহীহ লি গায়রিহি কিন্তু সানাদটি দুর্বল। সানাদে আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্ব বিন আস্বিম দুর্বল ও কাসিম সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করে থাকেন। এমনকি সানাদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবীও রয়েছে। **তাহকীকঃ** স্বহীহ লি গায়রিহি।

২৩৩৯. আবূ দাঊদ ৪২৬, তিরমিযী ১৭০।

(রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিছনে ফজরের স্বালাত আদায় করেছিলাম; সেই স্বালাতে তিনি হাত উঠিয়ে কুনুতও পড়েছিলেন। অতঃপর বলেছিলেন, এটি সেই মধ্যবর্তী স্বলাত, যাতে আমাদেরকে কুনুত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২৩৪০]

ইবনু জারীর বলেন, ⟨ইবনু বাশশার⟩⟨আবদুল ওয়াহহাব⟩⟨আওফ⟩⟨ইবনু আবিল মিনহাল⟩⟨আবুল আলিয়াহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ **একদা বসরার মসজিদে ফজরের স্বলাত আদায় করার সময় রুকুর পূর্বে কুনুত পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এটিই হল মধ্যবর্তী স্বলাত, যার কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন।** অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন: ﴿حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ **তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।**

ইবনু জারীর আরও বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন ঈসা আদ দামাগানী⟩⟨ইবনুল মুবারাক⟩⟨রাবী' বিন আনাস⟩⟨আবুল আলিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)⟩ **বলেন, একদা আমি বসরায় আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিছনে ফজরের স্বলাত আদায় করি। তখন আমি আমার পাশের এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, মধ্যবর্তী সালাত কোনটি? তিনি বললেন, এই স্বলাতটি।**[২৩৪১]

অন্য একটি সূত্রে আবুল আলিয়াহ হতে রাবী' বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়াহ বহু সাহাবীদের সাথে ফজরে স্বলাত আদায় করেছেন। স্বলাত শেষে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, মধ্যবর্তী স্বলাত কোন্‌টি? তদুত্তরে তারা বলেছেন, যে স্বলাত আপনি কিছু পূর্বে আদায় করেছেন সেটিই।

ইবনু জারীর আরও বলেন, ⟨ইবনু বাশশার⟩⟨ইবনু আস্রমাহ⟩⟨সাঈদ বিন বাশীর⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন, মধ্যবর্তী স্বলাত হল ফজরের স্বলাত।[২৩৪২] ইবনু আবী হাতিম ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবুল আলিয়াহ, উবায়দ বিন উমায়র, আতা, মুজাহিদ, জাবির বিন যায়দ, ইকরিমাহ, রাবী' বিন আনাস থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদি থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-ও নিজের পক্ষে দলীল হিসাবে ﴿وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ **"আল্লাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"** এ আয়াত পেশ করেছেন। আর তার নিকট কুনুত হল ফজরের স্বলাতের দুআ'। দিময়াতী উমার, মুআয, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার, [রিদ্বওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর বিপরীত আয়িশাহ, আবূ মূসা, জাবির, আনাস, [রিদ্বওয়ানুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] ও আবুশ শা'স্রা', তাউস, আতা', ইকরিমাহ এবং মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন এই মধ্যবর্তী স্বলাত হল মাগরিবের স্বলাত। তাদের যুক্তি হল যে, এর পরে রাত্রে শব্দ করে পড়ার দু'টি ওয়াক্ত রয়েছে এবং এর পূর্বেও আছে নিঃশব্দে পড়ার দু' ওয়াক্ত স্বলাত।

আবার কেউ বলেছেন, সেটি হচ্ছে- যুহরের স্বলাত।

১১১৮. আবূ দাঊদ আত তায়ালিসী তার মুসনাদ বলেন, ⟨ইবনু আবী যি'ব⟩⟨যিবরিকান বিন আমর⟩⟨যুহরাহ বিন মা'বাদ⟩ বলেছেন,

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ

২৩৪০. তাবারী ৫৪৮১।
২৩৪১. তাবারী ৫৪৮৩।
২৩৪২. তাবারী ৫৪৮৬।

আমরা অনেকে যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট বসা ছিলাম (অর্থাৎ উক্ত মজলিসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল)। তখন উসামার নিকট লোক পাঠিয়ে মধ্যবর্তী স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেটি হচ্ছে– যুহরের স্বালাত। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সময়ের প্রথমভাগে আদায় করতেন।[২৩৪৩]

১১১৯. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ﴾মুহাম্মাদ বিন জা'ফার﴿শু'বাহ﴿আমর বিন আবূ হাকীম﴿যিবরিকান﴿উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র﴿যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)﴿ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুহরের স্বালাত সব সময়ই সময়ের প্রথম ভাগে আদায় করতেন। আর সাহাবীদের নিকট এর চেয়ে ভারী কোন স্বলাত ছিল না। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হয় ﴿حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"**। তিনি আরো বলেন যে, এর পূর্বেও দুটি স্বলাত রয়েছে এবং পরেও দু'টি স্বালাত রয়েছে।[২৩৪৪] শু'বার সানাদে আবূ দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার সুনানেও এটি বর্ণনা করেছেন।

১১২০. ইমাম আহমাদ অনুরূপভাবে বলেন, ﴾ইয়াযীদ﴿ইবনু আবী যি'ব﴿যিবরিকান﴿ বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ مَرَّ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ غُلَامَيْنِ لَهُمْ؛ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ الْعَصْرُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ. ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ، فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ، وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ"

কুরায়শদের একটি মাহফিলের নিকট দিয়ে যায়দ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাচ্ছিলেন। তারা তাকে যেতে দেখে তার নিকট দু'জন লোক পাঠিয়ে মধ্যবর্তী স্বালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল তিনি বলেন, সেটি হচ্ছে আস্বরের স্বালাত। পুনরায় দু'টি লোক তার নিকট এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেটি হচ্ছে যুহরের স্বালাত। অতঃপর সেই লোক দু'টি উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সেটি যুহরের স্বালাত। তিনি আরও বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেলা সামান্য হিললেই যুহরের স্বলাত আদায় করে নিতেন। তাই তার পিছনে একটি বা দু'টি সারি হত। কেননা লোকজন তখন বিশ্রাম নিত এবং ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত। তদুপলক্ষে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ ﴿حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"** অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- হয় লোকজন এই অভ্যাস ত্যাগ করবে, অন্যথায় ইচ্ছা হয় তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিই।[২৩৪৫] এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী যিবরিকানের

২৩৪৩. ফাতহুল বারী ৮/১৯৬, মুসনাদ আবী দাউদ আত তায়ালিসী ৬২৮, ইবনু আবী হাতিম ২৩৭৩, আস্বরের স্বালাত-ই মধ্যবর্তী স্বলাত হিসেবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে একাধিক স্বহীহ হাদীস্ব দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যুহরের স্বলাত মধ্যবর্তী স্বলাত হিসেবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে স্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া প্রশিদ্ধ উক্তি হচ্ছে আস্বরের স্বলাতই মধ্যবর্তী স্বলাত। আস্বরের স্বলাতকে মধ্যবর্তী স্বলাত বলা সম্পর্কে স্বহীহ হাদীস্ব জানতে দেখুন– বুখারী ২৯৩১, মুসলিম ৬২৭, ৬২৮, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৩৩৮, আহমাদ ৬১৮।

২৩৪৪. আবূ দাউদ (পর্ব: স্বলাত, অধ্যায়: আস্বরের সালাতের সময় সম্পর্কে) হা/৪১১, আহমাদ ২১০৮০। শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৪৫. আহমাদ ২১২৮৫। ইমাম আহমাদ উক্ত হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, তার সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ তবে যিবরিকান উসামাহ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। আর এই ইনকেতার জন্য সানাদটি দুর্বল। শায়খ শুআয়ব আল-আরনাউতও সানাদটিকে দুর্বল বলেছেন।

পরিচয় হচ্ছে– তিনি আমর বিন উমাইয়া অদ দামারীর পুত্র। অথচ তাকে সাহাবাদের কেউই চিনেন না। তবে এটার পূর্ববর্তী উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ও যুহরা বিন মা'বাদের রিওয়ায়াত দু'টি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

শু'বাহ ও হাম্মাম কোতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ইবনু উমার যায়দ বিন স্বাবিত (রাঃ) বলেন ঃ মধ্যবর্তী স্বলাত হল যুহরের স্বলাত। আবূ দাঊদ আত তায়ালিসী প্রমুখ বলেন, শু'বাহ উমার বিন সুলায়মান উমার ইবনুল খাত্ত্বাবের বংশধর (উমার বিন সুলায়মান বিন আস্বিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব) আবদুর রহমান বিন আবান বিন উস্বমান তার পিতা (আবান বিন উস্বমান) যায়দ ইবনু স্বাবিত (রাঃ) বলেন ঃ যুহর হল মধ্যবর্তী স্বালাত।[২৩৪৬]

১১২১. (মাওকূফ স্বহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেন, যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বিন আবী যাইদাহ আবদুস্ব স্বামাদ শু'বাহ উমার বিন সুলায়মান যায়দ বিন স্বাবিত (রাঃ) একটি মারফূ' হাদীসে বলেন, মধ্যবর্তী স্বলাত হল যুহরের স্বালাত।[২৩৪৭]

যারা বলেছেন যে, মধ্যবর্তী স্বলাত হচ্ছে যুহরের স্বলাত তারা হলেন– ইবনু উমার (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ) ও আয়িশাহ (রাঃ)। উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র ও আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ ইবনুল হাদিও এ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবূ হানীফা (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মধ্যবর্তী স্বলাত হচ্ছে আস্বরের স্বলাত। যেমনটি ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বাগাবী বলেছেন যে, এটি সাহাবীগণের মধ্যেকার অধিকাংশ বিদ্বানের মত। কাদী মাওয়ারদী আরো বলেছেন যে, অধিকাংশ তাবিয়ীন বিদ্বান এ মত পোষণ করতেন। হাফিয আবূ উমার বিন আবদুল বার্র বলেছেন যে, এটি অধিকাংশ আহলে আস্বারেরও মত (অর্থাৎ হাদীস্ব এবং সালাফদের কথা)। উপরন্তু আবূ মুহাম্মাদ বিন আতিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেছেন যে, অধিকাংশ মানুষের মতে তা আস্বরের স্বলাত। হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন খালাফ দুমইয়াতী তার মধ্যের স্বলাত সম্পর্কিত কিতাবে বলেছেন যে, তা আস্বরের স্বলাত, এবং উল্লেখ করেছেন যে, এটিই উমার, আলী, ইবনু মাসউদ, আবূ আয়্যূব, আবদুল্লাহ বিন আমর, সামুরাহ বিন জুনদুব, আবূ হুরাইরাহ, আবূ সাঈদ, হাফসাহ, উম্মু হাবীবাহ, উম্মু সালামাহ, ইবনু আব্বাস, এবং আয়িশাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহুম]-এর তাফসীর। এটি উবায়দাহ, ইবরাহীম নাখঈ, যির বিন হুবায়শ, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু সীরীন, হাসান, কাতাদাহ, দহ্হাক, কালবী, মুকাতিল, উবাইদ বিন আবূ মারইয়াম এবং অন্যান্যদের তাফসীর। আর এটি হল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অভিমত। কাদী আল-মাওয়ারদী বলেন, এটি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)'রও অভিমত। ইবনুল মুনযির বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফাহ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ যা বর্ণনা করেছেন সেটি স্বহীহ (বিশুদ্ধ)। আর ইবনু হাবীব আল-মালিকী সেটি পছন্দ করেছেন।

আস্বরের স্বলাত যে মধ্যের স্বলাত তার প্রমাণ

১১২২. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেছেন, আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ মুসলিম শুতায়র বিন শাকাল আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আহযাব যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا

২৩৪৬. তাবারী ৫৪৫২, শায়খ আহমাদ শাকির সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন।

২৩৪৭. তাবারী ৫৪৫৩, শায়খ আহমাদ শাকির তার তা'লীক এর মাঝে বলেন, সানাদটি স্বহীহ তবে মারফূ' সূত্রে ইল্লাত রয়েছে। সানাদে আবদুস সামাদ বিন নু'মান এর মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, তিনি সন্দেহ করে সানাদটিকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবূ দাউদ আত তয়ালিসী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে একশটি সূত্র প্রমাণিত। সুতরাং শু'বাহ মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই স্বহীহ। দেখুন তাবারী (৫৪৫২), একাধিক জন এটি শু'বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউ সেটি মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেননি। **তাহকীকঃ** মাওকূফ স্বহীহ।

কাফেরগণ আমাদেরকে মধ্যের স্বলাত আস্বরের স্বলাত-আদায় করা হতে ব্যস্ত রেখেছিল, আল্লাহ তাদের অন্তর এবং ঘরগুলোকে আগুন দ্বারা ভর্তি করে দিন। অতঃপর তিনি মাগরিব ও ঈশার মাঝে আস্বর স্বলাত আদায় করেন।[২৩৪৮] মুসলিম এবং নাসায়ী এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম মুসলিম আবূ মুআবিয়াহ মুহাম্মাদ বিন হাযিম আদ দরীর এর হাদীস্ব থেকে এবং ইমাম নাসাঈ ঈসা বিন যূনুস থেকে বর্ণনা করেছেন তারা উভয়ে ⟨আ'মাশ⟩⟨মুসলিম বিন সুবায়হ আবুদ দুহা⟩⟨শুতায়র বিন শাকাল বিন হুমায়দ⟩⟨আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)⟩ নাবী (সাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ⟨শু'বাহ⟩⟨হাকাম বিন উতায়বাহ⟩⟨ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার⟩⟨আলী (রাঃ)⟩ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু শাইখদ্বয় (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম), আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং সুনানের কতক সংকলক বর্ণনাকারীগণ হতে আলী পর্যন্ত বিভিন্ন সনদে এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৩৪৯]

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ হাসান আল-বাস্বরী থেকে আলী (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি (হাসান) আলী (রাঃ) থেকে শ্রবণ করেছেন কিনা তা জানা যায় না।

১১২৩. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আহমাদ বিন সিনান⟩⟨আবদুর রহমান বিন মাহদী⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨আস্বিম⟩⟨যির বিন হুবায়শ⟩⟨উবায়দাহ⟩⟨আলী (রাঃ)⟩ (যির) বলেন, আমি উবায়দাহকে বললাম আপনি আলী (রাঃ)-কে মধ্যবর্তী স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। ফলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এর ভাবার্থে ফজর অথবা আস্বরকে বুঝতাম। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে শুনতে পাই যে, তিনি বলেন,

"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ -أَوْ بُيُوتَهُمْ- نَارًا"

তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী স্বালাত-আস্বর থেকে বিরত রেখেছে। হে আল্লাহ ! তাদের সমাধি, উদর ও ঘরসমূহ তুমি আগুন দ্বারা পূর্ণ করে দাও।[২৩৫০] ইবনু জারীর ⟨বুনদার⟩⟨ইবনু মাহদী⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীস্ব- যখন মুশরিকগণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণকে আস্বর স্বলাত আদায় করা হতে বাধা দিয়েছিল- কতক অন্যান্য সাহাবা হতেও বর্ণিত হয়েছে। আমরা কেবল ঐ বর্ণনাগুলোই উল্লেখ করেছি যাতে বলা হয়েছে যে, আস্বরের স্বলাতই মধ্যের স্বলাত। উপরন্তু মুসলিম এ হাদীস্বের জন্য ইবনু মাসঊদ এবং বারা' বিন আযিব হতে একই রকম শব্দাবলীর কথা জানিয়েছেন।[২৩৫১]

১১২৪. (স্বহীহ): উপরন্তু, ইমাম আহমাদ বলেছেন, ⟨আফফান⟩⟨হাম্মাম⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨হাসান⟩⟨সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)⟩ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ صَلَاةُ الْوُسْطَى، صَلَاةُ الْعَصْرِ মধ্যের স্বলাত হচ্ছে আস্বরের স্বলাত।[২৩৫২]

২৩৪৮. মুসলিম ৬২৭,আহমাদ ৬১৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা, ১১০৪৫। তারা মুসলিম বিন সুবায়হ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ২৯৩১, মুসলিম ৬২৭, আবূ দাঊদ ৪০৯, তারা মুহাম্মাদ বিন সীরীন এর সূত্রে উবায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৪৯. ফাতহুল বারী ৬/১২৪।

২৩৫০. তাবারী ৫৪২৬, তাফসীর আল-বাগাবী ২৭৭, সুফইয়ানের সূত্রে, আত তয়ালিসী ১৬৪, আহমাদ ১২৯০, তাবারী ৫৪২৬, আস্বিম বিন আবুন নাজূদ থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি আস্বিম এর কারণে হাসান। কিন্তু এর শাহিদ রয়েছে। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২৩৫১. মুসলিম ১/৪৩৭, ৪৩৮।

২৩৫২. আহমাদ ১৯৭৪২, সানাদে হাসান মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। জামহূর উলামা বলেন, তিনি সামুরাহ থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেননি তবে তিনি উকবাহ থেকে হাদীস্ব শুনেছেন। কিন্তু হাদীস্বটির একাধিক শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে এ মর্মে জানতে দেখুন আবূ দাঊদ (৪০৯), তিরমিযী (১৮১, ২৯৮৫), স্বহীহ ইবনু হিব্বান (১৭৪৬)। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১২৫. (স্বহীহ): বাহয ও আফফান বলেছেন, ◊(আবান)(কাতাদাহ)(হাসান)(সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ))◊ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উল্লেখ করেছেন ঃ ﴿حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** এবং তিনি আমাদের নিকট এর নাম বলে দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে আস্বরের স্বলাত।[২৩৫৩]

১১২৬. (স্বহীহ): ◊(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও রাওহ)(সাঈদ)(কাতাদাহ)(হাসান)(সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ))◊ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ هِيَ الْعَصْرُ তা হচ্ছে আস্বরের স্বলাত। ইবনু জা'ফার উল্লেখ করেছেন যে, নাবী (ﷺ)-কে তখন মধ্যের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল।[২৩৫৪] তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান স্বহীহ বলেছেন।"

১১২৭. (হাসান): **অপর হাদীস**: ইবনু জারীর বলেন, ◊(আহমাদ বিন মুনী')(আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা')(আত তায়মী)(আবূ স্বালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ" মধ্যবর্তী স্বলাত হল আস্বরের স্বলাত।[২৩৫৫]

১১২৮. (দঈফ): **অপর হাদীস**: ইবুন জারীর বলেন, ◊(ইবনুল মুসান্না)(সুলায়মান বিন আহমাদ আল-জুরাশী আল-ওয়াসিতী (দঈফ))(আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম)(স্বাদাকাহ বিন খালিদ)(ইবনু দাহকান)(খালিদ বিন সাবালান)(কুহায়ল বিন হারমালাহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◊ (কুহায়ল) বলেন ঃ

سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: اخْتَلَفْنَا فِيهَا كَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ: أَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ: فَقَامَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে মধ্যবর্তী স্বলাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের মধ্যে যেভাবে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে, এমনিভাবে আমদের মধ্যেও একবার ইখতিলাফ হয়েছিল। "কিন্তু সেই সময়টায় আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাড়ির খুব নিকটবর্তী ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ আবূ হাশিম বিন উতবাহ বিন রাবীআহ বিন আবদু শামস নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য এই বিষয়ের ফয়সালা জেনে আসি। এটি বলে তিনি উঠেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি চান এবং অনুমতি পূর্বক ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর বের হয়ে বললেন, তিনি বলেছেন যে, সেটি হল আস্বরের স্বলাত।[২৩৫৬] অবশ্য এ বর্ণনার সূত্রটি 'গরীব' পর্যায়ের।

১১২৯. অপর হাদীস: ইবনু জারীর বলেন, ◊(আহমাদ বিন ইসহাক)(আবূ আহমাদ)(আবদুস সালাম)(সালিম (আবূ বাসীর এর আযাদকৃত দাস))(ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আদ দিমাশকী (রহঃ))◊ বলেন, একদা আমি আবদুল আযীয বিন মারওয়ানের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন এ নিয়ে আলোচনা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, আপনি মধ্যবর্তী স্বলাত সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

২৩৫৩. আহমাদ ১৯৫৮৭। সানাদটি পূর্বানুরূপ। তবে মাতানটি স্বহীহ।

২৩৫৪. আহমাদ ১৯৫৭৮, তিরমিযী ২৯৮৩, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান স্বহীহ বলেছেন। আমি বলব: সানাদে হাসান মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসটির একাধিক শাহিদ হাদীস রয়েছে। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৫৫. তাবারী ৫৪৩৫, আবদুল ওয়াহহাবের কারণে সানাদটি শক্তিশালি নয়। কিন্তু মাতানটি শাহিদের ভিত্তিতে হাসান।

২৩৫৬. তাবারী ৫৪৩৯, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাদীস থেকে। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে সুলায়মান বিন আহমাদ আল-ওয়াসিতী সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ শাকের উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। **তাহক্বীক**: দঈফ।

কাছে কী শুনেছেন? এটা শুনে সেই মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলেন, আমার বাল্যাবস্থায় আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পাঠান। আমি তাঁকে মধ্যবর্তী স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমার কনিষ্ঠাংগুলটি ধরে বললেন, এটা হল ফজরের স্বলাত। এরপর তার পার্শ্বের আংগুলটি ধরে বলেন, এটা হল যুহরের স্বলাত। অতঃপর বৃদ্ধাংগুলটি ধরে বলেন, এটা হল মাগরিবের স্বলাত। এটার পর তার পার্শ্বের আংগুলটি ধরে বলেন, এটা হল ইশার স্বলাত। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বল, কোন্ আংগুলটি বাকি রয়েছে? আমি বললাম, মধ্যাংগুলটি বাকি রয়েছে। তারপর বলেন, আর কোন্ স্বলাত বাকি রয়েছে? আমি বললাম, আস্বরের সলাত। পরিশেষে তিনি বলেন, সেটি (মধ্যবর্তী স্বলাত) হল আস্বরের স্বলাত।'[২৩৫৭] এ বর্ণনাটিও গরীব।

১১৩০. অপর হাদীস্বঃ ইবনু জারীর বলেন, ‹মুহাম্মাদ বিন আওফ আত তায়ী›‹মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আয়্যাশ›‹আমার পিতা (ইসমাঈল বিন আয়্যাশ)›‹দমদম বিন যুরআহ›‹শুরায়হ বিন উবায়দ›‹আবূ মালিক আল-আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› বলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ" মধ্যবর্তী স্বলাত হল আস্বরের স্বলাত।[২৩৫৮] তবে এর সানাদটি ত্রুটিযুক্ত।

১১৩১. (স্বহীহ)ঃ উপরন্তু, ইমাম আবূ হাতিম বিন হিব্বান তাঁর স্বহীহ গ্রন্থে জানিয়েছেন, ‹আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন যুহায়র›‹আল-জাররাহ বিন মাখলাদ›‹আমর বিন আস্বিম›‹হাম্মাম বিন মুওয়াররিক›‹আবুল আহওয়াস›‹আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ মধ্যের স্বলাত হচ্ছে আস্বরের স্বলাত।[২৩৫৯]

১১৩২. (স্বহীহ)ঃ ইমাম তিরমিযী জানিয়েছেন, ‹মুহাম্মাদ বিন তালহাহ বিন মুস্বাররিফ›‹যুবায়দ আল-ইয়ামী›‹মুররাহ আল-হামদানী›‹ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ মধ্যের স্বলাত হচ্ছে আস্বরের স্বলাত।[২৩৬০] অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এটি হাসান, স্বহীহ।

১১৩৩. (স্বহীহ)ঃ ইমাম মুসলিম স্বীয় স্বহীহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন তালহাহ থেকে এ হাদীস্ব লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (কাফেরগণ) আমাদের মধ্যের স্বলাত, আস্বর স্বলাত আদায় করা হতে ব্যস্ত রেখেছিল।[২৩৬১]

এ সকল বচন জোরালোভাবে প্রমাণিত করছে যে, আস্বর স্বলাত হচ্ছে মাঝের স্বলাত। উপরন্তু এটিকে আরো প্রমাণিত করে একটি প্রামাণ্য হাদীস্ব যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আস্বর স্বলাতের হিফাযত করার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন–

১১৩৪. (স্বহীহ)ঃ যেমনটি ‹যুহরী›‹সালিম›‹তার পিতা (ইবনু উমার) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)› থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ যে আস্বরের স্বলাত হারালো, সে যেন তার পরিবার ও ধন সম্পদ হারালো।[২৩৬২]

২৩৫৭. হাফিয ইবনু কাস্বীর উক্ত বর্ণনাটিকে অত্যন্ত গরীব বলে উল্লেখ করেছেন। তাবারী ৫৪৪৫। ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আদ দিমাশকী থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইবরাহীম সম্পর্কে আবূ যুরআহ বলেন, তিনি দুর্বল। তার থেকে আওযাঈ ব্যতীত কেউ হাদীস্ব বর্ণনা করেননি। আর তিনি উমার বিন আবদুল আযীয থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন, ঐ ব্যক্তিটি মাজহূল বা অপরিচিত। সুতরাং মাতানটি মুনকার।

২৩৫৮. তাবারী ৫৪৪৮, সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আয়্যাশ এর মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। কিন্তু মাতানটির একাধিক শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে।

২৩৫৯. ইবনু হিব্বান ১৭৪৬। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৬০. তিরমিযী ১৮১, ২৯৮৫। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৬১. মুসলিম ৬২৮। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১৩৫. অনুরূপভাবে স্বহীহ হাদীসে আছে, ∘{আওযাঈ (এর হাদীস থেকে)}{ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর}{আবূ কিলাবাহ}{**আবুল মুহাজির**}{বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়ব (রাঃ)}∘ বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ

بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

মেঘলা দিনে (আসর) স্বলাত শীঘ্র আদায় কর, কেননা, যে ব্যক্তি আসরের স্বলাত হারালো তার (ভাল) আমল বরবাদ হয়ে গেল।[২৩৬৩]

১১৩৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ∘{ইয়াহইয়া বিন ইসহাক}{ইবনু লাহীআহ}{আবদুল্লাহ বিন হুবায়রাহ}{আবূ তামীম}{**আবূ বাসরাহ (হুমায়ল** বিন বাসরাহ) আল-গিফারী (রাঃ)}∘ বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَادٍ مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: الْمُخَمَّصُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: "إِنَّ هَـذِهِ الصَّـلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَضَيَّعُوهَا، أَلَا وَمَنْ صَلَّاهَا ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَوُا الشَّاهِدَ".

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের স্বলাত সম্পাদন করলেন এবং বললেন, এ স্বলাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ স্বলাতকে বিনষ্ট করল। অতএব যে ব্যক্তি এ স্বলাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে তাকে দ্বিগুণ স্বাওয়াব দেয়া হবে। এ স্বলাতের পর অন্য কোন স্বলাত নেই শাহিদ উদয় হওয়া পর্যন্ত। শাহিদ হল তারকা।[২৩৬৪]

অতঃপর ইমাম আহমাদ বলেন, এটি ∘{ইয়াহইয়া বিন ইসহাক}{লায়স}{খায়র বিন নুআয়ম}{আবদুল্লাহ বিন হুবায়রাহ}∘ হতে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ সকলে ∘{কুতায়বাহ}{লায়স}∘ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম ∘{মুহাম্মাদ বিন ইসহাক}{ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব}{খায়র বিন নুআয়ম আল-হাদরামী}{আবদুল্লাহ বিন হুবায়রাহ}∘ এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

১১৩৭. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ∘{ইসহাক}{মালিক}{যায়দ বিন আসলাম}{কা'কা' বিন হাকীম}{আবূ য়ূনুস (আয়িশাহ (রাঃ) এর গোলাম)}{আয়িশাহ (রাঃ)}∘ (আবূ য়ূনুস) বলেন, আয়িশাহ (রাঃ) আমাকে কুরআনের একটি একটি করে আয়াত লিখতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন এ আয়াতটি ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন আমাকে অবহিত করবে। সেই পর্যন্ত পৌঁছে তাকে জানালে তিনি উক্ত আয়াতের সাথে আসরের স্বলাত যোগ করে বলেন, "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" আর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এটাই শুনেছি।[২৩৬৫] ইমাম মুসলিম ∘{ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া}{মালিক}∘ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৩৬২. মুসলিম ৬২৬।

২৩৬৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৬২৯০, ইরওয়াউল গালীল ২৫৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬০৯৩, দঈফ আল-জামি' ২৩৪৩, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২৫৩। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ। তবে যারা উক্ত হাদীসটিকে স্বহীহ বলেছেন, তারা ∘{ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর}{আবূ কিলাবাহ}{আবুল মালীহ}{বুরায়দাহ}∘ থেকে বর্ণনা করেছেন। যা বর্ণনা করেছেন বুখারী (১২)। অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ (৬৯৪) আওযাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী ∘{হিশাম আদ দাসতুওয়ায়ী}{ইয়াহইয়া বিন আবী কাসীর}{আবূ কিলাবাহ}{আবুল মালীহ}{বুরায়দাহ}∘ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" যে ব্যক্তি আসর সালাত ত্যাগ করল তার সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেল। উপরোক্ত (১১৩৫ নং) হাদীসটি মারফূ' সূত্রে প্রমাণিত নয়; বরং সেটি ইয়াযীদের নিজস্ব উক্তি।

২৩৬৪. মুসলিম ৮৩০, নাসাঈ ৫২১, আহমাদ ২৬৬৮৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৬৫. মুসলিম ৬২৯, তিরমিযী ৪১০, তিরমিযী ২৯৮২, আহমাদ ২৩৯২৭, ২৪৯২২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

ইবনু জারীর বলেন, ⟨মুস্রান্না⟩⟨হাজ্জাজ⟩⟨হাম্মাদ⟩⟨হিশাম বিন উরওয়াহ⟩⟨তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র)⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ (উরওয়াহ) বলেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মুস্হাফে ছিল "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" হাসান বাস্রীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি উপরোক্ত রূপেও পড়েছিলেন।

১১৩৮. (স্বহীহ্): ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন, ⟨যায়দ বিন আসলাম⟩⟨আমর বিন রাফি'⟩⟨হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ (আমর) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কুরআনের কপির লেখক ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যখন তুমি ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন আমাকে জানাবে। তাই আমি এ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে জানালে তিনি আস্বরের স্বলাত কথাটি যোগ করে লিখালেন "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" "তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাত আস্বরের স্বলাতের এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"।[২৩৬৬] মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বলেন, আমর বিন রাফি' থেকে আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আলী ও নাফি' (ইবনু উমার এর গোলাম) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে তিনি অতিরিক্তভাবে বলেছেন যে, "আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবে হিফয (মুখস্থ) করেছি"।

১১৩৯. হাফসার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে অন্য একটি হাদীস্বঃ ইবনু জারীর বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন বাশশার⟩⟨মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟩⟨শু'বাহ⟩⟨আবূ বিশর⟩⟨আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-আযদী⟩⟨সালিম ইবনু আবদুল্লাহ⟩ বলেন ঃ হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআনের হস্তলিপি কপি তৈরী করার জন্য আদেশ করেন এবং তাকে বলেন, যখন তুমি ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে বলবে। ফলে আমি ঐ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে জানালে তিনি বলেন, লেখ "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" "তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাত আস্বরের স্বলাতের এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"।[২৩৬৭]

১১৪০. অন্য একটি সূত্রেঃ ইবনু জারীর বলেন, ⟨ইবনুল মুস্রান্না⟩⟨আবদুল ওয়াহ্হাব⟩⟨উবায়দুল্লাহ⟩⟨নাফি'⟩⟨হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ (নাফি') বলেন ঃ হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার গোলামকে তার জন্য কুরআনের একটি হস্তলিপি কপি তৈরীর জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, যখন তুমি ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন ঐ পর্যন্ত লিখবে না যতক্ষণ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছি তা তোমাকে না অবগত করি, ফলে সে যখন ঐ পর্যন্ত পৌঁছল তখন সে তাঁকে জানালে তিনি তাকে বললেন এবং সে লিখল "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" "তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাত আস্বরের স্বলাতের এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"। নাফি' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি

২৩৬৬. তাবারী ৫৪৬৫, ৫৪৬৬, ইবনু হিব্বান ৬৩২৩, মুয়াত্তা মালিক ৩১৬, সানাদে আমর বিন রাফি' সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বলেছেন, ইমাম বুখারী তার 'তারীখ' এর মাঝে তার নাম নিয়ে এসেছেন কিন্তু তার জারাহ তা'দীল কিছুই বর্ণনা করেননি। তাবারী (৫৪৬৮) এর মাঝে হাদীস্বটিকে ⟨খালিদ⟩⟨সাঈদ বিন আবী হিলাল⟩⟨যায়দ⟩⟨আমর বিন রাফি'⟩ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস্বটির একাধিক শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে দেখুন স্বহীহ আবী দাউদ (আল-উম্ম) ২/২৭৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৬৭. তাবারী ৫৪৬৪, সানাদে সালিম ও হাফসার মাঝে ইরসাল করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস্বটির অনেক বর্ণনাসূত্র রয়েছে।

কপিটি পড়েছি এবং সেখানে واو শব্দটি সংযুক্ত ছিল।[২৩৬৮] অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ইবনু আব্বাস, উবায়দ বিন উমায়র থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তারা দু'জন এমনটি পাঠ করেছেন।

১১৪১. ইবনু জারীর আরও বলেন, আবূ কুরায়ব আবদাহ মুহাম্মাদ বিন আমর আবূ সালামাহ আমর বিন রাফি' (উমার (রাঃ)-এর গোলাম) বলেন, হাফসাহ (রাঃ)-এর কপিতে ছিল: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" "তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাত আস্বরের স্বলাতের এবং আল্লাহ্র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"।[২৩৬৯]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, واو অক্ষরটি عطف এর জন্য এসে থাকে আর معطوف ও معطوف عليه এর মধ্যে বিষয়গত তারতম্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ صَلَاةِ الْوُسْطَى এর সংগে صَلَاةِ الْعَصْرِ কে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই সাধারণত বুঝা যাচ্ছে, صَلَاةِ الْوُسْطَى এক জিনিস এবং صَلَاةِ الْعَصْرِ অন্য জিনিস।

এর উত্তর হল যে, এ সম্পর্কে যতগুলো হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে- সবই 'খবরে ওয়াহিদ' একমাত্র আলী (রাঃ)'র হাদীস্বটিই নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধতম। তবে হতে পারে যে, এখানে واو টি অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ﴾ **"এভাবেই আমি আমার আয়াতগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পেয়ে যায়।"**[২৩৭০] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ﴾ **"এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"**[২৩৭১]

অথবা عطف এর صفات বা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, عطف এর ذات এর জন্য নয়। যথা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ﴾ **"কিন্তু (সে) আল্লাহ্র রসূল এবং শেষ নবী।"**[২৩৭২] তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝ وَالَّذِيْٓ أَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝﴾

"তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর করেছেন (দেহের প্রতিটি অঙ্গকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ। যিনি সকল বস্তুকে পরিমাণ মত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (জীবনে চলার) পথনির্দেশ করেছেন। যিনি তৃণ ইত্যাদি বের করেছেন।" এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা কবি বলেন ঃ

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ... وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمِ

আবূ দাঊদ আল ইয়াদী বলেন ঃ

سَلَّطَ الْمَوْتَ وَالْمَنُونَ عَلَيْهِمْ ... فَلَهُمْ فِي صَدَى الْمَقَابِرِ هَامُ

আদী বিন যায়দ আল-ইবাদী বলেন ঃ

فَقَدَّمَتْ الْأَدِيمَ لِرَاهِشِيهِ ... فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا

২৩৬৮. তাবারী ৫৪৬৫, ৫৪৬৬।

২৩৬৯. তাবারী ৫৪৬৭। সানাদটি আমর এর কারণে কিছুট ত্রুটিযুক্ত কিন্তু হাদীস্বটির একাধিক বর্ণনাসূত্র পাওয়া যায়।

২৩৭০. সূরাহ আনআম, ৬:৫৫।

২৩৭১. সূরাহ আনআম, ৬:৭৫।

২৩৭২. সূরাহ আহযাব, ৩৩:৪০।

উপরের পংক্তিতে منون ও موت একই, উভয়টি মৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে এই পংক্তিটিতেও كذب ও مبين একই মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইলমে নাহুর ইমাম শাইখ সীবওয়ায়হ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন ঃ مَرَرْتُ بِأَخِيْكَ وصَاحِبك বলাও জায়েয। অর্থাৎ এই স্থানেও صاحب ও أخ দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলো যদি خبر واحد হয়ে থাকে, তাহলে তো একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, خبر واحد দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিশুদ্ধতার বিচার করা যায় না। কেননা তার জন্য জরুরী خبر متواتر বা পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। উপরন্তু আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র সংকলিত কুরআনের কপি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না। আর স্বহীহ হিসাবে গ্রহণ করা যায় এমন কোন ব্যক্তি দ্বারাও তা প্রমাণিত হয় না। সাত কিরাআতের মধ্যেও এটি নেই। এমন কি নেই অন্য কারও গঠন-পাঠনে কোথাও। অধিকন্তু ইমাম মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীস্ব দ্বারা এ কিরাআত রহিত হয়ে গেছে।

১১৪২. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম বলেন, ⟨ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ⟩⟨ইয়াহইয়া বিন আদাম⟩⟨ফুদায়ল বিন মারযূক⟩⟨শাকীক বিন উকবাহ⟩⟨বারা' বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন ঃ "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ" আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমরা তা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে পড়তাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটা রহিত করে দেন এবং নাযিল করেন যে, ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ **"তোমরা স্বলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী স্বলাতের প্রতি"** তখন তাকে শাকীকের সাথী যাহির বলেন, এটা কি আসর? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আয়াতটি নাযিল করেছিলেন এবং কিভাবে রহিত করেছেন, (হুবহু) তা তোমাদেরকে বললাম।[২৩৭৩] ইমাম মুসলিম ⟨আশজাঈ⟩⟨স্বাওরী⟩⟨আসওয়াদ⟩⟨ শাকীক⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলব**: শাকীক ইমাম মুসলিমের এ হাদীস্ব ব্যতীত অন্য কোন হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয় না। আল্লাহই ভাল জানেন। উল্লেখ্য যে, এই নতুন পঠন নাযিল হওয়া দ্বারা আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ও হাফস্বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র রিওয়ায়াত বা তিলাওয়াত শাব্দিকভাবে রহিত হয়ে গেছে। আর যদি তাদের তিলাওয়াতের অর্থ معطوف ও معطوف عليه হিসাবে করা হয়, তাহলে অর্থগত দিক দিয়েও রহিত হয়েছে। তা না হলে কেবল শব্দগতভাবেই রহিত হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী স্বলাত হল মাগরিবের স্বলাত। এটা ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন। তবে এর সানাদের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা তিনি (ইবনু আবী হাতিম) বর্ণনা করেছেন ⟨তার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨আবুল জুমাহির⟩⟨সাঈদ বিন বাশীর⟩⟨কাতাদাহ⟩⟨আবুল খালীল⟩⟨তার চাচা⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)⟩ বলেন, মধ্যবর্তী স্বলাত হচ্ছে মাগরিবের স্বলাত।[২৩৭৪] কুবায়সা বিন যুআয়ব হতে ইবনু জারীরও এটা উদ্ধৃত করেছেন। তবে তিনি কাতাদাহ হতে ভিন্নমতের হাদীস্বও বর্ণনা করেছেন। এর সমর্থনে যুক্তি হিসাবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা চার রাকাআতওয়ালা স্বলাত ও দুই রাকাআতওয়ালা স্বলাতের মধ্যবর্তী তিন রাকাআতওয়ালা স্বলাত। দ্বিতীয়ত ফরয

২৩৭৩. মুসলিম ৬৩০, তাবারী ৫৪৪০। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২৩৭৪. তাবারী ৫৪৭৪, আবূ আহমাদের সূত্রে, ⟨আবদুস সালাম⟩⟨ইসহাক বিন আবী ফারওয়াহ⟩⟨জনৈক ব্যক্তি⟩⟨কুবায়সাহ⟩ থেকে বর্ণনা করেছে। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। সানাদে ইসহাক বিন আবী ফারওয়াহ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, সকলে তাকে বর্জন করেছে। ইমাম আহমাদ তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ যুরআহ প্রমুখ বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু মাঈন সহ অন্যান্যরা বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে সানাদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবীও রয়েছে।

স্বলাতসমূহের মধ্যে মাগরিবই একমাত্র বেজোড় স্বলাত। উপরন্তু এটার ফযীলতের বিষয়ে বহু হাদীস্বও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এটা হলো ইশা'র পরের স্বলাত। আলী বিন আহমাদ আল-ওয়াহিদী তার প্রসিদ্ধ তাফসীরেও এটা পছন্দনীয় উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ এটা হল অদির্নিষ্টভাবে পাঁচ ওয়াক্তের যে কোন এক ওয়াক্ত। এটার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যেভাবে কদরের রাতটি কোন্ বছর, কোন্ মাস বা রমাদানের শেষের দশদিনের কোন্ রাত্রি, এ বিষয়ে আমাদের নিকট সন্দেহ রয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, শুরায়হ আল-কাদী, ইবনু উমর (রাঃ)-এর গোলাম নাফি' (রহঃ) ও রাবী' বিন খায়স্বামও এটা উদ্ধৃত করেছেন। যায়দ বিন স্বাবিত (রাঃ)ও এটা বর্ণনা করেছেন। ইমামুল হারামায়ন আল জুওয়ায়নী (রহঃ) তার 'নিহায়াহ' নামক কিতাবেও এটা পছন্দনীয় হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের সমষ্টিকে মধ্যবর্তী স্বলাত বলা যায়। এটি ইবনু উমার (রাঃ)'র সূত্রে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন। তবে এটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আশ্চর্যের কথা হল, মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগর এলাকার ইমাম আবূ উমার বিন আবদুল বার্র আন নামারীও এ মত গ্রহণ করেছেন। হয়ত তিনি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে এটি শুনেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তার সমর্থনে কোন আয়াত, হাদীস্ব ও সাহাবাদের উক্তি পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলেছেন– সেটা হল ইশা এবং ফজরের স্বলাত।

কেউ কেউ বলেছেন– জামাআতের স্বলাত।

কেউ কেউ বলেছেন– জুমআহ'র স্বলাত।

কেউ কেউ বলেছেন– ভয়ের স্বলাত বা স্বলাতুল খাওফ।

কেউ বলেছেন– ঈদুল ফিতরের স্বলাত।

কেউ বলেছেন– কুরবানীর ঈদের স্বলাত।

কেউ বলেছেন– চাশতের স্বলাত।

কেউ বলেছেন– বিতরের স্বলাত।

অন্যান্য সকলেই এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন- এ বিষয়ে অসংখ্য ব্যক্তি মতবিরোধ করেছেন। অথচ কোন একটিকে আমরা প্রাধান্য দেয়ার মত যুক্তি খুঁজে পায় না। কেননা, একটি উক্তির উপরও ইজমা হয়নি এবং স্বাহাবীদের যুগ হতে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে মতানৈক্য চলে আসছে।

ইবনু জারীর[২৩৭৫] বলেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন বাশশার ও ইবনুল মুস্বান্না)(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(কাতাদাহ)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহঃ))◊ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বাহাবীগণের মধ্যেও মধ্যবর্তী স্বলাতের ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল। এটা বলে তিনি হাতের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আঙ্গুলগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, শেষের উক্তি-উদ্ধৃতিগুলো সবই দুর্বল। আসল আলোচ্য বিষয় হল ফজর এবং আস্বর। অবশ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস্ব দ্বারা আস্বরের স্বলাতই বিশেষভাবে প্রমাণিত।

ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবী হাতিম আর রাযী তার 'ফাদাইলুশ শাফিঈ' কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আমাকে হাদীস্ব শুনিয়েছেন তিনি বলেছেন, আমি হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আত তুজীবীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন, আমার যে কোন উক্তির বিরুদ্ধে যদি স্বহীহ হাদীস্ব পাও, তাহলে নবী (ﷺ)-এর হাদীস্বই উত্তম মনে করবে। কখনও

২৩৭৫. তাবারী ৫৪৯৫।

তোমরা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), যা'ফারানী এবং রবীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মূসা বিন আবুল ওয়ালীদ বিন আবুল জারূদ শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, যদি আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কোন স্বহীহ্ হাদীস্ব পাই, তাহলে আমি আমার মত হতে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তিনি আরও বলেছেন, এখন হতে এটিই আমার মাযহাব। এটাই হল ইমামগণের ইমামত ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ইমামেরই মানসিকতা ছিল এই ধরণের। আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী থাকুন ও তাঁদেরকে রহম করুন। আমীন।

তাই কাযী মাওয়ারদী বলেন ঃ যদিও 'আল জাদীদ' ইত্যাদিতে ফজর স্বলাতকে ইমাম শাফেঈর মত বলা হয়েছে, তথাপি মূলত ইমাম শাফেঈর মাযহাব হল আস্বরের স্বলাতই মধ্যবর্তী স্বলাত। কারণ, স্বহীহ হাদীস্বসমূহে এর সমর্থন মিলে। মুহাদ্দিস্বগণের বিশেষ একটি জামাআতের মাযহাব এটি। তবে শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণও বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফেঈর মাযহাব হল এই যে, সেটা আস্বরের স্বলাত। কেননা ইমাম শাফেঈর একটি মাত্র উক্তি রয়েছে যে, সেটা হল ফজর। এটা ব্যতীত তার অন্য যেসব অনুসারী বলেছেন যে, এ ব্যাপারে তার দুটি মত রয়েছে, তাদের কথার জবাবে দীর্ঘ আলোচনার স্থান এটা নয়।

স্বলাতের সময় কথা বলার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ **"আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও"**। অর্থাৎ, বিনয় ও নম্রতার সাথে তাঁর সামনে (অর্থাৎ স্বলাতের সময়) এ **নির্দেশ ইঙ্গিত দেয় যে, স্বলাতের সময় কথা বলা** জায়েয নয়, কারণ, কথা বলাটা স্বলাতের প্রকৃতির বিরোধী।

১১৪৩. (স্বহীহ): এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন স্বলাতে রত ছিলেন তখন ইবনু মাসঊদ তাঁকে সালাম দিলে তিনি তাঁর জওয়াব না দিয়ে পরে বলেছিলেন ঃ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا স্বলাত মানুষকে যথেষ্টভাবে ব্যস্ত রাখে।[২৩৭৬] অর্থাৎ স্বলাতের **সময়** শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের, জিহ্বা এবং অন্তরের ব্যস্ততার মাধ্যমে।

১১৪৪. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম জানিয়েছেন, মুআবিয়্যাহ বিন হাকাম সুলামি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বলাতের **সময়** কথা বললে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন ঃ

"إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله

স্বলাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য।[২৩৭৭]

১১৪৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, ◊ইয়াহইয়া বিন সাঈদ◊ইসমাঈল◊হারিস্ব বিন শুবায়ল◊ আবূ আমর আশ শায়বানী◊যায়দ বিন আরকাম◊ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি স্বলাতরত অবস্থাতেই তার বন্ধুর সংগে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলত, তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ **"এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।"** অতঃপর আমাদেরকে কথা বলা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।"[২৩৭৮] ইবনু মাজাহ ব্যতীত (হাদীস্ব সংকলকের) দলটি এ হাদীস্বটি ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

২৩৭৬. বুখারী ১১৯৯, মুসলিম ৫৩৮, আবূ দাঊদ ৯২৩, নাসাঈ ১২২০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৭৭. মুসলিম ৫৩৭, ইবনু হিব্বান ২২৪৮। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৭৮. বুখারী ১২০০, ৪৫৩৪, মুসলিম ৫৩৯, আবূ দাঊদ ৯৪৯, তিরমিযী ২৯৮৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৪৭, আহমাদ ১৮৭৯২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

অন্যান্য হাদীসের আলোকে আলিমগণ এ হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, স্বলাতে কথা বলা হারাম হয়েছে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরে।

১১৪৬. (স্বহীহ): ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে স্বহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نُهَاجِرَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ"

আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমরা স্বলাতের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি স্বলাতের মধ্যেই উত্তর দিতেন। কিন্তু আবিসিনিয়া হতে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম দিলাম, অথচ তিনি উত্তর দিলেন না। অতঃপর সালামের উত্তর না পেয়ে আমি পূর্বাপর ভাবতে লাগলাম যে, আমি কি কোন অপরাধ করেছি, না আমার সম্বন্ধে কোন ওহী নাযিল হল? অতঃপর স্বলাত শেষ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আমি স্বলাতে ছিলাম, তাই তোমার সালামের উত্তর দেইনি। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন যে, তোমরা স্বলাতের মধ্যে কথা বলবে না।[২৩৭৯]

এখন কথা হল যে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং পরে মক্কায় ফিরে আসেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। আর সর্বসম্মতভাবে ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ "এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও" এ আয়াতটিও নাযিল হয়েছে মদীনায়।

তাই আলিমগণ উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, 'লোকজন স্বলাতের মধ্যে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলত'- যায়দ ইবনু আরকাম এটা বলে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য হল, তার জ্ঞান মতে স্বলাতের মধ্যে কথা বলা যে হারাম তা প্রমাণ করা।

কেউ কেউ বলেন ঃ এই ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের পরে মদীনায়। আর এটা দু'বার জায়িয হয়েছিল এবং দু'বার হারাম হয়েছিল। সাহাবাদের পূর্বোক্ত কথাটিই অধিকতর স্পষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।

১১৪৭. হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন, ◇(বিশর ইবনুল ওয়ালীদ)(ইসহাক বিন ইয়াহইয়া)(মুসায়্যাব)(ইবনু মাসউদ (রাঃ))◇ **বলেন ঃ**

كُنَّا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، أَيُّهَا الْمُسَلِّمُ، وَرَحْمَةُ اللهِ، إِنَّ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ، يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَاقْنُتُوا وَلَا تَكَلَّمُوا"

আমরা স্বলাতের মধ্যে একে অপরকে সালাম দিতাম। তবে একদা রসূল (সাঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে স্বলাতের অবস্থায় সালাম দিলে তিনি উত্তর দেয়া হতে বিরত থাকেন। তখন আমি ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হল নাকি? অতঃপর নবী (সাঃ) স্বলাত শেষ করে বললেন- وعليك السلام হে মুসলমান ! আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা মতে নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তোমরা স্বলাতের অবস্থায় নীরব থাকবে এবং কথা বলবে না।[২৩৮০]

২৩৭৯. বুখারী ১১৯৯, ৩৮৭৫, মুসলিম ৫৩৮, আবূ দাঊদ ৯২৩, ৯২৪, ইবনু হিব্বান ২২৪৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৮০. সানাদটি দু'টি কারণে দুর্বল। প্রথমত: সানাদে ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ দুর্বল। দ্বিতীয়ত: মুসায়্যাব ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর মাঝে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ হাদীসে فَاقْنُتُوا শব্দটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে বুখারী (১১৯৯, ১২১৬), মুসলিম (৫৩৮) অন্যান্যরাও ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে فَاقْنُتُوا শব্দটি ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

ভয়ের স্বলাত

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ **"যদি তোমরা ভয় কর, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই স্বলাত আদায় করবে। যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"** আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে সঠিকভাবে স্বলাত আদায়ের নির্দেশ এবং এ নির্দেশের প্রতি তাগিদ দেয়ার পর তিনি এ অবস্থা বর্ণনা করছেন যখন কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে স্বলাত আদায় করতে সক্ষম নাও হতে পারে, যেমন যুদ্ধ বিগ্রহের সময়। আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ **"যদি তোমরা ভয় কর, তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই স্বলাত আদায় করবে।"** অর্থাৎ, এ সকল অবস্থায় সঠিকভাবে স্বলাত আদায় কর, দাঁড়ানো অবস্থাতেই হোক বা যানবাহনে হোক, কিবলামুখেই হোক কিংবা অন্য দিকেই হোক।

১১৪৮. (স্বহীহ্): ইমাম মালিক জানিয়েছেন, নাফী' বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ভয়ের স্বলাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে বর্ণনা করতেন এবং তিনি যোগ করতেন যে, "খুব বেশি ভয় থাকলে দাঁড়িয়ে বা যানবাহনে কিবলামুখী হয়ে বা অন্যদিকে মুখ করে স্বলাত আদায় কর।" নাফী' মন্তব্য করেছেন যে, আমার মনে হয় তিনি তা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতেই বর্ণনা করেছেন।"[২৩৮১] বুখারী এ শব্দে এবং মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ভিন্ন সূত্রে ❮ইবনু জুরায়জ❯❮মূসা বিন উকবাহ❯❮নাফি'❯❮ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ বা এর কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, যদি অত্যধিক ধরণের ভয় দেখা দেয় তাহলে সাওয়ারী এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি যথা অবস্থাতেই ইঙ্গিতে স্বলাত আদায় করবে।

১১৪৯. (হাসান): আবদুল্লাহ বিন উনাইস আল জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসকে) খালিদ বিন সুফইয়ান আল হুযালীকে হত্যা করার জন্য পাঠালেন। উক্ত স্থান অনেক মাইলের দূরত্বে ছিল। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আস্রের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন স্বলাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তিনি ইশারায় স্বলাত পড়েছিলেন।[২৩৮২] ইমাম আহমাদ এবং আবূ দাউদ এটা আরও উত্তম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্দাদের উপর কর্তব্য সহজ করে দিয়েছেন এবং বোঝা হালকা করে দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন ❮শাবীব বিন বিশর❯❮ইকরিমাহ❯❮ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, সওয়ারীর ওপর এবং পদচারী পথের উপর স্বলাত আদায় করবে। হাসান, মুজাহিদ, মাকহূল, সুদ্দী, হাকাম, মালিক, আওযাঈ, স্রাওরী ও হাসান বিন স্বালিহও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তারা এ কথাটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, 'যে দিকে সম্ভব সে দিকে ফিরে ইশারায় স্বলাত পড়।' অতঃপর ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮আমার পিতা (আবূ হাতিম)❯❮আবূ গাসসান❯❮দাউদ বিন উলায়্যাহ❯❮মুতাররিফ❯❮আতিয়্যাহ❯❮জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন, (ভয়ের অবস্থায় যদি) স্বলাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়ে যায়

২৩৮১. মুয়াত্তা মালিক (পর্ব: স্বলাতের জন্য আহ্বান করা, অধ্যায়: ভয়ের স্বলাত) হা./৪৪২, বুখারী ৪৫৩৫, মুসলিম ৮৩৯। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৩৮২. আবূ দাউদ ১২৪৯, আহমাদ ১৫৬১৭, আবূ ইয়া'লা ৯০৫। ইমাম আহমাদ ও আবূ ইয়া'লা লম্বা হাদীসে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত শব্দগুলো ইমাম আবূ দাউদের । হায়সামী তার মাজমা' (৬/২০৩) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সানাদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবী রয়েছে তার নাম ইবনু আবদুল্লাহ বিন উকায়স এবং বাকী সকল রাবীগণ স্বিকাহ। আমি বলব: ইমাম বায়হাকী তার নাম আবদুল্লাহ বিন উনায়স বলেছেন, দালাইল (৪/৪২) আবদুল্লাহ'র সূত্রে। উক্ত সানাদটিকে ইমাম ইবনু কাস্বীর (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তম বলেছেন। **তাহকীকঃ** হাসান।

তাহলে তখন যেদিকে মুখ করে হোক ইশারায় স্বলাত আদায় করে নেবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ **"তাহলে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই স্বলাত আদায় করবে।"** অর্থাৎ পদব্রজের অবস্থায় বা সওয়ারীর অবস্থায় হোক, যে কোন ভাবে স্বলাত আদায় করে নিবে।

হাসান, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু জুবায়র, আতা', আতীয়্যাহ, হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন ঃ কখনো কখনো অতিরিক্ত ভয়ের সময় এক রাকাআতও পড়া যাবে। আর এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

১১৫০. (স্বহীহ): মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ এবং ইবন জারীর তারা সকলে আবূ আওয়ানাহ আল-ওয়াদদাহ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াশকুরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ অতিরিক্তভাবে বলেছেন যে, তারা উভয়ে ❮আয়ূব বিন আইয❯❮বুকায়র ইবনুল আখনাস আল-কূফী❯❮মুজাহিদ❯❮ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)❯ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জবানিতে স্বলাতের হুকুম দিয়েছেন বাড়িতে থাকাকালীন চার রাকাআত, সফরে দু' রাকআত এবং ভয়ের সময় এক রাকআত।"[২৩৮৩] এটা হাসান বাস্বরী, কাতাদাহ, দহ্হাক এবং অন্যান্যদেরও মত।

ইবনু জারীর বলেন, ❮ইবনু বাশশার❯❮ইবনু মাহদী❯❮শুবাহ❯ বলেন, হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদাহ [রাহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন]-কে ভয়ের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সকলে বলেন-এক রাকাআত। স্বাওরীও তাদের নিকট হতে এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীরও এটা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু জারীর আরও বলেন, ❮সাঈদ বিন আমর আস সাকূনী❯❮বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ❯❮আল-মাসউদী❯❮ইয়াযীদ আল-ফাকীর❯❮জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯ বলেন ঃ ভয়ের স্বলাত হল এক রাকাআত। ইবনু জারীর এই কওলটি পছন্দ করেছেন।

১১৫১. উপরন্তু ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, "শত্রু এবং শত্রু দূর্গের সম্মুখীন হওয়ার সময় স্বলাত।' আওযাঈ বলেছেন,

إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ –وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَضَرْتُ مُنَاهَضَةَ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"বিজয় যদি নিকটবর্তী মনে হয় আর মুসলিমগণ যদি (স্বাভাবিক নিয়মে) স্বলাত আদায় করতে না পারে, তাহলে তারা মাথা নুইয়ে আপন আপন স্বলাত পড়ে নিবে। যদি তারা মাথা নোয়াতে সক্ষম না হয় তাহলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বলাত বিলম্বিত করবে। যখন তারা নিরাপদ বোধ করবে, তখন তারা দু'রাক'আত পড়বে। যদি তারা সক্ষম না হয়, তাহলে তারা এক রাক'আত পড়বে যাতে দু'টি সাজদাহ থাকবে। যদি তাতেও তারা সক্ষম না হয়, তাহলে কেবল তাকবীর যথেষ্ট হবেনা, কাজেই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বলাত বিলম্বিত করবে।" মাকহুলও এই একই অভিমত পোষণ করেন। আনাস বিন মালিক বলেছেন, "আমি তাসতারের দূর্গ আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলাম, যখন উষার আলো স্পষ্ট হতে

২৩৮৩. মুসলিম ৬৮৭, আবূ দাউদ ১২৪৭, নাসাঈ ৪৫৬, ১৪৪১, ইবনু মাজাহ ১০৬৮, তাবারী ৫/২৪৭। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

শুরু করে। অকস্মাৎ যুদ্ধ বেধে গেল এবং মুসলিমগণ দিনের আলো ছড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্বলাত আদায় করতে পারলেন না। আমরা অতঃপর আবূ মূসার সংগে (ফজরের) স্বলাত আদায় করলাম এবং আমরা জয়ী হলাম। ঐ স্বলাতের বিনিময়ে দুনিয়া এবং তাতে যা আছে সব কিছু অর্জন করলেও আমি খুশি হতাম না। এগুলো বুখারীর শব্দ।[২৩৮৪]

১১৫২. (স্বহীহ্): ইমাম বুখারী অন্য আর একটি হাদীস্ব দ্বারা এর দলীল পেশ করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হওয়ার আগে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আস্বরের স্বলাত পড়ার সুযোগ পাননি। অন্য একটি হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে যে,

بَعْدَ ذَلِكَ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا جَهَّزَهُمْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الطَّرِيقِ فَصَلَّوْا وَقَالُوا: لَمْ يُرِدْ مِنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا تَعْجِيلَ السَّيْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَتْهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا (٣) مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সাহাবীগণকে বানী কুরায়যার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা কেউই বানী কুরায়যার এলাকায় না পৌঁছে আস্বরের স্বলাত পড়বে না। কিন্তু পথিমধ্যে স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে অনেকে এই বলে পথিমধ্যে যেয়ে স্বলাত আদায় করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ওখানে যেয়ে স্বলাত পড়তে বলার উদ্দেশ্য ছিল -জলদি গিয়ে ওখানে পৌঁছা। তবে অনেকেই পড়লেন না। অবশেষ সূর্য অস্তমিত হয় এবং বনী কুরায়যার এলাকায় যেয়ে তারা আস্বরের স্বলাত পড়েন। অথচ রসূলুল্লাহ (ﷺ) এটা জানতে পেরে কোন পক্ষকেই কিছু বললেন না।[২৩৮৫] সুতরাং এটা দ্বারা ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) যুদ্ধক্ষেত্রে স্বলাতকে বিলম্বিত করা বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে জমহুর এটার বিপরীত বলেছেন। তাঁরা বলেন, স্বলাতুল খাওফ বা ভয়ের স্বলাত সম্পর্কে সূরা নিসায় আলোচনা হয়েছে। আর এ হাদীস্বের ঘটনা ঘটেছে খন্দকের যুদ্ধের সময়। অথচ স্বলাতের শরীআতী বিধি-বিধান এর পরে নাযিল হয়েছে। কারণ সূরা নিসা খন্দকের যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস্ব দ্বারা এটাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কিন্তু মাকহুল, আওযাঈ ও বুখারী বলেন ঃ ভয়ের স্বলাতের বিধি-বিধান এ ঘটনার পরে নাযিল হওয়ার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, যুদ্ধের সময় স্বলাত বিলম্ব করা যাবে না। কেননা, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগে তাসতার দুর্গ বিজয়ের সময় স্বলাতে বিলম্ব করা হয়। অথচ কেউই সেটির প্রতিবাদ করেননি। তাঁরা আরও বলেন ঃ স্বলাতুল খাওফের নির্দেশ পরে নাযিল হয়েছে বলেই স্বলাত বিলম্বকরণ অবৈধ হতে পারে না। অবশ্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও খুব কম হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

শান্তির সময় স্বাভাবিক নিয়মে স্বলাত আদায় করা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ **"যখন নিরুদ্বেগ হবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কর"** অর্থাৎ, 'স্বলাত আদায় কর যেভাবে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি তার রুকু', সাজদাহ, কাওমা, জালসাহ, খুশু এবং দুআ' পূর্ণ করে।' আল্লাহ বলেছেন: ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ **"যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"** অর্থাৎ, যেমন তিনি তোমাদেরকে নিয়ামত প্রদান করেছেন, তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এ জীবনে ও পরকালে কল্যাণ দেয় এমন

২৩৮৪. ইমাম বুখারী এটিকে আসার হিসেবে নিয়ে এসেছেন এটি বুখারী (৯৪৫) নং হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।
২৩৮৫. বুখারী ৯৪৬। তাহকীকঃ স্বহীহ।

সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, কাজেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাঁকে স্মরণ কর। তেমনি আল্লাহ ভয়ের স্বলাতের উল্লেখ করার পর বলেছেন:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا﴾

"যখন তোমরা স্বলাত আদায় করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) স্বলাত কায়িম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে স্বলাত কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[২৩৮৬] আমরা ভয়ের স্বলাতের ব্যাপারে হাদীসসমূহ এবং সূরা নিসায় তার বর্ণনার উল্লেখ করব যখন আমরা আল্লাহর কথা ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ﴾ **"এবং যখন তুমি মু'মিনদের মাঝে অবস্থান করবে আর তাদের সঙ্গে স্বলাত কায়িম করবে"**[২৩৮৭] এর উল্লেখ করব।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে, তারা বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে যেন এক বৎসরকাল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং গৃহ হতে বের ক'রে দেয়া না হয়, তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই তারা নিজেদের ব্যাপারে বৈধভাবে কিছু করলে; আল্লাহ মহাশক্তিধর, সুবিজ্ঞ।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

২৪১. তলাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

২৪২. তোমাদের জন্য আল্লাহ নিজের আহকাম এমনভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

অধিকাংশরাই বলেছেন যে, এই (২:২৪০) আয়াতটি (২:২৩৪ নং) আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, আল্লাহ বলেছেন: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾ **"সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।"** উদাহরণস্বরূপ, বুখারী জানিয়েছেন যে, ইবনুয যুবায়র বলেছেন ঃ আমি উসমান বিন আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম ঃ ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا﴾ **"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে"**[২৩৮৮] রহিত হয়ে গেছে অন্য (২:২৩৪) আয়াত দ্বারা। কাজেই আপনি ওটা কেন সংগ্রহ করলেন (অর্থাৎ, কুরআনে)? তিনি বললেন, "হে ভাতিজা, আমি কুরআনের কোন অংশকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করব না।"[২৩৮৯]

যে প্রশ্নটি ইবনুয যুবায়র উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার অর্থ ঃ যদি (২:২৪০) আয়াতের বিধান চার মাস দ্বারা (বিধবার যা ইদ্দতকাল, দ্রষ্টব্য (২:২৩৪) রহিত হয়ে যায়, তাহলে তা কুরআনে অন্ত

২৩৮৬. সূরাহ নিসা, ৪:১০৩।
২৩৮৭. সূরাহ নিসা, ৪:১০২।
২৩৮৮. সূরাহ বাকারা, ২:২৩৪।
২৩৮৯. বুখারী ৪৫৩০।

ভুক্ত করার ব্যাপারে হিকমত কী, যখন তার বিধান রহিত হয়ে গেছে? (২:২৩৪) আয়াত দ্বারা রহিত হওয়ার পরেও (২:২৪০) আয়াত যদি কুরআনে থাকে, তাহলে তা পরোক্ষভাবে বুঝাবে যে, এর বিধান এখনও বলবৎ আছে।" আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে এই বলে উত্তর দিলেন যে, এটা হল অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপার, যা আয়াতগুলোকে এভাবে বিন্যাস করেছে। 'কাজেই আমি কুরআনের আয়াতগুলোকে যেখানে দেখেছি সেখানেই রেখে দিব।"

ইবনু আবী হাতিম জানিয়েছেন যে, আল্লাহ যা বলেছেন সে সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ঃ ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ﴾ **"তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে, তারা বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে যেন এক বৎসরকাল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং গৃহ হতে বের ক'রে দেয়া না হয়"**। বিধবা তার মৃত স্বামীর বাড়িতে বাস করত এবং তাকে এক বছরের খাদ্য পানীয় ইত্যাদি দেয়া হত। পরে (৪:১২) আয়াত-যাতে উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে (২:২৪০) আয়াতকে রহিত করে দেয় এবং মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকার লাভ করে।[২৩৯০] অতঃপর ইবনু আবী হাতিম বলেন, আবূ মূসা আল-আশআরী, ইবনুয যুবায়র, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আতা', হাসান, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, দহহাক, যায়দ বিন আসলাম, সুদ্দী, মুকাতিল বিন হায়্যান, আতা' আল-খুরাসানী ও রাবী' বিন আনাস তারা সকলে বলেছেন যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

ইবনু আবী হাতিম আরো বর্ণনা করেছেন, আলী বিন আবী তলহাহ্ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যখন কোন লোক মারা যেত এবং পশ্চাতে বিধবা রেখে যেত, সে ইদ্দত পালনের জন্য এক বছর (মৃত স্বামীর) বাড়িতে থেকে যেত, এ সময় সে তার খোরপোষ পেত। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾ **"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।"**[২৩৯১] কাজেই বিধবার এটাই ইদ্দত যদি না সে গর্ভবতী হয়, কারণ সে অবস্থায় সন্তান প্রসব করলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ **"তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সিকি অংশ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ"**[২৩৯২] কাজেই, আল্লাহ উত্তরাধিকারে বিধবার অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং উইল করার আর খোরপোষের ব্যবস্থা করার আর প্রয়োজন থাকলনা যা (২:২৪০) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।[২৩৯৩]

ইবনু আবী হাতিম বলেছেন যে, মুজাহিদ, হাসান, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, দহহাক, রাবী' এবং মুকাতিল বিন হায়্যান বলেছেন যে, এ আয়াতটি (২:২৪০) ﴿اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾ **'চার মাস দশ দিন'** দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।[২৩৯৪] তিনি আরও বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেছেন, এ আয়াতটি সূরা আহযাবের ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন মু'মিন নারীকে বিবাহ কর"** এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

২৩৯০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮৭১।
২৩৯১. সূরাহ বাকারা, ২:২৩৪।
২৩৯২. সূরাহ নিসা, ৪:১২।
২৩৯৩. তাবারী ৫/২৫৫।
২৩৯৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ২/৮৭৫, ৮৭৬।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছিঃ মুকাতিল ও কাতাদাহ হতে বর্ণনা করা হয়েছে তারা বলেন, এ আয়াতটিকে **মীরাসের** আয়াত এসে রহিত করেছে।

ইমাম বুখারী[২৩৯৫] বলেছেন, [ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ][রাওহ][শিবল][ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ (রহঃ)] বলেছেন যে, ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا﴾ **"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে"** এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পূরণ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই।" তাই, আল্লাহ বছরের বাকি অংশ যা হচ্ছে সাত মাস বিশ দিন বিধবার জন্য ঐ হিসেবে করলেন। যার ফলে, সে যদি চায় তবে তার এই উইলের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য (মৃত স্বামীর) বাড়িতে থাকতে পারে। অথবা সে যদি ইচ্ছে করে তবে চার মাস দশদিন অতিক্রান্ত হলে সেই গৃহ ত্যাগ করতে পারে। এটাই তার অর্থ যা আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ **"গৃহ হতে বের ক'রে দেয়া না হয়, তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই"** কাজেই, ইদ্দতের সময়কাল এখনও অপরিবর্তিত আছে, (দ্রষ্টব্য ২:২৩৪) আতা' ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, এ আয়াত (২:২৪০) (এ প্রয়োজনীয়তাকে) রহিত করে দিয়েছে যে, বিধবাকে তার (অর্থাৎ মৃত স্বামীর) পরিবারের সঙ্গে কাটাতে হবে। কাজেই যেখানে তার ইচ্ছে সে তার ইদ্দত কাটাবে। এটাই হচ্ছে তার অর্থ যা আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿غَيْرَ اِخْرَاجٍ﴾ **"তাদেরকে বের করে না দিয়ে"**। আতা' আরো বলেছেন, "সে যদি চায় তাহলে সে তার স্বামীর পরিবারে ইদ্দত কাটাবে এবং উইল অনুসারে সেখানে অবস্থান করবে (অর্থাৎ, বছরের বাকি সময়)। আর সে যদি চায় (স্বামীর) বাড়ি ছাড়তে পারবে, কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ﴾ **"তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই।"** অতঃপর আতা' বলেছেন, "অতঃপর উত্তরাধিকার (এর আয়াত ঃ ৪-১২) আসল এবং বাড়ি রহিত করে দিল। কাজেই বিধবা নিজ ইচ্ছে মত যে কোন জায়গায় তার ইদ্দত কাটাতে পারবে এবং (স্বামীর) বাড়িতে কাটানোর অধিকার আর তার নেই।"[২৩৯৬]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে ইমাম বুখারীও মুজাহিদ ও আতা'র অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি দ্বারা পূর্ণ একটি বৎসর ইদ্দত পালন করার কথা প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামা এ ব্যাপারে বলেন ﴿اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾ **"চার মাস দশ দিন"** ইদ্দত পালনের এ আয়াত দ্বারা সেটি মানসূখ হয়ে গেছে।

আসলে এর মর্মকথা হল যে, যদি স্বামীর স্ত্রীকে খোরপোশের ব্যবস্থা করার কোন সংস্থান থাকে, তাহলে স্বামীর বাড়িতেই এক বছর অতিবাহিত করবে। অন্যথায় অবশ্য পালনীয় ইদ্দত শেষ করে সে

২৩৯৫. বুখারী (পর্ব: তাফসীর) হা./৪৫৩১।
২৩৯৬. বুখারী ৪৫৩১।

অন্যত্রও চলে যেতে পারবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم﴾ **"বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে"** অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করার জন্য আল্লাহ উপদেশ দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ **"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন"** অর্থাৎ এটা হল আল্লাহর পক্ষ হতে ওসীয়ত।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ وَصِيَّةً শব্দের পূর্বে فَلْتُوصُوا لَهُنَّ বাক্য উহ্য থেকে وَصِيَّةً কে যবর দিয়েছে। আবার কেউ কেউ وَصِيَّةٌ শব্দের পূর্বে كُتِبَ عَلَيْكُمْ বাক্য উহ্য রেখে وَصِيَّةٌ কে পেশ দিয়েছে। ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) শেষোক্ত মত পছন্দ করেছেন। আর এটা পূর্বের ব্যাখ্যার বিপরীত অর্থও প্রকাশ করে না। অর্থাৎ স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন অথবা গর্ভ প্রসবের পর ইচ্ছা করলে স্বামীর ঘর হতে বাহির হয়ে অন্য কোন স্থানে যেতে পারবে। এতে তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾

"যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই তারা নিজেদের ব্যাপারে বৈধভাবে কিছু করলে"। ইমাম আবুল আব্বাস ইবনু তায়মিয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও শায়খ আবূ উমার বিন উমার বিন আবদুল বার্রও (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ মতটি পছন্দ করেছেন।

আ'তা' (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একথা এবং যারা অভিমত পোষণ করে যে, উত্তরাধিকারের আয়াত (৪:১২) দ্বারা (২:২৪০) রহিত হয়ে গেছে, তা শুধু চার মাস দশদিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রযোজ্য। যদি তারা এটা বুঝাতে চান যে, স্বামীর সম্পদ থেকে চার মাস দশদিন কাটানোর প্রয়োজন আর নেই তাহলে এ মতটি বিদ্বানগণের মতভেদের বিষয়। প্রমাণ হিসেবে তারা বলেছেন যে,

১১৫৩. (স্বহীহ): যায়নাব বিনতে কা'ব বিন উজরাহ হতে মালিক যা জানিয়েছেন সে অনুসারে বিধবাকে তার (মৃত) স্বামীর বাড়িতে থাকতে হবে (চার মাস দশদিন)। মহিলাটি বলেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরীর বোন ফুরায়আহ বিনতে মালিক বিন সিনান তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়েছিলেন 'বানী খুদরা'য়, নিজ পরিবারের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য। তার স্বামী কতকগুলো চাকরের পিছু ধাওয়া করেছিলেন যারা পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি যখন আল কামুদ এলাকায় পৌঁছলেন তারা তাকে হত্যা করল। মহিলাটি বললেন, "কাজেই আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম আমি কি আমার পরিবারে 'বানী খুদরা'য় থাকব কেননা আমার স্বামী তার নিজের কোন ঘর বা খরচ আমার জন্য রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলেন। আমি যখন ঘরে ছিলাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন বা কাউকে দিয়ে ডাকালেন এবং বললেন, (তুমি কী বললে?) আমি আমার (মৃত) স্বামীর সম্পর্কিত ঘটনাটি আবার তাঁকে বললাম। তিনি বললেন ঃ ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে অবস্থান কর। কাজেই ইদ্দতকালিন চার মাস দশ দিন আমি আমার (মৃত) স্বামীর বাড়িতে থাকলাম অতঃপর উসমান বিন আফ্ফান আমাকে ডাকালেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং যা ঘটেছিল আমি তাকে বললাম। তিনি একইভাবে একটি রায় দিলেন।"[২৩৯৭] এ হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহও সংগ্রহ করেছেন। তিরমিযী বলেছেন হাসান, স্বহীহ।

২৩৯৭. মুয়াত্তা মালিক (পর্ব: তালাক, অধ্যায়: মৃত স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করবে হালাল না হওয়া পর্যন্ত) হা./১২৫৪, আবূ দাউদ ২৩০০, তিরমিযী ১২০৪, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৪৪, ইবনু মাজাহ ২০৩। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

তালাক দেয়ার সময় মুতা'হ (উপঢৌকন) এর প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾ **তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।"** আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহর কথা ﴿مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ﴾ **"সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, পুণ্যবানদের উপর এটা দায়িত্ব"**[২৩৯৮] নাযিল হল, তখন এক লোক বলল, "আমি চাইলে চমৎকার হব, না চাইলে হবনা।" অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, ﴿وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾ **তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সঙ্গতভাবে ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য।"** বিদ্বানগণ যারা বিধান দেন যে, তালাকের সময় প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তাকে মাতাউন (সংগত পরিমাণ উপঢৌকন) দিতে হবে- তার জন্য মাহর নির্ধারিত হয়ে থাকুক আর না থাকুক, আর দাম্পত্য জীবন উপভোগ করা হয়ে থাকুক আর না থাকুক- তারা এই (২:২৪১) আয়াতে উপর ভিত্তি করে বিধান দেন। সাঈদ বিন জুবায়র এবং সালাফদের মধ্যে অনেকে[২৩৯৯] এবং ইবনু জারীরও এ ব্যাপারে এ মত গ্রহণ করেছেন।

তাই আল্লাহর এ কথা ঃ

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না ক'রে, কিংবা তাদের মহর ধার্য না করে তালাক দাও এবং তোমরা স্ত্রীদের জন্য খরচের সংস্থান করবে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং অবস্থাহীন ব্যক্তি তার সাধ্যমত বিধি অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, পুণ্যবানদের উপর এটা দায়িত্ব" এ সাধারণ বিধানের মাত্র কয়েকটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ﴾ **"তোমাদের জন্য আল্লাহ নিজের আহকাম এমনভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করছেন"** অর্থাৎ, যা তিনি জায়েয করেন, নিষেধ করেন, প্রয়োজনীয় মনে করেন, তার নির্দিষ্ট সীমা, তার নির্দেশাবলী এবং তার নিষেধাবলী তোমাদের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে সহজ ও স্পষ্ট করা হয়েছে। কোন বিষয় তোমাদের নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হলে তা তিনি সাধারণভাবে ছেড়ে দেননি, ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ **"যাতে তোমরা বুঝতে পার"** অর্থাৎ বুঝ এবং অনুধাবন কর।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۫ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

২৪৩. তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা মৃত্যুকে এড়াবার জন্য নিজেদের ঘর থেকে হাজারে হাজারে বের হয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। তৎপর তাদেরকে জীবিত করে উঠালেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকেদের প্রতি দয়াশীল কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৩৯৮. সূরাহ বাকারা, ২:২৩৬

২৩৯৯. তাবারী ৫/২৬৩।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝۲۴۵

২৪৫. এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন এবং আল্লাহই সীমিত ও প্রসারিত ক'রে থাকেন এবং তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।

মৃত লোকেদের কাহিনী

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, তারা সংখ্যায় চার হাজার ছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সংখ্যায় ছিল আট হাজার। আবূ স্বালিহ বলেন, তারা ছিল নয় হাজার। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, তারা ছিল চল্লিশ হাজার। ওয়াহ্ব বিন মুনাব্বিহ ও আবূ মালিক বলেন, তারা সংখ্যায় ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তারা ছিল গ্রাম্যলোক, তাদেরকে দাওয়ারদান বলা হত। অনুরূপভাবে সুদ্দী ও আবূ স্বালিহ বলেন, তারা ওয়াসিতের কাছাকাছি দাওয়ারদান নামক কোন স্থানের অধিবাসী ছিল। সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয বলেন, তারা 'আযরুআতের' অধিবাসী ছিল। আতা' হতে ইবনু জারীর বলেন, এর কোন বাস্তবতা নাই। এটা একটা উপমা বা বাগধারা মাত্র। আলী বিন আসিম বলেছেন যে, তারা ছিল (ইরাকের) ওয়াসিত থেকে কয়েক মাইল দূরে ওয়ার্দান নামক গ্রামের বাসিন্দা।

ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তার তাফসীরে বলেছেন, {সুফইয়ান} {মোয়সারাহ বিন হাবীব আন নাহদী} {মিনহাল বিন আমর আল-আসদী} {সাঈদ বিন জুবায়র} {ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)} বলেছেন, ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ **"তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা মৃত্যুকে এড়াবার জন্য নিজেদের ঘর থেকে হাজারে হাজারে বের হয়ে গিয়েছিল"** তারা ছিল চার হাজার লোক যারা প্লেগ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল (যা তাদের দেশে দেখা দিয়েছিল)। তারা বলেছিল, "আমরা এমন দেশে যাব যেখানে মৃত্যু নাই।" যখন তারা একটা এলাকায় পৌঁছল, আল্লাহ তাদেরকে বললেন, ﴿مُوْتُوْا﴾ **"মর"**, তখন তারা সবাই মরে গেল। পরে নাবীগণের একজন তাদেরকে অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে পুনর্জীবিত করার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ' করলেন আর আল্লাহ তাদেরকে আবার জীবিত করলেন। তাই আল্লাহ বলেছেন : ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ **"তুমি কি সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা মৃত্যুকে এড়াবার জন্য নিজেদের ঘর থেকে হাজারে হাজারে বের হয়ে গিয়েছিল"।**

উপরন্তু, সালাফদের কতক বিদ্বান বলেছেন যে, তারা বানী ইসরাঈলের যুগে এক শহরের বাসিন্দা ছিল। সেখানকার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল ছিলনা এবং সেখানে মহামারী দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং যাযাবর জীবনের আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা একটি উর্বর উপত্যকায় পৌঁছল এবং তার দু'পার্শ্ব পূর্ণ করে ফেলল। তখন আল্লাহ তাদের নিকট দু'জন ফেরেশ্তা পাঠালেন, একজন উপত্যকার নিম্ন দিক হতে, অন্যটি উপর দিক হতে। ফেরেশ্তারা একবার চিৎকারধ্বনি দিল আর তৎক্ষণাৎ সব লোক মরে গেল ঠিক একটা লোক মরে যাওয়ার মত। পরে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হল এবং কবর দিয়ে চারিদিকে দেয়াল তুলে দেয়া হল। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ পচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল পর বানী ইসরাঈলের

একজন নাবী হিযকীল তাদেরকে অতিক্রম করলেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেন তিনি যেন তার মাধ্যমে তাদেরকে আবার জীবিত করে দেন। আল্লাহ তার দুআ' কবুল করলেন এবং তাকে বলার জন্য আদেশ দিলেন,

"ওহে পচাগলা অস্থিসমূহ, আল্লাহ তোমাদেরকে একসাথে আসার আদেশ দিচ্ছেন।" প্রত্যেকটি লোকের হাড় এর সাথে আনীত হল। আল্লাহ তখন তাকে বললেন, বল, "ওহে অস্থিসমূহ, আল্লাহ তোমাদেরকে গোস্ত, শিরা ও চামড়া দ্বারা আবৃত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাও ঘটল যা হিযকীল চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। আল্লাহ তখন তাকে আদেশ দিলেন, বল, "হে আত্মাগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিচ্ছেন, যে যে শরীরে থাকতে সে শরীরে ফিরে আসার।" তারা সবাই আবার জীবিত হল, চারদিকে তাকালো এবং বলে উঠলো, "সকল প্রশংসা তোমার জন্য (হে আল্লাহ!) এবং তুমি ছাড়া 'ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।

তারা বহু আগে মরে যাওয়ার পর আল্লাহ আবার তাদেরকে জীবিত করলেন। বলা দরকার যে, এই লোকগুলোকে পুনর্জীবিত করাটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, পুনরুত্থানের দিন বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান পুনরুত্থান ঘটবে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকেদের প্রতি দয়াশীল" অর্থাৎ, এভাবে যে, তিনি বড় বড় নিদর্শন, বোধগম্য দলীল এবং স্পষ্ট প্রমাণ দেখান। তবুও ﴿وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ﴾ "কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।" কারণ, আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে ও দ্বীনী বিষয়াদিতে যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য তারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করেনা।

(উপর্যুক্ত) মৃত লোকেদের কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন সাবধানতাই ভাগ্যলিপি সরাতে পারেনা, এবং আল্লাহ থেকে পালিয়ে থাকার জন্য কোন আশ্রয় নেই খোদ আল্লাহ ছাড়া। এই লোকগুলো মহামারী থেকে পালিয়ে তাদের দেশ ছেড়েছিল দীর্ঘ জীবন লাভের আশায়। কিন্তু তারা যা চেয়েছিল তার উল্টোটি পেল, কেননা মৃত্যু শীঘ্র এসে তাদের সবাইকে ধরে ফেলল।

১১৫৪. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ একটি প্রামাণ্য হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যে, [ইসহাক বিন ঈসা][মালিক][যুহরী][আবদুল হামীদ বিন আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ইবনুল খাত্তাব][আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র বিন নাওফাল][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস] [আবদুর রায্যাক][মা'মার][যুহরী][আবদুল হামীদ বিন আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ইবনুল খাত্তাব][আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র বিন নাওফাল][আবদুল্লাহ বিন আব্বাস] বলেছেন, "উমার ইবনুল খাত্তাব একবার সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। যখন তিনি সারগ অঞ্চলে পৌঁছলেন তখন সেনা বাহিনীর কমাণ্ডার আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ এবং তার সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে জানাল যে সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। অতঃপর হাদীস্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, - আবদুর রহমান বিন আউফ -যিনি তাঁর কোন কাজে অন্যত্র ছিলেন- আসলেন এবং বললেন, "এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান আছে। আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি ঃ

إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ

যদি তোমরা এমন দেশে থাক যেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে তাহলে তাথেকে বাঁচার জন্য তোমরা সে স্থান ত্যাগ করোনা, কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে শুনতে পেলে তোমরা সেখানে প্রবেশ করনা। 'উমার তখন আল্লাহর শুকরিয়া করলেন এবং ফিরে গেলেন।[২৪০০] এ হাদীস্রটি স্বহীহায়নেও আছে।

২৪০০. বুখারী ৫৭২৯, মুসলিম ২২১৯, আবূ দাউদ ৩১০৩, আহমাদ ১৬৮৫, ইবনু হিব্বান ২৯৩৫। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

১১৫৫. (স্বহীহ): ভিন্ন সূত্রে: ইমাম আহমাদ বলেন, ◊হাজ্জাজ ও ইয়াযীদ আল-আম্মী◊ইবনু আবী যি'ব◊যুহরী◊সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ◊আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)◊ (সালিম) বলেন ঃ সিরিয়ায় অবস্থানের সময় আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্ব উদ্ধৃত করে বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"أَنَّ هَذَا السَّقَمَ عُذِّبَ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ" قَالَ: فَرَجَعَ عُمَرُ مِنَ الشَّامِ.

প্লেগ নামক গযব দ্বারা আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। তোমরা যদি কোথাও প্লেগের কথা শোন তাহলে সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাদের স্থানে তা দেখা দেয় তাহলে পালিয়েও যাবে না।" তিনি আরও বলেন, অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়া হতে ফিরে আসেন।[২৪০১] **স্বহীহদ্বয়ে যুহরী** হতে ইমাম মালিকের সূত্রেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

জিহাদ ত্যাগ করা ভাগ্যকে পরিবর্তন করেনা

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ **"তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, সাবধানতা যেমন ভাগ্যকে পরিবর্তন করেনা, জিহাদ পরিত্যাগও নির্ধারিত সময়কে অগ্রপশ্চাৎ করতে পারেনা। বরং ভাগ্য এবং নির্ধারিত জীবিকা নির্দিষ্টকৃত আর তা কখনও পরিবর্তিত হবেনা যোগ ও বিয়োগের মাধ্যমে। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন:

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলতে লাগল, আমাদের কথামত চললে তারা নিহত হত না। বল, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মরণকে হটিয়ে দাও।"[২৪০২] আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾

"এবং বলতে লাগল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের প্রতি জিহাদ ফরয করলে, আমাদেরকে আরও কিছু অবসর দিলে না কেন?' বল, 'পার্থিব ভোগ সামান্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাতই উত্তম, তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না।' তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে বসবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গ মধ্যে অবস্থান কর।"[২৪০৩]

মুসলিম সেনাবাহিনীসমূহের নায়ক, ইসলামের রক্ষাকারী এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে উত্থিত তরবারি আবূ সুলাইমান খালিদ ইবনু ওয়ালিদ মৃত্যুর সময় বলেছিলেন "এত এত সংখ্যক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি, আমার শরীরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তীরের, বর্শার বা তরবারির আঘাত লাগেনি, তথাপি আমি এখানে, আমি আমার বিছানায় মৃত্যুবরণ করছি যেভাবে একটা উট মারা যায়,

---

২৪০১. বুখারী ৫৭৩০, ৬৯৭৩, মুসলিম ২২১৯, আহমাদ ১৬৮১, ইবনু হিব্বান ২৯১২। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।
২৪০২. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:১৬৮।
২৪০৩. সূরাহ নিসা, ৪:৭৭-৭৮।

কাপুরুষরা যেন কক্ষনো ঘুমের স্বাদ না পায়।" তিনি- আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন- দুঃখিত ও ব্যথিত ছিলেন কারণ তিনি যুদ্ধে শহীদের মৃত্যু লাভ করেননি। তিনি দুঃখিত ছিলেন এজন্য যে তাকে তার বিছানায় মরতে হয়েছিল।

উত্তম ঋণ এবং তার পুরস্কার

আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ **"এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"** এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর পথে খরচ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাঁর মহান কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন।

১১৫৬. (স্বহীহ): এ হাদীস্র যাতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ নেমে আসেন (আমাদের কাছের আকাশে প্রত্যেক রাতে রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ বাকী থাকতে)-ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ বলেন: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ কে তাঁকে ঋণ দিবে যিনি দরিদ্রও নন বা অন্যায়কারীও নন।[২৪০৪]

১১৫৭. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◊হাসান বিন আরাফাহ◊খালফ বিন খালীফাহ◊হুমায়দ আল-আ'রাজ (দুর্বল)◊আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র◊আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)◊ বলেন, যখন ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ **"এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"** এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবুদ দাহদাহ আল-আনস্রারী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চেয়েছেন? রসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, হে আবুদ দাহদাহ ! আবুদ দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আপনার হাতখানা দিন। নিজের হাতের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত রেখে বললেন, আমি আমার ছয়শত খেজুরবৃক্ষবিশিষ্ট সাজানো বাগানটি আমার সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দান করলাম। এই বলে সেখান হতে তিনি সরাসরি বাগানে আগমন করলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে উম্মু দাহদাহ! শুনে রাখ, আমি আমার বাগানটি আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দিয়েছি।[২৪০৫] ইবনু মারদুবিয়্যাহও ◊আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম◊তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম)◊উমার (রাঃ)◊ থেকে মারফূ' সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ **"উত্তম ঋণ"**। সালফে স্বালেহীনদের কেউ কেউ উমার (রাঃ)-এর সূত্রে قَرْضًا حَسَنًا এর ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহর পথে দান করা। আবার কেউ বলেছেন, সন্তানের জন্য খরচ করা। অন্য একদল বলেছেন, এটার ভাবার্থ হল তাসবীহ পড়া এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

আল্লাহর কথা: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ **"তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"** এ কথা তাঁর এ কথার মত ঃ

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

২৪০৪. মুসলিম ১৭১, ইবনু খুযায়মাহ কর্তৃক রচিত 'আত তাওহীদ' ১৩১ পৃ., ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'আসমাউস সিফাত' ৪৯৬, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে। সেখানে রয়েছে, "ينزل الله إلى السماء الدنيا........." **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

২৪০৫. কাশফুল আসতার ৯৪৪, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী ৩৪৫২, মাজমা' আয যাওয়াইদ (৩/১১৩-১১৪), সানাদে হুমায়দ বিন আতা আল-আ'রাজ দুর্বল। তবে এর মূল অংশটি স্বহীহ। এর শাহিদ হিসেবে জাবির (রাঃ), আনাস (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এর হাদীস্র পাওয়া যায়। দেখুন- মুসতাদরাক (২১৯৪), ইবনু হিব্বান (৭১৫৯) এবং বিস্তারিত জানতে দেখুন সিলসিলাহ স্বহীহাহ (৬/৪৬৩)। **তাহকীকঃ** স্বহীহ।

"যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন।"[২৪০৬] আমরা পরে এ আয়াত উল্লেখ করব।

১১৫৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ইয়াযীদ মুবারাক বিন ফুদালাহ আলী বিন যায়দ (দুর্বল) আবূ উস্রমান আন নাহদী আবূ হুরায়রাহ (আবূ উস্রমান আন নাহদী) বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ 'র নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি বলেন, এক-একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায়? তদুত্তরে আবূ হুরায়রাহ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি যে, "إِنَّ اللهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ" আল্লাহ তাআলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে দু' লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন।[২৪০৭] হাদীস্রটি গরীব পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন ইমাম আহমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

১১৫৯. কিন্তু ইবনু আবী হাতিম ভিন্ন একটি সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ খাল্লাদ সুলায়মান বিন খাল্লাদ আল-মুআদ্দিব য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ আল-মুআদ্দিব মুহাম্মাদ বিন উকবাহ আর রিবাঈ যিয়াদ আল-জাস্রস্রাস্র আবূ উস্রমান নাহদী আবূ হুরায়রাহ (আবূ উস্রমান) বলেন, আবূ হুরায়রাহ -এর খিদমতে আমার চেয়ে বেশি কেউ থাকেননি। তিনি হজ্জে রওয়ানা করে গেলে আমি তার পেছন পেছন রওয়ানা করি। বসরায় গিয়ে শুনতে পায় যে, সেখানে লোকেরা তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করে থাকেন।' আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহর শপথ! আবূ হুরায়রার সাহচর্যে আমার চেয়ে বেশি কেউ থাকেনি। কিন্তু আমি তো তাঁর নিকট হতে এমন হাদীস্র শুনিনি। পরিশেষে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি। কিন্তু ইতোমধ্যে তিনি হজ্জে চলে যান। সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরাবাসীরা কিভাবে আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে এটা বর্ণনা করছে যে, আল্লাহ তাআলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করে থাকেন? অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ উস্রমান! এটাতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি বলেছেন ঃ ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾ **"এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"**। আমার আত্মা যাঁর হাতে সেই মহান সত্তা আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ হতে দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন।[২৪০৮]

২৪০৬. সূরাহ বাকারা, ২:২৬১।

২৪০৭. আহমাদ ৭৮৮৫, মুবারাক বিন ফুদালাহ ও আলী বিন যায়দ এর দুর্বলতার কারণে সানাদটি দুর্বল। আলী বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মুবারাক বিন ফুদালাহ একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ভিন্ন সূত্রে আহমাদ (১০৩৮১) বর্ণনা করেছেন কিন্তু সেখানেও আলী বিন যায়দ বিন জুদআন দুর্বল রাবী রয়েছে। তার থেকে অনেক মুনকার হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। সিলসিলাহ দঈফাহ (৩৯৭৫)। **তাহক্বীক আলবানীঃ** দঈফ।

২৪০৮. এর সানাদটি পূর্বোক্ত হাদীসের সানাদের মতই। তবে এখানে যায়দ বিন আবূ যিয়াদ আল-জাস্রস্রাস্র আল-বাস্রারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (২৯৩৮) এর মাঝে বলেন, ইবনু মাঈন বলেছেন, তার মাঝে তেমন কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করে থাকেন। ইমাম নাসাঈ ও ইমাম দারাকুতনী বলেন তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তিনি কখনও তার ব্যাপারে

১১৬০. (হাসান): ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ের উপর একটি হাদীস্র উদ্ধৃত করেছেন। ❮আমর বিন দীনার (দুর্বল)❯❮সালিম❯❮আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)❯ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ"

যে ব্যক্তি বাজারসমূহের মধ্যে কোন একটি বাজারে প্রবেশ করার সময় বলবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" আল্লাহ তার জন্য লক্ষ পুণ্য লিখবেন এবং তার লক্ষ লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দিবেন।[২৪০৯]

১১৬১. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ❮আবূ যুর'আহ❯❮ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন বাসসাম❯❮আবূ ইসমাঈল আল-মুআদ্দিব❯❮ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব❯❮নাফি'❯❮ইবনু উমার (রাঃ)❯ বলেন ঃ ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ **"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন।"**[২৪১০] এ আয়াতটি যখন নাযিল হল তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিন। অতঃপর নাযিল হল ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً﴾ **"এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"**। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বৃদ্ধি করে দিন। অতঃপর নাযিল হয় ﴿اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ **"নিশ্চয় ধৈর্যশীলকে অপরিমিতভাবে তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।"**[২৪১১]

কা'ব আল-আহবার হতে ইবনু আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, কা'ব আল-আহবারকে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনেছি যে, তিনি বলছিলেন, যে ব্যক্তি একবার ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ পড়বে তার জন্য জান্নাতে মণিমুক্তা ভরা দশ হাজার কোঠা তৈরী করা হবে, এটা কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে কি তুমি এটাতে বিস্ময় বোধ করছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন বলেন, এটাতে বিস্ময় বোধ করার কী আছে? বরং বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার এবং এতো বেশি হতে পারে যে, সেটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গণনা করার সাধ্য নাই। অতঃপর তিনি পড়েন ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا

বলেছেন যে, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করে থাকেন। ইমাম যাহাবী বলেন, বরং তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছে। আর এই মাতানটি মূলত নাকেরা (অপরিচিত)।

২৪০৯. তিরমিযী ৩৪২৯, ইবনু মাজাহ ২২৩৫, দারিমী ২৬২৯, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩১৩৯। সানাদে আমর বিন দীনার রয়েছে যিনি দুর্বল রাবী। কিন্তু উক্ত হাদীসটি ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ❮ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম❯❮ইমরান বিন মুসলিম❯❮আবদুল্লাহ বিন দীনার❯❮ আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)❯ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানীঃ** হাসান।

২৪১০. সূরাহ বাকারা, ২:২৬১।

২৪১১. সূরাহ যুমার, ৩৯:১০, ইবনু হিব্বান, ৪৬৪৮, শুআবুল ঈমান ৪২৮০, সানাদে ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৬৬০৭) এর মাঝে বলেন, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। অর্থাৎ জমহুর উলামাহ সকলে তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। সুতরাং উক্ত হাদীস্রটি দুর্বলতার খুব নিকটবর্তী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

﴿كَثِيْرَةً﴾ **"এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন"**। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ হতে অধিক বা বহুগুণ কোন বিষয় স্বভাবতই মানুষের গণনার সাধ্যের বাইরে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ﴾ **"এবং আল্লাহই সীমিত ও প্রসারিত ক'রে থাকেন"** অর্থাৎ, "খরচ কর (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) এবং আশংকা করনা।' নিশ্চিত, আল্লাহ লালনপালনকারী এবং তিনি বান্দাহদের যার জন্য ইচ্ছে রিয্ক বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেন। আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং ﴿وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ **"এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে"** পুনরুত্থানের দিনে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰىۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তী বানী ইসরাঈলের প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করনি? তারা তাদের নাবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ ঠিক করুন, যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করি'। নির্দেশ হল, 'এমন সম্ভাবনা আছে কি যে, যদি তোমাদের প্রতি জিহাদের হুকুম দেয়া হয় তবে তোমরা জিহাদ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা কী ওজরে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব না, যখন আমরা আমাদের গৃহ ও সন্তানাদি হতে বহিস্কৃত হয়েছি'। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের হুকুম হল, তখন তাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই ফিরে দাঁড়াল এবং আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন।

ইয়াহূদীদের কাহিনী যারা তাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ করে দেয়ার জন্য বলেছিল

আবদুর রায্যাক বলেন, কাতাদাহ থেকে মা'মার বর্ণনা করেছেন যে, (আয়াতে যে নাবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে) তার নাম হল ইউশা' বিন নূন (আলাইহিস সালাম)। ইবনু জারীর বলেন, ইউশা বিন নূন (আলাইহিস সালাম) অর্থাৎ ইউশা বিন নূন বিন আফরাইম বিন ইউসুফ বিন ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম)। তবে এ উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয়না। কেননা এটি মূসা (আলাইহিস সালাম) এরও বহু পরে দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর যুগের ঘটনা। ঘটনার আলোকে এটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং দাউদ (আলাইহিস সালাম) মধ্যে প্রায় এক হাজার বছরের ব্যবধান । আল্লাহই ভালো জানেন।

সুদ্দী বলেন, এই নাবীর নাম হল শামউন (আলাইহিস সালাম)। মুজাহিদ বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত নাবী ছিলেন শামবীল (আলাইহিস সালাম)।[২৪১২] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেন ঃ মূসার পরে বানী ইসরাঈল কিছু কালের জন্য সঠিক পথে ছিল। অতঃপর তারা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করল এবং তাদের কতক লোক পুতুল পূজা করতে লাগল। তবুও তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে সর্বদা নাবী পাঠানো হচ্ছিল যারা তাদেরকে ভাল কাজ করার জন্য এবং মন্দ হতে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিচ্ছিল এবং তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের জন্য শাসন পরিচালনা করছিল। তারা যখন কোন মন্দ কাজ করত যা তারা করত, আল্লাহ তাদের শত্রুদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করতেন, যার ফলে তাদের মাঝে অনেক সর্বনাশ ঘটত। তাদের শত্রুরা

২৪১২. তাবারী ৫/২৯৩।

অনেক লোককে বন্দী করত এবং তাদের দেশের অনেক জায়গা দখল করে নিত। এর পূর্বে, যারাই ইসরাঈলীদের সাথে যুদ্ধ করত তারাই পরাজিত হত, কারণ তাদের কাছে ছিল তাওরাত ও তাবুত যা তারা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তগত করত মূসার কাল হতে, যিনি আল্লাহর সংগে সরাসরি কথা বলতেন। তবুও ইসরাঈলীরা ভ্রষ্টতায় জড়িয়ে পড়ল, অবশেষে কোন এক যুদ্ধে এক রাজা তাদের থেকে তাবুত নিয়ে নিল। সেই রাজা তাওরাতও নিয়ে নিল আর অল্প সংখ্যক ইসরাঈলী যারা তা মুখস্থ করেছিল বেঁচে থাকল। তাদের বিভিন্ন গোত্রে নবুওয়াত ধারা বন্ধ হয়ে গেল এবং লাভির সন্তানদের মধ্য হতে একটি মাত্র গর্ভবতী স্ত্রীলোক বেঁচে থাকল যাদের মাঝে তখনও নবুওত আবির্ভূত হচ্ছিল। তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল, তাই ইসরাঈলীরা মহিলাটিকে একটি ঘরে রেখে দিল যাতে আল্লাহ তাকে একটি ছেলে দেন, যে হবে তাদের নাবী। স্ত্রীলোকটিও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকল যাতে তিনি তাকে একটি ছেলে দান করেন। আল্লাহ তার আবেদন শুনলেন এবং তাকে একটি ছেলে দিলেন যার নাম সে দিল 'শাময়ীল' মানে 'আল্লাহ আমার আবেদন শুনেছেন।' কতক লোক বলেন যে, ছেলেটির নাম ছিল শামউন (সিমন) যার অর্থও একই।

ছেলেটি যখন বড় হল, আল্লাহ তাকে একটি সৎ মানুষ বানালেন। যখন সে নবুওতের বয়সে পৌঁছল, আল্লাহ তার কাছে বাণী অবতীর্ণ করলেন এবং তাকে আদেশ করলেন তার লোকেদেরকে তাঁর ও তাঁর একত্ববাদের দিকে ডাকতে। শাময়ীল বানু ইসরাঈলকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং তারা তাকে তাদের জন্য একজন রাজা নিয়োগ করতে বলল যাতে তারা তার নেতৃত্বে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। রাজতন্ত্রও তাদের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের নাবী তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করেন, তাহলে তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করার তোমাদের শপথ তোমরা পূর্ণ করবে তো? ﴿قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا﴾ তারা বলল, 'আমরা কী ওজরে আল্লাহর পথে জিহাদ করব না, যখন আমরা আমাদের গৃহ ও সন্তানাদি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি'। অর্থাৎ, আমাদের দেশ দখল এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়ার পর?" আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ﴾ অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের হুকুম হল, তখন তাদের অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই ফিরে দাঁড়াল এবং আল্লাহ যালিমদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন। অর্থাৎ, মাত্র গুটিকতক লোক তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল, আর অধিকাংশই জিহাদ ত্যাগ করেছিল এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭. তাদেরকে তাদের নাবী বলল, আল্লাহ যথার্থই তালুতকে তোমাদের বাদশাহ ঠিক করেছেন। তারা বলল, 'আমাদের উপর কী প্রকারে তার রাজক্ষমতা মিলতে পারে যখন তার চেয়ে আমরাই রাজশক্তির অধিক যোগ্যপাত্র আর তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতাও প্রদান করা হয়নি'! নাবী বলল, আল্লাহ তাকেই তোমাদের উপর পছন্দ করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে নিজের রাজ্য দান করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ পর্যাপ্ত দাতা ও প্রজ্ঞাময়।

যখন ইসরাঈলীরা তাদের জন্য তাদের নাবীকে একজন রাজা নিযুক্ত করতে বলল, তিনি তালুতকে নিযুক্ত করলেন, যিনি ছিলেন তখন একজন সৈনিক। তালুত কিন্তু তাদের মধ্যেকার রাজবাড়ীর কোন সন্তান ছিলেন না, যা কেবল ইয়াহুদার সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য তারা বলেছিল ঃ ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ **'আমাদের উপর কী প্রকারে তার রাজক্ষমতা মিলতে পারে** অর্থাৎ, সে আমাদের জন্য কিভাবে রাজা হতে পারে ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ **যখন তার চেয়ে আমরাই রাজশক্তির অধিক যোগ্যপাত্র আর তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতাও প্রদান করা হয়নি'।** তারা বলল যে, তালুত গরীব, রাজা হওয়ার জন্য উপযুক্ত তার কোন সম্পদ নেই। কতক লোক বলল যে, তালুত লোকদেরকে পানি এনে দিত, অন্যেরা বলল যে, তার পেশা ছিল চামড়া পাকা করা। ইয়াহূদীরা তাদের নাবীর সাথে বাদানুবাদ করল যেক্ষেত্রে তাদের উচিত ছিল তাঁর কথা মান্য করা এবং তাঁর সংগে ভাল কথা বলা।

তাদের নাবী তাদেরকে উত্তর দিলঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ﴾ **'আল্লাহ তাকেই তোমাদের উপর পছন্দ করেছেন'** অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তালুতকে বেছে নিয়েছেন এবং তার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাদের নাবী বললেন "আমি নিজে থেকে তাকে তোমাদের রাজা হিসেবে পছন্দ করিনি; বরং তোমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আল্লাহ এই নির্দেশ দিয়েছেন।" উপরন্তু ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ **"এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন"** অর্থাৎ, "তালুত তোমাদের চেয়ে জ্ঞানী এবং সম্মানী, শক্তিশালী, যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল এবং যুদ্ধের ব্যাপারে তার অনেক জ্ঞান আছে। মোদ্দা কথা, সে তোমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞানী ও শক্তিশালী। রাজার যথেষ্ট জ্ঞান, সুন্দর চেহারা এবং শক্তিশালী আত্মা ও শরীর থাকা দরকার। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ **আল্লাহ যাকে ইচ্ছে নিজের রাজ্য দান করেন,** অর্থাৎ, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা চান তাই করেন, কেউ তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার রাখেনা বরং তাদেরই তাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এটা এজন্য যে তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান, হিকমাত ও দয়ামায়া আছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ **বস্তুতঃ আল্লাহ পর্যাপ্ত দাতা ও প্রজ্ঞাময়।** অর্থাৎ, তাঁর অনুগ্রহ সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে, তিনি যার প্রতি চান তাঁর দয়া বিতরণ করেন। তিনি এটাও জানেন যে, কারা রাজা হওয়ার যোগ্য আর কারা যোগ্য নয়।

২৪৮. তাদের নাবী তাদেরকে বলল, তালুতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক আসবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের শান্তি বাণী রয়েছে এবং সেই অবশিষ্ট জিনিস, যা মূসা ও হারূন সম্প্রদায় রেখে গেছে, ওটা ফেরেশতাগণ উঠিয়ে আনবে, এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে যদি তোমরা মু'মিন হও।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

তখন তাদের নাবী ঘোষণা করলেন, "তোমাদের উপর তালুতের রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাবুত (কাঠের বাক্স) ফিরিয়ে দিবেন যা তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।" আল্লাহ বললেন, ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ **"যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের শান্তি বাণী রয়েছে"** অর্থাৎ, প্রশান্তি এবং পুনর্নিশ্চয়তা। ['আবদুর রায্যাক][মা'মার][কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)] বলেছেন ঃ ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ **যার মধ্যে শান্তি বাণী রয়েছে,** অর্থাৎ, অনুকম্পা। উপরন্তু রাবী' বলেছেন যে, সাকীনাহ অর্থ: অনুগ্রহ। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও এ অর্থ করেছেন যেমনটি আউফি বর্ণনা দিয়েছেন।

ইবনু জুরায়জ বলেন, আমি আতা'কে ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ﴾ এ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর এই নির্দশনসমূহ চিনতে পারছ না? এটা হল আল্লাহর পক্ষ হতে সাকীনা বা প্রশান্তি। হাসান বাসরীও এটা বলেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, সাকীনা হল স্বর্ণের একটি খাঞ্চা। এর মধ্যে রেখে নবীগণের কলবসমূহ ধৌত করা হত। এটা আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে দান করেন। আর তিনি লাওহে মাহফূয হতে ওহী হিসাবে যা নাযিল হত তা (কপি করে) সেটার মধ্যে রাখতেন।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আবূ মালিক বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান আস্ সাওরী বলেন, ◊[সালামাহ বিন কুহায়ল][আবুল আহওয়াস][আলী (রাঃ)]◊ বলেন, 'সাকীনাহ্‌র মানুষের চেহারা সদৃশ চেহারা ছিল। উপরন্তু সেটার মধ্যে হৃদয়ও সঞ্চারিত ছিল।

ইবনু জারীর বলেন, ◊[ইবনুল মুসান্না][আবূ দাউদ][শু'বাহ, হাম্মাদ বিন সালামাহ ও আবুল আহওয়াস][সিমাক][খালিদ বিন আরআরাহ][আলী (রাঃ)]◊ বলেন ঃ **সাকীনা হল তীব্র বেগময় এক ঝাপসা বাতাসতুল্য।** তবে সেটার দু'টি মাথা ছিল।

মুজাহিদ বলেন ঃ **সেটি দু'খানা পাখা এবং একটি লেজবিশিষ্ট ছিল।** ওহাব বিন মুনাব্বিহ হতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন ঃ **সাকীনা হল একটি মৃত বিড়ালের মাথা।** সেটা যখন তাবূতের মধ্য হতে শব্দ করত, তখন সে শব্দকে সাহায্যের আশ্বাস হিসাবে বিশ্বাস করা হত। ফলে তারা অবধারিতভাবে যুদ্ধে বিজয় লাভ করত।

আবদুর রায্যাক বলেন, বাক্কার বিন আবদুল্লাহ আমাকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ওয়াহব বিন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছেন তিনি বলেছেন, সাকীনা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে একটি আত্মা বিশেষ। বানী ইসরাঈলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সেটা তার ফয়সালা করে দিত এবং তারা কোন গোপন বিষয় জানতে চাইলে তাও জানিয়ে দিত।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ **"এবং সেই অবশিষ্ট জিনিস, যা মূসা ও হারূন সম্প্রদায় রেখে গেছে।"** ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ **"এবং সেই অবশিষ্ট জিনিস যা মূসা ও হারূন সম্প্রদায় রেখে গেছে"** অর্থাৎ মূসার লাঠি এবং তক্তির টুকরাসমূহ।[২৪১৩] কাতাদাহ, সুদ্দী, রাবী' বিন আনাস এবং ইকরিমাহ্‌ও এই একই তাফসীরে আরো যোগ করেছেন, "এবং তাওরাতও।"[২৪১৪] আবদুর রায্যাক বলেছেন যে, তিনি সাওরীকে ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ **"এবং সেই অবশিষ্ট জিনিস, যা মূসা ও হারূন সম্প্রদায় রেখে গেছে"** এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সাওরী বলেছিলেন, "কিছু লোক বলেছেন যে, তাতে ছিল এক পাত্র মান্না এবং তক্তির টুকরাসমূহ, আর অন্য কতক লোক বলেছেন যে, তাতে ছিল (মূসার) লাঠি এবং দু'টি জুতা।[২৪১৫]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلَٰئِكَةُ﴾ **"ওটা ফেরেশতাগণ উঠিয়ে আনবে।"** ইবনু জারীর বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "ফেরেশ্‌তারা তাবুত বয়ে নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নেমে এসেছিল, অবশেষে তা তালুতের সামনে রেখে দিয়েছিল আর লোকেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিল।" সুদ্দী বলেছেন, "তাবুত তালুতের বাড়িতে আনা হয়েছিল যাতে লোকেরা শামাউনের নবুওতে বিশ্বাস করে

২৪১৩. তাবারী ৫/৩৩১।
২৪১৪. তাবারী ৫/৩৩১, ৩৩২।
২৪১৫. তাবারী ৫/৩৩৩।

এবং তালুতকে মান্য করে।"[২৪১৬] কোন কোন শায়খ হতে ধারাবাহিকভাবে স্রাওরী ও আবদুর রায্যাক বলেন ঃ ফিরিশতাগণ সেটিকে একটি গাভীর পিঠে করে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছিল।

কেউ কেউ বলেন, দু'টি গাভীর পিঠে করে হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, তাবূত একটি সিন্দুক-সদৃশ বস্তু ছিল। যুদ্ধে জয়ী হলে মুশরিকরা সেটা নিয়ে যায় এবং তাদের মণ্ডপ ঘরের মধ্যে বড় মূর্তিটির পায়ের নিচে সেটা রেখে দেয়। কিন্তু সকালে উঠে দেখা যায় যে, সেটা মূর্তিটির মাথার উপরে উঠে রয়েছে। তারা পুনরায় সেটা মূর্তির পায়ের নিচে রেখে দেয়। পরদিন সকালে যেয়ে আবারো একই অবস্থায় দেখতে পায় এবং পুনরায় মূর্তিটিকে উপরে করে দেয়। কিন্তু এবার সকালে উঠে দেখে যে, মূর্তিটি ভাংগা অবস্থায় একদিকে পড়ে রয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারে যে, এটা আল্লাহর লীলা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কেননা এ রকম আর কখনও হয়নি। অতঃপর তারা সেই তাবুতটি তাদের শহর হতে বের করে একটি গ্রামে রেখে আসে। সেই গ্রামে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এ দেখে বানী ইসরাঈলের এক বন্দিনী মহিলা গ্রামবাসীকে বলল, এটা বানী ইসরাঈলের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে না আসলে মহামারী বন্ধ হবে না। অতঃপর সেটা দু'টি গাভীর পিঠে উঠিয়ে দু'টি লোক হাঁকিয়ে আনছিল।

অনতিদূরে যেয়ে একজন মারা গেল। অতঃপর বানী ইসরাঈলদের শহরের নিকট পৌঁছে গাভী দু'টি রশি ছিঁড়ে দৌড়িয়ে পালালো। এভাবে বানী ইসরাঈলগণ সেটি পেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন ঃ তারা সেটা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর হাতে তুলে দিয়েছিল। তিনি সেটা নিয়ে তাদের নিকট পৌঁছলে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ দু'টি যুবক বাক্সটি বহন করে এনেছিল। আল্লাহ ভালো জানেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ তাবূতটি ফিলিস্তিনের কোন একটা গ্রামে ছিল। আর সেই গ্রামটির নাম হল 'আয্দারদ'।

তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ﴾ **"এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে"** আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার, আমার নবুওতের এবং তালুতকে মান্য করার ব্যাপারে আমার নির্দেশের সত্যতা প্রতিপন্নকারী, ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ **"যদি তোমরা বিশ্বাসী হও"** আল্লাহয় এবং আখিরাতে।"

২৪৯. অতঃপর যখন তালুত সৈন্যসহ রওয়ানা হল, বলল, 'আল্লাহ একটা নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন, মূলতঃ যে কেউ ওটার পানি পান করবে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় আর যে তা খাবে না, সে নিশ্চয়ই আমার দলভুক্ত হবে, কিন্তু যে এক অঞ্জলি পানি নিবে সেও (আমার দলভুক্ত)'। অতঃপর অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা সকলেই তাথেকে পান করল। এরপর তালুত এবং তার সাথী মু'মিনগণ নদী পার হয়ে বলল, 'আজ জালুত ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যাদের এ ধারণা ছিল যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে'। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

২৪১৬. তাবারী ৫/৩৩৫।

আল্লাহ বলেছেন যে, বানী ইসরাঈলের রাজা তালুত তার সৈন্য এবং তাকে মান্যকারী ইসরাঈলীদের নিয়ে এগিয়ে গেল। সুদ্দীর মতে, তখন তার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার,[২৪১৭] কিন্তু আল্লাহই ভাল জানেন। তালুত বললেন ঃ ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم﴾ **"আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন"** অর্থাৎ, তিনি একটি নদীর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যা জর্দান ও প্যালেস্টাইন নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত[২৪১৮] অর্থাৎ শারীআহ নদী- ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতে। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ **"মূলতঃ যে কেউ ওটার পানি পান করবে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়"** অর্থাৎ, আর আমার সংগী হবেনা। ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ **"আর যে তা খাবে না, সে নিশ্চয়ই আমার দলভুক্ত হবে, কিন্তু যে এক অঞ্জলি পানি নিবে সেও (আমার দলভুক্ত)'।"** অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি নেই। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ **"অতঃপর অতি অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা সকলেই তাথেকে পান করল।"** ইবনু জুরায়জ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কেউ তার (অর্থাৎ নদীর পানির) কিছুটা তার হাতের অঞ্জলিতে নিল তার তৃষ্ণা মিটল, আর যারা বাধাহীনভাবে তাথেকে পান করল, তাদের তৃষ্ণা মিটলনা।" সুদ্দী {আবূ মালিক}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)} থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। কাতাদাহ এবং ইবনু শাওযাবও অনুরূপ বলেছেন। সুদ্দী বলেন, তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার। অতঃপর তাদের ষাট হাজার সৈন্য পানি পান করল এভাবে শেষ পর্যন্ত তাদের নাবীর সাথে ছিল মাত্র চার হাজার সৈন্য।

১১৬২. (সহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, {ইসরাঈল, সুফইয়ান আস্ সাওরী ও মিসআর বিন কিদাম}{আবূ ইসহাক আস সাবীঈ}{বারা' বিন আযিব (রাঃ)} বলেছেন, "আমরা বলতাম যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ যাঁরা বদর যুদ্ধে তাঁর সংগী ছিল তারা ছিল তিনশত দশজনেরও বেশি, সংখ্যায় ঠিক তাদের মত যে সৈন্যরা তালুতের সঙ্গে নদী পার হয়েছিল। যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, কেবল তারাই তাঁর সংগে নদী পার হয়েছিল।"[২৪১৯]

১১৬৩. (সহীহ): বুখারীও এটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছে যে, {আবদুল্লাহ বিন রাজা'}{ইসরাঈল বিন য়ূনুস}{আবূ ইসহাক}{বারা' বিন আযিব (রাঃ)} বলেন, আমরা (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীরা) আলোচনা করতাম যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ যারা বদর যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল তাদের সংখ্যা এবং তালূত (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কেবল মু'মিনরাই নদী অতিক্রম করেছিল তাদের উভয় দলের সংখ্যা প্রায় তিনশত দশ জনের কিছু বেশি ছিল।[২৪২০] অতঃপর তিনি {সুফইয়ান আস্ সাওরী ও যুহায়র}{আবূ ইসহাক}{বারা' বিন আযিব (রাঃ)} থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এজন্য তারা বলেছিল ঃ ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ **"এরপর তালুত এবং তার সাথী মু'মিনগণ নদী পার হয়ে বলল, 'আজ জালুত ও তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, ইসরাঈলীরা (যারা তালুতের সংগে রয়ে গিয়েছিল) ভেবেছিল যে, তারা নিজেরা তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় অল্প, কেননা শত্রুরা তখন ছিল অনেক। তাই তাদের জ্ঞানী লোকেরা তাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করে দিয়েছিল এ কথা ব'লে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং বিজয় একমাত্র আল্লাহ থেকেই আসে, সংখ্যাধিক্য থেকেও নয়, আর রসদের আধিক্য থেকেও

২৪১৭. তাবারী ৫/৩৩৯।

২৪১৮. তাবারী ৫/৩৪০।

২৪১৯. তাবারী ৫৭২৬। পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।

২৪২০. বুখারী ৩৯৫৭, ৩৯৫৮, ৩৯৫৯, তিরমিযী ১৫৯৮, ইবনু মাজাহ ২৮২৮, আহমাদ ১৮০৮৩, ১৮১৫৯। **তাহকীকঃ** সহীহ।

নয়। তারা তাদেরকে বলল ঃ ﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ **"আল্লাহ্র হুকুমে বহু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে'। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"**

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০. যখন তারা জ্বালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হল, তখন বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান কর এবং আমাদের পদগুলো দৃঢ় রেখ এবং কাফির দলের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত কর'।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে (শত্রুদেরকে) পরাজিত করল এবং দাঊদ জ্বালুতকে কতল করল এবং আল্লাহ দাঊদকে রাজ্য ও হেকমত দান করলেন এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছে। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ সর্বজগতের প্রতি কৃপালু।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এসব আল্লাহ্রই আয়াত, যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়িয়ে শুনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

যখন বিশ্বাসী দলটি- তালুতের নেতৃত্বে যারা ছিল অল্প- তাদের শত্রুর মুখোমুখী হল– যারা জালুতের নেতৃত্বে সংখ্যায় ছিল অনেক– প্রার্থনা করল, رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا **'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান কর'** অর্থাৎ, শত্রুর বিরুদ্ধে এবং দুর্বলতা ও পালিয়ে যাওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর, وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا **'এবং আমাদের পদগুলো দৃঢ় রেখ'** অর্থাৎ শত্রুদের মুকাবিলায় অবিচল থাকা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা এবং দুর্বলতায় মুষড়ে না পড়ার শক্তি দিন। আর وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ **এবং কাফির দলের উপর আমাদেরকে জয়যুক্ত কর'।**

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ **"অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে (শত্রুদেরকে) পরাজিত করল"** অর্থাৎ তারা তাদেরকে পরাজিত ও পরাস্ত করে দিল আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে। তখন ﴿وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ﴾ **"এবং দাঊদ জ্বালুতকে কতল করল"**। ইসরাঈলী কাহিনী দাবী করে যে, (নাবী) দাঊদ জালূতকে নিক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে হত্যা করেছিল, যা সে জালূতের প্রতি নিক্ষেপ করেছিল এবং তাতে তার মৃত্যু ঘটেছিল। তালুত প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যে কেউ জালুতকে হত্যা করতে পারবে, তার সংগে নিজের মেয়ের বিয়ে দিবে এবং রাজত্ব ও শাসনে অংশিদার করবে। তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ প্রদত্ত নবুওতের সংগে দাঊদ নাবী রাজপদও লাভ করলেন। তাই আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ﴾ **"এবং আল্লাহ দাঊদকে রাজ্য দান করলেন"** যা তালুতের ছিল এবং ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ **"এবং হিকমাত"** যা নবুওয়াতের সংগে আসে, অর্থাৎ শাম'য়ীলের পরে। অতঃপর আল্লাহ বলেন: ﴿وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ﴾ **"এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছে।"** অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছে করলেন স্বীয় জ্ঞান থেকে (নাবী) দাউদের প্রতি দান করলেন

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ঃ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ **"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, আল্লাহ যদি এক দল লোক দ্বারা অন্য দলকে বাধাগ্রস্ত না করতেন- যেমন তালুত ও দাউদের বীরত্ব (গোলিয়থের বিরুদ্ধে) বানী ইসরাঈলকে সাহায্য করেছিল-তাহলে লোকেরা ধ্বংস হয়ে যেত। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾

"আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীষ্টান সংসারত্যাগীদের উপাসনালয়, গির্জা ও ইয়াহুদীদের উপাসনার স্থান আর মাসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহ্র নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়।"[২৪২১]

১১৬৪. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, আবূ হুমায়দ আল-হিমসী আহমাদ ইবনুল মুগীরাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (অত্যন্ত দুর্বল) হাফস বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন সূকাহ ওয়াবারাহ বিন আবদুর রহমান ইবনু উমার (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ" আল্লাহ তা'আলা একজন নেককার মুসলমানের বদৌলতে তার আশেপাশের একশত পরিবারকে বিপদাপদ হতে নিরাপদ রাখেন। এটা বলে ইবনু উমার (রাঃ) এ আয়াতটি পড়েন ঃ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ **"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত"**।[২৪২২] এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হচ্ছেন আবূ যাকারিয়্যা আল-আত্তার আল-হিমসী যিনি অত্যন্ত দুর্বল।

১১৬৫. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু জারীর বলেন, আবূ হুমায়দ আল-হিমসী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (অত্যন্ত দুর্বল) উসমান বিন আবদুর রহমান মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَأَهْلَ دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ وَلَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ فِيهِمْ"

আল্লাহ তাআলা নেককার মুসলমানের বদৌলতে তাঁর সন্তান, তাঁর সন্তানের সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী ও তার সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপন হিফাযতে রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত এলাকায় বেঁচে থাকে।[২৪২৩] এ হাদীসটিও অবশ্য পূর্বের হাদীসটির ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল।

১১৬৬. (দঈফ): আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম আলী বিন ইসমাঈল বিন হাম্মাদ আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ যায়দ ইবনুল হুবাব হাম্মাদ বিন যায়দ আয়্যূব আবূ কিলাবাহ আবূ আসমা' সাওবান (রাঃ) মারফূ' সূত্রে বলেন ঃ

২৪২১. সূরাহ হজ্জ, ২২:৪০।

২৪২২. তাবারী ৫৭৫৫, সিলসিলাহ দঈফাহ ৮১৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৫৭৪, দঈফ আল-জামি' ১৬৫১। ইমাম ইবনু কাস্রীর (রহঃ) সানাদের দুর্বলতার ব্যাপারে বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-হিমসী অত্যন্ত দুর্বল। জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার আদ দুররুল মানসূর (১/৫৬৭) এর মাঝেও তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী সানাদে হাফস বিন সুলায়মান সম্পর্কে ইল্লাত বর্ণনা করেছেন যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষেরা তাকে বর্জন করেছে। ইয়াহইয়া তাকে দুর্বল বলেছেন। অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, হাফস একজন মিথ্যুক। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল/বাতিল)

২৪২৩. তাবারী ৫৭৫৬, সানাদটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এর কারণে অত্যন্ত দুর্বল। সুদ্দী তার ব্যাপারে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ রাবীর নাম দিয়ে জাল বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন। তার বর্ণিত হাদীস কোনক্রমেই দলীলযোগ্য নয়। মাতানটি মুনকার। **তাহকীকঃ** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল/বাতিল)।

"لَا يَزَالُ فِيكُمْ سَبْعَةٌ بِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ"

সব সময় তোমাদের মধ্যে এমন সাতজন ব্যক্তি থাকবেন, যাদের কারণে তোমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করা হবে, বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং আহার দেয়া হবে।[২৪২৪]

১১৬৭. (মুনকার): ইবনু মারদুবিয়্যাহ আরও বলেন, ◆মুহাম্মাদ বিন আহমাদ⟩মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ⟩আবূ মুআয⟩নোহার বিন উস্রমান আল-লায়স্রী⟩যায়দ ইবনুল হুবাব⟩উমার আল-বায্যার⟩আম্বাসাহ আল-খাওয়াস⟩কাতাদাহ⟩আবূ কিলাবাহ⟩আবুল আশআস্র আস্র স্নানআনী⟩উবাদাহ ইবনুস্র সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)◆ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "الْأَبْدَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ بِهِمْ تَقُومُ الْأَرْضُ، وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ" আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল থাকবে, তাদের কারণে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হবে।[২৪২৫] কাতাদা বলেন, আমার মনে হয়, হাসান তাদের একজন।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَٰكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾ **"কিন্তু আল্লাহ সর্বজগতের প্রতি কৃপালু।"** অর্থাৎ, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তিনি তাদের কতক লোক দ্বারা কতক লোককে নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাঁর সকল কাজে ও কথায় হিকমাত, চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং সৃষ্টির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণের অধিকারী।

আল্লাহ বলেন ঃ ﴿تِلْكَ اٰيٰتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ **"এসব আল্লাহ্‌রই আয়াত, যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে পড়িয়ে শুনাচ্ছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, আল্লাহর এ আয়াতগুলো- যা আমি সত্যভাবে তোমার কাছে বিবৃত করলাম- যেভাবে এ ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল তার সাথে হুবহু সংগতিপূর্ণ। আর এগুলো ঐ সত্যের সাথেও সংগতিপূর্ণ যা এখন পর্যন্ত (আসমানী) কিতাবসমূহে বিদ্যমান যা বানী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণের নিকট রয়েছে এবং তারা সে সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহ বলেন, ﴿وَاِنَّكَ﴾ **"নিশ্চয়ই তুমি"** হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ **"আল্লাহর রসূলদের একজন"**। দৃঢ়তার সংগে তাঁর নবুওতের সত্যতা ব্যক্ত করছে।

দ্বিতীয় পারা সমাপ্ত

২৪২৪. মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ২০৪৫৭ তিনি ◆মা'মার⟩আয়্যুব⟩আবূ কিলাবাহ◆ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-ঈমাউ ইলা যাওয়াইদিল আমালী ওয়াল আজযা' (১০৬২) এটিকে তিনি মু'দাল বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) তার সিলসিলাহ দঈফাহ (২/৩৪০) এর মাঝে 'সাত' এর স্থানে 'ত্রিশ জনের' কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীস্রটি দুর্বল। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

২৪২৫. আহমাদ ২২২৪৫, উবাদাহ ইবনুস সামিত এর হাদীস্র থেকে। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমার পিতা উক্ত হাদীস্রটিকে মুনকার বলেছেন। হায়সামী বলেন, সানাদে আবদুল ওয়াহিদ ব্যতীত সকলে নির্ভরযোগ্য। আবদুল ওয়াহিদ সম্পর্কে আল-আজালী ও আবূ যুরআহ স্রিকাহ বলেছেন কিন্তু তারা দু'জন ব্যতীত সকলে তাকে দঈফ (দুর্বল) বলেছেন। আর সানাদে দ্বিতীয় ইল্লাত হচ্ছে– সানাদে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে আবদুল ওয়াহিদ ও উবাদাহ ইবনুস সামি এর মাঝে। আবদুল ওয়াহিদ উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। সানাদে হাসান বিন যাকওয়ান রয়েছেন তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্তেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। এবিষয়ে ইবনুল জাওযী তার 'আল-মাওদূআত' (৩/১৫০, ১৫১, ১৫২) এর মাঝে একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যার কোনটি স্বহীহ নয়। স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫০৭৫, দঈফ আল-জামি' ২২৬৭। **তাহক্বীকঃ** মুনকার।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

২৫৩. এ রসূলগণ এরূপ যে, তাদের মধ্যে কাউকে অন্য কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, তাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাদের কাউকে পদমর্যাদায় উচ্চ করেছেন। আমি মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট দলীলসমূহ প্রদান করেছি, রূহুল কুদুস (জিব্রীল) দ্বারা সাহায্য করেছি এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল পৌছার পর পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না, কিন্তু তারা পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করল, তাদের কেউ কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কেউ কুফরী করল, আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করত না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই করে থাকেন।

আল্লাহ কতক নাবীকে কতক নাবীর উপর সম্মান দান করেছেন

আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কতক নাবীকে অন্যদের উপর সম্মান দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বলেছেন: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا﴾ **"আমি নাবীগণের কতককে অন্যদের উপর মর্যাদা দান করেছি আর দাউদকে দিয়েছি যাবুর।"**[২৪২৬] এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ﴾ **"এ রসূলগণ এরূপ যে, তাদের মধ্যে কাউকে অন্য কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, তাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন"** অর্থাৎ মূসা এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং আদমও স্বহীহ ইবনু হিব্বানে লিখিত আবূ যার বর্ণিত একটি হাদীস্ব অনুসারে। ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ﴾ **"এবং তাদের কাউকে পদমর্যাদায় উচ্চ করেছেন"** যা প্রতীয়মান হয় রাত্রিতে ভ্রমণ সম্পর্কিত হাদীস্বে, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) নাবীগণকে বিভিন্ন আকাশে দেখলেন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অনুসারে।

কেউ যদি একত্রিতভাবে এ আয়াত এবং ঐ হাদীস্বের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যা স্বহীহায়ন আবূ হুরায়রাহ হতে সংগ্রহ করেছে যাতে আছে,

১১৬৮. (স্বহীহ): "একবার এক মুসলিম ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছির আর ইয়াহূদীটি বলেছিল, 'না, যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে সকল মানুষের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর শপথ।' এ কথা শুনে মুসলিম ব্যক্তিটি ইয়াহূদীর মুখে চপেটাঘাত করে বলল, 'ওরে দুষ্ট! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপরেও কি? ইয়াহূদী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গেল এবং এবং তাঁর নিকট প্রতিবাদ জানাল। নাবী (ﷺ) বললেন,

لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفِيقُ فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟ فَلَا تُفَضِّلُونِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ

নাবীগণের উপরে আমাকে প্রাধান্য দিওনা, কেননা, কিয়ামতের দিন মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে, আমি প্রথম জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখব যে, মূসা (আলাইহিস সালাম) হাত দিয়ে আল্লাহর আরশের থাম ধরে আছেন, আমি জানি না তিনি আমার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, না তুরে বেহুঁশ হওয়ায় তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে,

২৪২৬. সূরাহ ইসরা, ১৭:৫৫।

কাজেই নাবীগণের উপরে আমাকে অধিক মর্যাদা দিওনা।"[২৪২৭] অন্য বর্ণনায়, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ কতক নাবীগণকে অন্য কতকের উপর মর্যাদা দিও না।

এ প্রশ্নের জবাব বিভিন্নভাবে দেয়া যায়। তন্মধ্যে **প্রথম জওয়াব** ঃ এ হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করার পূর্বে। তবে এই উক্তিটি ততটা শক্তিশালী নয়। কেননা এটার বক্তব্যের বিষয়ের উপর সন্দেহ রয়েছে। **দ্বিতীয় জওয়াব** ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিছক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে বলেছেন। **তৃতীয় জওয়াবঃ** ঝগড়া-বিবাদ ও মতভেদের ক্ষেত্রে কতক নাবীকে কতকের উপর প্রাধান্য দিতে এ হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন এ হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটি। **চতুর্থ জাওয়াবঃ** এ হাদীস জানাচ্ছে যে, কোন্ নাবী শ্রেষ্ঠতর এটা নির্ধারণ করা সৃষ্টির কাজ নয়, কারণ এ সিদ্ধান্ত আল্লাহর। **পঞ্চম জওয়াবঃ** সৃষ্টির কাজ হল আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, তা মান্য করা ও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ﴾ **"(এবং আমরা মারইয়াম) পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম"** প্রমাণাদি ও অকাট্য দলীলাদিকে বুঝাচ্ছে যা ঐ সবের সত্যতা প্রমাণ করছে যা ঈসা বানী ইসরাঈলকে প্রদান করেছিলাম, যা সত্য প্রতিপন্ন করে যে, তিনি আল্লাহর দাস এবং তাদের নিকট প্রেরিত তাঁর রসূল। ﴿وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ﴾ **"এবং আমরা তাকে রূহুল কুদুস দিয়ে সাহায্য করেছিলাম"** অর্থাৎ আল্লাহ ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ অতঃপর বলেছেন,

﴿وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا﴾

"এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল পৌঁছার পর পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না, কিন্তু তারা পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করল, তাদের কেউ কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কেউ কুফরী করল, আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে তারা যুদ্ধবিগ্রহ করত না" অর্থাৎ এ সব ঘটেছিল আল্লাহর সিদ্ধান্ত মোতাবেক, আর এজন্য তিনি অতঃপর বলেছেন, ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ﴾ **"কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তা-ই করে থাকেন।"**

২৫৪. হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾

আল্লাহ স্বীয় বান্দাহদেরকে তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন, ন্যায়ের পথে, তিনি তাদেরকে যা দিয়েছেন তাথেকে, যাতে তারা তাদের প্রতিপালক ও বাদশাহর নিকট তাদের এ সৎ কাজের পুরস্কার অর্জন ও সংরক্ষণ করতে পারে। এ জীবনে তারা এ কাজ করার জন্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হোক ﴿مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ﴾ **"একটি দিন আসার পূর্বে"** অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিন ﴿لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ﴾ **"যখন চলবে না কোন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব, কোন সুপারিশ।"** এ আয়াত জানাচ্ছে যে, সে দিন কেউ নিজের পক্ষ থেকে দর কষাকষি করতে সক্ষম হবেনা, বা মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না

২৪২৭. বুখারী ৩৪০৮, মুসলিম ২৩৭৩।

যদিও তা দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ হয় না কেন, আর না কারো সাথে তার বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক তার কোন উপকারে আসবে। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ **"অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সেদিন তাদের পরস্পরের মাঝে আত্মীয় বন্ধন থাকবে না। একে অপরের কাছে জিজ্ঞেসও করবে না।"**[২৪২৮] ﴿وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ **"কোন সুপারিশ"** অর্থাৎ কারো সুপারিশ দ্বারা তারা উপকার প্রাপ্ত হবে না।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ **"আর কাফিরগণই হচ্ছে অন্যায়কারী"** উল্লেখ্য যে, মুবতাদা সর্বদা খবরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আয়াতটি জানাচ্ছে যে, সেদিন কাফির অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করার চেয়ে বড় অন্যায় আর কোন কিছু নেই।

ইবনু আবী হাতিম লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আতা' বিন দীনার বলেছেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বলেছেন, ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ **"আর কাফিরগণই হচ্ছে অন্যায়কারী"** কিন্তু যালিমরাই (অন্যায়কারীরাই) হচ্ছে কাফির একথা বলেননি।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

আয়াতুল কুরসির ফদীলত

এটি আয়াতুল কুরসী আর এর সঙ্গে যুক্ত আছে মহা ফদীলত, কেননা সহীহ হাদীসে এটিকে আল্লাহর কিতাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১৬৯. (সহীহ): ইমাম আহমাদ বলেছেন, ০(আবদুর রাযযাক)(সুফইয়ান)(সাঈদ আল-জুরায়রী)(আবুস সালীল)(আবদুল্লাহ বিন রাবাহ)(উবাই বিন কা'ব (রাঃ))০ বলেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহর কিতাবে সর্বশেষ্ঠ আয়াত সম্পর্কে, উবাই উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন উবাই বললেন, আয়াতুল কুরসী।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ

হে আবূ মুনযির! জ্ঞানের জন্য অভিনন্দন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এ আয়াতের আছে একটি জিহ্বা আর দু'টি ঠোঁট যার সাহায্যে সে আল্লাহর আরশের পায়ার নিকট বাদশা (আল্লাহ)র প্রশংসা

২৪২৮. সূরাহ মু'মিনূন, ২৩:১০১।

করে।[২৪২৯] মুসলিমও এ হাদীস্র সংগ্রহ করেছেন,[২৪৩০] কিন্তু তিনি وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ এ অংশ সংযুক্ত করেননি যাতে শুরু হয়েছে তাঁর শপথ যাঁর হাতে . . ." দিয়ে।

১১৭০. (স্বহীহ): আয়াতুল কুরসীর ফদীলত সম্পর্কে উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত অপর হাদীস্র: হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-মাওস্বিলী বলেন, ‹[আহমাদ বিন ইবরাহীম আদ দাওরাকী][মুবাশশির][আওযাঈ][ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর][আবদাহ বিন আবী লুবাবাহ][আবদুল্লাহ বিন উবায় বিন কা'ব][কোর পিতা (উবায় বিন কা'ব) (রাঃ)]› বলেনঃ

أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ: فَكَانَ أُبَيٌّ يَتَعَاهَدُهُ فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ قَالَ: فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شَبِيهُ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ، جِنِّيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: جِنِّيٌّ. قُلْتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ. قَالَ: فَنَاوَلَنِي، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ. فَقُلْتُ: هَكَذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ مَا فِيهِمْ أَشَدُّ مِنِّي، قُلْتُ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَأَحْبَبْنَا أَنَّ نُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ فَمَا الَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ. ثُمَّ غَدَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَدَقَ الْخَبِيثُ".

আমার খেজুর ভর্তি একটি বস্তা ছিল এবং প্রত্যেকদিন সেটা আমি পরিদর্শন করতাম। কিন্তু একদিন কিছুটা খালি দেখে রাত্রি জেগে পাহারা দিতাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, যুবক ধরণের কে একজন আসল। আমি তাকে সালাম দিলাম; সে সালামের উত্তর দিল। অতঃপর জিজ্ঞেসা করলাম, তুমি কি জ্বিন না ইনসান? সে বলল, আমি জ্বিন। আমি বললাম, তোমার হাতটা বাড়াও তো। সে হাত বাড়ালে আমি তার হাতে হাত বুলাই। হাতটা কুকুরের হাতের গঠনের মত এবং কুকুরের লোম রয়েছে। আমি বললাম, সকল জ্বিন কি এ ধরনের? সে বলল, সমগ্র জ্বিনের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। এরপর আমি তাকে বললাম, যে উদ্দেশ্যে তুমি এসেছ তা তুমি কিভাবে সাহস পেলে? সে উত্তরে বলল, আমি জানি যে, আপনি দানপ্রিয়। তাই ভাবলাম, সবাই যখন আপনার নিআমতে উপকৃত হয়েছে, তাহলে আমি কেন বঞ্চিত হবো? অবশেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের অনিষ্ট হতে কোন্ জিনিস রক্ষা করতে পারে? সে বলল, তা হল 'আয়াতুল কুরসী'। সকালে উঠে রসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে রাত্রির ঘটনাটি বললে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, দুষ্ট তো ঠিক বলেছে।[২৪৩১]

২৪২৯. আহমাদ ২০৭৭১, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৪৭১, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩৪১০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৩০. মুসলিম ৮১০, মুসতাদরাক ৫৩২৬। হাকিম এর সানাদটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার 'আত তাখলীস' এর মাঝে হাদীস্রটিকে স্বহীহ আখ্যা দিয়েছে।

২৪৩১. ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত 'আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' (৯৬০, ৯৬১, ৯৬২), ইবনু হিব্বান ৭৮৪, মুসতাদরাক ২০৬৪, তাবারানী ৫১৪, বাগাবী ১১৯৭, সকলে ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বিকাহ তবে তিনি অধিক পরিমাণে হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করে থাকেন। আর এ হাদীস্রে রাবী কর্তৃক ইদতিরাব রয়েছে। প্রথমটিতে ইমাম নাসাঈ, বাগাবী, ইবনু হিব্বান ও বায়াহকী এরা ইবনু আবী উবায় বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়টিতে ইমাম নাসাঈ মুহাম্মাদ বিন আমর বিন উবায় বিন কা'ব থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবূ ইয়া'লা এর বর্ণনায় এখানে আবদুল্লাহ বিন উবায় থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে ইদতিরাব রয়েছে, মাতানটি গরীব। তবে এর শাহিদ হিসেবে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস্র পাওয়া যায়। যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীসহ অন্যান্যরাও। তবে ইমাম তিরমিযী আবূ আয়্যুব আল-আনস্বারী (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে আরও জানতে দেখুন ইতহাফুল খায়রাহ আল-মুহাররাহ ৫৬৩৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১০৮৭৫, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৩২৪৫, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৬৬২, ১৪৭০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুসতাদরকে ⟸আবূ দাউদ আত তায়ালিসী (এর হাদীস্ব থেকে)⟸হারব বিন শাদ্দাদ⟸ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর⟸আল-হাদরামী বিন লাহিক⟸মুহাম্মাদ বিন আম্র বিন উবায় বিন কা'ব⟸............⟸তার দাদা (উবায় বিন কা'ব) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আল-হাকিম বলেন, সানাদটি স্বহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।

১১৭১. অপর একটি সূত্রেঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ⟸মুহাম্মাদ বিন জা'ফার⟸উস্মান বিন গিয়াস⟸আবুস সালীল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক সাহাবির সাথে লোকজন কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। তখন তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলতে পার, "أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟" কুরআনের কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে বড়? তখন জনৈক সাহাবী বলেন, ﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ﴾ (এ আয়াতটি সবচেয়ে বড়)। অতঃপর সেই লোকটি বলেন, আমি এই উত্তর দেয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন এবং আমি তার শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। অথবা তিনি বুকে হাত রেখেছিলেন এবং আমি তার শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ" হে আবূ মুনযির! তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।[২৪৩২]

১১৭২. (স্বহীহ): আসফা' আল বাকরী থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসঃ হাফিয আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, ⟸আবূ ইয়াযীদ আল-কারাতীসী⟸ইয়া'কূব বিন আবূ আব্বাদ আল-মাক্কী⟸মুসলিম বিন খালিদ⟸ইবনু জুরায়জ⟸আম্র বিন আতা'⟸ইবনুল আসফা' আল-বাকরী এর গোলাম (ইসমু মুবাহম বা অজ্ঞাতনামা)⟸আসফা' আল-বাকরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শুনেছেন যে, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজিরদের নিকট গেলে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়াত কোন্টি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ......﴾ হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।[২৪৩৩]

১১৭৩. অপর একটি হাদীস্বঃ ইমাম আহমাদ বলেন, ⟸আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্ব⟸সালামাহ বিন ওয়ারদান⟸আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم سَأَلَ رَجُلًا مِنْ صَحَابَتِهِ فَقَالَ: "أَيْ فُلَانُ هَلْ تَزَوَّجْتَ"؟ قَالَ: لَا وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ. قَالَ: "أَوَلَيْسَ مَعَكَ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} "؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ. أَلَيْسَ مَعَكَ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} "؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ. أَلَيْسَ مَعَكَ {إِذَا زُلْزِلَتِ} "؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ أَلَيْسَ مَعَكَ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ [وَالْفَتْحُ]} "؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ. أَلَيْسَ مَعَكَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ } "؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: "رُبُعُ الْقُرْآنِ"

একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করেছো? সাহাবী বললেন, না, আমার কাছে ধন-সম্পদ কিছুই নাই। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন, তোমার কি ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ অর্থাৎ 'সূরা ইখলাস' মুখস্থ নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা হল

২৪৩২. আহমাদ ২০০৬৫, সানাদটি ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা)এর কারণে দুর্বল। আবুস সালীল ছিলেন, একজন তাবে তাবেঈন, তিনি সাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি। এই শব্দে মাতানটি মুনকার। তবে মারফূ' সূত্রে হাদীস্বটির স্বহীহ শাহেদ রয়েছে। পূর্বে বর্ণিত মুসলিমের সানাদে আবূ সুহায়ল আবদুল্লাহ বিন রাবাহ থেকে তিনি উবায় বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সেটি স্বহীহ হাদীস্ব।

২৪৩৩. তাবারানী ১/৩৩৪, আবূ দাউদ ৪০০৩, সানাদে মুসলিম বিন খালিদ আয যানজী দুর্বল এবং ইবনুল আশফা' এর গোলামের নাম জানা যায় না। তবে এর একাধিক শাওয়াহিদ হাদীস্ব রয়েছে। **তাহক্বীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। এরপর বলেন, তোমার নিকট কি ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ অর্থাৎ 'সূরা কাফিরূন' নেই? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আছে। রসূল (ﷺ) বলেন, এটা হল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ অর্থাৎ 'সূরা যিলযাল' নেই? সাহাবী বলেন, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, এটা হল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিকট কি ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ অর্থাৎ 'সূরা নাস্‌র' নেই? সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, এটা হল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ 'আয়াতুল কুরশী' নাই। সাহাবী বললেন, হ্যাঁ, আছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটিও কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।[২৪৩৪]

১১৭৪. আবূ যার জুনদুব বিন জুনাদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীস্ব: ইমাম আহমাদ বলেন, ↞[ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ][আল-মাসউদী][আবূ উমার আদ দিমাশকী][উবায়দ ইবনুল খাশখাশ][আবূ যার (রাঃ)]↞ বলেন ঃ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَلَسْتُ. فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ صَلَّيْتَ؟ " قُلْتُ: لَا. قَالَ: "قُمْ فَصَلِّ" قَالَ: فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصَّوْمُ؟ قَالَ: "فَرْضٌ مُجْزِئٌ وَعِنْدَ اللهِ مَزِيدٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصَّدَقَةُ؟ قَالَ: "أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ أَوْ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ: "آدَمُ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَنَبِيٌّ (٩) كَانَ؟ قَالَ: "نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: "ثَلَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا" وَقَالَ مَرَّةً: "وَخَمْسَةَ عَشَرَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "آيَةُ الْكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} "

একদা আমি নবীর (ﷺ) নিকট আসলে তাঁকে মসজিদে বসা দেখতে পাই এবং আমিও গিয়ে তাঁর নিকট বসি। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন- হে আবু যর! স্বলাত আদায় করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, উঠ, স্বলাত আদায় কর। আমি উঠে স্বলাত পড়ে আবার গিয়ে বসলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তখন বললেন, মানুষ শয়তান হতে এবং জ্বিন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষও শয়তান হয় নাকি? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! স্বলাত সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? তিনি বলেলেন, এটি একটি উত্তম বিষয়। তবে যার ইচ্ছা বেশি অংশ নিতে পারে এবং যার ইচ্ছা কম অংশ নিতে পারে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আর রোযা? তিনি বললেন, এটি একটি উত্তম ফরদ এবং সেটা আল্লাহর নিকট অতিরিক্ত জমা থাকবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সাদকা? তিনি বললেন, এটা বহুগুণ বিনিময় আদায়কারী। আমি বললাম, হে আল্লাহর

২৪৩৪. আহমাদ ৩/২২১, তিরমিযী ২৮৯৫, বাযযার ২৩০৮, ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস্ব সম্পর্কে বলেন, হাদীস্বটি হাসান। ইমাম হায়স্বামী তার মাজমা' আয যাওয়াইদ (৭/১৪৭/ হা. ১১৫৪৫) এর মাঝে বলেন, ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস্বে আয়াতুল কুরসী ও সূরাহ ইখলাসের কথা উল্লেখ করেননি। হাদীস্বটি ইমাম আহমাদও বর্ণনা করেছেন। সানাদে সালামাহ বিন ওয়ারদান দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত তাকরীব এর মাঝে বলেছেন। মীযান এর মাঝে আবূ হাতিম বলেন, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে আম ভাবে হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইমাম আহমাদ তার ব্যাপারে মুনকারুল হাদীস্ব বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন 'সিলসিলাহ দঈফাহ' (১৪৮৪)। **তাহকীক:** এই শব্দে দুর্বল।

রসূল! কোন্ দান সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, অল্প সংগতি থাকতে বেশি দেয়ার সাহস করা এবং দুস্থ মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বললেন, আদম (আলাইহিস সালাম)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি নবী ছিলেন? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী নবী ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! রসূল কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তারা ছিলেন তিনশত দশের কিছু বেশী। তবে অন্য সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন তিনশত পনের জন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন্ আয়াতটি নাযিল হয়েছে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'আয়াতুল কুরসী'।[২৪৩৫] এ হাদীসটি নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

১১৭৫. (সহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, (সুফইয়ান)(ইবনু আবী লায়লা)(তার ভাই আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা)(আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রাঃ)) বলেছেন যে, আমার একটি খাদ্যভাণ্ডার ছিল এবং সেই ভাণ্ডার হতে একটি 'গাউল' (জ্বিন) খাদ্য চুরি করে নিয়ে যেত। আমি টের পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করি। তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন যে, তুমি যখন তাকে আসতে দেখবে তখন পড়বে بِاسْمِ اللهِ أَجِيبِي رَسُوْلَ اللهِ (বিসমিল্লাহ আজীবী রসূলাল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর নামে, আল্লাহর রাসূলের নিকট জবাব দাও। অতঃপর জ্বিন আসলে আমি কথাগুলো পড়ে জিনটিকে ধরে ফেলি। অতঃপর সে প্রার্থনা জানালো, "আমি আর আসবনা", কাজেই আবূ আয়্যুব তাকে ছেড়ে দিলেন। আবু আইউব নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কয়েদী কী করেছিল? আবূ আইউব বললেন, "আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম কিন্তু সে দু'বার বলল, 'আমি আর আসবনা', আর তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সে আবার আসবে।" আবূ আইউব বলেছেন, "আমি তাকে দু'বার বা তিনবার ধরে ফেলেছিলাম কিন্তু সে প্রত্যেক বারেই আর না আসার শপথ করেছিল। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যেতাম আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার কয়েদীর খবর কী? আমি বলতাম, 'আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু তাকে ছেড়ে দিলাম যখন সে বলল সে আর আসবেনা।' নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন সে আবার আসবে। একবার আমি তাকে ধরে ফেললাম, তখন সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে কিছু শিক্ষা দিচ্ছি যা পাঠ করলে কোন ক্ষতি আপনাকে স্পর্শ করবে না, অর্থাৎ 'আয়াতুল কুরসি।' আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জানালেন, তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে মিথ্যেবাদী, কিন্তু সে সত্য বলেছে।"[২৪৩৬] ইমাম তিরমিযী কুরআনের ফযীলত অধ্যায়ে এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি হাসান গারীব।" আরবীতে الغول। 'গাওল' জ্বিনকে বুঝায় যখন তারা রাতে আসে।

১১৭৬. (সহীহ): ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রাহ হতে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে কুরআনের ফযীলত এবং শয়তানের বিবরণ অধ্যায়ে একই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ বর্ণনায় (উসমান ইবনুল হায়সাম আবূ আমর)(আওফ)(মুহাম্মাদ বিন সীরীন)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) বলেছেন, "আল্লাহর রসূল আমাকে রমাদানের সদাকা

২৪৩৫. আহমাদ ২১০৩৬, বাযযার ১৬০, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৭৯৪৪, তিনি হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবূ উমার আশ শামী দুর্বল। ইমাম হায়সামী তার মাজমা' আয যাওয়াইদ (১/১৬০) এর মাঝে বলেন, সানাদে মাসউদী সিকাহ কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে থাকেন। উক্ত হাদীসটি ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন- ইবনু হিব্বান ৩৬১, ইবনু আদী ৭/২৬৯৯, ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'সুনান' ৯/৪, আবূ নুআয়ম ১/১৬৮, দু'টি সানাদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সানাদটিতে ইবরাহীম বিন হিশাম আদ দিমাশকী অত্যন্ত দুর্বল। দ্বিতীয়টিতে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কারশী মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)। তবে এর কিছু অংশের শাহিদ পাওয়া যায়।

২৪৩৬. আহমাদ ২৩০৮১, তিরমিযী ২৮৮০। তাহকীক আলবানী: সহীহ।

পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। একটা লোক ঢুকে পড়ল আর মুঠো ভর্তি খাদ্য দ্রব্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম, "আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, কেননা আমি নরম স্বভাবের, আমার অনেকগুলো পোষ্য আছে আর আমি খুব অভাবে আছি।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম, সকালে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবূ হুরায়রাহ! গতকাল তোমার কয়েদী কী করেছিল? আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে অভাবী হওয়ার এবং তার অনেক পোষ্য থাকার অভিযোগ জানাল, তাই আমি তার উপর দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'নিশ্চই সে মিথ্যে বলেছে এবং সে আবার আসবে।' আমি বিশ্বাস করলাম সে আবার আসবে, কারণ রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন যে, সে আবার আসবে। তাই আমি তার জন্য পাহারা দিলাম। যখন সে (আবার এসে) মুঠ ভর্তি খাদ্যকণা চুরি করতে শুরু করল, আমি তাকে আবার ধরে ফেললাম এবং বললাম, 'আমি তোমাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে যাব।' সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন, কেননা আমি খুব অভাবী এবং আমার অনেক পোষ্য আছে। আমি শপথ করছি, আমি আর আসবনা।' আমি তার উপর দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরায়রাহ! গত রাতে তোমার কয়েদী কী করেছে?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে তার দারুন অভাব আর অনেক পোষ্য থাকার ব্যাপারে অভিযোগ জানাল, তাই আমি তার উপর দয়া দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।' আমি তৃতীয় দফা তার জন্য বেশ আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করলাম এবং যখন সে (এসে) মুঠভর্তি শষ্যদানা চুরি করতে শুরু করল, আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, 'আমি তোমাকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে যাব, কেননা তুমি তৃতীয় দফা না আসার ও'য়াদা করেছ, কিন্তু আবার এসেছ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে কতকগুলো কথা শিখিয়ে দেব যাথেকে আল্লাহ আপনাকে উপকার দিবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলো কী? সে বলল, 'যখন আপনি বিছানায় শয়ন করতে যাবেন, তখন "আয়াতুল কুরসি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম" পাঠ করুন, আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (আপনি যদি তা করেন), আল্লাহ আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করে দিবেন যে আপনার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকট আসতে পারবেনা।' তাই, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'গতকাল তোমার কয়েদী কী করেছিল?' আমি উত্তর দিলাম 'হে আল্লাহর রসূল! সে দাবী করল যে, সে আমাকে কতকগুলো কথা শিক্ষা দিবে যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার সাধন করবেন, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল ঃ যখন আপনি শয্যা গ্রহণ করবেন, তখন আয়াতুল কুরসি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম" শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করুন। সে আমাকে আরো বলল, (আপনি যদি তা করেন) তাহলে আল্লাহ আপনার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করবেন যে আপনার সঙ্গে থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকট আসতে পারবেনা।' (বর্ণনাকারীদের একজন) তখন মন্তব্য করলেন যে তাঁরা (সাহাবীবৃন্দ) ভাল কাজ করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। নাবী (ﷺ) বললেন, "সে সত্য কথাই বলেছে, যদিও সে একজন মিথ্যুক। তুমি কি জান এ তিন রাত তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে, ওহে আবূ হুরায়রাহ? আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, 'না'। তিনি বললেন, 'সে ছিল শয়তান।'[২৪৩৭] ইমাম বুখারী অনুরূপভাবে মুআল্লাক সূত্রে জযমের সীগায়ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ীও 'আল ইয়াউম ওয়াল লায়লাহ'-য় ◆{ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব}{উসমান ইবনুল হায়সাম}◆ থেকে উপরোক্ত অভিন্ন সানাদে এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৪৩৮]

২৪৩৭. বুখারী ২৩১১, ৩২৭৫।

২৪৩৮. দারিমী ৫৩২।

১১৭৭. (স্বহীহ): ভিন্ন একটি সানাদেও আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, ❮মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উমারিয়্যাহ আস্ব স্বফফার ❯❮আহমাদ বিন যুহায়র বিন হারব❯❮মুসলিম বিন ইবরাহীম❯❮ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-আবদী❯❮আবুল মুতাওয়াক্কিল আন নাজী❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯• বলেন, তার নিকট সাদকার মালামাল রাখার ঘরের চাবি থাকত। সেই ঘরের মধ্যে খেজুর রাখা ছিল। কিন্তু একদিন গিয়ে দেখেন যে, সেই খেজুর হতে মুষ্টি ভরে নেয়ার দাগ রয়েছে। অন্য আর একদিন গিয়ে দেখেন যে, তা থেকে মুষ্টি ভরে নেয়ার চিহ্ন রয়েছে। অতঃপর তৃতীয় দিনও গিয়ে সেইভাবে মুষ্টি ভরে নেয়ার চিহ্ন দেখতে পেলেন। এটার পর আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানালে তিনি বলেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি তাকে বন্দি করতে চাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে যখন তুমি দরজা খুলবে তুমি পড়বে سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحمد (সুবহানা মান সাখখারাকা মুহাম্মাদ) সেমতে তিনি পরদিন দরজা খুলার সময় বললেন- سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحمد (সুবহানা মান সাখখারাকা মুহাম্মাদ) অমনি আশ্চর্যজনকভাবে এক ব্যক্তিকে তিনি সামনে দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি এই কাজ কর? সে বলল, হ্যাঁ। তবে এই বারের মত আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর কখনো আসব না। মূলত আমি এটা একটি গরীব জ্বিন পরিবারের জন্য নিচ্ছি। অতঃপর আমাকে মুক্তি দিন। তাই তাকে মুক্তি দিলাম। তবুও সে দ্বিতীয়বার আসল। এটার পর তৃতীয় বার আসলে আমি তাকে বললাম, তুমি আর না আসার ওয়াদা করেছিলে, তবু কেন তুমি আসলে? তাই তোমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে যাব।

সে বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট না নিয়ে আমাকে যদি ছেড়ে দেন, তাহলে আপনাকে এমন কতক বাক্য শিখাব যা পড়লে ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ কোন জ্বিনই আপনার নিকট আসতে পারবে না। এটার পর বলল, এটাতে আপনি কি সম্মত আছেন? আমি বলালাম, হ্যাঁ, সেটা কী? জবাবে সে ﴿اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ﴾ অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী শেষ করল। অতঃপর আমি তাকে ছেড়ে দিলাম এবং আর সে আসেনি। পরিশেষে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এটা বললে তিনি বলেন, 'তুমি যা জানিয়েছো সেটা বাস্তব'।[২৪৩৯] এটি ইমাম নাসাঈ ❮আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ❯❮শুআয়ব বিন হারব❯❮ইসমাঈল বিন মুসলিম❯❮আবুল মুতাওয়াক্কিল❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯• থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বর্ণিত উবাই বিন কা'ব-এর বর্ণনাটি নিয়ে এ বিষয়ের মোট তিনটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হল।

অন্য একটি ঘটনা: আবূ উবায়দ তার 'গরীব' কিতাবে বলেছেন, ❮আবূ মুআবিয়াহ❯❮আবূ আস্বিম আস্ব স্বাকাফী❯❮আশ শা'বী❯❮আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)❯• বলেন ঃ এক ব্যক্তির সাথে জ্বিনের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পর জিনটি সেই ব্যক্তিকে বলল, আমার সাথে মল্লযুদ্ধ করবে? তুমি আমার সাথে মল্লযুদ্ধে যদি বিজয়ী হতে পার, তাহলে তোমাকে কুরআনের এমন একটি আয়াত শিখিয়ে দিব, যা পড়ে তুমি ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান তোমার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর মানুষটি জ্বিনটিকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করল। যুদ্ধের পর সেই ব্যক্তি জ্বিনটিকে বলল যে, তুমি তো দুর্বল ও কাপুরুষ এবং তোমার হাত কুকুরের হাতের মত। তোমরা জ্বিনেরা কি সবই এই ধরনের, না কেবল তুমি এই ধরনের? সে বলল, আমিই জ্বিনের মধ্যে সবার চেয়ে শক্তিশালী। দ্বিতীয়বার আবার সে মল্লযুদ্ধের জন্য আহবান করলে সেবারও জ্বিনটি পরাজিত হয়। তখন জ্বিনটি বলল, সে আয়াতটি হল 'আয়াতুল কুরসী'। যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় এটা পড়বে, তার বাড়ি হতে শয়তান গাধার মত চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যাবে। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এটা বর্ণনা

২৪৩৯. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৭৯৪, আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ ৯৬৪। **তাহকীক:** স্বহীহ।

করার পর এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই লোকটি কি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)? তদুত্তরে তিনি বললেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত এটা কারো দ্বারা কি সম্ভব! আবূ উবাইদ বলেন ঃ الضئيل অর্থ দুর্বল শরীর।

১১৭৮. (দঈফ): আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীস্র: আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বলেন, ◊(উবায়দ বিন হামশায)(বিশর বিন মূসা)(আল-হুমায়দী)(সুফইয়ান)(হাকীম বিন জুবায়র আল-আসদী (দুর্বল))(আবূ স্বালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ! آيَةُ الْكُرْسِيِّ".

সূরা বাকারার মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যে আয়াতটি সমগ্র কুরআনের নেতাস্বরূপ। সেটা পড়ে ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান বের হয়ে যায়। সেটা হল 'আয়াতুর কুরসী।'[২৪৪০]

অনুরূপভাবে যায়দের সূত্রে হাকীম বিন জুবায়র হতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এটার বর্ণনাসূত্রে বিশুদ্ধ। অন্যদিকে যায়দের হাদীস্র থেকে ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো হচ্ছে– "لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آيَةُ الْكُرْسِيِّ" প্রত্যেক জাতির মধ্যে পাহাড়ের মত অটল অতি সম্মানিত বড় নেতা থাকে। অনুরূপভাবে কুরআনের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন হল সূরা বাকারার। আর এটার নেতা বা সর্দার একটি আয়াত। এটা হল 'আয়াতুল কুরসী'। ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন ঃ এ হাদীস্রটি গরীব এবং অপরিচিত। অবশ্য হাকীম বিন জুবায়র-এর হাদীস্রটি এটার ব্যতিক্রম। কিন্তু শু'বা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটাকে দঈফ বলেছেন।

আমি (ইবনু কাস্রীর) **বলছি**- ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি), ইয়াহয়া বিন মাঈনসহ একাধিক ইমামও এটাকে যঈফ বলেছেন। ইবনু মাহদী এটা পরিত্যাগ করেছেন। উপরন্তু সা'দী বলে, এটা একটা মিথ্যা হাদীস্র।

১১৭৯. অপর একটি হাদীস্র: ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊(আবদুল মাকী বিন নাফি')(ঈসা বিন মুহাম্মাদ আল–মারওয়াযী)(উমার বিন মুহাম্মাদ আল-বুখারী)(আমার পিতা (মুহাম্মাদ আল-বুখারী))(ঈসা বিন মূসা গুনজার)(আবদুল্লাহ বিন কায়সান)(ইয়াহইয়া বিন আকীল)(ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার)(ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু))(উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন মানুষের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য বের হলেন কিন্তু শহরতলীর কতগুলো লোককে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেখলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পার, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি? তখন ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমার এটা ভালো জানা আছে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ হল কুরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত।[২৪৪১]

আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম

১১৮০. (হাসান): আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেছেন, ◊(মুহাম্মাদ বিন বাকর)(উবায়দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ)(শাহর বিন হাওশাব)(আসমা' বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস

২৪৪০. মুসতাদরাক ৩০২৬, বায়হাকী ২৩৮৯, সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৪৮, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২২১, হাকীম বিন জুবায়রের কারণে সানাদটি দুর্বল। শু'বাহ, আহমাদ, ইবনু মাঈন ও ইমাম তিরমিযীসহ অন্যান্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আল-হাকিম তাকে স্বহীহ বললেও ইমাম যাহাবী এ ব্যপারে চুপ থেকেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৪৪১. সানাদটি দুর্বল, সানাদে আবদুল্লাহ বিন কায়সান হচ্ছেন– আবূ মুজাহিদ আল-মারওয়াযী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী 'মুনকারুল হাদীস্র' বলেছেন। আবূ হাতিম তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। 'আল-মীযান' (২/৪৭৫)। ইমাম আল-হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন 'সিলসিলাহ দঈফাহ' (১৪/১১২৫)।

সাকান (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি এ দু' আয়াত সম্পর্কে, اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ **"আল্লাহ, তিনি ছাড়া ইবাদত লাভের অধিকার কারো নেই, চিরঞ্জীব, সকল অস্তিত্বশীলের যিনি পালনকারী ও রক্ষাকারী"**

الٓمّٓ ۙ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ؕ

আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এ আয়াত দ্বয়ের ভিতর আছে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।[২৪৪২] অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ থেকে, ইমাম তিরমিযী আলী বিন খাস্রাম থেকে এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তারা তিন জন ঈসা বিন যূনুস থেকে তিনি উবায়দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে 'হাসান স্বহীহ' বলেছেন।

১১৮১. (হাসান): একই অর্থে আবূ উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীস্র: উপরন্তু, ইবনু মারদুবিয়্যাহ লিখেছেন, (আবদুর রাহমান বিন নামীর)(ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন ইসমাঈল)(হিশাম বিন আম্মার)(আল-ওয়ালীদ বিন মুসলিম)(আবদুল্লাহ ইবনুল আলা' বিন যায়দ)(কাসিম বিন আবদুর রহমান)(আবূ উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) জানিয়েছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ فِي ثَلَاثٍ: سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَطَهَ (আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম- যদি তা দিয়ে তাঁকে আহ্বান করা হয়, তিনি প্রার্থনার জবাব দেন- (আর সেগুলো) তিনটি সূরায় আছে, বাকারাহ, আলে ইমরান এবং তা-হা।)[২৪৪৩] দামেশকের খাতীব হিশাম বিন আম্মার (উপর্যুক্ত বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী) বলেছেন, সূরা বাকারায় আছে: ﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ﴾ **"(আল্লাহ, তিনি ছাড়া ইবাদত লাভের অধিকার কারো নেই, চিরঞ্জীব, সকল অস্তিত্বশীলের যিনি পালনকারী ও রক্ষাকারী)"**। আলে ইমরানে ওটা আছে:

﴿الٓمّٓ ۙ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ؕ﴾

"আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"[২৪৪৪] আর সূরা তা-হায় আছে ﴿وَعَنَتِ الۡوُجُوۡهُ لِلۡحَیِّ الۡقَیُّوۡمِ﴾ **চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সম্মুখে সকলেই হবে অধোমুখী।**[২৪৪৫]

প্রত্যেক সালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠের ফাদীলাত

১১৮২. (হাসান): প্রত্যেক সালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠের ফাদীলাত সম্পর্কিত আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীস্র: আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, (মুহাম্মাদ বিন মুহরিয বিন মুসাবির আল-আদামী)(জা'ফার বিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান)(হুসায়ন বিন বিশর)(মুহাম্মাদ বিন হিময়ার)(মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ)(আবূ উমামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

২৪৪২. আহমাদ ২৭০৬৪, আবূ দাউদ ১৪৯৬, তিরমিযী ৩৪৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৫, দারিমী ৩৩৮৯, সানাদটি উবায়দুল্লাহ বিন আবী যিয়াদ ও শাহর বিন হাওশাবের কারণে দুর্বল। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত সানাদটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইমাম আহমাদ বলেন, আসমা' থেকে তার আযাদকৃত দাসের নিকট থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আর সেটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ' লাম। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

২৪৪৩. মু'জামুল আওসাত ৮৩৭১, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৭৮৫২, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৬, মিস্রবাহুয যুজাজাহ ১৩৫৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৮১, স্বহীহ আল-জামি' ৯৭৯, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ৭৪৬। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

২৪৪৪. সূরাহ আরে ইমরান, ৩:১-২।

২৪৪৫. সূরাহ তাহা, ২০:১১১।

"مَنْ قَرَأَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ".

যে ব্যক্তি প্রত্যেক স্বলাতের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু বেহেশতে যেতে বাধা দেয় না।[২৪৪৬] অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ তার 'আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লা' এর মাঝে হুসায়ন বিন বিশর থেকে এবং ইবনু হিব্বান তার স্বহীহ এর মাঝে মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ আল-হিমস্বী থেকে বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি ইমাম বুখারীর শর্তে স্বহীহ। কিন্তু আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ধারণা করতেন যে উক্ত হাদীস্বটি মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)। ওয়াল্লাহু আ'লাম। ইবনু মারদুবিয়্যাহ আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার প্রতিটি সানাদেই দুর্বলতা রয়েছে।

১১৮৩. (মাওদূ'): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বিন যিয়াদ আল-মুকরী (মিথ্যুক) ইয়াহইয়া বিন দুরুস্তওয়ায়হ আল-মারওয়াযী যিয়াদ বিন ইবরাহীম আবূ হামযাহ আস সুক্কারী মুস্বান্না (দুর্বল) ক্বাতাদাহ হাসান .... আবূ মূসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

"أَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مكتوبة فإنه من يقرؤها فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أجعلْ لَهُ قَلْبَ الشَّاكِرِينَ وَلِسَانَ الذَّاكِرِينَ وَثَوَابَ الْمُنِيبِينَ وَأَعْمَالَ الصِّدِّيقِينَ وَلَا يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ عَبْدٌ امتحنتُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ أَوْ أُرِيدُ قَتْلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ"

আল্লাহ তাআলা মূসা বিন ইমরান (আলাইহিস সালাম)-কে ওয়াহী মারফত জানান যে, প্রত্যেক ফরদ স্বলাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে। কেননা যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরদ স্বলাতের পর এটা পড়বে আল্লাহ তাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহবা, নবীগণের মত পুণ্য ও সিদ্দীকগণের মত কর্ম দান করবেন। তবে এটার উপর নবী, সিদ্দীক এবং যে বান্দাকে আল্লাহ ঈমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন অথবা আল্লাহ যাকে দীনের পথে শহীদী মর্যাদায় সৌভাগ্যবান করার ইচ্ছা করেছেন, সেই সে দৃঢ়পথে থাকতে পারে। এ হাদীস্বটি 'মুনকার' পর্যায়ের অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য।[২৪৪৭] এ হাদীস্বটি অত্যন্ত অবান্তর।

দিন ও রাতের প্রথমভাগে 'আয়াতুল কুরসী' পড়লে আল্লাহ তাআলা তার রক্ষক হবেন

১১৮৪. (দঈফ): এ বিষয়ের উপর একটি হাদীস্ব: ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনুল মুগীরাহ আবূ সালামাহ আল-মাখযূমী আল-মাদীনী ইবনু আবী ফুদায়ক আবদুর রহমান আল-মুলায়কী (দুর্বল) যুরারাহ বিন মুস্বআব আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ قَرَأَ: {حم} الْمُؤْمِنَ إِلَى: {إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ"

যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিন এর حم হতে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত এবং 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে, সন্ধা পর্যন্ত সে আল্লাহর বিশেষ আশ্রয়ে থাকবে। আর যদি সন্ধ্যায় এটা পড়ে তাহলে সকাল পর্যন্ত সে আল্লাহর

২৪৪৬. ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত 'আল-ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' ১০০০, ইবনুস সুন্নী ১২৪, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৭৫৩২,

২৪৪৭. সানাদটি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সানাদে তিনটি ইল্লাত রয়েছে। **প্রথমত**: সানাদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' (৩/৫২০) এর মাঝে বলেন, তালহাহ বিন মুহাম্মাদ বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান হাদীস্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতেন। বুরকানী বলেন, তার সকল হাদীস্ব মুনকার। **দ্বিতীয়ত**: সানাদে মুস্বান্না ইবনুস্ব স্বাব্বাহ দুর্বল। **তৃতীয়ত**: হাসান আবূ মূসা থেকে হাদীস্বটি শ্রবণ করেননি। **তাহক্বীক**: মাওদূ' (জাল বা বানোয়াট)।

আশ্রয়ে থাকবে।[২৪৪৮] অতঃপর ইমাম তিরমিযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এ হাদীস্রটি গরীব। উপরন্তু কোন কোন আলিম আবদুর রহমান বিন আবূ বকর বিন আবূ মুলায়কাহ আল-মালিকীর স্মরণ শক্তি কমের অভিযোগ করে তাঁর হাদীস্র অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

এ আয়াতের ফযীলতের উপর আরো বহু হাদীস্র রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সানাদ দুর্বল, দ্বিতীয়ত আলোচনা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সেগুলোর উদ্ধৃতি হতে বিরত রইলাম। যথা– আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীস্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্তনে দোষ হলে সেটা পাঠ করে দুই স্তনের মাঝখানে দম করতে হয়। আর আবূ হুরায়রার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাদীস্রে উল্লিখিত হয়েছে, এটা জা'ফরান দিয়ে সাতবার লিখে দিলে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উভয় রিওয়ায়াতই ইবনু মারদুবিয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উদ্ধৃত করেছেন।[২৪৪৯]

আয়াতুল কুরসিতে দশটি পূর্ণাঙ্গ আরবী বাক্য আছে

১. আল্লাহর কথা: ﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ **"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই"** উল্লেখ করছে যে, আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টির এক ও একক প্রতিপালক।

২. আল্লাহর বাণী ﴿اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ﴾ **"তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী।"** যিনি কক্ষনো মরেন না, যিনি সকলকে এবং সকল কিছুকে প্রতিপালন করেন। যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং সম্পূর্ণত তাঁর উপর নির্ভর করে, আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী, যিনি সৃষ্টির কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তেমনি, আল্লাহ বলেছেন ﴿وَمِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ تَقُوۡمَ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ بِاَمۡرِهٖ﴾ **"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই দাঁড়িয়ে আছে।"**[২৪৫০]

৩. আল্লাহর বাণী: ﴿لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ﴾ **"তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না"** অর্থাৎ কোন প্রকার দুর্বলতা, গাফলতি বা অজ্ঞতা কক্ষনো তাঁকে স্পর্শ করেনা। বরং, তিনি জানেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন প্রতিটি আত্মা যা অর্জন করে, প্রতিটি বিষয়ের উপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টি, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারেনা, কোন গোপন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন নয়। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত যে, তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনা। কাজেই আল্লাহর কথা: ﴿لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ﴾ **"তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে না"** জানাচ্ছে যে, তন্দ্রাজনিত কোন গাফলতি তাঁকে কক্ষনো অভিভূত করতে পারেনা। আল্লাহ অতঃপর বলেন, ﴿وَّلَا نَوۡمٌ﴾ **"আর নিদ্রাও নয়"** যা তন্দ্রার চেয়ে শক্তিশালী।

১১৮৫. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে লিপিবদ্ধ আছে যে, আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারটি শব্দ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ حِجَابُهُ النُّورُ -أَوِ النَّارُ- لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحات وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

(আল্লাহ ঘুমান না, আর সেই মহান বাদশাহ্র জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি ঘুমাবেন, তিনি ইনসাফের দণ্ড নামান আর উঠান, দিনের কার্যাবলী তাঁর সমীপে হাজির করা হয় রাতের কার্যাবলীর

২৪৪৮. তিরমিযী ২৮৭৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৫৪২, দঈফ আল-জামি' ৫৭৬৯। সানাদে আবদুর রহমান আল-মুলায়কী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী দুর্বল বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

২৪৪৯. ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার 'মাওদূআত' এর মাঝে উক্ত হাদীস্র দু'টি উল্লেখ করেছেন।

২৪৫০. সূরাহ আর রূম, ৩০:২৫।

আগেই, আর রাতের কার্যাবলী দিনের কার্যাবলীর আগেই। তাঁর পর্দা হচ্ছে জ্যোতি বা আগুন, আর যদি তিনি তা সরিয়ে দেন, তাহলে তাঁর চেহারার রশ্মি পুড়িয়ে দিবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা কিছুতে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছায়।[২৪৫১]

আবদুর রায্যাক বলেন, [মা'মার][হাকাম বিন আবান][ইকরিমাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)] ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ **"তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, মূসা (আলাইহিস সালাম) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা কি তন্দ্রা যান ? তখন আল্লাহ তাআলা ওয়াহী পাঠিয়ে ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেন, তারা যেন মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে উপর্যুপরি তিনরাত জাগিয়ে রাখে। তারা তাই করলেন। তাকে পরপর তিনরাত নির্ঘুম রেখে তাঁর দুই হাতে দু'টি বোতল দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে বলে তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তন্দ্রাভিভূত হওয়ার কারণে বোতল দু'টি হাত থেকে আলগা হয়ে বারবার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি বারবার শক্ত করে ধরেন। এভাবে কয়েক বারের পর একবার ঘুমের তীব্রতায় অচেতনের মত হেলে পড়লে একটি বোতলের উপর অপর বোতলটি পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এর দ্বারা তাকে বুঝানো হয়েছে যে, হে মূসা! ঘুমের জ্বালায় মাত্র দু'টি বোতল রাখতে গিয়ে তাও ভেঙ্গে ফেললে। তাহলে তন্দ্রায় গিয়ে এই পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিচালনা করা যায় কিভাবে? অনুরূপভাবে ইবনু জারীর [হাসান বিন ইয়াহইয়া][আবদুর রায্যাক] থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে সেটা ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। কেননা মূসা (আলাইহিস সালাম) অন্যমত শ্রেষ্ঠ নবী হয়ে আল্লাহর এই বিশেষণ হতে অজ্ঞাত থাকবেন এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

১১৮৬. (দঈফ): উপরন্তু বর্ণনাসূত্রগতভাবেও ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর এ রিওয়ায়াতটি সবচেয়ে দুর্বল। [ইসহাক বিন আবূ ইসরাঈল][হিশাম বিন ইউসুফ][উমায়্যাহ বিন শিবল][হাকাম বিন আবান][ইকরিমাহ][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বারের উপর বসে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মনে প্রশ্ন জাগল, আল্লাহ কি ঘুমান? অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে তিন রাত্রি বিনিদ্র রাখলেন। ফেরেশতাটি তার দু' হাতে দু'টি বোতল দিয়ে বলে গেলেন যে, লক্ষ্য রাখবেন, এটা যেন পড়ে না যায়। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়লে হাত দুটি একত্রিত হয়ে গেল এবং তিনি জাগ্রত হওয়ার প্রাক্কালে অসাবধানতাবশত একটি বোতলের সাথে অন্যটির সংঘর্ষ হয়ে উভয়টি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তাআলা ঘুমাতেন তাহলে আসমান এবং জমিন স্থির থাকত না।"[২৪৫২]

এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। আর এ কথা স্পষ্ট যে, এ রিওয়ায়াতটিও ইসরাঈলী এবং পরম্পরা সূত্রও অবিচ্ছিন্ন নয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, [আহমাদ ইবনুল কাসিম বিন আতিয়্যাহ][আহমাদ বিন আবদুর রহমান আদ দাশতাকী][আমার পিতা (আবদুর রহমান আদ দাশতাকী)][তার পিতা][আশআস বিন ইসহাক][জা'ফার বিন আবুল মুগীরাহ][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলরা বলেছিল যে, হে মূসা! তোমার প্রভু কি ঘুমায়? মূসা (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে বলেন, 'আল্লাহকে ভয় কর'। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম) -কে ডেকে বলেন, তারা তোমাকে তোমার প্রতিপালক নিদ্রা যায় কি না, তা জিজ্ঞাসা করেছে। তাহলে তুমি দু' হাতে দু'টি বোতল নিয়ে রাত্রি জাগরণ করবে। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাই করলেন। কিন্তু তিন রাত্রি এভাবে অতিবাহিত হওয়ার

২৪৫১. মুসলিম ১৭৯, মুসনাদ আত তায়ালিসী ৪৯১, ইবনু মাজাহ ১৯৫, ইবনু হিব্বান ২৬৬। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৪৫২. সিলসিলাতুল আহাদীস আল-ওয়াহিয়াহ (১/২৩৯/হা. ৭০), আল-ইলালুল মতানাহিয়াহ'য় ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে দঈফ বলেছেন। সিলসিলাহ দঈফাহ ১০৩৪। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

পর তার কব্জি দুর্বল হয়ে যায়। একসময় তার হাত দু'টি একত্রিত হয়ে যায়। ফলে রাতের শেষের দিকে অতি দুর্বলতা ও অস্থিরতার কারণে বোতল দু'টি পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আলায়হিস সালাম)-কে বললেন, হে মূসা! যদি আমি ঘুমাতাম, তাহলে পৃথিবী ও আসমানসমূহও এই কাঁচের বোতলের মত ধ্বংস হয়ে যেত।" অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত 'আয়াতুল কুরসী' নাযিল করেন।

৪. আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ **"আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই।"**

এ আয়াত সংবাদ দিচ্ছে যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর দাসত্বে নিয়োজিত, সবই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সবই তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সব কিছুর উপর তাঁর একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝﴾

"আকাশ আর জমিনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দাহ হয়ে হাযির হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন আর তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে গুণে রেখেছেন। কিয়ামাতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।"[২৪৫৩]

৫. আল্লাহর বাণী: ﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ﴾ **"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?"** এটা তাঁর এ কথার মত

﴿وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝﴾

"আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) যদি তিনি অনুমতি দেন যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছে করবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[২৪৫৪] এবং ﴿وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى﴾ **"তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না।"**[২৪৫৫] এ সব আয়াত আল্লাহর মহানত্ব, গৌরব এবং দয়া দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে এবং এও ব্যক্ত করে যে, কেউ কারো পক্ষ হতে তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাহস রাখেনা তাঁর অনুমতি ব্যতীত।

১১৮৭. (স্বহীহ): সুপারিশ সম্পর্কিত হাদীস্ব জানাচ্ছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"آتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ" قَالَ: "فَيَحِدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

আমি আরশের নীচে দাঁড়াব এবং সাজদহয় পড়ে যাব, আর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর আমাকে বলা হবে, "মাথা উঠাও, বল, শুনা হবে, সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বললেন, "তিনি একটি অংশের জন্য অনুমতি দিবেন যাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব।"[২৪৫৬]

২৪৫৩. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৯৩-৯৫।

২৪৫৪. সূরাহ নাজম, ৫৩:২৬।

২৪৫৫. সূরাহ আম্বিয়া, ২১:২৮।

২৪৫৬. শাফাআতের হাদীস্ব স্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ৪৪৭৪, মুসলিম ১৯৩। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

৬. আল্লাহর বাণী: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ **"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।"** এ বাক্য বুঝাচ্ছে, সকল সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞানের কথা, তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। তেমনি, আল্লাহ বলেন যে, ফেরেশ্তারা ঘোষণা করেছিল:

﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

"(ফেরেশতাগণ বলে) 'আমরা আপনার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, আর যা আমাদের পেছনে আছে আর এ দু'য়ের মাঝে যা আছে তা তাঁরই, আপনার প্রতিপালক কক্ষনো ভুলে যান না।"[২৪৫৭]

৭. আল্লাহর বাণী, ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ **"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া।"** দৃঢ়ভাবে এ কথা ব্যক্ত করছে যে, কেউ তাঁর জ্ঞানের কোন অংশ আয়ত্ত করতে পারেনা আল্লাহ যতটুকু জানান বা অনুমোদন করেন সেটুকু ব্যতীত। আয়াতের এ অংশ জানাচ্ছে যে, কেউ আল্লাহর জ্ঞানের বা বৈশিষ্ট্যের কিছু লাভ করতে পারেনা যা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন সেটুকু ছাড়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ **"(কিন্তু তারা কক্ষনো তাঁর জ্ঞানের কিছু আয়ত্ত করতে পারবেনা।"**[২৪৫৮]

৮. আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ **"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে"**। ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(ইবনু ইদরীস)(মুতাররিফ বিন তরীফ)(জা'ফার বিন আবুল মুগীরাহ)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ **এ আয়াত প্রসঙ্গে** বলেন ঃ এটার পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জানা নেই। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর (রহঃ) আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ও হুশায়ম এর হাদীস থেকে তারা উভয়ে মুতাররিফ বিন তরীফ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন, সাঈদ বিন জুবায়র থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারীর ও অন্যান্যরা বলেছেন, কুরসী হচ্ছে দু' পা রাখার স্থান। আবূ মূসা, সুদ্দী, দহহাক, মুসলিম আল-বাতীনও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৮৮. শুজা' বিন মুখলাদ তার তাফসীরে (আবূ আসিম)(সুফইয়ান)(আম্মার আয যাহ্নী)(মুসলিম আল-বাতীন)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ)-কে ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ **"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে"** আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কুরসী হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার দু' পা রাখার স্থান। আর আরশ এর পরিধি সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া কেউ জানে না।[২৪৫৯]

এ হাদীসটি হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ শুজা' বিন মাখলাদ আল-ফাল্লাস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সূত্রে ভুল রয়েছে।

ওয়াকী' স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন যে, (সুফইয়ান)(আম্মার আয যুহ্নী)(মুসলিম আল-বাতীন)(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) বলেছেন, "কুরসি হচ্ছে পা রাখার নিচু টুল এবং কেউই (আল্লাহর) কুরসি

২৪৫৭. সূরাহ মারয়াম, ১৯:৬৪।

২৪৫৮. সূরাহ ত্বাহা, ২০:১১০।

২৪৫৯. তাবারী ৫৭৯৫, ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত 'আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ' (১/২২/হা. ৪) তিনি বলেন, এটি বিশুদ্ধ নয়। সিলসিলাহ দঈফাহ ৯৫৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ। তবে মুসতাদরাক (২/২৮২), ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি সেটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করতে সক্ষম নয়।"[২৪৬০] হাকীম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহবূবী মুহাম্মাদ বিন মুআয আবূ আসিম সুফইয়ান আম্র স্রাওরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন, যিনি এটাকে নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেননি অর্থাৎ মাওকূফ ভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকীম বলেছেন, "স্বহীহায়নের শর্ত মোতাবেক এ হাদীস্র স্বহীহ[২৪৬১] কিন্তু তাঁরা এটি লিপিবদ্ধ করেননি।" ইবনু মারদুবিয়্যাহ হাকাম বিন যুহায়র আল-ফাযারী আল-কূফী (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) সুদ্দী তার পিতা আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটি স্বহীহ নয়।

আবূ মালিক থেকে সুদ্দী বলেন, কুরসী হচ্ছে আরসের নিচে। সুদ্দী বলেন, আসমান ও জমিন কুরসীর পেটে (মাঝে) রয়েছে। আর কুরসি রয়েছে আরশের সামনে। উপরন্তু, দহহাক বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "সাত আসমান আর সাত জমিনকে যদি চেপ্টা করা হয় আর পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে সেগুলো কুরসির সঙ্গে তুলনায় মরুভূমির মাঝে একটা আংটির আকারের হবে।"[২৪৬২] এটি ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন।

১১৮৯. ইবনু জারীর বলেন, ইউনুস ইবনু ওয়াহব ইবনু যায়দ আমার পিতা (যায়দ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"ما السموات السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْس". قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عليه وسلم يقول: "مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সাতটি আকাশ কুরসীর মধ্যে এভাবে বিরাজমান, যেভাবে একটি থলের মধ্যে সাতটি দিরহাম বিদ্যমান থাকে। আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যেই মহাসত্তার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ! কুরসীর তুলনায় পৃথিবী ও সাত আকাশ যেন দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত মাত্র।[২৪৬৩]

১১৯০. (সহীহ): আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ বলেন, সুলায়মান বিন আহমাদ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আল-গাযযিয়্যি মুহাম্মাদ বিন আবুস সারিয়্যি আল-আসকালানী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আত তায়মী কাসিম বিন

২৪৬০. তাবারানী ১২/৩৯।

২৪৬১. হাকিম ২/২৮২।

২৪৬২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/৯৮১।

২৪৬৩. তাবারী ৫৭৯৫, আবুশ শায়খ কর্তৃক রচিত 'আল উযমাহ' ২২২, তারা উভয়ে আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম থেকে তিনি তার পিতা থেকে উক্ত হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। আর এটি ইবনু যায়দ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ইরসাল করেছেন। ইমাম যাহাবী তার 'আল-উলু' (৯১ পৃ.) এর মাঝে বলেন, এটিকে তিনি শক্তিশালী করেছেন। আর একাধিক জন তার অনুসরণ করেছেন। সেটি বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান ৩৬১, আবূ নুআয়ম (১/১৬৬), ইবরাহীম বিন হিশাম আল-গাসসানীর সানাদে আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গাসসানী অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার ব্যাপারে বলেছেন মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কারশী তার অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া আবুশ শায়খ তার 'আল-উযমাহ' (২০৮), ইবনু আদী ৭/২৬৯৯, আবূ নুআয়ম ১/১৬৮, তাবারানী ৫৭৯৫, বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'সুনান' ৯/৪, তারা সকলে আবূ যার (রাঃ) এর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তার সানাদে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কারশী রয়েছেন, যিনি দুর্বল। ভিন্ন একটি সানাদে আবুশ শায়খ (২৫৪) এর মাঝেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানেও ইসমাঈল বিন আয়্যাশ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তার ভিন্ন একটি সানাদে আশ শামিঈন ও তার শায়খ ছাড়া হিজাযীদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেই সানাদটি ইনকাতা' (বিচ্ছিন্ন)। উক্ত হাদীস্রটির একাধিক বর্ণনাসূত্র রয়েছে, যার সবগুলো সানাদ শায়খ আলবানী (রহঃ) তার 'সিলসিলাহ স্বহীহাহ' (১০৯) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক বর্ণনাসূত্রের জন্য এটিকে স্বহীহ বলেছেন। তবে সঠিক হচ্ছে এর একাধিক অত্যধিক দুর্বল বর্ণনাসূত্রের কারণে হাসান পর্যায়ভুক্ত।

মুহাম্মাদ আস্ব স্বাকাফী আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূ যার আল-গিফারী (ﷺ) বলেন, তিনি নাবী (ﷺ) কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

"والذي نفسي بيده ما السموات السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ"

যেই সত্তার হাতে আমার আত্মা, তার শপথ! কুরসীর তুলনায় পৃথিবী ও সাত আকাশ যেন দিগন্ত হীন মরু প্রান্তরে একটি বৃত্তমাত্র।[২৪৬৪]

১১৯১. (দঈফ): হাফিয আবূ ইয়া'লা আল-মাওস্বিলী তার মুসনাদে বলেন, যুহায়র ইবনু আবী বুকায়র ইসরাঈল আবূ ইসহাক আবদুল্লাহ বিন খালীফাহ উমার (ﷺ) বলেন ঃ জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করেন ঃ (হে আল্লাহর রসূল) আপনি আল্লাহর নিকট দুআ' করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতবাসি করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করে বলেন,

"إن كرسيه وسع السموات وَالْأَرْضَ وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحل الْجَدِيدِ مِنْ ثِقَلِهِ"

তাঁর কুরসী পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। আর তাঁর মহত্তের ভারে সেটা নতুন গদির মতন প্রতি মুহূর্তে চড় চড় করে শব্দ করে।"[২৪৬৫]

এ হাদীস্বটি হাফিয বাযযার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ মুসনাদে, আব্দ বিন হুমায়দ থেকে এবং ইবনু জারীর তার তাফসীরে, তাবারানী ও ইবনু আবূ হাতিম তাদের 'কিতাবুস সুন্নাহ'য় এবং আল-হাফিয আদ দিয়া' তার 'আল-মুখতার' কিতাবে আবূ ইসহাক আস সাবীঈ থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন খালীফাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এটা প্রসিদ্ধ নয় এবং উমার (ﷺ) হতে এটা শোনার মধ্যেও সন্দেহ রয়েছে।

অবশ্য উমার (ﷺ) হতে এ হাদীস্বটি কেউ কেউ মাওকূফ ও মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করেছেন এবং কেউ কেউ এটা হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করেও বলেছেন। তবে সবগুলোর মধ্যে আরশের বর্ণনা সম্বলিত জুবায়র বিন মুতইমের রিওয়ায়াতটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। সেটা আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

২৪৬৪. ইবনু জারীর, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও বায়হাকী 'আসমাউস সিফাত' গ্রন্থে আবূ যার (ﷺ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সেটি স্বহীহ। ইবনু আবী শায়বাহ এটি 'আল-উরশ' ও হাকিম 'মুসতাদরাক' এর মাঝে বিশুদ্ধ সানাদে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১০৯। **তাহক্বীক আলবানী**: স্বহীহ।

২৪৬৫. আবুশ শায়খ কর্তৃক রচিত 'আল-উযমা' ১৯৫, ইবনু আবী আসিম কর্তৃক রচিত 'আস সুন্নাহ' ৫৭৪, তাবারী ৫৭৯৮, ইবনুল জাওযীর 'আল-ইলাল' ৩, ইমাম আল-হায়স্বামী তার 'আল-মাজমা'' (১/৮৪) এর মাঝে বলেছেন, ইমাম আল-বাযযার এর রাবীগণ সকলে স্বহীহ। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, সঠিক হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন খালীফাহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার 'আত তাকরীব' এর মাঝে তাকে মাকবূল বলেছেন। অর্থাৎ তার তাবি' পাওয়া যায়। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৪২৯০) এর মাঝে বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না এবং ছয় ইমামদের মাঝে ইমাম ইবনু মাজাহ ব্যতীত কেউ তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেননি। ইবনুল জাওযী ২, তাবারী ৫৭৯৭, আবুশ শায়খ ২৬২, তারা আবদুল্লাহ বিন খালীফাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীস্বটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে স্বহীহ নয়। সানাদে ইদতিরাব রয়েছে। কখনও ইবনু খালীফাহ উমার (ﷺ) থেকে মারফূ' সূত্রে আবার কখনও মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কখনও ইবনু খালীফাহ থেকে তার উক্তি হিসেবে আবার কখনও মাতানে অতিরিক্ত সহকারে বর্ণনা করতে দেখা যায়। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ তার 'আত তাওহীদ' (১০৬ পৃ.) এর মাঝে তাকে দুর্বল বলেছেন। তাঁর উক্তি ওয়াকী' ইসরাঈল থেকে তিনি আবূ ইসহাক থেকে তিনি ইবনুল খালীফাহ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে উমার (ﷺ) এর কথা ইয়াকীনের সাথে বা ধারণাবশত কোনভাবেই উল্লেখ নেই। আর এই খবরটি আমাদের শর্তের মাঝে পড়ে না। কেননা এর সানাদটি মুত্তাসিল নয়। এমন ইরসাল ও ইনকিতা' পূর্ণ সানাদ দিয়ে আমরা ইলমের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে পেশ করি না।

ইবনু মারদুবিয়া ও ইবনু জাবির প্রমুখ বুরায়দার সানাদে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কুরসীকে ফয়সালার জন্য রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, কুরসী হল অষ্টম আকাশ, যাকে ثوابت বলা হয়। তার উপরেও নবম আকাশ রয়েছে, যাকে الأثير বলা হয়। কেউ কেউ এটাকে الأطلس ও বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য আলিমগণ এটার সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

ইমাম ইবনু জারীর জুওয়ায়বিরের সূত্রে হাসান আল-বাস্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কুরসীই হল আরশ। তবে সঠিক কথা হল যে, কুরসী আরশ নয় এবং আরশ কুরসীর চেয়ে বড়। আর এটাই হাদীস্র ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে ইবনু জারীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনু খলীফার হাদীস্রটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কিন্তু আমাদের নিকট এ হাদীস্রটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে বলে মনে হয়।

৯. আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ **"এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না"** অর্থাৎ আসমান, জমিন ও এদের মাঝে যা আছে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর নিকট বোঝা নয় বা তা তাঁকে ক্লান্ত করেনা। বরং এটা তাঁর জন্য সহজ ব্যাপার। উপরন্তু আল্লাহ সবকিছুর লালন-পালন করেন, সবকিছুর উপর আছে তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি, কোন কিছুই কক্ষনো তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনা, এবং কোন বিষয়ই কক্ষনো তাঁর নিকট গোপন নয়। সব বিষয়ই তাঁর সামনে তুচ্ছ, অহঙ্কারমুক্ত ও বিনীত। তিনি সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী, যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করেন এবং তিনি যা করেন সে সম্পর্কে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেনা, কিন্তু সকলকেই প্রশ্ন করা হবে। সব কিছুর উপরে তাঁর আছে চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং সকল বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা। তিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি ছাড়া নেই কোন প্রতিপালক।

১০. আল্লাহর বাণী: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ **"তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।"** তাঁর এ কথার মত: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ **"সর্বমহান, সর্বোচ্চ।"**[২৪৬৬] আল্লাহর গুণ সম্পর্কিত এসব এবং এরকম আয়াত ও হাদীস্রসমূহকে সেভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে সালাফগণ (পূর্ববর্তী নেক সৎ বিদ্বানগণ) সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এবং (সৃষ্টির গুণাগুণের সঙ্গে) তুলনা না করে অথবা সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন না করে বুঝেছেন।

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।

দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই

আল্লাহ বলেছেন: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ﴾ **"দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই"** অর্থাৎ "মুসলিম হওয়ার জন্য কারো প্রতি বল প্রয়োগ করনা, কারণ, ইসলাম সোজা এবং স্পষ্ট এবং তার দলীল প্রমাণগুলোও সোজা এবং স্পষ্ট; কাজেই ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কারো প্রতি জবরদস্তি করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং, আল্লাহ যাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন, তার জন্য তার অন্তর খুলে দেন এবং তার অন্তরকে আলোকিত

২৪৬৬. সূরাহ রা'দ, ১৩:৯।

করেন, নিশ্চিতই সে ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ যার অন্তরকে অন্ধ করেন, যার শ্রবণশক্তি ও দর্শণশক্তিতে সীল লাগিয়ে দেন, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলেও তাতে তার লাভ হবেনা।"

জানানো হয়েছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে আনসারগণ, যদিও এটি অর্থের দিক হতে সাধারণ অর্থবোধক।

১১৯২. (স্বহীহ): ইবনু জারীর লিখেছেন যে, ০(ইবনু বাশশার)x(ইবনু আবী আদী)x(শু'বাহ)x(আবূ বিশর)x(সাঈদ বিন জুবায়র)x(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেছেন,

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}

(ইসলাম পূর্বযুগে) "যখন (কোন আনসার) নারী এমন বাচ্চা পেটে বহন করতনা যে বেঁচে থাকবে, সে শপথ করত যে, সে যদি এমন একটি বাচ্চা জন্ম দেয় যে বেঁচে থাকবে, তাহলে সে বাচ্চাটিকে ইয়াহূদী হিসেবে লালন পালন করবে। যখন বানু নাযীর (ইয়াহূদী গোত্রটি) মাদীনাহ হতে বিতাড়িত হল, তখন অনসারদের কতকগুলো সন্তান তদের মাঝে প্রতিপালিত হচ্ছিল, তখন আনসাররা বলল, 'আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ত্যাগ করবনা।' আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ **"দীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"**[২৪৬৭]

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী উভয়ে বুনদার থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং শু'বা থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু হিব্বান তার 'স্বহীহ' এর মাঝে শুবাহ এর হাদীস থেকে সেটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, শা'বী ও হাসান আল-বাসারীসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, উল্লেখিত বিষয়েই উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

১১৯৩. (দঈফ জিদ্দান): মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন আবূ মুহাম্মাদ আল-হারশী (যায়দ বিন স্বাবিতের আযাদকৃত দাস) (মাজহূল))x(ইকরিমাহ অথবা সাঈদ বিন জুবায়র)x(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন যে,

قوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهُ: الْحُصَيْنُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ نَصْرَانِيَّانِ، وَكَانَ هُوَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَسْتَكْرِهُهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ أَبَيَا إِلَّا النَّصْرَانِيَّةَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ذَلِكَ.

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ আয়াতটি আনসারী গোত্র বানী সালিম বিন আওফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে 'হুসায়ন' বলা হত। তার দু'টি পুত্র ছিল খ্রিষ্টান ছিল। অবশ্য সেই ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে খ্রিষ্টানদের নিকট হতে জোপূর্বক এনে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।[২৪৬৮] ইবনু জারীর এবং সুদ্দীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশী রয়েছে

২৪৬৭. তাবারী ৫৮১৩, বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারী আরও (৫১৮৪) এর মাঝে সাঈদ বিন জুবায়র থেকে মুরসাল সূত্রে এবং (৫৮১৫) এর মাঝে শা'বী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ ২৬৮২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৪৮। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৬৮. তাবারী ৫৮১৮, সানাদটি দুর্বল। ১. ইবনু জারীরের শায়খ মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ একজন অভিযুক্ত রাবী। ২. সালামাহ ইবনুল ফাদল তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন। ৩. ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া

যে, খ্রিষ্টানদের একটি যাত্রীদল ব্যবসার জন্য সিরিয়া হতে কিশমিশ নিয়ে এসেছিল। তাদের হাতে দু'টি সন্তান খ্রিষ্টান হয়ে যায়। উক্ত যাত্রীদল রওয়ানা হলে ছেলে দু'টিও তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের পিতা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এটা বর্ণনা করে বলেন, আপনি অনুমতি দান করলে আমি তাদেরকে জোর করে এনে ইসলামে দীক্ষিত করতাম। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, «(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আমর বিন আওফ)(শারীক)(আবূ হিলাল)(উসাক)» বলেন, আমি আমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর দাস হিসাবে নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের প্রতি আহবান করছিলেন। আমিও তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছিলাম। তখন তিনি বলেন, 'ইসলামের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই'। তিনি আরও বলেন, হে উসাক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার অনেক কল্যাণ হত।

আলিমগণের বৃহৎ একটি দল বলেন, এ আয়াতটি সেই সকল কিতাবীদেল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা তাদের দীন বিলুপ্তির পূর্বে তা গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিযিয়া দিয়ে থাকত।

অন্য একটি দল বলেন, যুদ্ধের আয়াত দ্বারা এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন সকল সম্প্রদায়কে সত্য-সরল ইসলামের দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এখন যদি কেউ এটা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় অথবা জিযিয়া দান করে মুসলমানদের অধীনতা গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। এই হল 'ইকরাহ' বা জবরদস্তির আসল অর্থ। কেননা আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন—

﴿سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾

"অতি সত্বরই তোমাদেরকে ভীষণ শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের দিকে আহ্বান করা হবে, হয় তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবে, না হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে।"[২৪৬৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন।"[২৪৭০]

কুরআনের অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাতে তারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়, আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।"[২৪৭১]

১১৯৪. (সহীহ): বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ "عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ" -তোমাদের প্রভু সেই লোকদের প্রতি বিস্মিত হন, যাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বেহেশতের দিকে হেঁচড়িয়ে

সত্ত্বেও আন আন সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৪. মুহাম্মাদ বিন আবী মুহাম্মাদ মাজহূল (অপরিচিত) রাবী। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২৪৬৯. সূরাহ ফাতহ, ৪৮:১৬।

২৪৭০. সূরাহ তাওবাহ, ৯:৭৩।

২৪৭১. সূরাহ তাওবাহ, ৯:১২৩।

নেয়া হয়।[২৪৭২] অর্থাৎ সেই সকল কাফির যাদেরকে বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যুদ্ধের মাঠ হতে টেনে আনা হয়। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের আমল ভাল হয়ে যায় আর আত্মা পবিত্রতা লাভ করে। ফলে তারা চির জান্নাতী হয়ে যায়।

১১৯৫. (স্বহীহ): আর যে হাদীস্ব ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে রয়েছে ইয়াহইয়া হুমায়দ আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أَسْلِمْ" قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي كَارِهًا. قَالَ: "وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, أَسْلِمْ ইসলাম গ্রহণ কর।" লোকটি বলল, "আমি তা অপছন্দ করি।" নাবী (সাঃ) বললেন, "যদিও তুমি অপছন্দ কর (তবুও ইসলাম গ্রহণ কর)"[২৪৭৩] এটি একটি স্বহীহ হাদীস্ব, এতে ইমাম আহমাদ ও নাবী (সাঃ)-এর মাঝে আছে মাত্র তিন জন বর্ণনাকারী। কিন্তু এ হাদীস্ব আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কেননা, নাবী (সাঃ) লোকটিকে মুসলিম হতে বাধ্য করেননি। নাবী (সাঃ) লোকটিকে কেবল ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, আর সে জানিয়েছিল যে, সে মুসলিম হতে আগ্রহী নয়। নাবী (সাঃ) লোকটিকে বলেছিলেন যে, যদিও সে মুসলিম হতে অপছন্দ করে, তবুও তার ইসলাম গ্রহণ করা উচিত, 'কারণ আল্লাহ তোমাকে নিষ্ঠা ও সত্যিকার ইচ্ছা দান করবেন।

তাওহীদ হচ্ছে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন

আল্লাহর বাণী: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ **"কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।"** অর্থাৎ এটা সম্পর্কযুক্ত এর সাথে, "যে আল্লাহর বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরিত্যাগ করে, প্রতিমাকে, আর ঐগুলোকে-আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান যেগুলোর ইবাদত করার জন্য আহ্বান জানায়, যে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে, এবং সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তাহলে ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ **"নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল"** অতএব, এ ব্যক্তি (দ্বীনে) দৃঢ়তা অর্জন করল এবং নির্ভুল ও সোজা পথে অগ্রসর হল।

আবুল কাসিম আল-বাগাবী লিখেছেন যে, আবূ রাওহ আল-বালাদী আবুল আহওয়াস্ব সালাম বিন সুলায়ম আবূ ইসহাক হাসান বিন ফাইদ আল-আব্সী উমার (রাঃ) বলেছেন, "জিব্ত অর্থঃ যাদু আর তাগুত অর্থঃ শায়তান। বস্তুত ঃ সাহস আর ভীরুতা দুটি প্রবৃত্তি যা মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায়, সাহসী তাদের পক্ষে লড়াই করে যাদেরকে সে চিনেওনা, আর ভীরু নিজের মাকে রক্ষা করা হতেও পালিয়ে যায়। মানুষের মান-সম্মান তার দ্বীনের সাথে অবস্থান করে, আর তার মর্যাদা তার চরিত্রের উপর ভিত্তিশীল, যদিও সে পারস্যবাসী বা নাবাতী হোক।"[২৪৭৪] তাগুত হচ্ছে শয়তান-'উমারের এ কথা খুবই সুস্থবুদ্ধিসম্মত, কারণ তা যাবতীয় প্রকার মন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে জাহিলিয়্যাতের যুগের অজ্ঞ লোকেরা যাতে পতিত হত, যেমন মূর্তি পূজা,

---

২৪৭২. বুখারী ৩০১০, আবূ দাউদ ২৬৭৭, ইবনু হিব্বান ১৩৪, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস্ব থেকে। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৭৩. আহমাদ ১১৬৫০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৯৫৮৩, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১৪৫৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৯৭৬, স্বহীহ আল-জামি' ৯৭৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৪৭৪. তাবারী ৫/৪১৭।

বিচারের জন্য তাদের নিকট যাওয়া এবং জয় লাভের জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা জানানো। অনুরূপভাবে ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম ﴾স্নাওরীর হাদীস্ব থেকে)﴿আবূ ইসহাক﴾﴿হাসান বিন ফাইদ আল-আবসী﴾﴿উমার (রাঃ)﴾ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর বাণী ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ **"নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়।"** অর্থাৎ "সে সর্বাপেক্ষা শক্তভাবে সত্যিকার দ্বীনকে ধারণ করবে।" আল্লাহ এ আনুগত্যকে তুলনা করেছেন শক্ত হাতলের সঙ্গে যা কক্ষনো ভেঙ্গে যায়না কারণ, তা শক্তভাবে তৈরী আর তার হাতল শক্তভাবে সংযুক্ত। এ জন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন, ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ **"নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়।"** মুজাহিদ বলেছেন, "আঁকড়ে ধরার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতল হচ্ছে ঈমান।"[২৪৭৫] সুদ্দী বলেছেন, তা ইসলামকে বুঝাচ্ছে।[২৪৭৬] সাঈদ বিন জুবায়র ও দহহাক বলেছেন, এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, ﴿الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ হচ্ছে আল-কুরআন। সালিম বিন আবুল জা'দ বলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব রাখা এবং তারই সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা রাখা। উপরোক্ত প্রতিটি অর্থই সঠিক ও পরস্পর বৈপরীত্যহীন।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, ﴿لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এটা ছিন্ন হবে না। মুজাহিদ ও সাঈদ বিন জুবায়র ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ আয়াতটি পড়ার পর বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ **"আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"**[২৪৭৭]

১১৯৬. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, ﴾ইসহাক বিন ইউসুফ﴾﴿ইবনু আওন﴾﴿মুহাম্মাদ﴾﴿কায়স বিন উবাদ﴾ বলেছেন, "আমি যখন মাসজিদে ছিলাম তখন একটা লোক আসল যার মুখে ছিল বিনয় নম্রতার ছাপ, সে মাঝারি দীর্ঘতায় দু'রাকাত স্বলাত আদায় করল। লোকেরা বলল, এ মানুষটি জান্নাতী মানুষদের একজন।' লোকটি যখন চলে গেল আমি তার পেছনে চললাম যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে প্রবেশ করল, আমিও তার পেছনে পেছনে প্রবেশ করলাম এবং তাঁর সাথে কথা বললাম। যখন তিনি স্বাভাবিক হলেন, আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন, তখন লোকেরা এই এই কথা বলেছিল।' তিনি বললেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। কারোরই এমন কথা বলা উচিত নয় যা তার জানা নেই। আমি আপনাকে বলব কেন তারা এ সব বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর সেটি আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছিলাম। আমি দেখেছিলাম যে আমি একটি সবুজ বাগানে আছি।' আর তিনি বাগানের বৃক্ষরাজি ও প্রশস্ততার বর্ণনা দিলেন। 'আর বাগানের মাঝখানে ছিল একটা লোহার স্তম্ভ যা মাটির সঙ্গে যুক্ত আর তার আগা আকাশে পৌঁছেছে। তার আগায় একটা হাতল ছিল, আমাকে বলা হল স্তম্ভে উঠ। আমি বললাম, 'আমি পারিনা।' তখন একজন সাহায্যকারী আসল এবং পেছন থেকে আমার পোষাক চেড়ে ধরে বলল, 'উঠে যাও।' আমি উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত হাতল ধরে ফেললাম আর তিনি আমাকে বললেন, "হাতল শক্ত করে ধরে থাক।' আমার হাতে হাতল থাকা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে স্বপ্নের কথা জানালাম। তিনি বললেন:

أَمَّا الرَّوْضَةُ فَرَوْضَةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، أَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ

২৪৭৫. তাবারী ৫/৪২১।
২৪৭৬. তাবারী ৫/৪২১।
২৪৭৭. সূরাহ রা'দ, ১৩:১১।

বাগানটি হচ্ছে ইসলাম, স্তম্ভটি হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ, আর হাতলটি হচ্ছে হাত দিয়ে শক্তভাবে ধরে রাখার নির্ভরযোগ্য হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত মুসলিম হয়ে থাকবে। সঙ্গীটি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম।[২৪৭৮] এ হাদীস্র সহীহাঈনেও সংগৃহীত হয়েছে,[২৪৭৯] আর বুখারী এটিকে অন্য সনদেও লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৪৮০]

১১৯৭. (সহীহ): ভিন্ন সানাদে- ইমাম আহমাদ বলেন, (হাসান বিন মূসা ও আফফান)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(আসিম বিন বাহদালাহ)(মুসায়্যাব বিন রাফি')(খারাশাহ ইবনুল হুরর (রাঃ)) বলেন ঃ আমি মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে বয়োবৃদ্ধ লোকদের মজলিসে বসেছিলাম। ইতোমধ্যে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে লোকজন বলতে লাগল যে, তোমরা বেহেশতী মানুষ দেখে নাও। তিনি একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করলেন। আমি গিয়ে তার নিকট বললাম যে, লোকজন আপনার সম্বন্ধে এরূপ এরূপ বলে।

অতঃপর তিনি বললেন, বেহেশত আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সেটাতে প্রবেশ করাবেন। তবে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, একটি লোক এসে আমাকে বলল, আমার সাথে চল। আমি তার সাথে চললাম। আমরা গিয়ে একটি প্রশস্ত মাঠে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি বামদিকে হেঁটে যেতে থাকলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি এই পথের পথিক নও। অতঃপর আমি ডানদিকে চলতে থাকি। হঠাৎ আমি একটি পাহাড় দেখতে পাই। তিনি আমাকে হাত ধরে সেই পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত তুলে নেন। এই পাহাড়ের উপর আমি একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ দেখতে পাই। সেটার শীর্ষভাগে ছিল একটি সোনার কড়া! তিনি আমাকে সেই স্তম্ভের উপর তুলে দেন এবং আমি সেটা দৃঢ় হস্তে ধারণ করে রাখি। তিনি আমাকে বলেন, শক্ত করে ধরেছো তো? আমি বললাম, হ্যাঁ। এটার পর তিনি সেটার উপর সজোরে পদাঘাত করেন। কিন্তু তবুও সেই কড়াটি আমার হাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। অতঃপর আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে এটা বর্ণনা করলে তিনি বলেন,

"رَأَيْتَ خَيْرًا أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلَقُ فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ"

এটি খুবই উত্তম স্বপ্ন। আর সেই মাঠটি হল হাশরের মাঠ এবং বামদিকের পথটি হল জাহান্নামীদের পথ। তবে তুমি সেখানকার বাসিন্দা নও এবং ডানদিকের পথটি জান্নাতীদের পথ। স্তম্ভটি হল শহীদের স্থান এবং কড়াটি হচ্ছে ইসলামের কড়া। মৃত্যু পর্যন্ত সেটাকে শক্ত করে ধরে থাক। অতঃপর তিনি বলেন, আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, আমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাকে জান্নাতবাসী করবেন।[২৪৮১] উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ বিন সালাম।

ইমাম নাসাঈ (আহমাদ বিন সুলায়মান)(আফফান)(হাম্মাদ বিন সালামাহ) থেকে এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ)(হাসান বিন মূসা)(হাম্মাদ বিন সালামাহ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস্রটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার 'সহীহ' এর মাঝে (আ'মাশ (এর হাদীস্র থেকে))(সুলায়মান বিন মুসহির)(খারাশাহ ইবনুল হুরর আল-ফাযারী) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৪৭৮. আহমাদ ২৩২৭৮।

২৪৭৯. বুখারী ৩৮১৩, মুসলিম ২৪৮৪।

২৪৮০. বুখারী ৭০১০।

২৪৮১. আহমাদ ২৩২৭৮ মুসলিম ২৪৮৪। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৫৭. আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

আল্লাহ বলেছেন যে, যে কেউ এমন কিছুর অনুসরণ করে যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তিনি তাকে শান্তির পথ দেখাবেন, তা হচ্ছে ইসলাম বা জান্নাত। বস্তুত ঃ আল্লাহ স্বীয় বিশ্বাসী বান্দাহদেরকে কুফরী, সন্দেহ সংশয় এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্ধকার থেকে সরল সোজা, স্পষ্ট, ব্যাখ্যাকৃত এবং অকাট্য সত্যের আলোতে নিয়ে আসেন। তিনি আরো বলেছেন যে, শয়তান হচ্ছে কাফেরদের সমর্থক, সে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার পথকে শোভনীয় করে দেখায় যে পথে তারা চলে, আর এভাবে তাদেরকে সত্য পথ হতে বিচ্যুৎ ক'রে কুফরী আর পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। ﴿اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ **"এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।"** এজন্য আল্লাহ আলোকে একবচনে উল্লেখ করেছেন আর অন্ধকারকে উল্লেখ করেছেন বহুবচনে, কারণ সত্য হল একটি, আর কুফরী হচ্ছে বহু ধরণের, যার সবগুলোই মিথ্যে। তেমনি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۟﴾

"আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে চলতে পার।"[২৪৮২] ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ﴾ **"সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো"**[২৪৮৩] এবং ﴿عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ﴾ **"ডানে-বামে পতিত হয়"**[২৪৮৪] এ বিষয়ে অনেক আয়াত আছে যাতে সত্যকে একবচনে আর মিথ্যাকে বহুবচনে উল্লেখ **করা হয়েছে, মিথ্যার বহুবিধ ভাগ ও শাখা প্রশাখার কারণে।**

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আলী বিন মায়সারাহ)(আবদুল আযীয বিন আবূ উসমান)(মূসা বিন উবায়দাহ)(আয়্যূব বিন খালিদ)০ **বলেন,** কল্যাণাকাঙ্ক্ষীদেরকে উঠান হবে অথবা তিনি বলেছিলেন, পরীক্ষিতদেরকে উঠান হবে-যার আকাঙ্ক্ষা শুধু ঈমান হবে, তার চেহারা আলোয় দীপ্যমান থাকবে। আর যার মনের কামনা হবে কুফরী, তার চেহারা হবে মলিন ও কুৎসিত। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।"

২৪৮২. সূরাহ আনআম, ৬:১৫৩।
২৪৮৩. সূরাহ আনআম ৬:১।
২৪৮৪. সূরাহ নাহল, ১৬:৮।

آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۙ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرٰهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৮. তুমি কি সেই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা কর নি, যে ইব্রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। ইব্রাহীম তাকে যখন বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান'। সে বলল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু ঘটাই'। ইব্রাহীম বলল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর'। তখন সেই কাফিরটি হতভম্ব হয়ে গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ দেখান না।

ইবরাহীম খলীল ও বাদশাহ নুমরূদের মাঝে বিতর্ক

ইবরাহীমের সঙ্গে যিনি বাদানুবাদ করেছিলেন সেই বাদশাহ ছিলো নুমরূদ। যে কানআন বিন কূশ বিন সাম বিন নূহ এর পুত্র, যেমনটি মুজাহিদ বলেছেন। এটাও বলা হয়েছে যে, সে ছিলো নুমরূদ বিন ফালিখ বিন আবির বিন শালিখ বিন আরফাখশায বিন সাম বিন নূহ। মুজাহিদ বলেছেন, "চার জন বাদশাহ্ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম অংশ শাসন করত, তাদের দু'জন মু'মিন আর দু'জন কাফের। মু'মিন বাদশাহদ্বয় ছিলেন, সুলাইমান বিন দাঊদ এবং যুলকারনায়ন। দু'জন কাফের বাদশাহ ছিলেন নুমরূদ এবং বুখতেনাস্সার।"[২৪৮৫] আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ বলেছেন ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ **"তুমি কি দেখনি"** অর্থাৎ "তোমার অন্তর দিয়ে হে মুহাম্মাদ। ﴿إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ **"তার প্রতি যে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্পর্কে"** অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে। নুমরূদ তার নিজেকে ছাড়া অন্য মা'বূদের অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করত না, যেমনটি তার দাবী, ঠিক যেমন পরবর্তীকালে ফিরআউন তার লোকেদেরকে বলেছিলেন ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِي﴾ **"আমি জানিনা আমাকে ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে।"**[২৪৮৬] নুমরূদের এই সীমালংঘন, কঠিন কুফরি ও পুরাদস্তুর বিদ্রোহের কারণ ছিল তার অত্যাচার এবং দীর্ঘকালীন শাসন। এ জন্য এ আয়াতে বলা হয়েছে ﴿أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ﴾ **"কারণ, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন।"** মনে হয়, নুমরূদ ইবরাহীমকে বলেছিলেন আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেখানোর জন্য। ইবরাহীম উত্তর দিলেন ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ **"তিনিই আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান"** অর্থাৎ "আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হচ্ছে কিছুই না থাকার পর সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং আর অস্তিত্বের পর ধ্বংস। এটাই একমাত্র প্রমাণ করে আল্লাহর অস্তিত্ব, যিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করেন, কারণ এ সব জিনিস এমনিতেই হতে পারেনা একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই একমাত্র প্রতিপালক যাঁর ইবাদত করার জন্য আমি আহ্বান জানাই, যিনি একক অংশীহীন।"

এ সময় নুমরূদ বলেছিল ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ **"আমি জীবন দেই ও মৃত্যু ঘটাই।"** কাতাদাহ, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এবং সুদ্দী বলেছেন যে, সে বুঝাতে চেয়েছিল যে, "বিচারাধীন দু'জন লোককে আমার

২৪৮৫. তাবারী ৫/৪৩৩।

২৪৮৬. সূরাহ কসাস, ২৮:৩৮।

সামনে আনা হবে, আমি তাদের একজনকে হত্যা করার নির্দেশ দিব এবং তাকে হত্যা করা হবে। আমি দ্বিতীয়জনকে ক্ষমা করার নির্দেশ দিব এবং তাকে ক্ষমা করা হবে। এভাবেই আমি জীবন দেই ও মৃত্যু ঘটাই।" কিন্তু মনে হয় যে, যেহেতু নুমরূদ একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতনা, তাই তার কথা দ্বারা তা বুঝায়না যা কাতাদাহ বুঝিয়েছেন।[২৪৮৭] ইবরাহীম যা বলেছিলেন এ ব্যাখ্যার মধ্যে তার উত্তর পাওয়া যায়না। নুমরূদ গোস্বাভরে প্রত্যাখ্যানমূলক মনোভাব নিয়ে দাবী করেছিলেন যে, তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং ভান করেছিলেন যে, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। পরবর্তীকালে ফিরআউন তার অনুকরণ করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ﴾ **"আমি জানিনা আমাকে ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে।"**[২৪৮৮] এজন্য ইবরাহীম নুমরূদকে বলেছিলেন, ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ **"আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।"** এ আয়াতের অর্থ: "তুমি দাবী করছ যে, তুমি জীবন ও মৃত্যু দাও। যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন তিনি সমস্ত অস্তিত্বশীলকে নিয়ন্ত্রণ করে আর তাতে যা আছে সবই তিনি সৃষ্টি করেন, নক্ষত্রসমূহ এবং তাদের গতি নিয়ন্ত্রণসহ। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে উঠে। কাজেই তুমি যদি উপাস্যই হও, যেমনটি তুমি দাবি করছ যে জীবন ও মৃত্যু দিতে পার, তাহলে সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে নিয়ে এস।" যেহেতু বাদশাহ স্বীয় দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং ইবরাহীমের অনুরোধের উত্তর দানে সক্ষম ছিলেন না, তিনি ছিলেন অলস, নিশ্চুপ ও মন্তব্য করতে অক্ষম। কাজেই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"আর আল্লাহ্ অন্যায়কারীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।"** অর্থাৎ অন্যায়কারী লোকদেরকে আল্লাহ সত্যিকার প্রমাণ ও যুক্তি থেকে বঞ্চিত করেন। উপরন্তু তাদের মিথ্যা প্রমাণ ও যুক্তি তাদের প্রতিপালক দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। আর তারা অর্জন করে আল্লাহর ক্রোধ আর তারা ভোগ করে আল্লাহর শাস্তি।

আমরা যে অর্থ প্রদান করলাম তা ঐ অর্থ থেকে ভাল যা কতক দার্শনিক প্রদান করেছেন এই দাবি করে যে, ইবরাহীম দ্বিতীয় যুক্তি ব্যবহার করেছেন, কারণ তা প্রথমটি থেকে স্পষ্টতর। বরং আমাদের ব্যাখ্যা দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছে যে, ইবরাহীম নুমরূদের উভয় দাবি খণ্ডন করেছিলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। সুদ্দি বলেছেন, ইবরাহীম ও নুমরূদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর, কারণ সেদিনের পূর্বে বাদশাহর সঙ্গে ইবরাহীমের সাক্ষাত ঘটেনি।

আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন যে, [মা'মার][যায়দ বিন আসলাম] বর্ণনা করেন যে, খাদ্যভাণ্ডার ছিল নুমরূদের হাতে। জনগণ তার নিকট হতে খাদ্য আনত। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) ও তার নিকট খাদ্য আনতে যান। তখনই এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সে তাকে খাদ্য দেয়নি। অবশেষে তিনি খালি হাতে বের হয়ে আসেন। তখন তাঁর গৃহে খাদ্য বলতে কিছুই ছিল না। বাড়ির নিকটবর্তী হলে তিনি দু'টি বস্তায় মাটি বোঝাই করে নেন, যাতে লোকজন মনে করে যে, তিনি শূন্য হাতে আসেননি। বাড়ি পৌছে বস্তা দু'টি রেখে তিনি বিশ্রাম নেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী বস্তা দু'টি খুলে দেখেন যে, সেটা উত্তম খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ। সেটা হতে তিনি আহার্য তৈরি করেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ঘুম হতে উঠে দেখেন, খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি খাদ্য কোথায় পেলে? স্ত্রী উত্তরে বললেন, আপনি যে খাদ্য ভর্তি বস্তা দু'টি এনেছিলেন সেখান থেকে কিছু নিয়ে খাদ্য তৈরী করেছি। তখন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) বুঝে নেন যে, এই রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তিনি তাদেরকে প্রদান করেছেন।

২৪৮৭. তাবারী ৫/৪৩৩, ৪৩৬, ৪৩৭।
২৪৮৮. সূরাহ কস্বাস্ব, ২৮:৩৮।

যায়দ ইবনু আসলাম বলেন ঃ আল্লাহ তার (নমরূদের) নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু সে তা প্রত্যাখান করে। ফেরেশতা তাকে দ্বিতীয়বার আহবান করেন। কিন্তু সে এবারও প্রত্যাখ্যান করে। ফেরেশতা বলল, আচ্ছা, তাহলে তুমি তোমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর, আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। অতঃপর নমরূদ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। এদিকে আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁর সৃষ্ট মশার দল পাঠিয়ে দেন! এত অধিক সংখ্যক মশা উপস্থিত হয় যে, সূর্য দৃষ্টি হতে অন্তরাল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর মশা বাহিনীকে নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর নিয়োজিত করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের রক্তমাংস খেয়ে হাড্ডিসার করে ফেলে। এভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। সেই মশাগুলোর একটি নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকেন। আর দীর্ঘকাল সে এই যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তে হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করতে থাকে। অবশেষে এভাবেই সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৫৯. কিংবা এমন ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে (তুমি কি চিন্তা করনি) যে এক নগর দিয়ে এমন অবস্থায় যাচ্ছিল যে তা উজাড় অবস্থায় ছিল। সে বলল, 'আল্লাহ এ নগরীকে এর মৃত্যুর পরে কিভাবে জীবিত করবেন'? তখন আল্লাহ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। তারপর তাকে জীবিত করে তুললেন ও জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে'? সে বলল, 'একদিন ছিলাম কিংবা একদিন হতেও কম'। আল্লাহ বললেন, 'বরং তুমি একশ' বছর ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্যের ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, এটা পচে যায়নি। আর গাধাটার দিকে তাকিয়ে দেখ, আর এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য উদাহরণ করব। আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই, তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। এরপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, 'এখন আমি পূর্ণ বিশ্বাস করছি যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

উযায়রের কাহিনী

অতিবাহিত হয়ে গেছে আল্লাহর এ কথা যে, ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ﴾ **"তুমি কি সেই ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা কর নি, যে ইব্রাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে তর্ক করেছিল"** অর্থাৎ "তুমি কি তার মত লোক দেখেছ যে ইবরাহীমের সঙ্গে তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল?" অতঃপর আল্লাহ সংযুক্ত করেছেন এ আয়াত ﴿اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا﴾ **"কিংবা এমন ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে (তুমি কি চিন্তা করনি) যে এক নগর দিয়ে এমন অবস্থায় যাচ্ছিল যে তা উজাড় অবস্থায় ছিল।"** এ আয়াতে অতিক্রমকারী ব্যক্তি কে ছিল সে ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইবনু আবি হাতিম লিখেছেন যে,

⟪ইসরাম বিন রাওওয়াদ⟫⟪আদাম বিন আবী ইয়াস⟫⟪ইসরাঈল⟫⟪আবূ ইসহাক⟫⟪নাজিয়াহ বিন কা'ব⟫⟪আলী বিন আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟫ বলেছেন যে, এ আয়াতে [২ ঃ ২৫৯] উক্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে– উযায়র (আলাইহিস সালাম)। ইবনু জারীরও এটি নাজিয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম এরা উভয়ে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং সুলায়মান বিন বুরাদাহ হতেও এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এব্যাপারে এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত।

ওহাব বিন মুনাব্বিহ ও আবদুল্লাহ উবায়দ বিন উমায়র বলেন ঃ সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'আরমিয়া বিন হালকিয়া। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেনঃ আমাকে ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেন যে, এটাই খিদির (আলাইহিস সালাম)-এর নাম।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟪আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟫⟪সুলায়মান বিন মুহাম্মাদ আল-ইয়াসারী আল-জারী⟫ বলেন ঃ সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বলেছেন যে, মৃত্যুর একশত বৎসর পর আল্লাহ যে ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন তাঁর নাম হল হিযকীল বিন বাওরা (আলাইহিস সালাম)। মুজাহিদ বিন জাব্‌র বলেছেন যে, এ আয়াত বানী ইসরাঈলের একজন লোককে বুঝাচ্ছে।

প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, বুখতেনাসার বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন জনপদে তার হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালানোর পর সেই এলাকাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। অতঃপর একদিন সেই ব্যক্তি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ **"ধ্বংসের মাঝে"** অর্থাৎ তা মানুষ হতে খালি হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর বাণী: ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ **"ছাদের উপর"** আয়াতাংশটি জানাচ্ছে যে, (গ্রামটির) ছাদগুলো আর দেয়ালগুলো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। উযায়র (আলাইহিস সালাম) দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন একটা বিরাট সভ্যতা এতে বসবাস করার পর শহরটার ভাগ্যে কী ঘটে গেল। তিনি বললেন, ﴿أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ **"হায়! এর মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ একে জীবিত করবেন?"** কারণ তিনি দেখেছিলেন পুরাদস্তুর ধ্বংস, আর তার আগের অবস্থায় ফিরে আসা ছিল বুদ্ধি বিবেচনার বাইরে। আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ **"তাই, আল্লাহ তাকে একশ বছরের জন্য মৃত্যু দিলেন, অতঃপর আবার তাকে জীবিত করলেন"** মানুষটির (উযায়রের) মৃত্যুর সত্তর বছর পর শহরটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল, তার বাসিন্দা বেড়ে গিয়েছিল আর বানী ইসরাঈলেরা তাতে ফিরে এসেছিল। উযায়রের মৃত্যুর পর আল্লাহ যখন তাকে আবার জীবিত করলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম তার যে অঙ্গটি জীবিত করেছিলেন তা হল তার চক্ষু, যাতে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে আল্লাহ তার কী করেন, কিভাবে তিনি তার শরীরে জীবন ফিরিয়ে আনেন। তার পুনর্জীবন যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, আল্লাহ তাকে বললেন, মানে ফেরেশতার মাধ্যমে ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ **"কতদিন তুমি (মৃত) ছিলে?" সে বলল, (বোধ হয়) আমি (মৃত) ছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ'** বিদ্বানগণ বলেছেন যে, যেহেতু লোকটি দিনের প্রথম ভাগে মারা গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাকে দিনের শেষভাগে জীবিত করেছিলেন, যখন সে দেখতে পেল যে, সূর্য তখনও দেখা যাচ্ছে, সে ভাবল যে, ওটা ঐ দিনেরই সূর্য। লোকটি বলল, ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ **"কিংবা একদিন হতেও কম'। আল্লাহ বললেন, 'বরং তুমি একশ' বছর ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্যের ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর, এটা পচে যায়নি।"** তার সাথে ছিল আঙ্গুর, ডুমুর আর ফলের রস, আর সেগুলো সে দেখতে পেল যেভাবে সে ওগুলোকে পরিত্যাগ করেছিল, ফলের রস নষ্ট হয়নি, ডুমুর বিস্বাদ হয়নি আর আঙ্গুরও পচে যায়নি।

﴿وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ﴾ **"তোমার গাধাটির দিকে তাকাও"** "কিভাবে আল্লাহ ওটিকে আবার জীবিত করেন যা তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছ।" ﴿وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ﴾ **"আর এভাবে আমি তোমাকে মানুষদের জন্য একটা নিদর্শন করেছি"** যে পুনর্জীবন ঘটে। ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ **"আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই"** অর্থাৎ তাদেরকে সংগ্রহ করি, আবার একসঙ্গে রেখে দেই।

১১৯৮. হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, নাফি' বিন আবূ নুআয়ম ইসমাঈল বিন আবূ হাকীম খারিজাহ বিন যায়দ বিন ষাবিত তার পিতা (যায়দ বিন ষাবিত) বলেছেন, রসূলুল্লাহ এ আয়াতকে পড়তেন ﴿كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ **"আমি কিভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দেই"**। হাকীম বলেছেন "এর সনদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি।"[২৪৮৯]

আয়াতটি এভাবেও পড়া হয়েছে نُنْشِرُهَا অর্থাৎ তাদেরকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনেন, যেমনটি মুজাহিদ বলেছেন।[২৪৯০] ﴿ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ **"তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।"** সুদ্দী বলেছেন, "উযায়র তাঁর গাধার উপর হাড়গুলো লক্ষ্য করলেন যা তার ডানে বামে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল, আর আল্লাহ বায়ু পাঠালেন যা সব জায়গা থেকে হাড়গুলোকে একত্র করল। আল্লাহ তখন প্রত্যেকটি হাড়কে তার নিজ জায়গায় নিয়ে আসলেন যে পর্যন্ত না তা গোশ্তবিহীন হাড়ের পূর্ণ একটা গাধার আকৃতি ধারণ করল। আল্লাহ তখন এ হাড়গুলোকে গোশ্ত, নাড়িভুঁড়ি, শিরা উপশিরা এবং চামড়া দিয়ে ঢেকে দিলেন। আল্লাহ তখন একটা ফেরেশ্তা পাঠালেন যে গাধাটির নাকে জীবন ফুঁকে দিল আর আল্লাহর হুকুমে গাধাটি ডাকতে শুরু করল।"[২৪৯১] এ সব ঘটেছিল যখন উযায়র তা চেয়ে দেখছিলেন, আর এ সময় তিনি ঘোষণা করলেন ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ **"তখন সে বলল, 'এখন আমি পূর্ণ বিশ্বাস করছি যে, আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"** অর্থাৎ "আমি জানলাম এবং আমার নিজের চোখে দেখলাম। কাজেই আমি এ ব্যাপারে আমার যুগের সকল লোকের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখি।"

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি মৃতকে কিরূপে জীবিত করবে আমাকে দেখাও'। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না'? সে আরয করল, 'নিশ্চয়ই, তবে যাতে আমার অন্তঃকরণ স্বস্তি লাভ করে (এজন্য তা দেখতে চাই)'। আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটি পাখী নাও এবং তাদেরকে বশীভূত কর। তারপর ওদের এক এক টুকরো প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে ডাক দাও, তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৪৮৯. হাকিম ২/২৩৪। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সানাদে ইসমাঈল বিন কায়স থাকায় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেননি।

২৪৯০. তাবারী ৫/৪৭৬।

২৪৯১. তাবারী ৫/৪৬৮।

খালীল আল্লাহর নিকট দেখানোর জন্য প্রার্থনা করেন কিভাবে তিনি মৃতকে জীবিত করেন

বিদ্বানগণ বলেছেন যে, ইবরাহীমের এ অনুরোধের পেছনে কারণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন ইবরাহীম নুমরূদকে[২৪৯২] বলেছিলেন ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ **"আমার রব্ব তিনিই যিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান"** তিনি নিজের চোখে দেখে পুনর্জীবন দান সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে দৃঢ়তর করতে চেয়েছিলেন। নাবী ইবরাহীম বলেছিলেন, ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ **"হে আমার প্রতিপালক! তুমি মৃতকে কিরূপে জীবিত করবে আমাকে দেখাও।"**

১১৯৯. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ◊(আহমাদ বিন স্বালিহ)(ইবনু ওয়াহব)(য়ূনুস)(ইবনু শিহাব)(আবূ সালামাহ ও সাঈদ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كيف تحي الموتى؟ قال: أو لم تُؤمِنْ. قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

ইবরাহীমের চেয়ে আমরাই বেশি সন্দেহে পতিত যখন তিনি বলেছিলেন "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবন দান কর।" আল্লাহ বলেছিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস করনা?" ইবরাহীম বলেছিলেন, "হাঁ, (বিশ্বাস করি) কিন্তু (আমি জিজ্ঞেস করছি) বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হওয়ার জন্য।"[২৪৯৩] অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ◊(হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া)(ইবনু ওয়াহব)◊ এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসে নাবী (সাঃ)-এর কথার অর্থ: "নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমাদের আরো বেশি।"

খালীলের অনুরোধের জবাব

আল্লাহ বলেছেন, ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ **"আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটি পাখী নাও এবং তাদেরকে বশীভূত কর।"** তাফসীরের বিদ্বানগণ এখানে উল্লেখিত পাখীর ধরণ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যদিও এ ব্যাপারটি প্রাসঙ্গিক নয় এ কারণে যে, কুরআন তা উল্লেখ করেনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, উক্ত পাখি চারটির একটি ছিল কলঙ্গ, একটি ছিল ময়ুর, একটি ছিল মোরগ এবং একটি কবুতর। তার নিকট হতে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ছিল জল কুককুট, সী মোরগের বাচ্চা, মোরগ এবং ময়ূর।

মুজাহিদ ও ইকরিমা বলেন ঃ সেটা ছিল কবুতর, মোরগ, ময়ুর ও কাক।

আল্লাহর বাণী ﴿فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ **"এবং তাদেরকে বশীভূত কর।"** অর্থাৎ ওগুলোকে টুকরো টুকরো করে কাট। এটাই ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ্, সাঈদ বিন জুবায়র, আবূ মালিক, আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, হাসান এবং সুদ্দীর ব্যাখ্যা।[২৪৯৪] কাজেই ইবরাহীম চারটি পাখী ধরলেন, তাদেরকে যবেহ করলেন, পালক ছাড়ালেন, পাখীগুলোকে টুকরো করে কাটলেন এবং খণ্ডগুলোকে এক সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি এই মিশ্রিত খণ্ডগুলোকে ভাগ করে চারটি বা সাতটি পাহাড়ের উপর রাখলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম এ চারটি পাখীর মাথা তাঁর হাতেই রেখেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ ইবরাহীমকে আদেশ করলেন পাখীগুলোকে নিজের দিকে ডাকার জন্য এবং তিনি তা করলেন যা আল্লাহ আদেশ করলেন। ইবরাহীম দেখলেন এ পাখীগুলোর পালক, রক্ত ও গোশ্ত পরস্পরের কাছে উড়ে গেল, আর অংশগুলো তাদের প্রত্যেকের দেহে উড়ে গেল যে পর্যন্ত না প্রতিটি

২৪৯২. নুমরূদ বিন কানআন বিন কূশ বিন সাম বিন নূহ। নুমরূদকে অনেকে 'নামরূদ'ও পড়েছেন।
২৪৯৩. বুখারী ৩৩৭২, ৪৫৩৭, মুসলিম ১৫১, ইবনু মাজাহ ৪০২৬, ইবনু হিব্বান ৬২০৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
২৪৯৪. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১০৩৯।

পাখী পুনর্জীবিত হল এবং ইবরাহীমের নিকট দ্রুতগতিতে হেঁটে আসল, যাতে ইবরাহীম যে দৃষ্টান্ত দেখছিলেন তা মনে আরো গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রত্যেক পাখী তার মাথা সংগ্রহ করার জন্য ইবরাহীমের নিকট আসল আর তিনি এক পাখীকে অন্য মাথা দিলে তা সে প্রত্যাখ্যান করল। ইবরাহীম যখন প্রত্যেক পাখীকে নিজ নিজ মাথা দিলেন, আল্লাহর হুকুমে ও ক্ষমতায় মাথা শরীরের সঙ্গে স্থাপিত হয়ে গেল।"[২৪৯৫] এ জন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ **"জেনে রেখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"** অর্থাৎ কেউ তাকে পরাজিত করতে বা বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, বিনা বাধায় তা ঘটে, কেননা, তিনিই সর্বশক্তিমান, সবকিছুর উপরে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি স্বীয় কথায়, কাজে, বিধানে এবং ঘোষণায় মহাজ্ঞানী।

আবদুর রায্যাক লিখেছেন মা'মার বলেছেন যে, আইউব বলেছেন, তিনি বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন ইবরাহীম যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে ﴿وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ﴾ **"কিন্তু বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হওয়ার জন্য"** 'আমার নিকট কুর'আনে এমন কোন আয়াত নেই যা এ আয়াতের চেয়ে বেশি আশার সঞ্চার করতে পারে।'[২৪৯৬]

ইবনু আবি হাতিম বলেন, [আমার পিতা (আবূ হাতিম)][আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ (লায়স্ব এর লেখক)][ইবনু আবী সালামাহ][মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির] বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, "কুরআনের কোন্ আয়াত আপনার জন্য বেশি আশার সঞ্চার করে?" ইবনু আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا﴾ **"বল– হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা নিরাশ হয়ো না।"**[২৪৯৭] ইবনু আব্বাস বলেছেন, "কিন্তু আমি বলি তা হচ্ছে আল্লাহর কথা: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى﴾ **"যখন ইব্রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি মৃতকে কিরূপে জীবিত করবে আমাকে দেখাও'। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর না'? সে আরয করল, 'নিশ্চয়ই"** আল্লাহ ইবরাহীমের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 'হাঁ'। এ আয়াত ঐ সন্দেহ সংশয়কে বুঝায় যা অন্তর ও চিন্তাধারার উপর আক্রমণ চালায় যা শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়।"[২৪৯৮] হাকিমও স্বীয় মুস্তাদরাকে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন, "এর সনদ স্বহীহ, কিন্তু তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি।"[২৪৯৯]

২৬১. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৪৯৫. কুরতুবী ৩/৩০০।
২৪৯৬. তাবারী ৫/৪৮৯।
২৪৯৭. সূরাহ যুমার, ৩৯:৫৩।
২৪৯৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১০৩২।
২৪৯৯. কুরতুবী ৫/৪৮৯।

আল্লাহর পথে ব্যয়ের পুরস্কার

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এ দৃষ্টান্তটি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ সৎকাজকে দশ থেকে সাতশ গুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ **"যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা।"** সাঈদ বিন জুবায়র বলেছেন, এর অর্থঃ আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করা।[২৫০০] মাকহূল বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ, 'জিহাদের জন্য ব্যয় করা, ঘোড়ার তত্ত্বাবধানে, অস্ত্রশস্ত্র কেনায় বা এ ধরণের কাজে।'[২৫০১] শাবীব বিন বিশর বলেন, (ইকরিমাহ) (ইবনু আব্বাস) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যারা জিহাদ এবং হজ্জ পালনে অর্থ ব্যয় করে তারা এই টাকা ব্যয় করার বিনিময়ে সাতশতগুণ ব্যয় করার স্বওয়াব পাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন। ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ﴾ **"তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা।"**

শুধু একশত কথাটি উল্লেখ করার চেয়ে আয়াতে উল্লেখিত দৃষ্টান্তটি অন্তরে আরও গভীরভাবে রেখাপাত করে। এ আয়াত জানাচ্ছে যে, তিনি ভাল কাজের কর্তার জন্য তার কাজকে বাড়িয়ে দেন যেমন তিনি বাড়িয়ে দেন তাঁর চারাগাছকে যে তার উর্বর ভূমিতে বপন করে। সুন্নাহও উল্লেখ করেছে যে, 'আমল সাতশ' গুণ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

১২০০. (হাসান): ইমাম আহমাদ বলেন, (যিয়াদ ইবনুর রাবী') (ওয়াস্বিল (আবূ উওয়ায়নাহ'র আযাদকৃত দাস)) (বাশশার বিন আবূ সায়ফ আল-জারমী) (ইয়াদ বিন গুতায়ফ) (আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ) (ইয়াদ বিন গুতায়ফ) বলেন, আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে আমরা তাকে দেখতে যাই। তখন তাঁর পত্নী তাঁর শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে আবূ উবায়দার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করেছেন। তখন তাঁর মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরানো ছিল। এটা শুনে তিনি আগত মেহমানদের দিকে ফিরে বলেন না, আমি রাত্রি কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে কাটাইনি। কেননা আমি রসূলুল্লাহ -এর নিকট শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি পয়সা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে সাতশত পয়সা ব্যয় করার সওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। আর রোযা যতক্ষণ বহাল থাকে ততক্ষণ সেটি ঢালস্বরূপ। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যথায় আক্রান্ত হয়, সেটা তার পাপসমূহ ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেয়।[২৫০২] ইমাম নাসায়ীও একটি পরম্পরা সূত্রে এ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একটি মওকূফ সূত্রেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

২৫০০. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১০৪৭।

২৫০১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১০৪৭।

২৫০২. আহমাদ ১৬৯২, বাযযার ৭৬৩, হাকিম ৫১৫৩, আবূ ইয়া'লা ৮৭৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৩৭৮৮, তিনি বলেন, সানাদে ইয়াসার বিন আবূ সায়ফ রয়েছে। তাকে স্বিকাহ বা তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কাউকে কোন কিছু বলতে শুনিনি। তবে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। এই সূত্রে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মাকবূল বলেছেন। হাকিমের এই উক্তিতে উক্ত হাদীস্ব সহীহ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। ইমাম যাহাবী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। তবে তার তাবে' হিসেবে ইমাম আহমাদ এর দ্বিতীয় বর্ণনায় একটি হাদীস্ব পাওয়া যায় যা তিনি তার মুসনাদে (১৭০২) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস্বটি হাসান পর্যায়ভুক্ত, ইনশা আল্লাহ। **তাহক্বীক:** হাসান।

১২০১. (স্বহীহ): অপর একটি হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ০(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(সুলায়মান)(আবূ আমর আশ শায়বানী)(আবূ মাসউদ (রাঃ)) থেকে বর্ণিত, একবার এক লোক লাগামসহ একটি উট আল্লাহর পথে দান করেছিল, তাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ কিয়ামতের দিন তোমাকে লাগামসহ সাতশ উট দেয়া হবে। মুসলিম এবং নাসাঈও এ হাদীস্র ০(সুলায়মান বিন মিহরান)(আ'মাশ)০ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে এক ব্যক্তি লাগামসহ উট আনল আর বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এটা আল্লাহর জন্য দেয়া হল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ (কিয়ামতের দিন পুরস্কারস্বরূপ তুমি সাতশত উট লাভ করবে)।[২৫০৩]

১২০২. (স্বহীহ): অপর একটি হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ০(আমর বিন মাজমা' আবুল মুনযির আল-কিনদী (দুর্বল))(ইবরাহীম আল-হাজারী (দুর্বল))(আবুল আহওয়াস)(আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ))০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، جَعَلَ حَسَنَةَ ابْنِ آدَمَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصَّوْمَ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسك"

আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে সাতশত পুণ্য দান করেন। রোযা তার ব্যতিক্রম। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, রোযা আমারই জন্য রাখা হয় আর আমিই সেটার প্রতিদান প্রদান করব। রোযাদারদের জন্য দুই খুশি রয়েছে- একটি হল ইফতারের সময় এবং অন্যটি হল কিয়ামতের দিন। আর রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়।[২৫০৪]

১২০৩. (স্বহীহ): আরেকটি হাদীস্র ঃ আহমাদ লিখেছেন, ০(ওয়াকী')(আ'মাশ)(আবূ স্বালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، يَقُولُ اللهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ولَخُلُوف فِيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ

(আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমল দশ থেকে সাতশত গুণ, আরও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যতটা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ বলেছেন, "কিন্তু স্বিয়াম ব্যতিত, কেননা তা আমার জন্য এবং আমি তার জন্য পুরস্কার দিব। কোন ব্যক্তি আমার জন্যই তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করে।" স্বিয়ামকারীর জন্য আছে দু'টি আনন্দের সময় ঃ যখন সে স্বিয়াম ভাঙ্গে আর যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে, স্বিয়ামকারীর মুখ হতে যে দুর্গন্ধ আসে তা আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়, স্বিয়াম হচ্ছে ঢাল (পাপ কাজ করা হতে), স্বিয়াম হচ্ছে ঢাল।[২৫০৫] মুসলিম এ হাদীস্রটি আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ থেকে এবং তারা উভয়ে ওয়াকী' থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২০৪. (স্বহীহ): অপর একটি হাদীস্র: ইমাম আহমাদ বলেন, ০(হুসায়ন বিন আলী)(যাইদাহ)(রুকায়ন)(য়ুসায়র বিন উমায়লাহ)(খুরায়ম বিন ফাতিক)০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تُضَاعَفُ

২৫০৩. আহমাদ ১৬৬৪৫, মুসলিম ১৮৯২, সুনান নাসাঈ ৪৯১৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৪৩৯৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫০৪. আহমাদ ৪২৪৪, সানাদটি দুর্বল। কারণ সানাদে ১. আমর বিন মাজমা' আবুল মুনযির সম্পর্কে হিশাম বিন উরওয়াহ ও দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ২. ইবরাহীম বিন মুসলিম আল-আবদী আল-হাজারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী দুর্বল বলেছেন। তবে উক্ত হাদীস্রটির শাহিদ থাকায় তা স্বহীহ যা পরবর্তীতে আসছে।

২৫০৫. আহমাদ ৯৪২১, মুসলিম ১১৫১, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ইবনু হিব্বান ৩৪২৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

"بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে আল্লাহ তা'আলা (তার খরচের বিনিময়ে) সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন।[২৫০৬]

১২০৫. (দঈফ): অপর হাদীস্রঃ ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ্ ইবনু ওয়াহব ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব ও সাঈদ বিন আবূ আয়্যুব যাব্বান বিন ফাইদ (দুর্বল) সাহল বিন মুআয (দুর্বল) তার পিতা (মুআয বিন আনাস আল-জুহানী) বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন,

"إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ"

স্বলাত, রোযা ও যিকিরের জন্য অর্থ ব্যয় করলে যে পুণ্য হবে, তার প্রতিটি পুণ্যকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।[২৫০৭]

১২০৬. (দঈফ): অপর হাদীস্রঃ ইবনু আবী হাতিম বলেন, আমার পিতা (আবূ হাতিম) হারূন বিন আবদুল্লাহ বিন মারওয়ান ইবনু আবী ফুদায়ক খালীল বিন আবদুল্লাহ (অপরিচিত) হাসান ইমরান বিন হুসায়ন বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন,

"من أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي جِهَةِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ". ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ}

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ দান করে, সে নিজে জিহাদে শরীক না হলেও তাকে এক টাকার বিনিময়ে সাতশত টাকার স্বওয়াব দেয়া হবে। আর যদি সে নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকার স্বওয়াব দান করবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন, ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ অর্থাৎ 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করে দেন।[২৫০৮] তবে এ হাদীস্রটি গরীব। আর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, আবূ হুরায়রা হতে আবূ উস্রমান আন নাহদী এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস্রে এতটুকু বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করে লক্ষ গুণ পুণ্য দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ **এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম কর্জ প্রদান করবে? তাহলে তার সেই কর্জকে তার জন্য আল্লাহ বহু গুণ বর্ধিত করে দেবেন।"**[২৫০৯]

১২০৭. (দঈফ): অপর হাদীস্রঃ ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ ইবনুল আসকারী আল-বাযযার হাসান বিন আলী বিন শাবীব মাহমূদ বিন খালিদ আদ দিমাশকী আমার পিতা (খালিদ) ঈসা ইবনুল

২৫০৬. আহমাদ ১৮৫৫৯, তিরমিযী ১৬২৫, নাসাঈ ৩১৮৬, আল-আমালুস্র সালিহ ৭২৮, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১২৩৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১০৫৫, স্বহীহ আল-জামি' ৬১১০। **তাহকীক আলবানীঃ** স্বহীহ।

২৫০৭. আবূ দাউদ ২৪৯৮, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮০৮, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৪১৭, দঈফ আল-জামি' ১৪৯৩। সানাদে যাব্বান বিন ফাইদ ও সাহ্ল বিন মুআয উভয়ে দুর্বল। **তাহকীক আলবানীঃ** দঈফ।

২৫০৮. ইবনু আবী হাতিমের ন্যায় আল্লামাহ সুয়ূতীও তার 'আদ দুররুল মানসূর' (১/৫৯৫) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। সানাদটি খালীল বিন আবদুল্লাহ'র দুর্বলতার কারণে দুর্বল। উক্ত হাদীস্রটি ইবনু মাজাহ (২৭৬১) বর্ণনা করেছেন। খালীল বিন আবদুল্লাহ হাসান থেকে তিনি আলী, আবূ দারদা', আবূ হুরায়রাহ, জাবির, আবূ উমামাহ, ইবনু উমার, ইবনু আমর, ইমরান বিন হুসায়ন থেকে তারা সকলে রাসূলুল্লাহ থেকে উক্ত হাদীস্রটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবদুল হাদীও সেটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী এর 'আত তাকরীব' গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, খালীল বিন আবদুল্লাহ মাজহূল বা অপরিচিত। দ্বিতীয়ত সানাদে হাসান উল্লেখিত কোন সাহাবী থেকেই হাদীস্র শ্রবণ করেননি। তবে ইবনু উমার থেকে তিনি একটি মাত্র হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যা ইবনু আবী হাতিম তার 'আল-মারাসীল' (৩৭২৫) এর মাঝে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া উক্ত দু'টি কারণ উপরোক্ত হাদীস্রটিকে দুর্বল করতে পূর্ণ সক্ষম। **তাহকীকঃ** দঈফ।

২৫০৯. সূরাহ বাকারা, ২:২৪৫।

মুসায়্যাব)(নাফি')(ইবনু উমার (রাঃ))০ বলেন, যখন ﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ **"যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা"** এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন নবী (ﷺ) বললেন, رب زد أمتي (হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বাড়িয়ে দেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ ﴿اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ **"আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।"**[২৫১০]

ইবনু আবী হাতিম তার 'স্বহীহ' এর মাঝে ০(হাজিব বিন আরকীন)(আবূ উমার হাফস্ব বিন উমার বিন আবদুল আযীয আল-মুকরী)(আবূ ইসমাঈল আল-মুআদ্দাব)(ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব)(নাফি')(ইবনু উমার (রাঃ))০ থেকে অনুরূপ হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ **"এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন।"** আমলের প্রতি আমলকারির নিষ্ঠা অনুপাতে। ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ **"বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।"** অর্থাৎ তাঁর দয়া এতই ব্যাপক যে, তা আল্লাহর সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক, আর তার পূর্ণ জ্ঞান আছে কে সেটির হকদার আর কে সেটির হকদার নয়। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রাপ্য।

২৬২. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন ব্যয় ক'রে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না আর (দান গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে, তাদের কোন ভয় নেই, মর্মপীড়াও নেই।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৪. হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

২৫১০. সূরাহ যুমার, ৩৯:১০, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬৪৮, শুআবুল ঈমান ৪২৮০, সানাদে ঈসা ইবনুল মুসায়্যাব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৬৬০৭) এর মাঝে বলেন, ইয়াহইয়া ও ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তাকে দুর্বল বলেছেন। অর্থাৎ জুমহুর উলামাহ তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। সুতরাং উক্ত হাদীস্বটি দুর্বলতার খুব নিকটবর্তী। আত তা'লীকুল হিসান আলা স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬২৯, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (৭৯২)। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

প্রদত্ত দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাদের প্রশংসা করছেন যারা তাঁর জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে আর যাদেরকে দান করা হয় তাদেরকে কথা বা কাজের মাধ্যমে এ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হতে বিরত থাকে।

আল্লাহর কথা, ﴿وَلَآ اَذًى﴾ **"কষ্ট দেয় না"** বাক্যটি জানাচ্ছে যে, তারা যাদেরকে দান করে তাদের কোন ক্ষতি করে না, কারণ তা এ দানকে কেবল বরবাদ করে দিবে। অত:পর আল্লাহ তাদের এই সৎকাজের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দানের প্রতিজ্ঞা করেছেন, ﴿لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ **"তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে"** জানাচ্ছে যে, এ সব সৎকাজের পুরস্কার আল্লাহ তাদেরকে নিজ হাতে দিবেন। উপরন্তু, ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ **"তাদের কোন ভয় নেই"** ক্বিয়ামতের দিনের বিভীষিকার ব্যাপারে, ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ **"মর্মপীড়াও নেই"** পেছনে ছেড়ে যাওয়া তাদের সন্তানাদির ব্যপারে আর এ দুনিয়ার চাকচিক্য ও আনন্দ সম্পর্কে। এ জন্য তারা দুঃখিত হবে না কারণ, তারা যা লাভ করবে তা তাদের জন্য অনেক বেশি ভাল।

অত:পর আল্লাহ বলেছেন, ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ﴾ **"ভাল কথা"** অর্থাৎ সহানুভূতিপূর্ণ কথা এবং মুসলিমের জন্য দুআ', ﴿وَّمَغْفِرَةٌ﴾ **"এবং ক্ষমা প্রদর্শন"** অর্থাৎ কোন অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া, তা কোন কাজই হোক বা কথা, ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى﴾ **"ভাল সে দান হতে যার পরে খোঁটা দেয়া হয়"**।

১২০৮. (মুরসাল): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨ইবনু নুফায়ল⟩⟨মা'কিল বিন উবায়দুল্লাহ⟩⟨আমর বিন দীনার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)⟩ বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন,

" مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ قَوْلٍ مَعْرُوفٍ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} "

আল্লাহর নিকট নম্র ও মিষ্টি কথা বলার চাইতে আর উত্তম কোন দান নেই। কেননা, তোমরা কি শোননি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى﴾ **"যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম"**।[২৫১১] ﴿وَاللهُ غَنِيٌّ﴾ **"আল্লাহ ধনী।"** সৃষ্টির কাছে চান না। ﴿حَلِيْمٌ﴾ **"পরম সহিষ্ণু।"** ক্ষমা করেন, মুক্ত করেন, মাফ করেন তাদেরকে। অনেক হাদীস্র আছে যাতে দান করার পর তা মনে করিয়ে দেয়া হতে নিষেধ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

১২০৯. (স্বহীহ): স্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, ⟨শু'বাহ (এর হাদীস্র থেকে)⟩⟨আ'মাশ⟩⟨সুলায়মান বিন মুসহির⟩⟨খারাশাতা ইবনুল হুর্র⟩⟨আবূ যার (রাঃ)⟩ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

ثلاثة لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: اَلْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তার দিকে তাকাবেন না বা তাকে পবিত্র করবেন না, আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যে দান করে খোঁটা দেয়, যে তার পায়ের গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে, আর যে তার দ্রব্যসম্ভার বিক্রি করার জন্য মিথ্যা কসম খায়।[২৫১২]

২৫১১. উক্ত হাদীস্রটি মুরসাল। কেননা সানাদে আমর বিন দীনার একজন তাবেঈ, তিনি সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে অনুরূপ অর্থে একাধিক হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে এমর্মে জানতে দেখুন 'আদ দুররুল মানসূর' (১/৫৯৯)।

২৫১২. মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ ২৫৬৩, আহমাদ ২০৮১১, ইবনু হিব্বান ৪৯০৭। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২১০. (হাসান): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আহমাদ বিন উস্মান বিন ইয়াহইয়া উস্মান বিন মুহাম্মাদ আদ দাওরী হুশায়ম বিন খারিজাহ সুলায়মান বিন উকবাহ য়ূনুস বিন মায়সারাহ আবূ ইদরীস আবূ দারদা' (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেছেন, "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، ولا مكذب بقدر" পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী, অনুগ্রহ প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তাকদীর অবিশ্বাসকারী কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২৫১৩] ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু মাজাহ য়ূনুস বিন মায়সারাহ এর হাদীস্র থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২১১. (স্বহীহ): অতঃপর ইবনু মারদুবিয়্যাহ, ইবনু হিব্বান, হাকিম তার মুসতাদরাকে এবং ইমাম নাসাঈ আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার আল-আ'রাজ এর হাদীস্র থেকে সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, (ইবনু উমার (রাঃ)) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى"

পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী সন্তান, মদ্যপায়ী ও দান-খয়রাত করে অনুগ্রহ প্রকাশকারীর প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।[২৫১৪]

১২১২. (স্বহীহ): ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন যে, মালিক বিন সা'দ তার চাচা রাওহ বিন উবাদাহ আত্তাব বিন বুশায়র খুসায়ফ আল-জাযারী মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী (ﷺ) বলেছেন ঃ

"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مَنَّانٌ"

মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী কখনও বেহেশতে প্রবেশ করবে না।[২৫১৫]

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনুল মিনহাল মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আম্মার আল-মাওস্বিলী আত্তাব খুসায়ফ মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে এবং ইমাম নাসাঈ আবদুল কারীম বিন মালিক আল-জাযারী মুজাহিদ আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে অনুরূপে বর্ণনা করেছেন।

এজন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ﴾ **"হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না"** এ কথা জানিয়েছে যে, দান করার পর খোঁটা দিলে বা কষ্ট দিলে দান বরবাদ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে দানের পুরস্কার যথেষ্ট হবে না খোঁটা বা কষ্টদানকে বাতিল করার জন্য। আল্লাহ অতঃপর বলেছেন, ﴿كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ **"তার মত যে তার সম্পদ দান করে লোক দেখানোর জন্য"** অর্থাৎ "খোঁটা দিয়ে বা কষ্ট দিয়ে তোমার দানকে নষ্ট করে দিওনা তার মত যে মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে।"

২৫১৩. আহমাদ ২৬৯৩৮, ইবনু আবী আস্বিম ৩২১, বাযযার ২১৮২, তিনি সানাদটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম আল-হায়স্রামী তার 'আল-মাজমা' (৭/২০২) এর মাঝে বলেন, সুলায়মান বিন উতবাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে আবূ হাতিমসহ অন্যান্যরা স্বিকাহ বললেও ইবনু মাঈনসহ আরও অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে উক্ত হাদীস্রটির একধিক শাহিদ রয়েছে। **তাহক্বীক আলবানী**: হাসান।

২৫১৪. নাসাঈ ২৫৬২, আহমাদ ৬১৪৫, ইবনু হিব্বান ৭৩৪০, বাযযার ১৮৭৫, সানাদটি উত্তম। হাকিম এটিকে স্বহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। এর একাধিক শাহিদও রয়েছে। **তাহক্বীক আলবানী**: স্বহীহ।

২৫১৫. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৪৯২১, সানাদটি হাসান, সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ, তবে ইমাম নাসাঈ (৪৯২৩) এর মাঝে মুজাহিদ থেকে উক্ত হাদীস্রটি বর্ণনা করে বলেন, মারফূ' সূত্রে এর মাঝে কোন অসুবিধা নেই। উক্ত হাদীস্রটি ভিন্ন একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তার শাহিদও রয়েছে। এমর্মে জানতে দেখুন 'আহমাদ' (৪/৪৯৯), ইবনু হিব্বান (৫৩৪৬), হাকিম (৪/১০৬), তিনি হাদীস্রটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। তাতে কিছু দুর্বলতা থাকলেও তার একাধিক শাহিদ পাওয়া যায় দেখুন– 'আল-ইহসান' ৫৩৪৬, আত তারগীব ৩৪৮০। **তাহক্বীক**: স্বহীহ।

অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করার ভান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পেতে চায় মানুষের প্রশংসা, দানশীল হওয়ার জনপ্রিয়তা কিংবা এ দুনিয়ার বস্তুগত লাভ। আর সে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে না বা তাঁর সন্তুষ্টি ও সদয় পুরস্কার চায়না, আর এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ﴾ **"অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়।"**

অতঃপর আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উদাহরণ দিয়েছেন যে দেখানোর জন্য দান করে। দহ্হাক মন্তব্য করেছেন যে, উদাহরণটি তার জন্য প্রযোজ্য যে দান করার পর খোঁটা দেয় বা কষ্ট দেয়।[২৫১৬] আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾ **"তার দৃষ্টান্ত সাফওয়ানের দৃষ্টান্তের মত।"** 'সাফওয়ান' এর বহুবচন 'সাফওয়ানাহ', যার অর্থ 'মসৃন পাথর', ﴿عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ﴾ **"যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত"** অর্থাৎ, মুষলধারে বৃষ্টি, ﴿فَتَرَكَهٗ صَلْدًا﴾ **"যা তাকে পরিষ্কার করে ফেলে।"** এ আয়াতের অর্থ এই যে, ভারী বৃষ্টিপাত সাফওয়ানকে মাটি হতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য করে দেয়। এরকমই হচ্ছে আল্লাহর প্রতিদান তাদের জন্য যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, কারণ তাদের আমল উড়ে যেতে বাধ্য, যদিও লোকেরা ভাবে যে এ সব আমল ধূলিকণার ন্যায় প্রচুর। তাই আল্লাহ বলেছেন, ﴿لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ **"তারা স্বীয় কৃতকার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না।"**

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও নিজেদের মনে (ঈমানের) দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশে নিজেদের ধন ব্যয় করে থাকে তাদের তুলনা সেই বাগানের ন্যায় যা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিগুণ ফল ধরে, যদি তাতে বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে শিশির বিন্দুই যথেষ্ট, তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

এটি ঈমানদারদের একটি দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে দান করে ﴿وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ **"যখন তারা নিজেদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে"** অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের সৎ কাজের জন্য উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।

১২১৩. (সহীহ): তেমনি বুখারী ও মুসলিম সংগৃহীত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا..... যে রমাদানের সিয়াম পালন করে ঈমানের সঙ্গে এবং পুরস্কার প্রাপ্তির আশা নিয়ে.....।[২৫১৭] অর্থাৎ এই বিশ্বাস রেখে যে, আল্লাহ সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, আর সাথে সাথে সিয়াম পালনের জন্য আল্লাহর পুরস্কারের আশা পোষণ করে। শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) ﴿وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ **"যখন তারা নিজেদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে"** এ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ নিজের মনকে সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করানোর জন্যে। ইবনু যায়দ, আবূ সালিহ ও কাতাদাহ এই ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইবনু জারীরও এটা গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) ও হাসান (রহিমাহুল্লাহ) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন তারা দান-অনুদানের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক।

২৫১৬. তাবারী ৫/৫২৭।
২৫১৭. বুখারী ৩৮, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

আল্লাহর বাণী: ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ﴾ **"সেই বাগানের ন্যায় যা উচ্চভূমিতে অবস্থিত"** অর্থাৎ একটা বাগানের দৃষ্টান্ত যা 'সমতলের চেয়ে উচ্চে' যেমনটি অধিকাংশ বিদ্বান উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং দহহাক আরো বলেছেন যে, এতে প্রবহমান নদীও আছে।[২৫১৮]

ইবনু জারীর বলেন, رَبْوَةٍ শব্দটি তিনভাবে পাঠ হয়। মদীনা, হিজায ও ইরাকীরা رَبْوَةٍ শব্দের راء বর্ণের উপর পেশ দিয়ে পাঠ করেন এবং সিরিয়া ও কুফাবাসীরা সেটার উপর যবর দিয়ে পাঠ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটাই তামীমীর অভিধান স্বীকৃত। তবে راء বর্ণের নিচে যের দিয়েও পড়া হয় এবং সেটিকে ইবনু আব্বাসের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পাঠন বলে ধরা হয়।

আল্লাহর বাণী: ﴿أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾ **"তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়"** অর্থাৎ ভারী বৃষ্টিপাত যেমনটি আমরা বলেছি, তাই তা উৎপন্ন করে ﴿أُكُلَهَا﴾ **"তার উৎপন্ন দ্রব্য"** অর্থাৎ ফলফলাদি বা ফসল ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ **"দ্বিগুণ"** অন্যান্য বাগানের তুলনায়, ﴿فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ **"যদি তাতে বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে শিশির বিন্দুই যথেষ্ট।"** দহহাক বলেছেন যে, "তাল" হচ্ছে হালকা বৃষ্টি।[২৫১৯] এ আয়াত জানাচ্ছে যে, রাবওয়াহ্ এর উপর অবস্থিত বাগান সব সময় উর্বর, কারণ তাতে যদি ভারী বৃষ্টিপাত নাও হয়, হালকা বৃষ্টিই তার জন্য যথেষ্ট হবে। ঈমানদারদের ভাল কাজের ব্যাপারটিও এ রকম, কারণ তা কক্ষনো নিষ্ফল হয়না। বরং, আল্লাহ ঈমানদারের নেক কাজ কবূল করেন এবং সেগুলো বাড়িয়ে দেন, প্রত্যেককে তার কাজের অনুসারে। এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ **"তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা"** অর্থাৎ তাঁর বান্দাহর কোন কাজই কক্ষনো তাঁর পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে থাকে না।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার এমন একটা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হোক, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তার জন্য তাতে সব রকম ফল আছে, আর তার বার্ধক্যও সমুপস্থিত, তার কতকগুলো সন্তান-সন্ততি আছে যারা কাজকর্মের লায়েক নয়, এ অবস্থায় বাগানের উপর অগ্নি হাওয়া বয়ে গেল, যার ফলে সেটি জ্বলে গেল? আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ এভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে দেখ।

নেক কাজ ধ্বংসকারী মন্দ কাজের উদাহরণ

ইমাম বুখারী এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, ⟨ইবরাহীম বিন মূসা⟩⟨হিশাম বিন ইউসুফ⟩⟨ইবনু জুরায়জ⟩⟨আবদুল্লাহ বিন আবী মুলায়কাহ⟩⟨ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ ⟨ইবরাহীম বিন মূসা⟩⟨হিমাম বিন ইউসুফ⟩⟨ইবনু জুরায়জ⟩⟨আবূ বাকর বিন আবী মুলায়কাহ⟩⟨উবায়দ বিন উমায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তারা উভয়ে বলেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "আপনাদের মতে ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ **"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার এমন একটা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হোক"** এ আয়াত কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল? তাঁরা বলেছিলেন, "আল্লাহই ভাল জানেন।" উমার রেগে

২৫১৮. তাবারী ৫/৫৩৭।
২৫১৯. তাবারী ৫/৫৩৯।

গেলেন এবং বললেন, "বল, আমরা জানি, না হয় বল আমরা জানিনা।" ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমার একটি মত আছে। উমার বললেন, "হে ভাতিজা! তোমার মতামত ব্যক্ত কর, নিজেকে তুচ্ছ ভেবনা।" ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, "এতে আমলের একটা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।" উমার বললেন, "কোন্ ধরণের আমলের?" ইবনু আব্বাস বললেন, "একজন সম্পদশালী লোকের যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তার কাছে শয়তান পাঠিয়ে দেন, আর সে অবাধ্যতার কাজে লিপ্ত হয়, আর সে তার নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়।[২৫২০]

অতঃপর বুখারী (হাসান বিন মুহাম্মাদ আয় যা'ফারানী)(হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ আল-আ'ওয়ার)(ইবনু জুরায়জ) থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য এ হাদীসই যথেষ্ট, কারণ তা ব্যাখ্যা করে এক লোকের দৃষ্টান্ত যে প্রথমে ভাল কাজ করে অতঃপর মন্দ কাজ করে, আল্লাহ আমাদেরকে এমন পরিণতি হতে রক্ষা করুন। কাজেই এ লোক পরে খারাপ কাজ করে তার পূর্বের ভাল কাজ নষ্ট করে দিল। আগের মত কাজের যখন তার প্রয়োজন ছিল খুবই বেশি, তখন তা মোটেই ছিল না। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ **"তার কতকগুলো সন্তান-সন্ততি আছে যারা কাজকর্মের লায়েক নয়, এ অবস্থায় বাগানের উপর হাওয়া বয়ে গেল"** প্রচণ্ড বাতাসে। ﴿فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ **"তাতে আছে আগুন, তাই তা পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়"** অর্থাৎ তার ফল পুড়ে যায় আর তার গাছ ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে তার অবস্থা কিসের মত হবে?

ইবনু আবী হাতিম লিখেছেন আউফী বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ একটি ভাল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আর তাঁর সব দৃষ্টান্তই ভাল। তিনি বলেছেন: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ **"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার এমন একটা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হোক, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তার জন্য তাতে সব রকম ফল আছে"** কিন্তু সে তার বৃদ্ধ বয়সে এ সবই হারাল। ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ **"যখন সে বার্ধক্যে ভারাক্রান্ত"** এবং যখন তার সন্তানাদি দুর্বল তার জীবন শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। তখন এক বজ্র ঝড় আঘাত হানল এবং তার বাগানকে ধ্বংস করে দিল। তখন তার আরেকটি বাগান তৈরী করার ক্ষমতা নাই, আর ছেলেরাও সাহায্য করার যোগ্য নয়। কিয়ামতের দিনে কাফেরের অবস্থা হচ্ছে এই রকম যখন সে আল্লাহর নিকট ফিরে আসবে, কেননা ওজর আপত্তি করার জন্য বা আশ্রয় নেয়ার জন্য তার কোন সৎ কাজ থাকবেনা, যেমন উদাহরণে লোকটির পুনরায় বাগান তৈরি করার কোন শক্তি ছিলনা। সাহায্যলাভের জন্য কাফের কোন আশ্রয়স্থল পাবে না, যেমনটি উদাহরণে লোকটির সন্তানাদি তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। কাজেই কাফের তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে যখন তা তার দরকার সবচেয়ে বেশি, উদাহরণে লোকটি যেমন বাগান হতে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল, যখন তা তার দরকার সবচেয়ে বেশি, যখন সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তার সন্তানাদি ছিল দুর্বল।[২৫২১]

১২১৪. (দঈফ জিদ্দান): হাকীম স্বীয় মুসতাদরাকে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় প্রার্থনায় বলতেন: اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِضَاءِ عُمُرِي হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ বয়সে

২৫২০. ফাতহুল বারী ৮/৪৯।
২৫২১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১০৭৪।

তুমি আমার জন্য তোমার রিয্ক প্রশস্ত করে দাও আর আমার বয়সের শেষ প্রান্তে।[২৫২২]

এ জন্য আল্লাহ বলেছেন: ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ﴾ **"আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ এভাবে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে দেখ।"** অর্থাৎ দৃষ্টান্তগুলো উপলব্ধি করতে পার ও সেগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্য বুঝতে পার। তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ﴾ **"এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝে।"**[২৫২৩]

২৬৭. হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তাথেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৮. শয়ত্বান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৯. যাকে ইচ্ছে তিনি হিকমাত দান করেন এবং যে ব্যক্তি এ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, নিঃসন্দেহে সে মহাসম্পদ প্রাপ্ত হয় এবং উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানী।

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

আল্লাহর উদ্দেশে পবিত্র সম্পদ ব্যয় করার প্রতি বিশ্বাসী বান্দাহদেরকে আল্লাহ উৎসাহ প্রদান করেছেন। এখানে সাদাকাহ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমনটি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, পবিত্র সম্পদ এবং যা তিনি জমিনে তাদের জন্য ফল ও শাকশব্জী উৎপন্ন করেন তা হতে দান করতে বলেছেন, আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট রকমের সম্পদ হতে দান করতে বলেছেন, এবং মন্দ ও অপবিত্র সম্পদ হতে দান করতে নিষেধ করেছেন, কেননা আল্লাহ পবিত্র এবং ভাল আর যা পবিত্র এবং ভাল তিনি কেবল তাইই গ্রহণ করেন।" এজন্য আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ﴾ **"এবং যা মন্দ সেটার প্রতি লক্ষ্য স্থির কর না"** অর্থাৎ, অপবিত্র সম্পদ ﴿مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ﴾ **"তাথেকে দান করতে (যদিও) তোমরা তা গ্রহণ করবেনা"** অর্থাৎ "তোমাদেরকে যদি এ রকম দেয়া হয় তোমরা গ্রহণ করবেনা, তবে যদি তার মন্দ হওয়াকেও তোমরা

২৫২২. হাকিম (১/৫৪২/হা. ১৯৮৭), ইবনু আদী ১৬৬, আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস্ থেকে । হাকিম বলেন, উক্ত হাদীস্টির সানাদ হাসান কিন্তু মাতানটি গরীব। সানাদে ঈসা বিন মায়মূন থেকে বর্ণিত হাদীস্ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইমাম যাহাবী তার ব্যাপারে অনুরূপ অভিযোগ করেছেন। ইবনু আদী তার ত্রুটি বর্ণনায় বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সিলসিলাহ দঈফাহ ১৩৮৫, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২১৩৫, দঈফ আল-জামি' ১২৫৫। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২৫২৩. সূরাহ আনকাবূত, ২৯:৪৩।

সহ্য করে নাও তাহলে সেটা ভিন্ন কথা, বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের হতে অনেক অনেক ধনী, এ সম্পদের তার কোন প্রয়োজন নেই, কাজেই তাঁর পথে এমন কিছু দিওনা যা তোমরা নিজেদের জন্যই অপছন্দ করবে।" জানানো হয়েছে যে, ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ **"এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়্যত করো না"** অর্থাৎ "সৎ ও পবিত্র সম্পদের পরিবর্তে অসৎ ও অপবিত্র অর্থ ব্যয় করোনা।"

১২১৫. (দঈফ): এখানে ইমাম আহমাদের হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আবান বিন ইসহাক আস্ সাব্বাহ বিন মুহাম্মাদ মুররাহ আল-হামদানী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه". قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟. قال: "غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث"

আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে সেভাবেই চরিত্র বণ্টন করে দিয়েছেন যে ভাবে তোমাদের মধ্যে রুযী বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যাকে ভালবাসেন তাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন এবং যাকে ভালবাসেন না তাকেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কিন্তু দীন একমাত্র তাকেই দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন। আর আল্লাহ যাকে দীন দান করেন সে তার বন্ধু হয়ে যায়। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, কোন বান্দা তখন পর্যন্ত সত্যিকারের মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয় ও জিহবা মুসলমান না হবে এবং সে ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার উৎপীড়ন হতে নির্ভয় ও নিরাপদ না হবে। জনৈক সাহাবী বলেন, হে আল্লাহর নবী! উৎপীড়ন কী? তিনি বললেন, সেটা হল প্রতারণা ও অত্যাচার। যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন না এবং তার দান-খয়রাতও গ্রহণ করেন না। উপরন্তু সে যা রেখে যাবে তা তার জন্য জাহান্নামেরই পাথেয় হবে। আর আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা বিদূরিত করেন না; বরং মন্দকে ভাল দ্বারা দূরিভূত করেন এবং অপবিত্রতা কখনও অপবিত্র কিছু দ্বারা বিদূরিত হয় না।[২৫২৪]

১২১৬. (হাসান): ইবনু জারীর বলেছেন, হুসায়ন বিন আমর আল-আনকাযী আমার পিতা (আম্র) আসবাত সুদ্দী আদী বিন সাবিত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বলেছেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তাথেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়্যত করো না"** এ আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। খেজুর সংগ্রহের যখন সময় শুরু হত, তখন আনসারগণ তাদের বাগান থেকে পাকা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করত, এবং তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাসজিদের দু' থামের মাঝে ঝুলিয়ে রাখত। গরীব মুহাজির সাহাবীরা তাথেকে খেত। কোন কোন

২৫২৪. আহমাদ ৩৬৬৩, শুআবুল ঈমান ৫৫২৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১৬৪, তিনি বলেন, সানাদে কিছু রাবী মাসতূর আর অধিকাংশ সিকাহ। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৩৫৪৮, দঈফ আল-জামি' ১৬২৫, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১০৭৬, ১৫১৯। সানাদটি সাব্বাহ বিন মুহাম্মাদের দুর্বলতার কারণে দুর্বল। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস সন্দেহযুক্ত। হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

আনসারের পাকা খেজুরের মাঝে নিকৃষ্ট খেজুরও রাখত এই ভেবে যে, তাদের জন্য এটা করা হালাল। যারা এটা করত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ **"এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না"**[২৫২৫] অতঃপর ইবনু জারীর, ইবনু মাজাহ, ইবনু মারদুবিয়্যাহ এবং হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে (সুদ্দী)(আদী বিন সাবিত)(বারা' বিন আযিব (রাঃ)) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন, সেটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা উভয়ে তা বর্ণনা করেননি।

১২১৭. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(উবায়দুল্লাহ)(ইসরাঈল)(সুদ্দী)(আবূ মালিক)(বারা' বিন আযিব (রাঃ)) থেকে বর্ণিত, ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ **"নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক"** সম্পর্কে তিনি বলেন, আহলে সুফফার লোকদের জন্য কোন খাবার না থাকায় খেজুরের মৌসুমে আমাদের সাথীরা (আনসাররা) নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদের স্তম্ভের সাথে লটকানো রশিতে ঝুলিয়ে রাখল। অবশ্য সে মনে করেছে যে, এটাতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তার এ কর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ **"নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না, বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক।"** তিনি আরও বলেন, যদি কাউকেও কোন উপঢৌকন দেয়ার ইচ্ছা কর, তবে তোমার যা পছন্দ এবং অন্যের পক্ষ হতে তুমি যে ধরনের উপঢৌকন কামনা কর ও পছন্দ কর, সেই ধরনের উপঢৌকন দেয়াই বাঞ্ছনীয়।'[২৫২৬] অনুরূপভাবে তিরমিযী (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ দারিমী)(আবদুল্লাহ বিন মূসা আল-আবসী)(ইসরাঈল)(সুদ্দী (ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান))(আবূ মালিক (গাযওয়ান) আল-গিফারী)(বারা' বিন আযিব (রাঃ)) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ হাদীসটি 'হাসান-গরীব' পর্যায়ের।

১২১৮. (সহীহ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আমার পিতা (আবূ হাতিম))(আবুল ওয়ালীদ)(সুলায়মান বিন কাসীর)(যুহরী)(আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ)(তার পিতা (সাহল বিন হুনায়ফ) (রাঃ)) বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ . وَكَانَ النَّاسُ يَتيمَّمون شِرَارَ ثِمَارِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنَزَلَتْ: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল-মন্দ খেজুরকে একত্রে মিশ্রিত করে দান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা অনেক লোক নষ্ট খেজুরের সাথে কিছু ভাল খেজুর মিশ্রিত করে দান করতে অভ্যস্ত ছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ **"নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না"**।[২৫২৭]

২৫২৫. তাবারী ৬১৩৮। সানাদে আসবাত বিন নাসর ব্যতীত কোন সমস্যা নেই তবে তার তাবি' পাওয়া যায়। **তাহক্বীক:** হাসান।

২৫২৬. তিরমিযী ২৯৮৭, ইবনু মাজাহ ১৮২২, তাবারী ৬১৩৯, ৬১৪০, আল-ওয়াহিদী ১৭২, সানাদটি হাসান, তাবারী সহ অন্যান্যরা এর একাধিক শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকিম এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার কথাকে সমর্থন করেছেন। ইমাম তিরমিযীও উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

২৫২৭. মুসতাদরাক ১৪৬১, ৩১২৫, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৫৪৩২, আবুল ওয়ালীদ আত তায়ালাসীর সূত্রে। হাকিম বলেন, হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্তে সহীহ। সানাদে সুলায়মান বিন কাসীর সম্পর্কে ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন, কিন্তু ইমাম নাসাঈ ও হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, যুহরী ব্যতীত অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনায় তার মাঝে কোন দোষ নেই। আবূ হাতিম বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক পরিমাণে ভুল করেন। সুতরাং তিনি যুহরী থেকে বর্ণনার সময় তার মুসহাফে সংমিশ্রণ করে ফেলেছেন। তাই সিক্বাহ রাবী থেকে তার

১২১৯. (সহীহ): ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ) সুফইয়ান বিন হুসায়ন এর হাদীস থেকে যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার সানাদটিকে নিসবাত করেছেন ⟨আবুল ওয়ালীদ⟩⟨সুলায়মান বিন কাছীর⟩⟨যুহরী⟩ এর সূত্রের দিকে, তার (আবূ দাউদের) শব্দগুলো হচ্ছে- نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু ভাল ও কিছু মন্দ খেজুর মিশ্রিত করে দান করতে নিষেধ করেছেন।[২৫২৮] ইমাম নাসাঈ এ হাদীসটি ⟨আবদুল জালীল বিন হুমায়দ আল-ইয়াহসাবী⟩⟨যুহরী⟩⟨ আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি (ইমাম নাসাঈ) আবূ উমামাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন একথাটি বলেননি। অনুরূপভাবে ইবনু ওয়াহব আবদুল জালীল থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨ইয়াহইয়া ইবনুল মুগীরাহ⟩⟨জারীর⟩⟨আতা' ইবনুস সাইব⟩⟨আবদুল্লাহ বিন মা'কিল⟩ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ **"নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়ত করো না"** আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, মুসলমান কখনও নিকৃষ্ট জিনিস আয় বা অর্জন করতে পারে না। আর তারা কাঁচা শুকনা নষ্ট খেজুর মিশ্রিত করে দান করতে পারে না। বস্তুত এটার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

১২২০. (হাসান): ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ⟨আবূ সাঈদ⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩⟨হাম্মাদ বিন আবূ সুলায়মান⟩⟨ইবরাহীম⟩⟨আসওয়াদ⟩⟨আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন ঃ

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: "لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ"

রসূল (ﷺ)-এর নিকট একবার গুই সাপের গোস্ত পেশ করা হল; কিন্তু তিনি সেটা খেলেন না এবং অন্যকেও খেতে বারণ করলেন না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তবে এটা মিসকিনকে খেতে দিন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যা তুমি খাও না তা তাদেরকেও খাওয়াইও না।'[২৫২৯] অতঃপর তিনি ⟨আফফান⟩⟨হাম্মাদ বিন সালামাহ⟩ থেকে উর্ধতন সানাদে বর্ণনা করে বলেছেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আমি কি এগুলো মিসকীনদেরকে খাওয়াব না? তিনি বললেন, "لَا تُطْعِمُوهُمْ مَا لَا تَأْكُلُونَ" 'যা তুমি খাও না তা তাদেরকেও খাওয়াইও না।'

ছাওরী বলেন, ⟨সুদ্দী⟩⟨আবূ মালিক⟩⟨বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ এ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর কারো দাবি থাকে আর যদি সে তাকে যেমন তেমন কোন জিনিস উপহার দেয়, তবে কি সে সেটা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে? তবে চক্ষু লজ্জায় গ্রহণ করতে রাজী হওয়া বা গ্রহণ করাটা ভিন্ন কথা। ইবনু জারীরও এটা বর্ণনা করেছেন।

আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ **"বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক।"** অর্থাৎ "যদি কারো উপর তোমার অধিকার থাকে যে তুমি তাকে যা দিয়েছিলে তার চেয়ে তোমাকে কম দিচ্ছে তাহলে তুমি তাতে সম্মত হবেনা যতক্ষণ না কমতিটুকু পুরণের ব্যাপারে তুমি আশ্বাস না পাও। এজন্য আল্লাহ

এককভাবে বর্ণিত হাদীস দলীলযোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে যুহরী থেকে তার তাবে' হিসেবে সুফইয়ান বিন হুসায়ন ও মুহাম্মাদ বিন হাফসাহ এর বর্ণনা পাওয়া যায়। **তাহকীক:** সহীহ।

২৫২৮. আবূ দাঊদ ১৬০৭, সহীহ আবূ দাঊদ ১৪২৫। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৫২৯. আহমাদ ২৪২১৫, সানাদে হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। **তাহকীক:** হাসান। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, " لا تطعموهم مما لا تأكلون " বাক্যটি ব্যতীত সহীহ।

বলেছেন, ﴿إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ﴾ **"যদি না তুমি চোখ বন্ধ করে তা সহ্য করে নাও"** অর্থাৎ "তুমি নিজে যাতে সন্তুষ্ট নও কিভাবে আমাকে তাতে সন্তুষ্ট করতে চাও যেখানে আমার অধিকার রয়েছে তোমার মালিকানাভুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে?" ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীর এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইবনু জারীর আরো বলেছেন, "আর এ অর্থই হচ্ছে আল্লাহর এ কথার মত যে, ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ **"তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কক্ষনো পুণ্য লাভ করবে না"**।[২৫৩০]

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন ﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ﴾ **"আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।"** অর্থাৎ আল্লাহ যদিও তোমাদেরকে তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ ব্যয় করতে বলেছেন, তিনি তোমাদের দানের প্রয়োজন হতে বহু বহু ধনী, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে ধনী গরীবের পার্থক্য কমে আসবে।" তেমনি আল্লাহ বলেছেন, ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ **"আল্লাহর কাছে ওগুলোর না গোশত পৌঁছে, আর না রক্ত পৌঁছে বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"** আল্লাহ ধনী, এবং তিনি তাঁর কোন সৃষ্টির কোন কিছু চাওয়া হতে মুক্ত আর তার সকল সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর দয়া সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আর তাঁর কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হয়না। তাই কোন ব্যক্তি যদি ভাল এবং পবিত্র বস্তু দান করে, তাহলে সে জেনে নিক যে, আল্লাহ সবচেয়ে ধনী, তাঁর দয়া প্রচুর, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, সবচেয়ে দয়ালু এবং তিনি তাঁর দানের জন্য তাকে পুরস্কার দিবেন আর তা বহুগুণে বর্ধিত করবেন। কাজেই কে তাঁকে ঋণ দিবে যিনি গরীবও নন আর অবিচারকও নন, যিনি তাঁর যাবতীয় কাজে, কথায় ও সিদ্ধান্তে প্রশংসার যোগ্য, যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই বা তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালকও নেই।

দান করার ব্যাপারে শয়তানী ধোঁকা

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ **"শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।"**

১২২১. ইবনু আবী হাতিম লিখেছেন, {আবূ যুর'আহ}{হান্নাদ ইবনুস সারী}{আবুল আহওয়াস}{আতা' ইবনুস সাইব}{মুররাহ আল-হামদানী}{আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)} বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বনী আদমের উপর শয়তানের একটা প্রভাব আছে আর ফেরেশ্‌তারও একটা প্রভাব আছে। শয়তানের ধোঁকা হচ্ছে সত্য ত্যাগ করার জন্য মন্দ প্রতিক্রিয়ার ভয় দেখানো। আর ফেরেশ্‌তার প্রভাব হচ্ছে, ভাল হওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি দেয়া এবং সত্যে বিশ্বাস করা সংক্রান্ত। যে কেউ পরেরটি দেখবে সে জেনে নিক যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে আসছে আর এজন্য সে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করুক। আর যে ব্যক্তি প্রথমটি দেখে সে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তিলাওয়াত করেন ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا...﴾ **"শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদের সাথে**

২৫৩০. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৯২।

ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন....."।[২৫৩১] ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ তাদের সুনানের মাঝে তাফসীর অধ্যায়ে হান্নাদ ইবনুস সারী থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান তার স্বহীহ এর মাঝে ⟨আবূ ইয়া'লা আল-মাওস্বিলী⟩⟨হান্নাদ⟩ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস্বটিকে হাসান গরীব পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। তার সানাদে আবুল আহওয়াস সাল্লাম বিন সুলায়ম রয়েছেন যিনি খুবই অপরিচিত বর্ণনাকারী। আর এই সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন 'মারফূ' সূত্রে তার নিকট হতে হাদীস্ব বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন, আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেছেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন আহমাদ⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন রুসতাহ⟩⟨হারূন আল-ফারাবী⟩⟨আবূ দমরাহ⟩⟨ইবনু শিহাব⟩⟨উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ⟩⟨ইবনু মাসউদ (রাঃ)⟩ মারফূ' সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ⟨মিসআর⟩⟨আতা ইবনুস সাইব⟩⟨আবুল আহওয়াস আওফ বিন মালিক বিন নাদলাহ⟩⟨ইবনু মাসউদ (রাঃ)⟩ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ বলেছেন ﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ "**শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায়**" যাতে তোমাদের যা আছে তা তোমরা ধরে রাখ আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা থেকে নিবৃত্ত থাক। ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ﴾ "**তোমাদেরকে ফাহিশা কাজের নির্দেশ দেয়**" অর্থাৎ গরীব হয়ে যাওয়ার মিথ্যে ভয় দেখিয়ে শয়তান তোমাদেরকে দান করতে নিষেধ করে, আর মন্দ কাজে, পাপে, হারাম কাজে জড়িত হতে এবং অনৈতিক আচরণ করতে উৎসাহ দেয়।" আল্লাহ বলেন, ﴿وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ﴾ "**আর আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ পক্ষ হতে ক্ষমার প্রতিজ্ঞা করেন**" মন্দের পরিবর্তে শয়তান তোমাদেরকে যা শিক্ষা দেয়, ﴿وَفَضْلًا﴾ "**এবং অনুগ্রহ**" দরিদ্রতার পরিবর্তে শয়তান তোমাদেরকে যার ভয় দেখায়, ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ "**এবং আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী**"।

হিকমাহ্-এর অর্থ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ﴾ "**যাকে ইচ্ছে তিনি হিকমাত দান করেন।**" আলী বিন আবূ তলহাহ্ জানিয়েছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'হিকমাহ্' শব্দের ভাবার্থে আলী বিন আবী তালহাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে: কুরআনের নাসেখ-মানসূখ, পূর্বাপর, হালাল-হারাম ও উপমা সংবলিত/সম্পর্কিত আয়াতগুলোর গভীর জ্ঞান দান।[২৫৩২]

২৫৩১. তিরমিযী ২৯৮৮, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৫১, ইবনু হিব্বান ৯৯৭, তাবারী ৬১৬৯, সানাদে আতা ইবনুস সাইব সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আর তিনি আবুল আহওয়াস থেকে হাদীস্বটি সংমিশ্রণ করার পর শ্রবণ করেছেন। তবে আমর বিন কায়স আল-মুলাঈ তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন দেখুন– তাবারী ৬১৭০, ইবনু উলায়্যাহ থেকে ৬১৭১, হাম্মাদ বিন সালামাহ থেকে ৬১৭৩, জারীর থেকে ৬১৭৫ তার চারজনই আতা ইবনুস সাইব থেকে তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ তার থেকে হাদীস্ব সংমিশ্রণ করার পূর্বে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে হাম্মাদ বিন সালামাহ একজন। তিনি আতা ব্যতীত অন্য রাবী থেকেও মাওকূফ সূত্রে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, দেখুন– তাবারী ৬১৭২, ⟨যুহরী⟩⟨উবায়দুল্লাহ বিন উতবাহ⟩⟨আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)⟩ থেকে মাওকূফ সূত্রে। সানাদটি স্বহীহ কিন্তু সানাদে ইরসাল হয়েছে। দেখুন– ৬১৭৪, তিনি ভিন্ন একটি সানাদে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এভাবে প্রকাশ পায় যে উক্ত হাদীস্বটি মাওকূফ সূত্রে গ্রহণযোগ্য কিন্তু মারফূ' সূত্রে তা দুর্বল। **তাহক্বীক:** মাওকূফ স্বহীহ।

২৫৩২. তাবারী ৫/৫৭৬।

১২২২. (মারফূ' সূত্রে অত্যন্ত দুর্বল): ০{জুওয়ায়বির}{দহহাক}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}০ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ 'কুরআনের হিকমাত' অর্থ: কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কেননা এর দ্বারা লোক পাপ ও পুণ্যকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে।[২৫৩৩]

ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আবী নাজীহ বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যাকে হিকমাত দান করা হয়, সে আল্লাহর কথার প্রকৃত ভাবার্থ বুঝতে পারে।

মুজাহিদ (রহঃ) হতে লায়স্র বিন আবী সুলায়ম বলেন ঃ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান বা হিকমাত দান করেন'। এটার অর্থ নবুয়াত দান করা নয়, বরং ফিকহ্ ও কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহকে ভয় করাকে হিকমাত বলে। কেননা সকল হিকমাতের মূল হল আল্লাহকে ভয় করা।

১২২৩. (দঈফ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, ০{বাকিয়্যাহ}{উসমান বিন যুফার আল-জুহানী}{আবু আম্মার আল-আসদী (মাজহূল বা অপরিচিত)}{ইবনু মাসউদ (রাঃ)}০ হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ "رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ" আল্লাহর ভয়ই হিকমাতের মূল।[২৫৩৪] আবুল আলিয়াহ বলেন, হিকমাহ হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব এবং উক্ত কিতাবের ব্যাপারে প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। ইব্রাহীম আন নাখঈ (রহঃ) বলেন ঃ হিকমাত হচ্ছে– কিতাবের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। আবূ মালিক বলেছেন, হিকমাহ অর্থ সুন্নাত। ইবনু ওয়াহ্ব বলেন, ০{মালিক}{যায়দ বিন আসলাম}০ বলেন ঃ হিকমাত অর্থ হল আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ আমার ধারণা মতে হিকমাতের অর্থ হল আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। আর আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে দীন সম্পর্কে যে সকল আত্মিক জ্ঞান কারো হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান। অবশ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বহু লোক পার্থিব বিষয়ে খুবই পারদর্শী। অথচ অনেক লোক এ বিষয়ে খুবই দুর্বল কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে দীনের গভীর জ্ঞান দিয়ে সুশোভিত করে রাখেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ নবুয়াত।

তবে জমহুরের কথাই সঠিক যে, এটা নবুয়াতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোন লোকই এটার অধিকারী হতে পারে। অবশ্য এটার উচ্চতর পর্যায়ে হল নবুয়াত এবং রিসালাত লাভ করা। তবে তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ এটা হতে বঞ্চিত করেন না।

১২২৪. (দঈফ): যেমন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে,

"مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করেছে, তার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নবুয়াত চড়ে বসেছে, কিন্তু তার নিকট ওহী নাযিল হয় না'।[২৫৩৫]

২৫৩৩. সানাদে জুওয়ায়বির অত্যন্ত দুর্বল এবং দহহাক ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি এবং তার থেকে হাদীসও শ্রবণ করেননি। সুতরাং উক্ত হাদীসটি মাওকূফ বা মারফূ' উভয় সূত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। তবে ইবনু দুরায়স 'ফাদাইলুল কুরআন' (৬২) এর মাঝে মাওকূফ সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ।

২৫৩৪. ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত শুআবুল ঈমান (৭৪৪) তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি ০{মুহাম্মাদ বিন ওয়াসফী}{বাকীয়্যাহ}০ থেকে এবং ভিন্ন একটি সূত্রে তিনি ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণণা করেছেন। সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৬৮১১, দঈফ আল-জামি' ৩০৬৬। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৫৩৫. হাকিম (১/৫৫২/হা. ২০২৮), শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী ২৫৯১, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর হাদীস থেকে। হাকিম বলেন, সানাদটি সহীহ। ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদে সা'লাবাহ বিন ইয়াযীদ এর পরিচিতি সম্পর্কে জানা

অবশ্য ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তার তাফসীরে ∝(ইসমাঈল বিন রাফি')(জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)(আবদুল্লাহ বিন উমার (ﷺ))∝ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এটি আবদুল্লাহ বিন উমার (ﷺ) এর নিজস্ব উক্তি।

১২২৫. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, ∝(ওয়াকী' ও ইয়াযীদ)(ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ)(কায়স বিন আবূ হাযিম)(ইবনু মাসউদ (ﷺ))∝ বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فسلَّطه عَلَى هَلَكَته فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া হিংসা করা যাবেনা: (১) আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দান করেছেন আর সে সঠিক পথে তা ব্যয় করে, (২) আর আল্লাহ যাকে হিকমাহ দিয়েছেন, আর তা দিয়ে সে বিচার করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"[২৫৩৬] এটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহও সংগ্রহ করেছেন।

যায়নি, অনুরূপভাবে খালিদ বিন আবূ ইয়াযীদেরও। আর তার থেকে ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি স্বিকাহ কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম ও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। অতঃপর ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৯৪৬২) এর মাঝে তার একাধিক হাদীস্ব উল্লেখ করে বলেন, এগুলো মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হাদীস্বটির চতুর্থ ইল্লাত হচ্ছে– ইয়াহইয়া বিন উস্বমান বিন সালিহ আস সাহমী হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। সম্ভবত তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক পরিমাণে সন্দেহ করতেন অথবা তার থেকে হাদীস্বটি মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সঠিক হচ্ছে সেটি মাওকূফ। ভিন্ন একটি সানাদে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, আর সেটি 'মাজমা' আয যাওয়াইদ' (৭/১৫৯) এর মাঝে হায়স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, সানাদে ইসমাঈল বিন রাফি' মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আমি (আবদুর রাযযাক আল-মাহদী) বলব: তিনি সন্দেহ করে ইসমাঈল বিন রাফি' থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কেননা ইবনুল মুবারাক তার 'আয যুহদ' (৭৯৯), এর মাঝে অনুরূপভাবে ইবনু দুরায়স (৬৫) ইবনু রাফি' থেকে তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সেটিই সঠিক।

তার শাহিদ হিসেবে ইবনু উমার (ﷺ) এর একটি হাদীস্ব পাওয়া যায় যা আল-খাতীব (১২/৪৪৬) বর্ণনা করেছেন। তবে সানাদটি প্রত্যাখ্যাত। তার সানাদে কাসিম বিন ইবরাহীম মালাতী রয়েছে। আল-খাতীব বলেন, লুওয়ায়ন মালিক থেকে আশ্চর্যজনকভাবে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী তার 'আল-মীযান' (৬৭৯০) এর মাঝে বলেন, দারাকুতনী বলেছেন, তিনি মিথ্যুক। অতঃপর ইমাম যাহাবী তার হাদীস্বটি উল্লেখ করেছেন। তার প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, (أتى بطامة) যেটি ∝(লুওয়ায়ন)(মালিক)(নাফি')(ইবনু উমার (ﷺ))∝ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটি বাতিল ও বিভ্রান্তিকর। সুতরাং এর শাহিদ দ্বারা কোন ফায়দা নেই।

উপরোক্ত হাদীস্বটির আরও একটি হাদীস্ব আবূ উমামাহ থেকে শাহিদ হিসেবে পাওয়া যায়, যা ইমাম বায়হাকী তার শুআবুল ঈমান (২৫৮৯) এর মাঝে এবং ইবনুল জাওযী তার 'আল-মাওদূআত' (১/৫৫২-৫৫৩) এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সেটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারটি সঠিক নয়। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মানুষ বিশর বিন নুমায়র এর বর্ণিত হাদীস্ব বর্জন করেছে। আর তার থেকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন, (ركنا من اركان الكذب) অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলার এক অন্যতম স্তম্ভ (ব্যক্তি)। আবূ হাতিম বলেন, তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। সেই সানাদে কাসিম বিন আবদুর রহমানও রয়েছে যিনি মু'দাল সূত্রে বর্ণনা করে থাকেন। তার সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, সুয়ূতী তার 'আল-আলায়ী' (১/২৪৩) এর মাঝে তাকে গ্রহণ করেছেন, এজন্য যে, তিনি হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে সেটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকীও সেটি উল্লেখ করেছেন। আমি বলব: সেটি ইমাম বায়হাকী তার শুআবুল ঈমান (২৫৯২) এর মাঝে তামাম বিন নাজীহ থেকে তিনি হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর হাসানের ইরসাল করাটি দুর্বলতার একটি অংশ। সানাদটির দ্বিতীয় ইল্লাত হচ্ছে তামাম বিন নাজীহ, তার বর্ণিত হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ। ইবনু হিব্বান তার ব্যাপারে জাল (বানোয়াট) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগ করেছেন। ইবনু আদী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। এভাবে উক্ত হাদীস্বটির সকল সানাদগুলো দুর্বল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। **তাহকীক:** দঈফ। তবে সেটি আবদুল্লাহ বিন আমর (ﷺ) থেকে মাওকূফ হওয়ার কথাটি অগ্রগণ্য।

২৫৩৬. আহমাদ ৩৬৪৩, বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৫৮৪০, ইবনু মাজাহ ৪২০৮। তাহকীক আলবানী: স্বহীহ।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ **"এবং উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানী।"** অর্থাৎ 'উপদেশ থেকে উপকার লাভ করবে তারাই যাদের সুস্থ মন ও ভাল উপলব্ধি জ্ঞান আছে, যারা কথাবার্তা এবং সেগুলোর অর্থ ও প্রতিক্রিয়া বুঝে।'

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

২৭০. তোমরা যে ব্যয়ই কর কিংবা যে কোন মানৎ কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা জানেন কিন্তু যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।

আল্লাহ বলেছেন, তাঁর সৃষ্টি যা করে সেই সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান আছে, যেমন দান, বিভিন্ন নযর নেওয়ায, আর এ সব কাজের জন্য তিনি প্রচুরভাবে পুরস্কার দেন যদি সেগুলো তাঁর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর ওয়াদা মোতাবেক সম্পাদন করা হয়। আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করেন যারা তাঁর নির্দেশ মত কাজ করেনা; বরং উল্টোভাবে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর ওয়াহী প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর ছাড়া অন্যের ইবাদত করে ঃ ﴿وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ **"আর অন্যায়কারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই"** অর্থাৎ যে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে রক্ষা করবে।

দান প্রকাশ বা গোপন করার ফযীলাত

আল্লাহ বলেন, ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ **"যদি তুমি তোমার দান প্রকাশ কর তা ভাল"** অর্থাৎ, 'এটা ভাল যদি তুমি যে দান কর তা প্রকাশ কর।'

আল্লাহর বাণী: ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ **"কিন্তু যদি তুমি গোপন কর এবং দরিদ্রকে দাও তা তোমার জন্য আরও ভাল"** এটা জানাচ্ছে যে, দান প্রকাশ করার চেয়ে গোপন করা ভাল, কেননা তা দানকারীকে লোক দেখানো এবং গর্ব করা হতে রক্ষা করে। কিন্তু যদি দান প্রকাশ করার পেছনে বাহ্যতঃ কোন হিকমাত নিহিত থাকে- যেমন লোকেরাও এ ভাল কাজের অনুকরণ করবে- তাহলে তা গোপন করার চেয়ে প্রকাশ করা ভাল হয়ে যায়।

১২২৬. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ (যে উচ্চৈঃস্বরে কুর'আন তিলাওয়াত করে সে ঠিক তার মত যে প্রকাশ্যে দান করে। আর যে গোপনে কুর'আন আবৃত্তি করে সে ঠিক তার মত যে গোপনে দান করে।)[২৫৩৭] এ আয়াত জানাচ্ছে যে, দান গোপনে করা বেশি ভাল যা হাদীসে বলা হয়েছে

১২২৭. (স্বহীহ): যা স্বহীহাঈন আবূ হুরায়রাহ হতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

২৫৩৭. আহমাদ ১৬৯১৭, ১৬৯৯১, আবূ দাঊদ ১৩৩৩, তিরমিযী ২৯১৯, নাসাঈ ১৬৬৩, ইবনু হিব্বান ৭৩৪, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৪১৬, স্বহীহ আল-জামি' ৩১০৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

(আল্লাহ সাত প্রকারের লোককে স্বীয় ছায়া দান করবেন সেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবেনা (তারা হচ্ছে) ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে প্রতিপালিত হয়েছে, দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, যারা আল্লাহর জন্য মিলিত হয়া আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কোন লোক মাসজিদের সঙ্গে যার অন্তর লটকে থাকে মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসে তাতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। সে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, যে ব্যক্তি কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণীর যেনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এই ব'লে যে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি, আর যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানেনা তার ডান হাত কী দিয়েছে।[২৫৩৮]

১২২৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ইয়াযীদ বিন হারূন আওয়াম বিন হাওশাব সুলায়মান বিন আবী সুলায়মান আনাস বিন মালিক (রাঃ) নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

"لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَتَعَجَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيدُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، النَّارُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ. قَالَتْ: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ابْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَيُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ"

"আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর এটা দুলতে থাকে। অতঃপর তিনি পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীতে স্থাপন করে দেন। ফলে পৃথিবীর কম্পন থেমে যায়। (এত শক্ত ও বিরাটাকারের) পাহাড় দেখে ফেরেশতারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু! পাহাড়ের চেয়েও শক্ত-কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোহা। তারা বললেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে লোহা অপেক্ষা কঠিন বস্তু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগুন। তারা বললেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে আগুন অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পানি। তাঁরা আবারো জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে পানি অপেক্ষা শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা হতেও শক্তিশালী হল বাতাস। তারা আবার জিজ্ঞাস করলেন হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে বাতাস হতেও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানে না।"[২৫৩৯]

১২২৯. আবূ যার (রাঃ) হতে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যায়ও আমরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি। এটাতে তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহর রসূল। কোন্ সাদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, "سِرٌّ

২৫৩৮. বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, মুসলিম ১০৩১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৫৩৯. তিরমিযী ৩৩৬৯, আহমাদ ১১৮৪৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১০২৪০, দঈফ আল-জামি' ৪৭৭০। সানাদে সুলায়মান বিন আবী সুলায়মান রয়েছে, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী মাকবূল বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটি মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

"إِلَى فَقِيرٍ، أَوْ جُهْدٌ مِنْ مقِل" দরিদ্রকে গোপনে দান করা অথবা মাল-সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করা।[২৫৪০] ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, (আলী বিন ইয়াযীদ)(কাসিম)(আবূ উমামাহ)(আবূ যার ﷺ) থেকে। সেখানে আরো বাড়িয়ে বলেন, তিনি এটার পর এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ **"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম"**।

১২৩০. (স্বহীহ): হাদীস্বে বর্ণিত আছে যে, "صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، عَزَّ وَجَلَّ" গোপনে দান করাটি আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে প্রশমিত করে।[২৫৪১]

১২৩১. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, (আমার পিতা (আবূ হাতিম))(হুসায়ন বিন যিয়াদ আল-মুহারিবী)(মূসা বিন উমায়র (মিথ্যুক))(আমির আশ শা'বী ﷺ) ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ **"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম"** এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আয়াতটি আবূ বাকর ﷺ ও উমার ﷺ এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। উমার ﷺ তার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন- হে উমার! পরিবারবর্গের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি? তিনি বলেন, তাদের জন্য সম্পদের অর্ধেক রেখে এসেছি। আর আবূ বকর ﷺ তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু আবূ বকর ﷺ-এর এটা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি এটা খুব সন্তর্পণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তখন নবী ﷺ আবূ বকর ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ বকর! পরিবারবর্গের জন্য কী রেখে এসেছো? তিনি বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার'। তখন উমার ﷺ কেঁদে বললেন, হে আবূ বকর! আমার পিতা-মাতা তোমার কদমে উৎসর্গ হোক। আল্লাহর শপথ! পুণ্যের কাজে আমরা কখনও তোমাকে অতিক্রম করতে পারলাম না। সব সময় তুমিই অগ্রগামী থাকলে।[২৫৪২]

২৫৪০. দ্রষ্টব্য ১১৭৪ নং হাদীস্ব।

২৫৪১. উক্ত হাদীস্বটি সাহাবীদের একটি জামাআত থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী (৬৬৪), আনাস ﷺ এর হাদীস্বটি থেকে বর্ণনা করেছেন, তার সানাদটি শক্তিশালী নয়, ইমাম তিরমিযী সেটিকে হাসান গরীব বলেছেন। উক্ত হাদীস্বটি মুআবিয়্যাহ বিন হায়দাহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম তাবারানী তার 'মু'জামুল কাবীর' (১৯/৪২১) এর মাঝে বর্ণনা করেছেন, মাজমা' আয যাওয়াইদ (৩/১১৫) এর মাঝে হায়স্বামী ﷺ বলেছেন, সানাদে সাদাকাহ বিন আবদুল্লাহ রয়েছে, তাকে দুহায়ম স্বিকাহ বললেও একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলেছেন। মুনযিরী ﷺ তার 'আত তারগীব' (২/২০) এর মাঝে বলেন, এর শাহিদ থাকায় এর মাঝে কোন সমস্যা নেই। তাবারানী ৮০১৪ এর মাঝে আবূ উমামাহ এর হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেছেন আর সেটিকে হায়স্বামী হাসান বলেছেন। অনুরূপভাবে মুনযিরী ﷺ (২/৩০) এর মাঝেও বর্ণনা করেছেন। তিনি উম্মু সালামাহ থেকে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন। হায়স্বামী বলেন, তার সানাদে উবায়দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আল ওয়াসাফী দুর্বল। আবদুল্লাহ বিন জাবির ﷺ এর হাদীস্ব থেকেও সেটি বর্ণিত হয়েছে যা ইমাম তাবারানী তার 'আস সাগীর' (১০৩৪) এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। মাজমা' আয যাওয়াইদ (৩/১১৫) এর মাঝে হায়স্বামী ﷺ বলেন, সানাদে আস্রাম বিন হাওশাব দুর্বল। সুতরাং উক্ত হাদীস্বটি শাহিদ এর ভিত্তিতে হাসান। তবে শায়খ আলবানী ﷺ এটিকে স্বহীহ বলেছেন। দেখুন- স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৭২০৭, স্বহীহ আল-জামি' ৩৭৫৯। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৪২. হাদীস্বটি স্বহীহ না হওয়ার দু'টি কারণ, (১) সানাদে ইরসাল হয়েছে, শা'বী উমার ﷺ সহ অন্যান্য বড় বড় সাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি। (২) মূসা বিন উমায়র আল-কারশী সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, তিনি মিথ্যুক, দেখুন 'আল-মীযান' (৮৯০৪)। কিন্তু ওয়াহিদী ও সুয়ূতী কেউ এটিকে আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি। এটিই প্রমাণ করে যে হাদীস্বটি বিশুদ্ধ নয়। **তাহকীক:** দঈফ। তবে আবূ বাকর ﷺ ও উমার ﷺ এর ঘটনাটি সুনানের কিতাবে ও ইতিহাসের কিতাবে খুবই প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা।

এ হাদীসটি ভিন্ন সানাদে উমার (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আমরা শা'বী (রহঃ) এর উক্তিটি উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন, এ আয়াতটি যদিও তাদের উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এটার বিধান সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ দান ফরদ হোক বা নফল হোক গোপনে প্রদান করাই উত্তম। কিন্তু ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন যে, «[আলী বিন আবী তালহাহ)[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]» আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নফল দানকে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করার জন্য সত্তর গুণ সাওয়াব বেশি রেখেছেন। আর ফরয দান গোপনে প্রদান অপেক্ষা প্রকাশ্যে করার জন্য পঁচিশ গুণ সাওয়াব বেশী রেখেছেন।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ﴾ **"তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন"** অর্থাৎ তোমার দানের পুরস্কার হিসেবে, বিশেষ করে যদি তা গোপনে হয়। কাজেই, তোমার মর্যাদা উন্নত হওয়া এবং তোমার পাপ মোচন হওয়ার মাধ্যমে তুমি কল্যাণ লাভ করবে।

আল্লাহর বাণী, ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ **"এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল"** অর্থাৎ "কোন ভাল কাজই- যা তোমরা কর- তাঁর জ্ঞানের বাইরে থাকেনা, এবং তিনি তার পুরস্কার দিবেন।"

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

২৭২. তাদেরকে ঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ঠিক পথে পরিচালিত করেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে থাক এবং যা কিছু তোমরা মাল হতে ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۳﴾

২৭৩. ওটা সেই অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে, দেশময় ঘুরে বেড়াতে পারে না, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী না হওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে, তাদের চেহারা দেখে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। তারা লোকেদের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না এবং তোমাদের মাল হতে যা কিছু ব্যয় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

২৭৪. যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

মুশরিকদেরকে দান করা

১২৩২. (স্বহীহ): আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহীম আল-ফিরয়াবী সুফইয়ান আল-আ'মাশ জা'ফার বিন ইয়াস সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে,

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسَأَلُوا، فَرَخَّصَ لَهُمْ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}

তারা "তাদের মুশরিক প্রতিবেশিদেরকে দান করা অপছন্দ করতেন, কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তাদের তা দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং এ আয়াত নাযিল হয়েছিল,

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾

"তাদেরকে ঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ঠিক পথে পরিচালিত করেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে থাক এবং যা কিছু তোমরা মাল হতে ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"[২৫৪৩]

আবূ হুযায়ফাহ, ইবনুল মুবারাক, আবূ আহমাদ আয যুবায়রী, আবূ দাঊদ আল হাফারী এরা সকলে সুফইয়ান আস সাওরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২৩৩. (হাসান লি গায়রিহি): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আহমাদ ইবনুল কাসিম বিন আতিয়্যাহ আহমাদ বিন আবদুর রহমান আদ দাশতাকী আমার পিতা (আবদুর রহমান) তার পিতা — আশআস বিন ইসহাক জা'ফার বিন আবুল মুগীরাহ সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলমাত্র মুসলমানদেরকেই সাদকা দেয়ার আদেশ করতেন। অতঃপর ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ .... الخ﴾ এ আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হওয়ার পর তিনি আদেশ করেন যে, ভিক্ষুক যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন তাদেরকে সাদকা দেয়া যাবে।[২৫৪৪] এটার বিস্তারিত বর্ণনা ﴿لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ .... الاية﴾ **"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের ক'রে দেয়নি"**[২৫৪৫] আয়াতের ব্যাখ্যায় আসবে। এ বিষয়ে আসমা বিনতে সিদ্দীকেরও হাদীস রয়েছে।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ﴾ **"বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই"** এটি তাঁর অন্য কথার মত ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ﴾ **যে সৎকাজ করবে নিজের কল্যাণেই করবে।**[২৫৪৬] কুর'আনে এ রকম অনেক আয়াত আছে।

২৫৪৩. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৫২, বাযযার ২১৯৩, তাবারী ৬২০২, ৬২০৩, বিভিন্ন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম এটিকে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার কথা সমর্থন করেছেন। সিলসিলাতুল আসার আস স্বহীহাহ ১৭৪। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৫৪৪. আদ দুররুল মানসূর ২/৮৬, ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত সানাদটি হাসান। তাবারী ৬১৯৯, সাঈদ বিন জুবায়র থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্বে এর শাহিদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাখরীজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১২২। **তাহকীক:** হাসান লি গায়রিহি।

২৫৪৫. সূরাহ মুমতাহিনাহ, ৬০:০৮।

২৫৪৬. সূরাহ ফুস্সিলাত, ৪১:৪৬, সূরাহ জাসিয়াহ, ৪৫:১৫।

আল্লাহ অতঃপর বলেছেন: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ **"আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ছাড়া দান করোনা।"** হাসান বাসরী মন্তব্য করেছেন, 'মু'মিন ব্যক্তি যখন ব্যয় করে, তার নিজের জন্য ব্যয় করা সহ, তার মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।'[২৫৪৭] আতা আল-খুরাসানী বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ, 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান কর। কাজেই, তোমাদেরকে তাদের কাজের (অন্যায় কাজের) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবেনা যারা দান গ্রহণ করে।'[২৫৪৮] এটা সুস্থ বুদ্ধিসম্মত অর্থ যা জানাচ্ছে যে, যে কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে, তাহলে তার পুরস্কার আছে আল্লাহর নিকট। তাকে জিজ্ঞেস করা হবেনা দান কি অনিচ্ছাকৃতভাবে, ভাল, মন্দ, যোগ্য বা অযোগ্য লোকের হাতে পৌঁছেছে। কারণ তার সৎ উদ্দেশ্যের কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এ কথার প্রমাণ হচ্ছে এ আয়াত ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ **"ভাল যা কিছু তোমরা দান কর তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবেনা"।**

১২৩৪. (সহীহ): সহীহায়ন আবূ হুরায়রাহ্র (রাঃ) হতে একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে,

لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ؛ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

এক লোক বলল, "আজ রাতে আমি দান করব।" সে তার দান নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং (অজ্ঞানতাবশতঃ) তা একটি ব্যভিচারিণীকে দিল, পরদিন সকালে লোকেরা বলল যে, একজন ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল, "হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, (আমি আমার দান দিয়েছি) একজন ব্যভিচারিণীকে। আজ রাতেও আমি দান করব। সে তার দান নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং (অজ্ঞানতাবশতঃ) একজন ধনী লোককে দান করল, পরদিন সকালে (লোকেরা) বলল, "গতরাতে একজন ধনী লোককে দান করা হয়েছে।" লোকটি বলল, "হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। (আমি দান করেছি) একজন ধনী লোককে। আজ রাতেও আমি দান করব।" কাজেই সে দান নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং (অজ্ঞানতাবশতঃ) একটি চোরকে দান করল। পরদিন সকালে (লোকেরা) বলল, "গতরাতে একজন চোরকে দান করা হয়েছে।" লোকটি বলল, "হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। (আমি দান করেছি) একজন ব্যভিচারিণী, একজন ধনীলোক এবং একজন চোরকে।" তখন কেউ তার কাছে আসল এবং বলল, "যে দান তুমি করেছ তা গৃহীত হয়েছে। ব্যভিচারিণীকে দান তাকে ব্যভিচার থেকে বিরত রাখতে পারে। ধনী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহ তাকে যে ধন দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করতে পারে। আর চোরকে তা চুরি থেকে বিরত রাখতে পারে।"[২৫৪৯]

২৫৪৭. ইবনু আবী হাতিম ৩/১১১৫।
২৫৪৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১১১৫।
২৫৪৯. বুখারী ১৪২২, মুসলিম ১০২২, নাসাঈ ২৫২৩, আহমাদ ৮০৮৩, ২৭২৯৫, ইবনু হিব্বান ৩৩৫৬। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

দান কার প্রাপ্য

আল্লাহ বলেছেন: ﴿لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِيۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ﴾ **"ওটা সেই অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ আছে"** অর্থাৎ হিজরতকারী যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করেছেন যিনি মাদীনাহ্য় বাস করেন, নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যাদের যথেষ্ট জীবনোপকরণ নেই। ﴿لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِى الۡاَرۡضِ﴾ **"দেশময় ঘুরে বেড়াতে পারে না"** অর্থাৎ "জীবিকার অন্বেষণে তারা জমিনে ঘুরে বেড়াতে পারেনা।" আল্লাহ অন্য ক্ষেত্রে বলেছেন [যারবান শব্দের অন্য আকার ব্যবহার করে] ﴿وَاِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَنۡ تَقۡصُرُوۡا مِنَ الصَّلٰوةِ﴾ **"যখন তোমরা দেশে-বিদেশে সফর কর, তখন নামায কসর করাতে তোমাদের কিছুমাত্র দোষ নেই"**[২৫৫০] এবং ﴿عَلِمَ اَنۡ سَيَكُوۡنُ مِنۡكُمۡ مَّرۡضٰى ۙ وَاٰخَرُوۡنَ يَضۡرِبُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ يَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوۡنَ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ﴾ **"তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, আর কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করবে, আর কতক আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করবে।"**[২৫৫১]

আল্লাহ অতঃপর বলেছেন: ﴿يَحۡسَبُهُمُ الۡجَاهِلُ اَغۡنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ **"ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী না হওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে"** অর্থাৎ যারা তাদের অবস্থা জানেনা তারা ভাবে যে, তাদের অবস্থা ভাল, কারণ তারা তাদের পোষাকে ও কথাবার্তায় ভদ্র। এ অর্থের একটি হাদীস্র আছে যা–

১০৩৫. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

(মিসকীন (অভাবী) ঐ ব্যক্তি নয় যে ঘুরে বেড়ায় আর যার প্রয়োজন দু'একটা খেজুরে মিটে যায়, বা দু'এক লুকমায় বা দু'একবারের খাবারে। বরং মিসকীন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে না নিজের ভরণ পোষণ করতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা তার অভাব সম্পর্কে জানতে পারেনা, কাজেই তাকে দেয়না, আর সে মানুষের কাছেও কিছু চায়না।[২৫৫২] ইমাম আহমাদও ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহর কথা: ﴿تَعۡرِفُهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ﴾ তোমরা তাদেরকে তাদের অভাবের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। অর্থাৎ অভাবের লক্ষণ দ্বারা তাদেরকে চিহ্নিত কর। আল্লাহ তাআ'লা অন্য স্থানে বলেছেন, ﴿سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ﴾ **"তাদের মুখাবয়বে যে চিহ্নসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"**[২৫৫৩] অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা বলেন, ﴿وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِىۡ لَحۡنِ الۡقَوۡلِ﴾ **"তাদের কথাবার্তার ধরন দেখে তুমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই চিনতে পারবে।"**[২৫৫৪]

১২৩৬. (দঈফ): সুনানের একটি হাদীস্রে বর্ণিত হয়েছে যে, "اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ" তোমরা মু'মিনদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি হতে আত্মরক্ষা কর। কেননা, তারা আল্লাহর নূরের দৃষ্টিতে তাকায়।'

২৫৫০. সূরাহ নিসা, ৪:১০১।

২৫৫১. সূরাহ মুয্যাম্মিল, ৭৩:২০।

২৫৫২. বুখারী ৪৫৭৯, মুসলিম ১০৩৯, ইবনু হিব্বান ৩৩৫১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৫৩. সূরাহ ফাতহ্, ৪৮:২৯।

২৫৫৪. সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭:৩০।

অতঃপর বর্ণনাকারী এ আয়াত পাঠ করেন, ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ **"এতে অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"**[২৫৫৫]

আল্লাহর বাণী: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ **"তারা লোকেদের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না"** অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চেয়ে মানুষকে কষ্ট দেয় না ও ত্যক্ত-বিরক্ত করে না। তাদের নিকট সামান্য খাদ্যবস্তু থাকা অবস্থায় অন্যের নিকট হাত বাড়ায় না। প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে দল ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে না, তাদেরকে পেশাদার ভিক্ষুক বলা হয়।

১২৩৭. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, ০(ইবনু আবী মারয়াম)(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শারীক বিন আবূ নামির)(আতা' বিন ইয়াসার ও **আবদুর রহমান বিন আবূ আমর** আল-আনসারী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"لَيْسَ المسكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يتعفَّفُ؛ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ -يَعْنِي قَوْلَهُ-: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস কি দু' গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। **মিসকীন** তো সে, যে **ভিক্ষা করা** থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা (মিসকীন অর্থ) জানতে চাইলে আল্লাহ্‌র এ বাণী পাঠ **করতে পার** ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ **"তারা লোকেদের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না।"**[২৫৫৬] **ইমাম মুসলিম (রহঃ)** ০(**ইসমাঈল** বিন **জা'ফার** আল-মাদীনী)(শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ নামির)(আতা' বিন ইয়াসার)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৩৮. (স্বহীহ): আবূ আবদুর রহমান আন নাসাঈ বলেন, ০(আলী বিন **হুজর**)(ইসমাঈল)(শারীক বিন আবূ নামির)(আতা বিন ইয়াসার)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ؛ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}"

একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস কি দু' গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। **মিসকীন** তো সে, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা (মিসকীন অর্থ) জানতে চাইলে আল্লাহ্‌র এ **বাণী পাঠ করতে পার** ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ **"তারা লোকেদের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না।"**[২৫৫৭] ইমাম বুখারী হাদীসটি ০(শু'বাহ (এর হাদীস থেকে))(মুহাম্মাদ বিন আবী যিয়াদ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ এর সূত্রে নাবী (ﷺ) **থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।**

১২৩৯. (স্বহীহ): ইবনু আবী হাতিম **বলেন,** ০(য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা)(ইবনু ওয়াহব)(ইবনু আবী যি'ব)(আবুল ওয়ালীদ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বর্ণনা **করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,**

২৫৫৫. সূরাহ হিজ্‌র, ১৫: ৭৫। তিরমিযী ৩১২৭, **সিলসিলাহ দঈফাহ** ১৮২১, **স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি'** ১১৪০, **দঈফ আল-জামি'** ১২৭। সানাদে আতিয়্যাহ আল-আওফী **দুর্বল এবং একজন মুদাল্লিস রাবী**। ইমাম শাওকানী তার আল-ফাওয়াইদ (৭২৪) এর মাঝে বলেছেন যে, ইবনু আরাফাহ আবূ সাঈদ থেকে **মারফু'** সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সানাদে মুহাম্মাদ বিন কাসীর নামক একজন রাবী রয়েছে যিনি অত্যন্ত **দুর্বল**। **ইবনু নুআয়মও** তার 'মাওদূআত' এর মাঝে ইবনু উমার (রাঃ) এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সানাদটিও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৫৫৬. বুখারী ৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসাঈ ২৫৭১, আহমাদ ৮৮৯৫, ১০১৯১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৫৭. বুখারী ৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসাঈ ২৫৭১, আহমাদ ৮৮৯৫, ১০১৯১। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

"لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ عَلَيْكُمْ، فَتُطْعِمُونَهُ لُقْمَةً لُقْمَةً، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا".

যে তোমাদের দ্বারে দ্বারে এক লোকমা খাদ্যের জন্য তওয়াফ করে (ঘুরে বেড়ায়) সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং মিসকীন তো সেই ব্যক্তি যে মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে।[২৫৫৮]

ইবনু জারীর বলেন, ◊{মু'তামির}{হাসান বিন মা'তিক}{সালিহ বিন সুওয়ায়দ}{আবূ হুরায়রাহ (ﷺ)}◊ বলেন,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الطَّوَّافَ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا تُصِيبُهُ الْحَاجَةُ؛ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

যে মানুষের নিকট এক লোকমা অথবা দু' লোকমা খাদ্যের জন্য ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে যে কারো নিকট তার প্রয়োজন পূরণার্থে মানুষের নিকট ভিক্ষা না করে বাড়িতে বসে থাকে। তোমরা (মিসকীন অর্থ) জানতে চাইলে আল্লাহ্র এ বাণী পাঠ করতে পার ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ **"তারা লোকেদের কাছে নাছোড় হয়ে ভিক্ষা করে না।"**[২৫৫৯]

১২৪০. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ বলেন, ◊{আবূ বাকর আল-হানাফী}{আবদুল হামীদ বিন জা'ফার}{তার পিতা (জা'ফার)}{মুযায়নাহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম)}◊ বলেন, তার মা তাকে বলেছিলেন যে,

أَلَا تَنْطَلِقُ فَتَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَمَا يَسْأَلُهُ النَّاسُ؟ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: "وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ وَلَهُ عَدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا". فَقُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: لَنَاقَةٌ لِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلِغُلَامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَى فَهِيَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْ.

রাসলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হতে অন্য লোকেরা যেভাবে চেয়ে আনে, তুমিও সেভাবে তাঁর নিকট যেয়ে কিছু চেয়ে আন না কেন? সেমতে সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু সে গিয়ে দেখে যে, তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ভিক্ষা প্রার্থনা করা হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, আল্লাহও তাকে নিবৃত্ত থাকার শক্তি দেন এবং যে মুখাপেক্ষীহীন থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহও তাকে মুকাপেক্ষীহীন রাখেন। আর যার নিকট পাঁচ 'উকীয়া' (দুইশত দিরহাম) মূল্যের জিনিস রয়েছে, অথচ সে ভিক্ষা করছে, সে অভাবী নয়, সে পেশাদার ভিক্ষুক'। তখন সে মনে মনে বলল, আমার তো একটি উষ্ট্রী রয়েছে ও তার মূল্য তো এটার চেয়ে বেশি হবে। পরন্তু একটি শাবক উষ্ট্রীও রয়েছে। সেটার মূল্যও এটার চেয়ে বেশি। অতঃপর সে তাঁর নিকট কিছু চাইলো না এবং চলে আসলো।"[২৫৬০]

১২৪১. (হাসান): ইমাম আহমাদ লিখেছেন যে, ◊{কুতায়বাহ}{আবদুর রহমান বিন আবুর রিজাল}{উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ}{আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ}{তার পিতা (আবূ সাঈদ) (ﷺ)}◊ বলেছেন "আমার মা আমাকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পাঠালেন তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার জন্য কিন্তু আমি যখন তাঁর নিকট আসলাম, আমি বসে পড়লাম। নাবী (ﷺ) আমার দিকে মুখ করলেন এবং আমাকে বললেন:

২৫৫৮. আহমাদ ১০১৯১। সানাদের সকল রাবী স্বিকাহ। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত উক্ত হাদীসটিকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৫৫৯. ইবনু জারীর কর্তৃক রচিত 'তাবারী' এর মাঝে উক্ত হাদীসটি পাওয়া যায়নি।

২৫৬০. আহমাদ ১৬৭৮৬, সানাদটি স্বিকাহ। যদিও সানাদে সাহাবীর নাম জানা যায়নি সেটি কোন সমস্য নয়। শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। সিলসিলাহ স্বহীহাহ ২৩১৪, তাখরীজু আহাদীস ওয়া আসার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১২৪। **তাহকীক:** স্বহীহ।

مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ. فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ

যে নিজেকে অভাবশূন্য ভাবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন, যে মিতচারী আল্লাহ তাকে সুন্দর ক'রে দিবেন, যে পরিতৃপ্ত, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন, সামান্য অর্থ থাকা সত্ত্বেও যে মানুষের কাছে চাইবে, সে মানুষের কাছে ভিক্ষে করেই থাকবে। আবূ সা'ঈদ বলেছেন, "আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার একটি উট আছে ইয়াকূতাহ, আর সামান্য অর্থের চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশি।' তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু না চেয়েই আমি ফিরে গেলাম।"[২৫৬১] এগুলো এ হাদীসের একই শব্দ যা আবূ দাউদ ও নাসাঈ সংগ্রহ করেছেন।

১২৪২. (হাসান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ⟨আমার পিতা (আবূ হাতিম)⟩⟨আবুল জামাহির⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবুর রিজাল⟩⟨উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ⟩⟨আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ⟩⟨আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⟩ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ وُقِيَّةٍ فَهُوَ مُلْحِفٌ" وَالْوُقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. যার নিকট এক উকীয়া পরিমাণ মূল্যের জিনিস থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে পেশাদার ভিক্ষুক।' আর চল্লিশ দিরহামে এক উকীয়া হয়।[২৫৬২]

১২৪৩. ইমাম আহমাদ বলেন, ⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨যায়দ বিন আসলাম⟩⟨আতা বিন ইয়াসার⟩⟨বানী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি⟩ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ -أَوْ عَدْلُهَا- فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا" "যার নিকট এক উকীয়া অথবা সমমূল্যের সম্পদ রয়েছে, সে যদি ভিক্ষা করে, তা হলে সে নিঃসন্দেহে পেশাদার ভিক্ষুক।"[২৫৬৩]

১২৪৪. (সহীহ): ⟨ওয়াকী'⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨হাকীম বিন জুবায়র⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ⟩⟨তার পিতা (আবদুর রহমান)⟩⟨আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)⟩ বলেন ঃ

"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا -أَوْ كُدُوحًا- فِي وَجْهِهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ"

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যার নিকট এতটুকু পরিমাণ জিনিস রয়েছে যে, তার অন্যের নিকট ভিক্ষা চাইতে হয় না, তবুও যদি সে ভিক্ষা চায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তার চেহারায় ডোরা ডোরা দাগ অথবা গভীর ক্ষত দেখা যাবে। লোকজন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাকে অভাবমুক্ত বলা যাবে? তিনি বললেন, (যার নিকট) পঞ্চাশটি দিরহাম বা তার সমমূল্যের স্বর্ণ মওজুদ থাকবে।[২৫৬৪] সুনান চতুষ্টয়েও হাকীম ইবনু জুবাইর আসাদী কুফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহ)-এর সূত্রে এটা বর্ণিত হয়েছে। তবে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহ) এটা পরিত্যাগ করেছেন। একাধিক ইমামগণ এটিকে দুর্বল বলেছেন।

২৫৬১. আহমাদ ১০৬৭৬, আবূ দাউদ ১৬২৮, নাসাঈ ২৫৯৫, সানাদটি হাসান। সানাদে আবদুর রহমান বিন আবুর রিজাল ব্যতীত সকলে মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের রাবী। তিনি সত্যবাদী এবং তার শাহিদও পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানী:** হাসান।

২৫৬২. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৪৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৪৬। **তাহকীক:** হাসান।

২৫৬৩. আহমাদ ১৫৯৭৬, বানী আসাদ গোত্রের ব্যক্তিটি ব্যতীত সকলে বুখারী ও মুসলিমের রাবী। যদি তিনি সাহাবী হয়ে থাকেন তবে উক্ত হাদীসটি সহীহ। কেননা সাহাবীর নাম জানা না গেলেও হাদীস সহীহ হওয়ায় কোন সমস্যা থাকে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি সাহাবী না হন তবে সেটি দুর্বল হবে। কিন্তু উক্ত মাতানটির শাহিদ পাওয়া যায়।

২৫৬৪. আবূ দাউদ ১৬২৬, তিরমিযী ৬৫০, ইবনু মাজাহ ১৮৪০, দারিমী ১৫৯৭, ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে। সানাদটি হাকীম বিন জুবায়র এর কারণে দুর্বল হলেও তার তাবে' হিসেবে যুবায়দ এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আর যুবায়দ স্বিকাহ। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১২৪৫. (হাসান লি গায়রিহি): হাফিয আবুল কাসিম আত তাবারানী বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-হাদরামী⟩আবূ হাস্বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন য়ূনুস⟩আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আহমাদ)⟩আবূ বাকর বিন আয়্যাশ⟩হিশাম বিন হাসসান⟩মুহাম্মাদ বিন সীরীন⟩..........⟩আবূ যার (রাঃ)◊ বলেন ঃ কুরায়শের হারিস্র নামক এক ব্যক্তি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি জানতে পারেন যে, আবূ যার (রাঃ) অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন। তাই তিনি তাকে তিনশত দীনার পাঠিয়ে দেন। এটা পেয়ে আবূ যার (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ কি আমার চেয়ে কোন অভাবগ্রস্ত লোক পেল না? কেননা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যার নিকট চল্লিশটি দিরহাম থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে সে সত্যিকারের অভাবী নয়, বরং সে হল পেশাদার ভিক্ষুক। অথচ আবূ যরের কাছে তো চল্লিশটি দিরহাম, চল্লিশটি বকরী এবং দু'জন পরিচারক রয়েছে।'[২৫৬৫] আবূ বকর বিন আয়্যাশ (রহঃ) বলেন ماهن (মাহিন) অর্থ হল পরিচারক।

১২৪৬. (হাসান স্বহীহ): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◊মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইবরাহীম⟩ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ⟩আবদুল জাব্বার⟩সুফইয়ান⟩দাউদ বিন সাবূর⟩আমর বিন শুআয়ব⟩তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) ⟩দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) (রাঃ)◊ বলেন ঃ নবী (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِف، وَهُوَ مِثْلُ سَفِّ الْمَلَّةِ"

"যে ব্যক্তির নিকট চল্লিশ দিরহাম মওজুদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে হল পেশাদার ভিক্ষুক এবং সে জ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য।"[২৫৬৬] নাসাঈ ◊আহমাদ বিন সুলায়মান⟩ইয়াহইয়া বিন আদাম⟩সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ◊ থেকে উর্ধ্বতন সানাদে উপরোক্ত হাদীস্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর কথা, ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ **"এবং তোমাদের মাল হতে যা কিছু ব্যয় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত"** জানাচ্ছে যে, কোন দানই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়, এবং কিয়ামতের দিন তিনি পূর্ণরূপে ও যথার্থরূপে তার পুরস্কার দিবেন, যখন তা হবে চরমভাবে প্রয়োজনীয়।

দানকারীদের জন্য প্রশংসা

আল্লাহ বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" এ আয়াত তাদের প্রশংসা করছে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণে দিনে ও রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, কেউ নিজের পরিবারের জন্য যে ব্যয় করে তা-সহ।

১২৪৭. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে বলেছিলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে দানই করবে, তার কারণে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দাও তার জন্যও।[২৫৬৭]

২৫৬৫. তাবারানী ১৬৩০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ওয়া মুনাবি' আল-ফাওয়াইদ ১৫৮২৬, তাখরীজু আহাদীস্ব ওয়া আস্বার কিতাবু ফী যিলালিল কুরআন ১২৫। ইবনু সীরীন ও আবূ যার (রাঃ) এর মাঝে ইনকিতা' সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু উক্ত হাদীস্বটির শাহিদ পাওয়া যায়। **তাহকীক:** হাসান লি গায়রিহি।

২৫৬৬. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ২৩৭৫, স্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ ২৪৪৮। **তাহকীক আলবানী:** হাসান স্বহীহ।

১২৪৮. (স্বহীহ্): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ∘(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও বাহয)(শু'বাহ)(আদী বিন স্বাবিত)(আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-আনসারী)(আবূ মাসঊদ (رضي الله عنه))∘ বলেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً যখন কোন মুসলিম স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহর নিকট তার পুরস্কার আশা করে, সেটি তার জন্য দান হিসেবে লিখা হবে।[২৫৬৮] বুখারী মুসলিমও হাদীসটি শু'বাহ'র হাদীস থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১২৪৯. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∘(আবূ যুরআহ)(সুলায়মান বিন আবদুর রহমান)(মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব)(সাঈদ বিন ইয়াসার)(ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উরায়ব আল-মালীকী)(তার পিতা (আবদুল্লাহ))(দাদা (উরায়ব আল-মালীকী) (رضي الله عنه))∘ বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যারা তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করে তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ **"যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে"**।[২৫৬৯]

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে হানাশ আস্ স্বানআনী বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেন, যারা ঘোড়ার পাল আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এটি ইবনু আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন। আবূ উমামা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও মাকহুল এটা বর্ণনা করেছেন।

১২৫০. (দঈফ জিদ্দান): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ∘(আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ)(ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান)(আবদুল ওয়াহহাব বিন মুজাহিদ বিন জাবর)(তার পিতা (মুজাহিদ) (رحمه الله))∘ বলেন ঃ আলী (رضي الله عنه) এর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। সেটা তিনি একটি দিনে একটি রাতে এবং একটি গোপনে ও একটি প্রকাশ্যে দান করেছিলেন। তদুপলক্ষে ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ **"যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে"** আয়াতটি নাযিল হয়।[২৫৭০] **অনুরূপভাবে** ইবনু জারীর আবদুল ওয়াহহাব বিন মুজাহিদ **থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি দুর্বল। কিন্তু** ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে ইবনু মারদুবিয়্যাহ ভিন্ন একটি সানাদে সেটি **বর্ণনা করেছেন** যে, উক্ত আয়াতটি আলী বিন আবী তালিব (رضي الله عنه) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।[২৫৭১]

২৫৬৭. বুখারী ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, আদাবুল মুফরাদ ৭৫২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৯২০৬, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৩৯৩, স্বহীহ আল-জামি' ৩০৮২। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৬৮. বুখারী ৫৫, মুসলিম ১০০২, আহমাদ ১৬৬৩৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৬৯. ইবনু সা'দ৭/৪৩৩, মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী ১০৮৭, সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উবায় এবং তার পিতা উভয়ে মাজহূল বা অপরিচিত। আর মাতানটি মারফূ' হওয়ায় মুনকার। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান বা অত্যন্ত দুর্বল।

২৫৭০. আল-ওয়াহিদী কর্তৃক রচিত 'আসবাবুন নুযূল' ১৮১, তিনি ইবনু আবী হাতিম থেকে মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সানাদতে দু'টি ইল্লাত রয়েছে। প্রথমত সানাদে ইরসাল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আবদুল ওয়াহহাব বিন মুজাহিদ এর বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান বা অত্যন্ত দুর্বল।

২৫৭১. আল-ওয়াহিদী ১৮০, আবদুর রাযযাক ৩৪৪, তাবারানী ১১১৬৪, আসবাবুন নুযূল লিস সুয়ূতী ১৮৪, তারা সকলে আবদুল ওয়াহহাব বিন মুজাহিদ থেকে তিনি তার পিতা মুজাহিদ থেকে তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুয়ূতী তার 'আসবাব' এর মাঝে সেটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু মুজাহিদ মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তিনি তার পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ **"তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে"** পুনরুত্থানের দিন, আনুগত্যপূর্ণ কাজে তাদের ব্যয়ের পুরস্কার হিসেবে। আমরা পূর্বেই আয়াত ব্যাখ্যা করেছি ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ **"এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।"**

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهٗٓ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

২৭৫. যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সূদের মতই', অথচ কারবারকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সূদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী পৌছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সূদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

সুদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার শাস্তি

যারা দান করে, যাকাত দেয় এবং বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় নিজেদের আত্মীয় স্বজনের জন্য খরচ করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহদের উল্লেখ করার পর তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা সুদের সঙ্গে জড়িত এবং অবৈধভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে বিভিন্ন অন্যায় পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। আল্লাহ এ সব লোকের অবস্থা বর্ণনা করছেন যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে এবং পুনর্জীবিত করা হবে। ﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾ **"যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়"** অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিন এ লোকেরা কবর থেকে উঠবে ঠিক এমন লোকের মত হয়ে যে পাগলামিতে আক্রান্ত হয়েছে বা জ্বিনের খপ্পরে পড়েছে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, "পুনরুত্থানের দিন সুদ ভক্ষণকারী ব্যক্তি পুনরুত্থিত হবে পাগল অবস্থায় এবং গ্রেপ্তার হয়ে।"[২৫৭২] ইবনু আবী হাতিমও এটি লিপিবদ্ধ করেছেন, অতঃপর মন্তব্য করেছেন, "এ তাফসীর জানানো হয়েছে আউফ বিন মালিক, সাঈদ বিন জুবায়র, সুদ্দী, রাবী' বিন আনাস, কাতাদাহ এবং মুকাতিল বিন হায়্যান থেকে।"[২৫৭৩]

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), ইকরিমা, সাঈদ বিন জুবায়র, হাসান, কাতাদাহ ও মুকাতিল বিন হায়্যান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ বলেন ঃ ﴿الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾ **"যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়"** অর্থাৎ তারা কিয়ামতের মাঠে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। {ইবনু আবূ নাজীহ}{মুজাহিদ ও দহহাক}{ইবনু যায়দ} এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৫৭২. তাবারী ৬/৯।
২৫৭৩. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১১৩০, ১১৩১।

ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, ◦(আবূ বাকর বিন আবী মারইয়াম)(দমরাহ বিন হাবীব)(ইবনু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)(তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ))◦ এ আয়াতটি এভাবে পড়েন ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ **"যারা সূদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়"** অর্থাৎ (তার পঠনে يَوْمَ الْقِيَامَةِ শব্দ দু'টি বেশি রয়েছে)।

ইবনু জারীর বলেন, ◦(মুসান্না)(মুসলিম বিন ইবরাহীম)(রাবীআহ বিন কুলসূম)(আমার পিতা (কুলসূম বিন জাবর))(সাঈদ বিন জুবায়র)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))◦ বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন সুদখোরদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি পড়েন ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ **"যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়"** অর্থাৎ এই অবস্থা হবে তখন, যখন তারা কবর হতে পুনরুত্থিত হবে।

১২৫১. (দঈফ): আবূ সাঈদের (রাঃ) মি'রাজের হাদীসে এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ব্যাখ্যায়ও বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন কতগুলো লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের কবরে আযাব চলছিল। আর তাদের পেটগুলো এক একটা বড় বড় ঘরের মত ছিল। অতঃপর তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বলা হল যে, তারা হল সুদখোর।'[২৫৭৪] বায়হাকী (রহঃ) এটা আরো দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন।

১২৫২. (দঈফ): ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) বলেন, ◦(আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ)(হুসায়ন বিন মূসা)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(আলী বিন যায়দ)(আবুস্ সাল্ত)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا".

"মি'রাজের রাত্রে আমি এমন কতগুলো লোকের পার্শ্ব দিয়ে আসছিলাম যাদের পেটগুলো এক-একটা বিশাল ঘরের মত ছিল। আর সেই পেটগুলো ছিল সাপে ভরপুর, যা বাহির হতেও দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হল সুদখোর।"[২৫৭৫] ইমাম আহমাদ (রহঃ) ◦(হাসান ও আফফান)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)◦ থেকে উর্ধ্বতন সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সানাদে দুর্বলতা রয়েছে।

১২৫৩. (সহীহ): বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন সামুরাহ বিন জুনদুব যা বলেছেন একটি দীর্ঘ হাদীসে নাবী (ﷺ)-এর স্বপ্ন সম্পর্কে যা তিনি (ﷺ) দেখেছিলেন।

أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ -وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، [مَا يَسْبَحُ] ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا" وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ آكِلُ الرِّبَا

২৫৭৪. সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ সানাদে উমারাহ বিন জুওয়ায়ন মাতরূক বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৫৭৫. ইবনু মাজাহ ২২৭৩, আহমাদ ৮৪২৬, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৫৭৭, মিসবাহুয যুজাজাহ ৮০৪, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১৪৬, **দঈফ আল-জামি'** ১৩৩, **দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব** ১১৯৩। সানাদটিতে দু'টি ইল্লাত রয়েছে, প্রথমত আলী বিন যায়দ বিন জুদআন দুর্বল, দ্বিতীয়ত: তার শায়খ (আবুস্ সালত) এর জাহালাতের কারণে সানাদটি দুর্বল। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

(আমরা একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম-বর্ণনাকারী বলেছেন, "আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন যে, নদীটি রক্তের মত লাল"- এবং একটি লোককে দেখলাম নদীতে সাঁতার কাটছে, আর নদীর ধারে দেখলাম একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে যার পাশে আছে সংগৃহীত পাথরের এক বিরাট স্তূপ। নদীতে থাকা লোকটি সাঁতার কেটে ঐ লোকটির কাছে আসবে যে পাথরগুলো জোগাড় করেছে এবং নিজের মুখ হাঁ করবে আর অপর ব্যক্তিটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে দিবে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে,নদীতে থাকা লোকটি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সুদ ভক্ষণ করত।[২৫৭৬]

আল্লাহর কথা: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ **"এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সূদের মতই', অথচ কারবারকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সূদকে হারাম করেছেন।"** জানাচ্ছে যে, কাফেররা দাবী করত যে, সুদ হালাল এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে, এটা নয় যে, তারা সুদকে সাধারণ ব্যবসার মত মনে করত। কাফেররা চিনতে পারেনি যে, আল্লাহ কুর'আনে ব্যবসা হালাল করেছেন, কারণ তারা যদি চিনতে পারত তাহলে তারা বলত "সুদ হচ্ছে ব্যবসা" বরং তারা বলেছিল ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ **"ব্যবসা তো কেবল সুদের মতই"** অর্থাৎ, ওগুলো একই রকম, কাজেই আল্লাহ কেন এটা হালাল করেছেন আর ওটা হালাল করেননি, আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান ক'রে তারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত। আল্লাহর কথা: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ **"অথচ ক্রয়বিক্রয়কে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সূদকে হারাম করেছেন।"** হতে পারে এটি কাফেরদের দাবীর উত্তরে যা বলা হয়েছে তার পরবর্তী অংশ যারা তা বলেছিল যদিও তারা জানত যে, আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ব্যবসার নিয়ম সূদের নিয়ম হতে আলাদা। বাস্তবিকই আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী, সর্বাধিক জ্ঞানী, যাঁর সিদ্ধান্ত কক্ষনো বাধাগ্রস্ত হয়না। আল্লাহ যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে কক্ষনো জিজ্ঞেস করা হয়না বরং তারাই জিজ্ঞেসিত হবে। সকল বস্তুর প্রকৃত সত্য সম্পর্কে এবং তারা যে উপকার দেয় সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। তিনি জানেন কী তাঁর বান্দাহদেরকে উপকার দেয়, কাজেই তা তিনি তাদের জন্য হালাল করেন, আর যা তাদের ক্ষতি করে তাথেকে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেন যেমনটি নিজের শিশুর জন্য। আল্লাহ তার চেয়েও বেশি বেশি দয়ালু।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ **"সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সূদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায়"** অর্থাৎ যারা জ্ঞান লাভ করেছে যে, আল্লাহ সুদকে অবৈধ করেছেন এবং জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তাথেকে বিরত হয়, তাহলে আল্লাহ সূদের সঙ্গে জড়িত থাকার তাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দিবেন ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ **"আল্লাহ ক্ষমা করেছেন যা অতীত হয়ে গেছে"**[২৫৭৭]

১২৫৪. (স্বহীহ): যেমন মক্কা বিজয়ের দিন নাবী (ﷺ) বলেছিলেন:

"وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ"

জাহিলিয়াতের যুগের যাবতীয় সুদ আমার পায়ের তলে বাতিল করা হোল, আর সর্বপ্রথম সূদ আমি যা বাতিল করলাম তা হচ্ছে আব্বাসের সূদ।[২৫৭৮] উল্লেখ করা দরকার যে, জাহিলিয়াতের যুগে যে সূদ তারা

২৫৭৬. বুখারী ৭০৪৭, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫৭৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৭৭. সূরাহ মাইদাহ, ৫:৯৫।

২৫৭৮. আবূ দাউদ ৩৩৩৪, তিরমিযী ৩০৮৭, ইবনু মাজাহ ৩০৫৫, আমর ইবনুল আহওয়াস থেকে একটি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার স্বহীহ শাহিদ হিসেবে জাবির (রাঃ) এর হাদীস পাওয়া যায়, এমর্মে জানতে দেখুন- মুসলিম ১২১৮, আবূ দাউদ ১৯০৫, ইবনু হিব্বান ৯৪৪। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

অর্জন করেছিল নাবী (ﷺ) তা তাদেরকে ফেরত দিতে বলেননি। বরং তিনি অতীতের সূদের ব্যাপারে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ **"পূর্বে যা (সূদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে তা তারই, তার বিষয় আল্লাহ্‌র জিম্মায়।"** সাঈদ বিন জুবায়র এবং সুদ্দী বলেছেন ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ **"পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার"** সূদকে বুঝাচ্ছে যা কোন ব্যক্তি তা হারাম হওয়ার পূর্বে খেয়েছে।

১২৫৫. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকীম ইবনু ওয়াহব জারীর বিন হাবিম আবূ ইসহাক আল-হামদানী উম্মু য়ূনুস আয়িশাহ (রাঃ) (উম্মু য়ূনুস) বর্ণনা করেন যে, যায়দ বিন আরকামের উম্মে ওয়ালাদ উম্মে মুহাব্বাহ আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন,

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفِينَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنِّي بِعْتُهُ عَبْدًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَاحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ، فَاشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ بِسِتِّمِائَةٍ. فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ! وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ! أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَرَأَيْتِ إِنْ تَرَكْتُ الْمِائَتَيْنِ وَأَخَذْتُ السِّتَّمِائَةِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}

হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কি যায়দ বিন আরকামকে চিনেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চিনি। উম্মে মুহাব্বাহ বললেন, আমি যায়দ বিন আরকামের নিকট আটশত দিরহামে একটি গোলাম এই শর্তে বিক্রয় করি যে, আতা' আসলে সে টাকা পরিশোধ করবে। কিন্তু আমার টাকা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার নগদ টাকার প্রয়োজন হলে সে সেই গোলামটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর আমি গোলামটি ছয়শত দিরহামে ক্রয় করে নেই। এটা শুনে আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তুমি এবং সে উভয়েই খারাপ কাজ করেছো। তাই যায়দ বিন আরকামকে বল যে, যদি সে এটা হতে তাওবা না করে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে জিহাদ করায় তার যে সওয়াব হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন- অতঃপর আমি বললাম, তবে আমি যদি উক্ত দুইশত দিরহাম তাকে ছেড়ে দেই এবং ছয়শত যদি আদায় করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (ইহা বৈধ)! এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন: ﴿فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ **"সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সূদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে, তা তারই।"**[২৫৭৯] এটি একটি প্রসিদ্ধ আস্নার এবং এই আস্নারটি তাদের স্বপক্ষের দলীল, যারা مسألة العينة কে হারাম বলে থাকেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস্নও রয়েছে, যা 'কিতাবুল আহকামে' উদ্ধৃত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ **"কিন্তু যে আবার তা করে"** অর্থাৎ, আল্লাহ তা হারাম করেছেন সেটা জানার পরেও আবার সূদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য, আর এক্ষেত্রে এ লোকের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ জন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ﴾ **"এরাই অগ্নির বাসিন্দা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে।"**

১২৫৬. (দঈফ): আবূ দাউদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াহইয়া বিন মাঈন আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী আবদুল্লাহ বিন উস্নমান বিন খুস্নায়ম আবুয যুবায়র জাবির (রাঃ) বলেছেন, "যখন ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ﴾ **"যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে শয়ত্বান স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়"** অবতীর্ণ হল, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ যে মুখাবারাহ হতে বিরত হবে না তাহলে সে জেনে নিক যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ

২৫৭৯. ইবনু সা'দ ৪৬৮৭, সুনান আদ দারাকুতনী ৩/৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৫/৩৩০-৩৩১, দারাকুতনী আলিয়াহ থেকে হাদীস্নটি বর্ণনা করেছেন। আর আলিয়াহ এজন মাজহূলাহ বা অপরিচিত রাবী। **তাহকীক:** দঈফ।

হতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল।[২৫৮০] হাকীমও স্বীয় মুস্তাদরাকে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন[২৫৮১] এবং তিনি বলেছেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটি স্বহীহ, কিন্তু তিনি তা লিপিবদ্ধ করেননি।"

মুখাবারাহ অর্থাৎ 'কিছু উৎপন্ন শষ্যের বদলে জমি চাষ করা' নিষিদ্ধ হয়েছিল। মুযাবানাহ অর্থাৎ 'জমিনে পাকা খেজুর থাকা অবস্থায় গাছের তাজা খেজুরের ব্যবসা' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 'মাড়াই করা শষ্যের সাথে যে শষ্য এখনও মাড়াই করা হয়নি তার ব্যবসাকে মুহাকালাহ বলা হয়, এটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সূদে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্য, কেননা এসব বস্তুর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সম পরিমাপ জানা যায় একমাত্র এগুলো শুকানোর পর। এজন্য ফিকাহ বিশারদগণ বলেছেন, লেন-দেনের মধ্যে পরিমাণ অনির্ধারিত থাকা মূলত সুদেরই নামান্তর। অর্থাৎ যে কাজে বিনিময়ের অসামঞ্জস্যতার সন্দেহ থাকে, সেই সকল বিষয়ই হারাম। সুদের বিষয়টি **খুবই জটিল** এবং ব্যাপক। শরীআতের উৎস হতেও এ ব্যাপারে তেমন কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে ফিকাহ বিশারদগণের মতামতকেই বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে– যদি মূল সূত্রের পরিপন্থী না হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ﴾ **"প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন একজন সর্বজ্ঞ।"**[২৫৮২] অর্থাৎ আমি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর এবং গবেষণা-বিশ্লেষণ করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার অবকাশ দিয়েছি। তবে তা নির্ধারিত মূলনীতির বিরোধী হতে পারবে না। অনেক বিদ্বানের জন্য সূদের বিষয়টি একটি কঠিন বিষয়।

১২৫৭. (স্বহীহ): আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্তাব বলেছিলেন,

ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

"আমার ইচ্ছা ছিল রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তিনটি বিষয় আমাদের জন্য আরো স্পষ্ট করতেন, যাতে আমরা তাঁর সিদ্ধান্তের বরাত দিতে পারতাম ঃ দাদা (স্বীয় নাতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে) কালালাহ (যার কোন ধরণের উত্তরাধিকারী নেই) এবং কতক ধরণের সূদ।"[২৫৮৩] উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কতকগুলো লেনদেনের ব্যাপারে বলেছিলেন, তা স্পষ্ট নয় যে তাতে সূদ জড়িত আছে, না নেই। শরীয়ত এ বিধান সমর্থন করে যে, যে বিষয় অবৈধ তার সকল উপায়ও অবৈধ, কেননা যার ফলাফল অবৈধ তা অবৈধ, একইভাবে যা কিছু ব্যতিরেকে যদি শর্ত সম্পূর্ণ না হয় তাহলে তাও একটি শর্ত।

১২৫৮. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন, নু'মান বিন বাশীর বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

২৫৮০. আবূ দাঊদ ৩৪০৬, মুসতাদরাক ৩১২৯, ইবনু হিব্বান ৫২০০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২৬১৩, দঈফ আল-জামি' ৫৮৪১। সানাদে আবুয যুবায়র মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৫৮১. হাকিম ২/২৮৫।

২৫৮২. সূরাহ ইউসুফ, ১২: ৭৬।

২৫৮৩. বুখারী ৫৫৮৮, মুসলিম ৩০৩২, ইবনু হিব্বান ৫৩৫৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

হালাল স্পষ্ট আর হারামও স্পষ্ট আর এ দু'য়ের মাঝে কিছু বিষয় আছে যা স্পষ্ট নয়। কাজেই যে ব্যক্তি নিজেকে এ সব অস্পষ্ট বিষয় হতে বাঁচাবে সে তার দ্বীন ও সম্মান বাঁচাবে। আর যে এ সব অস্পষ্ট বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামে পতিত হবে, যেমন রাখাল, যে সীমানার পাশে চরায় সে যে কোন মুহূর্তে সীমানার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।[২৫৮৪]

১২৫৯. (স্বহীহ): সুনান লিপিবদ্ধ করেছে হাসান বিন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ যা তোমার মধ্যে সন্দেহ জাগায় তা ত্যাগ কর সেটির জন্য যা তোমার মনে সন্দেহ জাগায় না।[২৫৮৫]

১২৬০. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্বে বর্ণিত হয়েছে যে,

"الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".

যে ব্যাপারে তোমার অন্তরে খটকা লাগে আর যা মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তোমার যে বিষয় সমাজে প্রকাশ হওয়া তুমি পছন্দ করো না, সেটা সবই পাপ।[২৫৮৬]

১২৬১. (হাসান লি গায়রিহি): অন্য একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ" "তোমার বিবেকের নিকট সিদ্ধান্ত চাও। লোকে যদি ভিন্ন মতও করে, তথাপি তুমি তোমার বিবেকের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ কর।"[২৫৮৭]

১২৬২. (স্বহীহ): স্বাওরী বলেন, ◊(আসিম)(শা'বী)(ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সুদের আয়াত।[২৫৮৮] ইমাম বুখারী এটিকে কাবীসাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২৬৩. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ◊(ইয়াহইয়া)(সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ)(কাতাদাহ)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)(.........)(উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেছেন, "সূদ সংক্রান্ত আয়াত হচ্ছে সর্বশেষে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের একটি এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কাজেই যাতে সন্দেহ জাগে সেটি ত্যাগ কর সেটির জন্য যাতে কোন সন্দেহ না জাগে।"[২৫৮৯] হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন।

১২৬৪. ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন যে, ◊(হাজ্জাজ বিন বিসতাম)(দাউদ বিন আবূ হিন্দ)(আবূ নাদর)(আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিকট একবার খুতবা প্রদান করলেন, তিনি বলেছেন,

إِنِّي لَعَلِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ تَصْلُحُ لَكُمْ وَآمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَا تَصْلُحُ لَكُمْ، وَإِنَّ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا آيَةَ الرِّبَا، وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ لَنَا، فَدَعُوا مَا يُرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكُمْ.

২৫৮৪. বুখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৮৫. তিরমিযী ২৫১৮, নাসাঈ ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারিমী ২৫৩২, ইরওয়াউল গালীল ২৫৭৪। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৮৬. মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, ইবনু হিব্বান ৩৯৭। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৫৮৭. আহমাদ ১৭৫৪০, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৭৩৪, শুআয়ব আল-আরনাওয়াত বলেন, সানাদটি আবুয যুবায়র এর কারণে দুর্বল। তবে ইবনু রাজাব তার একাধিক সানাদ থাকায় এটিকে হাসান বলেছেন। **তাহক্বীক আলবানী:** হাসান লি গায়রিহি।

২৫৮৮. বুখারী ৪৫৪৪। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

২৫৮৯. ইবনু মাজাহ ২২৭৬, আহমাদ ২৪৮, ৩৫২, তাবারী ৬৩০৫, সানাদে ইবনুল মুসায়্যাব এর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু তার ইরসাল করায় হাদীস্ব স্বহীহ হওয়ার মাঝে কোন সমস্যা নেই। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করব যা তোমরা সহজেই মেনে নিবে এবং এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আদেশ করব যা সহজেই মানতে চাইবে না। কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হল সুদের আয়াত এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু তিনি এ বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে কিছু বলেননি। অতঃপর তিনি বলেন, যে বিষয়টি তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা পরিত্যাগ কর এবং যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তা গ্রহণ কর।"[২৫৯০]

ইবনু আদী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একটি 'মাওকূফ' সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন কিন্তু হাকিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় মুসতাদরাকে সেটা বর্জন করেছেন।

১২৬৫. (সহীহ): ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন, ∝[আমর বিন আলী আস্ সায়রাফী][ইবনু আবী আদী][শু'বাহ][যুবায়রদ][ইবরাহীম][মাসরূক][আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)]∝ বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا" সুদের পাপের তিহাত্তরটি স্তর রয়েছে।[২৫৯১]

১২৬৬. (সহীহ): হাকিম তার 'মুসতাদরাক' এর মাঝে আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে এইটুকু বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, "أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ." সুদের সর্বনিম্ন স্তর হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করা এবং সেটার সর্বোচ্চ স্তর হল কোন মুসলমানের সম্মান হানি করা।[২৫৯২] (হাকিম) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু তারা উভয়ে সেটি বর্ণনা করেননি।

১২৬৭. (সহীহ): ইবনু মাজাহ লিপিবদ্ধ করেছেন, ∝[আবদুল্লাহ বিন সাঈদ][আবদুল্লাহ বিন ইদরীস][আবূ মা'শার][সাঈদ আল-মাকবূরী][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]∝ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (সূদ সত্তর প্রকারের তার মধ্যে সর্ব নিম্নটি হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে জ্বিনা করার সমান।[২৫৯৩]

১২৬৮. (দঈফ): ইমাম আহমাদ বলেন, ∝[হুশায়ম][আব্বাদ বিন রাশিদ][সাঈদ বিন আবূ খায়রাহ][হাসান][..........][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]∝ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا" قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ"

এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে সুদ খাবে। বর্ণনাকারী বলেন, (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, সকল মানুষই কি সুদ খাবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তাদের মধ্যে যে লোক সুদ

২৫৯০. সানাদটি হায়্যাজ বিন বিসতাম এর কারণে দুর্বল, তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি সিকাহ রাবীর নাম দিয়ে জাল বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে তাবারী (৬৩০৬) হাসান থেকে শা'বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সানাদটি ইনকিতা'। কারণ, শা'বী উমার (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। তবে উক্ত হাদীসের সমর্থনে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৫৯১. ইবনু মাজাহ ২২৭৫, মিসবাহুয যুজাজাহ ৮০৬, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৮৫১, সহীহ আল-জামি' ৩৫৩৮, শিহাবুদ্দীন আল-বুসায়রী বলেন, সানাদটি সহীহ, সানাদে ইবনু আদীর নাম: মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম। তিনি সিকাহ। উক্ত হাদীসটি মাওকূফ হিসাবেও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৫৯২. সহীহ আল-জামি' ৩৫৩৯, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৫৬, ২৮৩১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৫৯৩. ইবনু মাজাহ ২২৭৪, মাজমা' আয যাওয়াইদ ২/১৯৭, সহীহ আল-জামি' ৩৫৪১, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮৫৮। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

খাবে না তার গায়েও তার (সুদের) ধুলা লাগবে।'[২৫৯৪] অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ প্রমুখ সাঈদ থেকে তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন।

যা অবৈধ কাজের দিকে এগিয়ে দেয় তার উপায় নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আরো অধিক বলতে গিয়ে ইমাম আহমাদ একটি হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন,

১২৬৯. (স্বহীহ): ∘(আবূ মুআবিয়াহ)(আল-আ'মাশ)(মুসলিম বিন সুবায়হ)(মাসরূক)(আয়িশাহ)∘ বলেছেন,

لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فقرأهُن، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

"সূদের ব্যাপারে যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বেরিয়ে মসজিদে গেলেন এবং সেগুলো পাঠ করলেন এবং মদের ব্যবসাও নিষেধ করলেন।[২৫৯৫] তিরমিযী ব্যতীত হাদীস্র বর্ণনাকারীদের একটি জামাআত (ছয়টি হাদীস্র গ্রন্থ) এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন। আল-আ'মাশের সূত্রে ইমাম বুখারীর শব্দগুলো হচ্ছে– فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ অন্য রেওয়ায়াতে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হল তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষের নিকট তা পাঠ করে শুনান এবং মদের ব্যবসা হারাম করেন।[২৫৯৬]

এই হাদীস্র প্রসঙ্গে ইমামগণের অনেকে বলেন, সুদের মত মোহময় বস্তু যথা মদ এবং এর সহায়ক যে কোন ব্যবসায়ই এর দ্বারা হারাম করা হয়েছে।

১২৭০. (স্বহীহ): যেমন স্বহীহায়নে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا আল্লাহ ইয়াহূদীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন আল্লাহ তাদের উপর পশুর চর্বি নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গলাত ও বিক্রি করত এবং তার মূল্য খেত।[২৫৯৭]

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ আয়াতের তাফসীরে অভিশপ্ত কারা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে,

---

২৫৯৪. আবূ দাঊদ ৩৩৩১, নাসাঈ ৪৪৫৫, ইবনু মাজাহ ২২৭৮, আহমাদ ১০০৩৮, দঈফ আল-জামি' ৪৮৬৪, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১১৬৭। সানাদে আব্বাদ বিন রাশিদ দুর্বল কিন্তু তার তাবে' পাওয়া যায়। সানাদে সাঈদ বিন আবূ খায়রাহ হচ্ছেন– সাঈদ বিন ওয়াহব তার থেকে তিন জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। তিনি ইমাম মুসলিম থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার কোন তাবে' পাওয়া যায় না। আমরা বলব: ইবনু হিব্বান ব্যতীত তাকে কেউ স্বিকাহ বলেননি। এই হাদীস্র ব্যতীত তার সম্পর্কে অন্য কোথাও জানা যায় না। তাছাড়া সানাদে হাসান আল-বাসারী আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৫৯৫. আহমাদ ২৩৬৭৩।

২৫৯৬. বুখারী ৪৫৪০, ৪৫৪১, মুসলিম ১৫৮০, আবূ দাঊদ ৩৪৯০, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৮২। তাহকীক আলবানী: স্বহীহ।

২৫৯৭. বুখারী ২২২৩, মুসলিম ১৫৮২, ইবনু মাজাহ ৩৩৮৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

১২৭১. (স্বহীহ): রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করুন তার প্রতি যে সূদ খায়, সূদ দেয়, যে দু'জন তার সাক্ষী হয় এবং যে তা লেখে।[২৫৯৮] তারা বলে তাদের কেবল সাক্ষী আছে এবং সূদের চুক্তি লেখার জন্য পেশাদার লেখক আছে যখন তারা সেটিকে বৈধ চুক্তির মত করতে চায়, তা সত্ত্বেও সেটি অকার্যকর, কেননা একমাত্র চুক্তির উপর আইন কার্যকর, যে ফরমে তা দেখা যায় তার উপর নয়। বস্তুতঃ নিয়্যত দ্বারা দলীল বিচার করা হয়।

১২৭২. (স্বহীহ): স্বহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

"إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ"

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আবরণ ও সম্পদরাজির আলোকে বিচার করেন না, বরং তিনি বিচার করেন তোমাদের হৃদয় ও কর্মের আলোকে।[২৫৯৯]

ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) 'হিলা' খণ্ডনের ব্যাপারে একখানা পুস্তক লিখেছেন। সেটার পার্শ্ব আলোচনায় তিনি অবৈধ বিষয়সমূহের প্রতিটি মাধ্যমের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করেছেন। সেই গ্রন্থখানি এ বিষয়ের উপর একটি উত্তম গ্রন্থ।

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৬. আল্লাহ সূদকে বিলুপ্ত করেন এবং খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন, আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৭. যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও না।

আল্লাহ সূদে বরকত দেন না

আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সূদকে ধ্বংস করেন, যারা তা খায় তাদের নিকট থেকে এ টাকা সরিয়ে নিয়ে কিংবা বরকত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে, এবং এভাবে তাদের অর্থের উপকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। তাদের সূদের কারণে আল্লাহ তাদেরকে এ জমিনে যন্ত্রণা দিবেন এবং তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ **"বল, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে।"**[২৬০০] এবং ﴿وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ **"অতঃপর অপবিত্রদের একেকে অন্যের উপর রাখবেন, সকলকে স্তূপীকৃত করবেন; অতঃপর এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"**[২৬০১] আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ﴾ **"মানুষের ধন বৃদ্ধির উদ্দেশে তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে**

২৫৯৮. মুসলিম ১৫৯৮ জাবির (রাঃ) এর হাদীস থেকে। **তাহক্বীক আলবানী**: স্বহীহ।
২৫৯৯. মুসলিম ২৫৬৪, ইবনু হিব্বান ৩৯৪। **তাহক্বীক আলবানী**: স্বহীহ।
২৬০০. সূরাহ মাইদাহ, ৫:১০০।
২৬০১. সূরাহ আনফাল, ৮:৩৭।

তা ধন বৃদ্ধি করে না।"[২৬০২] ইবনু জারীর বলেছেন যে, আল্লাহর কথা: ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا﴾ "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করবেন" ঐ কথার মত যা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে জানানো হয়েছে "সুদ কমে শেষ হয়ে যাবে যদিও তা প্রচুর হয়।"[২৬০৩]

১২৭৩. (সহীহ): ইমাম আহমাদ মুসনাদে একই রকম কথা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ০হাজ্জাজ)(শারীক)(রুকায়ন ইবনুর রাবী' বিন উমায়লাহ আল-ফাযারী)(তার পিতা (রাবী' বিন উমায়লাহ))(ইবনু মাসউদ (রাঃ))০ নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ" সুদ যদি বেশিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ক্রমে কমে যায়।[২৬০৪]

১২৭৪. (সহীহ): ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন, ০(আব্বাস বিন জা'ফার)(আমর বিন আওন)(ইয়াহইয়া বিন আবূ যাইদাহ)(ইসরাঈল)(রুকায়ন ইবনুর রাবী')(তার পিতা (রাবী' বিন উমায়লাহ))(ইবনু মাসউদ (রাঃ))০ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ" যতই অত্যধিক পরিমাণ সুদ সঞ্চয় করবে, পরিণতিতে তা ক্রমে হ্রাসই পেতে থাকবে।[২৬০৫]

১২৭৫. (দঈফ): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ০(আবূ সাঈদ (বানী হাশিম))(হায়সাম বিন রাফি')(আবূ ইয়াহইয়া)(ফাররূখ (উসমান (রাঃ) এর গোলাম))(উমার (রাঃ))০ (ফাররূখ) বলেন,

أَنَّ عُمَرَ -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَأَى طَعَامًا مَنْثُورًا. فَقَالَ: مَا هَذَا الطَّعَامُ؟ فَقَالُوا: طَعَامٌ جُلِبَ إِلَيْنَا. قَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبَهُ. قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ قَدِ احْتَكَرَ. قَالَ: وَمَنِ احْتَكَرَهُ؟ قَالُوا: فَرُّوخٌ مَوْلَى عُثْمَانَ، وَفُلَانٌ مَوْلَى عُمَرَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمَا عَلَى احْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ!! فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُذَامٍ"

"আমীরুল মু'মিনীন উমার (রাঃ) একদা মসজিদ থেকে বের হয়ে পথে শস্যদানা ছড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করেন যে, এগুলো এখানে কেন? লোকজন বলল : এটা বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহ এটাতে বরকত দান করুন। লোকজন বলল, হে আমিরুল মু'মিনিন! এ মাল উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব হতে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, এ কাজ কে করেছে? সকলে বলল, একজন হল উসমান (রাঃ)-এর গোলাম ফাররূখ এবং অন্যজন হল উমার (রাঃ)-এর অমুক গোলাম। তখন তাদের নিকট লোক পাঠান হল। তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলমানদের খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য তোমরা এটা কেন করেছো? তারা উভয়ে বলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, মাল ক্রয়-বিক্রয় করাই আমাদের পেশা। অতঃপর উমার (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে খাদ্য-

---

২৬০২. সূরাহ আর রূম, ৩০:৩৯।

২৬০৩. তাবারী ৬/১৫।

২৬০৪. আহমাদ ৩৭৪৫, মুসতাদরাক ২২৬২, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৫৮৫৫, সহীহ আল-জামি' ৩৫৪২। সানাদে শারীক এর কারণে সানাদে কোন সমস্যা নেই। কারণ, পরবর্তীতে তার তাবে' পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৬০৫. ইবনু মাজাহ ২২৭৯, মিসবাহুয যুজাজাহ ৮০৮, আল্লামাহ আল-বুসায়রী সানাদটিকে সহীহ বলেছেন। কেননা আব্বাস বিন জা'ফার ব্যতীত সকলে মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর আব্বাস বিন জা'ফারকে ইবনু আবী হাতিম ও ইবনুল মাদীনী স্বিকাহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

শস্য জমা করে রাখে, তাকে আল্লাহ দরিদ্র করে দিবেন অথবা তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করবে।" একথা শুনে ফাররূখ বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার নিকট ওয়াদা করছি যে, এই কাজ আর কখনও করব না। কিন্তু উমার (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম বলল, আমি আমার অর্থ দিয়ে মাল ক্রয় করি এবং বিক্রয় করি। এতে আবার দোষের কী? আবূ ইয়াহইয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি উমার (রাঃ)-এর সেই গোলামকে পরবর্তীতে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখেছি।[২৬০৬]

১২৭৬. (দঈফ): ইবনু মাজাহ হায়সাম বিন রাফি' এর সানাদে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ." যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তা জমা করে রাখে, আল্লাহ তাকে দরিদ্র করবেন অথবা তাকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত করবেন।[২৬০৭]

আল্লাহ দানকে বৃদ্ধি করেন, যখন কেউ তার পশু পালন করে বাড়ায়

আল্লাহর কথা: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَٰتِ﴾ **"দানে বৃদ্ধি দিবেন"** অর্থাৎ আল্লাহ দানকে বিকশিত করেন অথবা তা বাড়িয়ে দেন।

১২৭৭. (সহীহ): বুখারী লিপিবদ্ধ করেছেন «আবদুল্লাহ বিন মুনীর» «আবুন নাদর» «আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন দীনার» «তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন দীনার)» «আবূ সালিহ» «আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ لَيَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

'যে কেউ তার পবিত্র অর্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে- আর আল্লাহ পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না- তখন তা আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর দানকারীর জন্য সেটিকে প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার পশু প্রতিপালন করে, যে পর্যন্ত না তা একটি পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।'[২৬০৮] বুখারী স্বীয় যাকাত অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটা «খালিদ বিন মাখলাদ» «সুলায়মান বিন বিলাল» «আবদুল্লাহ বিন দীনার» সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমের যাকাত অধ্যায়ে «আহমাদ বিন উসমান বিন হাকীম» «খালিদ বিন মাখলাদ» এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২৬০৯] তবে তিনি বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি «মুসলিম বিন আবূ মারইয়াম, যায়দ বিন আসলাম, সুহায়ল» «আবূ সালিহ» «আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» থেকে তিনি নাবী (সাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আমি (ইবনু কাসীর) বলছি: এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুসলিম বিন আবূ মারইয়ামের সূত্রে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়দ বিন আসলামের সূত্রেও সেটি বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তা ব্যতীত স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনে এটি «আবূ তাহির ইবনুস সারহ» «ইবনু ওয়াহব» «হিশাম বিন সা'দ» «যায়দ বিন আসলাম» সূত্রে এবং «কুতায়বাহ» «ইয়া'কূব বিন আবদুর রহমান» «সুহায়ল» এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, «ওয়ারাকা'» «ইবনু দীনার» «সাঈদ বিন ইয়াসার» «আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» নাবী (সাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬০৬. ইবনু মাজাহ ২১৫৫, তিনি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন, আহমাদ ১৩৬, উক্ত শব্দগুলো আহমাদের। তারা উভয়ে উমার (রাঃ) এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি দুর্বল।

২৬০৭. ইবনু মাজাহ ২১৫৫। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৬০৮. বুখারী ১৪১০, ৭৪৩০, মুসলিম ১০১৪। **তাহকীক:** সহীহ।

২৬০৯. মুসলিম ১০১৪।

১২৭৮. (স্বহীহ): অন্য সূত্রে আবূ বাকর আল-বায়হাকী বর্ণনা করে বলেন, ◦(হাকিম)(আল-আসাম)(আব্বাস আল-মারওয়াযী)(আবূ নাদর)(হাশিম ইবনুল কাসিম)(ওয়ারাকা' বিন উমার আল-ইয়াশকুরী)(আবদুল্লাহ বিন দীনার)(সাঈদ বিন ইয়াসার)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ"

যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় অর্জিত মাল হতে একটি খেজুরও আল্লাহর রাহে দান করে, তা আল্লাহ স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর যেভাবে কোন ব্যক্তি পশুর বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করে সেভাবে আল্লাহ তা পালন করে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ বৃদ্ধি করবেন।"[২৬১০] অনুরূপভাবে এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ সকলে ◦(কুতায়বাহ)(লায়স বিন সা'দ)(সাঈদ আল-মাকবূরী)(সাঈদ বিন ইয়াসার আবুল হুবাব আল-মাদীনী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ থেকে এবং নাসাঈ ◦(মালিক)(ইয়াহইয়া আল-আনসারী)(সাঈদ বিন ইয়াসার আবুল হুবাব আল-মাদীনী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ ◦(ইয়াহইয়া আল-কাত্তান)(মুহাম্মাদ বিন আজলান)(সাঈদ বিন ইয়াসার আবুল হুবাব আল-মাদীনী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ নাবী (সাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২৭৯. (মুনকার): আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে ভিন্ন একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, ইবনু আবী হাতিম বলেন, ◦(আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী)(ওয়াকী')(আব্বাদ বিন মানসূর)(কাসিম বিন মুহাম্মাদ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ -أَوْ فَلُوَّهُ- حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ".

"মহামহিম আল্লাহ তাআ'লা দান-সাদকা সাগ্রহে কবুল করেন এবং তিনি সেটা স্বীয় ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেটা তোমাদের বকরীর বাচ্চার মত লালন-পালন করে বৃদ্ধি করেন। অথবা তোমরা যেভাবে গাধার বাচ্চা পালন করে বড় কর, আল্লাহও তেমনি তোমাদের সেই দান পালন করে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহর রাহে এক লোকমা খাদ্য দানের পুণ্য ওহুদ পাহাড় পরিমাণ বড়।"[২৬১১] এটার সত্যতার প্রমাণ আল্লাহর কিতাবেই রয়েছে ঃ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ **"আল্লাহ তাআ'লা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-সাদকাকে বর্ধিত করে দেন।"** অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ ওয়াকী' এর তাফসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ◦(আবূ কুরায়ব)(ওয়াকী')◦ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সেটিকে হাসান স্বহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে সাওরী আব্বাদ বিন মানসূর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ আরও বর্ণনা করেছেন ◦(খালফ ইবনুল ওয়ালীদ)(ইবনুল মুবারাক)(আবদুল ওয়াহিদ বিন দমরাহ ও আব্বাদ বিন মানসূর)(আবূ নাদরাহ)(কাসিম)◦ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১২৮০. (সহীহ): ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন, ◦(মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন ইসহাক)(আবদুর রাযযাক)(মা'মার)(আয়্যুব)(কাসিম বিন মুহাম্মাদ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◦ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ، يَقْبَلُهَا اللهُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، وِيُرَبِّيها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْره أَوْ فَصِيلَهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللهِ -أَوْ قَالَ: فِي كَفِّ اللهِ- حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ، فَتَصَدَّقُوا"

২৬১০. মুসলিম ১০১৪, তিরমিযী ৬৬১, ইবনু মাজাহ ১৮৪২, ইবনু হিব্বান ৩৩১৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।
২৬১১. তিরমিযী ৬৬২, সানাদটি আব্বাদ বিন মানসূর এর কারণে দুর্বল কিন্তু তার তাবে' রয়েছে। **তাহকীক আলবানী:** মুনকার***

"বান্দা যদি তার পবিত্র সম্পদ হতে দান-খয়রাত করে তবে আল্লাহ সেটা কবুল করেন এবং তিনি সেটা স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটা বৃদ্ধি করে দেন যেভাবে তোমাদের কেউ বকরী অথবা উটের বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করে। তেমনি কেউ এক লোকমা খাদ্র দান করলে আল্লাহ নিজ হস্তে সেটার (ছওয়াব) বৃদ্ধি করে দেন। এত বেশি বড়ান যে, এক লোকমাকে তিনি ওহুদ পর্বত পরিমান বর্ধিত করেন। তাই তোমরা দান-সদকা কর।"[২৬১২]

অনুরূপভাবে আবদুর রায্যাকের সূত্রে ইমাম আহমাদও এটা বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেও সানাদটি যদিও গরীব কিন্তু তা স্বহীহ। এটার উপস্থাপনাও খুবই আকর্ষণীয়! উপরন্তু উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলোর সাথে এটার সাযুজ্য রয়েছে।

১২৮১. (স্বহীহ): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ∢আবদুস্ স্বামাদ ⟩⟨ হাম্মাদ ⟩⟨ সাবিত ⟩⟨ কাসিম বিন মুহাম্মাদ ⟩⟨ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ".

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের দানকৃত একটি খেজুর ও এক লোকমা খাদ্যকে সেভাবেই বর্ধিত করে ওহুদ পর্বত করে দেন, যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উটের বাচ্চাকে পালন করে বড় কর।"[২৬১৩] এই সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমাদই (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটা বর্ণনা করেছেন।

১২৮২. আল-বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ∢ইয়াহইয়া ইবনুল মুআল্লা বিন মানসূর ⟩⟨ ইসমাঈল ⟩⟨ আমার পিতা ⟩⟨ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ⟩⟨ আমরাহ ⟩⟨ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ এবং ∢দহহাক বিন উসমান ⟩⟨ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَيَتَلَقَّاهَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ فَيُرَبِّيهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ -أَوْ وَصِيفه -أَوْ قَالَ: فَصِيلَهُ"

"নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যদি সৎ পন্থায় উপার্জিত বস্তু হতে দান-খয়রাত করে, তবে আল্লাহ তাআলা তা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটা তিনি সেভাবে বর্ধিত করে দেন যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উষ্ট্রী শাবক লালন-পালন করে বড় কর। আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত অপবীত্র বস্তু গ্রহণ করেন না।"[২৬১৪] অতঃপর তিনি বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহয়া বিন সাঈদ এবং আবূ উআইস ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নাই।

আল্লাহ অবিশ্বাসী কাফেরদের ভালবাসেন না

আল্লাহর কথা ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ **"আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীদেরকে ভালবাসেন না।"** জানাচ্ছে যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেননা যার আছে অবিশ্বাসী হৃদয়, যে কথায় ও কাজে এক নয়। আল্লাহ সূদের আয়াত শুরু করেছেন এবং যা দিয়ে তা শেষ করেছেন তার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। সূদ

২৬১২. তাবারী ৬২৫৪, মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৫৯৫, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৫৬, আহমাদ ৭৫৭৮। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬১৩. আহমাদ ২৫৬০৪, ইবনু হিব্বান ৩৩১৭, স্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৮৫৭, ৯৫০, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ২৬৯৬, স্বহীহ আল-জামি' ১৮১৫। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬১৪. মুসনাদ আল-বায্যার ৯৩১, মাজমা' আয যাওয়াইদ ওয়া মাম্বি' আল-ফাওয়াইদ ৪৬২৫। অনুরূপ ভাবার্থের স্বহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন– "স্বহীহ জামে'উস সাগীর" (৫৬০০, ৬১৫২), "স্বহীহ তিরমিযী" (৬৬১), "স্বহীহ নাসাঈ" (২৫২৫) ও "স্বহীহ ইবনু মাজাহ" (১৮৪২), বুখারী ও মুসলিম।

ভক্ষণকারীরা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না আল্লাহ তাদেরকে যে হালাল ও পবিত্র সম্পদ দিয়েছেন তা পেয়ে। তার পরিবর্তে তারা অবৈধ উপায়ে অবৈধ পন্থার উপর নির্ভর করে মানুষের সম্পদ লাভ করার। এটা দ্বারা বুঝা যায় তাদের প্রতি আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন তারা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

যারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তাদের প্রশংসা

আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যারা তাঁর রবুবিয়াতে বিশ্বাস করে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করে। ওরা হচ্ছে তারা যারা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়ালু, সলাত কায়েম করে এবং তাদের সম্পদের উপর যাকাত দেয়। আল্লাহ তাদেরকে জানিয়েছেন সেই সম্মানের কথা যা তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন আর তারা আখিরাত দিনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বাকী সূদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯. অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে, এতে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না, আর তোমরাও অত্যাচারিত হবে না।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

২৮০. যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে সচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

২৮১. তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে এবং তারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।

তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং সূদ বর্জন

আল্লাহ স্বীয় বান্দাহদের আদেশ দিচ্ছেন তাঁকে ভয় করার জন্য এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন এমন কিছু থেকে যা তাদেরকে তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি থেকে তাড়িয়ে দিবে। আল্লাহ বলেছেন ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর"** অর্থাৎ তাঁকে ভয় কর এবং মনে রেখ যে, তিনি দেখছেন তোমরা যা কিছু করছ। ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ **"সূদের অবশিষ্ট যা আছে তা পরিত্যাগ কর"** অর্থাৎ এ সতর্কবাণী শুনার পর মানুষের কাছে যে বকেয়া সূদ তোমাদের প্রাপ্য

আছে তা পরিত্যাগ কর, ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ **"তোমরা যদি সত্যিই মু'মিন হয়ে থাক"** ব্যবসা যা তিনি হালাল করেছেন তাতে এবং সূদের নিষিদ্ধতায় বিশ্বাস করে।

১২৮৩. (দঈফ জিদ্দান): যায়দ বিন আসলাম, ইবনু জুরায়জ, মুক্বাতিল বিন হায়্যান এবং সুদ্দী বলেছেন যে,

أَنَّ هَذَا السِّيَاقَ نَزَلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ مِنْ ثَقِيفٍ، وَبَنِي الْمُغِيرَةِ مَنْ بَنِي مَخْزُومٍ، كَانَ بَيْنَهُمْ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَدَخَلُوا فِيهِ، طَلَبَتْ ثَقِيفٌ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْهُمْ، فَتَشَاوَرُوا وَقَالَتْ بَنُو الْمُغِيرَةِ: لَا نُؤَدِّي الرِّبَا فِي الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ نَائِبُ مَكَّةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَكَتَبَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} فَقَالُوا: نَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَنَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فَتَرَكُوهُ كُلُّهُمْ.

এ আয়াত স্বাকীফ গোত্রের উপগোত্র বানী আমর বিন উমায়র এবং বানী মাখযূমের বানী মুগীরাহ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল যাদের মধ্যে জাহিলিয়্যাতের সময় হতে সুদ লেনদেনের বকেয়া অবশিষ্ট ছিল। ইসলামের আগমনে যখন উভয় গোত্রই মুসলিম হয়ে গেল, স্বাকীফ বানী মুগীরাহ হতে বকেয়া সুদ দাবী করল, কিন্তু বানী মুগীরাহ বলল, "ইসলামের ভিতর আমরা সুদ দেই না।" মক্কায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ডেপুটি আত্তাব বিন উসায়দ এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট লিখে পাঠালেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা আত্তাবকে জানালেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বাকী সূদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও।" তারা বলল, "আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমাদের সূদ যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করছি আর তারা তা পরিত্যাগ করল।[২৬১৫] এ আয়াত তাদের জন্য শক্ত হুমকি যারা এ হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ হওয়ার পরও সূদের লেনদেন অব্যাহত রেখেছে।

সূদ হচ্ছে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ইবনু জুরায়জ বলেছেন, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন যে, ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ﴾ **"তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও"** অর্থাৎ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চিত হও।' তিনি আরও বলেছেন, 'যারা সূদ খায় কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে 'যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র হাতে লও।' তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ **"অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও।"** আলী বিন আবী তলহাহ বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ **"অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও"** আয়াতটি সম্পর্কে বলেছেন, "যে কেউ সূদের লেনদেন চালিয়ে যাবে আর তা হতে বিরত হবেনা, তাহলে মুসলিম নেতা তাকে তাওবাহ করার জন্য বলবে। তবুও যদি সে সূদ হতে

২৬১৫. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১১৪০, ৩/১১৪১, আল-ওয়াহিদী তার 'ওয়াসীত' গ্রন্থে (১/৩৯৭) ০(দাউদ)(ইবনু জুরায়জ)(মুজাহিদ)০ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। এর মাঝে দু'টি ইল্লাত রয়েছে। ১. সানাদটি মুরসাল, ২. ইবনু জুরায়জ একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও 'আন আন' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান।

বিরত না হয়, তাহলে মুসলিম নেতা তার মাথা কেটে নিবে।"[২৬১৬] ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আলী ইবনুল হুসায়ন)(মুহাম্মাদ বিন বাশশার)(আবদুল আ'লা)(হিশাম বিন হাসসান)(হাসান ও ইবনু সীরীন)০ তারা উভয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! এই সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে যারা সুদখোর, তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে। যদি কোন ন্যায়বান শাসক জনগণকে শাসন করে, তাহলে তার কর্তব্য হল তাদেরকে অস্ত্রের মুখে নিক্ষেপ করা। কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং সর্বত্রই তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বিবৃত হয়েছে। তাই সকলের উচিত বেচাকেনা বা লেনদেনের বেলায় সুদের সংমিশ্রণ হতে পবিত্র থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উত্তম, পবিত্র ও হালাল বিষয়ের পরিধিকে ব্যাপক করেছেন। অতঃপর যদি ক্ষুধার্তও থাকতে হয়, তবুও তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না। ইবনু আবূ হাতিমও এটা বর্ণনা করেছেন।

রাবী' বিন আনাস বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদখোরদেরকে হত্যা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটা বর্ণনা করেছেন ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ), সুহায়লী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ ব্যাপারেই আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) مسألة العينة প্রসঙ্গে যায়দ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যদি সেটা হতে তওবা না করে তবে তার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কৃত মহা মর্যাদাপূর্ণ ও পূণ্যময় জিহাদও বিফল হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ হল আল্লাহর শত্রুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। অথচ সুদখোর নিজেই আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ **"তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"** এ অর্থ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সনদে এ অর্থটি খুবই দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়।

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ﴾ **"কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে, এতে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না"** সূদ গ্রহণ করে وَلَا تُظْلَمُونَ **'আর তোমরাও অত্যাচারিত হবে না'** অর্থাৎ তোমাদের আসল মুলধন কমে যাবেনা; বরং বাড়তি বা কমতি ছাড়াই তুমি যা ধার দিয়েছিলে তাইই পেয়ে যাবে।

১২৮৪. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইবনু আবী হাতিম লিপিবদ্ধ করেছেন, ০(মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন বিন ইশকাব)(উবায়দুল্লাহ বিন মূসা)(শায়বান)(শাবীব বিন গারকাদাহ আল-বারিকী)(সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস)(তার পিতা (আমর ইবনুল আহওয়াস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেছেন, "বিদায় হজ্জে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ভাষণ দিলেন,

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

জেনে রাখ! জাহিলিয়াতের যুগের সমস্ত সূদ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হল। তোমরা কেবল তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে, হ্রাস বৃদ্ধি ছাড়া। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সূদ বাতিল করছি, সমস্তটাই বাতিল।[২৬১৭]

১২৮৫. (স্বহীহ লি গায়রিহি): ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ০(আশ শাফিঈ)(মুআয ইবনুল মুসান্না)(মুসাদ্দাদ)(আবুল আহওয়াস)(শাবীব বিন গারকাদাহ)(সুলায়মান বিন আমর)(তার পিতা (আমর ইবনুল আহওয়াস) (রাযিয়াল্লাহু আনহু))০ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনিছি তিনি বলেছেন,

---

২৬১৬. তাবারী ৬/২৫।

২৬১৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১১৪৭, ইবনু মাজাহ ৩০৫৫, আবূ দাউদ ৩৩৩৪, সানাদে সুলায়মান বিন আমর ইবনুল আহওয়াস মাকবূল কিন্তু তার তাবে' পাওয়া যায়। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ লি গায়রিহি।

"أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"

'জেনে রাখ! জাহিলিয়াতের সকল সুদ বাতিল করে দিলাম। তোমরা কেবল তেমাদের মূলধন পাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করবে না।'[২৬১৮] ইবনু খারিজ ওরফে আমর হতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযাহ আর-রাকাশী, আলী ইবনু যায়দ ও হাম্মাদ বিন সালমার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদীসেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

ঋণগ্রস্তের প্রতি সদয় হওয়া যে আর্থিক কষ্টে পতিত হয়েছে

আল্লাহ বলেছেন: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ **"যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে সচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"** আল্লাহ পাওনাদারগণকে সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেনাদারদের প্রতি যারা আর্থিক কষ্টে নিপতিত ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ **"যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে সচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।"** জাহিলিয়্যাতের যুগে যখন ঋণ শোধের মেয়াদ আসত তখন পাওনাদার দেনাদারকে বলত "এখন ঋণ শোধ কর তা না হলে ঋণের সাথে সুদ যোগ হবে।"

ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহ পাওনাদারকে উৎসাহিত করেছেন দেনাদারকে অবকাশ দেয়ার জন্য এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কল্যাণের এবং বড় পুরস্কারের এ সৎকাজের জন্য, ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ **"আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"** অর্থাৎ যদি তুমি তোমার পাওনা মুছে ফেল তথা সম্পূর্ণরূপে তা বাতিল করে দাও। এ সম্পর্কে বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে।

১২৮৬. (সহীহ লি গায়রিহি): প্রথম হাদীস: আবূ উমামাহ আসআদ বিন যুরারাহ আন নাকীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম তাবারানী বলেন, [আবদুল্লাহ বিন শুআয়ব আল মুরাজ্জানী][ইয়াহইয়া বিন হাকীম][মুহাম্মাদ বিন বাকর আল-বুরসানী][আবদুল্লাহ বিন আবূ যিয়াদ][আসিম বিন উবায়দুল্লাহ][...............][আবূ উমামাহ আসআদ বিন যুরারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ"

"যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন যদি কেউ ছায়া কামনা করে, তবে তার উচিত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ ক্ষমা করে দেয়া অথবা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করতে অবকাশ দান করা।"[২৬১৯]

১২৮৭. (সহীহ): দ্বিতীয় হাদীস: বুরায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন [আফফান][আবদুল ওয়ারিস][মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ][সুলায়মান বিন বুরায়দাহ][তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে,

---

২৬১৮. পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।

২৬১৯. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ৮৯৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৬৬৮, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৯১২, সানাদে আসিম বিন উবায়দুল্লাহ দুর্বল, তাছাড়া তিনি আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাক্ষাৎ পাননি। তবে উক্ত হাদীসের মাতানের একধিক শাহিদ রয়েছে। দেখুন- ইবনু মাজাহ (২৪১৯) তার শব্দগুলো হলো: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعْ لَهُ যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দিন, সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তার দেনা মাফ করে দেয়। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ লি গায়রিহি।

"مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ". قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ". قُلْتُ: سَمِعْتُكَ -يَا رَسُولَ اللهِ -تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ". ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ"؟! قَالَ: "لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ"

যে কষ্টে নিপতিত দেনাদারকে অবকাশ দেয় সে প্রতিটি দিনের জন্য সমপরিমাণ দান করার সাওয়াব পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে বলতে শুনেছি 'যে কষ্টে নিপতিত দেনাদারকে অবকাশ দেয়, সে প্রতিটি দিনের জন্য সম পরিমাণ অর্থ দান করার সাওয়াব পাবে।' আমি আপনাকে আরো বলতে শুনেছি 'যে কষ্টে নিপতিত দেনাদারকে অবকাশ দেয় সে প্রতিটি দিনের অবকাশের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।' তিনি (ﷺ) বললেন, সে প্রতি দিনের জন্য সম পরিমাণে সাওয়াব পাবে তার অবকাশ দানের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত, এবং সময় শেষ হবে এবং সে প্রতিদিনের জন্য দ্বিগুণ সদাকাহ করার সাওয়াব পাবে যদি সে আরও অবকাশ দেয়।[২৬২০]

১২৮৮. (স্বহীহ): তৃতীয় হাদীস্ব: আবূ কাতাদাহ আল-হারিস্র বিন রিবঈ আল-আনস্বারী (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, ❮আফফান❯❮হাম্মাদ বিন সালামাহ❯❮আবূ জা'ফার আল-খাতমী❯❮ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী❯ বলেছেন যে, একটি লোকের কাছে আবূ কাতাদাহর পাওনা ছিল, সে আবূ কাতাদাহকে দেখে লুকাত যখন পাওনা আদায়ের জন্য তাকে খোঁজা হত। একদিন আবূ কাতাদাহ ঋণ আদায়ের জন্য আসলেন তখন একটি যুবক বেরিয়ে আসল। তার কাছে দেনাদার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হল এবং দেখা গেল যে, সে বাড়িতে খাচ্ছে। আবূ কাতাদাহ উচ্চৈঃস্বরে বললেন "হে লোক! বেরিয়ে এস, কারণ আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি বাড়িতে আছ।" লোকটি বেরিয়ে এল এবং আবূ কাতাদাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার কাছ থেকে লুকাচ্ছ কেন?" লোকটি বলল, "আমার অর্থকষ্ট চলছে, আমার কোন টাকা নেই।" আবূ কাতাদাহ বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! তুমি কি সত্যিই কঠিন দিনের সম্মুখিন হয়েছ?" সে বলল, "হ্যাঁ।" আবূ কাতাদাহ জোর আওয়াজে বললেন, "আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার দেনাদারকে সময় দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয় সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।"[২৬২১] ইমাম মুসলিম তার 'স্বহীহ' গ্রন্থে হাদীস্বটি বর্ণনা করেছেন।

১২৮৯. (স্বহীহ): চতুর্থ হাদীস্ব: হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। হাফিয আবূ ইয়া'লা (رحمه الله) বলেন, ❮আল-আখনাস আহমাদ বিন ইমরান❯❮মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল❯❮আবূ মালিক আল-আশজাঈ❯❮রিবঈ বিন হিরাশ❯❮হুযায়ফাহ (رضي الله عنه)❯ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"أَتَى اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آخِرِهَا: يَا رَبِّ، إِنَّكَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ، وَكُنْتُ رَجُلًا أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ يُيَسِّرُ، ادْخُلِ الْجَنَّةَ".

২৬২০. ইবনু মাজাহ ২৪১৮আহমা ৪৫৯৪, ৫১৫৭, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১০৫৩, স্বহীহ আল-জামি' ৬১০৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬২১. মুসলিম ১৫৬৩, আহমাদ ২২০৫৩, ২২১১৭। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

কিয়ামাতের দিন এক বান্দাহকে আল্লাহর সামনে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার জীবনে তুমি আমার জন্য কী কাজ করেছ?" লোকটি বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! আমার জীবনে আমি আপনার উদ্দেশ্যে এক অণু পরিমাণ কাজও করিনি।" তিনবার এ কথা বলবে, তৃতীয়বারে সে আরও বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছিলেন, এবং আমি একজন ব্যবসায়ী ছিলাম, আমি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতাম, অবস্থাপন্ন লোকদের জন্য সহজ শর্ত দিতাম, আর যারা অর্থ সঙ্কটে থাকত তাদেরকে সময় দিতাম।" মহান আল্লাহ বললেন, "সহজ শর্ত দেয়ার জন্য আমিই সবচেয়ে বেশি যোগ্য, কাজেই জান্নাতে প্রবেশ কর।" বুখারী, মুসলিম এবং ইবনু মাজাহও হুযায়ফাহ হতে এ হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মুসলিম উকবাহ বিন আমির এবং আবূ মাসউদ বাদরী হতে একই রকম শব্দাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৬২২]

১২৯০. (স্বহীহ): পঞ্চম হাদীস্র: বুখারীর শব্দগুলো হচ্ছে−

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ."

হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ আয যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, 'এক ব্যবসায়ী লোকেদেরকে ঋণ দিত। দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা তার নিকট অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে এই বলে ঋণ ক্ষমা করে দিতেন যে, আল্লাহও যেন তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দান করেছেন।'[২৬২৩]

১২৯১. (দঈফ): ষষ্ঠ হাদীস্র: সাহল বিন হুনায়ফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। হাকিম তার মুসতাদরাকে বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল ওয়ালীদ হিশাম বিন আবদুল মালিক আমর বিন স্বাবিত আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল আবদুল্লাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ সাহল বিন হুনায়ফ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَازِيًا، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مكاتبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ"

যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদকে অথবা গাযীকে অথবা অভাবগ্রস্থ ঋণীকে অথবা নির্ধারিত অর্থে মুক্তি চুক্তিবদ্ধ গোলামকে আর্থিক সাহায্য দান করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা সেই দিন ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন একমাত্র তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।[২৬২৪] অতঃপর তিনি বলেন, সানাদটি স্বহীহ কিন্তু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।

১২৯২. (দঈফ): সপ্তম হাদীস্র: আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন উবায়দ ইউসুফ বিন সুহায়ব যায়দ আল-আম্মী (দুর্বল) .... ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

২৬২২. বুখারী ২৩৯১, ২৭০৭, ৩৪৫১, মুসলিম ১৫৬০, ইবনু মাজাহ ২৪২০। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬২৩. বুখারী ২০৭৮, ৩৪৮০, মুসলিম ১৫৬২, নাসাঈ ৪৬৯৪, ৪৬৯৫, আহমাদ ৭৫২৫, ৮২৬২, ৮৫১৩, ইবনু হিব্বান ৫০৪২, ৫০৪৩। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬২৪. মুসতাদরাক ২৮৬০, সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৫৫৫, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২২২৫, দঈফ আল-জামি' ৫৪৪৭, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯৬। সানাদটি দুর্বল। সানাদে ১. আবদুল্লাহ বিন সাহল মাজহূল (অপরিচিত), হায়স্বামী তার মাজমা' (৫/২৮৩) এর মাঝে বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। ২. ইবনু আকীল তিনি নির্ভরযোগ্য নন, যদিও হাকিম দু'টি স্থানে তাকে স্বহীহ বলেছেন। ৩. আমর বিন সাবিত রাফেজী এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

"مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ، وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْبَتُهُ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ"

'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার দু'আ' কবুল হোক এবং তার বিপদ কেটে যাক, সে যেন অভাবীদের অভাব দূর করে।'[২৬২৫] হাদীসটি ইমাম আহমাদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

১২৯৩. (সহীহ): অষ্টম হাদীস: আবূ মাসউদ উকবাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, ইয়াযীদ বিন হারূন-আবূ মালিক-রিবঈ বিন হিরাশ-হুযায়ফাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا عَمِلْتُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، فَقَالَهَا لَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: أَيْ رَبِّ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلًا مِنَ الْمَالِ فِي الدُّنْيَا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي. فَغَفَرَ لَهُ.

এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট উপস্থিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি দুনিয়ায় কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি দুনিয়ায় সামান্য কোন পুণ্যের কাজও করিনি। এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করবেন। তৃতীয় বারে সেই লোকটি বলবে, হ্যাঁ, আপনি আমাকে দুনিয়ায় কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন এবং আমি তা দ্বারা ব্যবসা করতাম। এমন কি ধনী দেনাদারকেও বাকি উসুলের বেলায় তেমন কঠোরতা করতাম না এবং দরিদ্র দেনাদার অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করলে তাকে বকেয়া মাফ করে দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি আমার যে কোন বান্দার চেয়ে বহু বহুগুণে ক্ষমাশীল। পরিশেষে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[২৬২৬] আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঠিক এমনটিই আমি নাবী (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি। অনুরূপভাবে আবূ মালিক সা'দ বিন তারিকের সূত্রে ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন।

১২৯৪. নবম হাদীস: ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, আসওয়াদ বিন আমির-আবূ বাকর-আল-আ'মাশ-আবূ দাউদ (আল-আ'মা) (তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন)-ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ" যদি কোন ব্যক্তির কারও নিকট ঋণ থাকে এবং যদি সে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দান করে, তবে ঋণ আদায়ে অবকাশদাতা প্রতিদিন তার ঋণের পরিমাণ সাদকা দেয়ার সওয়াব পাবে।[২৬২৭] এই সূত্রে হাদীসটি গরীব বটে তবে বুরায়দাহ (রাঃ) এর সূত্রে পূর্বে এ ধরণের আরও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১২৯৫. (সহীহ): দশম হাদীস: আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, মুআবিয়াহ বিন আমর-যাইদাহ-আবদুল মালিক বিন উমায়র-রিবঈ-আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

"مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ"

২৬২৫. আহমাদ ৪৭৪৯, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৬৬৪, সিলসিলাহ দঈফাহ ৬৮০৮, সহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২১৬৫, দঈফ আল-জামি' ৫৩৮৭, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫৩৮। সানাদে যায়দ আল-আম্মী দুর্বল এবং তিনি ইবনু উমার (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পাননি। **তাহক্বীক আলবানী:** দঈফ।

২৬২৬. বুখারী ২০৭৭, মুসলিম ১৫৬০, আহমাদ ১৬৬১৬। **তাহক্বীক:** সহীহ।

২৬২৭. আহমাদ ১৯৪৭৫, সানাদে আবূ দাউদ আল-আ'মা এর নাম নুফায়' ইবনুল হারিস। তিনি মিথ্যুক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কিন্তু মাতানটি হাসান। কারণ মাতানটি পূর্বে বর্ণিত ১২৮৭ নং হাদীসে বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে প্রমাণিত।

যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করতে অবকাশ দান করবে অথবা ঋণ মাফ করে দিবে তাকে আল্লাহ তাআলা সেদিন ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।[২৬২৮]

১২৯৬. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম তার স্বহীহ' এর মাঝে ভিন্ন একটি সানাদে উবাদাহ ইবনুল ওয়ালীদ বিন উবাদাহ ইবনুস স্বামিত এর হাদীস্ব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা ইচ্ছা করলাম যে, সাহাবীগণ গত হয়ে যাওয়ার আগে আমরা তাদের নিকট হতে কিছু শিখে রাখব। তাই আমি এবং আমার পিতা ইল্‌ম সন্ধানে প্রথমে আনস্বারদের নিকট আসি। সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সহচর আবুল ইয়াসার (رضي الله عنه)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তার সাথে ছিল একটি গোলাম এবং একটি খাতা। আবুল ইয়াসারের গায়েও একটি মাগাফিরী চাদর ছিল এবং গোলামের গায়েও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। আমার পিতা তাকে বললেন, চাচা! আপনাকে রাগান্বিত মনে হচ্ছে! তিনি বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু ঋণ ছিল। পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই আজকে তার বাড়ি গিয়ে সালাম দিয়ে সে বাড়ীতে আছে কি-না জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার আব্বা কোথায়? বাচ্চাটি বলল, আপনার আগমন টের পেয়ে খাটের নিচে লুকিয়েছেন। অতঃপর আমি তাকে ডেকে বললাম, তুমি যে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছ তা আমি জানতে পেরেছি। পরে সে বের হয়ে আসে। আমি তাকে বললাম, কোন্ কারণে তুমি এরূপ লুকিয়ে থাকছ? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আছি। সুতরাং সাক্ষাৎ করলে হয় তো আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলতে হবে অথচ এটা থেকে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তেমনি হয়ত আপনার সাথে কোন ওয়াদা করতাম যা রক্ষা করা সম্ভব হত না। অথচ আপনি একজন আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। সত্য সত্যই আমি অভাবগ্রস্ত। আমি বললাম, তবে আল্লাহর কসম করে বলতে পার? সে তার কথার সত্যতার উপরে আল্লাহর কসম করল। অতঃপর আমি খাতা থেকে তার নাম কেটে ফেললাম এবং বললাম যে, যদি কখনো ঋণ শোধ করতে পার, তাহলে শোধ করিও নতুবা মাফ করে দিলাম। কেননা আমার দুটি চক্ষু দেখেছে, এই দু'টি কান দ্বারা শুনেছি এবং আমার খুবই ভাল করে মনে আছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ" যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করতে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ একেবারেই ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।[২৬২৯]

১২৯৭. একাদশতম হাদীস্ব: উস্বমান বিন আফফান (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ তার পিতার মুসনাদ থেকে বলেছেন, ⟨আবূ ইয়াহইয়া আল-বাঝ্যার মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহীম⟩⟨হোসান বিন বিশ্‌র বিন সাল্‌ম আল-কূফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)⟩⟨আল-আব্বাস ইবনুল ফাদল আল-আনস্বারী (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⟩⟨হিশাম বিন যিয়াদ আল-কুরাশী (প্রত্যাখ্যানযোগ্য)⟩⟨তার পিতা (যিয়াদ)⟩⟨মিহজান (উস্বমান (رضي الله عنه)-এর গোলাম) (দুর্বল)⟩⟨উস্বমান (رضي الله عنه)⟩ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন,

"أَظَلَّ اللهُ عَيْنًا فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ تَرَكَ لِغَارِمٍ"

যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সেই সকল লোকদেরকে তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন, যারা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণ আদায়ের জন্য অবকাশ দান করে, অথবা তা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়।[২৬৩০]

২৬২৮. আহমাদ ১৫০৯৫, ইবনু মাজাহ ২৪১৯, দারিমী ২৫৮৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৬৬৯, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১১০৫১, স্বহীহ আল-জামি' ৬১০৬। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬২৯. মুসলিম ৩০০৬, ইবনু হিব্বান ৫০৪৪। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৩০. আহমাদ ৫৩৩, সানাদটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, সানাদে আব্বাস ইবনুল ফাদল ও হিশাম বিন যিয়াদ আল-কারশী তারা উভয়ে মাতরূক (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) এবং মিহজান দুর্বল। কিন্তু মাতানটির শাহিদের কারণে মাহফূয।

১২৯৮. দ্বাদশতম হাদীস্র: ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, ∝[আবদুল্লাহ বিন ইয়াষীদ][নূহ বিন জা'ওয়ানাহ আস সুলামী আল-খুরাসানী][মুকাতিল বিন হায়্যান][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]∝ বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا -وَأَوْمَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ-: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ -ثَلَاثًا- أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا"

একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদের দিকে আগমন করলেন এবং তখন তিনি আবূ আবদুর রহমানকে হাত দ্বারা মাটির দিকে ইশারা করে বলেন, যে ব্যক্তি দুঃস্থ মানুষকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দিবে অথবা তা মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের প্রখরতর লেলিহান শিখার প্রজ্জ্বলন হতে রক্ষা করবেন। জেনে রাখ, জান্নাতের পথ তিনটি কারণে কন্টকাকীর্ণ এবং জাহান্নামের পথ খুবই সহজ ও নিষ্কণ্টক। আর সেই লোকেরাই পুণ্যবান যারা ফাসাদ ও বিশৃংখলা হতে পবিত্র। আর যে মানুষ ক্রোধ হযম করে ফেলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তার অন্তর আল্লাহ তা'আলা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।[২৬৩১] এ হাদীস্রটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

১২৯৯. (দঈফ): ত্রয়োদশতম হাদীস্র: ইমাম তাবারানী বলেন, ∝[আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-বূরানী][হুসায়ন বিন আলী আস্র সুদায়ী][হাকাম ইবনুল জারূদ (অপরিচিত)][ইবনু আবিল মুত্তাইদ][তার পিতা (আবুল মুত্তাইদ)][আতা'][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]∝ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ" যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রকাশ করে অবকাশ দান করে আল্লাহও তার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার তাওবা কবুল করে নেন।[২৬৩২]

আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও উপদেশ দিয়েছেন যে, এ দুনিয়া শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং এর ভেতরের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে যখন ঘটবে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির নিকট জবাব চাইবেন তারা যা করেছিল তার জন্য এবং কাজ অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ স্বীয় শাস্তির ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, তিনি বলেন, ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে এবং তারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।"** এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান কুরআনে এটিই ছিল নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

১৩০০. (গবেষণা অসম্পূর্ণ): ইবনু লাহীআহ বলেন, ∝[আতা' বিন দীনার][সাঈদ বিন জুবায়র]∝ বলেন,

---

২৬৩১. আহমাদ ৩০০৮। সানাদটি নূহ বিন জা'ওয়ানাহ এর কারণে দুর্বল। কারণ তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। মুকাতিল বিন হায়্যানকে একটি দল দুর্বল বললেও অন্যান্যরা তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে মাতানটির একাধিক শাহিদ রয়েছে।

২৬৩২. মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী ১১৩৩০, মাজমা' আয যাওয়াইদ ৬৬৭৫, সিলসিলাতুল আহাদীস্র আদ দঈফাহ ৫১৮৫, স্রহীহ ও দঈফ আল-জামি' ১২২৬৮, দঈফ আল-জামি' ৫৪৯০, দঈফ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫৩৯, সানাদে হাকাম ইবনুল জারূদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, তিনি মাজহুল (অপরিচিত), এবং ইবনুল আবিল মুত্তাইদ ও তার পিতা তাদের উভয়ের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ{وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} وَعَاشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ تِسْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ مَاتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ.

কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত ছিল: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে এবং তারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।"** আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর নাবী (ﷺ) মাত্র নয় রাত্রি বেঁচে ছিলেন, তিনি ২রা রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তেকাল করেন।[২৬৩৩] এটি ইবনু আবী হিব্বান বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মারদুবিয়্যাহ আল-মাসউদীর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (হাবীব বিন আবী স্বাবিত) (সাঈদ বিন জুবায়র) (ইবনু আব্বাস (রাঃ)) বলেছেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"** ইমাম নাসাঈ ইয়াযীদ আন নাহবীর হাদীস্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইকরিমাহ বর্ণনা করেছেন যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে এবং তারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।"** একই বর্ণনা জানানো হয়েছে দৃহহাক এবং আউফী কর্তৃক ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে।[২৬৩৪]

সাওরী বর্ণনা করেছেন, (আল-কিলাবী) (আবূ স্বালিহ) (ইবনু আব্বাস (রাঃ)) বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"** আয়াতটি নাযিল হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান ছিল ৩১ দিন।

ইবনু জুরায়জ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"** ইবনু জুরায়জ আরও বলেন, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর নাবী (ﷺ) মাত্র নয় রাত্রি বেঁচে ছিলেন। তাঁর অসুস্থতা শুরু শনিবার এবং মৃত্যু বরণ করেন সোমবারে।[২৬৩৫] ইবনু জারীর এটি বর্ণনা করেছেন। আতিয়্যাহ আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ **"তোমরা সেদিনের ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে এবং তারা কিছুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।"**

২৬৩৩. সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১১০৫৭। এটি মুরসাল। সানাদে ইবনু লাহীআহ দুর্বল, ইবনু দীনার সাঈদ বিন জুবায়র থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি।

২৬৩৪. তাবারী ৬/৪০।

২৬৩৫. তাবারী ৬৩১২, এটি মু'দাল। **তাহকীক:** দঈফ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে, তোমাদের মধ্যে যেন কোন একজন লেখক ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেরূপ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কাজেই সে যেন লিখে এবং কর্জ-গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ভয় রাখে এবং প্রাপ্য হতে যেন কোনও প্রকারের কাটছাঁট না করে। যদি কর্জ-গ্রহীতা স্বল্প-বুদ্ধি অথবা দুর্বল কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু ন্যায্যভাবে বলে দেয় এবং তোমাদের আপন পুরুষ লোকের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক, যাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে তোমরা রাজী আছ, এটা এজন্য যে, যদি একজন ভুলে যায় তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হবে, তখন যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে। ছোট হোক বা বড় হোক তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদসহ লিখে রাখাকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করো না, এ লিখে রাখা আল্লাহ্‌র নিকট ইনসাফ বজায় রাখার জন্য দৃঢ়তর, সঠিক প্রমাণের জন্য সহজতর এবং তোমরা যাতে কোনও সন্দেহে পতিত না হও এর নিকটবর্তী। কিন্তু যদি কোন সওদা তোমরা পরস্পর নগদ নগদ সম্পাদন কর, তবে না লিখলেও তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পর কেনাবেচা কর তখন সাক্ষী রেখ। কোনও লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেয়া না হয় এবং যদি এরূপ কর, তাহলে তোমাদের গুনাহ হবে। কাজেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।

লেনদেন লেখার প্রয়োজনীয়তা যা পরবর্তীতে কার্যকর হয়

মহান কুর'আনের এটিই দীর্ঘতম আয়াত। ইমাম জা'ফার বিন জারীর লিখেছেন, সাঈদ বিন মুসাইইয়াব বলেছেন যে, আমাকে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি অতি নিকটবর্তী সময়ে আরশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে যা কুর'আনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। যা ছিল ঋণ সম্পর্কিত আয়াত।[২৬৩৬]

২৬৩৬. তাবারী ৬/৪১।

১৩০১. (হাসান লি গায়রিহি): ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, ০(আফফান)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(আলী বিন যায়দ (দুর্বল))(ইউসুফ বিন মিহরান (দুর্বল))(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ বলেন, ঋণের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ، مَسَحَ ظَهْرَهُ فأخرج مِنْهُ مَا هُوَ ذَارِئٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ، فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهر، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هُوَ ابْنُكَ دَاوُدُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَمْ عُمُرُهُ؟ قَالَ: سِتُّونَ عَامًا، قَالَ: رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ. قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ. وَكَانَ عُمُرُ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَزَادَهُ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَكَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ، فَلَمَّا احتضر آدَمُ وَأَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي أَرْبَعُونَ عَامًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ. قَالَ: مَا فَعَلْتُ. فَأَبْرَزَ اللهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ."

ধারকর্য বা লেন-দেন চুক্তি করে আদম (আলাইহিস সালাম)-ই সর্বপ্রথম সেটা অস্বীকার করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে তার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাবার পরে কিয়ামত পর্যন্ত তার যত সন্তান-সন্ততি হবে সব বের হয়ে আসে এবং সেই সকল সন্তানকে তার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাদের মধ্য হতে একজনকে অত্যন্ত সুশ্রীকায় দেখতে পান। অতঃপর আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আমার রব্ব! এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, এ হল তোমার পুত্র দাউদ (আলাইহিস সালাম)! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার বয়স কত হবে? আল্লাহ বললেন, সত্তর বছর। আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার রব্ব! তার বয়স বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, না তা হয়না, হয়ত তোমার বয়স হতে তাকে কিছু দিতে পার। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর বয়স ছিল এক হাজার বৎসর। অতঃপর তাঁর বয়স হতে তিনি দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কে চল্লিশ বছর দান করেন। এটা লিখে নেয়া হয় এবং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী মানা হয়। কিন্তু যখন আদম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট মৃত্যুর ফেরশতা জান কবযের জন্য উপস্থিত হন, তখন তিনি তাকে বলেন, আমার তো বয়স এখনও চল্লিশ বৎসর বাকী আছে। তদুত্তরে তাকে বলা হয়, আপনি তো আপনার পুত্র দাউদকে আপনার বয়স হতে চল্লিশ বৎসর দান করেছিলেন। তিনি বললেন, এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি। অতঃপর তাকে সেই দলীল-পত্র দেখান হয় এবং সেই ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হয়।[২৬৩৭] হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে আসওয়াদ বিন আমিরের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে তবে সেখানে অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-কেও একশত বৎসর জীবিত রেখেছিলেন এবং আদম (আলাইহিস সালাম)-এর এক হাজার বছর পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল।

অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, ০(য়ূনুস বিন হাবীব)(আবূ দাউদ আত তায়ালিসী)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)০ এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। তার সানাদে আলী বিন যায়দ বিন জুদআন একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকিম তার মুসতাদরাকে ০(হারিস বিন আবদুর রহমান বিন আবূ যুবাব)(সাঈদ আল-মাকবূরী)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ সূত্র থেকে এবং ভিন্ন সূত্রে ০(হিশাম বিন সা'দ)(যায়দ বিন আসলাম)(আবূ সালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬৩৭. আহমাদ ২২৭০, সানাদটি দুর্বল। কারণ, সানাদে আলী বিন যায়দ বিন জুদআন এবং ইউসুফ বিন মিহরানও দুর্বল। তবে উক্ত হাদীসটির শাহিদ হিসেবে নির্ভরযোগ্য সানাদে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীস পাওয়া যায়। দেখুন– সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১৬৭। **তাহকীক:** শুআয়ব আল-আরনাওয়াত এটিকে হাসান লি গায়রিহি বলেছেন।

আল্লাহর কথা: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾ **"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে"** আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাহদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে ব্যবসায়িক লেনদেন লিখে রাখতে যখন তার মেয়াদ বিলম্বিত হয়। এ সব লেনদেনের শর্ত ও সময় সংরক্ষণ করতে আর সাক্ষিদের স্মৃতি, যা এ আয়াতের শেষে উল্লেখিত হয়েছে, ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟﴾ **"এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তর ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর পদ্ধতি।"**

সুফইয়ান আস সাওরী বলেন, [ইবনু আবী নাজীহ][মুজাহিদ][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] তিনি ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ﴾ **"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে"** আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেন করার ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আবুল হাসান আল-আ'রাজ বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তীকালেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেনের প্রচলন ছিল, তাকে আল্লাহ তাআলা বৈধ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। একথা বলে তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ **"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে"**। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১৩০২. (সহীহ): সহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে যে, [সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][ইবনু আবী নাজীহ][আবদুল্লাহ বিন কাসীর][আবুল মিনহাল][ইবনু আব্বাস (রাঃ)] বলেছেন "রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় আসলেন যখন লোকেদের অভ্যাস ছিল যে, তারা ফলের জন্য অগ্রিম টাকা দিত যে ফল এক বছর বা দু'বছরের মধ্যে সরবরাহ করা হত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم যে কেউ অগ্রিম টাকা দেয় (পরবর্তীতে খেজুর সরবরাহ পাওয়ার জন্য) সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের এবং নির্দিষ্ট রকমের খেজুরের জন্য দেয়।[২৬৩৮]

আল্লাহর কথা: فَٱكْتُبُوهُ **(লিখে রাখ)** এ সব লেনদেন লিখে রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ সেগুলোর শর্তাবলী সত্যায়ন ও সংরক্ষণ করার জন্য। এ কথার প্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়,

১৩০৩. (সহীহ): সহীহদ্বয়ে আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ" 'আমরা নিরক্ষর উম্মত, লিখতেও জানি না এবং হিসাব করতেও জানি না।'[২৬৩৯] সেক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যপূর্ণ উক্তি দু'টির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি? এর উত্তর হল: দীনের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তা আল্লাহ তাআলা এত সহজ করে উপস্থাপন করেছেন যে, তা মানুষের স্মরণ রাখা কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। এভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নতসমূহও সংরক্ষিত রয়েছে। তবে তিনি জাগতিক খুঁটিনাটি আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়কে লিপিবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। বস্তুত তিনি কোন অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এভাবে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দান করননি। অনেক মনীষীই এ উক্তি করেছেন। ইবনু জুরায়জ বলেছেন, "যে ঋণ নিয়েছে সে শর্তাবলী লিখবে, এবং যে কিনেছে তার সাক্ষী থাকা দরকার।"[২৬৪০] কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, দীর্ঘকাল কা'ব (রাঃ)-এর সংস্পর্শপ্রাপ্ত আবূ সুলায়মান মারআশী (রহঃ) একদা তাঁর সহচরদেরকে

২৬৩৮. বুখারী ২২৩৯, ২২৪১, মুসলিম ১৬০৪, আবূ দাউদ ৩৪৬৩, তিরমিযী ১৩১১, ইবনু হিব্বান ৪৯২৫। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।
২৬৩৯. বুকারী ১৯১৩, মুসলিম ১০৮০। **তাহকীক:** সহীহ।
২৬৪০. তাবারী ৬/৪৭।

বলেন, তোমরা কি সেই মযলুমকে চিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করে, কিন্তু তার দুআ' আল্লাহ কবুল করেন না? তারা সকলে বলল, এটা কিভাবে হতে পারে? তিনি বললেন, নির্ধারিত সময়ের জন্য সে ঋণ দেয়, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী নির্ধারণ করে না এবং সেটা লিখেও রাখে না। অতঃপর নির্ধারিত তারিখ হয়ে যাওয়ার পর সে তাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিতে থাকে, কিন্তু অনুগৃহীত ব্যক্তি সেটা অস্বীকার করে বসে। ফলে উপায়ান্তর না দেখে সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে থাকে। আর এই অবস্থায় এই মাযলুম ব্যক্তির দুআ' কবুল করা হয় না। কেননা, সে সেই ব্যাপারে সাক্ষী না রেখে বা সেটা লিপিবদ্ধ না করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করেছে।

আবূ সাঈদ, শা'বী, রাবী' বিন আনাস, হাসান, ইবনু জুরায়জ এবং ইবনু যায়দসহ অন্যান্যরাও[২৬৪১] বলেছেন যে, পূর্বে এ সব লেনদেন লিখে রাখা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু পরে রহিত হয়ে গেছে আল্লাহর এ কথা দ্বারা ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ **"যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয়।"**[২৬৪২]

অবশ্য নিম্নবর্ণিত হাদীসটি এটার দলীল যে, সেটা দ্বারা সাক্ষী রাখা এবং লিপিবদ্ধ করে রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

১৩০৪. (সহীহ): ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ⟨ইয়ূনুস বিন মুহাম্মাদ⟩⟨লায়স⟩⟨জা'ফার বিন রাবীআহ⟩⟨আবদুর রহমান বিন হুরমুয⟩⟨আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟩ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

"أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفه أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قَالَ: ائْتِنِي بِكَفِيلٍ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مَعَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، ثُمَّ زَجج مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا الْبَحْرَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي اسْتَسْلَفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. فَرَضِيَ بِذَلِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. فَرَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنِّي قَدْ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ بِالَّذِي أَعْطَانِي فَلَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَها. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَطْلُبُ مَرْكَبًا إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا تَجِيئُهُ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ تَسَلف مِنْهُ، فَأَتَاهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا الَّذِي جِئْتُ فِيهِ؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ بِهِ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِأَلْفِكَ رَاشِدًا".

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে বলল, সাক্ষী আন। ঋণপ্রার্থী ব্যক্তি বলল, আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। অতঃপর সেই ব্যক্তিটি বলল, তবে জামিন আন। সে বলল, আল্লাহ্‌র জামিনই যথেষ্ট। এটার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলল যে, তুমি সত্যিই বলেছো। অতঃপর ঋণ পরিশাধের তারিখ নির্ধারণ করে তাকে এক হাজার দিনার গুণে দেয়। এটার পর ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি

২৬৪১. তাবারী ৬/৪৭, ৪৯, ৫০।

২৬৪২. সূরাহ বাকারা, ২:২৮৩।

যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সমুদ্রের তীরে এসে কোন জাহাজের অপেক্ষা করতে থাকে। উদ্দেশ্য, কোন জাহাজ পেলে পার হয়ে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করবে, কিন্তু সে কোন জাহাজ পেল না। তখন একখণ্ড কাঠ খুঁড়িয়ে তার মধ্যে হাজার দীনার এবং সেই ব্যক্তির নামে এক খানা পত্র লিখে তার মুখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আপনি ভাল করে জানেন যে, অমুক ব্যক্তির নিকট হতে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়েছিলাম। ঋণ গ্রহণে সে সাক্ষী চাইলে আমি আপনাকেই সাক্ষী করেছিলাম এবং সে জামিন চাইলে আমি আপনাকেই জামিন করেছিলাম। আর সে এটাতেই রাযী হয়েছে। এখন আমি তার নিকট গিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাকে সেটা প্রদান করার ইচ্ছায় নদীর তীরে জাহাজ খুঁজছি। কিন্তু পারাপারের জন্য কিছুই পেলাম না। তাই উক্ত দীনারগুলো আপনাকে সোপর্দ করে এই কাষ্ঠে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিলাম। আমার ফরিয়াদ এই যে, এগুলো তার নিকট পৌঁছিয়ে দিন। এটার পর সে নদীর তীর হতে চলে আসল। এদিকে সেই ঋণদাতা ব্যক্তি এই ভেবে নদীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন যে, ঋণগ্রহীতা সেই ব্যক্তির আজ ঋণ পরিশোধের তারিখ। তাই লোকটি জাহাজযোগে তার পাওনা নিয়ে আসতে পারে। বারবার তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কোন এক জাহাজে সেই ব্যক্তির আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি নদীর কূলে এক ফালি কাঠ দেখতে পান। শেষ অবধি এই ভেবে তিনি সেই কাঠটি তুলে নেন যে, আর না হোক এটা দ্বারা জ্বালানী তো হবে। মূলত এটার মধ্যেই ছিল সেই দীনারগুলো। তিনি বাড়ি গিয়ে সেই কাঠটি কেটে টুকরা করার সময় দীনারগুলো এবং চিঠিটা পান। এই দিকে সেই ব্যক্তিও পিছনে পিছনে এসে বলল যে, নিন আপনার প্রাপ্য। আল্লাহর শপথ! আমি অনেক চেষ্টা করে পারাপারের কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। তাই যথাসময়ে উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়ছে। তার এটা বলার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলেন, আপনি কি টাকাগুলো অন্য উপায়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন? সে বলল, আমি তো আগেই বললাম যে, কোন জাহাজ পায়নি বিধায় আসতে পারিনি। তিনি বললেন, আপনার অর্থ আপনার পক্ষ হতে আল্লাহ আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন- যা আপনি কাঠের মধ্যে করে ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাই আপনি এই অর্থ নিয়ে যান। এটার সনদসমূহ বিশুদ্ধ।[২৬৪৩] বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় সহীহুল বুখারীতে এ হাদীসটি সহীহ সানাদে মুআল্লাক সূত্রে সাতটি স্থানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, লায়স বিন সা'দ অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, এর কিছু অংশ আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর কথা ﴿وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ **"তোমাদের মধ্যে যেন কোন একজন লেখক ন্যায্যভাবে লিখে দেয়"** এবং সত্যের ভিতরে। কাজেই চুক্তির কোন পক্ষকে ঠকানো লেখকের জন্য জায়েয নয়, এবং সে কেবল লিখবে যেভাবে চুক্তির পক্ষগুলো সম্মত হয়েছে কোন যোগ বিয়োগ ছাড়া। আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ﴾ **"লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেহেতু আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন কাজেই সে যেন লিখে"** অর্থাৎ "যারা লিখতে জানে তাদের জন্য লেনদেনের যুক্তি লিখা হতে বিরত থাকা উচিত নয় যখন তাদেরকে লিখতে বলা হয়।" উপরন্তু এ রকম চুক্তি লিখে দেয়া যারা নিরক্ষর তাদের জন্য লেখকের পক্ষ হতে এক ধরণের সদাকার কাজ হোক, কারণ আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না। কাজেই সে লিখুক,

---

২৬৪৩. আহমাদ ৮৩৮১, সানাদটি সহীহ। বুখারী (১৪৯৮, ২২৯১, ২৪০৪, ২৪৩০, ২৭৩৪, ৬২৬১) লায়স থেকে মুআল্লাক সূত্রে, এবং (২০৬৩), আবদুল্লাহ বিন সালিহ থেকে মাওসূল সূত্রে। আদাবুল মুফরাদ (১১২৮), ইবনু হিব্বান (৬৪৮৭), তারা উভয়ে উমার বিন আবী সালামাহ থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৪৫, সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৮০৫। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৩০৫. (স্বহীহ): যেমনটি হাদীস্বে বলা হয়েছে إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لأَخْرَقَ কোন কর্মীকে সাহায্য করা এক ধরণের সাদাকা, আর কোন দুর্বল লোকের জন্য কিছু করাও।[২৬৪৪]

১৩০৬. (স্বহীহ): অন্য হাদীস্বে নাবী (ﷺ) বলেছেন, مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمه أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ যে ব্যক্তি ইল্‌ম লুকিয়ে রাখে যা সে জানে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[২৬৪৫] মুজাহিদ ও আতা' বলেছেন, তাকে যদি লিখতে বলা হয় তাহলে "লেখক লিখবে।" আল্লাহর বাণী: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ﴾ **"দেনাদার যার উপর দেনা চাপছে সে বলে দিবে, এবং তার উচিত তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করা"** জানাচ্ছে যে, দেনাদার লিখককে বলে দিবে তার দেনার সম্পর্কে, কাজেই সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ **"আর দেনার কিছু কমিয়ে দিওনা"** অর্থাৎ তার দেনার কিছু অংশ গোপন করোনা। ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا﴾ **"কিন্তু দেনাদার যদি কম বুদ্ধির লোক হয়"** আর এ সব বিষয়ে ফায়সালা করতে তাকে যদি না দেয়া হয়, কারণ সে অর্থের অপচয় ঘটাবে, যেমন, ﴿أَوْ ضَعِيْفًا﴾ **"অথবা দুর্বল"** যেমন খুব কম বয়সের বা পাগল, ﴿أَوْلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ﴾ **"অথবা লেখ্যবস্তু বলে দিতে অক্ষম"** অসুখের কারণে কিংবা এ সব বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে, ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ﴾ **"তাহলে তার অভিভাবক সততার সঙ্গে তা বলে দিবে।"**

আল্লাহ তাআ'লার বাণী: ﴿وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ **"তোমাদের আপন পুরুষ লোকের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ"** অর্থাৎ লেখার সাথে সাথে দু'জন সাক্ষীও করতে হবে যাতে ব্যাপারটা শক্ত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। আর ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتٰنِ﴾ **"যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক।"** অর্থ সম্পদের ব্যাপারে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এর দ্বারা কেবল সম্পদকেই নির্দিষ্ট করা যাবেনা। আর একজন পুরুষের স্থানে দু'জন মহিলা করা হয়েছে। এর কারণ হল মহিলাদের জ্ঞানের স্বল্পতা।

১৩০৭. (স্বহীহ): যেমন ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'স্বহীহ' এর মাঝে বলেছেন, «কুতায়বাহ» «ইসমাঈল বিন জা'ফার» «আমর বিন আবূ আমর» «মাকবূরী» «আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)» বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন,

"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاِسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رأيتكن أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَة: وَمَا لَنَا -يَا رَسُولَ اللهِ- أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتكفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رأيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: "أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعدل شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي لَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدين"

হে মহিলাসকল! সাদাকা কর এবং বেশি করে ইসতিগফার পাঠ কর। কেননা জাহান্নামে আমি তোমাদের সংখ্যাই বেশি দেখেছি। তখন একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কী কারণে আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হবে? তিনি বলেন, তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দাও এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। পক্ষান্তরে যদিও তোমাদের দ্বীন ও বুদ্ধিমত্তায় দীনতা রয়েছে, কিন্তু তোমরাই পুরুষদের মন হরণে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। আবার সেই মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! দ্বীন এবং জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে? তিনি বললেন, জ্ঞানের স্বল্পতা তো এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দু'জন মহিলার

২৬৪৪. বুখারী ২৫১৮। **তাহকীক:** সীহহ।

২৬৪৫. আহমাদ ৭৯৮৮, তিরমিযী ২৬৪৯, আবূ দাউদ ৩৬৫৮, ইবনু মাজাহ ২৬১, ২৬৬, ইবনু হিব্বান ৯৫। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের স্বল্পতা হল যে, ঋতুর সময় তোমরা নামায পড় না এবং ঋতুর অবস্থায় তোমরা রোযা ভেঙ্গে থাক ও পরে তা কাযা কর।[২৬৪৬]

চুক্তি লেখার সময় সাক্ষিরা হাজির থাকবে

অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ **"তোমাদের মধ্য হতে পুরুষ সাক্ষী সাক্ষ্য দিবে"** চুক্তি লেখার সময় সাক্ষিদের হাজির থাকার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে দিচ্ছে বিষয়গুলোকে আরও সংরক্ষিত রাখার জন্য, ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰىهُمَا﴾ **"যদি একজন ভুলে যায়।"** মহিলা সাক্ষীদ্বয়ের একজন যদি ভুলে যায় তবে ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدٰىهُمَا الْأُخْرٰى﴾ **"অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।"** অর্থাৎ সাক্ষী করার সময় যা ঘটেছিল বা যার জন্য সাক্ষী করা হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দিবে। এজন্য অনেকে এটিকে فَتُذَكِّرَ التذكار থেকে শব্দে তাশদীদ যোগে পড়েছেন। বস্তুত যারা বলেন, উভয় মহিলার সাক্ষ্য যদি একে অপরের সাথে হুবহু মিলে যায় কেবল তখনই তাদের সাক্ষীকে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত বলে ধরা হবে, অন্যথায় নয়। এটি হল তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা বা অপবাদ। প্রথম ব্যাখ্যাই সর্বসম্মত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا﴾ **"সাক্ষিদের উচিত নয় প্রত্যাখ্যান করা যখন তাদেরকে ডাকা হয়"** অর্থাৎ যখন স্ত্রীদেরকে সাক্ষী হতে ডাকা হয়, তাদের সম্মত হওয়া উচিত, যেমনটি কাতাদাহ 'এবং রবী' বিন আনাস বলেছেন, তেমনি, আল্লাহ বলেছেন, وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ **"লেখকের উচিত নয় লিখতে অস্বীকার করা, যেহেতু আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন, কাজেই সে লিখবে"** কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত জানাচ্ছে যে, সাক্ষী হতে সম্মত হওয়া ফারযে কিফাইয়াহ (মুসলিম উম্মাহর একাংশের জন্য কর্তব্য)। কেউ কেউ বলেন, এ মতটি জামহুর উলামাদের মত। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا﴾ **"সাক্ষিদের উচিত নয় প্রত্যাখ্যান করা যখন তাদেরকে ডাকা হয়"**[২৬৪৭] এ আয়াত সাক্ষিরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তার সত্যায়ন করাকে বুঝাচ্ছে, এভাবে তাদের বর্ণনাকে 'সাক্ষ্য' হওয়ার কথা যথাযোগ্য করেছে। কাজেই যখন কোন সাক্ষীকে সে যে সাক্ষ্য দিয়েছে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য ডাকা হয় তার সাক্ষ্য দেয়া দরকার যদি এ দায়িত্ব আগেই পূর্ণ করা হয়ে না থাকে, এক্ষেত্রে এরকম সাক্ষ্যদান ফারযে কিফাইয়াহ হয়ে যায়। মুজাহিদ এবং আবূ মিজলায বলেছেন, "তোমাদের যদি সাক্ষী হওয়ার জন্য ডাকা হয় তাহলে সম্মত হওয়া তোমার ইচ্ছাধীন, কিন্তু তুমি যদি সাক্ষ্য দিয়ে থাক আর তা সত্যায়ন করার জন্য তোমাকে ডাকা হয় তাহলে এগিয়ে আসা তোমার জন্য ওয়াজিব।"[২৬৪৮]

১৩০৮. (সহীহ): সহীহ মুসলিমে ও সুনান গ্রন্থসমূহে মালিকের সূত্রে প্রমাণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন আবী বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম তার পিতা (আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন উসমান আবদুর রহমান বিন আবূ আমরাহ যায়দ বিন খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীর কথা বলব? সেই ব্যক্তি উত্তম যার নিকট সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।[২৬৪৯]

২৬৪৬. মুসলিম ৮০। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৬৪৭. তাবারী ৬/৬৮।

২৬৪৮. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১১৮১।

২৬৪৯. মুসলিম ১৭১৯, আবূ দাউদ ৩৫৯৬, তিরমিযী ২২৯৫, ২২৯৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৬০২৯, ইবনু মাজাহ ২৩৬৪। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৩০৯. (ভিত্তিহীন): সহীহায়নে অন্য একটি হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا" আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট সাক্ষীর কথা বলব? যারা সাক্ষী গ্রহণের পূর্বেই সাক্ষী প্রদানের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তারাই নিকৃষ্টতম সাক্ষী।[২৬৫০]

১৩১০. (সহীহ): অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيمانُهم شَهَادَتَهُمْ وَتَسْبِقُ شهادَتُهم أَيْمَانَهُمْ" অর্থাৎ অতঃপর এমন এক দল আসবে যারা সাক্ষী প্রদানের পূর্বে শপথ করতে থাকবে এবং শপথের পরে সাক্ষ্য দিতে থাকবে।[২৬৫১]

১৩১১. (সহীহ): অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, "ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُون وَلَا يُسْتَشْهَدون" এমন একটি জাতি আসবে যাদের সাক্ষ্য প্রার্থনা করা হবে না, অথচ তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে। এরাই হল মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা সম্প্রদায়।[২৬৫২] জানানো হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও হাসান আল-বাসরী বলেছেন যে, সাক্ষী হওয়া এবং যে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তা সত্যায়ন করার বাধ্যবাধকতা উভয় ক্ষেত্রেই আছে।

আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا تَسْـَٔمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ﴾ **"তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত নয় তা লিখতে, তা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, তার নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য"** আল্লাহ এ নির্দেশকে জোরদার করেছেন, এ হুকুম দিয়ে যে, টাকার অংক বড় হোক বা ছোট হোক ঋণের ব্যাপার লিখতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ﴿وَلَا تَسْـَٔمُوٓا﴾ **"তোমাদের ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়"** অর্থাৎ লেনদেন এবং তার মেয়াদ লিখতে বিরক্ত হয়োনা, টাকার অংক বড়ই হোক আর ছোটই হোক।

আল্লাহর কথা ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا﴾ **"এটা আল্লাহর নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তর ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর পদ্ধতি।"** অর্থাৎ যে সব লেনদেন পরবর্তীতে কার্যকর হবে তা লিখে রাখা আল্লাহর নিকট বেশি ন্যায়সঙ্গত, যা বেশি অর্থবহ এবং চুক্তির মেয়াদ সংরক্ষণ করার জন্য বেশি সুবিধাজনক। কাজেই, এসব চুক্তি লিখে রাখাটা সাক্ষীদেরকে সাহায্য করে, যখন তারা পরবর্তীতে তাদের হাতের লেখা দেখে অথবা সাক্ষর এবং এভাবে তাদের স্মরণে এসে যায় তারা কি সাক্ষ্য দিয়েছিল, কারণ এটা সম্ভব যে, সাক্ষিরা নিজেদের দেয়া সাক্ষ্য ভুলে যেতে পারে। ﴿وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا﴾ **"তোমাদের সন্দেহ সংশয় জাগ্রত না হওয়ার জন্য বেশি সুবিধাজনক"** অর্থাৎ তা সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহায্য করে। কারণ, তোমার যদি চুক্তি দেখার দরকার হয়ে যায়, যা তুমি আগেই লিখেছ, তাহলে সন্দেহ শেষ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ **"কিন্তু যদি কোন সওদা তোমরা পরস্পর নগদ নগদ সম্পাদন কর, তবে না লিখলেও তোমাদের কোন দোষ নেই।"** জানাচ্ছে যে, লেনদেন যদি তাৎক্ষণিক সংঘটিত হয় তাহলে তা না লিখলে ক্ষতি নেই।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ **"আর তোমরা যখন পরস্পর কেনাবেচা কর তখন সাক্ষী রেখ।"** কিন্তু এটি রহিত হয়ে গেছে এ কথার দ্বারা ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾ **"যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয়"**।

২৬৫০. সিলসিলাহ দঈফাহ ৪৮৬৭, ইমাম আল-হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) অতিরিক্ত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সহীহায়নের কথাটি উল্লেখ করেছেন। **তাহকীক আলবানী:** এই শব্দে হাদীসটি ভিত্তিহীন।

২৬৫১. বুখারী ২৬৫২, মুসলিম ২৫৩৩। ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর হাদীস থেকে। **তাহকীক:** সহীহ।

২৬৫২. বুখারী ২৬৫১, ৬৪২৮, মুসলিম ২৫৩৫। ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) এর হাদীস থেকে। **তাহকীক:** সহীহ।

কিংবা, হতে পারে যে, এ সব ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে, আবশ্যকীয় করা হয়নি যা খুযায়মাহ বিন স্নাবিত আনস্নারী বর্ণিত হাদীস্ন থেকে জানা যাচ্ছে যেটি ইমাম আহমাদ সংগ্রহ করেছেন:

১৩১২. (স্নহীহ): «আবুল ইয়ামান» «শুআয়াব» «যুহরী» «উমারাহ বিন খুযায়মাহ আল-আনস্নারী» «তার চাচা যিনি নাবী (ﷺ) এর সাহাবী ছিলেন» তিনি তাকে বলেছেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ، حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فابتَعْه، وَإِلَّا بعتُه، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سمع نداء الأعرابي، قال: "أو ليس قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟" قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ مَا بِعْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ". فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ. فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ! إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا. حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ، فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ. قَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: "بِمَ تَشْهَدُ؟" فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَجَعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمة بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

নাবী (ﷺ) একটা ঘোড়া কেনার জন্য এক বেদুঈনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। নাবী (ﷺ) তাকে পেছনে আসতে বললেন যাতে তিনি তাকে ঘোড়ার দাম দিতে পারেন। নাবী (ﷺ) বেদুঈন হতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পথে বেদুঈনের সঙ্গে অনেক লোকের দেখা হল যারা ঘোড়াটি কেনার চেষ্টা করল, কারণ তারা জানতনা নাবী (ﷺ) ঘোড়াটি কিনতে সত্যিই সংকল্পবদ্ধ কিনা। কতক লোক নাবী (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি মূল্য দিতে চাইল। বেদুঈন নাবী (ﷺ)-কে বলল, "আপনি যদি ঘোড়াটি কিনতে চান তো কিনুন, তা না হলে এটা আমি অন্য কারো কাছে বিক্রি করব।" নাবী (ﷺ) বেদুঈনের এ কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন "আমি কি ঘোড়াটি তোমার থেকে কিনে নেইনি? বেদুঈন বলল, "আল্লাহর শপথ! আমি আপনার কাছে ওটা বিক্রি করিনি? নাবী (ﷺ) বললেন,"আমি তো তোমার কাছ থেকে ওটা কিনে নিয়েছি।" এ সময় উভয়ের পাশে লোক জুটে গেল , তখন বেদুঈন বলল, "আপনি একটা সাক্ষী হাজির করুন যে বলবে যে আমি ঘোড়াটি আপনার কাছে বিক্রি করেছি। ইতোমধ্যে মুসলিমরা যারা এসেছিল তারা বেদুঈনকে বলল, "তোমার সর্বনাশ হোক! নাবী (ﷺ) সত্য ছাড়া বলেন না।" যখন খুযায়মাহ বিন স্নাবিত আসলেন এবং নাবী (ﷺ) ও বেদুঈনের মধ্যে বাদানুবাদের কথা শুনলেন যখন বেদুঈন বলছিল, "একটা সাক্ষী আনুন যে বলবে যে, আমি ঘোড়াটি আপনার কাছে বিক্রি করেছি।" খুযায়মাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ঘোড়াটি তাঁর কাছে বিক্রি করেছ।" নাবী (ﷺ) খুযায়মাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "তোমার সাক্ষ্যের ভিত্তি কী?" "খুযায়মাহ বললেন, "আমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)।" এ কারণে রসূলুল্লাহ (ﷺ) খুযায়মাহর সাক্ষ্যকে দু'জন লোকের সাক্ষ্যের মূল্য দিলেন।[২৬৫৩] এটি আবূ দাউদ ও নাসাঈও লিপিবদ্ধ করেছেন।

সার কথা হল, বিশেষ সাবধানতার জন্যই সাক্ষী রাখা উচিত।

২৬৫৩. আহমাদ ২১৩৭৬, আবূ দাউদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৪৭। এর কিছু অংশের শাহিদ হিসেবে স্নহীহ বুখারী (৪৭৮৪) এর মাঝেও পাওয়া যায়। **তাহকীক আলবানী:** স্নহীহ।

১৩১৩. (স্বহীহ): দুই ইমাম আল-হাফিয আবূ বাকর বিন মারদুবিয়্যাহ ও হাকিম তার মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন যে, মুআয বিন মুআয আল-আম্বারী, শু'বাহ, ফিরাস, আশ শা'বী, আবূ বুরদাহ, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন,

"ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَرَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ"

তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুআ' করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের দুআ' কবুল করবেন না। **এক.** সেই ব্যক্তি যার বন্ধনে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রয়েছে, অথচ সে তাকে তালাক দেয় না। **দুই.** সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমের মাল তার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই তাকে সমর্পণ করে। **তিন.** সেই ব্যক্তি যে কাউকে ঋণ দেয়, কিন্তু কোন সাক্ষী রাখে না।[২৬৫৪] অতঃপর হাকিম বলেন, এর সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ কিন্তু তারা উভয়ে তা বর্ণনা করেননি। কারণ শু'বার (রহঃ) শিষ্যগণ এ হাদীসটিকে আবূ মূসা আশআরীর (রাঃ) উপর 'মাওকূফ' করেছেন।

১৩১৪. (স্বহীহ): কিন্তু এ কথা সর্বসম্মতরূপে সাব্যস্ত যে, "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ" তিন শ্রেণীর লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।[২৬৫৫] হাদীসটি শু'বা হতে ধারাবাহিকভাবে পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত।

আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ **"কোনও লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেয়া না হয়"** জানাচ্ছে যে, লেখক ও সাক্ষী যেন কোন ক্ষতি না করে, যেমন লেখককে যা লেখার জন্য বলা হচ্ছে তাথেকে অন্য কিছু লিখছে, অথবা সাক্ষী যা শুনেছে তাথেকে অন্য কথা বলছে কিংবা তার সাক্ষ্য গোপন করছে। এটিই হাসান ও কাতাদা ও অন্যান্যদের ব্যাখ্যা।[২৬৫৬] কেউ কেউ বলছেন, এটার অর্থ হল, এটা দ্বারা লেখক ও সাক্ষ্য দানকারীদের কারো ক্ষতি না করা। যেমনটি ইবনু আবী হাতিম বলেছেন, উসায়দ বিন আসিম, হুসায়ন বিন হাফস, সুফইয়ান, ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ, মিকসাম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ **"কোনও লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেয়া না হয়"** আলোচ্য আয়াতাংশের জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কাউকেও লেখার জন্য এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বলে আর যদি সে কোন কাজে লিপ্ত থাকে, তখন এই বলে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের কাজের ক্ষতি করা যাবে না যে, এটা ওয়াজিব। ইকরিমা, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ বিন জুবায়র, দহহাক, আতিয়্যাহ, মুকাতিল বিন হায়্যান, রাবী' বিন আনাস ও সুদ্দী [রহিমাহুমুল্লাহ তাআলা আলায়হিম আজমাঈন] প্রমুখও এটা বলেছেন।

আল্লাহর কথা: ﴿وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ **"এবং যদি এরূপ কর, তাহলে তোমাদের গুনাহ হবে।"** অর্থাৎ তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর এবং তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তোমরা যদি তা প্রত্যাখ্যান কর এবং তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তোমরা যদি তা কর, তাহলে তা হবে সেই পাপের কারণে যা তোমাদের সাথে বাস করে ও থাকে, সে পাপ থেকে তোমরা নিজেদেরকে কক্ষনো মুক্ত করতে পারবে না।"

২৬৫৪. মুসতাদরাক ৩১৮১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২০৩০৪, ইমাম বায়হাকী কর্তৃক রচিত 'সুনান' ১৭১৪৪, স্বহীহ আল-জামি' ৩০৭৫, সিলসিলাহ স্বহীহাহ ১৮০৫। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

২৬৫৫. বুখারী ৯৭, ৩০১১, মুসলিম ১৫৪, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) এর লম্বা হাদীস থেকে। **তাহকীক**: স্বহীহ।

২৬৫৬. তাবারী ৬/৮৫, ৮৬।

আল্লাহর কথা ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ **"কাজেই আল্লাহকে ভয় কর"** অর্থাৎ তাঁকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে সদা সতর্কভাবে দেখছেন সে কথা মনে রাখ, তাঁর নির্দেশ বাস্তবে রূপায়িত কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ﴾ **"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন"** তেমনি আল্লাহ বলেছেন: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ **"ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন।"**[২৬৫৭] এবং ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ﴾ **"ওহে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন আর তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন যা দিয়ে তোমরা পথ চলবে"**।[২৬৫৮]

আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ **"এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।"** জানাচ্ছে যে, সকল বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তাদের উপকার ও প্রভাব সম্পর্কে, কোন কিছুই তাঁর পূর্ণদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ তাঁর জ্ঞান অস্তিত্বশীল সবকিছুকেই ঘিরে রেখেছে।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۭ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধক রাখার জিনিসগুলো অন্যের দখলে রাখতে হবে, যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

"বন্ধক রাখা'র অর্থ কী?

আল্লাহ বলেছেন ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ﴾ **"তোমরা যদি সফরে থাক"** অর্থাৎ ভ্রমণে, আর তোমাদের কেউ যদি কিছু টাকা ধার করে যা পরবর্তীতে শোধ করতে হবে, ﴿وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا﴾ **"আর যদি কোন লেখক না পায়"** যে তোমাদের জন্য ঋণের ব্যাপার লিখে দিবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "এমনকি যদি লেখক পাওয়া যায়, কিন্তু কাগজ, কালি বা কলম পাওয়া না যায়," তাহলে ﴿فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴾ **"তাহলে বন্ধক রাখার জিনিসগুলো অন্যের দখলে রাখতে হবে"** পাওনাদারের হাতে দিতে হবে লেনদেন লেখার পরিবর্তে।

এটা হল ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও জামহুরের মাযহাব। অন্য একদল এটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, বন্ধকদাতার কাছে বন্ধকি বস্তু থাকা জরুরী। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন যে, সফরের অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময় বন্ধক রাখা শরীআতসম্মত নয়। আর এটা মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন।

২৬৫৭. সূরাহ আনফাল, ৮:২৯।
২৬৫৮. সূরাহ হাদীদ, ৫৭:২৮।

১৩১৫. (স্বহীহ): স্বহীহাঈন লিপিবদ্ধ করেছে যে, আনাস বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর ঢালটি এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল ত্রিশ ওয়াসাক (প্রায় এক শত আশি কেজি) যবের বিনিময়ে যা নাবী (ﷺ) তাঁর বাড়ীর খাদ্যের জন্য ধারে ক্রয় করেছিলেন।[২৬৫৯] অন্য বর্ণনায়, হাদীস্বটি জানাচ্ছে যে, ইয়াহূদীটি ছিল মাদীনার ইয়াহূদীদের একজন।[২৬৬০]

শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ শাহম নামক এক ইয়াহুদীর নিকট তিনি এটা বন্ধক রেখেছিলেন। এ সংক্রান্ত মাসআলার বিস্তারিত বর্ণনা 'আহকামুল কাবীর' এর মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ বলেছেন: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ **"যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন আমানত ফিরিয়ে দেয়।"** ইবনু আবি হাতিম স্বহীহ সনদে লিখেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী বলেছেন, "এ আয়াত রহিত করেছে যা পূর্বে এসেছিল (অর্থাৎ যাতে বিধান ছিল লেনদেন লিখে রাখার এবং সাক্ষী উপস্থিত থাকার)।"[২৬৬১] শা'বী বলেছেন, "যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস কর তাহলে ঋণ লিখে আর সাক্ষী হাজির না রাখলে কোন ক্ষতি নেই।"[২৬৬২]

আল্লাহর কথা: ﴿وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ﴾ **"এবং সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।"** অর্থাৎ দেনাদার।

১৩১৬. (দঈফ): ইমাম আহমাদ এবং সুনান লিপিবদ্ধ করেছে যে, ❖(কাতাদাহ)(হাসান)(সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ))❖ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَهُ (দেনাদারের) হাত বয়ে নিয়ে বেড়াবে যা সে নিয়েছিল যতক্ষণ না সে তা ফেরত দেয়।[২৬৬৩]

আল্লাহর কথা: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ **"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না"** অর্থাৎ তা লুকিয়ে রেখনা বা জানাতে অস্বীকার কর না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, "বড় গুনাহের মধ্যে নিকৃষ্টগুলোর একটি হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্যদান, আর সত্য সাক্ষ্য লুকিয়ে রাখাও তাই।[২৬৬৪] এজন্য আল্লাহ বলেছেন ﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ **"যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী।"** সুদ্দী বলেন, এর অর্থ: সে তার অন্তরে পাপী।" এটা আল্লাহর এ বাণীর মত ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ﴾ **"আর আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে পাপীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।"**[২৬৬৫] আল্লাহ আরও বলেছেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

২৬৫৯. বুখারী ২০৬৯, তিরমিযী ১২১৫, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, ইবনু হিব্বান ৫৯৩৭। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬৬০. বুখারী ২৫০৮।

২৬৬১. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১২০২।

২৬৬২. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১২০৩।

২৬৬৩. আবূ দাউদ ৩৫৬১, তিরমিযী ১২৬৬, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ৫৭৮৩, ইবনু মাজাহ ২৪০০, আহমাদ ১৯৫৮২, ১৯৬৪৩, স্বহীহ ও দঈফ আল-জামি' ৮১৭৬, দঈফ আল-জামি' ৩৭৩৭। সানাদে হাসান সামুরাহ (রাঃ) থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করার পর তা সংমিশ্রণ করে ফেলেছেন। তাছাড়া হাসান একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও আন আন সূত্রে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন সুতরাং উক্ত হাদীস্বটি দুর্বল। ওয়াল্লাহু আ'লাম। **তাহকীক আলবানী:** দঈফ।

২৬৬৪. তাবারী ৬/১০০।

২৬৬৫. সূরাহ মাইদাহ, ৫:১০৬।

“হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠ ও আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হও যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা মাতা-পিতা এবং আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে হয়, কেউ ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচার করতে পার এবং যদি তোমরা বক্রভাবে কথা বল কিংবা সত্যকে এড়িয়ে যাও তবে নিশ্চয় তোমরা যা করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।”[২৬৬৬] এবং এ আয়াতে [২:২৮৩] তিনি বলেছেন ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ **“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে ব্যক্তি তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।”**

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমণ্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহ্রই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

বান্দারা যা অন্তরে গোপন করে তার জন্যও কি তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে?

এখানে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, আসমান ও জমিন এবং তার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুই আল্লাহর। তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, সূক্ষ্ম ও সুপ্ত, ভিতর ও বাহির, এক কথায় সকল কিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। তিনি আরও জানান– শীঘ্রই তার সমীপে তাঁর বান্দাগণের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যকলাপ ও ধ্যান-ধারণার হিসাব নিকাশ হবে। একই রকমের কথায়, আল্লাহ বলেছেন,

﴿قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“বল, ‘তোমরা তোমাদের অন্তরের বিষয়কে গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন, আর তিনি জানেন যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূভাগে আছে; আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান’।”[২৬৬৭] এবং ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ **“তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন।”**[২৬৬৮] এ বিষয়ে আরও অনেক আয়াত আছে। এ আয়াতে [২ ঃ ২৮৪] আল্লাহ বলেন, অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা তিনি জানেন, যার ফলে তিনি সৃষ্টির নিকট হতে হিসাব নেবেন যা তাদের অন্তরে আছে সে সম্পর্কে। এ জন্য যখন এ আয়াত নাযিল হল সাহাবীবর্গের নিকট তা কঠিন হল, কারণ তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে তারা ভীত ছিলেন যে, এরকম হিসাব গ্রহণ তাদের নেক আমলকে কমিয়ে দিবে।

১৩১৭. (সহীহ): ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, [আফফান][আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম][আবূ আবদুর রহমান আল-আলা'][তার পিতা][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] বলেছেন যে, “যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি

﴿لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

২৬৬৬. সূরাহ নিসা, ৪:১৩৫।
২৬৬৭. সূরাহ আলে ইমরান, ৩:২৯।
২৬৬৮. সূরাহ তাহা, ২০:৭।

“যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমণ্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহ্‌রই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান” রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর নাযিল হল তা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীবর্গের নিকট কঠিন মনে হল। সাহাবীবর্গ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলেন আর নতজানু হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে সম্পাদন করতে বলা হয়েছিল যে সবকাজ আমরা করতে সক্ষমঃ সলাত, সিয়াম, জিহাদ এবং দান-খয়রাত। কিন্তু এ আয়াত আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে যা আমরা বহনে সক্ষম নই।' রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

তোমরা কি তাই বলতে চাও যা তোমাদের পূর্বে দুই কিতাবধারীরা বলতে চেয়েছিল, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম।” বরং বল, 'আমর শুনলাম এবং মেনে নিলাম, আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, হে আমাদের প্রতিপালক, প্রত্যাবর্তন তোমার দিকেই। লোকেরা যখন এ কথা মেনে নিল এবং তাদের যবান তা আবৃত্তি করল পরবর্তিতে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন,

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

“রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'।”[২৬৬৯] যখন তারা তা করল আল্লাহ্ তখন এ আয়াত [২ ঃ ২৮৪] রহিত করে দিলেন এবং আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٭ وَاغْفِرْ لَنَا ٭ وَارْحَمْنَا ٭ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

“আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।”[২৬৭০]

২৬৬৯. সূরাহ বাকারা ২:২৮৫।
২৬৭০. সূরাহ বাকারা ২:২৮৬, মুসলিম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪। **তাহকীক:** সহীহ।

মুসলিম তা লিখেছেন এ শব্দে, "যখন তারা তা করল আল্লাহ তা [২ ঃ ২৮৪] রহিত করে দিলেন এবং নাযিল করলেন। ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ **"আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না"** আল্লাহ বললেন, "আমি (তোমার প্রার্থনা) গ্রহণ করব,"। ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না"** আল্লাহ বললেন نعم হ্যাঁ, 'আমি (তোমার প্রার্থনা) গ্রহণ করব।' ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না"** আল্লাহ বললেন, "আমি (তোমার প্রার্থনা) গ্রহণ করব।" ﴿وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ **"ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।"** আল্লাহ বললেন, "আমি গ্রহণ করব"।[২৬৭১]

১৩১৮. (সহীহ): এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর হাদীস ঃ ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, (ওয়াকী' (সুফইয়ান (আদাম বিন সুলায়মান (সাঈদ বিন জুবায়র (ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ﴿وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।"** এ আয়াত যখন নাযিল হল, তখন সাহাবাদের অন্তরে এমন এক ত্রাস সৃষ্টি হল যা ইতঃপূর্বে কখনও হয়নি। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমরা বল, শুনলাম, মানলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম। (তারা সেটা বললে) আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান সঞ্চার করেন। তখন তিনি নাযিল করেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ڭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর

২৬৭১. মুসলিম ১৯৯, ২০০। **তাহকীক:** সহীহ।

যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।" অনুরূপভাবে মুসলিম (আবূ বাকর বিন আবী শায়বাহ, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম)(ওয়াকী') এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন সেখানে অতিরিক্ত আছে যে, ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না"** তিনি বললেন, আমি অবশ্যই করেছি। ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না"** তিনি বলেন, আমি নিঃসন্দেহে করেছি ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না,** তিনি বলেন, অবশ্যই আমি করেছি। ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا﴾ **"(ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক"** তিনি বলেন, অবশ্যই আমি করেছি।[২৬৭২]

১৩১৯. (সহীহ): ভিন্ন সূত্রে: ইমাম আহমাদ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, (আবদুর রায্‌যাক)(মা'মার)(হুমায়দ আল-আ'রাজ)(মুজাহিদ)(ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) (মুজাহিদ) বলেছেন, "আমি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখলাম এবং তাঁকে বললাম, 'হে আবূ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা! আমি ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে ছিলাম এবং তিনি আয়াত পড়লেন এবং কেঁদে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ আয়াত?' আমি **বললাম,** ﴿وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর"**। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, 'যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের জন্য খুবই ভারি হল এবং তা তাদেরকে চরমভাবে ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা বললেন, ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা জানি যে, আমরা আমাদের কথা ও কাজ অনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হব, কিন্তু আমাদের অন্তরে যা আছে তাতো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা বল: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا **"আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"** তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। অতঃপর পূর্ববর্তী আয়াতকে রহিত করে দিল নিম্নোক্ত আয়াত:

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের

২৬৭২. মুসলিম ১২৬, তিরমিযী ২৯৯২, আহমাদ ২০৭১, ৩০৬১, ইবনু হিব্বান ৫০৬৯, তাবারী ৬৪৫৪। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে।[২৬৭৩] তাই তাদের অন্তরে যা ঘটে তার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করা হল এবং একমাত্র তাদের আমলের জন্য তাদেরকে হিসাব প্রদানে দায়বদ্ধ করা হল।"[২৬৭৪]

১৩২০. (স্বহীহ): ভিন্ন সানাদেঃ ইবনু জারীর বলেন, (য়ূনুস)(ইবনু ওয়াহব)(য়ূনুস বিন ইয়াযীদ)(ইবনু শিহাব)(সাঈদ বিন মারজানাহ)(আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)) (ইবনু মারজানাহ) বলেন, আমি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সংগে বসা ছিলাম। তখন তিনি ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾......الآية **"যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমণ্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহ্‌রই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন"**..........পর্যন্ত পাঠ করে বলেন- আল্লাহ্‌র কসম! যদি এ আয়াত অনুযায়ী আমরা পাকড়াও হই, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। এই বলে ইবনু উমার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তখন আমি সেখান থেকে উঠে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে আসি এবং তাঁর কাছে ইবনু উমরের বক্তব্য ও তার ক্রন্দনের কথা বর্ণনা করি। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবূ আবদুর রহমানকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আমার জীবনের কসম! এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সকল মুসলমানেরই আবদুল্লাহ ইবনু উমরের অবস্থা দেখা দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন- ফলে মনের ওয়াসওয়াসা মুসলমানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিধায় তার বিচার হবে না; বিচার হবে তাদের কথা ও কাজের।[২৬৭৫]

১৩২১. (স্বহীহ): অপর সূত্র ঃ ইবনু জারীর বলেন, (আল-মুসান্না)(ইসহাক)(ইয়াযীদ বিন হারূন)(সুফইয়ান বিন হুসায়ন)(যুহরী)(সালিম)(তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ)) ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।"** আয়াতটি পাঠ করে কেঁদে ফেলেন। এ ঘটনা যখন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি বললেন- আল্লাহ্ তাআলা আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন। এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবাগণ যা করেছেন সেও তাই করল। অতঃপর এ আয়াত মানসূখ হয়ে পরবর্তী এ আয়াত আসল ঃ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ **"আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না"।**[২৬৭৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে এ বর্ণনাগুলো পাওয়া গেছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে প্রাপ্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা ইবনু উমার (রাঃ) হতেও পাওয়া গেছে।

১৩২২. (স্বহীহ): ইমাম বুখারী বলেন, (ইসহাক)(শু'বাহ)(খালিদ আল-হাযযা')(মারওয়ান আল-আসফার)(নাবী (ﷺ) এর কোন এক সাহাবী (রাবী বলেন) আমার ধারণা তিনি ইবনু উমার (রাঃ)) বলেন, ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর"** আয়াতটি পরবর্তী আয়াত দ্বারা

২৬৭৩. সূরাহ বাকারা, ২:২৮৫-২৮৬।

২৬৭৪. আহমাদ ৩০৬১, তাবারী ৬৪৫৮। সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৭৫. তাবারী ৬৪৫৬, সানাদটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তে স্বহীহ। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৭৬. তাবারী ৬৪৫৯, সানাদে সুফইয়ান বিন হুসায়নের দুর্বলতার কারণে সানাদটি ত্রুটিযুক্ত কিন্তু তার তাবে' পাওয়া যায়। **তাহকীক:** স্বহীহ।

রহিত হয়ে গেছে।[২৬৭৭] অনুরূপভাবে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু), কা'ব আল-আহবার (রাদিয়াল্লাহু আনহু), শা'বী, আন নাখঈ, ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী, ইকরিমাহ, সাঈদ বিন জুবায়র ও কাতাদাহ [রহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন] বলেন, পরবর্তী আয়াত এসে উক্ত আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে।

১৩২৩. (স্বহীহ): ছয়টি হাদীস্র গ্রন্থকারগণ কাতাদাহ'র সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যুরারাহ বিন আওফা আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ

আমার উম্মাতের জন্য আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন যা তারা মনে মনে বলে, যতক্ষণ না তারা তা উচ্চারণ করে বা কার্যে পরিণত করে।[২৬৭৮]

১৩২৪. (স্বহীহ): স্বহীহায়ন লিপিবদ্ধ করেছেন, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশ্তাদেরকে বলেছেন,

إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حسنة، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا

"আমার বান্দা যদি কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে তবে তার বিপক্ষে তা লিখনা, আর যদি সে তা করে তবে তার বিপক্ষে একটি মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ কর। যদি সে একটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা সম্পাদন না করে তবে তার জন্য একটি ভাল কাজ হিসেবে লিপিবদ্ধ কর। আর যদি সে তা সম্পাদন করে তবে তার জন্য দশগুণ সাওয়াব লিখ।"[২৬৭৯]

১৩২৫. (স্বহীহ): মুসলিমের শব্দগুলো হচ্ছে– (ইসমাঈল বিন জা'ফার)(আল-আলা')(তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব))(আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"قَالَ اللهُ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

আল্লাহ তাআলা বলেছেন– আমার বান্দা যখন কোন পুণ্যের মনোভাব গ্রহণ করে, তখন আমি তার জন্য একটি পুণ্য পর্যন্ত লিখি। অতঃপর যখন সে তা কার্যকর করে, তখন তার দশটি পুণ্য হতে সাতশ পুণ্য পর্যন্ত লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে আমি তা লিখি না। অতঃপর যখন সে তা কার্যকর করে, তখন তার একটি পাপই লিখি।[২৬৮০]

১৩২৬. (স্বহীহ): আবদুর রায্যাক বলেন, (মা'মার)(হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ، مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

২৬৭৭. বুখারী ৪৫৪৫, ৪৫৪৬। **তাহকীক**: স্বহীহ।

২৬৭৮. বুখারী ৫২৬৯, মুসলিম ১২৭, আবূ দাউদ ২২০৯, তিরমিযী ১১৮৩, নাসাঈ ৩৪৩৩, ৩৪৩৫, ৩৪৩৬, ইবনু মাজাহ ২০৪০। **তাহকীক আলবানী**: স্বহীহ।

২৬৭৯. বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮, ইবনু হিব্বান ৩৮০। **তাহকীক**: স্বহীহ।

২৬৮০. মুসলিম ১২৮, ইবনু হিব্বান ৩৮৩। **তাহকীক**: স্বহীহ।

"قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ، وَإِنَّ عَبْدَكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً -وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ -فَقَالَ: ارقُبوه، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جراي". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أَحْسَنَ أَحَدٌ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ".

যখন আমার বান্দা মনে মনে একটি পুণ্য কাজ করার কথা বলে, তখন আমি তার জন্য একটি পুণ্য লিখি। অতঃপর যখন সে সেটা কার্যকরী করে, তখন তার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্য লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কাজ করার কথা মনে মনে বলে, তা আমি উপেক্ষা করি ও লিখি না। অতঃপর যখন সে সেটা কার্যকরী করে, তখন একটি পাপই লিখি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন ঃ ফেরশতারা বলেন, হে আমাদের রব্ব! তোমার বান্দা একটি পাপ কাজ করার অভিলাষী। অবশ্য তিনি নিজেই সেটা অধিক দেখেন। তখন আল্লাহ বলেন, অপক্ষা কর। অতঃপর যদি সে সেটা কার্যকর করে, তাহলে তার অনুরূপ একটি পাপ লিখ। আর যদি সে ত্যাগ করে তবে তার জন্য একটি পুণ্য লিখ। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন ঃ যখন কেউ ইসলামের কাজগুলো সুন্দরভাবে করে, তখন তার প্রত্যেকটি পুণ্য কাজের জন্য অনুরূপ দশটি হতে সাতশত পুণ্য লিখা হয়। পক্ষান্তরে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাপের জন্য একটি পাপই লিখা হবে।[২৬৮১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম ০(মুহাম্মাদ বিন রাফি')(আবদুর রায্যাক)০ এর সূত্রে উক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন, তবে এর কিছু অংশ বুখারীতেও উল্লেখ আছে।

১৩২৭. (স্বহীহ): মুসলিম আরও বলেন, ০(আবূ কুরায়ব)(আবূ খালিদ আল-আহমার)(হিশাম)(ইবনু সীরীন)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ [عَشْرًا] إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ, وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ".

যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু কার্যকর করতে বিরত হল, তার জন্য একটি পুণ্য লিখা হবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করল এবং সেটা কার্যকরও করল, তার জন্য দশ হতে সাতশত পর্যন্ত পুণ্য লেখা হবে। আর যদি সে কোন পাপের ইচ্ছা করে কিন্তু কার্যকর না করে তাহলে তার জন্য তা লিখা হবে না। তবে যদি সে সেটা কার্যকরী করে তা হলে লেখা হবে।[২৬৮২] এ বর্ণনাটি ইমাম মুসলিম এককভাবে উদ্ধৃত করেছেন। অন্য কোন হাদীসবেত্তা এটা উদ্ধৃত করেননি।

১৩২৮. (স্বহীহ): ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ০(শায়বান বিন ফাররূখ)(আবদুল ওয়ারিস)(জা'দ বিন আবূ উসমান)(আবূ রাজা আল-উতারিদী)(ইবনু আব্বাস (রাঃ))০ তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার রব্ব এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

"إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبها اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بسيئة فلم يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبها اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পাপ ও পুণ্য লিখেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন পুণ্য কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু সেটা কার্যকর না করে, তার জন্য সেই পুণ্যটি পরিপূর্ণরূপেই লেখা হয়। অতঃপর যদি

২৬৮১. মুসলিম ১২৯, ইবনু হিব্বান ৩৭৯। **তাহকীক:** স্বহীহ।
২৬৮২. মুসলিম ১৩০। **তাহকীক:** স্বহীহ।

সে সেটার ইচ্ছা করার পর কার্যকরও করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ হতে সাতশত এমনকি সেটা হতেও বহুগুণ বেশি লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে সেটা কার্যকর না করে তা হলে পূর্ণ একটি পুণ্য লিখেন। কিন্তু যদি পাপ কাজের ইচ্ছা করার পর সেটি কার্যকর করে তাহলে তার জন্য একটি পাপই লিখেন।[২৬৮৩] অতঃপর ইমাম মুসলিম ∞ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া∞জা'ফার বিন সুলায়মান∞ জা'দ আবূ উসমান∞ সূত্রে আবদুল ওয়ারিস্ব এর হাদীস্বের ন্যায় একই অর্থে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে অতিরিক্ত আছে যে, "وَمَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهلك عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ" অর্থাৎ আল্লাহ সেটা বিলুপ্ত করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ধ্বংসকারীর ধ্বংস করার ক্ষমতা নাই।

১৩২৯. (স্বহীহ): সুহায়ল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (ﷺ)-এর একজন সাহাবী আসলে জনগণ প্রশ্ন করল, আমাদের অন্তরে এমন ভয়ানক কথাও জাগে, যা কেউ মুখে বলতে পারেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যই কি তা তোমাদের হয়? তারা জবাব দিল-হ্যাঁ। তিনি বললেন- "ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ" এটা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।[২৬৮৪] শব্দগুলো মুসলিমের, তিনি ∞আ'মাশ∞আবূ স্বালিহ∞আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)∞ সূত্রে রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩৩০. (স্বহীহ): মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ∞মুগীরাহ (এর হাদীস্ব থেকে)∞ইবরাহীম∞আলকামাহ∞আবদুল্লাহ (রাঃ)∞ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মনের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "تِلْكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ" এটা ঈমানের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ।[২৬৮৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আলী বিন আবী তালহাহ বর্ণনা করেছেন যে, ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন"** এ আয়াতটি মানসূখ হয়নি। কিয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের অন্তরের যেসব কথা ফেরেশতাও জানে না, আমি তা তোমাদের জানাচ্ছি। ঈমানদারগণকে তা জানানো হবে এবং তাদের অন্তরের কথা ও অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন- ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ﴾ আল্লাহর সমীপে সেই ব্যাপারে তোমাদের হিসাব নিকাশ হবে। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধ মুনাফিকগণের অন্তরে লুকানো মিথ্যাসমূহ তাদেরকে জানানো হবে এবং তাদেরকে সে ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ **"অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।"** তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ **"তিনি তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্য পাকড়াও করবেন।"**[২৬৮৬] এটার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের নিফাক ও সংশয়ের ব্যাপারে তোমাদেরকে পাহড়াও করা হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে আওফী ও দহহাকও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু জারীরও মুজাহিদ ও দহহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাসান আল-বাস্বরী হতে ইবনু জারীর বর্ণনা করেন ঃ আয়াতটি মুহকাম ও সেটা মানসূখ হয়নি। ইবনু জারীর এই মতটিই পছন্দ করেছেন। তাঁর দলীল হল এই যে, হিসাব নেয়া দ্বারা শাস্তি দান করা অপরিহার্য

২৬৮৩. মুসলিম ১৩১। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৮৪. মুসলিম ১৩২, আবূ দাঊদ ৫১১১, ইবনু হিব্বান ১৪৮। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৬৮৫. মুসলিম ১৩৩, ইবনু হিব্বান ১৪১। **তাহকীক:** স্বহীহ।

২৬৮৬. সূরাহ বাকারা, ২:২২৫।

নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব নিয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। এ আয়াত প্রসংগে বর্ণিত এক হাদীস্রেও তা বুঝা যায়। যেমন ঃ

১৩৩১. (স্বহীহ): ০[ইবনু বাশশার][ইবনু আবী আদী][সাঈদ ও হিশাম][কাতাদাহ][স্বফওয়ান বিন মুহরিয][আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)]০ ০[ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম][ইবনু উলায়্যাহ][হিশাম][কাতাদাহ][স্বফওয়ান বিন মুহরিয][আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)]০ (স্বফওয়ান বিন মুহরিয) বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলাম। তাঁর তাওয়াফকালেই এক ব্যক্তি তাঁর নিকট বলল, হে ইবনু উমর! রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, এক মু'মিন যখন আল্লাহর নিকটবর্তী হবে, তখন তিনি তার কাঁধে হাত রাখলে সে তার পাপসমূহ স্বীকার করবে। তিনি গোপনে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এ ঘটনা জান? তখন সে বলবে, জানি। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা এভাবে চলবে। অবশেষে তিনি বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করেছি এবং আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম। তখন তাকে পুণ্য কিংবা ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকগণকে প্রকাশ্যে ডাকা হবে (ও প্রকাশ্যে হিসাব নেওয়া হবে)। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ﴿هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ﴾ **"এই লোকরাই তাদের রব্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল। শুনে রেখ! আল্লাহ্র অভিশাপ সেই যালিমদের উপর"**[২৬৮৭] এ হাদীস্রটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্যরা বিভিন্ন সানাদে কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৬৮৮]

১৩৩২. (দঈফ): ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আমার পিতা (আবূ হাতিম)][সুলায়মান বিন হারব][হাম্মাদ বিন সালামাহ][আলী বিন যায়দ][উমায়্যাহ][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]০ (উমায়্যাহ) বলেন, আমি আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ﴿وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন"** এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাকে কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেনি। আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা জ্বর-জ্বালা, আপদ-বিপদের মাধ্যমে বান্দাকে যে শাস্তি দেন এ হল তা। এমনকি যে সামান্য জিনিসপত্র সে জামার হাতার মধ্যে রাখে তা হারিয়ে গেলে যে পেরেশানী তার হয় তাও। (তাতেও তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাপর থেকে (আগুনে পুড়ে) নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহসমূহ থেকে (নির্মল হয়ে) বেরিয়ে আসে।[২৬৮৯] অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী ও ইবনু জারীর হাম্মাদ বিন সালামাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্রটি গরীব পর্যায়ের। এ সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটা বর্ণিত হয়নি।

আমি (ইবনু কাস্বীর) **বলছি-** এই সূত্রের মূল বর্ণনাকারী আলী বিন যায়দ বিন জুদা'আন দুর্বল। তিনি গরীব হাদীস্রই বর্ণনা করেন। এ হাদীস্র তিনি তার পিতার অন্যতম পত্নী উম্মে মুহাম্মাদ উমায়্যার বরাতে আবদুল্লাহ'র সূত্রে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ হাদীস্র কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

২৬৮৭. সূরাহ হূদ, ১১:১৮।

২৬৮৮. বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫, ৭৫১৪, মুসলিম ২৭৬৮। **তাহ্কীক:** স্বহীহ।

২৬৮৯. তিরমিযী ২৯৯১, তাবারী ৬৪৯২, ইমাম তিরমিযী হাদীস্রটিকে হাসান গরীব বলেছেন। সানাদে যায়দ বিন আলী বিন জুদআন দুর্বল। তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। **তাহ্কীক আলবানী:** দঈফ।

আমানার রসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রব্বিহী...

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'।

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

২৮৬. আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।

এ আয়াতদ্বয়ের মর্যাদা বর্ণনায় হাদীসসমূহ, এগুলোর দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত করুন

১৩৩৩. (সহীহ): প্রথম হাদীস: ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ⟨মুহাম্মাদ বিন কাসীর⟩⟨শু'বাহ⟩⟨সুলায়মান⟩⟨ইবরাহীম⟩⟨আবদুর রহমান⟩⟨আবূ মাসউদ (রাঃ)⟩ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, ... مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ যে ব্যক্তি এ দু'টি আয়াত পাঠ করবে....।[২৬৯০]

১৩৩৪. (সহীহ): ইমাম বুখারী আরও বলেন, ⟨আবূ নুআয়ম⟩⟨সুফইয়ান⟩⟨মানসূর⟩⟨ইবরাহীম⟩⟨আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ⟩⟨আবূ মাসউদ (রাঃ)⟩ বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারাহ্‌র শেষ আয়াতদ্বয় পাঠ করবে ও দু'টোই তার জন্য যথেষ্ট হবে।[২৬৯১] অবশিষ্ট ছ'টি কিতাবও এ হাদীস একই শব্দে সুলায়মান বিন মিহরান আল-আ'মাশ থেকে

২৬৯০. বুখারী ৫০০৮, ৫০৫১। **তাহক্বীক:** সহীহ।

২৬৯১. বুখারী ৫০০৯, ৯০৫১, মুসলিম ৮০৭, আবূ দাউদ ১৩৯৭, তিরমিযী ২৮২১, সুনান আন নাসাঈ আল কুবরা ৮০১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৬৮। **তাহক্বীক আলবানী:** সহীহ।

লিপিবদ্ধ করেছে। সহীহাঈন বিভিন্ন সনদে ০(সাওরী)(মানসূর)(ইবরাহীম)(আবদুর রহমান)(আলকামাহ)(আবূ মাসউদ (রাঃ))০ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান বলেন, আমি আবূ মাসউদ (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে উক্ত হাদীস শুনান।

১৩৩৫. (সহীহ): অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদও এটি লিপিবদ্ধ করেছেন, ০(ইয়াহইয়া বিন আদাম)(শারীক)(আসিম)(মুসায়্যাব বিন রাফি')(আলকামাহ)(আবূ মাসউদ (রাঃ))০ থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَتِهِ كَفَتَاهُ" যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাকারার শেষ দু' আয়াত পাঠ করবে সেটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।[২৬৯২]

১৩৩৬. (সহীহ): দ্বিতীয় হাদীস: ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ০(হুসায়ন)(শায়বান)(মানসূর)(রিবঈ)(খারাশাহ ইবনুল হুররে)(মা'রূর বিন সুওয়ায়দ)(আবূ যার (রাঃ))০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي" আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি।[২৬৯৩]

১৩৩৭. (হাসান): অবশ্য ইবনু মারদুবিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন ০(আল-আশজাঈ)(সাওরী)(মানসূর)(রিবঈ)(যায়দ বিন যবইয়ান)(আবূ যার (রাঃ))০ থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "أُعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ" আরশের নিচের খনি হতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হয়েছে।[২৬৯৪]

১৩৩৮. (সহীহ): তৃতীয় হাদীস: ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, ০(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(আবূ উসামাহ)(মালিক বিন মিগওয়াল)(যুবায়র বিন আদী)(তালহাহ)(মুররাহ)(আবদুল্লাহ (রাঃ))০ ০(ইবনু নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব)(নুমায়র)(মালিক বিন মিগওয়াল)(যুবায়র বিন আদী)(তালহাহ)(মুররাহ)(আবদুল্লাহ (রাঃ))০ বলেছেন

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النَّجْمِ: ١٦] ، قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: وَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ

'রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ইসরা ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তিনি ৬ষ্ঠ আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায় আরোহণ করলেন, যেখানে শেষ হয় যা পৃথিবী থেকে উপরে উঠে, আর তার উপর থেকে যা নামে। ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ **"যখন গাছটি যা দিয়ে ঢেকে থাকার তা দিয়ে ঢাকা ছিল, (যার বর্ণনা মানুষের বোধগম্য নয়)"**[২৬৯৫] অর্থাৎ স্বর্ণের তৈরী একটি মাদুর। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনটি জিনিস দেয়া হলঃ পাঁচ ওয়াক্তের সলাত, সূরা বাকারাহ্র শেষ আয়াতদ্বয় এবং তাঁর উম্মাতের এমন ব্যক্তির জন্য ক্ষমা যে কাউকে বা কোন কিছুকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেনা।[২৬৯৬]

২৬৯২. আহমাদ ১৬৬২০, সানাদটি শারীক বিন আবদুল্লাহ'র কারণে কিছুটা দুর্বল হলেও পূর্বে তার তাবে' পাওয়া যায়। **তাহকীক:** সহীহ।

২৬৯৩. আহমাদ ২০৮৩৬। সানাদটি সহীহ। **তাহকীক:** সহীহ।

২৬৯৪. শুআবুল ঈমান ২৪০৪, আহমাদ ২০৮৩৭, সানাদটি যায়দ বিন যবইয়ান এর কারণে কিছুটা দুর্বল, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী 'মাকবূল' বলেছেন। তবে তার তাবে' পাওয়া যা। **তাহকীক:** হাসান।

২৬৯৫. সূরাহ নাজম, ৫৩:১৬।

২৬৯৬. মুসলিম ১৭৩, নাসাঈ ৪৫১, আহমাদ ৩৬৫৬, ৪০০১। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

১৩৩৯. (হাসান): চতুর্থ হাদীস্র: ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ◦(ইসহাক বিন ইবরাহীম আর রাযী)(সালামাহ ইবনুল ফাদল)(মুহাম্মাদ বিন ইসহাক)(ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব)(মারস্বাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী)(উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন,

"اقْرَأْ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنِّي أُعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ"

সূরা বাকারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ কর। অবশ্যই আমাকে সেটা আরশের নিচে অবস্থিত ভাণ্ডার হতে প্রদান করা হয়েছে।[২৬৯৭] সানাদটি হাসান। তবে সেটা সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়নি।

১৩৪০. (স্বহীহ): পঞ্চম হাদীস্র: ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, ◦(আহমাদ বিন কামিল)(ইবরাহীম বিন ইসহাক আল-হারবী)(মুসাদ্দাদ)(আবূ আওয়ানাহ)(আবূ মালিক)(রিবঈ)(হুযায়ফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، أُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البقرة من بيت كنز تحت الْعَرْشِ، لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا يُعْطَاهَا أَحَدٌ بَعْدِي"

তিনটি বস্তু দ্বারা আমাদেরকে মানব জাতির ভিতর মর্যাদা দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, আমাকে আরশের নিচের রত্ন ভাণ্ডার হতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত কয়টি প্রদান করা হয়েছে। আমার পূর্বে অন্য কাউকেও এটা দেয়া হয়নি এবং আমার পরেও এটা কাউকেও দেয়া হবে না।[২৬৯৮] অতঃপর তিনি ◦(নুআয়ম বিন আবূ হিন্দ)(রিবঈ)(হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩৪১. (মাওকুফ): ষষ্ঠ হাদীস্র: ইবনু মারদুবিয়্যাহ তার তাফসীরে বলেন, ◦(আবদুল বাকী বিন কানি')(ইসমাঈল ইবনুল ফাদল)(মুহাম্মাদ বিন হাতিম বিন বাযী')(জা'ফার বিন আওন)(মালিক বিন মিগওয়াল)(আবূ ইসহাক)(হারিস)(আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ বলেন,

لَا أَرَى أَحَدًا عَقِلَ الْإِسْلَامَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ.

কোন জ্ঞানী মুসলমানকে দেখিনি যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়ে ঘুমান। কারণ, তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সেটা আরশের নিচের খনি হতে প্রদান করা হয়েছে। ◦(ওয়াকী')(ইসরাঈল)(আবূ ইসহাক)(উমায়র বিন আমর আল-খারিকী)(আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ বলেন,

مَا أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ، بَلَغَهُ الْإِسْلَامُ، يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

আমি ইসলাম গ্রহণকারী কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিনি যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়ে নিদ্রা যান। কারণ সেটা আরশের নিচের প্রকোষ্ঠ হতে প্রদত্ত হয়েছে।[২৬৯৯]

১৩৪২. (স্বহীহ): সপ্তম হাদীস্র: ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী বলেন, ◦(বুনদার)(আবদুর রহমান বিন মাহদী)(হাম্মাদ বিন সালামাহ)(আশআস্র বিন আবদুর রহমান আল-জারমী)(আবূ কিলাবাহ)(আবুল আশআস্র আস্র স্বনআনী)(নু'মান বিন বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু))◦ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يخلق السموات وَالْأَرْض بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَأَنَ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ"

২৬৯৭. আহমাদ ১৬৮৭৩, সানাদে ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস রাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন আন সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তার তাবে' পাওয়া যায়। আর হাদীস্রটির একাধিক শাহিদ রয়েছে। **তাহক্বীক:** হাসান।

২৬৯৮. আহমাদ ২২৭৪০। আবূ মুআবিয়াহ'র হাদীস্র থেকে, সানাদটি স্বহীহ। **তাহক্বীক:** স্বহীহ।

২৬৯৯. মুস্বান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২৯৩১৫, সানাদটি হাসান। **তাহক্বীক:** মাওকূফ।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে একখানা গ্রন্থ লিখেন। সেটা হতে দু'টি আয়াত সূরা বাকারার শেষভাগে নাযিল করেন। পর পর তিনরাত্রি যে ঘরে সেই আয়াত দু'টি পড়া হয়না, সেই ঘরে শয়তান ঠাঁই নেয়।[২৭০০] ইমাম তিরমিযী বলেন- হাদীসটি গরীব। অনুরূপভাবে হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হাম্মাদ বিন সালামাহ'র সূত্রে সেটা বর্ণনা করে বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে সেটা উদ্ধৃত হয়নি।

১৩৪৩. (দঈফ জিদ্দান): অষ্টম হাদীসঃ ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন মাদইয়ান হাসান ইবনুল জাহ্ম ইসমাঈল বিন আমর ইবনু আবী মারইয়াম ইউসুফ বিন আবুল হাজ্জাজ সাঈদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قَرَأَ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ ضَحِكَ، وَقَالَ: "إِنَّهُمَا مِنْ كَنْزِ الرَّحْمَنِ تَحْتَ الْعَرْشِ". وَإِذَا قَرَأَ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النِّسَاءِ: ١٢٣]، {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى} [النَّجْمِ:٣٩-٤١]، اسْتَرْجَعَ وَاسْتَكَانَ

রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সূরা বাকারার শেষাংশ ও আয়াতুল কুরসী পড়তেন, তখন হাস্যোজ্জ্বল হতেন। তিনি বলতেন-এগুলো করুণাময়ের আরশের নিচের খনি হতে প্রদত্ত। পক্ষান্তরে যখন ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ﴾ **"যে ব্যক্তি কোন কুকর্ম করবে, সে তার বিনিময় প্রাপ্ত হবে"**[২৭০১] কিংবা ﴿وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى﴾ **"আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাছাড়া কিছুই পায় না, আর এই যে, তার চেষ্টা সাধনার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিফল"**[২৭০২] পড়তেন, তখন বিচলিত ও গম্ভীর হতেন।[২৭০৩]

১৩৪৪. (দঈফ): নবম হাদীসঃ ইবনু মারদুবিয়্যাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-কূফী আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হামযাহ মুহাম্মাদ বিন বাকর মাক্কী বিন ইবরাহীম উবায়দুল্লাহ বিন আবী হুমায়দ আবূ মালীহ মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"أُعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ البقرة من تحت العرش، والمُفَصل نافلة"

আমাকে আরশের নিচ হতে সূরা ফাতিহাহ ও সূরা বাকারার শেষাংশ দেয়া হয়েছে। মুফাস্সাল সূরা আমার প্রতি বাড়তি দান।[২৭০৪]

১৩৪৫. (সহীহ): দশম হাদীসঃ ইতঃপূর্বে আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সূরা ফাতিহার মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করেছি। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, আবদুল্লাহ বিন ঈসা বিন আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعنده جِبْرِيلُ؛ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ، فَرَفَعَ جِبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ. قَالَ: فنزل منه مَلَكٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أبشر بنورين قد أُوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَهُ ،

২৭০০. তিরমিযী ২৮৮২, সুনান আন নাসাঈ আল-কুবরা ১০৮০২, দারেমী ৩৩৮৭, ইবনু হিব্বান ২৮২, আর রাওদুন নাদীর ৮৮৬। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৭০১. **সূরাহ** নিসা, ৪:১২৩।

২৭০২. **সূরাহ নাজম**, ৫৩:৩৯-৪১।

২৭০৩. **দুররুল** মানসূর ২/৭, এই শব্দে হাদীসটি খুবই দুর্বল। সানাদটি মাজহূল। **তাহকীক:** দঈফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)।

২৭০৪. **হাকিম** ১/৫৬৮, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১/১৬৯, মুখতাসার তালখীসুয যাহাবী ১৬২, দঈফ আল-জামি' ৯৫০। ইমাম যাহাবী বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, সানাদে উবায়দুল্লাহ বিন আবী হুমায়দ এর হাদীস পরিত্যাজ্য। ইমাম আল-হায়সামীও তাকে একই দোষে দোষারোপ করেছেন। **তাহকীক:** দঈফ।

"রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন জিবরীলের সঙ্গে ছিলেন তখন তিনি উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। জিবরীল স্বীয় দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্থিত করলেন এবং বললেন, 'এই মাত্র আকাশের একটি দরজা খোলা হল ইতোপূর্বে যা কক্ষনো খোলা হয়নি। দরজা দিয়ে একজন ফেরেশ্তা নাবী (ﷺ)-এর নিকট নেমে আসলেন এবং বললেন, "আপনি দু'টি আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি, কিতাবের সূচনাকারী (আল ফাতিহা) এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয়। আপনি সেগুলোর যে অক্ষরই পাঠ করবেন আপনি তজ্জন্য উপকার প্রাপ্ত হবেন।"[২৭০৫] মুসলিম ও নাসাঈ এ হাদীস্ব সংগ্রহ করেছেন, আর এ শব্দগুলো নাসাঈর সংগৃহিত।

একাদশতম হাদীস্ব: আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ দারিমী তার মুসনাদে বলেছেন, ∘(আবুল মুগীরাহ)(স্বফওয়ান)(আয়ফা' বিন আবদুল্লাহ আল-কুলায়ী)∘ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে বড় (সম্মানিত) আয়াত কোন্‌টি? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী ﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ﴾ লোকটি বলল, অতঃপর আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াত এমন যার বরকত আপনার এবং আপনার উম্মতের প্রতি পৌঁছাতে আপনি ভালবাসেন? তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষ দিক। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের নীচের ভাণ্ডার থেকে তা এই উম্মতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা এর মাঝে নেই।[২৭০৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: ﴿اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ﴾ **"রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে"** এতে আল্লাহ তাআলা নাবী (ﷺ) সম্পর্কে সংবাদ দান করলেন।

১৩৪৬. (মুরসাল): ইবনু জারীর বলেন, ∘(বিশর)(ইয়াযীদ)(সাঈদ)(কাতাদাহ)∘ বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ)-এর নিকট যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বলেছেন, "وَيَحِقُّ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ" তার উপর হক হচ্ছে ঈমান আনা।[২৭০৭]

১৩৪৭. (দঈফ): হাকিম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন যে, ∘(আবুন নাদর আল-ফাকীহ)(মুআয বিন নাজদাহ আল-কুরাশী)(খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া)(আবূ আকীল)(ইয়াহইয়া বিন কাস্বীর)(.......)(আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه))∘ বলেন, যখন নাবী (ﷺ) এর উপর ﴿اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ﴾ **"রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে"** এ আয়াতটি নাযিল হল তখন নাবী (ﷺ) বললেন, "حَقٌّ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ" তার জন্য ঈমান রাখা এখন হক হয়ে গেছে। অতঃপর হাকেম বলেন সনদটি বিশুদ্ধ বটে।[২৭০৮] কিন্তু স্বহীহদ্বয়ে এটি উদ্ধৃত হয়নি।

২৭০৫. মুসলিম ৮০৬, নাসাঈ ৯১২। **তাহক্বীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৭০৬. দারিমী ৩৩৮০, হাদীস্বটি মুরসাল অথবা মু'দাল। কেননা আয়ফা' এর কোন সহচর নেই এবং তিনি সাহাবী থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেছেন কিনা তা প্রমাণিত নয়।

২৭০৭. তাবারী ৬৪৯৬, মুরসাল হচ্ছে দুর্বলতার একটি অংশ।

২৭০৮. শুআবুল ঈমান ২৪১১, মুসতাদরাক ৩১৩৪, তিনি ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর এর মাধ্যমে আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সেটিকে স্বহীহ বলেছেন, কিন্তু ইমাম যাহাবী বলেন, সানাদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর আনাস (رضي الله عنه) কে দেখেছেন কিন্তু তার থেকে হাদীস্ব শ্রবণ করেননি। তিনি যদিও স্বিকাহ কিন্তু তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক পরিমাণে তাদলীস ও ইরসাল করে থাকেন। **তাহক্বীক:** দঈফ। তবে সম্ভবত সেটি মাওকূফ হওয়ার সম্ভবনা রাখে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয়ের তাফসীর

আল্লাহ বলেছেন: ﴿كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾ **"তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না"** কাজেই, প্রত্যেক বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এক ও একক এবং লালন পালনকারী, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই। বিশ্বাসীগণ আরো বিশ্বাস করে আল্লাহর সকল নাবী ও রসূলদের প্রতি কিতাবসমূহের প্রতি যা আসমান হতে নাবী-রসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যাঁরা আল্লাহর সত্যিকারের বান্দাহ। উপরন্তু, মু'মিনগণ নাবীগণের কারো মাঝে পার্থক্য করেন না যেমন তাঁদের কতককে বিশ্বাস করা আর অন্যদেরকে প্রত্যাখ্যান করা। বরং মু'মিনদের নিকট আল্লাহর সকল নাবী-রসূলগণ সত্যবাদী, নেককার আর তাঁদের প্রত্যেকেই সত্যের পথে পরিচালিত হয়েছিলেন, এমনকি তখনও যখন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁদের কতক এমন কিছু এনেছিলেন যা অন্যদের আনীত বিধানকে রহিত করে দিয়েছিল। অতঃপর সর্বশেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিধান পূর্বের সকল নাবীগণের বিধানকে রহিত ক'রে দিয়েছে। কাজেই যখন কিয়ামত শুরু হবে তখন একমাত্র মুহাম্মাদী আইনই বলবৎ থাকবে এবং তাঁর উম্মাতের একটি দল সর্বসময়ে সত্য পথে থাকবে, যা প্রকাশ্য এবং প্রাধান্য বিস্তারকারী। আল্লাহর কথা: ﴿وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا﴾ **"তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।"** অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কথা শুনেছি, উপলব্ধি করেছি এবং তা পালন করেছি এবং তার নিহিতার্থকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি। ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর"** এতে আছে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এবং আল্লাহর ক্ষমা দয়া ও রহমাত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা।

ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০[আলী বিন হারব আল-মাওস্লিী][ইবনু ফুদায়ল][আতা' ইবনুস সাইব][সাঈদ বিন জুবায়র][ইবনু আব্বাস (রাঃ)]০ থেকে বর্ণিত, ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ﴾ থেকে ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ পর্যন্ত এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ﴿وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের দিনের আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ।

১৩৪৮. (মুরসাল): ইবনু জারীর বলেন, ০[ইবনু হুমায়দ][জারীর][বায়ান][হাকীম বিন জাবির (রহঃ)]০ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর যখন

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ڡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾

"রসূল (ﷺ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে" আয়াতটি নাযিল হয়, তখন জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন- আল্লাহ তাআলা আপনার ও আপনার উম্মতের বেশ প্রশংসা করেছেন।[২৭০৯]

২৭০৯. তাবারী ৬৪৭৮, তিনি হাকীম বিন জুবায়র থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর মুরসাল দুর্বলতার একটি অংশ।

আল্লাহর কথা: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ **"আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না"** অর্থাৎ আল্লাহ কোন আত্মাকে প্রশ্ন করেন না যা তার ক্ষমতার বাইরে। এটি স্বীয় সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর দয়া, অনুকম্পা ও মহানুভবতাই প্রকাশ করে। এ আয়াতই ঐ আয়াতকে রহিত করেছে যা সাহাবীবর্গকে উদ্বিগ্ন করেছিল, অর্থাৎ আল্লাহর কথা: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ **"তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।"** আয়াতটি জানাচ্ছে যে, যদিও আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে প্রশ্ন করবেন এবং তাদের বিচার করবেন, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন কেবল তার জন্য যা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম। আর যাথেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম নয়- যেমন একজন যা মনে মনে ভাবে- বা চিন্তাভাবনা উচ্চারণ করে- তার জন্য তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, খারাপ চিন্তা ভাবনাকে অপছন্দ করাও ঈমানের অঙ্গ যা কারো মনে উদিত হয়। আল্লাহ অতঃপর বলেছেন, ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ **"সে পুরস্কার পাবে তার জন্য যা সে অর্জন করেছে"** ভাল, ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ **"আর সে শাস্তি পাবে তার জন্য যা সে অর্জন করেছে"** মন্দ, অর্থাৎ ঐ সমস্ত কাজের ব্যাপারে যার জন্য সে দায়ী।

(বিশ্বাসীগণ যা বলেছিল তার উল্লেখ করে) স্বীয় বান্দাহদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে এবং তিনি তাদের প্রার্থনার উত্তর দিবেন সব সময়ের জন্য তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ বলেন, ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না"** অর্থাৎ "আমরা যদি কোন দায়িত্ব পালন করতে ভুলে যাই বা নিষেধাজ্ঞায় পড়ে যাই কিংবা কোন বিধান না জানার কারণে ভুল করি।"

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত হাদীসটি আমরা উল্লেখ করেছি যাতে আল্লাহ বলেছেন, "আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করব।"[২৭১০] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও আছে যে, আল্লাহ বলেছেন, "আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করলাম।"[২৭১১]

১৩৪৯. (সহীহ): ইবনু মাজাহ সুনান ও ইবনু হিব্বান সহীহ সংকলনে আতা' সূত্রে আবূ আমর আল আওযাঈ হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। ইবনু মাজাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এবং তিবরানী ও ইবনু হিব্বান ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে উবায়দ ইবনু উমায়ের ও আতা'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- "إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে ভুল-ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ব্যাপারের দায়দায়িত্ব হতে মুক্তি দিয়েছেন।[২৭১২] হাদীসটি ভিন্ন অনেক সানাদে বর্ণিত হয়েছে তবে ইমাম আহমাদ ও আবূ হাতিম এটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৩৫০. ইবনু আবী হাতিম বলেন, ০(আমার পিতা (আবূ হাতিম))(মুসলিম বিন ইবরাহীম)(আবূ বাকর আল-হুযালী)(শোহর)(উম্মু দারদা' (রাঃ))০ নবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ "إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ، وَالِاسْتِكْرَاهِ" আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য তিনটি বিষয়কে এড়িয়ে গেছেন, ভুল-ত্রুটি ও ভুলে গিয়ে কিছু করা এবং বাধ্য করে কিছু করিয়ে নেয়া হতে।[২৭১৩] আবূ বকর

২৭১০. মুসলিম ১৯৯, ২০০। দ্রষ্টব্য: ১৩১৭ নং হাদীস।

২৭১১. মুসলিম ১২৬। দ্রষ্টব্য: ১৩১৮ নং হাদীস।

২৭১২. ইবনু মাজাহ ২০৪৫, মাজমা' আয যাওয়াইদ ১০৫০২, রাওদুন নাদীর ৪০৪, ইরওয়া ৮২। **তাহকীক আলবানী:** সহীহ।

২৭১৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১৯০৫১, হাদীসটির ভাবার্থ সহীহ। কারণ এর মধ্যে যে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যদিও 'তিন' শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। "সহীহ ইবনু মাজাহ" (২০৪৩, ২০৪৫), "সহীহ জামে'উস সাগীর" (১৭৩১, ১৮৩৬, ৩৫১৫, ৭১১০)।

বলেন- আমি হাসানের নিকট এটা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি কি এ আয়াত লক্ষ্য করনি যা আমরা সর্বদা পাঠ করি ঃ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না"**।

আল্লাহ তাআলার কথা: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না"** অর্থাৎ "যদিও আমরা করতে সক্ষম হই, আমাদের দ্বারা কঠিন কাজ করিয়ে নিওনা যা তুমি করতে বাধ্য করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে, যেমন তাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তুমি রহমতের নাবী নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠিয়েছিলে এমন সব বিধান দিয়ে যা ঐ সব বোঝাকে রহিত করে দিয়েছিল। তাঁর কাছে অবতীর্ণ করেছিলে হানীফ- ইসলামী একত্ববাদ, সহজ দ্বীন।" মুসলিম লিপিবদ্ধ করেছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, "আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করব।"[২৭১৪] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, "আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করলাম।"[২৭১৫]

১৩৫১. (স্বহীহ): বিভিন্ন সূত্রে হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ। আমাকে সহজ হানীফিয়্যাহ পন্থা দিয়ে পাঠানো হয়েছে।[২৭১৬]

আল্লাহ তাআলার কথা: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾ **"হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না" দায়িত্বের, কাঠিন্যের এবং যন্ত্রণার,** আমাদেরকে বহন করতে দিবেন না, যা আমরা বহন করতে পারব না। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে মাকহূল বলেন, নিঃস্বতা কিংবা কমতির মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা।[২৭১৭] ইবনু আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, এ প্রার্থনার জবাবেও আল্লাহ বলেন, "হ্যাঁ, আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করব"। অন্য বর্ণনায় "আমি (তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ) করলাম।"

আল্লাহ তাআলার কথা: ﴿وَٱعْفُ عَنَّا﴾ **"আমাদেরকে ক্ষমা কর"** অর্থাৎ আমাদের ও তোমার মাঝে, আমাদের ঘাটতি ও ভুলভ্রান্তির ব্যাপারে যা তুমি জান, ﴿وَٱغْفِرْ لَنَا﴾ **"এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর"** যা ঘটে আমাদের ও তোমার বান্দাহদের মাঝে। কাজেই, তাদের নিকট আমাদের ভুলত্রুটি ও মন্দকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিওনা। ﴿وَٱرْحَمْنَآ﴾ **"আমাদের প্রতি রহম কর"** অতঃপর যা আসবে সে ব্যাপারে। কাজেই, আমাদেরকে অন্য ভুলে পতিত হতে দিওনা। তারা বলে যে, যারা ভুল করে তাদের তিনটি জিনিস প্রয়োজন ঃ যা আল্লাহ ও তাদের মাঝে আছে তার জন্য তাঁর ক্ষমা, তিনি যেন এ ত্রুটিগুলো তাঁর অন্যান্য বান্দাহগণের নিকট হতে গোপন রাখেন আর এভাবে সেগুলো তাঁর বান্দাহদের নিকট প্রকাশ না করেন এবং আরো ভুল ভ্রান্তি হতে তিনি যেন তাদেরকে মুক্তি দেন।" আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ এ সব অনুনয়ের উত্তর দিয়েছেন, "আমি করব," এক বিবরণে এবং "আমি করলাম", অন্য বিবরণে।

২৭১৪. মুসলিম ১৯৯, ২০০। **দ্রষ্টব্য:** ১৩১৭ নং হাদীস্ব।

২৭১৫. মুসলিম ১২৬। **দ্রষ্টব্য:** ১৩১৮ নং হাদীস্ব।

২৭১৬. হাদীস্বটি আবূ উমামাহ, ইবনু আব্বাস, আয়িশাহ ও জাবির [রিদওয়ানুল্লাহি আলায়হিম আজমাঈন] থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস্বটি বেশি বিশুদ্ধ। আহমাদ ২১০৮। শায়খ আলবানী পূর্বে দঈফ আল-জামি' (২৩৩৬) এর মাঝে হাদীস্বটিকে দঈফ বলেছিলেন কিন্তু পরে তিনি সিলসিলাহ স্বহীহাহ (২৯২৪) এর মাঝে হাদীস্বটিকে স্বহীহ বলেছেন। **তাহকীক আলবানী:** স্বহীহ।

২৭১৭. ইবনু আবী হাতিম (গ) ৩/১২৩৫।

আল্লাহ তা'আলার কথা: ﴿أَنتَ مَوْلَىٰنَا﴾ **"আপনি আমাদের মাওলা"** অর্থাৎ আপনি আমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী, আপনাতে রয়েছে আমাদের আস্থা, আপনারই কাছে চাওয়া হয় সকল প্রকার সাহায্য এবং আমাদের পূর্ণ নির্ভরতা আপনার উপর। আপনার নিকট হতে ব্যতীত কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ﴾ **"এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর"** যারা আপনার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করেছে, আপনার একত্বকে অস্বীকার করেছে, আপনার নাবী (ﷺ) এর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আপনি ছাড়া অন্যদের উপাসনা করেছে এবং আপনার উপাসনায় অন্যদেরকে সংযুক্ত করেছে। আমাদেরকে বিজয় দান কর এবং তাদের উপর আমাদেরকে এ জীবনে ও আখিরাতে আধিপত্য দান কর। আল্লাহ বললেন, "আমি করব," এক বিবরণ অনুযায়ী এবং "আমি করলাম" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস অনুযায়ী।

ইবনু জারীর বলেন, [মুসান্না বিন ইবরাহীম][আবূ নুআয়ম][সুফইয়ান][আবু ইসহাক (রহঃ)] বলেছেন যে, মুআয (রাঃ) যখনই এ সূরার তিলাওয়াত শেষ করতেন, ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ﴾ **"এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর"** তিনি বলতেন, "আমীন।"[২৭১৮]

২৭১৮. তাবারী ৬/১৪৬।